ব্যবসা ও বাণিজ্যের ১৩৩৪ সালের বর্ষসূচী।

পৃষ্ঠা

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

সপ্তম বর্ষ] বৈশাখ ১৩৩৪ [১ম সংখ্যা

জাগরণী

(১)

কোথাকার কোন্ দৈত্য বিচরে ভুবন ভরি'—
ভুবনে ভুবনে টানা টানি করে জীবন ধরি'।
দেশে দেশে হেরি আর্ত্ত সকল
করিতেছে শুধু মহা কোলাহল,
ধূলার মতন ত্যজিছে জীবন দেবতা স্মরি'
কোথাকার কোন্ দৈত্য বিচরে ভুবন ভরি'।

(২)

স্বাধীনতা, হায়, লাঞ্ছিতা প্রায় চরণ তলে
ক্রন্দন করে উষ্ণ ব্যথায় অশ্রু জলে।
কে হেরিবে তারে, কে বুঝিবে তারে,
কি করা উচিত কে তাহা বিচারে?
জীবন সবার অবশ কাহার মন্ত্রবলে!
স্বাধীনতা, হায়, লাঞ্ছিতা প্রায় চরণ তলে।

(৩)

হত্যা-লোলুপ অত্যাচারের রক্ত হাসি
আজিকে নিয়ত প্রলয়ের মত উঠিছে ভাসি'।
ধরার বাসনা, ধরার কামনা,
ধরার সকল সত্য-সাধনা
[illegible] এখনি নিঃশেষ করি' ফেলিবে গ্রাসি'—
[illegible] কোন্ দৈত্য বিচরে [illegible]

(৪)

হায় কোথা তারা, একদিন যারা জগত ঘিরে
সিংহের মত গর্জ্জি ফিরিল উচ্চ শিরে;
এক দিন যারা ভুবন বেলায়
ব্যর্থ করিল পরম হেলায়
অত্যাচারের দম্ভ আপন তীক্ষ্ণ তীরে?
তাহারা কি আজ জাগিবেনা আর ভুবন ঘিরে?

(৫)

ওগো বীরগণ, আবার কখন জাগিবে ভবে,
মুক্ত হৃদয়ে মুক্তির গান গাহিবে কবে?
ভুবন ভরিয়া কখন আবার
গড়িবে হাজার মেবার পাহাড়,
লক্ষ চিতোর বক্ষ ভিতর রচিবে সবে?
ওগো বীরগণ, আবার কখন জাগিবে ভবে?

(৬)

ওগো, জেগে উঠ, বন্ধন টুট, সুধা পারা
জ্ঞান পুনরায় বসুন্ধরায় আলোক ধারা।
তোমাদের ডাকে জড়তা লুকাবে,
মানবের প্রাণে সাড়া পড়ে যাবে,
জাগিবে সত্য, ছুটিবে দৈত্য, টুটিবে কারা,
ওগো, জেগে উঠ, টুট, সুধা পারা।

[illegible]পুর্ণ নাথ রায়
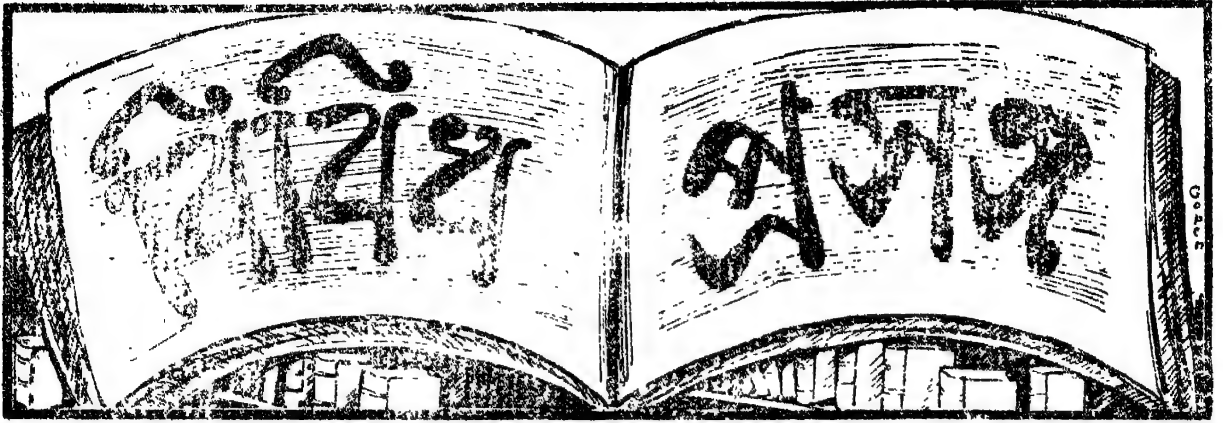
চাকুরীর বাজার

শ্রীযুক্ত এম্, কে, আচার্য্য সেদিন লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"সাউথ-ইণ্ডিয়ান রেলের কেরাণীদের বেতন মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা, ইহা কি সত্য?" উত্তরে ভারতগবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব স্যার চার্লস্ ইনেস্ বলেন,—সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের নবীন কেরাণীদের (Junior clerks) বেতন মাসিক ২০৷৷০ সাড়ে কুড়ি টাকা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে।"

শ্রীযুক্ত আচার্য্য পুনরায় প্রশ্ন করেন,—এই সব কেরাণীর বেতনের হার এত কম নির্দ্ধারিত করা হয় কোন্ নীতি অনুসারে? স্যার চার্লস্ এইবার আসল কথাটা খুলিয়া বলেন,—"রেলবিভাগের চাকুরীর জন্য আমরা এক জনের স্থানে অনেক জনের আবেদন পাই, ইহাই বোধ হয় আপনার প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর।"

শিল্প-বাণিজ্যের পরীক্ষা

বাণিজ্য বিষয়ক উপাধি ও বাণিজ্য বিষয়ক সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য ভারতীয় বণিক সমিতি (ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চেম্বার) পরীক্ষার্থীগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতীয় বণিক সমিতি যে সকল বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেবেন, সেই সকল বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার্থীগণকে পরীক্ষা দিতে হইবে। ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে কয়েকটী তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ভারতীয় বণিক সমিতির সম্পাদকের নিকট হইতে পাঠ্য বিষয় সমূহের সেই নির্দ্দিষ্ট তালিকা পাওয়া যাইবে। যাহাতে শিক্ষার্থীগণ শিল্পবাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের শিক্ষা পায় এবং যাহারা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিবে তাহারা যাহাতে কাজ কারবারে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে এবং বাণিজ্য-জগতে উচ্চপদ লাভের দিকে যাহাতে তাহারা সাহায্য পায়, এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ শিক্ষা ও পরীক্ষার কল্পনা ভারতীয় বণিক সমিতি করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ের জন্য ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পরীক্ষা দিতে হইবে, এবং বৎসরে দুইবার করিয়া অর্থাৎ প্রতি বৎসরের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। সর্ব্ব প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে বর্ত্তমান ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে।

পরীক্ষা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিবে:—

(১) সিনিয়র ডিপ্লোমা পরীক্ষা, এবং

(২) সিনিয়র সিঙ্গল সার্টিফিকেট পরীক্ষা।

ডিপ্লোমা পরীক্ষার জন্য চারিটা বিভাগ করা হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক বিভাগে [illegible] করিয়া

শিক্ষনীয় বিষয়ে যাহারা পরীক্ষা দিয়া পাশ হইতে পারিবে তাহারাই ডিপ্লোমা বা উপাধি পাইবে। তাহারা তাহাদের নামের সঙ্গে উপাধি স্বরূপ "D. Com M. C." অক্ষরগুলি ব্যবহার করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে। আর যাহারা সিঙ্গল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা যে বিষয়ে উত্তীর্ণ হইবে সেই বিষয়ে সার্টিফিকেট পাইবে।

ফনোগ্রাফের ক্রমোন্নতি

ফনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াই এডিসন সাহেব ক্ষান্ত হন নাই, ইহার উন্নতি কল্পে তিনি আরও মাথা ঘামাইতেছিলেন; এইবার তিনি নূতন ধরণের এমন রেকর্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, একটি রেকর্ডে ৪০ মিনিট কাল গান বাজনাদি চলিবে। সঙ্গীত প্রিয় বিলাসীদের ইহাতে খুবই সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। মধ্যে রেকর্ড পরিবর্ত্তনজনিত যে রসভঙ্গ হয়, তাহাও আর হইবে না।

সর্প দংশনের মহৌষধ

আমেরিকায় নিউইয়র্ক সহরের [illegible] পিটমার নামক এক ব্যক্তি সর্প দংশনের মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। সর্প বা সর্পের বিষ ঘোড়ার শরীরে প্রবেশ করাইয়া সেই ঘোড়ার রক্ত হইতে এইরূপ ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক সর্প দংশনে মারা যায়, কিন্তু কোনও ডাক্তার কিম্বা Research scholar এবিষয়ে এযাবত কোন চেষ্টা করেন নাই। এক মিঃজামের ডাঃ পি, ব্যানার্জী সর্প দংশনের এক ঔষধ বাহির করিয়াছেন।

চীনা বালিকার কৃতিত্ব

কুমারী কাথলিঙ গোল্ডিং নাম্নী ২৩ বৎসর বয়সের এক চীনা বালিকা এবার লণ্ডন হইতে এটর্ণি হইয়া দেশে ফিরিতেছেন। ইঁহার মাতা আয়র্লণ্ডের রয়াল কলেজ অব সার্জ্জেনের সর্ব্বপ্রথম চীনা ফেলো ছিলেন। তাঁহার বড় ভগ্নীও বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেন, পরে ইনি বিবাহ করিয়া পড়া ছাড়িয়া দেন।

বিরাট বিমানপোত

সম্প্রতি জার্ম্মাণীর ড্রেসন সহরে একটী বিরাট বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিমানপোতখানা ১৫০ জন লোক ও ২৭ শত মণ জিনিষ লইয়া ঘণ্টায় ১৫০ মাইল চলিয়া ২৪ ঘণ্টায় হামবার্গ হইতে নিউইয়র্ক যাইতে পারিবে।

টুটানখামেনের সমাধি

মিশরের প্রাচীন নৃপতি টুটানখামেনের সমাধির তৃতীয় কক্ষ সম্প্রতি উন্মুক্ত হইয়াছে। এই কক্ষ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত দুইটী কক্ষের ন্যায় মূল্যবান সামগ্রীপূর্ণ বা সুন্দর না হইলেও ঐতিহাসিক সম্পদে ইহা কোনক্রমে হীন নহে। সে যুগে মৃতসৎকারের জন্য যে সকল সামগ্রী ব্যবহৃত হইত, ঐ কক্ষ মধ্যে তাহার সমস্তই আছে। দুই প্রকারের ৩০ খানি ক্ষুদ্র নৌকা পাওয়া গিয়াছে; এক প্রকার নৌকা করিয়া মৃতদেহ ও শোকযাত্রী সকলকে প্রাসাদ হইতে নীল নদী পার করাইয়া সমাধিস্থানে লইয়া যাওয়া হইত; আর এক প্রকার নৌকা পৃথিবী হইতে স্বর্গে যাইবে বলিয়া সমাধি মধ্যে রাখা রক্ষিত হইত। স্বর্ণ ক্ষুদ্র মূর্ত্তিপূর্ণ একটী মনোহর বাক্স পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ শ্রেণীর রথ কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই

বিলাতে নকল দাঁত

বিলাতে দাঁতের ডাক্তাররা বলেন, তথাকার ৪০ বৎসর বয়স্ক প্রতি তিন জনের মধ্যে এক জনের এবং ৬০ বৎসর বয়স্ক প্রতি দুইজনের মধ্যে এক জনের নকল দাঁত আছে। প্রত্যেক বৎসর বিলাতে ২০ কোটি কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয়।

নকল মুক্তার দর

নকল মুক্তা এত উৎকৃষ্ট হয় যে উহার এক একটির মূল্য ৫০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠে, খুব ভাল ভাল দুষ্প্রা

না হইলে সেইরূপ নকল মুক্তা আসলের মধ্য হইতে পৃথক করিতে সমর্থ হয় না।

ঢাকেশ্বরী কটন মিল

গত ৩রা মার্চ বৃহস্পতিবার ঢাকেশ্বরী কটন মিলের প্রথম কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে, এবং শীঘ্রই কাপড় বাজারে বিক্রীত হইবে। কাপড় অতি সুন্দর হইয়াছে। প্রথম চেষ্টা হইলেও ইহা দেশী বিলাতী যে কোন মিলের কাপড়ের সহিত উপমিত হইতে পারে। আপাততঃ ৬ খানা তাঁত চলিতেছে এবং ক্রমে তাঁতের সংখ্যা বাড়িবে। প্রথম কাপড় জোড়া শ্রীশ্রী৺ ঢাকেশ্বরী কালী বাড়ীতে পাঠান হইয়াছে। আমরা এই মিলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। আশা করি, ইহা অদূর ভবিষ্যতে নারায়ণগঞ্জ তথা পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবস্থল হইবে।

বঙ্গদেশে ধান্যের চাষ

বর্ত্তমান বর্ষে সমগ্র বঙ্গে ১৪, ২৯০,৩০০ একর জমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছে। গত বৎসরে ১৫,৬১৯ ৩০০ একর ভূমিতে চাষ হইয়াছিল। কেবল বাঁকুড়া জেলায় ধান্যের উৎপাদন সাধারণ পরিমাণের অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। খুলনা, রঙ্গপুর ও পাবনায় পূর্ণ ফসল হইয়াছে। ১৪টা জেলায় শতকরা ৮৬ হইতে ৯৮ এবং অন্যান্য জেলায় মাত্র ৫২ হইতে ৭৫ ভাগ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফসল হইয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমান, মালদহ, ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে ধান্য জন্মিয়াছে।

তুলার চাষ

১৮ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্ব ভারতে ১২৭,৪৩০ গাঁইট তুলা প্রস্তুত হয়। গত বৎসর ঐ সপ্তাহে ১৬২,১৪৪ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ২, ৩৬২,৭০৫ গাঁইট প্রস্তুত হয়। কিন্তু গত বৎসর ঐ সময়ে ২,৪৪ ৮৬৮ গাঁইট উৎপন্ন হইয়াছিল।

কেশের আদর

আজকাল ইউরোপের মহিলাদের মধ্যে ছোট করিয়া চুল রাখার একপ্রকার রীতি দেখা যাইতেছে। ডঃ এফ, পি, জোসীলান কিন্তু এই রীতিটা পচ্ছন্দ করিতেছেন না। তিনি চিকিৎসক, কাজেই সৌন্দর্য্য জ্ঞান অপেক্ষা তথ্যানুসন্ধানেরই তিনি অধিকতর অনুরাগী! তিনি বলেন, জাভা ও বর্ণিয়োর কয়েক স্থানে পুরুষেরা বড় করিয়া চুল রাখেন; ফলে এই হয় যে, তাঁহাদের আর গোঁফ উঠেনা। আবার বিভিন্ন স্থানের পুরুষেরা যাহারা চুল ছোট করিয়া ছাটে, তাহাদের গোঁফ গজাইয়া উঠিতে দেখা যায়। তাঁহার আশঙ্কা—ইউরোপের মহিলারা চুল ছোট করিয়া রাখার ফলে গুম্ফ পরিশোভিত না হয়েন।

বিষবৃক্ষ

বিষাক্ত লতা গুল্ম বা ফল মূলাদির কথাই আমাদের জানা আছে। শাখাকাণ্ড পরিশোভিত বিষবৃক্ষের সন্ধান না কি মধ্য আফ্রিকায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার ছায়া মাড়াইলে ও রক্ষা নাই-ই, এমন কি তাহার হাওয়া সেবন করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। সেইরূপ বৃক্ষকে তাহা হইলে যমের দোসর বলিলে ভুল হয় না। শুনা যাইতেছে, ঐরূপ বিষ বৃক্ষ সন্ধানের একটা খুব তোড় জোর চলিতেছে। ঐ বিষ বৃক্ষের একটা মহা সুবিধা এই যে, তাড়া-হুড়া করিয়া পাকে-চক্রে শত্রুপক্ষকে বিষবৃক্ষের এলাকার মধ্যে চালান করিতে পারিলে তাহাদের আর পরিত্রাণ নাই। ঐরূপ বৃক্ষের চাষ কি প্রয়োজন হইলে চাষ করাও চলিতে পারে।

বাংলার কৃষি সংবাদ

বাংলাদেশে সরকারী পরিচালিত কৃষি-বিদ্যালয়

একমাত্র ঢাকায় আছে। সাধারণের পক্ষ হইতে চুঁচুড়াতেও এক কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ডিঃ বোর্ডের সহায়তায় অমরপুর ও ইটাচোনায় দুইটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে তিলোড়া (বাঁকুড়া জেলার) হাইস্কুলে, পুরীয়ানা হাইস্কুলে, (বরিশাল) নলদি স্কুলে (যশোর) কৃষি শিক্ষা ও ক্ষেত্রের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র

পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার পাটুলী ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে শিবনগর গ্রামে কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি বাবু সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় ৬৫০ বিঘা জমিতে কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

হুগলী জেলার ইটাচোনা ষ্টেশনে মিঃ কুণ্ডু মহোদয় প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন।

২৪ পরগণায় ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় সোনাপুরে কৃষিক্ষেত্র ও গোশালা স্থাপন করিয়াছেন, এবং একদল যুবককে হাতে কলমে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

যশোহর জেলায় সিঙ্গা ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এস, সি মহাশয় নিজ হস্তে ৫০ বিঘা জমিতে উন্নত প্রকারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

নদীয়া জেলায় রাণাঘাট নিবাসী বাবু কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের কৃষিক্ষেত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাটোর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের তরফ হইতে বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ৫০০ বিঘা জমি লইয়া ট্রাকটারের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিতেছেন।

কচুরী বিনাশের উপায়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী লিখিতেছেন :—

আগামী বাঙ্গলা সরকারের বজেটে যদি মাননী মহাশয়গণ কচুরীপানা নষ্ট করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ টাকার বিধান করেন, তবে বেশ কাজ হয়। সরকারী এইরূপ অর্থসাহায্য ও প্রতি জেলাবোর্ড প্রদত্ত এবং ইউনিয়ন বোর্ডগুলি হইতে সংগৃহীত ও প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ একত্রে হইয়া উপযুক্ত বিধানে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া তাহার উপর বঙ্গের কচুরীপানার বিনাশের ব্যবস্থার জন্য যদি বিহিত বিধান হয় এবং যদি ধার্য্য দিনে ও সময়ে, একত্রে, একভাবে সরকারী ও বে-সরকারী উভয়বিধ সাহায্য ও শাসন মূলে কার্য্য আরম্ভ হয় তবে মনে হয় কচুরীপানা নষ্টের জন্য একটা প্রতিকার-বিধি হয়।

কৃত্রিম উপায়ে জীবনী সঞ্চার

২০ বৎসর পূর্ব্বের কথা, ডাঃ জোকুইস্ তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া জগৎ স্তম্ভিত করেন। তিনি প্রাণীর রক্ত হইতে উসিটীন নামে একপ্রকার গুড়া পদার্থ আবিষ্কার করিয়া খুব একটা বাহবা পান। সেই উসিটীন্ চূর্ণ সমুদ্রের জলের সহিত পরিমাণ মত মিশাইয়া তাহাতে সামুদ্রিক জীব বিশেষের ডিম্ব কিয়ৎকাল ডুবাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ডিম্বটী প্রস্ফুটিত হইয়া তাহা হইতে জীবনী সঞ্চার হয়, কিন্তু মাংসপিণ্ড আকারের জীবটী দুই তিন দিনের অধিক জীবিত থাকে না। ডাঃ ক্লার্ক ও ডাঃ নাপ কয়েকবার এই বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জীবটী দুই তিন দিনের বেশী জীবিত থাকে না, ইহার কারণ, প্রক্রিয়ায় কিছু গলদ আছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানবিদেরা নানা বিষয়ের তথ্য আবিষ্কারের জন্য কি নিষ্ঠার সহিত সাধনা করিয়া চলিয়াছেন!

নিমগাছ হইতে সিরাপ

সিন্ধুদেশের হাইদ্রাবাদ সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বিশ মাইল দূরে টানডোয়ালহিয়ার নামক গ্রামে একটি

প্রাচীন বিরাট নিম্ব বৃক্ষ আছে। সম্প্রতি সেই বৃক্ষ হইতে মধুর ন্যায় গাঢ় অজস্র মিষ্ট রস হুড় হুড় করিয়া বাহির হইতেছে। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া স্থানীয় লোক দলে দলে আসিয়া কলসী কলসী ঐ রস ভরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই প্রকারে ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে ঐ রস প্রায় ছয় সাত মণ সংগ্রহ করিয়াছে। তাহারা মধুর সরবতের ন্যায় ঐ উপাদেয় রস পান করিতেছে। ঐ নিম্ববৃক্ষতলের মাটি একেবারে রসাসিক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ রস এত মিষ্ট যে, ঐ রসসিক্ত ভূমি পিপীলিকা, মাছি, মৌমাছিতে একেবারে ভরিয়া গিয়াছে।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে ও আশ্চর্য্য মিষ্টরস সংগ্রহ করিতে প্রত্যহ দেশদেশান্তর হইতে শত শত লোক আসিতেছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা সংবাদপত্রে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

একজন বহুজ্ঞ বিচক্ষণ বিদ্বান্ ব্যক্তি বলিলেন, নিমবৃক্ষ হইতে এই ভাবে মধুস্রাব মানবের বড় ভাগ্যবলে ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে, কারণ নিম্ববৃক্ষ-স্রাবোদ্ভূত রসে মৃতসঞ্জীবন রসায়ণ প্রস্তুত হয়। মৃতসঞ্জীবন রসায়নে বৃদ্ধ যুবা হয় এবং এবং মৃতপ্রায় জীবন পায়। মৃতসঞ্জীবন রসায়ন প্রস্তুত প্রণালী এখন লুপ্ত, কিন্তু শুধু এই মধুরস পান করিলেও অতি উৎকট উৎকট রোগ আরোগ্য হয়; ক্ষয়রোগের এই রস একটা মহৌষধ।

এসোসিয়েটেড প্রেস চারিদিকে এই সংবাদ দিবার পর এলাহাবাদ হইতে এক ভদ্রলোক ঐ সম্বন্ধে জানাইতেছেন যে, এলাহাবাদে অনেক নিমগাছ হইতেই ঐরূপ সিরাপ নির্গত হইয়া থাকে, উহাতে আশ্চর্য্য হইবার নাকি কিছুই নাই।

জাল টেলিগ্রাফ মানি-অর্ডার

কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে জাল টেলিগ্রাফ মানিঅর্ডারের বলে বীডন ষ্ট্রীট পোষ্ট আফিস হইতে ৪৫০৲ টাকা ঠকাইয়া লইবার চেষ্টা করার অপরাধে নিত্যগোপাল রাম নামক একজন পান বিক্রেতার ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

অভিনব জুয়াচোর

এই সহরে এক অভিনব প্রকারের জুয়াচুরি আরম্ভ হইয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশও তাহাদিগকে ধরিবার জন্য বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। এই জুয়াচোরেরা দেখিতে সম্ভ্রান্ত বংশজাত, পোষাক পরিচ্ছদ বা চালচলনাদিও বড় মানুষে। তাহারা যে কোন বড় দোকানে যাইয়া বহু মূল্যের সওদা করে, পরে জিনিষপত্র যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দোকানদারকে একখানি চেক লিখিয়া দেন। ঐরূপ ভদ্র বেশী জুয়াচোরের বাবুয়ানা চেহারা চালচলন বা ব্যবহারে দোকানদারের মনে কোন প্রকার সন্দেহ উঠিতে না পারাই স্বাভাবিক। পরে চেকখানি ভাঙ্গাইতে যাইয়া দোকানদার দেখে, সেখানি একখানি ঝুটা চেক। এই শ্রেণীর জুয়াচোরেরা কখনও বা দোকানে স্বয়ং যাইতেছে কখনও বা টেলিফোনে জিনিষের বরাত দিয়া দ্বারোয়ান দ্বারা ঐরূপ ঝুটা চেক পাঠাইয়া জিনিষ আনাইয়া লইতেছে। গোয়েন্দা পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া এখনও এরূপ কোন চোরের সন্ধান করিতে পারে নাই।

বিলাতী ঘি

লিলিব্রাও নামক উদ্ভিজ পদার্থের আমদানীতে আমরা বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছিলাম। ইহা ঘৃত বলিয়া বহুস্থানে বিক্রীত হইতেছে এবং বহু ব্যবসায়ী ইহা বিকৃত করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতেছে। বহু স্থানে এই অপরূপ পদার্থ বিক্রীত হইতেছে এবং ভারতের হতভাগ্য অধিবাসিগণ বহু স্থানেই ঘৃতের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করিতেছে। সম্প্রতি লিলিব্রাও মাখন নামক আর

এক প্রকার দ্রব্যও বাজারে বিক্রীত হইতেছে। এই সমস্ত দ্রব্য যাহাতে বিক্রীত হইতে না পারে, দেশের রাজবিধানে কি তাহার কোনও বিধান নাই? কলিকাতার বাজার ভেজালে পরিপূর্ণ, তাহার পর যদি এই সকল দ্রব্য বাজারে প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হইতে থাকে, তবে ইহার পরিণাম কি হইবে? আমরা এ বিষয়ে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের ও কলিকাতা কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারতে চলচ্চিত্র প্রস্তুত করিবার কারবার

লণ্ডনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, একটী বিস্তৃত রকমের সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী চলচ্চিত্র পট প্রস্তুত করিবার কারখানা ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন লইয়া স্থাপন করা হইবে। এজন্য প্রসিদ্ধ আলোক-চিত্রকর প্রভৃতি ব্যতীত বহু গ্রন্থকার, অভিনেতা, শিল্পীদিগের সহায়তা গ্রহণ করা হইবে। মিঃ আর্ণল্ড বেনেট, সার হল কেন্টন, সার এ, কেনান ডয়েল প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারদিগের সহযোগিতা লাভের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ১৪ জন প্রসিদ্ধ বৃটিশ গ্রন্থকারের উপন্যাস অবলম্বনে চিত্র প্রস্তুত করিবার স্বত্ব পাঁচ বৎসরের জন্য লওয়া হইয়াছে।

এই কোম্পানীর একটি ভারতীয় শাখা সংগঠনের ভার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সার চিমনলাল শীতলবাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

হাওয়ায় চালিত হাওয়া গাড়ী

পেট্রোল নামক পদার্থ উদরস্থ করিয়া এ যাবৎ হাওয়া গাড়ী গতিশক্তিতে যানকে হার মানাইয়া দিয়াছিল। শুনা যাইতেছে, আমেরিকা পিটস্‌বার্গের মিঃ লী বাটল উইলিয়াম্‌স্‌ যে নূতন ধরণের হাওয়া গাড়ীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কিছুক্ষণ পেট্রোলের শক্তিতে চলার পর বায়ু বলে ঘণ্টায় ৬২ মাইল বেগে চলিতে থাকিবে, তখন আর পেট্রোলের কোনই দরকার হইবে না। হাওয়ার গতিতে হাওয়া আহার করিয়া হাওয়া গাড়ী চলিবে, অন্যদিকে হাওয়া গাড়ী নামও সার্থক হইবে।

নিদ্রাকাতরা ব্যাধি

আফ্রিকাস্থ ফরাসী অধিকৃত স্থান সমূহে নিদ্রাকাতরা ব্যাধির (sleeping sickness) প্রবল প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। উপদ্রুত স্থান সমূহের কোন কোন জায়গায় শতকরা ৩৫ হইতে ১০০ জন লোকই এই ভয়াবহ ব্যাধির প্রকোপে পতিত হইয়াছে। কল কারখানাসমূহ একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। একজন ফরাসী ডাক্তার এই ভীষণ ব্যাধির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহা রাজনৈতিক গোলমালেরই পরিণাম ফল। সর্দারগণের উৎপীড়ন, জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং হাঙ্গামার কারণেই এই ভীষণ অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই ফলে কৃষিভূমি সমূহ পতিত, গ্রামসমূহ পরিত্যক্ত এবং গ্রামবাসিগণ তাহাদের প্রবলতম শত্রুদের ভয়ে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই সমস্ত অশান্তিজনক অবস্থার জন্য তাহারা টেসিটী (Tsetse—একপ্রকার বিষধর মক্ষিকা) দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তাহারই ফলে তাহারা নিদ্রাকাতরা ব্যাধির প্রকোপে পড়ে। ফরাসী গভর্ণমেন্ট ১৯২১ খৃষ্টাব্দে একবার এই রোগের প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী ব্যায়াম বীর

শ্রীযুক্ত তারাপদ দত্ত নামক এক যুবক ব্যায়াম-বীর বারটি অশ্বের বেগশালী এক মোটর গাড়ীকে চলন্ত অবস্থায় ধরিয়া রাখিয়া অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মিঃ হামিদ ঐ মোটর গাড়ী চালাইয়াছিলেন। তারাপদ তারপর ১৬৩ মণ ওজনের একটি রোলারকে তাঁহার বুকের উপর দিয়া টানিয়া লইতে দেন। পাবনায় এই ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শনে

দর্শনীস্বরূপ যে অর্থ উঠিয়াছে, তাহা স্থানীয় হিন্দু-সভার বাজার সমিতিকে দেওয়া হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজনকর্তা শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী হিন্দু সভার পক্ষ হইতে শ্রীমান্ তারাপদকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছেন। মিঃ হামিদ ও শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়, ইহারা দুইজনে আরও দুইখানি রৌপ্যপদক দিয়াছেন।

কলিকাতায় মিঠাইয়ের দোকান

কর্পোরেশনের হেলথ অফিসারের একটী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, কলিকাতা মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যা ৯৬৭। সহরের বিভিন্ন অংশে মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যা এইরূপ :—

১নং ডিষ্ট্রীক্ট	৩৪৫ ;
২নং ডিষ্ট্রীক্ট	১৯২ ;
৩নং ডিষ্ট্রীক্ট	৭৬ ;
৪নং ডিষ্ট্রীক্ট	১৬২ ;
কাশীপুর	৬২ ;
গার্ডেনরীচ	৭৯ ;
মাণিকতলা	৫১

—•—

বারুইপুর—লক্ষ্মীকান্ত রেলওয়ে সার্ভে

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট—,ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃক বারুইপুর হইতে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্য্যন্ত ২৩ মাইল একটী রেল লাইন খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই লাইনটার নাম হইবে "বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলওয়ে"

—————

ল্যাশিও-মিউজ রেলওয়ে সার্ভে

চীন সীমান্তে ল্যাশিও হইতে মিউজ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল সার্ভের জন্ত রেলওয়ে বোর্ড মঞ্জুর করিয়াছেন, এই সার্ভের নাম হইবে "ল্যাশিও-মিউজ রেলওয়ে সার্ভে।"

থ্যাট্ টাক্যাড্-ভ্যালপারাই রেলওয়ে সার্ভে

পেরিয়ার নদীর উপর থ্যাট্ টাক্যাড্ হইতে এ্যানা-মালাই পর্ব্বত স্থিত ভ্যালপারাই পর্য্যন্ত ৪০ মাইল সার্ভের জন্ত রেলওয়ে বোর্ড মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে "থ্যাট্ টাক্যাড ভ্যালপারাই রেলওয়ে সার্ভে"।

চাকিয়া কারনল রেলওয়ে সার্ভে

চাকিয়া হইতে কারনল্ পর্য্যন্ত ১৭ মাইল সার্ভের জন্ত রেলওয়ে বোর্ড মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে "চাকিয়া-কারনল রেলওয়ে সার্ভে"।

—•—

সাঁইথিয়া-বাউসি ও বাউসি-বৈদ্যনাথ রেলওয়ে সার্ভে

সাঁইথিয়া হইতে বাউসি পর্য্যন্ত প্রায় ১০০ শত মাইল ও বাউসি হইতে বৈদ্যনাথ প্রায় ৬০ মাইল সার্ভের জন্ত রেলওয়ে বোর্ড মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে "সাঁইথিয়া-বাউসি ও বাউসি-বৈদ্যনাথ রেলওয়ে সার্ভে"।

—————

বিজাপুর এ্যাস-বেলিয়াসান লাইন

ভারত গভর্ণমেন্ট বিজাপুর হইতে এ্যাস-বেলিয়াসান পর্য্যন্ত ২৬ মাইলের একটী রেলওয়ে লাইন খুলিবার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই লাইনটার নাম হইবে ক্যানল বিজাপুর রেলওয়ের "বিজাপুর-এ্যাস বেলিয়াসান শাখা রেল লাইন"।

—————

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন কর্তৃক সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড ১৮০ মাইল ব্যাপী নিম্নলিখিত

তিনটী লাইন সার্ভে করিবার জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। জগদলপুর হইতে টিটাগড়।

২। জগদলপুর হইতে বায়য়াগুড়া।

৩। সাসাহাণ্ডি হইতে জয়পুর।

ইহার নাম হইবে "বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন সার্ভে।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে ও বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে কনেক্‌সন সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড ৫০ মাইল ব্যাপী নিম্নলিখিত ৩টী লাইন সার্ভের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। শিলিগুড়ী হইতে সেবক দিয়া বাগ্রাকট পর্য্যন্ত।

২। শিলিগুড়ী হইতে ফুলবাড়ীঘাট দিয়া বাগ্রাকট পর্য্যন্ত।

৩। হ্যামিলটন্‌গঞ্জ হইতে মাদারীহাট পর্য্যন্ত।

ইষ্টারণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে ও বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে কনেক্‌সন্ সার্ভে" ইহার নাম হইবে।

নেত্রকোনা মোহনগঞ্জ একসটেন্‌সন্ রেলওয়ে

নেত্রকোনা হইতে মোহনগঞ্জ পর্য্যন্ত ১৭ মাইল আন্দাজ একটী রেলওয়ে লাইন খুলিবার জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই লাইনটীর নাম হইবে "নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ এক্‌সটেন্‌সন্ রেলওয়ে"।

গণ্টুর—গুরজলা—ম্যাচেরলা রেলওয়ে

গণ্টুর হইতে ম্যাচেরলা পর্য্যন্ত ৮০ মাইল আন্দাজ একটি রেলওয়ে লাইন খুলিবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড মাদ্রাজ ও সাউদার্ণ মারহাট্টা রেলওয়ে কোম্পানীকে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। এই লাইনটীর নাম হইবে "গণ্টুর-গুরজালা-ম্যাচেরলা রেলওয়ে"।

পুর্ণিয়া-ধমদহা রেলওয়ে সার্ভে

পূর্ণিয়া হইতে ধমদহা পর্য্যন্ত মিটারগজে একটী লাইন এবং বারহিয়া দাংহাটা পর্য্যন্ত ইহার একটী শাখা লাইন বাহির করিবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলওয়ে এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন্ এর উপর ভার দিয়াছেন। এই লাইনটী ৪৩ মাইল বিস্তৃত হইবে এবং "পুর্ণিয়া ধামদাহা রেলওয়ে সার্ভে" নামে কার্য্য চলিবে।

রাজবাড়ী—কুমারখালি-যশোহর রেলওয়ে সার্ভে

রাজবাড়ী হইতে যশোহর পর্য্যন্ত ৫৩ মাইল আন্দাজ একটী লাইন খুলিবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড— অনুমোদন করিয়াছেন এবং ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে এই কার্য্য করিবার ভার পাইয়াছেন এই লাইনটীর নাম হইবে "রাজবাড়ী-কুমারখালি-যশোহর রেলওয়ে।

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটী

ইউনাইটেড প্রভিন্সের কৃষিবিভাগের প্রতিনিধি-স্বরূপ মিঃ জি, ক্লার্ক (Mr. G. Clarke) যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বোম্বাই প্রদেশে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটীর সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

ফ্রাঙ্ক

বৃটীস ভারতে গত ২২শে জানুয়ারী (১৯২৬) হইতে ফ্রাঙ্কের মূল্য পরিবর্ত্তিত হইয়া ১ ফ্রাঙ্ক /৯ পাই এর সমান—এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে।

ইলেকট্রীসিটির সাহায্যে ট্রেণ চালান

গত বৎসর বোম্বাই প্রদেশে ইলেকট্রীসিটি সাহায্যে ট্রেণ চালাইবার কথা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মাত্র বান্দ্রা পর্য্যন্ত এই ট্রেণ চলিতেছে। ভারতে ইহাই প্রথম চেষ্টা। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ের সর্ব্বত্র এবং বরদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে ইলেকট্রীসিটির সাহায্যে ট্রেণ চালাইবার যে প্রস্তাব প্রথমে করা হইয়াছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু যে সকল স্থানে এখনও ঐ গাড়ীর সম্যক প্রচলন হয় নাই সেখানেও ধীরে ধীরে ইহার কার্য্য হইতেছে এবং শীঘ্রই সমস্ত লাইনে ঐ গাড়ীর প্রচলন হইবে এরূপ আশা করা যায়। এইরূপ ইলেকট্রীসিটির দ্বারা চালিত গাড়ীর প্রচলন হওয়ায় বোম্বাই প্রদেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহার প্রচলনে বহু লোকের উপকার হইবে।

কলিকাতার নিকটে এই গাড়ী চালাইবার যে পরীক্ষা হইতেছিল তাহার কার্য্যকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কলিকাতা কর্ড লাইন দিয়া উন্নত প্রণালীতে ইলেকট্রীসিটির সাহায্যে গাড়ী চালাইবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা এখন কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

মাদ্রাজেও ইহার প্রচলন হইবার চেষ্টা হইতেছে। মাদ্রাজ হইতে তাসবারাম পর্য্যন্ত সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের লাইনের পার্শ্বে জমি লইয়া ইলেকট্রীকের গাড়ী চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহা ব্যতীত সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের অন্যান্য লাইনে এই গাড়ী চালাইবার আলোচনা হইতেছে এবং রেল কর্ত্তৃপক্ষগণও এ বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। হাইড্রো-ইলেকট্রীকের সাহায্যে গাড়ী চালাইলে রেল হইতে যথেষ্ট আয় হইবে এবং সাধারণেরও খুব সুবিধা হইবে এই বিবেচনা করিয়া মাদ্রাজে হাইড্রো-ইলেকট্রীক্ সাপ্লাই পরীক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন এবং মেসার্স মার্জ (Messers. Merz) ও ম্যাকলিলান কনসাল্টিং এঞ্জিনীয়ারস্ (McLellan, Consulting Engineers)। ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের এই সঙ্কল্প কতদূর কার্য্যে পরিণত করা যায় সে বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

রেলের পাটি ও কাঠ সরবরাহ

১৯২৩-২৪ সনে স্লিপার এনকোয়ারী কমিটী (Sleeper Enquiry Committee) যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেই প্রস্তাব অনুযায়ী ইম্পিরিয়াল ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্ম্মচারী রেলওয়ে বোর্ডে এ্যাডভাইজারী অফিসার (Timber Advisory Officer) নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়াছে কি করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে কাঠ সরবরাহ করিতে পারা যায় তাহা দেখা এবং যে সকল বন হইতে উৎকৃষ্ট কাঠ সরবরাহ হয় গভর্ণমেন্টের সাহায্যে সেগুলির বন্দোবস্ত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সমস্ত কেন্দ্র হইতে বেশীর ভাগ কাঠ সরবরাহ হয় সেই সকল কেন্দ্রে সমস্ত বৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিশ্রম অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কয়েক প্রকার সস্তা স্বদেশী কাঠের দ্বারা ট্রেনের কামরা তৈয়ারী করিতে পারা যায় কিনা সে বিষয় তিনি পরীক্ষা করিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট হইতে কাঠ সরবরাহ করা হইতেছে।

রেল লাইনের জন্য দেশীয় লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার

গত ছয় বৎসর হইতে ষ্টেট্ রেলওয়ে, রেল লাইনের জন্য ব্যবহার্য্য যাবতীয় লৌহ ও ইস্পাত টাটা আইরন ও ষ্টিল কোম্পানীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছেন। গত ১৯২৫-২৬ সনের জন্য ষ্টেট্ রেলওয়ের ৫২২০ টন মাল দরকার ছিল এবং এই মাল সরবরাহ করিবার জন্য কেবল মাত্র টাটা কোম্পানীকেই সমস্ত অর্ডার দিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে টাটা কোম্পানী ষ্টেট রেলওয়েকে ৪৭৬৯৪ টন ও অন্যান্য রেলওয়ে কোম্পানীকে ৬৬২২৭ টন মাত্র সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত ষ্টেট্ রেলওয়ে টাটা কোম্পানীর নিকট ১৯২৫ সনে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ইস্পাত খরিদ করিয়াছিলেন। ষ্টেট্ রেলওয়ে স্থির করিয়াছেন যে অতঃপর তাঁহাদের লৌহ ও ইস্পাতের দরকার হইলে টেণ্ডার আহ্বান করিবেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভারতীয় টাটা কোম্পানীকে কিছু সুবিধা প্রদান করা হইবে।

রেলওয়ে সরঞ্জামের খরিদ মূল্য

গত ১৯২৫-২৬ সনে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে রেলের সরঞ্জাম খরিদ বাবদ ২৩ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন, ঐ স্থলে ১৯২৪-২৫ সনে ২০ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকার মাল কেনা হইয়াছিল। কিন্তু এই টাকার মধ্যে কয়লা, পাথর, ইট চুণ ইত্যাদি এবং অন্যান্য স্থানীয় যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইয়াছিল তাহার মূল্য ধরা হয় নাই।

——:——

মাদ্রাজ প্রদেশে বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা
(১৯২৬)

এই বৎসর কেরালা সোপ ইনষ্টিটিউট্ কার্য্যে বেশ উন্নতি দেখাইয়াছিল। ইহার সমস্ত বিভাগেই কার্য্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল। এই কোম্পানী যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করিয়াছিল, দ্রব্য বিক্রয়ও বেশ হইয়াছিল এবং কোম্পানী সন্তোষজনক ভাবে লাভ পাইয়াছিল।

এই বৎসর গবর্ণমেন্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনষ্টিটিউট্ (মাদ্রাজ) কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এই বিভাগের টেক্স্টাইল ইনষ্টিটিউট এই বৎসর অতি সুন্দর কাজ দেখাইয়াছেন, ইহা চিরস্থায়ী ভাবে স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেক ছাত্র এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের তাঁতিদিগের অত্যন্ত কষ্ট

হইয়াছে। তাহাদের উপযুক্ত মূলধনের অভাব ও কাপড়ের দরের স্থিরতা না থাকায় এই দুর্দশা হইয়াছে। শিল্প বিভাগের তাঁতিরা যাহাতে উন্নত ও বর্ত্তমান প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে সে জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা হইতেছে। নানাবিধ হাতে চালাইবার কল সরবরাহ করিয়া যাহাতে তাঁতিরা অল্প সময়ে বেশী দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া লাভবান হইতে পারে তাহার জন্য উক্ত ডিপার্টমেণ্ট যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁতিরা যদি এই সকল হাতে চালাইবার কলের নিজেরাই মালিক না হইতে পারে, তাহা হইলে শত চেষ্টা করিলেও তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যদি কোন একটা স্থানে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য সকলের সম্মিলিত চেষ্টা ও পরিশ্রম দরকার, সুতরাং এইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সকলেরই এ বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য করা উচিত।

মাদ্রাজে চা'য়ের অবস্থা

মাদ্রাজ প্রদেশের সরকারী কৃষি বিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায় গত ১৯২৫-২৬সালে ভাল চায়ের চাহিদা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে পূর্ব্বে সম্ভবতঃ আর কখনও এরূপ হয় নাই। খরিদ্দারেরা ভাল চায়ের গুণ বুঝিয়াছে এবং সেই জন্য মন্দ চা অপেক্ষা ভাল চায়ের আদরই বেশী বাড়িয়া গিয়াছে, নিকৃষ্ট চা খুব কমই বিক্রয় হইয়াছে এবং তাহাতে লাভও সেরূপ হয় নাই। অনেক কোম্পানীই ইহাতে লাভবান হইয়াছে, এবং তাহাদের চা বাগানের অবস্থা উন্নত করিয়াছে। ঐ বৎসরে দক্ষিণ ভারত হইতে ৯৮৪০০ একর জমি হইতে ৪৮৮৬৩৩২০ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশ একাই শতকরা ৪৩ ভাগ চা সরবরাহ করিয়াছে।

মাদ্রাজ প্রদেশে কফির অবস্থা

মন্দ আবহাওয়ার জন্য ১৯২০-২৫ সনে ব্রেজিলিয়ান কফির অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল, এবং সেই জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র কফির অভাব অনুভূত হইয়াছিল, ও কফির দরও চড়িয়া গিয়াছিল। সেই সঙ্গে ভারত হইতে কফির রপ্তানি বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৯২৪-২৫ সালে দক্ষিণ ভারতে ১৪১৯২৯ একর জমিতে কফি উৎপন্ন হইবে অনুমান করা গিয়াছিল, ইহার মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ জমি মহীশূর রাজ্যে, শতকরা ২৪ ভাগ মাদ্রাজ প্রদেশে ও শতকরা ২৫ ভাগ জমি কুর্গে আবাদ হইয়াছিল। এই জমিতে মোট ১৩৬০৫ টন কফি উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ১১১০০ টন রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে যুক্ত রাজ্য ও ফ্রান্সেই অধিক মাল রপ্তানি হইয়াছিল।

মাদ্রাজ প্রদেশে প্রত্যেক একর জমীতে ৩০৩ পাউণ্ড, কুর্গে ১৮১ পাউণ্ড ও মহীশূরে ২০১ পাউণ্ড কফি উৎপন্ন হইয়াছিল। এই শস্যের পাতা পোকায় কাটিয়া সমূহ ক্ষতি করে। সম্প্রতি বোর্দো মিক্‌চার (Bardeaux Mixture) ব্যবহার করিয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে সেভারয়েতে (Shevaroy) জমিতে লাঙ্গল দিয়া বেশ করিয়া চষিয়া দেওয়ার দরুণ ঐ শস্যের ফুল বেশ সুন্দর হইয়াছিল। অসময়ে বৃষ্টি হইলেও ঐ সকল জমীতে ফুল বেশ ভালই হইয়াছিল, কিন্তু যে সকল জমি ভাল করিয়া চষিয়া দেওয়া হয় নাই তাহাতে ফুল ভাল হয় নাই। সুতরাং ইহা হইতেই

দেখা যাইতেছে যে জমি যদি ভাল করিয়া চষা হয় তাহা হইলে সময়ে বৃষ্টি না হইলেও এই শস্যের কোন ক্ষতি হয় না।

—০—

মাদ্রাজ প্রদেশে রবারের অবস্থা

১৯২৫ সনে মাদ্রাজ প্রদেশে রবারের অবস্থা খুব ভালই ছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে ষ্টিফেনসন্ স্কিম্ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া ১১০০০০ টন (১ টন—২৭ মণ) রবার পাওয়া গিয়াছিল, এবং এই স্কিমে খুব সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে। সারা পৃথিবীতে রবারের যত চাহিদা ছিল এক আমেরিকা যুক্ত প্রদেশেই তাহার শতকরা ৭০ ভাগ চাহিদা ছিল। ১৯২৬ সনে প্রতি এক একর জমীতে ৫০০ শত পাউণ্ড রবার উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে সারা পৃথিবীতে মোট ৬০১০০০০ টন রবার কাটতি হইয়াছিল। জমী ভাল করিয়া চষা না হইলে রবার ভালরূপ উৎপন্ন হয় না।

—০—

পাঞ্জাবে শিল্পের অবস্থা
(১৯২৫—২৬)

১৯২৬ সনে মার্চ্চ মাসে পাঞ্জাবের শিল্প বিভাগ যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ উৎপন্ন করা, এবং নানাবিধ ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করাই এই বিভাগের একটা প্রধান কার্য্য। সাধারণে এই বিষয়টীকে এখনও সেরূপ আগ্রহে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তথাপি এই বৎসর প্রায় তিন হাজারের উপর অনুসন্ধান, এই বিভাগে করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে লোকের অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা বাড়িয়া যাইতেছে—এবং এই বিভাগের উপকারিতা ও মূল্য যে কত বেশী তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে।

এই বৎসর ঐ বিভাগের কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ডাইং ফ্যাক্টরী সংলগ্ন যে বিদ্যালয় আছে, এই বৎসর তথা হইতে ১৬টী ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই স্কুল ১৯১৬ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় তিন শতের উপর ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছে। এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ বড় বড় নামজাদা ফার্ম্মে ঢুকিয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, আবার কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে পৃথক পৃথক ব্যবসায় খুলিয়া বসিয়াছে। বর্ত্তমানে মডেল ট্যানারীতে (The Model Tannery) লোকসান হইতেছে। ইহাতে ইলেকট্রিসিটির খরচা অত্যন্ত বেশী পড়িয়া যতদিন পর্য্যন্ত লাহোর ইলেকট্রীক্ সাপ্লাই কোম্পানী সাহাদারা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করিতে না পারিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত মডেল ট্যানারীকে এই ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে।

কিন্তু তাহা হইলেও মোটের উপর ট্যানারীর কার্য্য সন্তোষজনক হইয়াছে, ইহার চামড়া উৎপন্নের হারও বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ইহাতে দৈনিক ২৫ হইতে একশত খানি চামড়া উৎপন্ন হইতেছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ট্যানারী জয়ী হইতে পারিবে কিনা তাহা বলা যায় না, হয়তো নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার একটা প্রধান কেন্দ্র ইহাতেই উহার প্রধান সার্থকতা। আর্টস্ ও ক্র্যাফটস্ ডিপোর (Arts and crafts Depot) কার্য্যও বেশ উত্তমরূপেই চলিতেছে।

পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এই ডিপো কুটীর শিল্পের কর্ম্মীগণকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা দিয়াছে।

মহীশূরে শিল্পের অবস্থা

(১৯২৫—২৬)

এই বৎসর মহীশূরে বিশেষ কোন নূতন শিল্প নাই, কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালোর সিল্ক, উলেন ও কটন মিল এবং মহীশূর স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকৃচারীং ইত্যাদি পুরাতন কয়েকটী কলের কার্য্য বেশ সন্তোষজনক হইয়াছিল। প্রথম প্রথম শ্রীকৃষ্ণ রাজেন্দ্র মিলের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, কিন্তু এই বৎসরের শেষ ভাগে এই মিলের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছিল। ভাল ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে ইহার পরিচালন ভার অর্পিত হওয়ায়, এই মিলের উন্নতি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ডিরেক্টরগণ ১৯২৬ সনের ছয় মাসের মধ্যে ৩৮২০৫৲ টাকা লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বৎসর তুলার উপর অতিরিক্ত কর দেওয়ার প্রথা উঠিয়া যাওয়ায়, তুলার কলের মালিকদিগের কিছু সুবিধা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তুলার অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে এখনও এসম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিবার আছে। উলেন শিল্পের অবস্থাও বিশেষ খারাপ ছিল। মহালক্ষ্মী উলেন মিল্‌সের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল; মিঃ বি, কে, সাবাবল্লাসের ছোট উলেন মিলটী বেশ সুন্দর সুন্দর কার্পেট প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং এই বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দেখাইয়াছিলেন।

মহীশূরের রেশম

মহীশূরের ১৯২৬ সালের সরকারী রিপোর্ট হইতে হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মহীশূরে রেশমের উন্নতি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা ও বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হইয়াও মহীশূরে, পূর্ব্বে যথায় শিল্পের আবাদ হইত তথায় ইহার বিস্তৃতি খুব দ্রুত পরিমাণেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং হাসাল, চিতালড্রাগ ও কাদুর ইত্যাদি তিনটী নূতন জেলায় ইহার আবাদ হইয়াছে এবং রেশমের উন্নতি প্রভূত পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সকল নূতন স্থানে শত শত পাউণ্ড রেশমের গুটী পোকা উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে রেশম পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কি করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে ভাল বীজ সরবরাহ করিতে পারা যায় ইহাই এখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট গ্রেনেজে (Goverment grainage) কেবল মাত্র ৪০১০৫৬ টী উত্তম পোকা উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসরে মাত্র ৩৯০১৬৮টী গুটি পোকা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল বীজ লইয়া রেশম উৎপন্ন করা অত্যন্ত ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়ায় এবং যে পরিমাণ বীজের দরকার হইত গবর্ণমেণ্ট তাহা পূরণ করিতে না পারায় কতকগুলি বিশিষ্ট অভিজ্ঞ লোকের সহায়তায় বীজ উৎপাদন করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট এইরূপে ভাল বীজ উৎপন্ন করিবার জন্য ৪৭ জন অভিজ্ঞ লোক (experts) নিযুক্ত করেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সংযোগে কাজ করিয়া সর্ব্বসমেত ৬৫ লক্ষ গুটী পোকার বীজ উৎপাদন করিয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন বিশিষ্ট সিনিয়র সেরিক্যালচারাল ইন্‌স্পেক্টরের (Senior Sericultural Inspector) নিয়োগ সমর্থন করিয়াছিলেন; এবং সকল সোসাইটীকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রারের হাতে ২৮০০৲ টাকা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত রেশমের প্রভূত উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট আরও ৭৪৫০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন; এবং ইহা হইতে গত বৎসরে ৫২২৫৲ টাকা ঐ উদ্দেশ্যে খরচ করা হইয়াছিল। বিদেশে মাল পাঠাইবার নানারূপ অসুবিধা দেখিয়া মহীশূরের রেশম ব্যবসায়ীগণ ভারতের চাহিদা

অনুযায়ী মাল উৎপন্ন করিবার মনস্থ করিয়াছিল। গত বৎসর ও তাহার পূর্ব্ব বৎসর একত্রে ৪৮ মণ সাড়ে দশ সের রেশম মজুত ছিল এবং ইহার মূল্য গড়ে ৭২৪৫৬৲ টাকা ছিল। ঐ বৎসরের মধ্যে ৪২ মণ ২০ সের রেশম বিক্রয় হইয়াছিল এবং তাহা হইতে ৫০০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। এবং মোট ৫ মণ ৩০॥০ সের রেশম মজুত ছিল।

রেশমের গুট পোকা উৎপাদন করিবার যে পরীক্ষা গত বৎসর আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহার কার্য্য এ বৎসরেও বিশেষ ভাবে চলিয়াছিল। এই বৎসরে ১৩২১০৫টী বিদেশীয় পোকা ব্যবহার করা হইয়াছিল, এবং ইহাতে বেশ সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক বীজে যোড়া যোড়া পোকা উৎপাদন করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। ভাল ভাল পোকা নির্ব্বাচনের ফলে বীজের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া যাইতেছে; ইহা ব্যতীত রেশম তৈয়ার করিবার জন্য চরকার পরিবর্ত্তে নূতন নূতন যন্ত্র তৈরী করা হইয়াছে এবং ইহার কার্য্যও বেশ সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

মান্দ্রাজে তুলার অবস্থা

(১৯২৬—২৭)

কোকনদ

সময়ে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ গন্টুর ও নেলোরে তুলার অবস্থা কিছু খারাপ হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বৎসর সাধারণতঃ যে তুলা পাওয়া যায় এবার তাহারও কম উৎপন্ন হইবে। কিস্তানায় তুলার অবস্থা বেশ সন্তোষজনক এবং এখানে তুলায় কোন পোকা লাগে নাই।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট

বৃষ্টি না হওয়ায় এবং পোকা লাগায় এখানে তুলার কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

মধ্য-প্রদেশ

কইমবেটোরে তুলার বেশ উন্নতি হইতেছে, এবং বর্ত্তমানে ইহার অবস্থা খুব ভাল। স্যালেম ও ত্রিচিনোপল্লিতে বৃষ্টির অভাবে তুলার কিছু ক্ষতি হইয়াছে। স্যালেম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে সেখানে পোকায় তুলার খুব অনিষ্ট করিয়াছে।

দক্ষিণ দিকে বীজ বপন করার পর বৃষ্টি না হওয়ায় ক্যাসবেডিয়াতে তুলা সেরূপ সুবিধাজনক হয় নাই।

—•—

বোম্বাই প্রদেশ

গুজরাটে তুলার অবস্থা মোটের উপর ভাল, সেখানে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে তুলা তোলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কর্ণাটের তুলার অবস্থা মোটের উপর খারাপ যাইতেছে। বিশেষতঃ পূর্ব্ব কর্ণাটে মন্দ আবহাওয়ার জন্য তুলার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, বোধ হয় উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা পাঁচ হইতে দশ পর্য্যন্ত লোকসান হইতে পারে। অত্যন্ত শীত পড়ায় সিন্ধু প্রদেশের তুলা কিছু কিছু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহা ডিসেম্বরের খবর, তাহার পর তুলার অবস্থা কিরূপ আছে, এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

ব্রহ্মের চীনাবাদাম ও তুলার অবস্থা

১৯২৬-২৭

এখানে আবহাওয়ার বা চীনাবাদাম ও তুলার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বাংলার চাউলের অবস্থা

১৯২৬-২৭

ডিসেম্বরের শেষে অসময়ে বৃষ্টি এবং প্রবল ঝড় হওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অঞ্চলে কতকগুলি

জেলায় কাঁচা ও পাকা ধান্তের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে চাউলের অবস্থা

১৯০৬-২৭

যুক্ত প্রদেশের ধান্ত কাটাই ও মারাই শেষ হইয়া গিয়াছে। এখানে শস্য সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

আসামে হেমন্তিক ধান্যের শেষ বিবরণী

(১৯২৬-২৭)

এ বৎসর শীতকালে আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তারপর গরুর পীড়া হওয়ায় কতগুলি জেলায় অসংখ্য গরু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এ জন্ম চাষের খুব ক্ষতি হইয়াছিল। তারপর অতিরিক্ত বান, সময়ে বৃষ্টি না হওয়া, অতিরিক্ত ঝড় বৃষ্টি ও নানাবিধ পতঙ্গ ইত্যাদির দৌরাত্মে ধান্তের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

এবার শীতকালে মোট ৩৪১০০০০ একর জমিতে ধান্তের আবাদ হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে পূর্ব্ব বৎসরে ৩৪১০০০০ একর জমিতে ধান আবাদ হইয়াছিল। আসামে মোট ২৪৫১৮৯০০ হন্দর চাউল এই বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসর আসামে মোট ২৫৪২৮০০০ হন্দর চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে রবি শস্যের অবস্থা

ডিসেম্বর মাসের পর হইতে সাধারণতঃ এই প্রদেশে রবি শস্তের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু দেরাইসমাইল খাঁয়ে (Dera Ismail-kham) পঙ্গপালের দৌরাত্মে শস্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এই প্রদেশে বৃষ্টির অত্যন্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে, সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে শস্তের সমূহ ক্ষতি হইবে।

বোম্বাই প্রদেশে মসিনার অবস্থা

(১৯২৬-২৭)

দাক্ষিণাত্য ও কার্ণাটিক প্রদেশেই মসিনা বেশীর ভাগ উৎপন্ন হয়। উত্তর ও মধ্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মসিনা বেশ ভালই হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ও কর্ণাটের সর্ব্বত্র মসিনার অবস্থা বড়ই মন্দ।

মধ্য প্রদেশ ও বেরারে মসিনার অবস্থা

এখানে সময়ে বৃষ্টি হয় নাই, আবার সাগর, জব্বলপুর, নরসিংপুর, হোসাংগাবাদ, বেতুল, ছিন্দুয়ারা ও বলডানা ইত্যাদি স্থানে অত্যন্ত শৈত্যপাত হওয়ায় শস্তের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার গমের অবস্থা

(১৯২৬-২৭)

রোমের ইন্‌টার ন্যাসান্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব এগ্রিকালচার (International Institute of Agriculture, Rome) যে সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯২৬-২৭ সনে মোট ৪৩৯৩০০০ টন গম উৎপন্ন হইয়াছে।

তুলার তৃতীয় বিবরণী

(১৯২৬-২৭)

বাংলাদেশ

তৃতীয় পূর্ব্বাভাষের পর সাধারণতঃ আবহাওয়ার ফল ভাল আছে। কিন্তু ত্রিপুরা ষ্টেটের কোন কোন অংশে ইন্দুরের দৌরাত্মে কিছু কিছু শস্য নষ্ট হইয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় শতকরা ৮২ ভাগ মাল পাওয়া যাইবে।

আসামে তুলার শেষ বিবরণী

১৯২৬-২৭

ডিসেম্বর মাসে মোটের উপর বৃষ্টি একটু বেশী হইলেও তুলার অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। এ বৎসর মোট ৪৬০০০ একর জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছিল এবং সর্ব্বসমেত ১৫০০০ গাঁইট তুলা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুর্ব্ব বৎসরে ঠিক ঐ সময়ে ৪৭০০০ একর জমি আবাদ হইয়াছিল এবং ১৩০০০ গাঁইট তুলা পাওয়া গিয়াছিল।

বাংলায় তুলার শেষ বিবরণী

(১৯২৬-২৭)

বাংলাদেশে দুই রকম তুলা জন্মে, তাহার মধ্যে এক রকম তুলা খুব শীঘ্র জন্মে এবং অপরটী একটু দেরীতে উৎপন্ন হয়। শীঘ্র যে তুলা জন্মে তাহা প্রধানতঃ চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে, ত্রিপুরা রাজ্যে এবং অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু জন্মে। আর যে তুলা দেরীতে জন্মে সে গুলি প্রধানতঃ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরেই বেশী জন্মে। ডিসেম্বর মাসে আবহাওয়ার অবস্থা ভালই ছিল, এবং তুলাও সাধারণতঃ ভাল রূপেই জন্মাইতেছিল কিন্তু ইন্দুরের দৌরাত্মে ত্রিপুরা রাজ্যে তুলার কিছু ক্ষতি হইয়াছিল এবং জানুয়ারী মাসে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে তুলার কিছু লোকসান হইয়াছিল। ১৬৩-২২৮ একর জমিতে এবং যাহা দেরীতে জন্মে তাহা ১৪০৩ একর জমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর ঐ স্থলে ১৬৪২৩১ ও ১৪০৭ একর জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছিল। শীঘ্র যে তুলা জন্মে তাহা অনুমান হয় ৬০২৪৮ গাঁইট ও যাহা দেরীতে জন্মে তাহা ৩২০ গাঁইট তুলা পাওয়া যাইবে। কিন্তু গত বৎসর ঐ স্থলে ৬০৯৭৩ গাঁইট ও ৩২৮ গাঁইট পাওয়া গিয়াছিল।

ম্যাঞ্চেষ্টারে তুলার কাটতি

গত ১০শে নভেম্বর ম্যাঞ্চেষ্টারে, ম্যাঞ্চেষ্টার কটন্ এসোসিয়েসনের যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে মিঃ রিচার্ড ক্রুক্স্ তুলা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত-রূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন :—

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে তুলা উৎপন্ন হইতেছে তাহার ব্যবহার খুবই বাড়িয়া যাইতেছে। গত বৎসর ২২০০০০ গাঁইট তুলা ব্যবহার করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই জায়গায় ১৯২৪—২৫ সনে ১৬৭০০০ গাঁইট তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতেই বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তুলার চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান তুলার দর আমেরিকার তুলার দরের সমান হওয়ায় অনেকে মনে করিতেছেন যে, যাহারা তুলা উৎপাদন কার্য্যে নূতন ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের সমূহ ক্ষতি হইবে। কিন্তু সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বর্ত্তমানে তুলার আবাদ এরূপ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে যে, তুলার এই মুল্য হ্রাসের জন্য তাহাদিগকে কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে না।

আশা করা যায়, যদি দেশীয় ও ম্যাঞ্চেষ্টারের কল সমূহে এই সকল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন তুলা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তুলার মূল্য হ্রাসের জন্য আর ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে না। সুতরাং আমেরিকার তুলা খরিদ করা অপেক্ষা ঐ সকল দেশী তুলা ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা হইলে দেশের টাকা দেশে থাকিয়া যায় এবং যে টাকাটা আমেরিকা পাইয়া লাভবান হয় তাহা দেশে থাকিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করিতে পারে।

ইহা একটু আনন্দের বিষয় যে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে বেঙ্গল কটন গ্রোইং এসোসিয়েসন্ কিছু বেশী তুলা ম্যাঞ্চেষ্টারে পাঠাইয়াছেন, এবং

আমরা বিশেষ ভাবে জানি যে যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীগণ এই তুলা ব্যবহার করেন ও অনুকূল দৃষ্টিতে দেখেন তাহা হইলে উক্ত এসোসিয়েসন ম্যাঞ্চেষ্টারে খুব বেশী পরিমাণে তুলা পাঠাইতে সক্ষম হইবে। পূর্ব্বে কাউন্সিলে উক্ত এসোসিয়েসনের কোন প্রতিনিধি ছিল না, কিন্তু আনন্দের বিষয় গত বাৎসরিক অধিবেশনে মিঃ রিচার্ড ব্রুকস্ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং এই প্রতিনিধি দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের অভাব অভিযোগ সকলই জানাইতে পারিবেন। আর একটী বিষয়ে এসোসিয়েসনের অভাব আছে। ম্যাঞ্চেষ্টারে এসোসিয়েসনের কোনও warehouse বা গুদাম না থাকায় মাল গুদাম জাত করা এবং কেনা বেচার অসুবিধা হয়।

তাঁহারা যাহাতে এইরূপ একটা গুদাম ঘর ও সেই অনুযায়ী কর্ম্মচারী রাখিতে পারেন সে দিকে ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীগণের একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।

ভারতীয় তুলা

গত বৎসরে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটী, ভারতে বর্ত্তমানে যে তুলা উৎপন্ন হইতেছে তাহার কয়েক গাঁইট উন্নত প্রণালীর তুলা উক্ত এসোসিয়েসনের নিকট পাঠাইয়াছিল। চেয়ারম্যান এবং মাঞ্চেষ্টারের রয়াল এক্স্চেঞ্জের ডিরেক্টারদিগের অনুমতি লইয়া এই তুলা এসোসিয়েসন গৃহে দেখান হইয়াছিল এবং পরে ইহার নমুনা স্বরূপ কিছু কিছু তুলা ব্যবসায়ীদিগের নিকট পাঠান হইয়াছিল। কারণ ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটীর এই তুলা পাঠাইবার উদ্দেশ্যই ছিল যাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের তুলার কল ও ব্যবসায়ীগণ ঐ তুলার নমুনা পাইতে পারে এবং ভারত হইতে যে তুলা খরিদ করা হয় তাহার অপেক্ষা যেন এই তুলা সকলে বেশী ব্যবহার করে।

ভারতীয় তুলার কাট্‌তি

১৯২৬ সাল

(গাঁইট হিসাবে)

স্থানের নাম	নবেম্বর মাসে বিক্রয়ের পরিমাণ	নবেম্বর মাসের চাহিদা	সেপ্টেম্বর হইতে বিক্রয়ের পরিমাণ
বোম্বাই বন্দর	৬৬০৩৫	— —	২১৯০২১
আমেদাবাদ	২০০৭১	২৫৫০৫	৬৪৬৩৮
বোম্বাই প্রদেশ	১০০৩৭২	৩৯৬১৮	৩২৬৩০০
মান্দ্রাজ প্রদেশ	১৪৬৯২	১৪২২৬	৪৫৮০৫
যুক্ত প্রদেশ	১৬৪৪৭	১৬৯৬৭	৪৮১০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৮৭৮৩	৯০৭৭	২৬৯৪৫
বাঙ্গলা দেশ	৭৬৭৮	৬৮৮১	২০৮৬১
পাঞ্জাব ও দিল্লী	৩০২৯	২৭০৯	৯৪৯০
ব্রিটীশ ভারতের অন্যান্য স্থান	১০৮৩	১৫২৩	২৯৪৫
ব্রিটিশ ভারতে মোট	১৫২৩৮৪	৯১০০১	৪৮০৪৪৬

মরিশাস হইতে চিনির রপ্তানি

মরিশাস্ চেম্বার অব কমার্স যে সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে জানিতে পারা যায় যে গত ১৯২৬ সনের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট ১৬২১৪০০ ব্যাগ চিনি পোর্ট লুই এ (Port Louis) আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৫ সনে ঠিক ঐ সময়ে ২০০৫৪৩৮ ব্যাগ চিনি আমদানী হইয়াছিল।

মরিশাস হইতে কোন্ দেশে কোন্ সনে কত টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে; তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

। দেশে রপ্তান হহয়াছে	১৯২৬—২৭	১৯২৫—২৬	১৯২৪—২৫
গ্রেট্ ব্রিটেন	৬২৮৮২ টন	৭৮৫৯০ টন	৩১৪৬৫ টন
আমেরিকা	৪৯৪৩ ”	...	৭৬০৩ ”
হংকং	১৪১ ”	...	৬৪ ”
ইউরোপ	...	...	১ ”
ভারতবর্ষ	...	২২ ”	৬৩৬৭৯ ”
দক্ষিণ আফ্রিকা	...	২২৪ ”	১ ”
অন্যান্য স্থান	৮৭ ”	৮১ ”	৭৭ ”
মোট	৬৮০৫৩ ”	৭৮৯১৭ ”	১০২৮৯০ ”

বিট চিনির অবস্থা

(১৯২৬—২৭)

১৯২৬—২৭ সনে ইউরোপে মোট ৬৯৮৩০০০ টন বিট চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৫৯০০০ টন চিনি কম উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কম উৎপন্ন হইয়াছিল জেকো শ্লাভে কিয়াতে। এখানে ৪৫০০০০ টন চিনি কম উৎপন্ন হইয়াছিল। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, পোল্যাণ্ড ও স্পেনে ক্রমান্বয়ে ৪০০০০ টন, ৪৫০০০ টন, ২৫০০০ টন ও ১০০০০ টন্ বিট্ চিনি কম হইয়াছিল। কিন্তু ইটালীতে ৩০০০০ টন ও অষ্ট্রীয়াতে ১০০০০ টন বিট্ চিনি বেশী উৎপন্ন হইয়াছিল।

কোন্ দেশে কোন্ সনে কত বিট্ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার তাহার তালিকা অপর পৃষ্ঠায় গেল :—

দেশের নাম	১৯২৬—২৭ তৃতীয় বিবরণী	১৯২৬—২৭ দ্বিতীয় বিবরণী	১৯২৫-২৬	১৯২৪-২৫
	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ
জার্ম্মাণী	১৬৭৫০০০	১৮০০০০০	১৫৯৫০০০	১৫৭৫৬৮৪
জেকো শ্লোভেকিয়া	১০৫০০০০	১২০০০০০	১৪৮৮০০০	১৪০৯৭০৩
অষ্ট্রিয়া	৭৮০০০০	৭২০০০	৭৮০০০	৭৫০০০
হাঙ্গেরী	১৮৫০০০	১৮৫০০০	১৬৬০০০	২০২৩৫৪
ফ্রান্স	৬৯০০০০	৭৩০০০০	৭৪৭০০০	৮২৭৪৭২
বেলজিয়াম	২৪০০০০	২৮৫০০০	৩১০০০০	৪০০১০৫
হলাণ্ড	৩০০০০০	৩০০০০০	৩০৭০০০	৩২৯২৪৪
ডেনমার্ক	১৫০০০০	১৫০০০০	১৮২০০০	১৪০০০০
সুইডেন	২৫০০০	২৫০০০	২০৫০০০	১৩৫০০০
পোলাণ্ড	৫৭৫০০০	৬০০০০০	৫৮৯০০০	৪৯৪৮৫৪
ইতালী	৩১০০০০	২৮০০০০	১৮২০০০	৪২২০০০
স্পেন	২৯০০০০	৩০০০০০	২৫০০০০	২৬০০০০
অন্যান্য দেশ	৪৪০০০০	৪৪০০০০	৩০০০০০	৩৪৮০০০
রুষদেশ ব্যতীত মোট	৬০০৮০০০	৬৩৬৭০০০	৬৪২১০০০	৬৬১৯৪১৬
রুষ	৯৭৫০০০	৯৭৫০০০	১০৫০০০০	৪৫৮৩৭৫
ইউরোপে মোট উৎপন্ন	৬৯৮৩০০০	৭৩৪২০০০	৭৪৭১০০০	৭০৭৭৭৯১

ভারতে বিদেশী চিনির আমদানী

কোন দেশ হইতে কত টন চিনি সমুদ্রপথ দিয়া ভারতে আমদানী হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

দেশের নাম	১৯২৩—২৪	১৯২৪—২৫	১৯২৫—২৬	এপ্রিল—ডিসেম্বর ১৯২৫—২৬	এপ্রিল—ডিসেম্বর ১৯২৬—২৭
গ্রেটব্রিটেন	৬৯	১৪৩	৬২৬৮	১৪৭	২০৮৬
জাভা	৩৬৮১৩১	৪৮০১৭৩	৬৫৬১১৬	৫২৫৭০৩	৪৮৯৫৭৪
মরিশাস	১৩০০	১৩২৯৮৮	১৯০৯৮	১৪০৩১	৮৩
জার্ম্মাণী	৫০৯৯	২১৭২৭	১৫৩৯	৭২২	১৪২৮৩
বেলজিয়াম	২১২২	৬৫৪৫	৩৮৩৭	১৫১১	১১৪৭৯
অাষ্ট্রিয়া	৬২৬৯	১৪৪৮	১৯৬২	৯০৫	৬৪২৮
হাঙ্গেরী	১১৪৪২	১১৯৬৪	১৯০৭৬	৫২০৪	১৬৫৪৮
জেকোশ্লোভেকিয়া	৫৪০৮	৫০৯০	১০৩৪৫	৪০৩	১৬৮১৮
ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট	২৯১৫	২৯৪০	২১৮৯	১৯৮৪	১০১২
চীন (হংকং)	৩৮০৭	২৬৩৪	২২১৭	১৬২০	২১৯৮
ক্যানাডা					৫০৫০
মিশর	৬৯৬	১৮৭	২৭৭		
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	৩৬		১৯০০		১১২১২
অন্যান্য দেশ	১৮৫৮	৪৪৭২	৩৭৬৬	১৩৬৭	১৭৯১৪
মোট	৪১১১৫৫	৬৭০৩১১	৭৩১৪৯০	৫৫৩১৯৭	৬০০৮৫

—

জাভা চিনি

(১৯২৬)

আমরা নিম্নে ১৯২৬ সালের জাভা চিনির ৭ম ও ৮ম আনুমানিক সংখ্যা প্রদান করিলাম। ইহার সহিত গত ১৯২৫ সালের মোট উৎপন্নেরও বিবরণ প্রকাশ করিলাম। ইহা হইতে পাঠক দেখিতে পারিবেন যে ৭ম হইতে ৮ম আনুমানিক হিসাবে ৫৫৩৭ টন দ্রব্য বেশী ধরা হইয়াছে।

দ্রব্যের বিবরণ	৮ম অনুমান	৭ম অনুমান	মোট উৎপন্নের পরিমাণ
	১৯২৬	১৯১৬	১৯২৫
	পিকালস্ হিঃ	পিকালস্ হিঃ	পিকালস্ হিঃ
সুপিরিয়র হেড্ সুগার	৩৭৫৩২৪৯৭	১৭৪৫২১৪৪	১৯৬৪৩৩১৬
,, নরম ,,	১৬৮৭৯৬	১৬৮৭৩৫	১৮০৭২০

হেড্ সুগার			৫৫৪৫৬৭৯
মাসকো ড্যাভাস্	১১১৭১১৪১	১১১৬৭৮৬১	৭৬৮১৯৪৬
মোলাসেস চিনি	৪৬৯০০২	৪৬৪০২২	৪৯৮৩১৪
সেন্টিফুগাল ব্যাগ সুগার	৪৫৩৬৭	৪৪৪১০	৭২৭৭
ব্যাগ সুগার	৫১৬	৬০০	৩৫০
নরম চিনি			৫৩০৮১
মোট	২৯৩৮৭৩১৯	২৯২৯৭৭৭২	৩৩৬১০৬৮৩

শেষ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অনুমান হয় জাভায় ১৯৫৬২১০ টন চিনি উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে গত ১৯২৫ সালের অপেক্ষা ৩২৪২৯০ টন চিনি কম উৎপন্ন হইবে। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে জাভায় সমস্ত প্রকার মোট চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল ৫৫২৮৭০ টন, কিন্তু সেই স্থলে গত ১৯২৫ সালের ঐ সময়ে চিনি মজুত ছিল ৫০৩০৬০ টন।

——:——

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে জাভা হইতে যে পরিমাণ চিনি অন্যত্র রপ্তানি হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

চেম্বার অব কমার্স (বেটাভিয়া) যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে জাভা হইতে বিদেশে ১৭২০০৯ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে ১৯২৫ সালে ১৭৯১৭০ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯২৬ সনের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর এই দশ মাসে মোট ১৪২৪০৮৯ টন চিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে ৬১৭১১১ টন, জাপানে ৩৮২৫২৪ টন, হংকংয়ে ১৪৯১২৩ টন, চীনে ১৪৫৪৮৮ টন, সিঙ্গাপুরে ৭২৪২৫ টন, শ্যামদেশে ২৪০৫৪ টন এবং পিনাংয়ে ১৬৯৩৭ টন রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে জাভা হইতে কোন্ দেশে কি পরিমাণে চিনি রপ্তানি হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ ইহা হইতে সমস্ত বিষয় বেশ বুঝিতে পারিবেন।

স্থানের নাম	অক্টোবর ১৯২৬	অক্টোবর ১৯২৫	অক্টোবর ১৯২৪
	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ
হল্যাণ্ড	০	৪	

জার্ম্মাণী	০	৯	০
ফ্রান্স	১২১	৫০	২০০০
কৃষ্ণ সাগরের বন্দর	০	০	১১৫০০
সৈয়দ বন্দর, আলেকজাণ্ড্রিয়া	০	০	৮০০০
আরব	০	০	১০
এডেন	০	১০২৫	০
জ্যান্‌জিবার	১২১	—	—
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া	৪৯৭২৭	৬৭৪৩৬	৪২৩০৯
সিঙ্গাপুর	৭০৪৩	৮ ৭৩৪	৫৬৩৬
পিনাং	১৪৫৭	১৮০৬	১৫৬৩
শ্যাম	১৫১৮	৩২০০	১৮৯০
সাইগন	৪২৫	৩৪৮	
হংকং	২০০৩৬	২৫৭৪৮	৩৬০২৯
চীন	১৭৪৮৭	২৮৬৫৩	৮৯৭৪
সেরীন		২০০২	২০২৯
জাপান	৭৪০'৩	৭০২২২	৫৮৯০৮
সানদাকান		৪৫	
অষ্ট্রেলিয়া	৬১		
আমেরিকা			১০০
মোট	১৭২০০৯	২০৯২৮২	১৭৯১৭৮

১৯২৬ সনের নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জাভায় মোট ৬৯২৮৬ টন চিনি মজুত ছিল। ঠিক্ ঐ সময়ে গত ১৯২৫ সনে ৭০৯৪৬০ টন চিনি এবং ১৯২৪ সনে ৪৮৮৩০৭ টন চিনি মজুত ছিল।

১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ সনে নবেম্বর মাসের মধ্যে জাভা হইতে কত টন চিনি কোন্ দেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

স্থানের নাম	নবেম্বর ১৯২৬ টন হিঃ	নবেম্বর ১৯২৫ টন হিঃ	নবেম্বর ১৯২৪ টন হিঃ
হলাণ্ড			১৮
ফ্রান্স			৬০০০
আরব	৩০৪		২২
এডেন		২৫০	
ব্রিটিশ ভারত	৬৯১৯৯	৬৫৫১০	৩০৫৫৯
সিঙ্গাপুর	৩১৫৭	৫০৮৯	৫০৫৮
পিনাং	১৫৭৯	২১১৩	১৬৩৪
শ্যাম	৫৪৬৪	৪২০৮	১৬৮৮
সাইগন	১৮২		
হংকং	৩৩৮১৯	১২৯১৭	৪০৬২৪
চীন	১১৩৫৪	২১৫২৫	৭০৬৯
ব্লাডিভস্টক্		১৫০২	
জাপান	৩৭৬৪৭	৪৭৫৫৮	৩৭৯৩৫
অষ্ট্রেলিয়া			৮৩
নিউজিল্যাণ্ড			৫০
মোট	১৫২৭০২	১৬০৬৭২	১৩০৭৫০

আঁকের আনুমানিক বিবরণ

১৯২৬—২৭

স্থানের নাম	১৯২৬—২৭	১৯২৫—২৬	কত একর জমীতে আঁক জন্মিয়াছিল (পূর্ব্ব ৫ বৎসরে মোট)
যুক্ত প্রদেশ (রামপুর ষ্টেট)	১৬২৬০০০	১৪৩১০০০	১৩৩৫০০০
পাঞ্জাব	৪৪৭০০০	৩৯০০০০	৪৪১০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	২৮৯০০০	২৯৪০০০	২৯৯০০০
বাংলা দেশ	২০১০০০	২১৫০০০	২১০০০০

মাদ্রাজ প্রদেশ	১১৫০০০	১১৩০০০	১১৭০০০
বোম্বাই প্রদেশ	৮৪০০০	৮৩০০০	৯০০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫৩০০০	৪৮০০০	৩৯০০০
আসাম	৩৯০০০	৪১০০০	৪০০০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	২৩০০০	২৩০০০	২০০০০
দিল্লী	৭০০০	৮০০০	৬০০০
মহীশূর	৩৫০০০	৩২০০০	৩৫০০০
বরদা	১০০০	১০০০	২০০০
মোট	২৯২০০০০	২৬৭৯০০০	২৬৩৪০০০

গুড়ের বিবরণ

(টন হিসাবে)

	১৯২৬—২৭	১৯২৫—২৬	পূর্ব্ব ৫ বৎসরে মোট
যুক্ত প্রদেশে (রামপুর)	১৬৯০০০০	১৪২৩০০০	১২৪৫০০০
পাঞ্জাব	৩৩৩৮০০০	৩০৩০০০	৩৩৫০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৩০৩০০০	৩১৮০০০	২৯৯০০০
বাংলা দেশ	২১৫০০০	২৪৫০০০	২২৭০০০
মাদ্রাজ প্রদেশ	২৮৩০০০	৩১৫০০০	৩১৬০০০
বোম্বাই ও সিন্ধু দেশ	২২০০০০	২১৬০০০	২২৬০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৬২০০৯	৫০০০০	৪৭০০০
আসাম	৩৩০০০	৩৫০০০	৩৫০০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	২৮০০০	২৯০০০	২৪০০০
দিল্লী	৫০০০	৬০০০	৮০০০
মহীশূর	৩০০০০	২৭০০০	৩১০০০
বরদা	১০০০	১০০০	৫০০০
মোট	৩২০৮০০০	২৯৭৭০০০	২৭৯৮০০০

শস্যের অবস্থা

আসামের সরিষার অবস্থা

১৯২৬—২৭

আসামে সরিষার অবস্থা মোটের উপর মন্দ নহে, কিন্তু মধ্যে বৃষ্টি ও প্রবল ঝড় হওয়ার দরুণ কোন কোন স্থানে ফসলের অবস্থা একটু খারাপ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তবে মোটের উপর সরিষা ভালই হইবে।

পাঞ্জাবে রবি শস্যের অবস্থা

১৯২৬—২৭

সময়ে বৃষ্টির অভাব হওয়ার পাঞ্জাবে রবি শস্যের কিছু লোকসান হইবে। বোধ হয় শস্য শতকরা ২৬ ভাগ কমিয়া যাইবে।

সরিষা ও মসিনার অবস্থা

১৯২৬—২৭

বাংলা দেশ

ডিসেম্বর মাসের শেষে ও জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে বৃষ্টি হওয়ায় কয়েকটী জেলায় শস্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। বোধ হয় মোটের উপর সরিষা শতকরা ৭২ ভাগ ও মসিনা শতকরা ৫৮ ভাগ পাওয়া যাইবে।

যুক্তপ্রদেশ

১৯২৬—২৭

শীতকালে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়ায় শস্যের কিছু ক্ষতি হইবে।

বিদেশীয় গমের বিবরণ

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে বিদেশে কোন্ কোন্ স্থানে কত গম উৎপন্ন হইয়াছে রোম হইতে ইন্টারন্যাসন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব এগরিক্যালচার তাহার নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন :—

পরিমাণ (১০০০একর)	১৯২৬	১৯২৫
ফ্রান্স	১৩৪৯৯	১৩৮৭২
ইতালী	১২১৪৬	১১৬৭৩
স্পেন	১০৬৮৬	১০৭২২
রোমানিয়া	৮২২২	৮১৫৭
জার্ম্মানী	৩৯৫৬	৩৮৩৫
হাঙ্গেরী	৩৬৬১	৩৫২৩
পোল্যাণ্ড	২৭৩৯	২৭০২
বুলগেরেয়া	২৫৮৭	২৫৩৭

তিব্বতে তামাকের আমদানী বন্ধ

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তিব্বতীয় গভর্ণমেন্ট তিব্বতে তামাকের আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এবং সেই আদেশানুযায়ী তিব্বতীয় ট্রেড এজেন্ট (Tibetan Trade Agent) অনেক বস্তা তামাক এবং সিগারেট ইয়েটাং (Yetung) এ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যে সমস্ত প্যাকেট প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে তামাক আছে সন্দেহ করিয়া সেই প্যাকেটগুলিকে চুম্বী ভ্যালিতে (Chumbi valley) পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ সন্দেহ হইলেই ব্যবসায়ীগণকে সমস্ত প্যাকেট কর্ত্তৃপক্ষগণকে খুলিয়া দেখাইতে হইবে।

বাংলাদেশে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী

১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাসের মধ্যে ২৯টা নূতন কোম্পানী মোট ৩২০৭০০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

২ ব্যাঙ্ক	১৫০০০০৲ টাকা
৯ লোন কোং	৬৩০০০০৲ "
৭ ইনভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট কোং	২৮৪০০০০০৲ "
১ কেমিক্যাল ও তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থা	১০০০০০৲ "
১ ইঞ্জিনীয়ারিং	৫০০০০০৲ "
৩ অন্যান্য ব্যবসায়	২৪০০০০৲ "
২ চাউলের কল	১১০০০০০৲ "
২ চায়ের আবাদ	৫৫০০০০৲ "
১ অভ্রের (mica) খনি	৩০০০০০৲ "
১ হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি	১০০০০০৲
মোট—	৩২০৬০০০০৲ টাকা

কলিকাতার বহির্বাণিজ্য

(ডিসেম্বর—১৯২৬)

গত ১৯২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার সহিত বহির্বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই সন্তোষ জনক ছিল না। কলিকাতায় যে মাল আমদানী হইয়াছিল তাহার মূল্য ছয় কোটী হইতে নামিয়া পাঁচ কোটীতে দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু রপ্তানি একটু বেশী পরিমাণেই হইয়াছিল। রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বার কোটী হইতে তের কোটীতে উঠিয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর ঠিক ঐ সময়ের আমদানী রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর আমদানীতে ৩৪ লক্ষ টাকা ও রপ্তানিতে ২ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে।

—০—

প্রধান প্রধান দ্রব্যের আমদানীর বিবরণ ও সেই সঙ্গে গত ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসের সহিত তুলনা-মূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

তুলা	—	—	১৩৫ লক্ষ টাকা	(—৬১)
লৌহ ও ইস্পাত	—	—	৭৩ ,, ,,	(—২)
চিনি	—	—	৬৯ ,, ,,	(—১১)
ম্যাসিনারী ও কল ইত্যাদি		—	৩৮ ,, ,,	(—১)
অন্যান্য ধাতু	—	—	১৯ ,, ,,	(সমান)
লৌহের দ্রব্যাদি	—	—	১৪ ,, ,,	(সমান)
সুপারী	—	—	১২ ,, ,,	(+৯)
তামাক	—	—	১০ ,, ,,	(+২)
তৈল ইত্যাদি		—	১০ ,, ,,	(—৮)
ইলেক্‌ট্রিকের দ্রব্যাদি		—	৯ ,, ,,	(+২)

এই বিবরণ হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে তুলার আমদানী খুবই কমিয়া গিয়াছে; এবং ইহার বিক্রয় ১ কোটী ৭৪ লক্ষ হইতে ১ কোটী ১৫ লক্ষে নামিয়া গিয়াছে। গত ১৯২৫ সনের তুলনায় এবৎসর লৌহ ও ইস্পাত কিছু কমই আমদানী হইয়াছে। সুপারীর আমদানী এবার ৯ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। তামাকের আমদানীও বেশ বাড়িয়া গিয়াছে।

—০—

রপ্তানি

১৯২৫ সনের ডিসেম্বরের সহিত এবৎসর ডিসেম্বরের প্রধান প্রধান দ্রব্যের রপ্তানির বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

কাঁচা পাট	৪১ লক্ষ টাকা	(−৫৫)
তৈরী পাট	৩৯০ ,, ,,	(১৮৮)
চা	২৪৮ ,, ,,	(−১)
গালা	৬০ ,, ,,	(−৮)
চামড়া	৪১ ,, ,,	(+৭)
শস্য ও ময়দা	২৯ ,, ,,	(+৭)
মসিনা	২৭ ,, ,,	(+১০)
কয়লা	১৫ ,, ,,	(+১২)
লৌহ (পিক্)	১১ ,, ,,	(−৫)

ইহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবৎসরে রপ্তানি দ্রব্যের হার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। পাটের রপ্তানি এবার খুবই কমিয়া হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটন ব্যতীত অন্য কোন বিদেশীয় রাজ্যে এবার পাটের চাহিদা বেশী ছিল না। গত বৎসর ঐ মাসে ৫ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকার পাট বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু এবার উহা কমিয়া ৩ কোটী ৯০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কেবল মাত্র ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ই খুব বেশী পরিমাণে কাপড় খরিদ করিয়াছিল, এবং অষ্ট্রেলিয়া খুব বেশী সংখ্যক থলে লইয়াছিল। চা গ্রেট ব্রিটনে বেশী রপ্তানি হইয়াছিল। পূর্ব্বের তুলনায় এবার গালার রপ্তানি কম হইয়াছে, এবং গ্রেট ব্রিটনেই কেবল মাত্র গালার চাহিদা ছিল। চামড়ার রপ্তানিতে একটু উন্নতি দেখা গিয়াছিল, চামড়ার জন্য জার্ম্মাণী ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ হইতে বহু পরিমাণে অর্ডার আসিয়াছিল। চাউল, ময়দা ইত্যাদি নানাবিধ শস্যের রপ্তানিতে উন্নতি দেখা গিয়াছিল। সিংহলে চাউল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছিল। কয়লার রপ্তানি বেশ ভালই ছিল, এবং এডেনে কয়লার চাহিদা খুব প্রচুর পরিমাণেই ছিল। লৌহ বেশীর ভাগ জাপানেই রপ্তানি হইয়াছিল।

—•—

১৯২৭ সনে জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় আমদানী মালের পরিমাণ একটু বাড়িয়া গিয়াছিল। এই মাসের আমদানী মালের মূল্য ৫ কোটী ৬৯ লক্ষ হইতে ৬ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছিল, কিন্তু এই রপ্তানির একটু হ্রাস হইয়াছিল, রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ১৩ কোটি ২৬ লক্ষ হইতে নামিয়া ১০ কোটী ৭৮ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার আমদানী ও রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ দুইই কমিয়া গিয়াছিল।

আমদানী

প্রধান প্রধান দ্রব্যের আমাদানীর মূল্য গত ১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাসের সহিত যোগ ও বিয়োগ চিহ্ন দ্বারা তুলনা করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল :—

তুলা	—	—	—	১৭৪ লক্ষ টাকা	(—১৪৪)
চিনি	—	—	—	৬৭ ,, ,,	(+৬)
লৌহ ও ইস্পাত	—	—	—	৬১ ,, ,,	(—১৩৫)
কল ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্য		—	—	৪৪ ,, ,,	(সমান)
তৈল	—	—	—	৩৯ ,, ,,	(+১০)
অন্যান্য ধাতু	—	—	—	২৩ ,, ,,	(—৩)
ইলেকট্রিকের দ্রব্য	—	—	—	১১ ,, ,,	(+৪)
লৌহ	—	—	—	১৬ ,, ,,	(—১)
মদ	—	—	—	১০ ,, ,,	(+২)
কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য	—	—	—	৮ ,, ,,	(+২)
তামাক	—	—	—	৭ ,, ,,	(—২)

এই বিবরণ হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে তুলা ও লৌহ-ইস্পাতের আমদানী খুবই কম হইয়াছে। গত বৎসর এই তিনটী দ্রব্য ২ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকার আমাদানী হইয়াছিল,কিন্তু এবার সেই স্থানে ১ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে। চিনির অবস্থাও যে বিশেষ ভাল তাহাও বলা যায় না।

রপ্তানি

নিম্নে ১৯২৬ সনের জানুয়ারী মাসের সহিত তুলনা করিয়া এই বৎসরের প্রধান প্রধান দ্রব্যের রপ্তানির হিসাব দেওয়া গেল :—

কাঁচা পাট	—	—	—	২৯৮ লক্ষ টাকা	(—১১৩)
পাকা পাট	—	—	..	৪১৪ ,, ,,	(—৪)
চা	—	—	—	১৩৯ ,, ,,	(—২৯)
গালা	—	—	—	৪৩ ,, ,,	(—৩১)
চামড়া	—	—	—	৩৭ ,, ,,	(+১)
শস্য ও ময়দা	—	—	—	২১ ,, ,,	(সমান)
মসিনা	—	—	—	১৬ ,, ,,	(+৬)
লৌহ	—	—	—	১২ ,, ,,	(—৩)

মোটের উপর, রপ্তানি দ্রব্য ও সেই সঙ্গে ইহার মূল্যও এবার অনেক কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এবার কম রপ্তানি হইয়াছে কাঁচা পাট, চা ও গালা। গ্রেটব্রিটেন ব্যতীত এবার অন্য কোন স্থান হইতে কাঁচা পাটের চাহিদা বিশেষ ছিল না। চা ও অধিকাংশ রপ্তানি হইয়াছিল গ্রেটব্রিটেনে। গালার

ব্যাপারে দেখা গিয়াছে যে গ্রেটব্রিটেন ব্যতীত অন্য কোন দেশে এবার গালার চাহিদা বিশেষ ছিল না।

জার্ম্মাণীতেই চামড়ার চাহিদা বেশী ছিল। বেশীর ভাগ চাউল সিংহলেই রপ্তানি হইয়াছিল। লৌহ বেশীর ভাগ জাপানেই রপ্তানি হইয়াছিল।

রপ্তানি

১৯২৫—২৬ ও ১৯২৬—২৭ সনে এবং আরও পূর্ব্ব চারিবৎসরে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর—এই নয় মাসের মধ্যে কত টন মাল কোন্ কোন্ দেশে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

কোন্ দেশে রপ্তানি হইয়াছিল	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর ১৯২৫	১৯২৬
ফ্রান্স	১৭৮৭০০	১৯১৪০০	১৯৮১০০	২০৩৮০০	১২২৪০০	৯৫৬০০
জার্ম্মাণী	২৪৭০০	১০৯০০	৪০৩০০	৯০৯০০	৩৩৩০০	৩৮৭০০
নেদারল্যাণ্ডস্	১৩৫০০	১৪৭০০	৩৯১০০	৭৫৪০০	৪০৬০০	৩৯১০০
বেলজিয়াম	১০৪০০	৬৫০০	১৬৩০০	১১৯০০	৯৭০০	৪৪০০
ইতালী	২৩৫০০	৮৬০০	২১৬০০	৩৭৩০০	১৬৫০	১৯৪০০
অন্যান্য দেশ	১৬৫০০	২৭৯০০	৬০৭০০	৩৫৭০০	১৮৪০০	২২৯০০
মাদ্রাজ	২২৪৬০০	২২৪০০০	৩৩০০০০	৩৭০০০০	১৮১৯০০	১৯৭৪০০
বোম্বাই প্রদেশ	৪২৬০০	৩২৭০০	৪৫৯০০	৮৪৬০০	৪৮৭০০	২২৬০০
বর্ম্মা	—	৩০০	—	৩০০	৩০০	...
অন্যান্য প্রদেশ	১০০	—	২০০	১০০	—	১০০
মোট—	২৬৭৩০০	২৫৭০০০	৩৭৬১০	৪৫৫০০০	২৩০৯০০	২২০১০০

ষ্টেট রেলওয়ের আয়ের হিসাব

১৯২৭ সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টেট্ রেলওয়ের ৭৫ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। সুতরাং গত বৎসর ঐ সময় অপেক্ষা একশত একাশি লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে।

নিম্নে গত দুই বৎসরের প্রধান প্রধান রেলওয়ে কোম্পানীর মোট আয় দেওয়া গেল।

রেলওয়ের নাম	১৯২৬ সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ব্যয়	১৯২৭ সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আয়	বেশী + চিহ্ন কম — চিহ্ন
এ, বি,	১২৮ লক্ষ	১৩৫ লক্ষ টাকা	+৭
বি, এন	৬৪৬ ,,	৬৪৩ ,,	—৩
বি, বি, এণ্ড সি, আই	৯৩৭ ,,	৮৬৮ ,,	—৬৯
ব্রহ্ম দেশ	৩৬৭ ,,	৩২৫ ,,	—৪২
ই, বি	৪৯৯ ,,	৫১৭ ,,	+১৮
ই, আই	১৫৩৩ ,,	১৫১২ ,,	—২১
জি, আই, পি	১১৫৬ ,,	১১০৫ ,,	—৫১
এম, এণ্ড, এস, এম	৬২৩ ,	৬২৬ ,,	+৩
এন, ডব্লিউ	১২২৭ ,,	১২০৫ ,,	—২২
এস, আই	৪৩১ ,,	৪২৯ ,,	—২

রেলওয়ের নাম	৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১৯২৬	৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১৯২৭	গত বৎসর অপেক্ষা অধিক অথবা কম
এ, বি	১৩৮ লক্ষ টাকা	১৪৫ লক্ষ টাকা	+৭
বি, এন	৭০৩ ,, ,,	৬৯৭ ,, ,,	—৬
বি, বি, এণ্ড সি, আই	১০১৭ ,, ,,	৯৪৩ ,, ,,	—৭৪
বর্ম্মা	৪০১ ,, ,,	৩৬১ ,, ,,	—৪০
ই, বি	৫৩৯ ,, ,,	৫৬৮ ,, ,,	+২৯
ই, আই,	১৬৫৮ ,, ,,	১৬৩৬ ,, ,,	—২২
জি, আই, পি	১২৬২ ,, ,,	১২২২ ,, ,,	—৪০
এম, এণ্ড এস, এম	৬৭৩ ,, ,,	৬৭৩ ,, ,,	
এন, ডব্লিউ	১৩২৭ ,, ,,	১৩০৮ ,, ,,	—১৯
এস, আই	৪৬০ ,, ,,	৪৬০ ,, ,,	

বঙ্গদেশে কুইনাইনের আবাদ

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, গভর্ণমেণ্ট সিনকোনা ডিপার্টমেণ্ট, দার্জ্জিলিংএর মাংপো (Mungpoo)ও মানসং (Munsong) এই দুইটী স্থানে কুইনাইনের আবাদ করেন। গত বৎসর ৩১৫৩ একর আন্দাজ জমীতে সিনকোনার চাষ হইয়াছিল, কিন্তু ঐ স্থলে পূর্ব্ব বৎসর ৩০৬০ একর জমীতে কুইনাইন আবাদ হইয়াছিল; সুতরাং ঐ অনুপাতে এবৎসর ৯৩ একর জমী বেশী আবাদ হইয়াছে। এবৎসর ৫৩৮৭৮৩ পাউণ্ড আন্দাজ সিনকোনার ছাল পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ স্থলে গত বৎসর ৪৩২৫৫৩ পাউণ্ড ছাল পাওয়া গিয়াছিল। জাভা ইত্যাদি সহ মোটের উপর এ বৎসর ১০৩১৯১২ পাউণ্ড ছাল হইতে কুইনাইন তৈয়ারী হইয়াছিল, এবং গত বৎসর ৯১৫৯৯৮ পাউণ্ড লইয়া কার্য্য চলিয়াছিল। সিনকোনার আবাদ আরও বাড়াইবার ইচ্ছা থাকিলেও কোম্পানী কার্য্যে তাহা পাড়িয়া উঠিতেছেন না; কারণ ইহার আবাদের জন্য উপযুক্ত মাটি ও জমী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং এ পথে বাধা বিঘ্নও খুব বেশী।

ল্যাটপ্যাংকর স্পারে (Latpanchor Spur) যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহার ফল আশাপ্রদ নহে। স্যানসিংয়ে (Samsing) যে পরীক্ষা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল সেই অনুযায়ী কার্য্য হইতেছে। এই বৎসর ৪২৫৫১ পাউণ্ড সিনকোনা বিক্রয় হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর ৪৩১৪৩ পাউণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর কুইনাইন সালফেট ও অন্যান্য কুইনাইনও কম বিক্রয় হইয়াছে। কুইনাইন বিক্রয় করিয়া এই বৎসর ৭৫৮২৯০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং মোট খরচ হইয়াছে ৩৭২৮৭০৲ টাকা। সুতরাং সমস্ত খরচ খরচা বাদ এ বৎসর কুইনাইনে ১৯১৫৬৯৲ টাকা লাভ হইয়াছে। মোটের উপর যদিও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর একটু কম লাভ হইয়াছে, তথাপি কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক।

—০—

"গভর্ণমেণ্ট পেপার" বা কোম্পানীর কাগজ

অনেকে কোম্পানীর কাগজের বর্ত্তমান দর জানিতে চাহেন। গত এপ্রিল মাসের শেষে কোম্পানীর কাগজের যে দর ছিল তাহাই এখানে প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, প্রায়ই এই সকল দরের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

শতকরা কত সুদ দেওয়া হইবে	কোন্ সময় গভর্ণমেণ্ট টাকা শোধ করিবেন	বর্ত্তমান বাজার দর	শতকরা কত সুদ দেওয়া হইবে	কোন্ সময় গবর্ণমেণ্ট টাকা শোধ করিবেন	বর্ত্তমান বাজার দর
৩৲	তিন মাসের নোটিস্	৬৬৷৶০	৬৲*	১৯০৬	১০৮৲
৩৷০	ঐ	} ৭৭৸০	৬৲*	১৯৩১	১০৬৶০
৩৷০	ঐ		৬৲*	১৯২৭	১০১-১।১৬
৩৷০	ঐ		৬৲*	১৯৩২	১০৭৲
৩৷০	ঐ		৫৲*	১৯৩৩	১০৩৶০
৩৷০	ঐ		৫৲	১৯৩৫	১০২৷০
৩৷০	ঐ		৪৲	১৯৬০-৭০	৮৮-৭
৪৲	১লা অক্টোবর, ১৯৩১-৩৬	৯৪৷৶	৬৲*	১৯২৬-৪১	১০৫৷০
৫৲	১৯২৯—৪৭	১০১৶০	৬।০	৯৯৩৭	১০৪৸০
৫৲*	১৯৪৫—৫৫	১০৭৸০	৫৸০	১৯৩৭	১০৪৲
৫৷০*	১৯২৮	১০৬-৫।১৬	৬৷০*	১৯৩৫	১১২৷০
৬৲*	১৯৩০	১০৪-১৩।১৬			

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—সুদের ঘরে যে টাকার পার্শ্বে * এইরূপ তারা চিহ্ন দেওয়া আছে তাহার কোন ইন্‌কম্ টেক্স লাগে নাই।

রবারের ইতিহাস

(চার)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশই রবার গাছের আদি জন্মভূমি। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেইখান হইতেই জগতের সর্ব্বত্র কাঁচা রবার চালান দেওয়া হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সিংহল ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে অধিকাংশ রবার রপ্তানি হয়। এই সুদূর প্রাচ্যখণ্ড কেমন করিয়া ব্রেজিলের একচ্ছত্র অধিকার কাড়িয়া লইল, এইবার সেই কথাই আলোচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, ব্রেজিল অঞ্চলে কোন দিনই রবারের চাষ ছিল না। বহু প্রাচীনকাল হইতে নিবিড় অরণ্যানী সমূহ লক্ষ লক্ষ হিভিয়া বৃক্ষে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে—কাহাকেও রোপন করিতে হয় নাই, কাহাকেও যত্ন লইতে হয় নাই, অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া, শত অনাদরের মধ্যেও রবারের জঙ্গল ক্রমশঃই নিবিড়তর এবং বিপুলতর হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে কিন্তু কোন কালেই রবারের জঙ্গল বিদ্যমান ছিল না। দস্তুরমত যত্ন করিয়া তবে এখানে রবারের গাছ জন্মাইতে হয়। যিনি প্রাচ্য দেশে প্রথম রবারের চাষ প্রবর্ত্তন করেন, তিনি একজন ইংরেজ। তাঁহার নাম উইক্‌হাম (Wickham)।

খুব বেশী নয়, বোধ হয় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে উইক্‌হাম্ কোন কার্য্যোপলক্ষে একবার দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তথায় অবস্থান কালে রবারের ব্যবসায়ের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি দেখিলেন বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রবারের ব্যবহার দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে যে প্রণালীতে লেটেক্স সংগৃহীত হয় তাহার দ্বারা বেশী দিন সমগ্র জগতের রবারের চাহিদা মিটাইতে পারা যাইবে না। শত শত মাইল ব্যাপিয়া রবারের জঙ্গল রহিয়াছে। কাজেই এখন বহু বর্ষ পর্য্যন্ত লেটেক্স বাহির করিয়া লইলেও গাছের অভাব অনুভূত হইবে না সত্য, কিন্তু যে জঙ্গল এরূপ গভীর এরূপ শ্বাপদসঙ্কুল এবং বিপদাকীর্ণ যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রস সংগ্রহ করা অসম্ভব। লেটেক্স সংগ্রহ করিবার জন্য অনেক লোককে দল বাঁধিয়া বহু দিনের খাদ্যাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হয়; ইহাতে খরচ বেশী পড়ে। তাহার উপর রস সংগ্রহ করিবার পদ্ধতিও আদৌ সন্তোষজনক নহে। ফল কথা, ব্রেজিলের রবারকে যে 'বুনো রবার' বলা হয়, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

উইক্‌হাম্ ভাবিলেন—জঙ্গলে যখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রচুর পরিমাণে রবার গাছ জন্মিতেছে, তখন আমরা যদি যত্ন সহকারে বীজ বপন করি তাহা হইলে ভালরূপ গাছ না জন্মিবার কারণ কি? অথচ আমরা রোপন করিলে অসংখ্য গাছ একত্র জন্মিয়া জঙ্গল হইয়া উঠিবে না—তাহা একটী সুরম্য উপবনে পরিণত হইবে। ইহাতে শুধু যে রস সংগ্রহ করিবার সুবিধা হইবে তাহা নহে খরচও অল্প পড়িবে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ব্যতীত কফির (coffee) চাষ ভাল হয় না। রবার গাছও যে বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ স্থানেই জন্মিয়া থাকে, তাহাও বলা হইয়াছে। কাজেই যে সকল জমিতে কফির চাষ হয় সেখানে রবার

গাছের চাষ করিলে বেশ সুফল পাইবার আশা আছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে এক প্রকার বৃক্ষ-মড়কে ভারতের সমস্ত কফি ক্ষেত নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। উইকৃহামের দৃঢ় ধারণা হইল ঐ সকল কফি ক্ষেত্রে রবার গাছের চাষ করিতে পারিলে খুবই সুফল পাইবার সম্ভাবনা। তাঁহার ধারণা যে মিথ্যা ছিল না, আজ তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অসীম অধ্যবসায়ের ফলে ব্রেজিলের একচেটিয়া ব্যবসায় আজ ভারতবর্ষের করায়ত্ত; কিন্তু ভারতবর্ষকেও যে কিছুই ছাড়িতে হয় নাই—তাহা নহে। এতদিন কফির চাষ তাহার একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এখন ব্রেজিলই কফির চাষে অগ্রণী। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই প্রকৃতির অপূর্ব্ব বিধানে, ভূপৃষ্ঠের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত দুইটী বিভিন্ন দেশের মধ্যে রবার এবং কফি চাষের প্রতিযোগিতায়, রবারের চাষে পাশ্চাত্য যেমন প্রাচ্যের নিকট হারিয়া যাইতেছে—কফির চাষে প্রাচ্যকেও তেমনি পাশ্চাত্যের নিকট হারিতে হইতেছে।

উইকৃহাম্ ব্রেজিলে অবস্থান কালে, যত্ন করিয়া চাষ করিলে কিরূপ গাছ জন্মিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে এক স্থানে কয়েকটী হিভিয়া বীজ বপন করেন। কয়েক দিন পরেই তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং গাছ কয়টী বেশ বাড়িতে থাকে। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নোট (Note) লিখিতে থাকেন— উদ্দেশ্য, যদি কখন তিনি বা অপর কেহ বিস্তৃত ভাবে রবারের চাষ আরম্ভ করেন, তাহা হইলে ঐ পুস্তকখানি অশেষ উপকারে লাগিবে। এই নোট লিখিবার অভ্যাসটী ইউরোপীয়দের মজ্জাগত বলিলেও চলে এবং যতগুলি গুণ থাকার জন্য তাহারা আজ জগতের মধ্যে উন্নত জাতি বলিয়া পরিগণিত, ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি যাহা জানি—জগৎ তাহা জানিয়া রাখুক, আমি যাহাতে ঠকিয়াছি, জগৎ তাহা হইতে সাবধান হউক, এক কথায়, আমার অভিজ্ঞতা হইতে পশ্চাদ্‌বর্ত্তীরা শিক্ষা লাভ করুক— এই মনোভাবই রোজনামচা লিখিবার প্রেরণা দান করে।

জ্ঞানের প্রতি অহৈতুকী ভালবাসা না থাকিলে কেহই আপামর সাধারণকে নিজের অর্জ্জিত বিদ্যা অযাচিত ভাবে অমন করিয়া বিতরণ করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের এই পাণ্ডিত্যের দেশে তাহা হইবার যো নাই। এদেশের অধিকাংশ বিদ্যাই গুপ্ত বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত। আমি সর্পদংশনের ঔষধ জানি, কিন্তু তোমার তাহা জানিবার অধিকার নাই। জলে ডুবিয়া মরিলে কেমন করিয়া বাঁচাইতে হয়, আমার তাহা জানা আছে বটে, কিন্তু তোমাকে তাহা বলিয়া দিব না। তোমাকে বলিয়া দিলে আমার আর কদর থাকিল কৈ? তাহা হইলে তুমি এবং আমি ত সমান হইয়া গেলাম। লোকে আর আমাকে খোসামোদ করিবে কেন? অতএব ইহা আমার গুপ্ত বিদ্যা—গুরুর আদেশ, কাহাকেও বলিয়া দিতে পারি না। এইরূপে গুপ্ত থাকিতে থাকিতে কত মূল্যবান বিদ্যাই যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে তাহা কে না বলিবে?

ভারতবর্ষকে জ্ঞানের এবং ত্যাগের দেশ বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি; কিন্তু কি ভীষণ স্বার্থপরতা আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। বাঙ্গালী! সাহেব সাজিতে যাও। কিন্তু কেবল পোষাক পরিচ্ছদ এবং আহার বিহারের অনুকরণ করিলে কি হইবে? তাহাদের গুণাবলী অর্জ্জন করিবার চেষ্টা কর, তবেই তাহাদের মত জগতে উন্নত বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে।

যাহা হউক, উইকৃহাম্ ক্রমে ক্রমে হিভিয়া

গাছ সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড বই লিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই বইখানি পড়িয়া লণ্ডণের নিকটস্থ কিউএর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টর সার্ জোসেফ্ হুকার (Sir Joseph Hooker, Director of the Botanical Gardens in Kew) এরূপ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে উইক্‌হ্যামের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং তাঁহারই চেষ্টায় হেনরী উইক্‌হ্যাম্‌কে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অধিকার দেওয়া হইল। ঠিক হইল প্রথমে এক জাহাজ বীজ লণ্ডণে প্রেরিত হইবে এবং সেখানের ফলাফল দেখিয়া ভারতবর্ষে রবারের চাষের আয়োজন করা হইবে।

হুকারের উৎসাহে এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের আশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া সার হেনরী উইক্‌হ্যাম্ বিপুল উদ্যমে বীজ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক সহস্র উৎকৃষ্ট বীজ উত্তমরূপে প্যাক করিয়া একটা জাহাজে তুলিয়া তিনি ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র দুই এক দিনে পার হওয়া যায় না। কাজেই তাঁহার ভয় হইতেছিল হয়ত পথেই বীজগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু অদৃষ্ট যাহার সহায়, তাহার সকল বাধা বিপত্তিই বিদূরিত হইয়া যায়। উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদিয়া জাহাজখানি বীজগুলিকে যথা সময়ে অক্ষত অবস্থাতেই লিভারপুলে পৌছাইয়া দিল। উইক্‌হ্যাম্ স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য হাবার (Havre) বন্দরে নামিয়া পড়িয়া ছিলেন। জাহাজখানি লিভারপুলে পৌছিবা মাত্র স্পেশাল ট্রেন আসিয়া সমস্ত বীজ কীউ গার্ডেন বহিয়া লইয়া গেল। সেখানে পূর্ব্ব হইতেই জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাজেই বীজ বপন করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না। বীজ বপন করিবার পর তিন দিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে। তাহার পর উইক্‌হ্যামের চেষ্টায় ও যত্নে শুক্ল পক্ষের চন্দ্র কলার ন্যায় চারাগুলি দিন দিন আশাতিরিক্ত ভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীর আর কোথাও রবারের "চাষ" হয় নাই। এইরূপে সার হেনরী উইক্‌হ্যাম্ সর্ব্ব প্রথম রবারের চাষের প্রবর্ত্তন করিলেন।

(পাঁচ)

রবারের ইতিহাসে ১৮৭৬ সালের ১২ আগষ্ট একটা চিরস্মরণীয় দিন। ঐ দিবস কয়েক সহস্র হিভিয়া বীজ বক্ষে লইয়া একখানি সমুদ্র পোত লণ্ডণ হইতে সিংহলের অভিমুখে যাত্রা করে। ইহার পূর্ব্বে প্রাচ্য খণ্ডের কোনও দেশে রবারের গাছ চাষ করিবার চেষ্টা হয় নাই। আজ যে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ রবার চাষে জগতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখেই তাহার সূত্রপাত হয়।

কলম্বোর ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী হেনেরাটগোডা (Heneratgoda) নামক স্থানে একটী বাগানে লণ্ডণ হইতে আনিত বীজগুলি পোঁতা হইয়াছিল। বীজ পুতিবার পর চারি বৎসরের মধ্যেই হিভিয়া গাছ সকল লেটেক্স বাহির করিয়া লইবার উপযুক্ত হইয়া উঠিল। এতদিনে সকলে বুঝিতে পারিল যে উইক্‌হ্যামের কল্পনা চিরদিন কল্পনা বা স্বপ্নেই নিবদ্ধ থাকিবে না, তাহা বাস্তবেও পরিণত হওয়া সম্ভব।

সিংহলের এই সযত্নরোপিত হিভিয়া বৃক্ষ কয়টীই এশিয়ার সমস্ত রবার গাছের পূর্ব্বপুরুষ। সিংহলে চাষের অবস্থা সন্তোষজনক দেখিয়া, মালয় দ্বীপপুঞ্জে যাহাদের কৃষিক্ষেত্র ছিল, তাহারা সকলেই রবারের চাষ আরম্ভ করিল। তাহার পর মালয় হইতে

সুমিত্রা, সুমিত্রা হইতে বর্ণিয়ো এবং বর্ণিয়ো হইতে যবদ্বীপ প্রভৃতি সকল স্থানেই ক্রমে ক্রমে রবারের ক্ষেত ছড়াইয়া পড়িল। আজ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সমগ্র রবার ক্ষেত্রের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০,০০,০০০ ত্রিশ লক্ষ একরেরও অধিক এবং এই সকল ক্ষেত্র হইতে বৎসরে যে পরিমাণে রবার সংগৃহীত হয়, তাহার ওজন ৪০০০০০ চারি লক্ষ টনের অধিক বই অল্প হইবে না।
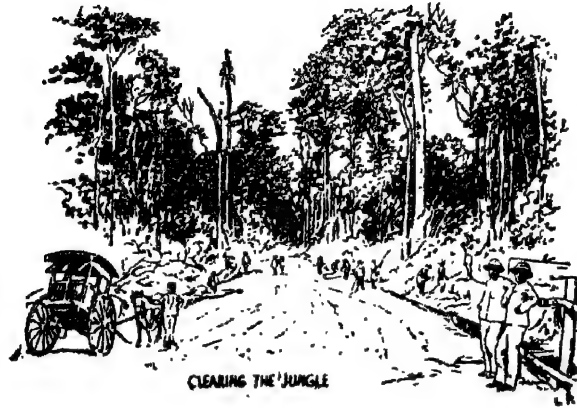
রবারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য জঙ্গল কাটা হইতেছে

এত অল্প সময়ের মধ্যে রবার চাষের এরূপ আশ্চর্য্য রকম উন্নতি হইবার বিশেষ একটু কারণ রহিয়াছে। সিংহলের নিকটস্থ বাগানে যে সময়ে হিভিয়া বাজগুলি অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ অটোমোবাইলের উন্নতি সাধন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, কিন্তু অটোমোবাইলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রবারের চাহিদা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠিল। তখন একমাত্র ব্রেজিল হইতেই রবার রপ্তানি হইত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রেজিলের অরণ্য হইতে লেটেক্স সংগ্রহ করা সহজ নহে। ইহাতে খরচ অত্যন্ত বেশী পড়ে। কাজেই রবারের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলেও ব্রেজিল হইতে রপ্তানির মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হইল না।

সৌভাগ্য বশতঃ ঠিক এই সময় সিংহলের গাছগুলি রস সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্ষেত্রের পরিমাণও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। কাজেই রবারের সমগ্র চাহিদার যতটুকু অংশ ব্রেজিল পূর্ণ করিতে পারিতেছিল না, সিংহল তাহা পরিপূরণ করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পারা রবার বুনো রবারের স্থান দখল করিতে লাগিল। মার্কেটে পারা রবারের বহুল প্রচলন হইবার আরও একটা কারণ এই যে, ইহা শুধু যে অল্প মূল্যেই কিনিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, গুণেও ইহা ব্রেজিলের রবার হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ ইহার গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অটোমোবাইলে সর্ব্বদাই পারা রবার ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রেজিলের রপ্তানির পরিমাণ যে কমিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বেও সেখান হইতে যে পরিমাণ রবার সংগৃহীত হইত, এখনও সেই পরিমাণ রবারই সংগৃহীত হইয়া থাকে। তথাপি রবারের ব্যবসায়ে ব্রেজিলের

স্থান যে ক্রমেই নামিয়া যাইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ, প্রাচ্য খণ্ডে রবার ক্ষেতের পরিমাণ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছে।

বার বৎসরের কিছু বেশী হইবে আমেরিকার কয়েকজন ব্যবসাদার বিস্তৃতভাবে রবার চাষ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহাদের সেই বাসনার ফলে সুমাত্রা দ্বীপে একটী সুবিস্তীর্ণ রবারক্ষেত্র গড়িয়া উঠে। পৃথিবীর কোনও স্থানে এতবড় ক্ষেত আর নাই। ইউনাইটেড ষ্টেট্স রবার কোম্পানী এই বিরাট রবার ক্ষেত্রের মালিক। ইহা শুধু যে আকারেই বড় তাহা নহে, ইহার মত সুদৃশ্য বাগান আর নাই। বাগানটীর পরিমাণ আশি বর্গমাইলেরও অধিক। ইহাতে ৫০,০০,০০০ পঞ্চাশ লক্ষ গাছ রহিয়াছে এবং তাহাদের যত্ন করিবার জন্য দশ হাজার লোক খাটিতেছে, এই বিস্তৃত ক্ষেত্রে রবার গাছগুলি এমন সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে বসান হইয়াছে যে, দেখিলে একটী সুরম্য উপবন বলিয়াই মনে হয়।

সুমাত্রাদ্বীপে ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ রবার কোম্পানীর
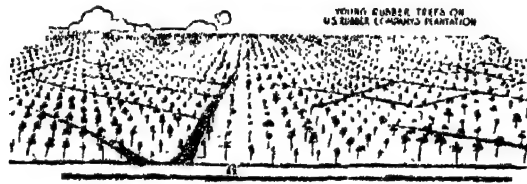
সুসজ্জিত রবারের ক্ষেত্র

আরও অনেকগুলি রবার ক্ষেত আছে। এই সকল ক্ষেত্রে থাকিয়া শত শত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ (Botanist) এবং রাসায়নিক(Chemist) দিবারাত্রই পরীক্ষা কার্য্য চালাইতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা—কেমন করিয়া বৃক্ষের উন্নতি সাধন করা যাইবে, কি ভাবে চাষ করিলে প্রত্যেক গাছ হইতে বেশী পরিমাণ লেটেক্স পাওয়া সম্ভব, এবং সংগৃহীত লেটেক্স কি করিলেই বা ক্রমশঃই উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। এইরূপে এই কোম্পানীর অসীম অধ্যবসায় এবং অগাধ অর্থ ব্যয়ের ফলে রবার চাষের আশ্চর্য্য রকম উন্নতি হইয়াছে। অন্য সকল কোম্পানীই সকল বিষয়ে ইউনাইটেড্ষ্টেটস্ রবার কোম্পানীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছে।

(ছয়)

রবারের চাষ করিবার উপযোগী ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে না থাকিলে, যতই অর্থ ব্যয় করা যাউক না কেন, একটী রবার গাছকেও বাঁচান যায় না; কিম্বা বহু কষ্টে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তুলিলেও তাহা হইতে রবার সংগ্রহ করিয়া লাভবান হওয়া যায় না।

ইতঃপূর্ব্বেই বহুবার বলা হইয়াছে যে, বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও রবারের চাষ করিলে ভাল ফল পাইবার আশা নাই। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতিরিক্ত বারিপাত হওয়ায় ভূমি অত্যন্ত ভিজা এবং উর্ব্বর থাকে এবং এই জন্য ঐ সমস্ত স্থানে নানা জাতীয় লতা গুল্ম জন্মিয়া অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। রবার-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে গেলে ঐ সমস্ত গাছ পালা কাটিয়া জঙ্গলটাকে পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। এই কার্য্য খুব সহজ নহে। অনেক অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করিলে তবে একটী শ্বাপদসঙ্কুল ঘন অরণ্যকে সুরম্য উপবনে পরিণত করা যায়।

যাহা হউক, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে নার্শারিতে বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর অঙ্কুর বাহির হইয়া চারা গুলি একটু বড় হইয়া উঠিলে সে গুলিকে তুলিয়া আনিয়া বাগানে সারি সারি পুতিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই খানেই সকল দুর্ভাবনার অবসান নহে। রবার গাছ খুব শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। একবৎসরেই প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ হয়। কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসর যাইবার পুর্ব্বে গাছগুলি লেটেক্স প্রদান করিবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই দীর্ঘকাল অত্যন্ত যত্নের সহিত চারাগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। শুধু যে রোগ এবং পোকা মাকড়ই ইহাদের শত্রু তাহা নহে, কখন কখন প্রবল ঝড়ে সকল চারা গাছকেই ধরাশায়ী করিয়া দেয়। এই সকল বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিলে তবে একটী গাছ হইতে পঞ্চম বা যষ্ঠ বর্ষে এক পোয়া আন্দাজ (আধ পাউণ্ড) রবার পাওয়া যাইতে পারে।

গাছের বয়স বাড়িবারসঙ্গে সঙ্গে উহার লেটেক্সের পরিমাণ ও বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু ঐ বৃদ্ধি এত ধীর এবং সময় সাপেক্ষ যে উহা বাড়িয়া ২।২½ সের হইতে আরও ৪।৫ বৎসর কাটিয়া যায়। সকল গাছ হইতে সমান রবার পাওয়া যায় না—কোন গাছ বেশী এব কোন গাছ কম লেটেক্স দেয়। এ পর্য্যন্ত যে গাছটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লেটেক্স প্রদান করিয়াছে সেটী কলম্বোর নিকটস্থ হেনেরাটগোডার বাগানে অবস্থিত। লণ্ডণ হইতে নীত বীজ হইতে উৎপন্ন যে চারা গুলি উক্ত বাগানে পোতা হইয়াছিল ঐ গাছটী তাহাদের মধ্যেই একটী। এক বৎসর (প্রতি বৎসর নহে) ঐ গাছটী ৯৬ পাউণ্ড (প্রায় ১মণ ৮ সের ১ পোয়া) লেটেক্স প্রদান করিয়াছিল। পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও গাছ হইতেই এ পর্য্যন্ত ওরূপ অধিক পরিমাণে রবার পাওয়া যায় নাই।

সকল গাছের পরিমাণ যেমন সমান নহে, সকল বাগানের রবারের পরিমাণও সেইরূপ তাহাদের আয়তনের অনুপাতে সমান নহে। তথাপি সকল বাগানের রবারের পরিমাণও সেইরূপ তাহাদের আয়তনের অনুপাতে সমান নহে। তথাপি সকল জিনিসেরই একটা গড় ধরিয়া লওয়া যায়। প্রাচ্য খণ্ডের রবার ক্ষেত্রগুলি হইতে গড়ে প্রতি একরে (Acre) প্রায় ৩৫০ পাউণ্ড বা ৪ মণ ১৫ সের লেটেক্স পাওয়া যায়।

সুমিত্রা জাভা প্রভৃতি অঞ্চলের রবার ষ্টেট্‌স্ গুলি দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়। শোভায় এবং সৌন্দর্য্যে এক একটী বাগান নন্দন কাননকে ও হারাইয়া দেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু যে দেখিতেই সুন্দর তাহা নহে। যাহারা বাগানে কাজ করিবে তাহাদের সুখ সুবিধা বিধান করিবার জন্য নানা সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত রবার ষ্টেট্‌সে প্রবেশ লাভ করিলেই সর্ব্ব প্রথম মনে পড়ে ব্রেজিলের জঙ্গলস্থ রবার ব্যবসায়ীদের কথা। সে দেশের মজুরদের সহিত এদেশের মজুরদের জীবন যাত্রা প্রণালীর কত প্রভেদ। তাহাদিগকে গভীর অরণ্যের মধ্যে লতা পাতার নির্ম্মিত পর্ণ কুটীরে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত চিত্তে বাস করিতে হয়। কখন যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের করাল কবলে পড়িতে হইবে কিম্বা ভয়াল সর্পের বিষাক্ত দংশনে মরিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে লওয়া যায় না। সকল সময়ে খাদ্যাখাদ্যেরও বিচার করা চলে না। এক কথায় বলিতে গেলে বন্য লেটেক্স সংগ্রহ করিবার জন্য ব্রেজিলের মজুর দিগকে সকল রকম অসুবিধা ভোগ করিতে এবং সকল প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু বাগানে যে সমস্ত মজুর কাজ করে, তাহারা উহাদের তুলনায় রাজার হালে আছে বলিলেও বেশী বলা হয়

না। প্রত্যেক রবার ক্ষেত্রেই মজুরদিগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল এবং লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় সমূহ খোলা হইয়াছে। অবিবাহিত মজুরেরা ব্যারাকে বাস করে; কিন্তু বিবাহিতদের জন্য স্বতন্ত্র ঘরদোরের ব্যবস্থা আছে। তাহার পর খাদ্যাদিও দেশীয় প্রথায় পাক করা হয়। প্রত্যেক জাতির মজুরদের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে রন্ধনাদির বন্দোবস্ত আছে। এতদ্ব্যতীত বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে যাহাতে সকলেই একটু আধটু খেলা ধূলা করিতে পায় সে দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। এক কথায় বলিতে গেলে মজুরদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা কিছু বিধি ব্যবস্থা করা সম্ভব এই সকল রবার ক্ষেত্রে সে সমস্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

রবার ক্ষেত্রের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনেই সুমিত্রার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ রবার কোম্পানী অগ্রণীর পদ গ্রহণ করিয়াছে। মজুরদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনেও ইহারাই প্রথম পথপ্রদর্শক। ইহাদের চেষ্টায় এবং যত্নে এই কোম্পানীর বাগানে স্থাপিত কেথারিণা সেণ্ট্রাল হস্‌পিটালটী (Catharina Central Hospital) এরূপ বিস্তৃতি এবং উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, উহাকে সমগ্র প্রাচ্য খণ্ডের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সুন্দর পরিচালনায় এবং রোগীদের পরিচর্য্যা করিবার সুবন্দোবস্তে মুগ্ধ হইয়া সুমিত্রায় ডাচ্ গবর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীকে একটী প্রশংসাপত্র এবং সুবর্ণ পদক উপহার প্রদান করিয়াছেন। সাধারণতঃ সকল কুলী-ব্যারাকেই সংক্রামক ব্যাধি অবাধে প্রসার লাভ করে, কিন্তু রবার ষ্টেট্‌সের ব্যারাকগুলিতে বিশুদ্ধ খাদ্য এবং পানীয় সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত থাকায় মজুরদিগকে অকালেই কীটপতঙ্গের মত প্রাণ হারাইতে হয় না।

(সাত)

রবার ক্ষেত্রের প্রভাতের দৃশ্যটী অতি মনোরম। রবার গাছ হইতে দিনের যে কোন সময়ে ইচ্ছামত লেটেক্স বাহির করিয়া লওয়া যায় না। উহা সংগ্রহ করিতে হইলে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই সকল গাছের ছাল চাঁচিয়া দিতে হয়। রাত্রির অন্ধকার দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন হাজার হাজার লোক নানা বিচিত্র বর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া দিকে দিকে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিতে থাকে, তখন দর্শকের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। তাহাদের মধ্যে বালক আছে, যুবক আছে, বৃদ্ধ আছে, পুরুষ আছে—আবার স্ত্রীলোকেরও অসদ্ভাব নাই। সকলেই আপনাপন কার্য্যে ব্যস্ত।

নিতান্ত চারাগাছ হইতে লেটেক্স বাহির করা চলে না। যদি মাটি হইতে ১৮ ইঞ্চি উঁচুতে কোন গাছের গুঁড়ির বেড় ১৮ ইঞ্চি হয়, তাহা হইলে তাহা লেটেক্স প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধারণতঃ, পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়সে সকল বৃক্ষই ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রস বাহির করিবার উদ্দেশ্যে গাছের গা কাটিয়া দিবার একটা বিশেষ প্রণালী আছে। সকল বাগিচাতেই সেই প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে। একখানি ধারাল ছুরি দিয়া গাছের গুঁড়ি হইতে ছালের একছিলা চাঁচিয়া ফেলা হয়। আমাদের দেশে খেঁজুর গাছ কি ভাবে কাটা হয় সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু রবার গাছ কাটিবার (চাঁচিবার) প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিম্নের ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে স্ক্রুর প্যাঁচের মত ঘোরাণ অথচ গড়ান্ ভাবে এক ফালি ছাল চাঁচিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা গুঁড়ির চারিদিক ঘিরিয়া নাই; ইহার দৈর্ঘ্য সমস্ত বেড়ের এক চতুর্থাংশের বেশী হইবে না।

লেটেক্স বাহির করিবার জন্য গাছের ছাল চাঁচিয়া দেওয়া হয় বলিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, নিত্য নূতন স্থানের ছাল কাটিয়া গাছের সমস্ত দেহটাই ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত মত প্রথম দিন ত্বকের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। দ্বিতীয় দিন খুব সরু আর একখানি ছাল তুলিয়া ওক্ষতটীকে বাড়াইয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু এক বিষয়ে সর্ব্বদাই স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে হয়। ছাল চাঁচিতে গিয়া যেন ভিতরের শক্ত কাঠ কাটিয়া না যায়। কেন না

রবারের গাছ হইতে লেটেক্স সংগ্রহ করা হইতেছে

তাহা হইলে আর নূতন ছাল গজাইবে না, বা গজাইলেও উপরিভাগ সমান এবং মসৃণ হইবে না। ছাল চাঁচা হইয়া গেলে, ভিতর হইতে রস বাহির হইতে থাকে। উহা সংগ্রহ করিবার জন্য গাছের গায় একটী ছোট নলী বসাইয়া নীচে একটী কাচের গ্লাস পাতিয়া রাখা হয়। তখন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া রস পড়িয়া গ্লাসে জমা হইতে থাকে।

সকালের সূর্য্য ক্রমে ক্রমে উঠিয়া আকাশে মাথার উপর আসিবার পূর্ব্বেই সমগ্র মজুরবাহিনী লেটেক্স সংগ্রহ করিবার জন্য আবার দলে দলে বাহির হইয়া পড়ে এবং প্রত্যেক গ্লাস হইতে লেটেক্স ঢালিয়া বড় বড় টিন ভর্ত্তি করিয়া ভারে ভারে কারখানায় বহিয়া লইয়া যায়।

এইত গেল লেটেক্স সংগ্রহের প্রণালী। কিন্তু লেটেক্স এবং রবার এক জিনিষ নহে। রস হইতে গুড় তৈয়ারী করিতে গেলে যেমন অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হয়, লেটেক্স হইতে রবার বাহির করিতেও সেইরূপ অনেক হাঙ্গামা আছে। লেটেক্স হইতে রবার প্রস্তুত করিবার জন্য নানা স্থানে নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। ব্রেজিলের লোকে যে প্রণালী অনুসরণ করে তাহা এইরূপ। একটী কাঠের বড় তাড়ু লেটেক্সের ভাণ্ডে ডুবাইয়া লওয়া হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি লেটেক্স তরল হইলেও উহা রস নহে, আঠা জাতীয় পদার্থ। কাজেই তাড়ুতে অনেক খানি লেটেক্স জড়াইয়া আগুন জ্বালাইয়া তাহার উপর ঐ তাড়ুটীকে ধরা হয়।

আগুনের উত্তাপে লেটেক্স হইতে অধিকাংশ জলীয় পদার্থ বাষ্পরূপে বাহির হইয়া যায় এবং উহার মধ্যে যেটুকু রবার আছে তাহা তাড়ুর উপর লাগিয়া থাকে। তখন উহাকে আবার লেটেক্স ভাণ্ডে ডুবাইয়া পুনর্ব্বার অগ্নির উত্তাপে রক্ষা করা হয়। বার বার এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী কার্য্য করিয়া একটা তাড়ুর অগ্রভাগে ৫ সের হইতে ১ মণ, দেড় মণ রবার পর্য্যন্ত প্রস্তুত করা করা যায়। তাড়ুটাকে নির্ধূম অগ্নির উপর স্থাপন করা অপেক্ষা ধোঁয়ার উপর স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে রবারের সহিত ধোঁয়া মিশিয়া যাওয়ায় ইহার শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং কিছুতেই নষ্ট হইয়া যায় না।

রবারের বাগিচা সমূহে যে উপায়ে লেটেক্স হইতে রবার প্রস্তুত করা হয়, তাহা কিন্তু উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটা বড় চেপ্টা পাত্রে লেটেক্স ঢালিয়া দিয়া তাহাতে খানিকটা এসেটিক এসিড্ (Acetic acid) মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে উহার মধ্যস্থ রবারের কণাগুলি একত্রে মিশিয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। অনেক খানি দুগ্ধে খানিকটা লেবুর রস ফেলিয়া দিলে সমস্ত দুধ কাটিয়া যেমন ছানার চাপ বাঁধিয়া যায়, লেটেক্সে এসেটিক্ এসিড্ ফেলিয়া দিলেও সেইরূপ রবারের চাপ বাঁধিয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন ঐ রবারের চাপ তুলিয়া লওয়া হয়। রোলারে পিষিয়া উহা হইতে সমস্ত জলীয় অংশ বাহির করিয়া ফেলা হয়। তাহার পর উহাকে একটী ধূমপূর্ণ গৃহে ১২।১৪ দিন ঝুলাইয়া রাখিলেই উপযুক্ত মত রবার প্রস্তুত হইয়া গেল।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রবার কোম্পানী আবার আর এক উপায়ে রবার প্রস্তুত করিয়া থাকে। বহু দিন ধরিয়া অনেক পরীক্ষা কার্য্য চালাইবার ফলে তাহারা এই উপায়টী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছে। একটী ঘরের ছাদে ট্যাঙ্কে করিয়া লেটেক্স রাখিয়া দেওয়া হয়। এই ঘরটীকে স্প্রেয়িং রুম্ (spraying room) বলে। স্প্রেয়িং রুমের ভিতরকার ছাদে একটী চাকা ঝুলান আছে। তাহা সর্ব্বদাই প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকে। উপরের ট্যাঙ্ক হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া লেটেক্স ঐ চাকা খানির উপর পড়িতে থাকে এবং উহার বেগে ছিটকাইয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়া যায়। এদিকে কৃত্রিম উপায়ে ঘরের বাতাস অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া রাখা হয়। কাজেই লেটেক্সের বিন্দুগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উপর হইতে নীচে পড়িবার সময় গৃহের উত্তাপে উহার সমস্ত জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত হয় এবং রবারের সূক্ষ্ম কণা সমূহ শুভ্র তুষারের মত মেজের উপর স্তূপীকৃত হইতে থাকে। এই উপায়ে রবার প্রস্তুত করায় অনেক সুবিধা আছে।

প্রথমতঃ, ইহাতে একবিন্দু রবারও নষ্ট হইয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ ইহাতে সমস্ত রবারই সমগুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

এসিড মিশাইয়া রবার বাহির করিতে গেলে এসিডের মাত্রা কম বা বেশী পড়িতে পারে। তাহাতে রবারের গুণের তারতম্য হইবার সম্ভাবনা কিন্তু (Spraying Process) (স্প্রেয়িং পদ্ধতি) অবলম্বন করিলে সে ভয় থাকে না।

(আট)

তালের বা খেজুরের রস যেমন বহুক্ষণ ফেলিয়া রাখিয়া দিলে গাঁজিয়া নষ্ট হইয়া যায়, রবার গাছের রসও সেইরূপ অনেকক্ষণ ফেলিয়া রাখিলে উহা টাটকা বা অবিকৃত অবস্থায় থাকে না। এই জন্য পূর্ব্বকালে প্রায় প্রত্যেক রবার ক্ষেত্রেই লেটেক্স হইতে রবার প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপিত ছিল। কিন্তু Sprayed Rubber (Spraying process) দ্বারা যে রবার নিষ্কাশিত হয়, আবিষ্কার করিবার

সময় পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল লেটেক্সের সহিত এমোনিয়া (ammonia) মিশাইয়া দিলে উহা বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে একবিন্দু লেটেক্সও ইউরোপ বা আমেরিকায় চালান দেওয়া সম্ভব হইত না। কিন্তু আজ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রবার কোম্পানী জাহাজে করিয়া লক্ষ লক্ষ গ্যালন কাঁচা লেটেক্স সমুদ্র পারে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিতেছে। এই সুদূর সমুদ্র পথ অতিক্রম করিতে, একদিন নয়, দুই দিন নয়, বহু সপ্তাহ কাটিয়া যায়, তথাপি এমোনিয়া মিশ্রিত

রবারের সংগ্রহের পত্রাদি ধৌতকরা হইতেছে

থাকায় একবিন্দু লেটেক্সও নষ্ট হইয়া যায়না। লেটেক্সের টেকগুলিবক্ষে লইয়া ষ্টীমার সকল বন্দরে পৌঁছিয়া দেয়। এদিকে কারখানা হইতে বন্দর পর্য্যন্ত সরাসরি রেলের লাইন পাতা আছে। জাহাজগুলি বন্দরে পৌঁছিবা মাত্র বড় বড় পাম্পের সাহায্যে পাম্প করিয়া সমস্ত লেটেক্স মালগাড়ীর টেঙ্ক ভর্ত্তি করিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কারখানায় বহন করিয়া লইয়া যায়।

পূর্ব্বে যে লেটেক্স হইতে রবার নিষ্কাশিত করিয়া তবে দেশ বিদেশে রপ্তানি করা হইত, তাহার আরও একটী কারণ আছে। আগে লোকের ধারণা ছিল সরাসরি কাঁচা লেটেক্স হইতে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈয়ারী করা যায় না; যে কোন বস্তু প্রস্তুত করিতে গেলেই তাহা শক্ত রবার দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়! কিন্তু এ ধারণা আজ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহা প্রতিপাদন করিয়াছে ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ রবার কোম্পানী। উক্ত কোম্পানীর বিস্তৃত পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কাঁচা লেটেক্স দিয়াও অনেক রকমের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য তৈয়ারি করা সম্ভব এবং শুধু সম্ভব কেন, রবার অপেক্ষা লেটেক্সই ঐ সকল বস্তু প্রস্তুত করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। আজকাল লেটেক্স হইতে কর্ড টায়ার তৈয়ারী করিবার উপাদান বাহির করা হইতেছে। ব্যবহার দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে, ইহা অন্য সকল রকম উপাদান হইতে সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্টতর। ইহার নামও হয়ত অনেকেই জানেন। ইহাকে ওয়েব কর্ড (Web cord) বলা হয়।

(নয়)

আমাদের আলোচনা এতক্ষণ কিভাবে গাছ হইতে লেটেক্স বাহির করিতে হয় এবং কি ভাবেই বা লেটেক্স হইতে রবার তৈয়ারি করিতে হয়, তাহাতেই

নিবদ্ধ ছিল। এখন কি করিয়া রবার হইতে অন্যান্য শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয় সেই কথা বলিব।

রবার শিল্প সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি এবং প্রসার লাভ করিয়াছে আমেরিকায়। সমগ্র পৃথিবীতে যত প্রকারের এবং যে পরিমাণ রবারজাত দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার তিন চতুর্থাংশই আমেরিকার কারখানা সমূহে প্রস্তুত হয়। উহার মূল্য কম হইলেও প্রায় লক্ষ কোটী ডলার (এক ডলার প্রায় তিন টাকার সমান)। বৎসর বৎসর যেখানে অত টাকার মাল উৎপন্ন হইতেছে, সে দেশে এই শিল্প যে কি বিরাট আকারে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এত দেশ থাকিতে এক মার্কিণেই যে রবার শিল্পের এত অসম্ভব রকম উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার একটু বিশেষ কারণ আছে।

প্রথমতঃ, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রবার ক্ষেত্রের মালিক হইল একটী মার্কিন কোম্পানী। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা সুমিত্রা রবার ষ্টেটের স্বত্বাধিকারী ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রবার কোম্পানীর কথাই উল্লেখ করিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকার মত অত অধিক পরিমাণ আর কোন দেশেই রবার জাত দ্রব্যের কাটতি হয় না।

রবার হইতে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই বিলাসের সামগ্রী। কিন্তু আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হইলে কেহই বিলাসের উপাদান কিনিতে পারে না। আমাদের দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। যে দেশের লোকের দৈনিক আয় গড়ে ছয় পয়সার অধিক নহে, সে দেশের সহিত অন্য স্বাধীন দেশের তুলনা না করাই ভাল। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি সকল ইউরোপীয় দেশের লোকেরই আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কাজেই সকলেই অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত আরামের বস্তুও কিছু কিছু কিনিয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকার সহিত কোন দেশেরই তুলনা হইতে পারে না। কমলার বরপুত্র, মার্কিণবাসিদের ঐশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা নাই। সে দেশের ধনী বা গৃহস্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অতি বড় দরিদ্র যে, তাহারও এমন কতকগুলি আরামের বস্তুর প্রয়োজন করে, যাহা আমাদের নিকট বিলাসের সামগ্রী বলিয়াই বিবেচিত হয়। তাহাদের জীবন যাত্রা প্রণালী (standard of life) এত উচু যে, যাহা তাহাদের নিকট একান্ত অপরিহার্য্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় তাহা আমাদের পক্ষে সখের এবং বাবুয়ানির উপাদান: কাজেই অটোমোবাইল টেলিফোন্, ওভারকোট্, রবারের জুতা, কেডস্, গরম জলের বোতল, বরফের ব্যাগ, রেডিও, প্রভৃতি অসংখ্য রবারের তৈয়ারি জিনিস আমেরিকার প্রত্যেক বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে দেশের মধ্যেই আশাতিরিক্ত ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের কাট্তি হওয়ায় আমেরিকার রবার শিল্প অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত আশ্চর্য্য রকম উন্নতি লাভ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এই উন্নতির প্রধান এবং শেষ কারণ, আমেরিকাবাসীর অপূর্ব্ব কর্ম্মদক্ষতা। যে অক্লান্ত পরিশ্রম, অমানুষিক অধ্যবসায় এবং অসম্ভব উচ্চ আশার ফলে তাহারা আজ জগতের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই পরিশ্রম, অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায়, এবং উচ্চ আশাই এই রবার শিল্পের উন্নতির মূল।

আমেরিকা আমাদের মত অসার নহে। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ধান ভানিলেও আমাদের ঢেকির উন্নতি হয় না— যুগ যুগ ধরিয়া চাষ করিলেও আমাদের কৃষি প্রণালী যথা পূর্ব্বং তথা পরংই থাকিয়া যায়। কোন উন্নতি নাই, কোন উচ্চ আশা নাই।

উহাতেই যখন কাজ চলিয়া যাইতেছে—তা সে খোড়াইয়াই চলুক, আর গড়াইয়াই চলুক—তখন আর মাথা ঘামাইয়া লাভ কি?— ইহাই হইল আমাদের চিরদিনের সংস্কার। আমাদের দেশের ছেলেদের বাল্যকালেই শেখান হয়—কুকুরের নিকট হইতে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা করিবে। ফলও আমরা হাতে হাতেই পাইতেছি। কুকুরের ন্যায় অল্পে সন্তুষ্ট হইতে হইতে আমাদের অবস্থা আজ কুকুরের মতই হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাও গ্রেহাউণ্ড বা হুইপেট নয়, বিশুদ্ধ স্বদেশী মার্কা ফেন চাটা ভেলোর মত। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি লাভ করিতে গেলে অত অল্পে সন্তুষ্ট হইলে চলে না—হৃদয়ে অনেক উচ্চ আশা পোষণ করিতে হয়। আমি বেণের দোকান খুলিয়াছি— চিরদিন সেই বেণেই থাকিয়া যাইব; আমি কুমারের ঘরে জন্মিয়াছি— চিরদিনই সেই পযসে সরা গড়িব; আমার পিতা কামারের কাজ করেন—অতএব আমাকেও বাপ ঠাকুর্দার মত কেবল হাতুরি পিটিয়া কতকগুলি ভোতা কুরুল এবং সাবল গড়িয়াই জীবন কাটাইতে হইবে— তবু ছুরী কাঁচি তৈয়ার করিতে শিখিব না। আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিব না, নূতন যন্ত্র তৈয়ারী করিব না—অন্তের আবিষ্কৃত সহস্র বার পরীক্ষিত সুলভ মূল্যের যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করিব না— ইত্যাকার অদ্ভুদ্ মনোভাবেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। পাশ্চাত্য জগতের মানুষগুলি কিন্তু একটু বিভিন্ন ধাতু দিয়া গঠিত—তাহাদের প্রকৃতিও একটু বিভিন্ন প্রকারের। তাহারা কোন কাজকেই হীন বলিয়া মনে করে না এবং যে যাহা পায় তাহাই আকড়াইয়া ধরে রয়, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই দিবানিশি চিন্তা কেমন করিয়া সে জীবনে উন্নতি লাভ করিবে—বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইয়া কেমন করিয়া সে ব্যবসায়ের অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিবে। তাহাদের উন্নতির মূলে আরও একটী গুণ রহিয়াছে। তাহা এই যে, উহারা ভবিষ্যতের মন্দিরে বর্ত্তমানকে বলি দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এই গুণটীর আমাদের মধ্যে একান্তই অভাব। আমরা বর্ত্তমানের ত্রিশ টাকার জন্য ভবিষ্যতের তিনশ টাকা অনায়াসেই অবহেলা করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িবার মত সাহস আমাদের নাই। কিন্তু গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া কপাল ঠুকিয়া নূতন পথে চলিতে না পারিলে কস্মিনকালেও উন্নতি করিতে পারা যায় না। No risk, no gain—ঝুকি ঘাড়ে না লইলে লাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। পাশ্চাত্যের লোকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িবার সাহস রাখে, তাই তাহারা আজ জগতে বড় হইতে পারিয়াছে।

আমরা রবারের কথা বলিতেছিলাম। আমরা বলিতেছিলাম, আমেরিকা রবার শিল্পে অসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই উন্নতির মূলেও সেই উচ্চাশা, সেই অনুসন্ধিৎসা, সেই নিত্য নূতনের উপাসনা করিবার দুরন্ত বাসনা জাগিয়া রহিয়াছে। চার্লস গুড্‌ইয়ার রবার ভল্‌কানাইজড্ (Vulcanized) করিবার পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন। তাহার পর হইতে ভল্‌কানাইজড্ রবার হইতেই সকল প্রকার রবারজাত দ্রব্য তৈয়ারী করা হইত। আমরা হইলে হয়ত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম। কাজত বেশ চলিয়া যাইতেছে, তবে আর ভাবনা কি?

কিন্তু ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ রবার কোম্পানী অত অল্পে সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহে। তাহারা চায় জগতের মধ্যে একটী বিপুল ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে। কাজেই কেমন করিয়া আরও উন্নত উপায়ে লেটেক্স হইতে রবার নিষ্কাশিত করা যাইবে, তাহাই তাহাদের চিন্তার বিষয় হইল। আবার সে চিন্তা আমাদের মত কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মত নয়। কাজেই

চিন্তা মাত্রই কার্য্য আরম্ভ হইল। বিরাট পরীক্ষাগার স্থাপিত হইল, নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি এবং রসায়নিক দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল, উচ্চ শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকগণ উন্নতির পথ আবিষ্কার করিবার জন্য দিবা রাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। জগতে রবার শিল্পে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রবার কোম্পানীর পরীক্ষাগারে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পরীক্ষাগার হইতেই বৈজ্ঞানিকগণ Sprayed Rubber আবিষ্কার করিলেন—এখান হইতেই প্রমাণিত হইল সরাসারি লেটেক্স হইতেও অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু তৈয়ারি করা সম্ভব, ইত্যাদি।

রবার প্রসঙ্গে আমরা বরাবরই ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রবার কোম্পানীকে একটী বৃহৎ কোম্পানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু ইহার বিরাটত্ব যে কি প্রকার, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। সুমাত্রা এবং মলয় দ্বীপের অধিকাংশ রবার ক্ষেত্রই ইহাদের। এই খানে কেবল লেটেক্স এবং রবার তৈয়ারি হয়। আবার এখান হইতে রবার লইয়া আমেরিকায় স্থাপিত প্রায় ৫০।৫২ টী বড় বৃহদাকার কারখানা নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে। পৃথিবীর সকল দেশেই সমস্ত বড় সহরে এই কোম্পানীর শাখা আছে। এই সকল শাখা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল অহরহঃই দেশ বিদেশে বিক্রয় হইতেছে। এইরূপে একটা বিরাট মহীরুহই যেমন বহু দূর পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া একটী সুবিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রবার কোম্পানীও সেইরূপ দেশ বিদেশে নিজেদের শাখা আফিস্ স্থাপিত করিয়া সমস্ত দুনিয়ার রবার মার্কেট অধিকার করিয়া রহিয়াছে।
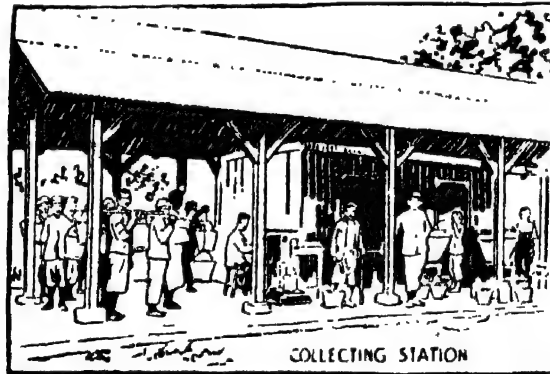
রবার সংগ্রহের কেন্দ্র

(দশ)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রবার সভ্য জগতের একটী নূতন যুগ আনিয়া দিয়াছে—এমন কি বর্ত্তমান কালকে রবার-যুগ বলিলেও বেশী বলা হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, রবার-শিল্পে যাহা কিছু উন্নতি করা সম্ভব, মানুষ সবই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। উন্নতি শিখরে উঠা ত দূরের কথা, বরং সবে উন্নতি করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে বলিলেই ভাল হয়। রবার চাষের এখনও বাল্যকাল অতীত হয় নাই। সকল রবার ক্ষেত্রেই চেষ্টা চলিতেছে কিসে প্রত্যেক গাছ হইতে আরও অধিক পরিমাণে লেটেক্স পাওয়া যাইবে, কিসে লেটেক্স হইতে আরও উন্নত প্রণালীতে রবার নিষ্কাশিত করা যাইবে, ইত্যাদি। ইহার

জন্য অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে, বিভিন্ন কোম্পানী-নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকগণ পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতনের সন্ধানে ব্যস্ত।

রবার হইতে কোন্ কোন্ বস্তু প্রস্তুত হয়, এক নিশ্বাসে তাহা বলিয়া ফেলা অসম্ভব। ইহার বিভিন্ন গুণের জন্য বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। কেহ রবারের আদর করে, কারণ ইহা স্থিতিস্থাপক; কেহ ইহাকে আদর করে কারণ ইহা বায়ু এবং জলাবরোধক কেহ; নন্—কণ্ডাক্টার (Non—conductor of electricity) বলিয়া, আবার কেহ বা নরম এবং আঘাত সহ্য করিতে পারে বলিয়া রবার ব্যবহার করে।

দুগ্ধপোষ্য শিশু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতে হইলে রবারের প্রয়োজন। তাহার দাঁত উঠে নাই—সে চিবাইতে পারিবেনা, তাহার গিলিবার শক্তি নাই—সে চুমুক দিয়া খাইতে পারিবেনা—কাজেই নিপল্ না হইলে চলে না। এই অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রবার দ্বারাই প্রস্তুত হয়।

তাহার পর দিনে দিনে শিশু বালকে পরিণত হইল। খেল্‌না না হইলে সে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া তুলিবে। তাহার বল চাই, তাহার বেলুন চাই, তাহারা খেল্‌না চাই—সস্তা নরম অথচ সহজে না ছিঁড়িতে পারে এমন খেলনা কোথায় মিলিবে? এক রবার ব্যতীত অন্য জিনিসের খেলনা মনের মত হয় না—অতএব বালকের মনোরঞ্জন করিতে রবারের প্রয়োজন।

বালক যুবক হইতে চলিল। শরীরং ব্যাধি মন্দিরম্—মানুষ মাত্রেরই রোগ ভোগ আছে। প্রবল জ্বরে শরীর পোড়াইয়া দিতেছে। সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়া রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে। ডাক্তার বরফের ব্যবস্থা করিলেন। বরফ বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু তাহা রোগীর মাথায় লাগাইব কেমন করিয়া? তখনি রবারের প্রয়োজন, রবারের আইস্ ব্যাগ না হইলে রোগীর মাথায় বরফ দেওয়া যায় না।

তাহার পর চিরদিন কাহারও সমান যায় না। বালক যেমন বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে, যুবককেও সেইরূপ কালে কালে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে হয়। বৃদ্ধ হইলে মানুষের দন্তরাজি পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া উদর ক্ষমা করিবেনা, ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য চিবাইতেই হইবে। ডাক্তার বলিবেন দাঁত বাঁধাও, কিন্তু দাঁত বাঁধাইব কেমন করিয়া? তখনি রবারের প্রয়োজন বার্দ্ধক্যে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াও রবারের হাত হইতে নিস্তার নাই। এইরূপে কত কথাই বা বলিব? হাজার রকমের হাজার হাজার দ্রুতগামী যান দিবারাত্রই পৃথিবীর বুকের উপর ছুটাছুটি করিতেছে—সকলেরই চাকা রবার দিয়া তৈয়ারি। পাখীর মত আকাশে উড়িয়া দুর্গম গিরি পর্ব্বত নিমেষে লঙ্ঘন করিতে চান—আপনার রবারের প্রয়োজন। মাছের মত ডুবিয়া সমুদ্রের তল দেখিতে চান—আপনার রবারের প্রয়োজন; কারণ এরোপ্লান বা সাবমেরিণে ইলেক্ট্রীক্ রাখিবার বিপুলকায় আধারগুলি রবার দিয়াই নির্ম্মিত হয়। ডুবুরিরা রবারের বর্ম্মে আবৃত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে অতল সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া যায়—ফায়ার ব্রিগেডের কর্ম্মচারীরা রবারের পরিচ্ছদে অঙ্গ ঢাকিয়া জলন্ত অগ্নি হইতে মানুষের ধন প্রাণ রক্ষা করে। রেডিয়ো এবং অটোমোবাইল হইতে আরম্ভ করিয়া গ্লোব্ এবং টেনিসের বল পর্য্যন্ত কোন্ জিনিসটী রবার হইতে প্রস্তুত হয় না, তাহাই ভাবিয়া বাহির করা কঠিন।

আজই রবার এত প্রকারে ব্যবহৃত হইতেছে। কে জানে, হয়ত দশ বৎসর পরে ইহার এমন সব প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হইবে যাহার নিকট উহার

বর্ত্তমান গৌরব ম্লান হইয়া যাইবে। কোন্ মহা পুরুষ রবারকে আরও উচ্চাসনে বসাইবেন, সে শুধু এক রবারের সৃষ্টিকর্ত্তাই বলিতে পারেন।

(উপসংহার)

আমরা সংক্ষেপে রবারের ইতিহাস আলোচনা করিলাম। মানুষের চেষ্টায় কিরূপে কত ক্ষুদ্র বস্তু বৃহতে পরিণত হয়—আবর্জ্জনার মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যের সন্ধান মিলে, রবারের ইতিহাস বার বার আমাদিগকে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বাইবেল বলেন—ঈশ্বর মানুষকে তাঁহার অনুরূপ করিয়া গড়িয়াছেন। এই কথা দেহের দিক্ দিয়া সত্য হউক বা না হউক, মনের দিক দিয়া যে সত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে অনন্ত সৃষ্টি শক্তি রহিয়াছে। জগতে উন্নতি লাভ করিতে গেলে নিজেদের চেষ্টায় এই অন্তর্নিহিত সৃষ্টি শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

ভগবান চক্ষু দিয়াছেন দেখিবার জন্য, হস্ত দিয়াছেন কাজ করিবার জন্য, উদ্ভাবনা শক্তি দিয়াছেন নিজেদের সুখের পথ আবিষ্কার করিবার জন্য এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই ; তাই আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু উদ্যম নাই, ভোগ করিবার লালসা আছে কিন্তু ত্যাগ করিবার ইচ্ছা নাই, বড় লোকের সুবিধা ভোগ করিবার বাসনা আছে কিন্তু বড় লোক হইবার যে দুঃখ তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের রবার ক্ষেত্র দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রের মালিকদের প্রতি একটা হিংসার ভাব আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। মনে হয়, কেবল অদৃষ্টের ফেরে তাহারা আজ নন্দনের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছে, কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়া খাইতেছে, আর আমরা বুঝি শুধু অদৃষ্টের পক্ষপাতিত্বেই দুই মুষ্টি ক্ষুধার অন্ন জোগাইতে পারিতেছি না ঈর্ষ্যায় অন্ধ হইয়া আমরা ভুলিয়া যাই—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতিলক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখ দেখি, উপভোগ করিতে গেলে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, আমাদের সে ত্যাগ স্বীকার আছে কি? আমাদের উদ্যম কৈ চেষ্টা কৈ? রবারের ক্ষেত হইতে আজ শ্বেতাঙ্গ জাতি বিপুল লাভ করিতেছে সত্য, কিন্তু কি অধ্যবসায়, কি পরিশ্রম, কত অর্থব্যয়ে তাহারা সেই লাভ ক্রয় করিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি স্থানের ঘোর অরণ্য কাটিয়া তাহারা নগর বসাইয়াছে। সে নগরের উপসত্ত্ব তাহারা ভোগ করিবে না ত কি আমরা গ্রহণ করিব? আরাম করিয়া বড় লোক হওয়া যায় না। তুমি ঘরে বসিয়া তাস পাশা খেলিবে, আর আর একদলে প্রাণপাত পরিশ্রম অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনিয়া তোমার মুখের গ্রাস যোগাইয়া দিবে—এ আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

মাটি কাটি লভি কহিনূর
অপরে তা দিয়ে চায় কেহ কি ফিরিয়া যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?

বাঙালী! যদি বড় হইতে চাও, তোমার জন্ম জন্মান্তরের আলস্য ঝাড়িয়া ফেল। বীরের মত জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হও, তাহা হইলে পাশ্চাত্যের মত তোমরাও বসুন্ধরাকে ভোগ করিতে পারিবে।

বেকার-সমস্যা*

আজিকার বাঙ্গলা সাহিত্যে ভাবের কথার যেমন ঘটা, কাজের কথার তেমন নয়। চাঁদের আলো আর ফুলের গন্ধের মধ্যে অধিক স্বপ্ন, অধিক স্মৃতি দিয়ে গড়া একটা ভাবের রাজ্য তৈরী ক'রে এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও বাঙ্গালী জীবনটাকে বেশ একটু মোলায়েম ক'রে রেখেছে। একেই তো বাঙ্গালীর প্রকৃতিটা একটু বেশী রকম ভাবপ্রবণ, তার ওপর নবেল-নাটক আর ছোট গল্পের ফুরফুরে হাওয়ায় ভাবের নেশাটা ইদানীং বেশ জ'মে এসেছে। ভাবটা গুরু আর গভীর হলে যেমন তা থেকে শক্তির উদ্ভব হয়ে আমাদের জীবনটাকে সমৃদ্ধ করে, ভাবটা হাল্‌কা আর ফাঁপা হলে তেমনি আমাদের শক্তির ক্ষয় হয়ে জীবনটাকে কাঙ্গাল করে তোলে। গুরু ভাবের সম্পৎ যে জাতির থাকে, সেই জাতিই উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে। লঘু ভাবকে ফেলিয়ে অতিকায় ক'রলে সেটা বড় দেখায় বটে, কিন্তু তার ভেতরে কোন সার বস্তু বা সম্পৎ থাকে না। লঘু-ভাববাহী এই যে আমাদের অতিকায় হাল্‌কা সাহিত্য এটা ঠিক দিল্লীর "দৌলতকী চাটের" মতই ব'লেই বোধ হয়;—দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ মনোরম, শিরো-দেশে কাগজের মত পাৎলা পেস্তার ছিল্‌কেও দু'চার কুচি আছে, কিন্তু আগাগোড়াই ফাঁকি, সবটাই ফেনা,—হাওয়া, রূপ ধারণ ক'রলে যা হয় ঠিক তাই। * দৌলতের যখন নিতান্ত অভাব ঘটে, তখনই মানুষ এই এক পয়সার দৌলতকী চাট্‌ খেয়ে তৃপ্তি বোধ করে। এক ইঞ্চি উঁচু মাটীর পেয়ালার কাণা ছাপিয়ে পাঁচ ইঞ্চি উঁচু হ'য়ে বিরাজ ক'রে এই দৌলতের চাট,—ঠিক যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের বয়স এখনও একশো' বছর হয় নি, আর এই সাহিত্যের সারগর্ভ বইয়ের সংখ্যা আঙ্গুলে গুণেই শেষ করা যায়, কিন্তু এই অত্যল্প কালের মধ্যে বাঙ্গলার লঘু ফাঁপা সাহিত্যের বৃদ্ধি অত্যাব বিস্ময়কর। সে কথা থাক্‌। আমি আজকে যে কথাটা আপনাদের ব'লতে চাই সেটা এই যে বাঙ্গালী-চরিত্রের এই হাল্‌কা ভাব—যেটা বাঙ্গালীর সমাজে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে বেশ স্পষ্ট হয়ে আমাদের দৈন্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে—সেইটেই আমাদের উপস্থিত অন্ন সমস্যার জন্য দায়ী। বিগত পঞ্চাশ বছর আমরা চাকরী করতে আর গল্প প'ড়তে ব্যস্ত থাকবার পর, আজ যখন হাল্‌কা ভাবের নেশার ঘোরটা যৎকিঞ্চিৎ ক'মে এল, তখন চক্ষু ঈষৎ মেলে দেখি যে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের মা-লক্ষ্মী বাঙ্গলা ছেড়ে সোজা মাড়োয়ারে পলায়ন ক'রেছেন, এবং তাঁর পীঠস্থান কলিকাতা নগরীর অর্দ্ধেক শ্রী-সম্পৎ আর ভূ সম্পত্তি মাড়োয়ারীরা আত্মসাৎ ক'রে ফেলেছে। এতে অবশ্য মাড়োয়ারীদের ওপর আমাদের কোনরকম বিদ্বেষ নেই; বরং মাড়োয়ারীদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হবার যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা ঠিক যথাকালে মাড়োয়ারীরা অদ্ভুত উদ্যম ও বাণিজ্য

* এক তোলা দুধে এক রত্তি চিনি মিশিয়ে কৌশল ক্রমে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ৫।৬।৭ ইঞ্চি উঁচু করা হয়। শীতকালের প্রাতঃ-কালে ঐ "দৌলতকী চাট্‌" দিল্লীর গলিতে গলিতে প্রচুর বিক্রয় হয়।

* দিল্লী নগরীতে বিগত "প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী"র পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত

প্রচেষ্টা দেখিয়ে যদি বিদেশী বণিকের সমকক্ষ হ'য়ে না দাঁড়াতো, তাহ'লে মাড়োয়ারী দ্বারা উপার্জ্জিত ও সংরক্ষিত এই ধনসম্ভার বিদেশীরা সাগর পারে টেনে নিয়ে যেত।

বাঙ্গালী হাল্‌কা সাহিত্য পড়বার একটা সস্তা ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে সহরে সহরে আর গাঁয়ে গাঁয়ে লাইব্রেরী খুলে;—চার আনা পয়সা খরচ ক'রে মাসে দশবিশ খানা নবেল পড়া চলেছে, কিন্তু চাকরী জোটা বড় দায় হ'য়ে উঠেছে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলের পেট চলে কিসে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটেই হচ্ছে আজকার বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান আলোচ্য বিষয়। দেশের যাঁরা মাথা তাঁরা এই দেশব্যাপী Unemployment এর সমস্যার সমাধান করবার জন্যে মাথা ঘামাচ্ছেন। আশা আছে, শীগ্‌গির এই বিষয়ক একটা কমিশন ব'সবে। কেউ ব'লছেন শীগ্‌গির স্বরাজ অর্জ্জন ক'রে তোমাদের অন্নকষ্ট দূর করে দিচ্ছি; কেউ ব'লছেন ইউনিবার্সিটির এডুকেশনের ধারাটা আমূল বদলে দিলেই অন্নসংস্থান সহজ হ'য়ে প'ড়বে; কেউ ব'লছেন সুতো কেটে আর তাঁত বুনে পেট চালাও; কেউ ব'লছেন গাঁয়ে গাঁয়ে টেক্নিকেল স্কুল খুলে দাও। ভাল কথা, এগুলো সব হ'তে থাক, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, আপত্তি কেবল এগুলোর ভরসায় ব'সে থেকে ম'রে যেতে। কারো ভরসায় ব'সে থাকলে ভদ্রত্ব নেই—তা ভগবানেরও না। সত্ত্ব একটা কিছু ক'রতে হ'য়েছে, নচেৎ ভদ্রলোকের ছেলের নাড়ী ছেড়ে যেতে পারে। অতএব আমি আজ এই অধিবেশনকে উপলক্ষ্য করে আহ্বান ক'রছি প্রবাসী অপ্রবাসী সমস্ত বেকার বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানকে আর যাঁরা সকার হয়েও অর্দ্ধাশনে ম্রিয়মান তাঁদিগকেও, এই সমস্যার পূরণ করবার জন্যে মাথা ঘামিয়ে একটা সুব্যবস্থা ক'রতে

গোড়াতেই ব'লে রাখা ভাল যে দেশের ধনবৃদ্ধি করা বা ভারতের economic crisisএর একটা সুমীমাংসা করা, অথবা ভারতের কোটী কোটী নিরন্ন নরনারীর অন্নসংস্থান কল্পে বৈজ্ঞানিক হলচালনায় প্রবর্ত্তন করা—এসব বড় বড় কথার বিচার করবার অবসর আমাদের এখন নেই। আমরা হাঁড়ি চড়িয়ে বেরিয়েছি চালের সন্ধানে। তাড়াতাড়ি দু'মুঠো চাল আহরণ ক'রে আমাদের এই ছোট্ট হাঁড়িতে সিদ্ধ ক'রে জীবনটাকে আপাততঃ রক্ষা করতে হবে। আর এই সঙ্গে এটাও ব'লে রাখা ভাল যে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান যদি এই হিড়িকে পেটের দায়ে তনু ত্যাগ করে, অথবা মুটেমজুরের দলভুক্ত হ'য়ে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে সমগ্র ভারতের নিরক্ষর নিরন্ন নরনারীকে রক্ষা করবার বুঝি কেউ থাকবে না। কেননা বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের মধ্যেই নিহিত আছে সমগ্র ভারতের মস্তিষ্কশক্তি। এরা যদি আজ চাকরী ও গল্পের মোহ বর্জ্জন ক'রে স্বাধীনভাবে ধনসংগ্রহে মন দেয় এবং সেই সূত্রে জীবন-সংগ্রামের বন্ধুর পথে সংযম, পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতাদি গুণসমূহ চরিত্রগত করতে পারে, তাহ'লে এদের মস্তিষ্ক এবং ধন জনসাধারণের কল্যাণার্থ অবশ্য প্রযুক্ত হবে। ভারতের কৃষি আর শিল্পের কোনদিনই উন্নতি হবে না যদি মহাপ্রাণ কর্ম্মীর দল নূতন যুগের ভাবের বন্যা ছুটিয়ে চাষাদের প্রাণ মাতিয়ে তুলতে না পারে; এদের উদ্ধার কিছুতেই হবে না যদি বিপুল অর্থ লুটিয়ে দেবার জন্যে ত্যাগী ধনীর অভাব হয়। সেই জন্যে, হে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, তোমার দায়িত্ব খুব বড়, তোমার বেঁচে থাকা আগে দরকার, তোমার ধনাগম সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। পরের টাকা তোমাকে ঘরে আনতেই হবে, সেই টাকা তোমাকে ব্যয় করতে হবে পরেরই জন্যে। পলিটিকেল ডাকাতি যারা করেছিল, তারা ভুল করেছিল; আমাদের করতে

হবে economic ডাকাতি। পরের হাতে যে সব ব্যবসায় আছে, তা আমাদের হাতে আসা চাই। সংসারে অনেক কর্ম্মই অল্পাধিক পাপাশ্রিত। নিছক সত্ত্বগুণ ব'লে কোন জিনিষ নেই। কতকটা রজঃ আর কতকটা তমঃ সকল ভাল কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকেই। এই economic ডাকাতিতে যে পাপ হবে, আলস্যে তনু ত্যাগ করার চেয়ে সে পাপের ভার অনেকখানি লঘু। আর এই শ্রেণীর পাপ নিত্য ক'রেই তো মানুষ বেঁচে আছে। যে নিত্য স্বচ্ছন্দে অন্নব্যঞ্জনের গ্রাস মুখে তোলে, সে কি জানেনা যে কতশত ক্ষুধার্ত্তকে একমুঠো ছোলা বাজরা থেকে বঞ্চিত ক'রেই তবে সে নিত্য নিজের থালায় চর্ব্ব্য-চোষ্যের আয়োজন করতে পেরেছে। সব মানুষের অন্নকষ্ট কবে কোন্ সুদূর সত্যযুগে দূর হবে, অথবা কোনদিন দূর হবে কিনা, তা কে বলতে পারে। মানুষের চরিত্রে একটা আমূল অভাবনীয় পরিবর্ত্তন না ঘটিলে রামের গ্রাস শ্যামের কবলে যাবেই।

অতএব আমাদেরও পরের টাকা কেড়ে এনেই খেতে হবে, সৎপথে থেকে। ডাল-রুটির এই ভীষণ লড়াইয়ে দুর্ব্বলের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই। গায়ের জোরে, মনের জোরে আর বুদ্ধির জোরে নিজের গণ্ডা বুঝে নিতে পারা চাই। নিজের গণ্ডা মানে শুধু ভাত কাপড় নয়, বিপুল ধনার্জ্জনের একটা বৃহৎ আয়োজনে কোমর বেঁধে লেগে যেতে হবে। অল্পে সন্তোষ, যেখানে পঙ্গুতার পরিচয়, সেখানে সাত্ত্বিকতার ভাণ ক'রলে অধর্ম্ম হবে। অল্পে সন্তোষ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, দেশের জন্যে জীবনোৎসর্গ করা, সর্ব্বভূতে প্রেম,—এ সকল বড় বড় কথা শোনবার অধিকার কেবল সাত্ত্বিকতার অত্যুচ্চ স্তরের মানুষের, আর শোনবার অধিকার কেবল অন্তর্দ্রষ্টা ঋষির। যাঁরা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বা বক্তৃতা-মুখে দুর্ব্বলচিত্ত ভাবপ্রবণ তামসিক জনসাধারণকে মাতিয়ে তোলবার জন্যে এই সকল গুরুপাক exhortation করেন, তাঁরা অজ্ঞাতসারে দেশের লোকের যে ক্ষতি করেন, দেশের সমস্ত চোর, ডাকাত সমবেত ভাবে মানুষের তত ক্ষতি করতে পারে না। যাঁরা এই সব বড় বড় কথা নিজ জীবনে সত্য সত্য উপলব্ধি ক'রেছেন, এভাবের ঢালাও পেটেন্ট উপদেশ নির্ব্বিচারে সকল মানুষকে শোনাবার জন্যে তাঁরা ব্যস্ত নন, যেহেতু তাঁরা জানেন যে এগুলো ছেলের হাতের মোয়া নয়। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় না, রাতারাতি স্বরাজ পাওয়া যায় না, বক্তৃতা শুনে সাত্ত্বিকতা বা আধ্যাত্মিকতা লাভ করা যায় না, বেদান্ত পড়লেই নির্ব্বাণ লাভ হয় না। আমরা তমসাচ্ছন্ন নিম্ন জাতি; আমাদের উঠতে হবে রজোগুণের স্তরে, আর তার জন্যে সাধন করতে হবে শক্তির। বড় বড় ভাবের বন্যায় যদি এখন ভেসে যাই, তাহ'লে আমাদের ইহকাল পরকাল দুই ই যাবে।

অতএব খুব বড় বড় কথার জাবর কাটা যত শীগ্গির ছেড়ে দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। এক্ষণে প্রয়োজন বস্তুতন্ত্রবাদের। আর এই বস্তুবেদান্তের প্রথম সূত্র হ'ল -

"অথাতো ধনপিপাসা।"

দ্বিতীয় সূত্র হ'ল—

"নেদং বলহীনেন লভ্যং।"

আর তৃতীয় সূত্র হ'ল—

"বাণিজ্যেন পরস্বাপহরণং।" ইত্যাদি ইত্যাদি!

এরই ভেতরে ত্যাগ আছে, বৈরাগ্য আছে, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি আছে। যে ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে সংযম করতে গিয়ে অকৃতকার্য্য হয়েছে, সে টাকার লোভে সংযমাদি অভ্যাস ক'রে দেখুক, নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে। টাকার অর্জ্জনে বল চাই, সে কারণ শারীরিক স্বাস্থ্য চাই—টাকার পিছনে ছুটে দেখ,

কেমন সহজে ত্যাগ আর সংযম অভ্যাসগত হ'য়ে প'ড়বে। টাকাটা তো শেষ অবধি মাটিই, কিন্তু টাকার জন্যে ছুটোছুটির মধ্যে যে তপস্যা আছে, সেটা কোনদিনই মাটি হবে না। একজন ইংরাজ কবির কথার দ্বারা আমার এই উক্তির সমর্থন করবো—

What men most covet, wealth,
distinction, power,
Are baubles nothing worth :
they only serve
To rouse us up as children
at the school
Are roused up to exertion.
Our reward
In the race we run, not in the prize !

অতএব যে দিক দিয়েই দেখা যাক, এই টাকার পশ্চাদ্ধাবনের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক সার্থকতা আছে। আমাদের এই রাজসিক বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে কিন্তু 'অহং'এর স্থানটা সকলের ওপরে। পরের ব'লে কিছু নেই। যতক্ষণ আমি শক্তি প্রয়োগ না করি, ততক্ষণ এটা পরের, ওটা পরের; আমার শক্তি যথাবিধি যথাশাস্ত্র প্রযুক্ত হইলেই সেটা আমার হ'য়ে গেল। এই মমত্ব-তত্ত্বটা বেশ ক'রে বুঝে নিতে হবে আর অভ্যাস ক'রে নিতে হবে, নচেৎ সেই স্কুলের ছেলেটার মত কপালে অনেক দুঃখ আছে।

সে ছেলেটা "my" মানে আমার, এটা শিখ্‌তে বিলক্ষণ বেগ পেয়েছিল। মাষ্টার মহাশয় শিখিয়ে দিলেন, "my head" মানে, আমার মাথা।

বালক বাড়ী এসে পাঠ অভ্যাস ক'র্‌ছে, ব'ল্‌ছে, "my head, my head, my head, মানে মাষ্টার মহাশয়ের মাথা।"

বালকের বাপ তাই শুনে তাকে দিলেন এক চপেটাঘাত, আর ব'লে দিলেন, "মাষ্টার মশায়ের মাথা নয়, my head মানে আমার মাথা।"

বালক রোদন ক'রে ক্ষান্ত হ'ল, স্কুলে গিয়ে পাঠ দেবার সময়, ব'ল্লে "my head, মানে বাবার মাথা।" ফলে খেল আর এক চড়। এমনি বিপদ যে পরীক্ষার সময় তাকে জিজ্ঞাস করা হ'ল ঐ "my head" এর মানে।

বালক এবার একটু ভেবে চিন্তে উত্তর দিলে, "my head মানে বাড়ীতে বাবার মাথা, আর স্কুলে মাষ্টার মশায়ের মাথা।" "My" মানে যে "আমার", এ তত্ত্ব না শিখ্‌লে এ বাজারে পুনঃপুনঃ চপেটাঘাত খেতে হবে আর জীবনের পরীক্ষায় ফেল হ'তে হবে। এ যোগে "আমার, তোমার, তাহার" এ সকল সর্ব্ব নামগুলোর অর্থ কিঞ্চিৎ জটিল। উপস্থিত সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে পূর্ব্ব মীমাংসায় "my" মানে "আমার এবং আমার সহযোগী কর্ম্মীর", এবং উত্তর মীমাংসায় "my" মানে "আমার এবং আমার স্বদেশী সকল দরিদ্রের।"

সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাণিজ্য-যোগে দীক্ষিত হ'য়ে আমাদের নিজের গণ্ডা বুঝে নিতে হবে। ব্যবসায় ব'লতেই প্রথম ওঠে পুঁজির কথা। পুঁজি বেশী থাকে, উত্তম কথা, না থাকে অল্প পুঁজিতেই কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। কদাচিৎ আবার পুঁজি লাগেও না। যেটা নিতান্তই দরকার সেটা হচ্ছে পাঁচজনে একত্র জুটতে শেখা। এটা না হলে এক পাও এগুনো যাবে না। একা মানুষ বোকা। বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্য একা হতেই পারে না। এখন কথা এই যে পাঁচজনে জুটে কোন কারবার করার নাম শুনলেই বাঙালী শিউরে ওঠে, আর অমনি মুখস্থের মত পাঁচটা নজির আওড়ে দেয়—অমুক অমুকরা একসঙ্গে অমুক কাজ ক'রেছিল আর তার ভেতরে অমুক সব ফাঁকি দিয়ে খেয়ে ফেলে।

আমি বলি, যদি এসব কথা সত্যিও হয়,

তা হ'লেও ঐ একত্র জোট্‌বার চেষ্টা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যখন অন্য উপায়ই নেই, তখন আবার ঐ চেষ্টাই হোক। বেশ ভেবে চিন্তে বাছা বাছা মানুষ নিয়ে আবার একসঙ্গে জোটো, আর এবার এমন ভাবে জোটো, যে বাঙ্গালী জাতির চরিত্রের এতবড় কলঙ্ক ধুয়ে মুছে যাক। আমিও দেখেছি যারা পাঁচজনে একসঙ্গে ব'সে বেদান্তের কচ্‌কচি ক'রে সময় কাটায়, তাদেরও পরস্পরের মধ্যে পয়সাকড়ির লেনদেনের বেলায় সন্দেহে ভ্রূ কুঁচকে আসে। কি ঘৃণার কথা! এত সাহিত্যের সমারোহ, বক্তৃতার ঘটা, এত বিদ্যাবুদ্ধির জাঁক, অথচ চরিত্র এত হাল্‌কা যে দুটো পয়সার লোভ সংবরণ হয় না।

এই যদি সত্য হয়, তা'হলে ঐ শিক্ষাহীন, সাহিত্যহীন মাড়োয়ারীর ছেলেটাই তো আমাদের গুরুস্থানীয়। সে যখন বিকানীরের মরুভূমিতে ডালরুটির অসম্ভাব দেখে লোটাসম্বল ক'রে নগ্নপদে কলিকাতা এসে পৌঁছায়, তখন সে প্রথমে নিজগ্রামবাসী কোন মহাজনের দোকানে গিয়ে ওঠে। কই মহাজন তো তাকে অবিশ্বাস করে তাড়িয়ে দেয় না। হয় নিজের কাছে, নয় কোন সমব্যবসায়ীর কাছে তাকে মোটা রুটী আর মোটা গাড়া জুটিয়ে দিয়ে কাজ শেখবার যথেষ্ট অবসর তাকে দেয়। ক্রমে তার মাহিনাও হয়, পরে তাকে কিঞ্চিৎ মাল দিয়ে ফেরী ক'রতে পাঠিয়ে দেয়, অথবা পথের ধারেই বসিয়ে দেয়। মোট কথা, মহাজন তাকে বিশ্বাস করে এবং সেও মহাজনের মাল তছরূপ করে না। আমি একথা বলছিনে যে মাড়োয়ারীরা সব সাধু, আর আমরা সব চোর। এ দৃষ্টান্তের মানে যে মাড়োয়ারী যারা একসঙ্গে জুটে কারবার করে, তারা পরস্পরকে বড় একটা ঠকায় না—এইটেই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। তা যদি না হ'তো, তাহলে এই অত্যল্পকালের মধ্যে এত ধনার্জ্জন তাদের পক্ষে সম্ভব হ'তো না। আর মাড়োয়ারীর কথাই বা ধরি কেন, পাঁচজন চোর ডাকাত একত্র জুটে যা লুণ্ঠন করে আনে তার ভাগবাট্‌রার সময় তারাও পরস্পরকে ঠকায় না, এবং দস্তুরমত বিশ্বাস করে। এই চোর ডাকাতদের মধ্যে যে সাধুতাটুকু আছে, সেটুকুরও কি আমাদের অভাব?

আমার কিন্তু মনে হয় যে বাঙ্গালার চরিত্র সত্যি সত্যিই এতটা হীন হইয়া পড়েনি। বোধ করি এটা তার অতি বিজ্ঞতাজনিত সতর্কতার ফল, অথবা একটা কুসংস্কার মাত্র, অথবা ব্যবসায়ে নামতে যে সাহস আর পরিশ্রম লাগে তারই অভাবটাকে ঢাকবার জন্যে একটা মিথ্যা ওজরের উত্থাপন। যাই হউক, যদি বাঙ্গালী কল্যাণ চায়, তাহলে পাঁচজনের একসঙ্গে জুটিতেই হবে, আর নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন ক'রতেই হবে।

এই রকমে যদি তিন জনে, পাঁচ জনে, সাত জনে একত্র জুটতে পারি, তাহ'লে পুঁজির বেশী দরকার হয় না। যদি পুঁজি বেশী থাকে, তাহ'লেও কম পুঁজিতেই কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত, কেননা training যে মোটেই নেই। হাতেহেতেড়ে কাজ করতে ক'রতে training অর্জ্জন ক'রতে হবে, তাতে হয়ত গোড়ায় দুটো একটা ঘা খেয়ে কিঞ্চিৎ পুঁজির ক্ষয়ও হ'তে পারে। অর্থাৎ কথা পুঁজির চেয়ে খাঁটি মানুষের বেশী দরকার। পরিশ্রম ক'রতে হবে, পরস্পরের দোষঘাট ক্ষমা ক'রে আর চারিদিকে চোখ রেখে সব কথার বিশেষ আলোচনা পরামর্শ ক'রে বুকে সাহস আর অন্তরে সুবুদ্ধি নিয়ে, মিথ্যা মান-অভিমান ত্যাগ ক'রে খেটে যেতে হবে। ব্যবসায়ের মধ্যে ছোট কাজ বড় কাজ নেই, সব কাজই উত্তম আর পবিত্র। লোকের কথা বা সমাজের বিদ্রূপ

ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ ক'রলেও চলবে না। অল্প পুঁজিতে অনেক কারবারই করা যায়। এ সম্বন্ধে পুঙ্খ আলোচনা ক'রতে গেলে এই ভাষনটা মিছে লম্বা হ'য়ে প'ড়বে। এই উদ্দেশ্যে পাঁচ জনে একত্র জুটলে আর মাথা ঘামালে অসংখ্য পথ খোলা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

এ সম্বন্ধে যাঁদের অবসর ও ইচ্ছা আছে, তাঁদের উচিত একটা কেন্দ্র-বাণিজ্য-সঙ্ঘ নির্ম্মাণ করা, এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ী বা ব্যবসা-প্রয়াসী বাঙ্গালীদের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই কেন্দ্র-সঙ্ঘের শাখা সমূহ স্থাপন করা। যাঁরা ছোট ছোট group ক'রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাজে নামবেন, এই সকল শাখা সমিতির নিকট হ'তে তাঁরা তাঁর সুপরামর্শ এবং আবশ্যকীয় তথ্য সংবাদ সন্ধান সুযোগের দাবী ক'রতে পারবেন। কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মির্জ্জাপুর, কাণপুর, আগ্রা, দিল্লী, অমৃতসহর—এ সবগুলোই বাণিজ্যের এক একটা বড় বড় কেন্দ্র। কোন্ সহর থেকে কোন্ মাল কি পরিমাণে কোথায় যাচ্ছে, আর এদের আমদানী রপ্তানি প্রধানতঃ কাদের হাতে আছে, কি উপায়ে, কোন্ সুযোগে ছুঁচের মত এই সব কারবারে বাঙ্গালী ঢুকতে পাবে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, বিধিমতে এ সকলের আলোচনা প্রয়োজন। কাগজে বেশী লেখালেখির ঘটা করবার কোন দরকার নেই। তাতে ক্ষতিও হ'তে পারে।

আসুন, আমরা চাকরী করা আর গল্প পড়ার মোহ কাটিয়ে ধনান্বেষণে বাহির হই। ভাইয়ে ভাইয়ে একমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, আসুন, আমরা দশ জনের সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগ একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। এ সংগঠনের যুগে এই জীবনমরণ সমস্যার কাজে আর বেশী বিলম্ব করলে ভাল দেখাবে না। সংগচ্ছধ্বম্, সংবদধ্বম্, সংবো মনাংসি জানতাম্।

শ্রীশাক্যসিংহ সেন।

কৃষি বনাম শিল্প

(শ্রীপত্তিপ্রসাদ ঘোষ)

"ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নতি ভিন্ন ভারতের উন্নতি নাই।"—এই কথাটা এতবার, এত ভাবে এবং এত লোকের কাছে আমরা শুনছি, যে আমাদের সহজেই মনে হতে পারে যে, একমাত্র কৃষিকর্ম্মই বুঝি চিরদিন ভারতবাসীর উপজীবিকা ছিল এবং যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ একমাত্র কৃষিকর্ম্মই তাদের অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ থাক্‌বে। ভারত কৃষি প্রধান দেশ এ কথা অস্বীকার করি না, এবং কৃষির উন্নতির উপর যে ভারতের উন্নতি নির্ভর কচ্ছে—তাও অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, কৃষির উন্নতি কর্ত্তে হবে বলে কি শিল্পকে একেবারেই বাদ দিতে হবে? শিল্পকে একেবারেই বাদ দেওয়া কি সম্ভব? এবং সম্ভব হলেও কি তা বাঞ্ছনীয়?

শিল্পের বিরুদ্ধবাদীরা ভারতবাসীকে চিরদিন কৃষিজীবী করে রাখবার পক্ষে সর্ব্বসাকল্যে গোটা চারেক যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন।

পয়লা নম্বর যুক্তি হচ্ছে, ভারতের আবহাওয়ায় কোন বড় রকম শিল্প সহজে গোড়ে উঠতে পারে না; কারণ, এ দেশের লোকের শিক্ষা দীক্ষা নাকি কলকারখানায় কাজ কর্ব্বার পক্ষে নিতান্তই প্রতিকূল।

দ্বিতীয় নম্বর যুক্তি এই যে, ভারতবর্ষ চিরদিনই কৃষিপ্রধান দেশ—অতএব চিরদিনই তাকে একমাত্র কৃষিকার্য্য করে কাটিয়ে দিতে হবে।

তিন নম্বর যুক্তি হচ্ছে—কেবলমাত্র চাষের উন্নতির দ্বারাই এ দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা সম্ভব। অতএব শিল্পের দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়ার কোন দরকারই থাকতে পারে না।

চতুর্থতঃ তাঁরা বলেন—বড় বড় কল কারখানা, শিল্প বাণিজ্য, এ সব কল সুখ শান্তির অন্তরায় এবং যে হেতু ভারতবর্ষ অত্যন্ত আধ্যাত্মিক এবং শান্তিপ্রিয় দেশ—সেই জন্য তার পক্ষে পাশ্চাত্যের অনুকরণে কলকারখানা স্থাপন করা অন্যায়।

প্রথম নম্বর যুক্তি যে একেবারেই ভিত্তিহীন এ দেশের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। এই ভারতবর্ষেই টাটা কোম্পানীর মত বিরাট কারখানা গড়ে উঠ্‌তে পেরেছে—৮৬টা পাটের কল এবং ২৯০টা কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ কলই বিদেশীর করায়ত্ত বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই এ দেশের মজুরে সে গুলাকে চালাচ্ছে। কাজেই চেষ্টা কর্লে যে আরো দু দশটা গোড়ে তোলা যায় না বা দেশী লোকের কলকারখানার বাতাস আদৌ সহ্য হয় না—এ কথাটা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ চিরদিনই একমাত্র কৃষকের দেশ বলে গণ্য হ'ত না। আজকালকার মত এত জটিল যন্ত্রপাতির প্রচলন বা বিপুলকায় কারখানা সমূহ স্থাপিত না হলেও, বহু প্রাচীন কাল থেকেই এ দেশে নানা প্রকার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি

হয়েছিল। অন্য সকল জিনিস ছেড়ে দিয়ে শুধু বস্ত্র শিল্পের কথা ধর্লেও দেখা যায় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—এই তিন বছরে ৭৭১৯০৪৮৪০৲ টাকা মূল্যের কাপড় শুধু বাংলা, সুরাট এবং মান্দ্রাজ থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল। টাকার অঙ্ক দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৫০।৬০ কোটী টাকার কাপড় আমদানী হয়, সে তুলনায় ঐ টাকা কতটুকু? কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে এই গত একশ পঁচিশ ত্রিশ বছরের টাকার দাম প্রায় ১৫।২০ গুণ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই সে যুগের আড়াই কোটী টাকা এ যুগের প্রায় ৫০ কোটী টাকার সঙ্গে সমান বল্লেও খুব একটা ভুল হয় না।

ভারতবর্ষের এই বিরাট বস্ত্র-শিল্প এবং তার সঙ্গে অন্যান্য শিল্প নষ্ট হয়েছে প্রধানতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারে। "কোম্পানীর কারখানা ছাড়া অন্য কোথাও কেহই সিল্কের বস্ত্রাদি বুনতে পার্ব্বে না—বিদেশে চালান দিতে গেলে শতকরা একশ টাকা বা তার চেয়ে বেশী শুল্ক দিতে হবে"—এই ধরণের অনেক রকম নাগ পাশের সৃষ্টি ক'রে ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যকে ধ্বংস করা হয়েছে; এবং শুধু তাই নয়, এই সকল বণিকদিগের বাণিজ্য-লালসা মেটাবার জন্যে বিলেতের গভর্ণমেণ্টকেও অস্ত্র ধর্ত্তে হয়েছিল। সে অস্ত্রটা যে কি নিয়ে তার একটু পরিচয় দিচ্ছি। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে এদেশ থেকে জিনিষ রপ্তানি কর্ত্তে গেলে এ দেশের বণিক গভর্ণমেণ্টকে খুব উচু হারেই শুল্ক দিতে হ'ত। কিন্তু এইখানেই সকল বিপদের অবসান নয়। ইংলণ্ডে এ বস্ত্র কর্ব্বার পূর্ব্বে এই সমস্ত জিনিষের ওপর কি রকম হারে "ডিউটি" বসান হ'ত নিম্নের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত কর্লেই বেশ স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

মূল্যের উপর শতকরা ডিউটি

	১৮১২	১৮২৪	১৮৩২ সাল
বেতের তৈয়ারী জিনিষ	৭১৲	৫০৲	৩০৲
মসলিন	২৭⅓৲	৩৭½৲	১০৲
কার্পাস বস্ত্র	৭১⅓৲	৬৭½৲	১০৲
মাদুর কার্পেট ইত্যাদি	৬৮⅓৲	৫০৲	২০৲

ঘরে বাইরে এই রকম প্রবল অত্যাচারের চাপে নিষ্পেষিত হয়ে ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্য অপঘাত মৃত্যু লাভ করেছে। তবেই দেখা গেল একমাত্র কৃষিই চিরদিন ভারতবর্ষের অবলম্বন ছিল না।

তৃতীয়তঃ, যদি ধরে নেওয়া যায় যে অতীতে এ দেশে শিল্পের প্রসার ছিল না, তাহলে ভবিষ্যতেও যে এখানে শিল্পের উন্নতি করা যাবে না, একথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। আজ আমেরিকার তুল্য ধনী জাত পৃথিবীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। সারা দুনিয়াকে তারা বিশবার ক'রে কিনতে পারে বল্লেও চলে। কিন্তু কেমন ক'রে তারা বড় হয়েছে? এই সে দিন পর্য্যন্ত একমাত্র কৃষিই তার অবলম্বন ছিল। কিন্তু যে দিন থেকে কৃষি এবং শিল্প দুয়ের দিকেই তার সমান দৃষ্টি পড়ল, সেই দিন থেকেই তার বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত। বর্ত্তমানে জার্ম্মেণীর মত কলকারখানার প্রসার বোধ হয় আর কোন দেশেই নাই। অথচ এই জার্ম্মেণীও এককালে একমাত্র কৃষিজীবী দেশ ছিল। এই রকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যা থেকে বোঝা যায় যে অতীতের পেষা ছেড়ে নূতন পেষা গ্রহণ করা সম্ভব এবং তা'তে ক্ষতির চেয়ে লাভই হয়ে থাকে বেশী।

তারপর তৃতীয় নম্বর যুক্তির কথাই ধরা যাক্। এরা বলেন ১৮৪০ খৃঃ অব্দে কমবেশী ৮ কোটী টাকার মাল ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি হয়েছিল, আর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রপ্তানির পরিমাণ ২১৭ কোটীর

চেয়ে বেশী। এই সমস্ত মালের শতকরা ৮০ ভাগই হ'ল কৃষিজাত দ্রব্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে যতই কৃষির উন্নতি হ'তে থাকবে, দেশের আর্থিক অবস্থাও সেই পরিমাণে স্বচ্ছল হবে। তাঁরা আরও বলেন প্রাগ্ ঐতিহাসিক কাল থেকে ভারতবর্ষে জমির চাষ হতে থাকলেও আজও যখন ভূমির উর্ব্বরতা তেমন কমে যায় নি, তখন ধরে নিতে হবে এ দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তির আদৌ ক্ষয় নেই। ভারতবর্ষে এসে ধনবিজ্ঞানের অতবড় নিয়ম (Law of diminishing returns) নাকি একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁদের হিসাবের গোড়াতেই একটা মস্তবড় গলদ থেকে যায়। এদেশের জমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমোবনতি আজিও দেখা দেয়নি সত্য, কিন্তু তার কারণ এ নয় যে ভারতবর্ষ একটা সৃষ্টিছাড়া দেশ—অন্যদেশের পক্ষে যা সত্য এদেশের পাল্লায় পড়েই তা মিথ্যে হয়ে গেছে। আসল কথা হচ্ছে কতক প্রচুর পরিমাণে নূতন আবাদের সৃষ্টি হওয়ায় এবং কতক চাষাদের দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা বশতঃ এ পর্য্যন্ত কখনও এদেশের জমিতে আত্যন্তিক চাষ বা Intensive Cultivation হয় নি। কাজেই ফসলের পরিমাণ গড়ে প্রায় প্রতি বৎসরই সমান থেকে যাচ্ছে, এমন কি কোথাও কোথাও সার প্রভৃতি ব্যবহার করার দরুণ তার চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে এ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। চিরদিন এমন থাকবে না। বিজ্ঞান Law of diminishing returns কে পেছিয়ে দিতে পারে, কিন্তু একেবারে উল্‌টে দিতে পারে না। নানা কারণে সকল রকম শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সকলেই শেষ অবলম্বন চাষবাসকেই আঁকড়ে ধরছে। দিন দিন চাষের উপর সকলেরই যে রকম বেশী ঝোঁক পড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতেই যে ভারতীয় জমির উর্ব্বরতা হ্রাস হতে থাকবে, ইথে আর নাহিক অন্যথা।

তারপর আরও একটা কথা এই যে শুধু চাষ বাসের দ্বারা দেশের ষোল আনা প্রয়োজন মেটান সম্ভব হলেও অন্যান্য শিল্পের উন্নতি সাধন কর্ব্বার দরকার আছে। কারণ একমাত্র কৃষিকর্ম্মই যে দেশের লোকের উপজীবিকা, দুর্ভিক্ষ সে দেশের নিত্য সহচর বল্লেও চলে। শিল্পের মত চাষ জিনিষটা শুধু টাকা, যন্ত্রপাতি এবং মজুরের উপর নির্ভর করে না—বার আনা নির্ভর করে জমির উৎপাদিকা শক্তি, সার প্রয়োগ, আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের উপর—যাহার অনেকখানিতে মানুষের বিশেষ কোন হাত নেই। একাদিক্রমে যদি কয়েক বৎসর অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অসময়ে বৃষ্টিপাত হয়, তা হলে যত চেষ্টা এবং অর্থব্যয়ই করনা কেন ভাল রকম ফসল পাবার আশা বৃথা। অবশ্য সারসংযোগে জমির উর্ব্বরতা বাড়ান যায় এবং কূপ খনন করে বা টিউব ওয়েল প্রভৃতি বসিয়ে জলসেচ করা যায় সত্য, কিন্তু তাও খুব খরচ সাপেক্ষ এবং জমির জোত ছোট বলে সে সব ব্যবস্থা করা আমাদের দেশে একরকম অসম্ভব বল্লেও চলে। ফল কথা, প্রকৃতির আনুকূল্য ব্যতাত এখানে চাষ কর্ব্বার উপায় নেই। আমাদের দেশে এই যে বারমাসে তের পার্ব্বনের মত দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে এর প্রধান কারণ হ'ল শতকরা প্রায় ৯০ জন ভারতবাসী জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোন না কোন্ রকমে চাষের উপর নির্ভর করে। তার উপর এদেশের চাষের অবস্থা একেবারেই সঙ্গীন বল্লেই চলে। চাষীরা গরীব। জলের জন্য চাতকের মত মেঘের দিকে চেয়ে থাকা ভিন্ন আর গত্যন্তর নেই। কাজেই দু এক বৎসর একটু অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হলেই সর্ব্বনাশ। সমস্ত চাষ নষ্ট হয়ে যায়, দেশের মধ্যে হাহাকার ওঠে। কিন্তু যদি দেশের মধ্যে শিল্প বাণিজ্য প্রসার লাভ করে, চারিদিকেই কলকারখানা গড়ে ওঠে, কি অন্ততঃ গৃহশিল্পেরও উন্নতি হয়,

তাহলে দেশের পনের আনা লোককে হাপিত্যেস হয়ে মাঠের পানে তাকিয়ে থাকতে হয় না। চাষের ক্ষতিটা শিল্পের লাভ দিয়ে পূরিয়ে নেওয়া যায়।

১৮৮০ সালের Famine Commission ভারতের দুর্ভিক্ষ দমনের যতগুলা উপায় বাত্‌লে দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে, কৃষির উপর নির্ভর কর্ত্তে হয় না এমন সব শিল্পের পত্তন কর। তাতে একবচ্ছর চাষের হানি হ'লেই সারা দেশটা অন্নাভাবে না খেয়ে মর্ব্বে না।

এ ছাড়া কৃষিপ্রধান দেশের আরও অনেক অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, কৃষিপ্রধান দেশের মজুররা তথা কৃষকেরা প্রায়ই খুব অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন থেকে যায়। গতানুগতিক পন্থা ছেড়ে নূতন পথে চলবার মত শক্তি বা সাহস তাদের থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষিজীবীদের জীবনযাত্রা প্রণালী ক্রমেই হীন হয়ে পড়ে। দেশের বা নিজেদের উন্নতির পথে এটা একটা কম অন্তরায় নয়। আমাদের খাওয়া পরা খুব কম খরচায় হয় বলেই আমাদের অর্থোপার্জ্জনের তেমন তাগিদ নেই। একজন ইউরোপীয়ের যেখানে অন্ততঃ আটগণ্ডা পয়সা না হলে একবেলা খাওয়া হয় না—আমাদের আট পয়সা হলেই সেখানে ভেসে যায়। কাজেই একটা সাহেবকে বেঁচে থাকতে হলে দৈনিক একটা টাকা রোজগার না কর্লে চলতেই পারে না, আর আমাদের দৈনিক আয় কম পক্ষে চার আনা হলেই যথেষ্ট।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কৃষিপ্রধান দেশকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। একে মালের দাম কম, তার উপর সে গুলা বয়ে নিয়ে যেতে অনেক মজুর, গাড়ী এবং জাহাজের দরকার পড়ায় বিদেশে চালান দেবার সময় অনেক খরচ পড়ে যায়।

চতুর্থতঃ, চাষের জমি চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে বলে, সমবায় প্রতিষ্ঠান সকল গড়ে তোলা কঠিন এবং গ'ড়ে তুল্লেও তার সমস্ত সুফল ভোগ কর্ব্বার সুবিধা হয় না ইত্যাদি।

পঞ্চমতঃ, শিল্পজাত দ্রব্যাদি না হলে কোন দেশেরই দিন চলে না। ভারতবর্ষ যদি শিল্পের উন্নতিতে মন না দেয়, তাহলে চিরদিনই তা'কে অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে বিদেশের পানে তাকিয়ে থাকতে হবে। আজকাল দুনিয়ার যে রকম আবহাওয়া, তাতে যে কোন মুহূর্ত্তেই যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হওয়ার মানেই বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাওয়া। কাজেই সেস্থলে ভারতবর্ষকে সকপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে নিতান্তই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তে হবে। ঠিক এই জন্যই আজকাল সব দেশেই সকল রকম শিল্পের প্রতিষ্ঠা কর্ব্বার একটা আগ্রহ লক্ষিত হয়। কাজেই আমাদের দেশ তার অন্যথাচরণ কর্লে ঠক্‌বে বই জিত্‌বে বলে মনে হয় না।

তারপর চতুর্থ যুক্তির কথা। কলকারখানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় এই বলে যে, ঐগুলা স্থাপনের ফলে দেশটা ধনী হয়ে উঠলেও দেশের লোক গরীব হয়ে যায় অর্থাৎ জন কয়েক বড়লোক কুবেরের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করে বটে, কিন্তু বাকী জন সাধারণ "দিন দিন ক্ষীণ" হয়ে পড়ে। তারপরে বিলাসিতা, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার —এ সমস্ত কলকারখানার চিরসাথী বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এই যে আজ দুনিয়া জুড়ে ধনী দারিদ্রে গজকূর্ম্মের লড়াই বেধে গেছে এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ হ'ল কলকারখানা স্থাপন। অতএব যে জিনিস প্রবর্ত্তন কর্লে জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে যায়, সমাজে বিলাস ব্যসন অবাধে প্রসার লাভ করে, সে সব পরিত্যাগ করে, হে

ভারতবাসী, তোমরা Back to Vedic Age—অর্থাৎ বৈদিক যুগ ফিরিয়ে আন। বিশেষ করে গত চার পাঁচ বছর Back to Vedic Age—এই কথাটা যার তার মুখেই শোনা যাচ্ছে। বৈদিক যুগে যে সমাজের ঠিক কি অবস্থা ছিল তা যাঁরা ঐ বাক্যটী সময়ে অসময়ে প্রয়োগ করে থাকেন, তাঁরাও জানেন কি না জানি না; তবে সম্ভবতঃ এ কথার দ্বারা বোঝান হয় যে আমাদের এমন একটা অবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত, যখন কেউ কারুর সাহায্যের উপর নির্ভর কর্ব্বে না, সকলেই স্ব স্ব খাওয়া পরা প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল নিজের হাতেই তৈরী করে নেবে; ধনী দরিদ্রের পার্থক্য থাকবে না—বৈদেশিক বাণিজ্য উঠে যাবে—বিলাস ব্যসনের অবসান হবে এবং সেই সহজ এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রণালীর ভিতর একটুও কলকারখানার প্রয়োজন থাকবে না। কথাগুলা শুন্‌তে নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু সত্যিই বৈদিগ যুগ ফিরিয়ে আনা সম্ভব কি না এবং সম্ভব হলেও বাঞ্ছনীয় কি না সেটা বিবেচনা করে দেখবার বিষয়।

মানুষ বড় হয়ে সংসারের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যন্ত্রণার চোটে ভাবে, হায়, আবার যদি বাল্যকাল ফিরে পাই! আবার যদি সেই মায়ের কোলে শোয়া, বাপের কাঁধে চড়া, নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার যুগ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়! কিন্তু সকলেই জানেন মানুষ দিনের পর দিন ধরে বাল্যকালকে ফিরিয়ে আনবার জন্য তপস্যা কর্লে'ও বাল্যকাল ফিরে আসে না বরং বার্দ্ধক্যই এগিয়ে আসে; এবং সেইটাই যখন পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধান তখন তাতেই যে শ্রেয়ঃ লাভ হবে না, এ কথাই বা কে বল্‌তে পারে?

সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। শিল্পহীন যুগ খুব সুখের হতে পারে—খুব শান্তিময় এবং নিষ্পাপ হতে পারে, কিন্তু সেটা ছিল সমাজের বাল্যাবস্থা। এবং বাল্যকালটা কাঙ্ক্ষনীয় বলেই যে তা'কে জোর করে বেঁধে রাখা যায়—এমন কথা কোন কালে কোন দেশে শোনা যায় নি। বালককে যতই গালমন্দ দাও না কেন, তবু সে যুবক হয়ে উঠ্‌বে—এমন কি এতে সে তার বাপ ঠাকুর্দ্দারও পরোয়া রাখ্‌বে না, বা "যৌবন বিষম কাল" বলে ভয় দেখালেও ভয়ে পিছিয়ে যাবে না। সমাজের জীবনেও তেমনি আজ যৌবনের জোয়ার খেল্‌ছে। এই যে চারিদিকে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা, একটা উদ্দাম ভাব লক্ষিত হচ্ছে এ হ'লো সেই উছল যৌবনেরই অভিব্যক্তি। এ যুগটাই হ'লো কলকারখানার যুগ। কাজেই এই যুগধর্ম্মের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই।

আমরা যদি কলকারখানাকে নিজেদের কাজে না লাগাই—কলকারখানাই শেষে আমাদিগকে তার নিজের কাজে লাগাবে। কলকারখানাকে বাদ দিয়ে যে আমাদের আদৌ বাঁচবার উপায় নেই অধ্যাপক ভি, জে, কালে সে কথাটা অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন—"অতি পুরাকালে মানুষ যে রকম সরল ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর্ত্ত, এই বিংশ শতাব্দীতে সে ভাবে বসবাস করা আদৌ সম্ভবপর নয়। শুধু পাশ্চাত্যই যে শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি ক'রে জীবন যাত্রা প্রণালী বদ্‌লে ফেলেছে তা নয়; এই প্রাচ্য খণ্ডের জাপান ও তুরস্কও ঐ পথের পথিক। কাজেই সারা দুনিয়াটা যখন কলকারখানা নিয়ে মেতে উঠেছে, তখন ভারতবর্ষের আর মান করে বসে থাক্‌লে চল্‌ছে না। তাতে তার মৃত্যুর দিনই ঘনিয়ে আসবে।"

দ্বিতীয়তঃ, যদিই ধরে নেওয়া যায় যে, সারা

দুনিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতবর্ষের কৌপীনসার সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করা সম্ভব তা হলেও সেটা বাঞ্ছনীয় কি না তাতে সন্দেহ প্রকাশ কর্ব্বার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকাই হ'ল কলকারখানার লীলাভূমি। আমরা অহরহঃই বলে থাকি ওদেশের লোকগুলার মনে আদৌ শান্তি নেই। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যা কিছু সব মুষ্টিমেয় বণিক সম্প্রদায়ই ভোগ করে, আর বাকী সকলের দুরবস্থার একশেষ। লোহা আর ইট পাথর নিয়ে কারবার করে করে তাদের মনগুলাও নাকি লোহা আর ইট পাথরের মতই শক্ত হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। তারপর সমস্যা দিন দিন প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে —কল মানুষের কাজ কেড়ে নেওয়ায় লোকে আর কাজ পাচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব কথা আমাদের এই আধ্যাত্মিক দেশের লোক খুব মনযোগ সহকারে শুন্‌লেও, যে দেশের লোকের সম্বন্ধে আমরা ঐ সব সত্য-মিথ্যা কথাগুলো নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করি,—তারা আদৌ ওসব যুক্তি আমলে আন্‌তে চায় না। সম্প্রতি একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য ধনবিজ্ঞানবিদ্ এ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটা পড়ে ফেল্‌তে পার্লে'ও দেশের লোক কলকারখানার সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব পোষণ করে, তা অনেকটা বোঝা যায়। তিনি বলেন এই যে, আজকাল একটা ধুয়া উঠেছে, কলকারখানায় দেশের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। একথার কোন মূল্য আছে বলে আমার মনে হয় না। হয়ত কিছু কিছু অনিষ্ট হচ্ছে এবং তাও কলকারখানা তার জন্যে দায়ী নয়, দায়ী যারা তাদের মালিক—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীতে এমন কোন্ জিনিসটা আছে যা থেকে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময় ফলই পাওয়া যায়—বিন্দুমাত্র অমঙ্গল পাওয়া যায় না? কলকারখানার উদ্ভবে খারাপ যেটুকু হয়েছে ভাল হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী। অল্প সময়ে প্রচুর জিনিষ উৎপন্ন হচ্ছে, অল্প মূল্যে অধিক দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে এ সব কার কল্যাণে? যন্ত্র তন্ত্রের সৃষ্টি হওয়ায় গরীব লোকেরই লাভ হয়েছে সব চেয়ে বেশী।

তারপর কাজ। কল মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিয়েছে সত্য, কিন্তু তার মাথার কাজ ত কেড়ে নেয় নি, বরং বাড়িয়ে দিয়েছে। কলে কাজ কর্‌লে মানুষ নির্ব্বোধ হয়ে যায়—একথা যাঁরা বলেন তাঁদের নিজেদেরই বুদ্ধির মাত্রা একটু কম। একটা বেহারা শুধু কাঁধের জোর থাক্‌লেই ভাল বইতে পারে, কিন্তু কেবল গায়ের জোর থাক্‌লেই মটর চালান যায় এমন কথা কেউ বল্‌বে না।

দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রের আবিষ্কারের পরও কাজের মাত্রা যদি সমান থাক্‌ত, তাহ'লেও কাজের অভাব ঘট্‌ত, কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কাজের পরিমাণ এবং অভিধান এমন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে যে ভাবলে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। তাই বলি, কলের উদ্ভবে কাজের অভাব ঘটবে না, কারণ মানুষের উদরই কেবল একটা পরিমিত খাদ্যে ভরে উঠে, কিন্তু মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই। মনুষ্যজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হাজার রকমের নূতন নূতন জিনিষের প্রয়োজন হ'চ্ছে এবং সেই সব যোগাবার জন্যে কলকারখানার ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। তাই ভারতবর্ষের পক্ষে কলকারখানার বিরুদ্ধাচরণ না করে তার গুণের দিকে চেয়ে দোষ গুলার সংশোধন করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলেই আমার মনে হয়।

আমরা গোড়া থেকেই শিল্পের পক্ষ নিয়ে ওকালতি সুরু করেছি ব'লে কেউ যেন মনে করে না বসেন, কৃষিকে বাদ দিয়ে একমাত্র শিল্পের

উন্নতি করাই আমাদের মত। আমরা বলি, শিল্প এবং কৃষি হ'ল একটা পাখীর দুটো ডানার মত। এদের কাউকে বাদ দিয়ে বিশেষ উন্নতি করা যায় না। আজকাল দেশে বেকার-সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে, চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে, দুবেলা দুমুঠো ক্ষুধার অন্ন জোটানই দায় অথচ আমাদের দেশ থেকে বছর বছর রাশ রাশ টাকা বেরিয়ে গিয়ে বিদেশী বণিকের সিন্দুক ভুরিয়ে তুলছে। দেড়শ বছর আগে ক্লাইভ বলেছিলেন, মুর্শিদাবাদ লণ্ডণের চেয়ে ধনী সহর, অথচ এই দেড়শ বছরে মুর্শিদাবাদের অবস্থা একটা পল্লীগ্রামের মত দাঁড়িয়েছে। লণ্ডনের তুল্য জাঁকাল সহর সারা দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া দায়। এ সম্ভব হয়েছে কেমন করে? বিদেশী বণিক কার অর্থে অর্থবান হয়ে পৃথিবীকে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে? আমাদের দেশ থেকে প্রতিবৎসরই রাশি রাশি কাঁচা মাল (তুলা, হাড়, চামড়া, তৈলবীজ ইত্যাদি ইত্যাদি) জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে চালান যাচ্ছে, আর সেই জিনিস গুলাই একটু বিভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আবার এখানে ফিরে এসে, আট দশগুণ বেশী দামে বিকুচ্ছে; এবং তার ফল কি? ফলে—

"দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ অনশনে
তনুক্ষীণ।"

কিম্বা ঐতিহাসিকের ভাষায় বলতে গেলে, "এখন দেশের ধনধান্য পরে ভোগ করিতেছে, শিল্পী আর শিল্প-কৌশল প্রকাশের অবসর পাইতেছে না, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইতেছেন না, বলবানের বল প্রকাশের সুযোগ লোপ পাইয়াছে, কৃষকের বহুযত্নে উৎপাদিত শস্য বিদেশীর উদর জ্বালা নিবারণ করিতেছে, দেশ দিন দিন নিরন্ন ও নির্ধন হইয়া উঠিতেছে। এক কথায় আমরা "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়াছি।

আমরা তাই বলতে চাই কতদিন আর এমন করে কাটবে? কতদিন আমরা শুধু চাষের মালিক থাকব আর গ্রাসের মালিক হবে অপরে? কতদিন আর আমরা অন্নাভাবে হাহাকার কর্ব, আর লক্ষ টাকার খাদ্য রপ্তানি হবে বিদেশী বণিকের বিলাস বাসনা চরিতার্থ কর্ব্বার জন্য?

অথচ ভারতবর্ষের মত শিল্পের উন্নতি কর্ব্বার সুবিধা কার? ভারতের বনে যত রকম গাছ জন্মায় ভারতের মাটি থেকে যতরকম খনিজ পদার্থ উঠে—এক কথায় ভারতবর্ষ থেকে যত অসংখ্য রকমের এবং যত অধিক পরিমাণ জিনিষ পাওয়া যায়—পৃথিবীর আর কোন্ দেশে তা মেলে? আমাদের জন্মভূমি ভারত যে সকল দেশের সেরা এবং সকল দেশের রাণীই সেত মোটেই স্বদেশভক্ত কবির অতিশয়োক্তি নয়। সে যে স্থূল বাস্তব ভারতের প্রকৃত পরিচয়। তাই জিজ্ঞাসা করি মায়ের এই অফুরন্ত ভাণ্ডার চিরদিন কি অপরেই লুটে খাবে? আর কমলার সন্তান আমরা চির বুভুক্ষু দরিদ্র কাঙালের মত উপবাস করেই জীবনটা কাটিয়ে দেব?

গো-সেবা *

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা, অর্থাৎ হিন্দুগণ, ভাবে ও বক্তৃতায় প্রকাশ করি যে, আমরা গো-জাতীকে ভগবতী জ্ঞানে পূজা করি। কিন্তু আমি সকল হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করি, সত্যই কি আমরা যথার্থ মনঃপ্রাণ দিয়া পূজা করি? আমার উত্তর আর কিছুই না কেবল মাত্র একটী জোরের সহিত "না" বলা। আমরা কেবল মুখেই গো-ভক্ত বলিয়া প্রচার করি, কিন্তু কাজে কিছুই করি না— আচার্য্য P. C. Roy বলিয়াছেন যে যদি কেহ বিলাত বা অন্য ইউরোপীয় দেশে যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই স্বীকার করিবেন যে, যদি কোন জাতি প্রকৃত গরুর যত্ন ও সেবা করে, তাহা হইলে সে জাতি ইংরাজ।

প্রথম যখন মার্সেল (Marseilles) সহরে নামিবেন, তখন আপনার মনে হইবে সে দেশের ঘোড়াগুলি যেন হাতীর মত।

সেখানে দুধই বা কি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিলে। প্যারিসে খাঁটী দুধ টাকায় ৮ সের পাওয়া যায়।

লণ্ডণ সহরে লোক সংখ্যা ৭০ লক্ষ। (উত্তরে বারাকপুর আর দক্ষিণে বজবজ, পূর্ব্বে ভাঙ্গড় ও পশ্চিমে কদমতলা কলিকাতার সীমানা বাড়াইয়া দিলে যাহা দাঁড়ায়, লণ্ডণের ব্যবসা-বাণিজ্য-ব্যাঙ্কের কেন্দ্র বাদ দিলেও প্রায় সেইরূপ হয়।) সেখানকার সকাল ৭টা আমাদের রাত্রি ৪টার সমান, ভোর হইবার পূর্ব্বে ৭০ লক্ষ লোকের দুধ চিনি বোঝাই হইয়া লণ্ডণের উপকণ্ঠ বা গ্রাম হইতে রেল আসিয়া হাজির হয়, আর সকালে ৭টার পূর্ব্বে টিনে বা বোতলে করিয়া এই দুধ লণ্ডণের অধিবাসীর দুয়ারে উপস্থিত হয়। এই দুধ কেহ হস্তের দ্বারা স্পর্শ করে না, কোন রকম দুষ্ট জীবাণু ইহার ভিতর ঘর কন্না পাতাইতে পায় না। গোয়ালা আসিয়া সুপ্ত গৃহস্বামীকে বিরক্ত করে না। নিঃশব্দে দ্বারের পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুধের পাত্র রাখিয়া চলিয়া যায়, কোন রকম গোলযোগ নাই, গোয়ালার সহিত বকাবকি নাই। সবই যেন কলে চলিতেছে। বৎসরে ৩শত ৬৫ দিন এই ব্যাপার যন্ত্র চালিতের মত চলিয়া যাইতেছে। এক দিনের তরে বিকল হইতেছে না। শুধু লণ্ডণ বলিয়া নহে, এডিনবরা, ম্যানচেষ্টার—যেখানেই যাইবেন, সেখানেই এই ব্যাপার লক্ষ্য করিবেন। আর সে দুধই বা কি ঘন ও সুমিষ্ট। কৃষি মন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব সকলেরই নজর আছে, যেন পীড়িত গাভীর দুধ বিক্রয় না হয়। সর্ব্বদাই গরুর পরীক্ষা চলিতেছে। যক্ষ্মা, আনথ্রাক্স (Anthrax) রোগ-দুষ্ট গরু বিনা বাক্যব্যয়ে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোড়াইয়া ফেলিয়া রোগের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইতেছে, পাছে ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া মহামারীতে পরিণত হয়। দুধও

* ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলকর্তৃপক্ষীয়দিগের উদ্যোগে শিয়ালদহের রেলওয়ে Compoundএ যে জনসভা আহুত হইয়াছিল তথায় Veterinary Collegeএর অধ্যাপক কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

টিনে বা বোতলে পুরিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হইতেছে। দামও প্রায় কলিকাতার কাছাকাছি—টাকায় আড়াইসের হইতে তিন সের। আবার পাড়ায় পাড়ায় দুধের আড়ৎ (Dairy) আছে। সেখানে গব্য প্রস্তুত সব জিনিস, যথা—পনীর, ননী প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে। কলিকাতার কথা ছাড়িয়া দিন, মফঃস্বলেও বৎসরের অধিকাংশ দিন ৮ আনা সেরের কমে দুধ পাওয়া যায় না।

ঘাসের চাষের সুবন্দোবস্ত সেখানে আছে। বৎসরে দুই তিন বার ফসল কাটা হয়, গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর ঘাস জন্মে, তখন শুকাইয়া রাখা হয় যাহাতে শীতের সময় কম না পড়ে; তাহা ছাড়া গরুর জন্য শালগম, বীট প্রভৃতি ফসলের রীতিমত চাষ করা হয়। (ডোভার Dover হইতে লণ্ডণ পর্য্যন্ত রেলের দুই ধারে চাষের জমী, মাঝে মাঝে গো-চারণ জমী, স্থূলকায় বৃষ স্বচ্ছন্দে চরিতেছে বা শুইয়া আছে।) সে দেশে সমস্ত জমীর ভিতর ⅓অংশ জমী গো-চারণ জমী। এদেশে এ সুবিধা পাওয়া দুষ্কর। তাঁহারা যেমন মানুষের জন্য চা'ল, ডাল, গম ইত্যাদি প্রস্তুত করেন, গরুর জন্যও অনেক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করেন। গোজাতি যাহাতে স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে ও চরিতে পারে সে জন্য প্রচুর চরিবার জায়গাও ছাড়া আছে। আমাদের দেশের গোজাতির কি দুর্দ্দশা!—আমাদের দেশের গরু প্রায়ই এক সেরের বা দুই সেরের বেশী দুধ দেয় না কিন্তু সেখানে সাধারণ গরু প্রতিদিন ১৫ সের হইতে আধমণ পর্য্যন্ত দুধ দেয়। ইংরাজ অবশ্য গোখাদক জাতি। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতিবার গো-মড়কে যত গরু মরে তাহার এক চতুর্থাংশও ইংরাজ খায় কিনা সন্দেহ। খাইবার জন্যই গরুর সংখ্যা আমাদের দেশে যে কমিতেছে একথা মোটেই সত্য নহে। আসল কথা, আমরা মুখে বলি, আমাদের গোমাতার প্রতি ভক্তি অসাধারণ কিন্তু গোজাতিকে আমরা যেরূপ তাচ্ছিল্য করি, বিলাতের গোখাদক জাতিও সেরূপ করে না।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটী গরু ১মণ দুধ দিয়াছিল।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ও আধুনিক জগতে পশু-সম্পদ চিরকাল শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়াতে পশু পালন একটি খুব বড় ব্যবসায়। এই কার্য্যে অনেকে কোটীপতি হইয়াছেন।

গরু ও ভেড়া হইতে মানুষ এককালীন দুগ্ধ, মাংস, চর্ম্ম, পশম ইত্যাদি নানা প্রকার ভোগ্যবস্তু আহরণ করিতে পারে বলিয়াই, পশু পালনের সুবিধা পাইলেই মানুষ উক্ত কার্য্যে রত হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার চামড়া, মাংস, মাখন, চর্ব্বি ইত্যাদি পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানি হয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্যামল প্রান্তরে উদ্ভূত অপর্য্যাপ্ত খাদ্য পাইয়া এবং বিভিন্ন দেশ হইতে উন্নত জাতির ঘোড়া, ভেড়া ও গরু আমদানী করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা আজ পৃথিবীর মধ্যে পশু সম্পদে প্রধান দেশগুলির অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহাদের মেরিনো ভেড়া পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

আপনারা শুনিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন যে, এক একটী মেরিনো পুরুষ ভেড়া ৫০।৬০ হাজার টাকা মূল্যেও বিক্রয় হইয়াছে। তাহার দেহজাত পশম বহুমূল্য এবং ওজনেও অনেক।

পশমের ব্যবসায়ে অষ্ট্রেলিয়া অনায়াসে অপর সকল দেশকে ছাড়াইয়া যায়। (অষ্ট্রেলিয়া

মেরিনো ভেড়ার রাজা।) যাহা সভ্য দেশে সম্ভব হইয়াছে তাহা কেন আমাদের দেশে সম্ভব নয়, ইহা আমার বোধের অগম্য। আমাদের এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা কৃষি প্রধান দেশে কিসের অভাব?—অভাব কিছুই নাই—মাত্র কেবল সঙ্ঘের অভাব ও কৃষিজীবির অর্থের অভাব। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সকল সময়েই কৃষকের দুঃখ মোচন ও তাঁহাদের সুখ সম্পদ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য আছে ও সব সময় থাকিবে। দেশের সর্ব্ব প্রধান রাজকর্ম্মচারী হইতে অতি নিম্ন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর এক মাত্র লক্ষ্য আছে যে যাহাতে কৃষকের কষ্ট দূর হয়। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে উত্তম বীজ অপেক্ষাকৃত কম দামে দিতেছেন। গো-মড়ক নিবারণের বিধিমত উপায় করিতেছেন। গো-দুগ্ধ যাহাতে কলিকাতাবাসী সহজে অপেক্ষাকৃত অল্প দামে পান, তাহার জন্য Co-operative Milk Society গঠন করিয়াছেন। অল্প সুদে যাহাতে টাকা ধার পাওয়া যায় তাহা Co-operative Credit Society স্থাপন করিয়া সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সুপ্রজনন দ্বারা উৎকৃষ্ট বৃষ, চাষের জন্যে বলদ, ও দুগ্ধের জন্য উৎকৃষ্ট গাভী Rangpur Diary Farm সৃষ্টি করিয়া তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন। সুযোগ্য পশু-বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী P. J. Kerr সাহেব বাহাদুর ভারযোগে পশু-চিকিৎসালয় ও সুযোগ্য অধ্যক্ষ McGregor সাহেব বাহাদুর ও তাঁহাদের সহকারী কর্ম্মচারীগণ কুমুদচন্দ্র সেন মহাশয়, মোক্ষদা প্রসাদ ঘোষ মহাশয় ও এই নগরের গো-চিকিৎসক আর, এন্, বসু মহাশয় ও অপরাপর বহু গোচিকিৎসকগণ কৃষককের সাহায্য করিতেছেন ও তাঁহাদের দুঃখ মোচন করিতে সদাই প্রস্তুত। মানুষে যাহা করিতে পারে তাহা তাঁহারা করিতেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র সরকার বাহাদুরের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবেনা, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে আমরা কৃষির ও কৃষকের উন্নতি সাধন করিব।

Heaven helps them who help themselves. ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন জাতিই পরের সাহায্যে উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই, আমাদের নিজে নিজে সাহায্য করিতে হইবে। ভগবান তাঁহাদেরই সাহায্য করেন যাহারা নিজেদের সাহায্য নিজেরা করেন। আমাদের বাংলাদেশ কবে বাণিজ্য প্রধান দেশ হইবে তাহা এখন বলা সহজ নহে; তবে ইহা যে কৃষি প্রধান দেশ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৃষকেরাই বিদেশ হইতে স্বদেশে অর্থ আনিতেছেন। কৃষির প্রধান অঙ্গ আপাততঃ হলবাহী বলদ। নানা কারণে আমাদের দেশে কলের বা Electricএর সাহায্যে হল চালনের সুবিধা নাই; অতএব কি প্রকারে আমরা হলবাহী বলদের উন্নতি করিতে পারি তাহার চেষ্টা একাগ্রতা সহকারে করিলে শীঘ্রই আমাদের দুঃখ মোচন হইবে। সুবাতাস বহিতেছে, ইংরাজ সহায়—এই উপযুক্ত সময়—লোহা গরম থাকিতে থাকিতে পিটিয়া সোজা করুন। অবহেলায় ও দীর্ঘসূত্রতায় কালক্ষেপ না করিয়া কাজ করুন—বক্তৃতার সময় গিয়াছে। কাজের সময় আসিয়াছে।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য আমরা গ্রহণ করি। কেবল মাত্র দুধ খাইলেই আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি। শরীর গঠন করিবার সমস্ত উপাদানই ইহাতে বর্ত্তমান। গোদুগ্ধ ভিন্ন আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রাণধারণের অন্য উপায় নাই। অতএব হে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ, আসুন, আমরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মাতৃসম গোজাতির উন্নতি সাধন করি।

উন্নতির কি উপায় ও এ বিষম সমস্যার কিরূপে সাধন হইবে ?

লক্ষ্মীর বরপুত্র ধনী, ব্যবসায়ী ও জমিদারগণ দরিদ্র নারায়ণের সাহায্যে গোচিকিৎসক রাখিয়া গোজাতির সেবা ও চিকিৎসা করুন।

উত্তম ষণ্ডদ্বারা প্রজনন উন্নত করুন। অতি সত্বর উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভী ও বৃষ পাইবেন ; বেহারী ষণ্ড প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে রাখুন।

সু গোচিকিৎসক দ্বারা নিবারণ যোগ্য গোব্যাধির প্রতিকার করুন।

গো মড়কের বিস্তার নানা উপায়ে বন্ধ করুন।

গরু চরিবার, খাইবার ঘাস ও নানা প্রকার সবজী প্রস্তুত করুন।

গরুর খাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করুন।

তাহাদের বেড়াইবার ও বিশুদ্ধ মুক্ত হাওয়া খাইবার ব্যবস্থা করুন।

গোময় ও গোমুত্রের সৎ ব্যবহার করুন। মৃত গাভীর চামড়া, হাড়, রক্ত, অন্ত্র, শিংটী, চর্ব্বি, খুর ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া লাভবান হউন।

বৃদ্ধ, খর্ব্ব, দুধ বা চাষের জন্য অশক্ত গরুগুলি মানুষের খাদ্যের জন্য বিক্রয় করুন বা তাহাদের অন্য প্রকার বিহিত করুন।

সংখ্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতির গরু বৃদ্ধি করুন।

আমি করযোড়ে মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি যদি সময় থাকিতে এই মূক ও অতিশয় প্রয়োজনীয় জাতির উন্নতি সাধন না করেন, তবে আমাদের জাতীয় অমঙ্গল অতি নিকট ও অতি সত্বর।

নারিকেলের চাষ

ভারতবর্ষ, সিংহল এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নারিকেল গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মালাবার, করমণ্ডল উপকূল, মান্দ্রাজ ও কোচিন প্রভৃতি অঞ্চলে খুব বিস্তৃতভাবেই নারিকেলের চাষ হয়ে থাকে। আমাদের বাংলাদেশে "চাষ" বল্‌তে যা বুঝায় তা ঠিক হয় না বটে, তবে নারিকেল গাছ যথেষ্ট পরিমাণেই জন্মে। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের মাটি নারকেল চাষের বেশ উপযোগী।

যাই হোক, নারিকেল চাষ কর্ত্তে গেলে কেমন করে বীজ নির্ব্বাচন কর্ত্তে হয়, কি ভাবে এবং কি রকম যায়গায় কখন তাকে পুঁততে হয়--এই সব কথাই আজ আপনাদের বলবো।

বীজ নির্ব্বাচন

চারা বা বুড়ো গাছের নারিকেলকে কখনও বীজরূপে ব্যবহার কর্ত্তে নেই। জোয়ান্ বা মাঝ বয়সী গাছের যে কাঁদিতে খুব অল্প সংখ্যক ফল আছে, সেই কাঁদির নারিকেলই চারাবার পক্ষে সব চেয়ে বেশী উপযুক্ত। এই ফলগুলি বেশ সুপক্ক অর্থাৎ ঝুনো এবং বড় বড় চোখওয়ালা হওয়া উচিত। মাঘ মাসের শেষাশেষি থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই চার মাসই হোলো বীজ তোলবার প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়ে যে নারিকেল পাড়া হবে, তা' যদি উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট হয়, তা'হলে যত্নসহকারে চারালে খুব ভাল গাছই জন্মাবার সম্ভাবনা। সে গাছের ঠিক সময়মতই অঙ্কুরোদগম হবে এবং তজ্জাত গাছ জীবনীশক্তি বা ফসলের দিক্ দিয়ে—সকল রকমেই চাষীর সন্তোষ সাধনে সমর্থ হবে। কিন্তু খুব পুরান গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ কর্‌লে মস্ত একটা দোষ হয় এই যে,—নারিকেলগুলার চোখ খুব ছোট থাকায় —তা' থেকে যা অঙ্কুর বেরোয় সে হয় অত্যন্ত সরু আর মস্ত লম্বা। ফলে অঙ্কুর শুকিয়ে প্রায়ই গাছ মরে যায়, কিম্বা যদিই বা কোন রকমে বেঁচে ওঠে, নিয়মিতভাবে এবং বেশী দিন ফল দিতে পারে না।

আবার অত্যন্ত চারাগাছ থেকে বীজ সংগৃহীত হ'লে, প্রায়ই অঙ্কুর পচে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। খুব যত্ন কর্‌লে গাছ বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে বটে, কিন্তু তা থেকে নারিকেল পাবার আশা বৃথা। কাঁদি কাঁদি ফল ধর্‌বে, কিন্তু ডাব হবার পূর্ব্বেই সকল মুচি (যে নারিকেলে এখনও জল হয় নাই) একে একে বোঁটা থেকে খসে পড়ে যাবে। অনেক সময় পাঠকেরা বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন যে নারিকেল গাছ ফলবান হবার পর তার যেই মুচি ধড়তে সুরু হয়, (মুচি অর্থে অতি ছোট ছোট ডাব, যা'র ভিতরে হয়ত জলসঞ্চার হয় নাই, অথবা সবে জল সঞ্চার হতে সুরু হয়েছে) অমনি মুচি অথবা ডাবগুলি ঝরে' পড়তে আরম্ভ করে। এক ইঁদুরে কেটে দিলে ডাব পড়ে যায়; কিন্তু এই সকল ডাবের মাথায় বা 'শীর্ষে' ইঁদুরে কাটার স্পষ্ট চিহ্ন থাকে; ইঁদুরে কাটার জন্য যদি ডাব ঝ'রে পড়তে সুরু হয় তবে তাহা নিবারণ করা সহজ এবং তাহার উপায়ও যথেষ্ট আছে; যথাস্থানে সে সকল উপায়ের কথা আলোচনা করা যাবে।

কিন্তু ইঁদুরে কাটিতেছে না, অথচ শিশু-নারিকেলগুলি খামখা গাছ থেকে ঝ'রে পড়ে যাচ্ছে এ যদি হয়, তবে বুঝতে হবে যে, গাছের জীবনীশক্তি এত কম যে ফল ধারণ ক'রে রাখবার শক্তি তার খুব কমই আছে; তাই ফলবতী হয়েও সে ফল ধারণ ক'রে রাখতে পাচ্ছে না; উপযুক্ত বীজ নির্ব্বাচনের দোষেই গাছের এই মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। আমাদের দেশের লোক এ বিষয়ে চিন্তা করেন না এবং ক'রলেও তার প্রতিকার করবার জন্য যতটুকু উদ্যোগ, চেষ্টা, অনুসন্ধিৎসা এবং ধৈর্য্যশীলতার প্রয়োজন, আমাদিগের মধ্যে তাহার একান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য কোনও বিষয়ের ক্রমোন্নতি আমাদিগের মধ্যে দেখা যায় না এবং যদি বা কেহ কোনও বিষয়ে ক্রমোন্নতি সাধন করিয়া থাকেন তবে মন্ত্রগুপ্তির জন্য তিনি তাহার ফলাফল দেশবাসীর মধ্যে কদাচিৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যাক, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। মাঝবয়সী গাছ থেকে ফল নির্ব্বাচন করলে এসব উৎপাতের হাত হতে সম্পূর্ণরূপেই নিস্তার পাওয়া যায়। কাজেই মাঝবয়সী গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, বীজ-নারিকেল পাড়বার সময় কাঁদিতে দড়ি বেধে বা ঝুড়ি ক'রে অতি সন্তর্পণে নীচে নামান উচিত। কারণ গাছ থেকে জোরে শক্ত মাটির উপর ফেলে দিলে নারিকেলের ওপরের ছোবড়া অনেক সময় থেঁতলে যায়, কিম্বা ভেতরের মালা ফেটে গিয়ে জল নষ্ট হয়ে যায়। বীজ-নারিকেলের পক্ষে এগুলা মারাত্মক দোষ বলেই গণ্য। ভেতরের মালা ফেটে জল বেরিয়ে গেলে বীজ থেকে আদৌ অঙ্কুরোদ্গমই হয় না; আর যদি ওপরের ছোবড়া থেঁতলে ভেতরে damp বা স্যাঁতা প্রবেশ করে, তা হ'লে তা থেকে অঙ্কুর বেরুলেও যে গাছ হয় তা তেমন জোরাল হয় না এবং সে গাছের সমস্ত ফসলই বাইরে থেকে দেখ্তে বেশ ভাল হলেও সাধারণতঃ অন্তঃসারশূন্য হয়ে থাকে। এবিষয়েও পাঠকেরা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, অনেক নারিকেল গাছের ফল বাহির থেকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার খোসা কাটিলে দেখা যায় যে, নারিকেলের মালাটা ফাটা এবং তাহার মধ্যে জল অথবা শস্য কিছুই নাই। এইরূপ নারিকেলকে লোকে "দণ্ডকাটা" নারিকেল বলে।

আবার অনেক নারিকেল কাটিলে দেখা যায় যে তাহার মধ্যের শস্য আদৌ পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। মালার গায়ে কতক ছ্যাৎড়া নারিকেল-শস্য লাগিয়া আছে; ইহা বাহিরের বায়ু ও আলোর সংস্পর্শে আসিলেই বিকৃত রং এবং বিকৃত স্বাদ প্রাপ্ত হয়; ইহাকে সাধারণতঃ লোকে "ঝিঁঝিঁ পড়া" নারিকেল বলে। অসাবধানতার সহিত বীজ সংগ্রহ করিলে ভবিষ্যতে এই সব কুফল ফলিবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কত বৎসর ধরিয়া কত পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং লোকজন খাটাইয়া যে নারিকেল বাগান প্রস্তুত করিলেন, বীজ নির্ব্বাচনের দোষে তাহাতে কত রকমের কুফল ফলিতে পারে, তাহাই দেখাইয়া, আমরা প্রথম হইতেই সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

তৃতীয়তঃ, বীজ-নারিকেলকে কখনও গাছের উপর বেশী ঝুনা হ'তে দিতে নাই। গাছের উপর বেশী ঝুনা হতে দিলে ভেতরের সমস্ত জল শুকিয়ে যায়। কাজেই সে নারিকেল পুঁতলে অঙ্কুর বের হয় না, বা বের হলেও খাপ্পাভাবে মরে যায়। যতদিন না শিকড় বেরিয়ে মাটি থেকে রস সংগ্রহ কর্ব্বার শক্তি জন্মে, ততদিন অন্তঃস্থিত শাঁস ও জল খেয়েই অঙ্কুর বেঁচে থাকে। এই জন্য নারিকেল বেশী ঝুনা হয়ে যাবার পূর্ব্বেই গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া উচিত।

তারপর সেই বীজকে অন্ততঃ একমাস কাল খুব যত্ন কোরে ঘরে তুলে রেখে দিতে হবে। এতে নারিকেলের ছোবড়ার ভেতর খানিকটা জল ঢুকবে এবং তারপর তা শুকিয়ে শক্ত হয়ে একেবারে ওয়াটারপ্রুফ হয়ে দাঁড়াবে। তাতে লাভ হবে এই যে, বীজ বা বল জল পেয়ে পচে নষ্ট হয়ে যেতে পার্কে না। কিন্তু গাছ থেকে পেড়েই পুঁতলে ছোবড়ার ঐ বিশেষ গুণটি জন্মায় না ; আর ফলে অঙ্কুর পচে গিয়ে প্রায় সমস্ত বীজই নষ্ট হয়ে যায়। কখন কখন দুটা-একটা গাছ বাঁচে বটে কিন্তু সে নামেমাত্র বেঁচে থাকা। তা থেকে ফল পাবার আশা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আবার নারিকেল গাছ থেকে বীজ পেড়ে নেবার পর, দু'দশ মাস ঘরে ফেলে রেখে দিলেও চলবে না। কারণ তা'হলে নারিকেলের বোঁটা এবং বোঁটার সঙ্গে মুখের আবরণ খসে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে জলো হাওয়া সেঁধিয়ে ড্যাম্প লেগে অঙ্কুরের অনিষ্ট কর্বে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এরকম নারিকেল থেকে আদৌ অঙ্কুর বেরোয় না, বা যদি বেরোয় তা অত্যন্ত কৃশ এবং দুর্ব্বল হয়।

এতক্ষণ, কিরকম নারকেল সবচেয়ে বীজের উপযোগী সেই কথাই বল্লাম ; এখন কোথায় তা চারাতে হয় তাই আলোচনা করা যাক্। নারিকেল পোত্‌বার জন্যে বেশ খানিকটা উঁচু যায়গার দরকার। উঁচু—কেননা পাছে সেখানে জল বসে। বাড়ীর সম্মুখের উঠান যদি বেশ উঁচু এবং শক্ত বালি মাটি বিশিষ্ট হয় তাহলে সেই জমিতেই চারাবার নারিকেল বসান যেতে পারে। যে সমস্ত টবে ফুলগাছ বসান হয়, সে সকল টবে বেশ ভাল বালিআঁশ মাটি দিয়ে, তাতে বীজ চারালেও মন্দ হয় না। এ রকম ভাবে চারাবার আরও একটু বিশেষ সুবিধা এই যে, এতে সহজে উই ধ'রে অঙ্কুর নষ্ট হয়ে যায় না, এবং সকল বীজ হতেই বেশ সতেজ সবল গাছ বাহির হয়।

আমরা উপরে শক্ত মাটি ব্যবহার কর্ব্বার কথা বলেছি ; কিন্তু তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন মাটি ইটের মত শক্ত হওয়া চাই। এখানে শক্ত অর্থ এই যে মাটিতে জল বসিয়া তা যেন সর্ব্বদাই স্যাঁতসেতে না থাকে। খুব ভিজা মাটিতে বীজ পোতাতেও যেমন বিপদ আছে—কেননা তাতে অঙ্কুর পচে যাবার সম্ভাবনা—খুব শক্ত মাটিতে পোতাও তার চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়। মাটি অত্যন্ত নীরস বা শক্ত হলে কচি শিকড় মাটি ফুঁড়ে ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তে পারে না এবং সেই শক্তভূমি থেকে রস টেনে নেওয়া তারপক্ষে আরও অসম্ভব হয়ে ওঠে। কাজেই মাথার ভিতরের জল নিঃশেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নবোদ্গত অঙ্কুর খাদ্যাভাবে দুদিনেই শুকিয়ে মরে যায়। তারপর আরো এক আপদ আছে সে হচ্ছে উই পোকার উৎপাত। এত বিপদ অতিক্রম করেও কখন কখন যে দুটা একটা গাছ বেঁচে থাকে, তারা আবার নষ্ট হয়ে যায় নেড়ে পোতবার সময়। শক্তমাটি থেকে তুলতে গেলেই কচি শিকড় ছিঁড়ে যায় আর অঙ্কুর নারিকেলের গা থেকে খসে পড়ে। এইজন্য বীজ চারাবার জন্য যে জমি ব্যবহৃত হবে তার মাটি যেন খুব শক্ত বা খুব নরম না হয়।

নার্শারী বা চারাবার জমি এমন স্থানে অবস্থিত হওয়া উচিত যেখানে অনেকক্ষণ ধরে রৌদ্র লাগে। কিন্তু সারাদিন সেখানে রোদ থাকলে চলবে না, কারণ তাতে গ্রীষ্মাধিক্যে গাছ শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা। বেশ রৌদ্রযুক্ত স্থানে নার্শারী স্থাপন কর্লে চারা বেশী বাড়ে না বটে, কিন্তু খুব সতেজ ও সবল হয়। এ সমস্ত চারা স্থানান্তরে নাড়াবার সময় আদৌ জখম হয় না এবং যেখানেই পোঁতা

যাক্ না কেন রৌদ্রের আধিক্যে বা অল্পতার গাছ নষ্ট হ'য়ে যাবার খুব অল্প ভয় থাকে।

নার্শারীতে যদি অল্প রৌদ্র প্রবেশ করে, তাতে তত ক্ষতি নেই। কিন্তু অল্প হোক্, বিস্তর হোক্, খানিক রৌদ্র সেখানে প্রবেশ করা চাইই, কারণ, সারাদিন ছায়ায় থাকলে বা সর্ব্বদা কোন কিছু দিয়ে ঢাকা থাকলে চারায় পোকা লাগবার সম্ভাবনা; শুধু তাই নয়। তা হলে গাছের ডাঁটাগুলা অত্যন্ত সরু আর লম্বা হয় এবং তুলে পুত্‌লে প্রতি গ্রীষ্মেই গাছ উত্তরোত্তর জখম হয়ে পড়্‌তে থাকে।

জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই চারমাস চ'ল বীজ-নারিকেল পোত্‌বার প্রকৃষ্ট সময়। খুব বেশী বৃষ্টিপাত না হ'লে আগষ্ট মাসেও পোতা যেতে পারে। কিন্তু যখন ঘোর বর্ষাকাল—প্রায় প্রত্যহই প্রচুর বারিপাত্ হচ্ছে, তখন গাছ চারান কোন ক্রমেই উচিত নয়। কারণ, তাহলে প্রথমতঃ হয়ত গাছ আদৌ জন্মাবে না বা যদিও জন্মায় সে সব গাছে যে সমস্ত নারিকেল ফলবে, তা হবে অত্যন্ত ছোট ছোট। আমরা এর পূর্ব্বেও বলেছি এবং এখানে আবার বল্‌ছি যে নারিকেলের-চাষ যিনি কর্ত্তে চান, "সর্ব্বং অত্যন্তং গর্হিতম্" এই নীতিটী তাঁকে সর্ব্বদাই মেনে চল্‌তে হবে। নার্শারীর পক্ষে গ্রীষ্মাধিক্যও যেমন মারাত্মক, অতিবৃষ্টিও সেই রকম অনিষ্টকারক।

এইবার কেমন করে নার্শারীর জমি তৈরী কর্ত্তে হয়, সেই কথা আলোচনা করা যাক্। নার্শারীর ভূমি অন্ততঃ দু'ফিট্ গর্ত্ত করে ভালভাবে চ'যে ফেল্‌তে হবে। এই দু'ফিট্ মাটির ভেতর যেন ইট, পাথর বা কোন গাছের শিকড় একটীও অবশিষ্ট না থাকে। তারপর এক এক ফুট্ অন্তর এক একটী নারিকেলকে পাশ করে এমন ভাবে মাটিতে পুত্‌তে হবে যেন তাদের প্রত্যেকেরই মুখের দিক অন্ততঃ দু'ইঞ্চি মাটির উপর জেগে থাকে। দুইটা নারিকেলের মাঝে যে ব্যবধান রাখ্‌বার জন্য উপদেশ দিলাম তার অন্যথা কর্লে চলবে না।

খুব অন্তর অন্তর পোত্‌বার অপকারিতা হচ্ছে এই যে, তা'তে প্রত্যেক নারিকেল থেকেই অনেক শিকড় বেরোয়। অনেকে হয়ত এখনই ভাববেন, "এতে আর অপকার কি? শিকড় যত বেশী বের হয়, ততই ত গাছের পক্ষে মঙ্গলের কথা।" কিন্তু তা নয়। বেশী শিকড় বেরোলে তাতে রোদ্ লেগে গাছকে জখম্ করে ফেলে। আবার অত্যন্ত কাছাকাছি বীজ বসালেও বিপদ্ আছে। কারণ তাতে পরস্পরের শিকড় জড়িয়ে যায়, এবং সহজে সমস্ত শিকড়শুদ্ধ চারা তোলা যায় না। তাছাড়া কাছাকাছি বীজ বসালে গাছ কখনই খুব তেজী হতে পারে না। যতদিন নারিকেলের শিকড় বেরিয়ে মাটি থেকে রস টেনে নিতে না পারে, ততদিন জমিতে সার দেবার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তবু যে জমিতে কিছু সার দেওয়া হয়, সে কেবল গাছকে উই বা অন্য কোন পোকার হাত থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য।

সাধারণতঃ সকল নার্শারীতেই নিম্নলিখিতভাবে সার ব্যবহার করা হয়:—

প্রথমে নারিকেল বসাবার জন্য ২ ফিট গভীর যে খাত বা খাল কাটা হয় তার নীচে কিছু লবণ বা লবণমিশ্রিত ছাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে গাছে উই লাগবার কোন ভয় থাকে না। তারপর বালি, কিম্বা বালি নুন, ছাই ও তুষ একত্রে মিশ্রিত ক'রে, সেই মিশ্রিত দ্রব্য আগেকার সারের উপর একপুরু করে ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর এই মিশ্রণের উপর আমাদের নির্দ্দেশমত নারিকেল বসিয়ে তার উপর আর এক দফা সার ঢেলে দেওয়া হয়।

এই শেষোক্ত সার সাধারণতঃ কালো কর্কচ, নারকেলের ছোবড়া পোড়ান ছাই, গাছের কচি ডাঁটা পচা এবং নদীতীরের বালি দিয়েই তৈরী হয়। আমরা নার্শারী সম্বন্ধে এত সাবধানতা অবলম্বন কর্তে বল্‌ছি, কারণ সাবধানের বিনাশ নেই। বিশেষতঃ, অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই সমস্ত ব্যবস্থামত না চল্‌লে অনেক নারিকেলই পোকা মাকড়ে নষ্ট করে ফেলে।

কিন্তু নার্শারীতে সারের ব্যবহার সম্বন্ধে সকলে একমত নন। অনেকে বলেন, পোকার হাত থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যে নুন জলই যথেষ্ট ; অন্য কোন সার দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই। আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলতে ছাড়েন না যে, নার্শারীতে সার ব্যবহার করা খুব অনিষ্টজনক। কারণ তাতে চারা খুব তেজী হলেও নেড়ে পোত্‌-বার সময় গাছ জখম হয়ে পড়ে। তাঁদের মতে স্থানান্তরে তুলে পোত্‌বার সময়ই ঐ সমস্ত সার ব্যবহার করা উচিত।

তারপর নার্শারীতে জল দেওয়া সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। গাছে প্রত্যহই জল দিতে নেই। খুব গরম পড়লে দুদিন অন্তর এবং তা না হলে ৩।৪ দিন অন্তর জল দিতে হবে। সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখবে যেন মাটী অল্প অল্প ভিজে থাকে অথচ বেশী জল না পড়ে। দুচার দিন দিতে দিতেই বোঝা যাবে কতটা এবং কতদিন অন্তর জল দেওয়ার দরকার। এই রকম যত্ন করে রক্ষা কর্লে সাধারণতঃ ৫।৬ মাসের মধ্যেই বীজ থেকে অঙ্কুর দেখা দেয়।

সময় সময় কেউ কেউ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে নারিকেল চারিয়ে থাকে। ছুরী দিয়ে ছোবড়ার ওপর থেকে দড়ির মত এক এক টুক্‌রা ফালি বের করে নাও। তারপর দুটা করিয়া নারকেল একত্রে বাঁধ। এখন এই জোড়া-নারিকেল কোন গাছের ডালে বা অন্য কোন ফাঁকা যায়গায় ঝুলিয়ে রেখে দিলে কিছুদিনের মধ্যেই তা থেকে অঙ্কুর বেরুবে। অঙ্কুর ২।৩ ইঞ্চি লম্বা হলেই গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে, তাদের নার্শারীতে পুতে রাখবে। এ পদ্ধতিতে চারালে গাছ বড় একটা নষ্ট হয়ে যায় না, এবং সারের ব্যবহারও অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। অঙ্কুর বের হবার পর থেকেই সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্যের বিষয়— অঙ্কুরকে পোকা এবং জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা করা।

সাধারণতঃ অঙ্কুর বের হবার দুই, তিন, কি জোর চারমাস পরে গাছগুলিকে নার্শারী থেকে তুলে অন্যত্র পোতা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মতে ছয় মাস পরে তুল্‌লেও বিশেষ ক্ষতি হয় না এবং খুব যত্ন কর্লে তা থেকে বেশ সতেজ গাছ জন্মানও সম্ভব। আবার খুব নিম্ন ভূমিতে পুত্‌তে হলে ছয়মাস কেন বরং একবছরের গাছ ব্যবহার করাই অধিক বাঞ্ছনীয়।

অনেক নারিকেল চাষী বলেন, জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্য্যন্ত এবং অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই কয় মাসই নারিকেল চারা রোপন কর্ব্বার উপযুক্ত সময়। এ হতে বোঝা যায় তাঁরা বর্ষাকালে চারা বসাবার বিরোধী। অবশ্য এ সম্বন্ধে বাঁধা বাঁধি কোন নিয়ম নেই। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যেতে পারে যে, উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমির পক্ষে বর্ষাকাল এবং নিম্ন সমুদ্রোপকূলের পক্ষে গ্রীষ্মকালই চারা বসাবার প্রকৃষ্ট সময়। কারুর কারুর মতে জানুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে চারা বসালে সে গাছ বৎসরের মধ্যে আট মাস ফল প্রসব করে ; অক্টোবরে চারা বসালে সে গাছ বছরে ছয়মাস ফল দেয়, আর যদি বর্ষাকালে চারা বসান যায়, তা হ'লে গাছে আদৌ ফল ধরেনা। আমাদের মনে হয়, এসব বিষয়ে

কোন ভবিষ্যৎ বাণী করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কেননা সব যায়গার জলবায়ু বা মাটী এক রকম নয়। স্ব স্ব অভিজ্ঞতার দ্বারাই জানা সম্ভব যে, বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে চারা পুত্‌লে, গাছে সব চেয়ে বেশী ফল জন্মাবে।

কি রকম জমি নারিকেল গাছ জন্মাবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নীচে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

১। কাল রঙের বা নদী বিধৌত বালুকা মিশ্রিত মাটি।

২। গেরুয়া রঙের বালি মাটি বা একেবারে কালো মাটী।

৩। নীচে বালুকাস্তর বিশিষ্ট নরম এঁটেল মাটী।

৪। বালি আঁশ মাটি (এমন কি কাঁকর মিশ্রিত হলেও ক্ষতি নেই)।

৫। নদী বা সমুদ্র তীরস্থ জমি, পুকুরের পাড় বা ধান জমি।

৬। নদী গর্ভস্থ পলি মাটী (এ ক্ষেত্রে জমি যেন নদীর জল অপেক্ষা অন্ততঃ দেড় গজ উঁচু হয়)।

৭। সমুদ্র তীরের সমস্ত জমি (কিন্তু অত্যন্ত লোণা হলে চল্‌বেনা)।

৮। পার্ব্বত্য প্রদেশের উপত্যকা, অধিত্যকা বা অন্য কোন সমতল ভূমি।

৯। পোড়ো বাড়ী বা গরু বাছুর ও মানুষ যাতায়াত করে এমন কোন স্থান। (কারণ জীবজন্তুর মলমূত্র সারের কাজ করে)।

সূর্য্যকিরণ নারিকেল গাছের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। রৌদ্র লাগলে গাছ খুব সতেজ থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল দেয়। কোন গাছই ছায়ায় ভাল বাড়্‌তে পারেনা। নারিকেল গাছের পক্ষেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। নারিকেল গাছ ছায়ায় রোপন কর্‌লে সাধারণতঃ তার গোড়ার দিক্ অত্যন্ত মোটা এবং আগার দিক অত্যন্ত সরু হয়ে যায়, এবং সে গাছের কাছ থেকে একটীও ফল পাবার আশা করা বৃথা।

বেশ জোরে বাতাস বয়ে যায়, এমন যায়গায় নারিকেল গাছ পোতা উচিত। খোলা বাতাসে সমস্ত গাছ দুলতে থাকে এবং তাতে গাছের জীবনী-শক্তি ও সজীবতা বেড়ে যায়।

জমিতে চারা বসাবার সময় খুব কাছাকাছি বসাতে নেই, কারণ তাতে গাছ ভাল করে বাড়্‌তে পায় না। দুটা গাছের মাঝখানে অন্ততঃ বার গজ ফাঁক থাকা আবশ্যক। অবশ্য, মাটি যদি খুব ভাল হয়, তা হলে অত ব্যবধান রাখবার দরকার করেনা। আট দশ গজ অন্তর অন্তর এক একটা গাছ পুতলেই চলে।

বেশ গভীর করে গর্ত্ত খুঁড়ে তবে তাতে চারা বসান উচিত। জমি নরম হলে কম পক্ষে দেড় গজ লম্বা, চওড়া ও গভীর গর্ত্ত খুঁড়বে; আবার জমি যদি শক্ত হয় (যেমন পার্ব্বত্য প্রদেশের ভূমি) তা'হলে গর্ত্তের পরিমাণ অন্ততঃ ২ বা ২॥ গজ হওয়া প্রয়োজন। বেশী বড় করে গর্ত্ত খুলতে বল্‌ছি; কেননা—গর্ত্ত ছোট হলে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক শিকড় মাটির উপর বের হয়ে আসে। তাতে গাছের জোর কমে যায় এবং একটু বেশী ঝড়ঝট্‌কা হলেই বাগানের সমস্ত গাছ ধরাশায়ী হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। খুব ছোট চারা বসাবার সময় এ সব নিয়ম কানুন অক্ষরে অক্ষরে মেনে না চল্‌লেও ক্ষতি নেই; কিন্তু যদি চারার বয়স ২।৩ বছর হয় তা হলে গর্ত্তটীকে দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও গভীরতায় অন্ততঃ ২॥ গজ ক'রে খোঁড়া একান্তই প্রয়োজন।

চারা বসাবার অন্ততঃ ৩।৫ মাস পূর্ব্বে গর্ত্ত খুলে রাখা উচিত। গর্ত্ত খোঁড়া হ'লে তাতে শুকনা ঘাস, পাতা, ছোট গাছ প্রভৃতি জ্বালানি রেখে

আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। এতে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

প্রথমতঃ, সার দেওয়ার কাজ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উই প্রভৃতি ধরতে পারে না।

নূতন মাটীতে অনেক পোকা মাকড় বা পিপ্‌ড়ে থাকবার সম্ভাবনা। এই পোকা মাকড় কচি গাছের পক্ষে বড়ই অনিষ্টজনক। প্রথমে আগুন দিয়ে, পরে সার ব্যবহার কর্লে প্রায়ই ঐ সমস্ত উৎপাতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন চাষী বলেন ঐ রকম ভাবে গাছ পাতা প্রভৃতি পুড়িয়ে সার দেবার কোনই দরকার নেই। বিশেষতঃ নিম্নভূমিতে নূতন গর্ত্তে চারা বসানই অধিক বাঞ্ছনীয়

নার্শারী থেকে তুলে নেবার পর যত শীঘ্র সম্ভব তাকে বাগানে পোতা উচিত। যে দিন তোলা হবে সেই দিনই পুত্‌লে ভাল হয়; কারণ তা হইলে এক মাসের মধ্যেই গাছ বসে যায় অর্থাৎ নূতন শিকড় বেরিয়ে নূতন পাতা ছাড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু সেই দিনই পোতা যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে, তা'হলে তার পরদিন বা তার পরদিনই চারা বসিয়ে ফেলা উচিত। তবে যদি বেশ ছায়ায় খুব যত্ন করে রাখা যায়, তা'হলে, দেখা গিয়েছে যে সাত আট দিন পরে পুতেও গাছ খুব অধম হয়ে পড়েনি। কিন্তু এটা ঠিক যে নার্শারী থেকে তোলার পর বাগানে বসাতে যে অনুপাতে দেরী করা যাবে গাছের নূতন শিকড় ও পাতা ছাড়তেও সেই অনুপাতে বিলম্ব হবে।

গাছ বসাবার জন্য ২½ গজ পরিমিত যে খাদ খুড়তে বলেছি—তার ভিতরে আবার ছোট ছোট সুরঙ্গ বা গর্ত্ত খনন কর্ত্তে হয়। এই সব গর্ত্ত লবণ ও ছাই মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভরে, তার উপর কচি চারাগুলিকে এমন ভাবে বসান হয়, যাতে মূলের নারিকেলগুলি ঐ সার সংযুক্ত মাটিতে সম্পূর্ণরূপে ডুবে থাকে।

গাছ পোতা হয়ে গেলে তাকে খুব সতর্কতার সহিত রক্ষা করা উচিত যাতে বেশী রোদ না লাগে এইজন্য উপরে একটা মাচা বা ঐ রকমের অন্য কোন আচ্ছাদন বেঁধে দিতে হয়। যদি সমস্ত বাগানটী ঘেরা থাকে, তাহলে ভালই—নহিলে প্রত্যেক গাছটীকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। কচি চারা যেন কোন রকম আঘাত না পায়, কারণ তাতে তার শক্তির হানি হবে।

বাগানের জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে বালি না থাকলে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিত বালিমিশ্রিত সারের কিছু কিছু ঢেলে দেওয়া উচিত। নদীতীরস্থ বালি মাটীতে শুধু ছাই, এবং অন্যত্র এঁটেল মাটিতে শুধু বালি ব্যবহার কর্লেও চল্‌তে পারে। কোথাও কোথাও নারিকেলের সহিত একই গর্ত্তে হলুদ ও এরারুট গাছ পোতা হয়—উদ্দেশ্য, হলুদ বা এরারুটের গন্ধে গাছে পিপ্‌ড়ে বা ইঁদুর লাগতে পার্ব্বে না।

চারা বসাবার অন্ততঃ ছয় মাস পর পর্য্যন্ত গাছ-গুলিকে অত্যধিক রৌদ্র থেকে আড়াল করে রাখ্‌তে হবে এবং নিয়মিতভাবে জল দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ভিজে রাখ্‌তে হবে।

এখন গাছে কেমন ভাবে জল দেওয়া উচিত সেই কথা একটু বিস্তারিত ভাবে বল্‌ব। বাগানের মাটি যদি টাট্‌কা হয়, তা হলে চারা বসাবার প্রথম মাসে গাছে দিনে দুইবার করিয়া জল দেওয়া দরকার। দ্বিতীয় মাস থেকে পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত দিনে একবার করে দিলেই চল্‌বে। পঞ্চম মাসের পর থেকে তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত জল দেওয়ার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। তখন অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা করা উচিত, অর্থাৎ ২ দিন, ৩ দিন বা ৪ দিন অন্তর,

যখন যেমন দরকার। পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রথম নারিকেল ফলবার সময় পর্য্যন্ত এবং সমুদ্রতীরস্থ নিম্ন-ভূমিতে তারপরও গাছে নিয়মিত ভাবে জল সেচন করা হয়। এই শেষোক্ত স্থানের গাছে জল দেওয়ার একটা বিচিত্র উপায় আছে। কয়েকটা ১০।১২ ফুট লম্বা, ফাপা বাঁশ, গাছের পাশ থেকে মাটিতে পুতে দেওয়া হয়। তারপর গ্রীষ্মকালে এই সমস্ত বাঁশের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা জল নীচে, গাছের গোড়ায় ঢেলে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া গাছের পক্ষে খুবই উপকারী; কেননা নীচের মাটি জলে ভিজে নরম হ'য়ে যাওয়ায় নারিকেলের শিকড় খুব সতেজ হ'য়ে ওঠে এবং সহজেই খাদ্য সংগ্রহ কর্ত্তে পারে।

চারাগাছের গোড়ার মাটি নরম রাখবার জন্য অনেক সময় পানা বা অন্য কোন মূল বা পাতা দিয়ে চারিদিক চাপা দিয়ে রাখা হয়। কিন্তু তাতে একটু বিপদ আছে; কারণএরকম কর্লে উই বা অন্য কোন পোকা লাগ্‌তে পারে। কাজেই যদি লতাপাতা একান্তই ওভাবে ব্যবহার কর্ত্তে হয়, তা'হলে এমন পাতা বা মূল ব্যবহার করা উচিত যাতে সহজে পোকা ধরে না।

আমরা অনেকবারই সার ব্যবহার কর্ব্বার কথা বলেছি। কিন্তু তাই বলে রাশি রাশি সার ঢেলে দিলেই গাছ হু হু করে বেড়ে উঠ্‌বে না। বরং তাতে হিতে বিপরীত ঘট্‌বারই সম্ভাবনা খুব বেশী। এক এক সময় দেখা যায়, অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করায় চারা বেশ বেড়ে উঠ্‌ল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তার গোড়ার দিক মোটা আর আগার দিক সরু হয়ে গেল; এবং তাহার কিছুদিন পরেই আগা শুকিয়ে সমস্ত গাছটা মরে গেল। এ রকম প্রায়ই হয়ে থাকে। কিন্তু সকলে এর কারণ জানে না। অত্যধিক সার ব্যবহার কর্লে শামুক জাতীয় এক প্রকারের কীট গাছের গোড়ায় জন্ম নেয়। তারপর সে বড় হয়ে একে একে সমস্ত শিকড়ই কেটে দেয় বা খেয়ে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাছেরও জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। এই জন্য অনেক চাষীই বহুতর সার ব্যবহার কর্ত্তে নারাজ। তাঁদের মতে পচা মাছ, খৈল বা হাড়ের চেয়ে শুধু ছাই ব্যবহার করাই গাছের উন্নতির পক্ষে বেশী উপকারী।

সাধারণতঃ এক বৎসরের মধ্যেই গাছের নূতন পাতা বেরিয়ে চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়্‌তে থাকে। এই সময়ে গাছের গোড়া খুঁড়ে ফেলে মাসে মাসে একবার করে ছাই দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে। গাছের বয়স দু'বছর হবার পর থেকে প্রত্যেক বৎসরই বর্ষার প্রারম্ভে গাছের গোড়ার চারিদিকে অন্ততঃ ৩।৪ হাত যায়গার মাটি তুলে ফেলে, সেখানে ছাই ও শুক্‌না সার ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। সারা বর্ষাই এই রকম গোড়া খোলা থাকবে। বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলে— যখন আর বারি পাতের সম্ভাবনা থাকবে না—তখন আবার সেই তুলে-ফেলা মাটি দিয়ে গর্ত্ত বুজিয়ে দিতে হবে। ক্রমে ক্রমে গাছের বয়স যত বেশী হতে থাকবে, গর্ত্তের গভীরতাও তেম্‌নি কমিয়ে আন্‌তে হবে।

বৎসর বৎসর গাছের মূলে এই রকম রোদ্‌ বৃষ্টি, বাতাস ও হিম লাগাবার একটা মস্ত সার্থকতা আছে। প্রায়ই আমরা দেখ্‌তে পাই, অযত্ন রোপিত নারিকেল, তাল বা খেজুর গাছের গুঁড়ির নিম্নদেশে ঠিক মাটির উপর একটা শিকড়ের স্তূপ বা ঢিবি প্রস্তুত হয়। মাটির উপরে এই শিকড় জন্মান বৃক্ষের পক্ষে হানিকর। কিন্তু আমরা যে ভাবে প্রতিবৎসরই গাছের গোড়া খুলে ফেল্‌তে বল্‌ছি, তাতে মাটির উপর এই শিকড়ের স্তূপ জন্মাবার আদৌ সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয়তঃ, মাটী খুঁড়তে গিয়ে প্রতিবারই

পাশের অকর্ম্মণ্য শিকড়গুলি কেটে যায় এবং ফলে মূল শিকড়ের শক্তি আরো বেড়ে ওঠে।

গাছের মাথাটী সর্ব্বদাই বেশ পরিষ্কার রাখা উচিত। প্রত্যেক ডাগটীকে (নারিকেল পাতাকে ডাগ বলে) মাসে মাসে একবার করে ঈষৎ ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার, কারণ তা হলে সকল ডাগই বেশ ফাঁক্ ফাঁক্ থাকবে এবং একটা আর একটার ঘাড়ে পড়ে আলো এবং বাতাস থেকে তাকে বঞ্চিত কর্ব্বে না। তারপর প্রতিবৎসরই কয়েকবার করে গাছ ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এই গাছ "ছাড়ানর" অর্থ যে কি, তা বোধ হয় কাউকে আর নূতন কোরে বলে দিতে হবে না। পুরাতন ডাগ কেটে ফেলে ও গাছের মাথা থেকে সমস্ত রকম আবর্জ্জনা দূর করে গাছকে পরিষ্কার করে ফেলার নামই গাছ ছাড়ান। এতে মোচ বা চাঁপ (যা থেকে পরে নারিকেলের ফুল বের হয়) বেরুবার সাহায্য করা হয়। এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্তে হবে যে, কোন রকম আবর্জ্জনাই যেন গাছের মাথায় না জমে। অনেক সময় কাঠবিড়ালী, ইঁদুর, কাঠপিপ্ড়ে, বোল্তা ও নানা জাতীয় পাখী ডাগের ফাঁকে ফাঁকে বাসা বাঁধে। দু'দশদিন অন্তর পরীক্ষা করে সে গুলাকে দূর করে দিতে হবে। সকল প্রকারের পোকা, মাকড় ও ইঁদুরের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্ম নানা রকম উপায় অবলম্বিত হয়। সাধারণতঃ মার্চ্চ ও অক্টোবর মাসে লাল পিঁপড়ের উপদ্রব অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। তাদের তাড়াবার উদ্দেশ্যে গাছের মাথায় ছাই ও লবণগোলা জল ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

নারিকেল গাছের শত্রু অনেক এবং একটা গাছ যতদিন বাঁচবে, ততদিন তাকে এই সমস্ত শত্রুর হাত থেকে সযত্নে রক্ষা কর্ত্তে হবে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, অনেক সময় গেছো শামুকে নারিকেলের মূল কেটে দেয়। কিন্তু সময় সময় তা'রা আবার গাছের মাথায়ও বাসা বাঁধে এবং সেখানে ডিম পেড়ে ডাগের গোড়া কেটে, কচি নারিকেল মুচি খেয়ে, নানা রকমে গাছকে অত্যন্ত জখম করে ফেলে। আবার ইঁদুর এবং কাঠবিড়ালের অত্যাচার আরও সাংঘাতিক। তারা যে শুধু ডাব ও ডাগ নষ্ট করে তা'-নয়—গুড়িটাকে ফাঁফরা করে অনেক সময় আসল গাছটাকেই মেরে ফেলে। এ ছাড়া বাদুর আছে—বোল্তা আছে—লাল পিঁপড়ে আছে এবং আরও অনেক রকমের কীট পতঙ্গ আছে। এদের সব ধ্বংস কর্ব্বার জন্তে যে সব উপায় অবলম্বিত হয়, আমরা আগেই তার কয়েকটা উল্লেখ করেছি। ইঁদুর, বাদুর ও কাঠবিড়াল মারবার জন্তে অনেক সময় গাছের মাথায় সেঁকো বিষ রেখে দেওয়া হয়। কেউ কেউবা বন্দুকের গুলিতে দু'দশটাকে মেরে ফেলে; উদ্দেশ্য বাকী সব ভয়ে পালিয়ে যাবে। কেউ বা বাগানে অনেক ইঁদুর কল পেতে রাখে। এই উপায়ে একবার একটা প্রকাণ্ড বাগান থেকে কয়েক মাসের মধ্যে সাতশ' ইঁদুর মেরে ফেলা হয়েছিল। আবার কোন কোন চাষী গাছ কেটে রস বা তাড়ি বের করে। কিন্তু আমরা গাছে তাড়ি কাট্তে দেওয়াটা খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি না, কারণ গাছে তাড়ি পাত্লে সর্ব্বদা মনুষ্য সমাগমের দরুণ ইঁদুর কাঠবিড়ালী প্রভৃতির যেমন পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তাড়ির গন্ধে ইঁদুর বিড়াল এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গের উৎপাত আরও বেড়ে যাবার ঠিক সেই রকমই সম্ভাবনাও রয়েছে।

শুধু পোকা, মাকড় আর ইঁদুর কাঠবিড়ালীর হাত থেকে রক্ষা কর্ত্তে পার্লেই যে নারিকেল-চাষীর সকল কর্ত্তব্যই শেষ হয়ে গেল—তা নয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ নারিকেল বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি অনেক বড় বড় গাছ পোতা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা আদৌই ভাল নয়। নারিকেল

বাগানে সুপারি বা তালগাছ পোতা যেতে পারে বটে, কিন্তু আম জাম প্রভৃতি যে সমস্ত গাছের ডাল পালা বেরোয়, সে সব গাছ আদৌ পোতা উচিত নয়। তবে নারিকেল বাগানে আদা, হলুদ প্রভৃতি মূল জাতীয় চাষ অবাধেই করা যেতে পারে। তাতে নারিকেল গাছের কোনই ক্ষতি হয় না, অথচ চাষী ঐ সকল জিনিস বিক্রয় ক'রে যথেষ্ট লাভবান হতে পারে।

ভারতে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী

১৯২৬ সালের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ভারতে যতগুলি জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছে তাহার বিবরণ

নাম	এজেণ্টের, সেক্রেটারীর এবং যেখানে কোম্পানীর রেজেষ্ট্রী আফিস অবস্থিত তাহার নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন
Narayanganj Union Bank	Dir.—Jamini M. Paul, Narayanganj, Dacca, Bengal	ব্যাঙ্ক	৫০০০০৲
Laksmi Vilas Bank	Secy.—T. V. Sundarajuluchetter, Trichinopoly, Madras	„	১০০০০০৲
Crescent Bank of India	Dir.—Ahmad Hassan, McLeod Road, Lahore, Punjab	„	২৫০০০০০৲
Swadeshi Banking & Commercial Company	Mg. Dir.,—Kotu Mall, Bhagtanwala Gate, Amritasar, Punjab	„	৫০০০০৲
Dhubri Bank	Dhubri, Assam	„	১০০০০০৲

নাম	এজেন্টের, সেক্রেটারীর এবং যেখানে কোম্পানীর রেজেষ্ট্রী আফিস অবস্থিত তাহার নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন
Buddhist Trading & Banking Association	Dir.—M. M. Dutta, Cox's Bazar Chittagong, Bengal	টাকা দাদন ও ব্যাঙ্ক	১০০০০০৲
Nandina Loan and Trading Bank	Dir.—S. C. Roy, Nandina, Dist. Mymensingh, Bengal	,,	৫০০০০৲
Digpait Officers' Union Bank	Dir.—S. C. Roy Chaudhury, Digpait, Dist Mymensingh, Bengal	,,	৫০০০০৲
Dewanganj Oriental Bank	Dir.—M. Mehar Ali, Dewarganj Dist. Mymensingh, Bengal.	,,	৫০০০০৲
Industrial Bank, Baksiganj	Dir.—Md. M. Siddique, Baksiganj Dt. Mymensingh Bengal	,,	৫০০০০৲
Union Trading and Banking Co.	Dir.—A. Choudhury, Nisbelganj Dt. Rangpur, Bengal	,,	৫০০০০৲
Radhakantopur Loan Office	Dir.—N. Barman, Radhakantopur, Dt. Bogra, Bengal	,,	১০০০০০৲
Itakumari Loan Office	Dir.—P. K, Sen, Itadumari, Dt. Rangpur, Bengal	,,	৩০০০০৲
Puthimary Bank	Dir.—Joy K. Kahaly, Bennerchar, P. O. Kumarorchar, Dt Mymensingh, Bengal	,,	৫০০০০৲
Baruji Union Bank	Dir.—L. M. Dutta, Chandpur, Tippera, Bengal	,,	২০০০০৲
Melandah Union Bank	Dir.—S. C. Maitra, Melandah Bazar, Dt. Mymensingh, Bengal.	,,	১০০০০০৲
Pancha Khanda Loan Co.	Beani Bazar, P. O., Dt. Sylhet, Assam	,,	২০০০০৲
Coimbatore Basuveshwara-Nidhi	Dir.—L. Muthuswamy Chettiar, Coimbatore, Madras	,,	১০০০০০৲

নাম	এজেণ্টের, সেক্রেটারীর এবং যেখানে কোম্পানীর রেজেষ্ট্রী আফিস অবস্থিত তাহার নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন
Sri Krishna Vilasam Bank	Ezhamattur, Travancore	,,	৩০০০০০০৲
Malankara Bank	Thiruvalla, Travancore	,,	৩০০০০০০৲
Malabar Bank	Secy.—Kottayam, Travancore		
Pollachi-Anamalais Light Railway Co.	Mg. Agents—Madras Provincial Railway Co., Ltd., Coimbatore, Madras	,,	৩০০০০০০৲
Pollachi-Anamalis Light Ry.	Mg. Agents—Madras Provincial Ry. Co. Ltd. Coimbatore, Madras	রেলওয়ে	৫০০০০৲
Sengunthar Company	Mg. Dir.—S. R. M. Ramanatha Mudaliar, Ramnad. Madras	পুস্তক প্রকাশক ও ছাপাখানা	১০০০০৲
Bombay Chronicle Co.	Dir.—Nowroji Hormusji Belgam-vala, 139 Medows St. Fort, Bombay	,,	২০০০০০৲
Maharashtra Publishing House	Mg. Dir.—Vishwanath Ganesh Tamhanker, 815, Sadashiv Peth Poona, Bombay	,,	৫০০০০০৲
Publicity (India)	Dir.—Alfred Stewart Jacks, 17th, Elphinstone Circle, Fort, Bombay	,,	৫০০০০৲
Remington Typewriter Co., Punjab	Dir.—F. J. Hull Mall, Lahore, Punjab	টাইপরাইটার ডুপ্লিকেটার বিক্রেতা	২০০০০০৲
Howrah Engineering & Foundries	Dir.—Tinkori Roy, 43, Circular Rd., Khurut, Howrah, Bengal	ইস্পাতের গৃহ ও সেতু প্রস্তুত কারক	৫০০০০৲
Aligarh Electric Supply Co.	Water Works Road, Aligarh, United Provinces	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারস	২০০০০০
Tawadeintha Pagoda Electric Lighting Association	Tawadeintha Pagoda, Myaungmya, Burma	ইলেক্ট্রিসিটি প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী	১০০০০০০.

নাম	এজেণ্টের; সেক্রেটারীর এবং যেখানে কোম্পানীর রেজেষ্ট্রী আফিস অবস্থিত তাহার নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন
Toungoo Electric Supply Co.	No. 1, Street, Toungoo, Burma,	,,	১০০০০০০৲
Magwa Electric Supply Co.	Natmauk Rd., Magwe Town, Upper Burma	,,	৫০০০০৲
Tangail Improvement Co.	Dir.—N. K. Roy Choudhury, Tangail, Dt. Mymensingh, Bengal	ময়দা প্রস্তুত-কারক ইত্যাদি	৫০০০০৲
New Sunderban Match Factory	Mg. Agent—U. N. Kar, 4, Lyons Range, Calcutta, Bengal	ম্যাচ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা	২০০০০০৲
Bengal Educational Film Co.	Dir.—S. N. Guha, 43-2, Harrison Road, Calcutta, Bengal	শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ক ফিল্ম প্রস্তুতকারক	৫০০০০০৲
Joregacha Trading Co.	Dir.—Dr. Md. Jasmahilla—Joregacha, P. O. Durgahatta, Dist. Bogra, Bengal	চাউল, ময়দা ও চিনি ক্রেতা বিক্রেতা আমদানী ও রপ্তানিকারক	১০০০০৲
Udhania Fish Cultivating and Trading Corporation	Dir.- S. L. Roy, Udhania P. O. Dist. Pabna, Bengal	মৎস্য রক্ষা ও উৎপন্নকারক	০০০০০৲
Islam Mission Co.	Dir.- Md. A. A. Bhuia, Uttor Vashania, P. O. Balapur, Dacca, Bengal	তৈল সরবরাহকারী	২০০০০৲
Hindustan Petroleum Co.	Mg. Dir.—Mir. Zamam Hussian, Madras	পেট্রোলিয়াম আমদানীকারক	২০০০০৲
Rafeik Company	Dir.—S. B. Hudlidar, Wake-field House, Ballard Estate Fort, Bombay	আমদানী ও রপ্তানিকারক	২০০০০৲
Bundi Agricultural Syndicate	Dir. —Hukam Chund Bhasin, Khanewal, Punjab	তুলার বীজ ক্রেতা ও সরবরাহকারী	১০০০০০০৲

নাম	এজেন্টের, সেক্রেটারীর এবং যেখানে কোম্পানীর রেজেষ্ট্রী আফিস অবস্থিত তাহার নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন
Lukmi Gotta Company	Dir. Hari Ram Kapur, Jullundur City, Punjab	স্বর্ণব্যবসায়ী	২০০০০৲
Pawan Kumar Byopar Co.	Dir.—L, Dhani Ram, Giddar Baha, Punjab	শস্য ও তৈলের এজেন্ট	১০০০০০০৲
Sheikhupura Trading Co.	Dir.—L, Diwan Chand, Sheikhupura, Punjab	ব্যবসায়ী ও	১০০০০০০৲
Sri Krisna Byopar Company	Dir.—L, Bajrang Dass, Mandi, Labwali, Punjab	কমিশন এজেন্ট ও শস্য বিক্রেতা	৭৮০০০৲
Peerless Tea Company	Dir.—Prafulla Ch. Chakra, Comilla, Bengal	চায়ের আবাদকারী	২০০০০০০৲
Anima Tea Company	Dir.—S. P. Gupta, Baidyabatty, Dist. Hoogly, Bengal	,,	১০০০০০৲
Dibru-Sadiya Tea Company	Dir.—K. K. Sen, 24, Strand Road, Calcutta	,,	৪০০০০০৲
Panbarry Tea Comyany	Mg. Agents—Octavious Steel & Co, Ltd., 14, Old Court House Street, Calcutta	,,	৬০০০০০০৲
Coonoor Tea Estates Company	Dir.—J. N. Smith, Nilgiris, Coimbatore, Madras	,,	৪০০০০০৲
Hsum Hsai Coffee Estates	West Moat Rd., Mandalaya, Burma	কাফি আমদানীকারক	১৫০০০০৲
Purunad Plantations	Mg. Director—Purunad, Travancore	চা ও রবার উৎপন্নকারী	৩০০০০০৲
Self-Reliance Syndicate	Manager—Ratangiri Estate, near Konni, Travancore	রবার উৎপন্নকারী	৫০০০০৲
Bengal Oriental Bank	Dir.—Kumud Ranjan Roy Chaudhury, Comilla, Dist, Tipperah, Bengal	ব্যাঙ্ক	২০০০০০৲

নাম	এজেন্টের, সেক্রেটারীর এবং যেখানে কোম্পানীর রেজেষ্ট্রী আফিস অবস্থিত তাহার নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন
Chelikhola Model Bank	Dir.—Durga M. Dass Gupta, Chelikhola, P. O. Satmora Dt. Tipperah, Bengal	,,	৫০০০০৲
Tripura Popular Bank	Dir.—Monoranjan Roy, Comilla, Bengal	,,	১০০০০০৲
Kulkandi Banking & Trading Co.	Dir.—Mohamed Meher Ali, Kulkandi, P.O. Gillabare, Bengal	টাকা দাদন	২০০০০৲
New Shariakanni Bank	Dir.—Bhowaniprosad Sen, Shariakandi, Gossainbari P.O. Dt. Bogra, Bengal	টাকা দাদন	১০০০০০৲
Beltail Loan Office	Dir.—Jogendra M. Nandi, Beltail, P. O. Fulkocha, Dt. Mymensingh, Bengal	টাকা ধার দেওয়া	৫০০০০
Hatiya Loan Office	Dir.—Gonesh Ch. Gopi, Hatiya, P. O. Islampur, Dt. Mymensingh, Bengal	,,	৫০০০০৲
Kamalpur Popular Bank	Dir.—Nasir Uddin Sarkar, Kamalpus, Shaharpara, Chandanbaisa, P. O. Dt. Bogra, Bengal	,,	১০০০০০৲
Kasumbi Krishi and Banking Samiti	Dir.—Kashi Nath Kundu, Kusumbi, P. O. Adamdighi, Dt. Bogra, Bengal	,,	৫০০০০৲
Jalalpur Loan Co.	Dir.—A. R. Chaudhury, Dagi, P. O. Jalalpur, Mymensingh, Bengal	,,	৫০০০০৲
Tangail Union Bank	Dir.—Surendra M. Ghose, Tangail, P. O. Mymensingh, Bengal	,,	১০০০০০৲
Bengal United Bank	Dir. A. K. Bose, Jamalpur, Mymensingh, Bengal		১০০০০০৲

Bhelamari Loan Office	Dir —Bharat Ch. Biswas, Bhelamari, P. O. Gunaritola, Dt. Mymensingh, Bengal	"	৫০০০০৲
Lasmanpur Gupinath Bank	Dir.—Soshi M. Ghosh, Lasmanpur, P. O. Sherpur-Town, Mymensingh, Bengal	"	৫০০০০৲
Mukshudpur Loan Office	Mukshudpur, P. O. Sherpur-Town Mymensingh, Bengal	"	৫০০০০৲
Mogalhat Loan Office	Dir.—B. Chandra Banerji, Mogalhat, Dt. Rangpur, Bengal	"	১০০০০০৲
Anandale Co.	B-4, Clive Building, Calcutta	সেয়ার ও ষ্টকের ব্যবসা	৮০০০০০৲
Crichton Trust	6, Royal Exchange Place, Calcutta.	"	২০০০০০০৲
Provident Investment Co.	Dir.—F. E. Dinshaw, 54, Esplanade Road, Bombay	টাকা ধার দেওয়া	৫০০০০০৲
Coimbatore Sri Shanmuga Vilas Nidhi	Dir.—C. S. Doraiswamy Ayyar, Coimbatore, Madras	ঐ	১০০০০০৲
Pravithanam Yuva Jana Pariposhana Co.	Pravithanam, Travancore	ঐ	২০০০০৲
City Bank	Trivandrum, Travancore	হুণ্ডীর ব্যবসায়	৫০০০০০৲
National Provident Co.	128, Mall, Cawnpore, United Provinces	প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স	২০০০০৲
Central Provident and General Assurance Co.	Date Building, Walker Road, Nagpur, Central Provinces	"	১০০০০০৲
Calcutta Book Depot	Dir.—Surendra N. Biswas, 204, Cornwallis St., Calcutta.	পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক	১০০০০০৲
P. R. Krishna & Co.	Mg. Dir.—V. M. Arumuga Mudaliar, North Arcot, Madras	প্রিণ্টিং ও প্রকাশক	২০০০০৲
Abyudhaya Printing Works	Kumaranalloor, Travancore.	"	২০০০০৲
Techno-Industrial Laboratory	Dir.– S. B. Hudlikar, Wakefield House, Ballard Estate, Fort, Bombay.	ক্লিনিক্যাল কার্য্য	২০০০০৲

Indian Galvanizing Co.	Mg. Agents—Balmer, Lawrie & Co. Ltd., 103, Clive Street, Calcutta	যন্ত্রপাতি প্রস্তুত কারক ৪১০৫১০৲
Karmar Kshatriya Co.	Dir.—J. Ch. Deb, Brahmanbaria, Tippera, Bengal	ঐ ব্যবসায় ১০০০০০৲
Bose Mitter & Co.	52-3-A, Mirzapore Street, Calcutta	মেকানিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারস্ ১০০০০৲
Bombay Radio Co.	Mg. Dir.—Abdulla Fajalbhoy, Marine Lines Queens Rd., Bombay	বিনাতারে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ১০০০০০৲
Meerut Electric Supply Co.	Mg. Dir.—R. K. Nehra, 3, Burn Bastion Rd., Delhi.	আলো ও ইলেক্‌ট্রিসিটি সরবরাহকারী ১৫০০০০০৲
Baluchistan Electric Supply Co.	Quetta	ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও পাওয়ার কোংএর ব্যবসায় ১০০০০০০৲
Hadinbol China Clay Lodge, and Colour Works	Dir.—L. S. Haldipur Dias Grant Rd., Bombay	চুণ, সিমেণ্ট ইত্যাদি বিক্রেতা ৩০০০০০৲
Curado & Co.	127-A, Bowbazar St. Calcutta	মটর লরী ও বাসের এজেণ্ট ২০০০০০৲
Planters' Union & Trading Co.	Chittagong, Bengal	এজেণ্ট ৫০০০০৲
Gujrat Soap & Industrial Works	Agents—Pritamrai & Co. Banikar's Bungolow, Baroda	সাবান ও সুবাসিত দ্রব্য প্রস্তুতকারী ১২৫০০০
Chandpara Moslem Trading Society	Dir.—Mahd. A. Mandal. Chandparahat Govindagunj Post. Dt. Rangpur, Bengal	কাপড়ের ব্যবসায়ী ৫০০০০৲
Bombay House.	Dir.—Sh. Yakub Ahmad, Lahore	ঐ ব্যবসায়ী ১০০০০০৲
Pampkar Trading Co.	Dir.—Fateh Chandra, Mandi-dabhawali, Dt. Hissar, Punjab	এজেণ্ট ৩০০০০৲

Madan Gopal & Co.	Mg. Dir.—L. Madan Gopal, Garstin Bastion Rd., Delhi	কনট্রাক্টর	১০০০০০৲
Mahadok Film Co.	38, Creek Street, Rangoon, Burma	ফিল্মস্ প্রস্তুত কারী	২০০০০৲
Goraksha Sanghom	Ethimanoor, Travancore	গবাদি পশু লালন	২০০০০৲
			৫৮১০৫১০৲
Bengal Hosiery Mills	Sirajganj, Pabna, Bengal,	গেঞ্জির কল	৩০০০০৲
Dacca Hosiery Mills	Dir.—A. K. Ghosal, 65, Patuatuli, Dacca	,,	১০০০০৲
Khandesh General Commercial and Trading Company	Mg. Agents—Patel Sheikh Mehebub Niman Khan & Co. Amalner, Dist. East Khandesh, Bombay	,	১০০০০০৲
Rajagiri Estate	Alleppey	রবারের চাষ	৬০০০০০৲
Manikganj Trade and Commerce Developement Syndicate	Dir.—K, C, Mozumdar, Manikganj, Dacca, Bengal,	জমী ও সম্পত্তি ক্রয় করা	১০০০০০৲
Raja D. N. Mullick & Sons	25, 25-1, Sobharam Bysak's Lane, Calcutta	,,	১৬০০০০০৲
Calcutta Sporting Club	Dir.—Sisir Bose, 3-1, Mangoe Lane, Calcutta	খেলার ক্লাব	১০০০০৲
Avenue Hotel	Dir.—S. K. Guha, 36, Central Avenue, Calcutta	হোটেল	২০০০০৲
Agricultural and Livestock Improvement Company	Secy.—A. C. Ramasami Chettiar, Tinnevelly, Madras	কৃষির উন্নতি	২০০০০৲

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, গত বৎসর নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সমগ্র ভারতে ১০৭টী কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল ; তন্মধ্যে এক বাংলা দেশেই ৫৬টী কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র ভারতে যত কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকের বেশী এক বাংলাদেশেই রেজেষ্ট্রী হইয়াছে।

এইবার দেখা যা'ক, এই ৫৬টী কোম্পানীর মধ্যে কতগুলি নূতন নূতন শিল্প সংগঠনের জন্য গঠিত হইয়াছে, আর কতগুলিই বা কেবল কর্জ্জ দাদনের জন্যই গঠিত হইয়াছে। আমরা হিসাব করিয়া দেখিলাম, এই ৫৬টী কোম্পানীর মধ্যে ৩০টী অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশী কেবল কর্জ্জ দাদন দিবার জন্যই গঠিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকের ব্যাঙ্ক শাখা

থাকিলেও প্রকৃত ব্যাঙ্কিংএর কাজ কেহই করেন বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের আসল এবং একমাত্র কাজই হইতেছে, টাকা দাদন দিয়া সুদ খাওয়া। এই সকল কোম্পানী গঠিত হইলে ইহাই প্রকাশ পায় যে, দেশের লোকের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হইতেছে এবং ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আগে হয়ত স্থানে স্থানে এক জন মহাজন অথবা কুসীদজীবি টাকা লইয়াই সুদ ভোগ করিতেন; আর এখন এই সকল ব্যাঙ্ক বা লোন কোম্পানী গঠনের অর্থ এই যে, এই সকল বিভিন্ন কুসীদজীবি বা সুদখোর একাকী সুদ না খাইয়া বদ্ধ হইয়া একটা Organisation বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া organised বা সংঘবদ্ধভাবে লগ্নীর কারবার করিয়া কর্জ্জ দাদন দিয়া দেশের ঋণ-গ্রস্ত লোকদিগকে আরও ঋণজালে জড়াইয়া ও ডুবাইয়া তাহাদেরও ভিটা-মাটি ও সম্পত্তি গ্রাস করতঃ দেশের সম্পত্তিগুলি কেবল হাত বদলাইয়া লইতেছেন মাত্র।

ইঁহারা একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সম্মিলিত মূলধন যদি দেশের শিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের সাহায্যকল্পে নিয়োগ করিতেন এবং যাহারা এই সকল কাজে লিপ্ত আছে, তাহাদিগকে ঋণ দিয়া প্রকৃত ব্যাঙ্কের কাজ করিতেন, তবে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইত। তাহা না করিয়া, ব্যক্তিগত সুদ খাইবার পেশা তুলিয়া দিয়া সংঘবদ্ধভাবে বৃহদাকারে কুসীদজীবির ব্যবসা পত্তন করিয়া দেশের প্রকৃত হিত কিছুই সাধিত হইতেছে না; কেবল দেশের লোকের ঋণভার আরও বাড়াইয়া তুলিয়া রাম, শ্যাম, যদু, মধুর সম্পত্তিগুলি এই সকল কুসীদজীবি কোম্পানী সমূহের করতলগত হইতেছে মাত্র। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আকারে ভবিষ্যতে আমাদিগের আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল। তবুও ইহার মধ্যে একটা আশার কথা এই যে, বাকী ২৬টী কোম্পানী নানারূপ শিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যবসায় করিবার জন্যই গঠিত হইয়াছে। যাঁহারা এই গঠন-কার্য্যে হাত দিয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা নিজেদের চেষ্টা সফল করিয়া তুলিবেন।

—:o:—

মুরগী-পালন

গৃহপালিত মুরগীর উপর জলবায়ুর প্রভাব।

অন্য দেশ হইতে আনীত মুরগীকে থাপ খাওয়াইতে যে সকল বেগ পাইতে হয়—তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বেই বলেছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝিয়াছি যে, মুরগী-পালকদিগের পক্ষে acclimatization একটা খুব প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে তেমন গ্রাহ্য করেন না। নিম্নে ফারম্ পোল্ট্রি (Farm Poultry) হইতে যে বিষয়টী উদ্ধৃত করা হইল তাহা সকলেরই মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। সকলেই বেশ ভালরূপেই জানেন যে অবস্থার পরিবর্ত্তন, বিশেষতঃ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতের বিশেষ রূপান্তর সংঘটিত হয় এবং এই পরিবর্ত্তনের উপর তাহাদিগের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। তথাপি ইহা জানা সত্বেও অনেকে ইহার প্রভাব স্বীকার করিতে চা'ন না, কিম্বা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেন না। সকলেই জানেন যে গরু কিম্বা ঘোড়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া গেলে সেখানকার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইতে তাহাদিগের কিছু সময় লাগে; এই সময়ের কাল সাধারণতঃ এক বৎসর ধরা হইয়া থাকে; আবার এমন কতকগুলি জন্তু আছে যাহাদের ধাত্ এই পরিবর্ত্তনে নূতন অবস্থার সঙ্গে কিছুতেই খাপ্ খায় না, পণ্ডিত জন্তুক্রেতাগণ যখন কোনও পশু ক্রয় করেন তখন মুরগী পালকদের অপেক্ষা খুব ভাল ভাবেই ঐ বিষয়টী বিবেচনা করিয়া পশ্বাদি ক্রয় করিয়া থাকেন।

মুরগী খরিদ করার সময়েও এই acclimatization এর প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাকৃততত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে—তা' সে পরিবর্ত্তন পারিপার্শ্বিক হিসাবে যতই সামান্য হউক না কেন, কোন না কোন উপায়ে প্রাণীদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করে।

একটা কোন বিশেষ অবস্থার মধ্যে থাকার দরুণ প্রাণীদের দেহ একরূপ ভাবে গঠিত হয় এবং সেই অবস্থানুযায়ী তাহার স্বভাবও এরূপ ভাবে গঠিত হয় যে, সেই বিশেষ অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রাণীদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকিতে পারে না। সকল সময়েই যে এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তনে অনিষ্ট হয়, তাহা নহে। কখন কখন দেখা যায় যে, স্থান পরিবর্ত্তন কোন ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের উপর সুন্দর ফল ফলে তাহারা—পূর্ব্ব স্থান অপেক্ষা পরিবর্ত্তিত স্থানে আসিয়াই বেশী বলশালী ও মোটা হয়, কখন কখন এই পরিবর্ত্তন অনভ্যস্ত কার্য্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া দেয় এবং তাহার দ্বারা দুর্ব্বলতা দূর হয়, আবার কখন কখন দেখা যায় যে, এইরূপ পরিবর্ত্তনে প্রথমতঃ একটু ক্ষতি হয়, কিন্তু মজ্জাগত অভ্যাসটা শীঘ্র দূর হইয়া যায় এবং পূর্ব্বের অবস্থার ন্যায় শীঘ্রই বলশালী ও দৃঢ় হইয়া উঠে।

আবার কখন কখন এমনও হয় যে প্রথমেই পরিবর্ত্তনে সমূহ ক্ষতি হয় এবং অবশেষে ইহা হইতে

খুব খারাপ ফল বর্শে। এই যে বিভিন্ন প্রকার নিয়মের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা কোন বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে ভাগ করা যাইতে পারে না —একটা হইতে অন্যটার মধ্যে অলক্ষিতে চলিয়া যায়।

এখন দেখা যাক্, মুরগী বা মুরগীপালকদিগের পক্ষে এই বিষয়টা কিরূপ খাটে। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনেকে উত্তমরূপে জানিতেন এবং মুরগীকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করার দরুণ প্রকৃতি কতখানি বাধা দান করে তাহা যদি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান ব্যবসায়ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম নিষ্ফল দেখা যাইতেছে, তাহা শতকরা নব্বই ভাগ কমিয়া যাইত। ডিম এবং মুরগীর ক্রেতা ও বিক্রেতার জানিয়া রাখা উচিত যে, স্থান পরিবর্ত্তনে—তাহার দূরত্ব যতই কম হউক না কেন, অনেক সময় পাখীর স্বভাবের এবং তাহার দেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কোন উপায়ে ঐ পরিবর্ত্তনকে রোধ করিবার সাধ্য নাই।

প্রাণীদিগকে স্থান পরিবর্ত্ত করাইলে, নূতন অবস্থার সঙ্গে কোন প্রাণী বেশ সহজেই খাপ্ খাইয়া যায়; কি কারণে অথবা কি উপায়ে ইহা সাধিত হয় তাহা সঠিক বলা শক্ত; কারণ যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে এই নির্ণয়ের কোন উপায় বা পথ নাই। স্থান পরিবর্ত্তনে একটা মুরগীর যাহাতে উপকার হইল, তাহাতেই আবার অন্য মুরগীর অনিষ্ট হইল। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে দুর্ব্বল মুরগী এই পরিবর্ত্তনে বেশ টিকিয়া গেল, কিন্তু অধিকতর বলশালী মুরগী হয়ত এই পরিবর্ত্তনে টিকিতে পারিল না; এ বিষয়ে যতদূর খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, এই নূতন অবস্থার সঙ্গে টিকিয়া যাওয়া বা খাপ খাওয়া, পাখীর শক্তির উপর নির্ভর করে না, পরন্তু তাহাদের মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে এবং নূতন অবস্থার সঙ্গে মিলিবার এমন একটা আভ্যন্তরিক ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা কোন পক্ষী বিশেষ অতি সহজেই এবং সত্বরেই এই নূতন অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আপনার প্রকৃতির সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারে।

একই আবহাওয়া বিশিষ্ট দেশের মধ্যে দুইটা বিভিন্ন স্থানের সৌসাদৃশ্য থাকিলেই যে সেই স্থানের মধ্যে মুরগীকে স্থান পরিবর্ত্তন করাইলে তাহাদের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে স্থান পরিবর্ত্তন মাত্রেই পাখীর স্বভাব কিছু না কিছু বদলাইবেই। যে কোন দুইটা স্থানই যে সকল বিষয়ে এক হইবে এমন কোন কথা নাই। যদিও আমরা—আবহাওয়ার মধ্যে বিভিন্নতা দেখিতে পাই না, তাহাদের কার্য্য হইতে আমরা এই বিভিন্নতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি; এবং তাহার পর যেমত আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি সেইরূপ ভাবে নূতন স্থানের প্রভাব তাহার উপর পরিলক্ষিত হয়, এবং তাহার স্বভাব এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়া প্রত্যেক বিশিষ্ট মুরগীর উপর নির্ভর করে, এবং পরিবর্ত্তনের ফলাফল অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে। সে বিষয়ে আমাদের কোন হাত বা ক্ষমতা নাই। কোনও একটা বিশেষ দল বা অংশ অথবা সমস্ত মুরগীর দলই acclimatized হয় কিনা, কোন্ পাখীর নূতন অবস্থা শীঘ্র গ্রহণ করিবার দিকে বিশেষ ঝোঁক্ আছে, তাহা জানিবার একমাত্র উপায় পাখীকে সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যে ফেলিয়া পরীক্ষা করা। ইহা ব্যতীত জানিবার আর কোন উপায় নাই।

মুরগী বা মুরগীর ডিম্ ক্রয় কালীন ক্রেতাগণকে সর্ব্বদা এই ঘটনাগুলি মনে রাখিতে হইবে এবং বেশ বিবেচনার সহিত যেন এই কার্য্যগুলি সংঘটিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের দ্বারা হয়ত সম্মুখে কোন ক্ষতি বা লোকসান হইতে পারে না বরং তাহার দ্বারা তাহারা সুফলই লাভ করিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সব কার্য্য করিতে হইবে।

আমার মনে হয়, যে সকল পক্ষীর আবহাওয়া পরিবর্ত্তনে সুফল ফলিয়াছে, নূতন স্থানে অন্ততঃ এক বৎসর না থাকা পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা ডিম ফুটান উচিত নয়। এক সময় আমার মত ছিল যে, যে ঋতুতে স্থানান্তরিত করা হইবে সেই অনুযায়ী সময়ের কম বেশী হইবে ; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা আমার ঐ মত বদলাইয়া গিয়াছে।

অনেক লোক অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে মুরগী আমদানী করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে ইংলণ্ড হইতে আনিত মুরগী অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ার মুরগীই বেশী উপকারে আসে। যদি অষ্ট্রেলিয়া হইতে জাহাজে করিয়া মুরগীকে কলম্বোতে পাঠান যায় এবং তাহার পর ট্রেনে বা ষ্টিমারে ভারতের বন্দরে পাঠান যায়, তাহা হইলে পনের হইতে কুড়ি দিনের মধ্যে উহা ভারতে পৌঁছিতে পারে।

মুরগীর ব্যাধি

মুরগী একবার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে, সে রোগের প্রতিকার অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা রোগ হইতে না দেওয়া ভাল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন মুরগীর খুব কঠিন ব্যারাম হয়, তখন তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া মাটীতে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পুঁতিয়া ফেলা বা উহাকে, অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই ছাই পুঁতিয়া ফেলাই যুক্তিসঙ্গত।

মুরগীদিগের মধ্যে যে সকল ব্যাধি হয় তাহার প্রধান কারণ নোংড়া ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস করা; খুব ঘ্যাঁসাঘেঁসি ভাবে অবস্থান করা, অপরিষ্কার জল ও খাদ্য গ্রহণ এবং রৌদ্র বাতাস হীন আবদ্ধ ময়লা গৃহে বাস করা ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় মুরগীরা যে সকল ঘরে থাকে, তাহা বিষ্ঠার দুর্গন্ধে ও মশা মাছির উপদ্রবে পরিপূর্ণ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবেই যত সব রোগ উৎপন্ন হয়। মুরগীকে যদি আলো বাতাস হীন গৃহে অথবা অনেক মুরগীকে খুব গাদাগাদী ভাবে রাখা যায় তাহা হইলে তাহাদের পীড়া অবশ্যম্ভাবী। তাহারা ভিজা জায়গার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, এরূপ স্থানে অবস্থান করিলে, তাহাদের পালকের মধ্য দিয়া জল দেহে প্রবেশ করে এবং তাহতে তাহাদের সর্দ্দি লাগে। যে সকল মুরগীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানা নাই, এরূপ নূতন মুরগীকে নিজের পালিত মুরগী হইতে অন্ততঃ এক মাস কাল আলাদা জায়গায় রাখিবে। তাহাদের খাদ্য দ্রব্যের জন্য যে পাত্র ব্যবহার করা হইবে, তাহা যেন অন্য পাখীকে ব্যবহার করিতে দেওয়া না হয়। কখন এমনও দেখা যায় যে একটা পাখীর পীড়ায় দলের সমস্ত পাখীর মধ্যে ব্যাধি সংক্রামক হইয়া পড়ে এবং তাহাতে উহাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। এজন্য অজ্ঞাতকুলশীল নূতন মুরগীর মুখ, গলায় ডিপথিরিয়া আছে কিনা; এবং তাহার নাসারন্ধ্র, মাথা, পা এবং পালক ইত্যাদিও উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

মুরগী রোগগ্রস্ত হইলেই প্রথমেই তাহাকে অন্যান্য মুরগী হইতে স্থানান্তরিত করিবে, এবং তাহাকে একটী বেশ ছোট শুকনা গরম এবং উত্তম

বায়ু চলাচল বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলে ঐ পীড়িত পাখী রোগ মুক্ত হইবার সুযোগ পাইবে এবং অন্যান্য পাখীদের মধ্যে এ রোগ বিস্তার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পীড়িত মুরগীকে গরম রাখা, উপযুক্ত পরিমাণে খাবার দেওয়া ও শান্ত ভাবে পরিচর্য্যা করা, রোগের কারণ নির্ণয় করা এবং তাহা দূর করা কর্ত্তব্য। যে সকল পাখী পীড়িত হয় নাই তাহারা আর যাহাতে রোগ-গ্রস্ত না হয় সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে আর তাহাদের পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মুরগী যে স্থানে থাকে এবং যেখানে পীড়িত মুরগী অবস্থান করে, সেখানে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কার্ব্বলিক এসিড অথবা ফেনাইল চুর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আট আউন্স উৎকৃষ্ট ফিনাইলএর সহিত তিন কিম্বা চারিসের পরিষ্কার বালি মিশ্রিত করিলেই ফিনাইল চুর্ণ প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

মুরগীর রোগকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিব—

প্রথমতঃ—সাধারণ এবং সহজ ব্যাধি।

দ্বিতীয়তঃ—কঠিন ব্যাধি কিন্তু সংক্রামক নয়।

তৃতীয়তঃ—সংক্রামক রোগ।

১। সাধারণ এবং সহজ ব্যাধি

পালক উঠা

যখন পালক উঠিতে থাকে তখন পক্ষী শাবকগণ ঝুঁকিতে থাকে এবং অত্যন্ত কষ্ট পায়, বিশেষতঃ বর্ষা এবং শীত ঋতুতে তাহাদের এই কষ্ট অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। যে সকল শাবকের পালক খুব শীঘ্র উঠে তাহারা অত্যন্ত কষ্ট পায়। শীঘ্র শীঘ্র অত্যধিক পরিমাণে পালক উঠিলে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং তাহাদের বৃদ্ধি কমিয়া যায়।

ভিজা এবং স্যাঁতসেঁতে স্থান হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিবে এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে তাপ দিবে। ডানা এবং লেজের পালক ছাঁটিয়া দিবে। তাহাদিগকে একদিন অন্তর কিছু কিছু মাংস দিবে। তাহাদের পান করিবার জলে কয়েক-ফোঁটা পারিসের কেমিকেল ফুড (Parrish's Chemical Food) দিবে অথবা একটু সামান্য পরিমাণে ডগ্‌লাসের মিক্‌চার (Douglas' Mixture) দিবে। পাখীর সকালবেলাকার খাদ্যে একটু করিয়া পোল্‌ট্রি পাউডার (Poultry Powder) দিবে এবং এইরূপ সপ্তাহে দুইবার কিম্বা তিনবার দিবে।

পালক ছাড়া

এমন কতগুলি মুরগী আছে যাহারা পালক ত্যাগ করিবার সময় অত্যন্ত কষ্ট পায়। এই সময়ে যদি যত্ন না লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যায় অথবা মরিয়াও যাইতে পারে। কিন্তু যদি এই সময়ে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা এবং উপযুক্ত ভাবে খাওয়ান যায়—তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। যে সকল পাখী খুব মোটা তাহারা এই সময়ে অত্যন্ত কষ্ট পায়। পালক ত্যাগ করিবার সময় মোরগ মুরগীকে একসঙ্গে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়।

স্যাঁতসেঁতে স্থান, ঠাণ্ডা বাতাস ও অত্যধিক উত্তাপ হইতে পাখীকে রক্ষা করিবে। যদি দেখা যায় যে পাখী রোগা হইয়া যাইতেছে বা অসুস্থতা বোধ করিতেছে তাহা হইলে উহাকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুধের সঙ্গে ছাতু মিশাইয়া খাইতে দিবে এবং দিনান্তে একবার কিছু মাংস খাইতে দিবে। কিছু সালফার অথবা পোল্‌ট্রি পাউডার (Poultry Powder) এবং ডগলাসের মিক্‌চার (Douglas' Mixture) প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া দিবে।

যে সকল পাখীর একটু বয়স বাড়িয়াছে তাহাদের ডানা, লেজ অথবা পা হইতে যদি পুরাতন পালক ধীরে ধীরে টানিয়া তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাদের খুব উপকার হয়। পক্ষীর দেহে যাহাতে উকুন জন্মাইতে না পারে, সে বিষয় দৃষ্টি রাখা উচিত। তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে সবুজ টাট্‌কা খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত এবং যদি সম্ভব হয়, তাহাদিগকে লম্বা দৌড়াইতে দিতে হয়।

নষ্ট পালক

পালক ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পাখীর পালক নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ, পোকা ও সবুজ টাট্‌কা খাদ্যের অভাব।

এই সময় তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে সবুজ টাট্‌কা খাদ্য ও ধুলায় থাকিতে দেওয়া উচিত, তাহাদিগকে অন্যান্য মুরগী হইতে দূরে রাখিয়া দেওয়া উচিত; এবং যাহাতে তাহারা স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা বাতাস হইতে দূরে থাকিয়া গরম থাকে সে দিকে নজর রাখা উচিত। খাদ্যের সঙ্গে সালফার (Sulphur) অথবা পোল্‌ট্রি পাউডার (Poultry Powder) দিবে।

নরম ডিম

কতকগুলি মুরগী আছে যাহারা নরম খোলার ডিম পাড়ে অর্থাৎ ডিমের উপরিভাগটা কেবল চামড়া দ্বারা আবৃত থাকে। এইরূপ ডিম হওয়ার প্রধান কারণ চূণের অভাব অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে আহার। আবার কখন কখন পাখী ভয় পাইলে অথবা পোকার জ্বালায় অস্থির হইলেও এইরূপ ডিম পাড়ে। খাদ্যে যাহাতে চূণের ভাগ উপযুক্ত পরিমাণে থাকে তাহা করা উচিত, খাদ্য কমাইয়া দেওয়া দরকার, বিষাক্ত কীট্‌ যাহাতে দেহে জন্মাইতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং বেশ শান্তভাবে পাখীকে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পায়ের রোগ

কখন কখন মুরগী [illegible] জন্মিয়া ইহাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। [illegible] হা সংক্রামক ব্যাধি। ইহার জন্য তিন দিবস কাল প্রত্যেক দিন সকালে পাখীর পা কেরোসিন তৈল বা কিয়ৎপরিমাণ ফেনাইলের দ্বারা ধৌত করিয়া দিবে। যদি ইহার দ্বারা ধৌত করান না হয় তাহা হইলে গরম জল ও সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া দিবে। ইহা ব্যতীত পোল্‌ট্রি পাউডার (Poultry Powder) বা সালফার (Sulphur) দ্বারাও কাজ চলিতে পারে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে শীত প্রধান দেশে পাখীকে স্থানান্তরিত করিলে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর, পেটের অসুখ এবং প্লীহার দোষ এই কয়টাই প্রধান। ইহা ব্যতীত গলা ও ফুসফুসের দোষও জন্মায়। যে সকল মুরগীকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লওয়া হয়, তাহাদের ঐ দু'রকম রোগই হইতে দেখা যায়। ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে আবহাওয়ার অবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় না। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহার সঙ্গে স্থানের পরিবর্ত্তনের একটা বেশ যোগাযোগ আছে, স্থান পরিবর্ত্তন করিলেই রোগ ভয়ানক বাড়িয়া যায়। সুতরাং যদি হঠাৎ উত্তাপ কমিয়া যায়, তাহা হইলেই মুরগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া থাকে এবং তাহার নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস্ ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল মুরগীর নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়া গিয়াছে তাহাদের আর ঐ অবস্থার মধ্যে পড়িলেও ওরূপ ব্যাধির আক্রমণ সহ্য করিতে হয় না। আর ঠিক্ সেই উপায়ে যে সকল পাখী

নূতন আসিয়াছে, তাহাদের অত্যধিক গরমে বা ঠাণ্ডা লাগায় সমূহ ক্ষতি হয়।

মানুষ যেখানে বাস করিতে পারে সেইখানেই গৃহ পালিত পক্ষী সকল, স্থান পরিবর্ত্তন করিলেও নূতন স্থানের সহিত থাপ্ খাইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে। কেবল মাত্র বরফে আবৃত দেশে তাহা পারে না। কতকগুলি পাখী আছে যাহাদের স্বভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইবা মাত্র সহজেই বুঝিতে পারা যায়; আবার এমন কতকগুলি পাখী আছে যাহারা কতগুলি নির্দ্দিষ্ট জেলায় মাত্র বাড়িতে থাকে। এ বিষয়ে মুরগী পালকদিগের খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

ডিমরক্ষার উপায়

পৃথিবীতে যত রকমের পুষ্টিকর অথচ সহজ পাচ্য খাদ্য আছে, ডিম তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইজন্য সকল সভ্যদেশেই ডিমের প্রচলন অত্যন্ত বেশী। সমগ্র পৃথিবীতে যে কত কোটী কোটী টাকার ডিমের কারবার চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। টেবিলে খাওয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও কেক্, পুডিং এবং নানাবিধ বিলাতী মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতের প্রধান উপাদানই হইতেছে ডিম। কিন্তু ডিম যাহারা খায় তাহাদের প্রায় সকলেই সহরবাসী। বিদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে, আমাদের দেশের এক কলিকাতা, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, করাচী, লাহোর, ইত্যাদি জনবহুল সহরে ডিমের যে কি পরিমাণ টান রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করাই দুরূহ। অথচ ডিমের উৎপত্তি স্থান সহরে নহে। পল্লীগ্রামে চাষাদিগের ঘরে ঘরে যে ডিম উৎপন্ন হয় তাহাই সংগ্রহ করিয়া এই সকল বড় বড় সহরে ডিম জোগান্ দেওয়া হয়; কারণ এদেশে ইউরোপ, আমেরিকা অথবা অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় বৃহদাকারে হাজার হাজার মুরগীর পাল লইয়া কেহ মুরগী অথবা ডিমের ব্যবসায়ে আজিও প্রবৃত্ত হয় নাই। স্থানে স্থানে কেহ কেহ ক্ষুদ্রাকারে মুরগীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা একরূপ মুষ্টিমেয় এবং নগণ্য বলিলেই হয়। সুতরাং মুরগীর ডিম সংগ্রহ করিয়া সহরে জোগান্ দিবার ব্যবস্থা এখন মফঃস্বলের ফড়িয়াদের হাতেই রহিয়াছে।

ইহারা গ্রামে গ্রামে হাঁস এবং মুরগীর ডিম সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি জনবহুল সহরের বাজার সমূহে যে সকল ডিমের ব্যবসায়ী আছে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দেয়। এইরূপে বাড়ী বাড়ী ডিম সংগ্রহ করিতে সাধারণতঃ অনেক সময় লাগে এবং ক্রমেই ডিম বাসি হইয়া খারাপ হইয়া যায় এবং পুরাতন ডিম তেমন দামেও বিক্রয় হয় না। এই সকল কারণে দীর্ঘকাল ডিম কেমন করিয়া তাজা রাখা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করার জন্য নানাদেশের লোক নানা উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। এই সকল উপায় সম্বন্ধে আমরা নিম্নে সবিস্তার বর্ণনা করিলাম।

১। ডিমের গঠন এবং ডিমরক্ষার মূলতত্ত্ব

একটী ডিম লইয়া পরীক্ষা করিলে, আমরা মোটামুটি ডিমে চারিটা দ্রব্য দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ, ডিমের সর্ব্বোপরি খোলা।

তারপর, একটা খুব পাতলা চামড়া।

চামড়ার পরেই একরূপ সাদা লালাবৎ তরল পদার্থ—যাহাকে ইংরাজীতে ডিমের white বা albumen বলে।

ডিমের মধ্যস্থলে সামান্য শক্ত হরিদ্রাবর্ণের গোলাকার দ্রব্য।

মানব দেহের সহিত ডিমের বেশ একটা সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মানব দেহের সমস্ত অংশ যেমন পাতলা চামড়া দ্বারা আবৃত ডিমেরও চারিধার সেইরূপ একপ্রকার পাতল চামড়া দ্বারা আবৃত। মানবদেহ যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা পূর্ণ এবং সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে আমরা তাহা সাধারণতঃ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই না, ডিমের আবরণেও সেইরূপ অসংখ্য ছিদ্র আছে এবং তাহা দেখা যায় না। মানবদেহ সুস্থ রাখিতে হইলে এই সকল ছিদ্রমুখ পরিষ্কার রাখা দরকার, কারণ এই সকল ছিদ্র দ্বারা বাহিরের বায়ু আমাদের দেহে প্রবেশ করে ও ভিতরের দূষিত বায়ু ঘামরূপে বাহির হইয়া যায়। ঠিক্ সেইরূপ ডিমের খোলাতেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, যাহা দ্বারা বাহিরের শীতাতপ ডিমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডিমকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।

ডিমে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা উত্তাপ লাগিলেই ডিমের মধ্যে যে পাতলা চামড়া আছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে এবং চামড়া যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ লালা বিশিষ্ট তরল পদার্থটীও নষ্ট হইয়া যাইবে। ডিমের খোলার নীচে যে পাতলা চামড়াটী আছে, তাহাই ডিমের অভ্যন্তরস্থ সাদা albumen এবং হরিদ্রাবর্ণের কুসুমটীকে আবৃত করিয়া রাখে। এই চামড়াটী impervious অর্থাৎ বায়ুরোধক; যতদিন এই চামড়াটির কোনও বিকৃতি না হয়, ততদিন ডিমটিরও কোন অনিষ্ট হয় না এবং উহা সম্পূর্ণ তাজা থাকে। কিন্তু কোনও কারণে এই চামড়াটির বিকৃতি হইলে উহার বায়ুরোধক গুণ নষ্ট হইয়া যায় এবং বাহিরের বাতাস ডিমের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে শীঘ্রই খারাপ করিয়া ফেলে।

ডিম্‌কে যদি একদিকে একই ভাবে কিছুদিন কাত্ করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ডিমের মধ্যে যে হল্‌দে দ্রব্যটী আছে তাহা একটু ভারী হওয়ায় ডিম যে দিকে কাত হইয়া থাকিবে সেই দিকের লালাকে সরাইয়া চামড়াকে খোলার উপর চাপিয়া ধরিবে, এবং কিছুদিন এইরূপ চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেই ঐ চামড়া আর সহজ সরল অবস্থায় থাকিতে পারিবে না, ক্রমান্বয়ে শুকাইয়া যাইবে এবং বাহিরের বায়ু ডিমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডিমটাকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

এইজন্য বেশীদিন ঝুড়ির মধ্যে ডিমগুলি একই ভাবে কাৎ হইয়া থাকিলে ডিমের মধ্যস্থিত কুসুমের চাপে তরল সাদা albumenটী সরিয়া যায় এবং ডিমের বায়ুরোধক আবরণটী খোলার গায়ে চাপা পড়ায় ক্রমে শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়; তখন এই পথে বায়ু প্রবেশ করায় ডিম পচিয়া যায়। কিন্তু ডিম্‌কে যদি কাত্ করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে ডিমের যে দিকে মুখ সরু সেই দিকে দাঁড় করাইয়া রাখিলে হল্‌দে পদার্থটী আর সেই দিকের চামড়াকে খোলার সঙ্গে চাপিয়া ধরিতে পারে না এবং ডিমেরও শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

২। কাঠের বাক্স অথবা পিপায় রাখা

আর এক উপায়ে ডিমকে দীর্ঘদিন তাজা রাখা যায়। ডিমগুলি এক একটী তেলের পিপা অথবা কেরোসিনের বাক্সে করাতের গুঁড়ার মধ্যে রাখিয়া পিপা অথবা বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে এবং এই অবস্থায় বাক্স অথবা পিপাগুলিকে দিনের মধ্যে ২।৩ বার করিয়া পাশ উল্‌টাইয়া রাখিবে; এইরূপ বার বার পাশ্‌ উল্‌টাইয়া রাখিলে কুশুমের টানে ডিমের অভ্যন্তরস্থ পাত্‌লা চামড়ার আবরণটী নষ্ট হইয়া যায় না, সুতরাং ডিমও দীর্ঘকাল তাজা থাকে। করাতের গুড়ার মধ্যে ডিমগুলি রাখার তাৎপর্য্য এই যে, বার বার পাশ্‌ উল্‌টাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাখিবার কালীন যে নড়াচড়া হয় তাহাতে ডিমগুলি এ উহার গায়ে লাগিয়া যাহাতে ভাজিয়া যাইতে না পারে। এই উপায়ে ডিম রাখিয়া দেখা গিয়াছে ডিম দীর্ঘকাল তাজা রহিয়াছে।

৩। ডিমকে চর্ব্বি মাখাইয়া রক্ষা করিবার উপায়

ডিমকে রক্ষা করিবার এবং অনেক দিন ধরিয়া তাজা রাখিবার অনেকরূপ উপায় আছে, তাহার মধ্যে ডিমের উপরে চর্ব্বি মাখাইয়া রাখা ডিমকে রক্ষা করিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে ডিমের খোলার সর্ব্বাংশে ভাল করিয়া চর্ব্বি মাখাইয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিবে। এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা গিয়াছে যে ডিম একবৎসরেরও উপর বেশ তাজা থাকে এবং ডিমের মধ্যে কোন কিছুমাত্র নষ্ট হয় না। চর্ব্বি মাখাইবার উদ্দেশ্য এই যে ডিমের খোলার ধারে যে অসংখ্য ছিদ্র বা pores আছে, সেই poresগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া; সুতরাং চর্ব্বি মাখাইবার সময় এই স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন ডিমের খোলার সব জায়গাইতেই চর্ব্বি মাখানো হয়। অনবধানতাবশতঃ যদি কোনও জায়গায় চর্ব্বি মাখানো না হয়, তবে সেইখান দিয়া বাহিরের বাতাস ঢুকিয়া ডিম নষ্ট করিয়া দিবে। এই চর্ব্বিমাখান কাজটা চাকর অথবা কুলীর দ্বারা ঠিকাদরেই করানো হয়; ইহারা অল্প সময়ে বেশী-কাজ দেখাইবার জন্য প্রায়ই তাড়াতাড়ি এই কাজটা করিয়া থাকে; এইজন্য এবং এই শ্রেণীর অশিক্ষিত দায়ীত্বজ্ঞানশূন্য লোকের অসাবধানতাবশতঃ প্রায়ই কতকগুলি ডিমের খোলায় আংশিকভাবে চর্ব্বি লাগানো হয়; ইহার ফলে ৬মাস বাদে অনেক ডিম যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন মালিকেরা অভিযোগ করেন যে চর্ব্বি দিয়া ডিমরক্ষার প্রথা নিরাপদ নহে। ফলে কিন্তু এই defect বা দোষের জন্য তাঁহারা অথবা তাঁহাদের চাকরেরাই দায়ী। এই প্রথায় ডিমরক্ষা principle বা মূলতত্ত্বের কোনও defect বা দোষ নাই; ইহা আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বহু ডিমব্যবসায়ী পরীক্ষা করিয়া তবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন।

৪। ছাই ও চুণের লেপ্‌

ডিমে ছাই ও চূণ দিয়া রক্ষা করিবার যে প্রক্রিয়ার কথা শুনা যায়, তাহা আমি সাধারণতঃ সমর্থন করি না; কারণ এরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ফল পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ অনেক-দিন ধরিয়া ডিমকে তাজা রাখিতে হইলে এ প্রক্রিয়া ফলপ্রদ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, ডিমে ছাই বা চুণ মাখাইয়া রাখিলে ডিমের উপরিভাগ বিবর্ণ হইয়া যায়, এবং বাজারে কেহ এরূপ ডিম খরিদ করিতে চাহে না। কারণ

সদ্যপ্রসূত তাজা ডিমের একটা স্বাভাবিক রং আছে যাহা দেখিলেই চেনা যায়। উহার রং খুব সাদা অথবা নীলাভাযুক্ত; এই দুই রংএর ডিমই সচরাচর বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া উহার রংএর উপর এমন একটা জলুস্ থাকে যাহার জন্য ডিমগুলি চক্ চক্ করিতে থাকে। এই রং ও জলুস্—ডিম্ যতই পুরাতন হইতে থাকে তত চলিয়া যায় এবং শেষে ক্রমেই বিবর্ণ হইয়া পড়ে। এখন দীর্ঘ দিন রাখিবার জন্য তাজা ডিমের গায়ে ছাই অথবা চুণ মাখাইয়া রাখিলে ডিমের এই স্বাভাবিক রং ও জলুস্ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং খরিদ্দার সহজে এই ডিম কিনিতে চাহে না। কিন্তু হোটেলওয়ালা, রেঁস্তরা এবং চপ্ কাটলেটের দোকানে এই সকল রক্ষিত ডিম বিক্রয় হইবার কোন বাধা দেখি না, কারণ ডিম তাজা থাকিলেই তাহারা খুশী এবং তাহাদের গ্রাহকেরাও তৃপ্ত থাকেন। ডিমের যাহা কিছু preparation বা তৈরী করিবার থাকে, তাহারা তাহা ভিতর হইতেই তৈরী করিয়া আনিয়া গ্রাহকদের টেবিলে রাখে সুতরাং ডিমের খোলার রং দেখিবার গ্রাহকদের অবসর থাকে না। যাহা হউক ছাই অথবা চুনের জল দিয়া ডিম রক্ষা করিবার দোষগুণ এখানে বর্ণনা করিলাম।

৩। চুণ ও লবণ জলের দ্রাবণ

চুণের জলে বেশ করিয়া লবণ মিশাইয়া তাহা দ্বারা ডিম রক্ষা করিলে ডিম দীর্ঘদিন তাজা থাকে। এ নিয়মটী মন্দ নয়, কিন্তু ডিম যদি ফাটা বা ডিমের খোলা খুব পাতলা হয় তাহা হইলে এই প্রণালী অবলম্বন করিলে ডিম নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষের গায়ের চামড়ার ন্যায় ডিমের খোলায় যে অসংখ্য ছিদ্র বা pores আছে, তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের প্রভাব ডিমের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং ডিমের খোলা যদি ফাটা থাকে, কিম্বা অত্যন্ত পাতলা না হয়, তবে এই চুণ ও লবণমিশ্রিত দ্রাবণ ডিমের ভিতর প্রবেশ করিয়া ডিম নষ্ট করিয়া দিতে পারে।

তাহা ছাড়া এই প্রক্রিয়ার আর একটী দোষ আছে। এই মিশ্রিত দ্রাবণের মধ্য হইতে ডিম বাহির করিয়া বেশীদিন বাহিরে রাখিয়া দিলে ডিম খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা—বিশেষতঃ বাহিরের উত্তাপ যদি এই মিশ্রিত দ্রাবণের উত্তাপ অপেক্ষা বেশী থাকে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ার রক্ষিত ডিম হোটেল-ওয়ালাদের পক্ষে বেশ কার্য্যকরী হইতে পারে। তাহারা তাহাদের প্রয়োজনমত ডিম এই দ্রাবণের মধ্য হইতে বাহির করিয়া কাজে লাগাইবে এবং বাকি ডিম দ্রাবণের মধ্যেই ডুবানো থাকিবে, যেমন যেমন দরকার হইবে তেমনি বাহির করিয়া কাজে লাগাইলেই চলিবে। কিন্তু দোকানদারদিগের পক্ষে খুব বেশী পরিমাণে ডিম এইরূপ বাহিরে রাখা নিরাপদ হইবে না, কারণ ডিম যদি বিক্রয় না হয় তবে বাহিরে এই প্রক্রিয়ায় রক্ষিত ডিম বেশীদিন থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

আর এককথা, ডিম একবার এই দ্রাবণের মধ্য হইতে বাহির করিয়া বাহিরের হাওয়া, আলো ও উত্তাপ লাগাইয়া আবার যেন ঐ দ্রাবণের মধ্যে রাখা না হয়, তাহা হইলে এইরূপ ডিম অতিশীঘ্র খারাপ হইয়া যাইবে।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে ডিম যেন সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই একই উত্তাপের মধ্যে রক্ষিত হয়; আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইলেই ডিম খারাপ হইবে। ডিমকে ঠাণ্ডা স্যাঁতা স্থানে রক্ষা করার অপেক্ষা শুক্না গরম স্থানে রাখাই সুযুক্তি, ডিমে উত্তাপ বা ঠাণ্ডা একই সময়ে কিছু বেশী পরিমাণে লাগিলেই অথবা

একবার ঠাণ্ডা আবার পরক্ষণেই গরমের মধ্যে রাখিলে ডিম খুব শীঘ্র খারাপ হইয়া যায়।

৬। তুঁষ অথবা ভুষির মধ্যে ডিম রক্ষা

একটা বাক্সের ভিতর প্রথমতঃ এক পুরু করিয়া চাউলের তুঁষ, কুঁড়া অথবা ভুষি রাখিবে তারপর তাহার মধ্যে একটি একটি করিয়া ডিম সাজাইয়া রাখিবে। সাজাইবার সময় ডিম গুলির সরু মুখ নীচের দিকে থাকিবে এবং এই ভাবে লম্বালম্বি ডিমগুলি দাঁড় করাইয়া রাখিবে। তাহা ছাড়া ডিম গুলি এমন ফাঁক ফাঁক করিয়া সাজাইবে যাহাতে একটির গায়ে আর একটি না লাগে। এইরূপে প্রথম থাক সাজাইয়া তাহার উপর আবার এক ইঞ্চি পরিমাণ ভুষি দিবে, এবং পর পর ডিম গুলিকে বিছাইয়া আর এক থাক ডিম রাখিবে; এইরূপে বাক্সটি পূর্ণ হইলে উপরের থাকেও ভুষি বিছাইয়া বাক্সের ডালা বন্ধ করিয়া দিবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এইরূপে রক্ষিত ডিম দীর্ঘকাল পরেও খাইতে কিছুমাত্রও বিস্বাদ হয় না।

বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ধানের তুষ অথবা চাউলের ভুষির অভাব নাই। সুতরাং এই অতি সহজ পদ্ধতিতে ডিম রক্ষা করিয়া কেরোসিনের বাক্সে ভরিয়া সুদূর মফঃস্বল হইতেও জনবহুল সহরে ডিমের চালান দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে ডিমও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল তাজা থাকে। আমরা এখানে শুধু ধানের তুষ অথবা চাউলের ভুষির কথা উল্লেখ করিলাম; কিন্তু অভাবে যে কোনও শস্যের ভুষি অথবা কাঠ বা করাতের গুড়া দ্বারাও প্যাক করা বেশ চলিতে পারে। অভাবে শুক্‌না বালির দ্বারাও প্যাক করা যাইতে পারে; কিন্তু বালি একে খুব ভারী, তাহাতে আবার অত্যন্ত Hygroscopic বা জলশোষক; তাহা ছাড়া বাক্সের জোড়ের মুখ দিয়া অনেক সময় বালি ঝুর্ ঝুর্ করিয়া পড়িয়া যাইতে পারে এবং তাহার ফলে প্যাকিং ঢিলা হইয়া ডিমের গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়া রক্ষিত ডিম গুলি ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

এই পদ্ধতিতে বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে যে গুঁড়া পদার্থগুলি অর্থাৎ তুষ, ভুষি, কাঠের গুঁড়া বা বালি—কিছুই যেন কোনও মতে ভিজা না থাকে; কারণ ভিজা প্যাকিং‌এর মধ্যে ডিম রাখিলে বাক্সে যেই গরম বাতাস লাগিবে, অমনি ভিতরের ডিম গাজিয়া উঠিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

৭। লবণ দ্বারা ডিম রক্ষার উপায়।

লবণ দ্বারা ডিম রক্ষার উপায়কে অনেকেই পছন্দ করেন, এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু ইহাদ্বারা ডিমের মধ্যকার Albumen বা সাদা পদার্থটী একটু শক্ত হইয়া যায়। কিন্তু ডিম বহুদিন যাবত নিঃসন্দেহে তাজা থাকে। যাঁহারা এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান, তাঁহারা এইরূপে রক্ষিত ডিমের সহিত চর্বি দিয়া রক্ষিত ডিম এবং তাজা ডিমের তুলনা করিয়া দেখিলেই পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। লবণের দ্বারা রক্ষিত ডিমের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা আমরা আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। একটা তাজা ডিম গরম জলে ৩০ সেকেণ্ড বা এক মিনিট ডুবাইয়া রাখিয়া তুলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে উহার মধ্যস্থিত albumen বা সাদা পদার্থটী সবে মাত্র set করিতে অর্থাৎ শক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ albumen এবং কুসুমটি যেমন তরল তেমনি তরলই আছে।

লবণ দ্বারা ডিম রক্ষা করিলে ডিমের অবস্থা ঠিক

এইরূপ না হইলেও অনেকটা এইরকমই হইয়া দাঁড়ায়। ইহার এক প্রধান অসুবিধা এই যে ডিমের মমলেট্, কেক্ ইত্যাদি এইরূপ ডিমে করা যায় না। কারণ এই সব জিনিষ করিতে হইলে Egg-beater বা ডিম্ ফেটানো কলদ্বারা অথবা ছুরী কিম্বা কাটার দ্বারা ডিম খুব ভাল করিয়া ফেটাইয়া লওয়া দরকার; কিন্তু এই পদ্ধতিতে ডিম অনেকটা শক্ত হইয়া যাওয়ায় ডিমের albumen অর্থবা কুসুমকে সহজে ফেটানো যায় না। সুতরাং এই পদ্ধতিতে রক্ষিত ডিম দ্বারা কেক প্রভৃতি করা যায় না।

৮। ডিম শুকাইয়া রাখিবার উপায়

কেক্, অম্লেট্ প্রভৃতি করার জন্য ডিমকে শুকাইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাজা রাখা যায় এবং তাহার দ্বারা খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। ডিমগুলিকে ভাঙ্গিয়া albumen ও কুসুমগুলি একটা গামলার মধ্যে রাখিয়া ডিম ফেটানো কল দ্বারা খুব ভাল করিয়া ফেটাইবে এবং পরে এই ফেটান দ্রব্য একটা বড় থালার উপর ঢালিয়া গরম বাতাসে শুকাইয়া লইবে। এইরূপে ক্রমাগত এক এক পরদা ঢালিয়া শুকাইয়া লইয়া ডিমের গুড়াগুলি বোতলে পুরিয়া তখনই তাহা ভাল করিয়া ছিপি বন্ধ করতঃ গালা মোহর করিয়া রাখিবে যাহাতে বাহিরের বাতাস কোনও মতে বোতলের ভিতর ঢুকিতে না পারে। খাইবার দরকার হইলে ঐ শুষ্ক দ্রব্যগুলিকে ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া দিবে এবং তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহা গলিয়া যাইবে এবং তখন খাইতেও বেশ টাটকা ডিমের মত লাগিবে। কেক্ কিম্বা অমলেট্ করার সময় জলে এই ডিমের গুঁড়া গুলি ফেটাইয়া লইলেই হইল। এই উপায়ে ডিমগুলিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় এবং ডিমকে সঙ্গে করিয়া যেখানেই লইয়া যাওয়া হউক না কেন, তাহাতে ডিমের কোন ক্ষতি হয় না।

৯। বোতলের মধ্যে রাখিয়া ডিম রক্ষার উপায়

যদি ডিমকে ভাঙ্গিয়া লম্বা মুখ বিশিষ্ট বড় বোতলের মধ্যে উহাকে পুড়িয়া বোতলের মুখ ছিপিদ্বারা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত গ্রীষ্মকালের মধ্যে ডিম নষ্ট হয় না। কিন্তু এরূপভাবে ডিম রক্ষা করিতে হইলে ঐ বোতলগুলিকে ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে হইবে এবং বোতলের মুখগুলিকে নীচের দিকে করিয়া রাখিতে হইবে।

১০। লবণ ও চুণের দ্বারা ডিম রক্ষার উপায়

একটা বড় পিপার তলায় প্রথমতঃ দুই ইঞ্চি আন্দাজ পুরু করিয়া লবণ ছিটাইয়া দিয়া যে ডিমগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হইবে, সেইগুলিকে উহার মধ্যে স্থাপন করিবে। কিন্তু ডিমগুলির সরু মুখগুলাকে নিম্নদিকে রাখিবে, কারণ তাহা হইলে ডিমের মধ্যকার হলদে কুসুমটী মধ্যে ভাসিতে থাকিবে এবং চামড়াকে খোলার উপর চাপিয়া ধরিয়া ডিমকে নষ্ট করিতে পারিবে না।

এইরূপভাবে ঐ পাত্রটী ডিমের দ্বারা পূর্ণ করিয়া ফেলিবে এবং তাহারপর ঐ পাত্রের উপর একটা কিছু ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া দিবে; কারণ তাহা হইলে ঐ পাত্রের মধ্যে লবণাক্ত জল ঢালিয়া দিলে ডিমগুলি আর ভাসিয়া উঠিতে পারিবে না। মোট কথা, এমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার দ্বারা ডিম ভাসিয়া উঠিয়া এলোমেলো বা কাৎ হইয়া না যায় কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ডিমকে কিছুদিন

কাত্ করিয়া রাখিলেই ডিম নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার পর চুণের সহিত ৬ গ্যালন জল ও ২½ পাইণ্ট* লবণ মিশাইয়া বেশ ঘোলাইয়া দিবে এবং এই জলকে ২৪ ঘণ্টা স্থির রাখিয়া দিবে। তাহার পর এই জল থিতাইয়া উপরে যে নির্ম্মল জল পাওয়া যাইবে তাহা যত্নের সহিত তুলিয়া লইয়া ডিমের উপর ঢালিয়া দিবে।

ডিমগুলি যাহাতে এই লবণাক্ত জলের তলায় থাকে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, কারণ ডিম ভাসিয়া উঠিলেই নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ তৈয়ারী লবণাক্ত জলে ডিম রক্ষা করিলে ডিমগুলি অন্ততঃ পক্ষে ১ বৎসর খুব ভাল ভাবেই থাকিবে, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যেন একটা ডিমও ঐ লবণাক্ত জলের মধ্যে ভাসিয়া না যায়, কারণ তাহা হইলে সমস্ত ডিম নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি এইভাবে একটা ডিম ভাসিয়াই যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ডিমটাকে ফেলিয়া দিবে এবং পুনরায় জল বদলাইয়া নূতন করিয়া জল পুরিয়া দিবে।

* ১ পাইণ্ট = অর্দ্ধ সের
১ গ্যালন = ৫ সের

মিক্‌চারে (Chemical Mixture)
১১। ডিম রক্ষার উপায়

চারি গ্যালন গরম জলে অর্দ্ধ পেক্ (১ পেক্ = ২ গ্যালন) আন্দাজ চুণ মিশাইয়া ইহাকে খুব করিয়া মিশাইয়া লইবে; তাহার পর এই জল যখন ঠাণ্ডা হইবে, তখন একটা চালুনী দ্বারা বেশ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে; ইহার সহিত দশ আউন্স cream of tartar মিশাইয়া মিক্‌চারটী (mixture) খুব ভাল করিয়া ঘোলাইয়া মিশাইয়া দিবে। কিন্তু ডিমের জন্য ইহা ব্যবহার করিবার আগে অন্ততঃ ইহাকে ১৫ দিন স্থিরভাবে রাখিয়া দিবে। ডিমগুলি এইবার একটা বড় পিপার মধ্যে সরু মুখ নীচের দিকে রাখিয়া সাজাইয়া ফেলিবে এবং পিপার মধ্যে এই মিশ্রিত জল ঢালিয়া দিবে। ডিমগুলি সব যেন এই মিশ্রিত জলে একেবারে ডুবিয়া থাকে। এইবার পিপার মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে রক্ষিত ডিম দীর্ঘকাল তাজা থাকে।

১২। গঁদের দ্বারা ডিম রক্ষার উপায়
(Gum Arabic)

গরম জলে পরিমাণমত গঁদ ভিজাইয়া এই গঁদের সলিউসন বা দ্রাবণ একটু লইয়া ব্রাস দ্বারা ডিমের উপরে চারিধারে বেশ করিয়া লাগাইয়া দিবে, অথবা ডিমগুলিকে ইহার মধ্যে চুবাইয়া লইয়া আবার তৎ-ক্ষণাৎ উঠাইয়া ডিমগুলিকে শুকাইয়া লইবে এবং তৎপরে শুক্‌না কয়লার গুঁড়ার মধ্যে রাখিয়া প্যাক্ করিবে। এইরূপভাবে ডিম রক্ষা করিলে, ডিমগুলি—আর উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও, নষ্ট হইবে না এবং বহুদিন যাবৎ তাজা ও অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে।

১৩। ফটকারী ও চুণের দ্বারা ডিম রক্ষার উপায়

কেহ কেহ এলাম ও চুণ সমান অংশে মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা ডিম রক্ষা করে। এই দুইটী দ্রব্যকে গরম জলে গলাইয়া তাহার মধ্যে ডিমগুলিকে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং প্রায় ১০ সেকেণ্ড এইরূপ অবস্থায় ডিমগুলিকে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরে ডিমের খোলার উপরে সিমেণ্টের ন্যায় শক্ত দাগ পড়ে এবং বায়ু চলাচলের পথ বন্ধ হইয়া যায়। এই-রূপে রক্ষিত ডিম বহুকাল তাজা থাকে।

১৪। রাশিয়ান পদ্ধতিতে ডিম রক্ষার উপায়

রুশিয়াতে নিম্নের পদ্ধতিতে দীর্ঘকালের জন্য ডিম রাখা হয়। মাটীর বড় বড় জালার মধ্যে ডিম-গুলিকে প্রথমে সাজানো হয়। সাজাইবার সময় সরু মুখগুলিকে নীচের দিকে করিয়া ডিমগুলিকে

সাজান হয়, পরে এই ডিমের উপর গলিত চর্ব্বি ঢালিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য যেখানে চর্ব্বি খুব সস্তায় পাওয়া যায়, সেইখানেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা চলে। ফরাসী দেশীয়েরাও ডিমের খোলায় চর্ব্বি ঘসিয়া ঘসিয়া লাগাইয়া দেয়, যাহাতে ডিমের খোলা গুলির উপর একটা আবরণ পড়িয়া যায়।

দীর্ঘকালের জন্য ডিম রক্ষা করিবার বিভিন্ন দেশে যে সকল প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, আমরা এখানে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা ডিমের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যদি এই সকল প্রক্রিয়া পরীক্ষা করত: তাহার ফলাফল আমাদিগকে লিখিয়া পাঠান তবে আগ্রহের সহিত আমরা তাহা পত্রস্থ করিব। এইরূপ আলোচনার দ্বারাই নানা বিষয়ের প্রকৃত তথ্য বাহির হইয়া পড়ে এবং জনসাধারণের জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা হয়।

ফেল জয়েন্ট ষ্টক্ কোং

যে সকল জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানী গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ফেল হইয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ।

	কত চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল	কত টাকা আদায় হইয়াছিল	লিকুইডেসন যাইবার তাং	ডিসোলিউসন হইবার তাং
CONCRETE				
Bombay Construction and Engineer Co., Bombay	.৮০০০০৲	১৮০০০০৲	১৭।১১।২৬	
Sun Industrial Trading and Transport Co., Bombay	৩৯১০০৲	৪৮৭৫৲	১৭।১১।২৬	
Magwe Electric Supply Co., Burma			৯।১১।২৬	
Mysore Clay Works, Mysore	১২৮২০০৲	৫২৩২৫৲	১৩।১১।২৬	
Madura Trading Co., Madras	৯৫০০৲	৫৭০০৲		২৩।১১।২৬
Cawnpore Supply Association, United Provinces	৭৫৬৫০৲	৫৬২১২৲	১২।১১।২৬	

MILLS AND PRESSES.				
Godavari Spinning and Weaving Mills, Madras	১৬২৪০০৲	১৬২৪০০৲	১২।১১।২৬	
Edappal Bank 1 (a) (i), Madras	১০০৬০৲	৮০৫০৲	৯।৯।২৬	
Parobakara Dravivya Benefit Co., Madras	৬৫০৲	৬৪০৲	১।৫।২৪	
Indo-Burma Steam Navigation Co., (a) Bengal	৫০১২৮০৲	১০১৫৫২৲	২২।৫।২৬	
Bengal Weighing Scales (111), Benga				৭।১০।২৬
Bandhab Sammilani (111), Bengal				৭।১০।২৬
C. Deddes & Co. (111), Bengal			৩।৯।২৬	
Deshiya Silpa (111), Bengal	৬৬৮০৲	১৯০০৲	৬।১০।২৬	
Economic Hosiery Mills (4), Bengal	৩৫৬৯৬০৲	৩৪০৭৭৭৲	২২।৯।২৬	
Oosimalai Plantation Co. (5), Madras	১৭২২৭৫৲	১৭২২৭৫৲	২৪।১০।২৬	
West Ramnagar Coal Co. (6), Bengal	১২২০৬০৲	১১৩৬৮৫৲	৮।৩।২৬	
Kuthupassamba Bank, Madras	৬৬৩০৲	৩৪৭৯৲	২১।৮।২৪	১৬।১১।২৬
Rising Star Life Assurance Co., Bombay	১০০০০০০	২৬৮০০৲	১৮।৫।২৬	২৬।১১।২৬
Bussa Agricultural Development, Bengal	১১৫০০৲	৫১৯১৲	৩০।৬।২৫	৩।১১।২৬
City Bricks, Bengal	১৫৮০৫০৲	১২৭৪৮০৲	১০।১১।২৩	৪।১১।২৬
Jackson & Co., Bengal	১০০০০৲	১০০০০৲	৯।৫।২৪	১৮।১১।২৬
Western India Rope Co., Bombay	৮০৬৪০০৲	৫৮৯১৬৫৲	২৪।৬।২৩	২৬।১১।২৬
TRANSIT AND TRANSPORT				
Ram Pal & Co., Madras	৬০০০০৲	৬০০০০৲		১৪।১২।২৬
3. TRADING AND MANUFACTURING				
Trex Co., United Provinces	২৪০৯০৲	১৬৩৪২৲	১৭।১২।২৬	
Kalpaka Soap Works, Madras	৭৩০৲	৫৬৩৲	১৩।১২।২৬	
Andhra Slate Works, Madras	৩৯৭৫০৲	২০৬০০৲		১৪।১২।২৬
Bhagirathi Stores, Bombay	২৫০০০০৲	৭৮১১০৲	৬।১২।২৬	
Patankar and Co., Bombay	২১৯০০৲	২১৯০০৲	৮।১২।২৬	
Kshatriya Swankar, United Provinces	১২৭৮৪৲	১২৭৮৪৲		১৫।১২।২৬

Public Provisional Stores, Punjab	১১১৪০		১৫|১২|২৬	
Gharpura & Co., Central Province	৬৪০০	৩২০০		১৮|১২|২৬
COMPANIES OTHER THAN THOSE SPECIFIED ABOVE				
Carnatic Commercial Co., Bombay	১৯২৫	২৭০০	১৩|১২|২৬	
C. W. Munden & Co., 3, Bengal			৩১|৭|২৬	
International Export Co., 3, Bengal			১৮|১১|২৬	
Lakshmi Trading and Industrial Corporation 3, Punjab	৫৪৩৩০	১০৮৭২	১৪'১১:২৬	
Merry Brothers 3, Punjab				১৮|১১|২৬
Palasdanga Coal Co, 6, Bengal	৫৮৯১৪০	৫৮৯:৪০	? ৬|১০ ২৬	
LIMITED BY GUARANTEE				
Punjab Games Association, 11, Punjab	Association not for profit		Members 50	৭|৯|২৬
BANKING AND LOAN AND INSURANCE.				
Palghat Bank, Madras	২২৫৫০	৯৬৬০	৩|১১|২৪	৭|১২|২৬
Walajahbad Janopakara Saswatha Nidhi	২০৮৩৩০	৭৬৬৭০	১৬,৩|১৪	১৫|১২|২৬
3. TRADING AND MANUFACTURING				
Hume Pipe and Concrete Construction Co. (India), Bombay	৩৮৮৮০০০	৩৮৮৮:০০	১২'৬,২৬	১০|১২|২৬
Premier Fertiliser Co. of India, Bengal	১০০০০০	১০০০০০	১০|৮|২৫	১৪|১০|২৬
Swadeshi Match Manufacturing Co., Bombay	২০০০০০০	৫০০০০০	১২|৮|২৬	১৩|১২|২৬
Indigo Marketing Agency, Bengal	১২১৮০০	১২০৩৫৩	৮|৪|২৪	১১|৮|২৬
Orient Co., (India) Bengal	১৫০০০১০	১৫০০০১০	২২|[illegible]|২৩	১০|১২|২৬
Milligan & Co., Madras	১০০০০০০	১০০০০০০	১৩,৭|২৬	১৪|১২|২৬
Oakes & Co, Madras	১৮০০০০০	১৮০০০০০	৩১ ১২ ২৫	২২| ২ ২৬
Swadeshi Wastu Prachar Co., Punjab	১৫৬৮০	৬৭১৮	অক্টোবর ১৯১০	৪|৯| ৬

MILLS AND PRESS				
Sonapur Cocoanut Oil Mill and General Trading Co., Bengal	১১৪০০	৫৬৩৮	৭।৬.২৫	১৬।১২।২৬
TEA AND OTHER PLANTING COMPANIES.				
Eastern Terai Tea Association, Bengal	১০০০০০	১০০০০০	১০।২।২৬	১০।১২।২৬
LIMITED BY GUARANTEE				
Calcutta Gymkhana Club, Bengal.			১৬।৪।২৩	৯।৯।২৬

এই তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সংগ্র ব্রিটিশ ভারতে মোট ৫৩টী কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে যে দেশে যতটী কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে, নিম্নে আমরা তাহার একটী তালিকা প্রকাশ করিলাম।

বাঙ্গালায়	২০টী	ফেল	পড়িয়াছে
মাদ্রাজে	১৪টী	,,	,,
বোম্বাইয়ে	৯টী	,,	,,
পাঞ্জাবে	৪টী	,,	,,
যুক্তপ্রদেশে	৩টী	,,	,,
ব্রহ্মদেশে	১টী	,,	,,
মহীশূরে	১টী	,,	,,
মধ্যভারতে	১টী	,,	,,

বাঙ্গালায় ফেল পড়া ২০টী কোম্পানীর মধ্যে ৬টী কেবল মাত্র রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছিল ; কিন্তু বাজারে কোনও সেয়ার বিক্রয় না হওয়ায় আপনিই উঠিয়া গিয়াছে ; সুতরাং এই ৬টী কোম্পানীতে উদ্যোক্তা-গণ ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে কাহারও কোনও লোকসান হয় নাই। কিন্তু বাকী ১৪টী কোম্পানীতে অনেকের টাকা লোকসান হইয়া গিয়াছে।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত যে কোম্পানীর বাবদ সাধারণের যত টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কোম্পানীর নাম	নষ্ট মূলধনের পরিমাণ
Indo-Burma Steam Navigation Co., Bengal	১,০৫,৫৫২ টাকা
Deshiya Silpa, Bengal	১৯০০ ,,
Economic Hosiery mills	৩,৪০,৭৭৭
West Ramnagar Coal Co.	১১৩৬৮৫
Russa Agricultural Development Co., Bengal.	৫১৯১
City Bricks, Bengal	১,২৭,৪৮০
Jackson & Co., Bengal	১০,০০০
Palasdanga Coal Co.	৫৮৬১৪০
Premier Fertiliser Co. of India	১০,০০০
Indigo Marketing Agency, Bengal	১২০৩৫৩
Orient Co.	১৫০০০১০
Sonapur Co-coanut Oil Mill and General Trading Co.	৫৬৩৮ ,,
Eastern Terai Tea Association	১০০০০০ ,,

এই সকল ফেল-পড়া কোম্পানীর Managing Agents ও ডিরেক্টরদিগের নাম ধামাদি গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ না করায় জনসাধারণের বুঝিবার উপায় নাই যে কোন কোম্পানী কাহার বা কাহাদের

দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা গভর্ণমেন্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি; তাহা হইলে লোকে, কাহার উপর আস্থা বা অনাস্থা রাখিবে, তাহা সহজেই স্থির করিয়া লইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও একবার গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু দেশের লোক এ সম্বন্ধে আন্দোলন না তুলিলে এবং সরকারকে চাপিয়া না ধরিলে এই সামান্য বিষয়ও হইবার সম্ভাবনা নাই।

উপরে যে সকল ফেল পড়া কোম্পানার কথা বলা হইল উহা সমুদয় বাংলাদেশে স্থাপিত এবং রেজেষ্ট্রীকৃত হইলেও উহার কর্ম্মকর্ত্তা যে সকলেই বাঙ্গালী তাহা নাও হইতে পারে; উহার অধিকাংশের কর্ম্মকর্ত্তা হয়ত ইংরেজ, ইউরোপীয়ান, কিম্বা অন্য অ-বাঙ্গালী লোক। কিন্তু যত দিন এই সকল কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের প্রকাশিত তালিকায় উঠাইয়া না দিবেন (disclose) ততদিন জনসাধারণের এ সম্বন্ধে কোনও সঠিক সংবাদ পাইবার উপায় নাই। এই জন্য আমরা পুনরায় এই বিষয়ে গভর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

হিন্দু-মুসলমান

ভারত মায়ের তনয় দু'টি হিন্দু এবং মুসলমান,
দুইএর প্রতি অসীম স্নেহ, প্রবল তাহার
প্রাণের টান!
নাই গো কিছু বন্দিনী মার, আছে দু'টো নয়ন-মণি,
বিপুল বিরাট বিশ্ব মাঝে তাদের পেয়ে
তাই সে ধনী।
পক্ষিণী মার পক্ষপুটে বাঁধলো তারা যে যার গেহ,
কোথায় কাহার এমন মাতা, কাহার এমন
প্রাণের স্নেহ।
ধাত্রী সে যে পালন করে অফুরন্ত পীযূষ দানে,
ফসল দানে বাঁচিয়ে রাখে হিন্দু এবং মুসলমানে।
এরাই যে তার দেহের নাড়ী এরাই যে তার
প্রাণের প্রাণ,
এরা দু'জন দুলাল ছেলে, হিন্দু এবং মুসলমান।

* * * *

দেশের তোরণ সিংহদ্বারে মরণ ভেরী বাজ্‌লো কার,
বিষ-মাখা তূন্ হান্‌লো কে গো মরণ-মুখী বারম্বার?
নীল দরিয়ার বুক চিরে আজ উথ্‌লেছে কোন
বিষের ফোয়ারা,
ঝর্ ঝরিয়ে বিষ ঝরে গো নীল বাসুকীর বমন করা।
পবিত্র মার বুকের পরে দাঙ্গা বিবাদ বাধায় কে,
অগৌরবের গুরুভারে জননীরে কাঁদায় কে?
লাজে দেবী নোঁয়ায় মাথা বিশ্বরাজের সভা মাঝে,
নয়নে তার অশ্রুপ্লাবন, অন্তরে তার দুঃখ বাজে।
কিসের লাগি হানা-হানি কিসের তরে রক্তপাত,
হিংসা দ্বেষের বিসুবিয়স্ জাগলো আজি অকস্মাৎ!
রুধির ধারে রাঙা হ'লো মায়ের শ্যামল আঁচল খান্,
বিদ্বেষিতার মুষল হানে হিন্দু এবং মুসলমান।
সুরু হ'লো ভারত ব্যাপি' বিবাদ এবং বিসম্বাদ,
পান করেছে দুই তা'য়েতে ভেদের গরল তিক্তস্বাদ!

হিন্দু বলে "ম্লেচ্ছ, যবন" সহোদর ভাই মুসলমানে,
মুসলমান সে "কাফের" বলে হিন্দু ভা'য়ে অকারণে।
ভগবানের সৃষ্ট মানুষ সবাই যে তার রূপের ছাপ,
নররূপী নারায়ণে ঘৃণ্য ভাবা বিষম পাপ।
ম্লেচ্ছ, যবন, কাফের বলে ভারতে কেউ নাইরে নাই,
আজ দু'টো সভ্য জাতি মুসলমান আর হিন্দু ভাই।
ভুবন জোড়া কীর্ত্তি যাদের শিরায় বহে বীরের ধাত্,
অতি প্রাচীন ব'নেদি ঘর, বাদশা এবং রাজার জাত্।
স্বার্থনিয়ে দ্বন্দ্ব কিসের, কেন অহংমন্য মান্?
হরিশ্চন্দ্র রাজার জাতি—নাওশেরওঁয়ার হে খান্দান্!
ত্যাগের মন্ত্র জন্মদাতা বিশ্বমাঝে তোমরা গো!
কিসের লাগি দলা-দলি স্বার্থ নিয়ে ঝগড়া গো?
পঁচিশ বছর আগের কথা বিবাদ কেহই জান্তে না,
স্বার্থ লাগি ছুরি কৃপাণ্ পরস্পরে হান্তে না!
পাড়া গাঁয়ের খবর রাখি রহিম্ এবং উদ্ধবের,
অধর মেথর, হারাণ খুড়ো, কছিমুদ্দি ওসমানের।
হারাণ বুড়োয় খুড়ো বলে হিন্দু এবং মুসলমান,
খুড়ো মশা'য় করেন স্নেহ ভাইপো গুলোয়
এক সমান।
কছিমুদ্দি লম্বা দাড়ি গ্রামের মোড়ল পঞ্চায়েত,
নীলু এসে বল্চে "চাচা, ডুবলো আমার
আউস ক্ষেত।"
বৌমা তোমার ভুগছে জ্বরে পথ্য কেনার শক্তি নাই,
দাওনা টাকা গোটা দশেক প্রাণে তবে ভরসা পাই।
পারবো যখন শুধ্বো তখন হাতে যখন টাকা হবে,
বিনা খতে চাচা মিয়া টাকা দিল নীল মাধবে।
প্রাণের আভাব এমনি গ্রামে, এমনি হেথার মাধুর্য্য,
একের ব্যথা অন্যে বুঝে দরদী প্রাণের প্রাচুর্য্য।
আজকে এদের সরল প্রাণে কুটিলতা আন্লো কে,
হিংসা দ্বেষের পঙ্ক মাঝে কে ইহাদের টান্লো রে?
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ'লো রাজা হ'লো গাঁয়ের কোল,
ঘরে ঘরে উৎপীড়ন আর অবলাদের কান্না রোল।

বইতো সেথা সোনার গাঁয়ে শান্ত নদী-অঞ্জনা
ঊষার আলোয় মুখ রাঙিয়ে নাচ্তো পাখী-খঞ্জনা।
গাঁয়ের জীবন তুল্তো গড়ে হিন্দু এবং মুসলমান,
সেদিন ত কই শুনিনি গো এমন ধারা ভাঙ্গার গান
কাটাকাটি আর লাঠালাঠি এ ত নিছক ষণ্ডামি
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিবাদ, ধর্ম্ম নিয়ে ভণ্ডামি!
মুণ্ডু গুলো দিচ্চে তারা, যারা চরস চণ্ডুখোর,
উভয় জাতির নিম্ন শ্রেণীর গুণ্ডারা সব মূর্খ ঘোর।
হায়গো তারা বুঝ্তে নারে ভালো এবং মন্দ কি,
প্রাণে তাদের খেল্চে না হায় মুক্তি কুসুম গন্ধটি!
দুটি ভা'য়ের প্রাণের মিলন এযে মহৎ কল্পনা
মুক্তি রথের সারথি সে যুক্তি পথের মন্ত্রণা।
মূর্খ এরা, গোঁয়ার এরা, সবাই এদের শিক্ষা দাও,
সভ্যতা আর ভালোবাসার মন্ত্রে এদের দীক্ষা দাও।
ভদ্র তুমি, জ্ঞানী তুমি, পুণ্যবান হে বিজ্ঞজন!
এস নেতা সমাজ শাসক, ক'রবে এদের বিষ হরণ।
মন্থিয়া আজ এদের গরল, সুধার ধারা ছড়িয়ে দাও,
মিলন-গানে নাচাও এদের, রাখীর সুতো পরিয়ে দাও,
সর্ব্বনাশের জ্বল্লো শিখা, পাপাচারে ডুবলো দেশ,
এস এস মহারথী, এস সাধু পুণ্যবেশ।
মন্দিরেরি পবিত্রতা নষ্ট হ'লো হিন্দুদের,
মসজিদও সে নাপাক্ হ'লো ধর্ম্মভীরু মোস্লেমের।
আশ মেটে না খুন খারাপে প্রেমের দেউল
ভাঙতে চায়,
উপাসনার ঘরে ঘরে দাঙ্গা বিবাদ, হায়রে হায়!
হায় বিধাতা! তবুও এদের শান্তি পথে আন্ছো না,
গোঁয়ার গুলোর চোয়াড় মাথায় বজ্র তোমার
হান্ছো না!
হাদিস পাতায় নেইত কথা ঈদের গরু কোর্ব্বাণীর,
মনুও নিষেধ করছেনা তথামিয়ে দিতে রেওয়াজ্‌টির।
এই নিয়ে হায় বিবাদ কেন আবাদ করা রক্ত বীজ,
খুন জখমের ফল্বে ফসল এ যে বিষম শক্ত চীজ্।

গরু যারা কাটবে ঈদে তাদের গরু কাটতে দাও।
মসজেদেরই সুমুখ দিয়ে বাজনা নিয়ে হাঁটতে দাও।
করবে খোদার উপাসনা সে যে পরম শক্তিমান,
বাদ্য বাজার কোলাহলে, শ্রবণ প্রখর তাহার কাণ।
খোদা তোমার প্রাণের মাঝে আরাধনা করবে তার,
ভক্তপ্রাণের করুণ ডাকে আসন জেনো নড়বে তার।
জেদাজেদীর নয় এ কথা, খাঁটি কথা এইটে ভাই,
ব্রহ্মময় এ নিখিল জগত ইহার বাড়া সত্য নাই।
আইন করে বন্ধ করা ঈদের গরু কোর্ব্বাণী,
নিছক ইহা জেদের কথা বিফল শুধু হয়রাণী।
ভালো করে বুঝিয়ে বল "দেবতা বধে কষ্ট পাই,"
দাও জাগিয়ে অনুভূতি দেখবে জবাই থামবে ভাই।
দেওয়া নেওয়া শিখতে হবে নইলে মিলন আসবে না।
সাধন পথে মালা হাতে জয়শ্রী সে হাসবে না।
মিলন তোমার আনতে হবে তবেই হবে
তোমার জয়,
মুক্তি দিনের পাশুপত সে মরণ দিনের বরাভয়।
জাতের নামে বজ্জাতি সব এইগুলো দাও কোর্ব্বাণী,
দূর করে দাও ভণ্ডামি সব দুষমনী আর সয়তানী।
দেশকে নিজের ভাবছো বিদেশ শোন আমার
জাত ভায়ের।
ধরার বুকে ঠাঁই পাবেনা অন্য কোথাও এদেশ ছাড়
সুজলা এই ভারত মাতা শ্যামল যাহার দেহের বরণ,
কোলটিতে তার বাঁচতে হবে তার বুকেতেই
ঘটবে মরণ।
তুর্কী নিয়ে তোর কিরে ভাই কাবুল ইরাক
কান্দাহার,
খোর্ম্মা মেওয়া খাচ্চে তারা ভাগ্যে তোমার অদ্ধাহার।
তুমি হ'লে দীন ভিখারী শূন্য তোমার "মণি-ব্যাগ"
খোঁজ তো তোমার কেউ রাখেনা শুধুই তোমার
নিদ্রাত্যাগ।
খোঁজ কয়না নিরন্নদের মিটাও দেশের তেষ্টাকে,
আছে কাঙাল দেবে সামাল গরিয়সী তার দেশটাকে।
ঘুচাও মায়ের দৈন্য দশা পরের নিয়ে কাজ কি ভাই,
দেশ মাতাকে আপন ভাব দেশের বাড়া স্বর্গ নাই।
হিন্দু ভায়ের অনুজ তুমি একথা ত মিথ্যে নয়,
অনেক যুগের পরে তোমার দেশের সাথে পরিচয়।
অহমিকা ভুলতে হবে দলতে হবে ভণ্ডামি,
ধর্ম্মে তোমার লাগবে না ঘা রইবে তোমার ইসলামই
উদার মহান ধর্ম্ম তোমার অতি বড় গৌরবের,
জগত জুড়ে উড়বে বিজয় বৈজয়ন্তী ইসলামের
একটা কথা বলব তোমায় শোন আমার হিন্দু ভাই,
ধনে, মানে, জ্ঞানে, দানে দেশে তোমার তুল্য নাই।
তোমরা অনেক উচ্চে আছ অধিক তুমি শিক্ষিত,
স্বদেশ মায়ের উদ্বোধনার মন্ত্রে তুমি দীক্ষিত।
আমায় তোমার অনেক পিছে টানতে হবে তোমার
রথে,
একই সাথে চলতে হবে মিলতে হবে কর্ম্ম পথে।
জাত যাবে না, নাও না সাথে? জাতটা তোমার
ঠুনকো নয়,
সনাতন সে ধর্ম্ম তোমার বিশ্ব জগৎ দিচ্চে জয়।

* * *

ঐ দেখা যায় আশার আলো দেশ গগনের
কণক-চূড়ে,
বায়েত এবং শ্লোকের বাণী জাগতেছে আজ একই
সুরে।
মসজিদের সুমুখে আজ সানাই ঢোলক বাজছে না,
বাজনা নিয়ে সদলবলে হিন্দু ভাইত যাচ্চে না।
মন্দিরে আজ ঘণ্টা কাঁশর মসজিদে আজ কোরাণ
পাঠ,
ঐক্য এবং সখ্যতারি পণ্যে ভরা প্রাণের হাট।
পেরিয়ে গেছে পেরিয়ে গেছে পার হয়েছে কাঁটার
বন,
পৌঁছেছে আজ মিলন পথে দুটী জাতির একটি মন।
হয়তো জাতির পরীক্ষা এ তাইতে জীবের বিসম্বাদ,
আশীর্ব্বাদীর মালা হাতে ক'রচে কে ঐ শঙ্খনাদ—
"অমৃতের পুত্র ওগো তোমরা হিন্দু মুসলমান।"
জগত জুড়ে নাম জেগেছে রাখগে মায়ের মান।"
প্রেমের বানে দণ্ডে ভাসায়ে ভেদের তীব্র গরল ধার
বুকের ছোঁয়ায় বাঁচিয়ে তোল প্রাণের দরদ
আর একবার।

মহম্মদ হোসেন।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের বিবরণঃ—

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	কি কি দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে	জরিমানার পরিমাণ টাকা
শীতলপ্রসাদ হালওয়াই, ৫৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট	দুধ	২৫৲
হরিশচন্দ্র দাস, ৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট (কাশীনাথ মল্লিক বাজার)	সরিষার তৈল	২০৲
লক্ষ্মীনারায়ণ হালওয়াই, ২১এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট	কচুরী	২০৲
শ্যামাচরণ দে, ৯-১০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	৩৫৲
রূপনারায়ণ, ৪ রাধামোহন পাল লেন	ঐ	৫০৲
শ্যামলাল পোদ্দার, ১৮২এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট	ঐ	৪০৲
উপেন্দ্রচন্দ্র সাহা, ১৬-১এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন	ঐ	৪০৲
আশুতোষ ঘোষ, পুরাতন বৈঠকখানা বাজার	দুধ	২৫৲
বিনোদ বিহারী ঘোষ, সাং ঐ	ঐ	৩৫৲
রাসবিহারী ঘোষ ও পাঁচু ঘোষ, সাং ঐ	ঐ	৩০৲
হরিদাস দে, ১৯০ মীরবাহার ঘাট ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	২০০৲
কেদার নাথ দেব, ৬৫ ফিয়ার লেন	ঐ	৫০৲
ভাগবী চরণ দে, ৬৭-৪ মীরবাহার ঘাট ষ্ট্রীট	ঐ	১৫০৲
ভদ্রেশ্বর সাধু খাঁ, ৬৭ ঐ	ঐ	১০০৲
আরজু, ২৬ নেবুতলা লেন	ঐ	৪০৲
আরজমল হনুমান, ১৫৯ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট	ঐ	১০০৲
হরিদাস সাধুখাঁ, ১০০ ক্যানিং ষ্ট্রীট	ঐ	২০৲
তুলসী চরণ ঘোষ, জগু বাবুর বাজার	দুধ	৩০৲
মহাদেও, ১৬৬ রসারোড্	সরিসার তৈল	৫০৲
দিলসুখ রায়, ৩৭ মদন পাল লেন	ঐ	৩৫৲
অক্ষয় সাধুখাঁ, ৫০ শঙ্করীপাড়া রোড্	ঐ	৪০৲
দাশরথি ঘোষ, ২-২ বাগবাজার ষ্ট্রীট্	সাগু	৫৲
রামসুন্দর সা ও রঘুনাথ প্রসাদ সা, ১ আর জি কার রোড্ (শ্যাম বাজার মার্কেট)	সরিষার তৈল	১৫৲

অবিনাশ চন্দ্র ধর	ছানা	৬৲
৫৫৬ অপার চীৎপুর রোড্		
(নূতনবাজার)		
অক্ষয় কুমার দত্ত	সাগু	৮৲
১৫৫ অপার চীৎপুর রোড		
(শোভা বাজার মার্কেট)		
হৃদয় নাথ শেঠ্	সরিসার তৈল	২০৲
৩৫৯ অপার চীৎপুর রোড্ (নূতন বাজার)		
গোষ্ঠ বিহারী দত্ত	পার্ল সাগু	৮৲
৮০ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্		
(হাতী বাগান মার্কেট্)		
ভুখন লাল	ঘি	৫০৲
৪৭ উল্টাডিঙ্গি রোড্		
শ্রীমতী গিরিবালা দাসী	বঁদে	৫৲
৮২-২ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট		
হরিভূষণ মুখার্জ্জি	দুধ	৪৬॥০
৩৬ শ্যাম বাজার ষ্ট্রীট্		
কুলদা প্রসাদ সরকার	সাগু	৬৲
১১৫-৭ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট		
বাকেলাল রামগোপাল	দরবেশ্	৬০৲
১৫৫ আপার চিৎপুর রোড্		
(শোভা বাজার মাকেট্)		
রমণীমোহন ব্যানার্জ্জী	দুধ	২৫৲
৮৬ শোভা বাজার ষ্ট্রীট্		
ছোট লাল	ঘি	৮০৲
৬৩ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্		
জহর সিং ও চুনী সিং	জিলাপী	১২৫৲
১১৫-৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্		
বিধুভূষণ নন্দী	স্যাণ্টোনিন	১৫৲
১১৪-৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্		
কুমারিস্ চন্দ্র দাস	দুধ	৩০৲
পি ২১ এ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড		

ভট্টু সা	ভয়সা ঘি	৫০৲
১০৪ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড্		
লচ্মি নারায়ণ	ঐ	২০৲
৩২ জাষ্টিস্ রমেশ চন্দ্র রোড্		
ত্রিলোচন সা	সরিষার তৈল	[illegible]
১০-২ কাটুয়া খুটি রোড্		
আলি আহম্মদ	ঐ	৯৲
৩৫ এলগিন্ রোড্		
ভরতচন্দ্র হালদার	সাগু	৬৲
কালিঘাট বাজার		
লালমোহন সাহা	বার্লি	৮৲
ল্যান্স ডাউন মার্কেট্		
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ	দুধ	২৫৲
ল্যান্স ডাউন মার্কেট্		
গঙ্গাপ্রসাদ হালওয়াই	সন্দেশ	৩৫৲
১১৫ হ্যারিসন্ রোড্		
রামদুলার সিং	ঐ	৪০৲
২২৭ হ্যারিসন্ রোড্		
সেখ দিলবার	ঐ	৩০৲
২২ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্		
রামচন্দ্র তেওয়ারী	ঘি	১০০
১৫ মল্লিক ষ্ট্রীট্		
নটবর পাল ব্রাদার্স	সরিষার তৈল	২০০৲
৬৭-৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড্		
কানাইলাল দে	ঐ	৩৫৲
১৪-১ এ মলাঙ্গা লেন		
নিতাই চাঁদ ঘোষ	ছানা	৭৫৲
৬৭-৪ ষ্টাণ্ড রোড্		
নন্দলাল বেনিয়া	ঘি	৫০৲
৫৪-৬ ক্যানিং ষ্ট্রীট		
নটবর দে ও হরিপদ দে	সরিষার তৈল	২৫০৲
৬৭-৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড		

৮

জগর নাথ হালওয়াই	সন্দেশ	৪০৲
৯৫ লোয়ার চীৎপুর রোড্		
গোবিন্দ লাল ব্রাম্মিন	দুধ	২০৲
৫৯ মলাঙ্গা লেন		
সুরথ আলি মণ্ডল	ঐ	২৫৲
পুরাতন বৈঠকখানা বাজার		
নন্দ ঘোষ	ঐ	৩৫৲
সাং ঐ		
সুরেন ঘোষ	ঐ	২৫৲
সাং ঐ		
কুঞ্জবিহারী ধর	জিলাপী	৫০৲
২০ স্কটস্ লেন		
রাম প্রসাদ	সাগু	৮৲
১৫৯ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট		
রামদুলাল সিং	সন্দেশ	৫০৲
২২৭ হ্যারিসন রোড্		
মিছরি লাল	ঐ	৩০৲
৪৯ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্		
গঙ্গাপ্রসাদ হালওয়াই	সন্দেশ	৩১৲
১১৫ হ্যারিসন রোড্		
রাম দুলার সিং	ঐ	৪০৲
২২৭ হ্যারিসন রোড্		
সেখ দিলবার	ঐ	৩০৲
২২ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্		
রামচন্দ্র তেওয়ারী	ঘি	১০০৲
১৫ মল্লিক ষ্ট্রীট্		
নটবর পাল ব্রাদার্স	সরিষার তৈল	২০০৲
৬৭-৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড		
কানাইলাল দে	ঐ	৩৫৲
১৪-১-এ মলাঙ্গা লেন		
নিতাইচাঁদ ঘোষ	ছানা	৭৫৲
৬৭-৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড		
নন্দলাল বেনিয়া	ঘি	৫০৲
৫৫-৬ ক্যানিং ষ্ট্রীট্		
নটবর দে ও		
হরিপদ দে	সরিষার তৈল	২৫০৲
৬৭-৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড্		
জগরনাথ হলওয়ে	সন্দেশ	৪০৲
৯৫ লোয়ার চিৎপুর রোড্		
গোবিন্দলাল ব্রাম্মিন	দুধ	২০৲
৫৯ মলাঙ্গা লেন		
সুরথ আলি মণ্ডল	ঐ	২৫৲
পুরাতন বৈঠকখানা বাজার		
নন্দ ঘোষ	ঐ	৩৫৲
ঐ		
সুরেন ঘোষ	ঐ	২৫৲
ঐ		
কুঞ্জবিহারী ধর	জিলাপী	৫০৲
২০ স্কট্ লেন		
রামপ্রসাদ	সাগু	৮৲
১৫৯ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্		
রামদুলাল সিং	সন্দেশ	৫০৲
২২৭ হ্যারিসন রোড্		
মিছরীলাল	ঐ	৩০৲
৪৯ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্		

—[:০:]—

মৎস্যের ব্যবসায়

চিল্কা হ্রদের সহিত বঙ্গোপসাগরের যোগ আছে বলিয়াই সমুদ্রের মাছ কোন কোন সময়ে হ্রদের ভিতর প্রবেশ করে এবং হ্রদের মাছ সমুদ্রেও চলিয়া যায়। হ্রদের জল বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে ঈষৎ লবণাক্ত বা লোণ্তা; অনেকটা সুন্দরবনের নদীর জলের মত এবং হ্রদের মৎস্যের প্রকারও আমাদের সুন্দর বনের জলচরের মত। চিল্কার মোহনা অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত সঙ্গম স্থান—পুরী হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ, গ্রামটীর নাম অর্ককুদা, তিন দিকে হ্রদ ও নদী, একটী ছোট অন্তরীপের মত। এই গ্রামটীতে প্রায় ৩।৪ শত ঘর নুলিয়া বাস করে এবং তাহাদের প্রধান উপজীবিকা মৎস্য ব্যবসায় এবং ধরা। পুরী সহরে সমুদ্রকুলের নুলিয়াদের মত অর্ককুদাবাসী ধীবরেরা নির্ভীক, বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান্। লেখক কয়েক মাস ইহাদের সহিত বসবাস করিয়াছিল এবং ইহাদের সরলতা, সততা ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। এই গ্রামের পাশের ক্ষুদ্র নদীটী—যাহার দৈর্ঘ্য ২।৩ ক্রোশ এবং প্রস্থ ২০০ ফিট হইতে ২০০০ ফিট, মাছের খনি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোটালের সময় অর্থাৎ পুর্ণিমার পরে সমুদ্র হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে লক্ষ লক্ষ ভেট্‌কী, ইলিস, ভাঙন এবং অন্যান্য মৎস্য এই নদীর ভিতর দিয়া হ্রদে প্রবেশ করে। গ্রামের মৎস্যজীবিগণ বেড়া জাল দিয়া মাছগুলিকে জালবদ্ধ করে। লেখক ঐ গ্রামে বাস করিবার সময় অনেক মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছেন। একদিন অতি প্রত্যূষে গ্রামে হট্টগোল বাধিয়া যাওয়ায় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নদীর ধারে ১০ সের হইতে ৩০ সের ওজনের শত শত ভেট্‌কী মাছ খাপী খাইতে দেখিল। ২।৩ ঘণ্টার ভিতর বেড়া জালে অন্যূন ৬০ ৭০ মণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভেট্‌কী মাছ পড়িয়াছিল এবং আরও অনেকগুলি ঝাঁক ধরা পড়ে নাই শুনিল।

লেখক মৎস্য রপ্তানি করিবার জন্য হ্রদে ২ খানি মোটর বোট রাখিয়াছিলেন। ঐ বোটে বরফ আমদানী হইত। যেদিন ৬০।৭০ মণ মাছ জালবদ্ধ হইয়াছিল, সেদিন বরফ ছিল মাত্র ৪।৫ মণ, তাহাতে ৫।৫ মণের বেশী মৎস্য পাঠান হইল না। চিল্কা হ্রদের মৎস্য সর্ব্বপ্রথম বালুগাঁ ষ্টেসন হইতে বুক হইত; পশ্চাৎ দেখা গেল কালুপাড়া ঘাট (খুর্দ্দা রোড হইতে ২০।২৫ মাইল দক্ষিণ) মৎস্য রপ্তানি এবং বরফ আমদানীর পক্ষে সুবিধাজনক এবং সেইখান হইতে গত বার বৎসর যাবত মাছ বুক হইতেছে। কালুপাড়া ঘাট ষ্টেশন হ্রদ হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ এবং হ্রদের ঘাট হইতে পরপার প্রায় ৫ ক্রোশ এবং পরপারের ঘাট হইতে অর্ককুদা আন্দাজ দেড় ক্রোশ। লেখক প্রথমতঃ অর্ককুদায় মাছ, ভার-বাহকদের দ্বারা চিল্কা হ্রদের তীরে আনাইতেন; তীর হইতে নৌকা অথবা মোটর বোটে কালুপাড়ার ঘাটে আসিত এবং সেখানে ঘাট হইতে ষ্টেসনে পাঠান হইত।

অনেক প্রকার অসুবিধা দেখিয়া এবং আমদানী রপ্তানির খরচ অতিরিক্ত হওয়ায় এই পথে অর্ককুদার মাছ আনা বন্ধ করিয়াছিলেন। অনেক বিবেচনা এবং পরীক্ষা করিবার পর অর্ককুদা হইতে বাহকের দ্বারা ১২ মাইল পথ দৈনিক অতিক্রম করিয়া মাছ

আমদানীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; পথের মধ্য স্থানে বাহক পরিবর্তন হইত। ১ মণ মাছ মোহনা হইতে পুরী পৌঁছিতে প্রায় ১।০ টাকা খরচ হইত এবং পুরীতে প্রচুর বরফ থাকিত, মাছ পৌঁছিবামাত্র গুঁড়া বরফে মাছ বাক্সে আবদ্ধ হইত এবং পুরী এক্সপ্রেসে কলিকাতায় আসিত। ছয় বৎসর পূর্ব্বে অর্কুদায় ভেট্‌কী মাছ টাকায় ৵৫ পাওয়া যাইত। বরফ এবং মাশুলের খরচা লইয়া হাওড়া ষ্টেসনে ।৶০ সের পড়িত এবং মাছ টাট্‌কা থাকিলে গড়ে ৮ সের বিক্রয় হইত।

যে দিন অর্কুদা হইতে মাছ পুরীতে অসময়ে আসিত সে মাছ হয় পুরীতে অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিতে হইত, নচেৎ বরফ দিয়া রাখা হইত। পরদিন বুক করা হইত, মাছ নষ্ট হইত এবং খরচাও বেশী পড়িত, এই সকল কারণে পুরী হইয়া অর্ককুদার মাছ চালান দেওয়া বন্ধ করিতে হইল। চিল্কার প্রধান মাছ ভাঙ্গন, ওদেশে খোরেল্ডা নামে পরিচিত —প্রতিবৎসর অনুমান ।১৫ হাজার মণ এই মাছ জালে অর্থাৎ বাঁশের বেড়ার মধ্যে ধরা হয়। অর্দ্ধেক শুষ্ক করিয়া ঐ দেশে বিক্রী হয় এবং অর্দ্ধেক বরফ দিয়া কালুপাড়া ঘাট হইতে শীতকালে হাওড়ায় চালান হয়—ব্যবসায়ীদের বেশ দু পয়সা রোজগার হয়। পূর্ব্বে এই মাছ কালুপাড়া ঘাটে ৫৲ টাকা মণ ছিল, এখন বোধ হয় ৭।০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বরফের খরচ, মাশুল এবং তত্ত্বাবধান লইয়া কলিকাতায় ১০।০ টাকা মণ পড়্‌তা পড়ে।

চিল্কার চিংড়িও প্রসিদ্ধ এবং বর্ষাকালে হাজার হাজার মণ ইলিস মাছ পাওয়া যায়—ইলিস মাছের ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা থাকে—অন্যান্য অনেক রকম মাছও রপ্তানি হয় তবে ভাঙ্গন, চিংড়ি, ইলিস, ভেট্‌কী, পার্শে এবং ট্যাংরা এই মাছগুলি বাঙ্গালী প্রিয় বলিয়া কলিকাতায় উপযুক্ত দামে বিক্রয় হয়।

আমার মনে হয়, যদি কয়েকটী উদ্যমশীল এবং স্থিরসংকল্প বাঙ্গালী যুবক অর্ককুদা হইতে পুরী হইয়া কলিকাতায় মাছ চালান দিবার সুব্যবস্থা করেন, তবে বিশেষ লাভপ্রদ হইবে। কালুপাড়ায় লেখক পাইওনীয়ার বা পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন। এখন সেখানে অনেকগুলি ব্যবসায়ী জুটিয়াছে; তাহার মধ্যে পূর্ণ চন্দ্র রায় অনেক দিন ব্যবসায় করিতেছেন এবং শুনিলাম বেশ দুপয়সা রোজগারও করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পুরী-অর্ককুদা এজেন্সি করিয়া মাছের কারবার বেশ চলিতে পারে। পুরীতে গ্রীষ্ম-কালে ছোট পোনা ও চিংড়ি অপর্য্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়। সমুদ্রের পম্‌ফ্রেট এবং মালিয়া মাছ অর্থাৎ মেদে ভেটকী যথেষ্ট পাওয়া যায়; কাজেই চিল্কা হ্রদের মাছ, স্থানীয় বিলের এবং পুষ্করিণীর পোনা মাছ এবং সমুদ্রের চিংড়ি পম্‌ফ্রেট এবং অন্যান্য মাছ, এই গুলি মিশাইয়া বেশ কারবার চলিতে পারে। মূল-ধন অন্ততঃ ২০০০৲ দরকার। বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ সহ-কারী দরকার। ব্যবসায় খুলিবার পূর্ব্বে পুরী হইয়া অর্ককুদা যাতায়াত করা দরকার, অর্ককুদার মুলিয়া-দের সহিত বন্ধুত্ব করা দরকার। অর্ককুদা হইতে সমুদ্রের কূল দিয়া কি উপায়ে ৬ ঘণ্টার ভিতর পুরীতে মাছ পৌঁছিতে পারে, তাহাই এখন বিবেচ্য হইবে। অর্ককুদার মত স্বাস্থ্যকর স্থান পাওয়া দুর্লভ, সেখানকার কুয়ার জল খুব ভাল, নদীতে প্রত্যহ সন্তরণ চলিবে, রোয়িং চলিবে, খাদ্যাদি প্রচুর। আমার শেষ বক্তব্য এই যে হাওড়া ষ্টেসনের নিকট মাছের হাট পরিদর্শন এবং সেখান হইতে ব্যাপারীরা কি দরে চিল্কার মাছ বিক্রয় করে তাহার তত্ত্ব লওয়া, পরে চিল্কা হ্রদে ভ্রমণ, কালুপাড়া হইয়া অর্ককুদায় গমন এবং অর্ককুদা হইতে পুরী গমনাগমন, পশ্চাৎ ব্যবসা করা না করা তাহার স্থিরীকরণ। ২০০০৲ টাকা মূলধনে রীতিমত

পরিশ্রম এবং দীন দরিদ্র মৎস্যজীবিদের সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন এবং ষোল আনা সততা অবলম্বন করিলে এবং ভাগ্য দেবীর একটু নেক নজর থাকিলে অন্ততঃ ৮।১০টি শিক্ষিত বেকার বাঙ্গালী যুবক খাইয়া পড়িয়া, সচল সুস্থকায় এবং প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া, সম্বৎসরে প্রত্যেকে ৭।৮ শত টাকা জমাইতে পারিবে।

লর্ড কেবল্

আমাদের দেশের অনেকেই তাঁহাদের পুত্রগণকে বাল্যকালেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করেন। তাহাতে বহু সহস্র টাকা ব্যয় হয়। অভিভাবকগণের উদ্দেশ্য, ছেলেরা ইউরোপ ও আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া অধিকতর অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইবেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া, বিদেশীয় আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া, দেশে ফিরিয়া, অনেকে আশানুরূপ অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হন। অনেকে কোন প্রকার চাকরী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দীর্ঘকাল ঘরে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হন এবং শেষে অনন্যোপায় হইয়া কোন কলেজে অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হন। ভারতে সাধারণ ধনী ব্যক্তিরা যে ভাবে জীবন যাপন করেন, বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিরা তদপেক্ষা অধিক ব্যয় ও বিলাসিতায় জীবন যাপন করেন।

লর্ড কেবলের জীবনী আমাদিগকে নূতন শিক্ষা দিতেছে। ১৮৫৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের ডিভনশায়ারে লিভিজে ইঁহার বাড়ী। ইঁহার পিতা ইঁহাকে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিখাইবার মনস্থ করেন; কিন্তু ইংলণ্ডের শীত এই বালকের সহ্য না হওয়ায়, একাদশ বৎসর বয়সেই পিতা তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন, মুসৌরী বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ১৮৭৭ সালে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি মাসিক এক শত টাকা বেতনে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৮০ খ্রীঃ তিনি Lyall Remico এর গদিতে নিযুক্ত হন; এই গদি উঠিয়া গেলে ১৮৮১ সালে তিনি মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে বার্ড কোংর আফিসে নিযুক্ত হন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে এলাহাবাদে শামুয়েল বার্ড কর্ত্তৃক বার্ড কোম্পানী স্থাপিত হয়। তখন ইহার কাজ সামান্য ছিল। কেবল্ সাহেব যখন এই গদিতে প্রবেশ করেন তখনও ইহার কাজ তত বিস্তৃত ছিল না। সে সময়ে কলিকাতায় ৩৯ নং ষ্ট্রাণ্ড রোডে তিনটীমাত্র প্রকোষ্ঠে এই কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে, কলিকাতার পোর্ট কমিশনারদের ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন কোং, ট্রামওয়ে,

কোং ও দার্জ্জিলিং ট্রেণে কুলি সরবরাহ করাই তখন কোম্পানীর প্রধান ব্যবসায় ছিল।

সে সময়ে বাংলায় কয়লা ও পাট ব্যবসায়ের শৈশবাবস্থা। লর্ড কেবল্ এই দুই ব্যবসায়ের পথ পরিষ্কারকদের অগ্রগামী। বাংলার পাট ও কয়লা ব্যবসায়ের ইতিহাসের সহিত লর্ড কেবলের নাম জড়িত। সে সময়ে বার্ড কোং একটীমাত্র পাটকল এবং একটীমাত্র কয়লাখনির ম্যানেজিং এজেণ্ট ছিলেন। লর্ড কেবল্ এই দুই ব্যবসায়ের ভাবী উন্নতি লক্ষ্য করেন। পৃথিবীর নানা কেন্দ্রে তিনি পাটের চাহিদা অনুভব করেন। বর্ত্তমানে বার্ড কোং ১৩টী পাটকলের ম্যানেজিং এজেণ্ট। ইহাদের সমবেত মূলধনই অন্যূন ৪ কোটী টাকা। ভারতে কয়লাখনি হইতে বৎসরে যত কয়লা উত্তোলিত হয়, তাহার এক সপ্তমাংশ বার্ড কোংর তত্ত্বাবধানে উত্তোলিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ক্যাপ্টেন জুলিয়াস বার্ডের সুনজরে পড়েন। লর্ড কেবলের জীবনীতে আমরা দেখিতে পাই, মনের দৃঢ়তা ও যোগ্যতার সমাবেশ হইলে কোন প্রতিবন্ধকই তাহার নিকট টিকিতে পারে না। তিনি নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বার্ড কোংর উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার শক্তি কেবল ব্যবসাতেই নিয়োজিত হয় নাই; ১৯০৫ সালে তিনি কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন। ১৯০৩—৪ সালে তিনি কলিকাতার বণিক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি অষ্টিন চেম্বারলেন ফাইন্যান্শিয়াল কমিশনের সদস্য ছিলেন। বলিতে গেলে তাঁহার চেষ্টাতেই ভারতবর্ষে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক গঠিত হয়।

লর্ড কেবল F. W. Heilger কোম্পানীরও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই দুই কোম্পানীরই বিলাতে কারবার আছে।

বার্ড কোং কলিকাতায় ইউরোপীয় কোম্পানী গুলির শীর্ষস্থানীয়। এই কোম্পানী কাপড় পাট, কয়লা, কাঠ, চুণ, পেটেণ্ট ষ্টোন প্রভৃতির ব্যবসায় করেন। জীবনবীমা, ইঞ্জিনিয়ারীং, এবং কুলী সরবরাহের কাজও আছে। ইহারা কুমারধুবী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশের এবং কুমারধুবীস্থ Tirciloiy Silicia Works এর ম্যানেজিং এজেণ্ট। সিমেণ্টের কাজও আছে। বোম্বাই, লাহোর, দিল্লী, কাণপুর, ও রেঙ্গুনে এজেন্সী আছে। চান্দপুর, নারায়ণগঞ্জ, মাদারীপুরে পাট খরিদের মোকাম আছে; চামড়া ও লবণের ব্যবসায়ও আছে। এই কোং সম্বলপুর ও সিংহভূমের জঙ্গলে স্লীপার কাটাইয়া রেলওয়ে কোম্পানীকে সরবরাহ করেন। হিলজার কোং টিটাগড় কাগজকলের ম্যানেজিং এজেণ্ট। এই কোম্পানীরও কারবার বৃহৎ।

বার্ড কোং ও হিলজার কোং ভারতবর্ষে ব্যবসায় করিয়া বৎসরে কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। এই দুই কোম্পানীর দ্বারা হাজার হাজার লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

লর্ড কেবল্ সামান্য বালকরূপে ভারতে আসিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইউরোপীয় সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ১৯১২ সালে স্বদেশ গমন করেন। তৎপরে তিনি দুইবার ভারতে আসিয়াছিলেন। বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ লর্ড কেবলের ভাগ্যে ঘটে নাই। বিলাতে জন্মিলেও তিনি বাল্যকালে এই ভারতেই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ব্যবসায় করিতে গেলেই যাঁহারা অগ্রে মূলধনের অভাবে হতাশ হয়েন, আশা করি, তাঁহারা লর্ড কেবলের জীবনী পাঠ করিয়া ব্যবসায়ের প্রতি

আকৃষ্ট হইবেন। তিনি রিক্ত হস্তে ভারতে আসিয়া অধ্যবসায় বলে কোটীপতি হইয়া জীবনের শেষাবস্থায় স্বদেশ গমন করেন। ১৯০৫ সালে কেবল্ সাহেব নাইট্ হন এবং ১৯২১ সালে ব্যারন্ উপাধিতে ভূষিত হন। ডিভনশায়ার ইউকোর্ডের তিনিই প্রথম ব্যারন্। তিনি এক সময়ে ডিভনশায়ারের হাই শেরিফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ২৮শে মার্চ্চ লণ্ডনে নার্সিং হোমে ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র গত ১৯১৫ সালে মে মাসে ফ্রান্সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তাঁহার বিধবা পত্নী ও দুই কন্যা বর্ত্তমান। এক জামাতা বার্ড কোংর অংশীদার। কেবল্ সাহেব ১৮৮৮ সালে ২৯ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামানুজ কর।

আমের বিভিন্ন ব্যবসায়

আমাদের এই স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতবর্ষে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহার একটা না একটা প্রয়োজন আছেই আছে। কিন্তু আমরা এতদূর অনভিজ্ঞ যে, সেই সকল দ্রব্য অব্যবহার্য্য জ্ঞানে নষ্ট করিয়া ফেলি। অপর স্থলের লোকেরা সেই অব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আমের কসি তাহার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমের কসি কি কি ব্যবহারে আইসে সে সমস্ত বিষয় বলিবার পূর্ব্বে, আম্র হইতে কি প্রকার ব্যবসায় হইতে পারে, সে বিষয় বলা প্রয়োজন। যদিও ইতঃপূর্ব্বে একবার আমের ব্যবসায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তথাপি পুনরায় এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। আমের প্রধান ব্যবসায় "আমসী"। আজকাল জাহাজের নাবিকেরা বহুল পরিমাণে আমসী ক্রয় করিয়া থাকে ; কারণ জাহাজে ফল ফুলারি, শাক সবজি আদি কিছুই টাটকা পাওয়া যায় না বলিয়া উহাদের কেবলমাত্র মাংসের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। শাক সবজী না পাওয়া যাওয়ায় কেবলমাত্র মাংস খাইয়া উহাদের সর্ব্বাঙ্গে ছোট ছোট ফুসকুড়ি হয়, উহাকে scurvy কহে।

ঐ scurvy পীড়ায় উহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়। এই কারণ ইহারা আহারের সময় কিঞ্চিৎ অম্ল ব্যবহার করিয়া থাকে। এইজন্য উহারা প্রচুর পরিমাণে আমসি কিনিয়া রাখিয়া দেয়। কেননা উহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতঃপূর্ব্বে উহারা আমসী ব্যবহার করিত না। উক্ত পীড়া হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত লেবু ব্যবহার করিত। আজকাল লেবু, লেমনেড, লিমন সিরাপ, সাইট্রিক্ এসিড্ প্রভৃতির উপাদানরূপে ব্যহৃত হওয়ায় লেবুর দর অনেক চড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া লেবু শীঘ্রই শুকাইয়া বা পচিয়া যায় ; কাজেই আজকাল

আর লেবু ব্যবহার চলে না। সেই কারণ লেবুর অভাবে আম্সী ব্যবহার করিয়া থাকে। আমসীর ন্যায় অন্য কোন অম্ল দ্রব্য বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে না বলিয়াও নাবিকেরা এই আমসী ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া যুক্ত প্রদেশের লোকেরা এই আমসীর ব্যবসায় করিয়া থাকে। ইহা এমন কিছু কষ্টকর ব্যবসায় নয় যে অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে। এই অল্প শ্রমের ব্যবসায় ইহাও যদি কষ্টকর বোধ হয়, তাহা হইলে আমরা আর কি পারিব?

সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া পরীরাণীর দ্বীপ হইতে পরীর বাচ্চাও আনিতে হইবে না, কিম্বা স্বর্গে যাইয়া স্বর্গের পারিজাতও আনিতে হইবেনা, কেবলমাত্র কাঁচা আম্রগুলি ছাড়াইয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া; এমন করিয়া শুকাইবে, যাহাতে আম্রের অভ্যন্তরস্থ জলীয়ভাগ না থাকে। ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কিছু আপনা আপনি আরব্য উপন্যাসের আশ্চর্য্য প্রদীপের ন্যায় ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বিস্তার হয় না। ইতঃপূর্ব্বে যখন এই আমসীর ব্যবসায় সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল, কেহ কেহ আমসীর বিক্রয় ও দর যাচাই করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। যদি আমাদিগকে আমসীর বিক্রয় ও দর যাচাই করিবার নিমিত্ত জাহাজে জাহাজে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগের আর পত্রিকাখানি চালান হয় না। নিজেরা আসিয়া জাহাজে জাহাজে ঘুরিয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হয়, নতুবা ঘরে বসিয়া কেহ আপনাদের ব্যবসায়ের পসার করিয়া দিতে যাইবেনা। অলসে ডুবিয়া থাকিয়া ব্যবসায় করিব, বাণিজ্য করিব বলিয়া চীৎকার করিলে কিছু ব্যবসায় ও বাণিজ্য করা যায় না। ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিয়া নিজের দৈন্য ঘুচাইতে হইলে অলসতা ছাড়িতে হইবে, নতুবা কিছুই হইবেনা। কেবল কালি মাখিয়া সং সাজা সার হইবে, আর চির অভ্যাসানুযায়ী পর পাদুকা বহিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

আম্সীর ন্যায় আম্র হইতে আমচুর বা আম্রের আচার প্রস্তুত হয়। আমচুর প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা যায়। ইহাও একটী খুব লাভের ব্যবসায়। কাঁচা আম্রের খোসা ছাড়াইয়া ৪।৬ ফালা করিয়া কাটিয়া ভিতরস্থ কসি বাহির করিয়া লইয়া লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া দিতে হয়। যখন ইহা বেশ শুকাইয়া আইসে, তখন পরিমাণ অনুসারে হরিদ্রা ও লঙ্কা রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া ঐ শুকান আম্রের সহিত গুড় সংযোগে বেশ করিয়া মাখাইয়া লইতে হয়। যখন সকল আম্রগুলিতে মসলাসহ গুড় উত্তমরূপে মাখান হইল, তখন উচ্চ একটী মাটীর হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া উপর হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গুড় ঢালিয়া দিতে হইবে। এখন এরূপ পরিমাণে গুড় দিতে হইবে যে সেই হাঁড়িস্থিত আম্সাগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহা শোষণ করিতে পায়। অতঃপর হাঁড়ির মুখ সরাদ্বারা ময়দার আটা দিয়া বন্ধ করিয়া গামছা বা কাপড়ের দ্বারা বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ গামছা বা কাপড় রাখিবার কারণ এই যে, যেন কোন প্রকার কীট পতঙ্গাদি উহাতে না পড়িতে পারে। তবে মাঝে মাঝে এক একবার উল্টাইয়া দিতে হয়। যখন উপর ও নীচের আম্রগুলি সমপরিমাণ গুড় শোষণ করিয়া লয়, তখন আর উল্টাইবার প্রয়োজন হয় না। অন্ততঃপক্ষে ঐ আমচুর একমাস পরে বাজারে বাহির করিবার মত হয়।

আম্র হইতে আবার "কাসুন্দী" প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় আম্রের খোসা ছাড়াইয়া ফালা ফালা করিয়া ঢেঁকিতে দিয়া থেত্লাইয়া লইতে হয়।

এই খেঁতলান আম্রগুলির সহিত লবণ মাখাইয়া একটী ঝুড়ি বা চুবড়ি করিয়া একটা পাত্রের উপর রাখিয়া দিতে হয়। উদ্দেশ্য, আম্রের অভ্যন্তরস্থ জল ঝরিয়া যাওয়া। অতঃপর ওই জল ঝরিয়া যাইলে উহাতে সরিষার গুঁড়া মাখাইয়া হাঁড়িতে তুলিতে হয়। ওই সরিষা আম্র খেঁতলাইবার পূর্ব্বে ঢেঁকিতে কুটিয়া লইতে হয়। ইহার কারণ আম্র খেঁতলাইলে ঢেঁকির গড় ভিজিয়া যায়, ভিজা গড়ে সরিষা কুটিলে সরিষা নষ্ট হইবার সম্ভাবনায় পূর্ব্বেই উহা গুঁড়াইয়া লইতে হয়। গৃহস্থের বধূ বা গৃহিণীগণ শুদ্ধাচারে কাসুন্দী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন শুদ্ধাচারে প্রস্তুত না করিলে কাসুন্দী নষ্ট হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আম্রের সমুদয় জলীয় ভাগ নষ্ট না হইলে উহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে অতি শুদ্ধাচারে প্রস্তুত কাসুন্দীও নষ্ট হইয়া যায়, অথচ গৃহিণীগণ বলেন যে নিশ্চয় কোন অশুদ্ধাচার হইয়াছিল। আম্রের সহিত আম্রের জলীয় ভাগ থাকাই, কাসুন্দি নষ্ট হইবার অন্যতম কারণ। অতএব যাহাতে আম্রের সহিত তাহার জলীয় ভাগ না থাকিতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল যে Fruit Press বা ফলের রস বাহির করিবার কল বাহির হইয়াছে তাহার দ্বারা সুন্দররূপে আম্রের জলীয় ভাগ বাহির করিয়া লওয়া যায়। যদি আম্রের সহিত তাহার জলীয় ভাগ থাকে, তাহা হইলে কাসুন্দী অতি অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। কারণ জলের সহিত জীবাণু থাকে। জীবাণু যে দ্রব্যে প্রবেশ করে, সে সেই দ্রব্যই নষ্ট করিয়া ফেলে। গ্রাহকগণের মধ্যে কাহারও উক্ত কলের প্রয়োজন হইলে ষ্ট্যাম্প সহ পত্র পাঠাইলে আমরা সমুদয় বিবরণ দিতে পারি।

আম্র হইতে আম তেল প্রস্তুত হয়। আম্রগুলিকে না ছাড়াইয়া দু'খানা করিয়া, কিম্বা আম্রটি অর্দ্ধেক চিরিয়া শেষ ভাগটি আস্ত রাখিয়া, আস্তে আস্তে কসি বাহির করিয়া লইয়া কসির স্থানে হরিদ্রা, মেথি, মৌরী কালোজীরা, লঙ্কা ও সরিষা গুঁড়া করিয়া পুর দিয়া তেলের ভিতর ফেলিয়া দিতে হয়। এইরূপ কিছুদিন রাখিয়া যখন আম্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে তৈল শোষণ করিয়া লয়, তখন উহা ব্যবহার করিতে হয়। ইহার ব্যবসায়ও যথেষ্ট লাভজনক এবং পশ্চিমারা এই ব্যবসায় করিয়া কলিকাতায় বাড়ীঘর করিয়াছে এরূপ অন্ততঃ দশ বার জন লোকের কথা, আমরা জানি।

তারপর পাকা আম

ইহার ব্যবসায়ও বেশ হয়। ইহার বিষয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাকা আম্রগুলি যখন পচিতে আরম্ভ করে, তখন উহা হইতে আমসত্ব প্রস্তুত হয়। খুব পাকা কিংবা একটু পচা আম্রগুলির খোসা ছাড়াইয়া একটি পাথরের পাত্রে আম্রগুলির কাৎ চট্‌কাইয়া বাহির করিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া বেশ করিয়া চট্‌কাইতে হয়। একটি বেশ ফরসা পাতলা নেকড়ায় একবার ছাঁকিয়া লইতে হয়। যদি কোন খিচ বা ময়লা থাকে তাহা হইলে তাহা নেকড়ায় থাকিয়া যায় এবং পরিষ্কার অংশ নিম্নরক্ষিত পাত্রে পতিত হয়। অতঃপর একখানি চেটাইয়ে তেল মাখাইয়া শুকাইয়া লইয়া তাহার উপর অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া শুকাইতে দিতে হয়। এইরূপ ভাবে দেওয়ার পর যখন অর্দ্ধ শুষ্ক হয়, তখন উহার উপর আবার কিয়ৎ পরিমাণ ঢালিয়া দিতে হয়। এইরূপে বারবার আমের রস ঢালিয়া উহা শুকাইয়া লইয়া আমসত্বগুলি ইচ্ছানুযায়ী মোটা করিয়া লইতে হয়। চেটাইতে তেলের হাত

মাখাইবার উদ্দেশ্য এই যে আমসত্ত্বগুলি শুকাইলে যাহাতে সহজে চেটাই হইতে ইহা তুলিয়া লওয়া যায়।

আমসত্ত্বের ব্যবসা অতি সুন্দররূপে চলে। ইহা সব সময়েই ব্যবহার করা চলে; যথা দুধের সহিত অথবা টকরূপে আমসত্ত্বের ব্যবহার এদেশে বহুকাল হইতে অতি প্রিয় এবং মুখরোচক খাদ্যরূপে প্রচলিত আছে; এইজন্য লোকে অতি আগ্রহের আমসত্ত্ব সহিত কিনিয়া থাকে। আমাদের দেশে আম খাইয়া তাহার আঠি ফেলিয়া দেয়। কেননা উহা অব্যবহার্য্য। কিন্তু উহা অব্যবহার্য্য নয়। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেরা ওই সমস্ত আঠির ভিতরের কসি বাহির করিয়া বাঁশী প্রস্তুত করিয়া বাজাইতে থাকে। কিন্তু যুক্ত প্রাদেশের লোকেরা ঐ সকল আঠি বৃথা আমোদে ব্যবহার না করিয়া ইহার ব্যবসায় করিয়া থাকে। সেই কারণ উহারা রাশি রাশি আমের কসি কিনিয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশের লোকেরা আম্রের কসি কিনিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া উহার কস্ ফেলিয়া দিয়া ভাল করিয়া শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া আটার সহিত ভেজাল দেয়। উহাতে উহাদের ব্যবসায়ের সুবিধা হয়। অথচ উহাতে কোন অনিষ্টকর পদার্থ নাই।

আবার আম্রের কসি শূকরদিগকে খাওয়াইবার নিমিত্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শূকরদিগকে আম্রের কসি খাওয়াইলে উহাদের গায়ে চর্ব্বি হয় এবং দেহ বর্দ্ধিষ্ণু হয়। এ কারণ শূকর ব্যবসায়ীরাও আমের কসি যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করিয়া থাকে। আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ শূকর ব্যবসায়ী থাকেন, তিনি আম্রের কসি তাহার শূকরদিগকে খাওয়াইয়া তেজী ও বলিষ্ঠ করিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত আম্রের কসি হইতে কালী প্রস্তুত হইয়া থাকে। আম্রের কসিগুলি ঢেঁকির গড়ে দিয়া বেশ করিয়া থেঁতলাইয়া লইয়া একটি মাটীর নাদায় ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপ ভিজাইয়া রাখিলে আম্রের কসির অভ্যন্তরস্থ কস্ বাহির হইয়া থাকে। ইহাকে ট্যানিন্ বলে। অনেকে হয়ত ঘরে লিখিবার জন্য চাল ভাজিয়া চোঁয়াইয়া লইয়া ওই চোঁয়া চাল ভাজা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া হীরাকস, টোরী ও ভূষা দ্বারা কালী প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ইহাও ঠিক সেইরূপে প্রস্তুত হয়। কসির কস মিশ্রিত জলে হীরাকস, টোরী ও হরিতকী পরিমাণ অনুসারে এই জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিতে হয়। অতঃপর ভূষা মিশাইয়া কালী প্রস্তুত করা হয়।

ইহার দ্বারা আরও একটী সুন্দর ব্যবসায় হয়। আমাদের পল্লীগ্রামস্থ যুবকগণ বৃথা কার্য্যে সময় অতিবাহিত না করিয়া এইপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে মন সংযোগ করিলেও তাহাদের অনেক উন্নতি হইতে পারে। আমের আঠিগুলি—যেগুলি হইতে কসিগুলি বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে সেই সকল আঠি—পোড়ান কার্য্যে লাগে। ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে আম্রের একটী দ্রব্যও উপেক্ষার বস্তু নয়। তাই আজ স্বদেশবাসিগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা কোন বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া সামান্য বিষয়গুলিকে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ মনে করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হউন।

———

বড় বড় কণ্ট্রাক্টের খবর

গত বৎসর 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' আমরা অনেক বড় বড় কণ্ট্রাক্টের খবর বাহির করিয়াছিলাম। বেকার এবং ব্যবসায়েচ্ছু বাঙ্গালী যুবকদিগকে এই সকল নূতন নূতন ব্যবসায়ের পথ এবং সন্ধান দেখাইয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। এ বৎসরও প্রতি মাসে আমরা এই সকল সংবাদ বাহির করিব। সকল সংবাদ একই মাসে বাহির করা সম্ভব নহে, কারণ জিনিষের তালিকা একরূপ অফুরন্ত বলিলেই হয়; সুতরাং 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' সকল সংবাদ প্রকাশ করিতে গেলে, একখানা অভিধান হইয়া পড়ে; আর এই সকল টেণ্ডারের মধ্যে লোহা লক্কর, কল কারখানা ইত্যাদি এমন সব বৃহৎ ব্যাপারও আছে যাহার বিবরণ বাহির করা অনর্থক শ্রম বলিয়া মনে হয়। কারণ আদার ব্যাপারীর নিকট জাহাজের খবর দিয়া কোনও লাভ নাই। এইজন্য আমরা এমন সব সংবাদ প্রকাশ করিব যে, কারবারে প্রবৃত্ত হওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে আকাশকুসুম নহে।

সত রকমের জিনিষ সরবরাহ করার জন্য এ দেশের লোকের নিকট টেণ্ডার চাওয়া হয়। তন্মধ্যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের টেণ্ডারই সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট রকমের। তাহা ছাড়া প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, যথা,—বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মধ্যভারত, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, আসাম এবং বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর অনেক লক্ষ টাকার কণ্ট্রাক্ট দিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে না আছে এমন জিনিষ নাই। গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটী, রেলওয়ে কোম্পানী সমূহ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, দেশীয় এবং করদরাজ্য সমূহেও এইরূপ নানা জিনিষ সরবরাহ করিবার টেণ্ডার লওয়া হয় ও যথাসময়ে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। আমাদের গ্রাহকদিগের অবগতির জন্য প্রতি সংখ্যাতেই আমরা এই সব বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ করিব। ব্যবসায়েচ্ছু ভ্রাতারা এই সকল সংবাদ জানিয়া রাখুন এবং আগামী বৎসর যাহাতে ইহার কোনও একটা অর্ডার ধরিতে পারেন, এখন হইতেই তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হউন।

১৯২৭ সালে মার্চ্চ মাসে সিমলা সৈন্য বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোন্ দ্রব্যের কি পরিমাণ কন্ট্রাক্ট কোন্ কোন্ ব্যবসায়ী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দ্রব্যের নাম	ফার্ম্ম বা ব্যবসায়ীর নাম	যত টাকার কন্ট্রাক্ট
ভূসি	দি গ্যাঞ্জেস্ ফ্লাওয়ার মিলস্, কাণপুর	১৫৫৭৭৲
,,	দি পাইওনিয়র ফ্লাওয়ার মিলস্, সাদরা (লাহোরের নিকট)	১৮১২০৲
,,	মেসার্স শ-ওয়ালেস্ এণ্ড কোং, কলিকাতা	২০১৬৲
,,	দি সাট্‌লেজ্ ফ্লাওয়ার মিলস্, ফেরোজপুর সিটি (পাঞ্জাব)	৮০০৩৲
,,	সেট্ সুকদেও বক্স্ ফ্লাওয়ার মিলস্, মুলতান সিটি (পাঞ্জাব)	১০৮৮৯৲
,,	দি লাক্‌নো ফ্লাওয়ার মিলস্, লক্ষ্ণৌ	৯৬৭৷৵
,,	দি সেণ্ট্রাল ফ্লাওয়ার মিলস্, কাণ্পুর	

,,	দি কানপুর ফ্লাওয়ার মিলস্. কোঃ লিঃ ; কাণপুর	২৮৯২৲
,,	দি বেনারসি দাস ষ্টিম্ রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্, অম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট (পাঞ্জাব)	১৩৬১১৲
,,	দি নিউ ইউনিয়ান ফ্লাওয়ার মিলস্ লিমিটেড, (বোম্বে)	১৬২৫০৲
চিনি	মেসার্স শ-ওয়ালেস্ এণ্ড কোং, কলিকাতা	২৮১২॥০
মণ্ট (Malt)	দি ইউনাইটেড্ ব্রিউ-আরিস্ কোং, কেটি—পোঃ, (নিলগিরি)	৩২৯০৲
পার্ল বার্লি	মেসার্স জিউয়ান দাস এণ্ড কোং. করাচী	২০২৬৲
,,	মেসার্স এফ্. ডি, মেহরা এণ্ড কোং ; বম্বে	২৮০২৲
,,	মেসার্স গেন্দমল্ হেমরাজ, সিমলা	২৬৬০৲
সুজী	দি কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোং, বম্বে	১৩৭৲
সাগু	মেসার্স এফ্., ডি, মেহতা এণ্ড কোং, বম্বে	১১৯৭৲
,,	মিঃ বিরামজি এহুলজি, করাচি	২৭০১৲
সাগু	মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোং, কলিকাতা	১৩৩৮৲
বঙ্রিল	মেসার্স মাজদা এণ্ড কোং, কলিকাতা	২৩৪০৲
জ্যাম	মেসার্স এইচ্, জোনস্ এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা	৩৬৮৯৭৲
ওটমিল	মেসার্স মুলার এণ্ড কিপস লিঃ, কলিকাতা	১৬৭৫৩৲

মন্তব্য :—এই তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে এক বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর একটী অল্প টাকার কণ্ট্রাক্ট ছাড়া আর কোনও বাঙ্গালীর নাম এই তালিকায় নাই। অথচ পার্শী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, পশ্চিমা এবং বোম্বাইওয়ালাদের অনেকেই এই সকল কণ্ট্রাক্ট ধরিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্থান কোথায়, তাহা একবার ভাবুন।

—:o:—

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক

ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের অবস্থা

বাঙলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির পরম দুর্ভাগ্য যে আজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরে আমাদিগের জাতীয় উদ্যমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক আমানতকারীদিগের টাকা দিতে না পারায় দরজা বন্ধ করিয়াছে। বাজারে এবং খবরের কাগজে এ সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু ডিরেক্টরদিগের ইস্তাহার বা বর্ণনাপত্র বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই সকল সংবাদকে গুজব ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারেরা আজি এ পর্য্যন্ত কোনও বর্ণনাপত্র প্রকাশ করেন নাই।

জনসাধারণের বিশ্বাস বা credit ব্যাঙ্কের মধ্যেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পায়। লোকে তাহাদিগের জীবনের সংস্থান আপন আপন সামর্থ্য ও সঙ্গতি অনুসারে ব্যাঙ্কে আনিয়া জমা রাখে। কোনও কারণে যদি সেই ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়, তবে তাহার ফেল হইবার কারণ অংশী ও ডিপজিটারদিগের নিকট অবিলম্বে জানাইয়া দেওয়া উচিত যাহাতে তাঁহারা ব্যাঙ্কের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন এবং বুঝিয়া সুঝিয়া ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। ডিরেক্টারেরা আজি পর্য্যন্ত এইরূপ কোনও বিবরণ প্রকাশ না করায় লোকের সন্দেহ এবং আতঙ্ক দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক গত কুড়ি বৎসর যাবৎ নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা বুকে ধরিয়া আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিল। বাঙ্গালী বলিয়া যিনি গর্ব্ব অনুভব করেন তিনি কোনও না কোনও প্রকারে এই অনুষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছেন। আমরা জানি মফঃস্বলের অনেক লোন কোম্পানী আপন আপন রিজার্ভ ফণ্ড হইতে বহু লক্ষ টাকা তুলিয়া আনিয়া বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর অন্যতম জাতীয় অনুষ্ঠান বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলেরও বহুলক্ষ টাকা এই ব্যাঙ্কে জমা ছিল। কলিকাতা কর্পোরেশন এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটারও অনেক টাকা এইখানে গচ্ছিত ছিল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম যে, এইরূপে গচ্ছিত প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কের মারফতে চারিদিকে খাটিতেছিল।

ব্যাঙ্কের তরপ হইতে শোনা যায় যে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া স্বরাজীগণ ব্যাঙ্কটীকে ধ্বংস করিবার জন্য গত একমাস ধরিয়া চক্রান্ত করিতেছিলেন এবং ব্যাঙ্কের প্রতি ডিপজিটারগণের বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট করিয়া দিবার জন্য 'ফরওয়ার্ডে' নানারূপ প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র বাহির করিতেছিলেন; এমন কি ইহাও প্রচারিত হইয়াছে যে, স্বরাজীগণ মফঃস্বলের লোন কোম্পানী সমূহের ম্যানেজিং ডিরেক্টারদিগকে কলিকাতায় আনাইয়া একযোগে টাকা তুলিবার নোটীশ দিয়াছিলেন এবং

এইরূপ চক্রান্তের ফলে এক দিনেই ১১ লক্ষ টাকা তুলিয়া লইবার নোটীশ ব্যাঙ্কের উপর দেওয়া হয়।

এই ব্যাপার যদি সত্য হয়, তবে এইরূপ চক্রান্তে কোনও ব্যাঙ্ক টিকিয়া থাকিতে পারে না। কারণ ডিপজিটারদিগের টাকা ব্যাঙ্কওয়ালারা ত সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া রাখে না—তাহা নানা ব্যবসায়ে খাটাইয়া ডিপজিটারদিগের প্রাপ্য সুদ দেয় এবং নিজেরাও কিছু লাভ করে। এখন হঠাৎ কোনও নোটীশ না দিয়া ডিপজিটারেরা যদি তাহাদের সমুদয় টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্য দাবী করে, তবে পৃথিবীতে এমন অতি অল্প ব্যাঙ্কই আছে, যাহা এই বিষম ধাক্কা সামলাইতে পারে। কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, ব্যাপারটী সত্য সত্যই এইরূপ হইয়াছিল কিনা। আবার অপর তরপ হইতে শুনিতেছি যে, লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্যেই ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই সব কাহিনী লোক সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন।

উভয় পক্ষের এই সব উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্যে প্রকৃত ঘটনা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাগণ প্রকৃত ঘটনা আজিও সাধারণকে না জানানোর জন্যে সকলের নিকট অত্যন্ত অপরাধী প্রতীয়মান হইতেছেন। শুধু অংশী অথবা ডিপজিটারগণ কেন, দেশের জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের এক গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। এটা শুধু ভাবের দিক্ দিয়ে নয়, পরন্তু ব্যবসায়ের দিক দিয়েই এই বোঝা আরও গুরুতর মনে হইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী এবং মফঃস্বলের লোন কোম্পানী সমূহের টাকা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল; ইহাদিগের এই আমানতী টাকা জনসাধারণের নিকট হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে; সুতরাং বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বন্ধ দরজার মধ্যে উঁকি মারিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জনসাধারণের যথেষ্ট অধিকার আছে। এসম্বন্ধে জনসাধারণের কোনও legal status বা আইনগত অধিকার না থাকিলেও গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ের একটা open enquiry বা খোলা তদন্ত করার জন্য চাপিয়া ধরিবার যথেষ্ট অধিকার আছে। ৯০ লক্ষ টাকার আমানত এবং ৩ লক্ষ টাকার উপর রিজার্ভ থাকিতে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল তাসের বাড়ীর মত ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক অনুসন্ধান করতঃ ফলাফল অবিলম্বে জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিয়া লুপ্ত বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা কর্ম্মকর্ত্তাদিগের এখনই উচিত। ইহাতে যদি তাঁহাদিগের গলদ বাহির হইয়া পড়ে, তবে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদিগকে করিতেই হইবে; আর যদি রাজনৈতিক আক্রোশের ফলে স্বরাজীরা এই ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধন করতঃ বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির মুখে চুণকালী লেপিয়া দিয়া থাকেন, তবে দেশের লোক এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তাঁহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবে না।

বেঙ্গল ন্যাশন্যালের বর্ত্তমান বিপদ্‌পাতে দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা কিরূপ তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই হয়ত ঔৎসুক্য হইতে পারে। সেইজন্য আমরা কয়েকটী প্রচলিত ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থার বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

ব্যাঙ্কের নাম	প্রদত্ত মূলধন	রিজার্ভ ও অন্যান্য ফাণ্ড	ব্যাঙ্কের সেয়ারের বর্ত্তমান বাজার দর।	গত তিন বৎসরে সেয়ারের লভ্যাংশ		
				১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	১৬০০০০০ } ৪৫০০০০ (১৫০০০০০ প্রি)	৪৪১০০০০	২৮৫ } ১৪৬	১৮	১৮	৯
ব্যাঙ্ক অব বরদা	৩০০০০০০৲	২২৫০০০০৲	৮৫৲	১৫৲	১৪৲	১৪৲
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১০০০০০০০৲	৭৮০০০০০	৭৯৮৲	১১৲	১০৲	১০৲
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১১৪ ৩৭৪	৪৭৫৮০০৲	১৪৪৲ }	১৫৲	১৫৲	৬৲
„ „ ইস্যু						
বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক	৮০৫৪৮৭৲	৩১০০০০৲	৩৩৲			
ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন্	১২৫০০০৲	২২০০০০৲	১৫০৲	৯৲		৩৲
সেণ্ট্রল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১৬৮১৩২০০৲	১০০০০০০০০৲	২৯৸৵০	১০৲	১০৲	১০৲
চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৩০০০০০০ পাঃ	৪১০০০০০ পাঃ	১৯ পাঃ	২০।০	২০।০	৭৲
ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক	১০০০০০০৲	৪০০০০০৲	৮৪৲	৯৲	৯৲	৪৲
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৫৬২৫০০০০	৫০০০০০০০	১৪৮০॥০ } ৩৭০	১৬	১৬	
ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক	৫১৬২৮৮	১৩৬১৯৫	৭॥০			
করনানী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক	৮০০০০০০	১৫০০০০	৫॥৵০			
লয়েডস্ ব্যাঙ্ক	৫৮১০২৫২	১০০০০০০০ পাঃ	৩০½ পাঃ	১৬½	১৬½	
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	২০০০০০০ পাঃ	২৯০০০০০ পাঃ	৪৮ পাঃ	২০	২০	২০
পি এণ্ড ও ব্যাঙ্কিং	২৫৯৪.৬০ পাঃ	১৮০০০০ পাঃ	৯½ পাঃ	৫॥০	৫	

করপোরেশন						
পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক	৩০৯২৬৫১	২৫৫০০০০	১৬	১	৫	৭॥০

চা ব্যবসায়ের বিবরণ

গত তিন বৎসরে বিভিন্ন দেশে কত পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪
	পাউণ্ড হিঃ	পাউণ্ড হিঃ	পাউণ্ড হিঃ
ভারতবর্ষ	৩১০৫৯৮৪৪২	৩৭১০৮৬৪৩৪	৩৭২৯১১০০
সিংহল	১৭০৬৯২২৪৯	১৮৩৫০১৯২৮	২০৩৬৮০০১৩
জাভা	৮০৭১৩৬৮০	৯০১৩৬১০০	১০৪৯২২৪০০
সুমাত্রা	১৪৩৯৫৮৩১	১৬৪৮৫১৭৬	১৭৯৫৪৩৪৪
জাপান (রপ্তানী মাত্র)	২৭১০০৪৮৪	২৭০৮৭৫২০	২২৪৭৫২০০
চীন (রপ্তানী মাত্র)	৭৬৭৪৫৩০০	১০৬৮৫৬১০০	৮৬৫০০০০০
ফরমোসা (রপ্তানী মাত্র)	১০০২২৩৬৮	২০২৫৭৬০০	২০৫০৯২০০
ফ্রেন্স ইণ্ডো-চায়না, নেটাল, নয়াসাল্যাণ্ড ইত্যাদি	২০০০০০০	২০০০০০০	২০০০০০০
	৬৯১৯৬৮২৭৩	৮১৭৪০৮৯৫৮	৮৩০৯৫২১৫৭

গ্রেট ব্রিটেনে গত তিন বৎসরে যে পরিমাণ চা আমদানী হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫
৪১৬১৩৭০০০ পাউণ্ড	৪৭৫০৬০০০০ পাউণ্ড	৫১৬০৮০০০০ পাউণ্ড

গ্রেট ব্রিটেন হইতে গত তিন বৎসরে যে পরিমাণ চা রপ্তানি হইয়াছিল তাহার হিসাব (৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসর)।

১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫
৫১৫৬৩০০০ পাউণ্ড	৭২৯৯০০০০ পাউণ্ড	৭৩২৪০০০০ পাউণ্ড

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সমুহ গত তিন বৎসরে যে পরিমাণ চা নানাস্থান হইতে আমদানা করিয়াছিল তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪
	পাউণ্ড হিঃ	পাউণ্ড হিঃ	পাউণ্ড হিঃ
গ্রেট ব্রিটেন	৪১১৮৪৭৯৬০	৩৮৭৫৫১২০৪	৩৯৬৫১২১৫২
আইরিস্ ফ্রি ষ্টেট্		১৬৫৬১৪০০	২৪৩৯৯৬৩৫
	৪১১৮৪৭৯৬০	৪০৪১১৬৬০৪	৪২০৯১১৭৮৭
হল্যাণ্ড	১৯৩১৬০০০	২৮৭০১৬০০	২২০০০০০০
ইউরোপ			
ফ্রান্স	৬৬৫৪৪২০	২৯৭৯০২০	২৭৩৬৫৮০
জার্ম্মাণী	৮৯৩৪৮৬০	৫৪৫২০৪০	৬১৬৫০৬০
বেলজিয়াম	১০৫২৯০৯	৭১৪৩০৭	৮০১০১৭
ডেনমার্ক	১৪৩৬৮০০	১০৯৬৪০০	১০৪৮৩০০
ফিনল্যাণ্ড	২৮০৭৯৬	২৩৭৯৭৭	২৩৩৪৮৮
গ্রীস্	১৭৫২৯৬	৭১৩৪৩১	৫০৪১৭৪
ইতালী	৪৬৩৫৪০	৪২৮৫৬০	৩৫১৭৮০
লাট্ভিয়া		২৭৮১৪৬	১৭২৬১২
নরওয়ে	৪১৮২৯৭	৪৫৯৯১৪	৪২৪৭১৪
পোল্যাণ্ড	২২২১৭৮০	৫৩০২২২০	৪৪০০২০০
সুইডেন	৬৮৮৪৩৭	৫৬২৮০৮	৫৯৩৯৫৬
স্পেন	১৪০২৬০	৩০২০৩৩	২৯৫৭৮১
সুইজারল্যাণ্ড	১৩৬৯২৮০	১২১২৪৮০	৯৫১২৮০
জেকোস্লোভেকিয়া	১৪২৩৩৯০	১১৬৩০৪৩	১০১৪২০০
তুরস্ক		১৪৩৫৬৩৮	
অষ্ট্রীয়া	১৫৮৫৩৪০	১০৮১৪৮০	৯৯৮৫৮০
হাঙ্গেরী	৩৪১৪৪০	৪১৫৩৬০	১০৭৩৬০

রুশিয়া	১৩৬৬০৮০০	৪১৪৯০০০	৩৩১৫৪০০
	৩৭৮৫৪০৬৫	২৮৯৮৭৮৬৩	২৫০৮০৫০২
কানাডা	৩৫৮৬০৭৪৯	৪১২৮৯৪৩৪	৪০০৫৯৫৬৩
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	১৪১১২৪১	১২৪৬৫৬২	১০৭১৪৫০
ইউনাইটেড ষ্টেটস্	৯২৭০৭৬৬৯	১০৫১৩০৬৮৫	৯৭০৯৭২৪৭
ব্রেজিল		৪৩১৬৮১	৪৬৯১১৮
আরজেনটাইন	২০৫৮১২৬	৩৭৬৩৯৫৩	৪০৪৮০৩৬
চিলি		৫৫১৪০৮০	১৫৩৬৭০০
পেরু		১৯৬৯২২০	৫৭৪৪৭৩৪
	২০৫৮১২৬	১১৬৭৮৯৩৪	৫৭৪৪৭৩৪
এশিয়া			
পারস্য		১১২৫৬৮২৪	৭০০২৯২০
ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট	৩৮৯২০০০	৮১১৯৭৩১	৬৭১৮৮০০
	৩৮৯২০০০	১৯৩৭৬,৫৫	১৪০২১৭২০
আফ্রিকা	১৯২৪	১৯২৩	৭৯২২
ব্রিটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা	৯৮০৭৬৭৪	৮০৮০২৫১	৯৪২২৫২০
আলজিরিয়া	১৬৭৭০৬০	১২৩০২৬০	১১৯২৬২০
ইজিপ্ট	৮২২০২৭৮	৬৬৮১৭০৬	৪৫৬০৪৩৫
টিউনিস্		২১৫৭৬৮৫	২০৮১৬১৩
মরোক্কো		৮২০৭৮৭৬	৯৫৬০৯২০
	১৯৭.৪০১২	২৭৩৫৭৮৬৮	২৬৮১৮১০৮
অষ্ট্রেলিয়া	৫৭০০০০০০	৪৭৪৬৬৫০০	৪৩৪০১৫৯৬
নিউজিল্যাণ্ড	১০৭৮৭২৩৯	৯৯৬৭৫২৯	৮৭০৭৬৩৭
মোট (পাউণ্ড)	৬৯৪৫ ২৮৮৮	৭২ ৩২৩১৩৪	৩৯৫৮৪০৫১২

ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসনের, টি সেস্ কমিটী পৃথিবীতে যাহাতে চায়ের চাহিদা আরও বাড়িয়া যায় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন দেশে নূতন নূতন স্থানে যাহাতে চায়ের আমদানী বাড়িয়া যায় এবং প্রচুর পরিমাণে চা কাটিতে হয় সে দিকেও দৃষ্টি দিয়াছেন। বর্ত্তমানে কমিটীর বিশেষ করিয়া লক্ষ্য পড়িয়াছে আমেরিকার যুক্ত রাজ্য, ফরাসী ও ভারতবর্ষের দিকে। বর্ত্তমান বৎসরে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ৪০০০০ পাউণ্ড চা খরচ হইবে। ১৯২৪ সনে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর চা আমদানী হইয়াছিল তাহা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা পরিমাণে চল্লিশ লক্ষ

পাউণ্ড কম হইলেও ভারতীয় ও মিলন টি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী রপ্তানি হইয়াছিল।

ফরাসী দেশে চায়ের কাটতি উত্তরোত্তর খুবই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯২৩ সালে ফ্রান্সে মাত্র ২৯৮৭০০০ পাউণ্ড চা কাটতি হইয়াছিল ; কিন্তু পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২৪ সালে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৩৬১৪০০০ পাউণ্ডে উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে ১৯২৩-২৪ সনে চায়ের কাটতি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষে কি পরিমাণ চা কাটতি হইয়াছিল, তাহার তিন বৎসরের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) ১৯২২-২৩ সালে
২৯৩৫৭০০০ পাউণ্ড।

(২) ১৯২৩-২৪ সালে
৪৭২৫৫০০০ পাউণ্ড।

(৩) ১৯২৪-২৫ সালে
(আধুনিক)—৪৮৫০০০০০ পাউণ্ড।

কলিকাতায় নীলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল

১৯২৭ সনের হিসাব

স্থানের নাম	সেল নং ৩৩ ১লা ফেব্রুয়ারী প্যাকেট	সেল নং ৩৩ ১লা ফেব্রুয়ারী মোট পাউণ্ডের দর	
আসাম	৮৯১৪	॥৶৮	পাই
কাছাড়	৩৩৫৯	৷৴০	
শ্রীহট্ট	২৫৮৩	৷৴০	
দার্জ্জিলিং	৬৫৫	৷৴৪	পাই
ডুয়ার্স	৮১৮৭	॥৴৩	,,
স্থানের নাম			
তরাই	২০৯৪	॥৫	,,
ত্রিপুরা	১০৯	॥৴০	
চট্টগ্রাম	১৩৯	৷৵১০	,,
ছোটনাগপুর	৫০	৸৵৮	,,
কুমায়ুন ও কাংগ্রা			
দেরাদুন			
নেপাল			
মোট	২৬০৯০	॥৵০	

১৯২৭
সেল নং ৩২, ৮ই ফেব্রুয়ারী।

	প্যাকেট	মোট পাউণ্ড প্রতি মূল্য	
আসাম	৯৩০১	॥৵১০	পাই
কাছাড়	২৮২৭	॥৩	
শ্রীহট্ট	১৮৮০	॥০	
দার্জ্জিলিং	২৯০	॥৴০	
ডুয়ার্স	৯২৯৫	॥৪	"
তেরাই	৭৪১	৷৶১০	"
ত্রিপুরা	২৮৪	৷৶৩	"
চট্টগ্রাম	১৯৮	॥১১	"
ছোটনাগপুর	৭৩	৷১১	"
কুমায়ুন ও কাংগ্রা			
দেরাদুন			
নেপাল	১০৬	৷৴৪	"
মোট	২৪৯৯৫	৷৴৩	"

১৯২৭ সাল সেল নম্বর—৩৬
২২শে ফেব্রুয়ারী।

	প্যাকেট	মোট পাউণ্ড গড় পড়তা মূল্য	
আসাম	৪৮৫৪	॥১১	পাই

স্থানের নাম			
কাছাড়	১৬৭৩	॥৭	"
শ্রীহট্ট	৩০৯১	।⁄৬	"
দার্জ্জিলিং	৮১	॥⁄৫	"
ডুয়ার্স	৭৩৫৭	।⁄১০	"
তেরাজ	২৩৭৯	।⁄৪	"
ত্রিপুরা	৩৭৮	।⁄৫	"
চট্টগ্রাম	৮৬	॥⁄২	"
ছোটনাগপুর			
কুমায়ুন ও কাংগ্রা			
দেরাদুন			
নেপাল			
মোট	১৯৮৬৩	॥১	পাই

১৯২৭ সাল সেল নং ৩৭
১লা মার্চ্চ

স্থানের নাম	প্যাকেট	পাউণ্ডের গড় পড়তা মূল্য	
আসাম	২২০৯	॥১১	পাই
কাছাড়	১২৯	।⁄৯	"
সীলেট্	৬৬৮	।⁄৯	"
দার্জ্জিলিং	১১	॥⁄৬	"
ডুয়ার্স	৮৯১	॥১	"
তেরাজ	১৫৩	।⁄২	"
ত্রিপুরা	৩১১	।⁄১০	"
চট্টগ্রাম	১০৬	।⁄৭	"
নেপাল	৬	৸⁄০	
মোট	৪৪৮৪	॥৩	পাই

কয়েকটি চা বাগানের অবস্থা

নাম।	চা কোম্পানীর প্রদত্ত মূলধন	রিজার্ভ ফাণ্ডস্	কত একর জমাতে চা উৎপন্ন হইয়াছিল	প্রতি সেয়ার কত	বর্ত্তমান বাজার দর	শতকরা কত লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে		
						১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫
	টাকা	টাকা						
এলিন প্যাথিমার	১১০০০০০	১০০০০০০	৯৪১	১০০	৩১০	৬০	৬০	১২॥০
আমুলিকি	৪৪৫৭০০ (৭৫০০০ প্রেঃ)	১৭৫০০০	১০৪১	১০০	১১৫	২৫	২০	১২॥০
আরকাটিপুরা	৩০০০০০	১৭৫০০০	৮৪০	১০	২৮	৪০	৫০	৩০
অটল	২২৫০০০	৯০০০০	৭০১	১০	১৫	৩০	২০	৫
বগাছেরা	১২০০০০	১০৭১৫৯	৭৫০½	১০০	৫২৫	৬৫	৮০	৪০
বনার হাট	৫০০০০০ (৪৮০০০০ প্রেঃ)	৪১০০০০	২৩৪০	১০০	৬৭৫	৪৫	৫০	৫
বড়দীঘি	৩০০০০০	৬১০০০০	১০৭৫	১০০	৬০৯	৬৫	৭৫	৩৫
বেলগাছি	১২৫০০০	৩০০০০	৪৮২½	১০	১৬	৭৫		৩০
বেতজান	৩২০০০০	১৩৫০০০	৪৫৯	১০	২৭½	২৫	৪০	৩০
ভাত খাওয়া	২৫০০০০	২৩০০০০	১১৪৮½	১০	৫৫	৭০	৮০	৫০
ভুটিয়া চং	৩৬০৭০০	২৭৫০০০	৯০০	১০০	২০০	৩৫	৫০	৫০
বীরপাড়া	৪৫০০০০ (১০০০০০ প্রেঃ)	৪৫৬০০০	১৩৩৭½	১০০	৪০০	৫০	৪০	৪০
বিশ্বনাথ	১৫০০০০০	৫৫০০০০	৩৫৭১¼	১০	৩৩½	৩৫	৩৫	৫
বোয়াহি	৪০০০০০	৮০০০০	৪১৪	১০		১০	১০	৫
বড়পুস্কুরি	৩০০০০০	৮৫০০০	৫৭৫০৮৬	১০	২৭	৩৫	৩৫	৩০
কারণ	১৫০০০০	১৪০১০০	৬০৪	১০০	৫৯০	১০০	৮০	৬৫
সেন্ট্রাল কাছাড়	১০০০০০০	২০০০০০	১৪৯৯০৬৭	১০০	১০৮	১৫	১২½	১০
চায়ং	২৭৯৯০০	৬৫০০০	৩৬৭½	১০	১৫	১২½	২০	১২½
চণ্ডীপুর	২৫০০০০	১১৫০০০	৭৯৩½	১০০	১৫০	৩৫	২৫	৮

চুণাভাটী	২০০০০০ (২০০০০০ প্রেঃ)	৩১৫০০০	৮৬৬	১০০	৯০০	১০০	১৫০	১২০
চণ্ডীছেরা	৩০০০০০	১০৫৮০০	৫৬১	১০০	১০১	১০	৭½	৪
কুলিকুশি	১৭০৬০০	৬২০০০	৪৭৭	১২০	৩৬০	৫	৬৫	৪২½
ডারর্জ টি এণ্ড সিনকোনা	৩৭৫৯০০	১৬২৬৩৮	৬৬২	১০০	৩০০	৪০	৫০	২০
দেশাই এণ্ড পার্ব্বতীয়া	৬০০০০০	৩০০০০০	১৫৫২৮৬	১০০	৩৬০	৩৫	৬০	৩০
ধেলাখত্	২৯০৮১০	১৯৩৭৪০	৪১৮	১০	৫০½	২০	২৫	৩০
দিলারাম	২০০০০০	৯২০০০	৪৭০	১০০	১১০	১৫	২০	২০
দিমাকুসী*	২৩৭১০০ (৭০০০০ প্রেঃ)	৭০০০০	৬৫৮	১০	২২	৩০		
ডুলাহাট	৪৫৪০০০	৫৭৫০০০	৮১৯১৭	১০	৪০	৩০	৩০	১০
দক্‌লাগড়	৪৪২৫০০		৬০০	১০	১৫½		৫	১ক
বরাং	৪৬৫০০০	৪০০০০	৫৭০	১০০	৬১	৩	৮	৫

* তারকা চিহ্নিত বাগানগুলিতে প্রেফারেন্স সেয়ার আছে।

খয়ের প্রস্তুতের উপায়

(বিলাত ও আমেরিকা প্রত্যাগত বেঙ্গল ওয়াটার-প্রুফ ওয়ার্কসের স্থাপয়িতা মিঃ এস্, এম্, বসু, এম্, এস্, সি লিখিত)

খয়ের ভারতের সর্ব্বত্রই পানের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমগ্র ভারতে ইহার বাৎসরিক খরচের পরিমাণ কি, তাহার কোন সঠিক হিসাব নাই। কিন্তু তাহা যে বহু লক্ষ টাকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষ ও স্ত্রীলোক পান খাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ৩১ কোটী অধিবাসীর মধ্যে ৫ কোটী অধিবাসী পান ব্যবহার করে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোন কোন স্থানে পান অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ও এই স্থানের প্রত্যেক ব্যক্তি ২ ছটাকের উপর খয়ের প্রতিমাসে ব্যবহার করিয়া থাকে। গড় পড়তায় প্রত্যেক ব্যক্তি পিছু এক ছটাক করিয়া ধরিলে ৫ কোটী লোকের বাৎসরিক খরচ প্রায় ৯,৩৭,৫০০ মণ হয়। ১১৲ মণের হিঃ ইহার মূল্য ১,০৩,১২,৫০০৲ টাকা হয়। আমদানী-রপ্তানির কথা সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখা যায়। ১৯১৩-১৪ সালে ৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার খয়ের বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে এই রপ্তানির হার গত ২০ বৎসর হইল কমিয়া আসিতেছে :—

১৮৯৫-৬	১৮৯৬-৭
১,৮৩,৭২৯ হন্দর	১,২২,০৮২ হন্দর
=৩৬ ৯৬,১০৬৲ টাকা	

১৮৯৭-৮	১৮৯৮-৯	১৮৯৯-০০
৯৭,১৮৭ হন্দর	৯১,৬৬৯	১,২৭,৮১৫

১৯০০-১	১৯০১-০২
১,০১,৯৯৫ হন্দর	৬৬,:৬২

১৯০৩-৪	১৯০৬-৭	১৯১৩-১৪
১,১২,৯:৬	৯৭,২৬৯	২,৯৪৩ টন
=১৯,৭১,৮৯৬৲	=১৫,৯১,৫৬১৲	=৯,৩২,৪৩৮৲

মধ্যে কোন বৎসর রপ্তানি বাড়িলেও মোটের উপর ইহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৮৯৫ সালে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার খয়ের ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়, কিন্তু ১৯১৩-১৪ সালে মাত্র ৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার খয়ের রপ্তানি হয়। এই হ্রাসের কারণ পরে আলোচনা করা যাইবে। এখানে এই কথাটী বুঝিতে হইবে যে ভারতে খয়ের প্রস্তুত একটী বহু লক্ষ টাকার ব্যবসায় এবং এই বহু পুরাতন ব্যবসায়টী ক্রমেই বিনষ্ট হইতেছে এবং তজ্জনিত অর্থাগমও কম হইতেছে। চেষ্টা করিলে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে, ও এই উন্নতির উপায়ও অন্যান্য কোন কোন শিল্পের ন্যায় আমাদের শক্তির বহির্ভূত নহে।

উপরের রপ্তানি তালিকার অতি সামান্য অংশই ভারতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার শতকরা ৯৮ ভাগই ব্রহ্মদেশজাত খয়ের। ১৯০৬-৭ সালের রপ্তানির হার এইরূপ :—

ব্রহ্মদেশ—৯৫,৪৫১ হন্দর
বাঙ্গালা—১,৬৮৭ হন্দর

মান্দ্রাজ—১২৪ হন্দর
বোম্বাই—৭ হন্দর

এই রপ্তানির শতকরা ৭০।৮০ ভাগ ইংলণ্ডে যায় এবং বাকী মিশর, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী হলাণ্ড এবং অন্যান্য দেশে যাইয়া থাকে। (১৯১৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ খয়েরই কলিকাতা হইয়া বিদেশে চালান হইত। গত ১৫।২০ বৎসর হইতে তাহা ব্রহ্মদেশ হইতেই সোজা পাঠান হইয়া থাকে। ইহা মনে রাখিলে বাঙ্গালা হইতে খয়েরের রপ্তানির হার গত কয়েক বৎসরে কম হইবার কারণ বুঝিতে ভুল হইবে না। কিন্তু এককালে ভারতবর্ষজাত খয়ের বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইত। ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের খয়েরই মালয় উপদ্বীপ ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেশের কোটী কোটী লোকের অধিকাংশ অভাব পূরণ করিত। সেখানেও পানের মসলারূপে ইহার ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবসায় পুরাকাল হইতে ভারতীয় বণিকগণের হস্তেই ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় বণিকগণও ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহা ইউরোপে প্রচলিত হয়, ও নানাশিল্পে ও ঔষধরূপে ইহার ব্যবহার ক্রমে বাড়িতে থাকে। তখন হইতেই ব্রহ্মদেশীয় খয়ের প্রসিদ্ধি লাভ করে, ও ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে ইহা সম্পূর্ণভাবে রপ্তানিতে ভারতীয় খয়েরের স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভারতীয় খয়েরের অধিকাংশ ভাগ এখন দেশের ভিতরেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতে এখন যে পরিমাণ খয়ের প্রয়োজন তাহা পূরণ করিতে ব্রহ্মদেশীয় ও সুদূর মালয় উপদ্বীপজাত খয়ের বহুল পরিমাণে আমদানী করিতে হয়। ১৯০৬-০৭ সালে বাহির হইতে বাঙ্গলায় ১০,৬৭৮ হন্দর খয়ের আমদানী হয়। ইহার কতক ব্রহ্মদেশ ও কতক মালয় উপদ্বীপজাত। ১৭৫০ খৃঃ হইতে মালয় উপদ্বীপে খয়ের প্রস্তুত আরম্ভ হয়। সেই সময় ইউরোপে ইহার কাট্‌তি বাড়িতে থাকে। খয়েরের ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় ইউরোপীয় বণিকগণ তখন তাহা অন্য দেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করে। তাহারই ফলে মালয় উপদ্বীপে খয়ের শিল্প স্থাপিত হয়, ও ক্রমে মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব্ব এশিয়ার বাণিজ্য হইতে ভারতীয় খয়ের বিতাড়িত হয়। পাশ্চাত্য দেশের বাজারেও এই মালয়ের খয়ের ভারতীয় খয়েরের স্থান অনেকটা অধিকার করিয়াছে। প্রতি হন্দর ২৫৲ হিঃ লইলে ১,৭১,৫০০ হন্দরের মোট মূল্য ৪০,৮৭,৫০০ টাকা। ইহার অধিকাংশ ভাগ পানে খাওয়ার ভাল খয়ের বলিয়া মূল্য কিছু বেশী ধরা হইয়াছে।

রেল জাহাজের আমদানী ও রপ্তানির রিপোর্ট হইতে ডাঃ ওয়াট অনুমান করেন যে, ভারতে প্রস্তুত খয়ের নিম্নলিখিত পরিমাণ নানাস্থানের বাজারে প্রেরণ করা হয়।

ব্রহ্ম	...১,৫০,০০০ হন্দর	প্রতি বৎসর।
দক্ষিণ ভারত...	১,০০০ ”	”
বোম্বাই প্রেসি	৬০০ ”	”
যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাঙ্গালা	২০,০০০ হন্দর	”

কিন্তু ইহা ভারতে প্রস্তুত মোট খয়েরের পরিমাণ নহে; যাহা দূরদূরান্তরের বাজারে চালান যায়, তাহারই হিসাব। দেশীয় রাজ্যের প্রস্তুত খয়ের ইহার অন্তর্গত নহে; এবং ভারতের নানাস্থানে প্রস্তুত খয়ের যাহা নিকটবর্ত্তী বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা এই হিসাবের অন্তর্গত নহে; সুতরাং আমার পূর্ব্বের অনুমান ভারতে প্রস্তুত মোট খয়েরের মোটামুটি আন্দাজ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১১৲ হিঃ মণ হইলে ইহার মূল্য ১,০৩,১২,৫০০৲ টাকা হয়।

আমাদের দেশে শিল্পক্ষেত্রে নানাপ্রকার চেষ্টা হইয়া গিয়াছে ও এখনও হইতেছে। এই চেষ্টার ফলে শিল্প বিষয়ে দেশের জনসাধারণ এখনও অনেকটা দিশাহারা হইয়া আছে। কাঁচা মাল বিদেশ হইতে বিদেশী জাহাজ ভাড়া করিয়া আনিয়া, তাহা দেশে কলকারখানার সাহায্যে তৈয়ারী মালে পরিণত করিয়া সাফল্য লাভ করিতে হইলে, যে শিল্প-কুশলতা, শিক্ষা, অর্থ ও বাণিজ্যবিষয়ক সুবিধার প্রয়োজন, তাহা এখনও আমাদের দেশে নাই। এজন্য আমাদের অনেক শিল্প-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ আমাদের বর্ত্তমান অনভিজ্ঞতার অবস্থায় কোন শিল্পোন্নত বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আনিয়া তাহা সেই দেশের তৈয়ারী মালের মত সস্তা ও সুদৃশ্য করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। এই প্রকার চেষ্টা শিল্পের প্রাথমিক অবস্থায় স্বাভাবিকও নহে। দেশে যখন নানাপ্রকার কলকারখানা স্থাপিত হইবে, ও বহু দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত হইতে থাকিবে ও শিল্প এবং শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইবে, তখন এই প্রকার বিবিধ শিল্পস্থাপনা সহজসাধ্য ও ফলযুক্ত হইবে। শিল্প-বিস্তারের প্রাথমিক অবস্থায় সফল হইতে হইলে এমন পথ অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহা সুগম ও আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। যে সমস্ত কাঁচা মাল দেশে অপর্য্যাপ্ত বা যাহা এই দেশের একচেটিয়া, তাহা হইতে মাল তৈয়ারীই আমাদের প্রথম শিল্প হওয়া উচিত। এই বিশাল ভারতবর্ষের পর্ব্বত, কান্তার, বন, প্রান্তর ও ক্ষেত্রাদি প্রকৃতির বিচিত্র ও অফুরন্ত দানে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় বহু বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে ও হইতে পারে। এইগুলিই আমাদের অবশ্যকরণীয় প্রথম শিল্প এবং ইহাকেই আমাদের শিল্প চেষ্টার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে।

কিন্তু শিল্পকার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার ইহা হইতেও সহজ রাস্তা আছে। ভারতে বহু পুরাতন কাল হইতে অনেক শিল্প প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি আমাদের একচেটিয়াই ছিল ও এককালে তাহার ব্যবসায় খুব লাভজনক ছিল।

কিন্তু ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড শিল্পচেষ্টার ফলে ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে ও নানা উপায়ে বহু আবশ্যকীয় বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের অনেক প্রচলিত শিল্প নষ্ট বা মৃতপ্রায় হইয়াছে। এই মৃতপ্রায় শিল্পগুলি উন্নত উপায় ও বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবন লাভ করিতে পারে। এই প্রবন্ধে আমি এইরূপ একটী শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ও কি করিয়া তাহার উন্নতি হইতে পারে, তাহা লিখিব। ইহা যেমন সহজসাধ্য, তেমনি ইহাতে বেশী মূলধনেরও প্রয়োজন হইবে না। ইহাও ভারতের পুরাতন শিল্পগুলির একটা বিশেষত্ব। আশ্চর্য্য সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য উপায়ে ভারতে নানা বস্তু প্রস্তুত হইত ও এখনও হয়। এই সহজ ভিত্তির উপরে বিজ্ঞানের সাহায্যে শিল্পগুলিকে উন্নত করিলে তাহা যথেষ্ট লাভজনক হইবে।

উৎপত্তি

যে বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে খয়ের প্রস্তুত হয় তাহার ইংরাজী নাম—acacia catechu, সংস্কৃত—খদির; বাঙ্গালা—খয়ের গাছ, উত্তর ভারত—কথা; তামিল—কাশু, গুজরাট—কাথো, মারাঠী—কাথ; কিন্তু ভারতের নানা স্থানে যে বৃক্ষ হইতে খয়ের প্রস্তুত হয় তাহা একজাতীয় হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত কতক বিভিন্নতা আছে। এই বৃক্ষগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। যথা :—

1. Acacia Catechu

ইহাই উত্তর ভারতের কথা বৃক্ষ এবং হাজারা, কাশ্মীর, শিমলা, কাংড়া, গাড়োয়াল, মসুরী, মধ্য

ভারত, বিহার ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। এই বৃক্ষ হইতেই কুমায়ুনের কথা বা খয়ের প্রস্তুত হয়।

2. Acacia Catechuoides

ইহা বাংলা দেশের খয়ের গাছ এবং মুঙ্গের ও পাটনা হইতে সিকিম, আসাম ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ইহা দেখা যায়। ইহা হইতে বাঙ্গালা দেশের খয়ের প্রস্তুত হইত, ও এখন ইহা হইতেই ব্রহ্মদেশীয় পেগু খয়ের প্রস্তুত হয়।

3. Acacia Sundra

ইহা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের খয়ের গাছ এবং কোইমবাটোর হইতে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে কানাড়া, কোঙ্কন, কাঠিবার ও রাজপুতনায় ইহা যথেষ্ট দেখা যায়। ইহা হইতে লাল খয়ের প্রস্তুত হয়।

খয়ের গাছের বিশেষ অবস্থান

খয়ের গাছ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। শুষ্ক প্রদেশে ইহার বিশেষ আধিক্য। যে যে স্থানে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায় ও খয়ের প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

মধ্য প্রদেশ

বিলাসপুর, চান্দা, রায়পুর, সম্বলপুর ও সেওনী দামো জঙ্গলে এই গাছ অপর্য্যাপ্ত। রাধাকোলা, সোণাপুর, পাটনা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলি এই বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

যুক্ত প্রদেশ

পিলিভিট, গোণ্ডা ও বাহরইচ বিভাগ (পূর্ব্ব অযোধ্যা)—সরকারী জঙ্গল; অপর্য্যাপ্ত গাছ। অযোধ্যা—(জমিদারী জঙ্গল) বুন্দেলখণ্ডের ও নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্যের জঙ্গলে প্রচুর খয়ের গাছ পাওয়া যায়।

বোম্বাই প্রদেশ

আহমেদাবাদ, ব্রোচ, পঞ্চমহল, সুরাট, উত্তর কানাড়া, নাসিক, গুজরাট ও বরদায় অপর্য্যাপ্ত গাছ দেখা যায়। দক্ষিণ জঙ্গল সার্কেলেও এই গাছ যথেষ্ট।

মান্দ্রাজ প্রদেশ

দক্ষিণ কানাড়া বিভাগে যথেষ্ট গাছ আছে। মহীশূর রাজ্যেও এই বৃক্ষের আধিক্য দেখা যায়।

বাঙ্গালা প্রদেশ

জলপাইগুড়ী ডিষ্ট্রিক্টএ এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। দিনাজপুরের অন্তর্গত পেরুইয়া, জগদ্দল ও খোবাঘাটের জঙ্গলেও এই গাছ যথেষ্ট। মালদহ জিলাতেও এই গাছ পাওয়া যায়। উত্তর বঙ্গের জঙ্গল বিভাগে পুরাতন নদীর খাতে এই গাছ অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। ইহার মধ্যে যে সব পুরাতন গাছ বেশী কাটা-কুটির দরুণ ক্ষতপূর্ণ, গর্ত্তযুক্ত ও গাঁটওয়ালা, তাহা হইতেই অধিক পরিমাণ খয়ের পাওয়া যায়।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ

ছোটনাগপুরের জঙ্গলে এই গাছ অপর্য্যাপ্ত। চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, দারভাঙ্গা প্রভৃতি জিলাতেও প্রচুর বৃক্ষ আছে। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলি (যথা ময়ূরভঞ্জ, দশপাল্লা, আঠমালিক, বোড, পান লাহেরা, তলচের, বামড়া প্রভৃতি) এই বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

আসাম

গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও দারাং বিভাগের জঙ্গলে এই গাছ অপর্য্যাপ্ত।

মধ্যভারত

উত্তর গোদাবরীর জঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ও যুক্তপ্রদেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত এই গাছের কোন অভাব নাই।

খয়ের গাছের সরকারী বন্দোবস্ত

এই খয়ের গাছ প্রায় সর্ব্বত্রই সরকারী জঙ্গলে অবস্থিত ও সরকারী বন-বিভাগ হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গাছ কাটিবার লাইসেন্স প্রতিবৎসর নিলাম করা হয়, বা টেণ্ডা'র দ্বারা বন্দোবস্ত করা হয়। লাইসেন্সের কাল প্রায় সর্ব্বত্রই চারি মাস মাত্র। জমিদারী জঙ্গল বা দেশীয় রাজ্যের জঙ্গলেও কোন কোন স্থানে এই বন্দোবস্ত। অধিকাংশ স্থানেই স্থানীয় মহাজনেরা এই লাইসেন্স ক্রয় করেন ও উচ্চ সুদে অগ্রিম টাকা দিয়া খয়ের প্রস্তুতকারীদিগকে হাতে রাখেন। এই খয়ের প্রস্তুতকারীগণ প্রায়ই স্থানীয় কোনও নিম্ন শ্রেণীর জঙ্গলের অধিবাসী ও খয়ের প্রস্তুত করাই তাহাদের প্রধান ব্যবসায় ও খৈরী বা কথকারী নামে তাহারা কোন কোন স্থানে পরিচিত। তাহারা সপরিবারে এই কাজ করিয়া থাকে, ও সর্ব্বদাই মহাজনের নিকট ঋণী থাকায় ও অশিক্ষিত হওয়ায় অত্যন্ত হীন অবস্থাপন্ন।

খয়ের বৃক্ষ বা তাহার লাইসেন্স বিষয়ে কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে

যুক্ত প্রদেশ—The Conservator of Forests, Eastern Circle, U. P. Nainital.

মান্দ্রাজ—The C. of F. S. Circle, Madras, Coimbatore.

বাঙ্গালা—The C. of F. S. Circle Bengal, Darjeeling.

বোম্বাই—The C. of F. S. Circle, Bombay, Belgaum.

মধ্য প্রদেশ—Chief Conservator of Forests, C. P. Nagpur.

আসাম—Chief Conservator of Forests, Assam, Shillong,

বিহার উড়িষ্যা—C. of F. Behar&O, Ranchi.

খয়ের প্রস্তুতের বর্ত্তমান প্রণালী

ভারতবর্ষের নানা স্থানের খয়ের প্রস্তুত প্রণালীতে কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকিলেও মোটের উপর প্রণালীটী একই বলা যাইতে পারে: তাহা এই :—

খয়ের গাছগুলি গোড়া হইতে কাটা হয় ও মোটা টুকরাগুলির উপরের ছাল ও কতকটা কাঠ কাটিয়া ভিতরের লাল রঙ্গের কাঠ বাহির হইলে তাহা খুব ছোট ছোট টুকরা ১ হইতে ২ ইঞ্চি লম্বা হয়। এই রঙ্গিন কাঠের মধ্যেই খয়ের পাওয়া যায়। এই প্রকার ১ মণ কাঠ হইতে প্রায় ৫ সের খয়ের পাওয়া যায়। মাটীর পাত্রে এই টুকরা কাঠগুলি ভরিয়া ও পাত্র জল পূর্ণ করিয়া একটী বহু মুখবিশিষ্ট চুল্লীর উপর সিদ্ধ করা হয়। কোন কোন স্থানে ২৪ ঘণ্টা সিদ্ধ করা হয়। জল প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া আসিলে তাহা অন্য একটী বড় পাত্রে ঢালিয়া তাহা আবার জ্বাল দেওয়া হয়। অনেক স্থলে এই বড় পাত্রটী একটী লোহার বড় কড়াই। দ্বিতীয় বার জ্বাল দিয়া তাহা গাঢ় হইলে পাত্রটী নামাইয়া ঠাণ্ডা হওয়া পর্য্যন্ত একটা বড় কাঠের হাতা দিয়া সেই রস নাড়া হইয়া থাকে। এই নাড়িবার ফলে ও ঠাণ্ডা হইলে এই রস একবারে গাঢ় হইয়া যায়, ও তখন যে কোন আকারে ইচ্ছা ঢালাই করা হয়। পরের দিন তাহা অনেকটা শক্ত হয়, ও খণ্ডে খণ্ডে কাটা হয়। ইহাই বাজারের খয়ের। অনেক স্থলেই ইহা কোন চাটাই, শাল পাতা, বা ছাইয়ের উপর ঢালা হয়। ব্রহ্ম দেশের ও ভারতের সাধারণ খয়ের এইরূপে প্রস্তুত হয়।

কোন কোন স্থানে টুকরা কাঠগুলি দ্বিতীয়বার সিদ্ধ করিয়া এক প্রকার কম মূল্যের খয়ের প্রস্তুত করা হয় বা একত্র মিশাইয়া ফেলা হয়। সাধারণতঃ খয়ের প্রস্তুত করিবার সময় ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ। কোন কোন স্থানে বর্ষার পরে কাজ আরম্ভ হয়।

ভারতের নানাস্থানে বিভিন্ন প্রকারের খয়ের প্রস্তুত করা হয় ও তাহা বাহ্য আকারে, গুণে, স্বাদে ও মূল্যে অনেকটা বিভিন্ন। যে তিন প্রকার খয়ের বৃক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা গুণে ও ব্যবহারে প্রায় অভিন্ন। কিন্তু প্রস্তুত প্রণালীর বিশেষত্বে তাহা হইতে প্রস্তুত খয়ের বিভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। এ স্থানে আমি সংক্ষেপে এই বিভিন্ন প্রণালীর উল্লেখ করিব।

যুক্ত প্রদেশের কথা

ইহা কুমায়ুন অঞ্চলে প্রস্তুত হয়—ইহার রং দেখিতে অনেকটা ছাইয়ে ও দানাদার। ইহা কেবল পানের সহিত ব্যবহৃত হয়, ও তাম্বুল বিলাসীদের অতিপ্রিয়; এজন্য উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। কুমায়ুনের সাধারণ খয়েরও গুণে উৎকৃষ্ট ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ :—

মাটীর পাত্রেই রস জ্বাল দেওয়া ও ঘন করা হয়। এই রস খুব গাঢ় করিয়াই একটি কাঠের চৌবাচ্চায় ঢালা হয় ও তাহার মধ্যে আধ পয়সা ওজনের রেড়ীর বীজ মিশান হয়। আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টার মধ্যে এই চৌবাচ্চার রসের উপর একরকম সর পড়ে যাহা উপরের রসসহ উঠাইয়া একটী মাটির গর্ত্তে ফেলা হয়, ও গর্ত্ত না ভরা পর্য্যন্ত সেখানেই রাখা হয়। তারপর এই খয়ের এক ফুট টুকরায় কাটা হয়, দুই তিনদিন শুকান হয় এবং আরও ছোট টুকরায় কাটিয়া আবার শুকান হয়।

এই খয়েরের জলীয় পদার্থ মাটিতে অনেকটা শুষিয়া যায় ও খয়ের গাঢ় হয়। ঠাণ্ডায় দানা বাঁধে। এই প্রণালীতে অনেক খয়ের লোকসান হয়।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ ;—খয়ের কাঠের ঘন রসের মধ্যে কয়েকটি ছোট পাতাযুক্ত ডাল রাখিয়া তাহা ঠাণ্ডা করিলে এই ডালে যে দানাদার খয়ের লাগিয়া থাকে, তাহার ডালগুলি রস হইতে উঠাইয়া একত্রিত করা হয় ও পরে চাপিয়া চৌকোনা টুকরা আকারে বিক্রী করা হয়, ইহা অতি বিশুদ্ধ খয়ের। কুমায়ুনে খয়ের রস জ্বাল দেওয়ার সময় ফেনা মারিবার জন্য রেড়ীর তেলে কাঠি ডুবাইয়া সেই কাঠি দ্বারা রস নাড়া হয়। দেরাদুন, গোণ্ডা, ভাবর পিলিভিত, বাহরইচ, পান্না, ছত্রপুর প্রভৃতি স্থানে খয়ের প্রস্তুত হয়।

বাঙ্গালার খয়ের

এক সময় দিনাজপুর জিলায় ইহা প্রস্তুত হইত। এই জিলার পেরুইয়া নামক স্থানে এখনও প্রস্তুত হয়। এখানে খয়ের কাঠের ছোট টুকরা গুলিকে ঢেঁকি দ্বারা ছেঁচিয়া নেওয়া হয়। এখানে পাপড়ী খয়ের (পাতলা রংএর) ও তৈয়ার হয়। তাহা করিতে গোবরের ঘুঁসির ছাই একটি গামলায় রাখিয়া তাহা এক টুকরা কাপড় দিয়া আচ্ছাদন করিয়া তাহার উপর জ্বাল দেওয়া গরম গাঢ় রস ঢালিয়া দেওয়া হয়। পরে শুকাইলে টুকরা করিয়া কাটা হয়। এখানেও ছেঁচা কাঠগুলি মেটে হাড়িতে প্রায় ৬ ঘণ্টা জ্বাল দেওয়া হয়। প্রস্তুত করিবার সময় নবেম্বর হইতে মার্চ্চ।

মালদহেও খয়ের অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হয় কিন্তু তাহা ভাল নহে। বঙ্গের অন্য কোথায়ও আজকাল খয়ের প্রস্তুত হয় কি না তাহার আর সন্ধান পাই নাই।

বিহার ও উড়িষ্যা

ছোটনাগপুরের পালামৌ জিলায় মান নামক এক শ্রেণীর নিম্নজাতীয় লোক নবেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত খয়ের প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখানের মাটির হাড়ীতে কাঠগুলি ১০।১২ ঘণ্টা সিদ্ধ করা হয় এবং পরে অন্য পাত্রে ঢালিয়া গাঢ় রস করিয়া বাঁশের টুকরীতে ঢালা হয়—কয়েকদিন রাখিয়া দিনে তাহা কতকটা শুকাইয়া চাটাইয়ের উপর কিছু ছাই ছড়াইয়া তাহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। প্রথম বারের সিদ্ধ জল হইতে প্রথম শ্রেণীর খয়ের হয়; দ্বিতীয় বারের জল হইতে ২য় শ্রেণীর ও তৃতীয় বারের সিদ্ধ জল হইতে ৩য় শ্রেণীর খয়ের হয়। মানভূম, ঝলদা এবং হাজারিবাগের চেতরা নামক স্থানেও খয়ের প্রস্তুত হয়। বিহারের নিম্নলিখিত স্থানেও খয়ের প্রস্তুত হয়:—

চম্পারণ জিলা—রাকসাল, কাটকানোয়া।
মজঃফরপুর " —বৈরাগানিয়া, বীরগঞ্জ, জনকপুর
ভাগলপুর " —ভীমনগর, ভাপাতিয়াহি।
দ্বারভাঙ্গা " —মধুবাপুর।

বাজারে জনকপুরী খয়েরের খুব নাম। উত্তর বিহারের খয়ের কতক নেপাল ও নেপাল তরাইয়ে প্রস্তুত হয়। ইহা কোন স্থানে লোহার পাত্রে জ্বাল দেওয়া হয় এবং রস কাপড়ে ছাঁকিয়া অন্য পাত্রে জ্বাল দিয়া গাঢ় করিয়া বালুর উপর কাপড় বা চট বিছাইয়া ঢালা হয় ও ছায়ায় শুকান হয়। রৌদ্রে শুকাইলে খয়ের কাল হইয়া যায় ও দাম কম হয়। এখানে সরকারী জঙ্গল বিভাগকে প্রতি মণ খয়েরে ৪৲ হিঃ দিতে হয়। জনকপুরী ১ম শ্রেণীর খয়ের ভাঙ্গিলে ফিকা গোলাপী রং (Pink) এর মত দেখা যায়। ইহা বিশুদ্ধ খয়ের বলিয়া পরিগণিত হয়।

মধ্য প্রদেশ

সোণপুর ও পাটনা নামক দেশীয় রাজ্যে কতক পরিমাণে খয়ের প্রস্তুত হয় ও নিকটবর্ত্তী স্থানেই তাহা সব ব্যবহৃত হয়। বামড়া রাজ্যেও যথেষ্ট খয়ের প্রস্তুত হয়। রাধাকোলা, সম্বলপুর, সেত্তনী এবং দামো প্রভৃতিও খয়ের প্রস্তুতের স্থান।

বোম্বাই

গুজরাটের কোন কোন স্থানে খয়ের গাছের বড় বড় ডাল কাটিয়া তাহার ছোট ছোট টুকরা সিদ্ধ করিয়া খয়ের বাহির করা হয়। সেখানকার অন্য বিশেষত্ব এই যে ঘন রস একটি দুহাত লম্বা ও ১ হাত চওড়া কাঠের বাক্সে ঢালা হয় ও তাহার মধ্যে একটি কম্বল ডুবাইয়া খুব নাড়িয়া উঁচু হইতে আবার তাহাতে নিংড়াইয়া ফেলা হয়। এইরূপ দুই ঘণ্টা চলিতে থাকে ও পরে বাক্সটি একটি বাঁশ নির্ম্মিত ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। তখন খয়ের নীচে গাদের মত জমিয়া যায়, উপরের জল ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং খয়ের শুকাইয়া লওয়া হয়। কানাড়া, ধারওয়ার, খান্দেশ, সুরাট, বরোদা প্রভৃতি স্থানে খয়ের প্রস্তুত হয়।

মান্দ্রাজ

কানাড়া জিলায় সরকারী তত্ত্বাবধানে খয়ের প্রস্তুত হয় ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থানের খয়ের হইতে বেশী দামে বিক্রীত হয়। এখানে খয়ের কাঠের ছোট টুকরাগুলি ছয়বার সিদ্ধ করা হয় এবং সেই সমস্ত রস ছাঁকিয়া একপাত্রে রাখা হয় এবং আবার জ্বাল দেওয়া হয়। আঠা আঠা হওয়া পর্য্যন্ত ইহা জ্বাল দিয়া এবং একটি খোলা অগভীর পাত্রে ঢালিয়া হাওয়া দিয়া জমিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত খুব চালান হয়। পরে হাতে গোল আকারের বল তৈয়ার করিয়া বিক্রী করা হয়। ঠিকাদারগণ ইহা কিনিয়া আরও শুকাইয়া সরকারী জঙ্গল বিভাগের নিকট বিক্রয় করে।

মালয় উপদ্বীপ

ইহাকে ইংরাজীতে gambir কহে। ইহা Uncaria gambir নামক ৬।৭ ফিট উচ্চ গাছের পাতা ও ডগা জলে সিদ্ধ করিয়া বাহির করা হয়। প্রস্তুত প্রণালী একই রকম। কিন্তু অনেক পরিচ্ছন্ন। ইহার বাগান করা হয়, ও বৎসরে একটি গাছ হইতে দুইবার হইতে চারিবার পাতা সংগ্রহ করা হয়। কলিকাতায় এই খয়েরের খুব প্রচলন ও আমদানী। ইহা বাক্সের খয়ের বলিয়া পরিচিত।

(ক্রমশঃ)

কয়লার ব্যবসার মোটামুটি বিবরণ

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর ও ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের কয়লার খনি হইতে কত টন্ কয়লা উঠিয়াছে এবং কি পরিমাণ কয়লা হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

	১৯২৬ ডিসেম্বর		১৯২৭ জানুয়ারী	
	কত টন কয়লা উঠিয়াছে	কত টন কয়লা বিক্রয় হইয়াছে	কত টন কয়লা উঠিয়াছে	কত টন কয়লা বিক্রয় হইয়াছে
প্রদেশের নাম	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ
আসাম	২৬৩৬২	২৪৭৪৮	২৯৬০৭	২৭৭৪৯
বেলুচিস্থান	৫৯	৪০০	৫২৩	২৭৩
বাংলাদেশ				
রাণীগঞ্জ কোল্‌ফিল্ড	৪৩ ৪৪১	৪৩০৯২৩	৪০২৬৯৪	৩৯০২২৩
বিহার ও উড়িষ্যা				
রাণীগঞ্জ কোল্‌ফিল্ড	৭১২১০	৬৭১৮৯	৬৯২৮৩	৬৮২৯৭
ঝরিয়া	৮৭৭২৮২	৮৯৯২৫১	৮৪১৩১৩	৮৫৩৫৮৮
বোকারো	১০৫৬৫৪	১০২৯০৯	৮৬৭৪৭	৮৩১৪৭
গিরীডি	৭৬৮৫০	৬৫১৯০	৭১৭৩০	৬৪০৯০
রাজমহল	১০০	১০০	১৬৬	১৬৬
রামগড়			৬৬	১৭
জয়ন্তি	৬৪০৪	৭৭৬১	৫২১১	৪৮৬৮
পালামৌ কোল্‌ফিল্ড	২৭৫		৫২	
হিঙ্গির-রামপুর কোল্‌ফিল্ডস্	২৪৭১	২৪ ০	৩২১৩	১৮০৫
কারণপুরা কোল্‌ফিল্ড	১৭৬৬৬	১৫০৭২	২০৮৫৪	১৭০৫৪
মধ্য প্রদেশ				
পঞ্চভ্যালি কোল্‌ফিল্ড	৪৬৩৮১	৪৬৭৬১	৫৭২৪৬	৫১৩২৭
চান্দা কোল্‌ফিল্ড	১৩৩৭৬	১৪০২৭	১৪০৪০	১২৪০৪
ইয়েট্মল	১০৭০		৯৭৭	
মোপানী কোল্‌ফিল্ড	৩৩৭	১৪৫০		
বেটুল কোল্‌ফিল্ড				
পাঞ্জাব	৮৩২৪	৭২৯১	৯২০১	৬ ৩৭

কমলা সংরক্ষণ

[শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র এম্, এস্, কালিফোর্নিয়া—বার্ক্‌লী লিখিত

কমলা অতিশয় উপাদেয় ফল। ভারতের মধ্য প্রদেশে, আসামের খাসিয়া পাহাড়ে এবং হিমালয় পর্ব্বতের নানাস্থানে—বিশেষতঃ দার্জ্জিলিঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কমলা জন্মে। কিন্তু আকৃতি অথবা আস্বাদনে, কোনও স্থানের কমলাই খাসিয়া পাহাড়ের কমলার অনুরূপ নহে। দার্জ্জিলিঙ্গের কমলার আকার ক্ষুদ্র; উহার রসও খাসিয়া কমলার মত তত মিষ্ট হয় না। মধ্যপ্রদেশ-জাত কমলার আকার দার্জ্জিলিঙ্গের কমলার তুলনায় অত্যধিক বড় হইলেও, মিষ্টতা উভয়েরই প্রায় একরূপ। খাসিয়া কমলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা শীতকালে যে কমলা খাইয়া থাকি, উহাই খাসিয়া পাহাড়ের কমলা। খাসিয়া পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে কমলা জন্মে, এবং ইহাই শ্রীহট্টের কমলা নামে প্রসিদ্ধ।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগ হইতেই কমলা পাকিতে আরম্ভ করে। এবং দুই তিন মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। তৎকালে প্রচুর পরিমাণে কমলা পাওয়া যায়; এবং উহার মূল্যও সুলভ। কিন্তু শীতাবসানে উহা ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াই পড়ে। আমাদের দেশে ফল সংরক্ষণোপযোগী কোনও ঠাণ্ডা গুদামঘর (cold storage) না থাকায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কমলা রক্ষা করা যায় না। তদ্ভিন্ন কমলা হইতে কোন প্রকারের পণ্যদ্রব্য (By-Product) প্রস্তুত করিবার কারখানাও আমাদের দেশে নাই। ফলে, প্রয়োজনাতিরিক্ত (surplus) কমলা অনেক সময়ে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হয় না—বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। এমতাবস্থায় কমলা-সংরক্ষণ পদ্ধতি অবগত হইতে পারিলে, সাধারণ গৃহস্থেরাও উহা অনায়াসে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে এবং আবশ্যক মত ব্যবহার করিতে পারেন। কিরূপ সহজ উপায়ে এবং সামান্য অর্থব্যয়ে কাচের ও মাটির বৈয়মে (jar) অথবা টিনের ডিবা প্রভৃতি পাত্রে কমলা সংরক্ষিত হইতে পারে, আমি তদ্বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিতেছি।

১। যখন বাজারে ভাল কমলার প্রচুর আমদানী হয়, এবং কমলার দর সস্তা থাকে, সেই সময়েই কমলা ক্রয় করা সঙ্গত। তৎপূর্ব্বে কমলা রক্ষণোপযোগী 'বৈয়ম' অথবা টিনের ডিবা কিনিয়া রাখিতে হইবে।

২। একটা বড় চেপ্টা পাত্রে জল গরম করিয়া, উহাতে কমলাগুলি ভালরূপে ধুইতে হইবে।

৩। উক্ত পাত্রের অনুরূপ অপর একটী পাত্রে জল গরম করিয়া, উহাতে বৈয়মগুলিও ধুইতে হইবে। যদি কাচের বৈয়ম হয়, তবে সেগুলিকে গরম জলে বসাইয়া রাখা ভাল।

৪। তৎপর কমলাগুলি খোসা ছাড়াইতে, এবং উহার কোষগুলি পৃথক করিয়া ও বীচি বাছিয়া ফেলিতে হইবে। ঐ বীজশূন্য কোষগুলি দ্বারা বৈয়ম বা ডিবার তিন চতুর্থাংশ ভরিতে হয়।

পাত্রের বার আনা অংশের বেশী ফল দ্বারা পূর্ণ করা সঙ্গত নহে।

৫। ইতিমধ্যে একটা ডেক্‌চি বা কড়াইতে চিনির সিরাপ (Syrup) প্রস্তুত করিতে হইবে। সিরাপ তৈয়ার করিতে হইলেই একটা তাপমান-যন্ত্র (Thermometer) এবং একটা তরল দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব পরিমাপক-যন্ত্র (Beaume hydrometer or Barix spindle) ক্রয় করা অত্যাবশ্যক। উক্ত উভয়বিধ যন্ত্র দ্বারা যে কোন পরিমাণের (strength of sugar) সিরাপ তৈয়ার করা যাইতে পারে। কমলা রক্ষা করিতে সাধারণতঃ ৩০ হইতে ৪০ ভাগ চিনির সিরাপ (30—40 per cent sugar syrup) প্রস্তুত করা আবশ্যক।

৬। সিরাপ তৈয়ারী হইলে, উহা বৈয়ম বা ডিবাতে ফলের উপর ঢালিয়া পাত্রগুলি পূর্ণ করিতে হইবে। কাচের বৈয়ম ধুইবার পর, উহা গরম জলে বসাইয়া রাখা সঙ্গত। কারণ, তাহা হইলে উহাতে গরম সিরাপ ঢালিয়া দিলেও ফাটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিবে না।

৭। তৎপর কাচপাত্রের মুখগুলি রবারযুক্ত টিন অথবা পিতলের ঢাকনী দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, টিনের ডিবা হইলে, উহার মুখ রাঙ্‌ দ্বারা ঝালাইয়া দিতে হয়। যাহাতে পাত্রের ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই ঢাকনি উত্তমরূপে বন্ধ (air-tight) করা আবশ্যক।

৮। পাত্রের মুখ বন্ধ করিবার পর, পূর্ব্বোক্ত বড় চেপ্টা পাত্রের জলের উপর কাচের বৈয়ম্ বা টিনের ডিবাগুলি বসাইয়া, ক্রমশঃ ঐ পাত্রের জল গরম করিতে হইবে। পাত্রের জল ১৭০ ডিগ্রী—১৭৫ ডিগ্রী ফারেণহাইট্‌ বা ৭৫—৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্‌ পর্য্যন্ত গরম হইয়া উঠিলেই পাত্রটি চুলা হইতে নামাইতে, এবং উহা হইতে ডিবা বা বৈয়ম্‌-গুলি উঠাইয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হইবে। জল গরম করিবার সময়ে যাহাতে ডিবা বা বৈয়মগুলি জলে ডুবিয়া রহে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বৈয়ম্ বা ডিবাগুলি সর্ব্বদা ঘরের কোনও বিশেষ ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা কর্ত্তব্য।

এইরূপে রক্ষিত ফল বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত রহে; বিশেষতঃ, উহা ব্যবহার করিলে কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কমলাগুলি গরম জলে ধৌত করিবার পর হইতে উহা টিনের ডিবায় বা বৈয়মে বন্ধ না করা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই গরম জলে হস্তদ্বয়, পাত্রগুলি এবং যন্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। এইরূপ করিলে, কোনও রকমের জীবাণু (Bacterica) বা ছাতা (Fungimold) ফলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ সকল কীটাণুর আক্রমণে ফল নষ্ট হইয়া যায়; যদি "Barix spindle" or "Beaume hydrometer," না থাকে, তাহা হইলে ১০০ ভাগ জলে ৩০—৪০ ভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়াই সিরাপ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। ব্যবসায়ের হিসাবে টিনের ডিবায় বা বৈয়মে কমলা রক্ষা করিতে হইলে, খাসিয়া পাহাড়ের বা শ্রীহট্ট জিলার ছাতক মহকুমায় কারখানা (By-product Plant) স্থাপন করাই সুবিধাজনক। ঐ সকল স্থানে অতি সুলভ মূল্যে ও প্রচুর পরিমাণে সুপক্ক কমলা পাওয়া যায়। কাচের বৈয়মের ঢাকনীর গায়ে রবারের চাকতি এসান না রহিলে, উহা ভালরূপে আটিয়া বসে না। প্যাঁচকাটা মুখের বৈয়ম হইলেই ভাল হয়। বিদেশে রপ্তানি করিতে হইলে, সংরক্ষিত ফলের পাত্রে শুধু (Label)

লাগাইলেই চলিবেনা; উহা কাগজের দ্বারা ভালরূপে মোড়াইয়াও দিতে হইবে।

কমলার জেলি প্রস্তুত প্রণালী

(Orange Jelly-making)

কমলার রস দ্বারা নানাপ্রকার চাটনি প্রস্তুত করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে জেলির নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা অতি উপাদেয় মুখরোচক। শীতকালে যখন পাকা কমলার যথেষ্ট আমদানী হয়, এবং উহার মূল্যও খুব সস্তা রহে; তৎকালে কমলা ক্রয় করাই সঙ্গত। পাকা কমলার রসেই অত্যুৎকৃষ্ট আচার বা জেলি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, কমলাগুলি ভালরূপে জলে ধুইয়া, উহার উপরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। তৎপর একখানা ধারাল ছুরি দ্বারা ধৌত কমলাগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া লইতে এবং কর্ত্তিত খণ্ডগুলি একটা পাত্রে সামান্য জলে প্রায় একঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিতে হইবে।

যখন কমলার বাকলগুলি সিদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই পাত্রটী জাল হইতে নামাইতে হয়। তারপর কোনও প্রকার পেষণ যন্ত্রের (Pressing machine) সাহায্যে কমলার খণ্ডগুলি হইতে রস বাহির করিতে হইবে।

এই কার্য্যের পক্ষে হস্তচালিত যন্ত্র (Hand Press) ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। উহা কলিকাতার যন্ত্রবিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ঐ যন্ত্র সাহায্যে রস বাহির করিতে হইলে, সিদ্ধ করা কমলার খণ্ডগুলি একটুক্‌রা পাতলা চটে বাঁধিয়াই চাপ দিতে হয়। ইহাতে বেশ পরিষ্কার রস বাহির হয়। তা'ছাড়া রস ছাঁকিয়া লওয়ার নিমিত্তও আর খাটিতে হয় না। যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে রস বাহির করিলে ঐ রস এক খানি পাতলা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

রস ছাঁকিয়া লওয়ার পর, প্রথমতঃ উহা কোনও পরিমাপক পাত্রের সাহায্যে মাপিয়া লইতে এবং উহার প্রতিসের রসের সহিত সওয়া সের চিনি মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে ঐ চিনিমিশ্রিত রস জাল দিতে হয়। ১০।১৫ মিনিট জাল দেওয়ার পর, যখন হাতা হইতে রস ঢালিলে তারে গড়াইয়া পড়িবে, তখনই পাত্রটী জাল হইলে নামাইয়া রাখিতে হয়।

জেলি রাখিবার জন্য ছোট ছোট গ্লাস বা বোতল হইলেই চলে। রস জাল চড়াইবার পূর্ব্বেই, বোতল বা গ্লাসগুলি ধুইয়া লইতে ও পরে শুকাইয়া সারিভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। রস জাল হইতে নামাইয়া লইয়া, উহা ঐ সকল বোতলাদিতে ঢালিতে হইবে। ইত্যবসরে একটা ছোট পাত্রে প্যারাফিন্ (Paraffin) গালাইয়া লইতে হয়। এই তরল পদার্থ প্রত্যেক বোতলের বা গ্লাসের জেলির উপর ঢালিয়া দিলেই কার্য্য শেষ হয়। ঠাণ্ডা হইলে পর বোতলাদি পাত্রের জেলি এবং প্যারাফিন্ উভয়ই জমাট বাঁধিয়া যায়। ইহাতে জেলির উপর প্যারাফিন্ একটা আবরণ স্বরূপ রহে। জেলির পূর্ণ পাত্রগুলি ও সর্ব্বদা ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হয়। তাহা হইলে, তন্মধ্যস্থ জেলি অনেকদিন পর্য্যন্ত খুব ভাল রহে। বোতলে বা গ্লাসে ঢালিবার পূর্ব্বে জাল দেওয়া বা জেল এক টুক্‌রা পাতলা চট্ কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে পারিলে উহা বেশ পরিষ্কার হয়।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে, লেবুর (Lemon) রস দ্বারাও জেলি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, কমলার রসের সহিত কিছু লেবুর রস মিশাইয়া লইতে পারিলেও অত্যুৎকৃষ্ট জেলি প্রস্তুত হয়। বারটী কমলার রসে তিনটী লেবুর রস দিলেই যথেষ্ট।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, কমলার রস বাহির

করিয়া বাতাসে রাখিলে ৩৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিক্ত (Bitt r) হইয়া উঠে; এবং ঐরূপে একদিনের মধ্যেই গাঁজিয়া (fermented) যায় বা বিকৃত হইয়া পড়ে। কমলার রস গাঁজিয়া উঠিলে উহা দ্বারা আর জেলি প্রস্তুত করা যায় না। তদবস্থায় উহাতে সিরাপ (syrup) সির্কা (vinegar) এবং কমলার মদ (orange wine) প্রস্তুত করা যায়। জেলি প্রস্তুত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত চারিটী জিনিষের আবশ্যক।

(১) টাট্‌কা রস—(unfermented juice)
(২) যথেষ্ট চিনি—(concentrated sugar)
(৩) পেক্‌টিন্—(pectin)
(৪) অম্ল—(acid)

রস টাট্‌কা না হইলে জেলি জমাট বাঁধে না; কাজেই এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কমলার রসে শতকরা ৬০ ভাগ চিনি থাকা চাই; তাহা না লইলে জেলি নষ্ট হইয়া যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে। তদ্ভিন্ন, উহা ভালরূপে জমাটও বাঁধে না। কমলা, লেবু প্রভৃতি ফলের বাকলে 'পেকটিন্' নামক এক প্রকার আঠাল পদার্থ আছে। ঐ পদার্থ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়াই জেলি জমাট করিয়া তোলে। ইহা না থাকিলে স্বাভাবিক উপায়ে জেলি প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। কমলাগুলি কাটিয়া জ্বাল দেওয়ার পর পেষণ করিয়া রস বাহির করিলেই উক্ত 'পেক্‌টিন্', রসের সহিত বাহির হইয়া আইসে। এতদ্ব্যতীত কমলার রসে শতকরা ৫ ভাগ হইতে এক ভাগ পর্য্যন্ত অম্ল (5 to 1 % acid) থাকা আবশ্যক। তাহা না রহিলে জেলি সুস্বাদু হয় না। যদি খুব মিষ্ট কমলার রস বাহির করা হয় (অর্থাৎ যাহাতে টকের অংশ বড় কম) তাহা হইলে উহার সহিত একটী লেবুর রস মিশাইয়া দিতেই হইবে। উহাতে অম্লের অভাব পূরণ হইয়া থাকে। লেবুর রস ব্যতীত জম্বুরার (বাতাপী লেবুর) রস দিলেও চলে। জেলি প্রস্তুত করিতে ১০৫ ডিগ্রির (সেন্টিগ্রেড) অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয় না। ব্যবসায়ের হিসাবে জেলি প্রস্তুত করিতে হইলে, উহা টিনের ডিবায় রাখাই সুবিধাজনক।

কাচের পাত্র হইলেও, উহার টিনের ঢাকনী রাখা সঙ্গত। ঐ সকল ঢাকনীর মুখে রবারের চাকতি বসান রহে বলিয়া, উহা বেশ আটিয়া বসে। যাঁহারা জেলির ব্যবসায় করিতে চাহেন তাঁহাদিগের রস বাহির করিবার ও ঢাকনী বসাইবার যন্ত্র ক্রয় করা আবশ্যক।

কমলার মোরব্বা প্রস্তুত প্রণালী

কমলার মোরব্বা প্রস্তুত প্রণালীও অনেকটা জেলির মত। তবে ইহাতে রস বাহির করিবার আবশ্যক হয় না। তাছাড়া, মোরব্বা করিতে হইলে কমলার বাকলও ফেলিয়া দিতে হয় না। প্রথমতঃ একটা চেপ্টা পাত্রের গরম জলে কমলাগুলি ভাল করিয়া ধুইতে হইবে; তৎপরে একখানা খুব ধারাল ছুরি দ্বারা ঐগুলি বাকলের সহিত পাতলা করিয়া ফালা দিতে (thin slices) হইবে। এবং উহার বীজ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। এই টুক্‌রা বা ফালিগুলি সামান্য জলে ও মৃদু জ্বালে রাখিয়া এক কি দেড় ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিতে হইবে। কমলার ফালিগুলি খুব নরম হইয়া পড়িলেই, পাত্রটী জ্বাল হইতে নামাইয়া ফেলিতে হয়। তাহারপর সিদ্ধ ফলগুলি একটী পাত্রে রাখিয়া ওজন করিতে হইবে। যে ওজনের ফালি হইবে, উহার দেড়গুণ চিনি মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ সিদ্ধ কমলা ও পাত্রের জল যদি একসের হয়, তবে দেড় সের চিনি দিতে হইবে। চিনি মিশাইবার

পর পুনরায় পাত্রটী জ্বালে চড়াইতে হইবে। যখন হাতা দিয়া ঢালিলে রস এক ভাবে ঘন হইয়া পড়িবে; তখনই জ্বাল হইতে পাত্রটী নামাইয়া লইতে এবং গরম থাকিতে থাকিতেই উহা কাচের গ্লাস অথবা বৈয়ম প্রভৃতি পাত্রে ঢালিয়া ফেলিবে। মোরব্বা প্রস্তুত করিতেও ১০৫ ডিগ্রির (সেন্টিগ্রেড) অধিক উত্তাপ অনাবশ্যক।

মোরব্বা পাত্রে ঢালিবার পর উহাতে ঢাকনী বন্ধ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে প্যারাফিন গালাইয়া মোরব্বার উপর ঢালিয়া দিলেও চলে। মোরব্বার সহিত লেবুর রস মিশাইলেও উহার স্বাদ ও গন্ধ উত্তম হয়। জেলির মত মোরব্বাও ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হইবে। বিলাত হইতে আমাদের দেশে যে মোরব্বা (Dundee marmalade) আমদানী হয়, উহা নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত করা যায়।

প্রথমতঃ কয়েকটী কমলার খোসা ছাড়াইয়া সেই খোসাগুলিকে একখানা ধারাল ছুরি দ্বারা খুব পাতলা করিয়া কাটিতে হইবে। তৎপরে সামান্য জলেও টুকরাগুলি প্রায় একঘণ্টাকাল সিদ্ধ করা আবশ্যক। যখন খোসার টুকরাগুলি বেশ নরম হইবে। তখনই পাত্রটী জ্বাল হইতে নামাইয়া রাখিতে হয়। ইত্যবসরে খোসা-ছাড়ান কমলাগুলি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে। ঐগুলিও সামান্য জলের সহিত মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। যখন কমলার টুকরাগুলি খুব নরম হইয়া পড়িবে, তখন জ্বাল হইতে পাত্রটী নামাইবে, এবং তন্মধ্যস্থ টুকরাগুলি একখানা পাতলা কাপড়ে জড়াইয়া পেষণ যন্ত্রে রস বাহির করিতে হইবে। এই রস এবং সিদ্ধ বাকলের ওজন যতটা হইবে তাহার সওয়াগুণ চিনি মিশাইবে। পুনরায় জ্বাল দিতে হয়। কিছুকাল জ্বাল দেওয়ার পর, যখন জেলির মত রস ঘন হইবে, তখনই মোরব্বা প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মোরব্বা প্রস্তুত হইলে পর, জ্বাল হইতে পাত্রটী নামাইয়া, উহা কাচের গ্লাসের বৈয়ামে ঢালিবে এবং উহার উপর প্যারাফিন্ (তরল) ঢালিতে হইবে। পাত্রে ঢাকনী দিলেও চলে। এইরূপে প্রস্তুত মোরব্বা দেখিতে অতি রমণীয় হয়। কমলাগুলির স্বাদ যদি কিছু তিক্ত বোধ হয়, তবে ঐগুলিকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মোরব্বা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বদিন কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলেই, উহার তিক্ত দোষ অনেকটা কমিয়া যায়।

পাটগাছের পোকা

ধানের পরই পাট বাংলাদেশের কৃষকদিগের এক প্রধান সম্পদ ; ধানের দ্বারা পেটের সংস্থান হয় এবং পাটের দ্বারা পয়সা রোজগার হয়। কিন্তু এই পাটের নানা শত্রু আছে। ভাল করিয়া পাট জন্মিলেও কৃষকের দুর্ভাবনা যায় না, কারণ নানারূপ পোকা লাগিয়া ক্ষেতের পাট নষ্ট করিয়া দেয় এবং গাছের বৃদ্ধিও বন্ধ করিয়া দেয়। পাট গাছ যত সরল, ডালপালা বিহীন, মোটা ও লম্বা হইবে ততই তাহা হইতে বেশী পাট পাওয়া যাইবে এবং লম্বা বলিয়া কদরে বিক্রয় হইবে। কিন্তু পোকা লাগিলে গাছ লম্বা হইতে পারে না। সরু ও কৃশ হইয়া যায় এবং গাছের ডালপালা বাহির হইতে থাকে। এইরূপ গাছের পাটও অতি নিকৃষ্ট হয় এবং কম দামে বিক্রয় হয়। কি করিয়া ইহা রোধ করা যাইতে পারে এইখানে তাহাই আমরা বর্ণনা করিতেছি।

সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাটগাছের পত্র বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে। একরূপ লোহিত মাকড়সা দ্বারাই পাটগাছের এইরূপ হানি হইয়া থাকে। ইহারা গাঢ় রক্তবর্ণ, এবং পাট পত্রের নিম্নভাগে প্রায় সর্ব্বদাই চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা কোন একস্থানে বসিয়া, অনেক কাল ধরিয়া, পত্র ভক্ষণ করে না ; কিন্তু পত্রের নিম্নভাগে শ্বেত-বর্ণের জাল বুনিয়া বাস করে। ইহারা পত্রগাত্রে ছিদ্র করিয়া, ইহাদের গলাভ্যন্তরে-স্থিত একপ্রকার পাম্প দ্বারা পত্রের রস শোষণ করে। জীবনধারণের জন্য যতটুকু পত্ররস প্রয়োজনীয়, তদপেক্ষা অধিকতর রস ইহাদের দ্বারা নষ্ট হয়, কেননা পত্রগাত্রে ইহারা অসংখ্য ছিদ্র করে। এই সমস্ত ছিদ্র বাহিয়া রস বাহির হইয়া আসিলে, তাহার এক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; এবং পাতার বর্ণ গাঢ় তামাটে সবুজ হইয়া যায়। শীর্ষদেশের কচি নরম পাতাগুলিই অধিক নষ্ট হইয়া থাকে। ছিদ্রগুলি অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়, এবং পাতার রস অবাধে সর্ব্বত্র চলাচল করিতে পারে না, কাজেই পাতাগুলি শীঘ্র অতি বিশ্রী ও কুঞ্চিত হইয়া যায়।

কচি গাছের ডগার পাতাতেই অধিক সংখ্যক মাকড়সা সন্তানসন্ততিসহ বাস করে। গাছের ডগাও কাজেই শীঘ্র নষ্ট হয়, ফলে গাছ দীর্ঘ হইতে পারে না ; এবং পার্শ্বদেশে ডাল বাহির হইয়া থাকে। পাট দীর্ঘ না হইলে কোন কাজেরই হয় না.

এইরূপে আক্রান্ত গাছের পাটের মূল্য অতি সামান্য। মাকড়সাগুলি কচি পাতার রস খাইতে ভালবাসে। একটী গাছের কচি পাতা নিঃশেষ করিয়া অন্য গাছ আক্রমণ করে। সেই সময়ে ইহারা কচিপাতার অনুসন্ধানে অতি ব্যস্ততার সহিত গাছে গাছে উঠা নামা করিতে থাকে। এই মাকড়সা পাট গাছ ব্যতীত কার্পাস, বেড়া, নীল, কমলা এবং এড়ি গাছেরও পাতার প্রভূত ক্ষতি করে।

পূর্ণবয়স্ক মাকড়সাগুলি ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কেবল ভোজনেই ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু যেমনই শীতের সামান্য উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, অমনি স্ত্রী-মাকড়সাগুলি সঙ্গত হয় এবং অল্প পরে ডিম্ব প্রসব করিতে আরম্ভ করে। যখন বায়ুমণ্ডল বেশ পরিবর্ত্তক এবং যখন জলীয় বাষ্পের ভাগ অত্যন্ত অল্প, সেই সময়ে শিশু মাকড়সাগুলি বেশ-পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে ডিম্ব হইতে অসংখ্য সন্তান উৎপাদিত হয়। সেইজন্য এপ্রিল মাসে পাট গাছে এত মাকড়সার জাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, দূর হইতে গাছগুলিকে সাদা দেখায়। পাতার নিম্নভাগে বিস্তর মোটা মাকড়সার জাল থাকে। এইরূপে আক্রান্ত ক্ষেত্রের গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও শেষে মরিয়া যায়। তবে যদি এই সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে জালগুলি ধুইয়া নষ্ট হইতে পারে, এবং গাছগুলিও পুনরায় সতেজ হয়।

সাধারণতঃ মাকড়সাগুলি পরিণত বয়স্ক হইলেই স্ত্রী-মাকড়সার সহিত সঙ্গত হয়। এক একটী স্ত্রী-মাকড়সা ৮০ হইতে ৯০টী ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি একত্র প্রসবিত হয় না, পত্রের নিম্নভাগে বিক্ষিপ্তভাবে ডিম্বগুলি ছড়ান থাকে। একদিনেই সমস্ত ডিম্ব প্রসবিত হয় না। প্রায় ৭ দিন বা তদূর্দ্ধকাল ধরিয়া স্ত্রী-মাকড়সা ডিম্ব প্রসব করে। সমস্ত ডিম্ব প্রসব করিয়া, জননী অলস হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডিম্বগুলি পত্রের মধ্যশিরা বা শাখাশিরার সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত গভীর স্থানে প্রসাবিত হয়। সময়ে সময়ে ডিম্বগুলি রেশমের ন্যায় সূক্ষ্ম চিকণ জালদ্বারা আবৃত থাকে। ডিম্ব প্রসব করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে জননী তলপেট উচ্চ করে এবং মস্তক ও বক্ষ নিম্ন করে। এরূপ করায় ডিম্ব সহজেই বাহির হইয়া আইসে। এই অবস্থায় জননী দুই তিন সেকেণ্ড অবস্থান করে, এবং স্বচ্ছ গোলাকার একটা ডিম নিষ্ক্রান্ত হয়। ক্রমে ক্রমে দুই, কিম্বা তিন, কিম্বা আরও অধিক সংখ্যক ডিম্ব নিষ্ক্রান্ত হইলে, জননী ঘুরিয়া সেই ডিম্বগুলির উপরে সূক্ষ্ম রেশমের সূতা আটিয়া দেয়। ডিম্বগুলির আকার কিছু বৃহৎ, দেখিলে মনে হয় না যে, ইহারা এত ক্ষুদ্র মাকড়সার ডিম্ব।

ডিম্ব হইতে শিশু নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে ডিম্বগুলি ফ্যাকাসে বাদামী বর্ণের হইয়া যায়। পরিত্যক্ত ডিম্বের খোলস পাতার গায়ে লাগিয়া থাকে, এবং মাকড়সার যাতায়াতের ঘর্ষণে, বাতাসে, বৃষ্টি ইত্যাদিতে বা অন্য কোন কারণ দ্বারা তাহারা পত্র হইতে স্খলিত হয় না। ডিম্ব প্রসবিত হইবার ৪।৫ দিন পরেই শাবক বাহির হইয়া আইসে; বাহির হইয়াই ইহারা খাইতে আরম্ভ করে, এবং জাল বুনিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে। ডিম্ব হইতে বাহির হইবার সময় ইহাদের বর্ণ ফ্যাকাসে হরিদ্রাভ।

এইরূপে জালনির্ম্মিত গৃহে বাস করে বলিয়া, শীতকালের হিম ইত্যাদি মাকড়সার উপরে শক্তি প্রসারিত করিতে পারে না। শীতকালের জালের শিশিরবিন্দু মুক্তার ন্যায় শোভা পায়; কিন্তু শিশিরের আর্দ্রতা জাল ভেদ করিয়া মাকড়সার গাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। এই জালের ঘর নির্ম্মিত

হইবার ৪।৫ দিন পরেই, ইহারা বেশ দৃঢ় হইয়া উঠে এবং নির্ভয়ে তাহার মধ্যে অবস্থান করে।

স্ত্রী-মাকড়সাগুলি দেখিতে অনেকটা অর্দ্ধ গোলক এবং ইহার বর্ণ গাঢ় লোহিত। পুং-মাকড়সার বর্ণ স্ত্রী-মাকড়সার বর্ণ অপেক্ষা অনেক ফ্যাকাসে। উভয়েরই চক্ষু উজ্জ্বল দুইটি দাগমাত্র এবং চতুর্দ্দিকে কাল রেখা থাকে। ইহাদিগকে একটু ভাল করিয়া দেখিলেই, কোন্‌টি স্ত্রী-মাকড়সা এবং কোন্‌টি পুরুষ, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। পুং-মাকড়সাগুলির তলপেট অগ্রভাগের দিকে গোল এবং পশ্চাৎভাগের দিকে সঙ্কীর্ণ, কিন্তু স্ত্রীগুলির অগ্রভাগ ও পশ্চাৎভাগ উভয়দিকেই গোল হয়। ইহাদের জীবনের কার্য্যকাল মাত্র ৮।৯ দিন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ইহাদের দ্বারা কিরূপ ভয়ানক শস্যহানী হইতে পারে। মাত্র আট দিন পরেই, ইহাদের অসংখ্য ডিম্ব হইতে অসংখ্য ছানা বাহির হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যদি ১লা মার্চ্চ একটিমাত্র গর্ভিনী স্ত্রী-মাকড়সা থাকে তাহা হইলে মাসের শেষে ৩৫,০০,০০০ পূর্ণ বয়স্ক মাকড়সা উৎপন্ন হইতে পারে। অবশ্য জল বায়ুর অবস্থা ভাল থাকার আবশ্যক; এবং প্রথম গর্ভিনীর পুত্র কন্যার সংখ্যা সমান থাকা আবশ্যক। যাহা হউক, এই হানিকর কীটের আক্রমণ হইতে শস্যরক্ষা করিতে হইলে, অতি প্রথমেই এবং অতি শীঘ্রই, কোন উপায় অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের

সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি-মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

পাবনা ব্যবসায়ীগণের তালিকা

উৎকৃষ্ট মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, সেমিজ, ট্রাউজার সার্ট প্রভৃতি বিক্রেতা।

১। পাবনা শ্রান্তশিখি হোসিয়ারী এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোম্পানী লিমিটেড।

২। পাবনা শিল্পসঞ্জীবনী কোম্পানী লিমিটেড।

ষ্টেসনারী দোকান

১। শ্রীমাখন লাল দত্ত।
২। শ্রীকানাইলাল দত্ত এণ্ড সন্স।
৩। শ্রীশিব চরণ শর্ম্মা।
৪। শ্রীপ্যারী লাল সাহা।

চাউল, ঘৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি

১। শ্রীতারকনাথ সাহা।
২। শ্রীবিনোদবিহারী সাহা।
৩। শ্রীবিপিনচন্দ্র সাহা।
৪। শ্রী গোকুলচন্দ্র সাহা।
৫। শ্রী চন্দ্রনাথ পাল।

চাউল

১। কালীকৃষ্ণ চাকী।

কাটা কাপড়, ছিট্ প্রভৃতি

১। শ্রীশ্রীকণ্ঠ নাথ সাহা পণ্ডিত।
২। শ্রী দ্বারিকা নাথ সাহা।
৩। মুন্সী ইজিবর রহমান।
৪। শ্রীতীর্থনাথ সাহা।

কাপড়

১। ভৌমিক ব্রাদার্স।
২। শ্রীগঙ্গাচরণ সাহা।
৩। শ্রীনীলমাধব সাহা।
৪। শ্রীরামদেব আগরওয়ালা।

তাঁতের কাপড়, চাদর ও সুতা

১। শ্রীহরলাল ও নকরলাল প্রামাণিক।
২। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সাহা চৌধুরী।
৩। শ্রীবাড়ু কারিকর।
৪। শ্রীযুগল কিশোর বসাক।

তেলের কারবার

১। পাবনা মেডল কোম্পানী লিমিটেড।

গ্রামাফোন, সাইকেল, হারমোনিয়ম, উৎকৃষ্ট পাথরের বাসন এবং খেলিবার সমস্ত জিনিষ

১। ভৌমিক এণ্ড কোং।
প্রপ্রাইটার—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক।

দি নিউ ইণ্ডিয়ান আর্ট গ্যালারী—উৎকৃষ্ট ছবি ও সাইকেল

প্রপ্রাইটার—শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল বসাক।

সাইকেল, হারমোনিয়াম মেরামতকারী ও বিক্রেতা

১। দি রিলায়েন্স ওয়ার্কস্।
২। শ্রীযতীন্দ্র নাথ পাল।

গ্যাস লাইট্

চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং

১। প্রপ্রাইটার—শ্রীনিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী।

বন্দুক

১। শ্রীবিনয় লাল দত্ত।

সোণা ও রূপার দোকান

১। শ্রীযুক্ত তারকনাথ প্রামাণিক।

ঔষধ

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাহা।
২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সাহা।
এল্, এম্, এস্।

ফলের দোকান

১। শ্রীচন্দ্রনাথ সাহা।

কাঁসা ও পিত্তলের দোকান

১। শ্রীরাধামাধব সাহা।

২। শ্রীরমণকৃষ্ণ সাহা।

৩। শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা।

৪। শ্রীরামতনু দাস।

মডেল টেইলারিং ফারম

১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা।

২। শ্রীযুক্ত তারকনাথ প্রামাণিক।

৩। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সাহা।

৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সাহা।

পাট ব্যবসায়ী

১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সাহা।

২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সাহাচৌধুরী।

৩। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সাহা।

ইমাইতপুর, (পাবনা)।

কনট্রাক্টার

১। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সাহা।

২। শ্রীঅছিমদ্দিন সেখ।

ফটোগ্রাফ

৩। এন্, জি, রায় এণ্ড কোং।

১। শ্রীরামচন্দ্র বসাক।

২। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রামাণিক।

ভারতে মালের খরিদ্‌দার

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই হয়ত জানেন না যে ভারতের Raw Produce বা কাঁচা মাল ভারতের বাহিরের কোন্ কোন্ দেশে কি কি জিনিষ সচরাচর কাটিয়া থাকে। ভাটিয়া, মাড়োয়ারী, পার্শী প্রভৃতি প্রাচীন ব্যবসায়ীগণ এসকল সন্ধানত রাখেই, উপরন্তু এই সকল সহরে তাহাদের মাল কাটাইবার জন্য হয়ত নিজের লোক বা দোকানও রহিয়াছে। গত তিন বৎসর ধরিয়া কি কি জিনিষ ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ দেশে কত পরিমাণ বিক্রীত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশ করিলাম। যাঁহারা ভারতের বাহিরে এই সকল জিনিষের ব্যবসায়ীদিগের নিকট মালের নমুনা ও দর পাঠাইয়া দিয়া ব্যবসায়ের পত্তন করিতে পারেন, আমরা তাঁহাদের সন্ধান বলিয়া দিলাম, এখন খুঁজিয়া পরিশ্রম করিয়া কাজ হাঁসিল করা উদ্যোগী পুরুষের হাতে। ক্রমে আরও নানা বিষয়ের বিবরণ প্রকাশ করিব।

ভারত হইতে কোন দেশে কি পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

দ্রব্যের নাম	যে দেশে দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে তাহার নাম	গত তিন বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে কি পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে		
		১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫
		টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ
ময়দা	রেঙ্গুন			
	সিঙ্গাপুর	৬০৫৪	৮১২২০	৮৪৯৪২
বার্লি	রেঙ্গুন	৪৫১৪৫	৫২৪২৪৯	৯৮৩২৮
ডাল		১৫৮৪৫৬	১৪১৩২৫	১৫৬৪১৩
ডাউল	কলম্বো, পিনাং, ট্রিনিদাদ, সাঙ্গাই, রেঙ্গুন, আকিয়াব	১০১০৬	১০২৬৫৮	৬২৪৮০
ছোলা ছাতু	পিনাং	৫০৬৬৫	১৩৯৫৭০	৬০৭১৯
ঘি		৩৩৫৯৪	৩৩২৫৯	৩৮২৪৬
চাউল	বস্‌রা, কলম্বো, মরিশস্, বম্বে, গলি, পিনাং, সুয়েজ, ট্রিনিদাদ, লণ্ডণ, রেঙ্গুন, ব্রিমেন।	২০০০২৯	২২৬২৭০৭	২৩৪০৭৩৮
রেড়ির তৈল	পিনাং, সিঙ্গাপুর, মেনিলা, রেঙ্গুন।	৮১৮৬	৪৪২০	৭২৬৪৩৭
সরিষার তৈল		৩৮৭৯৬৩	৫৮১২৫১	৪৭৫৭৮৬
আফিং		৬১৭৪ চেষ্ট	৪২৮০ চেষ্ট	৩৭০০ চেঃ
আদা		৪৩৬৫৫ হন্দর	৪৬১৪ হঃ	২৮১০৪ হঃ

ং:কা ও কাঁচা চামড়া	হিছাগকোটস্, অস্লো, হ্যাম্বার্গ; ভিনিস্; জেনোয়া; .ন্পাস্; লেগহরেস্; ট্রিয়েস্টী, গ্যালোনিস্লণ্ডন্; . র্টিস.ব; ডান্কার্ক; গোথেনবার্গ; ফিলাডেলাফিয়া; মার্সেলিস্।	৪১৭০৭ টন	৩৮৪৬৭	৪৩৩৭৫
কাঁচা পাট	হ্যামবার্গ, ব্রিমেন, এ্যাণ্টওয়েরো, ডানকার্ক, ভিনিস্, জেনোয়া, স্যানটস্।	৫৯৫৫৮৪	৬৭৬৯০৯	৬৯২৭৯৯
গানি ও পাটের থলে	সিঙ্গাপাস্, হংকং, আলেক্জান্দ্রিয়া, ব্রিমেন, মারসেলিস্, স্মার্ণা, সাংঘাই, কোবি, ইউকোহামা, বস্টন্, নিউঅরলিনস্, নিউইয়র্ক, সাভান্না।	৪০২৭৬৬-২৫৩	৪১৬.৯৮-৩১৭	৪৩৮৩৯-১৮৪৮
	রেঙ্গুন, পানাং, অস্লো, মিন্নি, এপোলিস, লণ্ডণ, কলম্বো, পিনাং, মমবাসা জান্জিবার, ব্যাংকক।	১৩২৪৬৫-৬৩৬৯	১৪১৩৭০১-৯০৯	১৪৮৪৬৯-৯১৫৪
গালা	লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার, সিঙ্গাপুর।	৪৬১৪৩৯	৩৪৮৭৫৬	৩৯৯৭৬৪
নানারূপ বীজ	পিনাং, হংকং, দিয়েপপি, পিরায়েন্স, রেঙ্গুন, পোর্টরেয়ার, লণ্ডণ, সিংপুর, মারসেলিস্, সমরয়ং, ডাণ্ডি।	৩২৪১৪৯	২৮১০৬৯	১৭১৮৯৯
সোয়া	পিনং।	১৬১৩৫৭	১৬১৭৭০৩	১২৬৯৭৩
কাঁচা রেশম্	মার্সিলিস্।	১৪৭৪৮১৭	১৭১৫৪১৪	১৪৯১১৬৮
রেশমের দ্রব্যাদি	রেঙ্গুন, কলম্বো।	১৩৩৬২৮	১০৫০৪৪	৫৭৬৬৩
চা	কলম্বো	৩২৫৪৬০২৬৯ পা:	৩৪১৪৬৮২১৮ পা:	৩৩৬২৭৫৮৭৮ পা:
তামাকের পাতা	রেঙ্গুন, জেদ্দা, আকিয়াব	৩০৩৯৭৭৮১	৪৭৩০০৩৪৩	৩৩৬০০৪৩১

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোন কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায় এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন।

এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটা-মুটি আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

কলিকাতার বাজার দর

চাউল—প্রতিমণ

বালাম নূতন	৭৸৶০—৮৶০
ঐ পুরাতন	৮৷৷০—৯৲
পাটনাই ঐ	৭৷৷০—৮৷৷০
রেঙ্গুন আতপ নূতন	৬৸ —৭৸০
বাঁকতুলসী নূতন	৭৸৶০—৮৷৷০
ঐ পুরাতন	৯৷৷০—১০৷৷০
নাগরা	৭৲—৮৷৷০

দাইল—প্রতিমণ

দেশী অড়হর	৬৲—৬৸০
ঐ কাণপুরী	৬৷০—৭
মুগ কাঁচা ও ভাজা	১০৲—১০
ছোলা	৭৷০—৮
মশুরী	৫৷৷০—৬৷৷০
কালী কলাই	৭—৮
পাটনাই	৬৷০—৭

আটা-ময়দা—প্রতিমণ

১ নং ময়দা	৮৷৷০—৮৷৷৶০
২ নং ঐ	৮৷০—৮৷৶০
৩ নং ঐ	৮—৮৶০
বি-আটা আসল	৮৷১০—৮৷৶০
ঐ নকল	৭৷৷৶০
২ নং	৭৸০—৭৸৶০
৩ নং	৫৸০—৫৸৶০
সুজি	৮৷৷০—৮৸০
ভুষি	৩৷০—৩৷৶০

এইদামের মধ্যে ছালার দামও ধরা হইয়াছে

লবণ

গভর্ণমেণ্ট গোলা হইতে ডেলিভারী প্রতি এক মণের দর। ইহার উপর টোল ও লবণের শুল্ক আছে। প্রতি একশত মণে ৪৷৷৶০ টোল এবং ১৷০ ডিউটি বা শুল্ক দিতে হয়।

লিভারপুল	১২৫৲
হ্যামবার্গ	১২৩৲
স্প্যানিস্	১১৭৲
পোর্টসৈয়দ	১১৫৲
মাছাওয়া	১১৫৲
এডেনের করকচ	৯৬৲

শস্য

মুগ	১০৲—১৭৲
ছোলা	৭৷০—৮৲
কলাই	৭৲—৮৲
অড়হর	৬৲—৬৸০
মটর	৪৸০—৫৲
মসুর	৫৷৷০—৬৷৷০
খেসারি	২৸০—৩৲
তিসি	৭৷৷০

চিনি-মিছরী

দোবরা	২৬৲
একবরা	২০৲
সাদা জাবা	১২।/০ ডক
চিনিপটী	১২।৶১০
লাল জাবা	১১।১০ ডক
চিনিপটী	১১৷৷০
পাশা	১১৸৶০
গাস্তার	১১৷৷৵০
ক্যালাটা	১১৷৷/০
বিটুন	১১৷৷/০
নিরপুরা	১১৷৷১০
বেগম	১১।/০
হিন্দুস্থান	১৩৶০
মিছরী	১৩৷৷০

তৈল—প্রতিমণ

সরিষা কলের	২১৷৷০—২৪৲
ঐ ঘানির	২৫৲—২৬৲
নারিকেল কোচিন	২৫৲—২৬৲
রেড়ির তৈল	১৬৲—
কেরোসিন হাঁস মার্ক	৬।০
বানর মার্কা	৭৷৷৶০
হাতী মার্কা	৭।৶১০
ভিক্টোরিয়া	৬/১০
রাণী মার্কা	৬৶০
গীর্জা মার্কা	৯।৵০

ঘৃত—প্রতিমণ

ভাছুয়া	৯৬৲
শ্রীমার্কা	৯০৲
খুর্জা	৮২৲
অন্যান্য	৭৬৷৷০

মসলা—প্রতিমণ

সুপারী জাহাজী	১৭৲—১৮৲
সুপারী দেশী	২৪/
লঙ্কা	৩৩৲—৩৮৲
মরিচ	৪৭৲—৫৭৲
জিরা	২৪৲—২৮৲
ধনে	৯৲—১০৲
খয়ের	২৫৲—২৯৲
দারুচিনি	১৬৲
ছোট এলাচ সের	৯৲—৯৸০
কালজীরা	৩০৲—৩৮৲
হরিদ্রা	১৯৲

পাট

পাকা বেল	৪৮৲—৫৮৲
কাঁচা বেল	১১।০
মিলের দর	৬৲—১।০

পাট

আমদানী	১,০০০/মণ
রপ্তানি	৯০০০/মণ
মজুত	২৬০৮৮০/৪মণ

সোণা রূপা

সোণা—প্রতিতোলা

ইংলিশবার	২১৸৶০
কলিকাতা টাকশাল	২১৸/১০
বড়াল	২১৸১০
গিনি	১৩৸/০
সোণার পাতা	২১৸০

রূপা—পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৯/০
খুচরা	৫৯৷৷৶০

লোহের বাজার দর

২২ গজ করগেট সিট	১৲।৵০
২৪ ,, ,, ,,	১৪।০
২৬ ,, ,, ,,	১৬।০
২৪ ,, প্লেন সিট	১৪।৵০
২৬ ,, ,, ,,	১৬৲
M.S. প্লেট ³⁄₁₆" ও ¼"	৭।০
M.S. গোল লোহার ছড়	৭৵০
M.S. চেপ্টা ,, ,,	৭৵০
,, ,, চৌকা ,, ,,	৭৵০
,, ,, Angle বা কোণা	৭।০
,, ,, ষ্টীল প্লেট ⅛"	৮।০
,, ,, Tees	৭৵০
লোহোর জয়েণ্ট ৫" × ৩" হইতে ১০" × ?" দর হন্দর প্রতি	৭।৵০

সূতার দর

বাউরিয়া কটন মিল

গণেশ মার্কা ১০½ নং ১ পাউণ্ড	২৸/০
,, ,, ১২½ নং ,, ,,	২৸৶০
,, ,, ১৪½ নং ,, ,,	৩/০
,, ,, ১৬½ নং ,, ,,	৩৶০
সিংহ মার্কা ২০½ নং ,, ,,	৩৵০
গণেশ মার্কা ২২ নং ,, ,,	৩॥/০

ডানুবার কটন মিল

সিংহ মার্কা ১০॥০ নং ১ পাউণ্ড	২৸/৩
,, ,, ১১ নং ,, ,,	২৸৵০
,, ,, ১১॥০ নং ,, ,,	২৸৵৬
,, ,, ১২॥০ নং ,, ,,	২৸৶৬
,, ,, ১৪॥০ নং ,, ,,	৩/৬
,, ,, ১৬॥০ নং ,, ,,	৩।৵৬
,, ,, ১৯ নং ,, ,,	৩।/৬
,, ,, ২২ নং ,, ,,	৩॥/০

নির্ভারিং কটন মিল

লাল আংটী মার্কা ১০॥০ নং ১ পাউণ্ড	২৸/০
,, ,, ১২॥০ নং ,, ,,	২৸৶০
,, ,, ১৪॥০ নং ,, ,,	৩/০
,, ,, ১৬॥০ নং ,, ,,	৩৶০
,, ,, ১৭ নং ,, ,,	৩৶৬
,, ,, ১৮ নং ,, ,,	৩।০
,, ,, ১০ নং ,, ,,	৩।৶০

মাদুরা মিল

২০ নং	৩৶৬
২২ নং	৩॥৬
২৪ নং	৩॥৵৬
২৬ নং	৩৸৵০
৩০ নং	৪৵০
৩২ নং	৪।৬

জাপানী সূতা

২০ নং	৩।৵০
৩২ নং	৪॥৶০
৩২ নং নৌকা মার্কা	৪৸৵০
৪০ নং	৫৲
৪০ নং পাঁচ তারা মার্কা	৫৵৯
৪০ নং সবুজ মাছ মার্কা	৫৶০

বিলাতী সূতা

৪০ নং	৪৸০
৫০ নং	৬।০
৬০ নং	৭॥০

কাপড়

এডোয়ার্ড মিল

ধুতি ১০ গজ × ৪৪" জোড়া প্রতি	২॥/০
সাদা থান ১০ গজ × ৪৪" জোড়া প্রতি	২॥/০
ধুতি ৮ গজ	১॥/৬
সাড়ী ৮ গজ	১॥৵৬
সাড়ী ৮॥ গজ × ৪০" ,, ,,	২।৵০

হিন্দুস্থান মিলস্

১০ গজ × ৪৪" ধুতি ১১৪৪নং	২।৵০
,, ,, ,, ৩১৪৪নং	২॥০
,, ,, ,, ২১৪৪নং	২।৶০
১০ গজ × ৪১" ,, ১১৪১নং	২৶০
,, ,, ,, ২১৪২নং	২৶০
৯॥ গজ × ৪১" ধুতি ৩১৪১নং	২৶০
ধুতি ৫ হইতে ৯গজ ১০১—৫০১ নং	১৸/০

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিস কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা, বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

বেত

(পি—৩২৮) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী বেত সরবরাহকারীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. G. 24 III)

বেত

(পি—৩৩১) আসামের জনৈক সংবাদদাতা, বোম্বাই প্রদেশে যাহারা বেত খরিদ করেন তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 31)

তুলা

(পি—৩২৯) বাঙ্গালোর সিটির জনৈক ব্যবসায়ী তুলার খরিদ্দার ও রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 24 III)

PODOPHYLLUM EMODI ROOTS

(পি—৩৩০) পাঞ্জাবের জনৈক সংবাদদাতা উপরোক্ত দ্রব্যের (এক প্রকার ঔষধের শিকড়) খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. G. 24 III)

ধনিয়া ও পাটের বীজ

(পি—৩৩২) জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ী, যাঁহারা চাষের জন্য বা বাগানে ব্যবহার করিবার জন্য ধনিয়া বা পাটের বীজ খরিদ্ করিতে চাহেন তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. G. 31 III)

অভ্র

(পি—৩৩৩) বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা Manganese ও অভ্র উৎপন্ন করেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. G. 31 III)

মোম্

(পি—৩৩৫) বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা সিল ও পার্সেল করিবার জন্য মোম্ খরিদ করিতে চাহেন তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. G. 31 III)

হাড়

(পি—৩৩৬) লণ্ডনের জনৈক ব্যবসায়ী, ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা বিদেশে হাড় রপ্তানি করেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. G. 31 III)

খইল

(কিউ—১) কাণপুরের জনৈক ব্যবসায়ী খইল খরিদ্দারগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. G. 7 IV)

শিকড় মূল ও ঔষধি

(কিউ—২) করাচীর জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা উত্তর ভারতে ঔষধের গাছ গাছড়া শিকড় ও মূল ইত্যাদি সরবরাহ করেন, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 7 IV)

সিল্ক

(কিউ ৩) জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ী কাশ্মীরে যাঁহারা সিল্ক সরবরাহ করেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 7 IV)

ঘি

(কিউ-৪) কোকনদের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা ঘি খরিদ করেন তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 14 IV)

তেঁতুল

(কিউ-৫) মাদ্রাজ প্রদেশের জনৈক সংবাদদাতা, কলিকাতায় যাঁহারা তেঁতুল সরবরাহ করেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 14 IV)

গ্যানিস্টার বা খনিজ পাথর

(কিউ-৬) সিমলার জনৈক সংবাদদাতা ইংরাজী গ্যানিস্টার বা খনিজ পাথরের (ganister আমদানীকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন (T. J. 21 IV)

হাড়ের গুঁড়া

(কিউ-৭) ক্যালিফরনিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী, হাড়ের গুঁড়ার রপ্তানিকারীদিগের এজেন্ট হইতে ইচ্ছুক। (T. J. 21 IV)

ছাগলের চামড়া

(কিউ ৮) লণ্ডনের জনৈক সংবাদদাতা অমৃতসর হইতে যাঁহারা বিদেশে ছাগলের চামড়া রপ্তানি করেন এবং যুক্তরাজ্যে যাহাদের এজেন্ট নাই, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 21 IV)

চট্ ও কাপড়

(কিউ-৯) ক্যালিফরনিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী চট্ ও কাপড় রপ্তানিকারিদিগের এজেন্ট হইতে ইচ্ছা করেন। (T. J. 21 IV)

চামড়া

(কিউ-১০) সুইডেনের জনৈক ব্যবসায়ী চামড়া রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 21 IV)

—:o:—

ফুলের বাগান

এই সময় বাংলাদেশে বেশ গরম পড়িয়াছে। প্রায় অধিকাংশ season flower বা ঋতুকালীন ফুলগাছ যাহা এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়, তাহা এই সময়েই শুকাইয়া যায়। কিন্তু যে ফুলগাছগুলি এই সময়েও কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে সেগুলির গোড়ায় উপযুক্ত পরিমাণে জল দিবে। নিয়মিত উহাদের গোড়ায় জল দিতে পারিলে ফুল গাছগুলি কিছুদিন বাঁচিয়া যাইতে পারে, এবং গাছ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহাদের গোড়ায় জল দেওয়া আবশ্যক। বর্ষাকালে ভাল ফুলগাছ লাগাইবার জন্য এখন হইতেই জমী ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সারা শীতকালব্যাপী ফুল হওয়ায় জমীর উর্ব্বরতা অনেক কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং ঋতুকালীন ফুলগাছগুলি মরিয়া যাইলেই জমীগুলিকে বেশ করিয়া খুঁড়িয়া দিবে এবং মরা গাছের সমস্ত শিকড় জমী হইতে তুলিয়া ফেলিবে।

তারপর জমীতে বেশ করিয়া সার দিয়া উর্ব্বর করিয়া রাখিবে। চন্দ্রমল্লিকা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ফুলগাছ এই সময় হইতে বাড়িতে থাকিবে এবং যে ফুলগাছগুলি একজায়গায় লাগান হইয়াছিল তাহাদিগকে তুলিয়া একটা উর্ব্বর জমীতে পৃথক পৃথক করিয়া পুঁতিয়া গোড়ায় গোবর বা অন্য কোনরূপ সার দিবে।

সজী বাগান

সজীর বাগানে বিশেষ কিছু করিবার নাই, তবে যে গাছগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে তাহাদের গোড়ায় জল দিবে। এই সময় ঝাল পাকিবে, সুতরাং ঝালগুলিকে গাছ হইতে তুলিয়া বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে।

তারপর উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিবার জন্য ভাল বীজ সংগ্রহ করিয়া বোতলে বন্ধ করিয়া রাখিবে।

ফলের বাগান

এই সময় ফলগাছের গোড়ায় জল দিবে। লিচু এই সময় প্রায় পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং পাখীতে যাহাতে লিচুফল নষ্ট করিতে না পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে এবং সম্ভব হইলে লিচুগাছ জাল দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

বৈশাখের শেষ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমপক্ষে সুপারী গাছের ফসল পাইবার সময়। উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর। সীম, শশা, বেগুণ,

লাউ, মড়া, মক্কা বা ভুট্টা, হরিদ্রা, এরারুট, মানকচু শকর-কন্দ-আলু, ডেঙ্গুয়া, চাঁপানটে, শাক-মূলা বা বর্ষাতি-মূলা, গুড়িকচু, পটোল, ঝিঙ্গা, কাকুরল, ধুন্দুল, ঝিঙ্গা, করলা, ঢেঁড়স প্রভৃতির বীজ রোপণের বা বপনের এই উপযুক্ত সময়।

বৎসরের মধ্যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে অত্যন্ত গরম পড়ে। চারিদিক হইতে গরম বাতাস বহিতে থাকে, এবং মাটি শুকাইয়া ফাটিয়া যায়। তবে ঝড়ের সঙ্গে কিছু কিছু বৃষ্টি হয় বলিয়া গাছপালা প্রভৃতি বাঁচিয়া থাকে। এই দুইমাসের মধ্যে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া ব্যতীত আর বিশেষ কিছু করিবার নাই।

সব্জী বাগান

চৈত্রের শেষ ও বৈশাখের প্রথম পক্ষ

যে সকল পেঁয়াজের গাছ বীজের জন্য রাখা হইয়াছে, সে সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহপূর্ব্বক, উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া বোতলে রক্ষা কর।

চুপড়ী আলু, খামআলু প্রভৃতির বীজ রোপণ কর; তাহাদের গাছ লতাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখ। এসময়ে, চাঁপানটে ও ডেঙ্গুয়ার বীজ বপন করিতে পার।

ভুঁয়েশশা, তরমুজ ও ফুটির ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপে জল সেচন কর।

বৈশাখের শেষ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথম পক্ষ

এখন স্পারা গাছের ফসল পাইবার সময়। উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর। সীম, শশা বেগুণ, লাউ, কুমড়া, মক্কা বা ভুট্টা, হরিদ্রা, এরারুট, জেরুসালেম, আর্টিচোক, মানকচু, শকর-কন্দ-আলু ডেঙ্গুয়া, চাঁপানটে, শাকমূলা বা বর্ষাতিমূলা, গুড়িকচু, পটোল, ঝিঙ্গা, কাক্রোল, ধুন্দুল, করলা, ঢেঁড়স প্রভৃতি বীজ রোপণের ও বপনের এই উপযুক্ত সময়।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১নং পত্র

মহাশয়,

আমরা একটী স্বদেশী ম্যাচ ফ্যাক্টরী খুলিয়াছি। এই ফ্যাক্টরীর প্রস্তুত দেশালাই বর্ষাকালে ড্যাম্প লাগায় বর্ষার সময় কার্য্য বন্ধ রাখিতে হয় ; দেশালাই ড্যাম্প-প্রুফ করিতে না পারায় ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। দেশালাইএ যে গ্লু ব্যবহার হয়, তাহাতে বর্ষাকালে ড্যাম্প লাগায় দেশালাই ড্যাম্প হইয়া যায়। যদি মহাশয় দেশালাই-এর ড্যাম্প-প্রুফ করিবার প্রথা অবগত থাকেন অথবা কিরূপে গ্লুকে ড্যাম্প-প্রুফ করিতে হয়, তাহা যদি অবগত থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলে বড়ই বাধিত হইবে। উত্তর পাইবার জন্য অত্র সহ ১ খানি এক আনার খাম পাঠাইলাম। মহাশয় ড্যাম্প-প্রুফ করিবার প্রণালী যেমন পাঠাইবেন, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তাহার ফলাফল পরে লিখিব। ইতি—

নিবেদক
শ্রীদীনবন্ধু রায়
গ্রাহক নং ১৭৮৬

১নং পত্রের উত্তর

গ্রাহক নং ১৭৮৬

বর্ত্তমান বৈশাখ মাসের কাগজেই এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বাহির হইল। বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের Indus-

trial Chemist Dr. R. L. Dutt, D. Sc. F. C. S., F. D. S. E. এ সম্বন্ধে যে নোট মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। পরীক্ষান্তে ফলাফল জানাইবেন।

২নং পত্র

মহাশয়,

আপনি যদি "ঠোঙ্গা" উপযোগী কাগজ ও দপ্তরী দোকানের কলে কাটা বাতিল কাগজের ক্রেতার ঠিকানা জানান, তবে বাধিত হইব। আমি ঢাকা হইতে দপ্তরীর দোকানের বাতিল কাগজ ও অন্যান্য বাজে কাগজ চালান দিতে চাই। আশা করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই উপকারটুকু করিবেন। ইতি নিবেদক—

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুপ্ত
১১নং হেয়ার ষ্ট্রীট, ওয়ারী (ঢাকা)

২নং পত্রের উত্তর

গ্রাহক না হইলে আমরা পত্রের উত্তর দিই না। এবার আপনাকে দিলাম। আশা করি, আমাদের গ্রাহক হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

১। Tittagarh Paper Mills,
Barrackpore.

২। Andrew Yule & Co.,
8, Clive Street.

৩। Kuver Limited,
84, Clive Street.

ইঁহারা সকল রকমের বাতিল ও রদ্দী কাগজ লইয়া থাকেন; ইঁহাদের নিকট পত্র লিখিয়া সকল সন্ধান লইবেন।

৩নং পত্র

মহাশয়,

আপনাদের প্রেসে হাতে চালাইবার ছোট প্রেস পাওয়া যায় জানিলাম। তাহার মূল্য কত এবং ঘণ্টায় কয় হাজার কাগজ ছাপান হয়, জানিতে বাসনা করি; তাহার কোন বিজ্ঞাপন থাকিলে পত্রিকার সহিত পাঠাইবেন। নিবেদক—

R. L. Sarkar.

৩নং পত্রের উত্তর

আমাদের নিকট নানা রকমের হ্যাণ্ড প্রেস পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার মূল্যাদি লিখিলাম :

৭" × ৪" Post Card size, দাম—১২৲
৯" × ৬" Letter size, দাম—১৭৲
১২" × ১০" Demy Qurater size, দাম—২৭৲
১০" × ১২" Foolscap ½ size, দাম—৩৭৲

৪ নং পত্র

গত ফাল্গুন সংখ্যায় "নারিকেল" শীর্ষক প্রবন্ধে নারিকেল দড়ি প্রস্তুতের কলের উল্লেখ করিয়া লেখা আছে ঐ কলের দাম "খুব অল্প" এবং "এক সঙ্গে ৩,৪ টা বা ততোধিক দড়ি বেরিয়ে আসে।" এখন জিজ্ঞাস্য উক্ত কল কোথায় কিনিতে পাওয়া যায় এবং দাম কত?

আর গত ভাদ্র সংখ্যায় "বাঙ্গালার শিল্প সংবাদ" নামক বিবিধ সংবাদ মধ্যে একস্থানে "পাটকে সূতায় পরিণত করিবার একটী কল আবিষ্কৃত হইয়াছে" উল্লেখ আছে। এই কলই বা কোথায় পাওয়া যায় এবং মূল্য কত জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

বশংবদ—
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায়
পোঃ বরদিয়া (যশোহর)

৪নং পত্রের উত্তর

অনুগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না; গ্রাহক নম্বর না থাকিলে উত্তর দেওয়া হয় না; শুধু নাম দেওয়া থাকিলে

গ্রাহকের খাতার মধ্য হইতে নাম বাহির করিতে অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়।

আষাঢ় মাসের শেষাশেষি এই সকল কল পুনরায় আমাদের এখানে আসিবে। সেই সময় পত্র লিখিলে সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

৫নং পত্র

মহাশয়,

১। পাঁউরুটির জন্ত বিদেশী ইয়েষ্টের মধ্যে কোন ইয়েষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং কত মূল্যে কলিকাতার বাজারে পাওয়া যায়। হপ্‌সের দর কি?

২। ফুলস্কেপ সাইজ রুলিং মেসিনের মূল্য কত, উহার কালীরই বা মূল্য কত?

৩। ছোট হাণ্ড প্রেসের মূল্য কত?

Yours truly,
S. N. Sinha Roy,
Shibganj.

৫নং পত্রের উত্তর

১। Messrs G. F. Kellner & Co, The Great Eastern Stores Ltd., Chowringhee—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে Yeast ও Hops এর দর জানিতে পারিবেন; তাহা ছাড়া Mazada Coy., Lindsay Street এবং মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সকল বড় বড় Oilman stores এর দোকানে পাওয়া যায়। তাহার দাম কি পড়িবে তাহা দোকানে লোক পাঠাইয়া যাচাই করিতে হয়, নচেৎ তাহাদের Catalogue এ লিখিত দামে ভিঃ পিতে আনাইতে হয়।

২। ফুলস্ক্যাপ ½ সাইজের রুলিং মেসিনের দাম ১৫৲ টাকা এবং পুরা সাইজের দাম ১০৲।

৩। ছোট হাণ্ড প্রেসের দাম সম্বন্ধে ৩নং পত্রের উত্তরে সব জানিতে পারিবেন।

৬নং পত্র

মান্যবরেষু—

পৌষ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সোডা ও লেমনেড তৈয়ারি কল সম্বন্ধে ও তৈলের কল সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। ঐ রকম হাতে চালান সোডা, লেমনেড তৈয়ারি কলের ও তৈল কলের কি রকম দাম ও কোথায় পাওয়া যাইবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন।

নিঃ—
শ্রীপ্রণবকৃষ্ণ মজুমদার
গ্রাহক নম্বর ১৮২৭

৬নং পত্রের উত্তর

সোডা, লেমনেড, তৈলের কল, অয়েল এঞ্জিন প্রভৃতির দাম এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদয় "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" বিজ্ঞাপন স্তম্ভে বাহির হইতেছে বলিয়া আর স্বতন্ত্র সংবাদ দিলাম না।

নিত্যপ্রয়োজনীয় সংবাদ

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংখ্যায় আমরা এই অধ্যায়টী প্রকাশ করিয়া থাকি। গৃহস্থ এবং ব্যবসায়ী মাত্রেরই প্রতিদিনের কাজ কারবারের মধ্যে এমন কতগুকলি সংবাদ জানা দরকার হয় যাহা সচরাচর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; অথচ এই সকল সংবাদ না জানিলে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে হয়। এই জন্য এই অধ্যায়ের মধ্যে সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক রকমের সংবাদ আমরা সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই অধ্যায়টী কেবল মাত্র এই বৈশাখের সংখ্যাতেই বাহির হইল, আর বাহির হইবে না। যাঁহার কোনও সংবাদ জানার দরকার হইবে তিনি বৈশাখ সংখ্যা দেখিলেই সব জানিতে পারিবেন।

সন ১৩৩৪, ইং ১৯২৭।২৮ সাল।

ভারতবর্ষে দৃশ্য ও অদৃশ্যগ্রহণের তালিকা।

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই জুন, সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ভারতবর্ষে অদৃশ্য।

এই গ্রহণ—অষ্ট্রেলিয়ায়, প্রশান্তমহাসাগরে, আটলান্টিকমহাসাগরে, উত্তর আমেরিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় পরিদৃষ্ট হইবে।

১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন, সূর্য্যগ্রহণ ভারতবর্ষে অদৃশ্য।

এই গ্রহণ—এশিয়ার উত্তরাংশে, ইউরোপে, আফ্রিকার উত্তরাংশে, উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে পরিদৃষ্ট হইবে। কোন কোন স্থানে সর্ব্বগ্রাস হইবে।

২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ভারতবর্ষে দৃশ্য।

এই গ্রহণ—সমগ্র ভারতবর্ষে, ভারতমহাসাগরে, এসিয়া মহাদেশে, আফ্রিকায়, ইউরোপের পূর্ব্বাংশে, প্রশান্তমহাসাগরে, উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে ও অষ্ট্রেলিয়ায় পরিদৃষ্ট হইবে।

৮ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর, খণ্ডগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ ভারতবর্ষে অদৃশ্য।

এই গ্রহণ—ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে, আট্‌লাণ্টিক্ ও প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে ও দক্ষিণ-মেরুর নিকটবর্ত্তী অংশে পরিদৃষ্ট হইবে।

অদৃশ্যগ্রহণে—স্নানদানাদি ও পাকপাত্র পরিত্যাগ প্রভৃতি বিধি নিষেধ নাই।

বর্ত্তমান বৎসরে যে যে দিন গঙ্গাস্নানের যোগ আছে তাহার তালিকা।

গঙ্গাস্নানযোগ।

১৮ই বৈশাখ ব্যতীপাতযোগ, গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটিকুলোদ্ধার।

১৬শে জ্যৈষ্ঠ হস্তানক্ষত্রযুক্তদশমী দশহরা, গঙ্গাস্নানে দশজন্মার্জ্জিত দশবিধপাপক্ষয়।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ দশহরা, কেবলদশমী—গঙ্গাস্নানে দশবিধপাপক্ষয়।

১৩ই আষাঢ় গোসহস্রী, গঙ্গাস্নানে গোসহস্রদানতুল্যফল। ৮ই কার্ত্তিক গোসহস্রী, গঙ্গাস্নানে গোসহস্র-দানতুল্যফল।

২২শে অগ্রহায়ণ সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটিকুলোদ্ধার।

৭ই মাঘ পূর্ব্বারুণোদয়ে রটন্তীচতুর্দ্দশীস্নান।

১৫ই মাঘ মাকরীসপ্তমী, পূর্ব্বারুণোদয়ে গঙ্গাস্নানে বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীনস্নান তুল্য ফল।

৮ই ফাল্গুন গোসহস্রী, গঙ্গাস্নানে গোসহস্রদানতুল্যফল।

১৯শে ফাল্গুন গোবিন্দদ্বাদশী, গঙ্গাস্নানে মহাপাতকক্ষয়।

৬ই চৈত্র বারুণী, গঙ্গাস্নানে বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীনস্নানতুল্যফল।

৭ই চৈত্র গোসহস্রী, গঙ্গাস্নানে গোসহস্রদানতুল্যফল।

১৬ই চৈত্র ব্রহ্মপুত্রস্নানে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি ও সর্ব্বপাপক্ষয়।

কলিকাতা এবং হাবড়ার পারে গঙ্গার ঘাট সমূহের তালিকা।

যাহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাহাদিগকে অনেক সময়ে নৌকাপথে মাল আমদানী রপ্তানি করিতে হয়। এই জন্য কলিকাতা এবং হাবড়ার পারে যতগুলি ঘাট আছে, তাহার সন্ধান রাখা ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে অনেক সময়ে বিশেষ দরকার হইয়া পরে। আমরা এইখানে সমুদয় ঘাটের তালিকা প্রকাশ করিলাম। আশা করি কারবারীদিগের ইহাতে অনেক সুবিধা হইবে।

কলিকাতায় গঙ্গার ঘাট সকল

উত্তর দিক হইতে বরাবর দক্ষিণে কাশীপুর—হরিপোদ্দারের ঘাট, বাঁশতলা ঘাট, রাণী হেমলতা ঘাট, সর্ব্বমঙ্গলা ঘাট, চৌধুরী ঘাট, রতন বাবুর ঘাট।

কলিকাতা—দেবীপ্রসাদ ঘাট, বাগবাজার ঘাট, দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির ঘাট, রাজা নবকৃষ্ণ ঘাট, অন্নপূর্ণা ঘাট, ঠাকুরবাড়ী ঘাট, রসিক নিয়োগী ঘাট, গোলাবাড়ী ঘাট কাশীমিত্রের ঘাট, রাজা ঘাট, কুমারটুলি ঘাট,

পোর্টকমিশনারের ফেরি ঘাট, চাঁপাতলা ঘাট, রথতলা ঘাট, শোভাবাজার ঘাট, মহান্তনী ঘাট, বেণিয়াটোলা ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, কলিকাতা ষ্টিমনেভিগেশন কোংর শান্তিপুর লাইনের এবং পোর্ট কমিশনারের ফেরি ঘাটের জেটি, মাণিক বসুর ঘাট, নিমতলা ঘাট, পাথুরিয়া ঘাট, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘাট, মীরবহর ঘাট, লাহা ঘাট (কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য) শ্রাদ্ধ ঘাট, মল্লিক ঘাট, গোয়েঙ্কা ঘাট, চটলাল ঘাট, (পাকাঘাট) এখানে হাওড়া ব্রিজ।

ব্রিজের দক্ষিণে—আর্ম্মাণি ঘাট,এখানে কাছার সুন্দরবন লাইনের এবং কলিকাতা ষ্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর জেটি ও বি, এন, রেলের মালগুদাম, মতিলাল শীল ঘাট, ১নং হইতে ১৮নং পর্য্যন্ত বিলাতী মালের জেটি, কয়লাঘাট, (এখানে রেঙ্গুনের ষ্টিমার ছাড়ে) কাপলিন ঘাট, বাবুঘাট, চাঁদপাল ঘাট, (এখানে পোর্ট কমিশনারের রাজগঞ্জ ষ্টিমারের জেটি) আউটরাম ঘাট, পানীঘাট, প্রিন্সেপস্ ঘাট, বালুঘাট, তক্তাঘাট।

ভবানীপুর—অঘোর দত্ত ঘাট, ব্যানার্জ্জি ঘাট, দেবনারায়ণ ব্যানার্জ্জি ঘাট, মহিলা ঘাট, আগরওয়ালা ঘাট, কালীমন্দির ঘাট, শেঠঘাট, প্রসন্নময়ী ঘাট, নেপাল ভট্টাচার্য্য ঘাট, মহীশূর রাজঘাট, ক্ষীরোদমিত্র ঘাট, মণ্ডল ঘাট, রাধামোহন ঘাট, মাধব ঘাট, মদনপাল ঘাট, উপেন্দ্র ঘোষ ঘাট; গোলকগয়া ঘাট, গিরীশ ব্যানার্জ্জি ঘাট, চৌধুরী ঘাট, রাণী রাসমণি ঘাট, ত্রিগুণেশ্বর ঘাট।

হাবড়ার পারে গঙ্গার ঘাট সকল

উত্তরদিক হইতে—ভোটবাগান ঘাট, ব্যানার্জ্জির ঘাট, বঙ্কিম জমিদার ঘাট, বান্ধা ঘাট, মড়াপোড়া ঘাট, মুন্দির ঘাট, ছাতুবাবুর ঘাট, চাউলপটি ঘাট, কয়লা ঘাট, গোলাবাড়ী ঘাট, লবণগোলা ঘাট, (এখানে হাওড়ার পুল) চাঁদমারি ঘাট, তেলকল ঘাট, মল্লিক ঘাট, চিন্তামণি ঘাট, রামকৃষ্ণপুর ঘাট, বাঁশতলা ঘাট, কাউস ঘাট, কেওড়াপাড়া ঘাট, শিবপুর জগৎ বন্দ্যোর ঘাট, বোটানিক্যাল গার্ডেন ঘাট।

কলিকাতার স্কয়ার সমূহের তালিকা

১নং ওয়ার্ড, শ্যাম স্কয়ার—১৫।১, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। **২নং ওয়ার্ড**, কুমারটুলি স্কয়ার—১৮, অভয় মিত্রের ষ্ট্রীট। **৩নং ওয়ার্ড**, ব্লাকার স্কয়ার—৪০, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। **৪নং ওয়ার্ড**, কর্ণওয়ালিস স্কয়ার—৫, কর্ণওয়ালিস স্কয়ার। গ্রীয়ার স্কয়ার—২৯৪।২, সার্কুলার রোড অপার। বিদ্যাসাগর পার্ক—২৬।১, বাদুরবাগান লেন। **৫নং ওয়ার্ড**, ঘোড়াবাগান স্কয়ার—২, বৈষ্ণব শেঠ ষ্ট্রীট। **৬নং ওয়ার্ড**, বিডন স্কয়ার—৯, বিডন স্কয়ার। ঘোড়াপুকুর স্কয়ার—২৪, ঘোড়াপুকুর লেন। মার্কস স্কয়ার—১২৬, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। **৮নং ওয়ার্ড**, হেলিডে স্কয়ার—৩, সেণ্ট্রাল এভিনিউ দক্ষিণ। **৯নং ওয়ার্ড** কলেজস্কয়ার—৫৩।১, কলেজ ষ্ট্রীট। মীর্জ্জাপুর স্কয়ার—৩০, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। নরেন্দ্র সেন স্কয়ার—১, নরেন্দ্র সেন স্কয়ার। **১০নং ওয়ার্ড**, কেওরাডাইন স্কয়ার—১২, কেওরাডাইন লেন। **১১নং ওয়ার্ড**, ওয়েলিংটন স্কয়ার—১৫, ওয়েলিংটন স্কয়ার। **১২নং ওয়ার্ড**, ডালহাউসি স্কয়ার—৩১, ডালহাউসি স্কয়ার। **১৪নং ওয়ার্ড**, হরকুমার ঠাকুর স্কয়ার—৪০, হরকুমার ঠাকুর স্কয়ার। রিপন স্কয়ার—২২, আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট। ওয়েলেসলি স্কয়ার—৭৫।২, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। **১৫নং ওয়ার্ড**, লাউডন স্কয়ার—৪, লাউডন ষ্ট্রীট।

মসজিদ স্কয়ার—৫৪, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। রাউডন স্কয়ার—১৯, রাউডন ষ্ট্রীট। **১৬নং ওয়ার্ড**, এলেন গার্ডেন—২৮, পার্ক ষ্ট্রীট। **১৭নং ওয়ার্ড**, অকলাণ্ড স্কয়ার—১৭, রাউডন ষ্ট্রীট। মিন্টো স্কয়ার—৫।১ সার্কুলার রোড, লোয়ার। ম্যাকফার্সন স্কয়ার—১৪।১, লাউডন ষ্ট্রীট। ভিক্টোরিয়া স্কয়ার—১, আলবার্ট রোড। **১৯নং ওয়ার্ড**, কনভেন্ট স্কয়ার—১৩, কনভেন্ট স্কয়ার। **২১নং ওয়ার্ড**, ম্যাডক্স স্কয়ার—রিচির রোড। **২২নং ওয়ার্ড**, দ্বারিকানাথ মিত্র স্কয়ার—১০৭, রসারোড নর্থ। সাউদার্ণ পার্ক—৩৫, জাষ্টিস্ নরেশচন্দ্র রোড। কিংস পার্ক—৬১, হরিশ মুখার্জ্জি রোড। ল্যান্সডাউন স্কয়ার—৪৯, পদ্মপুকুর রোড। উডবরণ পার্ক—৯।১, এলগিন রোড। **২৩নং ওয়ার্ড**, চেতলা স্কয়ার—৩০, চেতলা সেন্ট্রাল রোড। **২৪নং ওয়ার্ড**, ব্রউনফিল্ড স্কয়ার—২১।১, একবালপুর লেন। **২৫নং ওয়ার্ড**, পদ্মপুকুর স্কয়ার—৯, পদ্মপুকুর স্কয়ার। ওয়াটগঞ্জ স্কয়ার—৯২, গার্ডেনরিচ রোড। লিউনার্ড স্কয়ার—৮, লিওনার্ড রোড।

বর্ত্তমান বৎসরে যে যে দিন একাদশীর উপবাস করিতে হইবে তাহার তালিকা।

স্মার্ত্তমতে একাদশীর উপবাস।

বৈশাখ ১৫।২৯, জ্যৈষ্ঠ ১৩।২৮, আষাঢ় ১০।২৫, শ্রাবণ ৮।২৪, ভাদ্র ৬।২১, আশ্বিন ৪।২০, কার্ত্তিক ৪।১৯, অগ্রহায়ণ ৪।১৯, পৌষ ৩।১৮, মাঘ ৪।১৯, ফাল্গুন ৪।১৮ চৈত্র ৫।১৯।

গোস্বামীতে বিশেষ।—৯ই শ্রাবণ। ১৯শে অগ্রহায়ণ ত্রিস্পৃশামহাদ্বাদশীব্রত।

ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের বাজার প্রচলিত মাপ

যাহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের মাপ কোথায় কিরূপ প্রচলিত এবং ইংরেজী মাপের সহিত বাংলা মাপের পরিমাণ কি এই সকল বিষয় লইয়া অনেক সময়ে মুস্কিলে পড়িতে হয়; এই জন্ম আমরা ব্যবসা ও বাণিজ্যে নানা জিনিষের বাজার প্রচলিত মাপ কি তাহা প্রকাশ করিলাম এই মাসের কাগজ দেখিলেই গ্রাহকেরা এই সকল বাজার প্রচলিত মাপের বিষয় জানিতে পারিবেন।

কাপড়ের মাপ।

৩ যবে	বা	৶০ ইঃ	১ অঙ্গুলি
৩ অঙ্গুলিতে	বা	২।০ ইঃ	১ গিরা
৮ গিরাতে	বা	১৮ ইঃ	১ হাত
২ হাতে	বা	৩৬ ইঃ	১ গজ
১॥ ফিটে	বা	১৮ ইঃ	১ হাত
৩ ফিটে			১ গজ

বঙ্গস্থানে ২৪ ইঞ্চিতেও গজ হয়।

ঐ প্রকারান্তর।

৩ দীর্ঘ যবে	১ বুরুল
১২ বুরুলে	১ ফুট

বাজার ওজনের প্রণালী।

৫ সিকিতে	১ কাঁচ্চা ৵৫
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক ৴০
৫ ছটাকে বা ২০ তোলায়	১ পোয়া ৴।০
৪ পোয়ায়	১ সের ৴১

৫ সেরে	১ পশুরি ⁄৫
৮ পশুরিতে	১ মণ ১⁄০

কলিকাতায় চাউল মাপিবার প্রণালী।

৫ ছটাকে	১ কুণিকা
৪ কুণিকাতে	১ রেক
৪ রেকে	১ পালি
৮ পালিতে	১ মণ

ইংরাজী মুদ্রার পরিমাণ।

৪ ফার্দিংএ	১ পেনি
১২ পেন্সে (পেনিতে)	১ শিলিং
২ শিলিংএ	১ ফ্লোরিণ
৫ শিলিংএ	১ ক্রাউন
২০ শিলিংএ	১ পাউণ্ড
২১ শিলিংএ	১ গিনি
২৭ শিলিংএ	১ মইডোর

ধান্যাদি মাপিবার প্রণালী।

১০ ছটাকে	১ খুঁচি
২ খুঁচিতে	১ রেক
২ রেকে	১ পালি
২ পালিতে	১ দ্রোণ
২ দ্রোণে	১ কাটি
৮ দ্রোণে	১ মণ
৮ কাটিতে	১ আড়ি
২০ আড়িতে	১ বিশ
১৬ বিশে	১ কাহণ
২০ দ্রোণে	১ সলি

দক্ষিণ অঞ্চলের ধান্যাদি মাপিবার ক্রম।

৪ পালিতে	১ দ্রোণপশুরি
৪ দ্রোণে	১ আড়ি
৫ আড়িতে	১ সলি
৪ সলিতে	১ বিশ
১৬ বিশে	১ পৌটী

সোণা ও রূপার ওজন।

৬ রতিতে (বা কুঁচে)	১ আনা
৮ রতিতে	১ মাসা
১২ মাসায় (বা ১৬ আনায়)	১ ভরি (তোলা)

বাজার ওজন বাঙ্গালা।

৫ সিকিতে	১ কাঁচ্চা
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক
৪ ছটাকে	১ পোয়া
৪ পোয়ায়	১ সের
৪০ সেরে	১ মণ

ইংরাজী।

৮ ড্রামে	১ আউন্স
১৬ আউন্সে	১ পাউণ্ড
২৮ পাউণ্ডে	১ কোয়ার্টার
৪ কোয়ার্টারে	১ হাণ্ড্রেড্ওয়েট
২০ হাণ্ড্রেড্ওয়েট (হন্দর)	১ টন

ইংরাজী ওজনের বাজার মাপ

২॥০ তোলায়	১ আউন্স
প্রায় অর্দ্ধ সেরে	১ পাউণ্ড
১৩৷৷৶ (তের সের দশ ছটাকে)	১ কোয়ার্টার
১৷১৪৷৷০ (এক মণ সাড়ে চৌদ্দ সেরে)	১ হন্দর
৮২ পাউণ্ডে	১⁄০ মণ
২৭৷০ মণে	১ টন

কালবিভাগ।

৬০ অনুপলে	১ বিপল
৬০ বিপলে	১ পল
৪৮ মিনিটে	১ মুহূর্ত্ত বা দ্বাদশক্ষণ
৬০ পলে বা ২৪ মিঃ	১ দণ্ড
২॥০ দণ্ডে	১ ঘণ্টা
৭॥০ দণ্ডে বা তিন ঘণ্টায়	১ প্রহর
৮ প্রহরে	১ দিন (অহোরাত্র)
৭ দিনে	১ সপ্তাহ

১৫ দিনে	১ পক্ষ
৩০ দিনে বা দুই পক্ষে	১ মাস
১২ মাসে বা ৬ ঋতুতে	১ বৎসরর
১২ বৎসরে	১ যুগ
১০০ বৎসরে	১ শতাব্দী

পথের ইংরাজী মাপ।

১২ ইঞ্চিতে	১ ফুট
৩ ফুটে	১ ইয়ার্ড (গজ)
১৭৬০ ইয়ার্ডে (গজে)	১ মাইল

পথের বাঙ্গালা মাপ।

৪ অঙ্গুলিতে	১ মুষ্টি বা মুট
৩ মুষ্টিতে	১ বিঘত
৬ মুষ্টিতে	১ হস্ত (হাত)
৪ হস্তে	১ ধনু
২০০০ ধনুতে	১ ক্রোশ

জমির মাপ।

৮ যবে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুষ্টি
৩ মুষ্টিতে	১ বিঘত
২ বিঘতে	১ হাত
৫ বর্গহাতে	১ কাঁচ্চা ৫
৪ কাঁচ্চায় বা ৪৫ বর্গফিটে বা ৫০০ বর্গগজে	১ ছটাক
৫ হাত দীর্ঘে × ৪ হাত প্রস্থে = 45 Sq ft.	১ ছটাক
১৬ ছটাকে বা 720 Sq ft.	১ কাঠা /১
২০ কাঠায় বা 14400 Sq. ft.	১ বিঘা ১/
৩ পূর্ণ একেরচল্লিশ বিঘায়	১ একর

ডাক্তারী ওজন।

২০ গ্রেণে	১ স্ক্রুপল
৩ স্ক্রুপলে	১ ড্রাম
৮ ড্রাম বা আড়াই ভরিতে	১ আউন্স
১২ আউন্সে	১ পাউণ্ড

১৮০ গ্রেণ, ১ তোলার সম ওজন।

ডাক্তারী মাপ।

৬০ মিনিমে (ফোঁটায়)	১ ড্রাম
৮ ড্রামে	১ আউন্স
১৬ আউন্সে	১ পাউন্ট
১২ আউন্সে	১ ছোট পাউন্ট

এক আউন্স প্রায় আধ ছটাক এবং এক পাউণ্ড ও এক পাইন্ট প্রত্যেকে প্রায় আধ সেরের সমান; কোথাও বা কুড়ি আউন্সে পাইন্ট ধরে।

বৈদ্যক ওজন।

৪ ধানে	১ রতি
৮ রতিতে	১ মাসা
১২ মাসায়	১ তোলা

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ওজন।

৮০ তোলায়	কলিকাতার	/১ সের
৮০ ও ৮১ ঐ	হুগলীর	ঐ
৮৪	ঐ বারাণসীর	ঐ
৯৩	ঐ লক্ষ্ণৌর	ঐ
৮৪	ঐ মৃজাপুরের	ঐ
৯৬	ঐ এলাহাবাদের	ঐ
৯৬	ঐ বাখরগঞ্জের	ঐ

কাগজের মাপ।

ফুলস্ ক্যাপ	১৭ × ১৩॥০ ইঞ্চ
ডবল ফুলস্‌ক্যাপ	১৭ × ২৭ ইঃ
ক্রাউন	১৫ × ২০ ইঃ
ডবল ক্রাউন	২০ × ৩০ ইঃ
ডিমাই	১৮ × ২২ ইঃ
ডবল ডিমাই	২২ × ৩৬ ইঃ
মিডিয়ম	১৮ × ২৩ ইঃ
রয়েল	২০ × ২৩ ইঃ
ডবল রয়েল	২৩ × ৪০ ইঃ
সুপার রয়েল	২২ × ২৮ ইঃ
ডবল সুপার রয়েল	২৮ × ৪৪ ইঃ

টাকার বিষয়—আধ পয়সা ও সিকি পয়সার সঙ্গে সঙ্গে সিকি পয়সা অপেক্ষা বড় "পাই" নামক এক প্রকার তামার পয়সার চলন হইয়াছে, তাহা ৩ টায় ৫ পয়সা ও ১২ টায় /০ আনা হয়।

এক ফার্দ্দিঙে ৩ পাই, ৪ ফার্দ্দিঙে বা এক পেনিতে /০, ১২ পেন্সে ১ শিলিং বা ৸০, ২০ শিলিং-এ এক পাউণ্ড বা এক গিনিতে ১৫৲। ইংরাজী বাটা (এক্সচেঞ্জ) অনুসারে দর কম বেশী হয়।

বাঙ্গালা ওজনকে ইংরাজী ওজনে আনিবার উপায়—যত মণ থাকিবে, তাহা ১৬ দিয়া গুণ কর, পরে ৩৯ দিয়া ভাগ কর; যত সের তাহাকে ৭২ দিয়া গুণ কর, পরে ৩৬ দিয়া ভাগ কর ১ম ভাগফল ইংরাজী হন্দর ও দ্বিতীয় ভাগফল পাউণ্ড হইবে।

ইংরাজী ওজনকে বাঙ্গালা ওজনে আনিবার উপায়—যত হন্দর থাকিবে, তাহাকে ৪৯ দিয়া গুণ কর, পরে ৩৬ দিয়া ভাগ কর, যত পাউণ্ড হইবে (lb) তাহাকে ৩৬ দিয়া গুণ কর, পরে ৭২ দিয়া ভাগ কর; ১ম ভাগফল মণ এবং ২য় ভাগফল সের হইবে।

বঙ্গদেশ।

বিভাগ, জেলা ও মহকুমা সমূহ।

ব্যবসায় করিতে হইলে এগুলিও জানা বিশেষ প্রয়োজন

১। **প্রেসিডেন্সি বিভাগ**—ইহাতে ৬টী জেলা আছে :—(১) কলিকাতা।

(২) জেলা ২৪ পরগণা, (আলিপুর)।

মহকুমা :—আলিপুর, ডায়মণ্ডহারবার, বারাসত, বসিরহাট ও বারাকপুর।

(৩) জেলা নদীয়া (কৃষ্ণনগর)।

মহকুমা :—কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাট।

(৪) জেলা মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর)।

মহকুমা :—বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দী।

(৫) জেলা যশোহর।

মহকুমা :—যশোহর, নড়াইল, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও বনগ্রাম।

(৬) জেলা খুলনা।

মহকুমা :—খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট।

২। **বর্দ্ধমান বিভাগ**—ইহাতে ৬টী জেলা

(১) জেলা বর্দ্ধমান।

মহকুমা :—বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া ও আসানসোল।

(২) জেলা বীরভূম (সিউরি)।

মহকুমা :—সিউড়ি ও রামপুরহাট।

(৩) জেলা বাঁকুড়া।

মহকুমা :—বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর।

(৪) জেলা মেদিনীপুর।

মহকুমা :—মেদিনীপুর, কাঁথি, ঘাটাল ও তমলুক।

(৫) জেলা হুগলী (চুঁচুড়া)।

মহকুমা :—হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ।

(৬) জেলা হাওড়া।

মহকুমা :— হাওড়া, উলবেড়িয়া ও আম্‌তা।

৩। ঢাকা বিভাগ—ইহাতে ৪টী জেলা—

(১) জেলা ঢাকা।

মহকুমা :—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ।

(২) জেলা ময়মনসিংহ।

মহকুমা :—ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ।

(৩) জেলা ফরিদপুর।

মহকুমা :—ফরিদপুর, মাদারিপুর, গোয়ালন্দ

(৪) জেলা বাখরগঞ্জ (বরিশাল)।

মহকুমা :—বরিশাল, পটুয়াখালি, পিরোজপুর ও ভোলা।

৪। চট্টগ্রাম বিভাগ—ইহাতে ৪টী জেলা :—

(১) জেলা চট্টগ্রাম।

মহকুমা :—চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।

(২) জেলা নোয়াখালী।

মহকুমা :—নোয়াখালী ও ফেণী।

(৩) জেলা ত্রিপুরা (কুমিল্লা)।

মহকুমা :—ত্রিপুরা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

(৪) চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্ট (রাঙ্গামাটী)।

৫। রাজসাহী বিভাগ—ইহাতে ৮টী জেলা :—

(১) জেলা রাজসাহী (রামপুর বোয়ালিয়া)।

মহকুমা :—রামপুর বোয়ালিয়া, নাটোর ও নওগাঁও।

(২) জেলা দিনাজপুর।

মহকুমা :—দিনাজপুর, বালুরঘাট ও ঠাকুরগাঁও

(৩) জেলা জলপাইগুড়ি।

মহকুমা :— জলপাইগুড়ি ও আলিপুর দুয়ার।

(৪) জেলা রঙ্গপুর।

মহকুমা :—রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নিলফামারী।

(৫) জেলা বগুড়া।

(৬) জেলা পাবনা।

মহকুমা—পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।

(৭) জেলা মালদহ।

(৮) জেলা দার্জ্জিলিং।

মহকুমা :—দার্জ্জিলিং, কার্সিয়ং ও শিলিগুড়ি।

পর্ব্বোপলক্ষে অফিস বন্ধের তালিকা।

হিন্দুপর্ব্ব]

পর্ব্বের নাম	বাংলা তারিখ	ইংরাজি তারিখ	বার	গবর্ণমেণ্ট আফিস্	কলিকাতা		মফঃস্বল	
					হাইকোর্ট	স্মল কজেস্ কোর্ট	দেওয়ানী আদালত	ফৌজদারী আদালত
দশহরা	২৭ জ্যৈষ্ঠ	১০ জুন	শুক্রবার	•	১ দিন	১ দিন	১ দিন	•
স্নানযাত্রা	৩২ জ্যৈষ্ঠ	১৫ জুন	বুধবার	•	১	,,	•	•
অম্বুবাচী	৭ আষাঢ়	২২ জুন	বুধবার	১ দিন	২	১	১	১ দিন
রথযাত্রা	১৬ আষাঢ়	১ জুলাই	শুক্রবার	•	১	১	১	১
পুনর্যাত্রা	২৪ আষাঢ়	৯ জুলাই	শনিবার	১	১	১	১	•
মনসা পূজা	৩ শ্রাবণ	১৯ জুলাই	মঙ্গলবার	•	১	•	•	•
রাখী পূর্ণিমা	২৮ শ্রাবণ	১৩ আগষ্ট	শনিবার	•	১	১	১	•
জন্মাষ্টমী	২ ভাদ্র	১৯ আগষ্ট	শুক্রবার	১	২	২	২	১
মহালয়া	৮ আশ্বিন	২৫ সেপ্টেম্বর	রবিবার	১	৬০	৩৩	৩৩	১
দুর্গাপূজা	১৬ আশ্বিন	৩ অক্টোবর	সোমবার	১২	ঐ অন্তর্গত	ঐ অন্তর্গত	ঐ অন্তর্গত	১২
লক্ষ্মীপূজা	২৩ আশ্বিন	১০ অক্টোবর	সোমবার	ঐ অন্তর্গত	,,	,,	,,	ঐ অন্তর্গত
শ্যামাপূজা	৭ কার্ত্তিক	২৪ অক্টোবর	সোমবার	২	,,	,,	,,	২
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	১০ কার্ত্তিক	২৭ অক্টোবর	বৃহস্পতিবার	•	,,	,,	,,	•
জগদ্ধাত্রী পূজা	১৭ কার্ত্তিক	৩ নভেম্বর	বৃহস্পতিবার	১	,,	১	১	১
রাসযাত্রা	২২ কার্ত্তিক	৮ নভেম্বর	মঙ্গলবার	•	১	•	০	•
শ্রীপঞ্চমী	১৩ মাঘ	২৭ জানুয়ারী	শুক্রবার	১	১	১	১	১
শিবরাত্রি	৬ ফাল্গুন	১৮ ফেব্রুয়ারী	রবিবার	১	১	১	১	১
দোলযাত্রা	২২ ফাল্গুন	৬ মার্চ্চ	মঙ্গলবার	•	১	১	১	•
চড়ক পূজা	৩১ চৈত্র	১৩ এপ্রিল	শুক্রবার	১	১	১	১	১

দৈনিক মাহিয়ানার হিসাব

এই টেবিলের সাহায্যে অতি সহজে দৈনিক মাহিয়ানার হিসাব করা যায়।

দৈনিক বেতনের হার।

মাসিক বেতন টাকা	২৮ দিন টাকা—আ—পা	২৯ দিন টাকা—আ—পা	৩০ দিন টাকা—আ—পা	৩১ দিন টাকা—আ—পা	৩২ দিন টাকা—আ—পা
১৲	০—০—৭	০—০—৭	০—০—৬	০—০—৬	০—০—৬
২৲	০—১—২	০—১—১	০—১—১	০—১—০	০—১—০
৩৲	০—১—৯	০—১—৮	০—১—৭	০—১—৭	০—১—৬
৪৲	০—২—৩	০—২—২	০—২—১	০—২—১	০—২—০
৫৲	০—২—১০	০—২—৯	০—২—৮	০—২—৭	০—২—৬
৬৲	০—৩—৫	০—৩—৪	০—৩—২	০—৩—১	০—৩—০
৭৲	০—৪—০	০—৩—১০	০—৩—৯	০—৩—৭	০—৩—৬
৮৲	০—৪—৭	০—৪—৫	০—৪—৩	০—৪—১	০—৪—০
৯৲	০—৫—২	০—৫—০	০—৪—১০	০—৪—৮	০—৪—৬
১০৲	০—৫—৯	০—৫—৬	০—৫—৪	০—৫—২	০—৫—০
২০৲	০—১১—৫	০—১১—০	০—১০—৮	০—১০—৪	০—১০—০
৩০৲	১—১—২	১—০—৭	১—০—০	০—১৫—৬	০—১৫—০
৪০৲	১—৬—১০	১—৬—১	১—৫—৪	১—৪—৮	১—৪—০
৫০৲	১—১২—৭	১—১১—৭	১—১০—৮	১—৯—১০	১—৯—০
৬০৲	২—২—৩	২—১—১	২—০—০	১—১৫—০	১—১৪—০
৭০৲	২—৮—০	২—৬—৭	২—৫—৪	২—৪—২	২—৩—০
৮০৲	২—১৩—৯	২—১২—২	২—১০—৮	২—৯—৩	২—৮—০
৯০৲	৩—৩—৫	৩—১—৮	২—০—০	২—১৪—৪	২—১৩—০
১০০৲	৩—৯—২	৩—৭—[illegible]	৩—৫—৪	৩—৩—৭	৩—২—০

ই, আই, রেল। ই, বি, রেল। এ, বি, রেল। বি, এন, রেল। দার্জ্জিলিং হিমালয় রেল। বি, এণ্ড এন, ডবলিউ রেল। ও এণ্ড আর রেল। এম, এণ্ড এস, এম্ রেলওয়ে সমূহের পার্শেল রেট।

৴২॥ সের পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০ বা তন্ন্যূন মাইলে ।৵০ আনা, ১॥০ টাকার অধিক চার্জ্জ নাই; ৴৫ সের পর্য্যন্ত ২৫০ বা তন্ন্যূন মাইলে ৶০, ৩৲ টাকার অধিক চার্জ্জ নাই। বিপজ্জনক দ্রব্যের অথবা যে সকল দ্রব্য সহজেই নষ্ট হয়, তাহার ভাড়া অগ্রেই দিতে হয়।

গাড়ী ছাড়িবার অন্ততঃ ২০ মিনিট পূর্ব্বে পার্শেল ষ্টেশনে পৌছান আবশ্যক। টাটকা মাছ ও ফলাদি শাক সব্জী, মাংস, বরফ ও যে সকল দ্রব্য সহজেই নষ্ট হয়, তাহাদিগের পার্শেল ভাড়া অর্দ্ধেক। কেবল দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়েতে পূর্ণ ভাড়া লওয়া হয়।

মাইলের দূরতা		।০ দশ সের ১ কিউবিক ফিট পর্য্যন্ত।	॥০ বিশ সের বা ২ কিউবিক ফিট পর্য্যন্ত।	৸০ ত্রিশ সের বা ৪ কিউবিক ফিট পর্য্যন্ত।	৴১ এক মণ বা ছয় কিউবিক ফিট পর্য্যন্ত।	৴১ মণের উপর যত অংশ।
	২৫ পর্য্যন্ত	।৵০	।৵০	।৵০	।৵০	
২১ উর্দ্ধ হইতে	৫০ ...	।৵০	।৵০	৸০	৸০	মণের উপর যত সের হইবে কমসে প্রকৃত হিসাব অনুসারে চার্জ্জ।
৫০ ...	৭৫ ...	।৵০	৸০	১৴০	১৴০	
৭৫ ...	১০০ ...	।৵০	৸০	১৲০	১৶০	
১০০ ...	১২৫ ...	৸০	১৴০	১।৶০	১৸৴০	
১২৫ ...	১৫০ ...	৸০	১৴০	১।৶০	২৵০	
১৫০ ...	১৭৫ ...	৸০	১।৶০	১৸৴০	২॥০	
১৭৫ ...	৩০০ ...	৸০	১।৶০	২৵০	২৸৴০	
৩০০ ...	৩২৫ ...	১৴০	১৸৴০	২॥০	৩৶০	
৩২৫ ...	৩৫০ ...	১৴০	১৸৴০	২৸৴০	৩॥৴০	
৩৫০ ..	৩৭৫ ...	১৴০	২৵০	৩৶০	৩৸৵০	
৩৭৫ ...	৪৫০ ...	১৴০	২৵০	৩৶০	৪।০	
৪৫০ ...	৪৭৫ ...	১।৶০	২॥০	৩॥৴০	৪॥৵০	
৪৭৫ ...	৫০০ ...	১।৶০	২॥০	৩৸৵	৪৸৵০	
৫০০ ...	৫২৫ ...	১।৶০	২৸৴০	৪।০	৬।৴০	
৫২৫ ...	৬০০ ...	১।৶০	২৸৴০	৪।০	৫॥৵০	
৬০০ ...	৬২৫ ...	১৸৴০	৩৶০	৪।৵০	৬৲	
৬২৫ ...	৬২০ ...	১৸৴০	৩৶০	৪৸৶০	৬।৵০	
৬৫০ ...	৬৭৫ ...	১৸৴০	৩॥৴০	৫।৴০	৬॥৶০	
৬৭৫ ...	৭২০ ...	১৸৴০	৩॥৴০	৫।৴	৭৴০	
৭৫০ ...	৭৭৫ ...	২৲	৩৸৵০	৫॥৵০	৭।৶০	
৭৭৫ ...	৯০০ ...	২৲	৩৸৵০	৫৸৵০	৭৸০	
৯০০ ...	৯২৫ ...	২৶০	৪।০	৬৶০	৮৵০	
৯২৫ ...	৯৫০ ...	২৶০	৪ ০	৬॥৴	৮।৶০	
৯৫০ ...	১০৫০ ...	২৶০	৪।৶০	৬॥৶০	৮৸৴	
১০৫০ ...	১০৭৫ ...	২॥০	৪৸৴০	৭৴০	৯৶০	
১০৭৫ ...	১১০০ ...	২॥০	৪৸৴০	৭।৶০	৯॥০	
১১০০ ...	১১২৫ ...	২॥০	৪৸৶০	৭॥৵০	৯৸৵০	
১১২৫ ...	১২০০ ...	২॥০	৪৸৶০	৭॥৵০	১০৴০	
১২০০ ...	১২২৫ ...	২৸৴০	৫।৴০	৮৲	১০।৶০	
১২২৫ ...	১২৫০ ...	২৸৴০	৫।৴০	৮।৴০	১০৸৴	
১২৫০ ...	১২৭৫ ...	৩৶০	৫॥৵০	৮।৶০	১১৵০	
১২৭৫ ...	১৩০০ ...	৩৶০	৬৲	৮।৶০	১১।০	
১৩০০ ...	১৪০০ ...	৩৶০	৬।৵০	৮৸৴০	১১॥৵০	
১৪০০ ...	১৫০০ ...	৩॥৴০	৬॥৶০	৯৶০	১২৲	
১৫০০ ...	১৫৫০ ...	৩৸৵০	৭৴০	৯॥০	১২।৴০	
১৫৫০ ...	....	৩৸৵০	৭৴০	৯৸৵০	১২।৶০	

কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গায় জোয়ার ভাটার সময় নির্ণয়

যাঁহাদের নৌকায় সর্ব্বদা মালপত্রাদি আনা নেওয়া করিতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সংবাদগুলি কাজে লাগিতে পারে। কারণ জোয়ার ভাঁটার গতিবিধি জানা থাকিলে নৌকা চলাচলের ও সময় থাকিতে সুবিধামত ব্যবস্থা করা যায়।

তিথি	জোয়ার আরম্ভ				ভাঁটা আরম্ভ			
	দিবা		রাত্রি		দিবা		রাত্রি	
	ঘ	মি	ঘ	মি	ঘ	মি	ঘ	মি
দশমী	৬	৮	৬	১৩	১০	৫৮	১১	৩
একাদশী	৬	৫৬	৭	১	১১	৪৬	১১	৫১
দ্বাদশী	৭	৪৪	৭	৪৯	১২	৩৪	১২	৩৯
ত্রয়োদশী	৮	৩২	৮	৩৭	১	২২	১	২৭
চতুর্দ্দশী	৯	২০	৯	২৫	২	১০	২	১৫
পূর্ণিমা, অমাবস্যা	১০	৮	১০	১৩	২	৫৮	৩	৩
প্রতিপদ	১০	৫৬	১১	১	৩	৪৬	৩	৫১
দ্বিতীয়া	১১	৪৪	১১	৪৯	৪	৩৪	৪	৩৯
তৃতীয়া	১২	৩২	১২	৩৭	৫	২২	৫	২৭
চতুর্থী	১	২০	১	২৫	৬	১০	৬	১৫
পঞ্চমী	২	৮	২	১৩	৬	৫৮	৭	৩
ষষ্ঠী	২	৫৬	৩	১	[illegible]	৪৬	৭	৫১
সপ্তমী	৩	৪৪	৩	৪৯	৮	৩৪	৮	৩৯
অষ্টমী	৪	৩২	৪	৩৭	৯	২২	৯	২৭
নবমী	৫	২০	৫	২৫	১০	১০	১০	১৫

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত—কলিকাতা, আলিপুর, বালিগঞ্জ, কাশীপুর, ইটালি, বেলিয়াঘাটা, গার্ডেনরীচ ও খিদিরপুর ৩২টী ওয়ার্ডে বিভক্ত।

ওয়ার্ড নং ১।—শ্যামপুকুর। উত্তরে—সার্কুলার কেনাল। দক্ষিণে—গ্রে ষ্ট্রীট এবং উল্টাডিঙ্গি রোড। পূর্ব্বে—অপার সারকুলার রোড এবং সার্কুলার কেনাল। পশ্চিমে—অপার চিৎপুর রোড এবং চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ রোড।

ওয়ার্ড নং ২।—কুমারটুলি। উত্তরে—গঙ্গা দক্ষিণে—নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—অপার চিৎপুর রোড এবং চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৩।—বড়তলা। উত্তরে—গ্রে ষ্ট্রীট এবং উল্টাডিঙ্গি রোড। দক্ষিণে—বিডন ষ্ট্রীট এবং মাণিকতলা রোড। পূর্ব্বে—সার্কুলার কেনাল। পশ্চিমে—অপার চিৎপুর রোড এবং অপার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ৪।—সুকিয়া ষ্ট্রীট। উত্তরে—বিডন ষ্ট্রীট এবং মাণিকতলা রোড। দক্ষিণে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট এবং গ্যাস ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—সার্কুলার কেনাল এবং অপার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ৫।—জোড়াবাগান। উত্তরে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট। দক্ষিণে কটন ষ্ট্রীট এবং মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট পূর্ব্বে অপার চিৎপুর রোড। পশ্চিমে গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৬।—জোড়াসাঁকো। উত্তরে বিডন ষ্ট্রীট। দক্ষিণে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পশ্চিমে অপার চিৎপুর রোড।

ওয়ার্ড নং ৭।—বড়বাজার। উত্তরে—কটন ষ্ট্রীট এবং মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—লালবাজার ষ্ট্রীট, ডালহাউসি স্কয়ার নর্থ, ফেয়ালি প্লেস এবং তথা হইতে সোজা গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে লোয়ার চিৎপুর রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ৮।—কলুটোলা। উত্তরে মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীট। পশ্চিমে লোয়ার চিৎপুর রোড।

ওয়ার্ড নং ৯।—মুচিপাড়া। উত্তরে—মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট এবং গ্যাস ষ্ট্রীট। দক্ষিণে বহুবাজার ষ্ট্রীট এবং বেলিয়াঘাটা রোড। পূর্ব্বে—সার্কুলার কেনাল। পশ্চিমে কলেজ ষ্ট্রীট।

ওয়াড নং ১০।—বহুবাজার।—উত্তরে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—বেণ্টিক ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১১।—পদ্মপুকুর। উত্তরে—বহুবাজার ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১২।—ওয়াটালু ষ্ট্রীট। উত্তরে—লালবাজার ষ্ট্রীট, ডালহাউসি স্কোয়ার ফেয়ালি প্লেশ এবং ফেয়ালি প্লেশ হইতে সোজা গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—এসপ্লানেড রো (পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে) পূর্ব্বে--বেণ্টিক ষ্ট্রীট। পশ্চিমে গঙ্গা।

ওয়ার্ড নং ১৩।—ফিনিক বাজার। উত্তরে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—কিড ষ্ট্রীট এবং রিপণ ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। পশ্চিমে চৌরঙ্গী রোড এবং ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের কতকাংশ।

ওয়ার্ড নং ১৪।—তালতলা। উত্তরে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—রিপণ ষ্ট্রীট। পূর্ব্বে লোয়ার

সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১৫।—কলিঙ্গা। উত্তরে রিপণ ষ্ট্রীট। দক্ষিণে থিয়েটার রোড। পূর্ব্বে লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট এবং উড ষ্ট্রীট।

ওয়ার্ড নং ১৬।—পার্ক ষ্ট্রীট। উত্তরে—র‍্যড ষ্ট্রীট এবং রিপণ ষ্ট্রীট। দক্ষিণে—থিয়েটার রোড। পূর্ব্বে—ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট এবং উড ষ্ট্রীট। পশ্চিমে—চৌরঙ্গী রোড।

ওয়ার্ড নং ১৭।— বামনবস্তি। উত্তরে—থিয়েটার রোড। দক্ষিণে লোয়ার সার্কুলার রোড। পূর্ব্বে—লোয়ার সার্কুলার রোড। পশ্চিমে—চৌরঙ্গী রোড।

ওয়ার্ড নং ১৮।—ট্যাংরা। উত্তরে বেলিয়াঘাটা কেনাল এবং পাগলাডাঙ্গা রোড। দক্ষিণে—তিলজলা রোড এবং তপসিয়া রোডের দক্ষিণ। পূর্ব্বে—পাগলাডাঙ্গা রোড. চিংড়িহাটা রোড, ট্যাংরা রোড, তপসিয়া রোডের উত্তরাংশ, হিউজেস রোড, এবং তপসিয়া রোডের দক্ষিণ। পশ্চিমে—কাঁকুড়গাছি কর্ড ই, বি, রেল।

ওয়ার্ড নং ১৯।—ইটালি। উত্তরে বেলিয়াঘাটা রোড, সার্কুলার রোড এবং বেলিয়াঘাটা কেনাল। দক্ষিণে—ক্রীষ্টোফার রোড, সাউথ রোড ইটালি, ফুলবাগান রোড এবং বেণিয়াপুকুর রোড। পূর্ব্বে—কাকুড়গাছি কর্ড এবং ই, বি, রেল। পশ্চিমে—লোয়ার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ২০।—বেণিয়াপুকুর। উত্তরে—বেণিয়াপুকুর রোড, ফুলবাগান রোড, সাউথ রোড ইটালি এবং ক্রীষ্টোফার রোড। দক্ষিণে—কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা, বেকবাগান লেন এবং লোয়ার সার্কুলার রোডের কোণ হইতে পার্ক সার্কাস ও দর্গা রোড সঙ্গমস্থল, ই, বি রেল পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—কাঁকুড়গাছি রোড এবং ই, বি, রেল। পশ্চিমে—লোয়ার সার্কুলার রোড।

ওয়ার্ড নং ২১।—বালিগঞ্জ। উত্তরে—লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন রাস্তা বেকবাগান লেন ও লোয়ার সার্কুলার রোডের কোণ হইতে বাহির হইয়া পার্ক সার্কাস ও দর্গা রোডের সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত এবং ই, বি, রেল তিলজলা রোড ও তপসিয়া রোড দক্ষিণ সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—হাজরা রোড, বণ্ডেল রোড এবং ই, বি, রেল হইতে সোজা গিয়া তিলজলা মসজিদবাড়ী লেনের দক্ষিণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে তপসিয়া রোড দক্ষিণে তিলজলা মসজিদবাড়ী এবং ই, বি, রেল লাইন। পশ্চিমে—ল্যান্সডাউন রোড।

ওয়ার্ড নং ২২।—ভবানীপুর। উত্তরে—লোয়ার সার্কুলার রোড। দক্ষিণে—হাজরা রোড, নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট হইতে টালীর নালা। পূর্ব্বে—ল্যান্সডাউন রোড এবং রসা রোড সাউথ। পশ্চিমে টালীর নালা এবং জিরেট ব্রিজ এপ্রোচ।

ওয়ার্ড নং ২৩।—আলিপুর। উত্তরে—টালীর নালা। দক্ষিণে—টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, পোর্ট কমিশনারের ডকের দক্ষিণ সীমানা হইতে ডায়মণ্ড হারবার রোড পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে —টালীর নালা। পশ্চিমে—ডায়মণ্ডহারবার রোড এবং খিদিরপুর ব্রিজ এপ্রোচ।

ওয়ার্ড নং ২৪।—খিদিরপুর বা একবালপুর। উত্তরে—সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড। দক্ষিণে—শাপুর রোড, গরাগাছা রোড এবং তারাতলা রোড। পূর্ব্বে —ডায়মণ্ডহারবার রোড — পশ্চিমে —হাইড রোড।

ওয়ার্ড নং ২৫।—ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস। উত্তরে —ক্লাইভ রোড এবং ষ্ট্রাণ্ড রোড এবং ষ্ট্রাণ্ড রোডের দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। দক্ষিণে—সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড এবং পুরাতন তারাতলা রোডের দক্ষিণ পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে—সেন্ট জর্জ্জ গেট

রোড, খিদিরপুর ব্রিজ এপ্রোচ এবং হাইড রোড। পশ্চিমে—পুরাতন তারাতলা রোডের পশ্চিম দিক এবং গঙ্গা পর্য্যন্ত।

ওয়ার্ড নং ২৬। গার্ডেন রিচ। উত্তরে—সাহাপুর রোড, গবাগাছা রোড, পুরাতন তারাতলা রোডের দক্ষিণ দিক এবং গঙ্গা। দক্ষিণে পোর্ট কমিশনারের জমি। পূর্ব্বে—পুরাতন তারাতলা রোডের পশ্চিম দিক এবং গঙ্গা। পশ্চিমে—পোর্ট কমিশনারের জমি।

ওয়ার্ড নং ২৭।—টালিগঞ্জ। উত্তরে—বণ্ডেল রোড, হাজরা রোড, নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট হইতে টালীর নালা। দক্ষিণে—টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এবং ই বি, রেল বজবজ ব্রাঞ্চ। পূর্ব্বে—রসারোড সাউথ এবং ই, বি, রেল লাইন। পশ্চিমে—রসারোড সাউথ এবং টালীর নালা।

ওয়ার্ড নং ২৮।—বেলিয়াঘাটা। উত্তরে—নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। দক্ষিণে—বেলিয়াঘাটা কেনাল। পূর্ব্বে—নূতন কেনাল। পশ্চিমে সার্কুলার কেনাল।

ওয়ার্ড নং ২৯।—মাণিকতলা। উত্তরে—নূতন কেনাল। দক্ষিণে নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড। পূর্ব্বে নূতন কেনাল। পশ্চিমে—সার্কুলার কেনাল।

ওয়ার্ড নং ৩০।—বেলগাছিয়া। উত্তরে—পাইকপাড়া রোড এবং বেলগাছিয়া রোড। দক্ষিণে সার্কুলার কেনাল এবং নূতনকেনাল। পূর্ব্বে—ই, বি, রেল। পশ্চিমে—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

ওয়ার্ড নং ৩১।—সাতপুকুর। উত্তরে—কালী চরণ ঘোষ রোড এবং রামকৃষ্ণ ঘোষের লেন। দক্ষিণে--পাইক পাড়া রোড এবং বেলগাছিয়া রোড। পূর্ব্বে— ই, বি, রেল। পশ্চিম—বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

ওয়ার্ড নং ৩২।—কাশিপুর। উত্তরে—প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর রোড এবং কাশীনাথ দত্তের রোড দক্ষিণে—সার্কুলার কেনাল। পূর্ব্বে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। পশ্চিমে—গঙ্গা।

কলিকাতার গ্রুপ বিল্ডিংস

(চক)

১। আলেকজান্দ্রা কোর্ট—চৌরঙ্গি রোডে—২২ নং ওয়ার্ড। ২। আলিপুর পার্ক—সারকুলার রোডে, টালিগঞ্জ—২৩ নং ওয়ার্ড। ৩। বালিগঞ্জ পার্ক—বালিগঞ্জ পার্ক রোডে—২১ নং ওয়ার্ড ৪। চৌরঙ্গী ম্যান্সন্স—চৌরঙ্গি রোডে—১৬ নং ওয়ার্ড। ৫। ক্লাইভ বিল্ডিংস্—ক্লাইভ ষ্ট্রীটে—৭নং ওয়ার্ড। ৬। কোহেন ম্যান্সন্স রিপন লেনে—১৫ নং ওয়ার্ড। ৭। কামারসিয়াল বিল্ডিং—ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ৭নং ওয়ার্ড ৮। ডোভার পার্ক—বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে—২১ নং ওয়ার্ড। ৯। দুর্গাপুর পার্ক—আলিপুর পার্ক রোডে। ২৩নং ওয়ার্ড। ১০। এডয়ার্ড কোর্ট—চৌরঙ্গী রোডে—১৭ নং ওয়ার্ড। ১১, এলগিন ম্যান্সন্স, ৭৭।৩ হইতে ৭৭।১৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, এসপ্লানেড ইষ্টে—১৪ নং ওয়ার্ড। ১২। এসপ্লানেড ম্যান্সন্স—ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট। ১ । গ্রেসভেনার হাউস—ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে—১২নং ওয়ার্ড। হ্যারিংটন ম্যান্সন্স—হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে—১৬ নং ওয়ার্ড। ১৫। মাণ্ডভিলে

গার্ডেনস্—গরিয়াহাটা রোড—২৭নং ওয়ার্ড। ১৬ মে স্কোয়ার—ওল্ড বালীগঞ্জ—রোড। ২১নং ওয়ার্ড। ১৭। মিন্টো পার্ক মিন্টো রোডে—২২নং ওয়ার্ড। ১৮। পার্ক ম্যানসন্স—পার্ক ষ্ট্রীটে ওয়ার্ড। ১০। কুইন্স পার্ক—পুরাতন বালিগঞ্জ রোডে—২১নং ওয়ার্ড। ২০ ষ্টিফেন্স কোর্ট—১৮।এ. ১৮—১৬ বি নং পার্ক ষ্ট্রীট—১৬নং ওয়ার্ড। ২১। সনি পার্ক—বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড—২১নং ওয়ার্ড। ৪২। উডবারণ কোর্ট—এলগিন রোডে—২২নং ওয়ার্ড।

১। বেঙ্গল পুলিশ হাঁসপাতাল—আলিপুর ও ২৪৭ লোয়ার সারকুলার রোড।

২। কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ এণ্ড আউটডোর হস্পিটাল—১৫০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

৩। ক্যাম্পবেল হস্পিটাল—শিয়ালদহের দক্ষিণে।

৪। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল—১নং বেলগাছিয়া রোড।

৫। ইডেন হস্পিটাল—১৫ নং মেডিকেল কলেজ ষ্ট্রীট।

৬। এজরা হস্পিটাল—৪১।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট।

৭। কিংস হস্পিটাল—৩০।৩ অপার সার্কুলার রোড।

৮। লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হস্পিটাল—(স্ত্রীলোকদিগের জন্য) আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, নেবুতলার মোড়। ১ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

৯। মেয়ো হস্পিটাল—৬৭।১ ষ্ট্রাণ্ড রোড নর্থ।

১০। মেডিকেল কলেজ ও হস্পিটাল—৮৮ কলেজ ষ্ট্রীট

১১। প্রেসিডেন্সী জেনারেল হস্পিটাল—২৪৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোড।

১২। রায় ভগবানদাস বগলা বাহাদুরের মাড়ওয়ারী হিন্দু হস্পিটাল—১২৮ ও ১৩০ হ্যারিসন রোড।

১৩। সাগর দত্তের চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারী ও হস্পিটাল—কামারহাটী।

১৪। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাসপাতাল—১১ এলগিন রোড, ভবানীপুর।

১৫। শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মাড়ওয়ারী হাসপাতাল—১১৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

১৬। সেণ্ট ক্যাথরিন্স্ হস্পিটাল দুরারোগ্য অথর্ব্বদিগের জন্য—৬৮ ডায়মণ্ডহারবার রোড, খিদিরপুর।

১৭। ব্রিটীশ ষ্টেশন হস্পিটাল (সামরিক)—১৪৬ লোয়ার সার্কুলার রোড।

১৮। ভলাণ্টারী ভেনেরিয়াল হস্পিটাল—আলিপুর।

১৯। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়—১৭০নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট।

২০। এলবার্ট ভিক্টর এসাইলাম [কুষ্ঠরোগীর জন্য] ১৮—গোবড়া রোড সাউথ।

২১। বেচুলাল ডিস্পেন্সারী—৬ বেচুলাল রোড।

২২। জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল—১১০ মাণিকতলা মেন রোড।

২৩। নর্থ সুবার্ব্বান্ হস্পিটাল— ৮৫ কাশীপুর রোড।

২৪। সার গুরুদাস ইন্সটিটিউট ও নীরোদ চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারি— ৩৩ ষষ্ঠিতলা রোড নারিকেলডাঙ্গা।

২৫। উষাঙ্গিনী আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—২১১ বি, গ্যালিফ লেন, বাগবাজার।

২৬। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন— ১৪৮ রসারোড সাউথ, ভবানীপুর।

২৭। হোমিওপ্যাথিক হস্পিট্যাল সোসাইটী—১৬৫ অপার সার্কুলার রোড।

২৮। ক্যাল্‌কাটা মেডিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউট হাস্‌পাতাল— ৩০৩ অপার সার্কুলার রোড।

২৯। চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল— ২৪নং গোরাচাঁদ রোড, ইটালি।

ধর্ম্মশালা বা পান্থনিবাস সমূহের তালিকা

ব্যবসায় করিতে হইলে নানা মোকামে সর্ব্বদা ঘোরাফেরা করিতে হয়। মাড়োয়ারীরা তাহাদের কারবারের সুবিধার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মশালা বা পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল স্থানে উপস্থিত হইলে তাহাদের আহার অথবা বাসস্থানের জন্য কোনও দুর্ভাবনায় পড়িতে হয় না। কারণ হিন্দুগণ এই সকল ধর্ম্মশালায় আহার এবং বাসস্থানের জন্য স্থান পাইয়া থাকে। ভারতের কোথায় কোথায় এইরূপ ধর্ম্মশালা আছে, ব্যবসায়ীদিগের জ্ঞাতার্থে আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা—(১) ফুলচাঁদ মুকিম জৈন ধর্ম্মশালা—৯ শ্যামা বাই লেন, বড়বাজার, হিন্দু ও জৈন যাত্রীরা বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারে। (২) "বড়ি-সঙ্গত" শিখমন্দির, ৭৯ ক্রস ষ্ট্রীট। (৩) বাবু শ্যামদেও ভুটিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত—১৫০ হ্যারিসন রোড। (৪) রায় সুরযমল বাহাদুরের ধর্ম্মশালা—৬ মল্লিক ষ্ট্রীট। (৫) বাবু লক্ষ্মীনারায়ণের ধর্ম্মশালা—৫১ বাঁশতলা ষ্ট্রীট, ৫।৬ শত লোক এক সঙ্গে থাকিতে পারে। পাকের ব্যবস্থা নিজেদের করিয়া লইতে হয়। (৬) হাজি বক্স ইলাহির মুসাফিরখানা, মুসলমানদিগের জন্য—৭৬ কলুটোলা ষ্ট্রীট। (৭) হাজি ইব্রাহিম সুলেমান সালেজি ও হাজি মুসাজি আহম্মদ সাবজি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত—১০৭ ও ১০৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, ২০০ লোকের একত্র থাকার স্থান আছে, স্ত্রীলোকদের থাকার ব্যবস্থা আছে। (৮) ধনসুকদাস জৈতমল প্রতিষ্ঠিত জৈন এবং হিন্দুদিগের জন্য—৪৪ বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, হাসসীবাগান।

হাওড়া—রাজা শিউবক্স বগলার ধর্ম্মশালা, ষ্টেশনের নিকট।

তারকেশ্বর—মোহান্ত মহারাজের ধর্ম্মশালা।

কাটোয়া কালীবাড়ী—ষ্টেশন হইতে ১ মাইল, গুরুগঙ্গাঘাটের নিকট; শ্রীযুক্ত দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত।

বর্দ্ধমান—মিঃ শশিভূষণ বসুর ধর্ম্মশালা।

রাণীগঞ্জ—জয়নারায়ণ গুরুদয়াল বাজাজ ধর্ম্মশালা।

আজিমগঞ্জ—ষ্টেশনের দুই পার্শ্বে রায় যুদ্ধ সিং ও ও রায় গণপত সিংহের দুইটী ধর্ম্মশালা আছে।

কোলগাঁ—ষ্টেশনের নিকটে বাবু গিরীধারীলাল মাড়োয়ারীর ধর্ম্মশালা।

সুলতানগঞ্জ—ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মিনিটের পথ। গোপীনাথের মন্দিরের সম্মুখে ৬০০ লোকের বাসোপযোগী শেঠমল বৈজনাথের সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা।

ইসরি—ষ্টেশনের নিকটে জৈন এবং হিন্দুদিগের জন্য ২টী ধর্ম্মশালা আছে।

মুঙ্গের—ষ্টেশনের নিকটে রায় বাহাদুর বৈজনাথ গোয়েঙ্কার ধর্ম্মশালা।

বরিয়ারপুর—ষ্টেশনের উত্তর দিকে গঙ্গার ধারে শোভারাম শিউদত্ত রায়ের ধর্ম্মশালা।

ভাগলপুর—ষ্টেশনের নিকট জৈন ধর্ম্মশালা, টোরমল ধর্ম্মশালা ও ভুদার মল ধর্ম্মশালা নামে তিনটী ধর্ম্মশালা আছে।

আসানসোল—ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল মুন্সীবাজারের নিকট একটী ধর্ম্মশালা আছে।

গিরিডি—ষ্টেশনের দক্ষিণে পরেশনাথ, যাত্রীদিগের জন্য একটী ধর্ম্মশালা।

কিউল—ষ্টেশনের দক্ষিণে ওঙ্কারমল হাজারীমলের স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

মোকামা—ষ্টেশনের নিকটে লালা ভগবানদাস বগলার স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

পাটনা সিটি—এখানে তিনটী ধর্ম্মশালা আছে। একটী ষ্টেশনের নিকট। একটি ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এবং একটি চকের মধ্যে।

গুলজারবাগ—ষ্টেশনের বহির্ভাগে কিশোরীলাল চৌধুরীর স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

পাটনা জং—ষ্টেশনের দুই ধারে লালাজী এবং লালা ছোটিলালের ২টী ধর্ম্মশালা।

মানপুর—ষ্টেশনের এক মাইল দূরে আমাউরি প্রেমরাজের ধর্ম্মশালা।

গয়া—তিনটী ধর্ম্মশালা আছে। ষ্টেশনের সম্মুখে শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালা কেবল হিন্দু দিগের জন্য। ষ্টেশনের দুই মাইল দূরে প্রাচীন গয়ায় সুরজমল ধর্ম্মশালা। বুদ্ধ গয়া বুদ্ধদিগের একটী ধর্ম্মশালা।

পামারগঞ্জ—ষ্টেশনের নিকটে শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালা।

পুনপুন—ষ্টেশনের নিকটে শেঠ শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালা।

মোগলসরাই—ষ্টেশনের সন্নিকট রামজীদাস জেঠিয়ার ধর্ম্মশালা।

মির্জ্জাপুর—ষ্টেশনের নিকট ভিরামল বংশীধরের ধর্ম্মশালা।

বিন্ধ্যাচল—ষ্টেশনের নিকট শিউনারাণ বলদেও দাসের ধর্ম্মশালা।

নাইনি—ষ্টেশনের নিকট বিহারীলাল কাঞ্জীলালজীর ধর্ম্মশালা।

আগরা—আগরা সিটি ষ্টেশনের নিকট ৪।৫টি ধর্ম্মশালা আছে। আগরা সিটি এবং আগরা কোর্ট হইতে ১০ মিনিটের পথ কালিবাড়ী।

অযোধ্যা—এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

এলাহাবাদ—ষ্টেশনের বাহিরে বিহারীলাল কাঞ্জীলালজীর ধর্ম্মশালা। যমুনা নদী হইতে ১০ মিনিটের পথ কায়স্থ ধর্ম্মশালা। ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে খসরুবাগের নিকট কল্যাণী দেবীর ধর্ম্মশালা। আরও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

আলিগড়—ষ্টেশনের নিকট লালা অযোধ্যাপ্রসাদ স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

কাশী—এখানে অনেক ধর্ম্মশালা স্থাপিত আছে।

কাণপুর—ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে বৈজনাথ রামনাথজীর ধর্ম্মশালা। তুলসীরাম শিউপ্রসাদজীর ধর্ম্মশালা। ষ্টেশনের এক মাইল দূরে লালা রাধাকিষণ কানুদিয়ার ধর্ম্মশালা। আরও অনেক ধর্ম্মশালা আছে।

দিল্লী—ষ্টেশন হইতে সিকি মাইল দূরে লালা চন্নামলজীর ধর্ম্মশালা। লালা লছমীনারায়ণের ধর্ম্মশালা। আরও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

হাতরাস সিটি—হিন্দুদিগের জন্য আটটা ধর্ম্ম- আছে।

এটোয়া—ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী ধর্ম্মশালা।

গাজিয়াবাদ—ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল এবং সিকি মাইল দূরে দুইটা সরাই আছে।

বৈদ্যনাথ (দেওঘর)—এখানে দুইটী বড় ধর্ম্মশালা আছে, একটী হর্য্যাকুণ্ডের পাড়ে অবস্থিত।

কুরুক্ষেত্র—ষ্টেশনের অতি নিকটেই বাঙ্গালীর স্থাপিত একটী ধর্ম্মশালা বিদ্যমান।

বৃন্দাবন—ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে সাহাজীর মন্দিরের নিকটে "দিল্লীওয়ালা" ধর্ম্মশালায় থাকা যায়। ষ্টেশনের সংলগ্ন একটী ও সহরের মধ্যে আরও কয়েকটা ধর্ম্মশালা আছে।

মথুরা—যমুনার তীরবর্ত্তী "হাতরাস ওয়ালে" ধর্ম্মশালা ও আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে।

হরিদ্বার—এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

কাট্‌নি—ষ্টেশনের নিকটে শিউলার জহরমল স্থাপিত ধর্ম্মশালা।

জব্বলপুর—রাজা গোকুলদাসের ধর্ম্মশালা।

রাঁচি—এখানে দুইটী ধর্ম্মশালা আছে।

পুরী—গণপতরায় ক্ষেমকা ও হরেরাম গোয়েঙ্কার দুইটী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশালা আছে।

চক্রধরপুর—ষ্টেশন হইতে সিকি মাইল দূরে রঘুরাম মাড়োয়ারীর ধর্ম্মশালা

সাক্ষীগোপাল—ষ্টেশন হইতে ১০ মিনিটের মধ্যেই মন্দিরের নিকটে রায় বাহাদুর বিশেশ্বর লালের অতি সুন্দর ধর্ম্মশালা।

ভুবনেশ্বর—ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে বিন্দু সরোবরের পাড়ে বিশেশ্বর লালের ধর্ম্মশালা।

পোষ্টাফিস সংবাদ

আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে যাহাদের ব্যবসায় বাপদেশে বা অন্য কোনও কারণে বিলাত এবং অন্যান্য দেশের সহিত পত্রের আদান প্রদান করিতে হয়, তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে বিলাতযাত্রী মেলে চিঠি পত্রাদি প্রেরণের সময়ের তালিকা প্রদান করিলাম :—

বিলাতী মেল কোন্ কোন্ দেশে যাইবে, তাহার নাম	মেলে দিবার শেষ দিন	জেনারেল পোষ্ট আফিসে দিবার শেষ সময়	
		যে সকল পত্র বা প্যাকেট রেজেষ্টারি করা নয়	রেজেষ্টারি করা পত্র ও প্যাকেট
ইউনাইটেড্ কিংডম, ইয়োরোপ, এডেন, ইজিপ্ট, ইষ্ট আফ্রিকা, ওয়েষ্ট আফ্রিকা, আমেরিকা, (উত্তর ও দক্ষিণ)।	বৃহস্পতিবার	অপরাহ্ণ ৫—৪৫ ৬—৪৫	৪—৪৬ ৫—১৫*
সিংহল	প্রত্যহ	৩—০ ৩—৩০	১—৩০ ২—০*

বিলাতযাত্রী ইংলিস মেলে মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইতে হইলে বুধবার অপরাহ্ণ ৩টার মধ্যে পোষ্টাফিসে টাকা জমা দিতে হইবে এবং পার্শ্বেল পাঠাইতে হইলে বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে কাজ সাধিতে হইবে।

* এই চিহ্নিত সময়ে বিলাতী ডাকে চিঠি পাঠাইতে হইলে অতিরিক্ত পয়সা (Late fee) দিতে হয়। ধরুন, বিলাতে চিঠি পাঠাইতে হইবে। ৫ ৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত পোষ্টাফিস নিয়মিত ভাবে চিঠি লইবে, উহার পরও ৬-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত পোষ্টাফিস পত্র গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু প্রতি পত্রের জন্য অতিরিক্ত চারি আনা ফি দিতে হইবে। সিংহলে চিঠি পাইতে দেরী হইলে সাধারণ পত্রের জন্য দুই পয়সা, এবং রেজিষ্টারি করা পত্রের জন্য দুই আনা অতিরিক্ত ফি দিতে হয়।

ইন্‌ল্যাণ্ড (ভারতবর্ষীয়) পোষ্টের মাশুল

পোষ্টকার্ড।		পত্র (খাম)		পুস্তক বা প্যাটার্ণ প্যাকেট	পার্শেল (মাশুল অগ্রিম দিতে হইবে)				
					৪৪০ তোলার অতিরিক্ত নহে।		৪৪০ তোলার উপর হইলেই রেজিঃ করিতে হয়।		প্রতি ৪০ তোলার কিম্বা আংশিক ওজনের জন্য—৮০০ তোলা পর্য্যন্ত।
এক খণ্ড মাত্র।	রিপ্লাই। (জোড়া ১)	আড়াই তোলার অনধিক	অতিরিক্ত আড়াই তোলা বা তোলার আংশিক	প্রতি পাঁচ তোলা বা আংশিক।	২০ তোলার (এক পোয়া) অতিরিক্ত।	২০ তোলা অতিরিক্ত ৪০ তোলার অনতিরিক্ত।	অতিরিক্ত প্রতি ৪০ তোলা বা আংশিক ওজনে।	৪৪০ তোলার অতিরিক্ত কিন্তু ৪৮০ তোলার অনতিরিক্ত।	
৴১০	৴০	৴০	৴০	৴১০	৵০	৶০	৶০	৩৲	৷০

জিনিষ বিলি না হইলে তাহাদের নিয়ম

যাহাকে পত্র কি পার্শেল পাঠান যায়, তাঁহাকে খুঁজিয়া না মিলিলে, কিম্বা ঠিকানা না করিতে পারিলে অথবা স্পষ্ট লেখা বুঝিতে না পারিলে, ৩ সপ্তাহ রাখিয়া পরে প্রেরকের নিকট ফেরত দেওয়া হয়, তাহাকে না মিলিলে (Dead Letter) ডেড্‌লেটার আফিসে পাঠান হয়।

বুকপোষ্ট। প্রতি ৫ বা আংশিক তোলায় ৴১০ ব্যারিং মাশুলের ও রেজেষ্টারীর নিয়মাদি পত্রের ন্যায়। বুকপোষ্টে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পাঠান যায়।

[১] সংবাদ-পত্র বা যে কোন প্রকারের ছাপা কাগজই হউক। (২) পুস্তক (সাদা বা ছাপা) এনগ্রেভিং ফটোগ্রাফ, ড্রয়িং মাপ, প্লান, প্রুফসিট অপব ম্যানুস্ক্রপ্ট। (৩) সাদা কাগজ, মার্চেন্ট অথবা পোষ্টকাড। (৪) যে কোনরূপ ছাপা, এনগ্রেভিং বা লিথোগ্রাফ করা কাগজ ও তাহার প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পকেট-বুক এবং পেন্সিল প্রভৃতি। কিন্তু কোন পত্রাদি লেখা থাকিবে না। ৫ বিল্‌লেডিং দলিল, হিসাবের ফর্দ্দ, ইনভয়েস প্রভৃতি হস্ত-লিখিত থাকিলেও (পত্র না লইলে) পাঠান যায়। ৬ পোষ্টকাড বলিয়া লেখা থাকিলে, সেরূপ কার্ড; পত্র ও পেপার মনি অর্থাৎ ষ্ট্যাম্প, করেন্সি নোট, হুণ্ডি, চেক, ব্যাঙ্কনোট, বিল, বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি বুকপোষ্টে পাঠান হয় না। কেবল শিরোনামা লেখা (Addressed Enve.opes & Post Cards) পোষ্টকার্ড কি লেফাফা বুকপোষ্টে পাঠান যায়। বুকপোষ্টের উপরের কভার দুইধার খোলা থাকিবে, কিম্বা খোলা খামের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে; অথবা কেবল খোলাও দেওয়া যাইতে পারে, অথবা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া ও চলে। বুকপোষ্টের সাইজ ২ ফুট × ১ ফুট হইতে পারে। যদি রুলের মত হয় তবে ৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত অথবা ২ ফুট হইলে ৪ ইঞ্চি মোটার বেশী লওয়া নিয়ম নহে।

(ক) মাশুল অগ্রিম না দিলে, অথবা কম মাশুল দিলে, বিলির সময়, নিম্নহারে আদায় করিয়া লওয়া হয়। (১) পত্র বা পোষ্টকার্ড মাশুল না দেওয়া থাকিলে—বিলির সময় দ্বিগুণ আদায় করা হয়। (২) পত্রে বা প্যাকেটে কম মাশুল থাকিলে, কমের দ্বিগুণ। (৩) রিপ্লাই-কার্ডের একখানিতে ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে—৴০ আদায় হয়।

ইনল্যাণ্ড পার্শেল পোষ্ট।—যে কোন প্রকারে না ভাঙ্গে, অথবা তরল পদার্থ হইলে স্বয়ং ভাঙ্গিয়া অপর জিনিষ নষ্ট না করে, এরূপ ভাবে ভাল করিয়া কাষ্ঠের বা টিনের বাক্সে প্যাক করিয়া পাঠাইতে হয়। পার্শেলের গায়ে একখানি পার্শেল সম্বন্ধীয় (Label) পত্র দেওয়া যাইতে পারে।

রেজেষ্টারী করিতে হইবে।—(১) ৪৪০ তোলার অতিরিক্ত ওজনের ইন্সিওর পার্শেল, (২) যে স্থানে পার্শেল পাঠাইতে হইলে কাষ্টম্‌স ডিক্লারেসন দিতে দিতে হয়, যথা—এডেন, সিলোন প্রভৃতি স্থানে, (৩) ভেপুপেয়েবল পার্শেল।

পোষ্টিংএর সার্টিফিকেট।—রেজেষ্টারী না করা পত্রের জন্য পোষ্টাফিস হইতে রসিদ পাওয়া যায় না। কিন্তু পোষ্টিংএর সার্টিফিকেট নিম্নলিখিত বন্দোবস্তানুসারে পাওয়া যায়।

(১) পোষ্টাফিসের সার্টিফিকেটখানি কালিতে লিখিয়া ঐ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পোষ্টাফিসে যে কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে দিতে হইবে।

(২) সার্টিফিকেট ও পত্রের লিখিত ঠিকানার একটী অবিকল নকল এবং একখানি ৴১০ দুই পয়সার ডাক টিকিট (অনরেজিষ্টার্ড লেটার, পোষ্টকার্ড, বুক-প্যাকেট ও রেজিঃ নিউস পেপার প্রতি) ৩ খানি পর্য্যন্ত আঁটিয়া দিতে হইবে।

(৩) পোষ্টাফিসে উপস্থিত কর্ম্মচারী ঐ দ্রব্যের ঠিকানা সার্টিফিকিটের ঠিকানার সহিত মিলাইয়া দেখিবেন এবং ঠিক হইলে সার্টিফিকেটের উপরিস্থ

ডাকটিকিট বিকৃত করিয়া সার্টিফিকেটের উপরে তারিখ মোহরের ছাপ দিয়া, যে ব্যক্তি উহা দাখিল করিয়াছিন, তাহাকে ফেরত দিবেন।

টাকা।—এক টুক্‌রা কাগজে বা একখানি বহিতে সার্টিফিকেট লিখিতে হয়। কোন দ্রব্যের উপর "On H. M. S." লেখা থাকিলে সার্টিফিকেট ৵১০ আনার সার্ভিস-ষ্ট্যাম্পে দেওয়া চলিবে।

কষ্টমস ডিক্লারেশন্।—এডেন ও সিলোনের পার্শেল "কষ্টমস ডিক্লারেশন" অর্থাৎ কত মূল্য তাহা স্বতন্ত্র ফর্ম্মে লিখিয়া দিতে হয়, তাহার পর গবর্ণমেণ্ট (Duty) বা কর লন।

প্যাটার্ণ পোষ্ট বা নমুনার ডাক।—ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি নমুনার মত (বিক্রয়ের জন্য নহে) এই ডাকে পাঠান যাইতে পারে। পুলিন্দা ২০০ তোলার অধিক ওজন ও ২ ফিট লম্বা, ১ ফুট প্রস্থ ও ১ ফুট উর্দ্ধ মাপের অধিক হইবে না।

(১) প্যাটার্ণ-প্যাকেট খোলা পাঠানই নিয়ম, অথবা দুই মুখ খোলা থাকিবে, যাহাতে সহজেই দ্রব্যাদি পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

(২) ঔষধ, বীজ বা অপর জিনিষ—যাহা খোলা পাঠান যায় না, তাহা এরূপ করিয়া পুলিন্দার মধ্যে প্যাক করা উচিত যে, সহজেই খুলিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে, উহা বাক্সের মধ্যে প্যাক করিয়া পাঠান যাইতে পারে, তাহা হইলে ভিতরের কোন জিনিষ কোন প্রকারেরও বিক্রয়ের জন্য নহে, এই মর্ম্মে প্রেরকের নাম ধাম সহ সার্টিফিকেট আবশ্যক।

(৩) কাচের সামগ্রী—কাঠের, চামড়ার, টিনের বা কাগজের বাক্সে সুন্দররূপে প্যাক করিয়া পাঠাইতে হয়, যেন ভাঙ্গিয়া মেলের বা পোষ্টাফিসের অপর দ্রব্য ক্ষতি না করে।

(৪) তরল পদার্থ—শিশি বা বোতলের মধ্যে পুরিয়া গালা দ্বারা শীল করিয়া যত্নের সহিত কাঠের গুঁড়া, তুলা বা ঘাস দ্বারা প্যাক করিয়া স্বতন্ত্র বাক্সের মধ্যে পাঠাইতে হয়, পরে সেই বাক্স টীনের কেসে প্যাক করিয়া দেওয়া নিয়ম।

মাশুল প্রতি ৫ তোলায় ৵১০ অগ্রে দেয়। তাহা না দিলে বা ইন্‌সাফিসেণ্ট হইলে, পশ্চাৎ দ্বিগুণ লাগে ঐ নিয়মাদি লঙ্ঘন করিলে, পত্র বা পার্শ্বেলের দণ্ডস্বরূপ দিতে হয়।

পোষ্টাফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক।—টাকা জমাইবার অভিপ্রায়ে পোষ্টাফিসে টাকা গচ্ছিত রাখা যায়। ইহা পোষ্টাফিসের নিয়মানুসারে ইচ্ছামত টাকা উঠাইয়া লইতে পারা যায়। চারি আনার কম এবং বৎসরে ৭৫০৲ টাকার অধিক জমা রাখা যায় না। বৎসর বৎসর জমিয়া সাধারণের পক্ষে উর্দ্ধসংখ্যা ৫০০০৲ এবং নাবালকের পক্ষে ১০০০৲ জমা রাখিতে পারে। সপ্তাহে অর্থাৎ সোমবার হইতে শনিবার একবার মাত্র টাকা লওয়া যাইতে পারে। শনিবার টাকা লইয়া আবার সোমবারে টাকা লওয়া যাইতে পারে। সুদ বার্ষিক শতকরা হিসাবে।

পোষ্টাফিসের দ্বারা কোম্পানীর কাগজ খরিদ।—

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি নিজ নামে বৎসরে ৫০০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে পারেন। ১০০৲ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ হয়, উহার কম হইলে পোষ্টাফিস হইতে এক ইনভেষ্টমেণ্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কোম্পানীর কাগজের সুদ শতকরা ৩॥০ হিঃ। কাগজ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা থাকিলে সুদের ইন্‌কাম ট্যাক্স লাগে না।

ভেলুপেয়েবল ডাক।—রেজিষ্টার্ড পার্শ্বেল, পত্র, পুস্তকের পুলিন্দা এবং রেলওয়ে রসিদ ভেলুপেয়েবল করা যাইতে পারে, অর্থাৎ বিলির সময় পোষ্টাফিসের দ্বারাই গ্রহীতার নিকট হইতে তাহার দাম আদায় করা যাইতে পারে। রেল রসিদ ভিঃ পিঃ

করিতে হইলে ৵৹ মাশুল অগ্রিম দিতে হয়; এরূপ পাঠান কেবল যে স্থানে মণিঅর্ডারের টাকা পাওয়া যায়, সেই স্থানেই হইতে পারে। এরূপ পাঠাইতে হইলে পাঠাইবার সময় কত আদায় করিতে হইবে, তাহা পোষ্টাফিসের ফরমে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতে হয়। ইহার একখানি রসিদ পাওয়া যায়। বীমা করিয়া পাঠাইলে তদ্ভিন্ন আরও একখানি বীমার রসিদ পাওয়া যায়। ভেলুপেয়েবল ডাকে মাল পাঠাইতে হইলে রেজেষ্টারী করিতে হয়, রেজেষ্ট্রারী খরচা ৵৹।

কমিশনের হার।—মণিঅর্ডারের কমিশনের ন্যায় কমিশন গ্রহণকারীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হয়। ভিঃ পিঃ প্যাকেটে মাশুলের খরচা পার্শ্বেলের উপর অগ্রে টিকিট দ্বারা বসাইয়া দিতে হয়। ১০০০৲ টাকার অধিক মূল্যের জিনিষ পাঠান হয় না ও এক আনার কম ধরা হয় না।

প্যাকেট বিলি হইলে টাকা আদায় করিয়া মণিঅর্ডারের দ্বারা প্রেরকের টাকা পাঠান হয়। যদি গ্রহীতা না লন, কি অন্য কারণে ফেরৎ হয়, তবে প্রেরকের কমিশন ও মাশুল কিছুই ফেরৎ দেওয়া হয় না। দ্রব্যটি নষ্ট হইলে পোষ্টাফিস দায়ী হয় না।

বিলির নিয়ম।—যে পোষ্টাফিসের ঠিকানায় প্রেরিত হয়, সেখানে প্যাকেট পৌছিলে শিরোনামায় লিখিত ব্যক্তিকে একটি নোটিশ পাঠান হয়, তিনি তদনুসারে পোষ্টাফিসে আসিয়া ডেলিভারী লন। প্যাকেটের মূল্য ২৫৲ টাকার কম হইলে, পোষ্টপিয়ন দ্বারা প্রেরিত হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসন-তন্ত্র।

কলিকাতা কর্পোরেশনে ৮৫ জন কাউন্সিলার আছেন। পূর্ব্বে ইহারা কমিশনার নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহাদের কার্য্যকাল তিন বৎসর করিয়া। ইঁহাদের মধ্যে ৬৩ জন করদাতাগণ কর্ত্তৃক প্রতি ওয়ার্ড হইতে নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গীয় চেম্বার অব কমার্স ৬ জনকে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠান। কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েসন হইতে ৪ জন নির্ব্বাচিত হন, কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার্স নির্ব্বাচিত করেন ২ জনকে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ১০ জনকে মনোনীত করিয়া থাকেন। ৬৪ জন কাউন্সিলারের মধ্য হইতে ১৫ জন মুসলমান নির্ব্বাচিত হওয়া চাই। ইহারা প্রথম ৯ বৎসর (১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত) মুসলমান জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, পরে মুসলমান ও অমুসলমান—উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই মনোনীত হইতে পারিবেন। কাউন্সিলার ব্যতীত ৫ জন অল্ডারম্যান্ কর্পোরেশন গঠনকার্য্যে সহায়ক হইবেন। ইহারা কাউন্সিলারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান কর্ত্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে একজন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হয়ে থাকেন। ইহাদের প্রধান কার্য্য, কর্পোরেশনের আহুত প্রতি সভায় সভাপতির কাজ করা। ইহাদের কার্য্যকাল মাত্র ১ বৎসর করিয়া। কর্পোরেশনের শাসন-পরিচালন-শীর্ষে একজন কাউন্সিলারগণ-নির্ব্বাচিত ও গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত কর্ত্তৃপক্ষ থাকিবেন, তাঁহার নাম চিফ একজিকিউটিভ অফিসার। তাঁহার অধীন দুইজন ডেপুটি কর্ম্মচারী আছেন।

মিউনিসিপ্যাল ট্রেড্ লাইসেন্স

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে কোনওরূপ ব্যবসায় বা কারবার করিতে হইলে মিউনিসিপ্যালিটির নিকট টাকা দিয়া Trade License লইতে হয়। কোন্ কোন্ ব্যবসায়ের জন্য কি হারে লাইসেন্স ফি দিতে হয় তাহা এইখানে লিখিত হইল।

১ম শ্রেণী—জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী যাহার মূলধন দশ লক্ষ বা ততোধিক টাকা তাহার বার্ষিক লাইসেন্স ফি ২০০৲

দ্বিতীয় শ্রেণী—অন্যান্য জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী সওদাগর, বেঙ্কার, পাইকারী বিক্রেতার কমিশন এজেন্ট, গৃহাদি নির্ম্মাণকারক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কন্ট্রাকটার ক্যারিয়িং কোম্পানী, থিয়েটার বা নাচ ঘরের অধিকারী, বাজারের অধিকারী, অকসনার বা নিলাম কারক, হোটেল বা বাসাবাটীর অধিকারী ও দোকানদার যাহাদের ব্যবসায় বা কর্ম্মস্থানের ৩৫০ তদূর্দ্ধ টাকা মাসিক ভাড়া তাহার লাইসেন্স ফি ... ... ১০০৲

৩য় শ্রেণী—সওদাগর, বেঙ্কার, বেনিয়ান, কুঠিওয়ালা, মহাজন, আড়তদার, সার্জ্জন, ফিজিসিয়ান, দন্ত-চিকিৎসক, গৃহাদি নির্ম্মাণকারক, ইঞ্জিনিয়ার, কন্ট্রাক্টর কৌন্সিল, বড় আদালতের উকিল, বাজারের অধিকারী ক্যারিয়িং কোং, গাইটবন্দী কারবার কলের অধিকারী এবং হোটেল বা বাসাবাটীর অধিকারী, প্লাম্বর, গ্যাস ফিটার, শিল্পকর, দোকানদার যাহাদের বা কর্ম্মস্থানের ১০০ বা তদধিক টাকা মাসিক ভাড়া তাহার লাইসেন্স ফি ... ... ৫০৲

৪র্থ শ্রেণী—দালাল, ঔষধালয়কারী লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাক্তার, অশ্ব চিকিৎসক, মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বিক্রেতা, পঞ্চহাউস বা বিলিয়ার্ড হাউসের অধ্যক্ষ, ষ্টীম ফেরীবোট বা কার্গোবোটের অধিকারী যাহারা তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত নহে, উকিল, মোক্তার, তামাক ও পাটের মহাজন যে কোন হোটেল কিপার বা বাসাবাটীর অধ্যক্ষ, প্লাম্বর, গ্যাস ফিটার, দোকানদার, বন্দুকের কারবারী গাড়ী, ও ঘোড়া বিক্রেতা যাহাদের কর্ম্মস্থানের মাসিক ভাড়া ২৫৲ টাকার অধিক কিন্তু ১০০৲ অনধিক ... ২৫৲

৫ম শ্রেণী—হোটেল ও বাসাবাটীর অধিকারী, গাড়ী পাকীর অধিকারী, বাজীওয়ালা, প্লাম্বর, গ্যাস ফিটার, দোকানদার ইত্যাদি যাহারা ১০৲ হইতে ২৫৲ টাকার ন্যূন মাসিক ভাড়া দেন বাজার ও চকের প্রত্যেক স্থায়ী দোকানদার, পোদ্দার, হাকিম, কবিরাজ মুটিয়ার সর্দ্দার ও ষ্ট্যাম্প বিক্রেতার লাইসেন্স ফি ... ১২৲

৬ষ্ঠ শ্রেণী। উপরি উক্ত শ্রেণীগণের বহির্ভূত দোকানদার, দালাল, পোদ্দার, বাক্সওয়ালা এবং ধাত্রীর লাইসেন্স ফি ৪৲।

৭ম শ্রেণী—ফেরিওয়ালা ... ১৲

—০—

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

সপ্তম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

নূতন চরকা

ব্যাঙ্গালোরে জনৈক খদ্দরপ্রচারক এক চরকা আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাতে তিন পাউণ্ড সূতা আট ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা দেখিতে সাধারণ চরকারই মত, কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। সাধারণ চরকার সাহায্যে দিন দুই আনা উপার্জ্জন হয়। কিন্তু এই চরকার সাহায্যে প্রতিদিন আট আনা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করা যাইবে বলিয়া প্রকাশ। মহীশূর রাজ্যের অর্থনীতি বিভাগের কর্তৃপক্ষ ঐ চরকা পরীক্ষা করিয়া ইহার দ্বারা কিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা, তাহার বিচার করিতেছেন।

দার্জ্জিলিঙের বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় 'সরলা চরকা' আবিষ্কার করিয়া প্রচলিত চরকার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার দ্বারাও যথেষ্ট সূতা কাটা যায় না বলিয়া অনেকে চরকা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ফলতঃ চরকার দ্বারা অন্ততঃ রোজ আট আনার মত উপার্জ্জন না হইলে পল্লীগ্রামের ভদ্র সন্তানেরাও চরকায় সূতা কাটিতে উৎসাহিত হইবে না। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্গালোরের এই চরকা যদি যথার্থই কার্য্যকরী হয়, তবে দেশের পক্ষে সুসংবাদ।

খপোত কারখানা

এয়ার ভাইস মার্শাল স্যার সেফটন্ ব্রান্কার ভারতীয় বিমান-পথ-কাণ্ডারীদিগের (Air pilot) সুখ্যাতি করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতীয় Aeroplane ভারতে তৈয়ারী হইবার সময় আসিয়াছে। তিনি আশা করেন, যত শীঘ্র

সম্ভব, ভারত সরকার ও উন্নতগামী ভারতবাসীও এ বিষয় চেষ্টা করিয়া একটী ব্যোমযান তৈয়ারী করিবার কারখানা খুলিতে বদ্ধপরিকর হইবেন।

রেঙ্গুন মেডিকেল কলেজ

ব্রহ্মদেশের বড় লাট সাহেব রেঙ্গুন মেডিকেল কলেজের নূতন গৃহ-প্রবেশ উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে ইহাই প্রথম ও একমাত্র মেডিকেল কলেজ খোলা হইল। ব্রহ্মদেশবাসী ইহাতে যে বিশেষ উপকৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্লান্তি প্রতিষেধক

এম্বডেন্ নামক জনৈক জর্মাণ রাসায়নিক অবসাদ-নিবারক একটী পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন ঔষধটীতে এসিড্ সোডিয়াম্ ফস্ফেট কম পরিমাণে থাকায় তাহা জোলাপের কাজ না করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে অব্যর্থ। যে কোন পরিশ্রান্ত ব্যক্তি ইহা সেবন করিলে তাহার ক্লান্তি অপনোদন হইয়া তাহাকে অনেক বেশী কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিবে।

আমেরিকার কোন স্বাস্থ্য-সহায়ক সমিতি কিন্তু আবার প্রচার করিতেছেন যে, উক্ত ঔষধ যতই অল্প পরিমাণে খাওয়া যাক না কেন, মাত্র জোলাপের কাজ ভিন্ন আর কিছুই ফল তাহাতে পাওয়া যায় না। আর জোলাপের কাজ করে বলিয়াই যাহারা উক্ত ঔষধ সেবন করে, তাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকে; ফলে তাহারা বেশী পরিমাণ কাজ করিতে সক্ষম হয়। কাজেই ঔষধটিকে ক্লান্তি অপহারক বলা যাইতে পারে না।

স্বাস্থ্য সমিতির এ বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া। কারণ খবর পাওয়া গিয়াছে যে, কতিপয় ধড়িবাজ ব্যবসাদার কোন চমকপ্রদ নাম দিয়া ঔষধটি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে ও সাধারণকে ঠকাইবার একটা কৌশল আঁটিতেছে।

পাঁচ বৎসরের পোষ্ট আফিস ক্যাস সার্টিফিকেট

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে পাঁচ বৎসরের পোষ্ট আফিস ক্যাস সার্টিফিকেটের বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ হইয়াছে ৬২,৮০,০০০ টাকা। গত ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে ৫১,৩৭,০০০ টাকা এবং গত ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে ৭৩,২৩০০০ টাকা হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের আয়

গত ১৯২৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর আয় হইয়াছে ১৭,২১,২৩,৯৫০ টাকা। উহার পূর্ব্ব বৎসরে উক্ত কয়েক মাসের আয়ের পরিমাণ ছিল ১৭,৪২,৬০, ৪৪৯ টাকা।

ভারতের লৌহ

১৯২৫ সালে সমগ্র ভারতে ১৫৪৪৫৭৮ টন লৌহ পাওয়া গিয়াছে। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ৯৫৭২৭৫ টন লৌহ পাওয়া গিয়াছে। উহা টাটা কোম্পানীর কার্য্যে লাগিয়াছে এবং সিংহভূমের ২২৭০২ টন ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী লইয়াছে এবং বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী ২৪৯৮৫৮ টন লৌহ লইয়াছে। টাটা কোম্পানী অধিক পরিমাণ পিগ ও ইস্পাত ও ইস্পাতের রেল প্রস্তুত করিয়াছে। বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী কিছু কম পিগলৌহ তৈয়ার করিয়াছিল এবং ঢালাই লৌহের কাজও করিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী অধিক পিগলৌহ তৈয়ার করিয়াছিল। এই তিনের মধ্যে একমাত্র টাটা কোম্পানী ফেরোম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত করে। মহীশূর আয়রণ ওয়ার্কস এই বৎসর ১৬৭৪১ টন পিগলৌহ তৈয়ার করিয়াছিল।

মোটরে মৃত্যুসংখ্যার হার

গত ১৯২৬ সালের শেষ ৩ মাসে লণ্ডনের রাস্তায় ২৯৩ জন লোক মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এবং মোট ২৫,০০০ জন লোক আহত হইয়াছিল।

নিখিল ব্রিটিশ মোটর প্রদর্শনী

১৯২৭ সালের শেষ ভাগে সিডনীতে এক নিখিল-ব্রিটিশ মোটর প্রদর্শনী খোলা হইবে।

রেলওয়ের আয়

গত ২৫ ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে হাওড়া-আমতা রেলওয়ের ২৩৪৬০৲ টাকা, হাওড়া-সেয়াখালা ৬,৯৬৩৲ টাকা, বারাসত-বসিরহাট ১২৯০১৲ টাকা, বক্তিয়ারপুর-বেহার ৬,৫৮৭৲ টাকা, সাহদরা-সাহারানপুর ২৯,৭৮৮৲ টাকা আরা-সাসারাম ৭০২৬৲ টাকা, ফতুয়া-ইসলামপুর ২৮৬৫৲ টাকা আয় হইয়াছে।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর আয়

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর আয় হইয়াছে ১০,৮,৯৪৭ টাকা। গত বৎসর ঐ সপ্তাহে আয় হইয়াছিল ১,১০,৭১১ টাকা।

মুক্তা উত্তোলন

টিউটীকোরিণে মুক্তা উত্তোলনের আয়োজন চলিতেছে। টিউটীকোরিণে উপকূলের ৩ মাইল দূরে প্রলাইরান বারে প্রায় আট কোটী পরিণত বয়স্ক শুক্তি আছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে, এবং এই উত্তোলন কার্য্য প্রায় তিন মাসের অধিক-কাল স্থায়ী হইবে। বহু দূরবর্ত্তী স্থানের ডুবুরিয়াগণ এই কার্য্যে যোগদান করিবেন।

আলু চালান দেওয়ার অসুবিধা

আলু চালানের সময় শিলংএর আলু ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা দিবারাত্র কমার্শিয়াল ক্যারিইং কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের তোষামোদ করিয়াও লরির বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। হাজার হাজার মণ আলু ব্যবসায়ীদের গুদামে পচিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীরা আলু চালান দেওয়া অসম্ভব বুঝিয়া খাসিয়াদের নিকট হইতে আলু ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহাতে খাসিয়া কৃষকেরা এত নিরাশ হইয়াছে যে তাহারা আলুর চাষ কমাইয়া ফেলিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, অথচ আলু খাসিয়া পাহাড়ের প্রধান কৃষি।

উন্নত প্রণালীর কৃষি

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সোণারপুর গ্রামে ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু কৃষিক্ষেত্র ও গোশালা স্থাপন করিয়া উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রণালী পরিচালিত কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করাইতেছেন। একদল শিক্ষিত যুবক ঐ ক্ষেত্রে স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের এই সদনুষ্ঠান প্রশংসার্হ ও সকলের অনুকরণীয়। এইরূপ আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভাট্টাচার্য্য বি, এস, সি। ইঁহার অনুষ্ঠান যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত সিঙ্গা রেল ষ্টেশনের দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে পঞ্চাশ বিঘা জমিতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হইতেছে। নদীয়া জেলায় রাণাঘাটে তত্রত্য জমিদার ও গ্রন্থকার রায় কুমুদনাথ মল্লিক বাহাদুর তাঁহার ভ্রাতার সহকারিতায় প্রায় এক হাজার বিঘা জমির উপর কলের লাঙ্গল চালাইয়া অতি উৎকৃষ্ট রূপে জমি চাষ ও শস্য উৎপাদন করাইতেছেন। আমরা অবগত হইয়াছি ঐ কার্য্যে বেশ লাভ হইতেছে। রাজসাহী নাটোরেও একটি বৃহৎ

অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। ঐ স্থানের কৃষি ক্ষেত্র পাঁচ শত বিঘা ব্যাপী। জেলার প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি কণ্ট্রাক্টারের উপর কার্য্য ভার ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন, কার্য্য সুপরিচালিত হইতেছে।

মেষ ও বানরের চাষ

ফরাসীর আজগুবি কাণ্ড। সেখানে বানরের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বানরের গ্রন্থি শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে, বৃদ্ধ ব্যক্তিও যৌবনের বলে বলী হইয়া বহুকাল বাঁচিয়া থাকে। ফ্রান্সের মেডিক্যাল কলেজের অস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপক ডাক্তার ফরনফ্ বানরের চাষ প্রথম আরম্ভ করেন। এখন অন্যান্য লোকও ঐ কার্য্যে ব্রতী হইতেছে। কেবল মানুষের নহে, জীবজন্তুর শরীরেও শাখামৃগের গ্রন্থি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইতেছে; মেষের উপরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। উহার ফলে ঐ জন্তুর দেহের ওজন ও গায়ের লোমের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া উহাদের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। বার বৎসর বয়সের একটি ভেড়া মরমর হইয়াছিল। বানর গ্রন্থির প্রভাবে সে আরও আট বৎসর বাঁচিয়া যায়। বার্দ্ধক্যেও তাহার যৌবনের বল ফিরিয়া আসে। পাঁচ মাস বয়সের মেষ শাবককে বানর গ্রন্থির টীকা দেওয়ায় অপর শাবকের অপেক্ষা তাহার ওজন প্রায় নয় সের বাড়ে; লোমও আধসের বৃদ্ধি পায়। ফরাসী অধ্যাপক মেষ বংশের উন্নতি সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, মেষজাতি পুরুষানুক্রমে বৈজ্ঞানিক বানরগ্রন্থির টিকায় বর্দ্ধিতায়তন হইতে হইতে এক প্রকার অসাধারণ পশুতে পরিণত হইবে। মানুষের আয়ুও বাড়িতে বাড়িতে শেষে ১২০ কিম্বা ১৪০ বৎসরে গিয়া ঠেকিবে। বার্দ্ধক্যের আয়ু একেবারে কমিয়া গিয়া মাত্র তিন বৎসরে টিকিবে। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে কিম্বা শেষে মানুষ হঠাৎ মরিয়া যাইবে। সে মরণে কোনও কষ্ট হইবে না।

ইক্ষু উৎপাদনে যবদ্বীপের প্রণালী

মাদ্রাজ আনাকা পল্লীতে ইক্ষু উৎপাদনে যব-দ্বীপের প্রণালী অনুসৃত হইতেছে। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে গাছ পোঁতা হয় এবং ছয় কি সাত মাস পরে কাটা হয়। ঐ প্রণালীর অনুগ্রহে উৎপাদনের পরিমাণ ও ইক্ষুর ওজন বৃদ্ধি পাইতেছে। রসের পরিমাণ বা কদরে কোনও হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই প্রত্যেক একরে পনর টাকা করিয়া লাভ হইতেছে। বীজের মূল্যের দরুণও দশ টাকা বাঁচিয়া যাইতেছে। ইক্ষুতে মধ্যে মধ্যে রোগ জন্মে। কিন্তু যবদ্বীপের প্রথানুসারে উৎপন্ন ইক্ষু অধিক ব্যাধির প্রভাব সহজেই ব্যাহত করিতে পারে। কৃষিপণ্ডিতেরা এক বাক্যে বলিতেছেন ঐ প্রথার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত আশাপ্রদ।

সজীতে বিষ

মাদ্রাজে পেবুগেল নামে বহুল-ব্যবহৃত এক প্রকার সজী আছে। "প্রসিক্ অ্যাসিড্" নামক বিষ উহাতে আছে বলিয়া তর্ক উপস্থিত হয় সম্প্রতি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে উহাতে বিষ থাকার কথা ভ্রান্তি মাত্র। বাংলাতেও জনৈক ডাক্তার তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিদ্যার পাঠ্য পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে খেঁসারির ডাইল ভোজনে পক্ষাঘাত রোগ হয়। উহা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইলে পণ্ডিতেরা স্থির করেন যে ঐ নির্দ্দেশের মূলে সত্য নাই

ব্যবসায় লাভ

"হোয়াইট অ্যাওয়ে লেড্ল" কোম্পানী শতকরা পনর হিসাবে লভ্যাংশ দিবেন, এমন সঙ্কল্প করিয়া-ছেন। পূর্ব্ব বর্ষের লভ্যাংশ ছিল শতকরা চৌদ্দ।

ছাপার কালি

ছাপা করিবার জন্য যাহাতে উত্তম কালি প্রস্তুত হয় তজ্জন্য মাদ্রাজ সরকার যথোপযুক্ত উদ্যোগ করিতেছেন। এতদিনে ঐ উদ্যোগের সুফল ফলিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সফলতা লাভের আশায় গবর্ণমেণ্ট উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

দেশী সাবানের কারখানা

মাদ্রাজের কেরালা সোপ্ ইনষ্টিটিউট্-এ বৎসর সবিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। সর্ব্বত্র কারখানার সাবানের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। যেমন মালের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তেমনি বিক্রয় ও লাভ যথারীতি বাড়িয়া যাইতেছে।

ব্যবসায় আহ্বান

যুক্তপ্রদেশ উনাও হইতে মিঃ জে এন, বসু বাণিজ্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ-অভিলাষী ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিতেছেন। যাঁহারা অন্ততঃ পাঁচশত টাকা মূলধন রূপে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাঁহার সহিত যোগদান করিতে পারেন। উনি গৃহ পালিত পক্ষী, শুকর, মেষ ও ছাগ পালন কার্য্যে ব্রতী আছেন। দুই মাইল লম্বা জমি তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। স্থানটী অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। মিঃ বসুর বিশ্বাস ক্ষুদ্র আকারে ব্যবসায় করিলেও সাফল্য সুনিশ্চিত।

লঙ্কা দ্বীপের চা

গত জানুয়ারী মাসে সওয়া দশ মিলিয়ন পাউণ্ড লঙ্কা দ্বীপের চা বিলাতে রপ্তানি হইয়া গিয়াছে।

জামসেদপুর ও কালকাতার মধ্যে টেলিফোন

জামসেদপুর ও কলিকাতার মধ্যে টেলিফোনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঁচ মিনিট কালের জন্য কথোপকথন হইলে চার্জ্জ দুই টাকা দুই আনা। কয়লার খনি অঞ্চলে ইহার অনেক আগে টেলিফোনের যোগ হইয়াছে।

ধোঁয়ার উপদ্রব

ধোঁয়ার উপদ্রব নিবারণ কল্পে যে কমিশন বসিয়াছে তাহার জনৈক সভ্য পদত্যাগ করায়, বার্ন কোম্পানির মিঃ নিকল্‌স্ বাঙ্গালার বণিক সভার সদস্য স্বরূপ তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন।

নূতন ব্যবসায়

মহীশূর রাজ্যে চায়ের ব্যবসা খুব জোর চলিতেছে। তথায় "ভদ্রা ভ্যালি টি এষ্টেট্" নামে একটী বৃহৎ কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে। মাদ্রাজে দেশালাইএর ব্যবসায়ে উন্নতি দেখা গিয়াছে এবং সম্প্রতি দুইটী নূতন ব্যবসায় খোলা হইয়াছে। প্রথমটীর নাম ত্রিগনাপাকি এবং দ্বিতীয়টীর নাম শ্রীকৃষ্ণ ম্যাচ্ কোম্পানি। একটী কুডালোরে ও অপরটী পালঘাটে। কলম্বো সহরে "থেবার্টন টী এষ্টেট" নামে একটী নূতন কোম্পানি রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

তূলার সম্বন্ধে গবেষণা

তূলার সম্বন্ধে অধিকতর গবেষণার জন্য মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতের কেন্দ্রীয় তূলা কমিটির নিকটে একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ কল্পে পাঁচ বৎসর কালের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতি বৎসর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। দুইজন বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

পশুশালা

আলিপুর পশুশালার বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ এ বৎসরে উহার আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে। দর্শকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হইয়াছে বাহাত্তর হাজার পাঁচ শত টাকা দশ আনা। পূর্ব্ব বৎসরের আয় সাতষট্টি হাজার সাত শত ছয় টাকা তের আনা। সুতরাং এবারকার আয় চার হাজার সাত শত তিরানব্বই টাকা তের আনা অধিক।

দিয়াশলাইর রাসয়ানিক মিশ্রণ প্রণালী

বাংলাদেশে অনেকে দেশলাই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি কোম্পানী বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশালাই নির্ম্মাণে প্রধান অন্তরায়ের মধ্যে দুইটী জিনিষ উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ, কাঠিগুলি আজিও বিদেশাগত কাঠির সমকক্ষতা করিতে পারিতেছে না; দ্বিতীয়তঃ, বর্ষাকালে কাঠির মাথার বারুদ ও বাক্সের গায়ের বারুদ স্যাঁতা লাগিয়া তেমন ভাল জ্বলে না, এবং ঘসিবার সময় কাঠির মাথা হইতে বারুদ খসিয়া পড়িয়া যায়। কাঠির সম্বন্ধে অনেক লোকের ধারণা ছিল যে, এ দেশজাত কাঠিতে দেশালাই আদৌ হয় না; কিন্তু দেশীয় লোকের অধ্যবসায়ের গুণে এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে। আমাদের দেশের জঙ্গলজাত কাঠ হইতে যে কাঠি উৎপন্ন হইতেছে, তাহা বিদেশাগত কাঠির মত অত ভাল না হইলেও তাহা দ্বারা যে কাজ চালতেছে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আরও ভাল কাঠ বাছিয়া বাহির করিবার জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান চলিতেছে এবং হয়ত শীঘ্রই এমন কোনও কাঠের সন্ধান মিলিতে পারে, যাহাদ্বারা বিদেশাগত কাঠির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কঠিন হইবে না।

Damp proof বা স্যাঁতা-প্রতিরোধক বারুদ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে সম্প্রতি ইংরাজীতে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। বাংলা সরকার এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। যাহারা ম্যাচ নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল আমাদিগকে জানাইবেন। (সম্পাদক)

দিয়াশলাই শলাকার অগ্রভাগ এবং দিয়াশলাই বাক্সের পার্শ্বদ্বয়ের লেপনের উত্তম মিশ্রণ প্রস্তুত করিবার জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন পরীক্ষা করা হইয়াছিল এই স্থানে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। যে সমস্ত মিশ্রণ প্রকৃতই উত্তম এবং যাহা সমস্ত আবহাওয়াতে আর্দ্রতা হইতে রক্ষা পায় এইরূপ মিশ্রণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুতকারকগণ বিশেষতঃ নূতন শিল্পী কর্ত্তৃক যে সমস্ত অসুবিধা অনুভূত হইয়া থাকে, তাহারই নিরাকরণার্থে ইহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যদিও যথার্থ আর্দ্রতাভেদ্য দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার প্রণালী আজিও বাহির হয় নাই, তথাপি ইহা বলা যায় যে, বর্ত্তমান নির্ম্মাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের তুল্য দিয়াশলাই যথাযথ নির্ব্বাচিত উপকরণ সংযোগে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার প্রধান উপকরণ সিরিস। সিরিসই দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার মিশ্রণের প্রধান উপাদান। কম বেশী পরিমাণ অনুসারে ইহার আর্দ্রতা গ্রহণ করিবার শক্তি আছে। সিরিসকে সিক্তকরণ প্রণালীতে অদ্রবণীয় এবং সম্পূর্ণরূপে আর্দ্রতাভেদ্য করা কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

সিরিসের সহিত Formaldehyde মিশ্রিত হইয়া অদ্রবণীয় মিশ্রণী প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং Form. এর নানারকম অংশ দিয়াশলাই শলাকার অগ্রভাগ প্রস্তুত করিবার সময় সিরিসের সহিত মিশ্রিত করা হয়। যদিও Form.এর সংযোগ দিয়াশলাই শলাকার অগ্রভাগের দহন শক্তির উন্নতি সাধন করিয়াছে তথাপি ইহা অত্যন্ত রন্ধ্রবিশিষ্ট এবং ফলে

অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। কিন্তু ইহা মিশ্রণের সহিত ব্যবহার করিবার প্রধান অসুবিধা এই যে সামান্য উত্তাপে আটালো জিনিষে আটকাইয়া যাইবে, সুতরাং চুয়াইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। বিশেষতঃ এই মিশ্রণ এত শীঘ্র ঘন হইয়া যায় যে অল্প সময় পরে ডুবাইবার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

Form.এর পরিবর্ত্তে para formaldehyde ব্যবহৃত হওয়ায় form. ব্যবহার করার যে সমস্ত দোষ লক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলির নিরাকরণ হইয়াছে, কিন্তু form. ব্যবহারে জিনিষ যত উন্নত হইয়াছিল, ইহার ব্যবহারে ততদুর সফলতা লাভও করা যায় নাই।

সিরিস এবং formaldehyde সিরাপদ্বারা দ্রবীভূত করিয়া উত্তপ্ত করা হয় এবং একটু বেশী পরিমাণে অ্যামোনিয়া যোগ করা হয়। সেই আধিক্য উত্তাপ দ্বারা নষ্ট করা হয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত দিয়াশলাইতেও কোনরূপ উন্নতি দেখা যায় না।

অন্য প্রকার পরীক্ষাতে সিরিস tanninএর সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছিল। ইহাও অকৃতকার্য্যতারই পরিচায়ক, কেননা ইহাতে সিরিস শোষকবৎ হইয়াছিল এবং ডুবান প্রণালীর পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

উপরোক্ত পরীক্ষা সকল হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে অন্যান্য উপাদানের সহিত সংযোগ করিবার পূর্ব্বে সিরিসকে অদ্রবণীয় করিতে অন্য জিনিসের সহিত মিশ্রণ করায় ইহা ডুবান প্রণালীর পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়।

Bichromate of Potash জারিত পদার্থ বলিয়া উত্তাপ বা অধিক সময়ের জন্য রৌদ্রদ্বারা সিরিসকে উত্তপ্ত করিয়া অদ্রবণীয় করে। এই পদার্থের এই সুবিধা আছে যে, ইহা সিরিসের সহিত শীঘ্রই মিশ্রিত হয় না। পক্ষান্তরে সিরিসকে ধীরে ধীরে জারিত করে এবং ধীরে ধীরে সিরিস অদ্রবণীয় হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে সিরিস যদি Bich.এর সহিত কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া উত্তপ্ত করা হয় এবং তারপর শুষ্ক করিবার জন্য বাষ্পীভূত করা হয়, তাহা হইলে উক্ত সিরিস কিয়ৎ পরিমাণে জলে অদ্রবণীয় হয়। দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে Bich. of P. দ্বারা সিরিসকে সম্পূর্ণরূপে জারিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে সিরিস তাহার সমস্ত সংলগ্নতা (আটালোভাব) হারাইয়া ফেলে, সুতরাং মিশ্রণ শলাকার অগ্রভাগ তৈয়ারীর পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শলাকার অগ্রভাগ প্রস্তুত করিবার পর Bich. of P. এর উপযুক্ত অংশ মিশ্রণের সহিত লইয়া জারিত ক্রিয়া সম্পাদন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। Bich. of P. দ্বারা প্রস্তুত দিয়াশলাই ক্রমশঃ অধিকতর আর্দ্রতাভেদ্য হয়। কারণ Bich. of P. ধীরে ধীরে ক্রমাগত সিরিসের উপর কার্য্য করিতে থাকে, এবং তজ্জন্য সিরিসও অদ্রবণীয় হইতে থাকে। এই কার্য্য সূর্য্যালোকে অতি দ্রুত সম্পাদিত হয় এবং এমন কি দিবালোকেও কার্য্য চলিতে পারে। প্রস্তুত করিবার পর কিছু সময়ের জন্য দিয়াশলাই store করিয়া রাখাই প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে আর্দ্র আবহাওয়ার ব্যবহার করিলে ভাল থাকে।

সিরিস নির্ব্বাচন

সিরিসের যথাযথ নির্ব্বাচনই আমাদের পরবর্ত্তী লক্ষ্যের প্রধান বিষয়। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতায়ই জানা যায় যে, আর্দ্র আবহাওয়ায় নরম হওয়ার জন্য এক প্রকার সিরিস অন্য প্রকার সিরিস অপেক্ষা ভাল। কিন্তু সিরিসের আর্দ্রতাশোষক গুণ তুলনা করিবার কোন প্রণালী নাই। স্বভাবতঃ যদি সিরিসের আর্দ্রতা শোষক গুণের তুলনা করা যাইত তবে যে

সিরিস সর্ব্বাপেক্ষা কম আর্দ্রতা শোষণ করে তাহাই দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার পক্ষে উপযুক্ত। কোন উৎকৃষ্ট প্রণালী না থাকায় বিভিন্ন সিরিসের আর্দ্রতা শোষক গুণ তুলনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় নির্দ্ধারণ করা গেল।

যদিও উক্ত পরীক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল নয়, তথাপি ইহাতে সিরিসের গুণের ধারণা হইবে এবং যে সমস্ত সিরিস সর্ব্বাপেক্ষা কম আদ্র্তা শোষণ করে, তাহা নির্ভুলভাবে দেখাইয়া দিবে এবং যে সমস্ত সিরিস সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ এবং দিয়াশলাই প্রস্তুতের পক্ষে অযোগ্য, তাহা দেখাইয়া দিবে।

প্রণালী

একই আকারের কতকগুলি ঘড়ির কাচ শূন্যভাবে ওজন করা হইল। যে সিরিস পরীক্ষা করা হইবে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে ভগ্ন করিতে হইবে; এবং জাল বিশিষ্ট ঝাঁঝড়িতে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক ঘড়ির কাচের উপর একই ওজনের সিরিস রাখিতে হইবে এবং ঐ সমস্ত অণুগুলি চেপ্টা কাচদণ্ডদ্বারা সমস্ত গুলির উপরে সমভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে। যত গুলি কাঁচ আছে তাহার সমসংখ্যক এবং সম-আকৃতির বিশোষণ হইতে সমস্ত শোষণশীল পদার্থ সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত করা হয়; প্রত্যেকের তন্নদেশ সামান্য জল দ্বারা আবৃত করা হয় ও প্রত্যেকের জন্য সমপরিমাণই ব্যবহৃত হয় এবং এ বিষয় বিশেষ যত্ন লওয়া হয় যেন পার্শ্বগুলিতে জল না লাগে। এইরূপে প্রত্যেক বিশোষণ এক একটী কাঁচ ধরিবে। ৫, ১০, ১৫, ২০ অথবা ২৪ ঘণ্টা পর প্রত্যেক কাচই জিনিষসহ পুনরায় ওজন করা হয় এবং ওজনে বৃদ্ধি লেখা হয়। সিরিস কর্ত্তৃক আর্দ্রতা শোষণ এবং কাচপাত্রে আর্দ্রতা জমিবার ফলে এই বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

একই আকারের কাচগুলি ব্যবহৃত হওয়াতে তাহাদের উপরের জমা আদ্র্তার ওজনও সর্ব্বক্ষেত্রে একই হইবে এবং তাহা ধর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ওজনের বৃদ্ধি সিরিস কর্ত্তৃক আদ্র্তা শোষণের অনুপাতে হইয়া থাকে। ইহা দেখা গিয়াছে যে উত্তম সিরিস যে সময়ে অতি অল্প আদ্র্তা শোষণ করে সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ সিরিস সেই সময়ে এত আদ্র্তা শোষণ করে যে তাহাতে নিজেই গলিয়া যায়।

নিম্নে কতকগুলি সিরিস পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া গেল।

সিরিসের রকম	ব্যবহারের পরিমাণ	জালে দিবার চূর্ণ	রৌদ্রে রাখিবার সময়	২৬.৭ ডিঃ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে শোষিত অংশের শতকরা হার
Bertrand ৫৮৯৪	৪ গ্রাম	২০-৩০	২৪ ঘঃ	৩৫.৯০
,, ৫৪১৪	,,	,,	,,	৩৭.৫০
,, ৬০৫০	,,	,,	,,	৩৮.২০

শেষোক্ত নমুনা শতকরা ৬১ অংশ আদ্র্তা শোষণ করায় প্রকৃতপক্ষে তরল পদার্থ হইয়াছিল। প্রত্যেক নির্ম্মাতা নিজে স্থির করিবেন, কোন্ সিরিস তিনি ব্যবহার করিবেন। তিনি উক্ত ফল অনুসারে ব্যবহার করিতে পারেন, অথবা নিজে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

ময়ূরভঞ্জের বিবরণ

উড়িষ্যার ২৪টী করদ রাজ্যের মধ্যে আয়তনে ও লোকসংখ্যায় ময়ূরভঞ্জ প্রথমস্থানীয়। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে এই রাজ্য অবস্থিত। ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জয়সিংহ কর্ত্তৃক এই রাজ্য স্থাপিত হয়। জয়সিংহ রাজস্থান জয়পুরের রাজার আত্মীয় ছিলেন। তিনি জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া উড়িষ্যার রাজা গজপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং যৌতুক স্বরূপ হরিহরপুর পান। তাঁহার দুইপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র আদিসিংহ ময়ূরভঞ্জের সিংহাসন লাভ করেন। বর্ত্তমান রাজার পিতামহ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জদেও কটক কলেজে ২৭ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করেন। বার্ষিক ১০০১ টাকা কর ধার্য্য হয়, এবং ১৯০৮ সালে উহা আবার সংশোধিত হয়। এই সন্ধিতে বার্ষিক ১০৬৭৸৶৯ কর ধার্য্য হয়। রাজ্যের উত্তরাধিকারী প্রথম গদিতে বসিবার সময় নজরানা দিতে বাধ্য হন।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্য চারিটী মহকুমায় এবং ২৫টী থানায় বিভক্ত। সদর মহকুমা, বামনঘাটী, পাঁচপুর ও উদলা এই চারিটী মহকুমা। ১৮৯২ সালে ষ্টেট কাউন্সিল স্থাপিত হয়। মহারাজা এই কাউন্সিলের সভাপতি, দেওয়ান, জজ, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ষ্টেট ইঞ্জিনীয়ার এবং দুইজন বেসরকারী ভদ্রলোক এই কাউন্সিলের সদস্য। এই ব্যবস্থাপক সভায় রাজ্যের আইন পাশ হয় এব আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচিত হয়। বারিপাদায় জেলখানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ১৯০৫ সালে বারিপাদায় মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর আয়তন দুইবর্গ মাইল। সভাপতি, সহকারী সভাপতি এবং ১৫ জন কমিশনার দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কমিশনারদের মধ্যে ৬ জন সরকারী কর্ম্মচারী এবং ৯ জন বেসরকারী। সকলেই মহারাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত। মিউনিসিপ্যালিটী ৬টী ওয়ার্ডে বিভক্ত।

রাজ্যের আয়তন ৪২৪৩ বর্গ মাইল
লোক সংখ্যা ৭৫৪৩১৪,
এইরাজ্যে ৩৭১৫টী গ্রাম আছে,
১৮৭২ সালে লোকসংখ্যা ২৫৮৬৮০ ;
১৮৮১ সালে ৩৮৫৭৩৭ জন,
১৮৯১ সালে ৫৩২২২৮ জন,
১৯০১ সালে ৬১০৩৮৩ জন,
১৯১১ সালে ৭২৯২১৮ জন ছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের ন্যায় গতবারে লোকসংখ্যা সেরূপভাবে বৃদ্ধি হয় নাই। অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ৬৭৯০২৫, মুসলমান ৪৪১৮, প্রেতপূজক ১০০১৬৪, খৃষ্টান ৬৯৯। উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলির মধ্যে ময়ূরভঞ্জেই মুসলমানের সংখ্যা বেশী ; ইহার নীচে গাঙ্গপুর রাজ্য ; মুসলমানের সংখ্যা ৩১৫৮,

খৃষ্টানের সংখ্যায় এই রাজ্য চতুর্থ। প্রথম গাঙ্গপুর রাজ্যে খৃষ্টানের সংখ্যা ৩৬০৮৫; দ্বিতীয় পাটনা-রাজ্যে ৭১৪০, তৃতীয় বোলাই রাজ্যে ১৪৬৯। প্রেতপূজকের সংখ্যায় এই রাজ্য দ্বিতীয়। প্রথম কালহাণ্ডী রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ১৫৬১৫১।

উড়িষ্যা করদ রাজ্য সমূহে সহরগুলির মধ্যে শোণপুরের রাজধানী নীলগড়ে প্রথম স্থানীয় লোক-সংখ্যা ৭৬৮০, কালহাণ্ডীর রাজধানী ও বাণীপাটনা দ্বিতীয় লোকসংখ্যা ৬১৮৯—হিন্দু ৫৭৬৬, মুসলমান ৩৬৯, খৃষ্টান ৩১, প্রেতপূজক ১০। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে সাঁওতাল, খন্দ, বাথুড়ি, পাল, গৌড়, সাভার বেওট, ভূমিজ, ভুঞা, কুড়মি, ব্রাহ্মণ, কামার, কুমার, তেলি, তাঁতি প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এই রাজ্যে গৌড়ের সংখ্যা ৩০ হাজার, কামার ১১ হাজার, কুমার ৯ হাজার, ব্রাহ্মণ ৮ হাজার, তেলি ৬ হাজার ও তাঁতি ৫ হাজার।

শিক্ষায় এই রাজ্য বহুপশ্চাতে পড়িয়া আছে। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা দুই জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে। রাজধানী বারিপাদায় একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, ছাত্রসংখ্যা ৩০০। রাজ্য মধ্যে ৫টী মাত্র মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। উড়িষ্যার ক্ষুদ্র বামরা রাজ্য শিক্ষায় বহু উন্নত। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

বারিপাদা সহরে এবং বারিপাদা হইতে ৮ মাইল দূরে বারিপাদা-বালেশ্বর রোডের ধারে নাছলকাটায় খৃষ্টান মিশনারী আছে।

রাজ্যে ১৮০০ বর্গ মাইল জঙ্গলে পূর্ণ। রাজ্যের মধ্যস্থলে অন্যূন ৬০০ বর্গ মাইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণীতে পূর্ণ। ইহা শিমলীপাল পর্ব্বতমালা নামে খ্যাত। ইহার মধ্যে মেঘাসনি পর্ব্বত শৃঙ্গের উচ্চতা ৩৮২৪ ফুট। এই পর্ব্বতশ্রেণীবেষ্টিত স্থান অস্বাস্থ্য-কর এবং ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল। এই অঞ্চলে খেড়ে ও কোল জাতির বাস। ম্যালেরিয়ার আক্র-মণে অনেক গ্রাম উজাড় হইয়াছে। জঙ্গলে হাতী, বাঘ, হরিণ প্রভৃতি জন্তু আছে; বড় বড় বৃক্ষে এই জঙ্গল পূর্ণ। শাল, পিয়াশাল, শিশুকরণ, মহুয়া, হরি-তকী, আসন, কুচিলা প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে।

বড়ুয়া টিম্বার কোম্পানি লিঃ এই রাজ্যে নানা স্থানে মোকাম খুলিয়া জঙ্গলের বৃহৎ বৃহৎ শাল বৃক্ষ কাটিয়া স্লিপার তৈয়ার করিয়া রেল কোম্পানীকে সরবরাহ করেন। এই কোম্পানীর মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। কলিকাতার মার্টিন কোং ইহার ম্যানেজিং এজেন্ট। ময়ূরভঞ্জে ৩ জন ইংরাজ মোটা বেতনে এই কোম্পানীর অধীনে নিযুক্ত আছেন। ইহাদের কাষ্ঠ ফাঁড়াইবার জন্য কয়েকটি কল তালবান্দ ও চহ-লায় আছে। তালবন্দ হইতে ১০ মাইল দূরে চহলার জঙ্গলে কাঠ ফাঁড়াই করিবার কারখানা আছে। এখানে এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। ইহারা উভয়েই ইংরাজ। অর্থের জন্য ইহারা জন-বিহীন নিবিড় জঙ্গলে কিরূপে বাস করেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তালবান্দে পোষ্ট অফিস নাই। ইহাদের চিঠি ও সংবাদপত্র বারিপাদায় আসে, সেখান হইতে কোম্পানির এক-জন পেয়াদা রেলে তালবান্দ লইয়া যায়; সেখান হইতে আবার লোক মারফত চহলায় পাঠান হয়। চহলার জঙ্গলে অনেক কুলি কাজ করে, তাহাদিগকে দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য বড়ুয়া কোম্পানী একটী দোকান খুলিয়া দিয়াছেন। শিক্ষায় ময়ূরভঞ্জ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে; কিন্তু তবু এই জঙ্গলে বাস করিবার জন্য বড়ুয়া কোম্পানী নেপাল হইতে কুলি আনিয়াছেন। চহলায় শ্লীপার তৈয়ার হয় এবং সেখান হইতে তালবন্দ ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছোট লাইন পাতা আছে, এই ছোট লাইনে ট্রাকে করিয়া তালবন্দ ষ্টেশনে শ্লীপার আনা হয়।

বেঙ্গল নাগপুর রেলের রূপসা জংশন হইতে একটী ছোট লাইট রেলওয়ে বাহির হইয়া বারিপাদা হইয়া তালবান্দ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রূপসা হইতে বারিপাদা ৩৩ মাইল এবং তালবান্দ ৭১ মাইল। এই লাইট রেলওয়ে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। টাটানগর হইতে একটী বড় লাইন বাহির হইয়া বাদাম পাহাড় পর্য্যন্ত গিয়াছে। টাটানগর হইতে বাদাম পাহাড় ৫৬ মাইল। তালবান্দ ও বাদাম পাহাড় উভয় ষ্টেশনই পাহাড়ের তলদেশে অবস্থিত এবং অস্বাস্থ্যকর স্থান। বাদাম পাহাড় হইতে ৯ মাইল দূরে যশীপুরে বড়ুয়া কোম্পানীর কারখানা আছে। সেখানে শ্লীপার তৈয়ারী হইলে বাদাম পাহাড়ে আনা হয়।

শ্রীযুক্ত রামলাল মণ্ডল এই রাজ্যে জঙ্গল লইয়া শ্লীপার তৈয়ার করিয়া রেলওয়ে কোম্পানীকে সরবরাহ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কাঠের লিখা গাড়ীর চাকার পাই, ঘানির পাই প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া নানা মোকামে রপ্তানি করেন। বারিপাদা, বাদাম পাহাড়, তালবন্দ, যশীপুরে ইহারও মোকাম আছে। ইহার নিবাস হুগলী জেলায়। প্রত্যেক রেলষ্টেশনে এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা স্থানে ফরেষ্ট অফিস আছে। মহারাজা শ্লীপার প্রতি রয়াল্‌টি পান।

বাদাম পাহাড় ষ্টেশনের নিকট সংগ্রাম, শামু, শিকরী, বারকণ্ডা, গামছা; কুলাডিহা ষ্টেশনের নিকট শালুইপাট এবং গুরমাহিষানী ষ্টেশনে লৌহের খনি আছে। টাটা কোম্পানী এখান হইতে প্রস্তর খণ্ড আনিয়া জামশেদপুরের কারখানায় গালাইয়া লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ার করিতেছেন। বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার প্রমথনাথ বসু ময়ূরভঞ্জে লৌহের খনি আবিষ্কার করেন। কটক কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কোন লোকের নিকট হইতে একখণ্ড অকৃত্রিম কাচ পাইয়াছিলেন এবং ইহার অনুরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্ধান করিতেছিলেন। শেষে সংবাদ পাইলেন যে বালেশ্বরের রাজা (পরে মহারাজা) বৈকুণ্ঠ নাথ দে বাহাদুরের নিকট এইরূপ একমাত্র কাচ আছে। তাঁহাকে লিখিবামাত্র তিনি উহা বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই কাচ তিনি কোথায় পাইয়াছেন, তাহা লেখায় তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়কে লিখিলেন যে, ময়ূরভঞ্জের মহারাজার নিকট তিনি উহা পাইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজের নিকট এইরূপ কাচ আরও আছে কিনা, বালেশ্বররাজ যে কাচ দিয়াছেন তাহা কোথায় পাইলেন জানিবার জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহাকে লিখিলে, তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়কে জানাইলেন যে, তাঁহার নিকট ওরূপ পাথর আর নাই এবং উহা তিনি কোথায় পাইয়াছেন তাহাও বলিতে পারেন না; তবে তাঁহার রাজ্যে কোথাও পাইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা বিদ্যানিধি মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার রাজ্যে কোথায় কি আছে তাহার অনুসন্ধান জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিবার জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মহারাজা কালক্ষেপণ করিতেছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় এ বিষয়ে মহারাজাকে বারম্বার বলায় তিনি একজন বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করেন, কিন্তু ছয়মাস জঙ্গলে জঙ্গলে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে অনুসন্ধানে—কোন ফল না হওয়ায় তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। পরে একজন ভূতত্ত্ববিদের জন্য মহারাজা ভারত সরকারকে লিখিলেন, এবং গভর্ণমেণ্ট ময়ূরভঞ্জে ভূতত্ত্বের অনুসন্ধান জন্য প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার প্রমথনাথ বসুকে পাঠাইয়াছেন। ডাঃ বসুর অনুসন্ধান কালে স্যার জামসেদজী টাটা মধ্য প্রদেশে লৌহের কারখানা খুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন; কিন্তু

তিনি ডাক্তার বসুর আবিষ্কারের সন্ধান পাইয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। মধ্যপ্রদেশের লৌহের অপেক্ষা ময়ূরভঞ্জের লৌহ অনেক ভাল এবং এখানের খনিতে সেখানের চেয়ে অনেক বেশী লৌহ আছে। এখানে কারখানা খুলিলে অনেক দিন কাজ চলিবে। জামশেদজী কালীমাটি ষ্টেশনের নিকট শাক্‌চীতে কারখানা স্থাপনের বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু কারখানায় কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। পূর্ব্বোক্ত তিন স্থানের খনিতে প্রত্যহ ১০ হাজার লোক কাজ করিতেছে। ঐ তিন স্থানেই হাঁসপাতাল আছে। গুরুমহিষানী অমুলাজুড়ি জংশন হইতে ২ মাইল এবং টাটানগর হইতে ২৭ মাইল। এই তিন স্থান হইতে প্রত্যহ গাড়ী গাড়ী পাথর জামশেদপুরে আসিতেছে। কালীমাটী ও শাক্‌চী তখন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সেখানে কয়েকজন আদিম অধিবাসীর বাস ছিল। বর্ত্তমানে জামশেদপুর বিহার প্রদেশে চতুর্থ সহর, লোক সংখ্যা ৫৭৩৬০; এস্থান সিংহভূম জেলার অন্তর্গত। সম্প্রতি এখানে একটি নূতন মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে। এস্থান ধলভূম পরগণার অন্তর্গত, এজন্য মহকুমার নাম ধলভূম। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড শাক্‌চী পরিদর্শনে আসিয়া এস্থানের নাম জামশেদপুর রাখিয়াছেন। কালীমাটী ষ্টেশনের নাম টাটানগর হইয়াছে। বাদামপাহাড় লাইনে রায়রংপুর ষ্টেশনে বামনঘাটী মহকুমার আদালত ও জেলখানা আছে। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পোষ্ট অফিস আছে। ইহাও একটি ব্যবসায়ের স্থান। টাটা কোং আসনসোল হিরাপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কোংকে লৌহের পাথর সরবরাহ করেন। রায়রংপুর, বশীপুর এবং বারিপাদায় মাড়োয়ারী আসিয়া ব্যবসায় খুলিয়াছেন।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, তিল, গুজা, সরিষা লোটিনী, তিসি, বিরি, মুগ, অড়হর, কুর্ত্তি, খেসারী, ছোলা, খাম আলু, তুড়ি, বেড়ী, বজরা, জোয়ার, মকাউ, গুন্দল্, কাস্থ কোদো, গুড়, তুলা, তামাক, বেগুন, লঙ্কা, কচু করলা, কাঁকুড়, শশা, ফুটী, তরমুজ, ভেণ্ডী, শিম, বরবটী, মুলা, লাউ।

এই রাজ্যে ৫২ প্রকার আমন ধান এবং ১৪ প্রকার আউশ ধান জন্মে। বারিপাদা ও পার্শ্বস্থিত গ্রাম সমূহে আলু উৎপন্ন হয়। বৎসরে গড় ৬৬ ইঞ্চ বারিপাত হয়।

রপ্তানি দ্রব্য ধান, সরিষা, গুজা; লা, হরিতকী, মহুয়া, তেঁতুল, শাবাইঘাস বাবুইদড়ি, জ্বালানীকাঠ, রলা, স্লীপার পাই, লিম্বা, ধুনা, মধু, চামড়া, হাড়, কাঠের কয়লা, কালো পাথরের বাসন।

কুলিখানায় পাথরের জাঁতা ও বাসন তৈয়ার হয়। খরকাই ও বড়হাই নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। বহু লোক এই কার্য্যে প্রতিপালিত হয়। অভ্রের খনিও আছে।

নানাস্থানে সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসে। বারিপাদা, বাদাম পাহাড়, বাহালদা রোডে বৃহস্পতিবারে, বেতনটী ও রায়রংপুরে শুক্রবারে, বাজরীপনি বুধবারে হাট বসে।

লাইট রেলওয়ের কুচাই, জামশাল ও কৃষ্ণচন্দ্রপুর ষ্টেশন হইতে কাঠের কয়লা রপ্তানি হয়।

বারিপাদা, রায়রংপুর ও বশীপুর স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে কম মূলধনে ব্যবসায় চলে, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণ সামান্য মূলধনে এখানে দোকান খুলিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে পারেন। উদ্যোগী হইয়া এখানে কারবার খুলিলে সাফল্য লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই রাজ্য হইতে লা ও হরিতকী রপ্তানি করিতে পারিবেন না। মহারাজা নিলামে এই দুই দ্রব্য রপ্তানির স্বত্ব বিক্রয় করেন। ইহাতে মহারাজার বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা আয় হয়। মেদিনীপুর চাকুলিয়ার হাজী মহম্মদ সাহেব আলী ভাই নিলামে এই স্বত্ব খরিদ করিয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থায় দরিদ্র কৃষকগণের প্রভূত ক্ষতি হয়, এবং ইহাতে তাহাদের উৎসাহ ভঙ্গ হয়। মহারাজা রপ্তানি দ্রব্যের উপর মণ প্রতি কিছু রপ্তানি শুল্ক ধার্য্য করিয়া এই প্রথা তুলিয়া দিলে কৃষকগণ লা চাষে চেষ্টিত হইবে এবং ইহার দ্বারা রাজ্যের আর্থিক উন্নতি হইবে। চাঁইবাসা, জামশেদপুর, হলুদপুকুর প্রভৃতি স্থানে যে দরে লা বিক্রী হয় এখানে ঠিক সেই সময়ে প্রতি মণ ২০৷২৫ টাকা কম দরে বিক্রয় হয়; হরিতকী প্রতি মণ ॥০ আনা ॥৵০ আনা কম দরে বিক্রয় হয়। এরূপ প্রথায় দরিদ্র কৃষকগণের কত ক্ষতি হইতেছে। একজন বাহিরের লোক আসিয়া নিলামে স্বত্ব খরিদ করিয়া ইচ্ছামত দরে খরিদ করিয়া প্রচুর লাভ করিতেছেন। অথচ রপ্তানি দ্রব্যের উপর মণ প্রতি শুল্ক ধার্য্য হইলে মহারাজার ইহা অপেক্ষা অধিক আয় হইবে। তাহারা বাজার দরে মাল বেচিতে পাইলে লায়ের চাষও বাড়াইবে এবং তাহাদের অবস্থাও স্বচ্ছল হইবে। প্রজার উন্নতিতে রাজার উন্নতি।

এই রাজ্যে পচাই ও তাড়ির লাইসেন্স নাই। মেলাতে হাঁড়ি হাঁড়ি তাড়ি ও পচাই বিক্রী হইতে দেখিয়াছি। গম্মার এক মুসলমান কালোয়ার পাকী মদ তৈয়ার ও বিক্রয়ের লাইসেন্স পাইয়াছে।

শ্রীরামানুজ কর।

টাকা খাটাইবার উপায়

শেষাংশ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা এযাবৎ কাল কেবল সতর্কতার বাণীই শুনাইয়া আসিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে শুধু প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ঘর হইতে টাকা বাহির করিবার সময় সাবধান হইলে চলিবে না, যতদিন সমস্ত টাকা আবার আপনার সিন্দুকে ফিরিয়া না আসে ততদিন অবিরতই উহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা গভর্ণমেণ্ট ষ্টক্ ও ডিবেঞ্চার কিম্বা অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য কোম্পানীর ষ্টক্ ও ডিবেঞ্চার ছাড়া আর কোনও স্থানে টাকা খাটাইতে নিবারণ করিয়াছি। কিন্তু মানুষমাত্রেই অল্পবিস্তর লোভের দাস। সকলের ভিতরেই একটু আধটু জুয়া খেলিবার নেশা বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেই চান অল্প টাকা খাটাইয়া বেশী টাকা পাইব। শুধু তাহাই নহে, মানুষের জীবনে একটু উত্তেজনারও প্রয়োজন আছে। কাজেই সাধারণের পক্ষে স্পেকুলেসন করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। আমরা এই লোভ সামলাইবার একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

শয়তানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার দুইটি উপায় আছে। এক তাহাকে আদৌ নিকটে ঘেঁসিতে না দেওয়া; আর এক তাহার সহিত আপোষে মিটমাট করিয়া ফেলা। প্রথম পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলে অবশ্য খুবই ভাল হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করা বড়ই কঠিন। কাজেই মন্দের ভাল দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। ব্যাপারটি খুবই সহজ। যিনি টাকা খাটাইবেন তাঁহাকে প্রতি বৎসরই লভ্যাংশ হইতে অল্প কিছু টাকা আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। এই টাকা রাখিবার উদ্দেশ্য স্পেকুলেসানে নিয়োগ করা। বৎসরের মধ্যে বাজারে যখন কোন সেয়ার নিয়া অত্যন্ত বেশীরকম স্পেকুলেসান চলিতে থাকিবে, তখন আপনার দালালের পরামর্শ অনুসারে ঐ টাকা দিয়া কিছু সেয়ার কিনিয়া ফেলিবেন। মনে করিতে হইবে ঐ টাকা রেস খেলা বা জুয়া খেলাতেই নিয়োগ করিয়াছেন। যদি আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তাহা হইলে হয়ত অসম্ভবরূপে লাভবান হইবেন; নতিলে সমস্ত টাকাই মারা যাইবে।

এইরূপে সামান্য টাকা স্পেকুলেসানে খাটানে যথেষ্ট লাভ আছে। ইহাতে সেয়ার লিষ্টের দিকে আপনার সর্ব্বদাই নজর থাকিবে এবং হঠাৎ বড়লোক হইবার যে তীব্র নেশা মানুষের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে—তাহাও মিটিয়া যাইবে।

যাহা হউক, এতক্ষণ আমরা শুধু কেমন করিয়া টাকা খাটাইতে হয়, তাহার কথাই বলিয়াছি। এই শেষ অধ্যায়ে ইন্‌সিওরেন্স পলিসি (Insurance policies) সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ইন্‌সিওরেন্স পলিসি দুই প্রকারে হইতে পারে। যথা :—(১) লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স পলিসি (Life Insurance Policy) বা জীবন বীমা এবং (২)

এন্ডাউমেণ্ট ইন্সিওরেন্স পলিসি (Endowment Insurance policy)। এই দুইপ্রকার বীমারই প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমে জীবন-বীমার কথাই ধরা যাউক। ইহার মূল কথা হইতেছে এই যে, আপনি কোন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে নিয়মিত ভাবে প্রতি বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকা দিলে (ইহাকে প্রিমিয়াম্ বলে,) তাহারা আপনার মৃত্যুর পর আপনার উত্তরাধিকারীকে একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকা ফিরাইয়া দিবে। প্রিমিয়ামের মাত্রা বীমাকারীর বয়স, এবং বীমার মূল্যের উপর নির্ভর করিতেছে। যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা কি? মনে করুন, আপনি একটি সংসারের একমাত্র অবলম্বন, অর্থাৎ কেবল আপনার রোজগারের অর্থেই সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আরও মনে করুন, আপনার পৈতৃক বা নিজস্ব কোন সম্পত্তি নাই। এরূপ স্থলে হঠাৎ যদি আপনার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আপনার স্ত্রীপুত্র এবং সমস্ত পোষ্যবর্গকে নিঃসম্বল অবস্থায় পথে দাঁড়াইতে হইবে। আজকাল এরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে। আগে ভা'য়ে ভা'য়ে এক সংসারে থাকিত, পরস্পরের আপদে বিপদে পরস্পর সাহায্য করিত—কাজেই একজনের আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার পোষ্যবর্গকে নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িতে হইত না। কিন্তু আজকাল আর তাহা হইবার যো নাই। এখন "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এর যুগ। একজন মরিলেও আর একজন চাহিয়া দেখে না। কাজেই, প্রত্যেকেরই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। আপনি যদি আপনার জীবন ইন্সিওর করিয়া রাখেন তাহা হইলে হঠাৎ আপনার কোন ভালমন্দ হইলেও স্ত্রীপুত্র একেবারে না খাইয়া মরিবে না। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে প্রত্যেক গৃহস্থেরই বিশেষতঃ চাকুরীজীবি গৃহস্থ মাত্রেরই একটি করিয়া জীবন-বীমা করিয়া রাখা উচিত।

তাহার পর এন্ডাউমেণ্ট ইন্সিওরেন্স পলিসির কথা ধরা যাউক। ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক। ইহাতে চুক্তি অনুসারে ১৫, ২০, ২৫, বা ২০ বৎসর পরে একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক টাকা পাওয়া যায়। ইহাতে লাভ এই যে সাধারণতঃ লোকে যৌবনে যে সমস্ত টাকা রোজগার করে, তাহা যথেচ্ছরূপে খরচ করিয়া, বার্দ্ধক্যে দারিদ্র্যের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়; কিন্তু সময় থাকিতে এন্ডাউমেণ্ট করিয়া রাখিলে শেষ বয়সে আর অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

একটি উদাহরণ দিয়া এন্ডাউমেণ্ট ইন্সিওরেন্স পলিসির সার্থকতা যে কোথায়, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, এখন আপনার বয়স সাইত্রিশ বৎসর। আপনি ৪০০০ টাকার একটি এন্ডাউমেণ্ট করিলেন। ইহাতে মনে করুন, আপনাকে বৎসরে ১৭৫৲ টাকা করিয়া প্রিমিয়াম, দিতে হইবে। এইরূপে ১২ বৎসর যাইলে আপনাকে আর প্রিমিয়াম্ দিতে হইবে না, অথচ আপনার মৃত্যুর পর আপনার পরিবারবর্গ ৪০০০৲ টাকা পাইবে। আবার আপনার যদি অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আরও আট বৎসর প্রিমিয়াম্ দিয়া আপনার জীবদ্দশাতেই ঐ টাকা (৪০০০) পাইতে পারেন।

ইন্সিওরেন্স নিয়োজিত অর্থের মার নাই। প্রিমিয়াম হিসাবে যে টাকা ঘর হইতে বাহির করা হইল তাহা জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল না। আপনার টাকার দরকার পড়িলে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী যে কোন সময়েই আপনার পলিসি কিনিয়া লইবেন। আবার আপনি পলিসি বন্ধক রাখিয়াও টাকা ধার লইতে পারেন। এইরূপে দেখা যায়, যে লাইফ্ ইন্সিওরেন্স পলিসি এবং এন্-

ডাউমেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স পলিসি প্রভৃতি করার প্রভূত উপযোগিতা আছে। ইন্‌সিওরেন্স বা বীমা এক প্রকারের নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহা নহে। কাজেই মোটামুটি ভাবে জীবনবীমা করিবার উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতা বুঝাইয়া দিয়াই বিদায় লইলাম।

কৃষি-ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

শিল্পে আমাদের দেশবাসীরা অতীতে যে গৌরব-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, নানা কারণে বর্ত্তমানে আমরা সেস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমাদের দেশের বাণিজ্যের তালিকায় এক্ষণে বৈদেশিক শিল্পীদের জন্য কাঁচা মাল রপ্তানিই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। দেশ এখন কৃষিপ্রধান হইয়াছে। প্রধানতঃ কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়েই আমাদিগকে আমদানী দ্রব্যের দেনার হিসাব নিকাশ করিতে হইতেছে। কিন্তু কৃষিকার্য্যের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে ধনাগম করিতে হইলে আধুনিক উপায় দ্বারা কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা যথেষ্ট ধনাগম হয় না।

আমেরিকা উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রভূত ধনাগম করিতেছে। আমেরিকায় যে পরিমাণ জমীতে যত শস্য উৎপন্ন হয়, আমাদের দেশে সেই পরিমাণ জমীতে তাহার ¼ চতুর্থাংশ মাত্র শস্য উৎপন্ন হয়। কেন? কারণ কৃষকেরা মামুলী প্রথায় কৃষি-কার্য্য করিতেছে। জমীতে উপযুক্তরূপ সারাদি দিয়া জমীর উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় করিতে পারিতেছে না। উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার শক্তিও তাহারা হারাইয়াছে। মহাজনের নিকট ঋণদায়ে নিঃস্ব হইতেছে। এ অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইলে পল্লীতে পল্লীতে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে কৃষক ও গ্রামবাসীদের বহুবিধ সুবিধা হইবে ও নানাদিকে নানা রকমে ধনাগমের নূতন উপায় আবিষ্কার করিতে পারিবে।

আমি নিম্নে কৃষি-ব্যাঙ্কের কয়েকটী মাত্র কার্য্য ধারার উল্লেখ করিলাম :—

১। জমীর উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ও সেচনের প্রয়োজন হইলে তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য টাকা কর্জ্জ দিতে পারিবে।

২। গোচর জমীর প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক জমীদারের নিকট গোচর জমী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য সহায়তা করিতে পারিবে।

৩। অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী, বিল ইত্যাদি পরিষ্কৃত

করিয়া তাহাতে মৎস্যের চাষ করিয়া নূতন ধনাগমের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে।

৪। অত্যধিক সুদে মহাজনের নিকট যে সমস্ত কৃষকের জমী বন্ধক আছে, তাহাদিগকে মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সহায়তা করিবে।

কৃষি-ব্যাঙ্কের কার্য্য করিবার অনেক বিষয় আছে। মূল কথা বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্নরূপ কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার ও হ্রাস করিতে হইবে।

কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইলে কিরূপে তাহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে, ও কি প্রণালীতে প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক।

কাঠের পালিশ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফ্রেঞ্চ পালিশের শেষ কার্য্যকে স্পিরিটিং অফ্ (Spiriting off) বলে। ঠিকমত স্পিরিটিং করিতে যথেষ্ট সময় এবং নৈপুণ্যের প্রয়োজন। এইজন্য পালিশকারকেরা অনেক সময় স্পিরিটিং এর পরিবর্ত্তে গ্লেজ্ (Glaze) ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে আসবাব পত্র সমানই চাকচিক্য বিশিষ্ট হইয়া উঠে এবং এমন কি কখন কখন ইহা দ্বারা স্পিরিটিং অপেক্ষা সুন্দরতর ফল পাওয়া যায়।

গ্লেজ্ ব্যবহার করিবার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে আসবাব পত্র প্রথম প্রথম স্পিরিটিং করা আসবাবের মত সুন্দর ও চাকচিক্য বিশিষ্ট দেখাইলেও ক্রমশঃই ঐগুলি মলিন হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ গ্লেজ্, স্পিরিটিং এর নকল মাত্র, কাজেই নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। স্পিরিটিং এর অর্থ কাঠের উপরিভাগকে ঘসিয়া ঘসিয়া মসৃণ করিয়া ফেলা আর গ্লেজিং এর অ কাঠের উপর একটী বার্ণিশের পাত্‌লা পাত ঢালিয়া তাহার বন্ধুরতা নষ্ট করা।

এখন কথা হইতেছে তাহা হইলে গ্লেজ্ ব্যবহার করিবার সার্থকতা কোথায়? আমরা বলিয়াছি ফ্রেঞ্চ পালিশের মধ্যে স্পিরিটিং করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। যথেষ্ট নৈপুণ্য, শিক্ষা এবং অভ্যাস না থাকিলে ভাল করিয়া স্পিরিটিং করা যায় না। কিন্তু গ্লেজ্ লাগাইতে বিশেষ হাঙ্গামা নাই। আবার উত্তমরূপে গ্লেজ্ লাগাইতে পারিলে তাহা খারাপ স্পিরিটিং করার চেয়ে সর্ব্বাংশেই সুন্দর দেখায়। এইজন্য এবং সহজে ও অল্প সময়ে লাগান যায় বলিয়া অনেকে স্পিরিটিং অফ্ এর পরিবর্ত্তে গ্লেজ্ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু দক্ষ এবং নামজাদা পালিশকারকেরা সহজে গ্লেজ্ ব্যবহার করিতে চাহে না। তাহারা কেবল যে সমস্ত স্থান স্পিরিট রবারের

লাগাইলের বাহিরে কিম্বা যে সমস্ত স্থান স্পিরিটিং করিবার প্রয়োজন নাই সেই সমস্ত স্থানে মেজ্ লাগাইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, চেয়ারের রেল বা ফ্রেমের অন্যান্য অনেক অংশে স্পিরিটিং করিবার বড়ই অসুবিধা হয়। এই আসবাব আঁটিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে ইহাদের সকল অংশই অল্প বিস্তর পালিশ করিয়া লওয়া হয় এবং আঁটিবার পর সর্ব্বশেষ মেজ্ লাগাইয়া চাকচিক্য বিশিষ্ট করা হয়। মেজ্ লাগাইবার পর আসবাব পত্র যত কম নাড়াচাড়া করা যায় ততই ভাল—কেননা উহাতে হাত লাগাইলে রঙ্ মলিন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তোলা বা বসান নক্সা কাটা কাষ্ঠে অর্থাৎ যে সমস্ত স্থানের উপরিভাগ মসৃণ নহে সেই সমস্ত স্থানের স্পিরিটিং করা অপেক্ষা মেজ্ লাগানই অধিকতর সুফলপ্রদ। যে অংশে মেজ্ লাগান হইবে সেই অংশটী এমন হওয়া চাই যে তাহার উপর বেশী ধকল পড়ে না। কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি উত্তমরূপে স্পিরিটিং করিলে আসবাব পত্রের চাকচিক্য যেরূপ স্থায়ী হয়, মেজিং করিলে তত স্থায়ী হয় না।

বাজারে যে কোন পালিশের দোকানেই মেজ্ কিনিতে পাওয়া যায়। প্রায় সর্ব্বত্রই মেজ্ নামে সুপরিচিত থাকিলেও কখন কখন ইহা অন্য নামে অভিহিত হয়। মেজ্ তৈয়ারি করা আদৌ কঠিন নহে। ইহার উপাদান মাত্র দুইটী ধুনা, (Gum-benzoin) এবং মেথিলেটেড্ স্পিরিট। বিশুদ্ধ ধুনা মেথিলেটেড্ স্পিরিটে গলাইয়া সূক্ষ্ম মসলিনে ছাঁকিয়া লইলেই মেজ্ তৈয়ারি হইয়া গেল। কত মেথিলেটেড্ স্পিরিটের সহিত কি পরিমাণ ধুনা মিশাইতে হয়—তাহার কোন বাঁধা নিয়ম নাই। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে ৬ বা ৮ আউন্স বিশুদ্ধ ধুনার সহিত ১ পাইট মেথিলেটেড স্পিরিট মিশাইলে খুব উৎকৃষ্ট মেজ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই ফ্রেঞ্চ পালিশের উপাদান এবং পরিমাণের বিষয় বলিয়াছি। ফ্রেঞ্চ পালিশে পাত গালা ব্যবহৃত হয়। এস্থলে পাত গালার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ ধুনা চূর্ণ ব্যবহার করিলেই হইল।

ভাল ও মন্দ নানা প্রকারের ধুনা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গুণানুযায়ী মূল্যেরও তারতম্য লক্ষিত হইবে অর্থাৎ ভাল ধুনার মূল্য বেশী এবং খারাপ ধুনার মূল্য অল্প। দক্ষ পালিশকারক কখনও অল্প মূল্যের নিরেস দ্রব্য ব্যবহার করে না। কারণ সে নিশ্চিত জানে যে সস্তায় কাজ সারিতে গেলে প্রায়ই শেষাবস্থায় ঠকিতে হয়। পাত গালার তুলনায় ধুনার দাম কিঞ্চিৎ বেশী, কাজেই মেজ্ করিতে খরচ বড় কম পড়ে না। তথাপি যে পালিশের পরিবর্ত্তে মেজ্ ব্যবহৃত হয় তাহার একমাত্র কারণ ইহাতে খুব অল্প সময় লাগে এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সময়সংক্ষেপের মূল্য নিতান্ত অল্প নহে।

কাঠের গায় রবার, স্পঞ্জ বা ব্রুসের দ্বারা মেজ্ লাগান যাইতে পারে তবে সাধারণতঃ ঐ কার্য্য করিবার জন্য রবারেরই বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে কাষ্ঠফলককে বডিইং করিয়া তৎপরে তাহার উপর পাত্লা ভাবে মেজ্ লেপিয়া দিতে হয়। অনেকের ধারণা আছে শুধু কাঠের উপর খুব খানিকটা মেজ্ বা আর কিছু ঢালিয়া দিলেই আসবাব পত্র খুব চকচকে হইয়া উঠিবে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বডিইং করিবার পূর্ব্বে মেজ্ লাগাইয়া দিলে চাকচিক্য দেখা দেয় না। বস্তুতঃ খুব ভাল পালিশ তুলিবার দুইটী মাত্র উপায় আছে। এক বার্ণিশ করিয়া, আর এক বডিইং করিবার পর স্পিরিটিং করিয়া বা তৎপরিবর্ত্তে মেজ্ লাগাইয়া

গ্লেজ্ লাগাইবার সময় রবারটীকে একটু বেশী করিয়া ভিজাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যেন ইহা হইতে গ্লেজ্ চাপিয়া না পড়ে। আসল কথা রবারটী একটু চাপিয়া বুলাইয়া গেলেই যেন কাঠের উপরিভাগ ভিজিয়া যায়। কাঠের উপর (আঁইশের দিকে) বার দুই দ্রুতগতিতে রবার চালনা করিলেই উহাতে গ্লেজ্ লাগিয়া যাইবে। গ্লেজ্ এইরূপে যতক্ষণ আসবাব পত্র উপযুক্তরূপে চাকচিক্য বিশিষ্ট না করে, ততক্ষণ বারম্বার গ্লেজ্ লাগাইতে হয়। তবে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন গ্লেজের প্রলেপ বেশী পুরু হইয়া না যায়। আরও এক কথা, গ্লেজ্ লাগান হইয়া গেলে যতক্ষণ তাহা শুকাইয়া না যায় ততক্ষণ তাহার উপর দ্বিতীয়বার রবার বুলাইতে নাই।

গ্লেজ্ লাগাইবার জন্য রবারের পরিবর্ত্তে স্পঞ্জও ব্যবহার করা চলে। তবে ইহাতে যে কাজের বিশেষ কোন সুবিধা হয় তাহা নহে। কেবল স্পঞ্জ রবার অপেক্ষা কিছু বেশী সৌখিন। আবার কখন কখন বার্ণিসের মত ব্রুস দিয়াও গ্লেজ্ লাগান হয়। এরূপস্থলে গ্লেজের সহিত সমপরিমাণ ফ্রেঞ্চপালিশ মিশাইয়া ব্যবহার করিলে খুব সুফল পাওয়া যায়; কার্য্যের বিভিন্নতা অনুসারে সাদা বা বাদামী রঙের ফ্রেঞ্চপালিশ হইলেই চলিবে।

গ্লেজ্ লাগাইবার পরও আসবাবপত্র আশানুরূপ চাকচিক্য বিশিষ্ট না হইলে তাহার উপর ঈষৎ স্পিরিটিং করিয়া অনেক সময় বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু স্পিরিট রবার বুলাইবার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন কোনমতে ইহা মাত্রাতিরিক্ত হইয়া না পড়ে অর্থাৎ স্পিরিটের দ্বারা গ্লেজ্ ধুইয়া না যায়।

সমতল ক্ষেত্রে গ্লেজ্ লাগাইবার সময় সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ক্ষেত্রের উপর কোনরূপ দাগ বা আঁচর না থাকে এবং রবারটী বেশ নরম ও মসৃণ হয়। যতদূর সম্ভব চারিদিকে ঠিক সমান ভাবে গ্লেজ লাগাইতে হইবে। রবারটী গ্লেজে ভিজাইয়া যতক্ষণ না তাহা শুকাইয়া যায় ততক্ষণ ক্ষেত্রের উপর দিয়া বুলাইতে হয়। তৎপরে তাহাতে সামান্য পরিমাণ তৈল ও স্পিরিট লাগাইয়া খুব আলুগাভাবে চারিদিকে বুলাইয়া রবারের দাগ উঠাইয়া দিলেই আসবাবের উপরিভাগ বেশ মসৃণ ও চাকচিক্য বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে।

ফ্রেঞ্চপালিশ অন্যান্য পালিশের তুলনায় অধিক দিন উজ্জ্বল থাকিলেও বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে সকল জিনিষের মত ইহাও মলিন হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে গরম জল দিয়া পালিশটী ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার পর পরিমিতভাবে গ্লেজ্ লাগাইয়া দিলে আসবাবের পূর্ব্বতন চাকচিক্য আবার ফিরিয়া আসে। আমার মনে হয় পালিশ ক্রীম্ বা অন্য কোন বস্তু ব্যবহার করা অপেক্ষা গ্লেজ লাগাইয়া পুরাতন বর্ণের সংস্কার সাধন করা অধিকতর সুবিধাজনক এবং সুফলপ্রদ।

যাহা হউক এখন পালিশ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কয়েকটী বিষয়ের প্রতি মনঃসংযোগ করা যাউক। মনে কর, একখানি মেহগেনি কাঠের চেয়ার পালিশ করিতে হইবে; ইহাতে কারুকার্য্যবিশিষ্ট বক্স ও স্যাটিন কাঠফলক অন্তর্নিবদ্ধ আছে (inlaid with satin wood and Box wood)।

এখন মনে কর মেহগেনি কাঠের রঙ্ আরও ঘোরাল ও কৃষ্ণবর্ণ করিতে হইবে অথচ অন্তর্নিবদ্ধ কাঠের রঙ্ অবিকৃত রাখিতে হইবে। এরূপস্থলে নানা উপায়ে পালিশ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই কার্য্যের সাফল্য পালিশকারকের অভ্যাস, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করিতেছে।

প্রথম উপায়

অন্তর্নিবদ্ধ কাষ্ঠের (inlays) উপর কয়েক পর্দ্দা স্বচ্ছ স্পিরিট বার্ণিশ লেপিয়া দিয়া মেহগেনি কাষ্ঠে রঙ্ লাগাইলে সেই রঙ্ ভিতরের কাষ্ঠকে কলঙ্কিত করিতে পারে না।

দ্বিতীয় উপায়

যে সমস্ত স্থানে inlays (বা অন্তর্নিবদ্ধ কাষ্ঠ) নাই কেবল সেই সমস্তস্থানে grain filler (আঁইসের ছিদ্র নিরোধক দ্রব্য) লাগাইয়া তাহার উপর বার্ণিশ করিলে চলিতে পারে। কখন কখন আবার আদৌ grain filler ব্যবহার না করিয়া একমাত্র বার্ণিশ দিয়াই উহার কাজ সারা হয়।

তৃতীয় উপায়

প্রথমে সমস্ত ক্ষেত্রটী একটী কাঁচা তিসি তৈল নিষিক্ত তুলি দ্বারা মুছিয়া লও। তারপর কয়েক-পর্দ্দা শ্বেত বা স্বচ্ছ পালিশের আবরণ দিয়া অন্তর্নিবদ্ধ কাষ্ঠ (inlay) কে রক্ষা কর। এখন মেহগেনি কাষ্ঠের উপর grain filler লাগাইয়া আঁইসের ছিদ্র সকল রুদ্ধ করিয়া দাও ও পরে উপযুক্ত মত বডিইং করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী রঙ্ লাগাইয়া দাও।

চতুর্থ উপায়

প্রথম প্রথম অন্তর্নিবদ্ধ কাষ্ঠকে রক্ষা করিবার জন্য আদৌ কোন চেষ্টা না করিয়া মেহগনি কাষ্ঠের উপর ইচ্ছানুরূপ রঙ্ ফলাও। পরে একখানি তীক্ষ্ণ বাটালি বা অন্য কোন অনুরূপ যন্ত্রের দ্বারা খুব সাবধানে কাঁকিয়া কাঁকিয়া inlayটীকে পরিষ্কার করিয়া ফেল এবং তাহার পর তাহার উপর সাদা কিম্বা স্বচ্ছ পালিশ লাগাইয়া দাও।

পঞ্চম উপায়

বড় বড় কারখানায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। সেখানে মেহগনি কাষ্ঠের উপর এমনিয়া (ammonia) লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং ইহাতে কাষ্ঠের সহিত এমনিয়ার যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহাতে কাষ্ঠের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মেহগেনির বর্ণ ঘোরাল করিতে গেলে এরূপ ষ্টেন্ (stain) ব্যবহার করা উচিত যাহা সহজেই অনাবৃত কাষ্ঠের উপর ফলাইয়া তোলা যায়। এই ষ্টেন্ বা রঙ্ ওয়ালনাট্ ষ্টেন্ (আখরোট রঙ্) বাইক্রোমেট্ ষ্টেন্ বা পার্ম্যাঙ্গেনেট্ ষ্টেন্ দিয়া তৈয়ারি হইতে পারে। যদি পালিশ তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্ ফলাইতে হয় তাহা হইলে ১ ভাগ পালিশ ও তিন ভাগ স্পিরিটের সহিত প্রয়োজনানুযায়ী রঙ্ যথা রোজ পিঙ্ক (ফিকে গোলাপী) ভিনিসিয়েন রেড ল্যাম্প ব্ল্যাক্ এবং রেড ষ্টেন্ (অর্দ্ধ পাইট মেথিলেটেড্ স্পিরিটের সহিত অর্দ্ধ আউন্স বিস্‌মার্ক মিশাইয়া রেড্ ষ্টেন্ প্রস্তুত করিতে হয়) খুব ভাল করিয়া মিশাইয়া লইতে হইবে। খুব নরম ব্রুস বা পেন্সিল দিয়া অন্ততঃ দুইবার রঙ্ লাগাইতে হয়।

বার্ণিশ করা ক্ষেত্র পালিশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। প্রথমে Grain filler দিয়া কাষ্ঠের আঁইশের ছিদ্র রুদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পর, তাহার উপর ৪।৫ পর্দ্দা বার্ণিশ লাগাইবে। এক পর্দ্দা বার্ণিশ সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া না গেলে আর এক পোঁচ বার্ণিশ লাগাইবে না। এইরূপে পঞ্চম বারের বার্ণিশ শুকাইয়া গেলে পিউমিস্ ষ্টোন পাউডার দিয়া ক্ষেত্রটিকে মাজিয়া বেশ সমানভাবে শেষ দফা বার্ণিশ লাগাইতে হয়। যতক্ষণ না এই বার্ণিশ শুকাইয়া বেশ শক্ত হইয়া যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে; এবং পরে

খুব উৎকৃষ্ট এবং সূক্ষ্ম পিউমিস্ চুণ দিয়া উত্তমরূপে মাজিয়া মাজিয়া কাষ্ঠের উপর হইতে ব্রুস বা তুলির সমস্ত দাগ তুলিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে আবার আর এক দোষ দেখা দেয়। পিউমিস্ চুর্ণ দিয়া ঘসিবার দরুণ বার্ণিশের উপর এক প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ পড়িয়া যায়। এই দাগ তুলিবার জন্য ইহাকে আবার রটন্ ষ্টোন্ (rotten Stone) দিয়া ঘসিতে হয়। এইরূপে বহুক্ষণ ঘসিলেও ক্ষেত্রে চাকচিক্য দেখা দিবে না সত্য, কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে মসৃণ হইয়া উঠিবে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে বাজারের সস্তাদরের রটন্‌ষ্টোন্ ব্যবহার না করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট শুভ্র রটন্‌ষ্টোন্ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই রটন্ ষ্টোনের সহিত জল মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। তাহার পর সর্ব্ব শেষ কার্য্য গ্লস্ তোলা বা চাকচিক্য বিশিষ্ট করা। হাতের চেটোর উপর খানিকটা রটন্ ষ্টোন্ রাখিয়া হাতের চেটো দিয়া বার্ণিশের পর ঘসিতে থাকিলে কিছুক্ষণ পরে সুন্দর চাকচিক্য দেখা দিবে। ইহার পর রটন্ ষ্টোনের গুঁড়া তুলিয়া ফেলিবার জন্য তেল দিয়া ক্ষেত্রটিকে ধুইয়া ফেলিলেই সকল কার্য্য শেষ হইয়া গেল। এইরূপে রটন্ ষ্টোন্ ধুইয়া ফেলিবার জন্য যে তেল ব্যবহৃত হয় তাহা সাধারণতঃ ১ ভাগ জলপাইয়ের তেল এবং ২ ভাগ টারপিন দিয়া প্রস্তুত করা পচাপাথর (rotten stone) দিয়া বার্ণিশ মাজিবার সময় যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা উচিত, কেননা তাহা না হইলে বার্ণিশের উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ থাকিয়া যাইতে পারে। কোন্ ধরণের বার্ণিশ ফিনিসিংএর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম উপযোগী তাহা অভিজ্ঞতার দ্বারা বাছিয়া লইতে হয়। কোন কোন বার্ণিশ এক সপ্তাহের মধ্যেই শক্ত হইয়া যায়—আবার কোন কোন বার্ণিশ শক্ত হইতে ১০।১১ দিন লাগে। বার্ণিশ যত শক্ত হইবে—ইহা তত অধিকদিন স্থায়ী ও উজ্জ্বল থাকিবে—বুঝিতে হইবে। ফিনিসিং করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ চার দফা বার্ণিশ লাগাইতে হয়। বার্ণিশের শেষ পর্দ্দা বেশ ভাল রকম শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে একটি felt বা জমাট পশমী কাপড়ের প্যাড্ দিয়া জলমিশ্রিত সূক্ষ্ম পিউমিস্ ষ্টোনে চূর্ণ ঘসিয়া ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে মসৃণ করিয়া ফেল। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী কার্য্য করিবার সময় ইচ্ছামত প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করিয়া বার্ণিশকে সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে। যাহা হউক তাহার পর ক্ষেত্রটিকে যত্ন সহকারে মুছিয়া ফেলিয়া অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা কর। ঐ সময়ের মধ্যে উহা পুনরায় শক্ত হইয়া যাইবে। এখন আর একটী প্যাডের সাহায্যে জল বা তৈল মিশ্রিত রটন্ ষ্টোন্ দিয়া মাজিতে থাক। এই সময় প্যাড্‌টীকে ক্ষেত্রের উপর বৃত্তাকার গতিতে ঘুরাইতে হয়। কিয়ৎকাল পরে উপরোক্ত প্যাডের পরিবর্ত্তে একখানি পুরাতন সিল্কের রুমালে মুড়িয়া একটী ওয়াডিং এর সাহায্যে রটন্ ষ্টোন্ ঘসিতে হইবে। এই রূপে ঘসিতে ঘসিতে আসবাবের উপরিভাগ চমৎকার রূপে মসৃণ হইয়া উঠিবে—কিন্তু পালিশে সেরূপ চাক-চিক্য দেখা দিবে না। রটন্ ষ্টোন্ যদি তৈলে অভিষিক্ত করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ময়দা দিয়া এবং যদি জলের সহিত মিশ্রিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে একখণ্ড স্পঞ্জ ও শামা-চর্ম্ম দিয়া ক্ষেত্রটীকে পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক শামা চর্ম্মটী উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বাম হস্তে ধারণ কর এবং ঐ ভিজা চর্ম্মে বার বার হাত ভিজা-ইয়া দক্ষিণ মুষ্টি বার্ণিশের উপর স্থাপন পূর্ব্বক দ্রুত গতিতে কোলের দিকে টানিয়া লও। প্রত্যেকবার হাত টানিবার সময় একপ্রকার কোঁ কোঁ শব্দ শুনিতে

পাইবে এবং আসবাবের উপর অতি চমৎকার পালিশ দেখা দিবে। খুব উন্নত শ্রেণীর পালিশ ব্যতিরেকে সাধারণ কার্য্যে এই উপায় অবলম্বিত হয় না। এইপ্রকারে পালিশ করাকে এনামেলিং (enamelling) বলে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এই প্রক্রিয়ার সাফল্য প্রধানতঃ পালিশকারকের দক্ষতা ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করিতেছে।

উত্তমরূপে এনামেলিং করিতে অনেক খরচা পড়ে। সাধারণ লোকে অত দাম দিয়া আসবাব পত্র কিনিতে পারে না। এই জন্ত দরের পড়্‌তা কমাইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে কারখানা সমূহে অন্ত উপায়ে পালিশ করা হয়। সাধারণ নিয়মানুসারে কয়েকবার বার্ণিশ করা হইয়া গেলে ক্ষেত্রটা যখন খুব শক্ত ও পালিশ করিবার উপযোগী হইয়া উঠিবে তখন একটি বাটিতে খানিকটা ট্রিপলি পাউডার (Tripoli Powd.r) রাখিয়া খানিকটা পরিস্কৃত জলের সহিত উহা গুলিয়া ফেলিতে হইবে তাহার পর একটি কর্কের প্যাড, চারিফের ফ্ল্যানেলে মুড়িয়া ট্রিপলির জলে ভিজাইয়া উহা দ্বারা পালিশ করিতে থাক। যতক্ষণ না ক্ষেত্রটি বেশ মসৃণ হইয়া যায় ততক্ষণ ঐ প্যাড বার বার ভিজাইয়া লইয়া ঘসিতে হইবে। তাহার পর উহা পরিষ্কৃত করিয়া শামা চর্ম্ম দিয়া মুছিয়া লও এবং কিঞ্চিৎ ময়দা ও মেষের চর্ব্বি দিয়া মাজিয়া উহাকে চাকচিক্য বিশিষ্ট করিয়া ফেল। বার্ণিশ করা ক্ষেত্রটি যদি উপযুক্ত পরিমাণ মসৃণ না থাকে তাহা হইলে প্রথমে পিউমিস্ চূর্ণ এবং পরে রটন্ ষ্টোন্ দিয়া ঘসিয়া পালিশ তুলিতে হয়।

টেবিলের উপরিভাগে নিবদ্ধ কেনারী, সিকামোর বা আখ্‌রোট কাষ্ঠের ইন্‌লে (inlay) পালিশ করিতে হইলে সাদা পাত গালা ব্যবহার করা উচিত। ক্ষেত্রটিকে কাঁচা তিসির তৈল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া রবারের সাহায্যে পালিশ লাগাইতে হইবে। এ সমস্ত স্থলে grain filler ব্যবহার করা হয়। এই জন্ত কয়েক পর্দ্দা বেশী করিয়া পালিশ লাগাইতে হয়। পালিশ লাগাইবার সময় ক্ষেত্রের উপর সামান্ত পরিমাণে পিউমিস্ পাউডার ছড়াইয়া দিলে কাঠের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি সহজেই রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং ক্ষেত্রের বন্ধুরতা নষ্ট হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই পালিশ বেশ চাকচিক্য বিশিষ্ট হইয়া উঠে।

এইবার আমরা Jaxa Polish Extract (জ্যাক্সা পালিশ এক্সট্রাক্ট) এর কথা বলিব। ইহা একপ্রকারের ঘনীভূত স্বচ্ছ পালিশ মাত্র। ইহা দ্বারা আসবাব পত্র খুব সুন্দর ও চাকচিক্য বিশিষ্ট করা যায়। জ্যাক্সা পালিশ লাগাইতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রথমে শিরিস কাগজ দিয়া কাষ্ঠ ফলকটি উত্তমরূপে মাজিয়া ফেলিয়া একটু তৈল লাগাইয়া দাও। শিরিস্ কাগজ দিয়া আবার মাজিয়া ফেল। তৎপরে একটি প্যাডের সাহায্যে ক্ষেত্রের উপর খুব পরিমিত ভাবে পালিশ লাগাইয়া যাও। পালিশ শুকাইবার জন্ত মিনিট দশেক অপেক্ষা করিয়া আবার শিরিষ কাগজ দিয়া মাজিয়া ফেল এবং উহার উপর কিঞ্চিৎ পিউমিস্ চূর্ণ ছড়াইয়া দাও। এইবার ঐ পালিশ পাত্‌লা করিবার জন্ত ১ ভাগ পালিশের সহিত ৪ ভাগ মেথিলেটেড্ স্পিরিট (64 overproof) মিশ্রিত কর ও উহাতে প্যাড্ ভিজাইয়া একখণ্ড নরম লিনেন কাপড়ে মুড়িয়া উহা দ্বারা ঘসিয়া ঘসিয়া কাষ্ঠের আঁইশের ছিদ্র সকল রুদ্ধ করিয়া দাও। এই সময় ক্ষেত্রের উপর দুই এক ফোঁটা তৈল ছিটাইয়া দিতে পার—তাহা হইলে রবার আটকাইয়া যাইবে না। যাহা হউক, যতক্ষণ আঁইশের ছিদ্র সমূহ একেবারে রুদ্ধ হইয়া না যায়

ততক্ষণ উপরোক্ত দ্রবীভূত পালিশের সহিত পিউমিস্ পাউডার মিশাইয়া ঘসিতে হইবে। এইবার পালিশ শুকাইবার জন্য আবার ২৪ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ এবং ইত্যবসরে ৮ হইতে ১২ ভাগ স্পিরিটের সহিত ১ ভাগ জ্যাক্সা নির্য্যাস (Jaxa entroet) খুব পাত্‌লা পালিশ তৈয়ারি কর। ফিনিসিংএর জন্য এই পালিশ ব্যবহৃত হইবে। প্রথম বারের পালিশ উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয়। তাহা না লইলে ফ্রেমের উপরিভাগ উপযুক্তমত শক্ত ও চাকচিক্য বিশিষ্ট হয় না। জ্যাক্সা পালিশের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে গ্রেন্‌ফিলার ব্যবহার করা হয় না এবং একবারও স্পিরিট দিয়া না ধুইয়া বরাবরই পালিশ লাগান হয়।

বাংলায় জয়েণ্ট ষ্টক্ কোং

১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বাংলায় একুশটী নূতন কোম্পানী মোট ৪০৯১০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। নিম্নে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

৫	ব্যাঙ্ক	...	২৯০০০০৲	টাকা
৪	লোন কোম্পানী	...	২২০০০০৲	,,
২	ইনভেষ্টমেণ্ট ও ট্রাষ্ট	...	১৫০১০০০৲	,,
১	চূণ, সুরকি, পাথর ইত্যাদি	...	৫০০০০৲	,,
১	বরফ ইত্যাদি	...	১০০০০০৲	,,
৪	নানাবিধ ব্যবসা ইত্যাদি	...	৩৭০০০০৲	,,
১	তৈলের কল	...	২০০০০৲	,,
১	অন্যান্য কল ইত্যাদি	...	২০০০০৲	,,
১	চায়ের আবাদ	...	২০০০০৲	,,
১	অন্যান্য আবাদ	...	১৫০০০০০৲	,,
		মোট	৪০৯১০০০৲	,,

ভারতের জয়েণ্ট ষ্টক্ কোং

১৯২৭ সনে জানুয়ারী মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নম্বর	শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম।	সেক্রেটারী অথবা এজেণ্টের নাম।	উদ্দেশ্য	মূলধন কত।
১	১—ব্যাঙ্ক; লোন ও ইন্সিওরেন্স			
১	কাকনা লোন অফিস	এ, টি, গুহ, দপতিয়ার পোঃ পায়কল, ময়মনসিং, বেঙ্গল	ব্যাঙ্ক	৫০০০০০৲
২	বঙ্গীয় কৃষি ব্যাঙ্ক	ডি, বি, এম, মজুমদার, কুমিল্লা, বেঙ্গল।	,, ,,	১০০০০০০৲
৩	সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	পলাই ট্র্যাভাংকোর	ও চিটি বিজিনেস	৪০০০০০০৲
৪	সেরপুর মডেল ব্যাঙ্ক এণ্ড লোন অফিস।	ডিঃ ডি, এন, রায়, সেরপুর, ময়মনসিং, বেঙ্গল	টাকা ধার দেওয়া।	৫০০০০০৲
৫	চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক	ডি, সি, এম, মজুমদার,	,, ,,	১০০০০০০৲
৬	যশোহর মশলেম্ ব্যাঙ্ক	ডি, আবদুল কুয়াদার, যশোহর, বেঙ্গল।	,,	১০০০০০০৲
৭	ধরমাকুরা কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক	ম্যানেজিং ডিঃ, মহঃ, এ, পালোয়ান ধরমাকুরা বাজার, ময়মনসিং, বেঙ্গল।	,,	৫০০০০০৲
৮	পুর্ব্বধোলা লোন অফিস	ডি, এস, সি, নাগ; পুর্ব্বধোলা, ময়মনসিং, বেঙ্গল।	,,	৩০০০০০৲
৯	নিউ মহিগঞ্জ ব্যাঙ্ক	ডিঃ জে, সি, পাহিরী, মহীগঞ্জ, রংপুর, বেঙ্গল।	,,	৫০০০০০৲
১০	সারিয়াকান্দি ব্যাঙ্ক	ডিঃ এন, এল, বর্ম্মণ, সরিয়াকান্দি, বগুরা, বেঙ্গল।	,,	৫০০০০০৲
১১	তুষভাণ্ডার লোন অফিস	ডিঃ বি, সি, ব্যানার্জ্জি, তুষভাণ্ডার, রংপুর বেঙ্গল।	,, ,,	১০০০০০

১২	শিবগঞ্জ ব্যাঙ্ক	ডিঃ—আর, এন, সরকার, পোঃ শিবগঞ্জ ; বগুড়া, বেঙ্গল।	,,	১০০০০০৲
১৩	ইষ্টারণ ইনভেষ্টমেণ্টস্	চারটার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলিকাতা।	সেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি	
১৪	উইকফিল্ড কোং	২ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।	,,	৬০০০০০৲
১৫	উইণ্ডসর কোং	,, ,,	,,	৬০০০০০৲
১৬	ফিনডন কোং	,, ,,	,,	৪০০০০০৲
১৭	ওয়ার্ণহাম কোং	,, ,,	,,	৬০০০০০৲
১৮	বার্কসায়ার কোং	,, ,,	,,	৬০০০০০৲
১৯	সাসেক্স কোং	,, ,,	,,	৬০০০০০৲
২০	অনন্তপুর ন্যাশন্যাল ফাণ্ড	সেক্রেটারী—বি, আবুলিসাপা, অনন্তপুর, মান্দ্রাজ।	নিধি বিজিনেস	৯৯৯৯০৲
২১	অনন্তপুর শ্রীসত্যনারায়ণ নিধি	সেক্রেটারী—এ, ভাস্কর রাও, অনন্তপুর, মান্দ্রাজ।	,,	৯৯৯৯০৲

২—ট্রানসিট ও ট্রানসপোর্ট

২২	জেনারেল মটর কোং	ডিঃ—ইম্‌্রকল, নগনূনা হিগেড, দক্ষিণ ক্যানারা, মান্দ্রাজ।	মটর ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাক্‌চারিং	৫০০০০৲

৩—ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং

২৩	হায়দ্রাবাদ নিউজ পেপার কোং	হিউজ টাউন, হায়দ্রাবাদ ষ্টেট	পাবলিসিং জর্ণালস্	৪২৮৫৭৲
২৪	আয়ুর্বেদ সিণ্ডিকেট	ডিঃ—এইচ, সি, শাস্ত্রী, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিঃ।	আয়ুর্বেদীয় ঔষধ উৎপন্ন করা।	১০০০০৲
২৫	স্বদেশী ট্রেডিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং কোং	১৩-৩ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	ইঞ্জিনীয়ার ও কন্‌ট্রাক্টার।	৫০০০০০৲
২৬	বাশাওয়ালা	ম্যানেজার—মহঃ কাশিম বাসা, ১৭২, নাগদেবী ষ্ট্রীট, বম্বে।	এজেণ্টস্।	১০০০০৲
২৭	এস, দত্ত এণ্ড কোং	৩১, জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।	ইম্‌পোর্টারস, এক্সপোর্টারস্ ও অর্ডার সাপ্লায়ার।	২০০০০৲
২৮	ইটালিয়ান ট্রেডিং সোসাইটি	ডি—২ ক্লাইভ বিল্ডিং, কলিকাতা।	জেনারেল মার্চেণ্টস্।	২০০০০০৲
২৯	কেশরবাড়ী নাথ ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোং	পোঃ কায়াবাড়ী, দিনাজপুর (বেঙ্গল)।	ট্রেডিং বিজিনেস	২০০০০৲

৩০ করিমবেটর উইভিং সিণ্ডিকেট	ডিঃ—এ, পি, এস, আয়ার, করিমবেটর, মান্দ্রাজ।	কাপড় বোনা	১০০০০৲
৩১ ইণ্ডো প্রোডিউস	কপুরচাঁদ সুনামী বন্দর রোড, করাচী, বম্বে।	এজেণ্ট	১০০০০০০৲
৩২ ইউনিয়ন কটন কোং	যমুনা দাস, রামদাস; ইউসুফ বিল্ডিং, চার্চ্চগেট ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বম্বে।	কটন ব্রোকার্স ও এজেণ্ট	৮০৩০০০৲
৩৩ বাচরাজ এণ্ড কোং	যমুনালাল বাজাজ, ৩১৫, কলকাদেবী রোড, বম্বে।	তুলা ও তুলার বীজ বিক্রেতা	২০০০০০০৲
৩৪ লুই স্মিথ	লুই স্মিথ; হারওয়ালা বিল্ডিং, উইটেড রোড, বেলার্ড ষ্ট্রীট ফোর্ট, বম্বে।	টাইপ-রাইটিং।	১০০০০০৲
৩৫ ভেত্রিও; (কাণপুর)	মল, কাণপুর, (ইউ, পি,)	কনফেকসানার	২০০০০৲
৩৬ এফ, এইচ, পিটম্যান এণ্ড কোং	সেক্রেটারী—এফ, এইচ, পিটম্যান; লাহোর, পঞ্জাব।	সিভিল এণ্ড মিলিটারি টেলর ইত্যাদি।	১০০০০০৲
৩৭ মোহন ব্রাদারস্	ডিরেক্টর—মোহন এন, দাস; চাঁদনী চক, দিল্লী।	কাপড় ব্যবসায়ী।	১১১০০০৲

৪—মিল ও প্রেস

৩৮ রেবেকা মিলস্	ডিঃ—এস, ইউ, আমেদ, কুষ্টিয়া, নদীয়া (বেঙ্গল)।	চাউল, ময়দা তেলের কল স্থাপন।	১০০০০০৲
৩৯ খান ব্রাদারস্	২৭, ফজী ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।	চাউলের কল স্থাপন।	৫০০০০৲
৪০ বর্দ্ধমান অয়েল মিলস্	ম্যানেজিং এজেণ্টস্—আর, কে, দত্ত এণ্ড কোং,	তৈল ইত্যাদির কল স্থাপন।	১০০০০০০৲
৪১ ওরিয়েণ্টাল ইনডাসট্রি এণ্ড কমার্স	ম্যানেজিং এজেণ্টস—ইষ্টার্ণ মারক্যানটাইল সিণ্ডিকেট, সীলেট, আসাম।	"	২০০০০০৲
৪২ ওরিয়েণ্ট কটন কোং	ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মতিলাল কানজী এণ্ড কোং, ইউনিভারস্যাল বিল্ডিং, ক্যাওরাসজী প্যাটেল ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বম্বে।	তুলা, রেশম ও পাটের ছাটকাট পরিষ্কার করা।	১৫০০০০৲
মোট ...	...	...	১৫০০০০০০৲

৫—চা ও অন্যান্য প্ল্যাণ্টিং কোম্পানী

৪৩	লোহার ভ্যালি টি কোং	ডিঃ—এস, চাটার্জ্জি, ২১৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	চা এর আবাদ।	২৫০০০০৲
৪৪	জৈন্তিয়মতপুর টি কোং	ডিঃ—পি, সি, সেন ; চট্টগ্রাম, বেঙ্গল।	„	৩০০০০০৲
৪৫	বীণাপাণি টি কোং	ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মিশ্র ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং সীলেট, আসাম।	„	২০০০০০৲
৪৬	ইকনমিক্ টিন রবার এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোং।	১৬, মার্চ্চেণ্টস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।	রবার চাষ ৩০	০৲

৬—খনি ইত্যাদি

৪৭	চট্টগ্রাম হরিলরাম	১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	কয়লা উৎপন্ন।	৩০০০০০০৲

৭—এষ্টেট, জমী ও বাড়ী

৪৮	সরস্বতী হাউসিং সোসাইটী	ডিরেক্টর—জীবনলাল বিমনলাল সা, ৮৬১, সরুদীসেরী, আমেদাবাদ, বম্বে।	বাড়ী তৈয়ারী	২০০০০৲

৮—হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি

৪৯	চিত্র মন্দির	ডিরেক্টর—এম, হাওলাদার, জলপাইগুড়ী, বেঙ্গল।	থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখান।	১০০০০০০৲
৫০	বেগম	ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিরজা বেগ, ১৩৯, বেরাম মহল, কলকাদেবী রোড, বম্বে।	„	২০০০০০৲

সর্ব্বসমেত মোট ৬৮০৪৩৮৩৭৲

ফেল পড়া কোম্পানীর বিবরণ

১৯২৭ সালে জানুয়ারী মাসে যে সকল জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী লিকুইডেসনে যাইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নম্বর	শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম	কত টাকা চাঁদা দেওয়া হইয়াছিল	প্রদত্ত টাকার সংখ্যা	লিকুইডেশনে যাইবার তাঃ	কোম্পানী উঠিয়া যাইবার তাঃ
	ব্যাঙ্ক, লোন ও ইন্‌সিওর				
১	জুলানডার ব্যাঙ্ক (পাঞ্জাব)	১১৭৬৫০	২৬৭০৫	৩০।১১।১৯২৪	২১।১।২৭
	ট্রানাজট ও ট্রান্সপোর্ট				
২	ক্রেসেণ্ট অটোমো বাইলস্ কোং, বম্বে।	৫০০০০০	২৮১২৫০	.২।১১।২৩	১০।১।২৭
	ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং				
৩	বিল্ডার্স কর্পোরেশন (বেঙ্গল)	১০৪০০	৭৫০০	১১।১।২৫	৭।১।২৭
৪	রুস্তমজি গোবিন্দলাল এণ্ড কোং, বম্বে।	৩২০০	২৫৬	.১।১২।২৫	১০।১।২৭
৫	বম্বে আফ্রিকা ট্রেডিং কোং, (বম্বে)	৩০০০০০০	১৫০০২৫০	১৪।৭।২২	৭।১।২৭
৬	সান্‌সার ট্রেডিং কোং,—(পাঞ্জাব)	৭১০	৬৬৪৫	৫।১১।২৩	১৮। ।২৭
	মোট	৩০২০৮১০	১৫১৪৫৫১		
	মিল ও প্রেস				
৭	সাগর প্রেস কোং, (বম্বে)	১৬০০০০	১৬০০০০	৭।১০।২৫	২৫।৯।২৭
	চা ও অন্যান্য প্ল্যাণ্টিং কোং				
৮	আসাম ভ্যালি টি কোং, (বেঙ্গল)	১৫০০০০	১৩৯১৭৫	১৮।১২।২২	২৭।১।২৭
৯	ইষ্টার্ণ টি ও ট্রেডিং কোং, (বেঙ্গল)	২৭৭৯৫০	২৭৭৮০৯	১৬।১২।২২	২৭।১।২৭

১০	মনসুমী টি কোং, (বেঙ্গল)	৩৯৬৭৬০	৩৯৬৬৪০	১৬।১২।২২	২৭।১।২৭
১১	সোনাজিলা (আসাম) টি কোং,	২৫০০০০	২৫০০০০	১০।৮।২৫	২৩।১।২৭
১২	থিয়াসোলা এষ্টেটস্, (মান্দ্রাজ)	৭৩৬০৫	৭৩৬০৫	১৬।৩।২৬	২৫।১।২৭
	চা ও অন্যান্য প্ল্যান্টিং কোং, মোট	১১৪৮৩১?	১১৩৭২২৯		
	সর্ব্বসমেত মোট	৪৯৪৬৭৭৫	৩১১৯৮৩৫		

ব্যাঙ্ক, লোন ও ইনসিওর

১৩	জি মিষ্টার এণ্ড কোং (বেঙ্গল)				১৮।১।২৭
১	বেনারস্ লোন কোং (ইউ, পি,)				১০।১।২৭
১৫	শ্রীসুমদরা ভিনয়াগর চিৎ ফাণ্ড কোং— (মান্দ্রাজ)	৩০০	৩০০		১৮।১।২৭
	মোট	৩০০	৩০০		

ট্রান্সিট ও ট্রান্সপোর্ট

১৬	ফোর্ড মটরস্ (কলিকাতা) (বেঙ্গল)	১২৪০০০০	১২৪০০০০	১৪।১।২৭	

ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং

১৭	সায়রা প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং (যুক্ত প্রদেশ)				১০।১।২৭
১৮	কৃষ্ণ ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই কোং (যুক্ত প্রদেশ)				১০।১।২৭
১৯	বম্বে আইস্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং (বোম্বে)	৩৪৬৮৪৫	৩৪৬৮৪৫	১৭।১।২৭	
২০	এসিয়াটিক্ এজেন্সী (বেঙ্গল)				১৮।১।২৭
২১	আপার ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী (যুক্ত প্রদেশ)	৯৮৮০	৫২৯৭	২৪।১।২৭	
২২	শান্তিপুর ইস্‌লাম সুহৃদ কোং (বেঙ্গল)	৪৯৬০	৪৮১৯		১৮।১।২৭

২৩	জি, নওলেস্ (বেঙ্গল)			৭।১।২৭	
২৪	শ্রীনারায়ণ ইণ্ডাসট্রিয়াল ওয়ার্কস (মাদ্রাজ)	১০২.০	৩৪[illegible]০	৮।১।২৭	
২৫	কটন ও কমার্সিয়াল ট্রাষ্ট (বোম্বে)	৩০০০০০০	২৯৬০০০	১০।১।২৭	
২৬	খদ্দর বরদনা কোং (যুক্ত প্রদেশ)	৪৫৭০০	৪৫৭০০		১০।১।২৭
২৭	মিরাট স্বদেশী ষ্টোরস (যুক্ত প্রদেশ)	২৩৭৩০	২০৮৯১	১২।১।২৭	
২৮	লাক্নো স্পোর্টস সিণ্ডিকেট (যুক্ত প্রদেশ)				১০।১।২৭
২৯	ভ্যালেরিও এণ্ড কোং (যুক্ত প্রদেশ)			২৭।১।২৭	

মিল ও প্রেস

৩০	এলায়েন্স কটন ম্যানুফ্যাক্চারীং কোম্পানী (বোম্বে)	৭০০০০০	৭০০০০০	১৭।১।২৭	
৩১	ওলাডেক্ট মিল্স্ কোং (মাদ্রাজ)	১৫০০০০			১৮।১।২৭

চা ও অন্যান্য প্ল্যান্‌টিং কোম্পানী

৩২	টুয়ান্টী রীজ্ রবার এষ্টেট্স্ (বর্ম্মা)	২৩৪০০০	২০১৪০০	২১।১।২৭	

চীনি

৩৩	গ্যাঞ্জেস্ সুগার ওয়ার্কস্ (যুক্ত প্রদেশ)	৫০০০০০	৫০০০০০		১০।১।২৭

হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি

৩৪	ষ্টার ফিল্‌ম্স্ (বম্বে)	৭৯৪০০	৭৯২০০	১৮।১।২৭	
৩৫	বিশ্বাকুল ভরত থিয়েট্রিক্যাল কোং (যুক্ত প্রদেশ)	৫০৪০০	৫০১৮০	১৯।১।২৭	

সর্ব্বসমেত মোট ৬৩৯৫৪১৫ ৩৪৯৪৬৯২

সুন্দরবন ম্যাচ ওয়ার্কস (বেঙ্গল)	১২৯৪৩০	১০৪০০০	২৪।১১।২৩
ইণ্ডিয়ান্ গ্যালভানাইজিং কোং (বেঙ্গল)	১১০৫১৫০	৭২৬২৮৭	৭।১২।২৬
পি, জি, এস্ ওয়ার্কস্ (বেঙ্গল)	২৬৭৮০	১৪৪৪৪	১২।১১।২৬
ভরত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হোসিয়ারী মিলস্ (বেঙ্গল)	২১১৫০	২০০৭২	২৭।১১।২৬
ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক প্রেস কোং (বেঙ্গল)	১২৫০০০	১২৫০৯০	২৫।১১।২৬
রাঙ্গামাটী কোল কোং (বেঙ্গল)	২২৫০০০	২২১৭৫০	৮।৩।২৬

পাট-চাষী

বাজার বেজায় গরম্ দেখে দ্বিগুণ লাভের প্রত্যাশায়,
ধান জমীতে পাট্ বুনে আজ কি দুর্দ্দশা
হায় গো হায়!
আর ভাদরে যে পাট্ বেচে আটাশ টাকা মণ দরে
রহিম চাচা কিন্‌লে টাট্টু, কল্লে নিকে আক্‌বোরে,
সে পাট্ মোরে জলের দরে বেচ্‌তে হ'ল আট টাকায়,
দেনার দায়ে মর্ব্ব এবার কী সর্ব্বনাশ হায় গো হায়!

২

ঘোষ বাবুদের কর্ত্তামশাই নিষেধ মোরে কল্লে ঢের,
বল্লে—"আরিফ! বুঝিস্ নাক ব্যবসাদারীর
কী ঘোর্‌ফের,
এ বছরে আগুণ দরে বিকোয় বটে পাটের মণ
যাবেই যাবে আগুণ ধ'রে দেখিস আরিফ
আসচে সন্।"
রহিম চাচার টাট্টু দেখে, ভাবনু ও সব ফক্কীকার।
আ'ল্লা যারে বিরূপ তারে উপদেশ কী কর্‌বে আর?

৩

পড়ল বাঁধা সান্‌কী কাঁশি, বিকিয়ে গেল গাই বাছুর,
কাব্‌লীওলায় থাব্‌লে খেলে, পন্থ পেলেই
পালাই দূর।
জমিদারের খাজনা বাকী তাগিদ করে পাওনাদার,
এমনি করে কাটবে কদিন? এমনি ক'রে
বাঁচাই ভার।
একটি দানা নাইক ঘরে, ছেলেপুলে পায়না খেতে,
বীজের ধানও সাবড়ে দিনু, জানি না কি
বুনব ক্ষেতে।

৪

অন্নাভাবে জীর্ণ তনু শয্যা নেছেন গিন্নী কাল,
ছেলেটা ত ভুগ্‌ছে কদিন, কল্লে বলে 'নেইক চাল্।'
বাজারে আর ধার মেলেনা, এবার বুঝি প্রাণটা যায়!
ফকীর হনু, ফকীর হনু, বস্‌নু পথে দেনার দায়।
সবে ত এই দুখের সুরু, জানিনা দিন কেম্‌নে কাটে,
ছেলে পুলের কান্না দেখে দরদে মোর বুক যে ফাটে।

৫

দুর্দ্দিনেরই বন্ধু ওগো, দীন কাঙালের দুঃখহর!
রক্ষা কর রক্ষা কর এ সঙ্কটে রক্ষা কর!
"অতি লোভেই নষ্ট তাঁতি" হাড়ে হাড়ে বুঝনু এবার
আকাশ কুসুম রচব না আর একেবারে
আমীর হবার।
রক্ষা কর! রক্ষা কর! দোহাই খোদা পাটের চাষ
ধান জমিতে কর্‌ব না আর, জাননু তাতেই সর্ব্বনাশ।

শ্রীপতিপ্রসাদ ঘোষ।

আমের পোকা

(সাবোর কৃষিকলেজের শ্রীযুক্ত উৎপল সরকার মহাশয়ের লিখিত)

আমগাছের শত্রু স্বরূপ অনেক প্রকার কীট আছে। কোন কোন পোকা পাতা খায়, কোন কোন পোকা ডাল কিম্বা গুঁড়িতে ছিদ্র করিয়া গাছের ভিতরে ঢুকে ও গাছে সুরঙ্গ করে, কোন কোন পোকা শুঁড় দিয়া, নূতন পাতা, কসী কিংবা মুকুলের রস টানিয়া খায়, আবার কোন কোন পোকা ফলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ফলের রসাল অংশ খাইয়া ফেলে ; ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত জাতীয় পোকাই আমের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকারী। ইহারা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়—একদল পোকা আমের কাঁচা অবস্থায়, আর একদল পোকা আমের পাকা অবস্থায় ফলটিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কোন কোন গাছে ইহাদের আক্রমণ এমন সাংঘাতিক হয় যে আক্রান্ত গাছে দুই চারিটিও ভাল ফল পাওয়া যায় না। প্রায়ই দেখা যায়, অনেক ভাল ভাল আমের গাছ, এই পোকার আক্রমণে একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই পোকার বিনাশ সাধন সর্ব্বতোভাবেই প্রয়োজন। একটি গাছেও যখন ইহার প্রথম আক্রমণ পরিলক্ষিত হইবে, তৎক্ষণাৎ সেই গাছের সমস্ত পোকাকে যে প্রকারেই হউক, মারিয়া ফেলিতে হইবে, নচেৎ ক্রমে এক গাছ হইতে অন্য গাছেও ইহাদের বিস্তার ঘটে, এবং পরিশেষে পোকার বিনাশ সাধন প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে উল্লিখিত উভয় প্রকার অনিষ্টকারী পোকার বিবরণ ও প্রতিকারোপায় প্রদত্ত হইল।

ভোঁ পোকা

অনিষ্টের প্রকৃতি

এই ভোঁ পোকা কাঁচা আমের রসাল অংশে ও বীচিতে সুড়ঙ্গ করিয়া খাইতে থাকে, ও ফলটিকে একেবারে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলে। এই পোকায় আক্রান্ত কোন ফল কাটিলেই ফলের অভ্যন্তরস্থ পোকা ভোঁ করিয়া উড়িয়া যায়। সম্ভবতঃ এই জন্যই ইহার নাম ভোঁ পোকা রাখা হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ আমের দিনেই জন্মে, এবং কাঁচা ফল আক্রমণ করে।

খাদ্য

ইহারা শুধু কাঁচা আম খাইয়াই জীবন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের আর কোন খাদ্য দ্রব্য নাই।

জীবনী কথা

পোকা দেখিতে অনেকটা ছাই অথবা বাদামী রংএর। প্রায় ⅓ ইঞ্চি লম্বা ও বেশী মোটা। ইহার একটি বেশ সুস্পষ্ট শুঁড় আছে। স্ত্রী-পোকা সাধারণতঃ ছোট কাঁচা আমের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট পোকা বাহির হইবামাত্রই ইহারা আমের উপরি ভাগে ছোট ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই সূক্ষ্ম ছিদ্র, আমের বৃদ্ধির

সঙ্গে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বুজিয়া যায়। সুতরাং ফলের বহিরাবরণে কিছুমাত্র দাগ থাকে না। ছোট পোকা ভিতরে প্রবেশ করিয়া ফলের রসাল ভাগ ও বীচি খাইতে খাইতে যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন ভিতরে "গুটী পাকাইতে" আরম্ভ করে। পোকাটি কিছুদিন এই গুটি অবস্থায় রহিয়া পূর্ণবয়স্ক হয়; এবং পরে আমের গা কাটিয়া বাহির হইয়া আসে। বাহিরে আসিয়া উহারা সেই গাছের বাকলে কিম্বা "ফাটলে" লুকাইয়া থাকে—অনেক সময় ইহারা গাছের নীচে মাটিতেও অদৃশ্যভাবে রহে। এইরূপ গুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া ইহারা ফলের কোনরূপ অনিষ্ট করে না। পোকাগুলি পরবর্ত্তী আমের কাল পর্য্যন্ত লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে। গাছে আবার ছোট ছোট আম ধরিলেই ইহারা গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া কচি আমে ডিম পাড়ে। এই পোকার আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে, ইহারা একই গাছকে প্রত্যেকবার আক্রমণ করিয়া থাকে।

প্রতিকারোপায়

১। যে গাছের ফল প্রথমেই আক্রান্ত হইবে সেই ডাল উত্তমরূপে কেরোসিন তৈল ও সাবান মিশ্রিত জলে ধুইয়া দিতে হইবে।

২। গাছের চারিদিগের জমী কোদলাইয়া জল দিবে। ইহাতে সকল গুটিই মরিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

৩। আক্রান্ত ফলগুলি সতর্কতার সহিত কুড়াইয়া লইয়া মাটির নীচে পুতিয়া ফেলিবে।

আমের মাছি

অনিষ্টের প্রকৃতি

অনেক সময় পাকা আম কাটিলে তাহার ভিতরে ছোট ছোট সাদা কীট কিল্‌বিল্‌ করিতেছে দেখা যায়; ইহারাই আমের মাছির বাচ্চা। আমের মাছি আমের ভিতরকার রসাল ভাগ খাইয়া থাকে। আম পাকিবার সময় ইহারা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে।

আমের মাছির খাদ্য

আমের মাছিরা আম এবং পিচফলও খাইয়া থাকে।

জীবনী কথা

এই মাছি দেখিতে অনেকটা বাদামী রংয়ের। ইহাদের গায়ে কাল ও হলদে দাগ আছে; এবং ইহারা সাধারণ মাছির মতই বড় হয়। স্ত্রী মাছি পাকা আমের চোঁচার বা ছালের নীচে ডিম পাড়ে। এই ডিম পাড়িতে আমের গায়ে সুক্ষ্ম ছিদ্র হয়; তাহা চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে বুজিয়া যায়। দুই তিন দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট কীড়া হয় এবং ভিতরের আমের রসাল ভাগে সুরঙ্গ করিয়া খাইতে থাকে। ১০।১২ দিনের মধ্যেই কীড়া পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ইহারা আমের গা কাটিয়া বাহির হইয়াই মাটিতে পড়িয়া যায়, ও আপনার শরীরের চতুর্দ্দিকে গুটি প্রস্তুত করিতে থাকে। গুটি অবস্থায় সপ্তাহ কাল রহে, এবং তৎপরে মাছিরূপে বাহির হইয়া আসে।

পোকার উপদ্রব হ্রাসের উপায়

১। ট্যাঙ্গেল ফুট কাগজ লেবুর তৈলে সিক্ত করিয়া গাছের কাছে টাঙ্গাইয়া রাখিলে পুং-মাছি ইহার গন্ধে আকৃষ্ট হয়। তখন ইহাদিগকে অনায়াসে ধরিয়া মারিয়া ফেলা যায়। এই কার্য্যের জন্য চৈত্র বৈশাখ মাসই প্রশস্ত কাল।

২। গাছের চারিদিকে জমী ভালরূপ চষিয়া পোকার সমুদয় গুটি নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত।

৩। যে সকল আম আক্রান্ত হইয়া গাছে আছে কিম্বা তলায় পড়িয়া গিয়াছে, সে গুলিকে অতি সতর্কতা সহকারে সংকার ও নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রথম আক্রান্ত ফলগুলি যেন কোন ক্রমেই বাদ না পড়ে।

বিভিন্ন দেশের কৃষিসংবাদ

১৯২৬-২৭ সনে আসামে সরিষার অবস্থা

আসামে সরিষার অবস্থা মোটের উপর ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন স্থানে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হওয়ায় সরিষার কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

১৯২৬-২৭ সনে পাঞ্জাবে তৈল বীজের অবস্থা

পাঞ্জাবে অত্যন্ত কুয়াসা হওয়ায় এবং সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় তৈল-বীজের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে যে পরিমাণে তৈল-বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল, এ বৎসরে সে পরিমাণ শস্য তো পাওয়া যাইবেই না, উপরন্তু গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে শস্যের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া যাইবে।

১৯২৬-২৭ সনে বাংলাদেশে সরিষা ও তিসির অবস্থা

ডিসেম্বর মাসের শেষ ও জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে বৃষ্টি হওয়ায় বাংলাদেশে কয়েকটী জেলায় সরিষা ও তিসির অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর তিসি কম উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯২৬-২৭ সনে যুক্তপ্রদেশে তিসির অবস্থা

শীতকালে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং অত্যন্ত শীত পড়ায় যুক্তপ্রদেশে তিসি ভাল উৎপন্ন হয় নাই।

বাংলায় সরিষা ও মসিনার অবস্থা

সারা বাংলাদেশে মোট ৭৫৮০০০ একর জমীতে সরিষা ও মসিনার আবাদ হইয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর ৭৬০০০০ একর জমীতে সরিষা ও মসিনা বোনা হইয়াছিল! প্রথম প্রথম সরিষার অবস্থা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু শেষে জলের অভাব সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে, খুবই অনুভূত হইয়াছিল। যাহা হউক, ডিসেম্বরের শেষে ও জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে বৃষ্টি হওয়ায় ফসলের খুবই উপকার হইয়াছিল। কয়েকটী জেলায় অতিরিক্ত বৃষ্টি ও পতঙ্গের উৎপাতে শস্যের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মোটের উপর শস্যের অবস্থা এবার আশাপ্রদ ও সন্তোষজনক।

বিহার ও উড়িষ্যার সরিষা ও মসিনার অবস্থা

সারা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে মোট ৭২৮০০০ একর জমীতে সরিষা ও মসিনার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর খুব কম জমীতে আবাদ হইয়াছে। এইরূপ কম জমীতে আবাদ হওয়ার প্রধান কারণ,সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টি না হওয়া ও পাটের চাষ বাড়াইয়া দেওয়া। উড়িষ্যা, গয়া, ভাগলপুর, হাজারীবাগ, সাহাবাদ ও পূর্ণিয়ার সর্ব্বত্র প্রথমতঃ আবহাওয়ার অবস্থা ভালই ছিল। উড়িষ্যা ও চম্পারণ ব্যতীত ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সর্ব্বত্রই বৃষ্টি একটু অধিক হইয়াছিল। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসেও বৃষ্টির অবস্থা ভালই ছিল। বর্ত্তমানে উড়িষ্যা ব্যতীত সর্ব্বত্রই ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ।

আসামের সরিষা ও মসিনার অবস্থা

সমস্ত আসাম প্রদেশে মোট ৩৪৭০০০ একর জমীতে সরিষা ও মসিনার আবাদ হইয়াছে। অক্টোবর মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার জন্য সময়ে জমীতে লাঙ্গল দেওয়া হয় নাই এবং বীজও ঠিক্ সময়ে বপন করা হয় নাই। কিন্তু চারাগুলি একটু বাড়িয়া উঠিলে, আবহাওয়ার অবস্থা ভালই ছিল। শস্য পাকিবার সময় বৃষ্টি হওয়ায় কোন ফসলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। পোকা ও শিলা-বৃষ্টির জন্য শস্যের ক্ষতি হইয়াছে এমন সংবাদও কয়েকটী স্থান হইতে আসিয়াছে। এ বৎসর অনুমান ৬৬০০০ টন সরিষা ও মসিনা পাওয়া যাইবে। কিন্তু গত বৎসর ৭৪০০০ টন পাওয়া গিয়াছিল। যাঁহারা এই সকল জিনিষের আড়তদারী বা বাঁদী কারবার করেন তাঁহারা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

১৯২৬-২৭ সনের সরিষা মসিনা ও তিলের পূর্ব্বাভাস

মসিনা ও সরিষার বিবরণ

প্রদেশের নাম	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	বৃদ্ধি চিহ্ন+হ্রাস চিহ্ন—
	একর।	একর।	একর।
যুক্ত প্রদেশ	১৪৩০০০	১৩০০০০	+১৩০০০
পাঞ্জাব	৮৩১০০০	৮৮০০০০	—৪৩০০০
বাংলা দেশ	৭৫৮০০০	৭৩০০০০	+২৮০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৭২৮০০০	৭৪৮০০০	—২০০০০
আসাম	৩৪৭০০০	৩৫৮০০০	—১১০০০
বোম্বে	২১৩০০০	১৭৬০০০	+৩৭০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯৯০০০	২২০০০০	—১২২০০০
দিল্লী	৩০০০	৫০০০	—২০০০

বরদা	২১০০০	১১০০০	+১০০০০
রাজপুতনা	৪৫০০০	৪৫০০০	
হায়দ্রাবাদ	৭০০০	১০০০০	—৩০০০
মোট—	৩২০০০০০	৩৩১৩০০০	—১১৩০০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	১১৮৪০০০	১২৩৯০০০	—৫৫০০০
যুক্ত প্রদেশ	৩৭৯০০০	৪২৪০০০	—৪৫০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৬৪২০০০	৬৮৭০০০	—৪৫০০০
বোম্বে	১০২০০০	১১৯০০০	—১৭০০০
বাংলা দেশ	১২৮০০০	১৩৪০০০	—৬০০০
পাঞ্জাব	৩০০০০	৩১০০০	—২০০০
কোটা (রাজপুতনা)	৩৮০০০	১০৫০০০	—৬৭০০০
মোট	২৭২৩০০০	২৯১৮০০০	—১৯৫০০০

১৯২৬-২৭ সনে আসামে সরিষা ও মসিনার শেষ বিবরণী

আসামে অক্টোবর মাসে অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় জমীতে সময়ে লাঙ্গল দেওয়া হয় নাই, এবং বীজও ঠিক সময়ে বপন করা হয় নাই। চারাগুলি একটু বাড়িয়া উঠিলে জলবায়ুর অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু ফসল পাকিবার সময় বৃষ্টি হওয়ায় স্থানে স্থানে ফসলের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। কোন কোন স্থানে পোকার উৎপাত ও শিলাবৃষ্টির জন্য অনেক শস্য লোকসান হইয়াছে।

আসামে মোট ৩৪৭২০০ একর জমীতে মসিনা ও সরিষার আবাদ হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর ঐ স্থলে ৩৫৮৩০০ একর জমীতে আবাদ হইয়াছিল।

১৯২৬-২৭ সনের গমের দ্বিতীয় বিবরণী

কাশ্মীর ব্যতীত সারা ভারতে মোট ও ১১৯৪০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে। এ বৎসর গমের অবস্থা বেশ ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে। কোন্ প্রদেশে কত একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে তাহার একটী তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রদেশের নাম	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	বৃদ্ধি চিহ্ন+হ্রাস চিহ্ন—
	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ
পাঞ্জাব	১০৭০৮০০০	১০৪৩১০০০	+২৭৭০০০
যুক্ত প্রদেশ	৬৯৪৪০০০	৭২৪৯০০০	—৩০৫০০৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৭৪৩০০০	৩৫৩৬০১০	+২০৭০০০
বোম্বাই	১৯৯৪০০০	১৫৮৭০০০	+৪০৭০০০

বিহার ও উড়িষ্যা	১১৭২০০০	১১৬০০০০	+১২০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১০২৬০০০	১০৪৩০০০	—১৭০০০
বাংলা দেশ	১২৯০০০	১৩১০০০	—২০০০
দিল্লী	৪২০০০	৪০০০০	+২০০০
আজমীর-মারওয়াড়	১৩০০০	৫০০০	+৮০০০
মধ্য ভারত	২২০০০০০	১৬৭৯০০০	+৫২১০০০
গোয়ালিয়র	১৩৬১০০০	১১৬৯০০০	+১৯২০০০
রাজপুতানা	৯৯৪০০০	৮০০০০০	+১৯৪০০০
হায়দ্রাবাদ	৭৮৮০০০	৮২৬০০০	—৩৮০০০
বরদা	৬৭০০০	৫২০০০	+১৫০০০
মহীশূর	৩০০০	৩০০০	
মোট	৩১১৮৪০০	২৯৭১১০০	+১৪৭৩০০০

শস্যের পূর্ব্বাভাস—১৯২৬-২৭

শস্য	স্থানের নাম	আনুমানিক একর।	১৯২৫-২৬ সনের মোট হিসাব।	আনুমানিক ফলন
পাট—(শেষ)	বাঙ্গালাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম	৩৬৩০০০০	৩১১৫০০০	১০৮৮৯০০০
তুলা—(তৃতীয়)	সমস্ত তুলার আবাদের স্থান	২৪০০০০০০	২৭৯৬০০০০	৫১০২০০০
আক(দ্বিতীয়)—	যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালাদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, দিল্লী ও বরদা।	২৭৮৩০০০	২৬৪৮০০০	এখনও পাওয়া যায় নাই।
তিল (শেষ)—	যুক্তপ্রদেশ, বর্ম্মা, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালাদেশ, পাঞ্জাব, আজমীর, হায়দ্রাবাদ, বরদা, কোটা।	৪৫৩৩০০০	৪৯৮০০০০	৩৫৮০০০
চীনাবাদাম(দ্বিতীয়)—	মান্দ্রাজ, বর্ম্মা, বোম্বাই।	৩২০২০০০	৩৮৮৬০০০	এখনও পাওয়া যায় নাই।
নীল—(শেষ)	মান্দ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, বাঙ্গালা ও সিন্ধুদেশ।	১০০৪০০	১৩৪৮০০	২০১০০

চাউল	বাঙ্গালাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বর্ম্মা, মান্দ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, বম্বে ও সিন্ধুপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, বরদা।	৭৬৬৩২০০০	৮১৪৬১০ ০	এখনও পাওয়া যায় নাই।
সরিষা(প্রথম)—	যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বাঙ্গালাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম ও বোম্বাই, দিল্লী, বরদা, হায়দ্রাবাদ, আলওয়ার।	৩০৮৫০০০	৫৫৯২০০০	এখনও পাওয়া যায় নাই।
মসিনা(প্রথম)—	যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বিহার ও উড়িষ্যা, বম্বে, বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ।	২৭৩৪০০০	৩৫৭২০০০	এখনও পাওয়া যায় নাই।
তুলা—(শেষ)	যে সমস্ত স্থানে তুলার আবাদ হয়, সেই সকল স্থান।	২৫০০০০০০	২৭৯৬০০০০	৫১০২০০০
চিনি –(দ্বিতীয়)	যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, বাঙ্গালাদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, দিল্লী ও বরদা।	২৭৮৩০০০	২৬৪৮০০০	এখনও পাওয়া যায় নাই।

খয়ের প্রস্তুতের উপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(ইউরোপ ও আমেরিকা প্রত্যাগত মিঃ এস্, এম্, বসু, এম-এস্-সি লিখিত)

খয়েরের কষায় গুণ দুইটী বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেঃ—

(১) Catechu-tannin অর্থাৎ "খয়ের-কষায়ীন নামক একটী অত্যন্ত কষায় পদার্থ। ইহার রং সাধারণতঃ গাঢ় কটা। জলে গুলিলে লালচে, ঠাণ্ডা জলে ইহা দ্রব হয়।

(২) Catechu অর্থাৎ "খয়েরীন" নামক একটী দানাদার কষায় ও ঈষৎ মিষ্ট স্বাদযুক্ত পদার্থ। ইহার রং অনেকটা ধূসর বর্ণ বা ঈষৎ রঙ্গীন। ইহা ঠাণ্ডা জলে দ্রব হয় না, কিন্তু ফুটন্ত জলে দ্রব হয়। নানাপ্রকার খয়েরের মধ্যে এই দুইটী পদার্থ তাহাদের গুণানুসারে অল্প বা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে খয়ের কাপড় রং করা, চামড়া তৈয়ারী বা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সব কাজে যে খয়েরের মধ্যে খয়ের কষায়ীন একটু বেশী আছে তাহাই ব্যবহার করা প্রশস্ত। যে খয়ের চামড়া তৈয়ারীতে ব্যবহার করা হইবে, তাহাতে খয়েরীন (catechu) না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাম্বুল বিলাসীগণ যে খয়ের বেশী পছন্দ করেন ও যাহা সাধারণতঃ বাজারে বেশী দামে বিক্রী হয় ও অপেক্ষাকৃত কম রঙ্গীন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে যথেষ্ট 'খয়েরলীন' আছে। এবং অধিকাংশ কম দামের ও কাল রং এর খয়েরে 'খয়ের কষায়ীন, catechu-tannin এর ভাগই বেশী। যে খয়েরে খয়েরীন যত বেশী তাহা তত পাতলা রংএর হয় ও দেখা গিয়াছে তাম্বুল-বিলাসীগণেরও তাহা তত প্রিয় হয়। আর যাহাতে খয়ের কষায়ীন বেশী তাহার রং তত কাল।

খয়েরীন গরম জলে মিশিয়া যায়, কিন্তু ঠাণ্ডা জলে মোটেই মিশে না বলিলে হয়। আবার খয়ের কষায়ীন ঠাণ্ডা জলে সম্পূর্ণ গলিয়া যায়। ইহাদের এই বিভিন্ন গুণ থাকায় ইহাদের পৃথক করা অনেকটা সহজসাধ্য। নিম্নলিখিত উপায়ে ইহা সহজে করা যাইতে পারে—খয়ের কাঠের ঘন রসকে চারি পাঁচ দিন রাখিয়া দিয়া তাহার ভিতরের খয়েরীন দানা বাঁধিলে তাহাতে কিছু ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া ছাঁকিয়া লইলেই অধিকাংশ দানাদার খয়েরীন কাপড়ে থাকিয়া যাইবে। পরে জল মিশ্রিত রসকে আবার জ্বাল দিয়া গাঢ় করিয়া খয়ের করিলে তাহাতে খয়ের কষায়ীনের ভাগই বেশী থাকিবে। এই দুইটী বস্তু পৃথক করিয়া বিক্রয় করাই বিজ্ঞান সম্মত

খয়েরীন সহজেই কষায়ীনে (tannin) পরিবর্ত্তিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে জ্বাল দেওয়ার সময় বা শুকাইবার সময় খয়েরীন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং শতকরা ৩২ ভাগ কমিয়া যায়।

কয়েকটী ভারতীয় খয়েরের বিশ্লেষণ

—ইহা কলিকাতা যাদুঘরের রসায়ণ শালায় (Laboratory) পরীক্ষিত হইয়াছে। এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ

নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কিন্তু মোটামুটি ভাবে ঠিক।

	জল	কষায়ীন	খয়েরীন
কুমায়ুন (১)	১২.০	৪২.৯	৩৩.০
„ (২)	১৪.১	৩৯.১	৪০.৮
সুরাট (বোম্বাই)	১৪.০	৩৭.০	১৬.০
ভিলিয়া (যুক্ত প্রদেশ)	৯.৭	১৭.৩	১.৭
জনকপুরী ১ম শ্রেণী	১৩.০	৪০.৭	১৬.৮
মান্দ্রাজ	১২.৫	৪৫.৫	৫.৬
পেগু	১০.৫	৪৪.২	৬.৮
পাপড়ী খয়ের (মালয়)	১১.৪	২৭.৭	৩০.০

কোন কোন খয়ের গাছ কাটিবার সময় তাহার ভিতরের কাঠে এক প্রকার সাদা পদার্থ দেখা যায়। এই কাঠ হইতে অধিক পরিমাণে খয়েরীন পাওয়া যায় ও সাদা পদার্থ সম্ভবতঃ প্রকৃতিজাত বিশুদ্ধ খয়েরীন। এই প্রকার গাছ অযোধ্যার জঙ্গলেই বেশী দেখা যায়। গুজরাটে এই গাছ পাওয়া যায় ও সেখানকার খয়ের প্রস্তুতকারী ভীলগণ গাছের কাঠের মধ্যে অনেক সময় একটী ছোট গর্ত্ত করিয়া পরীক্ষা করিয়া লয়।

খয়েরের ভেজাল

এই ভেজাল যে কতটা ইচ্ছাকৃত এবং কতটা অসাবধানতার সহিত প্রস্তুতের নিমিত্ত, তাহা বলা যায় না।

ভারতবর্ষীয় প্রস্তুত খয়েরের নমুনায় শতকরা ২৫টীতে ভেজাল পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশীয় খয়েরের নমুনায় শতকরা ৮.৮টীতে ভেজাল পাওয়া যায়। এই ভেজাল সাধারণতঃ ছাই কিম্বা মাটী।

ভেজাল বাহির করিবার উপায়

১ অথবা ২ গ্রাম পরিমাণ খয়েরের সুক্ষ্ম পাউডার কতকটা উৎকৃষ্ট সুরাসারে (rectified spirit 90 per cent) ২৪ ঘণ্টা আন্দাজ সময় ভিজাইয়া রাখ ও মধ্যে মধ্যে বেশ করিয়া ঝাঁকিয়া দাও। পরে ফিল্‌টার কাগজে ছাঁকিয়া লও এবং ধোয়া সুরাসার রং শূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত ধুইয়া লও। ফিল্টার কাগজে যাহা বাকী থাকিবে তাহাই ভেজাল। এই খয়ের গলা সুরাসার সম্পূর্ণ ভাবে শুকাইলে যে ওজন খয়ের পাওয়া যাইবে তাহা spirit extract. Br. Pharmacopœa মতে খয়ের হইতে ৬০ হইতে ৭০ per cent spirit extract থাকা দরকার।

খয়ের প্রস্তুতের উন্নত উপায়

পূর্ব্বে বর্ণিত বিষয়গুলি হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে ভারতীয় খয়ের অত্যন্ত অসাবধানতার সহিত প্রস্তুত হইয়া থাকে, ও সেজন্য অনেক খয়ের লোকসান হয়। নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে ইহার অনেক উন্নতি ও ভারতে খয়ের প্রস্তুত আরও লাভজনক হইবে।

(১)

সরকারী পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে খয়ের কাঠ ছোট ছোট টুকরায় না কাটিয়া তাহা যদি ছুঁতারের যন্ত্র দ্বারা চাঁছিয়া লওয়া হয়, তবে এই চাঁছা হইতে অতি সহজে ও বেশী পরিমাণে খয়ের পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রস্তুত খয়েরে বেশীর ভাগ খয়ের কষায়ীন ও খয়েরীনও পাওয়া গিয়াছে এবং গুণেও তাহা উৎকৃষ্ট। ডাক্তার লেদার পরীক্ষা দ্বারা এই ফল পাইয়াছিলেন :—

খয়ের কাঠের বিভিন্ন অবস্থা	আধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া শতকরা খয়ের প্রাপ্তি
ছোট ছোট টুকরা কাঠ (প্রচলিত প্রণালীর)	৩.৮ per cent
করাতে কাটা গুঁড়া	১২.০ per cent
চাঁছা কাঠ	১৫.১ per cent

এই চাঁছা কাঠ ব্যবহার করিলে ২০ ভাগ জলের স্থলে, ১০ ভাগ বা আরও কম জলই যথেষ্ট (ভাবর জঙ্গলে ও অন্য অনেক স্থানে জলের বিশেষ অভাব)। দশ ভাগ জল ও এক ভাগ চাঁছা কাঠ সব খয়ের বাহির করিবার জন্য যথেষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রচলিত প্রণালীতে কাঠ প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা কি আরও বেশী সময় সিদ্ধ করা হয়। কিন্তু চাঁছা কাঠ হইতে, আধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিলেই, সব খয়ের বাহির হইয়া যায়। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে খয়ের কাঠ চাঁছিয়া ব্যবহার করিলে কত সুবিধা হয় ও খরচ কত কম হয়। আরও, এই উপায়ে খয়ের করিলে তাহা অল্প সময় সিদ্ধ করার দরুণ প্রথম শ্রেণীর খয়ের হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে খয়ের রসের কতক অংশ খয়েরীন রস সিদ্ধ ও জ্বাল দেওয়ার সময় কষায়ীনে (tannin) পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই নূতন উপায়ে অল্প সময় সিদ্ধ করিতে হয় বলিয়া খুব অল্প পরিমাণ খয়েরীন নষ্ট হইবে। বেশী সিদ্ধ করিলে খয়েরের রংও কাল হইয়া যায়। এই খয়ের হইতে 'খয়েরীন' ও খয়ের কষায়ীন প্রস্তুত করিলে তাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইবে ও অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যে বিক্রীত হইবে।

দিনাজপুরের খয়েব প্রস্তুত প্রণালীতে দেখা গিয়াছে যে সেখানে খয়ের কাঠের টুকরাগুলিকে ঢেঁকিতে ছেঁচিয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে সিদ্ধ করিবার সময়ও সেখানে অপেক্ষাকৃত কম লাগে। ইহাকেও কতকটা উন্নত ও সহজসাধ্য উপায় বলা যাইতে পারে। যেখানে কাঠ চাঁছা সম্ভবপর নহে বা অত্যন্ত খরচসাধ্য সেখানে ঢেঁকিতে ছেঁচিয়া লইলে অনেকটা সুবিধা হইবে। সেখানে পাপড়ী খয়ের (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত পাতলা রং এর) প্রস্তুত হয় বলিয়াও জানা আছে। আমার বিশ্বাস ইহার কারণ, যে কাঠ ছেঁচিয়া লইলে অনেকটা অল্প সময়ে কাঠের খয়ের বাহির হইয়া আসে ও সেই রসের মধ্যস্থিত খয়েরীন অপেক্ষাকৃত অল্প সময় সিদ্ধ হয় বলিয়া তত বেশী পরিমাণে কাল রং এর কষায়ীনে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এই খয়েরে তাই খয়েরীনের অংশ বেশী থাকে ও সেজন্যই ইহার রং অপেক্ষাকৃত পাতলা। বর্ত্তমান খয়ের প্রণালীতে প্রস্তুত ছোট টুকরা কাঠে অনেক খয়ের থাকিয়া যায় ও তাহা সমস্ত বাহির করা যায় না। এ টুকরা কাঠগুলি ছেঁচিয়া লইলে আরও অল্প সময় সিদ্ধ করিয়া কিছু বেশী পরিমাণ খয়ের ইহা হইতে বাহির করা যাইবে। Bark Disinteputer নামক যন্ত্রেও এই ছোট টুকরা কাঠগুলি ছেঁচিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঢেঁকি দ্বারা অনেকটা সেই কাজ কিন্তু অতি সস্তায় করা যাইতে পারে। যদি খয়ের খুব ছোট ছোট টুকরা (যথা ½ ইঞ্চি পরিমাণ) কাটা যায় তবে তাহা হইতে ছেঁচা অপেক্ষাও ভাল ফল পাওয়া যাইবে। ইহা করিতে কলের আবশ্যক ও এই কল আমেরিকায় পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং চাঁছা ও ঢেঁকি দ্বারা ছেঁচা—এই দুইটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(২)

বলা বাহুল্য চাঁছার সুবিধা থাকিলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়। চাঁছিবার কলও পাওয়া যায় কিন্তু তাহাও ব্যয়সাধ্য। যেখানে মজুর সস্তা সেখানে হাতে চাঁছা চলিতে পারে। কার্য্য-বিস্তৃতির সহিত কল ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পানে খাবার খয়েরে খয়েরীন বেশী থাকে। এইজন্য তাহা রংএও পাতলা হয়। বাজারে সাধারণতঃ রং দেখিয়াই খয়েরের বিচার হয়। পাতলা রং এর খয়েরের দামও বেশী। কুমায়ুনের খয়ের বাজারে সব চেয়ে বেশী দামে বিক্রী হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহা ৩০৲।৩২৲ টাকা মণ ছিল।

অন্য খয়ের তখন ১১৲ হইতে ২৫৲ মণ ছিল। পূর্ব্বে দেখিয়াছি এই কুমায়ুনের খয়েরে খয়েরীন সব খয়েরের চেয়ে বেশী। সুতরাং আমাদের সমস্যা হইতেছে যে খয়েরে যত খয়েরীন থাকিবে সে খয়েরে ততই লাভ; কিন্তু খয়ের রস জ্বাল দিবার সময় অনেক খয়েরীন কষায়ীনে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাই যত কম জ্বাল দেওয়া যায় ততই ভাল। জ্বাল না দিয়া অন্য সহজ উপায়ে যদি জল শুকান যায়, তবে খয়েরীন অনেক বাঁচিয়া যায় ও খয়েরও ভাল ও বেশী মূল্যের হয়। দিনাজপুরে ঘন রস যে ছাইয়ের উপর কাপড় বিছাইয়া ঢালা হয় তাহার কোন রাসায়নিক ফল আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। খুব সম্ভবত: ইহার ফল এই হয় যে, সেই ছাই রসের জলীয় অংশ শীঘ্রই শুষিয়া লয় ও খয়েরের অংশ কাপড়ের উপরেই থাকিয়া যায়। এজন্যও রসকে বেশী সিদ্ধ করিয়া বেশী গাঢ় করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহাতে খয়েরীনও কতক বাঁচিয়া যায় এবং এই জন্য এই খয়েরে খয়েরীন পরিমাণে বেশী থাকার কথা। এই প্রণালীটাও জল শুষিবার একটী সহজ উপায় এবং পাশ্চাত্য দেশে কোন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়। ছাইয়ের বদলে পরিষ্কৃত বালু ব্যবহার করা হয়। আমি যে অনুমান করিলাম এই পথে একটু অনুসন্ধান করিলেই কেহ এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারেন। যদি ছাই [illegible] অন্য কোন উপকার না হয়, তবে [illegible] বালুর উপর মোটা কাপড় বিছাইয়া উক্তরূপে রসের অতিরিক্ত জল শুষিয়া লইলে উপায়টী যে উন্নত হইবে ও খয়েরও যে রংএ পাতলা ও গুণে ভাল হইবে ইহা আমার বিশ্বাস। যাঁহারা খয়ের বিষয়ে কিছু করিতে চান তাঁহারা এবিষয়টী অবশ্যই পরীক্ষা করিবেন। এবিষয়ে সরকারী রিপোর্টে কোন বিশেষ খবর পাইলাম না এবং বিষয়টি সম্ভবতঃ অনুসন্ধান করা হয় নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের জঙ্গল বিভাগ হইতে দেরাদুনের কলেজে মিঃ পূরণ সিং কর্ত্তৃক খয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করায় ফলাফল একটী রিপোর্টে কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে রিপোর্টটী out of print হওয়ায় আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, ও এজন্য তাহাতে প্রকাশিত ফলাফলের বিষয় কিছু লিখিতে পারিলাম না। নাম দেখিয়া বোধ হয় তাহাতে বিশুদ্ধ খয়েরীন প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

(৩)
লোহার পাত্র অনিষ্টকর

খয়ের জ্বাল দিতে লোহার কড়াই ব্যবহার করা উচিত নহে। পিত্তল বা তামার পাত্রই ব্যবহার করা প্রশস্ত, অভাবে সুলভ মাটীর হাঁড়ী বা পাত্র অতি উত্তম। খয়ের রসের কষায়ীন লোহার সহিত মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার কাল সবুজ রংএর পদার্থ হয়। এজন্যই অনেক খয়ের অত্যন্ত কাল রংএর হইয়া যায়। এই লোহার পাত্র ব্যবহার করার জন্য অনেক ভাল খয়েরও কাল রং বলিয়া কম মূল্যে বিক্রী হয়। যেই খয়ের অন্য নির্দ্দোষ পাত্রে তৈয়ার হইলে তাহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে। কারণ বাজারে সাধারণতঃ রং দ্বারাই গুণাগুণ যাচাই করা হয়।

(৪)
গুজরাটের প্রণালী হইতে শিক্ষণীয় বিষয়

গুজরাটের খয়ের প্রস্তুত প্রণালীতে দেখা গিয়াছে যে রসগুলি খুব গাঢ় করিয়া জ্বাল দেওয়া হয় না। কিন্তু কম্বলের সাহায্যে তাহা বারে বারে নিংড়াইয়া রাখিয়া দিলে খয়ের জল হইতে পৃথক হইয়া যায়।

ইহা কেন হয় তাহার কারণ জানিতে পারি নাই। ইহা অনুসন্ধান করার উপযুক্ত বিষয়। এই প্রণালী টাতেও করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ নিংড়াইবার সময় বাতাসের অম্লজানের (oxygen) সহিত মিশিয়া খয়ের এমন অবস্থাপন্ন হয় যে তাহা পরে জল হইতে পৃথক হইয়া যায়। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে ইহা হইতে একটি নূতন ও কার্য্যকরী তথ্য পাওয়া যাইবে। খয়েরের রসকে বেশী জ্বাল না দিয়া জল পৃথক করিবার ইহাও একটি সহজ উপায় হইবে। কিন্তু খয়েরের ইহাতে কি অবস্থা হয় তাহা জানা দরকার। পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে সুরাট (গুজরাট) খয়ের উচ্চশ্রেণীর বলা যাইতে পারে। আশা করি, যাঁহাদের সুযোগ আছে, তাঁহারা কেহ বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ও ফলাফল প্রকাশ করিবেন।

আর একটি কথা এখানে বলা দরকার। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন জাতীয় কষায়ীন (tannin) জলে সিদ্ধ করিবার সময় যখন সেই জলীয় রসে শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ মোট দ্রব পদার্থ হয়, তখন অধিকাংশ কষায়ীন জল হইতে পৃথক হইয়া যায় ও তাহা ছাকিয়া লওয়া যায়। ইহাও এই পৃথক হইবার কারণ হইতে পারে।

গুজরাট হইতে আর একটি বিষয় জানা যাই-তেছে। সেখানে গাছগুলি সমূলে না কাটিয়া তাহার ডালগুলি কাটা হয় ও তাহা হইতেই খয়ের প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু অনেক স্থানে সমূলেও গাছ কাটা হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এই ডালের খয়ের কোন শ্রেণীর, কি মূল্যের ও কি পরিমাণে পাওয়া যায়, ডাল কাটাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় কিনা ও কয় বৎসর অন্তর এই ডাল কাটা চলিতে পারে? এবিষয়ে কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ডাল কাটাতে যদি গাছের সবিশেষ ক্ষতি না হয় ও ডাল হইতে যদি উত্তম শ্রেণীর খয়ের পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ কিছু কম হইলেও, ইহাকেও একটি উন্নত উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহা পরীক্ষা করিয়া অবলম্বন করা উচিত। প্রত্যেক দুই এক বৎসর অন্তর একই গাছ হইতে ফসলের মত এইরূপ খয়ের পাওয়া যে কত বড় সুবিধা তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই। কাটাকুটির খরচও ইহাতে অনেক সংক্ষেপ হইবে। মালয় উপদ্বীপের খয়ের এক প্রকার গাছের পাতা ও কচি ডাল হইতে তৈয়ার হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহা গুণেও অতি উৎকৃষ্ট—ভারতের উৎকৃষ্ট খয়েরের প্রায় সমতুল্য। সুতরাং বিষয়টি একেবারে অসম্ভব না হইতে পারে।

(৫)

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, খয়েরীন (Catechu) গরম জলেই দ্রব হয়, ঠাণ্ডা জলে নহে। আবার খয়ের-কষায়ীন (Catechu-tannin) ঠাণ্ডা জলে সম্পূর্ণ দ্রব হয়। এই গুণের সাহায্যে খয়ের কাঠ হইতে সহজ উপায়ে এই দুইটী আবশ্যকীয় বস্তু পৃথক ভাবে বাহির করিবার উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাও আমার অনুমান মাত্র, কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই,—এখনও নাই। কিন্তু অনুমান হইলেও ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন গাছের ছাল হইতে কষায়ীন বাহির করিবার জন্য অনেকটা এই উপায় অনুসৃত হয়। এখন উপায়টির বিষয় বলি:—খয়েরের কাঠ চাঁছা বা ঢেঁকিতে ভাল করিয়া ছেঁচা ছোট টুকরা কাঠ ঠাণ্ডা জলে ভিজাইলে তাহা হইতে ক্রমে অধিকাংশ খয়ের কষায়ীন চুয়াইয়া বাহির করিয়া লওয়া যায়। পরে এই টুকরা কাঠ জলে সিদ্ধ

করিলে তাহা হইতে খয়েরীন বাহির করা যাইবে। এই উপায়টি কতদূর কার্য্যোপযোগী হইবে তাহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক, কারণ মোটের উপর এ উপায়টীও সহজ ও ইহাতে খরচও কমিবে ও খয়েরীন ও খয়ের কষায়ীন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাইবে। খয়ের কষায়ীন চুয়াইবার জল যাহাতে অতিরিক্ত না হয় ও জলের দ্রবণীয় শক্তি যাহাতে সম্পূর্ণ ব্যবহারে আসে সে জন্য ৭।৮টী পাত্রের আবশ্যক। এই পাত্রগুলি মাটীর নাদ, কাঠের বাকেট বা তাম্রের হইতে পারে এবং গোল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহা সিঁড়ির ধাপে ধাপে রাখিতে হইবে যাহাতে এক পাত্রের জল চুয়াইয়া অন্য পাত্রে পড়িতে পারে— যাহাতে এই চুয়ান জল যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই অধিকতর দ্রবণীয় পদার্থের (এখানে খয়ের কষায়ীন) সম্মুখীন হইতে পারে ও অবশেষে যথাসাধ্য দ্রব পদার্থ লইয়া বাহির হইতে পারে। পাত্র ইহা হইতে বেশী সংখ্যা ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা পরীক্ষার উপর নির্ভর করিবে। ১নং পাত্রে যখন নূতন জল দেওয়া যাইবে তখন সেই পাত্রের খয়ের কষায়ীন বেশী পরিমাণে জলে দ্রব হইবে এবং তাহা নূতন জল পাইতে থাকিবে বলিয়া তাহা সর্ব্বাগ্রে খয়ের কষায়ীন শূন্য হইবে। যখন ১ম পাত্র হইতে আর খয়ের কষায়ীন পাওয়া যাইতেছে না দেখা যাইবে তখন এই পাত্রটী উঠাইয়া চুয়ান কাষ্ঠ খণ্ডগুলি অন্যস্থানে রাখিয়া তাহাতে নূতন কাষ্ঠখণ্ড ভরিয়া এই পাত্রটী শেষ ধাপে রাখিতে হইবে (অর্থাৎ যদি আটটী পাত্র থাকে তবে ইহা ৮ম পাত্র হইবে) ও ২য় পাত্রটি এখনকার ১ম পাত্র হইবে। ৩য়টি ২য় হইবে, ৪টি ৩য় হইবে ইত্যাদি। দ্বিতীয় বারের প্রথম পাত্রটি এখন নূতন জল পাইয়া শীঘ্রই কষায়ীন শূন্য হইলে তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপে ভরিয়া অষ্টম স্থানে রাখিতে হইবে। প্রথম বারের ৩য় পাত্র এখন ১ম পাত্র হইবে। এইরূপে কাজ চলিতে থাকিবে ও এই উপায়ে ঠাণ্ডা জলে দ্রবণীয় সমস্ত খয়ের কষায়ীন সহজে ও অপেক্ষাকৃত অল্প জলে দ্রব হইবে।

ক—জলের চৌবাচ্ছা
১,২,৩, ইত্যাদি—পাত্রের সংখ্যা
খ—ছিদ্রযুক্ত ঢাকনা
গ—বাঁশের নল
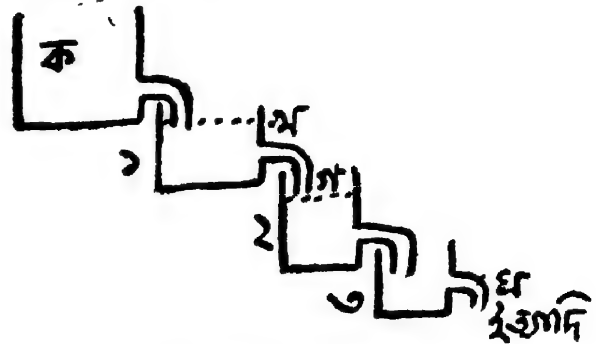
কাজ আরম্ভ করিবার সময় ১ম পাত্রটি টুকরা কাঠের উপর পর্য্যন্ত জলে ভরিয়া লওয়া আবশ্যক। ও সমস্ত কাঠ বেশ করিয়া ভিজিলে অনেক সুবিধা প্রথম প্রথম হইবে এবং প্রথম পাত্রটিতে জল একটু বেশী থাকা দরকার। এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে জল পড়িবার জন্য পাত্রের তলার কাছে একটি বাঁশের সরু নল লাগাইলেই হইবে। জল যাহাতে পাত্রের এক যায়গায় না পড়িয়া বিস্তৃত ভাবে পড়িতে পারে, সে জন্য প্রত্যেক পাত্রের উপরে একটি ছিদ্র যুক্ত কাঠের ঢাকনা রাখা আবশ্যক। সর্ব্বশেষের পাত্র হইতে যে জল চুয়াইয়া পড়িবে, তাহা একটি শূন্য পাত্রে ভরিতে হইবে ও এই জল যথাসম্ভব খয়ের কষায়ীনে পূর্ণ থাকিবে। ইহা জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া ও পূর্ব্বে উক্ত কোন উপায়ে আরও জলশূন্য করিয়া খয়ের কষায়ীন করা যাইতে পারে।

ইহার পরে চুয়ান টুকরা কাঠগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে খয়েরীন বাহির করা যাইতে

পারে এবং ইহা কতকটা ঘন করিয়া ঠাণ্ডা হইতে দিলেই খয়েরীন জল হইতে পৃথক হইয়া যাইবে ও তখন ছাঁকিয়া লইলেই চলিবে। এই সিদ্ধ জলে খুব সম্ভবতঃ কতক পরিমাণ খয়ের কষায়ীনও থাকিবে; কারণ ঠাণ্ডা জলে যাহা দ্রব হইতে পারে নাই, তাহা এই সিদ্ধ করার দরুণ কাঠ হইতে বাহির হইয়া যাইবে। খয়েরীন ছাঁকিয়া লইবার পর এই জলে যদি যথেষ্ট খয়ের কষায়ীন পাওয়া যায় তবে তাহা কিছু ঘন করিয়া পুর্ব্বের ঘন খয়ের কষায়ীনের রসের সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে। এই প্রণালীতে কাঠের টুকরা গুলি গুঁড়া, ভাল করিয়া ছেঁচা বা পাতলা চাঁছা অবস্থায় থাকা দরকার।

(৬)

খয়ের রস হইতে খয়েরীন পৃথক করিতে হইলে তাহা প্রথমে কাপড়ে ছাঁকিয়া পরে filter press এ চাপিয়া তাহা হইতে বাকি রস সহজে বাহির করিয়া লওয়া যায়। শুকাইবার জন্য কেবল চারিদিক খোলা ঘরে বাতাসে শুকানই প্রশস্ত।

বাজারের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও নামের খয়ের বর্ণনা

পেস্ত খয়ের

রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা চালান হয়। ইহার রং অনেকটা গভীর কটা-লাল এবং ভাঙ্গিলে চকচকে দেখায়। ইহাতে খয়ের কষায়ীন যথেষ্ট ও খয়েরীন নামমাত্র।

জনকপুরী খয়ের

ইহা বাঙ্গলা ও বিহারের পাতলা রংএর খয়ের। ইহা মজঃফরপুর ও নেপালতরাই ছাড়া গয়া, ছাপড়া ও হাজারিবাগেও প্রস্তুত হয় এবং সাধারণতঃ পাটনা হইতে কলিকাতা চালান হয়। কবিরাজগণ ইহা ঔষধে যথেষ্ট ব্যবহার করেন। মাড়ওয়ারী ও বাঙ্গালী তাম্বুলবিলাসীগণের ইহা অতিপ্রিয়। ইহাতে যথেষ্ট খয়েরীন আছে, ও ভাঙ্গিলে খয়েরীনের ছোট ছোট পাতলা পাত দেখা যায়। খয়েরীন অপেক্ষা খয়ের কষায়ীন ইহাতে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ থাকে।

তেলা বা তিলিয়া খয়ের

সাধারণ কাল রংএর খয়ের। ইহাও পাটনা হইতে আসে। ইহা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রস্তুত হয়। বুন্দেলখণ্ডে ও নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্যে ইহা যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। রং খুব কাল ও ভাঙ্গিলে চকচকে দেখায়। ইহাই বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা খয়ের। ইহাতে খয়ের কষায়ীনও পরিমাণে কম, খয়েরীন নামমাত্র, ইহার অধিকাংশই বাজে অকেজো পদার্থে পূর্ণ।

কুমায়ুনী খয়ের

ইহা জনকপুরী খয়ের হইতেও পাতলা রংএর। ইহাতে অল্প পরিমাণ খয়ের কষায়ীন আছে ও বেশীর ভাগই খয়েরীন। ইহার মূল্যও বেশী; প্রতিমণ প্রায় ৩০।৩৪৲। (১৯০৬)

কাণপুরী খয়ের

ইহাও একপ্রকার কুমায়ুনী খয়ের, কেবল আকার ভিন্ন। রং একটু ফিকা গোলাপী আভাযুক্ত। ভাঙ্গিলে খয়েরীনের ছোট ছোট পাত দেখা যায়। মূল্য প্রতিমণ ৩১।৩২ টাকা। (১৯০৬)

ছানা মাখন খয়ের

ইহাই কুমায়ুনের উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ খয়ের। রং কাণপুরী অপেক্ষাও পাতলা। ইহাই কাশীর বিখ্যাত পানের খিলিতে ব্যবহৃত হয়। উহা কেবল পানেই ব্যবহার করা হয়। ইহাই বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্যের খয়ের। ইহাতে খয়েরীনের অংশ খুব বেশী। খয়ের কষায়ীন অল্প। মূল্য প্রতিমণ ৩৫।৪০ টাকা।

গাম্বিয়ার

সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতায় আমদানী হয়। রংএর জন্য ও পান খাইবার জন্য ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয় ও বাঙ্গলা দেশের, বিশেষতঃ কলিকাতার বাজার

হইতে দেশীয় খয়েরকে ইহা অনেক পরিমাণে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহা পাপড়ী, গাটা, গুটী বা বাক্সের খয়ের নামে পরিচিত। ইহা ছোট ছোট খণ্ডে আসে ও রং পাতলা। ইহাতেই যথেষ্ট খয়েরীন আছে। খয়ের কষায়ীনও প্রায় খয়েরীনের সমতুল্য পরিমাণে থাকে। পাতলা রং এর খয়েরের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। ইহারই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খয়ের ব্যবসায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

খয়েরের বড় বড় বাজার

কলিকাতা, বোম্বাই, কাণপুর, পাটনা, মান্দ্রাজ রেঙ্গুন।

কয়েক প্রকার খয়েরের মূল্য (১৯১১)

দক্ষিণ কানাড়া (মান্দ্রাজ)	২১৲ মণ
কাণপুর	১৫৲—২০৲ মণ
লক্ষ্ণৌ	২৫৲ মণ
বুন্দেলখণ্ড	১৫৲—২০৲ মণ
সম্বলপুর	১০৲ মণ
ভামো (ব্রহ্ম)	১৮৲—২০৲ মণ
প্রোম „	২০৲ মণ
জনকপুরী	২৭৲—২৮৲ মণ (১৯০৬)

খয়ের ও গাম্বীয়র

খয়ের ও গাম্বীয়র শিল্পে বা ঔষধে একই কাজের জন্ম ব্যবহৃত হয়। গাম্বীয়র মালয় উপদ্বীপে ১৭৫০ খ্রীঃ হইতে প্রস্তুত আরম্ভ হয় ও এখন ইহা নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহে ও সুদুর প্রাচ্য খণ্ড হইতে ভারতীয় খয়েরকে এক প্রকার নির্ব্বাসিত করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশেও ইহার অত্যন্ত আধিপত্য এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের বাজারেও স্থান লাভ করিয়াছে। কেবল তাহা নয়, সুদুর পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও ইহা ভারতীয় খয়েরের স্থান গ্রহণ করিতেছে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ফার্ম্মাকোপীয়া ১৯০০ সাল হইতে ভারতীয় খয়েরের পরিবর্ত্তে গাম্বীয়র মঞ্জুর করিয়াছে এবং এখন তাহার আমদানীর পরিমাণ ভারতীয় খয়ের অপেক্ষা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে ও ভারতীয় খয়েরের আমদানী ক্রমেই কমিতেছে। অথচ উক্ত বৎসরের পূর্ব্বে বহুকাল পর্য্যন্ত ফার্ম্মাকোপীয়াতে ভারতীয় খয়েরই মঞ্জুর ছিল এবং অন্যান্য শিল্পেও বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কারণ নাই। উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে ভারতীয় খয়ের গুণে আরও উৎকৃষ্ট হইতে পারে, মূল্যেও অনেক সস্তা হইতে পারে ও খয়ের প্রস্তুত পরিমাণেও বাড়িতে পারে। অধ্যাপক হামেলের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে খয়ের কষায়ীন ও খয়েরীন উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে রংএর জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। চামড়া প্রস্তুত করিতেও খয়ের কষায়ীন উপযুক্ত ও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; এজন্য আবার খয়েরীন অনুপযুক্ত।

ঔষধেও ভারতের খয়ের কোন কোন স্থলে এখনও বিদেশে অনেক ব্যবহৃত হয়। ভারতের খয়েরে বিশেষ ব্রহ্মদেশের খয়েরে উচ্চ শ্রেণীর খয়েরে কষায়ীন বেশী থাকে ও কোন কোন শিল্পে এজন্য ইহা আদরের সহিত ব্যবহৃত হয়। খয়েরীন পানে খাইবার জন্য ভারতেই বেশী মূল্যে বিক্রয় হয় ও তাহাতেই যথেষ্ট লাভ হয়। ইহা আরও সস্তা ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইলে বিদেশে চালান দেওয়া সহজ হইবে। দেশেই ইহার যথেষ্ট বিস্তৃতির ক্ষেত্র রহিয়াছে। সুতরাং বিদেশে ভারতীয় খয়েরের ব্যবহার একেবারে বিনষ্ট হইবে না ; কিন্তু আমাদের সাবধান হওয়া আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে ?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি-মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

মুর্শিদাবাদ

পূর্ব্বে এখানকার কতকগুলি ব্যবসায়ীদিগের নাম পাঠাইয়াছিলাম। অদ্য অবশিষ্ট ব্যবসায়ীগণের নাম পাঠাইয়া তালিকা সমাপ্ত করিলাম।

দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য,
স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্প ব্যবসায়ী,
পোষ্ট খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

সোলেমান এণ্ড কোং,
ষ্টিল ট্রাঙ্ক প্রস্তুতকারক,
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

মধুসূদন সাহা,
মটকার বস্ত্রাদি বিক্রেতা,
পোঃ ইস্লামপুর—চক, মুর্শিদাবাদ

মহেশচন্দ্র গুঁই;
মটকার বস্ত্রাদি বিক্রেতা;
পোঃ ইস্লামপুর—চক, মুর্শিদাবাদ

সেন এণ্ড সরকার,
গরদের কাপড় বিক্রেতা,
পোঃ জিয়াগঞ্জ, বালুচর, মুর্শিদাবাদ

গোবিন্দ চন্দ্র ধর,
বস্ত্র ও খাগড়াই কাঁসার বাসন ব্যবসায়ী,
পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কৃষ্ণকিঙ্কর পরামাণিক,
রেশম স্তুতার ব্যবসায়ী,
পোঃ সোলপাড়া, মুর্শিদাবাদ

গোলাম হোসেন থারিক,
পোঃ জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

রেশম স্তুতার ব্যবসায়ী। ইঁহারই কলিকাতা, উল্টাডিঙ্গীতে বোম্বাই ও পার্শি সাড়ী তৈয়ারীর কারখানা আছে; এই কলের জন্য এখান হইতে স্তুতা তৈয়ার করিয়া কলিকাতার কলে চালান গিয়া কাপড় বুনন হয়।

সীতারাম মদন গোপাল,
রেশম স্তুতার ব্যবসায়ী,
পোঃ বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

রামচন্দ্র সালমটে,
রেশম স্তুতার ব্যবসায়ী,
পোঃ বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

প্রতাপচন্দ্র ভদ্র,
রেশম স্তুতার ব্যবসায়ী,
পোঃ বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

মনিরুদ্দি মণ্ডল,
রেশম স্তুতার ব্যবসায়ী,
পোঃ বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরী,
পাট, তুলা ও রবিখন্দের মহাজন,
পোঃ ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ

মৃগেন্দ্রলাল চৌধুরী,
পাট ও খন্দাদির মহাজন,
পোঃ ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ

সখা এণ্ড কোং,
গুড় ও মশলার দোকান
পোঃ ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ

বিনীত—
শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সরকার।

কটক

বালুবাজার

মনোহারী ও ষ্টেশনারী

১। আলতাল খাঁ।
মুখ ধোয়া তামাকের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।
২। সেখ পীর মহম্মদ।
৩। সেখ গরীব উল্লা।
৪। আবদুল মজিদ।
৫। আবদুল রহমান।
৬। ফকির খাঁ।

স্বর্ণকার (জুয়েলারস)

১। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায়।
ইঁহার জামা ইত্যাদি কাটা কাপড়ের দোকান আছে।
২। ,, প্রমথ সাহু।
৩। ,, রাধামোহন সাহু।

এলোপ্যাথী ঔষধালয়

১। ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স, ড্রগিষ্ট হল,
প্রঃ—শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২। বানার্জি'শ মেডিকেল হল,
প্রঃ—শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বানার্জি।
৩। ইম্পিরিয়েল মেডিকেল হল,
প্রঃ—শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সাহু।

হোমিওপ্যাথী ঔষধালয়

১। শ্রীযুত প্রভাত চন্দ্র বসু।
২। ,, উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।
৩। ,, সুরেন্দ্র নাথ সেন।

কবিরাজী ঔষধালয়

১। ৺সারদাপ্রসাদ দাস কবিরঞ্জন,
পরিচালক—শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর সেন।
২। শ্রীযুত নলিনীমোহন রায়।
৩। ,, দ্বারকানাথ সেন গুপ্ত।

হাকিমী ঔষধালয়

১। হাকিম শ্রীযুত আবদুল রহমান।

জামা ইত্যাদি কাটা কাপড়ের দোকান

১। শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী গুহ,
সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ঔষধও আছে।
২। বিন্দুমাধব সেনগুপ্ত।

স্বদেশী কাপড়ের দোকান

১। শ্রীযুত সারদাপ্রসাদ চৌধুরী।
চাউল, ডাউল ইত্যাদি ভূষি মালও আছে,

মসলার দোকান

১। রঘুনাথ রায়, তমসুক রায় (মাড়োয়ারী)
২। ভুনী বিশ্বাস ঐ
৩। ভকতরাম, শুকদেব। ঐ

বেণে মসলার দোকান

১। লক্ষ্মণ বেহারা।
২। কার্ত্তিক লাহা।
৩। সৈয়দ মুবিন।

বাজীকরের দোকান

১। শঙ্কর দাস।
২। কার্ত্তিকচন্দ্র ভকত।

বারুদ, গুলি, রং, লোহার জিনিস

১। হাজি আবদুল মজিদ।

পুস্তকালয়

১। বি, বি, মুখার্জি,

২। গোবিন্দচন্দ্র রায়—অনেক উড়িয়া পুস্তক প্রণেতা।

৩। মদন সাহু—রঙ্গীন কাগজ

৪। ভাগবৎ পুস্তকালয়

প্রঃ—ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, ষ্টার অফ্ উৎকল সম্পাদক।

ব্যাঙ্ক

১। কটক ব্যাঙ্ক লিমিটেড্।

প্রেস

১। অরুণোদয় প্রেস।

প্রঃ—ভাগবৎ প্রসাদ দাঁ—সঙ্গে পুস্তকের দোকান।

২। উৎকল সাহিত্য প্রেস।

প্রঃ—বিশ্বনাথ কর—উৎকল সাহিত্য মাসিক পত্রিকা সম্পাদক।

ময়রার দোকান (মিষ্টান্ন)

১। ভোলানাথ নন্দ।

২। সুদর্শন সত্রিকা।

৩। রাধু সাহু।

৪। গোপী সাহু।

৫। কালীন্দি সাহু।

কাবুলী ফলের দোকান

১। আগা খাঁ।

দেশীয় ফল ও শাকসব্জীর দোকান

১। চৈতন পাণ্ডা।

২। মোহন পাণ্ডা।

৩। গঙ্গাধর পাণি।

একসাইজ ভাণ্ডার

১। কৃষ্ণচন্দ্র পালিত।

কটক সহর এবং উড়িষ্যার নানাস্থানে ইঁহাদের কারবার আছে। চৌধুরী বাজারে কাপড়ের দোকান আছে।

২। নগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি।

জুতা প্রস্তুতকারক

১। উড়িষ্যা বুট ফ্যাক্টরী,

প্রঃ—কৃষ্ণচন্দ্র পালিত। ঐ

ঘড়ি মেরামত ও বিক্রয়কারী

১। অভয় চন্দ্র দাস।

২। বরাল ব্রাদার্স।

৩। সেখ আজিজ উল্লা।

গ্রামোফোন এজেন্ট

১। কে, বি, মুখার্জি।

লোহার জিনিষ ও মনোহারী

১। মদন পাটরা।

মাথা তামাকের দোকান

১। সুরেন্দ্র চন্দ্র সরকার।

নয়া সড়ক

কাপড়ের দোকান

১। রামচন্দ্র, কিষণলাল—বিদ্যাভূষণ প্রেস বাঙ্গাবাজার অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

২। দাদুরাম, কানাইয়ালাল।

৩। রামচন্দ্র, রামগোপাল।

৪। বুদ্দিচাঁদ, রামলাল।

৫। [illegible]নীদাস, গণেশদাস—বেণেতী মশলার আড়তদার।

৬। সেরমল, প্রাণসুক।

৭। নোপরাম, রামগোলাম—নানাবিধ মশলার আড়তদার

৮। শিউকরণ, হবিবকৃস্।

৯। হরদেও দাস, রামপ্রসাদ—বেণেতী কারবারও আছে।

১০। দেবীদত্ত, মোহাথীলাল। ঐ

১১। ভূধর মল, শিবদত্ত রায়।

১২। শ্রীরাম, দীপচাঁদ।

১৩। রামদয়াল, ছবিচাঁদ।

১৪। ঠাকুরাম, ভদ্দরমল।

১৫। ঈশ্বর দাস, বাণেশ্বর।

১৬। ঈশ্বর দাস, প্রেমরাজ।

১৭। রামভীলাল, জানকীদাস—নানাবিধ জিনিষের আড়তদার।

১৮। জয় নারায়ণ, ভীকরাজ।

১৯। দাতারাম, জগন্নাথ—বেণেতী জিনিষের আড়তদার

২০। গণেশদাস, কান্নুরাম—মসলা এবং স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতিরও দোকান আছে।

২১। দত্তলাল, মহাঙ্গীলাল ঐ

২২। পুরণমল, হেমনবকৃস্ ঐ

২৩। ডেঙ্গসীদাস, শিবলাল ঐ

কেবল স্থানীয় প্রস্তুত কাপড়ের দোকান

১। রঘুনাথ বেহারা।

ষ্টেশনারী ও জামা ইত্যাদির দোকান

১। রজনীকান্ত বিশ্বাস।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১। সুধাসিন্ধু ঔষধালয়
প্রঃ—হরিকৃষ্ণ মিত্র।

২। বালুকেশ্বর আচার্য্য ভীষকরত্ন।

৩। গদ নিগ্রহ ধন্বন্তরী ঔষধালয়
প্রঃ—হরেকৃষ্ণ দাস।

৪। বিপদবন্ধু ঔষধালয়
প্রঃ—বালকৃষ্ণ দাস।

পুস্তকালয়

১। চন্দ্রোদয় পুস্তকালয়
প্রঃ—হরেকৃষ্ণ দাস।

বেণে মসলা ও কাগজ

১। অর্জ্জুন দাস

বাঙ্গাবাজার

প্রেস

১। বিদ্যাভূষণ প্রেস,
প্রঃ—রামচন্দ্র কিষণলাল।

২। এডওয়ার্ড প্রেস,
প্রঃ—সুকদেব রাম।

চৌধুরী বাজার

কাপড়ের দোকান

কেবল মান্দ্রাজী কাপড়

১। আকশী সামিয়া তেলেঙ্গা

২। তুতিকা সাপানা

৩। এড়া স্বামী

৪। তুতিকা সামমা

৫। কৃপাসিন্ধু সাহু——দেশীয় কাপড়

৬। নারায়ণ চন্দ্র সেন————ঐ

কেবল উড়িষ্যার তাঁতের কাপড়

১। মদন সাহু

২। গোপাল

৩। ভোলানাথ, রঘুনাথ

৪। দাশু পুষ্ট ঐ

কেবল বিলাতী কাপড়

১। ঈশ্বর লাল পরোয়ার
২। নরসিং দাস জানকীরাম
৩। হংসরাম সুখীরাম
৪। রাখালচন্দ্র চৌধুরী
৫। লছীরাম ধনরাজ
৬। ঘাসীরাম ভোলানাথ
৭। ইচ্ছারাম দ্বারিকানাথ
৮। কৃষ্ণচন্দ্র পালিত—একসাইজ ভেণ্ডার

ঘড়ি বিক্রয় ও মেরামত

১। যাদুমণি দাস।

মনোহারী ও স্টেশনারী

১। যমুনা দাস শ্রীনিবাস
২। বিলাসীরাম বালকুমার
৩। শিবনারায়ণ হনুমান বক্স
৪। গোলক নায়েক এণ্ড কোং
প্রাঃ—গোলকচন্দ্র নায়েক।
৫। রহমত উল্লা
৬। জনার্দ্দন মল্লিক

আটা, ময়দা, ঘৃত ইত্যাদি

১। শ্রীসদাই দলাই
২। দানাই মল্লিক।

চাউল ডাইল ইত্যাদি

১। পদ্ম দে, কৃষ্ণ দে।
২। বংশীধর নাহা।
৩। সূর্য্যমণি নাহা।

বেণের দোকান

১। চৈতন সাহু—গুদামওয়ালা।
২। হরি মহান্তি।
৩। মদন পাণ্ডা।
৪। নিত্যানন্দ পাণিগ্রাহী।

হরিদ্রা, মরিচ, (লঙ্কা) ঘৃত ইত্যাদির আড়ত

১। পি, সন্ন্যাসী
২। ডি সুবর্ণ
৩। ভকত রাম, গণপৎ
৪। ইচ্ছারাম

কাঁসা, পিতলের প্রস্তুত জিনিষের দোকান

১। জগুলাল চান্দুলাল।
২। হিরালাল পরোয়ার।
৩। দয়াচাঁদ পরোয়ার।
৪। ছাতুলাল পরোয়ার।
৫। জগু সাহু।

এলিউমিনামের বাসন

১। ছাডিয়া (তেলেঙ্গা)।

কাবুলি ফলের দোকান

১। গুলাই মিঞা।

ময়রা (মিষ্টান্ন) দোকান

১। রাম সাহু।
২। গোপাল সাহু।
৩। বনমালী দালাই।

মাথা তামাক

১। গোবিন্দ চন্দ্র বানার্জ্জি।

প্রেস

১। মুকুল প্রেস
প্রাঃ—ব্রজসুন্দর দাস।

বক্সী বাজার

মনোহারী দোকান

১। বেল মোরিয়া এণ্ড ব্রাদার্স।
২। বিজয়প্রসাদ ভকত ও
রঘুনন্দন প্রসাদ ভকত।

৩। দাউদ খাঁ সাহেব।

৪। মিসার আলি এণ্ড সন্স

প্রঃ—আবদুল জলীল মিঞা।

চাউল, ডাইল ইত্যাদি

১। ফকিরচরণ সাহু।

২। বাঞ্ছানিধি সাহু।

৩। অনাদি সাহু।

৪। সাউটি সাহু।

৫। পদন সাহু, (টিম্বার মার্চ্চেণ্ট)।

৬। গন্ধর্ব্ব সাহু।

৭। গোবিন্দ সাহু।

৮। হরি সাহু।

৯। সত্যানন্দ সাহু।

১০। বাইধর সাহু।

১১। বটকৃষ্ণ সাহু।

১২। অর্জ্জুন সাহু।

১৩। ভজী সাহু।

১৪। নাথ সাহু।

১৫। লোকনাথ সাহু।

চিনি, ময়দা, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি

১। গোবিন্দ সাহু।

২। বিদ্যাধর সাহু।

৩। মাগুলি সাহু।

স্বর্ণকার (জুয়েলারস্‌)

১। গোবিন্দ পৃষ্টি এণ্ড কোং

প্রঃ—গোবিন্দ পৃষ্টি।

২। কপিলেশ্বর সাহু এণ্ড কোং

প্রঃ—কপিলেশ্বর সাহু।

এলোপ্যাথিক ঔষধালয়

১। মানগোবিন্দ সাহু।

২। নন্দলাল মহাপাত্র।

টিম্বার মার্চ্চেণ্ট

১। পদন সাহু,

(চাউল ডাইলের কারবারও আছে)।

সোডা ওয়াটার কল

১। ইস্‌মাইল মিঞা।

প্রেস

১। The Union Printing Works,

প্রঃ—পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল।

চামড়া ও হাড়

১। মহম্মদ আবদুল মাদক।

কাঠের প্রস্তুত জিনিষ

১। জগু মহারাণা।

২। যোগী মহারাণা।

৩। রথী মহারাণা।

৪। বাবু মহারাণা।

মৎস্য ব্যবসায়ী

১। পুণাই বেহারা।

২। পাড়, বেহারা

ইহারা মহানদীর পাট্টা নিয়া মৎস্য ধরে। ইহাদের নিকট হইতে সমস্ত সহরের ধীবরগণ মৎস্য খরিদ করতঃ বিক্রয় করে।

চাউলের গুদামওয়ালা

১। জান্নুহোসেন।

চাউলিয়াগঞ্জ

১। কটক টেনারী

প্রঃ—অনারেবল মধুসূদন দাস।

এখানে ইঞ্জিনচালিত মেসিনে দেশীয় প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চামড়া পাকা করা হয়, এবং বুট, সু, ব্যাগ ইত্যাদি নানাবিধ চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত হয়।

মধুবাবুর বাজার

১। উড়িষ্যা আর্টওয়ার,

প্রঃ—অনারেবল মধুসূদন দাস।

এখানে স্বর্ণ, রৌপ্যের নানাবিধ সুন্দর জিনিষ ও অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

তুষ, ভুষী

(কিউ—১১) দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা কলিকাতা ও বোম্বাই প্রদেশে তুষ, ভুষি ক্রয় করেন, তাঁহাদের সন্ধান করিতেছেন। (T. J. 28 IV)

কেওলিন্ মাটী

(কিউ—১২) সিংহভূমের জনৈক ব্যবসায়ী কেওলিন্ মাটী ক্রেতাদের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 28 IV)

নারিকেলের ছোবড়া, মাদুর ইত্যাদি।

(কিউ—১৩) কুইন্স্ল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী নারিকেলের ছোবড়া ও মাদুর রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 28 IV)

কার্পেট ও কম্বল

(কিউ—১৪) কুইন্স্ল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী কার্পেট ও কম্বল রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 28 IV)

চট ও কাপড়ের টুকরা

(কিউ—১৫) সুইডেনের জনৈক ব্যবসায়ী চট্ ও কাপড়ের টুকরা রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 28 IV)

শ্বেত শিমুল

(কিউ—১৬) কুইনস্ল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী শ্বেত শিমূল রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 28 IV)

মূল্যবান পাথর

(কিউ—১৭) জার্ম্মানীর জনৈক ব্যবসায়ী মূল্যবান পাথরের রপ্তানিকারকদিগের, বিশেষতঃ যাঁহারা বর্ম্মা রুবী, হীরক, জহরৎ ও সিংহলের নীলকান্তমণি রপ্তানি করেন, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 28 IV

পাঞ্জাবী চটিজুতা

(কিউ—১৮) কুইন্স্ল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী পাঞ্জাবী চটিজুতা রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 28 IV)

সরিসৃপের চামড়া

(কিউ—১৯) কুইন্স্ল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী সরিস্থপের চামড়া রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 28 IV)

রেশমের দ্রব্য

(কিউ—২০) কুইন্স্ল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী রেশমের দ্রব্য রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 28 IV)

জরীর ফুল দেওয়া রেশমী কাপড়

(কিউ—২১) কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী, জরীর ফুল দেওয়া রেশমী কাপড় রপ্তানিকারক-সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 28 IV)

নারিকেলের দড়ি

(কিউ—২২) বিহার ও উড়িষ্যার জনৈক দড়ি ব্যবসায়ী, দক্ষিণ ভারতে নারিকেলের দড়ি রপ্তানি-কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 5 V)

মধু

(কিউ—২৩) স্থানীয় জনৈক সংবাদদাতা কলিকাতায় যাঁহারা মধু ক্রয় করেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 5 V)

সাবান ও সোডা

(কিউ—২৪) স্থানীয় জনৈক সংবাদদাতা নানাবিধ সাবান (যথা—মেসিনারী সোপ, বার সোপ ও ফিস্ অইল সোপ ইত্যাদি) অথবা সোডা রপ্তানি কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 5 V

চা, কফি ইত্যাদি

(কিউ—২৫) নিউজিল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা কলিকাতা হইতে বিদেশে চা, কফি, চট্ ও কাপড় রপ্তানি করেন ও যাঁহাদের নিউজিল্যাণ্ডে এই মাল কাটতির জন্য কোন এজেণ্ট নাই, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 5 V)

গোসাপ ঘড়িয়াল ও কুমীরের চামড়া

(কিউ—২৬) মান্দ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী এই সকল চামড়া ক্রেতাদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 12 V)

মুঞ্জ ঘাস

(কিউ—২৭) বোম্বের জনৈক ব্যবসায়ী মুঞ্জ ঘাস সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 12 V)

কাল মরিচ

(কিউ—২৮) তুর্কীর জনৈক ব্যবসায়ী, বোম্বাই প্রদেশ হইতে যাঁহারা বিদেশে কাল মরিচ রপ্তানি করেন ও যাঁহাদের তুর্কীতে কোন এজেণ্ট নাই তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 12 V)

পাট

(কিউ—২৯) স্পেনের জনৈক ব্যবসায়ী বিদেশে পাট রপ্তানিকারকদিগের এজেণ্ট হইতে চাহেন।

(T. J. 12 V)

গম ও ময়দা

(কিউ—৩০) ইতালীর জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গম ও ময়দা রপ্তানি-করেন তাঁহাদের এজেণ্ট হইতে চাহেন।

(T. J. 12 V)

সাবান ও ক্রিষ্টাল সোডা

(কিউ—৩১) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী, নানাবিধ সাবান (যেমন—সপ্ট সোপ, বার সোপ, ফিস্-অইল সোপ ইত্যাদি) ও ক্রিষ্টাল সোডা ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 1_V)

ছাগলের চামড়া

(কিউ—৩২) লণ্ডনের জনৈক ব্যবসায়ী অমৃতসর হইতে যাঁহারা বিদেশে ছাগলের চামড়া রপ্তানি করেন ও যুক্তরাজ্যে যাঁহাদের এজেণ্ট নাই, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 19 V)

চট ও কাপড়

(কিউ—৩৩) ক্যালিফরনিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী চট্ ও কাপড়ের রপ্তানিকারকদিগের এজেণ্ট হইতে চাহেন। (T. J. 19 V)

চায়ের বিবরণ

কলিকাতায় নীলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল

১৯২৬—২৭ সাল

স্থানের নাম	সেল নম্বর ৩০ ১১ই জানুয়ারী কত প্যাকেট	সেল নং ৩০ ১১ই জানুয়ারী পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	৯৫১৫	৷৷৴১১ পাই।
কাছাড়	৩০৭০	৷৷৵৭ ,,
শ্রীহট্ট	২৭৪১	৷৷৵৯ ,,
দার্জ্জিলিং	১৫৩১	১৲৩ পাই।
ডুয়ার্স	১০২৯৯	৷৷৴১ ,,
তেরাজ	১৯৯২	৷৷৵৫ ,,
ত্রিপুরা	১৬৪	৷৷৪ ,,
চট্টগ্রাম	৩৪৭	৷৷৬ ,,
ছোট নাগপুর	১০৯	৸৵৭ ,,
কুমায়ুন ও কাংগ্রা	...	... ...
দেরাদুন	...	... ...
নেপাল	১১৯	।৵৬
মোট—	৩০২৮৭	৷৷৴২

১৯২৬—২৭।

স্থানের নাম	সেল নং ৩১ প্যাকেট	১৮ই জানুয়ারী পাউণ্ডের গড় পড়তা মূল্য কত
আসাম	৯৩০৫	৷৷৴১ পাই
কাছাড়	৩৪২৯	৷৷৵৪ ,,
শ্রীহট্ট	৩০০২	৷৷৵৭ ,,
দার্জ্জিলিং	৮৭০	৸৶৫ ,,
ডুয়ার্স	১০০৭৪	৷৷৶৯ ,,

তেরাজ	১১৬১	॥/১ ,,
ত্রিপুরা	৫০	/৮ ,,
চট্টগ্রাম	২২৫	।৶৮ ,,
ছোট নাগপুর	১৮৫	৵/৪ ,,
কুমায়ুন ও কাংগ্রা	...	...
দেরাদুন	৮৪	১/০
নেপাল	...	...
মোট—	২৮৩৮৫	॥৵৭ পাই।

১৯২৬—২৭ সন।

স্থানের নাম	সেল নং ৩২ প্যাকেট	২৫শে জানুয়ারী পাউণ্ডের পড়তা মূল্য
আসাম	৮৮৮৪	॥৶৬ পাই।
কাছাড়	৩৬৭৯	॥/৪ ,,
শ্রীহট্ট	২৯৬৭	॥/৩ ,,
দার্জ্জিলিং	৪৭৮	৵/৫ ,,
ডুয়ার্স	৯২৯১	॥/১১ ,,
তেরাজ	১১৯২	॥৫ ,,
ত্রিপুরা	৩৩৩	॥৫ ,,
চট্টগ্রাম	৫৭৯	॥/১ ,,
ছোট নাগপুর	৪৩	৸৶৫ ,,
কুমায়ুন ও কাংগ্রা	...	...
দেরাদুন	...	...
নেপাল	...	...
মোট—	২৭৪৪৬	॥৶৩ পাই।

গো-সেবা

গোয়াল

গোয়াল ঘর সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও খট্‌খটে রাখা উচিত। ইহার মধ্যে বা নিকটে যেন কোনরূপ আবর্জ্জনা স্তুপীকৃত হইয়া না থাকে। গোয়াল ঘর কোঠা হইলে কি অন্ততঃ মেঝেটা সিমেণ্ট করা হইলেই ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র দেশে যেখানে গৃহস্থেরই ভিটায় একখানি ইট খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর, সেখানে সকলেই গো-মহিষ থাকিবার জন্য কোঠা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবে, এমন আশা পোষণ করা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। তবে মেটে ঘরও শুষ্ক এবং পরিষ্কার রাখা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন গোয়াল ঘরে বেশ বাতাস খেলে এবং মেঝে সর্ব্বদাই খট্‌খটে থাকে। গোয়াল ঘরের মেঝে গড়ানে হওয়া উচিত, তাহাতে গরুর চোণা পড়িলেই গড়াইয়া বাহির হইয়া যায় বলিয়া ঘরটা কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠে না।

হিন্দুরা গরুকে দেবতা বলিয়া মানে। কাজেই গরুর ঘরকেও দেবতার মন্দিরের মত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করিয়া রাখা উচিত।

সেবা

যদি অবসর থাকে তাহা হইলে গৃহস্থের স্বয়ংই গো-সেবার সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করা উচিত। মাহিনা করা চাকরের তাহার উপর আদৌ মমত্ব বোধ জন্মিবেনা; কাজেই তাহার নিকট প্রাণঢালা সেবা ও যত্ন পাইবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

গরুকে অধিকক্ষণ রৌদ্রে পুড়িতে বা বৃষ্টিতে ভিজিতে দিতে নাই। দুগ্ধবতী গাভীকে অনেকক্ষণ রৌদ্রে বাঁধিয়া রাখিলে দুগ্ধ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া দিনরাত তাহাকে গোয়ালে আটকাইয়া রাখিলে চলিবেনা। গাভীকে নিয়মিত ভাবে মাঠে চরিতে দেওয়া উচিত। যদি সুবিধামত গোচারণ ভূমি না থাকে, তাহা হইলে প্রতিদিনই অন্ততঃ তাহাকে খানিকটা করিয়া ঘুরাইয়া আনিলে ভাল হয়। কিন্তু দুগ্ধবতী গাভীকে বেশী ছুটাছুটি করিতে দিতে নাই।

গরুর গা প্রত্যহই ডলিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে চামড়া বেশ মসৃণ থাকে, এবং আঁটুল কেঁট প্রভৃতি ধরিতে পারে না। গরুকে মাঝে মাঝে নাওয়াইয়া দিতে হইবে। শীতকালে কয়েকদিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন গাভীকে মাজিয়া ঘসিয়া উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দেওয়া উচিত। গাভীর গায়ে ময়লা লাগিয়া থাকিলে, কেবল যে তাহাকে দেখিতেই খারাপ হয় তাহা নহে, ইহাতে সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ফলে দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যায়।

দোহন

আমাদের দেশে সাধারণতঃ গোয়ালারা দিনে দুইবার করিয়া গাভী দোহন করিয়া থাকে। এইরূপে বার ঘণ্টা অন্তর দোহন করিবার প্রথা নিতান্ত মন্দ নহে। তথাপি দোহন সম্বন্ধে দুই একটী কথা সংক্ষেপে বলিতে চাই।

প্রথম এবং প্রধান কথা, পরিচ্ছন্নতা। সকল কার্য্যেই নোংরামী ভারতবাসীর যেন মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। গোয়ালারা দুধ দোয় অথচ দুহিবার পূর্ব্বে একবার হাত ধুইবারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। যে পাত্রে দুধ রাখা হয় তাহাও হয়ত

নিতান্তই অপরিষ্কৃত। এ সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। দুধ আমাদের খাদ্য এবং শিশুর একমাত্র খাদ্য। বিশেষতঃ সহজেই ইহাতে অপর দ্রব্যের দোষ গুণ সংক্রামিত হইতে পারে। এরূপ স্থলে ইহার পরিচ্ছন্নতার প্রতি ঔদাসীন্য নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতারই পরিচায়ক।

দ্বিতীয় কথা, নিয়মানুবর্ত্তীতা। প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে দুগ্ধ দোহন করা উচিত। আজ এক সময় কাল আর এক সময় দুহিলে অর্থাৎ দোহনের একটী বাঁধাধরা সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে গরুর দুধ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আরও এক কথা, দোহনের সময় গাভী যেন কোনরূপ ভয় না পায়। গোয়ালাকে দেখিয়া বা কোন নূতন লোক বা কুকুর বিড়ালাদি জন্তু দর্শনে ভয় পাইয়া গরু চঞ্চল হইয়া উঠিলে তাহার নিকট হইতে আর এক বিন্দুও দুগ্ধ পাইবার আশা বৃথা।

তৃতীয় কথা এই যে, গাভী দুহিবার সময় তাহার বাঁট হইতে শেষ দুগ্ধ বিন্দু ও বাহির করিয়া লওয়া উচিত। ইহার দুইটী কারণ আছে :—

প্রথমতঃ, দোহনের শেষ ভাগের দুধ প্রথম ভাগের দুধ অপেক্ষা উৎকর্ষতায় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত দুধ বাহির করিয়া না লইলে, প্রতিদিন বাঁটে যে পরিমাণ দুধ পড়িয়া থাকিবে, গাভীর দুগ্ধও পরদিন সেই অনুপাতেই কমিয়া যাইবে।

আমাদের দেশে, দোহন করিবার পূর্ব্বেই বাছুরকে কিছু দুধ খাইতে দেওয়া হয়। এই রীতির মূলে গরুর ভাল দুধটুকুকে খারাপ দুধের সহিত মিশ্রিত সমস্তটুকুকে খারাপ করিয়া না ফেলিবার উদ্দেশ্য আছে কিনা বলিতে পারি না। তবে এই রীতি থাকার দরুণ যে অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা অর্থগৃধ্নু গোয়ালার দল বৈজ্ঞানিক কারণ না জানিয়াও অস্বাস্থ্যকর প্রথম ভাগের দুগ্ধ ফেলিয়া দিতেছে।

বাছুর জন্মিবার পর অন্ততঃ ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত দুধ দুহিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। গোয়ালারা সাধারণতঃ ৮।১০ দিন অপেক্ষা করে। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে আরও কিছুদিন বিলম্ব করা উচিত। কারণ সাধারণতঃ প্রসূতি গাভীর দুগ্ধ ২১ দিন পরে মনুষ্যের পানোপযোগী হয়।

তূলার বিবরণ

বর্ত্তমান বৎসরে ২৫০০৬০০০ একর জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছিল ; কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর ঐ স্থানে ২৮৪৯১০০০ একর জমিতে তূলার উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে বর্ত্তমান বৎসরে ৪৯৫২০০০ বেল তুলা পাওয়া গিয়াছিল। মোটের উপর তূলার অবস্থা এবার মন্দ নহে।

কোন্ প্রদেশে কত তূলা এবার পাওয়া গিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রদেশের নাম	একর। (হাজার)		৪০০ পাউণ্ডে বেল (হাজার)		প্রতি একর জমিতে কত উৎপন্ন হইয়াছে	
	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬
বোম্বাই প্রদেশ	৬৭৬৮	৮১১৭	১২৬৭	১৫৬৬	৭৫	৭৭
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৪৯৮২	৫০৮৫	৯০০	৯৮০	৭২	৭৩
মান্দ্রাজ প্রদেশ	২২৬০	২৯২১	৩৭৯	৫৬৯	৬৭	৭৮
পঞ্জাব	২৭৯৯	৩০৫২	৫৯৮	৯০৮	৮৫	১১৯
যুক্ত-প্রদেশ	৮০৭	১০০৪	২৫৭	২৭৭	১২৭	১১০
বর্ম্মা	৪৩৮	৪৬৪	৭৩	৮৩	৬৭	৭২
বিহার ও উড়িষ্যা	৭৯	৮২	১৪	১৫	৭১	৭৩
বাংলা দেশ	১৬৫	১৬৬	৬১	৬১	১৪৮	১৪৭
আজমীর মারওয়াড়	৪৩	৫৪	১৫	১৭	১৪০	১২৬
আসাম	৪৬	৪৭	১৫	১৩	১৩০	১১১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৯	৩২	৫	৭	৬৯	৮৭
দিল্লী	৪	৬	১	১	১০০	৬৭
হায়দ্রাবাদ	৩২৬৭	৩৭৮১	৮০৮	১০৬০	৯৯	১১২
মধ্যভারত	১২৯৮	১৩৬৯	২২২	২৭০	৬৮	৭৯
বরদা	৭৬১	৮৬৬	১২৪	১৮৯	৬৫	৮৭
গোয়ালিয়র	৬০৯	৬৫১	১০৭	১১৬	৬৬	৭১
রাজপুতানা	৫১৪	৪১১	৮১	৯৩	৬৩	৯১
মহীশূর	৯৭	৮৩	২৫	২৫	১০৩	১২০
মোট	২৫০০৬	২৮৪৯১	৪৯৫২	৬২৫০	৭৯	৮৮

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত নিম্নে বর্ত্তমান বৎসরের তুলার একটা বিবরণ দেওয়া গেল।

তুলার বিবরণ	একর হাজার	একর হিঃ হাজার	৪০০ শত পাউণ্ড হিসাবে বেল		কত পাউণ্ড প্রতি একর জমীতে উৎপন্ন হইয়াছে	
	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬
খান্দেস্	১৩৪৯	১৫৬৮	২৫৪	২৬৭	৭৫	৬৮
মধ্য-ভারত	১৯৪৭	২০২০	৩২৯	৩৮৬	৬৮	৭৬
বরসাই ও নাগব হায়দ্রাবাদ, গোরালী	৩২৬৪	৩৬৩১	৮০২	৯২৯	৯৮	১০২
বেরার ও মধ্য প্রদেশ	৪৯৮২	৫৩৮৫	৯০০	৯৮০	৭২	৭৩
মোট—	১১৫৪২	১২৬০১	২২৮৫	২৫৬২	৭৯	৮১
বাংলা সিন্ধু ও যুক্ত-প্রদেশ	৮০৭	১০০৪	২৫৭	২৭৭	১২৭	১১০
রাজপুতানা	৫৫৭	৪৬৫	৯৬	১১০	৬৯	৯৫
সিন্ধু ও পঞ্জাব	২০০৬	২৩১৪	৪৬০	৬৭৬	৯২	১১৭
অন্যান্য স্থান	৮৭	৯০	১৬	১৭	৭৪	৭৬
মোট—	৩৪৫৭	৩৮৭৩	৮২৯	১০৮০	৯৬	১১২
আমেরিকার তুলা ; পাঞ্জাব	১১৩৫	১১৪৮	২২১	৩৫৯	৭৮	১২৫
সিন্ধু দেশ	২৫	৭	৫	২	৮০	১১৪
মোট—	১২০৫	১৪১৩	২১১	৩৩১	৭৪	৯৪
কুমপ্‌টা ধারওয়ারস	১৭২১	১৭২৯	২২২	৩১৭	৫২	৭৩
পশ্চিম ও উত্তর ঘাট	১৫৬৮	২২৩১	১৪৫	৩৮৫	৩৭	৬৯
কোকনদ	২০০	৩০৪	২৮	৫৪	৫৬	৭১
টিনাভ্যালি	৫৩৮	৭০৫	১৩০	১৮০	৯৭	১০২
স্যালেমস্	১৭৮	১৯৪	৩০	৩৬	৬৭	৭৪
ক্যামবোডিয়াম	৩১৮	৪১৫	১২১	১৫৫	১৫২	১৪৯
বর্ম্মা ও অন্যান্য স্থান	৬৬৭	৩৯৬	১৫১	১৫৯	৯১	৯১
সর্ব্বসমেত মোট—	২৫০০৬	১৮৪৯১	৪৯৫২	৬২৫০	৭৯	৮৮

বাংলা দেশে তুলার অবস্থা

বর্ত্তমানে বাংলায় আন্দাজ ১২৫০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইবে, কিন্তু গত বৎসর ১৬৬০০০ একর জমীতে আবাদ হইয়াছিল, বর্ত্তমানে ৬১০০০ বেল তুলা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে এবং গত বৎসরও ঠিক পরিমাণ তুলাই পাওয়া গিয়াছিল। ডিসেম্বর মাসের পর হইতে শস্যের অবস্থা ভালই ছিল, এবং মোটের উপর তুলা যাহা পাওয়া গিয়াছে। তাহার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে বলিতে হইবে। বাংলা ও সিন্ধুদেশে ৪০০০ একর জমীতে ২০০০ বেল তুলা ও কুমিল্লায় ১৫৭০০০ একর জমীতে ৫৯০০০ বেল তুলা পাওয়া গিয়াছেল।

আসাম

এই বৎসর আসামে ৪৬০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বসমেত ১৫০০০ বেল তুলা পাওয়া গিয়াছে, গত বৎসর কিন্তু ৪৭০০০ একর জমীতে তুলার চাষ হইয়াছিল এবং ১৩০০০ বেল তুলা পাওয়া গিয়াছিল।

তুলার রপ্তানী

ভারত বর্ষ হইতে বিভিন্ন দেশে কত বেল তুলা সমুদ্র পথ দিয়া রপ্তানী হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

দেশের নাম	১৯২১-২২ বেল (১০০০)	১৯২২-২৩ বেল (১০০০)	১৯২৩-২৪ বেল (১০০০)	১৯২৪-২৫ বেল (১০০০)	১৯২৫-২৬ বেল (১০০০)
যুক্ত-প্রদেশ	৬৭	২২৩	২০৮	২১৬	১৫৩
জার্ম্মাণী	২৭১	২৪৫	২০৯	২৩০	১৫৩
বেলজিয়াম	২০২	২৩৪	২৫৭	২৩৮	২১০
ফ্রান্স	৮৯	১৩০	১৭৩	১৮০	১৭৫
স্পেন	৩৮	৬২	১৩৬	৬০	৭১
ইতালী	১৯৮	৩০৯	৬০২	৪৮২	৩৮৮
চীন	৫৩৪	৩৭৬	২৪৩	৩৫৫	৫২১
জাপান	১৬৬৩	১৭৫৯	১৩৮৪	২১০১	১৯৯৫
অন্যান্যদেশ	৭৮	১৩৫	১৫৮	১৩৬	১০৯
মোট	৩১৭০	৩৪৭৩	৩৪৫০	৩৯৯৮	৩৭৭৫

১৯২৬-২৭ সনে মান্দ্রাজে তুলার অবস্থা বৎসর যে হারে তুলা পাওয়া গিয়াছে তাহার অপেক্ষা কোকনদ গনটুর ও নেলোরে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ কম পরিমানে তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। কিস্তনায় তুলার কিছু ক্ষতি হইয়াছে এবং এখানে অন্যান্য তুলার অবস্থা বেশ ভালই হইয়াছে এবং এ ন

তুলাতে কোন প্রকার পোকা লাগে নাই।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

এখানে সময়ে জল না হওয়ায় এবং পতঙ্গের উৎপাতে তুলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সেণ্ট্রাল-ডিভি ষ্ট্রক্ট—ইমবেটরে তুলা খুব ভাল উৎপন্ন হইয়াছে। স্যালেম ও ত্রিচিনোপল্লিতে জলের অভাবে তুলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

দক্ষিণ মাদ্রাজ

ক্যামবোডিয়াতে জমীতে বীজ ছিটাইবার পর বৃষ্টি না হওয়ায় তুলার অবস্থা তত সুবিধাজনক হয় নাই।

বিদেশে তুলার অবস্থা

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ওয়াশিংটন প্রদেশ হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে আমেরিকায় ১৯২৬ সনে ৪৭৬৫৩০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছিল এবং সর্ব্বসমেত মোট ৪০০ শত পাউণ্ড ওজনের ২৩২৭২০০০ বেল তুলা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১৯২৫ সনে আমেরিকায় ৪৬০৫৩০০০ একর জমী আবাদ হইয়াছিল এবং ২০১৩০০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। রোম হইতে সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে মিশরে এই বৎসর ১৮৫৪০০০ একর জমীতে তুলার চাষ হইয়াছিল এবং ১৭৮৯০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছি, কিন্তু গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে এবার তুলা গত বৎসর অপেক্ষা শত করা সাত আট ভাগ কম পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব প্রদেশের কয়েকটা জেলায় অতি বৃষ্টির জন্য তুলার অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

বির্ডগ্যাণ্ডা প্রদেশও পশ্চিম দিকে মোটের উপর তুলা বেশ সুন্দর ভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উত্তর প্রদেশে শিলা বৃষ্টির জন্য তুলা কিছু খারাপ হইয়াছে। কোরিয়াতে অনুমান ৫২২০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে ১৮৪০০০ বেল তুলা পাওয়া যাইবে, পূর্ব্ব বৎসর কিন্তু কোরিয়াতে ৪৮৫০০০ একর জমী আবাদ হইয়াছিল এবং ১৪৯০০০ বেল তুলা পাওয়া গিয়াছিল।

কয়লার বিবরণ

১৯২৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কোন্ প্রদেশে কত টন কয়লা খনি হইতে উঠিয়াছে এবং কত টনই বা বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রদেশের নাম	১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাসে		১৯২৭ ফেব্রুয়ারী মাসে	
	কত কয়লা উঠিয়াছে	কত বিক্রয় হইয়াছে	কত টন কয়লা উঠিয়াছে	কত টন কয়লা বিক্রয় হইয়াছে
আসাম	২৯৬০৭	২৭৭৪৯	২৮০৯৫	২৬৯২২
বেলুচিস্থান	৪১৯	৩২৬	৮০০	২১৩
বাংলাদেশ				
রাণীগঞ্জ কয়লার খনি	৪০২৬৯৪	৩৯০২৬২	৫০৬৮৮৪	৪০৮৩৩৩
বিহার ও উড়িষ্যা				
রাণীগঞ্জ কয়লার খনি	৬৯২৮৮	৬০৩০২	৮৬১৮৭	৬১৫৮৪
ঝরিয়া	৮৪১৩৮৮	৮৫৩৫৮৮	৯৫৫৬২৬	৭৯৫৬১৯
বোকারো	৮৬৭৪৭	৮৩১৪৭	৮৬৩০৫	৮১৫৫৫
গিরিডি	৭১৭৩০	১৪৮৯০	৭৪৫১৭	৬৫২৭৪
রাজমহল	২১১	২০৯	২৭০	২৭১
রামগড়	৬৬	১৭	৫৯	১৯
জৈন্তি	৫২১১	৪৮৬৮	৫৭৯৭	৪০৩০
পালামৌ কোল্ ফিল্ড্	৫২	—	৮৪	—
হিদির রামপুর কয়লার খনি	৩২১৩	১৮০৫	২৮১৯	১৩৩৭
কারণপুরা কয়লার খনি	২০৮৫৪	১৭০৪৫	১৩৫৯৫	১২০২৬
(বিহার ও উড়িষ্যায়) মোট—	১০৯৮৭৬০	১০৯৩৮৭১	১২২৫২৩৯	১০২১৭১৫
মধ্যপ্রদেশ				
পেঞ্চ উপত্যকা কয়লার খনি	৫৪২৯৬	৫১৩২৭	৪৪৬৮৮	৩৮৪৩২
চণ্ড কয়লার খনি	১৪০৪০	১২৪০৪	১১১৬৩	১০৩৯৮
ইয়ট্মল	৯৭৭	—	৮৩১	—
মোপানি কয়লার খনি	—	—	—	—
বেটুল খনি	—	—	—	১
(মধ্যপ্রদেশ) মোট	৬৯২৬৩	৬৩৭৩১	৫৬৬৮২	৪৮৮৩১
পাঞ্জাব	৯২০১	৬৮৩৭	৬৬৮৩	৬৩৫৩
সর্ব্বসমেত মোট	১৬০৯৯৪৪	১৫৮২৭৭৬	১৮২৪৩৮৩	১৫১২৩৬৭
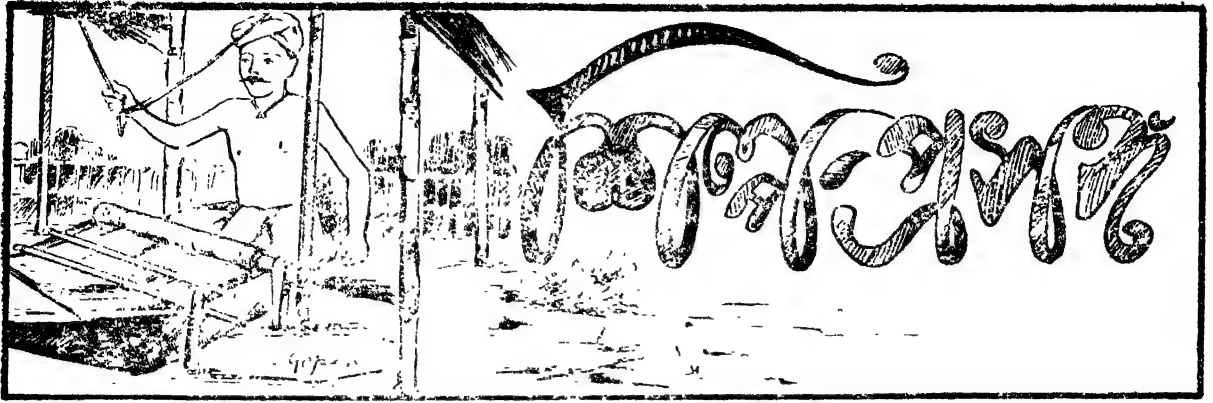
ছাতা প্রস্তুত ও মেরামতের প্রণালী

(এক)

ছাতার পরিচয় অনাবশ্যক,—ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই এই অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটির ব্যবহার করিতে হয়। আমাদের দেশে এই জিনিসটির ব্যবসায় করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য তথা বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য, এদিকে বেকার শিক্ষিত যুবকদিগের একটুও দৃষ্টি নাই। তাহাদেরই বা দোষ কি?

জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তাহারা কাটাইয়া দিয়াছে সেক্ষপীর ও মিল্টনের আরাধনা করিয়া; জীবনের বহুমূল্য সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গিয়াছে সাইলক ও পোরসিয়ার চরিত্র বুঝিতে গিয়া।

তাহার পর যখন তাহারা পুস্তকের সু-উচ্চ প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া উদরান্নের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা চোখে অন্ধকার দেখে; তখন তাহারা এই নির্ম্মম সত্য বুঝিতে পারে যে, বর্ত্তমান ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে তাহাদের অর্জ্জিত বিদ্যার কোন মূল্যই নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই এবং হ্যামলেট ও জুলীয়স সীজারের অপেক্ষা এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে আরো কিছু জানা দরকার, তাহা তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে।

তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া দেখে যে তাহাদের স্বদেশ হইতে বিদেশীরা দুই হাতে অর্থ কুড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাদের জন্য কোন স্থান নাই; তাহারা ঐ বিদেশীর কাছেই চাকরির উমেদারী করিয়া ফিরে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ সকল মূর্খ বিদেশীরা বাইরণ-শেলীর ধার ধারে না, বলে যে আমরা কাজের লোক চাই; সুতরাং তাহাদের নিরাশ হৃদয়েই সেলাম ঠুকিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। আর কিছু কাল এইরূপে চলিলে বাঙ্গালী জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে।

শিক্ষিত যুবকগণ! দেশে অর্থাগমের পথ নানাদিকে খোলা রহিয়াছে, তোমরা তোমাদের মার্জ্জিত বুদ্ধি ঐদিকে নিয়োজিত কর, নিরুৎসাহ না হইয়া দৃঢ়চিত্তে পরিশ্রম কর, তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পরিশ্রমের ফল লাভ করিবে।

এই তো ছাতার কারবারের বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে,—লাগিয়া যাওনা, মূলধনের বেশী আবশ্যক নাই।

এই যে কলিকাতা সহরের অলিতে গলিতে দেখিতে পাও শত শত ছাতার বাঁট বা হ্যাণ্ডেল তৈয়ারি হইতেছে, এগুলি যায় কোথায়? এইগুলি পালিশ করিয়া বিলাত বা জাপান হইতে আনিত কাপড় ও শিক ইত্যাদি আবশ্যকীয় কল কব্জা লাগাইয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য আমদানী হয়।

এই বিরাট ভারতে, যেখানে তেত্রিশ কোটি লোকের বাস, যে দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রাচুর্য্যের কোনই অভাব নাই, সেখানে সহস্র সহস্র ছাতার যে কাটতি হইবে সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি! এক এই ভারতবর্ষে কত টাকার ছাতা বিক্রয় হয় জানেন কি? বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটী টাকার উপর ছাতা বিক্রয় হয়; তাহা ছাড়া মেরামতের কাজও আছে।

ছাতার কারবারের আর একটা সুবিধা আছে, যাহা ব্যবসায়ের দিক হইতে প্রচুর লাভজনক। ধরুন, আপনি একটি ঘড়ি কিনিলেন, ঐ ঘড়িতেই আপনার

পাঁচ দশ বছর কাটিয়া যাইবে, কিন্তু আপনি একটি ছাতা খরিদ করিয়া বড় জোর বৎসর খানেক ব্যবহার করিলেন, তাহার পর হয় আপনাকে একটি নূতন ছাতা ক্রয় করিতে হইবে, নতুবা আপনাকে উহা মেরামত করাইয়া লইতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ছাতার কাটতি অত্যন্ত বেশী এবং এই কারবারটি করিলে রীতিমত লাভের সম্ভাবনা আছে।

ঐ বস্তুটিকে কেন্দ্র করিয়া কিছু উপার্জ্জন করুন না কেন? আপনি হয় তো বলিবেন এত টাকা পাইব কোথায়, কিন্তু পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি যে অতি অল্প মূলধনেই এই ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারা যায়।

(দুই)

কোন জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইলে কিছু যন্ত্র পাতির অবশ্য প্রয়োজন এবং ছাতা তৈয়ারি করিতে চাহিলে আপনাকে বাজার হইতে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি গুলি ক্রয় করিতে হইবে। সুবিধার জন্য কোন কোন স্থলে যন্ত্রপাতি গুলির ইংরাজি নামও লিখিলাম; কারণ তাহার বাংলা পরিভাষা নাই, অথবা তাহা এত দুর্বোধ্য যে সাধারণ লোক তাহার মানে বুঝিতে পারিবে না এবং দোকানে সেই সকল যন্ত্র কিনিতে গেলে দোকানীও তাহা বুঝিতে পারিবে না। বাংলা দেশে Technical science বা কার্য্যকরী বিজ্ঞানের প্রচলন না থাকায় এই সকল যন্ত্রপাতির বাংলা পরিভাষাও খুব কমই প্রচলিত আছে। যাহা দুই একটী আছে তাহাও কারীগরদিগের ভাষা বলিয়া শিক্ষিত বাবু মহলে সেই সকল ভাষা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংখ্যাও অতি কম ছিল। কিন্তু অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় প্রভৃতির চেষ্টায় আজকাল তবু অনেক বৈজ্ঞানিক কথার বাংলা পরিভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। Technical science এর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পরিভাষাও ক্রমে প্রচলিত হইবে। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য স্থানে স্থানে আমরা ইংরাজী নামই রাখিয়া দিলাম।

(১) এক জোড়া উৎকৃষ্ট পাক সাঁড়াশী, মুখ সরু চাই ও সিকি ইঞ্চি মাপের হওয়া চাই। ইহার দ্বারা কোন জিনিষ কাটা বা চাপিয়া রাখা যাইতে পারে। এই সাঁড়াশী থাকিলে আর আঁক সাড়াশীর প্রয়োজন নাই।

(২) একটি চওড়া একদিক ধারবিশিষ্ট উকা।

(৩) একটি গোল উকা ও একটি ছোট ফিঙ্গা পুচ্ছাকৃতি করাত।

(৪) একটি ছোট ইস্পাতের বেধন যন্ত্র বা (punch)। এই যন্ত্রটির কলার সাহায্যে পেরেক প্রভৃতি বসানো বা খোলা যায় ও ছেঁদা করিবার কাজ চলে।

(৫) কতকগুলি তীক্ষ্ণ মুখযুক্ত তুরপুন্ (brad-awls) এই যন্ত্রটির দ্বারা ছিদ্র করিয়া ক্ষুদ্র পেরেক বসাইতে পারা যায়।

(৬) ছিদ্র করিবার জন্য ব্রেশ (Brace), ছুতোর বা কামারবা ধাতু ফুটা করিবার জন্য ঐ যন্ত্রটি ব্যবহার করে।

[৭] সেন্টার বিট, (Centre bit), তুরপুন যন্ত্রের লৌহময় অংশটি, ইহার দ্বারা গোলাকার ছিদ্র করিতে পারা যায়। ঐ যন্ত্রটি পাঁচ রকম মাপের হইবে। $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি $\frac{3}{16}$ ইঞ্চি, $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি, $\frac{5}{16}$ ইঞ্চি, ও $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি।

[৮] দুইটি Morse twist drill—একটি $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি ও অপরটি $\frac{3}{16}$ ইঞ্চি। এই যন্ত্রটির সহিত ৬ নম্বরের যন্ত্র অর্থাৎ ব্রেশটি লাগাইয়া দিতে হয়।

[৯] Sculptor অর্থাৎ কাটিবার যন্ত্র।

[১০] একটি সমান্তর (parallel) পাক সাঁড়াশী (vice) ইহার দ্বারা কোন জিনিষ দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিতে পারা যায়।

এই যন্ত্রটির মুখের মাপ ২½ বা ৩ ইঞ্চি।

সাত নম্বরের যন্ত্রটি না কিনিলেও চলিতে পারে, তবে সময় সময় পুরুষদের ব্যবহৃত ছাতি মেরামত করিবার পক্ষে উহা খুব কাজে লাগে। ন'নম্বরের যন্ত্রটি ছাতায় স্প্রিং লাগাইবার স্থানটি চিরিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। দাম আনা আটেকের বেশী নয়।

ছাতা তৈয়ারী করিতে হইলে যে সমুদয় যন্ত্রপাতির দরকার তাহাদের নাম ও পরিচয় দেওয়া হইল। উহাদের মূল্য মোটেই অত্যধিক নয়, তবে একটি কাজের যন্ত্রের নাম এখনও বলা হয় নাই।

সেটি হইতেছে (১০) কুঁদ। কুঁদ বলিলে হয় তো বুঝিতে কঠিন লাগিবে, ইংরাজীতে আমরা যাহাকে বলি লেদ (Lathe)। কুঁদের দাম বেশী বটে কিন্তু ইহার দ্বারা এত অধিক কাজ পাওয়া যে টাকা খরচ করা সার্থক হয়। ইহার দ্বারা কাটা, ফুটো, ঘষা, ধার দেওয়া প্রভৃতি অসংখ্য কাজ অপর স্থানে বর্ণিত যন্ত্রগুলির সাহায্যে অনায়াসে করা যাইতে পারে। তবে যাঁহাদের মূলধন কম তাঁহাদের ঐ যন্ত্র কিনিবার আবশ্যক নাই। উহা বাদ দিয়াও কাজ চলিবে। যাঁহাদের মূলধন বেশী আছে তাঁহাদের জন্যই কুঁদের উল্লেখ করিলাম। যদি কুঁদ থাকে তাহা হইলে ন' নম্বরের যন্ত্রটির আর দরকার নাই

কুঁদেতে লাগাইবার জন্য ২ ইঞ্চি ব্যাস পরিমিত একটি বিশেষ গোলাকার করাত প্রয়োজন, অবশ্য যাঁহারা কুঁদ কিনিবেন, তাঁহাদের জন্য বলিতেছি। ইহার দাম বোধ করি পাঁচ সিকা।

(তিন)

এইতো গেল ছাতা প্রস্তুত করিবার জন্য মোটামুটি যন্ত্রের নাম। এইবার ছাতা মেরামত করিবার জন্য যে বস্তুগুলির প্রয়োজন, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু এই জিনিষগুলি উপরোক্ত যন্ত্রপাতির চেয়ে কিঞ্চিৎ মূল্যবান। যে গুলির নাম উল্লেখ করিব সেইগুলি হইলেই সাধারণ মেরামতের কাজ চলিয়া যাইবে, তবে প্রয়োজন অনুসারে আরও দুই একটি জিনিষ যোগ দেওয়া যাইতে পারে।

(১) কতকগুলি beach shanks

ঐগুলি একেবারে ছিদ্রযুক্ত কিনিতে হইবে; ইহা দুই প্রকার, পুরুষ ও মেয়েদের ছাতার জন্য। বাজারে দুই শ্রেণীর বিক্রয় হয়, উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণী। ইহা নানা বর্ণের পাওয়া যায়, সাধারণ কাঠের রং হইতে হরিদ্রা, বাদামী, কালো ইত্যাদি নানা বর্ণের বাজারে প্রচলিত আছে।

(২) তামার পাত দিয়া মোড়া স্প্রিংএর তার দুই প্রকার; ইহাতে ঠেকিয়া খোলা ছাতার মুখ অর্থাৎ runner আটকাইয়া থাকে। পুরুষদের ছাতার জন্য ৩ ইঞ্চি ও মেয়েদের ছাতার জন্য ৩½ ইঞ্চি লম্বা লওয়াই বিধেয়।

একেবারে তৈয়ারী তার অর্থাৎ ready made তার লইলে দামে কিছু সুবিধা পড়ে।
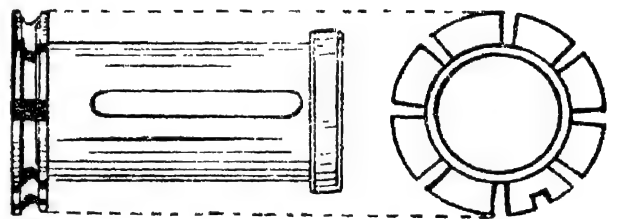
৯২নং

(৩) ছাতার মুখ বা runner (ছাতা খুলিবার সময় যে ধাতু নির্ম্মিত গোল জিনিষটী ধরিয়া ঠেলিতে হয়) (৯২ নং ছবি দেখুন)।
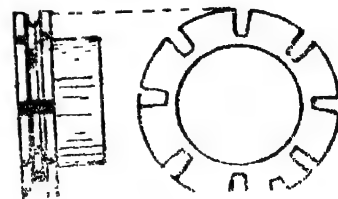
৯৩নং

(৪) Notch (খাঁজ কাটা গোলাকার ধাতু নির্ম্মিত বস্তুটী, যাহার খাঁজে খাঁ শিক প্রবেশ

করাইয়া দেওয়া হয়) (৯৩ নং ছবি দেখুন)।

ঐ যন্ত্রগুলি বাজারে, পিতল কিংবা শিশার, দুই রকমেরই পাওয়া যায়; পিতলই বাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ রাণার ব্ল্যাক্-জাপান দিয়া রঞ্জিত, কিন্তু কিছু খরচ করিলে ব্রঞ্জ্ রংএর মিলিতে পারে। মেয়েদের ছোট ছোট ছাতার অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে সানসেড্, তাহার জন্য পিতল কিংবা নিকেল মণ্ডিত রাণার পাওয়া যায়।

(৫) ছাতার শিক্ (৬) ডাটে লাগাইবার জন্য ঢাক্‌নি বা টুপী; ছত্রদণ্ডের একেবারে নীচে যাহা ব্যবহার করা হয়, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Ferrules ৯৪ ও ৯৫ নং ছবি দেখুন)।

(৭) Nickel swedges

(৮) সংযোগ করিবার নল (splicing tubes) (৯৭ ও ৯৮ নং ছবি দেখুন)।

ঐ নল গুলির মাপ ইঞ্চি দুয়েক ও পিতল হইলেই ভাল হয়, তবে নিকেলের নল ও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়, উহার মাপ ইঞ্চি দেড়েক।

[৯] দুমুখো স্ক্রু (মাপ ২$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি ও ২$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি)

[১০] শিকের জোড়ের অর্থাৎ জয়েন্টের উপর আবরণ দিবার জন্য কাপড়। ওয়াটার প্রুফের কাপড়ই সুবিধা জনক।

[১১] প্যারাগন top tip
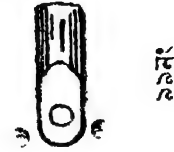
৯৯ নং চিত্রে দেখুন।

ঐ সকল বস্তু ব্যতীত নানা প্রকারের হ্যাণ্ডেল, ছড়ি ইত্যাদির আবশ্যক।

ছাতির আকার শিকের দীর্ঘতার উপর নির্ভর করে। সাধারণ মাপ নীচে দেওয়া গেল।

পুরুষদের ব্যবহার করিবার জন্য যথাক্রমে ২৪ ইঞ্চি, ২৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ২৫ ও ২৬ ইঞ্চি।

মেয়েদের সাধারণ ছাতার মাপ যথাক্রমে ২১ ইঞ্চি, ২১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ২২ ও ২৩ ইঞ্চি।

মেয়েদের 'সানসেড' ছাতার মাপ সাধারণতঃ ২০ ইঞ্চি হয়।

অল্প মূল্যের লোহার শিকগুলি একেবারে নিরেট; এইগুলি কিঞ্চিৎ ভারী ও Paragon এর মত মজবুত নয়। উহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছাতিতে ব্যবহার করা হয়।
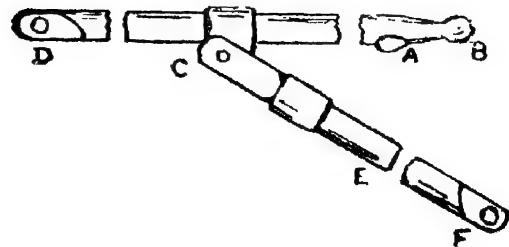
Fluted শিক আসল ইস্পাত হইতে প্রস্তুত হয়,—অনেকটা ইংরাজী U হরফের মত বাঁকা;

গোলাকার স্থানটী একটি তৈরি ছাতার ঠিক কাপড়ের নীচেই থাকে। একটি শিকের বিভিন্ন অংশ ১০০ নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

A—নিম্নমুখী শিকের উপরে ছিদ্র; B—শিকের মাথা; C—জয়েন্ট; D—অগ্রগামী শিকের ছিদ; E—ষ্ট্রেচার; F—ষ্ট্রেচারের ছিদ্র।

ছাতার উপযোগী নানা প্রকারের শিক বাজারে পাওয়া যায়; Fox এর পেটেন্ট paragon শিকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মেরামতের সময় অবশ্য ঐ প্রকার উচ্চাঙ্গের শিক ব্যবহার করা হয় না,—অল্প মূল্যের শিকই ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে ছাতা মেরামতের জন্য নানা প্রকার বস্তুর প্রয়োজন। উপরে যে জিনিষগুলির নাম বলিলাম, ঐগুলি হইলেই মোটামুটি কাজ চলিয়া যাইবে, তবে পূর্ব্বেইতো বলিয়াছি প্রয়োজন অনুসারে আরো কতিপয় জিনিষ ক্রয় করা যাইতে পারে।

(চার)

ছাতা প্রস্তুতের প্রণালী এইবার আরম্ভ করা যাক্।

প্রথমে কি মাপের ছাতা প্রস্তুত করিবেন, তাহা ঠিক করিয়া লউন, ও অতঃপর একটা উপযুক্ত ছড়ি নির্ব্বাচন করিয়া লউন। ধরুন, আপনাকে যদি পুরুষদের ব্যবহার উপযোগী ২৫ ইঞ্চি মাপের একটা ছাতা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে আপনাকে প্রথমে কি করিতে হইবে?

ছড়ি নির্ব্বাচন শেষ হইলে notch লইবেন; ঐ ধাতু নির্ম্মিত পদার্থটী যেন ছড়িতে বেশ জোড়ে আঁটিয়া যায়; মোট কথা যেন আল্‌গা না থাকে। যদি জোরে না আঁটে, তাহা হইলে আপনার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে। ছাতা মোটেই মজবুত হইবে না; যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঁটিয়া যায় তাহা হইলে গোল করাত দিয়া আল্‌গা করিয়া লইবেন সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হয় যদি আপনি vice বা পাক-সাঁড়াসী দিয়া notch টিকে ধরিয়া ঈষৎ জোরে টানিয়া দেন। তাহার পর স্ক্রু দিয়া notch টিকে আঁটিয়া দিবেন।

কোন কোন ছাতায় সাতটি শিক থাকে, তবে সাধারণতঃ আটটি করিয়াই শিক থাকিতে দেখা যায়। এইবার আপনার কাজ, শিকগুলিকে notchএর খাঁজে খাঁজে প্রবেশ করাইয়া মজবুত তার দিয়া বাঁধা। notch ও শিকের ফুটার ভিতর দিয়া দৃঢ় তার চালাইয়া দিবেন। অবশেষে দুইটী তারের মুখ পাক সাঁড়াশী দিয়া এক সঙ্গে পাকাইয়া দিবেন ও পাকানো মুখটি শিকের দিকে যন্ত্রের দ্বারা নামাইয়া দিবেন।

ছাতা তৈরির কাজ কিছুদুর অগ্রসর হইল, কেমন নয় কি?

ঠিক ঐ প্রণালীতেই runnerএর খাঁজের সঙ্গে ষ্ট্রেচার বা লম্বা শিক হইতে জোড়ে যে শিক বাহির হইয়াছে, তাহা তার দিয়া বাঁধিতে হইবে। এইবার কিন্তু দুইটী তারের মুখ মুড়িয়া উপর দিকে উঠাইয়া দিবেন।

ফ্রেমের কাজ অনেকটা হইল,—আপনি একবার ফ্রেমশুদ্ধ অসমাপ্ত ছাতাটা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যেন শিকগুলি ঠিক একই লেভেলে রহিয়াছে। একটা উৎকৃষ্ট ছাতা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলে কথাটা পরিস্কার বুঝিতে পারিবেন।

রাণারের গায়ে খানিকটা কাটা আছে, ঐ ছিদ্রের ভিতর লৌহ শলাকা প্রবেশ করাইয়া হ্যাণ্ডেলের নীচে ছড়ির উপর একটা চিহ্ন করিয়া রাখুন।

ঐ চিহ্নটী দেওয়ার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, নীচেকার স্প্রীংএর ঠিক স্থানটি কি জানিয়া রাখা। স্প্রীংটি লাগানো হইলে উহা রাণারের গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়া রাণারটিকে আটকাইয়া রাখিবে; অর্থাৎ

ছাতাটী অযথা খুলিয়া যাইবে না, বেমালুম বন্ধ হইয়া থাকিবে। উক্ত চিহ্নটিকে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করিবার জন্য উকা দিয়া একটু ঘষিয়া দিবেন। ছাতা খোলা হইলে রাণারটী সে স্প্রীংএ আটকাইয়া থাকিবে।

এইবার তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে স্প্রীংটি লাগানো হইয়াছে, তাহা হইতে নূতন স্প্রীংএর স্থানের দুরত্ব কতখানি হইবে, উহা ঠিক্ করিয়া লইতে হইবে; ছাতার মাপ অনুযায়ী ঐ দূরত্বের কিছু তারতম্য আছে। নীচে একটি সাধারণ চার্ট দেওয়া গেল, অবশ্য চার্টের লিখিত মাপ একেবারে ঠিক না হইয়া উনিশ-বিশ তফাৎ হইতে পারে।

২০ ইঞ্চি মাপের ছাতার দুইটা স্প্রীংএর দূরত্ব—১৩¾ ইঞ্চি

২১ ”	...	...	...	...	১৪	”
২১½ ”	...	...	...	...	১৪¼	”
২২ ”	...	...	...	...	১৪½	”
২৩ ”	...	...	...	...	১৫	”
২৪ ”	...	...	...	...	১৫½	”
২৫ ”	...	...	...	...	১৬	”
২৬ ”	...	...	...	...	১৬½	”

স্প্রীংএর মাপ প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা, অবশ্য ইহা পুরুষদের নির্দ্দিষ্ট ছাতার জন্য কেবল ব্যবহার করা হয়। মেয়েদের ব্যবহৃত ছাতার স্প্রীংএর মাপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২½ ইঞ্চি।

আর একটি স্প্রীং বসাইবার জন্য আর আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে না, চার্টের মাপ অনুযায়ী স্প্রীংএর স্থান শলাকারদ্বারা চিহ্নিত করিয়া লউন।

যাক্ কাজ বহুপরিমাণে আগাইয়া গেল।

১০১নং

চিহ্নিত স্থান দুইটীতে স্প্রীং বসাইবার জন্য আপনাকে গোলাকার করাত বা sculptor দিয়া উক্ত স্থানদ্বয়ে স্প্রীং এর মাপ মতো ছিদ্র করিতে হইবে। (১০১ নং ছবি দেখিলে হ্যাণ্ডেলের নিকট স্প্রীং যুক্ত ছাতার অংশ দেখিতে পাইবেন)। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন যে, স্প্রীংএর দুইটী দিক হাতুড়ির ঘা দিয়া কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। G অংশটী চ্যাপ্টা হওয়াতে উহা বেশ ছড়ির (stick) উপর বসিয়া গিয়াছে; যে অংশটি গোঁজ বা কাঁটার মতো, স্প্রীংটি ইহার জন্য ঠিক্ নড় চড় হইতে পারেনা, ঠিক্ ভাবে বসিয়া থাকে। এই J অংশটিকে spring peg বা spring pin বলা হয়; আর

১০২নং

এক উপায়ে স্প্রীং লাগাইতে পারা যায় (১০১, ১০২ নং ছবি দেখুন)। স্প্রীংএর মাথাটা যেখানে লাগাইতে হইবে, সেই খানে Morse drill (মাপ ⅛ ইঞ্চি) দিয়া ঠিক পাশাপাশি দুটী ছিদ করুন, ফুটা যেন খুব গা ঘেঁষিয়া হয়। ফুটা করা হইয়া গেলে দেখিবেন উহা দেখিতে প্রায় ডিমের মতো হইয়াছে। কিন্তু সাবধান! ফুটা যেন ছড়ির এ-ফোঁড় ও—ফোঁড় হইয়া না যায়; তারপর ঐ স্থান হইতে একেবারে যেখানে স্প্রীংএর নিম্ন অংশ নামিয়া গিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত একটি সরু খালের মতো গর্ত্ত করিতে হইবে। গর্ত্তের মধ্য ভাগ অর্থাৎ K চিহ্নিত অংশটির গর্ত্তটি বেশ গভীর হওয়া চাই (১০২ নং ছবিতে দেখুন)—P-১০৮ ছাতার কল কব্জার মধ্যে স্প্রীং দুইটীর কাজ যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, তাহার দিকে একটু নজর দিবেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্প্রীং দেওয়া ছাতা একেবারে অকেজো, উহা ব্যবহার করা বিড়ম্বনা মাত্র।

(পাঁচ)

এই স্প্রাং তৈয়ারী হয় এক প্রকার ফিতার মতো

চওড়া দৃঢ় তার হইতে ; ইহা বাজারে ribbon wire নামে পরিচিত। ১০২ নং ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন সে স্প্রীংএর উপরি ভাগের মুখটি অনেকটা খুব ছোট হুকের মতো বাঁকাইয়া J কাঁটার সহিত আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১০৪ নং ছবি
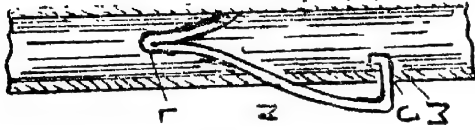
১০৩নং

যে প্রকারের স্প্রীং রহিয়াছে উহা কেবল মাত্র ফাঁপা ছাতার ফাঁপা ছড়ির জন্য ব্যবহার করা হয়। ১০৩ নং ছবিতে যে স্প্রীং রহিয়াছে উহা পেটেন্ট স্প্রীং। ঐ প্রকার স্প্রীং ফাঁপা বাঁশ বা বেতের ছড়ির উপর দেখিতে পাওয়া যায়।

উহাতে এক পার্শ্বে M হইতে N পর্য্যন্ত অংশ মাত্র লম্বা রেমার মতো কাটা হইয়াছে ও তৎপরে স্প্রীং লাগাইয়া J গোঁজ বা কাঁটার দ্বারা আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
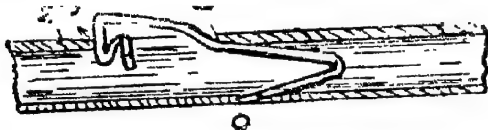
১০৪নং

১০৩ ও ১০৪ নং ছবিতে যে স্প্রীং রহিয়াছে, উহা কি শ্রেণীর ছড়িতে ব্যবহার করা হয়, তাহা ছবি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছেন কি ? বংশ দণ্ডে নির্ম্মিত ছাতার ছড়ির উপর উহা কেবল মাত্র ব্যবহার করা হয়। স্প্রীংএর L অংশটি রিপিট (rivet) দিয়া ছড়ির গাত্রের সহিত একেবারে সমতল ভাবে মারিয়া দেওয়া হইয়াছে। রিপিটটি ছড়ির সহিত সমতল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য কি তাহা বোধ করি আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন। সমতল না থাকিলে ছাতা খুলিবার সময় রাণারটি রিপিটে বাধা প্রাপ্ত হইয়া উপরে উঠিতে চাহিবেনা।

১০৩ নং ও ১০৪ নং পৃঃ ১০৯ ছবিতে O অংশটির জন্য স্প্রীংটী সঙ্কুচিত হইয়া যায় ও পরে রাণারের গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়া রাণারটিকে আটকাইয়া রাখে। ১০১ নং ছবির স্প্রীংটি ছাতার bottom spring, উহা হ্যাণ্ডেলের কাছে থাকে। ১০২ নং ছবির স্প্রীংটি ছাতার top spring অর্থাৎ মাথার দিকের স্প্রীং। স্প্রীং বসাইবার পরও যদি ছাতা খুলিবার কিংবা বন্ধ করিবার সময় অসুবিধা বোধ করেন, তাহা হইলে আপনাকে একটি কাজ করিতে হইবে—কাজটি কিছু শক্ত নয়। পাঁক সাড়াশী (pliers) দিয়া স্প্রীং কথঞ্চিৎ বাঁকাইয়া লইবেন।

স্প্রীং এর কাজ শেষ হইয়া গেলে আপনাকে যে কাজ করিতে হইবে তাহা বলিতেছি।

কোন একটা ছাতা খুলিলেই দেখিতে পাইবেন যে top spring' বা মাথার স্প্রীং এর কিছু উপরে একটি ছোট্ট ইংরাজী U অক্ষরের মত একটি তারের কাঁটা লাগানো রহিয়াছে। ঐ জিনিষটি ঐস্থানে থাকার জন্য ছাতা খুলিবার সময় রাণারটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপরে উঠিয়া যাইতে পারে না।

ইহা বসাইবার জন্য আপনি ফ্রেমটি খুলিয়া ঠিক রাণারের উপরেই লৌহশলাকা দিয়া চিহ্ন করিয়া লউন, ও তৎপরে ঐ চিহ্নিত স্থানে bradawl অর্থাৎ তীক্ষ্ণ মুখযুক্ত তুরপুনের সাহায্যে দুইটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করুন। বাস ! এইবার আপনি স্প্রীং এর জন্য নির্দ্দিষ্ট তার হইতে উপরি লিখিত একটি ছোট্ট U প্রস্তুত করিয়া ছিদ্রের ভিতর লাগাইয়া দিন। আপনি ইচ্ছা করিলে একেবারে তৈয়ারি অর্থাৎ ready made নিকেল প্লেটেড Stop pin কিনিয়া বসাইয়া দিতে পারেন। বোধ করি ঐ প্রকার করাই প্রশস্ত, তাহাতে কাজটি কিছু সহজ হইয়া যায় এবং দেখিতেও মনোরম হয়।

ছাতা প্রায় অর্দ্ধেক তৈয়ারী হইয়া গেল—

শিকের জোড় বা জয়েন্টের উপর কাপড়ের বা ঐ জাতীয় কোন বস্তুর আবরণ না থাকিলে ছাতার উপরের কাপড়ের সহিত শিকের জয়েন্ট ঘর্ষিত হইয়া কাপড় ছিঁড়িয়া বা ফুটা হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং জয়েন্টের উপর একটি আবরণ অবশ্য প্রয়োজন। আবরণের কাপড় কালো হইলেই চলিবে, তবে ওয়াটার প্রুফ্ বা বর্ষাতির কাপড় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

জয়েন্টের চতুর্দ্দিকে এই কাপড়ের টুকরা সেলাই করিয়া দিতে পারেন, কিংবা আর এক প্রকারেও হইতে পারে। কাপড়ের টুকরার এক পার্শ্বে ফুটা করিয়া শিকের উপর দিক দিয়া উহা প্রবেশ করাইয়া জয়েন্টের নিকট আনিবেন ও কাপড়ের অপর পার্শ্ব টানিয়া শিকের উপর ঘোরাইয়া দুই দিক সেলাই করিয়া দিবেন।

প্রত্যেক শিকের জয়েন্টের উপর কাপড় দেওয়া দরকার, সুতরাং শেষোক্ত উপায়ে করিতে হইলে অনেকগুলি টুকরা এক সঙ্গে ফুটা করিয়া লওয়া সুবিধাজনক নয় কি ?

একটি ⅛ ইঞ্চি Chisel দিয়া আপনি ঐ সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন।

একটা কথা ; শেষোক্ত প্রথা অনুযায়ী পেটেন্ট Lock বা Laurus শিকের জয়েন্টে যেন আবরণ দিবেন না ; কেননা তাহা হইলে ছাতা বন্ধ করিতে মহা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

ওয়াটার প্রুফের muffle বা জয়েন্টের কাপড় একেবারে মাপ অনুযায়ী কাটা বাজারে হইতে কিনিয়া লইতে পারিবেন। এক সেটে এক ডজন করিয়া থাকে,— দামও বেশী নয়।

একটা ছাতা খুলিয়া দেখুন যে ভিতরে একেবারে উপর দিকে, ঠিক ছাতার কাপড়ের তলায় একটা গোল ছাপা (Printed) কাপড় আছে, ইহাকে Inside cap কহে।

ইহাও বাজারে ready made অবস্থায় পাওয়া যায় ; এক একটী সীটে বারটি করিয়া থাকে, দরকারের সময় কাটিয়া লইতে কোন অসুবিধা নাই।

ঐ কাপড় গোলাকার, উহার ঠিক মাঝ খানে অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে ফুটা করিয়া লইবেন যাহাতে ছড়ির মাথাটা উহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। উহার ছাপার দিকটা ঠিক উর্দ্ধদিকে শিকের ও ছাতার কাপড়ের মধ্যস্থলে রাখিবেন। তলা হইতে উপরে চাহিলে যেন প্রথমেই ছাপার দিকটা দেখিতে পাওয়া যায়।

গো-চিকিৎসা

আমরা প্রায় প্রতি মাসেই গো-জাতির উন্নতি কল্পে নানারূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকি ; কৃষি বাংলা দেশের এক প্রধান সম্পদ এবং দেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক চাষ কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে। গরুই এই কৃষি কার্য্যের প্রধান অবলম্বন ; সুতরাং গোজাতির উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কৃষির উন্নতি করার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা গো-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে যেমন প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া

থাকি, তেমনি সাধারণতঃ গরুর যে সকল রোগ হইয়া থাকে, তাহার প্রতিকারের নানারূপ ঔষধ ও মুষ্টিযোগাদির বিবরণও প্রকাশ করিয়া থাকি। এই সকল রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে যদি আর কাহারও কিছু জানা থাকে, তবে আমাদিগকে লিখিলে উহা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পশু চিকিৎসা

নারেঙ্গা চিকিৎসা

লক্ষণ—গাত্রে নারেঙ্গা হইলে, লোম উঠিয়া গিয়া কাল কিম্বা লাল বর্ণ চাকা চাকা হয় এবং ঘা হয়।

ঔষধ—খাটি সরিষার তৈল মর্দ্দনে আরোগ্য হয়।

ঘুরঘুরে পোকা চিকিৎসা

লক্ষণ—পোকা দংশন করিলে, লাঙ্গুল তুলিয়া জড়ো হইয়া থাকিবে, সকল গায়ে কাঁটা কাঁটা মত হইবে, মুখে লাল ঝরিবে এবং মুহুর্মুহুঃ কোঁত পাড়িবে।

ঔষধ—পাথরকুচির পাতা সাতটা, সরিষার তৈল আন্দাজ এক ছটাক, চিটে গুড় অর্দ্ধ ছটাক, সোরা এক তোলা—এই দ্রব্যগুলি একত্র বাটিয়া সেবন করাইবে।

প্লীহারোগ চিকিৎসা

ঔষধ—কুম্ভীরের দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সেবন করাইলেও কিম্বা নাভি শঙ্খ সেবন করাইলে প্লীহা ধ্বংস হয়।

গাত্রে উকুন হইলে চিকিৎসা

তুক ঔষধ—রবিবারে বাসি মুখে বাসি জল সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিলে গাত্রের উকুন নাশ হয়।

এঁটেলি পোকা হইলে কিম্বা অন্তস্থানে পোকা হইলে (তুক ঔষধ) যে ব্যক্তি তিন সন্ধ্যা বিক্রয় করিয়াছে, সেই ব্যক্তির নাম আলতার দ্বারা কাগজে লিখিয়া গরুর পদদেশে কিম্বা শিঙ্গে বাধিয়া দিবে। যে ব্যক্তি বাঁধিবে সে ব্যক্তি সাত দিবস উক্ত গরুকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

সর্পখোলস ভক্ষণ চিকিৎসা

লক্ষণ—গাত্রে দাগড়া দাগড়া হইবে ও ফুলিয়া উঠিবে এবং লোম সকল উঠিয়া যাইবে।

ঔষধ—এক কাঁচা বেগুণের শিকড়, আড়াইটা গোল মরিচ দিয়া বাটিয়া দধি সহ সেবন করাইবে।

বোড়া পোকা ভক্ষণ করিলে চিকিৎসা

লক্ষণ—এই পোকা ঘাসের সহিত থাকে, ইহা ভক্ষণ করিলে কর্ণমূল, গলা ফুলিয়া উঠে, নড়ন চড়ন বন্ধ হয়, এবং মুখে লাল স্রাব হয়।

ঔষধ—দুই কর্ণ ছিড়িয়া সামান্য রক্ত বহির্গত করিবে এবং কর্ণস্থ মাংস সরিষা পরিমাণে কাটিয়া লইবে। কোন ও দ্রব্যের সহিত ঐ মাংসটুকু সেবন করাইবে।

পানাস ঘা

গরুর নাকে এই ঘা হয়। আশু ইহার প্রতিকার না করিলে ক্রমে গরুর মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত দূষিত হয় এবং মারাত্মক হইয়া উঠে।

ঔষধ—মেটে সিন্দুর সিকি তোলা, কেশুরের রস এক ছটাক, ঘোড়ার মুত্র এক ছটাক।

এই কয়েক দ্রব্য একত্র করতঃ একটী শিশিতে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিবে। দুই দিনের পরে তাহা অল্প অল্প পরিমাণে লইয়া ঘায়ে দিবে।

জিহ্বার ঘা

যদি গরুর জিহ্বার নিম্নে ঘা হয় তাহা হইলে জিহ্বার তলদেশে গর্ত্ত হয় ও স্থানে স্থানে কাঁটার মত হয়। আহার বা জাওর কাটা কষ্টকর হইয়া উঠে।

চিকিৎসা—প্রথমতঃ চেতল মাছের আঁইস দগ্ধ করিয়া তাহার ছাই ক্ষত স্থানে দিবে এবং দুই ঘণ্টা কাল গরুর মুখে বান্ধিয়া রাখিবে। ৩।৪ দিন এইরূপ করিলেই ঘা শুষ্ক হইয়া যায়।

কাউর ঘা

গরুর স্কন্ধদেশে এক প্রকার ঘা হয়; তাহারই নাম কাউর। গরু নিজে গাছে কাঁধ ঘর্ষণ করিয়া কিম্বা খুটিয়া ঐ ঘা বৃদ্ধি করে। কোন কোন সময় কাকে ঠোকরাইয়াও ঘা বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

ঔষধ—মতিহার দোক্তা চূর্ণ এক ছটাক, শঙ্খ মুদা অর্দ্ধ তোলা।

এই দুইটী দ্রব্যের সহিত কিঞ্চিৎ সর্ষপ তৈল মিশ্রিত করতঃ মলম প্রস্তুত করিবে। ৬।৭ দিন এই মলম ঘায়ে দিলেই উহা আরোগ্য হইবে।

অথবা, এক ছটাক মাতহার দোক্তা জলে ভিজাইয়া ক্বাথ বাহির্গত করিলে পরে উহা সিদ্ধ করতঃ মলমের মত হইলে সামান্য সর্ষপ তেল মিশ্রিত করিয়া ঘায়ে দিবে।

বিষ চিকিৎসা

কোন কোন সময়ে গোগণ ঘাস তৃণাদির অভাবে কটু গাছ গাছড়া, ভেরেণ্ডার গাছ ও বীজ প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। এতদ্ভিন্ন অস্মদ্দেশের মুচিরা চর্ম্মাদি প্রাপ্তির লোভে কাছে গিয়া গোপনে সেঁকোবিষ, কাঠবিষ, কুচিলা মাদার প্রভৃতি খাওয়াইয়া থাকে।

লক্ষণ—অধিক মাত্রায় বিষ খাইলে গরু কাঁপিতে থাকে। তলপেটে ব্যথা হয়, পশ্চাদ্দিকের পা ও শিঙ্ দিয়া পেটে গুতা মারে। পুনঃ পুনঃ পাঁজরের দিকে দৃষ্টিপাত করে, অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়, নিরন্তর নাদে, ধেড়ানি হয়, ও তৎসহ ন্যূনাধিক রক্তও বহির্গত হয়। সর্ব্বদাই ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় খেচুনী দৃষ্ট হয় এবং মুখ দিয়া ফেনা উঠে।

চিকিৎসা—অল্প পরিমাণে বিষ খাইলে নিম্নোক্ত ঔষধ দিবে, কিন্তু অধিক মাত্রায় বিষ সেবন হইলে চিকিৎসায় কোন ফল দর্শে না।

গন্ধক চূর্ণ আধ পোয়া, মসিনার তেল এক পোয়া, শুন্ঠি চূর্ণ সওয়া তোলা।

এই কয়েকটি দ্রব্য একত্রিত করিয়া অর্দ্ধসের ভাতের মাড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে।

সর্ব্বজয়ার শিকড় এক ছটাক, ভাতের মাড় আধ সের।

প্রথমতঃ শিকড়গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া অথবা ছেঁচো করিয়া ঈষদুষ্ণ মাড়ের সহিত খাওয়াইবে। গন্ধক চূর্ণ এক ছটাক, মসিনার তেল অর্দ্ধসের, ঈষদুষ্ণ ভাতের মাড় অর্দ্ধসের—এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া খাওয়াইবে।

পথ্য—অল্প কলাই সিদ্ধ করিয়া তৎসহ ভুষির জাব দিবে।

নরম নরম কাঁচা ঘাস দিতে পারা যায়। যাবৎ পেট নামা বা বেদনা দূর না হয়, তাবৎ জল দিতে নাই ভুসির মাড় দিবে।

সর্প দংশন

যদি সর্প গরুকে দংশন করে, তাহা হইলে বিষসেবনজনিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। শ্বাস প্রশ্বাস শীতল হয় এবং কখন কখন গাত্রে হাত দিলে রোম উঠিয়া যায় ও পায়ের শিরা ফুলিয়া উঠে।

চিকিৎসা—ঘন ঘাসের পাতার রস নাকে দিলে আরোগ্য হয়। আমড়ার ছাল চারি তোলা খাওয়াইলে আরোগ্য হয়।

একটা কলমীশাকের ডাটা গরুর লেজের অগ্রদেশ হইতে মুখ পর্য্যন্ত মাপিয়া খাওয়াইবে।

ছানি

অনেক সময় অনেক গরুর চক্ষুতে ছানি পড়ে; আশু উহার প্রতিকার না করিলে পুরাতন হইলে আর আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না।

চিকিৎসা—ঢোলা পাতার রস চক্ষে দিবে। পাতাগুলি উত্তম রূপে ধৌত করিয়া লইবে, যেন উহাতে ধুলি ইত্যাদি না থাকে।

এঁটুলি

গরুর দেহে এঁটুলি ধরিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। যতক্ষণ উহা তুলিয়া ফেলা না যায়, তাবৎ গরু সুস্থ হয় না।

ঔষধ—তিলের তৈল অর্দ্ধ ছটাক, গন্ধক চূর্ণ দেড় ছটাক, তার্পিন তৈল সিকি ছটাক, সর্ষপ তৈল এক সের।

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তুলী দ্বারা এঁটুলি স্থানে লাগাইয়া দিবে।

নারিকেলের ইতিবৃত্ত

যে রকম উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেই ভাবে কাজ হলে প্রথম বছরের শেষেই নূতন কচি পাতা সকল ছড়াতে সুরু হবে, এবং দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই প্রত্যেক শাখায় এই পাতা ছড়ানো শেষ হবে। তৃতীয় বর্ষে শাখা যেখানে আসল গাছের সঙ্গে এসে মিলেছে সেখানে তার তলাটা ঠিক ঘোড়ার নালের মত দেখা যাবে। আর চার বছরের সময় গাছের গুড়িটা মাটী থেকে কিছু উঁচুতে আছে বলে মনে হবে। এই সময়ই নারিকেল গাছের 'হাতীর পার মত পা হয়েছে' বলা হয়। তখন এর শাখা বারটার কম নয়।

পাঁচ বছরের পরে গাছের গুঁড়িটা পুরোপুরি বেরিয়ে আসে। শাখা তখন কুড়ি থেকে চব্বিশটা পর্য্যন্ত। যখন জাকালো রকমে বেড়ে ওঠা কোন গাছে ফল ধরতে সুরু হয়, তখন শাখা ছত্রিশটার কম হয়না। যদি কোন গাছ একটু বেশীরকম যত্ন পায় এবং যদি তা বাড়ী বা গোয়াল ঘরের নিকটে হয় তবে সে গাছটী পূর্ব্বের ঐ নিয়মে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, কিন্তু পাষাণময় পার্ব্বত্য প্রদেশ হলে' গাছ এত শীগ্‌গীর বাড়তে পায় না, এক একটা অবস্থায় পৌছিতে দুই বছরের বেশী সময় লাগে।

ছয় বছরের পরে ছড়া হ'তে দেখা যায়; কিন্তু নিকোবর প্রভৃতি জায়গায় কতকগুলো গাছের এর ও আগে হয়। আর সব জায়গায় কিন্তু ৭ থেকে ১৫ বছরের মধ্যেও ছড়াইবার আভাস মাত্রও দেখা যায়। এই সময় কতকগুলো গাছের এবং মাটী ভালো না হলে প্রায় সব গাছেরই গুঁড়ি থেকে মাটী এক বা দু'ফিট পর্য্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। আর সব জায়গায় কিন্তু গুড়ি ষোল ফিট পর্য্যন্ত উঁচু হয়ে ওঠে। প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে এই ছড়াগুলো কেবলই শুকোতে থাকে; কিন্তু বছরের মধ্যেই আবার নূতন হয়ে বেরিয়ে অল্প ফল দিতে থাকে এবং প্রথম বিকাশের পর তিন চার বছরের মধ্যে যথেষ্ট ফল প্রসব করে।

ছড়াইবার ছ'মাসের মধ্যে নারিকেলের ভেতরের শাসটী শক্ত হয়ে উঠতে থাকে, এবং বছরের মধ্যেই

ফলটা পুরোপুরি পেকে ওঠে। অত্যন্ত রোদ ও গরম হ'লে আরও আগে পাকৃতে দেখা যায়।

গাছের পুরোপুরি ভালো হয়ে বেড়ে ওঠা অনেকটা মাটী এবং আবহাওয়ার উপরই নির্ভর করে। গড়ে ১২০টী ফল বার মাসে হইতে দেখা যায়; নীচু এবং বেলে মাটীতে ২০০টীও হয়, কিন্তু বালি এবং পাথরের কুঁচি মিশানো জায়গায় পোতা হলে ৬০টীও হয় না। জানুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যেই নারিকেল হবার সময় অর্থাৎ রোদে ও তাপে বেড়ে উঠে, এই ক'মাসের মধ্যেই ফল পেকে ওঠে।

যেখানে গাছের শেকড়গুলো জল পায় এবং মাটীটা বেশ ভেজা হয়—সেখানে গাছে ৮ থেকে দশ থোকা পর্য্যন্ত ফল হ'তে পারে। কিন্তু অন্যান্য এবং বেশী উঁচু জমিতে ছ'টার বেশী হয় না।

একশটা নারিকেল যদি পুরোপুরি বেড়ে ওঠে এবং বেশ ভালোভাবে শুকানো হয় তবে সম্ভবতঃ তা পিষলে ১০ থেকে ১৩ সের নারিকেল তেল পাওয়া যেতে পারে। এর চেয়ে নিকৃষ্ট নারিকেলে হলে ৩ থেকে ৯ সের পর্য্যন্ত তৈল হয়। নীচু ও লোনা যায়গায় যে গাছ জন্মে, তার ফলে খুব কম তেল পাওয়া যায়।

গাছে যখন ছড়া হইতে সুরু হয়, তখন তাড়ির জন্য রস বের করে নেওয়া এবং কুঁড়িকে বাড়তে না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু কেবল বর্ষা ঋতুতেই এরকম করা হয়। ভবিষ্যতে ফলের থোকা যাতে খুব বেশী হয়ে ওঠে, এবং রস যাতে সহজ প্রবাহে বয়ে' যেতে পারে, সেইটী মনে করেই মানুষ এ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করে। অনেক যায়গায় আবার মোটেই ফল হইতে দেওয়া হয় না, এবং তাড়ি বের করে নেওয়া হয়। কয়েক মাস ধরে কেবলই তাড়ি বেড় করে নেওয়া হয়। এই ভাবে যে এতে কতকগুলো গাছ থেকে অপরিপক্ক ফল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং অনিষ্টকর জীবজন্তু এবং পোকা মাকড়ও গাছকে ঘিরে নিতে পারবে না।

কিন্তু খুব বেশী রকম তাড়ি বে'র করে নিতে থাকলে, বারন্ত গাছ ক্রমেই নুয়ে পড়তে থাকে এবং খারাপ হ'য়ে যায়। এমন কি, এরকম করলে ভবিষ্যতে আর ফল নাও জন্মাতে পারে। সুতরাং যদি ছ'মাস ধরে কোন গাছ থেকে এমনি ক'রে কেবলই তাড়ি বের ক'রে নেওয়া হয়, তবে এরপর পাঁচ বছরের মধ্যে যেন এরকম আর না করা হয়। তা'হলে গাছ ক্রমেই এলিয়ে পড়বে এবং নষ্ট হ'য়ে যাবে। পিঁপড়ে, মৌমাছি এবং অন্য সব জীব জন্তু মিষ্টি তাড়ি দেখলেই লোলুপ হ'য়ে ওঠে, সুতরাং পাত্রটী যে শুধু তাদের ছুতে দেওয়া হবে না এমন নয়, রসও যেন কচি পাতা গুলোর মধ্যে ছিটিয়ে দেওয়া না হয়।

কতকগুলো ফলের ছড়া তাড়ির জন্য কাটা হয়, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে, তা নারিকেল হবে ব'লে রাখা হয়। কিন্তু যদি তিন চারটা ছড়া তাড়ির জন্য কাটা হয়ে থাকে, তাহ'লে অন্যগুলো শুকিয়ে যায়, না হয় কোন কাজের হয় না। এমন কি, যদি একটা ছড়ার খানিক অংশ তাড়ির জন্য ব্যবহার করে ফেলে রাখা হয়, তাহলে যদি অবশিষ্ট অংশে কুড়ি থাকে তবে তাতে ফল ধরবে খুবই অল্প।

যে সমস্ত থোকা আগে বেরিয়ে এসেছে, তা থেকে কচি নারিকেল তুলে নিলে, তবে পরের থোকা গুলো খুব ভাল ভাবে বেড়ে উঠবে এবং সমস্ত গাছে সতেজ শক্তি ছাড়িয়ে পড়বে। বেড়ে ওঠার এবং শুকিয়ে যাওয়ার আগেই ফলের থোকাগুলো কেটে ফেলা উচিত নয়, কারণ এতে গাছের রস ও রক্ত ক্ষয় হয়ে অতি মূল্যবান্ জীবনীশক্তির হানি হয়। সুতরাং গাছের ক্ষতির সম্ভাবনা নিবারণের জন্য মালিকেরা

যেন—যে ফল বড় হ'য়ে উঠেছে তা ছাড়া কচি ফল কাউকেও নিতে দেন না। গাছের শাখা সাধারণতঃ গরমের দিনে এক বছরের মধ্যে সংখ্যায় ৮ থেকে ১০ পর্যান্ত হয়। এই সব শাখা শুকিয়ে গাছ থেকে ঝ'রে পড়ে। এদের কেটে ফেলাই রীতি; কিন্তু যদি খুব সকালে কাটা হয়, তা'হলে যেটা কাটা হয়েছে তারপর আর যেগুলো থাকে, তাদের ক্ষতি হয়; সুতরাং যেগুলি শুকিয়ে ওঠে, সেগুলোই ফেলে দেওয়া উচিত।

প্রাচ্য দেশে ত্রিশ রকম নারিকেলের বর্ণনা ও নাম আছে, কিন্তু নানা অবস্থা বৈগুণ্যে এবং প্রাকৃতিক কারণে এদের এই রকমারি চোখে পড়ে না।

নাম	বর্ণনা
১। সবুজ নারকেল ...	... ফল ও শাখার রং খুব উজ্জ্বল সবুজ
২। কালো নারকেল ...	... এদের রং শ্যামল সবুজ।
৩। জাতি নারকেল ...	... এদের একটা হল্‌দে আভা আছে
৪। (ক) গোলপত্র ...	... যে রকম নারকেলকে সবচেয়ে ভালো
(খ) ঐ ...	... বলে মনে হয় তাকে গোলপত্র বলে
...	... এক রকম আছে তাদের রং হল্‌দে
...	... আর এক রকম অল্প পিংশে এবং দেখ্‌তে সুন্দর।
৫। লাল আভাযুক্ত নারকেল ...	... এদের একটা জাকালো রকম লাল লাল আভা আছে।
৬। লাল নারকেল ...	... আগেরটার চেয়েও এরা রংয়ে উজ্জ্বল
৮। গাঢ় লোহিত ...	... শাঁস এবং খোসার আঁশ পটল বর্ণ এবং শাখা লাল আভাযুক্ত।
৯। সূর্য্যোজ্জ্বল ...	... এদের একটা অস্পষ্ট রক্তিমা সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো।
১০। শ্বেত ...	... ফলে এবং শাখায় একটা ধূসর আভা আছে।
১১। দুগ্ধবর্ণ ...	... এর শাঁস সাদা এবং পুরু।
১২। ডিম্বাকৃতি ...	ফল লম্বা এবং পিঠ ধারালো—লম্বা বৰ্দ্ধিত।
১৩। তাঞ্জোর ...	ফল লম্বা, ধারালো এবং বড়।
১৪। উরা ...	এই ফলটা প্রত্যেক ধারে ধারালো এবং একদিকে লম্বা
১৫। গ্লোবউলার (Globular) ...	এর থোকাতে অনেক বড় এবং গোল ফল হয়।
১৬। ক্ষুদ্র গোলাকৃতি ...	এরা সংখ্যায় আরও বেশী কিন্তু অত্যন্ত গোল।
১৭। মিনিট নারকেল ...	ছোট ফল, কিন্তু একসঙ্গে অনেক গুলো হয়।
১৮। ভারী নারকেল ...	ফল অল্প, কিন্তু বড় এবং ভারী এবং মালা খুব পুরু।
১৯। ওজনে ভারী নারকেল ...	এর ছিদ্র খুব ছোট কিন্তু মালা খুব বেশী তেলে ভরা।
২০। পুরুষ নারকেল ...	শাখাতে একটা বিশেষত্ব আছে এবং ছোট পাতাগুলো পরধাকে ছেড়ে যায় না।

২১। বিদেশা নারকেল ২২। দ্বীপ নারকেল			এরা মালে হয় ছড়ে কম নারকেলই লাল এবং এদের গুঁড়িও লাল আভাযুক্ত
২৩। পর্ত্তুগীজ	...	...	ঠিক ওপরের মত।
২৪। সিংহল	...	...	ফল বড় এবং লাল এবং শাখা অল্প নীল রংএর।
২৫। ওলন্দাজ	...	...	ফল ইত্যাদি একটু লাল ও বিবর্ণ।
২৬ গোয়া	...	...	প্রত্যেক থোকায় দুটী করে ফল এবং এদের রং শ্যামল সবুজ।
২৭। জাফরা নারকেল (Jaffra cocoanut)	..	...	ফল বড় কিন্তু সংখ্যায় কম।
২৮। পালমকোটা (Palam cotta)	...	...	
২৯। জাহাজী নারকেল	...	...	গুঁড়ি এবং গাছের পাতা ছোট সমস্ত গুলো কালো রঙে রঞ্জিত।
৩০। মালদ্বীপ	...	...	এই ফলের খোসা একটা শাদা আভা রঙের মেশানো নীল রঙের।

কলম প্রস্তুত প্রণালী

কৃষি রাজ্যে ফলের ব্যবসায় যেমন লাভজনক এরূপ অতি অল্প ব্যবসায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রথম কয়েক বৎসর অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া বাগানটী জমাইয়া তুলিলে recurring বা পৌনঃপুনিক খরচ আর নাই। ঠিক নিজেদের ঘরের সন্তান পালনের ন্যায়। ছেলেপেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়া একবার মানুষ করিয়া দিতে পারিলে তাহারা যেমন উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া পিতামাতাকে পালন করে, ফলের গাছগুলিকেও তেমনি একবার ফলবান করিয়া তুলিতে পারিলে তাহারাও বহু বৎসর যাবৎ মালিককে ফলদান ও ধনদান করিয়া থাকে।

সন্তানেরা বরং অনেক সময় বিগ্‌ড়াইয়া যায় এবং পিতামাতাকে পালন করে না; কিন্তু বাগানের গাছ একবার মানুষ হইয়া ফলবান হইতে পারিলে কখনও এরূপ নেমকহারামী করে না। যাঁহাদের নারিকেল সুপারী, আম,কাঁঠাল প্রভৃতির বাগিচা আছে, তাহারা জানেন যে প্রত্যেক গাছ প্রতিবৎসর বিশ্বস্ত সন্তানের ন্যায় তাঁহাদিগকে ফলদান অথবা তাহার বিনিময়ে অর্থদান করিবেই—সে পরিমাণে বেশী হউক, আর কমই হউক। সাধারণ কৃষিকার্য্যে যেমন জমী চাষ করিবার জন্য লাঙ্গল, গরু, সার, বীজ ইত্যাদির বাবদ প্রতি বৎসরই গোড়ায় টাকা ফেলান চাই, ফলের বাগানে এরূপ প্রতিবৎসরই কোনও পৌনঃ-

পুনিক খরচ নাই। গাছগুলি বড় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগের জন্য খরচ আছে বটে, কিন্তু তাহার পর আর বিশেষ কোনও খরচ নাই।

এই জন্য ফলের বাগান খুব লাভের ব্যবসায়; কিন্তু ফলের বাগান করিতে গেলে কেমন করিয়া একটা ভাল গাছ হইতে বিনা খরচায় আরও অনেক গাছ তৈরী করা যায়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন; নচেৎ অনর্থক অনেক টাকা খরচ হইয়া যায় এবং ফলের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। বাগান করিতে হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলের বাগান করাই বুদ্ধিমানের কাজ; কারণ একটা খারাপ আম গাছের চারা পালন করিয়া বড় করিতে যে খরচ ও সময় লাগে, একটা উৎকৃষ্ট গাছের চারা বড় করিতেও ঠিক সেই খরচ পড়ে এবং সময় লাগে, একটুও কম বেশী নাই। সুতরাং খরচ ও সময় যখন একই, তখন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গাছের চারা লাগানোই যুক্তিসঙ্গত, তাহা হইলে তাহার ফল যেমন লোকে আগ্রহের সহিত কিনিবে, তাহার দামও তেমন বেশী পাওয়া যাইবে। এখন ব্যবসায়ের আকারে বাগান করিতে গেলে ৮।১০ টা গাছে কিছুই হয় না; অন্ততঃ কয়েকশত গাছ থাকা চাই; কিন্তু এই সকল গাছ যদি নার্শারীওয়ালাদের নিকট হইতে কিনিতে হয়, তবে অনেক টাকার দরকার, অথচ টাকা দিয়াও নার্শারীওয়ালারা যে সব গাছ ভাল জাতেরই দিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই; বরং সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, নার্শারীওয়ালাদের দেওয়া অধিকাংশ গাছই আশানুরূপ হয় না। দুই চারিটা ভাল গাছ দিয়া আর সবই প্রায় বাজে গাছ দিয়া থাকে। আর সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, নার্শারীওয়ালাদের এই চাতুরী তখনই তখনই ধরা পড়েনা; কারণ গাছের পাতা এবং ডালা পালা দেখিয়া গাছ ভাল জাতের কি মন্দ জাতের তাহা চিনিবার কোনও উপায় নাই; এই চাতুরী ধরা পড়ে ৮।১০ বছর পরে যখন গাছ গুলি ফল দিতে সুরু করে; তখন হায় হায় করিয়া কোনও লাভ নাই।

এই জন্য বুদ্ধিমান উদ্যানস্বামী নানাদেশ হইতে কয়েকটী খুব ভাল জাতের গাছ আনিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাহাদিগকে বড় করিয়া পরে সেই সকল গাছ হইতে বিভিন্ন উপায়ে কলম করিয়া গাছের সংখ্যা বাড়াইয়া থাকেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে গাছ কিনিবার জন্য যেমন একটী পয়সাও ব্যয় করিতে হয় না, তেমনি জানা শুনা ভাল গাছ হইতে চারা উৎপন্ন করায় এই সকল গাছের ফল খুব উত্তম হইয়া থাকে। এখন কি উপায়ে এই কলম করিতে হয় এইখানে আমরা তাহা বর্ণনা করিতেছি।

জোড় কলমের সহায়তায় নব নব উৎকৃষ্ট ফলবান বৃক্ষ সমূহ উৎপাদন করিবার সাধারণ নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

আপনি সময় সময় হয় তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কোনও কোনও গাছের শাখা বা ডালে ছাল ও কাষ্ঠ পুষ্ট একটি 'চোখ' বাহির হইয়াছে।

ঐ চোখই হইল কলম বাঁধিবার প্রধান ও মুখ্য অবলম্বন। এই বস্তুটির সাহায্যেই দুই প্রকার প্রণালীতে কলম বাঁধিতে পারা যাইতে পারে।

চোখের অধিকারী গাছেরই অপর একটি শাখায় অথবা সমশ্রেণীর বিভিন্ন কোনও বৃক্ষের শাখায় চোখযুক্ত অংশ স্থানান্তরিত করিয়া কলম বাঁধিবেন।

প্রধানতঃ একবৎসর হইতে পাঁচ বৎসর বয়স্ক কিশোর চারা গাছেতেই কলম সংযোগ করিবার নিয়ম; কারণ চারা গাছের ছাল পাতলা থাকায় তাহার ডালে কলম বাঁধিলে প্রথম শ্রেণীর খুব উত্তম কলম হয়।

যে ডালের 'চোখের' নিকটে কলম বাঁধিতে হয়, সেই চোখের তলাটা দেখিতে ঠিক ঢালের ন্যায়

বলিয়া এই কলমকে সাধারণতঃ "ঢাল কলম" বলে।
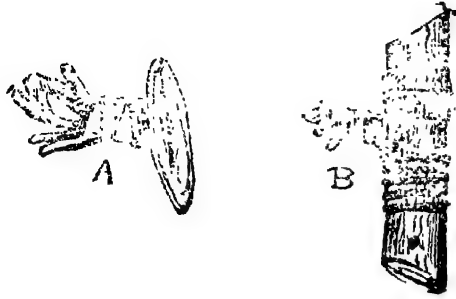
১নং চিত্রের A চিহ্নিত স্থান দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে,যে কচি ডালে কলম বাঁধা হইয়াছে তাহার base বা তলার আকৃতি অবিকল ঢালের ন্যায়; ঢালের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট চোখ হইতেই কচি কোমল ডাল নির্গত হয় এবং সেই ডালেই A চিহ্নিত চিত্রানুযায়ী কলম বাঁধিতে হয়।

কলম প্রস্তুতের ধারা বা নিয়ম

কলম তৈয়ারি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি অতি আবশ্যকীয় তথ্য জানা একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ কোন বিষয় ভালো করিয়া না জানিয়া শুনিয়া হঠাৎ একটা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় অর্থ, পরিশ্রম ও পয়সা বেমালুম নষ্ট করা।

থাক, কলম বাঁধিবার জন্য আপনার নির্ব্বাচিত গাছ যেন পরিণত আয়তনের হয়, এবং liber হইতে কিঞ্চিৎ ছাল যেন সহজে পৃথক করা যায়। এই প্রসঙ্গে liber সম্বন্ধে কিছু না বলিলে কথাটা ঠিক্ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন না।

মানুষের গাত্রের উপর একটা ছাল বা ত্বক থাকে, কেমন? ঠিক তদ্রূপ বৃক্ষের গাত্রের উপরও এক প্রস্থ কর্কশ চাল বা চামড়া থাকে।

এই ছাল গাছ হইতে যে কোনও সময়ে পৃথক করা যায়; তবে বসন্ত বা শীত ঋতুতে যখন বৃক্ষের সার পদার্থ বা উদ্ভিদ রস নিম্ন বা উর্দ্ধদিকে প্রবাহিত হয়, তখনই ছাল বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা অতিশয় সহজসাধ্য।

বৃক্ষের ছালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় উহা সমরূপ পদার্থের একটি পোচ্ (coating) বা আবরণ। এই আবরণের বহির্ভাগ সূর্য্যতাপে ও বাতাসের সংস্পর্শে থাকে বলিয়া উহা কঠিন ও কর্কশ। কিন্তু ভিতর দিক আর্দ্র কাষ্ঠের সহিত থাকে; সুতরাং ইহা সিক্ত ও মসৃণ।

বৃক্ষের উপরে যে কর্কশ আবরণ আছে,—যাহাকে আমরা ছাল বলি, তাহা কতগুলি বিভিন্ন প্রকারের শিরা উপশিরার দ্বারা গঠিত। স্তরের পর স্তর সজ্জিত হইয়া ছাল একখানি আসল পুষ্ট ছালে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তরকে নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।

প্রথম বাহ্য সূক্ষ্ম ত্বকটিকে ইংরাজিতে Epidermis কহে। মানুষের গাত্রের উপর সূক্ষ্ম ত্বক্ যেরূপ সময় সময় উঠিয়া গিয়া পরে নবরূপে বহির্গত হয়, সেইরূপ বৃক্ষের ত্বকটিও প্রায়ই অদৃশ্য হইয়া গিয়া পরে পুনরায় নিজস্থান সশরীরে অধিকার করে।

এইরূপ ছাল উঠিয়া গিয়া পুনরায় নূতন ছাল গজাইলে বৃক্ষের এক তিলও ক্ষতি হয় না; বৃক্ষ যখন যৌবনের পথে অগ্রসর হয়, তখন প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ছাল ঝরিয়া পড়ে ও পুনরায় একটা নূতন ছাল পূর্ব্ব স্থানে উঁকি মারিতে সুরু করে।

এই ত্বকটির পরেই আসল যে ছাল, তাহাই অবস্থিত থাকে; ইহা দুইটি পরদা বা স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। একটিকে বাহির দিক (outer) ও অপরটিকে ভিতর দিক (inner) বলে। এই উভয় ছালের মধ্যস্থিত আর একটি সূক্ষ্ম ছালকে Liber কহে। Liber ছালটি আর কিছুই নহে, এক বাণ্ডিল

কাষ্ঠের আঁশ দ্বারা প্রকৃতি ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। লেবু গাছে উক্ত পদার্থ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণেই থাকে। লেবু গাছ হইতে ঐ ছাল বা অন্তর্ব্বল্কল লইয়া মাদুর প্রস্তুত কালে ব্যবহার করা হয়, ও গাছ গাছড়াদি বন্ধন করিবার জন্য ইহা বিশেষ কার্য্যে আইসে।

তরীণ ছাল ও বৃক্ষের কাষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী একটী চট্‌চটে আঠালো পদার্থ বা উপাদানের স্তর থাকে, উহাকে ইংরাজীতে Cambium কহে।

অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বসন্ত কালেই এই বস্তুটি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

"Cambium"এর প্রকৃত অধিকারী বৃক্ষের কাণ্ড অথবা বল্কল—এ তথ্য আজ পর্য্যন্ত নির্ণয় হয় নাই; তবে ইহা স্থির নিশ্চয় যে বল্কল ও বৃক্ষের দেহ উভয়তঃই "cambium"এর সাহায্যে পরিপুষ্ট বা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ও ঐ চট্‌চটে পদার্থটি বৃক্ষের জীবনীশক্তির প্রধান রক্ষক।

যাহা হউক, চট্‌চটে পদার্থটি যে বৃক্ষের জীবনীশক্তি বর্দ্ধনের মূল কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কলম বাঁধিবার সময় বৃক্ষের দেহের ও কলমের ডাল, উভয়ের আটালো (cambium) পদার্থটি সংস্পর্শ হওয়া চাই,—ইহা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লিখিত প্রণালীতে কলম ডালে বাঁধিতে পারিলে কলম-বাঁধা সার্থক হইবে, নতুবা কলম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

সুতরাং ইহা যে কিরূপ আবশ্যকীয় তাহা সকলেই, বোধ করি, নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন।

কলম বাঁধা যাহারা পেশাদারী ভাবে করিতে চান, তাঁহাদের এই সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই কার্য্যে কোনও ক্রমে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

যাক্, liberএর পরিচয় ও জোড়-কলম বাঁধা কার্য্যে ইহার যে কার্য্যকরী সম্বন্ধ আছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা গেল।

সচরাচর মে ও আগষ্ট মাস কলম বাঁধিবার প্রকৃষ্ট সময়; কলম প্রস্তুতের জন্য যে "চোখ" ব্যবহার করিবেন তাহা যেন স্বাস্থ্যবান হয়, কারণ কলমের ভাল মন্দ নির্ভর করে এই চোখের উপর। তাহা ছাড়া ডালের এই চোখ হইতেই নূতন শাখার উৎপত্তি হয়।

এইরূপ চোখ বিশিষ্ট ডাল বন্ধন করিয়া দিলেই দিন বারো মধ্যেই চোখটি অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিবে ও অতঃপর ঐ বৃহৎ চোখটি গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন। গাছের অধিকাংশ পত্রই নির্ম্মূল করিয়া দিবেন, কিন্তু কলম বাঁধার নিয়মানুসারে পত্রবৃন্তের নিকট সামান্য কয়েকটি পত্র রক্ষা করিয়া রাখিবেন।

চোখ বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য একটি তীক্ষ্ণ-ধার ছুরী লইতে হয়। ইহার জন্য বিশেষ প্রকারের ছুরী বাজারে বিক্রয়ও হয়।

ছুরীর সাহায্যে পরিষ্কাররূপে চোখটি শাখা হইতে কাটিয়া পৃথক করিয়া ফেলুন। ছুরীর আঘাত বৃক্ষের ছালের উপর ও নীচেতে এক চতুর্থাংশ ইঞ্চির অধিক যেন না হয়।

এখন চোখ হইতে কাষ্ঠের অংশ বাদ দিয়া দিন; কিন্তু সাবধান, চোখের ভিতরকার ছালে যেন কোনও রূপ আঘাত না লাগে। কারণ এই ছালের মধ্যেই liber (ইহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে) বা উদ্ভিদের সারাংশ চট্‌চটে পদার্থটি অবস্থান করিয়া থাকে।

যাহা হউক, যে বৃক্ষের দেহে বা শাখায় কলম বাঁধিতে মনস্থ করিয়াছেন, সেই স্থানের ছালের উপর ক্রুশের ন্যায় একটি দাগ ছুরিকার দ্বারা কর্ত্তিত করুন; আপনাকে ইংরাজী অক্ষর Tএর মতো আরও একটি

দাগ কাটিতে হইবে এইবার ১নং চিত্রের A অংশের ন্যায় চোখটির উর্দ্ধ অংশের আকৃতি করিতে হইবে—চোখটির গঠন কার্য্য এইরূপ করা হইয়া গেলে, বৃক্ষের শাখার কর্ত্তিত ছাল ছুরীর দ্বারা ধীরে ধীরে ফাক করিয়া ফেলিয়া চোখটি প্রবেশ করাইয়া দিন।

ইহার পর এক কাজ করুন। চোখের উপরে নীচে আল্‌গা করিয়া পটি (bandage) বাঁধিয়া দিন। বাঁধিবার সময় কর্ত্তিত ছালের দুইখানা মুখ বা ঠোঁট চোখের উপর বন্ধনী বা পটির সাহায্যে লইয়া আসুন।

এরূপ কায়দায় এই কার্য্যটি করিবেন যেন ছালের কাটা মুখ দুটীর তিলমাত্র ফাঁক না থাকে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনের বিষয় যে ঐ চোখের সহিত শাখার ছালে যেন স্বাধীন ভাবে ঘর্ষণ হয়।

কয়েক সপ্তাহ পরে যদি বন্ধনী ফুলিয়া উঠিয়া খুব দৃঢ় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ চাপিয়া দিলেই উহা ঠিক হইয়া যাইবে।

যদি মে মাসে কলম বাঁধা হয় ও কলমের জোড় যদি ঠিকভাবে সংযোগ করা হয়, তাহা হইলে জোড় বাঁধিবার পরই কলমের ডাল উঁকি মারিতে সুরু করিবে। উহা বেশ ভাল করিয়া বাহির হইলে জোরের এক ইঞ্চি নীচে ডালটা কাটিয়া লইবেন।

যদি আগষ্ট মাসে কলম বাঁধেন, তাহা হইলে বসন্ত ঋতু অবধি বৃক্ষের মাথা কোনও ক্রমে কাটিয়া ফেলিবেন না। ঐ সময়েই কলমের ডাল জন্মগ্রহণ করে।

আপনার মনে হয়তো এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, মে মাসে যদি গাছের মাথা কাটা যাইতে পারে, তাহা হইলে আগষ্ট মাসেই বা কাটা যাইবে না কেন? যদি কাটা হয় তাহাতে ক্ষতি কি?

আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। বৃক্ষের জীবন-ক্ষেত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব অনেক অধিক। আগষ্ট মাস ও মে মাসে প্রকৃতির মূর্ত্তি একেবারে বিভিন্ন,—এই দুই মাসের সূর্য্যতাপ ও জল ধারার ভিতর বিশেষ তারতম্য আছে। যখন প্রকৃতির সহিত উদ্ভিদ সমূহের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তখন উপরোক্ত দুই মাসে বাঁধা কলমের মধ্যেও ফলাফল সম্বন্ধে যে পার্থক্য থাকিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আগষ্ট মাসে কলম কাটিয়া পুঁতিলে সে গাছের চারা আদৌ বর্দ্ধিষ্ঠ হইতে পারিবে না। কারণ নূতন ডাল শীত ঋতুর পূর্ব্বে বাহির হইয়া পড়িবে, ও ইহার নূতন কাষ্ঠ পুষ্ট ও কঠিন হওয়ার অবকাশ পাইবে না, সুতরাং অকালেই ঐ নব চারা জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যদি বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে ইহার যে সমূহ ইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আবার যদি কোনও প্রকারে বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ গাছে ডাল, ফুল বা ফল হইবার সম্ভাবনা কম। যদি ফল বা ফুল হয়, তাহা হইলে উক্ত কলমের ফল হইবে অখাদ্য, ও ফুল হইবে একদম ঘ্রাণশূন্য, নয়ন-পীড়াদায়ক।

যাহা হউক, ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, এইবার অপর বিষয়ের আলোচনা করা যাক।

নব-কলমের কিশোর চারা যখন ক্রমেবারে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, তখন ঐ সকল উদ্ভিদ সন্তানদের নানা

প্রকার শত্রুর আক্রমণ হইতে উহাদের রক্ষা করিতে হইবে। কলমের চারার প্রধান শত্রু হইতেছে ঝড়—ঝড়কে অধীনে আনিতে না পারিলে চারা স্বস্থান হইতে অসহায়ভাবে বিচ্যুত হইয়া ধরায় লুটাইয়া পড়িবে।

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে ঝড়ের হাত হইতে চারাগুলিকে রক্ষা করিতে পারিবেন,—অবশ্য প্রকৃতির নির্ম্মম মূর্ত্তির নিকট মানুষের পরাজয় নিশ্চিত। তবে নিম্নবর্ণিত উপায়ে কার্য্য করিলে ঝড়ে
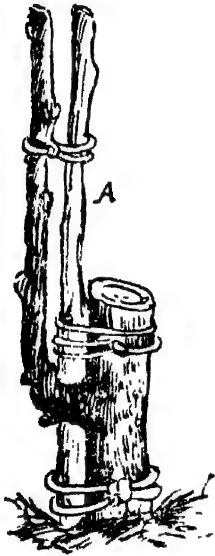
শাখাটিকে অর্থাৎ চারাটিকে খোটার সহিত বন্ধন করিবার পূর্ব্বে, ঐ তরুণ শাখাটির গাত্রে কিছু খড় বা বিচালী জড়াইয়া দিবেন। এইরূপ করিবার কারণ আর কিছুই নয়, ঝড় বা বাতাস মাতামাতি সুরু করিলেও শাখার ছাল দড়ির সহিত ঘষিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে না ও উহা হিমালয়ের ন্যায় অচল অটল ভাবেই স্বস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

চারা সমূহের সহসা কোন হানি করিতে পারিবে না।

একটী সরল মজবুত কাষ্ঠের খোটা সংগ্রহ করিয়া দৃঢ়রূপে প্রধান গাছের পার্শ্বেই মাটীতে প্রোথিত করুন ও এক মজবুত দড়ির সাহায্যে খোটাটি গাছের সহিত উপরে ও নীচে দুইবার সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া দিন। বন্ধন করিবার পর কলমের শাখাটিকেও উক্ত খোটার সহিত বন্ধন করিয়া দিতে ভুলিবেন না।

হা! এই প্রসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

৩নং চিত্র দেখিলেই প্রণালীটী সম্যক বুঝিতে পারিবেন।

ফল বা গোলাপ ফুল—যে কোন গাছেই কলম বাঁধিতে ইচ্ছুক হউন না কেন, যে ডালে কলম বাঁধিবার আবশ্যক হইবে, সেই ডালটি যেন দৃঢ় এবং পক্ক হয়; কারণ কচি ও কোমল ডালে কলম বাঁধিলে উহা মোটেই কার্য্যকরী হইবে না। ডালটি বৎসর খানেকের পুরাতন হইলেই চলিয়া যাইবে। ফরাসী উদ্ভিদ্‌বিদ্‌রা বলেন যে ঐ ডাল যেন আগষ্ট মাসের প্রখর সূর্য্যের তাপে তাপিত হইয়া পাকা হয়।

যে বৃক্ষের ডালে কলম বাঁধিবেন, সেই বৃক্ষটিতে মুকুল ধরিবার অবস্থা হইলে ভালো হয়। তাহা হইলে কলমের চারাতে সেই বারেই ফল ধরিবে।

কলম বাঁধিবার জন্য কতকগুলি যন্ত্রপাতির আবশ্যক, এ কথা বোধ করি না বলিলেও চলে। নিম্নে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পরিচয় দেওয়া গেল।

(১) একটি হাত-করাত;—ইহাতে একটি দ্বিপাটিত বা মোড়া ফলা আছে। এই ফলার পশ্চাৎ-ভাগ পাতলা ও কতকগুলি দন্তবিশিষ্ট।

(২) চোব কাটিবার ছুরী—ইহার একদিকে বাটালীর ন্যায় একটি ফলা ও অপর দিকে একটি মুগুর বা হাতুড়ির মতো আছে।

(৩) এক বাণ্ডিল কর্কশ শণের আঁশ, নরম

সুতা বা নারিকেলের দাড় ইত্যাদি। ইহার দ্বারা বৃষ্টির উৎপাত হইতে চারাগুলি রক্ষা করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত মালমসলা গুলি সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনার কাজ এক প্রকার চালয়া যাইবে।

আর একটি বস্তুর প্রয়োজন,—লেপিবার জন্য নরম মাটী (ইহা কেমন করিয়া এবং কোথায় ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা পরে বর্ণিত হইবে)।

এই মাটী নরম কাঁকড় শূন্য ও পরিষ্কার হওয়া দরকার।

অবশ্য কি ইংরেজ বা ফরাসী বাগানের মালিক মাটী ব্যবহার না করিয়া বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করেন। তবে পাশ্চাত্য জগতে বহু উদ্ভিদবিদ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যাতিত করিয়া পরিষ্কার মাটীও ব্যবহার করেন।

আমাদের দেশে কাদা মাটী যখন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তখন অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় করা সঙ্গত নহে।

কলম বাঁধিয়া তাহার উপর মাটী পেকের পর পেক পুরু করিয়া লেপিয়া দিতে হয়।

কলম বাঁধা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যে ডালে কলম বাঁধা হইতেছে, সেই ডালের গঠন প্রণালী জানা কর্ত্তব্য, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যখন কোন বৃক্ষের শাখা বা ডাল আড়ভাবে কাটা হয়, তখন দেখা যায় যে উহার ভিতর একরাশ কাষ্ঠের আঁশ রহিয়াছে এবং ঐ আঁশ একটি আবরণ বা পোঁচের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। ঐ পোঁচ বা আবরণটিকে আমরা ছাল নামে অভিহিত করিব।

কাষ্ঠ ভাগের ঠিক মধ্যস্থলে বৃক্ষের জীবনী-শক্তি বা সারাংশ অবস্থিত করে। ইহাকে ইংরাজীতে pit বা "medulla" বলে।

মানুষের বা জীবজন্তুর অস্থির ভিতরও ঐ প্রকার পদার্থ বিদ্যমান থাকে। তাহাকে আমরা মজ্জা বলি। কলম হইতে নবোদ্ভূত চারা নিজকে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ "পিথ" বস্তুটী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় উহাকে প্রতিপালন করে।

"পিথ" কাষ্ঠ আঁশের ভিতরে মধ্য স্থান হইতে বৃক্ষের সারাদেহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ঐ সারাংশ বসন্ত কালে বৃক্ষের শিকড় গুলি কাষ্ঠের আঁশের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। কাষ্ঠের আঁশ ছালের দ্বারা আবৃত থাকে ও পাতাগুলিকে রস জোগাইয়া পুনরায় শরৎকালে ছালের মধ্য দিয়া স্বস্থান অর্থাৎ পূর্ব্বকার শিকড় গুলিতে অবতরণ করে।

নানা প্রকার প্রণালীর দ্বারা কলম প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং কলমও নানাবিধ হয়; কিন্তু এই স্থানে আমরা মাত্র দুই একটী প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিব। ইহা হইতে সাধারণতঃ কি কি উপায়ে কলম প্রস্তুত করিতে হয়, পাঠকেরা তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন। কলম বাঁধিবার পূর্ব্বে আপনি একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্যবান বৃক্ষ ও বৃক্ষের যে ডালে কলম বাঁধিবেন, তাহা নির্ব্বাচিত করিবেন।

ডালটি যেন আগষ্ট মাসের প্রখর সূর্য্যের তাপে তাপিত হইয়া পক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ডাল শীর্ণ ও লতানো হইলে কলম কখনই প্রথম শ্রেণীর হইতে পারে না; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গাছ ঝড় বাতাসে অত্যন্ত হেলিলে দুলিলে কলম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

যদি ডালে কাষ্ঠের আঁশ মনোনীত বৃক্ষের কাষ্ঠের আঁশ অপেক্ষা নরম হয়, তাহা হইলে যখন চারা বেশ নীচের দিকে অবতরণ করিতে থাকে, তখন বৃক্ষের আঁশ উহার নামিবার পথের অন্তরায় হয় ও সেই কারণে বৃক্ষের স্কন্দ স্ফীত হইয়া উঠে।

যদি উপরিলিখিত মতের বিপরীত হয়,তাহা হইলে

জোড়ের উপরেই শাখার স্থানটি স্ফীত হইয়া উঠে।

মজ্জা বা সারাংশ কলমের ডাল হইতে নামিয়া জোড়ের নিকট উপস্থিত হয় ও বাধা প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করে; ইহার জন্যই ঐস্থানে নূতন শাখার ঠিক নিম্নদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় জন্মগ্রহণ করে। জোড়ের দ্বারা ঐস্থানে রস বা সার আবদ্ধ না হইলে উহা সরাসরি বৃক্ষের মূলে অবতরণ করিত ও ভূমিতেই শিকড় জন্মগ্রহণ করিত।

কাঁচ কোমল ডালে কলম বাঁধিলে তাহা শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়।

আপনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যে, যে শাখাটি কলমের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে, তাহা যেন গাছের সহিত সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহা না হইলে উক্ত শাখাতে কলম বাঁধিলে কলম নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। আপনার নির্ব্বাচিত কলমের ডাল যদি গাছ হইতে বড় হয় অর্থাৎ "in a more advanced state of vegetation" হয়, তাহা হইলে কলমের ডালটি বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমির ভিতর উত্তর দিকে প্রোথিত করিয়া দিবেন। তাহা হইলে কলমের ডাল ঠিক অবস্থায় থাকিবে ও ইতিমধ্যে বৃক্ষটিও বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

একপ্রকার কলম আছে, যাহাকে কাটা বা ফাঁক কলম কহে।

এক নং চিত্রের C অংশ দেখিলে কাটা কলমের কার্য্য কিরূপে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ চিত্রানুযায়ী গাছের মাথা সমতল ভাবে কাটিয়া, কর্ত্তিত অংশের ঠিক উপরে মধ্যস্থল হইতে ইঞ্চি চারেক লম্বা চিড়িয়া ফেলিবেন; কিন্তু কাটিবার পূর্ব্বে একবার বৃক্ষের জীবনীশক্তির ক্ষমতা অর্থাৎ উহার তেজ পরীক্ষা করিয়া সেই অনুযায়ী কর্ত্তিত করিবেন।

এই বস্তুটি সম্পূর্ণ ভাবে আপনার বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে।
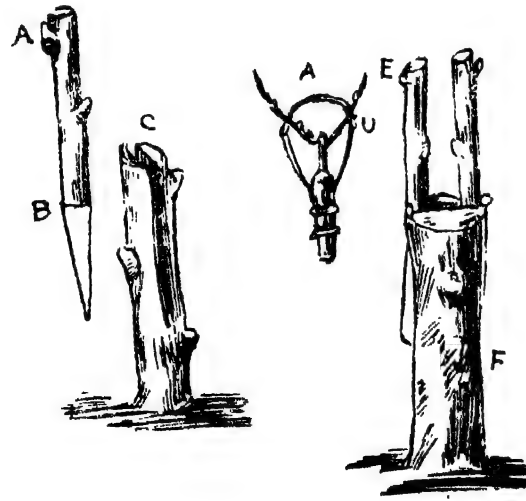
যে পর্য্যন্ত কলমের ডাল প্রস্তুত না হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত একটী কীলক বা গোজ ঐ কর্ত্তিত বা ফাঁকের অংশে প্রবেশ করাইয়া রাখিবেন।

অতঃপর কলমের ডালটি নির্ব্বাচন করুন। ১নং চিত্রে A অংশে ডালের উচ্চদিকে যেরূপ একটি অঙ্কুর বা মুখী রহিয়াছে। ঠিক ঐ প্রকার মুখীবিশিষ্ট

ডালটি হওয়া দরকার। ঐ ডালের নিম্নাংশ ছুরীর দ্বারা চাঁচিয়া ছুলিয়া চিত্রের B অংশের ন্যায় আকৃতি করিবেন যাহাতে উহা বৃক্ষের কর্ত্তিত ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

দুইটী বা জোড় কলম বাঁধিতে হইলে বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না—২নং চিত্রানুযায়ী কর্ত্তিত ফাঁকে দুই দিকে দুইটি ডাল প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। অপরাপর প্রণালী একই। যদি কর্ত্তিত বৃক্ষে স্থান হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে দুইটী কলমই বাঁধা বিধেয়; কারণ এই প্রণালীতে একটি কলম বাঁধা অপেক্ষা দুইটী কলম বাঁধিলে যে সাফল্যের অধিক সম্ভাবনা আছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

কলমের ডাল (একটিই হউক বা দুইটিই হউক) এরূপ ভাবে বসাইবেন যাহাতে ডালটি বা ডাল দুটী ২নং চিত্রের E অংশের ন্যায় ভিতর দিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া থাকে, এবং ডালের নিম্ন দিক ২নং চিত্রের F অংশের ন্যায় কিঞ্চিৎ বহির্ভাগে উঁকি মারিয়া থাকে। ডালের উপর দিক ভিতর দিকে হেলাইয়া দিলেই যন্ত্রবৎ নিম্নাংশ বৃক্ষের ফাঁক হইতে কিঞ্চিৎ বহির্গত হইয়া পড়িবে। এইরূপ করিলে ডালের ভিতরকার ছালের সহিত গাছের মধ্যকার ছালের যোগাযোগ থাকিবে। এইরূপ যোগাযোগ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অবশেষে সকল অংশ বন্ধন করিয়া দিবেন ও বৃক্ষের উপর হইতে শাখার নিম্নভাগ অবধি নরম কাঁকড় শূন্য কাদা-মাটী দিয়া লেপিয়া দিবেন।

কলম বাঁধা ও অন্যান্য কার্য্য হইয়া গেলে দিন বারোর মধ্যেই সূর্য্যের প্রখর কিরণ ও অতিরিক্ত বাতাস হইতে শাখার উপরি ভাগ রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে কোনও প্রকার ছায়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একখানি চতুষ্কোণ কাগজের টুকরা লইয়া দোকানে মশলা বাঁধিবার চোঙার ন্যায় আকার করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে পারিবেন, অর্থাৎ ইহার দুই প্রকার কার্য্য সাধিত হইবে।

প্রথমতঃ, গাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রৌদ্রতাপ বা বাতাস লাগিবে না, ও দ্বিতীয়তঃ, গাছের প্রধান শত্রু পোকা-মাকড় কিছুই করিতে পারিবে না। কলম একটিই হউক বা দুইটীই হউক, যখন কলমের শাখা বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে, তখন পাখী বা ঝড় বাতাসের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় আপনাকে করিতেই হইবে,—না করিলে পরিশ্রম ও অর্থ বৃথা হইয়া যাইবে।

৩নং চিত্র দেখিলেই ঝড়, বাতাস ও পাখীর উপদ্রব হইতে বাড়ন্ত কলমকে কি উপায়ে রক্ষা করা যায়, তাহা আপনার পরিষ্কার বোধগম্য হইবে। ঝুড়িতে প্রস্তুত করিবার সময় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের বেত, কঞ্চি প্রভৃতি নম্রশাখতরু দেখিয়াছেন তো? ঐ নম্র শাখা বেত, কঞ্চি, শর বা খাগড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। শর বা খাগড়া লইয়া পাখীর বসি বা দাঁড়ের ন্যায় অর্থাৎ ৩নং চিত্রের মতো প্রস্তুত করুন; দুই অংশই দৃঢ়রূপে চিত্রানুযায়ী বৃক্ষের সহিত বন্ধন করুন।

যখন কিশোর কলমের ডালটি বাড়িতে থাকিবে তখন ডালের নিম্নাংশে যে সকল মুখী বা অঙ্কুর জন্মগ্রহণ করিবে, সেইগুলি অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

মুখী বা ফেঁকড়া সাধারণতঃ একেবারে তলা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া শাখার উপর অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে।

ঐ সকল ফেকড়া নষ্ট করিবার সময় শাখার নিকট-বর্ত্তী ফেকড়াগুলি বিনষ্ট করিবেন না। তবে যদি ইহাদের দ্বারা শাখা বা শাখাগুলি এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি লম্বা হইয়া যায়, তাহা হইলে শাখার নিকটস্থ ফেকড়া-

গুলিও নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। এই নিয়মটি সকল প্রকার কলম-বাঁধার প্রণালীতে খাটিবে।
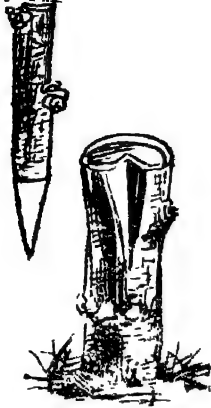
চেরা কলম বাঁধিতে হইলে, বৃক্ষের মধ্যস্থানে লম্বা ভাবে কখনও চিরিবেন না; চিত্রানুযায়ী ত্রিকোণ বিশিষ্ট করিয়া কাটিবেন।

অতঃপর যে শাখাটি কলমের জন্য নির্ব্বাচন করিবেন, তাহার নিম্নভাগ এরূপ ভাবে চাঁচিয়া ছুলিয়া দিবেন, যাহাতে উহা ঐ ত্রিকোণ বিশিষ্ট কর্ত্তিত স্থানটিতে একেবারে মাপে মাপে বসিয়া যায়। ঐরূপ ভাবে লাগিলে liber বা সারা পদার্থের উত্তমরূপে সংযোগ হয়।

এইবার কাদা মাটীর সাহায্যে সমস্ত স্থানটি পোঁচের ন্যায় লেপিয়া দিবেন এবং যতকাল না ঐ দুইটি অংশ একত্রে জোড়া লাগিয়া এক হইয়া যায়, ততকাল পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া রাখিবেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যতদূর সম্ভব ততদূর কলম বাঁধা সম্বন্ধে সাধ্যমত বলিলাম, বারান্তরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

আলু রক্ষার উপায়

শীতকালে আলুর ফসল ক্ষেত হইতে উত্তোলিত হয় এবং নানা স্থান হইতে বড় বড় সহরে এই সব আলু মহাজনদের গুদামে আমদানী করা হয়, বাজারের পাইকার ও খুচরা দোকানদারেরা এই সব আলুর গুদাম হইতে বাজারে আলু আমদানী করিয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শেষাশেষি পর্য্যন্ত নানাদেশ হইতে আলু আমদানীর কাজ একরকম শেস হয়। তার পর এই আলুকে কীট পতঙ্গ এবং পচনের হাত হইতে রক্ষা করাই এক বিরাট সমস্যা। কারণ এই আলুর পুনরায় নূতন ফসল বাজারে আমদানী না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা আগামী আশ্বিন মাস তক্ ব্যবহৃত হইবে।

এক দিকে আলুর উৎপত্তি এবং আমদানী যেমন বন্ধ হইয়া যায়, অপর দিকে তেমনি আবার পোকা এবং পচনের জন্য বহু আলু নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আশ্বিন মাস হইতে আলুর দাম ক্রমেই বাড়িতে বাড়িতে এক এক সময় ।৵০ আনা ॥০ আনা সের দাঁড়ায়; অথচ বর্ত্তমান সময়ে ⁄১০ পয়সা অথচ ৵০ আনা সেরে আলু বিক্রয় হইতেছে। এই কীট পতঙ্গ এবং পচনের হাত হইতে কি উপায়ে

আলুর দীর্ঘকাল টাটকা রাখা যায় এ সম্বন্ধে পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানবিদ নানারূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন, কারণ, আলু সমগ্র মানবজাতির এক staple food বা প্রধান খাদ্য। এ দেশে আলু রক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি কর্ম্মচারী যে সকল উপায় বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এইখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা আলুর ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাঁহারা এই সকল উপায় পরীক্ষা করতঃ ফলাফল আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

বিগত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, ইতালী দেশের আলুর সহিত বীজ আলুর একটী প্রধান শত্রু এদেশে আসিয়াছে। প্রথমতঃ, পথিনাতেই এই পোকার উপদ্রব ঘটিয়াছিল। অধুনা সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, হাজারীবাগ, সাওতাল পরগণা বর্দ্ধমান, হাওড়া ও আন্দুল প্রভৃতি স্থানেও, এই পোকার উপদ্রবে আলুর বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। বীজের জন্য যে আলু সঞ্চিত রাখা হয় উক্ত পোকায় সেগুলিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই পোকাগুলি এক প্রকার ছোট প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-প্রজাপতিগুলি আসিয়া পাতার নিম্নদেশে ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয় এবং তাহারা পাতা কিম্বা ডাঁটার ভিতরে যাইতে শাখা খাইতে আরম্ভ করে। ফলে এই দাঁড়ায় যে কীটদষ্ট পাতা ও ডাটাগুলি একেবারে শুকাইয়া যায়। ইহাতে আলুর যেটুকু ক্ষতি হয় তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারা যাইতে পারে। কিন্তু ক্ষেতের যে সকল আলু মাটীর বাহিরে জন্মে, তাহাদের 'চোখের' উপরও প্রজাপতিগুলি ডিম পাড়িয়া যায়। এই ডিম ফুটিলে, পোকাগুলি আলুর শাখ খাইতে খাইতে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ কীটদষ্ট আলুও ভাল আলুর সহিত গুদামজাত হইয়া থাকে। পোকাগুলি ১৫ দিনের মধ্যেই প্রজাপতি রূপে আলু হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য ভাল আলুর চোখের উপর ডিম পাড়ে। এইরূপ ভাবে ক্রমশঃ সমস্ত আলুই কীটদষ্ট হইয়া পড়িয়া যায়। আলুর চোখের কাছেই, পোকার নাদী জড় হইয়া থাকে। তদৃষ্টেই আলুর ভিতরে পোকা আছে কিনা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১০।১৫ দিনের মধ্যেই পোকগুলি সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পোকাগুলির বর্ণ শ্বেত এবং দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চ হয়। ইহারা আলুর বাহিরেই পুতলি করিয়া থাকে। প্রত্যেকটী স্ত্রী প্রজাপতি অন্যূন একশত ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

শীতল ও শুষ্ক গৃহেই আলুর গুদাম করা উচিত। গুদাম ঘরটি অন্ধকার রাখিতে হইবে; কিন্তু তাহাতে হাওয়া খেলিবার উপায় থাকা চাই। মেঝে হইতে কিছু উচ্চে মাচা প্রস্তুত করিয়া, তদুপরি বীজ আলুগুলি বিস্তৃত ভাবে রাখিতে হয়। যে আলু গুদামজাত করিতে হইবে, সে গুলি ভাল করিয়া বাছিয়া লইতে ইহবে। কীটদষ্ট অথবা পচা আলু গুদামে স্থানলাভ করিলে গুদামের সমস্ত আলুই কীটের উপদ্রবে পচিয়া গিয়া, নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। মাচাতে এক ইঞ্চি পুরু একপরত শুষ্ক বালুর উপর আলু রাখিতে হইবে। আলুগুলি পৃথক ভাবে অথচ ঘন ভাবে বসাইতে হয়। সকল আলুর উপরই বালুর ছিটা দিবে। আলু রক্ষার এইটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রত্যেক মাচাতে দুই তিন পরত (স্তর) আলু রাখা যায়। প্রথম একপরত আলু রাখিয়া, তদুপরি আবার বালু ছড়াইয়া দিতে হয়। এই বালুর উপর দ্বিতীয় পরত আলু রাখা যায়। এইরূপে বালুর মধ্যে স্তরে স্তরে আলু রাখার প্রথাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। কিন্তু যাহাতে মাচার উপর বালু ও আলু স্তরের উচ্চতা এক হস্তের অধিক না হইয়া

পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ তাহা হইলে, আলু গরম হইয়া পচিয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে একটি আলুও যাহাতে বালুস্তরের বাহির হইয়া না পড়ে, সে দিকেও নজর রাখা উচিৎ।

গুদামের সকলগুলি আলুই বালুতে ঢাকা থাকিলে, উক্ত প্রজাপতিগুলি আলুর উপর ডিম পাড়িয়া যাইতে পারে না। নদীর বালি উত্তমরূপে শুষ্ক ও শীতল করিয়াই তাহা ব্যবহার করিতে হয়। সময় সময় গুদামের আলুগুলি পরীক্ষা করা উচিৎ। গুদামে কোনও আলু পচিয়া গিয়াছে দেখিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ বাছিয়া আনিয়া, পুতিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ করিতে পারিলে, অনেক ডিম নষ্ট হইয়া যায়। ফলে, কীটের উপদ্রবও খুব কম হইয়া থাকে। বিহার ও উড়িষ্যা কৃষি বিভাগ অনেক পরীক্ষার পর, আলু রক্ষার উক্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উপায় অবলম্বন করাতে, পাটনাতে সুফল ফলিয়াছে।

আলুর ক্ষেতে পোকার উপদ্রব ঘটিলে, যে সকল আলু গাছের পাতা শুষ্ক হইয়া ঝলসিয়া যাইতেছে, সেই সকল গাছ উঠাইয়া আনিয়া, পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে কীটের উপদ্রব অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে। পোকার উপদ্রব আরম্ভ হইবা মাত্রই, তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক। যে সকল সারিতে আলু রোপন করা হয়, সেই সকল সারির ব্যবধান যদি একটু বেশী করা যায়, তাহা হইলে মাটীর বাঁধও প্রশস্ত হয়; ফলে আলুগুলি মাটীর বাহিরে আসিতে পারে না। আলুগুলি মাটীর বাহির হইয়া পড়িলেই, স্ত্রীজাতি প্রজাপতি তদুপরি ডিম্ব প্রসব করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহা না হইলে, উহাদিগের বংশ বৃদ্ধির অসুবিধা ঘটে। সুতরাং কীটের উপদ্রব খুব কম হয়। যে সকল স্থানের আলুক্ষেত্রে কীটের উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তথাকার আলুক্ষেত্রের সারিগুলির ব্যবধান যথোচিৎ প্রশস্ত করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

উপরে যে পোকার কথা বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আরও ২।১ জাতীয় পোকা আলুগাছের অনিষ্ট করিয়া থাকে। বেগুণ গাছে যে সকল কীটের উপদ্রব হয়, সেই সকল কীট ও আলুর অনিষ্ট করে।

একরূপ সবুজ রঙের পোকা অনেক সময় আলু গাছে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা গাছের সমস্ত রস চুষিয়া খাইয়া ফেলে, ইহাতে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয়। আক্রান্ত গাছগুলি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্ষেত্রের কোনও আলুগাছে এইজাতীয় পোকা দেখিলেই তাহা মারিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে বাছিয়া বাছিয়া, পোকা মারিয়া ফেলিতে পারিলে, কোন রূপ বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কুমার মিত্র।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটা নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

চাউল—প্রতিমণ।

বালাম নূতন	৭৸৵০—৮৵০
ঐ পুরাতন	৯—৯।০
পাটনাই ঐ	৭॥০—৮॥০
পাটনাই আতপ পুরাতন	৯॥০—১০৲
রেঙ্গুন আতপ নূতন	৬৸০—৭৸০
বাঁকতুলসী নূতন	৭৸৵০—৮॥০
ঐ পুরাতন	৯॥০—১০॥০
নাগরা	৭৲—৮॥০
সীতা	৮।০—৮৸০
কাজলা বা কুলী	৫৸০—৬৲
চিনি শক্কর	১০৸০—১২৸০
ঝাড়ী	৭৲—৭।০
দাদখানী	৯॥০—৯৸০

দাইল—প্রতিমণ।

দেশী অড়হর	৬৲—৬৸০
ঐ কাণপুরী	৬॥০—৭৲
ছোলা	৭।০—৮৲
মশুরী	৫॥০—৬॥০
কালী কলাই	৭৲—৮৲
পাটনাই	৬৸০—৭৲
খেসারির ডাল	৫।০—৫॥০
মুসুর ডাল পাটনাই	৬।০—৬।৵
মুসুরের ডাল খাড়ী	৭৸০
মটরের ডাল ছোট	৫৸৵০
ঐ সাদা	৬।০
মুগের ডাল ভাজা	৯॥০—১০৲
ঐ কাঁচা	৮৸০—৯৸০
বিউলি	৮।০—৮॥০
মাসকলাই ডাল দেশী	৭॥০
ঐ পাটনাই	—৭৸০

ঘৃত ও তৈল

কয়ারালাল সাগর	...	৬১৲
শ্রীঘৃত	...	৭৬৲
ঘৃত (মহিষের)	...	৭০৲—৮৫৲
মটকি বেলিয়া	...	৭৬৲
খুরজা	...	—৭২৲
মার্কা	...	৭৫৲
গাওয়া	...	৯৫৲
নারিকেল তৈল ১নং ২১৲	কোচিন	২২৲
দেশী	...	২০॥০
রেড়ীর তৈল ১নং ২০॥০	অডিনারী	১৯॥০
৩নং	...	১৮৲
সরিষার তৈল কলের		২২৲—২৪৲—২৫৲
সরিষার তৈল ঘানির	...	২৭৲
মসিনার তৈল গৌরীপুরে	...	২৫৲—২৬৲
বাদাম তৈল চীনা	...	২৩৲—২৫৲
তিল তৈল খাটী	...	৩১৲
কোঁচড়া	...	২২॥০

লবণ (১০০ মণ)

এডেন	২৭৮৲
করকচ (প্রতিমণ)	৪॥০

আটা, ময়দা ইত্যাদি (প্রতিমণ)

১ নং ময়দা	৮৵০—৮।০
২ নং ঐ	৮৲—৮৵০
৩ নং ঐ	৬৵০—৬।০
বি-আটা আসল	৬৷৵০—৮।০
ঐ নকল	৮॥৵০
২ নং	৭॥৵০
৩ নং	৫৸০
সুজি	৮॥৵০—৮৸০
সুজি ২নং	৭॥৶০

ভুষী	৩॥৴৹
দেশী পার্ল বার্লী	১৭৲

মধু

মধু ১নং	২৫৲
মধু ২নং	২১৲

বেণে মসলা

ছোট এলাচ ১নং	—৪॥৹
ঐ　২নং	—৪।৹
বড় এলাচ	৭৭৲—৮০৲
লবঙ্গ	৪৭৲—৫২৲
জৈত্রী	—৬॥৹
জায়ফল	৫৫৲
চীনের সিন্দুর	৩৲
মরিচ নূতন	—৫৪৲
লঙ্কা জন্দা	—২১৲
হরিদ্রা নূতন	৮।৹—৯৲—৯৸৹
জাহাজি ধুনা	৮॥৹—৯॥৹
রেঙ্গুনে ধুনা	১৫৲—১৬৲
ধনে	—১৮৲
জাহাজী সুপারী	১২॥৹—১৭৲
দেশী সুপারী	১৩৸৹—১৪॥৹
খয়ের ১নং　২৩৲　২নং	১৯৲—২১৲
কাসাভা দানা	৯৶৹
কর্পূর	৪॥৶৹
রিফাইন্ কর্পূর	৫।৹
শুঁট	—১৮৲
পিপুল	২৸৹
জিরা	৩৫৲—৩৮৲

মিছরী

কারখানার মিছরী ১নং	১৩৲

চিনি

দোবরা	২২৲
একবরা	২১৲
সাদা জাবা	১১৶১০
জাবা চিনি লাল	১১॥৶৹
বিট চিনি	১২৶৹
মন্দির মার্কা চিনি	১২৶৹
চিনিপটী	১২।৶১০
চিনিপটী	১১॥৹
পাশা	১১৸৶৹
গাস্তাব	১১॥৶৹
ক্যালাটা	১১॥/৹
বিটুন	১১।/৹
নিরপুরা	১১॥১০
বেগম	১৩/৹
হিন্দুস্থান	১৩৶৹

কেরোসিন তৈল

মোফ্রেক বাক্স সমেত	১০৶৹
গিরজ্জা মার্কা　ঐ	১৷৶৹
ভিক্টোরিয়া　২টিন	৬/১০
হাতি মার্কা　ঐ	৭৷৴১০
বাঁদর মার্কা　ঐ	৭৸/৹
রাণী　ঐ	৬৶৹
হাঁস মার্কা　ঐ	৬।৹
গোল্ড মোহর　ঐ	৭॥/
ফেনাইল (অর্ডিনারী) গেলন	১।/৹—১৷৶৹

বিবিধ শস্য

সরিষা কাজলা হুমকা কাণপুর …	৮৸৹—৯॥৹
ঐ শ্বেতি …	১০৲—১১৲
ছোলা বা বুট, পাটনাই …	৫।৹—৫॥৹

ছোলা সহরের …	… ৪৸৶০—৪৸০
ছোলা দেশী …	… ৪৷০—৪৷৶০
মাসকলাই, দেশী	.. ৫৲—৫৷০
ঐ পাটনাই	… ৬॥০—৬৸০
মুসুরী কলাই, দেশী	… ৪৷০—৪॥০
ঐ পাটনাই	.. ৫৷০—৫॥০
কালো কলাই	… ৫॥০—৬৲
মুগ সোণা নূতন	… ১২৷০—১২॥০
মুগ কৃষ্ণ দেশী	… —৭॥০
মুগ পশ্চিমে	… ৬৸৶—৭৷০
সিঙ্গাপুর মুগ	… ৮॥০
মটর সাদা	… ৫৲—৫৷০
মটর সবুজ	… ৫৲—৫॥০
মটর গুলি	… ৩৸০—৪॥০
অড়হর দেশী	.. ৫৷৶০—৫৸৶০
ঐ কাণপুর	.. ৬৲—৬৷০
খেসারি নাগপুরে গোটা	… ৩৷০—৩॥০
ঐ পাটনাই	… ৪৷০—৪॥০
ঐ দেশী	… ৩৲—৩৷০
যব পাটনাই	… ৪৲—৪৶০
তিসি ঝাড়া (শতকরা) ৫৲ খাদ)	৭৷৶০
গম জামালপুর (শতকরা ৭॥০ খাদ)	১০৲
ঐ শিবগঞ্জ দুধে (৫৲ খাদ)	…
ঐ কাণপুর দুধে (৫৷০ খাদ)	৬॥০
ঐ বক্সার দুধে (ঐ ঐ)	৮৸০
ঐ গঙ্গাজলি (ঐ ঐ)	৭॥০—৮৲
পোস্তদানা	… ৯॥০—১১৲
তিল নাগপুর	… ১২৲
তিল সাদা	… ১৮৲—২০৲
তিল কাল …	… ১০৲
তিল কৃষ্ণ …	… ১২॥০
রেড়ী দেশী …	… ৫৲—৫৷৶০
ঐ মাদ্রাজী …	… ৬৷০—৭৲
হরীতকী …	২॥০—৩৲
ঐ ভাঙ্গা …	৫৶০—৫৷০

মাট বাদাম বা চীনা বাদাম ৭৸৴ খোসা ছাড়ান ৯৸৶০

তেঁতুল …	৯৷০—১১৲

শীমূল তূলা কলদ্বারা পরিষ্কৃত গাঁট বাঁধা ৪৯৲—৫০৲
খোসা ও বীজ সহিত দেড় মণি বস্তার মূল্য ২৭৲—২৮৲

সোণা রূপার বাজার দর।

সোণা

ইংলিশ বার	২১৸৶০
সিট বার	২১॥৶১০
রয়াল বার	২১॥৶১০
খুচরা	২১॥৶০
চীনাপান	১৩॥৶১০
গিনি প্রতি থান	১৩॥৴৫
প্রতি ১০০ শত ভরি	৫৭॥৴০
খুচরা	৫৭৷৶০

লৌহের বাজার দর

লৌহের জয়েষ্ট ও বিম	৭॥৶০
,, এঙ্গল	৭॥০
,, টি	৭॥৶০
গোল বার	৭॥০
,, চেপ্টা ,,	৭॥০
,, চতুষ্কোণ	৭৷০
২২ গজ করগেট সিট	১৪৸০
২৪ ,, ,, ,,	১৪৷৶০
২৬ ,, ,, ,,	১৭৲
২৪ ,, প্লেন সিট	১৫৲
২৬ ,, ,, ,,	১৭৲

পাট

আমদানী	১,০০০/ মণ
রপ্তানি	৯০০০/ মণ
মজুত	২৬,৮৮০/ মণ

বাতী

রেঙ্গুন ১৬ আউন্স প্রতি প্যাকেট	৷৷৫
,, ১৪ ,, ,,	৶৫
,, ১২ ,,	৷৵৫
,, ১০ ,,	৷/৫
,, ৮ ,,	৷/৩
,, ৬ ,,	৷৵১০
রেঙ্গুন ১০ আউন্স ১১ আঃ গাড়ীর বাতী	৷৵০

ছাতা

নন্দলাল দত্ত

গোল সীক	২২৷২৪	ইঃ	১২৷৷০
স্প্রিং	২২৷২৪	ইঃ	১৭৲
গোল সীক	২০	ইঃ	৯৷৷০
রেলি স্প্রিং	২৬	ইঃ	১৮৲
বেটে ১২ নং	২৪৷২৬	ইঃ	-২৪৲
ঐ ১৯নং	২৪৷২৬	ইঃ	—২৭৲
ঐ ১১নং	২৭৷২৬	ইঃ	২৭৲—৩০৲
বাজারাণী ১২নং	২৪৷২৬	ইঃ	১৬৲
ইংলিশ ছাতা কাঠের বাঁট	২৬	ইঃ	৪৮৲
ডিসন ব্রাদার্স ২৪৷২৬	২৪	ইঃ	২১৷৷০—
ইষ্টিল বাঁট ১২নং			২৭৲
১৯নং		ঐ	৩০৲

সমালোচনা

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহপঞ্জিকা

মূল্য ৷/০ পাঁচ আনা। ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত এবং সকল মনিহারী ও পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

বিখ্যাত ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এবং তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত এই পঞ্জিকা খানি পাইয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। Whitaker এর Almanac বা পঞ্জিকা পাশ্চাত্য দেশের ঘরে ঘরে আদৃত হয়, কারণ তাহাতে পৃথিবীর নানা দেশের নানা প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও পঞ্জিকার আদর আজও কমে নাই। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের ঘরেই পাঁজির দরকার, সুতরাং বাংলা দেশে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ পাঁজি মুদ্রিত এবং বিক্রীত হইয়া থাকে। এইজন্য বিজ্ঞাপনদাতারাও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য পঞ্জিকা প্রকাশকদের দ্বারস্থ হইয়া থাকেন এবং আপন আপন বিজ্ঞাপনের বোঝায় পঞ্জিকার কলেবর বাড়াইয়া তোলেন। বলা বাহুল্য, পঞ্জিকায় এ যাবত যে শ্রেণীর বিজ্ঞাপন বাহির হইতে দেখি তাহার অধিকাংশই ভুয়া এবং মেকী জিনিষের বেসাতিতে ভরা। এইজন্য শিক্ষিত লোকেরা সাধারণতঃ পাঁজির বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস না করিলেও পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত এবং সরল বিশ্বাসী লোকেরা এই সকল বিজ্ঞাপনের কুহকে ভুলিয়া অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হন।

যাহা হউক, আমাদের দেশের পঞ্জিকা প্রকাশকেরাও আজ কাল তাঁহাদের প্রকাশিত পঞ্জিকায় নানারূপ প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা আশা এবং আনন্দের কথা। গৃহ পঞ্জিকায় আমরা এইরূপ নানা প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্নিবেশ দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। পাঁচ আনা পয়সার বিনিময়ে এত মূল্যবান সংবাদ পাওয়া কম লাভের ব্যাপার নহে। আশা করি, ঘরে ঘরে এই পঞ্জিকার আদর হইবে।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব অকাট্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও সাদরে আমরা পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১নং পত্র

মহাশয়,

১। পাড়াগাঁয়ে নারিকেলের কাতার দড়ি প্রস্তুত করিবার মত কোন কল আছে কিনা, যদি থাকে, তবে তাহা কোথায় পাওয়া যায় এবং দাম কত?

২। নারিকেলের খোসা পিটিয়া আঁশ বাহির করিবার সহজ উপায় কি আছে?

৩। নারিকেলের খইল হইতে জমীর সার হয় কি এবং তদ্ভিন্ন কোন কাজে সেই খইল ব্যবহার করা যায় ক?

৪। উন্নত ধরণের পাড়াগাঁয়ে চলিবার মত কোন তেলের ঘানী আছে কি? কাতার দড়ি প্রস্তুতের কল ও ঘানী হস্তচালিত বা পায়ের দ্বারা চালিত হওয়া দরকার।

শ্রীঅমূল্যরতন দাস

১নং পত্রের উত্তর

১। নারিকেলের ছোব্‌ড়া হইতে দড়ী প্রস্তুত করার হস্ত চালিত কল আছে। এক সঙ্গে ২টী দড়ী এবং ৪টী দড়ী প্রস্তুত হয় এইরূপ ২ প্রকারের কল আছে। পায়ের দ্বারা সেলাইয়ের কল চালাইবার মত এই কল চালাইতে হয় এবং হাতের দ্বারা দড়ী পাকাইয়া যাইতে হয়। দাম ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকার ভিতর।

২। জেলখানায় এবং সরকারী বিদ্যালয়ে নারিকেলের খোলা চৌবাচ্চার জলে কয়েক দিন

ভিজাইয়া রাখার পর পিটাইয়া আঁশ বাহির করা হয়। অপর যে উপায়ে আঁশ বাহির করা হয় তাহা যন্ত্রপাতির সাহায্যে, সুতরাং ব্যয় সাপেক্ষ। পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের পক্ষে তাহা অসম্ভব।

৩। গরুর খাদ্য এবং জমির সাররূপে এই খইল ব্যবহার হয়।

৪। 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' বিজ্ঞাপন স্তম্ভ পড়িলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

২নং পত্র

মহাশয়,

১। আমাদের দেশের নারিকেল গাছের ডাঁটা হইতে ঝাটা তুলিয়া চার পাঁচ পয়সা সের দরে বিক্রয় হয়। ইহা কোথায় ও কি দরে বিক্রয় হয়?

২। কাঁচের চুড়ি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। উহা কি দরে বিক্রয় হয়, এবং কোথায় ঐ কার্য্য শিক্ষা লাভ করিতে হয় তাহা জানাইবেন।

৩। আমাদের দেশে কাঁচা ও পাকা বস্তা, বেগুণ, কচু, আমচুর, খুব আমদানী হয়। কলিকাতার দর, ও কোথায় বিক্রয় হয় জানাইবেন।

৪। আমাদের দেশের বিড় মোহর করিয়া কলিকাতায় কি দরে বিক্রয় হয় ও মোহর করিয়া বিক্রয় হইতে পারে কি না এবং বিড়ি সম্বন্ধে সুগন্ধি কোন মসলার কথা জানা থাকিলে তাহা জানাবেন।

৫। আমাদের দেশে সুক্তি খুব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উহা হইতে বোতাম কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয় ও তদ্‌ভিন্ন আর কোন উপকারে লাগে কিনা, বা কোথায় বিক্রয় হয় জানাইবেন।

৬। লক্ষ্মী মার্কা ও রাম রাম মার্কা সিগারেটের ভিন্ন ২ তামাক আছে কি? থাকিলে তাহার প্রস্তুত প্রণালী, ও দর জানাইবেন।

শ্রীপদ্মলোচন দাস
গ্রাহক নং—১৭৩৮

২নং পত্রের উত্তর

১। কলিকাতার বাজার সমূহে এবং বেলিয়াঘাটার আড়তদারদের নিকট। ঝাঁটার কাঠির লম্বত্ব দেখিয়া দর সাব্যস্ত হয়, তাহা ছাড়া কাঠি পচা কিনা এবং ভঙ্গুর কিনা তাহাও দেখে। মাল না দেখিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন আড়তে দর যাচাই না করিলে অধিক দর পাওয়া যায় না। ঘরে বসিয়া চিঠির দ্বারা কারবার হয় না। ক্রয় বিক্রয়ের বাজার কোথায় আমরা তাহার সন্ধান দিলাম; কিন্তু নিজে আসিয়া নমুনা দেখাইয়া দর যাচাই করিতে হয়

২। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে বহু কারখানা আছে। সেখানে শিখিতে পারেন। হরেক রকম চুড়ীর হরেক রকম দর।

৩। সমস্ত পাইকারদের নিকট এবং আড়তে।

৪। মৌরীর আরক, গোলাপের নির্য্যাস প্রভৃতির দ্বারা বিড়ি সুবাসিত করা যায়। কলুটোলার দিল্লীওয়ালাদের দোকানে নানা রকমের সুগন্ধি উপকরণ কিনিতে পারা যায়।

৫। সুক্তি হইতে বোতাম তৈয়ারী হয়। বোতাম তৈরী করার কল আছে, ঢাকায় ও কলিকাতায় এই কল লইয়া কয়েকটী বোতামের কারখানা চলিতেছে।

৬। এ সম্বন্ধে গত বৎসরের 'ব্যবসা ও বানিজ্যে' আলোচনা করিয়াছি, তাহা পড়িবেন।

৩নং পত্র।

মহাশয়,

ঢাকায় লিমনেড, সোডার কারবার কোন হিন্দুর নাই, যদি আপনি একটু অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে ঢাকাতে হিন্দুর লিমনেড সোডার কারবার হইতে পারে। আপনি দয়া করিয়া আমাকে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি দিবেন। লিমনেড সোডার কল কোথায়, কোন প্রকার কল সুবিধা এবং দর কত, বোতল

কোথায় পাওয়া যায়, কি প্রণালীতে লিমনেড, সোডা ও আইসক্রিম, লিখিয়া ইত্যাদি তৈয়ার করিতে হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবেন। ইতি—

শ্রীদীননাথ দাস।

৩নং পত্রের উত্তর।

'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা পড়িলেই সবিশেষ সংবাদ জানিতে পারিবেন।

৪নং পত্র।

প্রিয় মহাশয়!

আমি আপনার পত্রিকার একজন নূতন গ্রাহক এবং একজন নূতন ব্যবসায়ী। আপনার পত্রিকা পাঠে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের মত হতভাগ্যের জন্য প্রাণ কাঁদে এমন ব্যক্তি আজও আছেন। আপনাকে অনেক সময় আমাদের জন্য বিনা পয়সায় পরিশ্রম করিতে হইবে এবং আপনিই একমাত্র আমাদের উৎসাহদাতা আমরা যে কত বড় হতভাগ্য তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ আজ আপনাকে দিব; ভদ্র লোকের ছেলে এবং লিখতে পড়তে জানি এবং আমি দোকানদারী করি এই কারণে অনেকেই আমাকে মৌখিক সহানুভূতি দেখায় কিন্তু কার্য্যত তাহাদের আচরণে বড়ই আঘাত লাগে প্রাণে—পিতা মাতা আক্ষেপ করেন "লেখাপড়া শিখাইয়াছিলাম এখন করিল দোকানদারী"। যেন আমি দোকানদারী করায় তাহাদের মহা অনিষ্ট হইয়াছে! এইত বাঙ্গালী পিতামাতার মনের অবস্থা। আজ যদি আমি ৫০৲।৬০৲ টাকা বেতনে চাকরী করিতাম তাহা হইলে তাহাদের মনে খুব আনন্দ হইত এবং আমি একটা মাষ্টারী গোছের চাকর এবং মাসে মাসে আর ৫০৲ ৬০৲ টাকা চুরি করতে পারি এই গর্ব্ব তাঁহারা করিতে পারিতেন। সেই জন্যই বলিলাম একমাত্র আপনিই আমাদের মত হতভাগ্যের শুভানুধ্যায়ী। যাক্, আর বাজে বকিয়া আপনার বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। এখন কয়েকটা কাজের কথা লিখি। আশাকরি আমার প্রশ্ন কয়টার যথাসাধ্য সঠিক উত্তর দানে বাধিত এবং অনুগৃহীত করিবেন।

১। Season timeএ এখানে প্রচুর পরিমাণে "কাল জাম" পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ একটু চেষ্টা করিলে ঐ সময়ে একাই ২০/ বিশ মণ সংগ্রহ করিতে পারি। কাল জাম Preserve করার বিষয় বিশদভাবে কিছুই লিখেন নাই। কালজাম Preserve করিলে কি প্রকার দামে এবং কোথায় বিক্রয় হইবে, তাহা জানাইবেন এবং কালজামের বিচির কত দর তাহাও জানাইবেন।

২। কাগজি লেবু এবং কমলা লেবু—এই জিনিষ দুটী অল্প খরচে preserve করা যায় কিনা তাহার প্রক্রিয়া কি এবং কি rateএ sale করা সম্ভব?

৩। এখানে season timeএ গোল আলু খুব সস্তায় বিক্রয় হয় কিন্তু বর্ষা এবং অন্যান্য সময় উহার দাম খুব বাড়িয়া যায়। এমন কোন সহজ উপায় আপনি জানেন কিনা, যদ্বারা গোল আলু অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। যদি জানেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন কি?

৪। আপনি কি আমাকে এমন একটী Machine এর সন্ধান দিতে পারেন যাহাদ্বারা অতি সহজে এবং অল্প সময়ে এক একটা "রতি" পরিমাণ বড়ি (গুলি) তৈয়ার হইতে পারে, এবং ঐ প্রকার ১টী Machine এর দাম কত, কোথায় পাওয়া যায়, এবং একবারে কতটী বড়ি তৈয়ার হওয়া সম্ভব?

৫। দেশী ও ড্রাম শিশি কোথায় পাওয়া যায় আমি অনেক দিন যাবৎ খুজিয়াও পাইতেছি না। বাধ্য হইয়া আমাকে বেশী দামে কিনিয়া জাপানী শিশি ব্যবহার করিতে হইতেছে এবং এই জন্য আমার ব্যবসায়েরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। আমি অত মাল

একবারে নিতে পারিব না যে একটা special order দিয়া কোথায়ও তৈয়ার করিয়া নেই। আপনি কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিলে আমার বড়ই উপকার হয়। যতগুলা Glass Worksএর নাম আমার জানা আছে তাহার কোনস্থান হইতেই আশাজনক উত্তর পাই নাই।

আপনি যখন আমাদের জন্যই কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন, তখন আপনাকে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। Stamp দিলাম উত্তর পাওয়ার জন্য। ইতি

Ashutosh Banerjee,
S. No. 1902.

৪নং পত্রের উত্তর

১। সুপক্ব কালাজাম মাটীর বড় glazed নাদায় রাখিয়া তাহার মধ্যে অল্প পরিমাণ লবণ ছিটাইয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাত দিয়া চটকাইবেন যাহাতে আঁঠির গা' হইতে সমস্ত শাঁস বাহির হইয়া আসে। লবণ দিবার উদ্দেশ্য যাহাতে জামের কষায় এবং কটুত্বটুকু নষ্ট হয় এবং প্রচুর পরিমাণে রস বাহির হইয়া আসে। লবণ বেশী হইলে জামের সিরাপ লবণাক্ত হইয়া সব নষ্ট হইয়া যাইবে; সুতরাং লবণ দিবার উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া পরিমাণমত লবণ দিবেন। অনেক ভাল রাঁধুনি রাঁধিবার সময় নুন চিনি নিজে চাখিয়া দেখিয়া দিয়া থাকেন। আপনিও চাখিয়া দেখিয়া নুন মিশাইতে পারেন।

জামগুলি চটকাইয়া ৩।৪ ঘণ্টা রাখিবার পর দেখিতে পাইবেন যে রস প্রায় সমস্তই জাম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। অতঃপর এই রস একখানি পরিস্কৃত ন্যাকড়ার সাহায্যে ছাঁকিয়া একটী বড় এনামেলের গামলায় রাখিয়া পূর্ব্বে প্রকাশিত ফলরক্ষণ প্রণালীর প্রক্রিয়া অবলম্বন করতঃ শিশিতে পুরিলেই জামের রস preserve করা হইল। কেহ কেহ এই রসের সহিত পাক করা এক তার বন্দ চিনির রস অল্প পরিমাণে মিশাইবার পক্ষপাতী। যদি প্রস্তুত প্রণালী ভাল হয় এবং আস্বাদন ও মুখরোচক হয় তবে কলিকাতার বাজারে এক এক শিশি অনায়াসে ॥০ আট আনা হইতে এক টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। কালো জামের বিচির কোনও বাজার নাই। তবে ইহাতে যে পরিমাণ কষায় বা tannin আছে তাহাতে কালী প্রস্তুতের জন্য ইহা কাজে লাগিতে পারে। হরিতকীর পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন এবং ফলাফল আমাদিগকে জানাইলে সুখী হইব।

২। বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ সংখ্যায় "কমলা সংরক্ষণের প্রণালী" বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। কাগজী নেবুর আচার প্রস্তুত সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বাহির হইবে।

৩। দীর্ঘ দিন গোল আলু রক্ষার প্রণালী এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। ইহাকে Tablet making machine বলে। পাঁচ শত হইতে আট শত টাকার মধ্যে এই কল পাওয়া যাইতে পারে। Size অনুসারে দামের তারতম্য আছে।

৫। Mr. D. N. Pal of Messrs Orphan Brothers Co. Vidyasagar street—এই ঠিকানায় পত্র দিলে ইহারা ইহাদের কারখানা হইতে যে কোন প্রকারের শিশি তৈরী করিয়া দিতে পারেন। আমাদের নাম করিয়া লিখিলে attention পাইবেন।

৫নং পত্র

সম্পাদক মহাশয়, আপনার পত্রিকার উপদেশ অনুযায়ী আমি একটা তৈল প্রস্তুত করিয়া

বিক্রয় করিতেছি। উহা বাজারের অন্যান্য নাম-জাদা আবিষ্কারকের তৈল অপেক্ষা গুণে কোন অংশে হীন না হইয়া বরং ভালই হইয়াছে।

১। এখন খাম্বিরা তামাক সম্বন্ধেই আপনার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়। গয়া, বিষ্ণুপুর, ফৌজদারী বালাখানা ইত্যাদি স্থানের তৈয়ারী খাম্বিরার ন্যায় খাম্বিরা তৈয়ার করার কোন প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে কি ?

২। যদি সঙ্গীয় রিপ্লাই কার্ডে প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়া দিলে কাজ চলে তবে লিখিয়া দিলে উপকৃত হইব।

৩। গয়া ইত্যাদি স্থানের কোন বড় কারবারীর ঠিকানা কি ?

কলিকাতার ব্যবসায়ীদের বা বাজে পুস্তিকার প্রস্তুত প্রণালী বিশ্বাস্য নহে। কারণ একমাত্র আপনার কাগজ ভিন্ন অন্যত্র ব্যবসা বাণিজ্যের খোলা কথা পাওয়া যায় না। মোটের উপর যাহাতে আমি খাম্বিরা প্রস্তুত করিতে পারি, তাহার সম্পূর্ণ ভার আপনার উপর অর্পণ করিলাম, অর্থাৎ আপনি আমার শিক্ষক। আদাব! ইতি—

আপনার বিনীত ছাত্র—
এম, সাদির ফকির,
গ্রাম—চকতাতিরন্দী,
পোঃ—নরেন্দ্রপুর,
ঢাকা।

৫নং পত্রের উত্তর

১। না, আজিও বাহির হয় নাই।

২। পত্রে লেখা অসম্ভব, স্থান ও সময়ের অভাব।

৩। আমাদের প্রকাশিত ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীতে যথা সময়ে বাহির হইবে।

৪। গয়া এবং বিষ্ণুপুরের তামাক প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ পরে বাহির হইবে।

৬নং পত্র

শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র লস্কর নামক একজন বাঙ্গালী শিক্ষিত লোক বহুদিন আমেরিকায় ছিলেন। তিনি আজ ৪।৫ বৎসর হইল ভারতে আসিয়া ভারতের জমী এবং কৃষির উপযোগী একটী লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে আমি অনেক স্থানেই চিঠি পত্র লিখিয়া লস্কর মহাশয়ের ঠিকানা এবং লাঙ্গলের মূল্য, আর উপযোগিতা জানিতে পারি নাই। আপনি অনুসন্ধান পূর্ব্বক লস্কর মহাশয়ের ঠিকানা এবং লাঙ্গলের মূল্য আদির কথা জানাইবেন। ইতি—

শ্রীশ্রীগড়মূড়ীয় গোস্বামী,
১৭৯৯নং গ্রাহক।

৬নং পত্রের উত্তর

শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র লস্কর মহাশয়কে আমরা খুব ভালরূপেই জানি এবং চিনি; কারণ তিনি স্বদেশী যুগের পূর্ব্বে আমাদের সমসাময়িক সহকর্ম্মী ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা দূরে থাকুক, ইংরাজী বর্ণমালা পর্য্যন্ত না জানিয়াও তিনি আনুমানিক ১৯০৪ সালে জাপানে চলিয়া যান এবং কিছুকাল সেদেশে থাকিয়া পরে সেখান হইতে আমেরিকায় যাইয়া দীর্ঘকাল সে দেশে বাস করিয়াছিলেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার নবোদ্ভাবিত লাঙ্গলের কথা বহুবার আমাদের নিকট বলিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরাও বহুবার সেই লাঙ্গলের কার্য্য প্রণালী Experimental demonstration) দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াও তাহা দেখিতে পাই নাই। সে লাঙ্গল আজও কলিকাতার বাজারে বাহির হয় নাই।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

সপ্তম বর্ষ] আষাঢ় ১৩৩৪ [৩য় সংখ্যা

অভিশপ্ত পল্লী

কি বল বন্ধু, কেন এ দেউল শূন্য রয়েছে পড়ি';
কেন দেবহীন বেদীটী আজিকে আবর্জ্জনায় ভরি;
কেন নাহি আসে পুত্রবতীরা তনয়ের শুভ লাগি';
বন্ধ্যা রমণী সন্তান তরে দৈব করুণা মাগি;
কেন নাহি যাচি পারের পাথেয় ফিরে শত গ্রামবাসী;
যেথায় বহিত হাসির উৎস সেথায় পড়েছে আসি
শ্মশানের মত ভীষণ দৃশ্য! বলিতেছি, বসো কাছে।
হে নবীন, শুধু তোমাদেরি তরে এ বীণা বাজিতে আছে!
কোন্ ভক্তের গড়ে তোলা এই ভাঙা মন্দিরখানি;
ভক্তির পূত প্লাবন আনিতে এসেছিল নাহি জানি!
সংসার-সুখ-সঙ্গ-বিরাগী কত মহতের ধূলি,
পড়িত নিয়ত এই প্রাঙ্গনে আজিও যায় নি ভুলি;
পাষাণে গড়া এ চত্বর তাই চাহিয়া নির্নিমেষে,
অভিমান ভরে ফুলিয়া ফুলিয়া ধ্বংশের কোলে মেশে।
ফল-ফুল হীন গাছগুলি দুলি মৃদু বাতাসের কোলে,
অতীতের যত গৌরব স্মরি শত মর্ম্মর তোলে!
অবসাদ-ভরা উদ্যানে তবু দু-একটী ফুল ফুটি,
নিষ্ফল শত বাসনার ভারে নীরবে পড়িছে টুটি
নিষ্ঠুর এই ধরণীর বুকে! হায় রে, সেদিন কবে
আসিবে আবার শূন্য আসনে দেব-প্রতিষ্ঠা হবে!

* * * *

আজো মনে পড়ে সেদিনের কথা যে দিনের মহাপাপে,
সোণার গ্রামটী শ্মশান হয়েছে দেবতার অভিশাপে!

খর বর্ষণ শ্রান্ত প্রকৃতি বিকট শব্দ তুলি,
বিরাট দৈত্য যেন উল্লাসে চলেছিল পথ ভুলি।
নীড়হারা পাখী সম অসহায় পথহারা একবাহী
ঝঞ্ঝার বুকে ফিরিতে আছিল শুধু আশ্রয় চাহি।
চণ্ডাল বলে কেহ তারে দয়া করিল না গ্রাম ভোরে
তবুও অভাগা ঘুরিতে লাগিল সকলের দোরে দোরে।
সম্মুখে লয়ে মরণের হাসি মানুষের দে'য়া ঘৃণা,
কে জানে মূর্খ গণেবের তরে ভুলেও ভাবিল কি না।
মুনি-ঋষি গড়া বনেদী জাতির শত উন্নতি মূলে,
কোন্ অপরাধ জগদ্দলের পাথর রয়েছে ঝুলে!
কহিল সকলে ধন্য সাহস পড়িয়াছে ঘোর কলি!
না হ'লে কখন বামুন-কায়েতে ব্যাটারা যেতেছে দলি!
অকালে তাই ত এত দুর্যোগ এত মহামারি জাগে;
বলই না দেখি, শুনেছ কি কেহ এমনটা এর আগে?

* * * *

নিশা অবসানে প্রকৃতি আবার নবোঢ়া বধুর বেশে;
সলাজ-হাসিতে ভরিল ভুবন। মন্দির দ্বার দেশে
দেখিল সকলে প্রাণহীন সেই পথিক রয়েছে পাড়,
মানুষের দয়া পায় নি; হয় ত দেবতা রয়েছে বাঁর!
পূজারী প্রভুর দুয়ার খুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল জোরে;
কোথা বিগ্রহ শূন্য আসন শত প্রস্তরে ভোরে!
কোন্ নিঠুর ভাঙিয়া ফেলেছে সোণার প্রতিমাখানি।
সহসা আকাশ ভরিয়া উঠিল গভীর দৈববাণী,—

"মানুষের মাঝে নিয়ত তাঁহার শত অপমান ক'রে,
ওরে উন্মাদ, ভেবেছিস্ মনে প্রতিমার মাঝে ধরে
রাখিবি যতনে। সে সেবার মোহে দেবতা কি কভু ভোলে
যাঁর করুণায় কয়লাও হয় হীরার আকর গলে!
তাঁর যে রে চাই, অন্তর পূজা সেই সদা সে যে মাগে;
হৃদয়ে-হৃদয়ে দেব অনুভূত সুমধুর অনুরাগে!
সেই শুভ, সেই পবিত্র দিন যেদিন আসিবে গ্রামে,
আবার জাগিবা উঠিবে দেবতা শত সুন্দর ঠামে!"

* * * *

কোথা হ'তে কাল ম্যালেরিয়া আসি দেখিতে দেখিতে সারা,
গ্রামটীরে নিল অল্পদিনেই করিয়া লক্ষ্মীছাড়া!
আজো যারা আছে মৃত কি জীবিত যায় না সঠিক বলা;
তবুও বন্ধু, পারেনি ভুলিতে সেই সব ছলা-কলা।
এখন এ বীণা নীরব হয়নি শুধু তোমাদের লাগি;
প্রতি নিশিদিন বসিয়া রয়েছি সকরুণ চোখে জাগি!
যদি জাগে কভু দেবতা আবার সর্ব্বহারা এ দেশে,
তোমাদেরি জোরে হে নবীন, তাই তোমাদেরি উদ্দেশে
নিবেদন মম! প্রার্থনা করি,—সেই অনাদির পায়ে
যত বিদ্বেষ দূর হয়ে যেন 'মলে যায় ভায়ে-ভায়ে।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছাতা প্রস্তুত প্রণালী

(ছয়)

এইবার ছাতার কাপড়; ইহাই জল বৃষ্টি হইতে আমাদের রক্ষা করিবে।

ছাতার 'তৈরী' কাপড় বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইবেন।

এই কাপড় দুই প্রকারের; প্রথম হইতেছে মাপে মাপে কাটা—এইরূপ কাপড় কিনিলে আপনাকে মোম-ঘষিত সূতা দিয়া সেলাই করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয় প্রকারের কাপড়, সেলাই করা—ছাতার উপর সরাসর আটকাইয়া দিলেই হইল।

কাপড় সেলাই করা কেন প্রয়োজন—এ প্রশ্ন হয় তো আপনার মনে উদিত হইতে পারে। ইহার উত্তর অত্যন্ত স্বাভাবিক—ছাতা খুলিলে প্রত্যেক সেলাইর নীচে একটি করিয়া শিক পড়ে, এবং সেলাই থাকার দরুণ শিকগুলি বেশ মাপে মাপে বসিয়া যায় ও কাপড় ছিঁড়িবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

এইবার সেলাই করিবার ও শিকের উপর কাপড় বসাইবার প্রণালী বর্ণনা করা যাক্।

এখন আপনি ছাতাটা একবার খুলিয়া হাঁটুর উপর রাখুন—অবশ্য হ্যাণ্ডেলটি উপর দিকে থাকিবে।

এই প্রকার করিবার পূর্ব্বে কাপড়টি শিকের উপর ছড়াইয়া দিবেন, ও ধীরে ধীরে শিকের সহিত সেলাই করিতে আরম্ভ করিয়া দিবেন। প্রত্যেক শিকের উপর যেন বার দুই তিন করিয়া সেলাই দেওয়া হয়।

আপনি ইচ্ছা করিলে প্রথমে শিকের কোণ অর্থাৎ মাথাগুলির কাপড়ের সহিত সেলাই করিতে পারেন। কিন্তু ইহা করিলে আপনাকে একটি অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বে এই কাজটি করিলে, ভিতরকার অন্যান্য সেলাই শেষ করিতে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইবে।

কোণ সেলাই করিবার সময় কাপড়ের কোণ এরূপ ভাবে শিকের ফুটার উপর দিতে হইবে, যাহাতে সূচ এক পার্শ্বের কাপড় ভেদ করিয়া সরাসর শিকের ফুটা বা 'চোখের' ভিতর প্রবেশ করে ও তৎপরে অপর পার্শ্বের কাপড় ফুঁড়িয়া চলিয়া যায়।

যদি দেখেন যে ছাতার কাপড় বর্ডারযুক্ত বা ফিতার দ্বারা তৈয়ারি, তাহা হইলে ইঞ্চি দুয়েকের লম্বা সূচ ব্যবহার করিবেন।

শিকের গর্ত্ত বা 'চোখ' যদি খুব ছোট হয়, তাহা হইলে সূচ প্রবেশ করানো কষ্টসাধ্য হইবে; সেজন্য বিশেষ চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই। আপনার ক্রীত যন্ত্রপাতির মধ্যে তীক্ষ্নাগ্রযুক্ত তুরপুণ্ বা Bradawl নিশ্চয় আছে; উহার সাহায্যে ফুটাগুলি প্রয়োজন মত বর্দ্ধিত করিয়া লউন।

সেলাই করা কাপড় যদি ক্রয় করেন, তাহা হইলে এক একটা ছাতার কাপড়ের সহিত এক একটি করিয়া band পাইবেন; উহার দ্বারা বন্ধ ছাতা মুড়িয়া রাখা যাইবে।

আপনি একটি উৎকৃষ্ট ছাতা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, উক্ত ছাতার রাণারের গায়ে জড়ানো একটি রেশমী সূতার ফুল ঝুলিতেছে। ঐ ফুলটিকে Rosette কহে; উহা ধরিয়া ছাতা খুলিবার সময় runner ঠেলিলে অঙ্গুলীতে কোনরূপ আঘাত লাগে না। ইচ্ছা হইলে বাজার হইতে উহা কিনিয়া রাণারের পাশে জড়াইয়া দিতে পারেন। ইহা লাগাইবার কেরামতী কিছুই নাই।

এইবার ছড়ির মাথার উপর টুপি বা cap আটিয়া দিলেই আপনার ছাতা প্রস্তুতের কাজ শেষ হইল।

ছড়ির একেবারে উপরে যে টুপী থাকে তাহাকে Ferrule কহে। তাহার নীচে ছাতার কাপড়ের উপর যে টুপী থাকে তাহাকে "Cap" বলে। প্রথমে capএর কথাই বলা যাক।
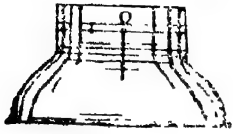
১০৫নং
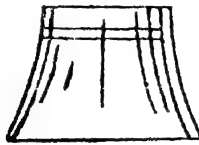
১০৬নং

সচরাচর এই টুপী দুই প্রকারের হয় (১০৫ নং ও ১০৬ নং চিত্রে দেখুন)। প্রথম ছবির টুপীটি "Dome cap" ও দ্বিতীয়টি 'Tapered cap" বলিয়া বাজারে প্রচলিত।

টুপী বসাইবার সময় বিশেষ করিয়া দেখিবেন যেন ঐ টুপী বেশ আঁটিয়া বসে। আল্‌গা অর্থাৎ ঢল্‌ঢল্‌ করিলে উহা আঁটিয়া বসাইবারও উপায় আছে।

কিছু বাদামী কাগজ প্রয়োজনীয় স্থানে জড়াইয়া টুপী জোরে ঠেলিয়া বসাইয়া দিন. ও টুপীর ধার দিয়া যে কাগজগুলি উকি মারিতে থাকিবে, সেইগুলি একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়া কাটিয়া দিন। টুপী প্রয়োজনের অতিরিক্ত আটিয়া গেলে একখণ্ড কাঠ খুব কাজে লাগিবে; কিন্তু বলিয়া রাখা ভালো, ঐ কাঠের ভিতর একটি গর্ত্ত থাকা আবশ্যক।

ঐ কাঠ দিয়া ঠেলিলেই আপনার প্রয়োজন মতো উহা আল্‌গা হইয়া যাইবে।

টুপী বসাইবার পর ½ ইঞ্চি পরিমিত কাঁটা দিয়া উহা আঁটিয়া দিন।

(সাত)

এইবার ছড়ির সর্ব্বশেষ দিকের টুপি অর্থাৎ যাহাকে Ferrule বলিয়াছি, উহা আঁটিয়া দিন; ইহার ভিতর বলিবার কিছুই নাই। যথাপূর্ব্ব কাঁটা দিয়া আটিয়া দিন।

'Ferrule" রকম-ফের ভাবে বাজারে পাওয়া যায়; অর্থাৎ ইহা নানা আকারে গুণানুসারে বাজারে বিক্রীত হয়; তবে যাহা অতি সাধারণ তাহা ৯৪ নং চিত্রে দেখুন। ইহা পিতলের নিৰ্ম্মিত এবং বসাইতে কোন গোল নাই। সচরাচর যে প্রকার Ferrule ব্যবহার করা হয়, তাহা ৯৫ নং চিত্রে দেখুন। ইহার গঠন কার্য্য একটু বিভিন্ন রকমের; পিছনটা ½ ইঞ্চি ইস্পাত দ্বারা নির্ম্মিত।

১০৭নং

১০৭ নং চিত্রে যে Ferruleএর আকৃতি দেওয়া হইয়াছে, উহা প্রধানতঃ ভ্রমণকালীন ছড়ির জন্য ব্যবহার করা হয়, পিছন দিকে প্রায় ½ ইঞ্চি পরিমিত ইস্পাত আছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। ছড়ির পিছনটা যেন এই "Ferrule" বা টুপীর ভিতর দিক্‌ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে বসিয়া যায়। তাহা না হইলে ছাতা ব্যবহার করিবার সময় উহা বক্র হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এই কাজটি শেষ হইয়া যাইবার পর, আপনি দেখিবেন, আপনার হাতের কাছে একটি নূতন আন্‌কোরা ছাতা রহিয়াছে; ঐ স্বহস্তনির্ম্মিত ছত্রটি যদি পাতলা কাগজে মুড়িয়া যথাযোগ্য আপনার

নামের ছাপ মারিয়া বাজারে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন খরিদ্দার সাদরে মূল্য দিয়া উহা লুফিয়া লইতেছে।

অভিজ্ঞতা ভূয়ো দর্শনের ফল। যাঁহারা ছাতা প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কোন কারখানাতে ইহার প্রস্তুত প্রণালী দেখিলে অতি সহজেই বিশেষ পারদর্শী হইতে পারিবেন। কলিকাতায় অসংখ্য ছাতার কারখানা রহিয়াছে। দুই একটী কারখানাতে গিয়া ২।১ ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিলেই ইহা কিরূপ হাতে কলমে করিতে হয়, তাহার উদাহরণও স্বচক্ষে দেখিয়া অনায়াসে সমস্ত বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন।

এইবার মেরামতের কথা কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

(আট)

মেরামতের জন্য যে সকল ছাতা কারখানায় আসে, তাহাদের মধ্যে শিক্-ভাঙ্গা ছাতার সংখ্যাই অতিরিক্ত বেশী।

কখনো কখনো এরূপও দেখা যায় যে শিক ঠিক্ অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু stretcher বা ছড়ানো শিক (রাণারের খাঁজের ভিতর হইতে যে সকল শিক তার দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে) একেবারে বেমালুম ভাঙ্গা।

ইহার প্রধান উপায় হইতেছে যে ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় stretcher একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন করা; অর্থাৎ ভগ্ন stretcherটী সরাইয়া একটি নূতন লাগাইনোই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

প্রথমে ছাতার বাহদিকের টুপী (Outside cap) খুলিয়া ফেলুন, ও তৎপরে রাণারের তারগুলিও বেশ ভাল করিয়া খুলিয়া ফেলুন। এইবার ছাতাটি উল্টাদিকে খুলুন; এক্ষণে তৎপরতার সহিত ছাতার ছড়িটিতে হেঁচ্‌কা টান্ দিন।

সাবধানের মার নাই; একটা কথা বলিয়া রাখি। যদি দেখেন ছাতার কাপড়টি অত্যন্ত পুরাতন বা জীর্ণ, তাহা হইলে শিকের কতকগুলি কোণ কাপড়ের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিন, অর্থাৎ শিকের মাথার চোখের সহিত কাপড়ের যে কোণগুলি সেলাই করা আছে, সেই সমুদয়ের কতকগুলি সেলাই খুলিয়া ফেলুন। ইহা করিলে ছাতা উল্টাইবার সময় কাপড় ছিঁড়িয়া যাইবে না, অক্ষত অবস্থায় থাকিবে; ইহা না করিলে কাপড় ছিঁড়িয়া যাইবার ও শিক ভাঙ্গিয়া যাইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। হাঁ, আর একটু লক্ষ্য করিবেন, যদি ভাঙ্গা শিক্ থাকে, তাহা হইলে, উহা যেন ছাতার কাপড় ভেদ করিয়া বাহির না হয়।

নূতন stretcher লাগাইবার সময়, stretcher এর জোড় বা joint গুলির রিপিট (rivet) উকার সাহায্যে ছেদন করিয়া দিন। ছেদন করিবার সময় উহা পাকসাঁড়াশীর (vice) দ্বারা দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবেন।

যে নূতন stretcherটি স্থাপিত করিবেন, তাহা যেন পুরাতনের সহিত মাপে এক হয়।

নূতন জোড় বা Joint এর জন্য রিপিট দরকার; এই রিপিট প্যাং-তারের দ্বারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

একেবারে নূতন stretcher লাগাইবার সময় notch এর তার খুলিবার প্রয়োজন নাই, কিংবা যে শিকের সহিত উহার যোগ আছে, তাহার সেলাই খোলাও নিষ্প্রয়োজন।

যখন notch এর খাঁজে কোন নূতন শিক তার দিয়া বাঁধিতে হইবে, তখন আপনি একটু কষ্ট করিয়া ছড়িটিকে একটি ছোট হুক ও তারের সাহায্যে কড়িকাঠ হইতে ঝুলাইয়া দিবেন। ঘরের মেঝে হইতে এই হুকটির দূরত্ব প্রায় ৬।৭ ফুট উচ্চে হওয়া চাই।

ছাতার নীচেকার বা bottom spring এর সহিত এই হুকটিকে আটকাইয়া দিবেন। নূতন শিক দিবার সময় পূর্ব্বেকার ন্যায় উহাকে পুরাতন শিকের সহিত মাপিয়া লইতে হইবে; তাহা না করিলে আপনার সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হইবে। Stretcherটিরও মাপ লওয়া প্রয়োজন; কখন কখন দেখা যায় শিক ও stretcher ঠিক মাপেরই রহিয়াছে, কিন্তু জোড় বা জয়েন্ট একেবারে খাপছাড়াভাবে বেজায়গায় হইয়াছে। উহা—stretcher—শিকের উপর ঠেলিয়া ও জোড়ের উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাওয়া যায়।

ইহা করিতে হইলে প্রথমে প্লাকর্মাড়াশীর মুখের ভিতর শিকটিকে চাপিয়া ধরিতে হইবে, ও তৎপরে জোড় বা জয়েন্টের উপর হাতুড়ির ঘা দিয়া প্রয়োজন অনুসারে উঁচু বা নীচের দিকে ঠেলিলেই উহা ঠিক্‌স্থানে গিয়া বসিবে।

(নয়)

যখন রাণারের পার্শ্বে নূতন করিয়া তার দিবেন, তখন পূর্ব্বেই রাণারটীকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া লইবেন অর্থাৎ এরূপভাবে তার আঁটিয়া বসাইবেন, যাহাতে ছাতা বন্ধ বা খুলিবার সময় স্প্রীং যেন সরাসরি রাণারের গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করে।

যদি শিকের চোখ বা গর্ত্ত ভগ্ন হইয়া যায় (১০০নং চিত্রে F কিংবা D দেখুন) তাহা হইলে একটি "Top tip" (৯৯নং চিত্র দেখুন) ঐ ভগ্ন স্থানে ব্যবহার করুন। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে একবার উহা মাপিয়া লইতে হইবে, ও মাপের দাগে চিহ্ন স্বরূপ একটি উকা দিয়া ঘসিয়া লইতে হইবে। তৎপরে ভগ্ন স্থানটির কিয়ৎ অংশ কাটিয়া নূতন অংশে top tip ঠুকিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। ঠুকিবার সময় বিশেষ সতর্ক হইবেন, যেন অতিরিক্ত আঘাতের ফলে গর্ত্ত বা চোখ বন্ধ বা ছোট হইয়া না যায়।

নূতন রাণার পুরাতনের পরিবর্ত্তে লাগাইবার সময় প্রথমে আপনাকে বাহিরের টুপী (Cap) ও notch এর রিপিট (rivet) খুলিয়া ফেলিতে হইবে। এইবার পুরাতন রাণারের চতুষ্পার্শ্বস্থ তারগুলি খুলিয়া ফেলুন, ও ফ্রেমটিকে উপরদিকে ঠেলিয়া দিন। থামাইবার কাঁটাও (stop pin)—ইহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে—খুলিয়া ফেলুন, ও অতঃপর পুরাতন রাণার বাহির করিয়া নূতন রাণার যথাযোগ্য তার দিয়া লাগাইয়া দিন, ও ফ্রেম্ নীচেরদিকে নামাইয়া stop pin আটিয়া দিন। ছাতার ছড়ি ভাঙ্গিয়া গেলে নানাপ্রকার উপায়ে উহা মেরামত করিতে পারা যায়।

উপরকার স্প্রীংএর (top spring) ঠিক্ উপরিভাগে ছড়ি ফাটিয়া গেলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে stop pin ও notch এর মাঝামাঝি স্থান চৌকা করিয়া কাটিবেন ও উপরকার দিকটা একটি বর্ত্তলোহের (bronze) চোঙার মধ্যস্থান অবধি প্রবেশ করাইয়া দিবেন ও চোঙার অপর মুখের মধ্যে একটি পুরাণো ছড়ির কিয়দংশ ঢুকাইয়া দিবেন। কিন্তু ঐ কাঠের রং এমন হওয়া চাই যেন অবশিষ্ট ছড়ির রংএর সহিত উহা মিল খায় অর্থাৎ সমশ্রেণীর রংএর হওয়া চাই। ছড়ি মজবুত করিবার জন্য চোঙার উপর নীচে দুই দিকে রিপিট দিয়া আটিয়া দিন।

ছড়ির কাজ শেষ হইলে অর্থাৎ রং পালিস ইত্যাদি সব সম্পূর্ণ হইয়া গেলে ফ্রেম পরাইয়া দিন ও ছাতার অপরাপর কাজ শেষ করুন।

উপরকার স্প্রীংএর (top spring) নীচের অংশ যদি ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে shank এর (নল বা ডাঁটি) সাহায্য লওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

হ্যাণ্ডেলের নিকট জোড় বরাবর চৌকা করিয়া কাটিয়া ফেলুন; কতকগুলি ছাতার, বিশেষতঃ মেয়েদের ছাতার হ্যাণ্ডেলের জোড় স্ক্রু দিয়া আটা থাকে। সুতরাং এই শ্রেণীর ছাতার ছড়িতে কোনও প্রকার

কাটিবার আবশ্যক নাই, স্ক্রু খুলিয়া দিলেই কাটার কাজ হইয়া যাইবে। একটি swage, কর্ত্তিত উপরকার অংশে লাগাইয়া উহার উপরে এমন গভীর ছিদ্র করিবেন, যাহাতে ছাতার স্ক্রুর অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

এই ছিদ্রটি ঠিক মধ্যস্থলে করা উচিত; কিন্তু মধ্য স্থানে ছিদ্র করা কঠিন কাজ; যাহা হউক যদি আপনি লেদের Lathe সাহায্য লন, তাহা হইলে বোধ করি ঐ কার্য্য সহজেই সুসম্পন্ন হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইবে, যদি আপনি ভুরপুন (bradwal) দিয়া যতদূর কেন্দ্রস্থলে ছিদ্র করা সম্ভব ততদূর ছিদ্র করেন ও তৎপরে পাকসাঁড়াশীর (vice) সাহায্যে ছাতার গলা (neck) দৃঢ়রূপে ধরিয়া Morse drill ও ব্রেশ দিয়া ছিদ্র করিয়া লয়েন। ছড়ির উপর যাহাতে পাকসাঁড়াশীর দাঁতের কোনরূপ ছিদ্র না পড়ে, সেইজন্য একখানি চামড়ার টুকরা বা ঐ গুণসমন্বিত অপর কোন বস্তু ছড়ির গলার উপর জড়াইয়া, তবে পাঁকসাঁড়াশী ব্যবহার করিবেন। উপযুক্ত ছিদ্র করা হইয়া গেলে দুমুখো স্ক্রুর একটি মুখ উহার ভিতর ঢুকাইয়া দিবেন ও ছড়ির উপর অংশের মুখে একটি নলা (shank) লাগাইয়া দিবেন। এইবার উভয় অংশ স্ক্রু দিয়া আঁটিবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করিবেন; তাহা না হইলে ছড়ি বা নলা কাটিয়া যাইতে পারে।

যদি ছাতায় স্প্রীং লাগাইবার প্রয়োজন হয় তো পূর্ব্বে স্প্রীংয়ের কাজ সমাপ্ত করিয়া পরে নলা(shank) লাগাইবেন। কখনো কখনো গলার বেড় মাপিয়া ছাতার গলায় ঠিক্ ঐ মাপের ফুটা করা হয় ও নলাটির কতক অংশ ঐ ফুটার ভিতর ঠেলিয়া দেওয়া হয়। পরে শিরিষ আটা দিয়া উহা মজবুত করিয়া দেওয়া হয়।

যদি নলা কাটিয়া বা বাঁকিয়া যায়, তাহা হইলে নিকেল কিংবা রৌপ্যের সংযোগকারী টিউব (splining tube) উহার উপরেই লাগাইয়া দিবেন। নলা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেলে টিউবের দ্বারা আর ঐ কার্য্য হইবে না, পুনরায় নূতন নলার (shank) প্রয়োজন হইবে।

(দশ)

ছাতার গলায় হ্যাণ্ডেলের কাছে শোভা বর্দ্ধনের জন্য রূপার কিংবা ধাতুর আংটী (collar or band) পরাইয়া দেওয়া হয়। প্লাষ্টার অব প্যারিস নরম শিরিষ আটার সহিত মিশাইয়া আংটী বসাইবার স্থানে লেপিয়া দেওয়া হয়; ইহার ফলে আংটীটি বেশ আঁটিয়া বসে।

উহার পর ইচ্ছা করিলে কাঁটাও আংটীর উপর আঁটিয়া দিতে পারেন।

পুরাণো ছাতার টুপী বা cap বসাইবার জন্য বাজারে এক প্রকার সিমেণ্ট (cement) কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা অল্প মূল্যে পাওয়া যায়—এক পাউণ্ড প্রায় আনা চার পাঁচ পড়ে। ইহা ব্যবহার করিবার প্রণালী বলিতেছি।

প্রথমে কিছু সিমেণ্ট গলাইয়া ফেলিবার পর, উহা টুপীতে ঢালিয়া ফেলুন। হ্যাঁ, একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; ঐ সিমেণ্ট গলাইবার পূর্ব্বে ছড়ির যে স্থানে উহা বসাইবার দরকার হইবে, সেই স্থানে টুপীর মাপ মতো পূর্ব্বেই কাটিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অতঃপর টুপীতে ঐ গলিত সিমেণ্ট ঢালিবার পর সোজা ছড়ি প্রবেশ করাইয়া দিন,—টুপীটি ঠিক যেন সরল ভাবে বসে।

টুপী বসানো হইলেই গলিত সিমেণ্ট দ্রুত গতিতে শুকাইতে আরম্ভ করিবে। সাবধান, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সিমেণ্ট যেন না দেন। যদি ভুল করিয়া বা ইচ্ছা করিয়া অত্যধিক মাত্রা দিয়া ফেলেন, তাহা

হইলে টুপী কখনো আঁটিয়া বসিবে না,—ঠিক মত বসাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। আর একটা কথা। টুপীর বাহিরে অর্থাৎ গাত্রে যেন ঐ সিমেন্ট না পড়ে, পড়িলে উহা তুলিয়া ফেলিতে বহু পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হইবে।

ছাতার অগ্রভাগে কাচের বা পাথরের কারুকার্যময় মাথা বা হ্যাণ্ডেল বসাইবার উপায় অত্যন্ত সরল—ঐ গুলি ছাতার গলায় (neck) স্ক্রু দ্বারা আঁটিয়া দিবেন।

কখনো কখনো একপার্শ্বে খানিকটা অংশ নিক্ষেপের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয় ও নলার ফুটার ভিতর উহা প্রতিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়।

চোঙার (tube) ফ্রেম প্রায়ই ছাতার সহিত লাগানো হয়; ইহাতে ছাতা বেশ সুন্দর ভাবে মুড়িয়া বসে। এই কাজটি সাধারণ ছড়ি বা (stick) এর দ্বারা কোনো মতেই সম্পাদন হয় না, হইতে পারে না। এই নল গুলি ছাতার গলদেশে লাগানো হয়, এই নল লাগাইবার জন্য ইহার ভিতর প্যাচ্ আছে;

এই প্রকার তৈয়ারী নল বাজার হইতে কিনিয়া লওয়াই সুপ্রশস্ত, কেননা নিজ হস্তে এরূপ কেরামতীর জিনিষ প্রস্তুত করা সুকঠিন। বাজারে ইহা নানা আকারের ও প্রকারের পাইবেন, সাধারণতঃ ইহা ইটের মত লাল রংএর এনামেলমণ্ডিত।

ভগ্ন নল উঠাইয়া ফেলিয়া নূতন নল বসাইবার সময় প্রথমেই আপনার প্রথম কাজ হইবে ঐ ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় নলটি একদম্ বেমালুম উঠাইয়া ফেলা।

উহা উঠাইতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে পাকসাঁড়াশী (vice) দিয়া ঐ ভগ্ন অংশ চাপিয়া ধরুন, ও হাতুড়ির দ্বারা তলা হইতে ঘা মারিতে আরম্ভ করুন। ঘা মারিবার পূর্ব্বে ঐ নলের উপর একটি কাষ্ঠ খণ্ড রাখিবেন ও ঐ কাষ্ঠের উপর হাতুড়ির ঘা মারিতে আরম্ভ করিবেন; ঐ কাঠ হাতুড়ির প্রবল ঘা অকাতরে সহ্য করিবে।

এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেও যদি উহা না খোলে তবে গ্যাস্ বা স্পিরিটের আগুনে উহা ঝল্‌সাইয়া লউন ও গরম থাকিতে থাকিতে ইতস্ততঃ না করিয়া খুলিয়া ফেলুন।

এইবার চোঙা বা টিউবটি ফ্রেমে প্রবেশ করাইয়া দিন, ও শিকের চোখের ঠিক উপর পর্যান্ত একটা দাগ বা চিহ্ন পর্যান্ত টিউবটি ঠেলিয়া গলদেশে বসাইয়া দিন।

যদি কাজটি উৎকৃষ্ট ও খরচ করিয়া করিতে পারেন তাহা হইলে কিছু গলিত সিমেন্ট প্রথমে ছাতার neckএ ঢালিয়া দিন, পরে চোঙার মুখ গরম করিয়া neckএ পরাইয়া দিন। পেটেণ্ট 'Titania' টিউব সাধারণ টিউব অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়, ইহার কিছু অংশ সেলুলয়েডের ন্যায় একটি বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। এই পেটেণ্ট টিউব যে ছাতায় আছে, সচরাচর তাহার শিক সাতটি, আর এই শিকগুলিও পেটেণ্ট।

(এগার)

এক প্রকার ছাতা আছে তাহাতে রাণার আটকাইবার জন্য সাধারণ স্প্রীং এর দরকার হয় না, পেটেণ্ট রাণারের মধ্যেই একটি কুণ্ডলিত স্প্রীং (spiral spring) গোপনে অবস্থিত করে, উহাই খোলা ছাতাটাকে আটকাইয়া রাখে।

ছাতা মেরামতের সময় মেঝে-আঁটা পাক সাঁড়াশীর (bench vice) মুখ এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে ছড়ি সমান্তরাল ভাবে দিলে আপনার বাঁ হাত ঠিক যন্ত্রের মেঝের উপর থাকে, ও ঐ সাঁড়াশীর মুখে যে জিনিষই থাকুক না কেন, ভুরপুন ও ব্রেশ যন্ত্র দ্বারা বেশ সহজ ভাবেই কাজ করা যাইবে।

এইবার ছাতার কাপড় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাক্।

ছাতার কাপড় মূল্যের তারতম্য অনুসারে নানা আকার ভেদে বাজারে বিক্রীত হয়। সচরাচর চার প্রকার কাপড় বাজারে খুব বেশী বিক্রয় হয়।

(১) আলপাকা

(২) লেভান্টাইন্

(৩) গ্লোরিয়া

(৪) সিল্ক

আজকাল ছাতার কাপড়রূপে আলপাকার আদর নাই, পূর্ব্বে ইহার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। আলপাকার কাপড় কর্কশ ও পুরু, সেইজন্য ছাতার আবরণ ইহার দ্বারা প্রস্তুত করিলে ছাতা ভারী হয় ও বন্ধ করিবার পর অত্যন্ত ফুলিয়া থাকে।

এই কারণে ইহার আদর ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান কাল অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মানুষ আরামপ্রিয় ও ফ্যাসানের দাস। সুতরাং যে জিনিষ সৌন্দর্য্যে ভরপুর ও মজবুত তাহাই বর্ত্তমান যুগের মানবের নিকট আদরণীয়।

'গ্লোরিয়া' কাপড় সিল্ক ও পশম—এই উভয় প্রকার পদার্থের সমন্বয়ে প্রস্তুত—ইহাই ছাতার পক্ষে অতীব উত্তম কাপড়; কিন্তু বাজারে 'গ্লোরিয়া' ছাপ মারিয়া সচরাচর যে সকল কাপড় বিক্রয় হয়, তাহা আসলে সিল্ক ও পশম মিশ্রিত নহে। পরন্তু তাহাতে তুলার ভাগই বেশী থাকে।

সিল্কের কাপড় দিয়া ছাতার আবরণ করিলে অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা নয়নাভিরাম হয়, কিন্তু ইহাতে একটি মহা অসুবিধা আছে; তুলা কিংবা পশমের কাপড় অপেক্ষা উহা শীঘ্র ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

সামান্য কয়েকটি ছাতার কাপড় যদি আপনার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমাদের মতে উহা বাজার হইতে একেবারে তৈয়ারী (ready-made) কিনিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। ইহাতে আপনার খরচ অপেক্ষাকৃত কম হইবে।

পাইকারী ছত্রের সরঞ্জাম-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ছাতার কাপড় গজ হিসাবে কিনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহার পরিধি বাইশ হইতে চব্বিশ ইঞ্চির মধ্যে; তবে কোন কোন সময়ে ইহার পরিধি চুয়াল্লিশ বা আটচল্লিশ ইঞ্চিও হয়।

কাপড় মুড়িয়া ত্রিকোণ হইতে বডার অবধি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যদি কাপড় ছবির (১০৮নং ছবি দেখুন) দাগ অনুযায়ী চওড়া হয়, তাহা হইলে কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।

দস্তার চাদর বা বাদামী কাগজের সাহায্যে কাপড় প্যাটার্ণ অনুযায়ী কাটা যায়। বাদামী কাগজ ব্যবহার করাই সুপ্রশস্ত।

যে ফ্রেমে কাপড় আচ্ছাদন করিতে হইবে, সেই ফ্রেমের মাপ মত একখানি বাদামী কাগজ চৌকা করিয়া কাটুন। কাটা হইলে কাগজটি বিপরীত দিগ্‌বর্ত্তী কোণ দুটী সংযোগ করিয়া দিবেন অর্থাৎ diagonally কাগজটি মুড়িবেন; ঐরূপ করা কাগজটি ১০৮ নং চিত্রের A B Cর ন্যায় দেখিতে হইবে।
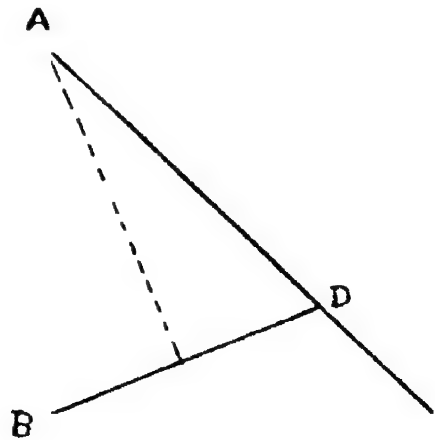
১০৮নং

A C লাইনের উপর A B লাইনের দূরত্ব অনুযায়ী একটি চিহ্ন করুন; তাহা হইলে চিত্রে D পর্য্যন্ত চিহ্ন করা হইল।

অতঃপর B হইতে D পর্য্যন্ত দাগ কাটিয়া ফেলুন।

এই A B Dই হইল ছাতার কাপড়ের প্যাটার্ণ।

১০৮ নং চিত্রে যে Dotted লাইনটি দেওয়া হইয়াছে, সেই লাইন বরাবর কাপড় কাটিলে কাপড় অযথা নষ্ট হইবে না। যে ছাতার সাতটি শিক আছে, সেই ছাতার প্যাটার্ণে B D লাইনের মাপ বা দূরত্ব সপ্তম ভাগের এক ভাগ বেশী হইবে।

কাপড় কাটিবার সময় লম্বা সেলাই করিবার সুবিধার জন্য কিঞ্চিৎ কাপড় বেশী রাখিয়া কাটিবেন। এই কথা মত কাজ না করিলে সেলাই করিবার সময় আপনাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

(বারো)

ছাতার কাপড়ের সেলাই হাতে না করিয়া কলে করিয়া লইলে বিশেষ সুবিধা হইবে।

ইহাতে কাজ শীঘ্র ও সুন্দর হইবে এবং আপনার বহু পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে। সেলাই মজবুত ও সূক্ষ্ম করিবার জন্য দেড় ইঞ্চ পরিধির ভিতর সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ছাতা মোড়া হইলে ছাতা ফোলা থাকে না।

পূর্ব্বে ত্রিকোণগুলি একসঙ্গে সেলাই করিয়া পার্শ্বগুলি সেলাই করিতে আরম্ভ করিবেন। প্রথমে দুই খণ্ড ত্রিকোণবিশিষ্ট ছাতার কাপড় সেলাই করিবেন; তৎপরে আর দুইটি সেলাই করিয়া ফেলিবেন, তাহা হইলে ছাতার অর্দ্ধাংশের কাপড় সেলাই করা হইল। এইরূপ ভাবে অপর অর্দ্ধাংশও করিয়া ফেলুন, ও পরে ঐ দুই অংশ একত্রে সেলাই করিয়া দিলেই একটি ছাতার কাপড় পুরা প্রস্তুত হইল। সেলাই করিবার সময় প্রথমেই কোণ হইতে আরম্ভ করিবেন।

ছাতা মুড়িয়া বাঁধিবার জন্য এক একটি বন্ধনী বা "band" কাপড়ের সহিত বোতাম দিয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হয়।

ফ্রেমের উপর আচ্ছাদন বসাইবার পরে বন্ধনী সেলাই করা সুবিধাজনক। তবে কাপড় বেশ পরিষ্কার ভাবে কাটা হইলে উহা পূর্ব্বেই মুড়িয়া দিতে পারেন।

অনেক সময় ছাতার কাপড় ফুটা হইয়া যায়; এই ফুটা মেরামত করিতে হইলে পূর্ব্বে রবার সলিউসন ও প্যাচ যোগাড় করিতে হইবে। প্যাচে কিঞ্চিৎ সলিউসন্ লেপিয়া ফুটার নীচে লাগাইয়া দিতে হইবে। যাহাদের সাইকেল আছে, ও সাইকেলের ফুটা-টিউব মেরামত করিতে হয়, তাঁহারা এই তালি দেওয়ার প্রথার সহিত পরিচিত আছেন।

কাপড় লম্বা চিড়িয়া বা ফাটিয়া গেলে, সেলাই সুবিধা হয় সেলাই করিবেন, অথবা রিপুকর্ম্মও করিতে পারেন। ফুটা খুব বড় হইলে তালি বা সেলাই করিলে চলিবে না,—একেবারে ঐ ত্রিকোণ কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিতে হইবে।

কাপড়ের জোড়ের সেলাই জীর্ণ হইয়া গেলে পুনরায় নীচের দিকে সেলাই করিতে আরম্ভ করিবেন। কিন্তু ইহা ঠিক পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না; কাজ চলিয়া যাইবে বটে; ছাতা কিন্তু দেখিতে কদাকার হইবে। ছাতা মেরামত করিবার সময় এক প্রকার কালো বা বাদামী রং (black and brown quick drying varnish) পাওয়া যায়,—এই রং দুইটীর দ্বারা ছাতার মলিন বর্ণ বা বিকৃত বর্ণ উজ্জ্বল করা যাইবে। পাতলা করিবার জন্য মেথিলেটেড স্পিরিট ব্যবহার করিতে ভুলিবেন না।

'ফ্রেঞ্চ পলিশ' ও স্পিরিট আপনার সব কাজে লাগিবে।

ছাতার শিক্ দেরাজের drawer বা টানার মত কোন জিনিসে কতকগুলি মাপ করিয়া রাখিয়া দিতে

পারেন ; নলা (shank) সমান্তরাল (horizontal) ভাবে রাখিবেন, তাহা হইলে ঐ গুলি বাঁকিয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইবে না।

ছাতার মাথার দিক্‌টিকে ferrule end বা টুপীর অংশ কহে।

আমাদের এই প্রবন্ধ পড়িয়া যদি একটি বেকার শিক্ষিত যুবকও ছাতা প্রস্তুত বা মেরামতের কারবারের দিকে কৃপাদৃষ্টি দেন, তাহা হইলে আমরা জানিব যে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

আর একবার বলিয়া রাখা ভালো যে যদি কেহ এই ব্যবসায়টী করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তিনি যেন কষ্ট স্বীকার করিয়া একবার ছাতা প্রস্তুতের কারখানায় ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী দর্শন করেন।

অনেকের হয়ত কিছু টাকা আছে, কিন্তু তাঁহারা ঐ টাকা কোন্ পথে খাটাইয়া উপার্জ্জন করিবেন, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দিশেহারা হন। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ শিক্ষিত যুবক থাকেন, তাহা হইলে আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন কয়েক মাস জাপানে অবস্থান করিয়া এই প্রয়োজনীয় শিল্পটি শিক্ষা করিয়া আসেন।

জাপানে থাকিতে খরচ বেশী নয় ও জাহাজ ভাড়াও কম।

ওসাকা বা টোকিয়োতে ছাতার কারখানা প্রচুর,—ফ্যাক্টরিতে হাতে কলমে কাজ করিয়া দেশে আসিয়া ছোট কারখানা খুলিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার সাফল্য অনিবার্য্য।

—•—

গুলগুল্লা।

শোণিত, শুক্র ও আভ্যন্তরিক বল বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

বিশেষতঃ

বেরিবেরিতে বা অন্য কোন কারণে যাহাদের হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হইয়াছে তাঁহারা গুলগুল্লার ১ মাত্রা সেবনেই আশাতীত উপকার বুঝিতে পারিবেন। চারি আনা পাঠাইলে ২ মাত্রা গুলগুল্লা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

বিশ্বনাথ ব্রাদাস

১৪০।৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতায় নীলামে চা বিক্রয়ের
ফলাফল

সেল নম্বর ৩৫
১৫ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭।

স্থানের নাম	প্যাকেট	গড়ে পাউণ্ডের মূল্য
আসাম—	৮৯৪৭	।।৵৬ পাই
কাছাড়—	৮৯৬	।৶৩ ,,
সীলেট্—	২১৮৬	।৶২ ,,
দার্জ্জিলিং—	৪৮৫	।৶২ ,,
ডুয়ার্স—	৯৫৪৮	।৶১০ ,,
তেরাজ্—	১৪৪৬	।৶৭ ,,
ত্রিপুরা—	২৪৩	।৴৭ ,,
চট্টগ্রাম—	১৭৭	।৴২ ,,
ছোটনাগপুর—	২১	।।৭ ,,
দেরাদূন—	৩৩	৸৶২ ,,
নেপাল—	... ...	... ...
মোট—	২৩৯৮২	।।৪ পাই।

ধ্যান্যের অবস্থা

বাংলাদেশে ধান্যের অবস্থা

বর্ত্তমান বৎসরে ১৪২৯০০০০ একর জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে, কিন্তু গত বৎসর ঐ স্থানে ১৫৬১৯০০০ একর জমীতে ধান্য আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে ৫৫৭৮০০০ টন আমন ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু গত বৎসরে ৬৫৯৮০০০ টন আমন ধান পাওয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে জমীও কম আবাদ হইয়াছে এবং ধানও কম পাওয়া গিয়াছে। অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলায় জলবায়ুর অবস্থা ভালই ছিল এবং তখন হইতে ধানের অবস্থাও বেশ আশাপ্রদ ছিল কিন্তু ডিসেম্বর মাসের শেষ ও জানুয়ারীর প্রথমে পূর্ব্ব বঙ্গের কয়েকটা জেলায় ও খুলনায় ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় ধানের কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। মোটের উপর আমন ধানের অবস্থা মন্দ নহে।

বর্ত্তমান বৎসরে বোরো ধান আন্দাজ ৩৯২০০০ একর জমীতে আবাদ হইয়াছে এবং ইহা হইতে ১৫৪০০০ টন ধান পাওয়া গিয়াছে।

আমন, আউস ও বোরো এই তিন প্রকার ধানের হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান বৎসরে সারা বাংলাদেশে মোট ১৯৬৯৭০০০ একর জমীতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং ৭২৯৭০০০ টন ধান পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসরে বাংলাদেশে মোট ২১১৩৩০০০ একর জমীতে ধানের আবাদ হইয়াছিল এবং ৮২১৮০০০ টন ধান পাওয়া গিয়াছিল।

বিহার ও উড়িষ্যায় ধান্যের অবস্থা

বর্ত্তমান বৎসরে বিহার ও উড়িষ্যায় মোট ১০৩৫৪০০০ একর জমীতে আমন ধানের আবাদ হইয়াছে এবং ৩৬৫১০০০ টন ধান পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর কিন্তু ১০৬৯৮০০০ একর জমীতে আমন ধানের চাষ হইয়াছিল।

বৎসরের প্রথমেই জমীতে লাঙ্গল দেওয়ার সময় জলবায়ুর অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু বিহারের কোন কোন স্থানে ধান রোপন করিবার সময় কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, এবং বৃষ্টি সময়ে হয় নাই বলিয়া আমন ধানের কিছু লোকসান হইয়াছে। উড়িষ্যাতে বন্যা হওয়ায় আমন ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে বিহার ও উড়িষ্যায় মোট ৪০০০০ একর জমীতে বোরো ধানের আবাদ হইয়াছে এবং ১৪০০০ টন বোরো ধান পাওয়া যাইবে।

আমন, আউস ও বোরো এই তিন প্রকার ধান সমস্ত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে মোট ১৩৯৩৪০০০ একর জমীতে আবাদ হইয়াছে এবং ইহা হইতে ৪৭৮৮০০০ টন ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর বিহার ও উড়িষ্যায় মোট ১৪২৮৬০০০ একর জমীতে ধানের আবাদ হইয়াছিল এবং মোট ৪৭৮৯০০০ টন ধান পাওয়া গিয়াছিল।

আসামে ধান্যের অবস্থা

বর্ত্তমান বৎসরে সমস্ত আসাম প্রদেশে মোট ৩৪০৫০০০ একর জমীতে আমন ধানের আবাদ হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসরে ঐ স্থানে ৩৪১০০০০ একর জমীতে আমনের আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে ঐ জমী হইতে ১২২৬০০০ টন আমন ধান পাওয়া গিয়াছে কিন্তু গত বৎসরে ১২৯১০০০ টন আমন ধান পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন জেলায় গরুর ব্যাধি হওয়ায় অনেক গরু মারা পড়িয়াছিল।

সে জন্য চাষ কার্য্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আসামে বন্যা, ঝড়, বৃষ্টি ও পঙ্গপালের দৌরাত্ম্যে ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আসামে ১৮৯০০০ একর জমীতে বোরো ধানের আবাদ হইয়াছে এবং ইহা হইতে ৮১০০০ টন বোরো ধান পাওয়া গিয়াছে। আমন, আউস ও বোরো এই তিন প্রকার ধান আসামে মোট ৪৩৭৮০০০ একর জমীতে আবাদ হইয়াছিল এবং মোট ১৫২০০০০ টন ধান পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর আসামে মোট ৪৪০২০০০ একর জমীতে ধানের আবাদ হইয়াছিল এবং ইহা হইতে মোট ১৫৮৮০০০ টন ধান পাওয়া গিয়াছিল।

ধান ও চাউলের বাজার দর

বৈশাখ মাসে ধান ও চাউলের বাজার দর প্রায়ই বরাবর সমভাব ছিল; কিন্তু জ্যৈষ্ঠের প্রারম্ভে বাজার কিছু চড়িয়াছে এবং ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী; তবুও স্থানীয় অন্যান্য মোকাম অপেক্ষা এখানকার মহাজনের মন এখনও নরম আছে; কারণ বাজার গরম হওয়া সত্বেও বাহির খরিদের জোর না থাকায় এখানকার মহাজনের মনের হাওয়া নরম ছাড়া গরম দৃষ্ট হয় না। উপযুক্ত খরিদের অভাবে বাজার ঠিক রাখিতে পারা যায় না।

বর্ত্তমানে যে দর যাইতেছে তাহাই নিম্নে উল্লেখ করিলাম। বারান্তরে এখানকার ব্যবসায়ীর তালিকা ও অন্য কথা উল্লেখ করিবার আশা রহিল।

কলের চাউল

পুরাতন		৭৸৵০	হইতে	৮৲
নূতন		৭৷০	"	৭৸৵০
ঐ দাদ	নূঃ	৮৸০	"	৯৲
"	পুঃ			(আমদানী নাই)

ঢেকী চাউল (মোকামী)

(আমদানী নাই)

পুঃ					
নূঃ	ফ্রেস	১নং	৭৷৵০	হইতে	৭৷৷০
	মাঝার		৬৸৵০	"	৭৵০
	নোনা		৬৸০	"	৬৸৵০

ঢেকী চাউল (দেশী)

পুঃ		৮৷০	হইতে	৮৷৷০
নূঃ		৭৷৷০	"	৭৸০
দাদ	নূঃ	৮৸০		৯৲
	পুঃ	১০৷০		১০৷৷০

৮২ সিঃ ওজনে প্রায়ই বিক্রি হয়

ধান্য

পুঃ	৪৷৷৵০	হইতে	৪৷৷৶০
নূঃ	৪৷৴০	"	৪৷৵০

(খরিদের জোর আছে)

আলু

দর সুবিধাই ছিল। ২।১ হাট আমদানী খুব কমিয়া গিয়াছে, এবং ননিতাল ৫৲ হইতে ৫৷০ টাকা, ঠিকরে ও লাল ৩৲ হইতে ৩৷৷০ টাকা,

হুগলী মল্লিককাশিম হাট
পোঃ চুচুড়া
(হুগলী)

নিবেদক—
শ্রী মনীন্দ্রনাথ ঘোষ
গ্রাঃ নং ১৭৫৪

জাম

বঙ্গদেশে তিন প্রকার জাম দেখিতে পাওয়া যায় ; বড় কাল জাম, ছোট কাল জাম ও গোলাপ জাম।

বড় জামের ইংরাজী নাম Eugenice Jambolana. উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগে ইহা দ্বিবীজদল উদ্ভিদের অন্তর্গত এবং Calycifloraeর Myrtaceae শাখার অন্তর্ভুক্ত। গোলাপ জাম, ডালিম, পেয়ারা ইহার সমশ্রেণীভুক্ত।

জাম মধ্যমাকৃতি শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ। ইহার পাতার আকৃতি বিশেষ বড় নহে। হাতে মর্দ্দন করিলে একটা বিশেষ গন্ধ নির্গত হয়। বসন্তের প্রারম্ভে শ্বেত বর্ণের গুচ্ছাকৃতি পুষ্প বিকশিত হয়। প্রত্যেক পুষ্পে চারটী করিয়া দল এবং বহু সংখ্যক রঙ্গীন গর্ভকেশর থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগ হইতে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে বর্ষা পাইলে জাম পাকিয়া উঠে।

কাঁচা জামের বর্ণ সবুজ, কিন্তু, পাকিয়া উঠিলেই গাঢ় কাল বর্ণ ধারণ করে। এক এক গুচ্ছে শত শত ফল ধরে। দেখিতে অতি মনোরম। ছোট জামের আকার অতি ছোট। বড় জাম এক একটি ২।৩ তোলা ওজনের হইয়া থাকে।

গোলাপ জাম পাকিলে শ্বেতবর্ণ হয়। কালজামের পাতার আকার কাঁঠাল পাতার ন্যায়, কিন্তু গোলাপ জামের পাতা অনেকটা বাঁশ পাতার ন্যায় সরু ও দীর্ঘ হয়।

কাল জামের ভোজ্য অংশ অতি কোমল, সুস্বাদু এবং ভায়োলেট বর্ণবিশিষ্ট। বীজ গুলির আকৃতি লম্বা। গোলাপ জামের বীজ গোলাকার। ভোজ্য অংশ বিশেষ নরম নহে; কিন্তু একটা মধুর গোলাপ গন্ধ ও আস্বাদ সকলকেই মোহিত করে।

বড় কালজামের চাষ কেহ যত্ন করিয়া করে না। স্বভাবতঃই বনে জঙ্গলে বা পথের ধারে জন্মিয়া থাকে। গোলাপ জামের চাষ সামান্য ভাবে হয়। বড় কাল জামের গাছ দ্বারা জ্বালানি কাঠ, চৌকাঠ এবং তক্তা প্রস্তুত হয়।

জামের তক্তা দ্বারা বেঞ্চ, চৌকী, অল্প মূল্যের বাক্স, সাধারণ ঘরের চৌকাঠ ও জানালা, এবং দরজার কবাট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কালজামের গুণ:—বায়ুজনক কফ ও পিত্ত-নাশক।

ছোট জামের গুণ:—সংগ্রাহী, রুক্ষ, শ্লৈষ্মিক, রক্তপিত্তনাশক ও দাহ শান্তিকারক।

গোলাপ জামের গুণ:—স্বাদু, বিষ্টম্ভী গুরু, রোচক ও শীতল।

ঔষধার্থে কাল জামের পত্র, ত্বক ও বীজ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—পত্র ও ত্বকের রস ১—২ তোলা, বীজ চূর্ণ ১—২ আনা।

বিভিন্ন রোগে কাল জামের ব্যবহার নিম্নে উল্লেখ করিলাম:—

বহুমূত্র:—শুষ্ক বীজ চূর্ণ মধুসহ প্রতি দিন প্রাতে সেবন করিবে। এক সপ্তাহ মধ্যেই ফল দেখা যাইবে। ইহা মধুমেহ বা বহুমূত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

আয়ুর্ব্বেদে ইহার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেখা যায়। ডাক্তার সি, গ্রেজার জাম বীজের একস্ট্রাক্ট (Extract) দ্বারা বহু বহুমূত্র-রোগীকে আরোগ্য করিয়া ইহার ব্যবহারে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

গ্রহণী:—ছাগ দুগ্ধ সহ জাম ত্বকের রস পান করিলে বালকের গ্রহণী রোগ নিবারণ হয়।

ক্ষত:—জামত্বকের সূক্ষ্ম চূর্ণ দ্বারা ক্ষত বাঁধিয়া রাখিলে ঘা সত্বর আরোগ্য হয়।

বমন :—জাম পাতার কাথ শীতল হইলে মধুসহ পান করিলে পিত্তজ বমন নিবারিত হয়।

অতিসার :—জামত্বক পেষণ করিয়া ছাগ দুগ্ধ ও মধুসহ সেবন করিলে অতিসারজনিত শোণিত-স্রাব বন্ধ হয়।

জিহ্বা বিদারণ :—জামত্বকের কাথ মুখে ধারণ করিলে বা পক্ক জাম আহার করিলে দাঁতের গোড়ার ক্ষত ও জিহ্বা বিদারণ আরোগ্য হয়।

অজীর্ণ :—সুপক্ক কাল জামের কোমল অংশ পোষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিলে মুখরোচক অতি সুস্বাদু আচার প্রস্তুত হইবে। ইহা শিশিতে কর্ক বন্ধ অবস্থায় রাখিলে বহুদিন স্থায়ী হয়। অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্যে আহারের পর অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে অতি আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

কবি
শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কাব্যভূষণ,
যশোহর।

মাখন প্রস্তুত প্রণালী

গাভী দোহন করিবার অব্যবহিত পরেই দুধটুকু একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া উচিত। তাহার পর ইহাকে পরিস্রুত পাত্রে ঢাকা দিয়া একটা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন উগ্রগন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের নিকট দুধ রাখিয়া দিলে সহজেই উহাতে ঐ গন্ধ সংক্রামিত হয়। শুধু তাহাই নহে ডিপথিরিয়া (Diptheria), টাইফয়েড (Typhoid) প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জীবাণু কোনওক্রমে দুধের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে অল্পকালের মধ্যেই অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়।

আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ (যাহার তাপ ৭০।৮০ ডিগ্রী হইবে) এই সকল জীবাণু (bacteria) বংশ বৃদ্ধি করিবার অধিক সুবিধা পায়; কিন্তু দুধ ঠাণ্ডা করিয়া রাখিলে তাহারা তেমন বাড়িতে পায় না। কাজেই দোহন করিবার পর অবিলম্বেই দুধটুকু একটা ঠাণ্ডা পাত্রে করিয়া ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

সাহেবেরা কাঁচা দুধই খাইয়া থাকে, কারণ ইহা খুব বলকারক। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায় সকলেই জ্বাল দেওয়া দুধ খায়। বেশীক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলে যদিও দুধের স্বাদের এবং গন্ধের পরিবর্ত্তন হয় তথাপি এই প্রথাটীকে আমাদের ভাল বলিয়াই মনে হয়। কেন না খুব বেশী গরম করিলে দুধের ভিতরের সকল রোগবীজই মরিয়া যায়। কাজেই জ্বাল দেওয়া দুধ তাদৃশ বলকর না হইলেও, অন্ততঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে যে হানিকর নহে, ইহা ঠিক।

যে দুগ্ধে তৈলাক্ত পদার্থের অংশ যত বেশী সেই দুগ্ধই তত গাঢ় এবং ভাল। সাধারণতঃ অল্পবয়স্কা গাভী অপেক্ষা প্রাপ্তবয়স্কা গাভীর দুধ অধিক ঘন। আবার একই গরুর দুধ বাছুর বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই গাঢ়তর হইয়া উঠে। গ্রীষ্মকালে সকল গরুরই দুধ একটু পাতলা থাকে, আবার শীতকালে তাহা অপেক্ষাকৃত ঘন হইয়া যায়। দোহনের প্রথম ভাগের দুধ অপেক্ষা শেষ ভাগের দুধ ভাল। কারণ প্রথমে যে দুধ পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা এক অংশ চর্ব্বি থাকে, কিন্তু শেষের দুধে সাধারণতঃ শতকরা আট নয় ভাগ তৈলাক্ত পদার্থ থাকিতে দেখা যায়।

খাঁটি দুধ চিনিবার উপায়

বাজারে প্রায়ই খাঁটি দুধ কিনিতে পাওয়া যায় না। এমন কি খাঁটি বলিয়া অগ্নিমূল্যে যাহা সচরাচর বিক্রয় হয়, তাহাও অধিকাংশ স্থলেই জল মিশ্রিত বা অন্য উপায়ে ভেজাল দেওয়া। এই জন্যই বোধ হয় গোয়ালারা ঠাট্টা করিয়া বলিয়া থাকে—"খাঁটি দুধ যা, সে ঐ এক বাছুরেই খাইতে পায়।" অর্থাৎ যতই সাধুতার ভাণ করুক না কেন প্রত্যেক গোয়ালাই দুধে অল্প বিস্তর জল মিশাইয়া থাকে। কাজেই এরূপ স্থলে দুধ খাঁটি কিনা, তাহা জানিবার কোন উপায় জানা থাকিলে বড়ই উপকার হয়। অবশ্য দুগ্ধের প্রকৃত গুণ কি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিতে হইলে, ইহার রসায়নিক বিশ্লেষণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই কিন্তু মোটামুটি কাজ চালাইবার পক্ষে ইহার রঙ, গাঢ়তা ও চর্ব্বির পরিমাণ জানিলেই যথেষ্ট হইবে। রঙ যত গাঢ় হইবে দুধও তত ভাল বুঝিতে হইবে। ঈষৎ হরিদ্রাভ দুগ্ধে প্রচুর পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে এবং এই দুধের মাখন তোলাও খুব সহজ। আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) দেখিয়া দুধ খাঁটি কিনা অনেকটা বলিয়া দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুদ্রকায় যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তাহাকে গাঢ়তা জ্ঞাপক যন্ত্র বা ল্যাকটোমিটার (lactometer) বলে। যাহারা বাধ্য হইয়া বাজারের দুধ কিনিয়া খান—তাঁহারা একটি করিয়া lactometer কিনিয়া রাখিলে উপকার দর্শিতে পারে। দুগ্ধ রক্ষা করিবার উপায় :—

কাঁচাদুধ অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যায় এই জন্য অনেক সময় ইহাতে boracic acid প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া রাখা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি খুব ভাল নহে। ফুটন্ত দুধে এক পিঞ্চ বোরাস ফেলিয়া দিলে গ্রীষ্মকালেও দুধ অনেকক্ষণ টাট্‌কা থাকে। ছেলেপুলে লইয়া দূর পথে যাইতে হইলে লোকে সাধারণতঃ বোতলে করিয়া দুধ লইয়া যায়। দুধ পুরিবার পূর্ব্বে বোতলটির ভিতর দিক মদে ভিজাইয়া লইলে ইহা সহজে নষ্ট হইয়া যায় না। দুগ্ধ পান করিবার পূর্ব্বে ইহাকে ভালমতে শোধন করিয়া লওয়া উচিত। শোধন অর্থে ইহার মধ্য হইতে সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া ফেলিবার কথাই বলিতেছি।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ গরম করিয়াই শোধণ করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু বাজারে আরও অনেক সস্তা দরের পরিশোধক দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়। এই পরিশোধক দ্রব্য মিশা দুধের মধ্যের সকল রোগ বীজই মরিয়া যায়।

দুগ্ধকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য কখন কখন আরও একটা সহজ পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। মোটামুটি ভাবে তাহা এই :—

প্রথমেই উনানে বসাইয়া দুধটুকু খুব গরম করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সাবধান, যেন ইহার উপর সর পড়িয়া না যায়। তাহার পর ইহাকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিলেই কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। এই দুধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টাটকা থাকে এবং সহজে নষ্ট হইয়া যায় না।

মাখন তুলিবার উপায়

দুধ হইতে দুই উপায়ে মাখন তোলা যায়। এক দুধের মাঠা তুলিয়া তাহা হইতে মাখন প্রস্তুত করা হয়। আর এক 'মাঠা' সমেত দুধ মন্থন করিয়া তাহা হইতে একেবারে মাখন তুলিয়া লওয়া হয়। এই শেষোক্ত উপায়ে মাখন প্রস্তুত করিতে হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্থন করিবার প্রয়োজন হয়; সেই জন্য সচরাচর প্রথমোক্ত উপায়ই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

যাহাদের বেশী খরচ করিবার সামর্থ্য আছে

তাঁহারা একটী সেপারেটর (sep irater) বা মাঠা তুলিবার যন্ত্র কিনিলে, কাজ খুবই সহজ হইয়া আসিবে। কিন্তু ভারতবর্ষে এইরূপ একটী যন্ত্রের দাম কমপক্ষেও প্রায় ১২০৲ একশত কুড়ি টাকা। কাজেই সকলেই যে ইহা কিনিতে পারিবে এমন আশা করা অন্যায়।

যাহা হউক সেপারেটার না থাকিলে কেমন করিয়া 'মাঠা' তোলা যায় সেই কথাই আলোচনা করা যাউক।

একটী অগভীর চওড়া পাত্রে দুধ ঢালিয়া রাখিতে হইবে। দশ বার ঘণ্টা পরে ইহার উপরে 'মাঠা' ভাসিয়া উঠিবে। তখন সেই মাঠা তুলিয়া লইয়া একটী পাত্রে রাখিয়া দিতে হয়। শীতকালে ইহা তিন চার দিন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহা অতদিন ফেলিয়া রাখা সমীচিন নহে। যদি নিতান্তই দুই একদিন রাখিতে হয়, ইহার আধারটীকে বরফের উপর বসাইয়া রাখা উচিত। মাঠা ঈষৎ টকিয়া গেলে ক্ষতি নাই। বরং তাহাতে মাখন ভাল হইবারই সম্ভাবনা।

মাঠা তুলিয়া একাধিক দিন ফেলিয়া রাখিলে ইহার উপর একটী সর পড়িয়া যায় তাহাতে ইহা খারাপ হইয়া যাইতে পারে। সেই জন্য মাঝে মাঝে ইহাকে ঘাঁটিয়া দিতে হইবে। প্রতিদিনই পুরাতন মাঠার সহিত নূতন মাঠা ভাল করিয়া মিশাইয়া ফেলা উচিত। কিন্তু যে মাঠা টকিয়া গিয়াছে তাহার সহিত আর নূতন মাঠা একত্র রাখিবে না।

"মাঠা"কে মাখনে পরিণত করা খুবই সহজ। একটী বাটীতে মাঠা রাখিয়া, একখানি চামচদিয়া উত্তমরূপে পিষিয়া ফেলিলেই ইহা মাখনে পরিণত হইবে। কখন কখন মাঠাটুকু একটী বোতলে পুরিয়া, ঝাঁকানি দিয়া ইহাকে পিষিয়া ফেলা হয়।

Churn (চার্ণ) বা মন্থন যন্ত্র দ্বারাও মাখন প্রস্তুত করা যায়। বাজারে নানা আকারের মন্থন যন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়। দামও খুব বেশী নহে—আড়াই টাকা হইতে নয় টাকার মধ্যে।

যাহা হউক, নিম্নলিখিত ভাবে মন্থন যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। যন্ত্রটীকে সর্ব্বদাই ৬০ ডিগ্রী গরম রাখিতে হইবে। বেশী গরম পড়িলে ঠাণ্ডা জল এবং শীত পড়িলে গরম জল ঢালিয়া উহার উত্তাপ সমান রাখা যায়। যন্ত্রটীকে মিনিটে ৪০।৪৫ পাক ঘুরাইতে হইবে। প্রথমে ধীরে ধীরে এবং পরে মাখন দানা বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দ্রুততর ভাবে ঘুরানই নিয়ম। অল্প সময়ের মধ্যেই, যখন মাখন প্রায় প্রস্তুত হইয়া আসিবে তখন ইহাতে অল্প পরিমাণ জল ঢালিয়া দিতে হয়। তাহার পর দুই এক পাক ঘুরাইয়া, মাখনটুকু বাহির করিয়া লইয়া পরিস্কার ঠাণ্ডা জলে বার বার ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ইহার উপর অনেক খানিই নির্ভর করিতেছে। সকলে ভাল করিয়া মাখন ধুইতে পারে না। উত্তমরূপে ধৌত করিলে মাখন হইতে একটা সুন্দর মিষ্ট গন্ধ বাহির হয়। ভোরের বেলাই মাখন তুলিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন সময়েই হাত দিয়া মাখন স্পর্শ করিতে নাই।

মাখনে লবণ মিশাইবার প্রণালী

দেড় পোয়া জলে আধ পোয়া লবণ গুলিয়া সেই জল মাখন তৈয়ারি করিবার সময় মন্থন যন্ত্রে ঢালিয়া দিতে হইবে। তাহার পর যন্ত্রটীকে বার ছয় সাত ঘুরাইয়া দশ পনর মিনিট অপেক্ষা করিতে হইবে। এইবার মাখন তুলিয়া লইয়া একখানি পরিস্কৃত পাতলা কাপড়ে করিয়া ছাঁকনির উপর রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত জল ঝরিয়া যাইবে।

আরও এক উপায়ে মাখনকে লবণাক্ত করা হয়।

ইহাতে নুনের জল মিশাইবার পরিবর্ত্তে গুঁড়া নুন মিশান হয়।

মাখনটুকু একটী বাটীতে রাখিয়া চামচ দিয়া ঘুঁটিতে থাক এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর অল্প অল্প করিয়া গুঁড়া নুন ছড়াইয়া দাও। যে পর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে নুন না দেওয়া হয় ততক্ষণ বার বার এইরূপ করিতে হইবে, এবং পরেও অনেকক্ষণ ঘুঁটিয়া মাখনের পাট করিয়া ফেলিতে হইবে। আমরা বাটী ও চামচ ব্যবহার করিতে বলিয়াছি। কিন্তু মাখনের পরিমাণ অধিক হইলে বড় বড় পাত্র এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত।

মাখন রঙীন্ করিবার উপায়

গোদুগ্ধজাত মাখন রঙ্ না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু মহিষের দুধের মাখন দেখিতে সাদা বলিয়া ইহাকে রঙ্ না মিশাইলে অনেকের পছন্দ হয় না। কেহ কেহ রঙ্ করিবার জন্য হলুদ ব্যবহার করে, কিম্বা অন্য কোন দেশী জিনিস মিশায়। কেহ বা বিলেতি রঙ্ ব্যবহার করে। হলুদ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হইলে বাজার হইতে ঐ কার্য্যের জন্যই বিশেষ ভাবে প্রস্তুত ভাল গুড়া কিনিয়া লওয়া উচিত। কারণ তাহা না হইলে প্রায়ই মাখনের সুগন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। জাফরাণের দানা দিয়া খুব ভাল রঙ্ করা যায়। ইহা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া বোতলে করিয়া রাখিয়া দেওয়া যায় এবং প্রয়োজন মত বাহির করিয়া লইলেই চলে।

মাখন তুলিবার পূর্ব্বে দুধের রঙ্ মিশাইতে হয়। মহিষাদুধের পক্ষে এক সের দুধের জন্য (জাফ্‌রণের) একটী দানাই যথেষ্ট। একখণ্ড মসলিন বা পাতলা কাপড়ে দানাগুলি আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া দুই তিন মিনিটদুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহার পর ঐ পুটুলিটী দুধে কচলাইয়া নিঙড়াইয়া লইলেই দুধ উপযুক্ত মত রঙীন হইয়া যাইবে।

মাখন রক্ষা করিবার নিয়ম

দুধের মত মাখনও একটী পরিষ্কার পাত্রে করিয়া ঠাণ্ডা অথচ বাতাস খেলে এমন জায়গায় রাখিয়া দিতে হয়। ইহা সহজেই অপরের গন্ধ টানিয়া লয়। কাজেই কোন উগ্র গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য ইহার নিকট রাখা উচিত নয়। মাখন লবণাক্ত না করিলে দুই এক দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি গ্রীষ্ম কালে একাধিক দিনও ভাল থাকে না। অবশ্য সামান্য একটু গন্ধ হইলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইলেই চলে। কিন্তু বেশী খারাপ হইয়া গেলে তাহাকে লাগাইয়া ঘৃত প্রস্তুত করাই বাঞ্ছনীয়। পাঁচ সাত দিনের বাসী মাখন হইতেও বেশ ঘৃত উৎপন্ন হইতে পারে।

পনির (Cream cheese)

টাটকা বা দুই এক দিনের বাসি ক্রীম্ (মাঠা বা ননী) একটী মসলিনের থলিতে করিয়া কয়েক দিন একটী ঠাণ্ডা স্থানে ঝুলাইয়া রাখিলেই উত্তম পনির প্রস্তুত হইয়া যাইবে। ক্রীম্ টাটকা হইলে দুচার দিন বেশী বিলম্ব করিতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে প্রায় ৮।১০ দিন অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অতদিন ফেলিয়া রাখিলে ইহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

—•—

ভারতীয় চামড়ার ব্যবসায়

অনেক দিন হইতেই ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বহু পরিমাণে চামড়া রপ্তানি হইয়া আসিতেছে এবং বিদেশে চামড়া রপ্তানি করিয়া বহু ব্যবসায়ীই বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন ; কিন্তু সম্প্রতি দাক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেরূপ সস্তায় বহু পরিমাণে চামড়া রপ্তানি হইতেছে, তাহাতে ভারতীয় চামড়া রপ্তানিকারী ব্যবসায়ীদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। বিদেশে ভারতীয় চামড়ার চাহিদা খুবই কমিয়া গিয়াছে এবং যে পরিমাণে চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইতেছে তাহাও তথায় কাটান খুব কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে।

গত মহা সমরের পূর্ব্বে সারা ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইত, তাহার অধিকাংশ মালই জার্ম্মাণী গ্রহণ করিত। এক কথায় তখন ভারতীয় চামড়ার মোটা খরিদদারই ছিল জার্ম্মাণী ; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতেই দাক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার চামড়া জার্ম্মাণী খুব বেশীর ভাগ গ্রহণ করিতেছে। ইহার ফলে বর্ত্তমানে ভারতের চামড়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে জার্ম্মাণীতে যে ভারতীয় চামড়ার রপ্তানি কমিয়া যাইতেছে, তাহা পর পর কয়েক বৎসরের আমদানী রপ্তানি মালের হিসাব দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে জার্ম্মাণীতে প্রতি মাসে যে পরিমাণ চামড়া রপ্তানি হইয়াছিল এ বৎসর জানুয়ারী মাস হইতে তাহার অর্দ্ধেক মাল রপ্তানি হইতেছে। অধিক কথা কি, যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে দুই সপ্তাহে যে পরিমাণ চামড়া রপ্তানি হইয়াছিল, এখন দুই মাসেও সেরূপ মাল রপ্তানি হইতেছে না।

জার্ম্মাণীতে ভারতীয় চামড়ার চাহিদা এইরূপ ভাবে কমিয়া যাওয়ায় বহু গুদামে চামড়া মজুত হইয়া রহিয়াছে।

এখন কথা এই যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে ভারতীয় কাঁচা চামড়ার চাহিদা কি জন্য কমিয়া গেল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ হইতে যে চামড়া রপ্তানি হয় এবং উহা যে দরে বিক্রয় করা হয় তাহার তুলনায় দাক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য স্থান হইতে যে চামড়া রপ্তানি হয়, তাহা অনেক কম দামে বিক্রয় হয়, এবং অনেক দিন ধরিয়া দাক্ষিণ আমেরিকা হইতে যে চামড়া রপ্তানি হইতেছে তাহা জার্ম্মাণীতে ভারতীয় চামড়ার অপেক্ষা খুব কম দরেই বিক্রয় হইয়া আসিতেছে।

ভারতের চামড়া পাকাইবার জন্য জার্ম্মাণীতে যেরূপ কলকব্জা ব্যবহার করা হয়, দাক্ষিণ আমেরিকার চামড়া পাকাইবার জন্য তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের কলকব্জার দরকার হয় ; সুতরাং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীগণ যখন হইতে ভারতের চামড়া উপেক্ষা করিয়া দাক্ষিণ আমেরিকার ও আফ্রিকার চামড়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন হইতেই ঐ দেশের কাঁচা চামড়া পাকাইবার উপযোগী বিভিন্ন ধরণের কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদের বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা বিরক্ত বা অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

এইরূপে ধীরে ধীরে জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় চামড়ার ব্যবহার কমাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও

ভারতীয় মাল জার্ম্মাণীতে পূর্ব্বের স্থায় কাটিতে পারে যদি কাঁচা চামড়া অন্যান্য দেশ অপেক্ষা একটু কম দরে বিক্রয় করা হয়। অনেকে অনুমান করেন যে এখন ভারতীয় চামড়া যে হারে বিক্রয় করা হয় তাহার দর যদি শতকরা পাঁচ সাত টাকা কম করা হয়, তাহা হইলে এখনও বিদেশে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় চামড়া কাটান যাইতে পারে। কিন্তু নানা কারণে চামড়ার দর কমান সম্ভবপর হইতেছে না।

প্রথমতঃ, ভারতীয় রপ্তানি মালের উপর অত্যধিক পরিমাণে ডিউটী বসান হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—এ দেশে কম দরে কাঁচা মাল পাওয়া কঠিন

এসব কারণে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ইচ্ছা থাকিলেও কোন ক্রমেই কম দরে কাঁচা চামড়া বিদেশে বিক্রয় করিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক, যদি রপ্তানি মালের উপর যে গুরু করভার চাপিয়া আছে তাহা শীঘ্র উঠিয়া না যায় তাহা হইলে আর বেশীদিন ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে তো কাঁচা চামড়া খুব কমই রপ্তানি হইতেছে, বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে চামড়ার রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং অতিরিক্ত কর যাহাতে উঠে যায়, দেশবাসীর সেদিকে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গ্রাহকগণ কাগজের মোড়কের উপর আপনাপন গ্রাহক নম্বরটা দেখিয়া কোথায়ও নোট করিয়া রাখিবেন এবং আমাদের সহিত পত্র ব্যবহার করার সময় সর্ব্বদাই সেই নম্বরটা লিখিতে ভুলিবেন না; তাহা হইলে অতি শীঘ্রই জবাব পাইবেন। অনেকে আবার চিঠি লেখার সময় ভুল নম্বর দিয়া থাকেন; বলা বাহুল্য ইহাতে আরও বেশী গোলমাল বাধিয়া যায়। একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন গ্রাহক নূতনই হউক আর পুরাতনই হউক গ্রাহক নম্বর না দিলে শীঘ্র পত্রের উত্তর পাইবার আশা কম, কারণ নম্বর না থাকিলে এতাধিক গ্রাহকের ভিতর হইতে সহসা কাহারও নাম ও ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য।

নারিকেল প্রসঙ্গ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এদের মধ্যে লাল এবং কাল রকমই সাধারণতঃ সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ বলে মনে হয়—যদিও যত্ন করে লাগালে ওপরের যে কোনটা থেকেই আশা ও পরিশ্রম অনুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে।

যে সকল গাছ উর্ব্বর জমিতে জন্মায় তারা একশ বছর বেঁচে থাকে। অন্য সব গাছ ষাট থেকে আশি বছর পর্য্যন্ত বাঁচে। আগে যে গাছের কথা বলা হোলো তারা ১০ থেকে সুরু করে একটুও ফাঁক না দিয়ে ১৬ বছর পর্য্যন্ত ফল দিতে থাকে এবং তার পরই তাদের ফল দেবার শক্তি কমে আসে।

এদের লম্বা গুঁড়ি উঁচুতে প্রায়ই ৯০ ফিট হয়। ভালো জায়গায় হ'লে প্রত্যেক ৫ থেকে ১৫টা নারকেল হয় এবং একটা মতেজ গাছে ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যে ৮টা ১০টা অথবা ১২টা পর্য্যন্ত ছড়া হ'তে পারে এতে করে বছরে ৮০ থেকে একশ পর্য্যন্ত ফল হ'তে দেখা যায়। এই সব ফল পর পর তাড়া তাড়ি পেকে যায় এবং গাছে তখন আবার নূতন ফুল ও ফল জন্মাতে থাকে।

নারকেল থেকে বহু বিলাসের দ্রব্য এবং পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। প্রথম ধরা যাক্ ছোবড়া। খোসা থেকে বাইরের পুরু পর্দ্দাটা ছাড়িয়ে নিয়ে রোদে শুকিয়ে পিটিয়ে 'কয়ের' (coir) তৈরী হয়। এই 'কয়ের' বুনে নানা আকার ও প্রকারের দড়ি (সাধারণ দড়ি থেকে জাহাজের কাছি পর্য্যন্ত) তৈরী করা যেতে পারে। এই দড়ি জাহাজ বেঁধে রাখার পক্ষেই বেশী উপযোগী, কেন না সাগরের লোণা জলে ভিজে ভিজে এ লোহার মতই দৃঢ় ও শক্ত হ'য়ে উঠে। এই সব দড়ির বেশীর ভাগ সিংহল, বোম্বাই, মালবার এবং করমণ্ডল উপকূল হ'তে চালান হ'য়ে আসে।

নারকেলের শাঁস পিটিয়ে জলে সিদ্ধ ক'রে তেল প্রস্তুত হয়। ছাগদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হ'তে পারে এমন একরকম মিষ্টি দুধ এ থেকে তৈরী করা যায়। জেলি, লাড়ু, মাখন, মোমবাতি চিনি ইত্যাদিও তৈরী হয়। নারকেলের তেল খাবার সময় ব্যবহার হয় এবং যখন এ টাট্‌কা থাকে তখন বাদাম তেলের মতই এর স্বাদ, কিন্তু ক্রমেই যখন খারাপ হ'যে আসে, তখন চিত্রকরেরা এই তেল ব্যবহার করে অথবা প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষের লোকেরা নারিকেল তেল প্রচুর পরিমাণে গায়ে মাখে; এতে চর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়। নারকেল থেকে একরকম সাবানও প্রস্তুত হয় যা লোনা জলে গ'লে যায়। মোটা হবার জন্য নারকেলের শাঁস পশু ও পাখিদের খাওয়ানো হয়। মাংসাশী, নিরামিষাশী অথবা তৃণভোজী এমন কোন জন্তু নাই—যা এই শাঁস পরম আগ্রহে না খায়। পশু, পক্ষী ও মানুষ এ সবারই ইহা বেশ একটা পুষ্টিকর খাদ্য।

নারকেলের তেল রক্তপিত্তে এবং ক্রিমিরোগে ক্রিমি নিঃসারক ঔষধরূপে ব্যবহার হয়। নারকেলের তেল ও শাঁস একত্রে কফরোগে এবং ফুসফুসের রোগে সাধারণতঃ ব্যবস্থা করা হয়। জলে ভিজিয়ে নিলে নারকেলের শাঁস দিয়ে দুধের সর বেটে তোলা যায়। নারকেলের খোসার এবং শাখার টুকরা ক্ষতে ঘষ্‌লে অনেক সময় ক্ষত আরোগ্য হয়। নারকেলের কচি শেকড় আদা ও লবণের সঙ্গে সর্দ্দি

ক'রে ব্যবহার করলে জ্বররোগে উপকার পাওয়া যায়। মালদ্বীপে (যেখানে নারকেল খুব বেশী জন্মে) নারকেলের তেল বিষাক্ত সরীসৃপের দংশনে বিষঘ্ন ঔষধরূপে ব্যবহার হয়

নারিকেলের রাসায়নিক গুণ

নারকেলের দুধের সঙ্গে একটা অ্যাসিড মিশিয়ে নিয়ে সেই এসিডটা ফেনিয়ে উঠে' একটা জাঁকালো রকম ধূসর রঙের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে আবার ক্ষার জাতীয় কোন দ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটালে সেই ধূসর রং একটা জাঁকালো রকম 'ভায়লেট' রঙে পরিণত হয়। এ দেশের বেশীর ভাগ তুলো এই রঙেই রঙানো হয়। এই রঙের মধ্যে কলিচূণ মিশিয়ে নিলে ঐ ক্ষার গোলাপী রঙে পরিণত হয়। রঞ্জন-শিল্পী যারা, তাঁরা এই রঙেই সিল্ক এবং তুলোর জিনিষ রঙিয়ে থাকেন।

নারকেল যখন কচি থাকে তখন তার জল ইন্দ্রধনুর বর্ণের ন্যায় স্বচ্ছ। ফিল্টার করে নিলে এই জল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয় এবং পান করবার বিশেষ উপযোগী হয়। যে সব দেশে পানীয় জল পাওয়া যায় না, সেখানে নারকেলের দুধ বা জল খেয়েই লোকে তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই জলটা যেমন মিষ্টি তেমনি পুষ্টিকর। নেওয়াপাতি থেকে শাস অতি সহজে বের ক'রে নেওয়া যায় এবং বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া যায়। এ একটা পরম উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু ইউরোপের লোক এর গুণ জানে না। নেওয়াপাতি যেমনি পেকে আসে, অমনি শাসটাও বেশ শক্ত হয়ে উঠে এবং তেলও বাড়তে থাকে। এ রকম অবস্থাতেও এ খাওয়া যায়, কিন্তু পরিপাক হইতে চায় না, আর খেতে হ'লে অন্য খাদ্যের সঙ্গে খেতে হয়। কাঁচা নারকেলের এবং পাকা নারকেলের গঠন নিম্নে দেখানো হোলো —

	ডাব	নারকেল
খোসা ও ছোবড়া	১·৭৬০	৮১৬
শাঁস	০·০৯০	·৪৩৪
জল	০·৩০০	·২৫০
মোট	২·১৫০	১·৫০০

কাঁচা ও পাকা ফলের শাঁসালো এবং পুষ্টিকর অংশের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

জল

—০—

	ডাব	ঝুনা নারকেল
চিনি	১·৭০	১·৬৪
গঁদ	০·৪৭	০·২৬
ফস্‌ফেট অব লাইম্	০·০৫	০·০৬
ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়াম্	০·০৯	০·০১০
অ্যাসেটিক্ অ্যাসিড্	০·০৬	
আসেটিক্ আসিড্		০·০৮
অ্যাসেটেট অব্ লাইম পটাশ	০·৩১	০·৩৩
শাঁস		০·১৬
জল	৯৭·৬২	৯৭·৪৭

শাঁস

—০—

চিনি	১·০০	০·৪৮
গঁদ	·৩২	০·৭১
শাঁস	১·৪৬	০·৩০
তেল	২·৩১	৩০·০০
সেলুলস (cellulose)	৪·৪০	১৮·৪১
পটাশ এবং অন্যান্য লবণ	০·১২	১·১০
পেকটাইন	০০·৪	
জল	৯০·৩৪	৫০·০০

নারকেলের তেল

নারকেলের শুকনো শাঁসে তেল শতকরা ৫৪·৩ করে থাকে। নারকেলে সবচেয়ে

দরকারী জিনিষ বলতে গেলে এই তেলই। এ নানাভাবে তৈরী হয়। যদি সুগন্ধের জন্য এর ব্যবহার করতে হয় এবং যদি রং শূন্য করে গড়তে ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে নিম্নলিখিত ভাবে তৈরী করতে হয়:—

শাসটা জলে ফেলে অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ কর—তারপর তুলে নিয়ে ধাযে গুঁড়ো করে তেল বের করার যন্ত্রের নীচে রাখ। কিন্তু ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য তেল তৈরী করতে হলে এ নিয়ম ভালো হয় না—সুতরাং তেলের কল ব্যবহার হয়। এই কলের ঘানি চলে, দুটো বলদ এবং একটা লোকের দ্বারা। দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করে ১৩৯ পাউণ্ড শুকনো শাস ভেঙে তারা ৪১ লিটর (litre) তেল পায়। লিটর ফরাসী দেশের তরল দ্রব্যের মাপ।

ভারতের এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে প্রচুর পরিমাণে নারকেল তেল দীপে জ্বালানো হয়। সিরিয়ার অলিভ তেলের ন্যায় অবস্থানুসারে এই তেল পাক কার্য্যে মাখন অনুসারে মেদ বা তেল স্বরূপ ব্যবহার হতে পারে। এতে সাবান তৈরী হয় এবং এ দীপে ব্যবহার হয়, কেশ ও চর্ম্ম পরিষ্কৃত হয়, এবং রমণীর সুন্দর মুখ অনুরঞ্জনের জন্যও এ থেকে নানারূপ সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

গত পঁচিশ বছরের মধ্যে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে নারকেলের তেল নিম্নলিখিত রূপ আমদানী হয়েছে:—

	হন্দর		হন্দর
১৮৪০	৪১৪২৮	১৮৫৯	১৮৪৭৫৮
১৮৪১	৫৮২৬২	১৮৬০	১৯৪৩০৯
১৮৪২	৪৯৭৪২	১৮৬১	৭৪৯৯২
১৮৪৩	৬৭০১০	১৮৬২	১৭০৪৮৫
১৮৪৪	৮৭৮৩৬	১৮৬৩	৩২০১৮০
১৮৪৫	৪২৯৭৪	১৮৬৪	৩৭৫২১৬
১৮৪৬	৪৮৭২২	১৮৬৫	১৯০২২৮
১৮৪৭	৩২৫১৩	১৮৬৬	১১০০৪৬
১৮৪৮	৮৫৪৫৩	১৮৬৭	১২৮৩১৪
১৮৪৯	৬৪৪৫২	১৮৬৮	১৯৪৭৫২
১৮৫০	৯৮০৪০	১৮৬৯	২৬৪৩৬৫
১৮৫১	৫৫৯৯৪	১৮৭০	১৯৮৬০২
১৮৫২	১০১৮৬৩	১৮৭১	১৯০৪৯২
১৮৫৩	১৬৪১৯৬	১৮৭২	৪৩৩৮৮৩
১৮৫৪	২০৭৮২৭	১৮৭৩	২৬৭৭৯৮
১৮৫৫	২৫২৫৫০	১৮৭৪	১৩৭৩৭৪
১৮৫৬	১৩০৬৯০	১৮৭৫	২১৯৯২৫
১৮৫৭	২০৭২৩৯	১৮৭৬	১৯৯৪৩১
১৮৫৮	১৯৭৭৮৮		

———

কাষ্ঠের উপর মোম-পালিশের প্রণালী

আমরা বার বার বলিয়াছি, কাঠের পালিশের মধ্যে ফ্রেঞ্চ পালিশের তুলনা নাই। কিন্তু ইহা গুণেও যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা লাগাইতে গেলে খরচও পড়ে সেই রকম বেশী। সেই জন্য অনেক সময় ফ্রেঞ্চ পালিশের পরিবর্ত্তে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত সস্তা দরের পালিশ লাগান হয়। এই সমস্ত পালিশের মধ্যে মোম-পালিশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ শুধু যে ইহার উপাদান সংগ্রহ করাই সহজ তাহা নহে, ইহা লাগাইতে হইলেও বিশেষ কোন কর্ম্মদক্ষতার প্রয়োজন নাই। একজন প্রবীণ পালিশকারক যেরূপ নিপুণতার সহিত ফ্রেঞ্চ পালিশ করিবে, কোন নবীন পালিশকারকের সেরূপভাবে পালিশ করিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র; কিন্তু মোম পালিশ লাগাইবার সময় দক্ষতার দিক দিয়া নবীন প্রবীণের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না।

যে কোন কাষ্ঠেই মোম-পালিশ লাগান যাইতে পারে। তবে ওক্ ও মেহগেনি কাষ্ঠই মোম-পালিশ লাগাইবার পক্ষে বিশেষরূপে উপযুক্ত। বিশেষতঃ এমোনিয়ার সাহায্যে ওক্ কাষ্ঠকে কৃষ্ণবর্ণ করিবার পর মোম-পালিশ লাগাইলে খুব ভাল পালিশ উঠিবার সম্ভাবনা। অবশ্য এইরূপভাবে পালিশ করা হইলে আসবাবপত্র অপেক্ষাকৃত একটু কম উজ্জ্বল দেখাইবে; কিন্তু হইলে কি হয়, অনেকে এই ধরণের পালিশই, এমন কি, ফ্রেঞ্চ পালিশ অপেক্ষাও বেশী পছন্দ করেন। মোম-পালিশের প্রধান গুণ এই যে, ইহা খুব চাকচিক্য-বিশিষ্ট না হইয়াও বেশ পরিষ্কার, ঝরঝরে ও সুন্দর দেখায়। সাধারণতঃ ওক্ কাষ্ঠনির্ম্মিত পুরাতন আসবাব সমূহে বার্ণিশ লাগান হয়; কিন্তু আমার মনে এস্থলে বার্ণিশের পরিবর্ত্তে মোম-পালিশ ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

মেহগেনি কাষ্ঠেও মোম-পালিশের দ্বারা বেশ ভাল রকম পালিশ তোলা যায়। এইজন্য কখন কখন ডাইনিং টেবিলের উপরিভাগে মোম পালিশ লাগান হইয়া থাকে। ডাইনিং টেবিলের উপর উত্তপ্ত পাত্রাদি রক্ষিত হওয়ায় উহার শীর্ষদেশের পালিশ প্রায়ই বিবর্ণ হইয়া যায়। উহাতে যদি ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগান থাকে, তাহা হইলে পালিশের পাতগালা গলিয়া রঙ চটিয়া যাইবে; কিন্তু মোম-পালিশে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই। সেইজন্যই ডাইনিং টেবিলের শীর্ষদেশে প্রায়ই তেল পালিশ লাগান হইলেও কখন কখন ইহাতে মোম-পালিশও লাগান হয়। মোম-পালিশের আরও একটু সুবিধা এই যে পালিশ করা কোন অংশের রঙ্ খারাপ হইয়া গেলেও তাহাকে সহজেই পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়।

আবলুস কাঠের মত দেখাইবার জন্য যে সমস্ত কাষ্ঠে রঙ্ লাগাইয়া কৃত্রিম কৃষ্ণবর্ণ করা হইয়াছে, সে সমস্ত কাষ্ঠেও মোম-পালিশ লাগান যাইতে পারে। এমন কি, এরূপস্থলে ফ্রেঞ্চ পালিশ অপেক্ষা মোম-পালিশ লাগানই সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। কেননা ফ্রেঞ্চ পালিশ না লাগাইয়া মোম-পালিশ লাগাইলে আসবাব পত্রগুলি সত্যসত্যই আবলুসকাষ্ঠ নির্ম্মিত বলিয়া মনে হইবে। নকাশি তোলা ক্ষেত্রেও যা' তা' করিয়া ফ্রেঞ্চপালিশ করিবার চেয়ে ভাল করিয়া মোম-পালিশ করা ভাল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকল জাতীয় কাষ্ঠেই মোম-পালিশ লাগান যাইতে পারে। কিন্তু এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, সকল প্রকার কাষ্ঠের উপরই মোম-পালিশের প্রভাব একরূপ। যে কাষ্ঠের আঁশ সমূহ পরস্পরের যত সন্নিধানে অবস্থিত সেই কাষ্ঠের উপর মোম-পালিশ লাগাইলে তত ভাল ফল পাওয়া যাইবে।

মোম-পালিশের উপাদান প্রধানতঃ দুইটী—মোম ও তাপিণ তৈল। কখন কখন ইহার সহিত রজন ও ভিনিস্ তাপিণ (Venice Terpentine) মিশান হয়। রজন মিশাইবার উদ্দেশ্য এই যে ইহা পালিশ করা ক্ষেত্রকে সহজেই শক্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি এই পালিশের প্রধান উপাদান অর্থাৎ মোম খুব বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে রজন মিশ্রিত করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তবে একথা সত্য যে এরূপ স্থলে রজন মিশাইলেও কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, কেবলমাত্র মোম ও তাপিণ মিশাইয়াই উৎকৃষ্ট মোম-পালিশ প্রস্তুত করা যায়। পালিশের জন্য সাধারণতঃ হরিদ্রা বর্ণের সুলভ মোমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু পালিশটাকে খুব নিখুঁত ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন করিতে হইলে শুভ্র বর্ণের বিশুদ্ধ মোম ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। সম্পূর্ণ শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট কাষ্ঠে মোম-পালিশ না লাগানই ভাল।

মোম পালিশের প্রস্তুত প্রণালী অনেকটা ইহার উপাদানের পরিমাণের উপর নির্ভর করিতেছে। অপেক্ষাকৃত পাতলা পালিশ তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথমে মোমটুকু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার উপর তাপিণ ঢালিয়া দাও। যে পর্য্যন্ত ঐ দুইটী দ্রব্য পরস্পরের সহিত না মিশিয়া এক হইয়া যায়, ততক্ষণ ঐরূপে রাখিয়া দিতে হইবে। ঠাণ্ডা তাপিণ তৈলে মোম লাগিয়া যাইতে অনেক সময় লাগে। এই জন্য সময় সংক্ষেপের নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বিত হয়।

প্রথমতঃ অগ্নির উত্তাপে মোমটুকু গলাইয়া ফেল। তাহার পর উহা পুনর্ব্বার বসিয়া যাইবার পূর্ব্বেই উহাতে তাপিণ ঢালিয়া দাও। কিন্তু এই স্থলে একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। মোম বেশীক্ষণ আগুনে বসাইয়া রাখা উচিত নহে এবং মোমের পাত্র আগুনে থাকিতে থাকিতে কোন মতেই তাপিণ ঢালিয়া দিবে না। কেননা তাপিণের বাষ্প অত্যন্ত সহজদাহ্য পদার্থ। একটু অসাবধান হইলেই ইহা জ্বলিয়া উঠিয়া পালিশ-কারকের বিপদ ঘটাইতে পারে। প্রথমে অল্প পরিমাণে তাপিণ ব্যবহার করাই ভাল। তবে তাপিণের মাত্রার তারতম্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না, অর্থাৎ ইহাতে কোন প্রকার মারাত্মক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। পালিশ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘন বা তরল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে অতি সহজেই সাধারণ অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়।

ঘন পালিশকে অপেক্ষাকৃত তরল করিতে হইলে পালিশের বোতলটীকে গরম জলে বসাইয়া ভিতরের পালিশটুকু ঈষৎ গলাইয়া ফেলিবে; তাহার পর বোতলের মধ্যে একটু তাপিণ ঢালিয়া দিলেই কিছুক্ষণের মধ্যে পালিশ পাতলা হইয়া যাইবে। আবার পাতলা পালিশকে ঘন করিতে হইলে তাহার বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। একটী স্বতন্ত্র পাত্রে কিয়ৎ পরিমাণে মোম রাখিয়া গালাইয়া ফেল, তাহার পর উহা তরল থাকিতে থাকিতেই উহার উপর পালিশ ঢালিয়া দাও। তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উক্ত পালিশ অপেক্ষাকৃত ঘন হইয়া যাইবে। এখানে এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে যে তাপিণের সহিত মিশাইবার পূর্ব্বে মোমটুকু যেন সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত করা হয়, কারণ তাহা না হইলে ঐ দুই দ্রব্য সহজে পরস্পরের সহিত উত্তমরূপে মিশ খাইবে না এবং পালিশ লাগাইবার সময় পালিশকারককে নানাবিধ অসুবিধাভোগ করিতে হইবে।

তাপিণে বাতাস লাগিলে উহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়; এই জন্য মোম-পালিশ বাতাসে ফেলিয়া রাখিতে নাই, কেননা তাহা হইলে দিন দিন তাপিণ কমিয়া যাওয়ায় ক্রমশঃই পালিশ শক্ত হইয়া উঠিবে। অবশ্য

দুই একদিন পালিশের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে হইলেও এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ; কাজেই যাহারা তাঁহাদের পালিশ বহুদিন ধরিয়া অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে চান তাহাদিগকে পালিশের বোতলের ছিপি এমন ভাবে আঁটিয়া দিতে হইবে যেন তাহার মধ্যে আদৌ বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে।

এমন অনেক লোক আছে যাহাদের ধারণা কোন বস্তুর উৎকর্ষতা প্রধানতঃ তাহার উপাদানের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করিতেছে। উক্ত মতাবলম্বী পালিশকারকেরা মোম-পালিশ তৈয়ারী করিবার সময় উহার সহিত খানিকটা রজন মিশ্রিত না করিয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাহাদের সুবিধার জন্য কি ভাবে রজন মিশ্রিত করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইল। প্রথমে একটা পাত্রে করিয়া রজনটুকু গলাইয়া ফেল, তাহার পর তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া মোম ঢালিয়া একটা কাঠি দিয়া উত্তমরূপে ঘাঁটিতে থাকে। এইরূপে সমস্ত মোম মিশান হইয়া গেলে উহাতে তাপিণ ঢালিয়া দাও। যাহা হউক, রজন মিশ্রিত করা হউক আর না-ই হউক, পালিশ সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়া না গেলে উহা কাঠের গায় লাগান উচিত নহে।

এখন পালিশ কি পরিমাণ পাতলা হইলে কাজ করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইবে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। মনে কর, মোমের সহিত তাপিণ আদৌ না মিশাইয়াই উহা দ্বারা একখানি মসৃণ ও সমতল ক্ষেত্রবিশিষ্ট কাষ্ঠ ফলক ঘসিতে থাকিলে। তাহা হইলে কিছু কিছু মোম কাঠের গায় লাগিয়া যাইবে এবং আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘর্ষণ কার্য্য চালাইলে উহা অল্পে অল্পে বেশ চাকচিক্যবিশিষ্ট হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ উহা পালিশ করা হইয়া যাইবে। কিন্তু এইরূপে শক্ত মোম ঘসিয়া ঘসিয়া পালিশ করা অত্যন্ত বিরক্তিকর ও সময়সাপেক্ষ। কাজেই কার্য্যের সুবিধার জন্য মোম নরম করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহা অগ্নির উত্তাপে গালাইয়া লইলে নরম হইতে পারে ; কিন্তু ইহাতেও কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই ; কেননা ঐ দ্রবীভূত মোম ঠাণ্ডা হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই শক্ত হইয়া উঠে এবং অচিরেই পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া পায়। কিন্তু যদি মোমের সহিত তাপিণ মিশান যায় তাহা হইলে মোম আর কঠিন হইয়া উঠিতে পারে না এবং যে পর্য্যন্ত না সমস্ত তাপিণ উপিয়া যায় সে পর্য্যন্ত উহা তরল অবস্থায় থাকে। এই জন্য এবং তাপিণের দাম ও খুব অল্প ও উহা সহজে উপিয়া যায় বলিয়া মোমের সহিত তাপিণ মিশ্রিত করতঃ মোম-পালিশ প্রস্তুত করা হয়।

মোম-পালিশে কি পরিমাণ তাপিণ ব্যবহার করিতে হইবে সে বিষয়ে পালিশকারকদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত পালিশ ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী ; আবার কেহ কেহ বা অত্যন্ত তরল পালিশ ব্যবহার করিতে ভাল বাসে। কিন্তু সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্। তরল বা ঘন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নহে। পালিশ অত্যন্ত ঘন হইলে উহা কাঠের চারিদিকে সমান ভাবে লাগে না—এক এক যায়গায় মোমের মাত্রা বেশী পড়িয়া যায় এবং উহা সমান করিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘর্ষণ করিবার প্রয়োজন হয়। আবার পালিশ যদি অত্যন্ত তরল হয় তাহা হইলে উহা কাঠের গায় সমান ভাবে লাগাইবার পক্ষে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত সমস্ত তাপিণ বাষ্পাকারে উপিয়া না যায় অথবা কাঠে উহা শোষণ করিয়া না লয়, সে পর্য্যন্ত হাজার ঘসিলেও কাষ্ঠের গায়ে চাকচিক্য দেখা দেয় না। কাজেই মাঝামাঝি রকমের, অর্থাৎ খুব তরলও নয় আবার

খুব ঘনও নয়—এইরূপ পালিশ ব্যবহার করাই বিধেয়। তবে ইহাও সত্য যে অপেক্ষাকৃত ঘন পালিশ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত তরল পালিশ ব্যবহার করা সহস্রাংশে শ্রেয়স্কর।

যাহা হউক, এইবার কেমন করিয়া পালিশ লাগাইতে হইবে সেই কথাই আলোচনা করা যাউক। মোম পালিশ লাগাইবার জন্য নানারূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই উদ্দেশ্যই এক—কাঠের গায় পাতলা করিয়া সমান ভাবে মোম লাগাইয়া দেওয়া। কাজেই যতক্ষণ এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ উহা এই ভাবে সিদ্ধ হইল কি ওই ভাবে সিদ্ধ হইল তাহা দেখিবার তত প্রয়োজন নাই।

কাঠের গায় পালিশ লাগাইবার জন্য অনেকে ন্যাকড়া ব্যবহার করে, আবার কেহ কেহ বা শক্ত ব্রুসের সাহায্যে পালিশ লাগাইয়া থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান সুফল পাওয়া যায়। কাঠের গায় পালিশ লাগাইয়া দিবার পর র‍্যাগ বা ছেঁড়া ন্যাকড়া বা রবারের সাহায্যে যত বেশী ঘর্ষণ করা যাইবে কাঠের বর্ণও তত উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় হইয়া উঠিবে। একখানি র‍্যাগ বা একটী রবারের সাহায্যে মোম-পালিশ করা যায় না। যে র‍্যাগ বা রবারের দ্বারা প্রথমে কাঠের গায়ে পালিশ লাগাইয়া দেওয়া হইবে, শেষ ঘর্ষণের সময় সে র‍্যাগ বা রবার ব্যবহার করিলে চলিবে না। বস্তুতঃ উত্তমরূপে মোম-পালিশ করিতে তিনখানি রবারের প্রয়োজন। একখানির দ্বারা পালিশ লেপিয়া দেওয়া হইবে, আর একখানির সাহায্যে অল্প অল্প পালিশ তোলা হইবে এবং সর্ব্বশেষে তৃতীয় খানির দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ কাষ্ঠ ফলকটীকে দস্তুর মত চাকচিক্যবিশিষ্ট করা হইবে। এই তৃতীয় রবারখানি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও শুষ্ক থাকার একান্ত প্রয়োজন, কেননা উহা বিন্দুমাত্রও ভিজা বা স্যাঁৎসেতে থাকিলে উহা দ্বারা ভালরূপ পালিশ তোলা যাইবে না।

পালিশ প্রস্তুত করিবার জন্য সস্তা দরের নকল মোম ব্যবহার না করিয়া উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ মোম ব্যবহার করা উচিত। বিশুদ্ধ মোম তাপিণে ডুবাইয়া অল্পে অল্পে উত্তাপ লাগাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঠির দ্বারা ঘুটিয়া দিতে হইবে। ঈষৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাপিণের সহিত মোম মিশিয়া বেশ ঘন পালিশ প্রস্তুত হইয়া যাইবে। এখন উহা একটা ব্রুসের সাহায্যে আসবাবের গায় লাগান যাইতে পারে। তাহার পর যদি একটা ফ্লানেলের লুটি বা পরিষ্কার শক্ত ব্রুসের দ্বারা ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুক্ষণের মধ্যেই অল্প অল্প চাকচিক্য দেখা দিবে এবং যতই অধিকক্ষণ ধরিয়া ঘর্ষণ করা যাইবে আসবাবের চাকচিক্যও তত বাড়িতে থাকিবে। আর এক কথা, পালিশের ক্ষেত্রটা বেশ পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন; নূতন কাষ্ঠ হইলেই ভাল হয়; অন্ততঃ যেন ক্ষেত্রের উপর ধুলা বালি পড়িয়া উহাকে মলিন করিয়া না রাখে। ওক্ প্রভৃতি যে সমস্ত কাঠের আঁশ গুলি অপেক্ষাকৃত মোটা ও ফাঁক্ ফাঁক্, সেই সমস্ত কাষ্ঠে দুই একবার পালিশ লাগাইলে চলিবে না, সুফল পাইতে হইলে উপর্যুপরি বহুবার পালিশের প্রলেপ দিতে হয়। এইজন্য সাধারণতঃ অভিজ্ঞ পালিশকারকেরা ঐ সমস্ত আসবাবপত্রে একেবারে মোম-পালিশ না লাগাইয়া প্রথমে ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগাইয়া উহার আঁশের ছিদ্র সমূহ বন্ধ করিয়া দেয়। এবং তাহার পর ঐ পালিশ শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে পিউমিস্ ষ্টোন্ দিয়া মাজিয়া ক্ষেত্রটীর বর্ণ হীনপ্রভ করিয়া তাহার উপর মোম-পালিশ লাগাইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাকে Antique বা Eggshell finish (এগশেল্ ফিনিস্) বলে।

অনেক সময় ঘরের কাঠের তৈয়ারি মেঝের

উপর মোম পালিশ করা হয়। অত বড় ক্ষেত্র ছোট রবার দিয়া পালিশ করা অত্যন্ত বিরক্তিকর ও সময় সাপেক্ষ, এই জন্য মেঝে পালিশ করিবার জন্য খুব বড় হাতলবিশিষ্ট এক প্রকার বিশেষ ধরণের ব্রুস ব্যবহৃত হয়। একটী ১২×৫½ আকারের ৮।৯ সের ভারী ব্রুসের গায় ৬ ফুট লম্বা হাতল লাগান থাকে। উহার সাহায্যে এক একবার অন্ততঃ ১৬ ফিট লম্বা ও ৫ ফিট চওড়া স্থান পালিশ করা চলে।

মেঝে পালিশ করিবার সময় গ্রেন-ফিলার ব্যবহার করিতে হয় না। তবে জোড়ের মুখগুলি বা কাঠের গায় অন্য কোন গর্ত থাকিলে সেগুলিও কাঠের গোঁজা দিয়া বুজাইয়া দিতে হয় এবং উহার পাশে শিরিস লাগাইয়া ক্ষেত্রটাকে সমতল করিয়া ফেলিতে হয়। পেরেকের গর্ত সমূহ ও ঘন মোম-পালিশ চালিয়া বা পুডিং লাগাইয়া ভরাইয়া দিতে হইবে। খুব বড় মেঝে হইলে হসপিটাল রোনাক্ (hospital Ronuk) ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। যাহা হউক, ক্ষেত্রটাকে পালিশ করিবার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিবার পর একসঙ্গে ৫ গজ×২গজ স্থান লইয়া পালিশ করিতে আরম্ভ করিবে। প্রথমে পালিশসিক্ত ব্রুসটীকে ক্ষেত্রের উপর দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাও। ইহাতে সমস্ত স্থানে সমান ভাবে পালিশের প্রলেপ লাগান যাইবে। তাহার পর দ্বিতীয় রবারের সাহায্যে কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘর্ষণ করিলেই ক্রমশঃ পালিশের চাকচিক্য বাড়িতে থাকিবে। খুব উজ্জ্বল ও স্থায়ী পালিশ তুলিতে হইলে ব্রুসের নীচে একটা ফ্লানেলের টুকরা দিয়া উহার সাহায্যে ঘর্ষণ করিতে হয়। ফ্লানেলটীকে ব্রুসের গায় আটকাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই ব্রুসের চাপেই উহা যথাস্থানে লাগিয়া থাকিবে। নুতন মেঝে পালিশ করিতে হইলে উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুযায়ী বহুবার পালিশ লাগাইতে হইবে কিন্তু পুরাতন মেঝে—যাহাতে দুই একবার পালিশ লাগান হইয়াছিল, তাহাতে এক বার কি জোর দুইবার মোম-পালিশ লাগাইলেই যথেষ্ট।

—o—

মুরগীর ব্যাধি ও তাহার চিকিৎসা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬। নরম খাদ্য

মুরগীর খাবারের জন্য অনেকে খাদ্য শস্য এমন নরম করিয়া ফেলেন, অথবা এত অধিক সিদ্ধ করিয়া থাকেন যে, তাহা যেন ভিজিয়া জলে পূর্ণ থাকে, এরূপ দেখায়। একটু চাপ দিলেই এই সকল খাদ্য শস্য হইতে জল বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ অতিরিক্ত সিদ্ধ বা অতিরিক্ত খাদ্য পথ্য বন্ধ হওয়ায় নরম, প্যাচপেচে খাদ্য বেশী দিন খাইতে দিলে মুরগীরা শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের হজম শক্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। এইরূপ হইলেই সর্ব্বাগ্রে বদহজমের কারণ গুলি দূর করিবে ; যদি বদহজম হয় তাহা হইলে দাস্ত পরিষ্কার করিবার জন্য Eno's fruit salt, Epsom salt বা সিড্‌লীজ পাউডার—এইরূপ salt জাতীয় যে কোনও দাস্তকারক এবং লিভারের ক্রিয়াবর্দ্ধক কোনও প্রকার salt এক চামচ খাইতে দিবে। তাহার পর এক ড্রাম জলে পাঁচ ফোটা কন্‌ডিস্ ফ্লুড (Condy's Fluid) মিশ্রিত করিয়া দৈনিক একবার করিয়া খাইতে দিবে। তাহার পর এক সপ্তাহ

পর্য্যন্ত দৈনিক কিছু টনিক মিকৃচার (Tonic Mixture) দিবে। এ গুলি সব ইংরাজী ঔষধের কথা লিখিলাম; কিন্তু দেশী ঔষধও অনেক আছে, যথা জোয়ান ও বীট লবণ। খাদ্যে কয়লা মিশাইয়া দিলে অথবা ইহা বড়ির ন্যায় গোলাকার করিয়া খাইতে দিলেও বদহজম সারিয়া যায়। কিছু দিন ধরিয়া আর নরম খাদ্য খাইতে দিবে না, তাহার পরিবর্ত্তে গোটা যব বা গম দিবে।

৭। পালক খাদক

কতকগুলি মুরগী আছে যাহারা পালক খাইতে বড় ভালবাসে। যদি তাহারা তাহাদের আশে পাশে পালক খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে তাহারা অন্যান্য মুরগীর দেহ হইতে পালক ঠোকরাইয়া তুলিয়া খাইবে। এরূপ ঘটিলে, কিছু হিঙ্গ (Asfoedita) অথবা কেরোসিন তৈল, অথবা এলিম্যান্স্ এমব্রোকেসন (Elliman's Embrocation) পাখীর গলার পালকের উপর ঘসিয়া দিবে, অথবা দেহের যে স্থান হইতে পালক তুলিয়া খায়, সেই স্থানে ঐ সকল দ্রব্যের কোনও একটা লাগাইয়া দিবে। লৌহ এবং জান্তব খাদ্যের অভাব হওয়ার জন্যই মুরগীর এই সকল দোষ ঘটে। সুতরাং খাদ্যের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে গন্ধক বা সাল্ফার এবং লবণ অথবা পোল্ট্রি পাউডার (Poultry Powder) মিশাইয়া দিবে, এবং জলে ডোগলাসের মিকৃশ্চার (Douglas' Mixture) মিশাইয়া খাইতে দিবে।

যদি পাখীর ঠোঁটের কঠিন অংশটা কোন ধারাল ছুরি দ্বারা চাঁচিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পালক ঠোক্রাইয়া তোলা পাখীর পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিবে। কারণ ঠোকরাইয়া পালক তুলিতে গেলে, এইরূপ পালকে সরু এবং ধারালো ঠোঁটের আঘাত লাগিয়া সেই স্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায় এবং ব্যথার জন্য মুরগী এই কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করে।

অনেক সময় কিছুতেই পাখীকে এই দুর্দ্দমনীয় কুঅভ্যাস হইতে মুক্ত করা যায় না। সে ক্ষেত্রে সব চেয়ে ভাল যুক্তি হইল পাখীকে মারিয়া ফেলা।

৮। ডিম খাদ্য

আবার এমন অনেক মুরগী আছে যাহারা ডিম খাইতে ভালবাসে, তাহারা বাসায় বা তা দেওয়া অবস্থায় ডিম পাইলেই খাইয়া ফেলে।

দেহে চুণ এবং জান্তব খাদ্যের অভাব হইলে এবং মুরগী দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহার চরিবার মাঠে পোকা মাকড় ধরিয়া খাইতে না পাইলে জান্তব খাদ্যের লোভেই শেষে নিজের ডিম খাইতে আরম্ভ করে এবং প্রলুব্ধ হয়। এই দোষ দেখা দিলে সর্ব্বাগ্রে পাখীকে জান্তব খাদ্য খাইতে দিবে এবং পোকা মাকড় পূর্ণ মাঠে চরিতে দিবে। তাহা হইলে অতি সহজেই স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদের এই ব্যাধি সারিয়া যাইবে। যদি ইহাতেও উহার ব্যাধি দূর না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি ডিমের মধ্য হইতে তরলাংশ (white and yolk অর্থাৎ কুসুম ও শ্বেতাংশ) বাহির করিয়া লইয়া সেই খোলার মধ্যে উগ্র সরিষার তৈল, উগ্র লঙ্কাবাটা ও ফেনাইল পুরিয়া দিবে। গরম সরিষার তৈল ও ফেনাইল ব্যবহার করিলেই পাখী বেশ শিক্ষা পাইয়া যাইবে এবং এমন জব্দ হইবে যে সে আর ডিম স্পর্শই করিবে না।

যদি ইহাতেও তাহার রোগ না সারে তাহা হইলে মুরগীকে মারিয়া ফেলা ছাড়া আর এই ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। একবার পালের কোনও মোরগ বা মুরগীকে ডিম খাইতে দিলে তাহার দেখাদেখি অন্যান্য মোরগ এবং মুরগীও ঐ বদ অভ্যাস শিক্ষা করিবে এবং তাহা হইলে এই অত্যাচারের হাত হইতে আর ডিম রক্ষা করা যাইবে না।

৯। পাণ্ডুবর্ণের ডিম

কতকগুলি পাখীর ডিম স্বভাবতঃই পাণ্ডুবর্ণের হয়। কিন্তু কখন কখন ডিম অস্বাভাবিকরূপে পাণ্ডুবর্ণের হয়, এবং ইহা যে দুর্ব্বলতার জন্য ঘটে তাহা বেশ বুঝা যায়। পাখীদের যদি আবদ্ধ স্থানে রাখা যায় এবং কম করিয়া সবুজ খাদ্য খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা পাণ্ডুবর্ণের ডিম দিবে। এইরূপ ডিম বাজারে সহজে লোকে নিতে চায় না এবং এই ডিম হইতে বাচ্চাও কম বাহির হয়। আবার বাচ্চা বাহির হইলেও তাহারা ক্ষীণজীবী ও দুর্ব্বল হয়। সুতরাং এইরূপ ডিমের আগাগোড়াই লোকসান। এইরূপ হইলে মুরগীকে খুব দৌড়াইতে দিবে এবং সবুজ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে দিবে। আর কিছু কিছু পোল্‌ট্রী পাউডার (poultry powder) অথবা টনিক মিকচার (Tonic Mixture) দিতে ভুলিবে না।

১০। এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) বা মূর্চ্ছা রোগ

এই ব্যাধি সচরাচর অত্যধিক পরিমাণে খাওয়ার দোষে অথবা তাপ লাগিলে বা গৃহে ঠাসাঠাসি করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ঘটে। ল্যাংসান্‌স্ (Langshans, ব্রহ্মস (Brahmas) এবং রক্‌স্ (Rocks) বেশীর ভাগ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

অন্যান্য পক্ষীর অপেক্ষা ইহারাই গরমে বেশী কষ্ট পায়। এই ব্যাধি উহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং কখন কখনও উহা মারাত্মক হইয়া পড়ে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মুরগী ডিম পাড়িবার সময় কখনও কখনও এই ব্যাধিতে পীড়িত হয়। কখন উত্তেজিত হইলেও এই পীড়া ঘটে। কখন কখন মোরগ মুরগীতে পরস্পর ঝগড়া করিলে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই সময় যদি দেখা যায় যে পাখী মরিয়া যায় নাই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পাখীর যে কোন একটা ডানার নীচে হাড়ের খুব নিকটের শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে, এবং একটু উপর হইতে পাখীর মাথার উপর খুব ঠাণ্ডা জল ধীরে ধীরে ঢালিবে। ইহাতে যদি পাখী কিয়ৎ পরিমাণে আরোগ্য লাভ করে, তাহা হইলে উহাকে বেলেডোনা (হোমিওপ্যাথি Belladonna) খাইতে দিবে, এবং দুই কিম্বা তিন দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক চামচ পরিমাণ জলে ঐ ঔষধ এক ফোঁটা দিয়া তিনবার সেবন করাইবে এবং এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত উহাকে খুব লঘু পথ্য দিবে। কখন কখন, পাখী যে পীড়িত হইবে তাহা পূর্ব্বেই কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা বুঝিতে পারা যায়; যথা—ধীর মন্থর গতি ও মাতালের ন্যায় অবস্থা। এরূপ অবস্থা দেখিলেই পাখীর মাথা তৎক্ষণাৎ বেশ ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া দিবে এবং উহাকে একটা নির্জ্জন শীতল স্থানে রাখিবে। উহাকে এক চামচ পরিমাণ এপছম্ সল্টস্ (Epsom salts) দিবে এবং তাহার পর দৈনিক চারিবার করিয়া দুই ফোঁটা (Belladonna) সেবন করিতে দিবে। গ্রীষ্মকালে খাবার জলে বড় এক চামচ পরিপূর্ণ এপছম্ সল্টস্ (Epsom salts) মিশাইয়া খাইতে দিবে।

১১। রামবল ফুট (Bumble Foot)— বা পা ফোলা

বড় মুরগীরা প্রায়ই এই রোগে কষ্ট পায়। এ রোগের নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, পায়ের তলায় একরকম গোদের ন্যায় হয়। যে স্থানে উহা হইয়াছে, সেইখানে কস্টিক অথবা আইওডিন লাগাইয়া দিবে, অথবা পায়ের অবস্থা যদি খুব খারাপ হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত গোদ্‌টা পাকিয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ঐখানে মসিনা বাঁটিয়া তাহার গরম পুলটিস্ লাগাইবে। তাহার পর

ফোলা জায়গাটা পাকিয়া গেলে পর ধারাল ছুরি দিয়া কাটিয়া সমস্ত পুঁজ রক্তাদি বাহির করিয়া ফেলিবে। কখন কখন একটা শক্ত গুলী ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় পীড়িত রোগীকে রাত্রে দাঁড়ে অবস্থান করিতে কোন মতেই দেওয়া উচিত নয়, পরন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহার পা সম্পূর্ণ সারিয়া না যায় ততদিন তাহাকে খড়ের উপর শুইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান সুন্দররূপে ফেনাইল ও জল দিয়া ধৌত করিয়া দেওয়া উচিত। সামান্য পরিমাণ ভ্যাস্‌লিন এবং আয়ডোফর্ম্ (Idoform), অথবা জ্যামবক্ (zambuk) অথবা আইওডিন অথবা এলিম্যানের এম্‌ব্রোকেসন্ (Ellimon's Embrocation) যদি ঐ স্থানে লাগান যায় এবং পা যদি ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যাইবে। ক্ষতস্থান সারিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত পাখীকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

১২। ক্র্যাম্পস (cramps) বা খিল ধরা

অত্যধিক শৈত্যাধিক্য অথবা সাঁতা বা ঠাণ্ডাস্থানে রাখিলেই পাখী এই রোগে আক্রান্ত হয়, এবং তাহার পায়ে খিল্ ধরে।

জলে নিম পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিছু লবণ মিশাইবে এবং তাহাদ্বারা পা ঘসিবে। এলিম্যান্‌স্ এম্‌ব্রোকেসন্ (Elliman's Embrocation)ও সুন্দর জিনিষ, পাখীকে গরম এবং পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে এবং শুষ্ক ঘরে থাকিতে দিবে। যাহাতে রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে, এমন গৃহে খড়ের উপর পাখীকে রাখাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। উহাকে প্রত্যেকদিন দুইবার করিয়া এক ফোটা রাস্‌টকস ৬ Rhustox 6 এবং Bryonia ৩০ দিবে অথবা ইহা যদি না দেওয়া হয় তবে টনিক মিকচার (tonic mixture,) দিবে।

ইহাকে ভাত দিবে না, কেবলমাত্র ছাতু, ময়দা এবং ছোলা খাইতে দিবে।

১৩। ক্রপ বাউণ্ড (crop-bound) কণ্ঠরোধ

ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে পাখীর জন্য ব্যবহৃত শস্যে এমন কতকগুলি দ্রব্য থাকে, যাহা উহার গলায় আটকাইয়া যাইতে পারে, সুতরাং ইহার এই ফল হয় যে পাখী কিছুই গিলিতে পারে না, এবং স্বভাবতঃই ইহার জন্য সে বড় কষ্ট পায়। এই ব্যাধিতে কষ্ট পাওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে। এক টুকরা চামড়া, কাগজ, হাড় অথবা ঘাস খাইলেই এইরূপ আকস্মিক বিপদের কারণ ঘটিতে পারে। পাখী শস্যের ন্যায় উহা খাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু উহা গলায় বাধিয়া যায় এবং কণ্ঠনালী রোধ করিয়া খাদ্য চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত পাখী আর কিছুই খাইতে পারে না।

আবার মুরগী সময়ে সময়ে এমনভাবে শুক্‌না দ্রব্য খাইতে আরম্ভ করে যে, উহা অসম্ভবরূপে ফুলিয়া উঠা পর্য্যন্ত ছাড়ে না। তাহার পর পাখী যাইয়া জল পান করে এবং ইহাতে খাদ্য ভিজিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে এবং এইরূপে তাহার কণ্ঠ রোধ হইবার উপক্রম হয়; সুতরাং পাখীকে আরোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য উহার দানা খালি করিয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রথমে পাখীর গলার মধ্যে কিছু গরম জল ঢালিয়া দাও, এবং হাত দিয়া কিছুক্ষণ ঐ দানা নাড়িয়া দাও।

তাহার পর পাখীকে একঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দাও এবং তারপর পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া অবলম্বন কর, এবং এই সময় একটু জলপাইর (olive) তৈল ইহার সহিত ঢালিয়া দাও। ইহাতে যদি কোন উপকার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পাখীকে দুই হাটুর মধ্যে স্থাপন

করিয়া উহার মাথা নীচু করিয়া দাও এবং ঠোঁট দুটা খুব আস্তে আস্তে নীচের দিকে চাপন দিয়া ঠোঁটের মধ্য দিয়া খাদ্য উহার মুখে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিবে। যদি বার বার চেষ্টা করিয়াও ইহাতে কোন ফল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত পাখীর ঠোঁট কাটিয়া খুলিয়া দেওয়া দরকার। যখন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তখনই কেবলমাত্র এই উপায় অবলম্বন করা উচিত।

এইরূপ অস্ত্র করিবার সময় দুইজন লোকের দরকার—একজন যিনি অস্ত্র করিবেন ও অপরজন যিনি তাঁহার সহকারী থাকিবেন। সাহায্যকারী ব্যক্তি পাখীকে কোলে স্থাপন করিবেন এবং এক হাতে পাখীর দুই ডানা ধরিয়া ও অন্য হাতে তাহার পা ধরিয়া পাখীকে স্থির করিয়া রাখিবেন। যিনি অস্ত্র করিবেন, অস্ত্র করিবার জন্য তাঁহার একখানি খুব ধারাল ছুরি থাকা দরকার এবং ঠোঁট অস্ত্র করিবার পর উহা বাঁধিয়া দিবার জন্য ছুঁচ ও কিছু সূতা থাকারও প্রয়োজন। অস্ত্রের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতি ও যিনি অস্ত্র করিবেন তাঁহার হাত disinfect বা শোধন করিয়া লইবেন। Carbolic এর জলে সব ধুইয়া নিলেই হয়।

প্রথমতঃ, ঠোঁটের উপরভাগ সোজাভাবে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা কাটিয়া দিবে, তাহার পর ঠোঁটের মধ্যে কাটিয়া দিবে এবং যে সমস্ত দ্রব্য উহার মধ্যে আটকাইয়া থাকে তাহা বাহির করিয়া দিবে। ডাইলিউট (dilute) আইওডিন এবং গরম জল দিয়া পাখীর ঠোঁট ধুইয়া দিবে এবং পুনরায় উহা সেলাই করিয়া দিবে। সেলাই করিবার জন্য যে সূতা ব্যবহৃত হইবে, তাহা যেন ঘোড়ার চুলের হয় এবং দুটা চামড়া যেন আলাহিদা করিয়া সেলাই করা হয়। ক্ষতস্থানে জামবাক (Zam Buk) অথবা এলিম্যানস এমব্রোকেসন্ (Elliman's Embrocation) লাগাইবে। অস্ত্র হওয়ার পর পাখীকে খুব লঘু খাদ্য খাইতে দিবে এবং প্রথম দিন কিছুমাত্র জল পান করিতে দিবে না। আর অন্ততঃ, পরে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোনও গোটা শস্য খাইতে কিছুতেই দিবে না।

১৪। ডিম আটক

কখন কখন মুরগী ডিম পাড়িতে অক্ষম হয়। ডিম বড় হইলে অথবা মুরগী অত্যন্ত মোটা হইলে এই বিপদ উপস্থিত হয়। অধিকক্ষণ ডিম আটকাইয়া থাকিলে এবং শীঘ্র প্রসব করাইতে না পারিলে পাখী মরিয়া যাইতে পারে। ডিম আটকাইয়া গেলে মুরগী ছটফট করিতে থাকে এবং অত্যন্ত কাতরভাবে ডাকিতে থাকে। বাসায় বারবার যাইবে, কিন্তু সেখানে বসিবে না। কিছুক্ষণ সেখানে বসিবে এবং তৎপর অন্য একটা জায়গা খুঁজিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপ নানাদিকে ছুটাছুটি করতঃ সে শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং তারপর আর নড়িতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় দু'এক দিনের মধ্যেই মারা যায় অথবা কয়েকদিন বাঁচিয়াও যাইতে পারে। পালক দ্বারা ভেসলিন লইয়া ভেণ্ট (vent) পর্য্যন্ত লাগাইয়া দিবে, এবং একটা গরম জল পরিপূর্ণ পাত্রের উপর পাখীকে ধরিবে এবং জলের বাষ্প ঐ ভেণ্টে লাগিতে দিবে। পাখীকে এক চামচ এপছম্ সল্টস্ (Epsom salts) এবং এক ফোঁটা একোনাইট (Aconite) দিবে এবং খাবার খুব কম দিবে। কেহ কেহ হাত দিয়া ডিম বাহির করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ কার্য্যে খুব সতর্কতা অবলম্বন না করিলে পাখী চিরকালের মত অকেজো হইয়া যাইতে পারে। কখন ডিম মধ্যে ভাঙ্গিয়া যায় তারপর উহা বাহির হইয়া আসে।

সিনেমা

ভারতের সহিত সিনেমা বা বায়স্কোপের পরিচয় অধিক কালের কথা নয়,—কিন্তু ইতিমধ্যেই সিনেমা যে ভারতের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্বন্ধ পাতাতে সমর্থ হয়েছে, তা' আজ ভারতে প্রতিষ্ঠিত সিনেমা গৃহের সংখ্যা থেকেই অনুমান কর্‌তে পারা যায়।

একটা কথা বল্‌তে হৃদয়ে বেদনা অনুভব কর্‌ছি যে ঐ চারশো চলচ্চিত্রাগারে যে ছায়া চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়, তার ভেতর শতকরা নিরেনব্বইখানি ফিলম্ বিদেশে প্রস্তুত। বছর বছর আমাদেরই চোখের সাম্‌নে সাগর-পার থেকে বিদেশী-মার্কা চলচ্চিত্র দলে দলে আমাদের দেশে এসে, আমাদেরই পয়সা জাহাজ বোঝাই ক'রে নিয়ে যাচ্ছে; দেখেও আমরা পঙ্গুর মতো, মৃতের মতো নির্জ্জীব ভাবে প'ড়ে রয়েছি।

জাতির মধ্যে সত্যকার প্রাণ স্পন্দন ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লে, তবে সে সকল দিকেই ওস্তাদ হ'য়ে ওঠে,—জাপান তার প্রমাণ।

কবি এককালে "অসভ্য জাপান" ব'লে গেছেন: কিন্তু তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তা' হ'লে বোধ করি 'অ' কেটে দিয়ে সেই স্থানে 'সু' লিখ্‌তেন। জাপান সব দিকেই অসাধারণ উন্নতি ক'রেছে, সিনেমাতেও সে পশ্চাৎ দিকে প'ড়ে নেই; চেরী-ফুলশোভিত, প্রকৃতির শিশু কলহাস্যময়ী জাপানে যে সব চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হ'চ্চে, তার মধ্যে শতকরা ষাটখানি ছবি জাপানে প্রস্তুত। ... 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়'।

সিনেমাটাকে অনেকেই অকেজো পদার্থ ব'লে উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন ওটা একটা ক্ষণিক আনন্দ প্রদান করে, ও জিনিষটার কোন কার্য্যকরী শক্তি নেই। তাঁদের উক্তিতে সত্যের আভাষ মাত্র নেই; বেঁচে থাকতে হলে মানুষের যেমন আহারের দরকার, মাথা রাখ্‌বার আবরণ দরকার, তেম্নি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদেরও একান্ত দরকার; সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে তার একঘেয়ে জীবনটা নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের রসে মাঝে মাঝে রসিয়ে নিতে চায়, কাজ ক'রে যে অবসন্ন ভাবটা দেহ-মন অধিকার করে, সেটাকে সে আমোদের রসে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে চায়। সে উপন্যাস পড়েই হোক, ফুটবল খেলা দেখেই হোক্ বা বায়স্কোপ থিয়েটার দেখেই হোক্। এ বিষয়ে মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা সাহায্য করে বায়স্কোপ।

প্রথমতঃ, বায়স্কোপ দেখতে অল্প সময় লাগে,
দ্বিতীয়তঃ, পয়সা খরচ কম হয়,
তৃতীয়তঃ, ছবির পরদার জিনিষটা লাগেও ভালো।

তা'ছাড়া সিনেমার সাহায্যে প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধান করা যায়,—লোকশিক্ষার বাহন-রূপে ছায়া-চিত্র অদ্বিতীয়। আর ঐ শিল্পটিকে কেন্দ্র ক'রে প্রচুর অর্থ-লাভও করা যেতে পারে; সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা কর্‌ছি। উপস্থিত লোক শিক্ষার বাহন-রূপে সিনেমার স্থান কতদূর তাই বিবৃত কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো।

আজকাল জন-শিক্ষার যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে, তাহা যে সাধারণতঃ বহু ব্যয়-সাপেক্ষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং সেগুলি কাজে পরিণত কর্‌তে হ'লে জন সাধারণের উপর নূতন কর ধার্য্য করা দরকার। তার ওপর ঐ উপায়গুলি যদি এদেশের লোকের জীবনের ধারা, শিক্ষা

ও সভ্যতার অনুকূল হয়, তবেই তা' নেওয়া যেতে পারে।

প্রাচীন কাল হ'তে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে উপায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব, সামাজিক আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি শিক্ষা করেছে, তা' একদিকে যেমন কার্য্যকরী, অন্যদিকে তেম্নি সুলভ।

হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব, শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাচীন কালে জনসাধারণের ভেতর বর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকেও বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়েছিল এবং সে কারণে শিক্ষা, সমাজ সজীবও ছিল।

যে উপায়ে এই প্রচার জন সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার জন্য কোন টাকা পয়সা খরচ কর্‌তে হয় নি। তার কোন আড়ম্বর বা বাহ্য চটক ছিল না; লোকের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অতি সরল ভাবে নীরবে এই মহৎ কাজ সম্পন্ন হ'তো।

বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতাপে যাত্রা কথকতা, ভাগবৎপাঠ, রামায়ণ গান প্রভৃতির আর অধিক চলন নেই,—আর উপরোক্ত জিনিষগুলির প্রভাবও কমে গেছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তার আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে ঐ যাত্রা ইত্যাদির দ্বারা যে মহৎ উপকার হতো তা স্বীকার করি, এবং সেজন্য যারা ধন্যবাদের পাত্র তাঁদের ধন্যবাদ প্রদান করি।

এই যাত্রা ও কথকতার কল্যাণেই আমাদের সামাজিক ও ধর্ম্ম শিক্ষা সজীব ছিল; এখন কথকতা প্রভৃতি লুপ্ত হতে বসেছে,—থিয়েটার তাদের স্থান অধিকার করেছে, কিন্তু থিয়েটার সাধারণের পক্ষে সুলভ নয়।

সিনেমা থিয়েটারের সম্পূর্ণ বিপরীত, সিনেমা প্রস্তুত কর্‌তে যেমন বেশী খরচ হয় না, ঠিক তেম্নি জনসাধারণের দেখাতেও খরচ বেশী হয় না

লোক-শিক্ষার নানা বিভাগ সিনেমার দ্বারা সুন্দর ভাবে চালানো যেতে পারে।

শিক্ষা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা বলেন যে আমোদের ভেতর দিয়ে যে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা কার্য্যক্ষেত্রে অধিক কার্য্যকরী হয়।

সিনেমার সাহায্যে যে শিক্ষা দেওয়া যাবে, সে শিক্ষা লোকের মনে চিরকালই অধিষ্ঠান কর্‌বে।

যাত্রা বা কথকতা যেমন উন্মুক্ত স্থানে হতে পারে, সিনেমাও ঠিক তেম্নি উন্মুক্ত স্থানে দেখানো যেতে পারে—একত্রে বহুলোক উহা পরিদর্শন করিতে পারেন।

এইরূপ একত্রে বসে নানা প্রকার শিক্ষা-বিষয়ক বস্তু দেখে জনসাধারণ যেমন একদিকে আমোদ উপভোগ কর্‌তে পার্‌বে, অন্যদিকে অজ্ঞাতসারে তারা জগতের অনেক কিছু জ্ঞান লাভ করবে। অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের অজ্ঞতা এইরূপে দূর হতে পারে।

বারো বছর অর্থাৎ এক যুগ পূর্ব্বে সিনেমা লোক-চক্ষুর অন্তরালেই অবস্থান করতো—বিশেষতঃ আমাদের দেশে।

তখন সিনেমার এত উন্নতি হয়-নি,—কিন্তু আজ এই জিনিষটি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত বা ছড়িয়ে পড়েছে।

থিয়েটার যেমন পুরাকালের প্রচলিত যাত্রা, কথকতা, পাঠ প্রভৃতিকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে, ঠিক সেইরূপে সিনেমা থিয়েটারের শ্বাস রোধ করে বধ করবার উপক্রম করেছে।

ভবিষ্যতে যে লোকে ঘরে ঘরে সিনেমার ব্যবস্থা করবে, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত; ইতিমধ্যেই মার্কিণ দেশে ইয়াঙ্কিরা এইরূপ ক'রতে সুরু করেছে।

সিনেমার ভেতর দিয়ে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা

করলে, এক ঢিলেই দুটী পাখী মারা যাবে,—একদিকে জনসাধারণ নির্দ্দোষ উচ্ছ্বসিত আমোদ উপভোগ করবে, অপর দিকে তারা এই বিরাট জগতের সার বস্তু অতি সহজেই শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হবে।

ইতিহাস, ভূগোল, রোগনিবারণ, কৃষি, যুদ্ধ, শান্তি প্রভৃতি সকল শিক্ষা বিষয়ক বস্তুই সিনেমার সাহায্যে সাফল্যের সহিত জনসাধারণ বা 'Massকে' শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

যুক্ত-রাজ্য এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, যে ইতিহাস, ভূগোল, রোগ-নিবারণ প্রভৃতি বিষয় গুলি অন্যান্য উপায়ে শিক্ষা দিতে সাধারণতঃ যে সময় ব্যয় হয়, সিনেমার সাহায্যে তার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়ে ঐ সমস্ত বিষয় চমৎকার ভাবে শিক্ষা দিতে পারা যায়।

যখন আমাদের দেশে শতকরা কেবল মাত্র সাত জন লোক কোন রকমে তাদের নাম মাত্র সই ক'রতে পারে, আবার তাদের মধ্যে একজনেরও কম খবরের কাগজ বা বই প'ড়তে পারে, তখন অবিলম্বে শিক্ষার বাহন স্বরূপ সিনেমার ব্যবহার হওয়া উচিত।

সভা-সমিতি লোকজনকে মুগ্ধ বা আকর্ষণ ক'রতে পারে না, বিশেষতঃ অজ্ঞ লোককে। কিন্তু সিনেমার একটা মনোরম বিশেষত্ব আছে। জ্ঞানী এবং অজ্ঞকে সে তার অপরিমেয় বিশেষত্বের দ্বারা আকর্ষণ এবং মুগ্ধ করতে পারে।

ইংরেজ, জর্ম্মাণ, রুশ, ফরাসী, মার্কিন, এমন কি জাপান প্রভৃতি সকল সভ্য জাতিই নিজেদের দেশের চলচ্চিত্রশিল্প নিখুত ক'রবার জন্য অনন্যসাধারণ পরিশ্রম ক'রছে; এবম্বিধ পরিশ্রম করবার কারণ কি?

তারা জানে যে এই শিল্পের দ্বারা দেশের বিপুল উন্নতি সাধন করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে এটাকে কেন্দ্র ক'রে একটা বিরাট ব্যবসায়েরও পত্তন ক'রতে পারা যায়। পূর্ব্বেই ব'লেছি যে ঐ সকল দেশে ইতিহাস, ভূগোল, রোগ নিবারণ, রাজনৈতিক বা ধর্ম্ম ও ব্যবসা সম্বন্ধে সিনেমার সাহায্যে প্রচার কার্য্য চালানো হ'চ্ছে, এবং জার্ম্মাণী, ফরাসী দেশ ও মার্কিনে কোটি কোটি টাকার কারবার করা হ'চ্ছে।

মার্কিনে ছায়াচিত্র-শিল্পের ব্যবসার প্রচার এতদূর হ'য়েছে, যে সারা যুক্তরাজ্যে সকল শিল্পের মধ্যে ব্যবসায়ের দিক দিয়ে এর স্থান তৃতীয়।

আমেরিকার সিলিগ (Selig) ও ইউনিভার্সাল ফিল্ম কোম্পানী জগৎ বিখ্যাত। সিলিগ কোম্পানীর অধিকারী ক্যাপ্টেন সিলিগ পনের বছর পূর্ব্বে কোন এক বন্ধুর কাছ থেকে পাঁচশো ডলার অর্থাৎ হাজার দেড়েক টাকার কিছু অধিক ঋণ গ্রহণ ক'রে ঐ ফিল্ম কোম্পানী প্রথম গঠন করেন। ১৯১৮ সালে ব্যবসায় থেকে অবসর নেবার সময় তিনি ১২, ০০০, ০০০, ডলারের মালিক হ'য়েছিলেন। এক ডলার তিন টাকার কিছু বেশী। এখন দেখুন চলচ্চিত্রের কল্যাণে তিনি কি বিপুল অর্থের অধিকারী হ'তে পেরেছিলেন। ইউনিভার্সাল ফিল্ম কোম্পানীর প্রস্তুত বহু নামজাদা ছবি ভারতে দেখানো হ'য়েছে। এই কোম্পানীর বর্ত্তমান মালিক মিঃ কার্ল লেমিল জাতিতে জার্ম্মাণ; বিদেশ অর্থাৎ আমেরিকায় এসে সামান্য মূলধনের সাহায্যে ইউনিভার্সেল ফিল্ম কোম্পানী গঠন করেন। এই কোম্পানীর কল্যাণে মিঃ লেমিল এখন ৫৫, ০০০, ০০০ ডলারের মালিক।

সিনেমার কৃপায় অর্থাৎ ফিল্ম-প্রস্তুতের ব্যবসা ক'রে সামান্য অবস্থা থেকে ধনবান হয়েছেন, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবের জন্য ইচ্ছা থাকলেও ওরূপ উদাহরণ দিতে সক্ষম হলাম না।

যে দুটী উদাহরণ দিলাম, তা' থেকেই বুঝতে পারবেন যে এই শিল্পটির মধ্যে কত ধন গোপন ভাবে অবস্থান ক'রছে।

ফিল্ম প্রস্তুত ক'রতে গেলে কতকগুলি জিনিষের

প্রয়োজন অপরিহার্য্য। সুদক্ষ ডিরেক্টর বা প্রযোজক, উপযুক্ত ক্যামেরাম্যান্ বা ফটোগ্রাফার, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ইত্যাদি।

ভারতে নয়নানন্দকারক দৃশ্য সমূহের কোন অভাব নেই, উপযুক্ত প্রযোজক ও ক্যামেরা-ম্যান্ও মিল্তে পারে,—সুতরাং এই শিল্পটির হাত দিয়ে ভারতীয়দের অর্থোপার্জ্জন করা উচিত। চিরকালই কি বিদেশী ছবি এসে দেশের টাকা লুট ক'রে নিয়ে যাবে? আর আমরা স্তিমিত-নেত্রে হাই তুল্তে তুল্তে অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রবো?

সিনেমা শিল্প ভারতে সাফল্যের সহিত গ'ড়তে পারা যায়, এ কথা প্রমাণ করবার জন্য নীচে পূর্ণ ভাবে আলোচনা ক'রলাম।

সরকারী হিসেবে গোটা ভারতে চারশো সিনেমা-গৃহ আছে, সেখানে বায়স্কোপ প্রদর্শন করা হয়।

ভারতে প্রস্তুত যদি একখানি চলচ্চিত্র একশো সিনেমা গৃহে ও দেখানো যায়, তা'হলে একশো সপ্তাহ এ ছবিখানা ভাড়া খাটানো যেতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক সিনেমা গৃহে এক সপ্তাহ ক'রে ঐ ছবি দেখানো গেলে মোট একশো সিনেমা গৃহে একশো সপ্তাহ ঐ ছবি খানি প্রদর্শন করা হবে। খুব কম ক'রে ধরে ও ছবি খানির জন্য এক সপ্তাহের ভাড়া দু'শো টাকা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তা'হলে হোল একশো সপ্তাহ ভাড়া খেটে ছবি খানি আপনাকে এনে দেবে কুড়ি হাজার টাকার একটি পয়সাও কম নয়।

একখানি সাধারণ ছবি অর্থাৎ সম্পূর্ণ একখানি নাটক সাত রীল বা অংশেতে ছায়া-চিত্রে রূপ দেওয়ার জন্য পনের হাজার টাকার বেশী খরচ হবে না, এবং এই প্রকার চার খানি ছবি একজন প্রযোজকের দ্বারা এক বছরেই প্রস্তুত হ'তে পারে।

ওপরে আমরা যা হিসেব দিয়েছি, তার মধ্যে বিদেশী বাজারের উল্লেখ করিনি, ভারতে প্রস্তুত ছবির যদি বিদেশে আদর হয়—এবং তা' হওয়ার ও অধিক সম্ভবনা আছে, তা' হলে একখানি ছবি প্রস্তুত ক'রে পাঁচ দশ হাজার কেন, প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করা যেতে পারে।

ভারতে প্রস্তুত ছবির বিদেশে আদর হবার খুবই সম্ভাবনা, কারণ "এসিয়ার আলো" (The light of Asia) চিত্রখানি লণ্ডন এবং বার্লিনে মহাসমারোহের সহিত কয়েক দিন ধরে দেখানো হ'য়েছিল। সংবাদ পত্রে প্রকাশ "এসিয়ার আলো" বার্লিন সহরটাকে তোলপাড় ক'রে দিয়েছিল, জার্ম্মাণ রাজধানী বার্লিনে "এসিয়ার আলোর জন্য" সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। "এসিয়ার আলো" বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত, ভারতীয় প্রযোজক ও শিল্পীর দ্বারা ভারতেই প্রস্তুত। ফটোগ্রাফার অবশ্য জার্ম্মাণ ছিল।

জয়দেব ও কৃষ্ণকান্তের উইল সম্প্রতি ক'লকাতায় প্রদর্শিত হ'য়েছে। বোধ করি 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক জন ঐ ছবি দুখানি দেখে থাকবেন।

জয়দেব ও কৃষ্ণকান্তের উইল একেবারে নিখুঁত চলচ্চিত্র নয়, তবুও সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ঐ ছবি দুখানি একাদিক্রমে এক ক'লকাতা সহরেই দেখানো হ'য়েছে। স্থানাভাবে প্রথম প্রথম বহু দর্শককেই হতাশ হ'য়ে ফিরে যেতে হ'য়েছিল। আমাদের বক্তব্য হ'চ্ছে যে, যদি জয়দেব ও কৃষ্ণকান্তের উইলের অপেক্ষা ত্রুটী-বর্জ্জিত চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা যায়, তা' হ'লে দেশের লোক আরো ব্যগ্র ভাবে দেশীয় চলচ্চিত্রকে অভিনন্দন ক'রবে।

শিক্ষা বিষয়ক ছবি (Educational Film) প্রস্তুত ক'রেও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করা যেতে পারে। শিক্ষার বাহন স্বরূপ সিনেমা যে অদ্বিতীয় এবং কেন অদ্বিতীয় সে কথা পূর্ব্বেই আমরা ব'লেছি। আজকাল ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা তাঁদের

শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপন সিনেমার সাহায্যেই বহু পরিমাণে প্রচার ক'রছেন, শিক্ষা বিষয়ক ছবি কিন্‌বে জেলা-বোর্ড, স্কুল-কলেজ, সহরের মিউনিসিপ্যালটি, জনতাপূর্ণ জন-সভার উদ্যোগীরা ইত্যাদি। জেলাবোর্ডের বহু গণ্য-মান্য সভাপতি ও উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীরা ভারতে ঐ রূপ ছায়া-চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা পোষণ করেন। এইরূপ ছবির জন্য তাঁরা যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক অকুণ্ঠিতচিত্তে সিনেমা কোম্পানীকে প্রদান ক'রবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

তা' ছাড়া সিনেমা কোম্পানী সরকারের কাছ থেকে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির বিশেষ ছবি প্রস্তুত করবার জন্য ভার পেতে পারেন।

এক রাত্রির জন্য একখানি যে কোন শিক্ষা-বিষয়ক ছবি একশো টাকার উপরও ভাড়া আন্‌তে পারে।

আমরা যদি শুধু বঙ্গ প্রদেশটাই ধরি, তা' হলে দেখ্‌তে পাই যে সারা বাংলা দেশটা তেইশটি জেলায় ও পঞ্চাশটি সব-ডিভিসনে বিভক্ত। এই প্রদেশে ৫৭, ১৭৩ স্কুল-কলেজ, ম্যাদরাশা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে; তা ছাড়া এই স্থানে যে সকল রাজা মহারাজা প্রভৃতি বাস করেন, তাঁদের নিজেদের বাটীতেই বায়স্কোপ দেখাবার কল ও স্থান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা আছে।

ধরুন, যদি বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ সমূহের একশো ভাগের একভাগ অর্থাৎ ৫৭৩টি বিদ্যামন্দিরের জন্য শিক্ষাবিষয়ক কলার প্রদর্শন করবার অর্ডার পাওয়া যায়, তা' হ'লে একখানা ছবি, একশো টাকা হিসাবে মোট ৫৭,৩০০ টাকা ভাড়া আন্‌তে সমর্থ হয়। সাত হাজার ফুটের একখানি এডুক্যাশানাল ছবি, (স্বাস্থ্য, কৃষি শিল্প, রোগ-নিবারণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) প্রস্তুত ক'রতে আট হাজার টাকার অধিক কিছুতেই ব্যয় হইতে পারে না; ছবি দেখাবার জন্য দুইজন লোকও কলের খরচ হবে হাজার পাঁচেক টাকা।

হিসেবের বাইরে গিয়েও আমরা যদি ধরি যে একখানি ছবি এক রাত্রির ভাড়ার জন্য যদি নির্দ্ধারিত একশো টাকার অর্দ্ধেক পঞ্চাশ টাকাও আনে, তা' হ'লেও যথেষ্ট লাভ থাকে; সুতরাং এই হিসেবে ৫৭৩টা বিদ্যা-মন্দিরে একখানি ছবি ভাড়া দিলে ২৮, ৬৫০ টাকা আসবে। আচ্ছা, একখানি ছবি প্রস্তুত ক'রতে খরচ—৮০০০ টাকা, কল ও দেখাবার জন্য দুইজন লোকের খরচ এক বছরের জন্য ৫০০০ টাকা,—মোট ১৩,০০০ টাকা; এই তেরো হাজার টাকা খুব কম ক'রেও বর্ত্তমান হিসেব মতো ২৮, ৬৫০, আন্‌বে।

বলাই বাহুল্য, এটা শুধু বঙ্গদেশের হিসেব। অপরাপর প্রদেশে এই একই ছবি প্রদর্শন করা যেতে পারে; যদি বলেন যে ছবির পর্দ্দায় বাংলা ভাষা মাদ্রাজে মাদ্রাজীরা বুঝ্‌বে কি ক'রে?

তারও উপায় আছে,—একখানি ছবিতেই লেখা অর্থাৎ su-btitle অনায়াসে ইচ্ছামতো পরিবর্ত্তন ক'রতে পারা যায়।

প্রধান negative থেকে একখানি ছবি নিয়ে তার পরিচয় বাংলা ভাষায় লেখা হ'লে—আবার প্রধান negative থেকে ঐ একই ছবি আর এক-খানি ছবি তোলা হ'ল,—তার পরিচয় লেখা হ'লো তামিল বা তেলেগু ভাষায়।

অনেকে হ'য়তো ব'ল্‌বেন যে আমাদের দেশে সিনেমা-শিল্প প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বেই করা হ'য়েছিল, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে।

তাঁদের উত্তরে আমরা ব'ল্‌তে চাই যে, যে কোন দেশেই হোক, নব শিল্প প্রতিষ্ঠা ক'রতে গেলে প্রথমে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রতে হয়।

এ দেশে হিন্দুস্থান, কোহিনূর প্রভৃতি শিল্প-কোম্পানী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এবং তাহা নিয়মিতভাবে অংশীদারদের লভ্যাংশ দিচ্ছে। সুতরাং ভারতে যে সাফল্যের সহিত এই ব্যবসাটি করা যায়, তা বুঝ্‌তে পারা যায়।

ভারতে ছবি তৈরী ক'রে আমাদের স্বদেশীয় একজন শতকরা আড়াইশো টাকা লাভ ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছেন। বাংলায় নাট্যামোদী অনেক ধনী আছেন, যাঁরা এই নূতন ব্যবসায় টাকা ঢেলে হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন ক'র্‌তে পারেন।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ যখন এ পথে নেমে কাজ সুরু ক'রে দিয়েছে, তখন বাংলাই কি পিছিয়ে থাক্‌বে? সকল কাজেই অন্যান্য প্রদেশ বাংলাকে অনুসরণ করে,—এ কথা গর্ব্ব ক'রে ব'ল্‌ছি না,—খাটী সত্য কথা। চলচ্চিত্রশিল্পে অন্যান্য প্রদেশ যখন সাফল্যের গর্ব্বে গৌরবান্বিত হ'য়ে বাংলার দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাস্‌বে,—তখনই কি বাংলার আত্ম-সম্মান জেগে উঠ্‌বে? থিয়েটারে বাংলার অনেক ধনী অনেক টাকা খরচ ক'রেছেন,—আমাদের কথার উপর বিশ্বাস ক'রে সিনেমা-শিল্পটাকে তাঁরা একবার পরখ করুন না।

যদি তাঁরা আমাদের কথার উত্তরে বলেন, যে দেশে প্রযোজক অর্থাৎ চলচ্চিত্র প্রস্তুত কর্‌বার মতো শক্তিসম্পন্ন ডিরেক্টর নেই, ছায়া চিত্রে রূপ দেবার জন্য ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর প্লট্ নেই, মনপ্রাণ মাতানো দৃশ্যাবলী নেই, তা' হলে আমরা ব'ল্‌তে বাধ্য হব যে তাঁদের ধারণা বা অনুমান সম্পূর্ণ ভুল।

ডিরেক্টরের অভাব পূর্ব্বে ছিল বটে, এবং অভাব ছিল ব'লেই বাংলায় 'তাজমহল' প্রভৃতি যে দুই একটি ফিল্‌ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, তা অকালেই লুপ্ত হ'য়ে গেছে। বর্ত্তমানে কিন্তু উপযুক্ত ডিরেক্টরের অভাব নেই,—মিঃ এস্, এন্, গুহ, বি, এস্, সি, (যুক্তরাজ্য) (মিঃ সুরেন্দ্রনাথ গুহ) দীর্ঘ দশ বছর যুক্তরাজের খাস বায়স্কোপের সহ লচ্ এঞ্জেল্‌সে (Los Angeles) বাস ক'রে সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছেন। সেখানে তিনি প্রথিতনামা ফিলম কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং অনেকগুলি বিখ্যাত ছায়াচিত্রের সহকারী ডিরেক্টররূপে কাজ করিয়াছেন।

নাজিমোভা, বার্ট লিটেল, কুটনি ফুট, গ্লোরিয়া সোয়ানসন, চিব ড্যানিয়েল প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত ছায়াচিত্রের অভিনেতৃবর্গ তাঁর পরিচালনায় ফিল্‌মে অভিনয় ক'রেছেন। নাজিমোভা, বার্টলিটেল, গ্লো-রিয়া সোয়ানসন, চিব্ ড্যানিয়েল প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রী সামান্য নন,—মার্কিণ ফিল্‌ম্-আকাশে তাঁরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় দীপ্তভাবে নিজেদের প্রতিভা বিকীর্ণ ক'র্‌ছেন। এঁদের অভিনীত ছায়া-চিত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা একজন বিদেশীর পক্ষে গৌরবের বিষয়,—মিঃ গুহ যে ভারতীয়দের মধ্যে সিনেমার জ্ঞান সম্বন্ধে সেরা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

আমেরিকায় পাদপ্রদীপের আলোকে অর্থাৎ থিয়েটারে তাঁর নাট্যাকারে প্রকাশিত পুস্তক অভিনীত হ'য়েছে,—'এসিয়ায় আলো,' 'সাবিত্রী,' 'সীতা' প্রভৃতি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মিঃ গুহের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, তিনি চারখানি নাটক রচনা ক'রেছেন, ডজন খানেক চলচ্চিত্রের গল্প লিখেছেন, এবং একখানি উপন্যাসও রচনা ক'রেছেন

১৯১২ সালে 'মডার্ণ রিভিউতে' প্রকাশিত ম্যালে-রিয়া এবং অন্যান্য পীড়া সম্বন্ধে তাঁর সুলিখিত প্রবন্ধ প'ড়ে বুঝ্‌তে পারা যায়, যে তিনি একজন উচুদরের বৈজ্ঞানিক। যুক্তরাজ্যের সরকার দক্ষিণ ক্যালি-ফোর্ণিয়ায় ম্যালেরিয়া দমন ক'র্‌বার জন্য মিঃ গুহকে কিছুকালের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

যাক, যদি বাংলার কোন ধনী ব্যক্তি সিনেমার ব্যবসায় ক'র্‌তে ইচ্ছুক হন, তা'হলে মিঃ গুহের সহিত পরামর্শ ক'রে তাঁরা কাজে নাম্‌লে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই,—মিঃ গুহের সিনেমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছি।

বাংলায় চলচ্চিত্রের উপযুক্ত বইয়ের অভাব নেই এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষ যে শীর্ষস্থানীয় সে কথা বলাই বাহুল্য। আমেরিকা এবং পাশ্চাত্য দেশে প্রকৃতি বড়ই নির্ম্মম; অধিকাংশ সময় কুয়াসা সূর্য্যদেবকে ঢেকে রাখে। তখন সূর্য্যকিরণের প্রয়োজন হ'লে পাশ্চাত্যবাসীরা কৃত্রিম আলোকের সাহায্য গ্রহণ করে,—কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে ইচ্ছামতো তারা চাঁদের অমল-ধবল জ্যোৎস্না, সূর্য্যের প্রখর কিরণ, প্রাতঃকালের স্নিগ্ধ অবসন্ন আলো প্রভৃতি প্রস্তুত ক'রে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ করে,—সেইজন্য তাদের প্রচুর টাকা খরচ ক'র্‌তে হয়। আমাদের দেশে সে ভয় নেই,—সূর্য্য এবং চন্দ্রের আলো অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ফিল্‌ম প্রস্তুত করবার জন্য যে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আবহাওয়া দরকার, সেই সমস্ত জিনিষ অপরাপর দেশের তুলনায় ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

আমাদের বল্‌বার আর বিশেষ কিছু নেই,—এই প্রবন্ধে সকল জিনিষ বলাও সম্ভবপর নহে,—তবে এইস্থানে প্রয়োজনীয় যতগুলি কথা বল্‌তে পারা যায়, আমরা সবই বল্‌লাম।

ভারতে তথা বাংলায় চলচ্চিত্র প্রস্তুত ক'রে বিশেষ লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে,—যে শিক্ষা-বিষয়ক ছায়াচিত্র তৈরী করেই হোক্ বা গল্প এবং নাটক ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করেই হোক্।

এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বাঙ্গালী, মিঃ গুহ বহুকাল পরে স্বদেশে ফিরে এসেছেন,—তিনি সকলকেই তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত আছেন এবং স্বদেশে যাতে চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই উদ্দেশ্যেই দীর্ঘকাল পরে বিদেশ থেকে তিনি নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছেন।

ডি, ডব্লিউ, গ্রিফিথ, রেক্সইংগ্রাম, সেথিল, বি, ডি মাইল প্রভৃতির মতো ডিরেক্টর, টেন্ কমাণ্ডমেন্টস, রমোলা, ওয়েডাউন ইষ্টের ন্যায় চলচ্চিত্র এবং ইউনি মেট্রো গোল্ডউইন ও ফার্ষ্ট ন্যাশানাল কোম্পানীর কোম্পানীর মতো ফিল্‌ম কোম্পানী কালে যে আমাদের দেশেও জন্মগ্রহণ ক'রবে না, এ কথা জোর ক'রে কে ব'ল্‌তে পারে?

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Reference-এর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

সতরঞ্চ ও গালিচা

(কির্ড-৩৪) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী শতরঞ্চ ও গালিচা খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 26 V)

তুলা

(কির্ড-৩৫) পাঞ্জাবের জনৈক ব্যবসায়ী তুলার খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 26 V)

পাপ ড়া শাকের মূল

(কির্ড-৩৬) পাঞ্জাবের জনৈক ব্যবসায়ী, কলিকাতায় যাহারা পাপ্‌ড়া ইত্যাদি শাকের মূল খরিদ করেন, তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 26. V)

সবুজ আদা ও কলা

(কির্ড-৩৭) কোকনদের জনৈক ব্যবসায়ী সবুজ আদা ও কলা খরিদ্দারগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 2 VI)

টিক্‌টিকি ও কুমীরের চামড়া

(কির্ড-৩৮) স্থানীয় জনৈক সংবাদদাতা টিক্‌টিকি ও কুমীরের চামড়া খরিদ্দারগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 2 VI)

তৈলবীজ

(কির্ড-৩৯) সিংহভূম জেলার জনৈক ব্যবসায়ী নানাবিধ তৈলবীজ খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 2 VI)

মধু

(কির্ড-৪০) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী কলিকাতায় মধু খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 9 VI)

পুস্তক বাঁধিবার কাপড় ও চামড়া

(কির্ড-৪১) মধ্য প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী, পুস্তক বাঁধাইবার জন্য যাহারা কাপড় ও চামড়া সরবরাহ করেন তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 9 VI)

থলে ও কাপড়

(কির্ড-৪২) কালিফর্ণিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী, যাঁহারা থলে ও কাপড় রপ্তানি করেন তাঁহাদের এজেন্ট হইতে ইচ্ছুক আছেন। (T. J. 9 VI)

বন্য মার্জ্জারের লোম

(কির্ড-৪৩) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী বন্য মার্জ্জারের লোম সরবরাহকারীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 16 VI)

তূলা ও সিল্কের দ্রব্যাদি

(কির্ড-৪৪) বাঙ্গালোর সিটির জনৈক ব্যবসায়ী, তূলা ও সিল্কের দ্রব্যাদি খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 16 VI)

মোয়া ফুল

(কির্ড-৪৫) রাজগঙ্গপুরের (বিহার ও উড়িষ্যা) জনৈক ব্যবসায়ী মোয়া ফুলের (Mowha Flowers) খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

T. J. 16 VI)

কাষ্ঠ

(কির্ড-৪৬) মালাবারের জনৈক ব্যবসায়ী, সেগুন ইত্যাদি বিবিধ কাষ্ঠের খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 16 VI)

রেশমের কম্বল ও কোমল পশমী মাদুর

(কির্ড-৪৭) বাঙ্গালোর সিটির জনৈক ব্যবসায়ী, ধূসর বর্ণের রেশমের কম্বল ও কোমল পশমী মাদুর ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 16 VI)

গমের ময়দা, ও ভূট্টা ইত্যাদি

(কির্ড ৪৮) ইতালীর জনৈক ব্যবসায়ী, ভারতবর্ষে যাহারা গমের ময়দা ও ভূট্টা ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 16 VI)

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটা নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটা আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

আটা ময়দা—প্রতিমণ

১ নং ময়দা	৮॥০
২ নং ঐ	৮।০
৩ নং ঐ	৮৲
বি আটা আসল	
ঐ নকল	৭॥৵০
২ নং	৭৲
৩ নং	৫৲
সুজি	৫৲

চাউল—প্রতিমণ

বালাম নূতন	৭৸৵০—৮৵০
ঐ পুরাতন	৮৲
পাটনাই নূতন	৭॥০—৮॥০
রেঙ্গুন আতপ নূতন	৬৸০—৭৸০
বাকতুলসী নূতন	৭৶৵০—৮॥০
নাগরা	৭৲—৮॥০

শস্য

মুগ	১১৲—১৭৲
ছোলা	৭।০—৮৲
কলাই	৭৲—৮৲
অড়হর	৬৲—৬৸০
মটর	৪৸০—৫৲
মশুর	৫।০—৬॥০
খেসারী	২৸০—৩৲
তিসি	৭৸০

মসলা—(প্রতিমণ)

সুপারী জাহাজী	১৭৲—১৮৲
সুপারী দেশী	২৪৲
লঙ্কা	৩৩৲—৩৮৲
মরিচ	৪৭৲—৫৭৲
জিরা	২৪৲—২৮৲
ধনে	৯৲—১০৲
খয়ের	২৫৲—২৯৲
দারুচিনি	১৩৲
ছোট এলাচ সের—	৯৲—৯৸০
কালজিরা	৩০৲—৩৮৲
হরিদ্রা	১৯৲

চিনি মছরি

দোবারা	২৬৲
একবরা	২০৲
মিছরি	১৩॥০

রাক্ষত ভ্রাদাসের চিনির দর

সাদা খাণ্ডা	১২৷৶১০
লাল খাণ্ডা	১০৸৶০
হিন্দুস্থান চিনি	১৩৵০

লবণ—প্রতি ১০০ মণ

হামবার্গ	১২৩৲
স্পেনস পেষাই	১১০৲
এডেন করকচ	৯৩৲

ঘৃত—প্রতিমণ

ভাজুয়া	৯৬৲
শ্রামাকা	৯০৲
খুর্জ্জা	৮২৲
অন্যান্য	৭৬॥০

পাট

পাকা বেল	৪৫৲—৫৫।০
কাঁচা বেল	১০॥০
বেলারদের	৬৲—১০॥০
মিলের দর	৬৸০—১১৲

সোণা রূপা

সোণা—প্রতিতোলা

ইংলিশবার	২১৸৶০
কলিকাতা টাকশাল	২১॥৵০
বড়াল	২১॥৴০
গিনি	১৩॥৵০

রূপা—পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৯৷৷০
খুচরা	৫৯৸৵০

তৈল—প্রতিমণ

সরিষার কলের	২১৷৷০—২৪৲
ঐ ঘানির	২৫৲—২৬৲
নারিকেল কোচিন	২১৲—২[illegible]৷৷০
রেড়ির তৈল	১৬৲
কেরোসিন হাঁসমার্কা	৬৷০
বানর মার্কা	৭৷৷৶০
হাতিমার্কা	৭৷৵১০
ভিক্টোরিয়া	৬৷৷৴১০
রাণীমার্কা	৬৵০
গাঁজা মার্কা	৯৷৵০

সেয়ার বাজার

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ হারে সুদ	৬৬৷৷৴০
৩৷৷০ হারে সুদ	৭৮৵০
৪৲ হারে সুদের নূতন ঋণ (১৯৬০-৭০)	৮৯৵০

ওয়ার বণ্ড

৫৲ হারে (১৯৩১)	১০৩৷৵০
৪৷৷০ হারে (১৯২৮)	[illegible]
৫৲ হারে (১৯৩০)	১০৫৲
৫৲ হারে (১৯২২)	১০৬৷৷০
৬৲ হারে (১৯৩২)	১০৮৵০

রেল

হাওড়া-আমতা	১০১৲
ময়মনসিং—ভৈরববাজার	৯৭৲
দার্জ্জিলিং—হিমালয়ান	১০০৲

কাপড়ের কল

ডনবার	২২৫৲
এলগিন	৪৷৵০
কেশোরাম	৬৩৸/০
আগর ইউনাইটেড	৯৲
বাউড়িয়া	১০৪৲

পাটের কল—

এলবিয়ন	৫৮০৲
এলায়ান্স	৬৬৭৷৷০
অকল্যাণ্ড	৩৪৮৲
বালি	২১৮৲
বজবজ	৫৫৩৲
চাঁপদানী	১৯৭৲
ক্লাইভ	৪৫৷৷৵০
ডালহৌসী	১৪৫৲
ফোর্ট গ্লষ্টার	১০৩৩৲
ফোর্ট উইলিয়ম	৪১০৲
কামারহাটি	৭০৫৲
কাঁকিনাড়া	৫৬১৲
বেলভেডিয়ার	৬৫৮৲

জমির সার

মাটিতে লাঙ্গল দিয়া চাষ করিতে করিতে শস্যোৎপাদন কার্য্যে সহায়তাকারী এক প্রকার পদার্থের অভাব হইতে থাকে। ঐ অভাব পূরণ না করিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। সারকে তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। তাহাদের বৈজ্ঞানিক নামের উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি না। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সহরের আবর্জ্জনা ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির বিশেষ সহায়। তিন প্রকার সারই উহার মধ্যে আছে। সহরে যেমন আবর্জ্জনার স্তূপ ঐ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে, তেমনি পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্ব প্রকার পরিত্যক্ত পদার্থ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির কল্পে সাহায্য করিতে পারে। কেবল ঐ গুলির সদ্ব্যবহারে মনোযোগ প্রদান করিতে হয়। জঞ্জালগুলি প্রথমে সংগ্রহ করিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিছুদিনের মধ্যে উহার বিকৃতি হয়। তখন উহা জমিতে ফেলিয়া দিলে জমির উর্ব্বরতার বৃদ্ধিসাধনের সহায়তা হইয়া থাকে।

বিলাতে ময়লা ও রাস্তার জঞ্জাল একত্র সংগ্রহ করিয়া পাঁচ ছয় সপ্তাহ কাল ঘরে পুরিয়া রাখা হয়, পরে উহা সারস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ময়লা গৃহ-সান্নিধ্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া সার প্রস্তুত করিবার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। তাহার পরে উহা স্বভাবতঃই পচিতে থাকে। ঐ পচন ক্রিয়ার দ্বারা কৃষিকার্য্যের সাহায্যকারিণী শক্তির উৎপাদন হইতে থাকে। গাছ হইতে পাতা পড়ে। ফল মূল শাক সবজি মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়া বাকীটুকু ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল পরিত্যক্ত পদার্থ সারে পরিণত হইতে পারে।

আমেরিকায় একপ্রকার কল প্রস্তুত হইয়াছে। উহা দ্বারা জীব জন্তুর মৃতদেহ পর্য্যন্ত সারে পর্য্যবসিত করা হইয়া থাকে। মৃতদেহ হইতে চর্ব্বি বাহির করিয়া লওয়া হয়। অবশিষ্ট সমস্ত কয়লার মত গুঁড়ার আকার ধারণ করে। উহাই সারের আকার। কৃষির পক্ষে সার একটী অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ। উহার যাবতীয় তত্ত্ব লইয়া একটী বিজ্ঞান শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বত্র উহার অধ্যাপনা হইয়া থাকে। বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া সাধারণ যুবকগণকে শিক্ষাদান করিতে পারিলে অচিরে উহার সুফল বুঝা সম্ভব হইতে পারে।

ভদ্র সমাজে কৃষির আকাঙ্ক্ষা

পাবনা জেলার সারা-সিরাজগঞ্জ রেলের একটী ষ্টেশনের নাম মূলাডুলি। উহার নিকটে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত হইবার উপযুক্ত অনেকটা জমি প্রাপ্তব্য হইতে পারে। কেহ যদি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ এরফান আলির সহিত সাক্ষাৎ করেন কিম্বা পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন। ঐ সকল

ধানের পতিত জমির বাহুল্যের সহিত নিজ হাতে চাষ আবাদ করে এমন কৃষকের অভাব যেন এতস্থলে গাঁথা। জমি শুধু পত্তন হইলে হয় না, কিম্বা নিজে কিছুই করিব না, হুকুম দিয়া লোক খাটাইব ও কৃষির উৎপন্ন শস্য ভোগ করিব, এরূপ ইচ্ছা লইয়া কার্য্যে ব্রতী হইলেও সফলতার সম্ভাবনা নাই। চাই কৃষক। ঐ সকল স্থানে কৃষক নামধারী যাহারা আছে, তাহারা নিশ্চেষ্ট, জীবন্মৃত। তাহাদের পেটে ভাত পড়িলেই হইল—তাহাদের না আছে আশা, না আছে আকাঙ্ক্ষা। রোগে শোকে জর্জ্জরিত। দারিদ্র্যের মধ্যে আজীবন প্রতিপালিত হইয়া জলজীয়ন্ত জীর্ণ-শীর্ণ মাছের মত বাঁচিয়া আছে বলিয়াই প্রকাশ। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদের জীবনী শক্তির মূল্য অত্যন্ত কম। অনেক স্থলেই কৃষকের ঐ অবস্থা। প্রকৃত জীবন্ত, আশা ভরসাভরা, শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় যদি এই সকল স্থানে মৃতপ্রায় কৃষিকুলের সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন, তবেই শুষ্ক বৃক্ষরাজি পরিপূরিত বন যেমন নব পত্র পুষ্পে শোভিত হইয়া উঠে, তেমনি পতিত ভূমিগুলি পুনরায় উর্ব্বরতা লাভ করে—স্বর্ণ প্রসবিনী হইয়া দেশের দুঃখ, দৈন্য ও দারিদ্র্য দূর করিতে পারে।

মিসিসিপিতে ভীষণ বন্যা

এক এক সময় অত্যন্ত বন্যার জন্য যে লোকের কিরূপ ক্ষতি হয় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। ইহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায়ই আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হইল না। যাহা হউক সম্প্রতি মিসিসিপিতে যে ভীষণ বন্যা হইয়াছে সেরূপ বন্যা আর কখনও কোন দেশে হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। ওয়াসিংটনের প্রেসিডেন্ট কুলিজ সাহেব বন্যা প্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যকল্পে রিলিফ্ ফণ্ড স্থাপনের জন্য দেশবাসী ও সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আরও খবর পাওয়া গিয়াছে যে অসময়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও তুষার পাতের সহিত ঝড় হওয়ায় লোকের কষ্টের আর সীমা নাই। ঐ সকল বন্যা প্রপীড়িত দুস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য ক্যাবিনেটের সভ্যবৃন্দ ও রেডক্রসের প্রতিনিধিবর্গদিগের মধ্যে একটা পরামর্শ সভা বসিয়াছিল। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ঠিক্ করেন যে যেমন করিয়াই হউক ৫০০০০০০০০ ডলার চাঁদা তুলতেই হইবে এবং মিসিসিপিতে বন্যায় যে সকল লোক কষ্ট পাইতেছে তাহাদের সকলকে সাহায্য করিতে হইবে।

দুস্থ পরিবারদিগকে সাহায্য করিবার এইরূপ চেষ্টা বাস্তবিক প্রশংসনীয়।

আফগানিস্থানে কৃষি মেলা

সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে তাসখন্দে কৃষি বিষয়ক প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং আফ্গান্ ব্যবসায়ী-গণ যাহাতে এই প্রদর্শনীতে যোগদান করে তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে প্রতি বৎসর আফ্গানিস্থানে এইরূপ একটা কৃষি মেলা বসে তাহার জন্যও গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

এইবার যে প্রদর্শনী বসিতেছে তাহা এক সপ্তাহ খোলা থাকিবে। যাহাতে লোকের কৃষি কার্য্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সে জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। যদি মেলার সময় আফগানিস্থানের রাজা ঐ প্রদেশে উপস্থিত হয়েন তাহা হইলে তিনি স্বহস্তে হলচালনা করিবেন।

ভারতবর্ষেও যাহাতে কৃষির উন্নতি হয় সে জন্যও যথেষ্ট আন্দোলন হইতেছে। আফ্গানিস্থানেও ইহার ঢেউ পৌঁছিয়াছে এবং কৃষি কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা আফগানিস্থান ভাল রূপেই বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। যে সাতদিন প্রদর্শনী খোলা থাকিবে তাহার মধ্যে তথায় কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহার কর দিতে হইবে না। দশ বৎসর পর্য্যন্ত যাহারা কোন ভাল দ্রব্য উৎপন্ন করিবে তাহাদিগকে গাভী বা কোন মূল্যবান উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপহার দেওয়া হইবে।

গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণকে দেশীয় চাষী লোকের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মেলায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে; কিন্তু সৈন্য বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পোষাক পড়িয়া প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইতে পারিবে।

১৯২৭ সনে জানুয়ারী মাসের মাদ্রাজ প্রদেশের সহিত বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

১৯২৭ সনে জানুয়ারী মাসের মধ্যে মাদ্রাজ হইতে বিদেশে সমুদ্রপথে যে মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ গত সনের জানুয়ারী মাসের সহিত তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ বৎসর ৯ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকার মাল কম আমদানী হইয়াছে এবং ১৪৮ কোটী ৮ লক্ষ টাকার মাল কম রপ্তানি হইয়াছে। মোটামুটী দুই বৎসরের আমদানী মালের পরিমাণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কলকব্জা ইত্যাদিতে এ বৎসর ৩৬০৮২৮৲ টাকা, তুলা ইত্যাদিতে ১৯০৬৬৩১৲ টাকার বেশী মাল আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু লৌহ ইস্পাতে ৩৪৫২৯৫৲ টাকা ও খনিজ তৈলে ২১৯৪৮১৮৲ টাকার মাল কম আমদানী হইয়াছে। ছাগলের চামড়ায় ২০০৪০২৲ টাকা, চীনা বাদামে ৩০২২৯২৲ টাকা ও রেড়ীর বীজে ৪৬৪৫০৭৲ টাকার মাল বেশী রপ্তানি হইয়াছে; কিন্তু কফিতে ৯৫১৭৯৬৲ টাকা, কাঁচা ছাগলের চামড়ায় ৫৮১৩৭৮৲ টাকা ও গরুর পাকা চামড়ায় ৪০৮৯৩৫৲ টাকার মাল কম রপ্তানি হইয়াছে।

জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকসভা

১৯২৭ সনের ২৫শে মে তারিখে জেনেভায় যে দশম আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভারতের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্ব্বাচিত
দুইজন প্রতিনিধি

(১) স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
কে, সি, আই, ই,
ভারতের হাই কমিশনার।

(২) স্যার লুইস জে, কারসত্ত,
কে, সি, এস, আই; সি, আই, ই,
ইণ্ডিয়া অফিস, লণ্ডন।

এ্যাড্ভাইসারস্ দুইজন

(১) মিঃ জে, সি, ওয়ালটন্, এম, সি,
ইণ্ডিয়া অফিস, লণ্ডন।

(২) মিঃ এস, লাল, আই, সি, এস,
ভারত গবর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী।

ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাস্ট্রীস্ এণ্ড লেবার

শ্রমিকমালিকদের প্রতিনিধি একজন

(১) মিঃ জি, ডি, বিরলা, এম্, এল, এ,

শ্রমিকদের প্রতিনিধি একজন

(১) মিঃ ভি, ভি, গিরি, বার-এ্যাট্-ল, বহরমপুর।

এ্যাড্‌ভাইজার ১ জন

(১) মিঃ জি, সেথি, জেনারেল সেক্রেটরী জামসেদপুর লেবার এসোসিয়েসন, জামসেদপুর।

ঐ সকল প্রতিনিধিদের মধ্যে মিঃ এস্, লাল সেক্রেটরীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

ফরমোসা

চাউলের উপর অতিরিক্ত কর আদায় বন্ধ

ফরমোসা হইতে সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশ হইতে ফরমোসায় আমদানী চাউলের উপর যে অতিরিক্ত কর লাগিত তাহা আর দিতে হইবে না।

১৯২৬ সালে সারা বৎসরে বিভিন্ন দেশ হইতে ফরমোসায় মোট ৬০০০০ টন চাউল আমদানী হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় ৪৫০০০ টন চাউল রেঙ্গুন হইতে এবং ১৫০০০ টন চাউল শ্যাম হইতে আমদানী হইয়াছিল।

ভারত হইতে বিদেশী বণিকেরা যে চাউল রপ্তানি করেন তাহার অধিকাংশই ইউরোপ, আফ্রিকা, মরিশাস প্রভৃতি দেশে যায়। ফরমোসায় বিদেশী বণিকদিগের তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। এদেশী ব্যাপারীরা ফরমোসার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে লাভবান হইবেন—বিশেষতঃ সেখানকার আমদানী শুল্ক যখন উঠিয়া গেল।

পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি

১৯২৫ সনের ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি মালের সহিত তুলনা করিয়া ১৯২৬ সনে রপ্তানি মালের কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বৃদ্ধি

নানারূপ মসলা	৪৩৩৫৩০৭৲
চা (কাল)	৫৪৬৩২৭৮৲
কাঁচা চামড়া	৬২৬৫০৭২৲
কয়লা	৪৬৭১৮৪৮৲
খইল	২৫০১২৫৯৲
আফিং	৫৯৭৮৭৩৫৲
তুলার দ্রব্যাদি	৭৯৭৯৯৬৭৲
মোম (Paraffin wax)	৪৪১৪৪৬০৲
কাঁচা রবার	২১৭৬১৬২৲
পাকা চামড়া	৫৯২৭০৯৭৲

হ্রাস

চাউল	১০৪৯২৫১৬৲
গম	৬৩২৬৭৮৭২৲
ময়দা	৩৬১১৪৮৮৲
বালি	১৭৮৬০২৯৩৲
যব	৫৩৯০০৪০৲
গালা	১২০২২৪৩৫৲
কফি	১৪০৫৯২৩৫৲
কাঁচা চামড়া	১১৫৩৬০৩৯৲
রেড়ীর বীজ	৮৩৪৪৪৮৭৲
তুলার বীজ	২০৮৮৬২৩৮৲
বাদাম	১৬৭৮৭৯০৬৲
তিল	৫২৮৯৪৭২৩৲
মসিনা	২৩৫৬১৭৭৬৲
সরিষা	১২২৭৭১৫৬৲
কাঁচা তুলা	৩৫৯৬৭১৭৭৭৲
কাঁচা পাট	৮৯৩০৮৮১৯৲
কাঁচা রেশম	৭৫৮৮৭৩১৲
উল	৯৮৫৬২৯২৲
পাকা চামড়া	৪৭৫০১৩৫৲
থলে	১১৯৬২৪৪৬৲
কাপড়	১৭০৫০৪৩৩৲

১৯২৫ সনে কাঁচা তূলা ৭৩৯০০০ টন রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৬ সনে মাত্র ৬২২০০০ টন কাঁচা তূলা রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মূল্যও ১০৪ কোটী হইতে নামিয়া ৬৮ কোটীতে আসিয়া দাড়াইয়াছে। জাপানে ৩২৮০০০ টন কাঁচা তুলা রপ্তানি হইয়াছে, কিন্তু ১৯২৫ সনে রপ্তানি হইয়াছিল ৩৭৫০০০ টন মাল। যুক্তরাজ্য, জার্ম্মাণী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও ইটালীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর মাল খুব কমই রপ্তানি হইয়াছে, কিন্তু চীন ও হংকংএ কিছু বেশী তূলাই রপ্তানি হইয়াছে, কাঁচা পাটের রপ্তানিও এবার মোটের উপর কম হইয়াছে।

১৯২৫ সনে ৬৯৩০০০ টন কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছিল, তখন ইহার মোট মূল্য ছিল ৩৭ কোটী টাকা। কিন্তু ১৯২৬ সনে মোট পাট রপ্তানি হইয়াছে ৬১৮০০০ টন এবং ইহার মূল্য ছিল ২৮ কোটী টাকা। জার্ম্মাণীতেই খুব বেশী পরিমাণ পাট রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯২৬ সনে জার্ম্মাণীতে ১৫৮০০০ টন কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছে, এবং যুক্তরাজ্যে ১২৭০০০ টন পাট রপ্তানি হইয়াছে।

চট ও থলে এ বৎসর খুব বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে।

১৯২৫ সনে ৪৩৮০ লক্ষ চট্ ও থলে রপ্তানি হইয়াছিল. কিন্তু ১৯২৬ সনে ৪৪৬০ লক্ষ চট্ রপ্তানি হইয়াছে। এ বৎসর চট্ অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল্যে আড়াই কোটী টাকা কম হইয়াছে। ১৯২৫ সনে চট ও থলের রপ্তানি হইতে ২৭ কোটী টাকা পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর মাল বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইলেও ২৫॥ কোটী টাকা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া খুব অধিক সংখ্যক মাল লইয়াছিল। এখানে ৮৫০ লক্ষ চট্ ও থলে রপ্তানি হইয়াছে, যুক্তরাজ্যে ৪০০ লক্ষ ও চিলিতে ৩৬০ লক্ষ থলে রপ্তানি হইয়াছে।

এ বৎসর চাউলের রপ্তানিও কম হইয়াছে। ১৯২৫ সনে মোট ২৪৬৯০০০ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছিল এবং ইহার মূল্য ছিল ৩৮॥ কোটী টাকা, কিন্তু ১৯২৬ সালে চাউল রপ্তানি হইয়াছে ২৩৪৬০০০ টন। ইহার মূল্য ৩৭॥ কোটী।

সিংহলে খুব বেশী পরিমাণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। সিংহল ৪৩০০০০টন চাউল লইয়াছে। গত ১৯২৫ সনেও সিংহলে ঠিক ঐ পরিমাণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। জার্ম্মাণী ২৫৩০০০ টন চাউল লইয়াছে; কিন্তু ১৯২৫ সনে জার্ম্মাণীতে ৪৪৭০০০ টন চাউল রপ্তানি হইয়াছিল।

গমের রপ্তানিও এ বৎসর কম হইয়াছে। ১৯২৫ সনে ৫৪১০০০ টন গম রপ্তানি হইয়াছিল, ইহার মূল্য ছিল ৯ কোটী টাকা। কিন্তু এই বৎসর ১৭৭০০০ টন গম রপ্তানি হইয়াছে,—ইহার মূল্য ২ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা। এ বৎসর চা খুব বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৫ সনে মাত্র ৩০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছিল। ইহার মূল্য ছিল ৫৬ লক্ষ টাকা; কিন্তু ১৯২৬ সনে ৩৩১০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে, ইহার মূল্য ২৮৯৩ লক্ষ টাকা।

ইহার মধ্যে যুক্ত রাজ্যে ২৮৯০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু ১৯২৫ সনে যুক্তরাজ্যে ২৮৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছিল।

তেলের বীজের রপ্তানিও কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৬ সনে তৈল বীজ মোট ১৪১৮০০০ টন রপ্তানি হইয়াছিল, ইহার মূল্য ছিল ৩৫ কোটী টাকা। কিন্তু এ বৎসর মাত্র ৯১৫০০০ টন তৈলবীজ রপ্তানি হইয়াছে; ইহার মূল্য ২০ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা।

কাঁচা চামড়ার রপ্তানিও কম হইয়াছে। ১৯২৫ সনে কাঁচা চামড়া মোট রপ্তানি হইয়াছিল ৫২০০০ টন; ইহার মূল্য ছিল ৭॥ কোটী টাকা। কিন্তু ১৯২৬ সনে ৫০২০০ টন কাঁচা চামড়া রপ্তানি হইয়াছে; ইহার মূল্য ৭ কোটী টাকা।

ভারতে চিনির আমদানী

জানুয়ারী, ১৯২৭

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি সংবাদ পাইয়াছেন, যে জামনগর ও কাথিওয়ার বন্দর দিয়া ভারতে প্রচুর পরিমাণে চিনি আমদানী হইতেছে এবং মালের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া যাইতেছে; আরও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, কাথিওয়ারের বণিকগণ দিল্লী, আগরা, আমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে খুব কম মূল্যে জাভা চিনি বিক্রয় করিতেছেন। এরূপ কম মূল্যে বোম্বাই বা কলিকাতার ব্যবসায়ীগণ কিছুতেই চিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন না। কলিকাতার সুগার ইম্‌পোর্টারস্ এসোসিয়েশন, (Calcutta Sugar Importer Association) কি উপায়ে উক্ত কাথিওয়ারের ব্যবসায়ীগণ এত কম মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে সক্ষম হইতেছেন এবং তাঁহারা কোন আমদানী মালের উপর কর হইতে কিছু ছাড় পাইতেছেন কিনা, তাহা শীঘ্রই অনুসন্ধান করিবেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সও এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, কারণ কাথিওয়ার ব্যবসায়ীগণ চিনি ঐরূপ ভাবে বিক্রয় করিলে কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

জাভা চিনি

১৯২৬

১৯২৬ সালে মোট ১৭৮৫৭১৯ টন জাভা চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ঐ স্থলে পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫ সালে ২০৪০৭২০ টন জাভা চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ দুই বৎসরে কোন্ শ্রেণীর চিনি কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছিল, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল।

	১৯২৫	১৯২৬
	পিকলস্ হিঃ	পিকলস্ হিঃ
সুপিরিয়র হেড্ সুগার	১৯৬৪৩৩১০	১৭৫৫০৬৯৭
" নরম "	০১৮৭২০	১৬৮৭১০
হেড্ সুগার ১৬।এইচ্	৫১৪৫৬৭৯	৪৮১৪৫৮৭
মাসকোভেডস্	৭৬৮১৯৪৬	৬৩০৫৬৬০
মোলাসেস সুগার	৪৯৮৩১৪	৪৬৮৯০৮
সেন্ট্রাল ব্যাগ সুগার	৭২৭৭	৪৫১৯৬
ব্যাগ সুগার	৩৫০	৫১৬
নরম সুগার ১৬/এইচ্	৫৩০৮১	
মোট—	৩৩৬১০৬৮৩	২৯৩৯৪৩২৪

গত তিন বৎসরে নবেম্বর মাসে জাভা হইতে কোন্ দেশে কত টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশের নাম	১৯২৪ নবেম্বর।	১৯২৫ নবেম্বর।	১৯২৬ নবেম্বর।
হল্যাণ্ড	১৮ টন।		
ফ্রান্স	৬০০ "		
আরব	২১ "		৩০৪ টন
এডেন		২৫০ টন	
ব্রিটিশ ভারত	৩০৩৫৯ "	৬৪৫১০ "	৫৯১৯৯ "
সিঙ্গাপুর	৫০৫৮ "	৫০৮৯ "	৩১৫৭ "
পিনাং	১৬৩৪ "	২১১৩ "	১৫৭৯ "
শ্যাম্	১৬৮৮	৬২০৮ "	৫৪৬৩ "
সাইগন			১৮২ "
হংকং	০৬২৪ "	১২৯১৭ "	৩৫৮১৯ "
চীন	৭০৬৯ "	২১৫২৫ "	১১৩১৪ "
ভ্যাডিভস্টক্		১৫০২ "	
জাপান	৩৭৯৩৫ "	৪৭৫৫৮ "	৩৭৬৪৪ "
অষ্ট্রেলিয়া	৮৩ "		
নিউজিল্যাণ্ড	৫০ "		
মোট	১৩০৭৪০	১৬০৬৭২	১৫২৭০২

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কত টাকার মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	আমদানী			রপ্তানি	
	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৫ ও ১৯২৬ সনের সহিত তুলনায় হ্রাস— ও বৃদ্ধি+	১৯২৫	১৯২৫
	লক্ষটাকা	লক্ষটাকা	লক্ষটাকা	লক্ষটাকা	লক্ষটাকা
বাংলাদেশ	৭৯২৬ "	৮৫৬৭ "	+৬৪১ "	১৫৫৬৩ "	১৩০৯৯ "
বিহার ও উড়িষ্যা					
বোম্বাই প্রদেশ	৭৯৫১ "	৭৬২১ "	৩৩০ "	১১২৭৮ "	৭৫৯০ "
সিন্ধু দেশ	২৭৬৫ "	২৬৭৬ "	—৮৯ "	৪৭২৯ "	২৯৯৭ "
মান্দ্রাজ প্রদেশ	১৮২৫ "	২১১৩ "	+২৮৮ "	৪৪৬০ "	৩৯৮৭ "
বর্ম্মা	২১৫৬ "	২৩৯০ "	+২৩৪ "	৪৬৬২ "	৪৪৫৮ "
মোট	২২৬২৩ "	২৩৩৬৭ "	+৭৪৪ "	৪০৬৯২ "	৩২৯২৪ "

আমদানী

১৯২৫ সনের আমদানী মালের সহিত তুলনা করিয়া—১৯২৬ সনে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আমদানী হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৃদ্ধি

গম	৬১৩৩০৮১৲
টিনে ও বোতলে রক্ষিত	৬৮২৯৪৪৩৲
সুপারী	৪৬২৮০২৭৲
গুড়	১৮১০৮৯৫৲
চিনি	১১৬৪২৬৭৲
সিগারেট	৪৩৮৮৭৬৭৲
কাঁচা তুলা	৫৭৪২০৮৯৲
কাঁচা রেশম	৩২১২০৯৮৲
জুতা	১৬৫৫১৬৬৲
রাসায়নিক দ্রব্য	৩৩৬২১২৬৲
ইলেকট্রিক কল	৩৮১৭১৫১৲
ইস্পাত	৪৫৯০৮৯০৲
লৌহ ও ইস্পাতের পাত	৫৮২২২৫৬৲
কাগজ	৩৮৫৮০৫৩৲
মটর গাড়ী	৪৭৬১৩৬৬৲
তুলার দ্রব্য (সাদা)	৩৫৫৩৫৮৯৲
তুলার দ্রব্য (রঙ্গিন)	১৪৯৪৪৩১৲
তুলা ও কৃত্রিম রেশম	১৪৪৭৬৫১০৲

হ্রাস

খেজুর	১৯৪৯১০৬৲
লবঙ্গ	২০০৫৫২২৲
কয়লা	৬৮৬৮১৭২৲
খণিজ তৈল	১৯৭৩০৫৭৲
তুলার কল	৭৫২১৩৩৪৲
পাট	২৫৩৬৯৯৫৲
রেলওয়ে গাড়ী	৭৮২১৯২৭৲
লোকোমোটিভ্ এঞ্জিন	১৯২০৪৩৮৲
তুলার সুতা	৪৪০১৮৪৬৲
তুলার দ্রব্য (ধূসর বর্ণ)	২১৫১৬৯১৯৲
চায়ের চেষ্ট	২২১৯৮২০৲

১৯২৬ সনে মোটের উপর তুলার দ্রব্যাদি খুব বেশী পরিমাণেই আমদানী হইয়াছিল। ১৯২৫ সন অপেক্ষা এ বৎসর ১০৩০ লক্ষ গজ তুলার দ্রব্য বেশী আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু তুলার দর হ্রাস পাওয়ায় এ বৎসর দুই কোটী টাকা কম হইয়াছে, ধূসর বর্ণের তুলার দ্রব্যের মূল্যও ২৩ কোটী হইতে ২১ কোটীতে নামিয়াছে, কিন্তু সাদা ও রঙ্গিন তুলার দর ঠিক একভাবেই ছিল, সুতরাং এই দুই দ্রব্যে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ঠিক ৩৪ কোটী টাকার মালই আমদানী হইয়াছে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে ২১০ লক্ষ পাউণ্ড তুলা আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৫ সনে ১৬০ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র তুলা আমদানী হইয়াছিল। জাপান হইতে ২৮০ লক্ষ পাউণ্ড তুলা আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ঐ স্থলে ১৯২৫ সনে ৩১৫ লক্ষ পাউণ্ড তুলা আমদানী হইয়াছিল। কাঁচা তুলার আমদানীর পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহা ১৬০০০ টন হইতে ৩০৮০০ টনে উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে কেনিয়া কলোনি হইতে ১৩৪০০ টন ও ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ হইতে ১১০০০ টন আমদানী হইয়াছিল। লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী মালের পরিমাণ ৭৮৭০০০ টন হইতে ৯৪৫০০০ টনে উঠিয়াছিল, এবং ইহার মূল্য ১৬ কোটী হইতে ১৮ কোটীতে উঠিয়াছিল। চিনির আমদানী কম হইয়াছিল। ইহা ৭০৭০০০ টন হইতে ৬৬৩০০০ টনে নামিয়া আসিয়াছিল।

ইহার মূল্যও ১৫৫৬ লক্ষ টাকা হইতে ১৪৪৩ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসিয়াছিল। জাভা হইতে ১৯২৫ সনে ৬৩১০০০ টন চিনি আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৬ সালে সেই স্থলে ৬২১০০০ টন আমদানী হইয়াছে। মরিসাস হইতেও এবার চিনির আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। বিট চিনির আমদানী এবার বাড়িয়াছে, ১৯২৫ সালে ৪৩০০০ টন বিট চিনি আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু এ বৎসর তাহা বাড়িয়া সেই স্থলে ১১৫০০০ টন আমদানী হইয়াছে। ইহার মধ্যে হাঙ্গেরী হইতে আমদানী হইয়াছিল ৩০০০০ টন, জেকোশ্লোভেকিয়া হইতে ২৭০০০ টন এবং জার্ম্মাণী হইতে ১৪০০০ টন; বাদ বাকী বিট চিনি প্রধানতঃ বেলজিয়ম, অষ্ট্রিয়া যুক্ত রাজ্য হইতে আমদানী হইয়াছিল।

১৯২৬ সনে কেরোসিন তৈলের আমদানী কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৫ সনে ৭১০ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল আমদানী হইয়াছিল, ইহার মূল্য ছিল ৪৬১ লক্ষ টাকা; কিন্তু এ বৎসর ৬৯০ লক্ষ গ্যালন তৈল আমদানী হইয়াছে, ইহার মূল্য ৪৫৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্য হইতে আমেরিকা যুক্ত রাজ্য হইতে ৫৮০ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল আমদানী হইয়াছে। এ বৎসর সাড়ে তিন কোটী টাকার কৃত্রিম রেশম আমদানী হইয়াছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশ রেশম আসিয়াছে যুক্ত রাজ্য ও ইতালী হইতে।

১৯২৫ সনে ১১০৪৪ খানি মটর গাড়ী আমদানী হইয়াছিল, ইহার মূল্য ২৫১ লক্ষ টাকা, কিন্তু এই বৎসর ১৯২৭ সনে ১৩৮৬৮ খানি মটর গাড়ী আমদানী হইয়াছে, ইহার মূল্য ২৯৯ লক্ষ টাকা। ক্যানাডা হইতে ৫২৩১ খানি, আমেরিকা ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ হইতে ৪৩২৫ খানি এবং আমেরিকা যুক্ত রাজ্য হইতে ২৫৩২ খানি মোটর গাড়ী আমদানী হইয়াছিল; কিন্তু ১৯২৫ সনে ক্যানাডা হইতে ৩৮৭৫, খানি, আমেরিকা ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ হইতে ৩৬৭৯ খানি ও যুক্ত রাজ্য হইতে ২২২৯ খানি মোটর গাড়ী আমদানী হইয়াছিল।

গম রপ্তানি

গত তিন বৎসরে প্রতি মাসে সমুদ্র পথ দিয়া বিদেশে কত টন গম রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

মাস	১৯২৩—২৪	১৯২৪—২৫	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭ দশমাস
	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ
এপ্রিল	৫৭০০০	৫০০	৯৩০০	৭০০
মে	৯১১০০	১৫২০০	২১৭০০	৩৮০০
জুন	২০৬৯০০	১২০৫০০	৯৩৬০০	৩৯৪০০
জুলাই	১৪২০০০	১৯৪৬০০	১৮৭০০	৫৫৭০০

আগষ্ট	৪৬৮০০	৭৫৭০০	১৮১০০	২৫৮০০
সেপ্টেম্বর	৩৬৬০০	৩৫২০০	২৩৫০০	৪২০০
অক্টোবর	১১৯০০	১২৮৩০০	৫৯০০	১৪০০০
নবেম্বর	২৯৪০০	১৭৪৫০০	৫১০০	১৬৭০০
ডিসেম্বর	১৫৬০০	৮৭১০০	৪৪০০	৬৪০০
জানুয়ারী	১৪০০	১০৮৬০০	৭৭০০	৭১০০
ফেব্রুয়ারী	৫০০	১৫৮২০০	১৬০০	
মার্চ্চ	১০০০	৭১৫০০	১০০০	
মোট	৬৩৮২০০	১১১১৭০০	২১৬০০০	১৭৩০০

গত তিন বৎসরে কোন দেশে কত টন গম সমুদ্রপথ দিয়া রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল

দেশের নাম	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭ (দশ মাসের মধ্যে)
	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ
যুক্তরাজ্য	৪৯২৩০০	৭৫৩৯০০	১০৮৩০০	১১০২০০
বেলজিয়ম্	৬৮৪০০	১২৩১০০	৯৬০০	৭৪০০
ফ্রান্স	৬৩৬০০	৫১৬০০	৫০০০	২৩৪০০
ইতালী	২৮১০০	৪০০০০	৯৬০০	৯০০
মিশর	৪০০	৫৯৮০০	২৫৯০০	৩৫০০
অন্যান্য দেশ	১৫৬০	৮৩২০০	৫৬৭০০	৮৪০০
মোট—	৬৩৮২০০	১১১১৭০০	২১৬০০০	১৭৩০০

সিঙ্গাপুর হইতে কাঠিগালার রপ্তানি

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর হইতে বিদেশে কোন্ ২ স্থানে কি পরিমাণ কাঠিগালা রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

দেশের নাম	রপ্তানির পরিমাণ	মূল্য
ফ্রান্স	৭০০ টন।	৫৭৯৬ ডলার
জার্ম্মাণী	৫৫০ ,,	৫৫৯৫ ,,
মাদ্রাজ	৪০ ,,	৭৫০ ,,
কলিকাতা	১০২১৪ ,,	৮৮০৪৫ ,,
যুক্তরাজ্য	১৮৫৫ ,,	১৫৮০৬ ,,
ভারতে ফরাসী অধিকৃত দেশ	৪৪১ ,,	৩৯০১ ,,
মোট	১৩৮৪০ ,,	১১৯৮৯৩ ,,

১৯২৬ ও ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেলযোগে সীমান্তপ্রদেশ দিয়া ভারতে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আমদানী হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমদানী দ্রব্যের নাম	১৯২৬ ফেব্রুয়ারী মণ হিঃ।	১৯২৭ ফেব্রুয়ারী মণ হিঃ।
গম	৪০৫	১১৩৭৬
	৬০৭৬	৯৮২১
	৮২৬	৩৯০
মোট	৭৩০৭	২১৫৮৭
ছালা বুট	৩৩৫	২৭৯
	৭৮৬১	২১৮৭৮
	৮৭৮২	২৪৪৫
মোট	১৬৯৭৮	২৪৬০২
চাউল	১০৩	১১৬
	৩৫৫৫	৫৯৫৮
	৯৪৩১৯	১৬৪৪৩৭
মোট	৯৭৯৭৭	১৭০৫১১
ধান	১৩৯	৪৯
	১৪৭২৯	১০২০৯
	১৮৮০১২	৮৬৭৬৬
মোট	২০২৮৮০	৯৭০২৪
গরুর চামড়া	২৩	৪২৯
	৩৩৫৮	৬৬৬১
	২১৯৩	২৪৪৭
মোট	৫৫৭৪	৯৫৩৭
ভেড়া ও ছাগলের চামড়া	৫৪১	১৩০৩
	৪৬০৩	৪১৮৭
	৫৪৭	৪৪৬
মোট	৫৬৯১	৫৯৩৬
ঘি	৩০৫	৭১৫
	৮৮৭	১৫১৬
	১১০৬১	১২৪৫৯
মোট	১২২৫৩	১৪৬৯০
তামাক	৩০৩	৬০১
	৪৪০৩	১৮২৬
	১০৬৭	৩৮৩
মোট	৫৭৭৩	২৮১৪
কাঁচা রেশম	৯৮৩৯	১১৩৮৯
	৩৮৫৩	১০৯৩৯
	২৬৮৮	৮৬১৯
মোট	১৬৩৮০	৩০৯৫৭
কার্পেট	২৪৩১	১৯১৬
	৬১২	৪২৫
মোট	৩০৪৩	২৩১৪
সোহাগা	৬২৬৫	৩৫০৩
কাঁচা পাট	২৫৪২৬	৩৩৩২৫
তৈলবীজ তিসি	৩২৬৭	২২৬৭৬
সরিষা ও মসিনা	৩৫৯৮৮	৪৫৯২১
রূপা		৩২৮৩২
মোট	৬৭৭৮০	৩০৮৯২৪

১৯২৬ ও ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেলযোগে সীমান্তপ্রদেশ দিয়া ভারত হইতে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

রপ্তানি দ্রব্যের নাম	১৯২৭ ফেব্রুয়ারী মণ হিঃ	১৯২৭ ফেব্রুয়ারী মণ হিঃ।
তুলা	২০৮৭	১৫৩৮
	৩৬৪৭	৩২৪২
	৪১৯৯	৪৬৯৭
মোট	৯৯৩৩	৯৪৯৮
তুলার দ্রব্য (বৈদেশিক)	৫৮৬৬	৫৭৩১
	[illegible]	২৭৭৪১
	৯৫৫৪	১০১৪২
মোট	৪২৬৮১	৪৩৬১৪
তুলার দ্রব্য (ভারতীয়)	৪৩৭৯	৬২৩৪
	৮১৭৯	১০২৯৮
	৭৮০৬	১১০৪১
মোট	২০৩৬৪	২৭৫৭৩
গম	৬৮১৮	৬৮৩৯
	৪৭৬৩২	৪১৩৪০
	১২৩৯১	২৭৬৭
মোট	৬৬৮৪২	৫২৯৪৬
চাউল	২৬৬৭	৩১৯১
	২৪৮১৯	১২৯৭৩
	৭৯০৪১	৩৫৭২১
মোট	১০৫৮৯৭	৫১৮৮৫
চাউল	২০৬২৭	৭৮৮৮৯
	৯০১৭৯	৫৮০১৮০
	২২৩৪২	৩৪৯০১
মোট	১৩৩১৪৮	১০০৮০০
লৌহ ও ইস্পাত		৬১
	১৪৫০	৩৩৩৩
	৫৬৪	১৭৭২
মোট	২০১৪	৫১৬৬
ঐ	৫১১	৯৮৬
	২৩৪২২	১৩৭১৭
	৫৯৩২	১০৫৫৬
মোট	২৯৮৬৫	২৫২৫৯
কলকব্জা ইত্যাদি	৬১১	৭৩৪
	৩৬৯	১০০৬
	১৪৮২	১২৬৮
মোট	২৪৬২	৩০০৮
শকর	৭৬৫	৩০৮
	৫৫৯	৭২১
	২০৬৭	২০৬৪
মোট	৩৩৯১	৩০৯৩
পেট্রলীয়ম্	৩৭২	২৮৩
	১০৫৩৭	১০৫২১
	১২২৫৫	১১৭৬৬
মোট	২৩১৬৪	২২৫৭০

লবণ	৭৫	৩৫৬
	৮৬২৭০	৫৭৮০০
	৯৭৩৫৬	৮২৪৫৮
মোট	১৮৩৭০১	১৪০৬০৯
চিনি—		
(রিফাইন্)	৪৮৭৬	৪১৯৬
	৪১৪৪৫	৫৭৪৪৩
	৭৮৪৫	৬৭৭৬
মোট	৫৪১৬৬	৬৮৪১৫
চিনি		
(অপরিষ্কার)	৬৬৯২	৩২৬৮
	৯০৬৮	৩৯১৭
	২২৮৩	৩২৫৬
মোট	১৮০৪৩	১০৪৪১
চা—		
(কালো)	২৭৩৩	৫০০০
	৮১৫	২৪৯৪
	১১৬০	৩৩
মোট	৪৭০৮	৭৫২৭
চা—		
(সবুজ)	১৬৬৮	১৩৮৫
	৫৩৪৮	৪১৬১
		১৩
মোট	৭০১৬	৫৫৮৯
তামাক	৩০৮	৬৬২
	২২৫৬	১৭১৯
	২৫৮৫	২২৭১
মোট	৫১৪৮	৪৬৫২
পিতল ও তামা	১৩২২	১০৭৫
সুপারী	১১৯৩	১৯৪০
সোনা	৯৭ (আউন্স হিঃ)	
মোট	৯৭	০
রৌপ্য	২২৫৫৫৬ (আউন্স হিঃ)	২৭৮৪১৩
	৩১৯৬৮	১৬১৩২
	২৫৭৫২৪	২৯৪৫৪৫

ব্যবসায়ে প্রাদেশিক বিবাদ

১৯২৬ সনে ব্রিটিশ ভারতের নূতন ফ্যাক্‌টরী আইন অনুসারে ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কতগুলি বিবাদ (Dispute) হইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ফলাফল কি হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল।

প্রদেশের নাম	বিবাদের সংখ্যা	কতজন ব্যক্তি বিবাদে যোগ দিয়াছিল	কতজন কার্য্য করে নাই	দাবী: মাহিনা	দাবী: বোনাস	দাবী: ব্যক্তিগত কারণে	দাবী: ছুটী ও ঘণ্টা	দাবী: অন্যান্য	ফলাফল: কয়টীতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল	ফলাফল: আংশিক সাফল্য কয়টীতে	ফলাফল: অকৃত কার্য্য কয়টীতে
বোম্বে	৫৭	২৫২০১	৭৭৩৯০	২৭	১	২২		৭	৫	৫	৪৭
বাংলাদেশ	৫৭	১৪১৮০৮	৮৩৭৯৭৮	২৭	৩	৮	১১	৮	৬	৭	৪৪
মাদ্রাজ	২	১৩১	১৩৩৫					২			২
যুক্তপ্রদেশ	৩	১৩১০	১৪৫৭০					৩	১		২
বিহার উড়িষ্যা	৩	৫৭০০	১৩৬০০	২		১					৩
মধ্যপ্রদেশ	৪	১৫১৪	১৭৭৬০	৩				১			৪
আসাম	১	৫০০	১০০০					১			১
বর্ম্মা	১	১০৬৩৭	১৩৩৮৪৫	১							১
মোট	১২৮	১৮৬৮১১	১০৯৭৪৭৮	৬০	৪	৩১	১১	২২	১২	১৭	১০৪

ষ্টেট রেলওয়ের আয়

১৯২৭ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সমস্ত ষ্টেট্ রেলওয়ের আয় হইয়াছে ২০৬ লক্ষ টাকা। নিম্নে বিভিন্ন ষ্টেট রেলওয়ের হিসাব দেওয়া গেল।

রেলওয়ের নাম	২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত (১৯২৬)	২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত (১৯২৭)	অধিক = + কম = —
এ, বি	১৪৯ লক্ষ টাকা	১৫৮ লক্ষ টাকা	+৯
বি, এন	৭৬১ ,, ,,	৭৪২ [?] ,, ,,	—১৯
বি, বি, ও সি, আই	১১০২ ,, ,,	১০২১ ,, ,,	—৮১
বর্ম্মা	৪৩৭ ,, ,,	৩৯৯ ,, ,,	—৩৮
ই, বি	৫৭৫ ,, ,,	৬১৩ ,, ,,	+৩৮
ই, আই	১৭৮১ ,, ,,	১৭৬৩ [?] ,, ,,	—১৮ [?]
জি, আই, পি	১৩৬৬ ,, ,,	১৩৩৫ ,, ,,	—৩১
এম ও এস্, এম্	৭২৭ ,, ,,	৭২৫ ,, ,,	—২
এন্, ডবিউ	১৪৩২ ,, ,,	১৪১২ ,,	—২০
এস, আই	৪৯১ ,, ,,	৪৯২ ,, ,,	+১

বিভিন্ন ব্যবসায়ে বিবাদ

শিল্প	বিবাদের (ডিসপুটের) সংখ্যা	কতসংখ্যক লোক যোগদান করিয়াছিল	কতদিন বিবাদে লোকসান হইয়াছিল	দাবী: মাহিয়ানা	দাবী: বোনাস্	দাবী: ব্যক্তিগত কারণে	দাবী: ছুটী ও তাহার প'রমাণ	দাবী: অন্যান্য	ফলাফল: সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছিল	ফলাফল: আংশিক সফল	ফলাফল: অকৃতকার্য্য
তুলার কল	৫৭	২২৭১৩	৭৯০৭৭	২৪	১	২২		১০	৫	৬	৪৬
পাটের কল	৩৩	১২৯৯৫১	৭৬৯০২২	১২	৩	৫	৯	৪	২	৩	২৮
ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্	৪	১২২৪	৮৭০৭	২			১	১	২		২
কনজারভ্যান্সী	১৩	৭৯৮০	২৫৬১২	৯		১	৩	২			১০
রেলওয়ে ওয়ার্কসপ	৩	৬৯০০	১০৫০০	১		২		১			২
অয়েল ফিল্ড্স্	১	১০৬৪৭	১৩:৮৪১	১							১
অয়েল ওয়ার্কস্	১	৫৫১	৪৬৮৫	১							১
প্রিন্টিং ওয়ার্কস্	২	৯০	৫৭০	১		১					২
চা বাগিচা	১	৫০০	১০০০				১				১
কয়লার খনি	১	২০০	১৬০০	১							১
নানাবিধ	১২	৫০৫৫	৬২৯১০	৮		১					১০
মোট—১২৮		১৮৬৮১১	১০৯৭৩৭৮	৬০	৪	৩১	১১	২২	১২	১২	১০৪

খয়ের প্রস্তুত প্রণালী

(শেষাংশ)

ভারতের ভবিষ্যৎ খয়ের ব্যবসায়ের পক্ষে আর একটী সুখবর আছে। ১৯১৫ সালের বিলাতের Leather Trades Review লিখিয়াছেন, মালয় উপদ্বীপে গাম্ভীয়র গাছের চাষ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এতদিন ইহা ক্ষেত্রের চারিদিকে, বা অন্যান্য বিশেষ দরকারী চাষের সহিত চাষ করা হইত; কিন্তু এই খয়েরে প্রস্তুতকারী দক্ষ মজুরের অত্যন্ত অভাব হওয়ায় ও জালানী কাষ্ঠের অভাবে এবং বিশেষ এই খয়েরের মূল্য ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে অনেক কমিয়া যাওয়াতে এইরূপ ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহা বর্ত্তমান যুদ্ধের ফল নহে। এই সুযোগে ভারতীয় খয়ের ব্যবসায়টী উন্নত করিয়া লইতে পারিলে তাহা অত্যন্ত লাভজনক হইবে। বিদেশে খয়ের কষায়ীন বা খয়েরীন পৃথক করিয়া ব্যবহৃত হয় না। সেখানে খয়ের-কষায়ীন ভারতীয় প্রধান খয়ের ও ব্রহ্মদেশের খয়ের নানা শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এবং প্রায় তুল্য পরিমাণ খয়ের কষায়ীন ও খয়েরীনযুক্ত গাম্বীয়রও যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহৃত হয়; গুণে উভয় বস্তু অনেকটা ভিন্ন ও বিশিষ্ট গুণযুক্ত। সুতরাং ইহা যদি পৃথক ভাবে ও বিশুদ্ধ অবস্থায় বিদেশে চালান হয়, তবে ইহার ব্যবহারের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া কাট্‌তি বৃদ্ধি পাইবে ও মোটের উপর কিছু অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে।

খয়েরের ব্যবহার

কাপড় রং করিবার জন্য খয়ের ভারতে ও বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, এখনও কিছু কিছু হয়। অন্য রংকে পাকা রাগবর্দ্ধিনী (mordant) করিবার রূপে এবং নিজে রংরূপেও ব্যবহৃত হয়। জলে মিশান খয়ের, চুণ বা ফিটকিরির সাহায্যে, একরকম ময়লা লাল রংএ পরিণত হয় এবং স্থান বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ভারতবর্ষের অনেকস্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সতরঞ্চি ও অন্যান্য রঙ্গীন মোটা কাপড়ের সূতা রং করিবার জন্য ইহা প্রশস্ত। তামার লবণ—যেমন copper chloride, এবং নিশাদলের (ammonium chloride) সহিত খয়ের দ্বারা একপ্রকার পাকা সোণালী কটা রং পাওয়া যায় এবং ভারতের ছিপিগণ (ছিট প্রস্তুতকারী) ইহা ব্যবহার করে। এই রংএ perchloride of tin, copper nitrateএর সহিত ব্যবহার করিলে রংটি আরও গাঢ় হয়। যুক্তপ্রদেশের ছিপিগণ এইরূপে ছিটের রং প্রস্তুত করে:—দুই পাউণ্ড খয়ের প্রায় ৩ গ্যালন জলে সিদ্ধ করা হয়। ইহার সহিত এক পাউণ্ড ঝিনুকের চূণ মিশান হয় এবং ১২ ঘণ্টার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। পরে উপরের রঙ্গীন জলীয় পদার্থ পৃথক করিয়া ছিটের রংএর জন্য রাখা হয়। কিন্তু এই প্রণালীতে রং কাপড়ে পাকা হইয়া বসিবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় না। ছাপিবার পূর্ব্বেই তাহা অনেকটা পাকা হইয়া যায়।

ইউরোপে কিছু ভিন্ন ও উন্নত প্রণালী

অবলম্বন করা হয়। খয়েরের সহিত সামান্য পরিমাণ আঠা (যাহা জলে সহজে মিশিয়া যায়) জলে মিশ্রিত করা হয় এবং ইহাদ্বারা কাপড়ের উপর ছাপ দেওয়া হয় এবং সেই কাপড়ের উপরই রং পাকা হইবার সুযোগ পায়। এই উপায়ে রং বেশী পাকা হয়। এই ছাপা রং শুকাইবার সময় বাতাসের সহিত মিশিয়া কাপড়ে পাকা হইয়া বসিয়া যায়। বাতাসের সাহায্যে পাকা হইবার জন্য কিছু সময়ের আবশ্যক হয় বলিয়া, জলের উষ্ণ বাষ্প দ্বারা এই কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে ; অথবা আরও শীঘ্র ও সহজে পাকা করিতে হইলে Bichromate of Potash মিশ্রিত জলে ছাপা কাপড়টী একবার ভিজাইয়া লইলেই হইবে।

খয়েরের সাহায্যে পাকা কটা (Brown) রং করিবার উপায়

সূতার কাপড় বা সূতার জন্য ইহা একটী খুব পাকা রং। এই রং করিতে প্রত্যেক ১০০ ছটাক ওজনের কাপড় বা সূতার জন্য ১০ হইতে ১৫ ছটাক খয়ের লইতে হইবে এবং তাহা কাপড় বা সূতার জন্য ১৫ হইতে ২০ গুণ জলে মিশাইতে হইবে। সেই জলে ১ ছটাক (প্রত্যেক দশভাগ খয়েরে ১ ভাগ) তুঁতে (Copper sulphate) মিশান হয়। এই জলে কাপড় বা সূতা প্রায় ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জাল দেওয়া হয়। পরে উঠাইয়া নিংড়ান হয় ও অল্প সময় রাখিয়া দেওয়া হয় ; এবং পরে আবার আধঘণ্টা খানেক Bichromate of Potash মিশ্রিত গরম জলে (শতকরা ২ ভাগ) তাহা আবার নাড়া চাড়া হয়। পরে পরিষ্কারজলে ধুইয়া শুকাইতে হয়। ছিট কাপড়ের সূতা বা সতরঞ্চি সূতার জন্য এই রং প্রশস্ত।

সাধারণতঃ সূতা বা সূতার কাপড় কটা ও কাল রং করিবার জন্য খয়ের বেশী ব্যবহার করা হয়। রেশমে কাল রং করিবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়। সূতার কাপড়ে সাধারণতঃ ইহা Bichromate of potash অথবা Chrome alum এর সহিত ব্যবহার করা হয়।

অযোধ্যা খাকী রং

বাবুলের ছাল এবং পলাশের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে খয়ের মিশাইয়া তাহাতে কাপড় সিদ্ধ করা হয় এবং পরে তাহা নিংড়াইয়া বাতাসে শুকাইয়া পাকা একপ্রকার খাকী রং হয়।

চামড়া প্রস্তুত

যে খয়েরে চামড়া প্রস্তুত করিতে হইবে তাহাতে খয়ের-কষায়ীন বেশী হওয়া আবশ্যক ও খয়েরীন তাহাতে না থাকাই ভাল। ইহা দ্বারা প্রস্তুত চামড়া অপেক্ষাকৃত কাল রংএর হয় কিন্তু এই চামড়া খুব টেকসই হয় না ; তবে চামড়া ইহাতে খুব শীঘ্র প্রস্তুত হয় এবং এজন্য খরচ কম পড়াতে ইংলণ্ডে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের আব-হাওয়ায় এই চামড়া খুব টেকসই হইবে না, কিন্তু ইহা দ্বারা সস্তা রঙ্গীন চামড়া প্রস্তুত হইতে পারে ও তাহার যথেষ্ট কাটতি হইবে। কাণপুরে রং গাঢ় করিবার জন্য চামড়ায় খয়ের ব্যবহার করা হয়। শুনিয়াছি গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে সমান পরিমাণ গাম্বীয়র খয়ের ও sulphite cellulose extract নামক পদার্থের সাহায্যে নূতন উপায়ে ও কম খরচে চামড়া রং ও রঞ্জন বিষয়ে অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতেছে। এই দুইটী পদার্থ আমেরিকায় Quebracho extract নামক অধিক মূল্যের কষায়ীনের স্থানে ব্যবহৃত হইতেছে।

গাম্বীয়ের খয়েরের স্থানে অন্য ভারতীয় খয়ের ব্যবহার করিয়া দেখা যাইতে পারে; এবং sulphite cellulose ext. সম্ভবতঃ বড় কাগজের কারখানাগুলি হইতে নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ের বিস্তারিত খবর ১৯১৫ সালের Shoe and Leather Reporter নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল

ইংলণ্ডে বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্রে মাছ ধরিবার জাল রং করিবার জন্য খয়ের বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাতে জাল খুব টেকসই হয়। কষায় বলিয়া ডাক্তারী ও কবিরাজী ঔষধে খয়ের যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। খয়ের হইতে প্রস্তুত কয়েকটী সহজ উপকারী ঔষধের বিষয় এখানে লিখিলাম

দাঁতের গোড়া, জিহ্বা ও দাঁতের পীড়া

খয়ের ওজনে পাঁচগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক অষ্টমাংশ থাকিতে, জায়ফল, কর্পূর ও সুপারীর গুঁড়া দ্বারা সুগন্ধি করিয়া ছোট ছোট গুলী প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। এই গুলি মুখে রাখিলে পীড়ায় উপশম হয়।

পুরাতন দুর্গন্ধযুক্ত ঘায়ের মলম

খয়েরের গুঁড়া বিশুদ্ধ চর্ব্বীর সহিত মিশাইয়া মলম করিতে হইবে। ইহা পুরাতন ও গন্ধযুক্ত গালত ঘায়ে ব্যবহার করিলে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। খয়ের সিদ্ধ জলে ঘা ধৌত করা ও সেঁক দেওয়াতেও অনেক উপকার পাওয়া যায়।

কবিরাজী খদিরাদি ঘৃত খয়ের হইতেই প্রস্তুত হয়।

এককালে শক্ত করিবার জন্য তেলা খয়ের

চূণ ও সুরকীর সহিত পাকা ইমারতে ব্যবহৃত হইত। খয়েরের দ্বারা ছোট ছোট বাগান ও পুতুল প্রস্তুত করিয়া বিবাহের সময় উপঢৌকন দেওয়া এক সময় অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের অতি প্রিয় ছিল। যে যে কারণে ভারতের খয়ের ব্যবসায় অনেকটা বিনষ্ট হইয়াছে এখন তাহার কারণ আলোচনা করিব এবং প্রসঙ্গক্রমে তাহা কি প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

আমদানী রপ্তানি

(১) বিদেশী খয়েরের প্রতিযোগিতা

মালয় উপদ্বীপের গাম্বীয়রের প্রতিযোগিতাই ইহার এক প্রধান কারণ। এ বিষয়ে গাম্বীয়রের কতকগুলি প্রকৃতিজাত সুবিধা আছে। প্রথম যে গাছ হইতে সেখানে খয়ের প্রস্তুত হয় তাহার দস্তুর মত চাষ হইতে পারে ও তাহার পাতা ও কচি ডাল হইতে খয়ের প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং গাছগুলি নষ্ট হয় না ও ফসলও অল্প সময়ে তৈয়ারী হয়। এজন্য ইহার দামও অতি সস্তা। তারপর গুণ বিষয়েও এই খয়ের উৎকৃষ্ট। ইহাতে প্রায় সমান পরিমাণ খয়েরীন ও খয়ের কষায়ীন থাকে এবং রং-এও অনেক পাতলা। আরও বিশেষ সুবিধা এই যে গুণে ইহার তারতম্য বেশী হয় না। মালয়জাতঃ সমস্ত খয়েরই প্রায় একপ্রকার। ইহার গুণ এইরূপ জানা থাকায় ও নির্দ্দিষ্ট বলিয়া পাশ্চাত্য দেশের নানা শিল্পে ইহার আদর বাড়িয়াছে। কারণ এই বৈজ্ঞানিক যুগে কোন শিল্পই অনুভবে করা পোষায়ঃ না। নানা শিল্পে যে যে বস্তু ব্যবহৃত হয়, তাহার উৎকৃষ্টতা ও বিশুদ্ধতা কারখানায় পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। যে বস্তু বাজারে সর্ব্বদাই অবিকৃত অবস্থায় ও একই গুণযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা

শীঘ্রই পরিচিত হইতে পারে ও আপনার বিশিষ্ট স্থান করিয়া লয়। ভারতবর্ষে খয়েরের বড় জঙ্গলগুলি মাত্র কয়েকস্থানে সরকারী জঙ্গল বিভাগের অধীনে রক্ষিত। যেমন,—ব্রহ্মদেশ, কুমায়ুন, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে। প্রতি বৎসর অতি অল্প সংখ্যক গাছই কাটিবার জন্য পাওয়া যায়। অন্যান্য অনেক স্থানে জঙ্গলরক্ষণ-নীতি না থাকায় অনেক খয়েরের জঙ্গল আপাতলাভের জন্য অশিক্ষিত লোকের দ্বারা উজাড় হইয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে। অনেক স্থানে খয়ের কাঠ কেবল লাকড়ীরূপেই ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে কোন খয়ের প্রস্তুত হয় না। খয়ের গাছ খয়ের প্রস্তুতের উপযুক্ত হইতে কম পক্ষেও ৭।৮ বৎসর লাগে। সুতরাং এই জঙ্গল উজাড় করায় খয়ের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হয়। দেশীয় রাজ্যসমূহেও অভিজ্ঞতার অভাবে বিশেষ কোন রক্ষণ-নীতি নাই; তাই সেখানেও জঙ্গলে অনেক খয়েরগাছ বৃথা নষ্ট হয়। এ বিষয়ের উন্নতি ভারত গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টগুলির হাতেই রহিয়াছে।

তারপর ভারতের খয়ের নানাস্থানে নানা প্রকারের প্রস্তুত হয়। কোন স্থানেই এক প্রকারের খুব বেশী খয়ের হয় না, এক প্রকারের সহিত অন্য প্রকারের গুণ, রং বা মূল্যেরও কোন সাদৃশ্য নাই। তাই বিদেশী বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহা পিছু হটিতেছে। নানা প্রকারের খয়ের একত্র হইয়া গেলে তাহার গুণের কিছু স্থিরতা থাকে না এবং বিদেশের বাজারেও ইহা সন্দেহের চক্ষে দেখা হয়। যখন ইহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, তখন চলিত; কারণ তখন ইহাই একমাত্র খয়ের ছিল। কিন্তু এখন মালয় উপদ্বীপের ভাল মাল যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান কালের বাণিজ্যক্ষেত্রে কাঁচা মাল বিশুদ্ধ ও একই গুণযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা তাহা টিকিবে না। খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও ব্রহ্মদেশীয় খয়েরও অপেক্ষাকৃত ময়লা ও ভেজালশূন্য বলিয়া গুণেও অনেকটা একই প্রকার বলিয়া বহুকাল হইল বিদেশের বাজারে সুপরিচিত ও স্বস্থান অধিকার করিয়া আছে। এমন কি, ভারতীয় খয়ের হইতেও ইহা বেশী আদর পাইয়া থাকে। তাহার এক প্রধান কারণ যে, ইহার উপর নির্ভর করা যায়; কিন্তু ভারতীয় খয়েরের গুণের উপর নির্ভর করা কঠিন। ভারতীয় খয়ের অনেক স্থানেই অতি অসাবধানতার সহিত প্রস্তুত হয়। তাহাতে বালি, ছাই, কাঠ ও অন্যান্য অনেক ময়লা থাকে, ভেজাল হয় বলিয়াও শুনা যায়। এইরূপ অপরিষ্কার হওয়ার দরুণ ও ভেজাল থাকে বলিয়া ভারতের অনেক কাঁচা ও তৈয়ারী মালই বিদেশের বাজারে অতি কম মূল্যে বিক্রীত হয়। অথচ সেই সব মালই বিশুদ্ধ ও একই প্রকার গুণযুক্ত হইলে আরও বেশী মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। এজন্য শিক্ষিত লোকের ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ভারতের খয়ের ব্যবসায়কে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নত ও স্থায়ী করিতে হইলে যাহাতে খয়েরের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার চেষ্টা আবশ্যক। এজন্য খয়েরের জঙ্গল বৃদ্ধি, স্বাভাবিক উপায়ে জঙ্গলে খয়ের বৃক্ষ রোপণ ও পালন এবং নিয়মিতরূপে জঙ্গল রক্ষণ ইত্যাদি করিতে হইবে।

ইহা সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের কাজ। খয়েরগাছ সমগ্র ভারতের বহু স্থানেই জন্মিয়া থাকে ও এখনও ইহার যথেষ্ট জঙ্গল রহিয়াছে; ইহাও উপযুক্তভাবে রক্ষণ

ও সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারে আনা আবশ্যক। বর্ত্তমান অবস্থাতেও খয়ের প্রস্তুতের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু এখন সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য হইতেছে খয়ের উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত করা এবং গুণ ও বিশুদ্ধতা বিষয়ে একটা আদর্শ (standard) স্থাপন করা। ইহার ফলে ভারতীয় খয়ের ব্যবসায় স্থায়ী হইবে ও পরে ইহার দ্রুত উন্নতি সহজ হইবে

(২) নিম্নশ্রেণীর খয়ের রপ্তান

ভারতীয় খয়ের—যাহা বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহা সাধারণতঃ কম মূল্যের খয়ের ও একন্য ভেজাল ও নানাপ্রকার ময়লা পরিপূর্ণ। ভারতে জনকপুরী ও কুমায়ুনী যে সব বিশুদ্ধ খয়ের পানে ব্যবহৃত হয়, তাহা রপ্তানি হয় না, কারণ তাহা অধিক মূল্যের ও ভারতেই তাহার যথেষ্ট কাট্‌তি আছে ও সম্ভবতঃ ভারতের অভাবই ইহা দ্বারা পূর্ণ হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ভারতের মধ্যমশ্রেণীর খয়ের কতক পরিমাণে রপ্তানি হয়, কিন্তু রপ্তানির বেশীর ভাগই নিম্নশ্রেণীর সস্তা মাল, এবং 'সস্তার তিন অবস্থা' এই প্রবাদ বাক্যটি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সস্তা খয়েরে খয়েরীনের ভাগ নামমাত্র, খয়ের কষায়ীনও খুব যে বেশী থাকে তাহা নহে। সুতরাং বিদেশে যে যে শিল্পে ইহা ব্যবহার করা হয়, ইহা সেখানে এই কারণে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় ও এই-রূপেই ইহার দুর্ণাম হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ণাম দূর করিতে হইলে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় খয়ের বিদেশে পাঠাইতে হইবে এবং মূল্যে ও গুণে যাহাতে গাম্বীয়র ও পেগু খয়েরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বিশুদ্ধতা ও standard ঠিক করিতে হইলে সহজ উপায় হই-তেছে খয়ের কষায়ীন ও খয়েরীন এই দুইটী পৃথক বস্তুকে পৃথকভাবে প্রেরণ করা। কারণ এই দুইটী বস্তুর আপন আপন গুণের উপরই খয়েরের বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার নির্ভর করিতেছে। এরূপ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইলে ঔষধেও ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) উপযুক্ত শিক্ষার অভাব

বর্ত্তমান বাণিজ্য বিষয়ক উপযুক্ত শিক্ষার অভাবও এই শিল্পটীর অবনতি হইবার এক কারণ। আমাদের দেশের মহাজনগণ ব্যবসায়ের কোন কোন বিষয়ে বেশ চতুর, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশীয় বণিকগণের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠেন না। বর্ত্তমান জগতের বাণিজ্য একটী বিশাল ব্যাপার ও ইহার সমস্ত খুটীনাটী বুঝিয়া বিদেশের সহিত ব্যবসায় বজায় রাখিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মহাজনদের মধ্যে এই শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। কারণ দেশে এরূপ শিক্ষা দেওয়াই হয় না। তাই তাঁহারা সেই আবহমান কাল হইতে প্রচলিত পুরাতন প্রথাতেই ব্যবসায় চালাইতেছেন। কিন্তু এই বহু পুরাতন প্রথা বর্ত্তমান উন্নতিশীল জগতের বাণিজ্যক্ষেত্রে একবারে অচল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে খয়ের প্রস্তুতকারী জঙ্গলাবাদী লোক-গণ ঋণের দায়ে মহাজনের হাতে বাঁধা থাকে। অনেক স্থলেই মহাজনেরা স্ব নির্দ্দিষ্ট দামে সমস্ত খয়ের গ্রহণ করেন না। সুতরাং যেখানে এরূপ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ সেখানে ওজন বাড়াইবার জন্য খয়েরে যে মাটী, বালু, কাঠ, ছাই অতি রিক্ত

পরিমাণ থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এ বিষয়ে কেবল মহাজনগণেরও দোষ দেওয়া যায় না। এই খৈরীগণ অন্য কোন কাজ বিশেষ কিছু করে না, ও মহাজনের নিকট টাকা ধার লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহা খাইয়া ফেলে ও এইরূপে তাহার কাছে চিরকাল ঋণে আবদ্ধ হইয়া থাকে। সময়ে সুযোগ পাইলে ঋণ শোধ না করিয়া পলাইয়া যায় ও অন্য কাজে মজুরী করে এবং অনেকে পূর্ব্ব ব্যবসায় ছাড়িয়াও দিয়াছে। এই প্রথাটা এমনই লক্ষ্মীছাড়া যে ইহাতে লক্ষ্মী কখনই থাকিতে পারে না। এই ব্যবসায়ে শিক্ষিত লোকের আবির্ভাব না হইলে উন্নতির আশা নাই। শুনিয়াছি যুক্ত প্রদেশের বাহরইচ নামক স্থানে দুই এক বৎসর হইল কোন শিক্ষিত মুসলমান গ্রাজুয়েট এই শিল্পটী হাতে লইয়া বেশ লাভ করিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে কোন শিক্ষিত যুবক অধ্যবসায় ও কর্ম্মতৎপরতার সহিত এই শিক্ষাক্ষেত্রে নামিবেন তিনিই লাভবান হইবেন।

গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

(১) খয়ের ব্যবসায়টা রক্ষা করিতে ও উন্নতি করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য অত্যাবশ্যক। উপযুক্ত জঙ্গল রক্ষণ ও পালন নীতির সাহায্যে গভর্ণমেণ্টের খয়ের বৃক্ষ আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক ও প্রতি বৎসর যাহাতে এক এক স্থানে অপর্য্যাপ্ত গাছ কাটিবার জন্য পাওয়া যায় তাহার বন্দোবস্ত করা দরকার। তারপর লাইসেন্স বা টেণ্ডার বিষয়ক নিয়মগুলি সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য করা উচিত। দেশী ও ইংরাজী সংবাদ পত্রগুলিতে বিস্তৃতভাবে ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত; যথা—কত গাছ কাটিবার জন্য দেওয়া হইবে, তাহা হইতে কত খয়ের হইতে পারে, সেখানে কোন্ শ্রেণীর খয়ের হয়, জল ও মজুরের সেখানে কি সুবিধা আছে, রেল বা জাহাজ হইতে কতদূর ইত্যাদি। অল্প মূলধনের ব্যবসায়ী যাহাতে অংশ পাইতে পারে সে জন্য কতকগুলি লাইসেন্স বা টেণ্ডার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত রাখা দরকার।

(২) খয়ের প্রস্তুত প্রণালী ও ইহার রসায়ণ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সরকারী কর্ম্মচারীগণ ও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ অনুসন্ধান করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু আরও অনুসন্ধানের আবশ্যকতা রহিয়াছে। ভারতের নানাস্থানে যে বিভিন্ন প্রণালীতে খয়ের প্রস্তুত হয় তাহা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহা হইতে আরও কিছু নূতন তথ্য বাহির হইতে পারে। ইহার কয়েকটা প্রশ্ন আমি উন্নত প্রণালীর আলোচনার কালে উঠাইয়াছি। আরও কয়েকটা প্রশ্ন মনে আসিতেছে। ভারতের খয়ের প্রস্তুত প্রণালীতে দেখা যাইবে যে কোন কোন স্থানে (ব্রহ্ম, মান্দ্রাজ, গুজরাট) খয়েরের ঘনরস জ্বাল দিয়া পরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়া হয় ও তাহাতেই খয়ের খুব গাঢ় আঠার মত হয়। ইহার দুইটা কারণ হইতে পারে:—

প্রথমতঃ, ইহার ফলে জলীয় বাষ্প শীঘ্র উড়িয়া যায় ও রস ঘন হয় এবং এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই নাড়ার ফলে বাতাসের অম্লজানের সহিত মিলিয়া (oxidation) কিছু গাঢ় হয়।

ইহা সত্য হইলে ইহার ফলে খয়েরের ওজন বৃদ্ধি হয় কিনা ও কতটা বৃদ্ধি পায় ও খয়েরের গুণ বিষয়ে

কি পরিবর্ত্তন হয় দেখা যাউক। পূর্ব্বে প্রদত্ত খয়েরের বিশ্লেষণ তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে মান্দ্রাজ ও পেগু খয়ের প্রায় একই গুণযুক্ত ও তাহার প্রস্তুতপ্রণালীও একই প্রকার। গুজরাট কম্বল-নিংড়ান ব্যাপারটীর দ্বারাও এই দুইটী কার্য্যই সাধিত হয়; কিন্তু রস সেখানে খুব বেশী জ্বাল দিয়া বেশী ঘন করা হয় না। মান্দ্রাজ, পেগু খয়েরের খয়ের কষায়ীনই বেশী, খয়েরীন নাম মাত্র। বেশী জ্বালে যে খয়েরীন পরিবর্ত্তিত হইয়া খয়ের কষায়ীন হয় তাহাই পূর্ব্বে বলিয়াছি। মান্দ্রাজ ও পেগুর খয়ের কাঠে কি পরিমাণ খয়েরীন থাকে, ও এইরূপ জ্বাল দেওয়াতে তাহা কি পরিমাণে নষ্ট হয়? দেখা গিয়াছে খয়েরীন-যুক্ত খয়েরই ভারতে পানে খাওয়ার জন্য বেশী পছন্দ করা হয় ও বেশী দামে বিক্রী হয়; সুতরাং খয়েরীন এইরূপে নষ্ট না করিয়া তাহা বাঁচাইতে পারিলে বেশী লাভ হইবে কিনা, পূর্ব্বোক্ত তালিকার সুরাটের খয়ের গুণে উৎকৃষ্ট ও জনকপুরী খয়েরের প্রায় সমতুল্য। গুজরাটের প্রস্তুত প্রণালীও উন্নত বলিতে হইবে ও তাহা আরও অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা আবশ্যক। এই সমস্ত অনুসন্ধান ও পরীক্ষা সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারাই সহজে ও সম্পূর্ণভাবে সাধিত হইতে পারে ও ভারত গভর্ণমেণ্টের ইহা অনতিবিলম্বে করা উচিত। এই সব পরীক্ষার ফলাফল কেবল সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ করা যথেষ্ট নহে; কারণ দেশের শিক্ষিত লোক বা জনসাধারণ সে বিষয়ে কিছুই জানিতে পারে না। সরকারী কর্ম্মচারীগণ দ্বারা এই সব ফলাফল দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত করা উচিত। সম্পাদকগণ যে সানন্দে তাহা প্রকাশ করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেশের উদ্যমশীল শিক্ষিত যুবকগণেরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে কার্য্যে লাগিয়া অনুসন্ধান করিয়া কোন তথ্য বাহির করিতে পারেন তবে তাহার ফলে তাঁহারা অত্যন্ত লাভবান হইতে পারিবেন।

(৩) গুজরাটে যে খয়ের গাছের ডাল কাটিয়া খয়ের করা হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে অবলম্বন করা যায় কিনা সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ইহা যদি সম্ভব হয়, তবে মালয় উপদ্বীপের প্রতিযোগিতা করা আরও সহজ হইবে। সম্ভবতঃ মালয়ের Uncaire Gembier গাছ ভারতে প্রচলন করা যাইতে পারে। ভারতের অনেক স্থানের জলবায়ু মালয় হইতে অভিন্ন। এই বৃক্ষের চাষও অল্পায়াসে হইতে পারে ও কৃষকগণের পক্ষে ইহা ক্ষেত্রের চারি পাশে চাষ করা সহজ হইবে ও তাহাতে কৃষকগণের আয়ও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। এবিষয়েও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অত্যাবশ্যক ও দরকারী। কৃষিবিভাগের এ বিষয়ে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক প্রদেশে অন্ততঃ একটী করিয়া উচ্চশ্রেণীর বাণিজ্য বিষয়ক কলেজ ও একটী বাণিজ্য বিষয়ক স্কুল অনতিবিলম্বে স্থাপন করা গবর্ণমেণ্টের আশু কর্ত্তব্য। নতুবা শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে শীঘ্র দেশের কোন উন্নতি সম্ভব হইবে না।

ভারতবর্ষে জাত নানাপ্রকার কাঁচা মাল কোথায় কত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ও কোন্ কোন্ দেশে তাহা রপ্তানি হয় ও সেই দেশে তাহা হইতে কি কি প্রস্তুত হয়, ভারতে তাহা হইতে কি কি প্রস্তুত হইতে পারে, ভারতের কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ কাঁচা মাল হইতে পুরাতন কালাবধি কি কি তৈয়ারী মাল প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাহা কোথায় রপ্তানি হয়, তাহার অবনতির কারণ কি, তাহা উন্নত করিবার উপায় কি ইত্যাদি বিষয় এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি-মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

গিরিডি

জেলা হাজারীবাগ

ই, আই, রেলের মেন লাইনের মধুপুর জংশন হইতে গিরিডি শাখা লাইনে যাইতে হয়। হাওড়া হইতে গিরিডি ২০৬ মাইল এবং মধুপুর হইতে ২৩ মাইল। গিরিডিতে কয়লা ও অভ্রের খনি আছে। ইহা হাজারীবাগ জেলার একটী মহকুমা। স্থানটী স্বাস্থ্যকর। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক বাঙ্গালী এখানে আসেন, এবং অনেকে এখানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। ষ্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে সরকারী ডাকবাংলা এবং ষ্টেশনের দক্ষিণে ধর্ম্মশালা আছে। গিরিডি হইতে গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনের কোদর্মা ষ্টেশন পর্য্যন্ত মটর সার্ভিস আছে। আবার কোদর্মা হইতে হাজারিবাগ পর্য্যন্ত মটর সার্ভিস আছে। এখান হইতে ধানবাদ পর্য্যন্ত আর একটী মটর সার্ভিস আছে।

ইহা ব্যবসায়ের মোকাম। এখানে ধানের কল এবং বিড়ীর কারখানা আছে। লা, তসর, অভ্র, কয়লা, হরিতকী মোহুয়া, সরিষা, বরবটী, ধান, চাল, চামড়া, তেঁতুল প্রভৃতি, এখানকার রপ্তানি দ্রব্য। এখান হইতে ৪ মাইল দূরে পচাম্বা ; ইহাও একটী ব্যবসায়ের স্থান। মির্জাগঞ্জেও কয়েকটী দোকান আছে। পল্লীগ্রাম হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী হয়। ষ্টেশনের সংক্ষিপ্ত নাম G. R. D.

আড়ৎদার

প্রয়াগ চাঁদ শত্রী দাস

মঙ্গল চাঁদ শ্যামানন্দ রায়

ভুরামল বংশী দাস

জানকীদাস জগন্নাথ

খড়োৎ রাম মহলরাম ; শ্যামনানী রাম,

ঠাকুর প্রসাদ

ঔষধ

মুখার্জ্জি এণ্ড কোং

কাপড়

ইকনমিক ষ্টোরস্

জুতা

ওলায়েত হোসেন

কাঁসা ও পিতলের বাসন

সরদার মিঞা

কাপড়

তুলসীরাম বাবুলালরাম
জাতুসাহু গোপালসাহু
ফকিরারাম

অভ্র

হাজারীবাগ মাইকা মাইন কোং লিঃ
জে, এস্, মল এণ্ড কোং

কয়লা

বায়রা কোল এসোসিয়েসন
বেঙ্গল গিরিডি কোল কোং
বুধিয়া কলিয়ারি
করুরবাড়ী ও শ্রীরামপুর কলিয়ারি
ইষ্ট বাড়য়ান কোল কোং

রায় সাহেব সুন্দরমল অভ্রের কাজে বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। গিরিডি হইতে কোদর্মা, সেখান হইতে হাজারীবাগ, রাঁচি, খুঁটী ও চক্রধরপুর পর্য্যন্ত বরাবর মোটর সার্ভ্বিস আছে।

—•—

যশোহর

মনোহারী ও বিবিধ জিনিষ

১। শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় এণ্ড ব্রাদার্স
২। শ্রীদীনবন্ধু সাহা
৩। শ্রীকালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
৪। শ্রীবাণেশ্বব পাঁড়ে
৫। শ্রীশরৎচন্দ্র সাধু
৬। শ্রীপিয়ারীলাল সাহা এণ্ড সন্স্
৭। চিরুণী ফ্যাক্টরী, রেল রোড্, যশোহর

বস্ত্র ব্যবসায়ী

১। শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় এণ্ড ব্রাদার্স
২। অন্নপূর্ণা বস্ত্রালয়
৩। শ্রীতুলারাম মাড়োয়ারী
৪। স্বদেশী বস্ত্রালয়
৫। খাদি-প্রতিষ্ঠান (শাখা)
৬। শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র খাঁ

কাঁটা কাপড়ের দোকান

১। শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় এণ্ড ব্রাদার্স
২। শ্রীপঞ্চানন নাথ
৩। শ্রীপূর্ণেন্দু বিশ্বাস

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১। শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার কবিরাজ মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় নিকেতন।
২। শ্রীহট্ট মুক্তকেশী ঔষধালয়
৩। কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার মহাশয়ের ঔষধালয়
৪। শান্তি ঔষধালয়
৫। যোগেন্দ্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়

এলোপ্যাথি ঔষধালয়

১। হালদার ব্রাদার্স
ডাঃ—শ্রীধর হালদার
২। প্যারাগণ ফার্ম্মেসী
ডাঃ—পূর্ণচন্দ্র বসু
৩। শঙ্কর ভট্টাচার্য্য
ডাঃ—বিমল চন্দ্র রায় চৌধুরী
৪। ইউনিটী ফার্ম্মেসী
ডাঃ—জীবনরতন ধর
৫। কমলা ঔষধালয়
৬। কালীপ্রসন্ন দত্ত এণ্ড সন্স
৭। এইচ, এন, চ্যাটার্জ্জী ব্রাদার্স
ডাঃ—নরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

হোমিওপ্যাথি ঔষধালয়

১। মহেন্দ্র ফার্ম্মেসী
ডাঃ—রামপদ রায়
২। ডাঃ চারুচন্দ্র হালদারের ফার্ম্মেসী
৩। ডাঃ অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফার্ম্মেসী

আলু ব্যবসায়ী

শ্রীকেদার নাথ কাপুড়িয়া

চাউল ব্যবসায়ী

১। শ্রীকালীনাথ সাহা
২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা
৩। শ্রীযতীন্দ্র নাথ সাহা

মৎস্য ব্যবসায়ী

শ্রীনরেন্দ্র নাথ চৌধুরী

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী

১। শ্রীবিনোদলাল মোদক
২। শ্রীগোকুলচন্দ্র মোদক
৩। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মোদক

সাইকেল ব্যবসায়ী

১। শ্রীবীরেশ্বর রায় চৌধুরী
২। আবদুল হামিদ
৩। শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ
৪। শ্রীআশুতোষ হালদার

ঘড়ী ব্যবসায়ী

১। শ্রীরসিকলাল ঘোষ
২। শ্রীরঞ্জন বিলাস কাশ্যপী
৩। শ্রীজগন্নাথ দত্ত
৪। শ্রীপঞ্চানন দাস

কয়লা ব্যবসায়ী

শ্রীউপেন্দ্র নাথ কুণ্ডু

ইষ্টক ব্যবসায়ী

১। শ্রীবেণীমাধব মিশ্র
২। শ্রীমাণিক মিস্ত্রী
৩। মঙ্গলজান বিশ্বাস

কেশবপুরগামী মোটর কোম্পানী

১। এস্, কে, মল
২। বি, সি, মুখার্জ্জী
৩। যোগমায়া মোটর সার্ভিস।
৪। এন, এন ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানী

থাকুয়াগামী মোটর কোম্পানী

১। এম, এন, কুণ্ডু ব্রাদার্স
২। বিশ্বাস কোম্পানী
৩। ঘোষ এণ্ড বোস কোম্পানী
৪। কমলা মোটর সার্ভিস

চোগাছা মোটর কোম্পানী

১। হাজী আবদুল বারি
২। ঘোষ এণ্ড বোস কোম্পানী

ঝিনাইদহ গামী মোটর কোম্পানী

লক্ষ্মী মোটর কোম্পানী
এম, এন কুণ্ডু ব্রাদার্স

প্রেস

১। যশোহর পত্রিকা প্রেস
২। কল্যাণী প্রেস
৩। হিন্দুপত্রিকা প্রেস

ব্যাঙ্ক

১। দি লোন কোম্পানী
২। দি ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক
৩। দি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
৪। দি ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী
৫। দি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

জুয়েলার্স

১। শ্রীগোকুল চন্দ্র দত্ত
ভুড়িপটী
২। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বসু
কাপুড়িয়া পটী
৩। শ্রীকালীপদ ধর
চৌরাস্তা
৪। শ্রীবলরাম দে
চৌরাস্তা
৫। শ্রীত্রৈলোক্য নাথ রায়
কাপুড়িয়া পটী

শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার
কবিরাজ, যশোহর।

সমসের নগর

পোঃ সমসের নগর
বিবিধ জিনিষের ব্যবসায়ী
জিঃ শ্রীহট্ট

১। নৌসা মিয়া ও আতর মিয়া
২। মেসার্স রামছিজ এণ্ড কোং
৩। সুরুজ মিঞা এণ্ড সন্স
৪। রামকৃষ্ণ সাহা এণ্ড ব্রাদার্স
৫। রহিমউল্লা এণ্ড ব্রাদার্স
৬। রহিম উল্লা ও আম্বর উল্লা
৭। উস্তার মিয়া এণ্ড ব্রাদার
৮। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৯। মুন্সী ইয়াকুব উল্লা

মনোহারী দোকান

১। মেসার্স রাধা কিষণ এণ্ড ব্রাদার্স
২। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৩। রামকৃষ্ণ সাহা এণ্ড ব্রাদার্স

কাপড় বিক্রেতা

১। রামকৃষ্ণ সাহা এণ্ড ব্রাদার্স
২। মেঃ রাম ছিজ এণ্ড কোং

কাটা কাপড় বিক্রেতা

১। মুন্সী ফুরকান উল্লা, কোর্বান উল্লা, সোলতান মোহম্মদ
২। " এরফান আলী এণ্ড সন্স

গুড় ব্যবসায়ী

১। আশ্‌রাফ্‌ ব্রাদার্স এণ্ড কোং কমিশন দালাল
২। রহিম উল্লা ও আম্বর উল্লা
৩। আরব উদ্দিন এণ্ড ব্রাদার্স

চামড়া ব্যবসায়ী

১। মোহাম্মদ মুছা এণ্ড ব্রাদার্স
২। আশ্‌রাফ ব্রাদার্স এণ্ড কোং কমিশন এজেণ্ট

করগেট টিন ও লৌহ বিক্রেতা

১। আশরাফ্‌ ব্রাদার্স এণ্ড কোং কমিশন এজেণ্ট
২। মুন্সী নৌসা মিঞা এণ্ড সন্স

ঔষধ বিক্রেতা

১। ডাক্তার শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্ত

মটরওয়ালা

১। এরফান আলী এণ্ড সন্স
২। রামবিলাস এণ্ড কোং

গো-শকট তৈয়ারকারী

১। রাজারাম, রাজকুমার লোহার কমিশন এজেণ্ট

কমিশন এজেণ্ট

কলিকাতার মাল মফঃস্বলে ও মফঃস্বলের মাল কলিকাতায় আমদানী ও রপ্তানি কারক।

আশ্‌রাফ্‌ ব্রাদার্স এণ্ড কোং

C/o. এন, মিঞা এণ্ড সন্স।

ষ্টেশন, পোঃ সমসের নগর, জিঃ শ্রীহট্ট।

ফুলের বাগান

সারা বছরের মধ্যে বাংলাদেশে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে অত্যন্ত গরম পড়ে। চারিদিক হ'তে গরম বাতাস বহিতে থাকে এবং জলাভাবে মাটি শুকাইয়া যায়. কিন্তু এই দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে এইটুকু ভরসা যে মধ্যে মধ্যে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই গাছপালা বাঁচিয়া থাকে। এ সময়ে ফুলের বাগানে বিশেষ কিছু করিবার নাই, কেবলমাত্র ফুলগাছের গোড়ায় উপযুক্ত পরিমাণ জল দিবে এবং গাছের গোড়ায় মাটী যাহাতে শুকাইয়া ফাটিয়া না যায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

এই সময়ে অনেক ফুলগাছের নূতন পাতা গজায়। এইরূপ কচি পাতা ও নানাবিধ মনোহর ফুলে শোভিত গাছ একটা দেখিবার মত জিনিষ।

এই সময়ে ফুলের বাগানে প্রবেশ করিলে নানাবিধ ফুলের মনোহর শোভা ও সুবাসিত গন্ধে নয়ন মন প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। মূল জাতীয় গাছ সমূহ এই সময় খুব বাড়িতে থাকে। ইহাদের গোড়া জল দিয়া বেশ করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে, কিন্তু বেশী জল দিলে গাছ মরিয়া যাইবে। চন্দ্র মল্লিকার এখন প্রায় ফুল দেওয়া শেষ হইয়াছে। সুতরাং ইহার গোড়ায় আর জল দেওয়ার দরকার নাই, গাছ শুকাইয়া গেলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

সব্জি বাগান

বরবটী গাছের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কারণ এই সময় ইহার ফল ধরিবে; সুতরাং বরবটী গাছের গোড়ায় জল দিবে। এই সময় নানাবিধ দেশীয় শাকসব্জীর বীজ রোপন করিবে। কোন ভাল ফসল লাগাইতে হইলেও এই সময়েই লাগাইবে।

ফলের বাগান

এই সময়ে আপেল গাছে পাতা গজাইবে, সুতরাং আপেল গাছের গোড়ায় প্রায়ই মধ্যে মধ্যে জল দিবে। দ্রাক্ষালতার গোড়াতেও সেইরূপ জল দিবে। এই সময়ে আনারস গাছের গোড়ায় উপযুক্ত পরিমাণ জল দিবে। এই সময়ে আম, জাম, খেজুর, তাল, জামরুল ইত্যাদি নানাবিধ ফল পাওয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠের শেষ ও আষাঢ়ের প্রথম পক্ষ

পূর্ব্ব মাসে, যে সকল শাক-সব্জীর বীজ রোপণ বা বপন করা হইয়াছে; এই মাস পর্য্যন্তও তাহা রোপণ বা বপন করা যাইতে পারে। যাঁহারা আশ্বিনের প্রথমেই শীতের শাকসব্জী পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সময় ঘরের মধ্যে কাঠের বাক্সে

ফুলকপি, শালগম, বাঁধাকপি প্রভৃতির বীজ লাগাইতে পারেন, এবং ক্ষেতে পালং শাকের বীজ বুনিতে পারেন। উচ্ছে, করলা, সীম, বরবটী, লাউ, কুমড়া, নানাবিধ শাক ও অন্যান্য তরীতরকারীর বীজ যাঁহারা এখনও লাগাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের এই শেষ সময়; এখন না লাগাইলে বর্ষার মুশলধারায় বীজ এবং কচি চারা পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

তুলা প্রসঙ্গ

বস্ত্রশিল্পের প্রধান উপকরণ তুলা. এই তুলা যে দেশে যত অধিক পরিমাণে জন্মায় সে দেশের বস্ত্রশিল্প তত সহজে পৃথিবীর অন্যান্য দেশজাত বস্ত্র শিল্পের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে—অবশ্য যদি অন্যান্য কার্য্যকারণ পরম্পরাও তাহার অনুকূলে থাকে। শুধু তুলা বেশী জন্মাইলেও আদার হইবে না; তাহার আঁশ লম্বা হওয়া চাই এবং তাহা আবার কোমল ও মসৃণ হওয়া চাই।

আমেরিকা দেশজাত তুলার এই গুণগুলি সব চেয়ে বেশী এবং সেখানে তুলা জন্মায়ও অপর্য্যাপ্ত; তাই তুলার জন্য সমগ্র জগতে আমেরিকায় স্থান সকলের উপর, তার নীচে মিশর দেশের তুলা, তার পর ভারতের তুলা। ভারতের তুলা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও সমগ্র পৃথিবীতে তুলার টান্ এত বেশী যে প্রতি বৎসর ভারত হইতেও বহু টাকার তুলা বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে. গত কয়েক বৎসর ভারত হইতে কোথায় কত পরিমাণ তুলা রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম।

আমেরিকার মিসিসিপি নদীর উভয় তীরস্থ উর্ব্বর ভূভাগই তুলার জন্য বিখ্যাত। মিশর দেশের নীল নদ, ভারতের ভাগীরথী এবং পাঞ্জাবের পঞ্চ আপ প্রবাহিত ভূভাগ যেমন নানা শস্যের আকর স্থান, মিসিসিপি নদীর তীরস্থ বিস্তৃত ভূভাগ ও তেমনি সুবিখ্যাত আমেরিকান তুলার জন্মস্থান। এ বৎসর বন্যার ভীষণ প্লাবনে এই বিস্তৃত ভূভাগের যাবতীয় শস্য সম্পদ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবং এই দারুণ প্লাবনে যে কত কোটী টাকার ক্ষতি হইয়াছে তাহা আজিও নির্ণয় করা যায় নাই। আমেরিকার তুলা এইরূপ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র তুলার বাজার এবার চড়িয়া যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করিতেছেন। এই জন্য আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তুলা সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রদান করিলাম। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীগণ ইহা হইতে অনেক বিষয় ভাবিয়া কাজ করিবার সুযোগ পাইবেন।

বিদেশে তুলার উৎপন্নের অবস্থা

১৯২৬ সালে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ এ ৪৭৬৫৩০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছিল এবং ইহাতে চারিশত পাউণ্ডের ২০২১২০০০ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯২৫ সনে ৪৬০৫৩০০০ একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছিল এবং ইহাতে ২০১৫০০০০ গাঁইট তূলা পাওয়া গিয়াছিল। সুডানে (Sudan) ১৯২৫-২৬ সালে—১২৭০০০ গাঁইট তূলা পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে অনুমান ১৪২০০০ গাঁইট তূলা পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান বৎসরে মিশরে ১৮৫৪০০০ একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছে এবং ইহা হইতে অনুমান ১৭৮৯০০০ গাঁইট তূলা পাওয়া যাইবে।

উগান্দায় বর্ত্তমান বৎসরে অনুমান ৫৮৬০০০ একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর ৬১৭০০০ একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে কোরিয়াতে অনুমান ৫২২০০০ একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছে এবং ইহাতে চারিশত পাউণ্ডের ১৮৪০০০ গাঁইট তূলা পাওয়া যাইবে। কিন্তু গত বৎসরে কোরিয়াতে ৪৮৫০০০ একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছিল এবং ১৪৯০০০ গাঁইট তূলা পাওয়া গিয়াছিল

ভারতবর্ষ হইতে তূলার রপ্তানি

গত পাঁচ বৎসরে সমুদ্র পথ দিয়া বিদেশে কি পরিমাণ তূলা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশের নাম	১৯২১-২২ হাজার বেল হিঃ	১৯২২-২৩ হাজার বেল হিঃ	১৯২৩-২৪ হাজার বেল হিঃ	১৯২৪-২৫ হাজার বেল হিঃ	১৯২৫-২৬ হাজার বেল হিঃ
যুক্ত রাজ্য	৬৭	২২৩	২৮৮	২১৬	১৫৩
জার্ম্মাণী	২৭০	২০৫	১০৯	২৩০	১৫৩
বেলজিয়ম	২৩২	২৩৪	২৫৭	২৩৮	২১০
ফ্রান্স	৮৯	১৩০	১৭৩	১৮০	১৭৫
স্পেন	৩৮	৬২	১৩৬	৬০	৭১
ইতালী	১৯৮	৩০৯	৬০২	৪৮২	৩৮৮
চীন	৫৩৪	৩৭৬	২৪৩	৩৫৫	৫২১
জাপান	১৬৬৩	১৭৫৯	১৩৮৪	২১০১	১৯৯৫
অন্যান্য দেশ	৭৯	১৩৫	১৫৮	১৩৬	১০৯
মোট	৩১৭০	৩৪৭৩	৩৪৫০	৩৯৯৮	৩৭৭৫

ভারতে তূলার শেষ বিবরণ

১৯২৬-২৭

প্রদেশ ও ষ্টেটের নাম	কত একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছে	কত বেল তূলা পাওয়া গিয়াছে
বম্বে	৬৭৬৬০০০০	১২৬৭০০০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৪৯৮২০০০০	৯০০০০০০
মাদ্রাজ	২৩০০০০০০	৪০০০০০০
পাঞ্জাব	২৭৯৯০০০০	৫৯৮০০০০
যুক্ত প্রদেশ	৮০৭০০০০	২৫৭০০০০
বর্ম্মা	৪৩৮০০০০	৭৩০০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৭৯০০০০	১৪০০০০
বাংলাদেশ	১৬৫০০০০	৬১০০০০
আজমীর	৪৩০০০০	১৫০০০০
আসাম	৪৬০০০০	১৫০০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৯০০০০	৫০০০০
দিল্লী	৪০০০০	১০০০০
হায়দ্রাবাদ	৩২৬৭০০০০	৮০৮০০০০
মধ্য ভারত	১২৯৮০০০০	২১২০০০০
বরদা	৭৬১০০০০	১২৪০০০০
গোয়ালিয়র	৬৪৯০০০০	১০৭০০০০
রাজপুতানা	৪১৪০০০০	৮১০০০০
মহীশূর	৯৭০০০০	২৫০০০০
মোট	২৪৯৭২০০০০	৪৯৭৩০০০০

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের মধ্যে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল।

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	কি কি দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে।	জরিমানার পরিমাণ
নখিলাল ব্রাহ্মণ ২৬ জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট্	ঘিয়ে ভাজা কচুরী	২৫৲
সরফ আলি মহম্মদ আলি ২৫ এজরা ষ্ট্রীট্	ঘি	২৫৲
বৃন্দাবন মাজি ১২ লোয়ার চিৎপুর রোড্ (টেরিটি বাজার মার্কেট)	সরিষার তৈল	২০৲
হরিবলো ঘোষ ৫৭ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্	চা	৪০৲
নুর মাহাম্মদ ও আবদুল হামিদ ৩ রাজ মোহন ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	১০০৲
কিশোরীলাল দাস ১২ লোয়ার চিৎপুর রোড (টেরিটি বাজার মার্কেট)	ঘি	৪০৲
মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ২২৯ হ্যারিসন্ রোড্	দুধ	৪০৲
দিবাকর ঘোষ বৈঠকখানা বাজার	সাগু	৬৲
আবদুল গফুর ১৬ পাটওয়ার বাগান লেন	ঘি	৩০৲
তারিফ মণ্ডল ৭০ বৈঠকখানা রোড্	সরিষার তৈল	২৫৲
দিনবন্ধু ১১-১ নেবুতলা লেন	বুঁদিয়া	২৫৲
আমিরালি বাচু ১২-বি পাট্ওয়ার বাগান	ঘি	৬০৲
অতুলচন্দ্র গড়াই ৫৯-১ আপার সারকিউলার রোড্	সরিষার তৈল	২৫৲
গোবর্দ্ধন ঘোষ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার	দুধ	৩০৲
শ্রীনিবাস ঘোষ সাং ঐ	ঐ	৩৫৲
কালিভূষণ ঘোষ সাং ঐ	ঐ	৩৫৲
দাউদ মিয়া	ঐ	২৪৲
মন্মথ ঘোষ সাং ঐ	ঐ	২৫৲
চারু ঘোষ পুরাতন বৈঠকখানা বাজ	ঐ	২৫৲
তারিণী ঘোষ সাং ঐ	ঐ	৫০৲
প্রতাপ চন্দ্র দাস সাং ঐ	সরিষার তৈল	৩৫৲

নাম ও ঠিকানা	দ্রব্য	মূল্য
নগেন ঘোষ	দুধ	৩০৲
সাং ঐ		
শশীভূষণ ঘোষ	সরিষার তৈল	২১০৲
২৩-১এ জাষ্টিস্ দ্বারকা নাথ রোড্		
ভরত চন্দ্র দত্ত	ঐ	৪০৲
১৮-১ জাষ্টিস্ দ্বারকা নাথ রোড্		
হরেন্দ্রলাল সূর্য্যমল	ঐ	৩১৲
৫৯ টালিগঞ্জ রোড্		
ফুলচাঁদ সীতারাম	ঐ	৫০৲
১ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন		
ছোট্‌লাল	ঐ	৪০৲
জগুবাবু বাজার		
সীতারাম রাম প্রতাপ	ঐ	৫০৲
সাং ঐ		
কৃষ্ণপ্রসন্ন সিংহ	ঘি	১৫০৲
গ্রাজুয়েট্ ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং		
১০৭ টালিগঞ্জ রোড্		
সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সন্দেশ	৫০৲
১০৬ শোভাবাজার ষ্ট্রীট্		
হরকিশোর দাস	মাখম	৪৲
৯৮ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্		
হরিচরণ বর্দ্ধন	ছানা	৫৲
৩৫৬ অপার চিৎপুর রোড্ (নুতন বাজার)		
উমেশ চন্দ্র দে	ঘি	৮০৲
১৭২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্		
শচীন্দ্র নাথ বসু	দুধ	৪০৲
৪৪-১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্		
গোপাল চন্দ্র ভড় ও গৌড় চন্দ্র ভড়	বালি পাউডার	৩৲
৩৩ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্		
কালিপদ লাহা	সরিষার তৈল	১৫৲
২২ নায়ের বাগান ষ্ট্রীট্		
সুধীর ঠাকুর পাণ্ডা	ছানা	৮৲
৩৫৬ অপার চিৎপুর রোড্ (নতুন বাজার)		
রামদাস বারুই ও অন্যান্য	সন্দেশ	২০৲
৩৫৮-১ আপার সারকিউলার রোড্		
নাজীর আহম্মদ	ঘি	৪০৲
২৬ নীলমাধব সেন লেন		
শশীভূষণ ঘোষ	দুধ	২৫৲
২২-৪ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্		
কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ	ঘি	৩৫৲
৩৫ চট্‌ওয়ালা গলি		
নিশিকান্ত দে	সরিষার তৈল	৪০৲
৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্ (কাশীনাথ মল্লিক বাজার)		
কেদার নাথ দেব	সাগু	১২৲
৬৫ ফিয়ার লেন		
চোগানলাল পুরুষোত্তম্	ঘি	৪০৲
১২ লোয়ার চিৎপুর রোড্ (টেরিটি বাজার মার্কেট্)		
আহম্মদ মিরজা	সরিষার তৈল	২০৲
১ বুধো ওস্তাগর লেন		
নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী	সাগু	৮৲
২৮, এস্ এস্ হগ্ মার্কেট্		

জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী

(ফেব্রুয়ারী ১৯২৭)

১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪২টী কোম্পানী এক কোটী আটাশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। কিন্তু জানুয়ারী মাসে পঞ্চাশটী কোম্পানী তিনকোটী আশি লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাংলাদেশে একুশটী কোম্পানী একচল্লিশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ও মান্দ্রাজে তিনটী কোম্পানী মূলধন লইয়া রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

১৯২৭ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে উনিশটী কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে পাঁচটা কোম্পানীর মূলধন ছিল উ'নশ লক্ষ টাকা। তাহা ফেব্রুয়ারী মাসে ফেল হইয়া গিয়াছে।

১৯২৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যে সকল কোম্পানী ব্রিটিস্ ভারত, মহীশূর, বরদা, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুরে রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সংখ্যা	কোম্পানীর শ্রেণী বিভাগ নাম।	এজেণ্ট ও সেক্রেটারীর নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন
	১ ও ২—ব্যাঙ্ক, লোন ও ইন্‌সিওরেন্স			
১	কুমিল্লা মডেল ব্যাঙ্ক	ডিঃ—ডি, পি, বোস, কুমিল্লা, (বেঙ্গল)	ব্যাঙ্ক	১০০০০০৲
২	রাজসাহী ইণ্ডাস্‌ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক	ডি—এ, সি, রায়, রাণীবাজার রোড পোঃ—ঘোড়ামারা জেলা রাজসাহী (বেঙ্গল)	ব্যাঙ্ক ও টাকা টাকা ধার দেওয়া।	৪০০০০৲
৩	করুণাময়ী ব্যাঙ্ক	ডিঃ—এস্, এন্,দাস, গুপ্ত, মইচখার পোষ্ট—কুটী জেলা ত্রিপুরা (বেঙ্গল)	"	৫০০০০৲

৪	হুসেনপুর লোন্ কোম্পানী	ডিঃ—ডি, এম, সেন, হুসেনপুর, জেলা—ময়মনসিং (বেঙ্গল)	"	৫০০০০৲
৫	মহিরাম চকালি ট্রেডিং ব্যাঙ্ক	ম্যাঃ—ডিঃ, এন্, ভাদুড়ী, পোঃ—ফুলকোচা, জেলাঃ—ময়মনসিং (বেঙ্গল)	"	৫০০০০৲
৬	রমানাথাপুরান্ মাদুরাই, টিনাভ্যালি জিলা এজহাই গলিন কাঠা নিভারণি কোং	ডিঃ—কে, করুপ পানন্, রামনদ (মাদ্রাজ)	"	১০০০০০৲
৭	পিপলস্ ইনষ্টলমেণ্ট এণ্ড সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	ডিঃ—আর, বি, নরিন্জন্ দাস ভরত বিল্ডিংস্ (লাহোর)	"	৫০০০০০৲
৮	মিড্ ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক	অড়ুপুজা (ত্রিবাঙ্কুর)	ব্যাঙ্কিং রোকড় ও খতিয়াণ খাতার ব্যবসায়	১০০০০০৲
৯	কালিহাটি লোন্ কোং	ডিঃ—বি, পি, নিওগী কালিহাটী ময়মনসিং (বেঙ্গল)	টাকা ধার দেওয়া	৫০০০০৲
১০	নারায়ণ ব্যাঙ্ক	ডিঃ—এম্, বি, দেওয়ান, জামালপুর, ময়মনসিংহ, (বেঙ্গল)	,,	২০০০৲
১১	বেঙ্গল লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক	ডিঃ—বি, ব্যানার্জি পাবনা (বেঙ্গল	,, ব্যাঙ্ক	১০৫০০০৲

১২	রংপুর বান্ধব ব্যাঙ্ক	ডিঃ—এ, সি, রায়, রংপুর টাউন, (বেঙ্গল)	,, ,	৫০০০০৲
১৩	শ্রীভগবান সেভিং কোং	তাজুয়াপেথ, আকোলা, (মধ্য প্রদেশ)	,, ,,	২০০০০৲
১৪	ষ্ট্যাণ্ডার্ড ট্রাষ্ট কোং	চারটার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্, কলিকাতা	ট্রাষ্ট লওয়া	১০১০৲
১৫	ডন্ কোং	বি-৪ ক্লাইভ বিল্ডিংস্ কলিকাতা	সেয়ার ব্যবসায়ী	১৫০০০০০৲
১৬	সিটি প্রোগেসিভ্ ফাণ্ড (ব্যাঙ্ক লোন ও ইন্সিওরেন্স)	ডিঃ—কে, ভরদ্বারজা (মাদ্রাজ)	রোকড় ও খতিয়ান খাতার ব্যবসায়	২০০০০৲
			মোট	২৭৫১০১০৲

৩—ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং

১৭	হিন্দুস্থান টাইমস্	ম্যাঃ ডিঃ—কে, ডি, কলি, বার্ণ ব্যাসন রোড (দিল্লী)	প্রিন্টিং ও পাবলিসিং	২০০০০০৲
১৮	শিবধ্যায়ন্ কোং	ত্রিভানড্রান, (ত্রিবাঙ্কুর)	পাবলিসিং "ভেল্ লালা মিশ্রম্"	২০০০০৲
১৯	বর্ম্মা ড্রাগ্স্ এণ্ড কেমিক্যাল ষ্টোরস্	৭৪-এ মগল ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন	কেমিক্যাল	৫০০০০৲
২০	ওরিয়েণ্ট লেদার কোং এজেণ্ট--	এম, এবোদিন। এণ্ড কোং ২৮ অগা হাসান বিল্ডিং ৯ মিরজা আলি ষ্ট্রীট, বম্বে।	চাম্ড়া ও জুতা ইত্যাদির আমদানী ও রপ্তানী	৫০০০০০৲

২১	ব্রিটন্ এণ্ড কোং	৭০ ফায়ারী ষ্ট্রীট্ রেঙ্গুন	চামড়া ব্যবসায়ী	৫০০০০০৲
২২	সোপুরা ব্রিক্ ফিলড্স্	ডিঃ—জে, এন্, ভাদুরী, সোপুরা, পাবনা (বেঙ্গল)	ইট, সুরকী	৫০০০০৲
২৩	বিহার পটারিস্	ম্যাঃ এজেন্টস্ এস্ দেব এণ্ড কোং পাটনা, বিহার ও উড়িষ্যা	,,	৫০০০০০৲
			"	৫০০০০০৲
২৪	ব্রহ্মপুত্র আইস্ এণ্ড ইণ্ডাসট্রীস্	ডিঃ—এন্, কে, রায়, ময়মন সিংহ ;	বরফ বিক্রেতা	১০০০০০৲
২৫	লামার	ডিঃ—এ, কে, ঘোষ ১১ মহেন্দ্র গোঁসাই লেন কলিকাতা	ব্যবসা	১০০০০০৲
২৬	ক্রেণ্ডস্ ট্রেডিং কোং	ডিঃ—এম, এ, চৌধুরী। বগুড়া, বেঙ্গল	"	১০০০০০৲
২৭	কুমার এণ্ড কোং	৬৭-৪ ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা	লৌহ লক্কর দ্রব্য বিক্রেতা	১৫০০০০৲
২৮	ল্যার্বাল এণ্ড কোং	৫ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা	পাট রপ্তানি	২০০০০৲
২৯	সুরাজভান এণ্ড কোং	৯১০ এস্ কুণ্ডা পার্ক বাজার, মথুরা।	ব্যবসা	২০০০০৲

৪—মিল ও প্রেস

৩০	বিরলা কটন্ ফ্যাক্টরী	ডিঃ—আর, ডি, বিরলা, ইউসফ্ বিল্ডিং চার্চগেট ষ্ট্রীট্ ফোর্ট, বম্বে।	তুলা কাটাই বাঁধাই ইত্যাদি।	২৫০০০০৲
৩১	মুক্তেশ্বর প্রেস্ কোং	কেঃ ওয়েষ্ট পেটেণ্ট প্রেস কোং লিঃ, আলিগড়।		৮০০০০৲
৩২	পাঞ্জাব কটন মিল	ম্যানেজিং ডিরেক্টর— সুজন সিং নন্দ, আনার কলি লাহোর।		১০০০০০৲
৩৩	পিওর অয়েল মিল	ডিরেক্টর জি, কে বোস্। ১২৭ এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	তৈল প্রস্তুত করা	২০০০০৲
		ব্যাঙ্ক		২০০০০৲
৩৪	নর্থ ত্রিপুরা মিসেলনী	ডিরেক্টর—এস্ সি চক্রবর্ত্তী হরিণবাড়ী—পোঃ ত্রিপুরা—জেলা বেঙ্গল		

৫—চা কোম্পানী

৩৫	সিণ্ডিকেট অব বেঙ্গল	২২ এজরা ম্যান্সন, ১০ গভর্ণমেণ্ট প্লেস্ ইষ্ট, কলিকাতা	চা বাগান সংগ্রহ ও আবাদ	২০০০০৲
৩৬	থ্যান্ডং টি এষ্টেট	সুনিরামস্ বিল্ডিংস্ ১, সিকাই টউলি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন	চায়ের আগার	১০০০০০০৲

৩৭	পিওর কেন মোলাসেস্ কোং অব ইণ্ডিয়া	৫, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা	আকের আবাদ ও চিনি গুড় তৈয়ারী	১৫০০০০০৲
			মোট	২৫২০০০০৲

৬—খনি

৩৮	দেওলাপুর ম্যাংগানিস্ কোং	সিভিল ষ্টেসন, জব্বলপুর, মধ্য প্রদেশ	ম্যাংগানিস্ খনি হইতে উত্তোলন	৩০০০০০৲
৯	মাইনিং সিণ্ডিকেট	ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ, ফিনিকস বিল্ডিং, বেলার্ড এষ্টেট ফোর্ট বম্বে।	পাথরের আমদানি ও রপ্তানি করা	১০০০০০০৲

৭—এষ্টেট, জমী ও বাড়ী

৪০	সাউথ ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মস্	ভি, জি, নেদার ম্যানেজিং এজেণ্ট ত্রিচিনাপল্লি (মাদ্রাজ)	ফার্ম্ম করিবার জন্য স্থান সংগ্রহ	২৫০০০০০৲
৪১	হাজি কাশিম দাউদ এষ্টেট্ কোং (ইট্, বাড়ী ও জমী)	৮ এডওয়ার্ড ষ্ট্রীট রেঙ্গুন	বাড়ী ও জমী গ্রহণ করা	৬০০০০০৲
			মোট	৩১০০০০০৲

৮—হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি

৪২	দেভিকো	ডি ডব্লিউ গ্রিয়ার, কাশ্মীর গেট্ (দিল্লী)	হোটেল	২০০০০০৲
	সর্ব্বসমেত মোট			১২৭ ১০১০৲

ম্যাচ প্রস্তুত প্রণালী

(শেষাংশ)

শলাকারঅগ্রভাগেরমিশ্রণ প্রস্তুত প্রণালী

প্রকৃত সিরিশের নমুনা সংগ্রহ করিয়া তারপর শলাকার অগ্রভাগের মিশ্রণ নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। যে সমস্ত উপাদান মিশ্রণে দিতে হইবে তাহা সুন্দর গুঁড়া অবস্থায় ক্রয় করিতে হইবে। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে ইহাদিগকে সুন্দর গুঁড়াতে পরিণত করিতে হইবে। ইহা সুবিধা-জনকভাবে পাথরের জাঁতার সাহায্যে করিতে হইবে। জাঁতার আকার কারখানার প্রয়োজন অনুসারে হইবে। সিরিস এবং গাম প্রথমে ওজন করিয়া জলে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। জলের পরিমাণ গাম এবং সিরিসের একত্র মিশ্রণের পরিমাণের শতকরা ৪১ হইতে ৪২ পরিমাণ হইবে। যে পরিমাণ জলের কথা উক্ত হইল তাহার অতিরিক্ত জল ব্যবহৃত না হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। কারণ সে ক্ষেত্রে বাতাস বুদ্‌বুদ্‌ তৈয়ারী হইবে এবং পরবর্ত্তী ডুবান ক্রিয়ার ব্যাঘাত করিবে। তারপর উপাদানের উত্তম গুঁড়া ওজন করিতে হইবে। সিরিস এবং গাম ওজন করা উপাদানের সহিত lot ball জাঁতার ভিন্নভাবে গুঁড়ার (মাথান) জন্য দিতে হইবে। ইহা দেখা গিয়াছে ২।৩ ঘণ্টার সাধারণ আঘাত দ্বারা মাখানো সুন্দর দহনশক্তি উৎপাদিত হয়। অল্প সময়ের জন্য অনবরত জাঁতা ঘুরান প্রকৃত পক্ষে মিশ্রণের কোন উন্নতি হয় না। কিন্তু অধিকক্ষণ জাঁতা ঘুরানেও কোন ক্ষতি হয় না। মথিত মিশ্রণ তারপর ডুবাইবার পাত্রে বিস্তৃত করা হয়। ৩৮ ডিঃ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে মিশ্রণ ডুবান উচিত—যদিও উত্তাপ হরে এই কার্য্য করা যাইতে পারে।

ইহা দেখা গিয়াছে যে অধিক উত্তাপ ক্ষতি-কারক; কারণ শলাকার অগ্রভাগ শীতল করিবার সময় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে এবং তাহাতে ইহার দাহিকাশক্তি নষ্ট করে। যে ঘরের ভিতর দিয়া গরম বাতাস প্রবাহিত হয়, সেই ঘরেই শুষ্ক করিলে ভাল হয়। যে ঘরে বায়ু চলাচলের উপায় নাই এরূপ কেবল গরম বাতাসযুক্ত ঘরে শলাকার অগ্রভাগ শুষ্ক করিলে ভাল হয় না। ইহা বলা যায় যে সমস্ত সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্য দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার মিশ্রণের জন্য ব্যবহার করা যায়, কিন্তু chlorate of potash. এ বেশী মাত্রায় choride না থাকে যাহাতে ইহার আর্দ্রতা-গ্রাহিকাশক্তি উৎপাদিত না হয়।

নিম্নলিখিত তিনটী মিশ্রণ অতি উত্তম শলাকার অগ্রভাগ প্রস্তুত করিবার উপযোগী বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে :

(ক)

Glue	৩০০ ভাগ।
Gum senegal	৯০ ,,
Gum tragacanth	১২ ,,
Potassium chlorate	১৭০৪ ,,

Barium bichromate	৬৬	,,
Sulphur	১০৮	,,
Ferric oxide	২২৫	,,
Manganese dioxide	৪৫	,,
Glass powder	৪৪১	,,
Rhodamine	৬	,,

(খ)

Glue	১৯২	,,
Gum senegal	৬২	,,
Gum tragaca uth	১০	,,
Sulphur	২০	,,
Ferric oxide	২০	,,
Manganese dioxide	৫০	,,
Potassium bichormate	৫০	,,
Zinc oxide	১২০	,,
Glass powder	৩৩০	,,
Rhodamine	৬	,,
Potassium chlorate	১১৪০	,,

(গ)

Glue	৯৮	,,
Gum senegal	৩৬	,,
Gum tragacauth	১০	,,
Ferric oxide	১০	,,
Manganese dioxide	১০	,,
Potassium bichromate	২৫	,,
Zinc oxide	৬০	,,
Glass powder	১৮০	,,
Rhodamine	৬	,,
Potassium chlorate	৫৭০	,,

পার্শ্ব লেপনের মিশ্রণ

বন্ধনের পদার্থ (জোড়া লাগাইবার) ২৪ হইতে ৪৮ ঘ: পর্য্যন্ত জলে শোষিত করান হইবে। সেই কঠিন পদার্থের মিশ্রিত ওজনের পরিমাণের শতকরা ৬১ পরিমাণ জলের ওজন হইবে। উপাদান সাধারণতঃ চূর্ণ অবস্থায় ক্রয় করিতে হইবে। লাল Phosp. যেরূপ ক্রীত হইবে সেইরূপই ব্যবহৃত হইবে না। লাল Phosp. যাহাতে Potasium-chlorate এর সংস্পর্শে না আসে, সে বিষয়ে যত্ন লইতে হইবে। কারণ তাহারা ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারী করে। আটকাইবার পদার্থের সহিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ যোগ করা হয় এবং অনবরত নাড়িয়া নাড়িয়া মিশ্রণ করা হয় ; এবং অবশেষে লাল Phosp. অল্প আলোড়নের সহিত যোগ করা হয়। তারপর মিশ্রিত দ্রব্য মিশ্রণ মোচাকার জাঁতায় মথিত করা হয়। তারপর ইহা বাক্সে লেপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

নিম্নলিখিত মিশ্রণে সুন্দর ফল হইয়াছে

Gum senegal	১৩৬	,,
Gum tragacauth	৭	,,
Dextrine	২৪	,,
Glue	১২	,,
Antimony sulphide black	৩২০	,,
Chalk	৫২	,,
Glass powder	৪৮	,,
Amorphous phosphorous	৪০০	,,

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সিরিস চূর্ণ জলীয় ভাগ আকর্ষণ করে। নানারকমের সিরিস একই কার্য্যে কি পরিমাণ জলীয়ভাগ গ্রহণ করে, নিম্নে তাহার পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হইল।

	কি পরিমাণ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে	চূর্ণ দ্রব্য কি মাপের চালুনি দ্বারা ঝাড়া হইয়াছে	কত ক্ষণ বাহিরে রাখা হইয়াছে	Percentage of moisture absorbed at 26·7oc.
Bertrand N 5894	৪ গ্রেণ	২০-৩০	২৪ ঘণ্টা	৩১·৯০
Bertand N 5414	ঐ	ঐ	ঐ	৩৭·৫০
Bertand N 6000	ঐ	ঐ	ঐ	৩৮·২০
Roussilot skin glue	ঐ	ঐ	ঐ	৪৮·৮০
Rousselot 3B.	ঐ	ঐ	ঐ	৩৮·৪৫
Brunner Mond D. K. Glue	ঐ	ঐ	ঐ	৪৬·৭৫
Brunner Mond Trumpet Medal	ঐ	ঐ	ঐ	৬১·০০

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন ; কিন্তু বাংলার, বিহারের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পাড়লে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা, বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সাময়িক ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১ নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার ১৮৬৫নং গ্রাহক। আমাকে নিম্নলিখিত বিষয়ের সন্ধান দিয়া বাধিত ও উপকৃত করিবেন।

১। সিমুল তুলার বর্ত্তমান দর কি এবং উপস্থিত গ্রাহক আছে কি ?

২। সোনা মাকরের (চলিত কথায় এদেশে যাহাকে বাঁদর লাঠি কহে) দর কি এবং তাহারও গ্রাহক আছেন কে কে ?

একান্ত বংশবদ
শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ চৌধুরী
গ্রাহক নং ১৮৬৫

১নং পত্রের উত্তর

১। সিমুল তুলার বর্ত্তমান বাজার দর, তুলার রং, (অর্থাৎ তাজা কি পুরাণ অর্থাৎ চাপ বান্ধা, না, হাল্কা) ইত্যাদি অনুসারে ২৩৲ টাকা হইতে ২৭৲ টাকা মণ। গ্রাহক আছে।

২। সোনালী, সোনামাকর বা বাঁদর লাঠির কোনও চলিত বাজার দর নাই ; কারণ ইহার কোনও বিস্তৃত কারবার বা প্রচলন নাই। ইহার তিন প্রকার ব্যবহারের কথা আমরা জানি।

(ক) কবিরাজী ঔষধে বানর লাঠির ফল ব্যবহৃত হয় শুনিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে আর কত ব্যবহার হইতে পারে ? কবিরাজদিগের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া দাম আদির সন্ধান লইবেন।

(খ) ফৌজদারী বালাখানা, গয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল "মাখা তামাকের" ব্যবসায়ী অম্বুরী তামাক প্রস্তুত করে তাহারা অধিক পরিমাণ বানর লাঠি ফলের ব্যবহার করিয়া থাকে।

(গ) বানরলাঠি গাছের ছাল (ফল নহে) বড় বড় ট্যানারীতে বিস্তর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেখানে ফলের কোনও ব্যবহার নাই। শুধু ছালেরই ব্যবহার হয়। যে সকল ট্যানারীতে Bark tanning বা ছালের রস দ্বারা চামড়া পাকাইবার পদ্ধতি প্রচলিত, তাহারা এই গাছের ছাল বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। ময়ুর-

ভঞ্জের জঙ্গল হইতে বার বার অনেক হাজার মণ সোনালীগাছের ছাল মান্দ্রাজের ট্যানারী সমূহে চালান হইয়া থাকে জনৈক মুসলমান কন্ট্রাক্টার গত ১০।১২ বৎসর ধরিয়া সোনালী গাছের ছাল সরবরাহ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। গত যুদ্ধের সময় বার্ড কোম্পানী, গ্রাহাম কোম্পানী এবং ডেভিড সেস্থনদিগের ট্যানারীতে আমরা বহু পরিমাণে সোনালী ছাল সরবরাহ করিয়াছিলাম এবং সে জন্য আমরা নীলগিরি ও কোপ্তিপদার জঙ্গল ইজারা লইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় লড়াইয়ের অবসানে এই তিনটী ট্যানারীই Bark tanning বা গাছের ছালের রস দ্বারা চামড়া পাকানো তুলিয়া দিয়াছেন, এবং ডেভিড সেস্থনেদের ট্যানারীও একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; সেই সঙ্গে সোনালীছালের খুব বড় একটী কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের কয়েকটী ট্যানারী এই ছাল লইয়া থাকে বলিয়া জানি।

২নং পত্র

আমি একটী বেকার অবস্থাগ্রস্ত লোক, সম্প্রতি যৎসামান্য মাত্র মূলধনে একটী স্বাধীনভাবে ব্যবসা ও বাণিজ্য দ্বারা আয়ের পন্থ অনুসরণ করনেচ্ছুক। কিন্তু আজ তিন চারি কি ততোধিক বর্ষকাল ধরিয়া মহাত্মা গান্ধীর বাণী অনুসরণ পূর্ব্বক নিজ অর্জ্জিত কার্পাসে চরকার সাহায্যে নিজ হস্তে সূতা তৈরী করিয়া বস্ত্র বয়ন করাইয়া পরিধান করিতেছি; কাজেই আমাদের জাতীয় ব্যবসায়েই আমার প্রবৃত্তি বা আগ্রহ বেশী।

১। ছোট ছোট অল্প দামী কল—যাহার কার্য্যপ্রণালী জটিলতর নয়, স্বল্পায়াসেই আয়ত্বাধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হওয়া যায়—তাহা কোথায় প্রাপ্তব্য বা মূল্য কত তাহার বিশেষ বিবরণ জানাইবেন।

২। কাপড়ের ছাপ তোলা বা পাড় তোলা কালী টাইপাদি যাবতীয় সরঞ্জাম সব কোথায় প্রাপ্তব্য বা তাহার মূল্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানাইবেন।

৩। কাপড়ে পাড়, হাসিয়া, কল্কা বুননের কোন কল আছে কি না, তাহার কার্য্য প্রণালী তত জটিলতর বা শিক্ষাপ্রদ না হইলে তাহার মূল্য কত এবং কোথায় প্রাপ্তব্য জানাইবেন।

৪। এখানে খদ্দর ভাণ্ডার নাই, তবে উহার চাহিদা তত অধিক নাই, ব্যবসা হিসাবে আশাপ্রদও নয়; তথাচ অভয়াশ্রম হইতে বন্দোবস্ত মতে কিছু কিছু রাখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার সহিত আরও অন্যান্য সব ষ্টেসনারী, স্বদেশী চিরুণী, চিমনি, হ্যারিকেন, লোহা লক্করের জিনিষ, গৃহস্থের আবশ্যকীয় ফ্যান্সী ধরণের সব মালের ষ্টোর কোথায় আছে? আমি তাঁহাদের সহিত কাজ করিতে ইচ্ছুক। যাঁহারা আমার সংশ্রবে কাজে আসিতে চান, দয়া করিয়া জানাইবেন।

৫। বিষ্ণুপুর একটী শিল্পপ্রধান স্থান। এখানে খুব ভাল ভাল শিল্পীর হস্তের সোনায় বাঁধাইবার উপযুক্ত নানারূপ শাঁখা এবং শাঁখার অঙ্গুরীর উপর গিনির পাত বসান অথবা পাথর বসান শীল, দেখিতে ফ্যান্সী জিনিস পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্রব্য আমি পাইকারী অথবা খুচরা সরবরাহ করিতে পারি।

আশা করি, আমার উল্লিখিত সব বিষয়ের মূলে যথাবিধিমতে ব্যবস্থা দানে বঞ্চিত হইতে না হয়, তাহা করিবেন এবং ইহাই আপনার নিকট আমার একমাত্র সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীগোপেশ্বর চাজরা
গ্রাহক নম্বর—৪০০৭

২নং পত্রের উত্তর

১। ছোট ছোট অল্প দামী কয়েক প্রকার কলের বিবরণ গত ৩৩ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশ করিয়াছি, এবং বর্ত্তমান সনেও প্রকাশ করিব। তাহা ছাড়া অল্প মূলধনে যে সকল ছোট ছোট কারবার আরম্ভ করা যায়, তাহারও বিবরণ এবং কল আদির দাম 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র বিজ্ঞাপন স্তম্ভে প্রকাশ করা হইতেছে। পড়িয়া দেখিলেই বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন। ইহা ছাড়া যদি অন্য কোনও কলের প্রয়োজন থাকে, তবে লিখিলে তাহার বিবরণাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতে পারি। এই সকল কল আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

২। কলিকাতায় বড়বাজারের তুলাপটী ও আমড়াতলায় অনেকগুলি দেশী রংরাজের দোকান আছে। ইহারা খদ্দর এবং অন্য নানারূপ থান কাপড়ের উপর রং বেরংএর পাড় ফলাইয়া থাকে। ইহাদের নিকট আসিয়া দর যাচাই করিয়া জিনিষ লইবেন। কাঠের নানারূপ নক্সা কাটা ছাঁচ আছে তাহাতে কালীর ছোপ দিয়া পাড় বসাইয়া থাকে। কয়েকদিন দেখিলেই পাড় বসাইবার পদ্ধতি শিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩। ইহার কলের দাম খুব বেশী এবং শিখিতেও সময় লাগিবে। শ্রীরামপুর সরকারী বয়ন বিদ্যালয়ে এইরূপ কল আছে এবং সেখানে শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে।

To The Principal

Serampore Government

Weaving Factory,

Serampore.

এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৪। কলিকাতায় এরূপ বহু manufacturer এবং দোকানদার আছেন যাঁহারা বিশ্বাসী ভাল দোকানদার পাইলে মফঃস্বলে এজেন্সী দিতে পারেন। কিন্তু তাহা ঠিক করিতে হইলে নিজে আসিয়া দোকানে দোকানে ঘুরিয়া চেষ্টা করিতে হয়। ইহা করা আমাদের কাজ নয় এবং আমরা করিলেই বা হইবে কেন? যাহার সহিত কারবার করিবে লোকে তাহাকে দেখিতে এবং জানিতে চায়। সুতরাং এরূপ এজেন্সী লইতে গেলে চিঠি চাপাটির দ্বারা কাজ হয় না। নিজে আসিয়া ঘুরুন। আমরা সন্ধান মাত্র দিতে পারি; আর আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন যে আমি অমুক অমুক জিনিষের এজেন্সী লইতে চাই। এইরূপ ছোট বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার জন্য ⅙ পৃষ্ঠা আমরা ২৲ টাকা মাসে চার্জ্জ করিয়া থাকি। ৪।৫ মাস এইরূপ বিজ্ঞাপন দিলে অনেক manufacturer এবং বড় বড় দোকানদারের নিকট হইতে পত্র পাইবেন; তখন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অথবা পত্র ব্যবহার করিয়া আপনার কাজ সুসিদ্ধ করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ বিজ্ঞাপনে আপনার মাত্র ৮৲।১০৲ টাকা খরচ হইবে অর্থাৎ একবার কলিকাতায় আসা যাওয়ার ভাড়ায় যে টাকা লাগে তাহাই খরচ হইবে। কিন্তু তাহার বিনিময়ে অনেক দোকানদার এবং ম্যানুফ্যাক্চারের সন্ধান পাইতে পারেন যাহার মূল্য এই যৎসামান্য খরচ অপেক্ষা ঢের বেশী। তারপর কলিকাতায় আসিয়া অনিশ্চিত সন্ধানের আশায় অনেক দোকান হয়ত ঘুরিলেন, কিন্তু তাহাদের এইরূপ এজেন্সী দেবার হয়ত ইচ্ছা নাই; তখন সব শ্রম এবং অর্থব্যয় হয়ত পণ্ডশ্রম হইয়া যাইতে পারে। আর বিজ্ঞাপন দেবার ফলে যে সকল লোকের নিকট হইতে পত্র পাইবেন তাঁহারা এজেন্সী দিবার জন্য উৎসুক এবং উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, এইরূপ লোকের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ এবং পত্র ব্যবহার করিলে কাজ অনেক সোজা হইয়া আসে। আমরা আমাদের ব্যবসায়করণেচ্ছু গ্রাহকদিগের জন্য তাই এইরূপ দুই টাকা মূল্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছি। আমাদের মনে হয় এই ব্যবস্থায় অনেকেই উপকৃত হইবেন।

৫। আপনার পঞ্চম প্রশ্ন সম্বন্ধেও আমাদের ওই একই উপদেশ অর্থাৎ, "অষ্ট খোপীতে" বিজ্ঞাপন দিন; তাহা হইলে হয়ত অনেক ক্রেতার সন্ধান পাইবেন। আমরা এক মাসে আপনার প্রশ্ন ছাপিলাম, তাহা হয়ত কাহারও চোখে পড়িল কিম্বা কাহারও চোখে পড়িল না। কিন্তু ক্রমাগত ৬ মাস "অষ্ট খোপীতে" বিজ্ঞাপন দিলে লোকের চোখে পড়িবেই এবং আপনার কার্য্য সিদ্ধি হইবেই।

৩নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয় পত্র দ্বারা জানাইলে বড়ই বাধিত হইব :—

১। আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪০ পৃ, ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে "লাইম জুস" এবং "লাইমজুস্ করডিয়াল" প্রস্তুত পদ্ধতি, এবং তাহার কাটতির জায়গা, পাউণ্ড হিসাবে দাম, বাজার দর জ্ঞাত নাই।

২। আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির নাম, দাম এবং যে দোকানে প্রাপ্তব্য।

৩। কোন ইংরাজি অথবা বাঙ্গলা বই থাকিলে তাহার নাম।

৪। "অরেঞ্জ জুস্" (Orange juice) এর কাটতির যদি সম্ভাবনা থাকে তাহলে খরিদ্দারের নাম এবং পাউণ্ড হিসাবে মূল্য, বাজার দর জ্ঞাত নহি।

৫। যন্ত্র ব্যতিরেকে হস্তদ্বারা রস নিষ্কাষণ ব্যয়বহুল এবং ক্ষতিদায়ক বলিয়া মনে হয়।

"অরেঞ্জ জুস" তৈয়ারী করার ইচ্ছা আছে। এই বিষয় নিজে পরীক্ষা করতে হলে আমাকে মার্চ্চ মাসের ভিতরেই একখানা কমলার বাগান বন্দোবস্ত করে রাখতে হবে। আশা করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তর দিবেন।

বিনীত
শ্রীগোপালচন্দ্র দাস
গ্রাহক নং ১৯৫৫

৩নং পত্রের উত্তর

"লাইমজুস্" এবং "লাইমজুস্ কর্ডিয়াল" প্রস্তুত প্রণালী অত্যন্ত সোজা। ইহার প্রস্তুত প্রণালীর বিশদ বিবরণ পৌষ অথবা মাঘ মাসে বাহির করিলেই ভাল হইত। কারণ এই সকল জিনিষ কাট্‌তির একটা মরসুম আছে। ঠিক Season বা মরসুমে বাহির করিলে এই সব জিনিষের খুব কাট্‌তি হয় অথচ Season বা মরসুমের শেষে বাহির করিলে বিক্রয় করাই দায় হইয়া পড়ে। যেমন—সরবৎ, বরফ, ডাব, সিরাপ প্রভৃতি গ্রীষ্মকালেই কাটে, অথচ শীতকালে তাহার কোনও কাট্‌তি নাই। আবার চায়ের কাট্‌তি শীতকালে যেমন, গ্রীষ্মকালে তাহার অপেক্ষা অনেক কম; ম্যালেরিয়ার মরসুমে "আচার্য্য বটিকা", ডিঃ গুপ্ত, অ্যাম্রমলীন, এডোয়ার্ডস্ টনিক ইত্যাদি যেমন বিক্রয় হয়, বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে যখন সাধারণতঃ লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ব্যামো হয় না, সে সময় তেমন কাটে না। এই জন্য "লাইম জুস্" "লাইম জুস্ কর্ডিয়াল" ইত্যাদির প্রস্তুত প্রণালী পৌষ—মাঘ মাসে বাহির করিলে তাহা দেখিয়া বোতলাদি প্রস্তুত করতঃ লেবেল আঁটিয়া গ্রীষ্মের প্রথমেই বাজারে বাহির করিতে পারিবেন। অতএব আগামী শীতের সময় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির করিব। কাটতির জায়গা ভারতের সর্ব্বত্র; প্রধানতঃ কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর, পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, আগ্রা লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি ভারতের সকল প্রধান প্রধান নগরে যেখানে গরম অত্যন্ত বেশী। ইহা পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় হয় না। বোতলে করিয়া ডজন, গ্রোস্, অথবা কেস্ (case) হিসাবে বিক্রয় হয়।

২। প্রবন্ধের সহিত প্রকাশ করা হইবে।

৩। ইহার জন্য স্বতন্ত্র কোনও পুস্তকের সন্ধান আমরা রাখি না।

৪। "কমলার রস" কাটিবার সম্ভাবনা কিরূপ জানিতে চাহেন। যদি ঠিকমত প্রস্তুত করিতে পারেন তবে অগণ্য খরিদ্দার হইতে পারে, এবং ভারতের সর্ব্বত্র অতি আদরের সহিত বিক্রয় হইতে পারে। ইহাও ডজন, গ্রোস্ অথবা কেস্ হিসাবে বিক্রয় হয়।

৫। গত বৈশাখ মাসের কাগজে কমলা লেবুর রস প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পড়িলেই সব জানিতে পারিবেন।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

সপ্তম বর্ষ] শ্রাবণ ১৩৩৪ [৪র্থ সংখ্যা

ভ্রান্ত পূজা

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ প'ড়ে।
রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা,
পাথর ভেঙে কাট্‌ছে যেথায় পথ খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি' আয়রে ধূলার পরে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

জলপাইয়ের বাগিচা

জলপাইগুড়ি নহে, জলপাই গাছের কথা বলিতেছি। ইহার ইংরাজী নাম Olive, ল্যাটিন নাম Olea Europea. কাহার কাহার মতে ইহার আদি জন্মভূমি এশিয়া। কিন্তু বহুকাল হইতেই গ্রীস, ইতালী, স্পেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ সমূহে বিস্তৃত ভাবে ইহার চাষ হইতেছে। সিরিয়া, গ্রীস ও আফ্রিকার সমুদ্রতীরস্থ জঙ্গলে অসংখ্য জলপাই গাছ জন্মিয়া থাকে। জঙ্গলে জন্মে বলিয়া ইহাকে জংলী জলপাই বলা হয়। ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রদেশ টাস্কানি এবং স্পেনের সমতল ভূমিতেই সর্ব্বপ্রথম জলপাইয়ের চাষ করা হইয়াছিল। টাস্কানের অধিবাসীরা জলপাই হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করিত। এই জন্য অনেক সময় Olive Oil অর্থাৎ জলপাই তৈলকে ফ্লরেন্স তৈল (Florence Oil) বলা হয়।

ওলিভ চাষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক সময় সমগ্র ইউরোপে সুখ এবং শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইজন্য পাশ্চাত্য জগতে ওলিভ পাতা শান্তির প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হয়। রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই শতাব্দী পর পর্য্যন্ত ইতালী বা আফ্রিকার কুত্রাপি ইহা দেখিতে পাওয়া যাইত না। পরে ক্রমে ক্রমে উহা ঐ সমস্ত দেশেও ছড়াইয়া পড়ে এবং অতি শীঘ্রই স্পেন ও গলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই জলপাই গাছ জন্মিয়া থাকে। যে সমস্ত স্থানের উষ্ণতা গড়ে ৫৮° হইতে ৬৮° ডিগ্রী সেই সমস্ত স্থানই জলপাই চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র—শীতকালের উষ্ণতা ৪২° ডিগ্রী এবং গ্রীষ্মকালের উষ্ণতা ৭১° ডিগ্রীর কম না হয়। পর্ত্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ, ইতালী, তুরস্ক এবং গ্রীস—এই সমস্ত দেশের আবহাওয়া ঐরূপ। কাজেই ঐ সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে জলপাই গাছ জন্মে।

জলপাই চাষ করিতে বিশেষ হাঙ্গামা নাই। জন্মাইতে বিশেষ যত্ন করিতে হয় না, অথচ ইহা প্রচুর পরিমাণে ফসল দিয়া থাকে। নারিকেল গাছের মত জলপাই গাছও মানুষের অশেষ হিতকারী। যে দেশে জলপাইয়ের চাষ হয়, সেখানে ইহার তৈলই মাখন ও ঘৃতের কাজ করে। জলপাইতৈল হইতে যে সাবান প্রস্তুত হয় তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কেন না, বাজারে সস্তা দরের যত রকমের সাবান পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে "পাম্-অলিভ" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জলপাই গাছ এইরূপ উপকারী ও লাভজনক বলিয়াই বহু প্রাচীন কাল হইতেই সর্ব্বদেশে অতি আদরের সহিত জলপাইয়ের চাষ করা হইতেছে। ইতালীতে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই যে, "যদি তুমি এমন কোন সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে চাও, যাহা তোমার বংশধরগণ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিতে পারিবে—তাহা হইলে একটী বাগানে কয়েকটী জলপাই গাছ রোপণ কর।" এই প্রবচনের মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন নাই। কেননা ইতালীতে একটী জলপাই চারা দুই বৎসর বয়স হইতে ফল দিতে আরম্ভ করে। ছয় বৎসরের মধ্যেই চাষের খরচ উঠিয়া আসে এবং তাহার পর হইতে জলপাই গাছগুলি চাষীর একটী স্থায়ী আয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

শুষ্ক এবং চূর্ণক বিশিষ্ট মৃত্তিকাই জলপাই গাছ

রোপন করিবার উপযুক্ত স্থান। ইতালীর মৃত্তিকাও এইরূপ। এই জন্যই ইতালীতে জলপাইএর চাষ অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ঐখানে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয় তাহা নিতান্ত অল্প নহে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৬৭০০০ হেক্টোলিটার (hectolitres) তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল; অবশ্য ইহার মধ্যে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার তৈলই ছিল। ইতালীতে অপেক্ষাকৃত নিরেস তৈলকে Frullino oil বলে। ইহা একটু ঘন ও রঙ্গীন। কিন্তু সরেস জলপাই তৈল আদৌ ঘন নহে—উহা তরল, স্বচ্ছ এবং সুগন্ধবিশিষ্ট। ইতালীতে প্রতিবৎসর গড়ে ১৩০০০০০০ কিলোগ্রাম (Kilogrammes) করিয়া সরেস তৈল উৎপন্ন হইতেছে।

জলপাইয়ের আচার প্রস্তুত প্রণালী

ইউরোপের দক্ষিণাংশের অধিবাসীগণ নিত্যই জলপাই আহার করিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও ইহার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। জলপাইএর আচার একটী অতি উপাদেয় খাদ্য।

জলপাই ভাল করিয়া পাকিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই উহাদিগকে গাছ হইতে পাড়িয়া লওয়া হয়। তাহার পর ঐ কাঁচা ফলগুলি নূনের জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। নূন-জলে ভিজাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য—উহার তিক্ততা দূর করা। কিছুক্ষণ ভিজিলে পর সেইগুলি তুলিয়া বিভিন্ন মশলা সংযোগে বোতলে ভিনিগারের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। এই জলপাইয়ের আচার খাইতে সাহেবেরা অত্যন্ত ভালবাসে।

জলপাইয়ের তৈল প্রস্তুত প্রণালী

কাঁচা জলপাই অত্যন্ত টক, কিন্তু উহা পাকিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অম্লতা কমিয়া আইসে। তখন উহার রঙ্ গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে, এবং নরম আঁঠি ইটের মত শক্ত হইয়া উঠে। পাকা জলপাইএর শাস স্পঞ্জের মত—উহার ছিদ্রগুলি সুমিষ্ট তৈলে পরিপূর্ণ থাকে। ঐ তেল বাহির করিয়া লওয়া খুবই সহজ।

একটী অলিভগাছ সাধারণতঃ বৎসরে ৫।৬ সের ফল দেয়, কিন্তু খুব বেশী ফলন হইলে উহা বাড়িয়া ১০।১২ সেরও হইতে পারে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট জলপাই তৈলকে ভার্জিন তৈল (Virgin oil) বলা হয়। উহা প্রস্তুত করিতে বিশেষ কোন সরঞ্জামের প্রয়োজন নাই। ফলগুলি বেশ পাকিয়া উঠিলে উহারা বৃন্তচ্যুত হইয়া গাছের তলায় বিছাইয়া থাকে। সেই ফলগুলি কুড়াইয়া আনিয়া একটী পাত্রের উপর স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতে হয়। জলপাইগুলিতে এত অধিক পরিমাণে তৈল থাকে যে, ঐরূপ স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে নিজেদের চাপেই উহার মধ্য হইতে তৈল বাহির হইয়া আসে—তখন উহা একটী পাত্রে সঞ্চয় করিতে হয়। ইহা খুব পরিষ্কার, জলের মত তরল, এত অল্প গন্ধবিশিষ্ট যে নির্গন্ধ বলিলেও চলে এবং খাইতেও বেশ সুস্বাদু—অনেকটা বাদামের মত। যাহা হউক, যখন ঐ জলপাইএর স্তূপ হইতে আপনা আপনি আর তৈল বাহির হইয়া আইসে না, তখন উহার উপর অল্পে অল্পে চাপ দিতে হয়—বেশী কিছু নহে একখানি যাঁতার পাথর চাপাইয়া দিলেই যথেষ্ট। ইহাতে আরও অনেকখানি তৈল বাহির হইয়া আসিবে। এইরূপে যে তেল পাওয়া যায়, তাহাও বেশ পরিষ্কার থাকে এবং খাইতেও নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু এখনই জলপাইএর সমস্ত তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয় নাই—এখনও উহাতে অধিকাংশ তৈল রহিয়া গিয়াছে। তাহা নিষ্কাশিত করিতে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, সে উপায় যে কি তাহা পরে বলিতেছি।

প্রথমে জলপাইগুলি ছোট ছোট থলির মধ্যে পুরিয়া তাহার উপর খানিকটা ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিতে হইবে—তাহার পর তাহা

দফা তৈল বাহির হইয়া আসিবে। এইরূপে প্রস্তুত তৈল কিন্তু ভার্জিন অয়েলের মত অত উৎকৃষ্ট নহে। ইহার বর্ণ ঈষৎ হরিদাভ সবুজ। ইহার আস্বাদ ভাল নহে এবং একটু দুর্গন্ধবিশিষ্ট। কখন কখন আবার ঐরূপে তেল বাহির করিবার পরও জলপাইগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয় না। তাহাদিগকে সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে আবার তৈল বাহির করিয়া লওয়া হয়—ইহা কিন্তু এত অবিশুদ্ধ যে আলো জ্বালাইবার নিমিত্ত প্রদীপে ব্যতীত আর কিছুতেই ইহা ব্যবহার করা চলেনা। আরও এক উপায়ে তৈল নিষ্কাশিত করা যায়। প্রথমেই জলপাইগুলিকে সিদ্ধ করিয়া লইলে উহা গাঁজিয়া উঠে। তখন চাপ দিয়া তৈল বাহির করিয়া লইলে উহার মাত্রা বাড়িয়া যায়। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে সেরূপ উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট তৈল পাওয়া যায় না।

ইতালীর অধিবাসীবৃন্দ স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের মত পাথরের পাত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তাহারা পাথরের পাত্রে করিয়াই অলিভ তৈল রাখিয়া দেয়। ব্যবসাদারেরা ওক্ কাঠের বড় বড় পিপা কিনিয়া তাহার মধ্যে সমস্ত তৈল পুরিয়া রাখে। সাধারণতঃ এই পিপাগুলি জার্ম্মানী হইতেই আমদানী করা হয়।

বহুদিন ধরিয়া অলিভ তৈল জমাইয়া রাখিতে হইলে উহার প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হয়। কিছুদিন পড়িয়া থাকিলে তৈলের সমস্ত ময়লা পিপার নিম্নভাগে জমা হইতে থাকে। চলিত কথায় ইহাকে তেলের কাট বা গাঁদ বলে। এই কাট তুলিয়া ফেলা আবশ্যক, নহিলে সমস্ত তৈল নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই কাট তুলিয়া ফেলিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ ছয়মাস অন্তর পিপা হইতে সমস্ত তৈল ঢালিয়া ফেলিয়া উহা নূতন করিয়া ভর্ত্তি করিতে হয়। এইরূপে কালের উ[illegible] [illegible]াই তৈলকে টাট্‌কা অবস্থায় রাখা ৭১° ডিগ্রীর কম না হয়। [illegible]

যাইতে পারে। কিন্তু খুব সরেস তৈল হইলে যতই যত্ন কর না কেন, উহা তিন বৎসরেরর বেশী বিশুদ্ধ থাকিবে না।

ইতালীর ওনেগলিয়া (Oneglia) প্রদেশের তৈলই ঐ দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তৈল বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রতি বৎসরই বিদেশে রপ্তানি করিবার পূর্ব্বে ঐখানে প্রচুর পরিমাণে জলপাই তৈল পরিশ্রুত করিয়া লওয়া হয়। উহা পরিশ্রুত করা খুবই সহজ। সচরাচর কলসীর উপর কলসী বসাইয়া যে উপায়ে জল ফিল্‌টার করিয়া লওয়া হয়, তৈল পরিশ্রুত করিতেও অনেকটা সেই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে।

প্রথমেই কতগুলি চেপ্‌টা টিনের পাত্র সংগ্রহ করিতে হয়। পাত্রের নিম্নদেশে কয়েকটী ক্ষুদ ক্ষুদ ছিদ থাকা আবশ্যক। তাহার পর প্রত্যেক টিনের মুখে একখণ্ড করিয়া পরিষ্কার নেকড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। নেকড়ার বুনন যেন কিছু ঠাস হয়। ঐ নেকড়াগুলাই ছাঁকনির কাজ করিবে। একটী ফ্রেমের মধ্যে টিনগুলিকে উপর্য্যুপরি বসাইয়া উপরের টিনটীতে তৈল ঢালিয়া দিতে হয়। নীচের ছিদ দিয়া চোয়াইয়া ঐ তৈল নেকড়ায় পড়িবে। তাহার পর নেকড়ার মধ্য দিয়া চোয়াইয়া দ্বিতীয় টিনে পড়িবে। এইরূপে তিন চারি দফা নেকড়া ভেদ করিয়া যাইতে যাইতে তেলের সমস্ত ময়লা নেকড়ার উপরেই থাকিয়া যাইবে, এবং সকলের নীচে যে টিন আছে তাহাতে পরিশ্রুত তৈল জমা হইবে। অনেগলিয়া প্রদেশে উপরোক্ত পদ্ধতিতে যে তৈল পরিশ্রুত হয় তাহার সমস্তই নিস (Nice) নগরীতে প্রেরিত হয় এবং পরে তাহা সেখান হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি করা হয়।

সিরিয়ায় জলপাইয়ের চাষ

সিরিয়ায় সর্ব্বত্রই জলপাই গাছ দেখিতে পাওয়া

যায়। কিন্তু সাফেট (Safet), নেজারেথ (Nazareth) নেবলোনোব (Nablono) সমভূমিতেই বিস্তৃত-ভাবে জলপাইয়ের চাষ হয়। ঐ সমস্ত স্থানে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ২০০০ টন ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিরিয়ায় অলিভ চাষ দিন দিন খুবই প্রসার লাভ করিতেছে। লাটাকিয়া (Latakia) এবং জাফার (Jaffa) মধ্যস্থিত তীর ভূমিতে এত বড় বাগান রহিয়াছে যে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সমস্ত বাগানে প্রতিবৎসর অন্ততঃ পাঁচলক্ষ নূতন চারা বসান হয়। সিরিয়ার জলপাই হইতে খুব উৎকৃষ্ট অলিভ তৈল প্রস্তুত হয়। উৎকর্ষের দিক দিয়া উহা ইতালীর ভার্জিন অয়েল (Virgin oil) হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। এমন কি সিদানে (Sidon)র অলিভ তৈল এত উৎকৃষ্ট ধরণের যে তাহার সহিত ইউরোপের যে কোন দেশের অলিভ তৈলের তুলনা হইতে পারে না।

জলপাই গাছ এক জাতীয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জলপাই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্স এবং ইতালীতে যে জলপাই চাষ করা হয় তাহার নাম (Longifolia) লঙ্গিফোলিয়া, আর স্পেনে যে জলপাই চাষ হয় তাহার নাম (Latifolia) ল্যাটিফোলিয়া। এই শেষোক্ত জাতির ফলগুলি আকারে পূর্ব্বোক্ত জাতীয় ফলের দ্বিগুণ। কাজেই ল্যাটিফোলিয়া হইতে অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার তৈল লঙ্গিফোলিয়ার তৈল হইতে সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট।

জলপাইয়ের চারা প্রস্তুত প্রণালী

নানা উপায়ে জলপাই গাছ চারান যাইতে পারে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিটী প্রায় সর্ব্বত্রই অবলম্বিত হয়।

একটী বেশ সতেজ গাছের কয়েকটী সরু সরু ফড়কী ডাল কাটিয়া তাহা হইতে নয় ইঞ্চি লম্বা কতকগুলি পাউ তৈয়ারি করিতে হইবে। যে ডাল হইতে পাউ কাটা হইবে, তাহার বয়স এক বৎসরের কম হইলে চলিবে না। যাহা হউক, পাউগুলি কাটিয়া একটী খুব সারাল উর্ব্বর ভূমিতে পুতিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর তাহাতে নিয়মিতভাবে জল সেচন করিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পাউগুলি হইতে কচি কচি শিকড় বহির্গত হইবে। কিন্তু এখনি উহাদিগকে তুলিয়া অন্যত্র পুতিলে চলিবে না। তাহা হইলে কচি কচি শিকড়গুলি কাটিয়া যাইবে। তুলিয়া পুতিবার পূর্ব্বে চারাগুলিকে ঐখানেই অন্ততঃ একবৎসরের জন্য বাড়িতে দিতে হইবে।

চারা প্রস্তুতে ইতালীর প্রথা

পুরাকালে রোমকগণ আর এক উপায়ে জলপাই গাছের চারা উৎপাদন করিতেন। ইতালীতে আজিও সেই পুরাতন প্রথাই অবলম্বিত হইয়া থাকে। সেই প্রথাটী এই—

একটী পুরাতন গাছ কাটিয়া ফেলিয়া উহার গুঁড়িটী বাহির করিয়া লইয়া উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এক এক খণ্ড কয়েক ইঞ্চি করিয়া লম্বা হইলেই চলিবে। কিন্তু সাবধান, যেন প্রত্যেক খণ্ডের সহিত উহার উপরস্থ ছাল লাগিয়া থাকে। এখন উপযুক্ত মত সার সংযোগে একটী নার্শারী তৈয়ারি করিবে। তাহাতে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-গুলি পুতিয়া নিয়মিতভাবে জল সেচন করিতে হইবে। মাটি যেন অত্যধিক ভিজিয়া না থাকে, বা খুব শুকাইয়া না যায়। এইরূপে যত্নপূর্ব্বক নার্শারীটী রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিলে কিছুদিনের মধ্যেই চারা বাহির হইবে, এবং এক বৎসরের মধ্যেই ঐ চারা সকল অন্যত্র তুলিয়া পুতিবার উপযুক্ত হইবে। এইরূপে একটী বৃদ্ধ জলপাই গাছ হইতে এক বৎসরের মধ্যেই একটী প্রকাণ্ড জলপাই বাগানের সৃষ্টি হইতে পারে।

অন্যান্য উপায়

জলপাই চারাইবার তৃতীয় উপায় হইতেছে ডাল পুতিয়া। দুই ইঞ্চি মোটা এবং পাঁচফুট লম্বা জলপাইয়ের শাখা মাটিতে পুতিয়া রাখিলে কিছুদিনের মধ্যে উহা হইতে শিকড় বাহির হইয়া শাখাটী একটা বৃক্ষে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ও অবলম্বন করা যাইতে পারে। গাছের এক বা দুই বৎসরের পুরাতন অথচ সরু ডাল নোয়াইয়া তাহার মাঝখানটাকে ভূমিতে ঠেকাইতে হইবে, এবং তাহার উপর মাটী চাপাইয়া দিতে হইবে। ঐ মাটি চাপান স্থান হইতে অতি শীঘ্রই শিকড় বাহির হয়। শিকড়গুলি একটু বড় হইলেই গাছের দিকে হইতে ডালটা কাটিয়া লইয়া মাটি শুদ্ধ তুলিয়া অন্যত্র পুতিতে হয়। আগষ্ট মাসই এইরূপে জলপাই গাছ চারাইবার বা "কলম" বাঁধিবার সময়।

আমরা শুধু সিরিয়ার জলপাই চাষের কথাই বলিয়াছি। কিন্তু শুধু সিরিয়া নয়—বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, স্পেন, এলজিরিয়া, মরক্কো, টিউনিস প্রভৃতি দেশেও বিস্তৃত ভাবে জলপাইএর চাষ হইয়া থাকে। বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে যেরূপ অজস্র সংখ্যায় জলপাই গাছ জন্মিয়া থাকে, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ স্থানের অলিভ্ তৈল আদৌ ভাল নহে। কেননা ঐ স্থানের অধিবাসীরা অত্যন্ত নোংরা। তাহারা ভাল, মন্দ, পচা, খেঁৎলান সকল রকমের জলপাইই একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লয়; ইহাতে প্রায়ই তৈল বিস্বাদ হইয়া যায়, এবং আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায় না।

আমাদের ভারতবর্ষেও প্রায় সর্ব্বত্রই জলপাই গাছ জন্মিয়া থাকে। জলপাইয়ের আচার এবং অভাবে জলপাইয়ের অম্বল খাইতে সকলেই ভালবাসে। কিন্তু ভারতের এখানে সেখানে দুই একটী জলপাই গাছ জন্মিলেও কোথাও জলপাইএর "চাষ" হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই জলপাই গাছ জন্মিয়া থাকে। কাজেই ভারতবর্ষে যে জলপাই চাষ করিলে সুফল ফলিবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে জমি আছে—লোক আছে—টাকাও যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু অভাব শুধু সেই জিনিসের, যাহা না হইলে জগতে কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না—অভাব শুধু উদ্যমের—অভাব নূতন কিছু করিবার সুতীব্র স্পৃহার। আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, দেশে নাকি কিছুই করিবার নাই—অর্থাগমের সকল পথই নাকি অবরুদ্ধ। যাহাদের সামর্থ্য আছে, অর্থ আছে, ইচ্ছা আছে অথচ অর্থের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না—তাঁহাদের প্রতি আমাদের উপদেশ, তাঁহারা যেন জলপাইয়ের মত নূতন নূতন অর্থকরী চাষের প্রবর্ত্তন করেন। বস্তুতঃ চাষবাসের মত এমন শান্তিময় এবং সুন্দর অর্থাগমের পথ আর আছে কিনা সন্দেহ। মানুষ ছেলেকে লেখা পড়া শেখায়—কত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাকে "মানুষ" করে; কিন্তু কালে সেই ছেলেই বড় হইয়া হয়ত পিতার অবাধ্য হইয়া উঠিল। তখন আর মানুষের ক্ষোভের সীমা পরিসীমা থাকে না। তখন মানুষের মনে হয় যে এত দিন ধরিয়া সে কাল সাপ পুষিয়াছে—তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ দরিয়ার জলে ফেলিয়া দিয়াছে। কাজেই নিজের সন্তানকে পালন করিয়াও অনেক সময় অনুতপ্ত হইতে হয়—কিন্তু বৃক্ষপালন করিলে সেরূপ অনুতপ্ত হইবার কারণ নাই। সযত্নে পালিত পুত্রও অবাধ্য হইতে পারে, কিন্তু সযত্নে রোপিত বৃক্ষ কখনও অবাধ্য হইবে না। আপনি তাহাকে সার ও জল দিয়া বর্দ্ধিত করুন, সে ফসল দিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিবে। কাজেই বাগান বাগিচা করিলে লোকসান হইবার ভয় নাই। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে

সর্ব্বজাতিই বাগান বাগিচা করিয়া অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। নিজের দেশে ত দূরের কথা, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া শ্বেতদ্বীপ হইতে শ্বেত জাতি আসিয়া ভারতে "টি ষ্টেট্" স্থাপন করিল, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ হইতে আমেরিকানরা আসিয়া সুমাত্রায় সুবিস্তীর্ণ "রবার ষ্টেট্" স্থাপন করিল, আর আমাদের দেশের লোকেরা কি কিছুই করিতে পারে না? তাহারা কি শুধুই গৃহকোণে বসিয়া বসিয়া লেজুড় নাড়িতে থাকিবে! বলিবে অর্থ কোথায়? অর্থ যেন আসমান হইতে আসিবে! তোমাদের সে চেষ্টা কোথায়? একজনে না পার—দশ জনে মিলিত হও। দশ জনে না পার একশত জনে মিলিত হও। মিলিত হইয়া দেহের রক্ত ঢালিয়া একটা নূতন কিছু অর্থাগমের পথ আবিষ্কার কর দেখি—নিজেরা ধন্য হইবে—দেশে ধন্য ধন্য করিবে, দেশ মাতা অজস্রধারায় তোমাদের মাথায় কৃপাবারি বর্ষণ করিবেন।

——:০:——

যৌথ-কারবার সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা

ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে স্বদেশী যৌথ কারবার পত্তন হ'লে তার আয়ু নাকি অধিককাল স্থায়ী হয় না; এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হ'য়ে দেশবাসীরা দেশীয় প্রতিষ্ঠানে অধুনা অর্থ দ্বারা সাহায্য ক'র্‌তে একান্ত পরাঙ্মুখ। অবশ্য এজন্য আমরা সমস্ত দোষ স্বদেশবাসীদের স্কন্ধে চাপাতে পারি না, কেন না, কলিকাতা সোপ ওয়াকস, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, বেঙ্গল ন্যাসানেল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি নিজেদের অকৃতকার্য্যতার দরুণ বাংলা দেশে,—তথা ভারতে একটা সাধারণ আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রেছে। যে সকল ব্যক্তির যৌথ-কারবার সমূহের অংশ ক্রয় করবার শক্তি আছে, সেই সকল ব্যক্তির হৃদয়ে তারা দেশীয় পরিচালকবর্গ পরিচালিত স্বদেশী যৌথ কারবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোটেই আশার আলোক জ্বালতে পারে নি, উপরন্ত বাংলার যৌথ কারবার-গগনে ঘোর কালিমার সৃষ্টি ক'রেছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা ব'ল্‌তে চাই যে, বঙ্গদেশে এমন অনেক যৌথ-কারবার অর্থাৎ লিমিটেড কোম্পানীর অস্তিত্ব আছে,—যাদের পরিচালক সভার সভ্যেরা ব্যবসায় বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ হ'লেও একমাত্র উপযুক্ত অর্থের অনাটন বশতঃ ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি ক'র্‌তে সমর্থ হচ্ছেন না। আমরা আরও অনেক যৌথ-কারবারের বিস্তৃত জীবন-কাহিনী জানি, যেগুলি সাধারণের সহানুভূতির শীতল ছায়ার অর্থাৎ অর্থ সাহায্যে বঞ্চিত হ'য়ে রক্তবর্ণের আলোক জ্বাল্‌তে বাধ্য হ'য়েছে।

উপযুক্ত অর্থ পেলে বোধ করি,—বোধ করি কেন, নিশ্চয়, ঐ শ্রেণীর অকাল-লুপ্ত লিমিটেড কোম্পানী-গুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য লাভ ক'র্‌তো,—কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, সে সুযোগ সুবিধা তারা প্রাপ্ত হয় নি।

আমাদের দেশে যৌথ কারবারের অকৃতকার্য্যতার আর একটী কারণ প্রধানতঃ দায়ী। কারবার স্থাপিত হবার পূর্ব্বেই বহু দেশীয় ধনী ব্যক্তি কতকগুলি অংশ অর্থাৎ নব-কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় ক'রতে পরিচালকবর্গের নিকট প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয় যে তাঁদের কথার ভরসায়

যৌথ-কারবার স্থাপিত হ'লে, তাঁরা পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন,—নিজেদের প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করেন না।

লজ্জার খাতিরে হয়তো তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শেয়ার ক্রয় করেন, কিন্তু তাহা সংখ্যায় অতি নগণ্য।

নূতন লিমিটেড কোম্পানীর প্রথমে যে টাকাটা বহু পরিশ্রমের পর আসে, অর্থাৎ প্রথম দিকে যে শেয়ারগুলি বিক্রয় হয়, সেই অংশ বিক্রয়-লব্ধ অর্থ প্রথমতঃ গৃহনির্ম্মাণ, ভূমি, কলকব্জা, আসবাব পত্র প্রভৃতিতে অতি অল্পদিনেই নিঃশেষ হ'য়ে যায়। অবশেষে পরিচালকবর্গ অর্থের জন্য পুনঃ পুনঃ ঘোষণা-পত্র ছাপিয়েও এসম্বন্ধে ধনী দেশবাসীর উত্তর না পেয়ে যৌথ-কারবারের দরজা বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হন। তারপর দেশে একটা ভীষণ সোরগোল ওঠে যে, পরিচালকবর্গ জুয়াচোর, লোক ঠকিয়ে বেড়ানোই হ'চ্ছে তাঁদের ব্যবসায়। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক কথা এই যে, কেউই অকৃতকার্য্যতার সত্যকার কারণ অনুসন্ধান করেন না। তবে এই স্থানে একটি কথা বল্‌বার প্রয়োজন বোধ করি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে যে কোন স্বদেশী যৌথ কারবারের শেয়ার ক্রয় ক'র্‌তে অনুরোধ ক'র্‌ছি না,—এবম্বিধ অন্যায় অনুরোধ করা বাতুলতা মাত্র। নিঃসন্দেহ, যাঁরা অর্থ দিয়ে শেয়ার কিন্‌বেন, তাঁরা প্রথমে কোম্পানীর প্রতি জিনিস সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'র্‌বেন; এ অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু যে কারবারগুলি দুই একজন বিশেষ ব্যক্তির অক্ষমতার হেতুতে বিক্রয় হ'য়ে গেছে, তাদের দোহাই দিয়ে, তাদের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ লোক সমাজে স্থাপন ক'রে, যদি দেশীয় ধনী ব্যক্তিরা দেশীয় যৌথ কারবার সমূহে টাকা প্রদান ক'রতে অর্থাৎ শেয়ার ক্রয় ক'র্‌তে অস্বীকৃত হন, তা' হ'লে উপায় নেই।

একটা লিমিটেড্ কোম্পানী সে কাজে অদূরদর্শিতার জন্য সাফল্য লাভ ক'র্‌তে পারে নি, সেই কাজেই আর একটি ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন পরিচালকবর্গের দ্বারা পরিচালিত যৌথ-কারবার কৃতকার্য্য হবে না, তার কোন অর্থ নেই।

সুতরাং যথাসাধ্য স্বদেশী যৌথ-কারবার সমূহের উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত কর্ত্তব্য,—অবশ্য পূর্ব্বেই ব'লেছি যে শেয়ার ক্রয় করবার পূর্ব্বে লিমিটেড কোম্পানীর সকল তথ্য সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করা উচিত।

স্বদেশী লিমিটেড্ কোম্পানী আমাদের দেশে অকালে ঝ'রে যায়, তার আরো দুই একটি কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথম যখন কোন লিমিটেড্ কোম্পানী গ'ড়ে ওঠবার প্রচেষ্টা হয়, তখন উদ্যোগীরা কোম্পানীর উপর সাধারণের আস্থা স্থাপনের জন্য স্বভাবতঃই দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যদের স্তম্ভে নাম দিয়ে দেন। এরূপে ঘোষণাপত্র বাজারে প্রকাশিত হ'লে, সাধারণের চোখে কোম্পানীর কদর বেড়ে যায়, এবং শেয়ার ও মন্দ বিক্রয় হয় না। উক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যদি কোম্পানীর প্রত্যেক কাজ নিখুঁত ভাবে পরিদর্শন করেন, তা' হলেই সেই কোম্পানী ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করে এবং হঠাৎ লোপ পায় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পূর্ণ উদ্যমে কোম্পানীর কাজ কর্ম্ম পরিচালন ও পরিদর্শন করেন না, অথবা পরিচালন ও পরিদর্শন করবার অবসর পান না। ফলে হয় কি যে, উদ্যোগীরা সম্মুখে প্রতিপত্তি-শালী লোকদের নাম খাড়া করিয়ে পাঁচজনের টাকা নিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির পথ খোলসা বা সরল ক'রে নেয়। এইরূপে তারা সাধারণের চোখে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে পাঁচজনের সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ ক'রে, হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হ'য়ে যায়; এই যে ব্যবসায়ের নামে চাতুরী, এই যে পরের কষ্টার্জ্জিত টাকা

নিয়ে ছিনি মিনি খেলা, এ জন্য অপরাধ কার? এজন্য অপরাধী কে? এ জন্য অপরাধী ঐ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা—এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এই শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ভাবেন, যে ঘোষণাপত্রে তাঁদের নাম প্রকাশিত হ'য়ে গেলেই বাস্ নিজেদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হ'য়ে গেল। বাস্তবিক যদি তাঁদের কোম্পানীর জন্য কর্ত্তব্য কাজগুলি করবার অবসরের একান্ত অভাব ঘটে, কিংবা যদি তাঁরা কাজগুলি ক'রতে মনে প্রাণে ইচ্ছুক না হন, তা'হলে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, ঘোষণাপত্রে তাঁদের ফাঁকা নাম পত্রস্থ ক'রতে অনুমতি দিয়ে পরোক্ষভাবে কতকগুলি লোকের সর্ব্বনাশের পথ যেন তারা পরিষ্কার করে না দেন।

যিনি পরিচালকের কাজ ক'রতে অনিচ্ছুক, তিনি কেন, কোন্ হিসেবে ডিরেক্টর অর্থাৎ পরিচালকের পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন? এ কি শুধু নামের মোহে, না—অনুরোধ না এড়াতে পেরে?

তিনি গণ্যমান্য হ'তে পারেন, তিনি টাকার কুমীর হ'তে পারেন, কোম্পানীকে নিজের দেওয়া টাকা বিনষ্ট হ'লে হয়তো তাঁর কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি না হ'তে পারে, কিন্তু যে হেতু লিমিটেড কোম্পানীর তহবিল সাধারণের অর্থে পরিপুষ্ট, সেই হেতু সাধারণ প্রদত্ত টাকা নষ্ট করবার তাঁর একতিলও অধিকার নেই।

এই সর্ব্বনেশে ধারা বাংলা দেশের—তথা ভারতের লিমিটেড কোম্পানীর মধ্য দিয়ে চ'লে আসছে, এবং এই জন্যেই অকৃতকার্য্যতার বার্থ বোঝা স্কন্ধে বহন ক'রে, স্বদেশী যৌথ-কারবারগুলি দেশের নাম জগতের চোখে কলঙ্কযুক্ত ক'রে দিয়েছে, হীনতার আবরণে দেশের নাম প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। ভারত এবং বাংলার যৌথ কারবারের ভবিষ্যৎ বাস্তবিকই সঙ্কটযুক্ত; এই কারণেই গোটা কয়েক কথা আমাদের ক্ষুদ্র পত্রে ব'লতে চেষ্টা ক'রলাম।

যে দেশে যৌথ কারবারের প্রসার বৃদ্ধি হয় না, উন্নতি হয় না, সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে।

যুক্তরাজ্য আজ সারা পৃথিবীর মধ্যে সেরা ধনী কেন? এর একমাত্র উত্তর যে, ঐ মার্কিন দেশে জয়েণ্টষ্টক্ অর্থাৎ যৌথ কারবারের সংখ্যা অসংখ্য।

পূর্ব্বেই ব'লেছি যে আমাদের যথাসাধ্য স্বদেশী লিমিটেড্ কোম্পানীর সাহায্য করা কর্ত্তব্য। বঙ্গলক্ষ্মী মিলের অবস্থা কয়েকজনের অজ্ঞতার জন্যে শোচনীয়; সেজন্যে কি বাংলাদেশে পুনরায় নব লিমিটেড্ মিলের প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব?

কখনই না,—ধীশক্তি ও তীক্ষ্ণ ব্যবসায়বুদ্ধি সম্পন্ন পরিশ্রমী পরিচালক এবং উপযুক্ত সাধারণের নিকট থেকে পরিমিত অর্থ-সাহায্য পেলে, বাংলা দেশে ধীরে ধীরে এপ্রকার গুণসমন্বিত যৌথ-কারবার গ'ড়ে উঠবে, যা' কালে বাংলার, বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু হ'য়ে উঠবে। যাঁরা টাকার বস্তার উপর উপবেশন ক'রে আছেন, তাঁরা হয় তো বলবেন যে, টাকা খাটাতে হ'লে ব্যাঙ্কই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, লাভ যদিও কম, তবুও মাসে মাসে হিসেবের পাই-কড়ি সুদটা পাওয়া যাবে। লিমিটেড্ কোম্পানীর সেয়ার কেনাও যা, আর স্বহস্তে টাকাগুলো জাহ্নবীর বক্ষে বিসর্জ্জনও তা'।

আমরা এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের ব'লতে চাই যে "এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব্ সিমলা" এবং "বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক" যখন ফেল পড়তে পারে, তখন দুই একটি ব্যাঙ্ক ছাড়া অপরাপর ব্যাঙ্কগুলির লাল-বাতি জ্বালা অসম্ভব নয়। যে দুই একটি প্রতিপত্তিশালী ব্যাঙ্ক আছে, তারা সুদ দেয় অতি অল্প। আবার এমন লিঃ কোম্পানী আছে, যার শেয়ার বা অংশ ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব; যদি সম্ভব হয়, তা'হলে ক্রেতাকে জলের মতো টাকা ব্যয় ক'রতে হয়,—এমি ঐ শেয়ারের কদর।

একথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাঙ্কের টাকা গচ্ছিত রেখে সুদ লাভ করার চেয়ে বিশ্বাস-যোগ্য যৌথ কারবারের অংশ ক্রয় করা আক্ষেপ-জনক নহে।

আমাদের শেষ অনুরোধ, স্বদেশী বিশ্বাসযোগ্য যৌথ কারবার সমূহে দেশবাসীরা সাহায্য করুন,—যৌথ কারবারের বহুল পত্তন না হ'লে ভারতের ব্যবসায় ও বাণিজ্য চিরকাল শিশু-অবস্থায় থাকবে। ঐ ব্যবসায় শিশুটিকে যৌথ কারবারের সাফল্যের রসে তেজপূর্ণ যুবকে পরিণত করতে হবে।

অবশ্য লোকে তাদের টাকার সদ্ব্যবহারের আশা করে,—এবং এইরূপ আশা পোষণ করাও নিতান্ত স্বাভাবিক। সাধারণে যৌথ কারবারের অংশ ক্রয় করে "Employment of capital" এর জন্যে ; এই টাকার পরিবর্ত্তে তা'রা লাভের প্রত্যাশা করে ; কিন্তু যখন দেখে যে তা'দের বড় প্রিয় টাকা হঠাৎ উদরস্থ হ'য়ে গেছে, তখন তারা যৌথ-কারবারের নাম শুনলে ক্রোধে প্রজ্জলিত বা চলিত কথায় বলি, তেলে-বেগুনে জ্ব'লে ওঠে'। পারত-পক্ষে, নবস্থাপিত কোম্পানী ভালোই হোক, মন্দই হোক, কোন লিমিটেড কোম্পানীর অক্ষমতা ও অসাধুতার জন্য অপরাপর যৌথ কারবার, যেগুলি উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পেলে দেশের ও দশের গৌরবস্থল হ'তো, সেগুলি অর্থাভাবে দরজা বন্ধ ক'রে জল-বুদ্বুদের মতো অদৃশ্য হ'য়ে যেতে বাধ্য হ'য়েছে।

সেই কারণে আমরা বলছি যে, স্বদেশী যৌথ-কারবারের অংশ সাধ্যমতো ক্রয় করা উচিত,—কিন্তু পূর্ব্বেই বারংবার ব'লেছি যে, যে কোন লিমিটেড্ কোম্পানীর সকল তথ্য নিখুঁতরূপে পরীক্ষা ক'রে লওয়া অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেশীয় যৌথ কারবারে বিদেশীরা প্রকৃতির নিয়মানুসারে কেউ সাহায্য ক'রবে না, স্বদেশী যৌথ কারবার স্বদেশবাসীদেরই গ'ড়ে তুলতে হবে, এবং এরূপে সাফল্যের সহিত গড়ে তুলতে পারলে, জগৎ জানবে যে, ভারতীয়দেরও ব্যবসায় করবার শক্তি আছে, ইংরেজ, জর্ম্মাণ ও আমেরিকানের ন্যায় ভারতীয়দেরও তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি আছে,—কোন অংশে তাদের চেয়ে হীন নয়।

—•—

মুরগীর ব্যাধী ও তাহার প্রতিকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬। মাথাঘোরা

এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে পাখীর আর রোগমুক্ত হইবার আশা থাকে না; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে পাখীটীকে মারিয়া ফেলাই ভাল।

৭। পায়ের দুর্ব্বলতা

বড় জাতীয় পাখীর শাবকদিগের সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। খারাপ দ্রব্য খাওয়া, অত্যন্ত বাড়া, স্যাঁতাস্থানে বাস, অত্যধিক উত্তাপ, অধিক সময় আবদ্ধ থাকা, ঠাণ্ডা স্যাঁতা মেঝেতে বাস করা ইত্যাদি কারণেই এই রোগ উৎপন্ন হয়।

সুতরাং পাখীকে প্রচুর পরিমাণে জান্তব খাদ্য দিবে, এবং প্রত্যেক দিন কিছু ফস্‌ফেট্ অব লাইম (Phosphate of Lime) দিবে। খুব কম মাত্রায় প্যারিস কেমিক্যাল ফুড (Parrish's Chemical Food) দিবে, অথবা কিছু টনিক মিক্‌শ্চার (Tonic mixture) দিবে, এবং এলিম্যানস্ এম্‌ব্রোকেশন (Elliman's Embrocation) দিয়া বেদনাযুক্ত স্থান মালিস করিবে, এবং যতদূর সম্ভব হয়, পাখীকে ব্যায়াম করিতে ও ইচ্ছামত বেড়াইতে দিবে।

৮। প্যারালিসিস্ (Paralysis) বা পক্ষাঘাত

এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে পাখীর আর আরোগ্য লাভ করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে পাখীকে মারিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।

৯। বাত

এ রোগ ক্র্যাম্পের বা পায়ে খিল ধরার (Cramps) ন্যায়; কেবল এইটুকু প্রভেদ যে, ইহাতে হাটুর সন্ধিস্থল স্ফীত হইয়া উঠে। এ রোগে ক্র্যাম্পের ন্যায় চিকিৎসা চলিবে।

১০। উকুনাদি কীট (Vermin)

ইহাকে একটা ব্যাধি বলা যাইতে পারে না; কিন্তু ইহাদের আক্রমণে পাখী অস্থির হইয়া পড়ে এবং কিছুমাত্র শান্তি পায় না। বিলাতের অপেক্ষা ভারতবর্ষের মুরগী সকল সময়েই বিশেষতঃ বর্ষাকালে এই সকল কীটের আক্রমণে অত্যন্ত কষ্ট পায়। এই সকল পতঙ্গের মধ্যে উকুন, ছারপোকা, মাছি ও মশার নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের জ্বালায় অস্থির হইয়া মুরগী তাহার ডিম ভাঙ্গিয়া ফেলে, এবং তাহাদের বাসা ছাড়িয়া সারারাত্রি অস্থির হইয়া বেড়ায়। এরূপ অবস্থায় মুরগীর বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া দেওয়া উচিত। পীড়া হইলে তাহা আরোগ্য করার চেয়ে পূর্ব্বেই যাহাতে রোগ না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। মুরগীর ঘরগুলি আল্‌কাতরা, ফেনাইল অথবা কেরোসিন তৈল দ্বারা বেশ করিয়া ধুইয়া দিবে এবং মাঝে মাঝে এসব জিনিস লাগাইয়া দিবে। ঘরের বাহিরের চারিদিক চূণকাম করিয়া দিবে এবং সেই চূণে কিছু ফেনাইল দিবে অথবা কেরোসিন তৈল মিশাইয়া সমস্ত স্থান ইহার দ্বারা সুন্দররূপে লেপিয়া দিবে। মুরগীর বাসগৃহের মেঝেতে কারবলিক পাউডার (Carbolic Powder) অথবা ফেনাইল পাউডার (Phenyle Powder) ছড়াইয়া দিবে, অথবা কেরোসিন তৈল দিয়া ঘরের মেঝে পুছিয়া দিবে। উকুন ভয়ঙ্কর জিনিষ; প্লেগ হওয়ার প্রধান কারণই এই উকুন। একবার এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, ইহার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার

আর কোন উপায় নাই, তখন ইহার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিতে হইবে।

"তা" দেওয়ার অনতিকাল পরেই শাবকদের মাথায় এবং ঘাড়ে কখন কখন উকুনে পূর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের উপর কিটিংসের ইন্‌সেক্ট পাউডার (Keating's insect powder) ছিটাইয়া দিবে; তাহার পর দু'এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিবে,এবং পীড়িত স্থানে খুব ধীরে ধীরে কিটিংসের ইন্‌সেক্ট স্ পাউডার(Keating's insects powder) ঘসিবে। এরূপ করিলে একটু পরেই দেখা যাইবে যে সেই উকুনগুলা শাবকদের চামড়ায় লাগিয়া থাকিয়া আর কষ্ট দিতে পারিবে না, এবং বাহির হইয়া পড়িবার জন্য শাবকদের পালকের আগায় আসিয়া উপস্থিত হইবে।

ঐ ঔষধের গুঁড়া দেওয়ার ফলে উকুনগুলা একেবারে মাতালের ন্যায় হইয়া পড়িবে এবং তখন সহজেই উহাদিগকে দূর করিয়া দিতে পারা যাইবে। কিন্তু তখনও উকুনগুলা একেবারে মরিয়া যায় না, সুতরাং তাহাদিগকে পোড়াইয়া ফেলা অথবা ফেনাইল কিম্বা কেরোসিন তৈলে নিক্ষেপ করা উচিত। প্রতি সপ্তাহে এই প্রক্রিয়া একবার অবলম্বন করা উচিত। উকুনের উপর রাফ্ (Rough) দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে শাবকের কষ্ট হয়, এবং পাখী কিছুক্ষণের জন্য ধুঁকিতে থাকে, এবং যদিও এ পাউডার ব্যবহারে কোন পাখীকে আমি মরিয়া যাইতে দেখি নাই, তথাপি আমি বলিব যে, ছোট ছোট শাবকের পক্ষে কিটিংসের পাউডার (Keating's powder) ব্যবহার করা খুব নিরাপদ। শাবকের মাতার দেহে যে উকুন থাকে, তাহা রাফ (Rough) দিয়া ঘসিয়া দেওয়া দরকার। ঘসার পর অন্ততঃ একঘণ্টা তাহাকে শাবকদিগের নিকট হইতে আলাদা রাখা দরকার। তাহা হইলে তাহার গায়ে যে সকল পাউডার ও উকুন আছে, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিবার সময় পাইবে। প্রায় এক সপ্তাহ পরে আবার শাবকদের মাথা ও গলা ঘসিয়া দেওয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। শাবকদের যখন অর্দ্ধেক পালক উঠে, তখন মনে হয় উহারা শত্রুর কবল হইতে নিরাপদ থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন, এবং যদি কোন উকুনের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে রাফ্ অন্ লাইন্ (Rough-on Line) লাগাইয়া দিবে।

চারি রকমের উকুন মুরগাদিগকে বড় জ্বালাতন করে। ছারপোকাও ইহাদের খুব অনিষ্ট করে। ইহারা পাখার দাড়ে, বাসায়, দেওয়ালে ও মেজেতে বাস করে। ছারপোকার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায় এই যে, মুরগীর বাসগৃহের সমস্ত দুয়ার ও বায়ু চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া, প্রচুর পরিমাণে সালফার ঘরের মধ্যে পোড়ান উচিত এবং ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহার ধোঁয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। ইহার পর গৃহ, মেজে, দুয়ার, বাসা ও ঘরের সমস্ত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ফিনাইল দিয়া ধৌত করা উচিত। এবং তৎপর কেরোসিন তৈল দ্বারা লেপিয়া বা ধুইয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ প্রক্রিয়া মধ্যে মধ্যে প্রায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। যদি পাখীর দেহ ও বাসগৃহ হইতে রক্তশোষণকারী অপকারী কীট সকল তাড়ান না হয়, তাহা হইলে পাখী মরিয়া যাইবে; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্‌কিউবেটার বা ডিম্ ফোটাইবার কলে যে সকল বাচ্চা বাহির হয় তাহাদের উকুনের কোন ভয় থাকে না; কারণ বাচ্চার সঙ্গে মুরগীর কোনও সংশ্রব থাকে না। অনেক শাবক ধুঁকিতে থাকে এবং শীঘ্র মরিয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ উকুন ও ছারপোকার জ্বালাতন। কিন্তু কেহই বিশ্বাস করে না যে, সামান্য ক্ষুদ্র পোকায় এরূপ সুন্দর বাচ্চাগুলির বিনাশ সাধন করিতে পারে। বয়স্ক মুরগীর জন্য আমি ছয় ভাগ নারিকেল তৈল,

এক ভাগ ইউক্যালিপট্যাস্ এবং দুই ভাগ কেরোসিন তৈল এক সঙ্গে মিশাইয়া ব্যবহার করায় উকুনের উপদ্রব হইতে ভাল ফল পাইয়াছি। কিন্তু সাধারণতঃ বর্ষাকাল ব্যতীত এসকল জিনিস ব্যবহার করার কোন দরকার হয় না। মুরগী যখন ডিম ফুটাইতে বসিবে, তখন ইহা কোন ক্রমেই ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে ডিমের মধ্যে যে শাবক থাকে তাহা মরিয়া যায়। বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দেখা দরকার যেন তৈল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে বেশ মিশাইয়া লওয়া হয়, তাহা না হইলে কেরোসিন তৈল দ্বারা পাখীর খুব ক্ষতি হয়।

উকুন মারিবার আর একটা ভাল ব্যবস্থা হইতেছে এই—ইউক্যালিপটাস তৈল এক আউন্স, স্পিরিট অফ ক্যাম্ফর এক আউন্স বেশ সুন্দর করিয়া ছয় আউন্স নারিকেল তেলের সহিত মিশাইয়া পাখীর গাত্রে যেখানে যেখানে উকুন আছে সেখানে লাগাইবে।

পূর্ব্বলিখিত দ্রব্য ছাড়া নিম্নলিখিত দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে সুন্দর ফল হয়। স্পিরিট অফ টারপেন্টাইন (spirits of turpentine) তিন ছটাক, ক্যাম্ফর (camphor) এক ছটাক, নারিকেল তৈল বার ছটাক,—প্রত্যেক অংশে কয়েক ফোঁটা উহা লাগাইবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কেরোসিন তৈল ছয় ভাগ এবং কোলটার (coal-tar) বা আল্কাতরা এক ভাগ একত্রে বেশ করিয়া মিশাইয়া পাখীর সমস্ত বাসগৃহ, সমস্ত দেওয়াল খড়, বাঁশ, ইত্যাদি সুন্দর করিয়া মুছিয়া দিবে। এইরূপ প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া করা উচিত। টিক্‌সগুলা (Ticks) বা চামাটী পোকা বড় জ্বালাতন করে এবং উকুনের অপেক্ষা ইহাদের দূর করা বেশী কষ্টকর। পাখীগুলার পালকের মধ্যে ইহারা প্রবেশ করে এবং এমন ভাবে চামড়ার সঙ্গে লাগিয়া থাকে, যাহাতে শীঘ্রই পাখী মরিয়া যায়। বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, পাখীর বাসগৃহের চারিদিক ঐ অনিষ্টকর পোকায় পরিপূর্ণ। এরূপ অবস্থায়, হয় উহাদিগকে মারিয়া ফেলা উচিত, অথবা যাহাতে উহারা কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, সে উপায় অবলম্বন করা উচিত। পাখীর গায়ে যত ঐ পোকা দেখিতে পাও সমস্ত তুলিয়া ফেল এবং নারিকেল তৈল বার ভাগ, টারপেন তেল এক ভাগ, ক্যাম্ফর এক ভাগ, ফিনাইল এক ভাগ এবং ইউক্যালিপটাস্ তৈল এক ভাগ মিশাইয়া উহা দ্বারা পাখীর দেহ ঘসিয়া দিবে, এবং চারপোকার জন্য বাসগৃহ ইত্যাদি যেরূপ করিয়া ধৌত করিবার প্রক্রিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

১১। হোয়াইট্ কম্ব বা রক্তহীন ফ্যাকাসে ঝুঁটি (white comb)

এ ব্যাধি বড় কষ্টদায়ক, এবং পাখী এ রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই মরিয়া যায়। খারাপ জিনিষ খাওয়ার জন্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব হইলেই এই পীড়া উৎপন্ন হয়। এ ব্যাধিতে আধ হইতে এক চামচ পরিমাণ এপসম্ সল্টস্ (Epsom salts) একটু গরম জলে মিশাইয়া খাইতে দিবে। ফিনাইল এবং জল দিয়া পীড়িত স্থান ধুইয়া দিবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দিয়া মলম তৈয়ারী করিবে। যথা :—

ক্যাম্ফর —	এক ভাগ
ফিনাইল—	এক ভাগ
তারপিন তৈল—	দুই ভাগ
নারিকেল তেল—	চারি ভাগ
গন্ধক—	চারি ভাগ
বোরাসিক্ এসিড পাউডার— (Boracic Acid Powder)	চারি ভাগ

এই মলম দিয়া পীড়িত স্থান মালিস করিবে। জাম বাক্ (Zam Buk) দিয়া আমি বড় সুন্দর ফল পাইয়াছি। প্রচুর পরিমাণে সব্জী-খাদ্য দিবে এবং এক এক বার লঘু খাদ্য খাইতে দিবে। এক দিন অন্তর প্রত্যহ ভোরে এক ফোটা আরসিনিকাম্ আলব্ (Arsenicum Alb) 6 শক্তি দিবে। অথবা টনিক মিক্শ্চার দিবে।

১২। ঘা

ঘা হইলে উহাকে উপেক্ষা করিবে না। পারম্যাংগনেট্ অফ পটাস্ (Permanganate of Potash) অথবা ফিনাইল এবং জল দিয়া ধুইয়া দিবে। কিছু সল্ফার এবং বোরাসিক এসিড পাউডার (Boracic Acid Powder) সমান ভাগে একত্রে মিশাইয়া ঐখানে লাগাইয়া দিবে।

১৩। ছিপ (Seep)

ইহা যক্ষ্মা জাতীয় অসাধ্য রোগ। পাখীতে খাইয়া বেড়ায়, কিন্তু ক্রমাম্বয়ে সে পাতলা হইয়া যায়। ঠাণ্ডা লাগার কোন চিহ্নই হয়ত দেখা যায় না; এরূপ ক্ষেত্রে কডলিভার অয়েল দিবে। এই রোগে পাখীকে মারিয়া মাটীতে পুঁতিয়া ফেলা সবচেয়ে ভাল।

(৩) সংক্রামক রোগ

১। পানি বসন্ত

প্রকৃত পক্ষে মুরগীর পক্ষে ইহা বসন্ত রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমে পাখীর ঠাণ্ডা লাগে, এবং পাখী কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। ইহা প্রায়ই সংক্রামক দোষে উৎপন্ন হয়। কখন কখন বেশ দেখা গিয়াছে যে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে, খারাপ খাদ্য ও জল খাওয়ার দোষে এই রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ব্যাধি মুরগীর দেহ হইতে মানুষের দেহ ও মানুষের দেহ হইতে মুরগীর দেহে সংক্রামিত হইতে পারে।

রোগের চিহ্ন

প্রথমতঃ মুখের উপর, পালকের নীচে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাখীর পায়ে গোটা গোটা দাগ হয়। তারপর দুই তিন দিনের মধ্যে সেই সকল গোটা গোটা ফুস্কুরির মধ্যে এক রকম জলের ন্যায় তরল পদার্থ জন্মায়। পরে চোক্ মুখও আক্রান্ত হয় এবং ইহাতে পাখী অন্ধ হইয়া যায় ও কিছু খাইতে পারে না। পদদ্বয় এমন খারাপ হইয়া যায় যে পাখী চলিতে পারে না। প্রথম এক দিন কি দুই দিন দেহে কোন পীড়ার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু পাখী অত্যন্ত দুর্ব্বল না হওয়া পর্য্যন্ত উহার দেহের উত্তাপ বাড়িতে থাকে এবং পরে আর নড়িতে পারে না। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়।

চিকিৎসা

এ ব্যাধী হইলে, ইহাকে কখন উপেক্ষা করা উচিত নয়। পীড়ার লক্ষণ দেখিবামাত্র যদি চিকিৎসা করা যায়, এবং যত্ন করা যায় তাহা হইলে রোগ আর বাড়িতে পারে না। রোগ হইতে মুক্তি পাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। পীড়িত পাখীকে অন্যান্য মুরগী হইতে পৃথক রাখিবে এবং ইহাকে শুক্না ও রৌদ্র বাতাস চলাচল গৃহে রাখিয়া দিবে। ইহার বাসগৃহ যেন অন্যান্য পাখীর বাসগৃহ হইতে দূরে অবস্থিত হয়। প্রত্যেক পাখীকে সিকি হইতে এক চামচ পূর্ণ এপছম্ সল্টস্ (Epsom salts) দিবে এবং ইহার সহিত এক ফোটা টিংচার অব একোনাইট (Tincture of Aconite) মিশাইয়া দিবে। রুটী, ভাতের মাড়, দুধ, ছাতু ইত্যাদি নরম বলকারক খাদ্য পাখীকে খাইতে দিবে এবং যে পরিমাণ জল পান করিতে পারে তাহা দিবে। পাখী যাহাতে স্বচ্ছন্দে জল পান করিতে পারে সে জন্য বেশ পরিস্কৃত মাটীর পাত্রে করিয়া জল ও খাবার দিবে। পাখীর মুখ ও পদদ্বয় যেন ন্যাকড়া দিয়া মুছাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু

স্তাকড়া ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে যেন কন্‌ডিস্ ফ্লুইড (Condy's Fluid) অথবা পারমাংগানেট অব পটাশের (Permanganate of Potash) জলের মধ্যে ডুবাইয়া লওয়া হয়। ক্ষতস্থানে যেন কিছু নিমের পাতা বাটিয়া দেওয়া হয়। ঘায়ের উপর দেশী ঔষধ ব্যবহারে খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে ; সুতরাং নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে :—

চড়চড়ে গাছের শিকড় চারি তোলা, যক্কা অথবা যোগ বেলতার শিকড় ও পাতা চারি তোলা, শিমূল গাছের কাঁটা চারি তোলা—এইগুলিকে একত্র লইয়া বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া বাটিয়া ফেলিবে। ইহা প্রত্যেক দিন তিনবার করিয়া প্রত্যেক পাখীকে পাচ গ্রেণ করিয়া দিবে। ইহা যদি দিতে না পারা যায়, তাহা হইলে দৈনিক একবার করিয়া পাচ ফোটা স্পিরিট অব ক্যাম্ফর (Spirit of Camphor) দিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা

রাসটাক্স ৬শক্তি (Rhus Tox 6), পাল্‌সেটিলা ৬ শক্তি (Pulsatilla 6) এবং একোনাইট ৬শক্তি পর পর সেবন করাইবে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া না যায়, তত দিন আধ চামচ আন্দাজ জলে ঐ ঔষধ এক ফোটা করিয়া ব্যবহার করিয়া সেবন করাইবে।

ঐ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমি বসন্ত রোগে আক্রান্ত শতকরা পঁচানব্বইটা মুরগীকে সারাইয়াছি। যে সকল মুরগী পীড়িত হয় নাই—তাহাদের আর যাহাতে বসন্ত রোগ হইতে না পারে, তাহাদের জন্ত ঐ ঔষধ ব্যবহার করা ভাল।

২। কলেরা

প্লেগ, বসন্ত ছাড়াও আজকাল মুরগীরা আর একটা নূতন ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, এবং এই রোগটীর নাম কলেরা। পূর্ব্বে কলেরা রোগের নাম কেহ জানিত না, কিন্তু এখন মুরগীরা এই রোগে প্রায়ই আক্রান্ত হয়। কখন কখন এই রোগ একদল মুরগীর মধ্যে দেখা দেয়, কিন্তু কি কারণে যে উহা ঘটিল, তাহা ঠিক করা কঠিন, এবং এই রোগ প্রকাশ হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অনেক পাখী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগ নিবারণ করিবার শত চেষ্টা করিলেও কিছু হয় না।

অনেক সময় দেখা যায় যাহাতে রোগ না হয় সেজন্ত পক্ষীপালক প্রাণপণ চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাখী গুলা মারা পড়িল। আমেরিকা এবং ইউরোপ খণ্ডে এই কলেরা রোগে পাখী কিরূপ ভীষণভাবে মারা পড়িতেছে, পূর্ব্বে আমরা এই সকল সংবাদই পাইতাম, এখানে ইহার কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতি বৎসরই আমরা এ ব্যাধির আক্রমণে অসংখ্য পাখী মরিতে দেখিতেছি। পাখীর শক্তির অভাব হইলে, উহাদিগকে নোংড়া স্থানে ঠেসাঠেসি করিয়া রাখিলে অথবা উহারা সব্জী খাদ্য না পাইলে বা সূর্য্যের উত্তাপ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার কোন আচ্ছাদন না পাইলেই সাধারণতঃ কলেরা দেখা দেয়। ইহা বড় সংক্রামক ব্যাধি, একটী মাত্র পাখী যদি কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং অন্যান্য পাখীর সহিত অবস্থান করে তাহা হইলে সমস্ত পাখীই কলেরায় আক্রান্ত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

যখন পাখী প্রথম আক্রান্ত হয়, তখন তাহার কোন ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, তাহার অবস্থা বেসামাল হইয়া যায়, ইহার চোকের তারা বসিয়া যায় এবং পাখীর লাবণ্য কমিয়া যায়। তখন পাখী যে খাদ্যই গ্রহণ করুক না কেন, তাহা হজম করিতে পারে না—কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তারপর পেটের পীড়া দেখা দেয়, এবং প্রথম প্রথম সবুজ রংএর মল ত্যাগ করে, পরে সাদা

বর্ণের মল নির্গত হয়, আবার কখন ২ রক্তও পড়ে। ইহার পর পাখী ক্রমান্বয়ে শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই মরিয়া যায়। কার্য্যতঃ, এ রোগের হাত হইতে পাখীকে বাঁচাইবার কোনই উপায় নাই; কারণ এ রোগের কার্য্য এত দ্রুত হয়, এবং হৃদয়তন্ত্রী এত শীঘ্র আক্রমণ করে যে, ঔষধ দিয়া কোন ফল পাইবার আগেই পাখী প্রাণত্যাগ করে। এ রোগের চিহ্ন মুরগীর মধ্যে প্রকাশ পাওয়ার বার ঘণ্টার মধ্যেই মুরগী মারা যায়, আবার কখন মুরগী কয়েক দিন কষ্ট পাইয়া মারা যায়। শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে, পাখীর প্লীহা স্ফীত হইয়া উঠে, যকৃৎও ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, হৃদয়তন্ত্রী সকল গরম হইয়া যায়, দেহের অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হয়।

যদি মুরগীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখা হয়, গাদাগাদি করিয়া রাখা না হয়, এবং তাহাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়, তাহা হইলে এ রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় অনেকটা কমিয়া যায়।

পাখী পীড়িত হইবামাত্র কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। পাখীর দেহে পীড়ার লক্ষণ একটু প্রকাশ হওয়া মাত্র তাহাকে তৎক্ষণাৎ মাটীতে পুতিয়া বা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিবে; অথবা তাহাকে অন্যান্য পাখীর সংস্রব হইতে দূরে রাখিবে। ঘরের সমস্ত আবর্জ্জনা ও ময়লা এক জায়গায় জড় করিয়া তাহাতে কিছু চূণ বা ফেনাইল ছিটাইয়া দিবে। বিশেষ যত্ন সহকারে যেন ঘরের ভিতর সমস্ত জায়গা পরিষ্কার করা হয়, এবং ঘরের দেওয়াল ও চারিপার্শ্বে চূণ ও জল দিয়া ধৌত করিয়া দেওয়া হয়, আর সেই জলে কারবলিক, সালফিউরিক এসিড্ বা কিছু ফিনাইল মিশাইয়া দিবে। পীড়িত পাখীকে যদি রোগমুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে রোগের চিহ্ন দেখিবামাত্র যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত, কারণ একটু দেরী করিলে ঐ পীড়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত দ্রুত বাড়িয়া যাইবে যে, তখন আর শত চেষ্টাতেও কিছু ফল পাওয়া যাইবে না। পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রথমতঃ পাখীকে ভেরাট্রাম আলবাম ৬শক্তি (Veratrum Album 6) এবং আর্সেনিকাম আইওডাইড (Arsenicum Iod 3X) অথবা একোনাইট ন্যাপ্ ৬শক্তি (Aconite Nap 6) পর পর আধ ঘণ্টা অথবা পনের মিনিট অন্তর খাইতে দিবে; ইহার ডোজ এক চামচ জলে এক ফোটা ঔষধ দিবে।

যদি উল্লিখিত ঔষধ নিকটে না থাকে বা শীঘ্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে এক চামচ আন্দাজ খাটি অলিভ অইল (Olive Oil) এবং পাঁচ ফোটা টিংচার অব্ ক্যাম্ফর (Tincture of Camphor) দুই ঘণ্টা যদি না দেওয়া হয় তাহা হইলে পাঁচ ফোটা পেরি-ডাভিস্ পেন কিলার (Perry Davises Pain Killer) এক চামচ জলে মিশাইয়া দৈনিক চারিবার করিয়া সেবন করাইবে। ঠাণ্ডা জলের সহিত এরারুট মিশাইয়া পাখীকে খাইতে দিবে।

তিন ঘণ্টা অন্তর প্রত্যেকবার কেবলমাত্র অর্দ্ধ চামচ পরিমিত এই এরারুটের জল খাইতে দিবে।

পীড়িত পাখীর নিকট হইতে সুস্থ পাখীর নিকট গমন করিতে বা কোন দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। পাখী যখন মরিয়া যাইবে, তখন তাহার দেহ গভীর মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলিবে অথবা উহা পোড়াইয়া ফেলিবে।

পাখী যদি খুব মূল্যবান না হয়, তাহা হইলে পীড়িত হইবামাত্র উহাকে মারিয়া ফেলিবে এবং ঐ মৃতদেহ হয় মাটীতে পুতিয়া ফেলিবে, নচেৎ পোড়াইয়া ফেলিবে। কারণ ইহা সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মুরগীর দেহ হইতে এই পীড়ার বীজাণু মনুষ্য দেহে গমন করিতে পারে। খুব তীব্র ফেনাইল ও জল দিয়া সমস্ত গৃহ ও খাঁচা ধুইয়া দিবে। মুরগীর পান করিবার সমস্ত জলে ডগলাস্ মিক্‌চার (Douglas Mixture) দিবে। সুস্থ মুরগী সকলকে এক চামচ পরিমিত জলে তিন ফোটা পেরি ডেভিস পেন কিলার (Perry Davis's Pain Killer) দিবে, অথবা এক চামচ অলিভ অয়েল পাঁচ ফোটা টিংচার অব ক্যাম্ফর মিশাইয়া তিন দিবস দৈনিক একবার করিয়া সেবন করাইবে।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অবস্থা

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল বাংলা দেশের—তথা বাঙ্গালীর গৌরব। এই মিলটি স্বদেশী আন্দোলনের বহু স্মৃতি বিজড়িত,—এটা গ'ড়ে উঠেছিল বাঙ্গালীর দেশ প্রেমিকতার ভিত্তির উপরে, এ মিলটির বিজয় কেতন ভারতের দিকে দিকে সগৌরবে উড়েছিল; কিন্তু সে কেতন আজ ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে নুয়ে প'ড়েছে।

ডিরেক্টরেরা মিলটির সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ ক'রছেন না; বর্ত্তমান অবস্থা কি, সে বিষয়ে তাঁ'রা একেবারে নীরব হয়ে ব'সে আছেন।

অংশীদারেরা তারস্বরে চীৎকার ক'রছে—"প্রকাশ্য ভাবে কাগজে কলমে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের অবস্থা প্রকাশ করে তোমাদের কর্ত্তব্য কর"। কিন্তু সে চীৎকার, সে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁদের কাণে কিছুতেই প্রবেশ ক'রছে না। এই নীরবতা এবং বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের পতন অংশীদারদিগকে আরো শঙ্কাকুল ক'রে তুলছে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাছে মিলকে খাড়া করিয়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জন্য টাকা কর্জ্জ করা ডিরেক্টরদের মোটেই সমীচিন হয় নি; এই কাজ ক'রে তাঁরা অমার্জ্জনীয় অপরাধী হয়েছেন।

দেখা যায় যে, কর্ত্তারা ১৯২৩ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট থেকে ১৪,৫৯,৮০৩ টাকা বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জীবন রক্ষার জন্যে ধার ক'রে ছিলেন।

নীচে যে হিসাব দেওয়া গেল, তাতে দেখা যায় যে ১৯২৩ সালের প্রথম অর্দ্ধাংশে, যখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে ধার করা হয়েছিল, তখন বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে মিলের গচ্ছিত জমা (fixed deposit) সাড়ে সাত লাখ টাকায় উঠেছিল, এবং প্রায় চার লাখ টাকা কারেন্ট একাউন্টে ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়োজনের সময় ভিক্ষুকের কাছ থেকে টাকা ধার করা হ'চ্ছে অতি সাধারণ রীতি; কিন্তু টাকা ধার দেবার সময় শুধু ধনীকেই আমল দেওয়া উচিত। এটাই হচ্ছে বাণিজ্যের সাধারণ ধারা।

কিন্তু বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ডিরেক্টরেরা এ কথাটা স্বীকার করেন-নি। তাঁরা নিজেদের উদ্ভাবিত রীতিতেই কাজ করেছেন।

১৯২২ সনের পর তাঁরা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে মিলের গচ্ছিত জমার হিসেব বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঘটনা ক্রমে বঙ্গলক্ষ্মী মিল ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কয়েক জন ডিরেক্টর একই ব্যক্তি হওয়ায় অনেক সময় ব্যাঙ্কের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য মিলের স্বার্থ বিসর্জ্জন করা হইয়াছে।

এইরূপ করিতে যাইয়া যদি তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার সীমার বাহিরে গিয়ে থাকেন, তাহ'লে অনধিকার কার্য্যের জন্য নিশ্চয় তাঁরা দায়ী হতে বাধ্য হবেন।

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় সাধারণের অবগতির জন্য মিলের ছাপা ব্যালেন্স সিটের উল্লেখ করা গেল:—

নগদ টাকা মজুত

(CASH BALANCES)

ব্যালান্স সিটের তারিখ	কলিকাতার অফিসে	মিলে	ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে	বেঃ ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে অস্থির জমা টাকা	বেঃ ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে কারেন্ট একাউন্টের হিঃ	বেঃ ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে সুদের হিঃ	মোট
৩১।১২।২১	১৬,০৫৮ ৬ ১১	২,৯৮৭ ১১ ০	৬৪,২২৭ ৫ ৯	১২,৫০,০০০	৭৪,৯৯১ ৪ ৩	৭৭,৮৬৩ ৩ ৯	১৪,২০,৭১৮ ০ ৮
৩০। ৬।২২	১,৫৮৫ ৪ ২	৪,৩৭২ ১৪ ৯	১৬,৪৫৪ ২ ০	১২,৫০,০০০	১,৮৪,১২৭ ১৪ ০		১৪,৫৬,৫৪০ ৩ ৪
৩১।১২।২২	১,৮০৮ ৩ ৫	১,৭৬৩ ১০ ৬	৪৫,৮৭০ ৮ ৪	১২,৫০,০০০	৩,২৪,৫৭৯ ১ ৮		১৬,২৪,০২১ ৭ ১১
৩০। ৬।২৩	৪০,৮০৯ ২ ৮	১,৯২৯ ০ ৯		২০,১০,০০০	৭,১১,৭৮৯ ২ ১০		২৭,৫৪,৫২৭ ৬ ৩
৩১।১২।২৩	৩,২৬৫ ৭ ৮	৩,৭৭৮ ১০ ০		২০,০০,০০০	৭,১০,০২১ ১ ৮		২৭,১৬,৬৭৭ ৩ ৪
৩০। ৬।২৪	১৪,৮৩২ ৬ ২	৩,১২৪ ৪ ৩		০,০০,০০০	৭,৭৬,৯৪০ ১৫ ২		২৭,৯৪,২৮৭ ৯ ৭
৩১।১২।২৪	১০,২৭৭ ১৪ ৮	১,২৯৩ ১২ ৯		১৯,০০,০০০	৫,৯৫,৭৫১ ৭ ১০		২৫,০৭,৩২৩ ৩ ৩
৩০। ৬।২৫	৮,৩৯৭ ১ ৮	৫০০ ১৪ ৯		১৮,৭২,০০০	৫,৯৩,২৭৩ ২ ৩		২৪,৭৭,১৭১ ২ ৮
৩১।১২।২৫	৪,৭৯৯ ১৪ ৫	৪,৪৮৪ ১২ ৩		১৮,২৫,০০০	৪,৯২,৩৫৩ ০ ৭		২৩,২৯,৬৩৭ ১১ ২
৩০। ৬।২৬	৬,৩২০ ২ ৬	৯৭৩ ২ ৬		১৭,৭৫,৫০০	৯,৩০,৪৮৩ ১২ ৩		২৭,১২,৯৭৭ ১ ৩

কলিকাতার আফিসে নগদ টাকা

বন্ধ করার দিনগুলিতে নগদ টাকার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী ছিল, এম্নি একদিন নগদ টাকার পরিমাণ ৪০,৮০৯ টাকা হ'য়েছিল।

ডিরেক্টরদের বোধ করি ধারণা হ'য়েছিল যে, মিলের টাকা ব্যাঙ্কের চেয়ে অফিসেই অধিকতর সাবধানে থাক্‌বে।

অফিসে মজুত নগদ টাকার হিসেবের পূর্ণ অনুসন্ধান করলে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

বেঙ্গল ন্যাশানল ব্যাঙ্ক

মিলের কতকগুলি ডিরেক্টরের নিশ্চয় জানা ছিল যে, উপরোক্ত ব্যাঙ্কে বহু তৃতীয় শ্রেণীর লোক ও কোম্পানীকে বিস্তর টাকা আগাম দিয়েছিল; এই সমস্ত লোক ও কোম্পানী উপযুক্ত জামিন (securities) না দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত উদারতার সহিত তাহাদিগকে হাজার হাজার টাকা কর্জ দিয়েছিলেন।

ডিরেক্টরেরা আরো জান্‌তেন যে, ১৯২৩ সনে দুরবস্থার সময় বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টাকা নিতে পারেনি, কারণ বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের সিকিউরিটির মূল্য বাজারে কিছুই ছিল না।

এ সমস্তই তাঁরা পূর্ণভাবে জ্ঞাত ছিলেন।

যা হোক্, ডিরেক্টরেরা ঐ ব্যাঙ্ককে সাড়ে এগারো লাখ টাকা দিয়েছিলেন। এতে মিলের জমা টাকার পরিমাণ ১৯২৩ সালের প্রথম অর্দ্ধাংশে বর্দ্ধিত হ'য়েছিল।

ডিরেক্টরেরা বেশ ভালো ক'রেই জান্‌তেন যে, ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয়; কিন্তু তবুও তাঁরা মিলের টাকা ঐ ব্যাঙ্কে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই জমা রেখেছিলেন। ব্যাঙ্ক তার ঋণ পরিশোধ করবার অক্ষমতা হেতু কেবলই বিলম্ব ক'র্‌ছিল এবং ১৯২৬ সালে তথাপি এই সকল সিকিউরিটী-বিহীন লোককে উদার মনে সাহায্য করছিল। এটা বেশ পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারা যায় যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার ক'রবার জন্যে মিলকে উচ্চহারে সুদ দিয়েছিল এবং আরো মজার কথা এই যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে দেওয়া সুদের পরিমাণের তুলনায় বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক কারেন্ট হিসেবে মিলের গচ্ছিত টাকার সুদের হার অতি অল্পই ছিল; অর্থাৎ মিল তার ন্যস্ত টাকার সুদ পেয়েছিল অল্প, কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করবার জন্য সে সুদ দিয়েছিল বেশী। তথাপি মহামতি ডিরেক্টরগণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে উচ্চ সুদে ধার করা বিপুল টাকা বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের কারেন্ট একাউন্টে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

এতেই ডিরেক্টরদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা যে কিঞ্চিৎ কম, তা সহজেই বোধগম্য হয়।

প্রথম তালিকা থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, ৩০শে জুন, ১৯২৬ সালে বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে মিলের সক্কলশুদ্ধ টাকা জমা ছিল সাতাশ লাখ। এই সাতাশ লাখ টাকা মিলের তহবিলের উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত টাকা বলে মনে করবেন না; কেননা উক্ত তারিখে মিলের কাছ থেকে যাঁরা টাকা পেত, তাঁহাদের টাকার পরিমাণ পনের লাখ টাকার চেয়েও বেশী ছিল।

ডিরেক্টরেরা এই যে সব প্রকাণ্ড দোষ ক'রেছেন, এর খেসারৎ দেবে কে?

বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ককে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁ'রা মিলের গলা টিপে ধরেছিলেন। ব্যাঙ্ককে মরণপথ থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা সাধু, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এক জনকে বাঁচাতে গিয়ে আর এক জনকে বধ করা, কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? যার রক্ত দিয়ে আর একজনকে মৃত্যুর

গহ্বর থেকে উত্থিত করবার চেষ্টা করা হ'ল, সে গহ্বর থেকে উঠতে পারলে না, আর রক্তশূন্য অবস্থায় অপর বেচারী অর্দ্ধমৃত অবস্থায় প'ড়ে রইলো। ঠিক অবিকল বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী মিলের এইরূপ অবস্থা হয়েছে।

বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ককে সাহায্য করবার প্রবল ইচ্ছা পরিপূর্ণ করবার জন্যে মিলের যা কিছু ছিল, তা সমস্তই ব্যবহার হ'য়েছে। মিলের তহবিলের উদ্বৃত্ত টাকা ঐ ব্যাঙ্কের ভেতর গিয়ে চিরকালের জন্য আটকে গেছে।

মিলের সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ঋণ পরিশোধ করবার জন্য দায়ী হয়েছিলেন। বন্ধকের জন্য যে বড় টাকা পাওনা গিয়াছিল তার অধিকাংশ পুনরায় বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের প্রবল ক্ষুন্নিবৃত্তির সামান্য উপশম করেছিল।

মিলের প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করবার খরচের জন্য বিবিধ খরচের (Sundry) হিসাবের খাতায় প্রতি অর্দ্ধ বৎসর অন্তর দেনার দিক দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হচ্ছিল, কারণ পরিচালকেরা মিলের সমস্ত টাকা ব্যাঙ্ককে দিয়ে মিলের দেনা বর্দ্ধিত করতে মনস্থ করেছিলেন।

অবশেষে টাকা পাবার শেষ পথ পরিচালকেরা অবলম্বন করলেন।

মিলটাকে প্রায় সৎকারের জন্য ঘাটের উপর চড়িয়ে তাঁরা পাঁচ লাখ টাকা পেলেন। একবার ক্ষণিকের তরেও পরিচালকেরা চিন্তা করবার অবসর পেলেন না বা ইচ্ছা ক'রে চিন্তা করলেন না যে, এই গর্হিত কাজের ভবিষ্যৎ ফল কি ভীষণ ভাব ধারণ করতে পারে!

বাস্তবিকই "ব্যালেন্স সিট" অতি সুন্দর হয়েছে; হুণ্ডির পাঁচ লাখ টাকার বিপক্ষে কারেন্ট একাউন্টে নগদ টাকার পরিমাণ টাকা ৯,৩০,৪৮৩—১২—৩।

লভ্যাংশের যে টাকা দেওয়া বা দাবী করা হয় নাই

মিলকেরা সব সময়েই বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে এসেছেন যে, অংশীদারেরা যদি এত তারিখের মধ্যে তাঁদের লাভের বখরা কোম্পানীর আফিস থেকে না নিয়ে যান, তা হ'লে লভ্যাংশ রেজিষ্টার্ড অংশীদারের নিকট মণিঅর্ডারের সাহায্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। অথচ কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষকেরা বা অডিটরেরা তাঁদের রিপোর্টে একবার লিখেছিলেন যে, অ-দাবী লভ্যাংশের সম্পূর্ণ হিসেব তাঁদের কাছে দেওয়া হয় নি।

আসবাব পত্র

মিলের পরিচালকবর্গদের আসবাব পত্রের উপর কি রকম বেশী টান ছিল, তা প্রতি অর্দ্ধ বৎসরের আসবাবের হিসেব থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

যদিও ১৯২১ সালে ৩১শে ডিসেম্বর ৬,৭০৩ টাকার আসবাব খরিদ করা হ'য়েছিল, তথাপি ১৯২২ সালে তাঁরা ফার্ণিচার কিনেছিলেন ১২,১৯৬-১৩ টাকার।

১৯২৬ সালে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সাড়ে চার বছরের মধ্যে নূতন ফার্ণিচার কেনবার মোট হিসেব হচ্ছে টাকা ২ ,৯৭১-১৩-৯।

এর উপর মন্তব্য প্রকাশ করা অপ্রয়োজন।

মিলের জন্য তুলা

১৯২১ সালে ৩১শে ডিসেম্বর মিলের প্রয়োজনীয় অর্দ্ধ বৎসরের তুলা সঞ্চিত ছিল, এবং বোধ করি তুলার জন্য ৯৪,৮৭৪ টাকা অগ্রিম দেওয়া হ'য়েছিল। পরের অর্দ্ধ বৎসরে পরিচালকবর্গ এই সুন্দর ও সুবিধার ব্যবস্থা পরিত্যাগ ক'রলেন। এর কারণ তাঁরাই ভালো জানেন।

পরের দুই অর্দ্ধ বৎসরের জন্যে ৩০-৬-২৩ তারিখে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা মিলের যোগাড় থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা তুলার জন্য ৩,৩৮,২১৪ টাকা আগাম দিয়েছিলেন। ১৯২৩ সনের পর এই তুলার জন্য অগ্রিম টাকার পরিমাণ সাত লাখ চল্লিশ হাজারের নীচে নামে নি। ১৯২৫ সালে ৩০শে জুন টাকার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হ'য়েছিল,—১৪,৩৯,৯৯৪।

শেষাশেষি পরিচালকবর্গ ঘরে তুলা খুব অল্পই মজুত রাখতেন; তাঁরা তুলার জন্য—টাকা আগাম দেওয়ার উপর অধিক তর বিশ্বাসস্থাপন ক'রেছিলেন।

ব্যালেন্স সিটের তারিখ	অর্দ্ধ বৎসরের শেষে তুলার ব্যয়	অর্দ্ধ বৎসরের শেষে তুলা মজুত	তুলার জন্য অগ্রিম টাকা	
৩১।১২।২১	৬,১০,৫৮৩	১,২৬,৭১২	৯৭,৪৭৪	৩,৬৬,২৬৪
৩০।৬।২২	৬,৪৯,৬৮৫	১২,১৭,৩০৮	৩,৩৮,২১৪	১,৯৩,২৮৯
৩১।১২।২২	৭,৮৬,৯৩০	৯,৪৩,৪৪৯	৮২,৬২৫	২,০২,৭০৫
৩০।৬।২৩	৯,০০,১০৯	১৪,৫৫,৪১৫	৮০,৮৬৩	২,৭৫,৭১৯
৩১।১২।২৩	৯,২০,৬১২	৯,২৮,৯৪৬	১,৪৬,২৫২	৩,৬৫,৪০০
৩০।৬।২৪	৮,৯৭,০৯৯	৯,৪০,৩১০	৭,৭২,৭০৩	৩,৬০,৬২৫
৩১।১২।২৪	১৩,২৫,০৫০	২,৯৯,৮৪২	১১,১৭,৬৮৭	৩,৭৯,০৬৬
৩০।৬।২৫	১০,৭১,৩১৮	৬,৬৬,৩৯২	১৪,৩৯,৯৯৪	৫,০৫,৯৩৪
৩১।১২।২৫	১০,৫৪,১০৩	২,৯৬,১৯৯	৭,৪১,৬৬৬	৭,৮২,৫৯৩
৩০।৬।২৬	৯,৯৮,৫৪৩	৪,৪৪,২৭৯	১৩,৯০,৭৪২	৮,৩০,৪৫৭

মিলের টাকা বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে আটকে রাখা পরিচালকবর্গের, মোটেই সমীচিন হয়নি; তাঁদের এইরূপ ক'র্‌বার উদ্দেশ্য কিন্তু সহজেই বুঝতে পারা যায়।

বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের অর্থ-তৃষ্ণা বরাবর প্রবল-ভাব ধারণ ক'রেছিল; কিন্তু তাঁরা কেন যে উন্মাদের মতো ঐ বিরাট তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্য মিলের স্বার্থ ভেঙ্গে চুরমার ক'রে টাকার পর টাকা দিয়েছিলেন তা বলা সুকঠিন।

এ-কথা বলা আরো কঠিন যে, তাঁরা দুই অর্দ্ধ বৎসরের তুলা মজুত থাকা সত্ত্বেও পুনরায় কেন তুলার জন্য কতকগুলি লোকের উপর কৃপাপরবশ হয়ে পূর্ণ টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন, অথচ ঐ সময় মিলের তহবিলের টাকা কম প'ড়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা মিলের জন্য হুণ্ডির সাহায্যে টাকা ধার ক'রবার চেষ্টা ক'র্‌ছিলেন।

যদি আমরা মনে না করি যে, বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের মতো অর্থাৎ অংশীদারের চেয়েও ঐ সকল অগ্রিম-টাকা-পাওয়া ব্যক্তির মিলের উপর টাকা পাবার দাবী বেশী, তা'হলে এই নিবিড় রহস্য ভেদ করা কঠিন হবে।

প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, শুকুলা এণ্ড ব্রাদার্স (Sukla & Brothers) নামে একটি ব্যবসায়ী কোম্পানীর সহিত ঐ মিলের কারবার বেশ দ্রুত বেগেই চলে। আমরা কি জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি যে, উল্লিখিত শুকুলারা কি সত্যই প্রকৃত মাড়বারের

ব্যবসায়ী ? আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিতেছি যে, এই শুকলা কোম্পানীর সহিত কোনও মাড়বারীর সংস্রব নাই। এই শুক্‌লা নাম—যাহা শুনিতে ঠিক মাড়োয়ারী নামের মত—একটা কল্পিত নাম, এবং ইহার মালিক অথবা মালিকগণ সকলেই বাঙ্গালী এবং ভাই ভাই। এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রকাশ করিলে তাহা আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব। মিঃ শুক্‌লা ও তাঁ'র ভ্রাতাদের আসল পুরা নাম এবং মিলের সঙ্গে তাঁদের কারবার অর্থাৎ লেন দেনের রীতি-নীতি জ্ঞাত হ'তে পার্‌লে অনেক কিছুই রহস্য-জনক তথ্য প্রকাশ্য ভাবে প্রকাশিত হ'তে পারে।

পরিচালকবর্গ মিলের অপ্রয়োজনীয় জিনিষের জন্যে পূর্ব্ব থেকেই টাকা অগ্রিম দিতে নিতান্ত দক্ষ ছিলেন; কিন্তু মিলের উৎপন্ন মাল বিক্রয় ক'রবার সময় টাকা আদায় ক'রে নিতে নেহাৎ অপটু ছিলেন।

পরিচালকদের ব্যবসায়-বুদ্ধি এবম্বিধ তীক্ষ্ণ হ'য়েছিল যে, তাঁরা উদার ভাবে মিলের উৎপন্ন মালের বিক্রয়ের বহু পাওনা টাকার দিকে তেমন নজর দেন-নি, অথচ বাজারে মিলের প্রস্তুত মালের অতিরিক্ত চাহিদা ছিল। ঐ প্রাপ্য টাকা কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে, তাঁরা যদি উৎপন্ন মালের পরিমাণ আরো অধিক ক'রতেন, তা'হলে আমরা তাঁদের ব্যবসায়-বুদ্ধির তারিফ ক'রতে পার্‌তাম।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি, কে, লাহিড়ী

মিলের কর্ত্তারা ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, বার-এট-ল কে মাসিক দেড় হাজার টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান ক'র্‌তেন এবং কমিশন রূপে তাঁ'কে গত সাড়ে সাত বছরের মধ্যে মোট ৯৩,৯১৯ টাকা দিয়ে এসেছেন।

সুতরাং মিল চালাবার অক্ষমতার কারণ স্বরূপ পারিশ্রমিকের স্বল্পতাকে (?) কখনো লোক-চক্ষুর সামনে খাড়া করা যেতে পারে না।

বাঙ্গার গাঢ় নিদ্রা আজ পর্যান্তও সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গে-নি। বাঙ্গালীরা, আমরা আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর ক'র্‌বার জন্য উৎসাহভরে চেষ্টা ক'র্‌ছি; সরকারকে আমরা তাঁদের রাজদণ্ড পরিচালনার ত্রুটী দেখাতে সচেষ্ট হ'য়েছি। আমরা সরকারের শিল্প-নীতির দোষ দেখ্‌তে পেলেই তীব্র নিন্দা ক'রছি, কিন্তু যখন আমাদেরই জাত-ভাইরা জনসাধারণের অর্থে পরিপুষ্ট বহুদিনের স্থাপিত ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আপন আপন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অথবা অক্ষমতার জন্য জন্মের মত রসাতলে পাঠান, তখন আমরা জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্যে ঐ সব কেলেঙ্কারির কালিমা পর্দ্দার আবরণে চাপা দিতে চেষ্টা করি।

বন্ধুরূপে যারা বন্ধু নয়, তারা শত্রুর চেয়েও নিকৃষ্ট; দেশ-সেবক রূপে যারা দেশ-সেবক নয় তা'রা প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকের চেয়েও অধম,—এইগুলি আমাদের জেনে রাখা অতিশয় কর্ত্তব্য।

হাত-বদল

বঙ্গলক্ষ্মী মিলের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হিসেব থেকে দেখা যায় যে, মিলকে বহু বিস্তৃত দেনা (floating debt) পরিশোধ ক'র্‌তে হবে। মিলের টাকা বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে; কিন্তু উক্ত জমা টাকা প্রায় চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হ'য়ে গেছে ব'ললেই হয়। তা'হলে দেখুন, মিলের অবস্থা কতদূর শোচনীয় হ'য়েছে।

যদি মিলের উত্তমর্ণদের হাত থেকে মিলটির জীবন-রক্ষা ক'রতে হয়, তা'হলে প্রথম প্রয়োজনীয় কাজ হ'চ্ছে যে, বর্ত্তমান পরিচালক-সভা আমূল পরিবর্ত্তন করা। একজন তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ধনীর আশু প্রয়োজন। তিনি ঋণ-পরিশোধ ক'রে দেবেন ও মিলকে কার্য্যে চালিত করবার জন্য অর্থ সরবরাহ ক'র্‌বেন।

আমাদের অনুরোধ, বর্ত্তমান পরিচালকবর্গ এক কাজ ক'রে তাদের পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করুন। তাঁ'রা হয় রাজা হৃষীকেশ লাহা অথবা সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এ বিষয়ে সাহায্য ক'র্‌তে অনুরোধ করুন ; তাঁহারাই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁহারা উপস্থিত সঙ্কট থেকে বঙ্গলক্ষ্মী মিলকে উদ্ধার ক'র্‌তে পারেন।

সার রাজেন্দ্রনাথের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। এই বিখ্যাত বাঙ্গালী-ব্যবসায়ী মার্টিন এণ্ড কোম্পানীকে আজ এরূপ বিরাট আকারে গ'ড়ে তুলেছেন ; তাঁর নাম বহু প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে।

বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ন্যায় সঙ্কটজনক অবস্থার সাম্‌নে অগ্রসর হ'তে গেলে যে প্রতিভার দরকার হয়, নিঃসন্দেহ, সেই প্রতিভা সার রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপেই বিদ্যমান আছে।

আশা করি, তিনি অথবা রাজা হৃষীকেশ লাহা অগ্রসর হ'য়ে এসে মিলকে মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার ক'র্‌বেন, এবং তৎসঙ্গে বাংলার নাম রক্ষা ক'র্‌বেন। উপস্থিত বিদায় গ্রহণ ক'রবার পূর্ব্বে পুনরায় আমরা ব'লবো, বারংবার আমরা ব'লবো, মিলের বর্ত্তমান বিপদের জন্য পরিচালকবর্গই দায়ী। স্বদেশবাসীগণ এখন থেকে এই সকল ব্যক্তিদের ভালো ক'রে জেনে রাখুন।

শ্রীপ্রভাংশুকুমার গুপ্ত

—:•:—

গুলগুল্লা!

শোণিত, শুক্র ও আভ্যন্তরিক বল বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

বিশেষতঃ

বেরিবেরিতে বা অন্য কোন কারণে যাহাদের হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হইয়াছে তাঁহারা গুলগুল্লার ১ মাত্রা সেবনেই আশাতীত উপকার বুঝিতে পারিবেন। চারি আনা পাঠাইলে ২ মাত্রা গুলগুল্লা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

বিশ্বনাথ ব্রাদার্স

১৪০।৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাযাবরের ন্যায় ভ্রমণশীল অস্ত্রচিকিৎসক
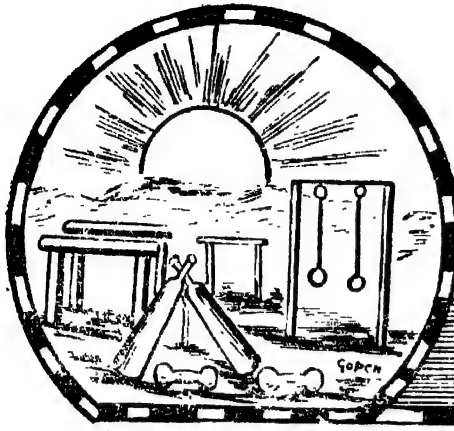
চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সমাজের মধ্যে ডাক্তারদের অপেক্ষা অস্ত্রচিকিৎসকদিগের অবস্থা ও সম্মান খুব কমই ছিল। তখনকার দিনে অস্ত্রচিকিৎসকগণের অবস্থা অনেকটা যাযাবরদের ন্যায় ছিল; তাঁহারা এক সহর হইতে অন্য সহর, তারপর তথা হইতে অন্যত্র, এইরূপ ভাবে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় সমাজের চক্ষে ডাক্তারদের অপেক্ষা তাঁহারা একটু হেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেক সময় আবার তাঁহারা রোগীদের বাড়ী আটকা পড়িয়া যাইতেন। অস্ত্র করার পর রোগীদের অবস্থা কেমন থাকে, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহারা রোগীদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন এবং এইরূপে অনেকদিন ধরিয়া তাঁহাদের ভ্রমণ স্থগিত থাকিত। রোগীদের বাড়ী এইরূপ অবস্থান করার ফলে রোগীদের বিশেষ উপকার হইত, কারণ দেহে অস্ত্র করার পর, ক্ষতস্থানের অবস্থা কেমন থাকে, সেদিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। অস্ত্র চিকিৎসা খুব ভাল হইলেও কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিচর্য্যা ও নজর রাখার অভাবে অনেক রোগীই মারা পড়িয়াছে। তখনকার দিনে অস্ত্রচিকিৎসকগণ খুব বেশী পরিমাণে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা আবার রোগীদের বাড়ী খুব আনন্দ সহকারে খাওয়া দাওয়া করিতেন, এবং সেই পরিবারের মধ্যে তিনিও একজন আপন আত্মীয় লোক বলিয়া সম্মানিত ও গণ্য হইতেন। এখানে আর একটী বিষয় জানিয়া রাখা ভাল যে আট দশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন অস্ত্র চিকিৎসকগণ তাঁহাদের পেশা ত্যাগ করিলেন, তখন দন্ত-চিকিৎসকগণ যাযাবরদিগের ন্যায় একস্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

তখনকার দিনে অস্ত্রচিকিৎসার বিশেষত্বই ছিল সাহস ও কার্য্যে তৎপরতা। রোগীকে একজন দৃঢ় করিয়া ধরিবে এবং অস্ত্রচিকিৎসক খুব তৎপরতার সহিত তখন অস্ত্র করিবেন। কখন কখন রোগীকে আনন্দিত করিবার জন্য উঁহাদিগকে মদ খাইতে দেওয়া হইত। আবার কখন রোগীর মনটাকে অন্য

দিকে লওয়ার জন্য রোগীর নিকট সুন্দর সুন্দর গান করা হইত ; কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইত না ; কারণ সকলেই জানেন, দৈহিক যন্ত্রণার সময় অতীব সুমিষ্ট গানও শুনিতে ভাল লাগে না—সকলই যেন তিক্ত বলিয়া মনে হয়।

তখনকার দিনে যেমন গান শুনাইয়া রোগীকে আনন্দিত করিবার চেষ্টা হইত, বর্ত্তমান কালে অনেক হাসপাতালে বেতার সঙ্গীত দ্বারা অনেকটা সেই ধরণের কার্য্য করিবার চেষ্টা হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই অনেক হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। হাসপাতালের গৃহগুলি খুব বৃহৎ এবং ছাদ বিস্তৃত ছিল। প্রত্যেক হাসপাতালের মধ্যেই একটা করিয়া বড় 'হল' ছিল। তখন হাসপাতালে খুব বেশী রোগী আসিত, এবং সব সময়েই প্রায় অধিকাংশ হাসপাতালেই প্রতি খাটিয়ায় দুইজন করিয়া রোগী থাকিত। এক একটী বিছানায় দুইজন রোগী স্থান পাইত—ইহা শুনিতে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু তখনকার দিনের লোকের মনোভাব অবগত হইলে প্রথমেই এ প্রথাটীকে যেরূপ নিষ্ঠুর ও কষ্টকর বলিয়া মনে হয়, তাহা আর হইবে না। তখনকার দিনে "হাসপাতালে গদিপাতা বিছানার উপর রোগীকে রাখা শুধু বাবুগিরি ছাড়া আর কিছুই নয়,"—এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল ; সুতরাং এক বিছানায় দুইজন শুইয়া থাকা বোধ হয় তখন তত কষ্টকর ছিল না। তখন হাসপাতালে খুব ভাল ভাল খাদ্য প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইত ; কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রতি হাসপাতালেই একজন করিয়া ছুষ্ট কীট ধরিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারী থাকিত।

ফটোগ্রাফের সাহায্যে উদরের অভ্যন্তরের ছবি

উদরের অভ্যন্তরের চিত্র এক্স-রের সাহায্যে লওয়াই সম্ভবপর ছিল,—এক্স-রের দ্বারা যে ছবি প্রস্তুত হয়, তা'ও সম্পূর্ণ দোষ-বর্জ্জিত নয়। কিন্তু ডাক্তার এলসনারের আবিষ্কারের ফলে আজ উদরাভ্যন্তরের নিখুঁত চিত্র পাবার পূর্ণ সম্ভাবনা হ'য়েছে। ডাঃ এলসনার আবিষ্কৃত যন্ত্রের প্রধান সরঞ্জাম একটি রবারের নল ; উক্ত রবারের নলের উপরিভাগে সাতটি ফিল্ম সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরা আছে।

চৌদ্দ সেকেণ্ডের মধ্যেই ক্যামেরার কাজ হ'য়ে যায়,—অর্থাৎ উদরের অভ্যন্তরের ছাপ ঐ ফিল্মের উপরে পতিত হয়। রোগীকে এই সময়ে মিনিট পাঁচেকের জন্যে টেবিলের উপর শয়ন ক'রে থাকতে হয়,—এ কার্য্যের জন্য রোগীকে কোনও প্রকার যন্ত্রণা বা কষ্ট ভোগ ক'রতে হয় না।

অস্থি বা হাড়ের কাঠ কয়লা

অস্থি বা হাড়কে যদি ধাতু গলাবার মূষা বা মুচিতে উত্তাপিত করা যায়, তা'হলে উক্ত জিনিষ সংশোধিত হ'য়ে অঙ্গারে পরিণত হয়,—অর্থাৎ উহা কাঠ কয়লার শক্তি লাভ করে। উত্তাপের সাহায্যে অস্থিকে অগ্নি উৎপন্ন করবার শক্তি লাভ করাতে হ'লে ষোল ইঞ্চি উঁচু ও বেড়ে বারো ইঞ্চি মূষা বা মুচির প্রয়োজন হয়। অগ্নিকুণ্ড বা চাপর গৃহমধ্যস্থ সাধারণ অগ্নি সেবনস্থলীয় ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উপরিভাগ বক্রভাবে ইষ্টকের দ্বারা আবৃত।

প্রত্যেক অগ্নিকুণ্ডে আঠারটি মূষা বা মুচির ব্যবস্থা থাকে ; মূষা বা মুচির অভ্যন্তরে কর্কশ ভগ্ন অস্থিসমূহ দেওয়া হয় এবং তৎপরে সীসার পাতে মাটীর প্রলেপ দিয়ে ঐ সকল মূষার উপর আবরণ দেওয়া হয়।

অগ্নির উত্তাপ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত ক'রে দেওয়া হ'য়ে থাকে ; ছয় কিংবা আট ঘণ্টা মূষাগুলি অগ্নির বর্দ্ধিত উত্তাপে অবস্থিত থাকে।

প্রয়োজনীয় উত্তাপ দেওয়া সম্পন্ন হ'য়ে গেলে

মুষা বা মুচিগুলি শীতল স্থানে সাবধানের সহিত রক্ষিত করা হয়।

অগ্নির উত্তাপ ছয়-আট ঘণ্টার জন্য সমভাবে রাখাই শ্রেয়ঃ, কারণ তা' না হ'লে অস্থি সমূহ দোষ শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হবে না। যদি উত্তাপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তা' হলে উহা আরো কালো হ'য়ে যাবে এবং দোষপূর্ণ অবস্থায় থাকবে। যখন মুষা বা মুচিতে অবস্থিত অঙ্গার-গুণ-প্রাপ্ত অস্থি শীতল হ'য়ে যাবে, তখন তাহা চূর্ণ ক'র্‌তে হবে।

যখন বর্ণহীন হইবে তখন একেবারে চূর্ণ না ক'রে খণ্ড খণ্ড ক'রে নিতে হবে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিবিধানের জন্য একটি নূতন উপায়

ম্যালেরিয়ার ন্যায় জীবন ধ্বংশকারী পীড়া এ জগতে অতি অল্পই আছে।

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অর্থাৎ ইটালী, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি থেকে মশক ধ্বংশ ও মশকের জন্ম বন্ধ ক'রে এই যন্ত্রণাদায়ক পীড়াটিকে বহিস্কৃত ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এ রোগটিকে যুদ্ধে পরাজিত করবার জন্যে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করা হয় নাই।

ম্যালেরিয়া মশক থেকেই জন্মগ্রহণ করে,—এ বিষয়ে চিকিৎসকমণ্ডলীর ভিতর কোন মতভেদ নেই। সুতরাং এ রোগটিকে মৃত্যুর গহ্বরে নিক্ষেপ ক'র্‌তে হ'লে প্রথম এবং প্রধান কার্য্য মশক ধ্বংশ করা এবং পুনরায় যাহাতে নূতন মশক জন্মগ্রহণ ক'রতে না পারে তাহার উপায় অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নূতন মশকের জন্ম বন্ধ করার অর্থ মশক-প্রসবিত ডিম সমূহ আমূল নির্ম্মূল করা।

ম্যালেরিয়া যাহাদের আক্রমণ করে, তাহাদের জন্য কোনও প্রকার ভেষজের প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাংলা দেশের চির-পরিচিত কুইনিন অমূল্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুইনিন সাফল্যের সহিত ম্যালেরিয়া-প্রসূত প্রবল জ্বরের প্রতিরোধ করে; কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা কুইনিন সেবন ক'রে উজোড় ক'রে দিয়ে থাকেন এবং সেই হেতু তাঁদের দেহে কুইনিন, এমন কি কুইনিন যদি তাঁদের দেহে ফুঁ'ড়ে অর্থাৎ ইন্‌জেক্‌জনের সাহায্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, তা' হলেও তা' ম্যালেরিয়া বিষ ধ্বংশ ক'র্‌তে বা প্রবল জ্বরের গতিরোধ ক'র্‌তে কোনও ক্রমে সমর্থ হয় না।

প্রকাশ জর্ম্মাণ রাসায়নিকেরা একপ্রকার নূতন আকৃতিতে কুইনিন আবিষ্কার ক'রেছেন,—তাঁদের মতে ঐ নব-আবিষ্কৃত নব-আকৃতির কুইনিন রোগীর দেহের ম্যালেরিয়ার বিষবৃক্ষের পরগাছা অবধি সমূলে উৎপাটিত ক'রতে সক্ষম হবে। ঐ জর্ম্মাণ আবিষ্কৃত কুইনিনের নাম প্লাশ্‌মোশিন (Plasmochin); প্লাশমোশিনের—আর একটি বিশেষ গুণ আছে,—প্লাশমোশিন রোগীর দেহের মধ্যে প্রবেশ করবার পরও যদি ম্যালেরিয়ার কিছু বিষ রোগীর শরীরে অবস্থান করে; তা' হলে দেহের মধ্যস্থ সুস্থ ও সবল রক্ত বীজাণুগুলি অবশিষ্ট বিষটুকু বিনষ্ট ক'রে ফেলে; অর্থাৎ প্লাশমোশিন ম্যালেরিয়া বিষকে এরূপ বেগে ও শক্তিতে গতিরোধ করে, যে দেহের অভ্যন্তরস্থ স্বাস্থ্যবান রক্তকণিকাগুলি বাকী বিষটুকু অতি সহজেই বিনষ্ট ক'রতে সক্ষম হয়।

জার্ম্মাণগণ পাকা ব্যবসায়ী; তারা "প্লাশমোশিন" এর রাসায়ণিক ভাগ গোপন ক'রে রেখেছে। অন্যান্য দেশসমূহ এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। জার্ম্মাণেরা জগতে প্লাশমোশিনের একচেটে ব্যবসায় ক'রতে ইচ্ছুক।

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়

আমেরিকা নিবাসী প্রোথিত নামা চিকিৎসক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে নিম্নস্থ বিশেষ নিয়মের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন :—

১। বাসগৃহের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে আলোক প্রবেশ ও বায়ু সঞ্চালনের অবাধ উপায় বিধান।

২। পাতলা ঢিলা বায়ু প্রবেশযোগ্য পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার।

৩। বাহিরের মুক্ত বায়ুতে শারীরিক শ্রম আমোদ প্রমোদজনক ক্রীড়া ও বিশ্রাম।

৪। খোলাস্থানে নিদ্রা যাওয়া।

৫। দীর্ঘ শ্বাস ও প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ।

৬। অতি পান ভোজন ও শারীরিক স্থূলতা বর্জ্জন।

৭। অধিক ডিম্ব, মাংস, লবণ ও অধিক মসলা-যুক্ত খাদ্য বর্জ্জন।

৮। কতকটা কঠিন খাদ্য, কতকটা মলবর্দ্ধক খাদ্য ও কতকটা অপক্ক খাদ্য গ্রহণ।

৯ ধীরে ধীরে ঐ খাদ্য চর্ব্বন করতঃ গলাধঃকরণ।

১০। পানার্থ ও ধৌত কার্য্যে প্রচুর পরিমাণ জল ব্যবহার।

১১। সকল কর্ম্মই নিয়মিত সময়ে নিয়ম-বদ্ধভাবে সম্পাদন।

১২। শরীর ঋজুভাবে রাখিয়া দাড়ান, ভ্রমণ উপবেশন ও শয়ন।

১৩। শরীর মধ্যে কোন বিষ ও রোগ বীজাণু প্রবেশ করিতে না দেওয়া।

১৪। দন্ত, জিহ্বা ও দন্ত-বেষ্টন পরিষ্কার রাখা।

১৫। পরিমিত মাত্রায় পরিশ্রম, বিশ্রাম, ক্রীড়া ও নিদ্রা।

১৬। সর্ব্বদা শান্তভাব অবলম্বন।

হিক্কারোগের মুষ্টিযোগ

১। পুকুরে যে লাল শালুক ফুল হয়—যাহাকে অনেকে রক্তকম্বল বলে—তাহারই ফুল সহিত একটী মোটা ডাঁটা গোড়াশুদ্ধ তুলিয়া গোড়াটী (মূলটা) কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া ফুলকে নীচের দিকে রাখিয়া মূলের দিকে ৮।১০ আঙ্গুল ডাঁটা নখ দ্বারা তাহার পাতলা ছালগুলি তুলিয়া ঐ ডাঁটায় কাশীর চিনি মাখাইয়া হিক্কা রোগীকে মুখে করিয়া সর্ব্বদা চুষিতে দিলে সহজে হিক্কা অতি সত্বর বন্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত চিনি মাখান ডাঁটা রসশূন্য হইলে আবার ৮।১০ আঙ্গুল ছাড়াইয়া চিনি মাখাইয়া পুনরায় চুষিতে দিবে।

২। পুরাতন শশার বিচির খোলা বাদ দিয়া যে শাঁস হইবে, সেই শাঁস ২০।২৫টী লইয়া চন্দন পীড়ীতে বেশ করিয়া ধুইয়া শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ সহ ঐ শাঁস কয়টীকে ঘষিয়া সমুদয়কে চন্দনের মত করিয়া একটা পাথর বা কাচের বাটিতে রাখিতে হইবে। পরে ২টি কুলের আঁঠির কঠিন অংশ বাদ দিয়া ভিতরের শাঁস ২টি বাহির করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা চন্দনের ন্যায় করিয়া উহার সহিত একত্রে মিশাইয়া ফেলুন। পরে ২৩টী কচি পাণিফলের শাঁস ও ২টি বড় এলাচের খোলা উপরোক্ত নিয়মে বাঁটিয়া একটুকু পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা ছাকিয়া সমুদয় জিনিষ একত্রে মিশাইয়া এক এক চামচ সর্ব্বদা মুখে দিলে অতি সত্বর হিক্কা বন্ধ হয়।

৩। একটি ভাল গোলমরিচ পাকা ছুঁচে বা বড় আলপীনে বিদ্ধ করিয়া প্রদীপের শিসে মরিচটীকে বেশ করিয়া পোড়াইয়া হিক্কা রোগীর নাকের নিকট ধরিয়া ঐ ধোঁয়ার নস্য লইতে দিলে সহজ হিক্কা মাত্রেই আরাম হইয়া থাকে।

ইনসিওরেন্স বা বীমা পদ্ধতি

বীমা অর্থাৎ ইনসিওরেন্স আজকাল জগতের সভ্যদেশ সমূহে দিন দিন অধিকতর প্রচলিত হ'চ্ছে; ভারতও এ বিষয়ে খুব পেছনে প'ড়ে নেই,—সুতরাং বীমার বিষয় "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" কিছু আলোচনা ক'রলে, বোধ করি, তা' নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বীমা নানা প্রকার,—রকম ফের বীমার ভেতর সাধারণ লোকে জীবন বীমার কথাটাই ভালো ক'রে জানেন; কিন্তু অপরাপর বীমার সম্বন্ধে তাঁ'দের জ্ঞান খুব বেশী নয়।

যাহোক্, গোড়া থেকেই সুরু করা যাক্,—বীমার সংজ্ঞা কি? বীমা কা'কে বলে? বীমা অনেকটা খেসারতের চুক্তি বা কন্ট্রাক্টের মতো চুক্তিতে থাকে—যদি কোন ঘটনার জন্য ইনসিওর্ড ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয়, তা' হ'লে বীমা কোম্পানী ঐ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে,—যদি কোন ক্ষতি না হয়, তা' হ'লে আইনতঃ টাকাটা বীমা কোম্পানীর প্রাপ্য।

অগ্নি বীমা ও সমুদ্রগামী জাহাজ-বীমার চুক্তি অনুসারে কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেয়—ঠিক যত টাকার ক্ষতি হয়; জীবন বীমার চুক্তিতে বীমাকারীর দেয় টাকার পরিমাণ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট বয়সে কিংবা মৃত্যুর পর বীমাকারীকে কোম্পানী কতকগুলি টাকা প্রদান করে।

মানুষের প্রাণ নিরাপদ নহে, মানুষের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে কোন দিনেই নষ্ট হ'তে পারে, মানুষের ঘর বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি, টাকা-জহরত কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ধ্বংস হ'তে পারে। এই প্রকার জিনিষগুলি দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য মানুষ বীমার সাহায্য গ্রহণ করে,—মানুষের পক্ষে যে বিপদগুলি হওয়ার অধিক সম্ভাবনা আছে, প্রায় সেই প্রকার বিপদ সকল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য জনসাধারণ বীমার সাহায্য গ্রহণ ক'রতে পারে। তবে জীবন, মোটরগাড়ী সমুদ্রগামী জাহাজ, অগ্নি, চৌর্য্য এবং দুর্ঘটনা বীমারই অধিক প্রচলন দেখা যায়।

অগ্নিবীমার আদর ভারতে ক্রমশঃই বাড়্ছে,—গৃহ কিংবা গৃহের অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলি অগ্নির আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য বীমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারা যায়,—এইরূপ বীমাকেই অগ্নিবীমা বা ফায়ার ইনসিওরেন্স বলে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে বীমার টাকার পরিমাণ গৃহের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে।

কোম্পানী বীমা গ্রহণ করবার পূর্ব্বে বাটী বা অট্টালিকার মূল্য, কি উপাদানের দ্বারা বাটী নির্ম্মিত, বাটী কোন্ স্থানে, কিরূপ ভাবে অবস্থিত, বীমাকালীন বাটীর অবস্থা তীক্ষ্ণ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে তবে বীমাকারীর সহিত চুক্তি করেন। বীমার জন্য যে টাকা কোম্পানীকে দিতে হবে, তা' ধার্য্য হয় বাটীর উপরোক্ত অবস্থার উপর। ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী অপেক্ষা ঘ'রো বাড়ীতে আগুন লাগ্‌বার আধিক্য বেশী,—সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাড়ীর জন্য বীমাকারীকে বেশী টাকা কোম্পানীকে দিতে হবে।

যে বাড়ী বীমা ক'রতে হবে, সে বাড়ীর পাশা-পাশি যদি আরো অনেক বাড়ী অবস্থিত থাকে, তা'হলে বীমার টাকার পরিমাণ অধিক হবে,—কারণ ঐ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোন গৃহেতে আগুন লাগ্‌লেই, সেই আগুন অল্প সময়ের মধ্যেই ইনসিওর্ড বাটী

আক্রমণ ক'র্বে অথবা আক্রমণ কর্বার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

অগ্নির প্রতিরোধ কর্বার জন্য—যে বাটীতে সাজ সরঞ্জাম অর্থাৎ জলের ও বালির বাল্‌তি, অটোমেটিক জল ছড়াইবার যন্ত্র, নৈশ-প্রহরী, ফায়ার-প্রুফ ঘর বা দরজা প্রভৃতির উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে, তা'হলে ঐ বাটী বীমা করবার সময়, বীমা-কোম্পানী বেশী টাকা দাবী ক'র্বেন না। বীমা কোম্পানীকে যে টাকা দিতে হয়,তা'কে ইংরাজীতে বলে "প্রিমিয়াম"। অগ্নি বীমা করিবার সময় এই প্রিমিয়ামের কম-বেশী যে গুলির উপর নির্ভর করে, সেগুলি পূর্ব্বেই বিবৃত করা হ'য়েছে।

(দুই)

অগ্নি-বীমার প্রচলন হওয়াতে অগ্নির জন্য ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু হ্রাস হ'য়েছে। বীমাকোম্পানীর চেষ্টা ও উদ্যোগেই প্রায় সব দেশে দমকল বা ফায়ার ব্রিগেডের সৃষ্টি হইয়াছে। লণ্ডনে প্রথম দমকলের ব্যবস্থা করেছিলেন বীমা-কোম্পানী এবং তাঁরাই ওর মালিক ছিলেন। লণ্ডনে আগুন প্রতিরোধ কর্বার নানা প্রকার উপায়ও বীমা-কোম্পানী আবিষ্কার করেছিলেন।

বাড়ী বীমা ক'রে নিজেরাই টাকা পাবার জন্যে বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়, একথাও মাঝে মাঝে শোনা যায়,—তবে এরকম অসাধু উপায়ে কোম্পানীকে ঠকানো যে বিপজ্জনক, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য।

জীবন-বীমাটা খুবই সাধারণ রকমের। আর সকল বীমার মধ্যে জীবন বীমাটার আদর বেশী।

আমাদের দেশে এই জীবন-বীমা বা লাইফ ইনসিওরেন্সের সম্বন্ধে পূর্ব্বে একটা কুসংস্কারজনিত ভিত্তিহীন, অমূলক ধারণা ছিল। এই ধারণা যদি স্বীকার করে নিতে হয়, তা'হলে জীবনের বীমা করে, তার আয়ুর মাপকাঠি খুব ছোট হ'য়ে যায়। বর্ত্তমানে অবশ্য ঐ প্রকার উন্মাদ ধারণা আমাদের দেশবাসীগণের মধ্যে নেই; যদি থাকে তা'হলে সে নাম মাত্র,—ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

জীবন-বীমা যে মানুষের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ, সে বিষয়ে বর্ত্তমানে মতভেদ নেই।

কোন ব্যবসায়ী টাকা ধার ক'র্‌লেন, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ ক'র্‌লেন,—তাঁর এমন টাকা নেই যা' তাঁর পুত্র বা অপর কোন আত্মীয় পরিশোধ করে। কিন্তু যদি তিনি জীবন-বীমা করে থাকেন, তা' হ'লে বীমার টাকাতে ঋণ সম্পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে পরিশোধ ক'র্‌তে পারা যায়।

যাঁর কোন বিষয় সম্পত্তি নেই,—অথচ তাঁর টাকার প্রয়োজন,—এ অবস্থায় ঋণ-গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সুকঠিন হবে। যদি তাঁর জীবন-বীমা করা থাকে, তা' হ'লে তিনি সহজেই টাকা ধার পেতে পারেন,—অবশ্য যত টাকার পলিসিতে তাঁর জীবন বীমা করা থাক্‌বে, সেই টাকার পরিমাণ অনুসারে তিনি টাকা ধার পাবেন। টাকা ধার নেবার সময় এই ভাবে চুক্তি করতে হবে যে, যিনি ঋণ গ্রহণ ক'র্‌ছেন, টাকা পরিশোধ করবার পূর্ব্বে তাঁর যদি মৃত্যু হয়, তা' হ'লে ঋণদাতা ঋণগ্রহণকারীর জীবন-বীমা থেকে নির্দ্দিষ্ট এত টাকা ফেরৎ পাবেন; অর্থাৎ এখানে হ'ল এই যে, বীমা, ঋণ-গ্রহণকারীর পক্ষে, জামীন রইলো।

জীবন-বীমা আবার দুই প্রকার,—প্রথমটী হচ্ছে, "মৃত্যুর পরে" (After-death policy) অর্থাৎ বীমাকারী মৃত্যুর পর কোম্পানীর কাছ থেকে নির্দ্দিষ্ট টাকা পাবেন,—যদি তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার বীমা ক'রে মাস দুই প্রিমিয়াম কোম্পানীকে দিয়ে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন, তা' হলেও তিনি

কোম্পানীর কাছ থেকে আইনতঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন।

দ্বিতীয় প্রকারের জীবন-বীমাতে বীমাকারী চল্লিশ বা পঞ্চান্ন—এই একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা পান।

একজন হয়তো পাঁচিশ বৎসর বয়সে দশ হাজার টাকার বীমা করলেন,—পঞ্চান্ন বছর (at the age of fifty-five) বয়স হ'লে ঐ দশ হাজার টাকা তিনি পাবেন; তিরিশ বছর ধ'রে তাঁ'কে কোম্পানীকে প্রিমিয়াম দিতে হবে,—প্রিমিয়াম মাসিক, তিন মাস অন্তর, যান্মাসিক দেওয়া যায়,—অবশ্য এ সম্বন্ধে নানা কোম্পানীর নানা নিয়ম প্রবর্তিত আছে।

টাকা রোজগার করলেও যাঁরা সঞ্চয় ক'রতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে ঐ শেষোক্ত ধরণের জীবন বীমা করাই বিধেয়।

এখানে আরো একটা কথা বলা দরকার ব'লে বোধ করি, বীমা কোম্পানী যে সে লোকের বীমা গ্রহণ করতে রাজী হয় না। কতকগুলি জিনিষ পরীক্ষা করে যদি তা'র ফল সন্তোষজনক হয়, তা' হ'লে কোম্পানী বীমা করতে স্বীকৃত হয়। পরীক্ষাটা আর কিছু নয়, বীমাকারীর সাধারণ স্বাস্থ্য, তাঁর বংশের ইতিহাস, বংশগত কোন মারাত্মক ব্যাধি আছে কি না, বীমাকারীর আর্থিক অবস্থা কি প্রকার, তার চরিত্র কি রকম, ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। ঐ তথ্যগুলি যদি সন্তোষজনক হয় তবে আর কোম্পানী কোন গোলযোগ করে না।

(তিন)

বিশ্বস্ততা-বীমা বা ফাইডালিটি ইনসিওরেন্স পাশ্চাত্য দেশে ব্যাপকভাবে চল্‌তি হলেও, ভারতে এর অধিক প্রচলন নেই; কেন নেই, সে কারণ অনুসন্ধান করবার আমাদের প্রয়োজন নেই।

কোনও ব্যবসায়ী তাঁহার আফিসের কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর আস্থা না থাকায়, বীমা কোম্পানীর সাহায্য নিলেন, অর্থাৎ তিনি কোন কোম্পানীতে বীমা ক'রলেন এই চুক্তিতে যে, যদি কর্ম্মচারীবৃন্দের বা কোন কর্ম্মচারীর অসাধুতার জন্যে তাঁর ক্ষতি হয়, তা' হ'লে বীমা কোম্পানী সেই ক্ষতিপূরণ করবেন।

এখানে হ'ল এই যে, বীমা কোম্পানী কর্ম্মচারী বা কর্ম্মচারীদের বিশ্বস্ততার জন্য জামীন হ'লেন।

একেই বলে বিশ্বস্ততার বীমা বা ফায়ডালিটি ইনসিওরেন্স। এই ইনসিওরেন্সের সংজ্ঞা হচ্ছে যে, "কোন বীমা কোম্পানী কোন লোকের বা লোকদের বিশ্বস্ততার জন্য অপর কোন ব্যক্তির কাছে জামীন থাকেন, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে কোম্পানী সেই ক্ষতিপূরণ করে থাকেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি এই চুক্তিতে রাজী হয়ে কোম্পানীর নিকট বীমা করেন।" এই বিশ্বস্ততা-বীমা সম্বন্ধে আরো দুই একটি কথা বলা কর্ত্তব্য বলে মনে করি। বীমাকারী যে পরিমাণ ক্ষতি সত্য-সত্য সহ্য করেন, ঠিক্ সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করেন বীমা কোম্পানী, একটি পয়সাও তা'র বেশী নয়।

যে ব্যবসায়ী এবম্বিধ বীমা করে এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য যদি তার কোন ক্ষতি হয়, তা হলে চুক্তি অনুসারে কোম্পানী খেসারৎ দেবে বটে, কিন্তু অপরাধী ঐ অধীনস্থ কর্ম্মচারী বা কর্ম্মচারীদের গ্রেপ্তার করবার অধিকার কোম্পানীর বিলক্ষণ আছে এবং গ্রেপ্তারের সময় বীমাকারী কোম্পানীকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে বাধ্য।

যদি বীমাকারীর ক্ষতিগ্রস্ত হ'বার সম্ভাবনা কম হয়, তা' হ'লে কোম্পানী প্রিমিয়ামের পরিমাণ অল্প করে ধার্য্য করবেন।

ধরুন, একজন হাজার দশেক টাকার*ফায়ডালিটি ইনসিওরেন্স করলেন,—

আর একজন ও হাজার দশেক টাকার করলেন। প্রথম ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হ'বার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হ'বার সম্ভাবনা কম নয়, সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী কোম্পানী দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে যে প্রিমিয়াম বা টাকা আদায় করবেন, প্রথম ব্যক্তির নিকট থেকে কিন্তু তার চেয়ে কম করবেন। কেন করবেন?—কারণ প্রথম ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশা পারত পক্ষে কম ব'লে।

অনেকে হয় তো ব'লতে পারেন যে, বীমা ক'রে বীমাকারী, ক্ষতিগ্রস্থ যা'তে না হ'তে হয়, সেরূপ উপায় অবলম্বন ক'র্‌বেন না; কিন্তু চুক্তিতে বেশ পরিষ্কার ক'রে লেখা থাকে যে বীমাকারী নিজকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে যত্নবান হবেন।

চৌর্য্যবীমা বা বারগ্লারী ইনসিওরেন্সের আদর ক্রমশঃই বাড়ছে,—তবে আমাদের দেশে এর আদর পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় একদম্ নাই বলিলেই হয়।

ঐ ধরণের বীমার চুক্তি অনুসারে বীমাকারীর বাড়ী থেকে যদি জিনিষ চুরি হয়, তা' হ'লে কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেবেন।

জিনিষ ব'ল্‌তে এখানে যে-সে জিনিষ বোঝায়,—কোম্পানী সব জিনিষ বীমা ক'র্‌তে রাজী হন না,—এক শ্রেণীর জিনিষ আছে,সেইগুলিই শুধু বীমা কর্‌বার উপযুক্ত ব'লে গণ্য করা হয়। যে-সে ব্যক্তির জিনিষও বীমা করা হয় না,—সাধারণতঃ প্রতিপত্তিশালী অফিসের জিনিষ, কল-কারখানার জিনিষ, মিল ইত্যাদির জিনিষই বীমা করা হয়,—বীমা করা থাক্‌লে যদি বা বেআইনি ভাবে জোর ক'রে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তির জিনিষপত্তর নষ্ট করে বা তস্করের করুণার জন্য জিনিষগুলি অদৃশ্য হয়, তা' হলে কোম্পানী ক্ষতিপূরণ ক'র্‌বেন। জাহাজ-বীমা বা মেরিণ ইনসিওরেন্স প্রতিপত্তিশালী বীমা-কোম্পানী ব্যতীত করা যায় না।

লয়েড্‌স্ সমিতি মেরিণ ইনসিওরেন্সের জন্য বিখ্যাত; লয়েড্‌স্ সমিতির কথা পরে ব'ল্‌ছি,—অন্যান্য বীমার ন্যায় মেরিণ ইনসিওরেন্সও অনেকটা দুই জনের চুক্তি—

"It is an arrangement by which one party agrees to compensate the owner of a ship or cargo for complete or partial loss or destruction at sea".

এর ভাবার্থ এই :—কোন জাহাজ বা জাহাজস্থিত মাল বীমা করা থাক্‌লে এবং সেই জাহাজ যাত্রার সময় পূর্ণ বা আংশিকরূপে নষ্ট হ'লে উপরোক্ত জিনিষদ্বয়ের মালীক বীমা গ্রহণকারীর কাছ থেকে নির্দ্দিষ্ট খেসারৎ আদায় করতে পারবেন। জাহাজের বীমার গ্রহণকারীর নাম ইংরাজীতে বলে আণ্ডাররাইটার (under-writer)

পূর্ব্বে যে লয়েড্‌স্ সমিতির কথা উল্লেখ করেছি, সেই বিখ্যাত সমিতি পূর্ব্বোক্ত আণ্ডাররাইটারদের সমষ্টির দ্বারাই গঠিত। লয়েডসের হেড অফিস লণ্ডণ সহরে।

জগতের এমন কোন বন্দর নেই, যেখানে একজন না একজন লয়েড্‌স্ কোম্পানীর প্রতিনিধি না আছে; প্রত্যেক বন্দরস্থিত প্রতিনিধি লণ্ডণের বড় কার্য্যালয়ে জাহাজের গতিবিধির সংবাদ নিয়মিতরূপে প্রেরণ করে। নিজ বন্দরের জাহাজ-বীমার কাজও তারা করে, এবং সে গুলির খবর বড় কার্য্যালয়ে যথাযোগ্য পাঠায়।

শুধু জাহাজই যে বীমা হয়, তা' নয়, জাহাজ মধ্যস্থিত মালও বীমা করা হয়।

সাগরের বুকের উপর দিয়ে দৈনিক কত শত জাহাজ মাল বোঝাই করে দেশ হতে দেশান্তরে যাচ্ছে, সে মালের দাম লাখ-লাখ টাকা।

এই মাল যদি দুর্ঘটনার জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়, এই জন্যেই সে সমুদায় বীমা করা হয়। মাল বীমা করবার সময় নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পরিষ্কার ক'রে লিখ্‌তে হয়:—

—যে মাল বীমা করা হবে, তার মোট দাম।

—যে যাহাজে বোঝাই হ'য়ে মাল যাচ্ছে, সেই জাহাজের নাম।

—যে বন্দরে মাল খালাস হবে, সেই বন্দরের নাম।

মালের রকম অনুসারে দেয় টাকার তারতম্য হয়,—পাটে সহজেই আগুন লাগ্‌তে পারে। কাচের জিনিষ ভঙ্গুর, সুতরাং কোম্পানী বা লয়েড্‌স্‌ এর জন্য উচ্চহারে টাকা নেয়; সাধারণতঃ রপ্তানিকারক প্রেরিত মালের মোট দামের এবং রপ্তানিকারকের উপর বীমার টাকার তারতম্য নির্ভর করে। মাল বীমা হ'লে তাকে ইংরাজীতে বলে কার্‌গো "ইনসিওরেন্স" (Cargo Insurance). জাহাজ-বীমা হ'লে তা'কে বলে হাল ইনসিওরেন্স (Hull Insurance); সুতরাং মেরিণ ইনসিওরেন্স দুই প্রকার।

জাহাজ বীমার সময় নিম্নলিখিত তথ্যগুলির অনুসন্ধান করা হয়:—

—কোন্ তারিখে এবং কোন্ স্থানে জাহাজ নির্ম্মাণ হ'য়েছিল।

—কি উপাদানের দ্বারা জাহাজ প্রস্তুত হয়েছে।

—মোট কত টনের জাহাজ।

—জাহাজ কোন্ শ্রেণীর এবং বীমাকালীন তাহার অবস্থা কি প্রকার।

যে বীমাসমূহের পরিচয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা গেল, এ গুলি ছাড়া আরও অন্যান্য নানা প্রকারের বীমা প্রচলিত আছে; তবে সে গুলির প্রচলন অধিক নয়—যেমন, মোটর-বীমা, যুদ্ধ বীমা ইত্যাদি।

ইউরোপ এবং আমেরিকায় চোখ, কান, নাক, চুল, পা, হাত ইত্যাদিও বীমা করা হয়। তবে ঐগুলি বীমা করেন বেশীর ভাগ সুন্দরী নর্ত্তকী, অভিনেত্রী, শিল্পীর মডেল প্রভৃতির দল।

গ্রাহকগণের প্রতি

অনেক পুরাতন গ্রাহকের গ্রাহক-নম্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের যে নূতন নম্বর পড়িয়াছে পত্রে সেই নম্বর উল্লেখ করিতে কদাচ ভুলিবেন না। নচেৎ পত্রের উত্তর পাইবেন না, অথবা পাইতে অনেক বিলম্ব হইতে পারে। নম্বর না থাকিলে শুধু নাম দেখিয়া খাতা হইতে গ্রাহক খুঁজিয়া বাহির করা **বহু সময় সাপেক্ষ**। এই জন্য আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, সব সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে কদাচ ভুলিবেন না।

গো-চিকিৎসা

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগালকর্ত্তৃক দংশন

ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুকুরে যদি গরুকে দংশন করে, তবে গরুর দেহে বিষ প্রবিষ্ট হয়। আঁচড়াইলেও এইরূপ হইয়া থাকে।

লক্ষণ—গরু অত্যন্ত চঞ্চল হয়, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে। যদি জল দর্শনে গরু ভীত হয় তবে মৃত্যুমুখে পড়ে।

ঔষধ—খস্‌খসের শিকড় অর্দ্ধ ছটাক, ফটকারি দুই তোলা, উষ্ণজল একপোয়া। এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র করিয়া খাওয়াইতে হয়।

এঁষে ঘা

এঁষে ঘা এক প্রকার ছোঁয়াচে জ্বর। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে, পায়ে, ও পালনে ফুস্কুড়ি দৃষ্ট হয়। এই রোগ আপনিও হয়, আবার ছুঁইলেও হইতে পারে। কারণ গরুকে অপরিস্কার স্থানে রাখিলেই এই রোগ জন্মে। গবাদির শরীরে এই রোগের বীজ ২৪ ঘণ্টা হইতে ৩।৪ তিন চারি দিন পর্য্যন্ত থাকে। কিন্তু প্রায় ৩৬ ঘণ্টা থাকিয়া প্রকাশ পায়।

লক্ষণ—প্রথমতঃ কম্প দিয়া জ্বর হয়। মুখ,শিঙ্ ও চারি পা গরম হয়, মুখ চক্‌চক্ করে ও লাল পড়ে। শেষে মুখে ও গায়ে ফুস্কুড়ি দৃষ্ট হয়। গাভীর হইলে পালানে ও বাঁটে হইয়া থাকে। ঐ ফুস্কুড়ি শিমের বীজের সদৃশ। ঐ ফুস্কুড়ি কোন কোন গরুর নাকের ঝিল্লিতেও দেখা যায়। উহা ১৮ বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফাটিয়া লাল বর্ণ ঘা দৃষ্ট হয়। তাহা শীঘ্র ভাল হয় না—নীল হইয়া থাকে। মুখের মধ্যে অপরাপর স্থানের অপেক্ষা প্রায় জিহ্বাতেই ফুস্কুড়ি হয়। কিন্তু কোন কোন সময়ে দাঁতের গোড়ায় এবং টাকরায় ও গালের ভিতর হয়। গায়ে ফুস্কুড়ি হইলে খুরের সঙ্গে যে স্থানে চর্ম্মের যোগ থাকে, তথায় ও খুরের জোড়ের মধ্যে হয়। মুখের টাটানি ও জ্বর থাকাতে গরু খায়না, ও যে পায়ে ঘা থাকে সেই পা খোঁড়া হইয়া যায়। ঐ রোগাক্রান্ত বলদকে খাটাইলে ঐ লক্ষণ আরও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; পা ফুলিয়া যায়, এবং অনেক খুরও খসিয়া পড়ে; পায়ে ফোঁড়া হইতেও দেখা যায়। বাছুর ঐ রোগাক্রান্ত গরুর দুগ্ধ চুষিয়া খাইলে তাহারও মুখ প্রভৃতিতে পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে। দুগ্ধবতী গরুর এই রোগ হইলে বাঁট টাটায় এবং বাঁটে হাত দিতে দেয়না; দুহিলে পালান ফুলিয়া যায় ও তাহার দাহ হয়। উদর ভঙ্গ ও রক্তামাশয় ভিন্ন এই রোগে বসন্ত রোগের তুল্য অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বসন্ত রোগে পায়ে ঘা হয়না।

ব্যবস্থা—রুগ্ন গরুকে ঘরের মধ্যে রাখা কর্ত্তব্য; ঘরের মেঝে পরিষ্কার ও ঘরে যাহাতে বাতাস খেলিতে পারে তাহাও করা উচিত।

দিনে ২।৩ বার উষ্ণ জল দিয়া মুখ ধোয়াইয়া তদনন্তর নিম্নলিখিত ঔষধের জল দিয়া মুখ ধোয়াইবে।

ফটকরি সওয়া তোলা, জল আধ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিবে। দিনে দুইবার উষ্ণ জল দিয়া পা ধোয়াইয়া সকল ময়লা, বিশেষতঃ খুরের জোড়ের মাঝখানের ময়লা বাহির করিয়া সেক দিতে হয়, এবং নিম্নলিখিত মলমের পটী দিয়া সমস্ত ক্ষত বাঁধিয়া দিতে হইবে।

মলম—কর্পূর এক ভাগ, তার্পিন তৈল সিকি

ভাগ, মসিনার তৈল সিকি ভাগ। এই সকল উত্তমরূপে মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইয়া দিবে; মাংস বৃদ্ধি হইলে তুঁতের চূর্ণ দিবে।

পালান, বাঁট ইত্যাদি যে যে স্থানে ঘা হয়, তাহা পরিষ্কার রাখা এবং পুনঃ পুনঃ ঐ মলমের পটী দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে মক্ষিকা বসিয়া মাস্তে পড়িতে পারিবেনা। বাঁটে বা মুখে মাছি বসিলে প্রত্যহ একবার বা দুইবার করিয়া কর্পূর মিশান তৈল দিয়া মুখে ধোয়াইবে।

আঠালু রোগ চিকিৎসা

আভব্য—আঠালুরোগে কর্ণের ভিতর খোলের মত এক প্রকার পদার্থ হয়, তাহাকে আঠালু বলে। ইহাতে গবাদি পশুর অত্যন্ত কষ্ট হয়, এবং মাঠে চরিতে গেলে, পক্ষীতে উক্ত আঠালু তুলিয়া খায়।

ঔষধ—সরিষার তৈল এক পোয়া,তারপিন তৈল এক তোলা, গর্জ্জন তৈল এক তোলা, গন্ধক চূর্ণ দুই তোলা—এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া সূর্য্য-পক্ক করিয়া লইবে। তৎপরে তুলি দ্বারা আঠালুতে লাগাইয়া দিলে রোগ ধ্বংস হয়।

ঠুন্‌কো চিকিৎসা

দুগ্ধবতী গাভীর স্তন ফুলিলে, মেদিপাতা বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্তন ফুলা ঠুনকো রোগ আরোগ্য হয়।

স্কন্ধের ফুলা চিকিৎসা

অতিরিক্ত পরিশ্রম করতঃ গাড়ী কিম্বা লাঙ্গল টানিয়া স্কন্ধ ফুলিয়া যায়।

ঔষধ—শামুকের জল উষ্ণ করিয়া ফুলা স্থানে মালিশ করিলে ভাল হয়; এবং মেদিপাতা বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইলে ফুলা আরোগ্য হয়।

প্রসবদ্বার ফাটা চিকিৎসা

ঔষধ—এক ছটাক নারিকেল তৈল, চারিটা রশুন দিয়া উত্তমরূপে পাক করিয়া লইবে। পরে ছাঁকিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে প্রসবদ্বার-ফাটায় লাগাইবে। তাহা হইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

প্রসব বিধি

দশ মাস পূর্ণ হইলে গো কিম্বা মহিষের প্রসবের সময় হয়। অষ্টম মাস হইলে গরুকে মাঠে চরিতে দিবে না, ঘরে বান্ধিয়া রাখিবে, এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার স্থানে ও শুষ্ক ঘরে রাখিবে। আহারাদি বিষয়ে কোমল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে, কদাচ কঠিন দ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য খাইতে দিবে না, এবং অতিরিক্ত আহার প্রদান করিবে না।

১। প্রসব বেদনা অত্যন্ত বেশী হইলে ও প্রসবে বিলম্ব হইলে এক পোয়া ঘোলের সহিত কুল দেড় ছটাক—এই দুইটী দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে, তাহা হইলে শীঘ্র প্রসব হইবে।

২। গর্ভবেদনায় যদি ১০।১৫ দিন কিম্বা এক মাস গরু বারংবার হাম্‌লায়, তাহা হইলে মসিনা, গুড়, ভুষি ক্রমাগত সেবন করাইবে, এবং মধ্যে মধ্যে এপ্‌স্ সল্ট্ বা অন্য কোন জোলাপ (Fruit saltএর) দিবে, তাহা হইলে মৃত বৎস পর্য্যন্ত প্রসব হইবে।

নাগদনার মূল ও চিতামূল উভয়ে এক ছটাক পরিমাণ লইয়া, জল সহ বাটিয়া পান করাইলে শীঘ্র প্রসব হয়।

ফুল পতিত করণ

ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে, শালি ধান্যের মূল এক ছটাক, মদ্য কিম্বা কাঁজি অর্দ্ধ পোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে ফুল শীঘ্র পতিত হয়।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	কি কি দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে	জরিমানার পরিমাণ
গোকুলচাঁদ দ্বারকানাথ, ২৮।১ অখিল মিস্ত্রি লেন।	সরিষার তৈল	৩০৲
কাঙ্গালীচরণ ঘোষ, পুরান বৈঠকখানা বাজার।	দুধ	২০৲
	ঐ	২৫৲
কালুরাম, ২৬৪ জি ল্যান্সডাউন মার্কেট।	ঘি	৫০৲
গাঙ্গুল সা, ৬৩-১এ ল্যান্সডাউন রোড।	ঘি	৪০৲
চণ্ডিলাল, ৫২ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড।	খাজা	১০৲
সুন্দরলাল, ৮২ চৌরঙ্গী রোড।	কচুরি	৭৫৲
(মে মাসের বিবরণ)		
দিলজান মিয়া, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।	সরিষার তৈল	৩০৲
সেক কামরুজামান, ১-২ শম্ভুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট।	ঘি	৪০৲
শীতলচন্দ্র মুখার্জ্জি ও কুঞ্জবিহারী দাস, ১ টেরিটি বাজার ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	৫০৲
নীলমণি পাল এণ্ড কোং, নেবুতলা বাজার।	সরিষার তৈল	৫০৲
মহরুলাল, ১০ হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন।	ঐ	২৫৲
বাচালাল সর্ড, হগ মার্কেট।	সাগু	
মদনমোহন লাহা, ৩৫৬ অপার চিৎপুর রোড (নূতন বাজার)	চা (গুড়া)	১০৲
সৌরেন্দ্রমোহন দে, সাং ঐ	সরিষার তৈল	২০৲
পুরান সর্ড, ৩৭০ অপার চিৎপুর রোড (জোড়াসাঁকো মার্কেট্)।	দুধ	৩৬৲
অশ্বিনীকুমার সাহা, ৬৭-১৬ ষ্ট্রাণ্ডরোড্।	সরিষার তৈল	১৫৲
ওমরাও সিং, ৩৮ মাণিক বোস্ ঘাট্ ষ্ট্রীট্।	সন্দেশ	৫০৲
ফকন চৌধুরী, ১-১ বাগবাজার ষ্ট্রীট্ (বাগবাজার মার্কেট্)।	মাখন	১২৲
নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নিরদাচরণ ভাতুই ও অন্যান্য, ১৩ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্।	সন্দেশ	৯০৲
বিপিনবিহারী ঘোষ ও পুণ্ডরিকাক্ষ ঘোষ, ১০০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্।	ঐ	৫০৲
জীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১২৬ অপার চিৎপুর রোড্।	ঐ	৪০৲

কালীচরণ দাস, ৩৭২ অপার চিৎপুর রোড্ (লালা বাবুর বাজার)	সাগু	৪৲
ব্রজগোপাল নন্দী ও অক্ষয়কুমার দত্ত, ৩৮ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট্।	সরিষার তৈল	৬০৲
শ্রীমন্তকুমার চ্যাটার্জ্জি, ৮১ পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট্।	ঐ	১৫৲
মোহনলাল মারোয়াড়ী, ১৪০-১০ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্।	ঐ	১২৲
গোবর্দ্ধন শেঠ্ ও অনুকূলচন্দ্র পাল, ১৬ হরলাল মিত্র লেন।	ঐ	১৫৲
শিবপদ রুদ্র ও ননীগোপাল পাল, ১০৫-১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্।	ঘি	৭৫৲
গোষ্ঠবিহারী দত্ত, ৮০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ (হাতী বাগান মার্কেট্)।	চা (গুঁড়া)	১৫৲
সতীশ চন্দ্র দেব, ৩৩১ অপার চিৎপুর রোড্।	ময়দা	৪০৲

ম্যালেরিয়ার যতরকম পেটেণ্ট ঔষধ এযাবৎ আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে "আচার্য্য বটিকা" যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফলপ্রদ, এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য কলিকাতার চিকিৎসকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক খুব কমই আছেন। আচার্য্য বটিকা বাহির করিয়া ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গ দেশের তিনি প্রভূত কল্যাণ করিয়াছেন। এযাবৎ আমরা অন্ততঃ একশত জন লোককে এই বটিকা ব্যবহার করিতে দিয়াছি, এবং প্রত্যেকেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। একজন ডাক্তার বন্ধু আমাদিগকে বলিতেছিলেন যে, ঔষধটি যেমন অত্যল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্য ফলদায়ক হইয়াছে, তাহাতে ইহার নাম "আচার্য্য বটিকা" না রাখিয়া "আশ্চর্য্য বটিকা" রাখিলেই অধিকতর অর্থবোধক হইত। "ডিঃ গুপ্ত," "এডোয়ার্ডস্ টনিক," "পাইরেক্স", "বেহালার পাঁচন," "গেলের পাঁচন," "জারমলীন" ইত্যাদি ম্যালেরিয়ার সকল নামজাদা ঔষধই শিশি বোতলে বিক্রয় হয় এবং তরল বলিয়া সর্ব্বত্র সকলের আনা নেওয়া করা ও খাওয়ার অনেক অসুবিধা ঘটে। কিন্তু "আচার্য্য বটিকা" ট্যাবলয়েড আকারে বিক্রয় হয় বলিয়া, ইহার বেচা, কেনা ও ব্যবহারে কোনও অসুবিধা নাই এবং ভাঙ্গার ভয় না থাকায় ব্যবসায়ী এবং গ্রাহকদের ক্ষতির সম্ভাবনা কিছুই নাই। মফঃস্বলে যাঁহারা পেটেণ্ট ঔষধের কারবার করেন, তাঁহারা "আচার্য্য বটিকা" চালাইলে নিজেও লাভবান হইবেন, এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদের উপকার করিতে পারিবেন। ৫৬নং হ্যারিসন রোডে, ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে সকল বিবরণ জানিতে পারিবেন।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠানো হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

ঘড়িয়াল ও কুমীরের চামড়া

(কিউ—৪৯) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী, যাহারা ঘড়িয়াল ও কুমীরের শুক্না অথবা লবণে ভিজান চামড়া সরবরাহ করেন, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 23 VI)

কাঠবিড়ালীর চামড়া ও ছাগলের চামড়া

(কিউ—৫০) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী কাঠবিড়ালীর চামড়া ও ছাগলের চামড়া ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 23 VI)

চীনাবাদাম ও হাড়ের গুঁড়া

(কিউ—৫১) কলম্বোর জনৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে যাহারা চীনাবাদাম ও হাড়ের গুঁড়া রপ্তানি করেন, তাহাদের এজেন্ট হইতে চাহেন।

(T. J. 23 VI)

ধাতুর ছাট্ ও দস্তা

(কিউ—৫২) কলম্বোর জনৈক ব্যবসায়ী নানাবিধ ধাতুর ছাঁট্ ও দস্তা-ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 23 VI)

গালিচা

(কিউ—৫৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী গালিচা ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 30 VI)

সবুজ আদা ও কলা

(কিউ—৫৪) কোকনদের জনৈক সংবাদদাতা, সবুজ আদা ও কলা ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 30 VI)

শিমুল তূলা

(কিউ—৫৫) পাঞ্জাবের জনৈক ব্যবসায়ী শিমুল তূলা ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 30 VI)

Podophyllum Roots.

(কিউ—৫৬) পাঞ্জাবের জনৈক ব্যবসায়ী কলিকাতায় উপরোক্ত দ্রব্যের (এক প্রকার ঔষধের শিকড়) খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 30 VI)

গঁদের আটা

(কিউ—৫৮) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী গঁদ সরবরাহকারীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 7 VII)

শিমুল তূলা

(কিউ—৫৯) বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী শিমুল তুলা সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 7 VII)

নারিকেলের ছোবড়া

(কিউ—৬০) যুক্ত প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী নারিকেলের ছোবড়া সরবরাহকারীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 7 VII)

রজন ও অন্যান্য রঞ্জন তৈল

(কিউ—৬১) লাহোরের জনৈক ব্যবসায়ী রজন ও রঞ্জন করিবার নানাবিধ তৈল-ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 7 VII)

রীঠা ফল

(কিউ—৬২) লাহোরের জনৈক ব্যবসায়ী রীঠা ফলের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 7 VII)

সাবান

(কিউ—৬৩) পাঞ্জাবের জনৈক ব্যবসায়ী সাবান ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 7 VII)

কুমীরের চামড়া

(কিউ—৬৪) জার্ম্মাণীর জনৈক ব্যবসায়ী ভারতে যাঁহারা কুমীরের চামড়া রপ্তানি করেন, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 7 VII)

বিলাতী চামড়া

আমরা উৎকৃষ্ট সুটকেশ, রাইটিংকেশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার উপযোগী প্রথম শ্রেণীর বিলাতি চামড়ার খরিদ্দারের সংস্পর্শে আসিতে চাহি।

বিনীত

গ্রাহক নং ২০৮৯

ফেল পড়া কোম্পানীর বিবরণ

১৯২৭ সালের মে মাসে যে সকল জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানী লিকুইডেসনে যাইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নম্বর	শ্রেণী বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	কত টাকা চাঁদা দেওয়া হইয়াছিল।	প্রদত্ত টাকার সংখ্যা	লিকুইডেসনে যাইবার তাং	কোং উঠিয়া যাইবার তারিখ
	১—ব্যাঙ্ক লোন ও ইন্‌সিওরেন্স				
১	লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক (বম্বে)	৩৬৫৭৫৲	৩৬৪০৫৲	১৬।৫ ২৭	......
২	মুদালী পালাম্ শিবনন্দ নিধি (মাদ্রাজ)	২২০০০৲	২২০০০৲	......	৩।৫।২৭
৩	শ্রীরানিকেন পালান শ্রীরঙ্গনথা নিধি (মাদ্রাজ)	২০৫০০৲	২০৫০০৲	......	ঐ
৪	শ্রীপোনাসবালা ভেনার এলা নিধি কোং (ত্রিবাঙ্কুর)	৫০০০০৲	......	......	১১।৫।২৭
	মোট	৭৯০৭৫৲	৭৮৯০৫৲		
	২—ট্রানসিট ও ট্রানসপোর্ট				
৫	নিলগিরি মটর সার্ভিস	১৫০০০৲	১৫০০০৲	......	৩।৫।২৭
	৩—ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং				
৬	বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও এণ্ড প্রিন্টিং (বেঙ্গল)	১৩৮১২০৲	৯৭৪৫৭৲	......	২৬।৫।২৭
৭	কে, এম্, কুনার এণ্ড কোং, (বেঙ্গল)	৯৬২৫৲	৯৬২৫৲	......	২৬।৫।২৭
৮	এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ডিরেক্টরী কোং, (যুক্ত প্রদেশ)	৫৯৬৯৬৲	৪৯২২৬৲	......	১৪।৫।২৭

৯	ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, (ত্রিবাঙ্কুর)	৩৭০০৲	......	......	১।৫।২৭
১০	কলার এণ্ড ড্রাগ্ কোং (বম্বে)	২০০০০৲	১০০০০৲	১২।৫।২৭	......
১১	গোরক্‌পুর ইলেক্‌ট্রীক্ সাপ্লাই কোং (যুক্তপ্রদেশ)	......	......	......	১৮।৫।২৭
১২	ডব্লিউ ক্রাউডার এণ্ড কোং (বম্বে)	১৫৩০০০৲	১৫৩০০০৲	১০।৫।২৭	......
১৩	মাদ্রাজ সোপ ফ্যাক্টরী, (মাদ্রাজ)	১৩৩৬০৲	৬৩২৮৲	......	১০।৫।২৭
১৪	পাওনীয়র আলকানী ওয়ার্কস্ (বম্বে)	১৩৩২৮০৲	৯৬৪২৫৲	২৮।৫।২৭	......
১৫	সম্‌টির সল্ট কোং (মাদ্রাজ)	৫০৮১০০৲	৪৯৪৯৮০৲	......	৩।৫।২৭
১৬	শ্রী অম্বিকাবিজয় ট্রেডিং এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীরিয়াল কোং (বম্বে)	৩০০৫০৲	৮৫৭৪৲	১০।৫।২৭	......
১৭	বেব্ এণ্ড উড্‌পাল্প ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং (যুক্তপ্রদেশ)	৭৯৬০০৲	৫৬৯৩৩৲	১২।৫।২৭	......
১৮	এলায়েড্ ইণ্ডিয়ান্ উড্‌ক্র্যাফট্‌স (যুক্তপ্রদেশ)	৯০১৬৫৲	৯০১৬৫৲	৬।৫।২৭	......
১৯	শেগ্রা স্বদেশী ষ্টোর্স (যুক্তপ্রদেশ)	৪০০০৲	৪০০০৲	......	১৪।৫।২৭
২০	নর্ম্মান নেলসন্ এণ্ড কোং (পাঞ্জাব)	......	......	......	১৩।৫।২৭
২১	বিহার কনষ্ট্রাক্‌সন কোং, (বিহার ও উড়িষ্যা)	......	......	......	১৬।৫।২৭
২২	বর্ম্মা স্পোর্টস্ ষ্টোর্স (বর্ম্মা)	৬৮৬০০৲	৬৮৬০০৲	২১।৫।২৭	......
২৩	আমেদাবাদ ইউনিয়ন প্রিণ্টিং প্রেস কোং (বম্বে)	১৯৯৯০৲	১৯৯০০৲	১।৫।২৫	২৩।৫।২৭
২৪	কইম্‌বেটর ইণ্ডিয়ান্ সিলভার গোল্ড থ্রেড্ ম্যানুফ্যাকচারীং কোং (মাদ্রাজ)	১৯৮৭৫৲	১৯৫৯৩৲	৩১।১।২৫	১৭।৫।২৭
২৫	ইষ্টার্ণ কার্পেট্‌স্ (মাদ্রাজ)	১২০০০০৲	৪০০০০৲	১৮।৮।২৪	৩১।৫।২৭

৬

২৬	জাভালিবৰ্ত্তক কোং (মাদ্রাজ)	১৭৪৫০৲	১৭৪৫০৲	১৬৩১৯	২৪।৫।২৭
২৭	প্রিমিয়ার ফারনিসিং এণ্ড ডেকরেটিং কোং (বম্বে)	৫৮০০০৲	৫৮০০০৲	২৮।৯।২৫	৬।৫।২৭
২৮	ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডাস্‌ট্রীস্ (বম্বে)	১০০০০০০০৲	১০০০০০০০৲	৫।৩।২৪	১৮।৫।২৭
	৩—মিল ও প্রেস				
২৯	ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিলস্ কোং (বম্বে)	১২০০০০০৲	১২০০০০০৲	১৩।৫।২৭	......
৩০	মহালক্ষ্মী কার্পেট ফ্যাক্টরী, (মাদ্রাজ)	১১১৩০৲	৪০৭৩৲	......	১৭।৫।২৭
৩১	সাগর প্রেস্ কোং (বম্বে)	১৬০০০০৲	১৬০০০০৲	৭।১০।২৫	২৮।৫।২৭
৩২	পরনম্বাথ রাইস্ এণ্ড অইল মিলস্ কোং, (মাদ্রাজ)	৩১০০০৲	১০১৯০৲	৩।২।২৬	১১।৫।২৭
৩৩	সুরাট্ রাইস্ এণ্ড অইল মিলস্ (বম্বে)	১০০০০০৲	১৫৭০০০৲	৯।১০।১৪	২৩।৫।২৭
৩৪	বেঙ্গল লিড্ মিলস্ কোং (বেঙ্গল)	৫০০৭০০০৲	৫০০[illegible]৲	১৪।৮।২৩	৮।৫।২৭
	৪—এষ্টেট্, জমী ও বাড়ী				
৩৫	কইমবেটর বিল্ডিং ওয়ার্কস্ সিণ্ডিকেট্ (মাদ্রাজ)	২৫০০০৲	২৫০০০৲	......	১৭।৫।২৭
৩৬	ভারত ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং (বেঙ্গল)	৪৮০৬০৲	২৫৫৭৪৲	১১।৪।২৭	......
৩৭	ন্যাসনাল ডেভেলপ্‌মেণ্ট—III. (বেঙ্গল)	২৪০৮০৲	১৬১৫৮৲	২।৩।২৭	......
৩৮	ট্যাড্‌পাত্রি হ্যাণ্ডস্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং (মাদ্রাজ)	২৯৯৯০৲	২৬৫১৫৲	১৩।২।২৭	......
	৫— হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি				
৩৯	শভরাজ সঙ্গীত মণ্ডলী, (বম্বে)	৪৪৫০০৲	১৮৫২[illegible]৲	৭।১।২৪	৭।৫।২৭
৪০	শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস বিবেকানন্দ কুটো জিতা সংগাৎ (মাদ্রাজ)	......	......	২৫।১০।১৪	২[illegible]।৫।২৭
৪১	অমৃতসর ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক কোং (পাঞ্জাব)	১৩৮০০০৲	১০৭.৮০৲	৪।৭।১৫	৩১।৫।২৭

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটা নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

চা'ল

পাটনাই আতপ পুরাতন	...	৯৷৷০—১০৲
ঐ সিদ্ধ	...	৭৲—৭৷৷০
রেঙ্গুনে আতপ	...	৬৲—৭৲
বাঁকতুলসী	...	৮৲—৯৷৷০
নাগরা	...	৭৲—৮৸০
চিনি শক্কর	...	১০৸—১২৸০
রাড়ী	...	৭৲—৭০
দাদখানী	...	৯৷৷০—৯৸০
বালাম নূতন	...	৮৷৷০—৯৷৷০
পুরান চাউল	...	৮।০—৮৸০
সীতা	...	৮।০—৮৲
কাজলা	...	৫৸০—৬৲

ডাল

খেসারী ডাল	...	৫৵০—৫৷৵০
মুসুর ডাল দেশী	...	৫৸—৬৲
ঐ পাটনাই	...	৬৷৷০—৬৷৷৵০
মুসুরের ডাল খাড়ী	...	৮৲
মটরের ডাল ছোট	...	৫৷৷৵০
ঐ সাদা	...	৬৲
মুগের ডাল	...	১০৷৷০—১০৸০
ঐ ভাজা নহে	...	৮৸০—৯৸০
কালি কলাইয়ের	...	৭৸০—৮৷৷০
মাসকলাই বিউলি	...	৮।০—৮৷৷০
মাসকলাই ডাল দেশী	...	৭৷৷০
ঐ পাটনাই	...	৭৸০
কারখানার মিছরী	...	১২৸০
ডাউল (উরীদ্ কলাই) প্রতিমণ		৪৵—৪৸০

ইহা খুব কমই মজুত আছে।

অড়হর (কাণপুর কোয়ালিটী)		৮৲—৮৷৷০
„ দেশী		৭৲—৭৷৷০
ছোলা দেশী	...	৩৸—৪৲
সাহোরী	...	৪।০—৪৷৷০
পাটনাই	...	৪৸০—৫৲

লবণ

বাজারে লবণের দরের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তিত হয় নাই। নিম্নে বিভিন্ন লবণের বাজার দর দেওয়া গেল।

লিভারপুল	...	১২৫৲ টাকা
পোর্টসৈয়দ	...	১১৬৲ „
এডেন ফাইন	...	১১৬৲ „

উপরে যে তিন প্রকার লবণের দর দেওয়া হইল, তাহা ১০০শত মণের অধিক লইলে ঐ দরে পাওয়া যাইবে; এবং ইহার উপর কোন টোল্ বা ডিউটী দিতে হইবে না। একশত মণের উপর ৪৲ টাকা টোল্, প্রতিমণের উপর ১৷০ আনা ডিউটী দিতে হইবে।

ময়দা ইত্যাদি

পেটেন্ট ময়দা	...	৮৶০—৮।০
সুপারফাইন ময়দা	...	১৫৲—৮৲
হাউস্‌হোল্ড্ ময়দা	...	৭৷৷৶০—৭৸০
সুজি	...	৮।৵০—৮।০
আটা বি	...	৭৸৶০—৮৲
আটা ১	...	৭৷৶০—৭৷৷০
আটা ২	...	৭।৵০—৭৷৵
আটা ৩	...	৫।০—৫৷৵০
পোলার্ড	...	৩৵০—৩৶০
ব্র্যান বা ভূষি	...	৩৵০—৩৵০
কে, সি, বসুর পার্ল বার্লি	...	১৭৲

চিনি

সাদা জাভা:—

লাল জাভা	...	১০৶০
আগষ্ট সেপ্টেম্বর সিপমেন্ট	...	১০।১০
অক্টো-ডিসেম্বর „	...	১০।৵০

জানুয়ারী-মার্চ ,, ... ১০৷৵০

সাদা জাভা :—

রেডি ... ৯৸৵০

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর সিপমেণ্ট ... ৫৸০

দোবরা ... ২২৲

একবরা ... ২১৲

হিন্দুস্থান চিনি ... ২২৷৵০

বিট চিনি ... ১২৷৵০

মন্দির মার্কা চিনি ... ১২৵০

ঘৃত

কয়ারাল সাগর ... ৬১৲

শ্রীঘৃত ... ৭৮৲

(মহিষের) মুঙ্গের মটকি ... ৭৬৲—৮৫৲

মটকি (বালিয়া) ... ৭৬৲

খুরজা ... ৭১৲

গাওয়া ... ৯৫৲

তৈল

নারকেল তৈল ১নং ... ২২৲

কোচিন ... ২৩৷৷০

দেশী ... ২২৲

রেড়ীর তৈল ১নং ... ২০৲

অডিনারি ... ৮৷০

সরিষার তৈল কলের ... ২২৲—২৪৲—২৫৲

সরিষার তৈল ঘানির ... ২৬৲—২৭—

মসিনার তৈল গৌরীপুরে ... ২৫৲—২৬৲

চীনা বাদাম তৈল ... ২৩৲—২৫৲

(খাঁটী) বাদাম তৈল ... ৩১৲

কোঁচড়া মহুয়ার তৈল ... ২২৲

কেরোসিন তৈল

কেরোসিন তৈল স্নোফ্লেক বাক্স সমেত ১০৵০

ঐ গিরজা ঐ ৯৸৵০

ঐ ভিক্টোরিয়া ঐ ২টিন ৬৷৶০

ঐ হাতি মার্কা ঐ ৬৷৷০

ঐ বাদর মার্কা ঐ ৭৵০

ঐ রাণী ঐ ৬৷৷০

বর্ম্মা নূতন স্বদেশী হাস মার্কা ঐ ৬৷৷০

গোল্ড মোহর বর্ম্মা ২টীন ঐ ৭৷৷/০

১০ গেলেন ১বাক্স প্রাট মার্কা ৩০৲

ফেনাইল (অডিনারী) গেলন ১৷/০—১৷৵০

কলাই

ছোলা বা বুট পাটনাই ... ৫৷০—৫৷৷০

ছোলা সহরের ... ৪৷৷০—৪৸০

ছোলা দেশী ... ৪৷০—৪৷৵০

মাসকলাই, দেশী ... ৫৲—৫৷০

ঐ পাটনাই ... ৬৷৷০—৬৸০

মসুরীকলাই, দেশী ... ৪৷০—৪৷৷০

ঐ পাটনাই ... ৫৷০—৫৷৷০

কালী কলাই ... ৫৷৷০—৬৲

মুগ সোনা নূতন ... ১২৷০—১২৷৷০

মুগ কৃষ্ণ দেশী ... ৭৷৷৯—৭৸০

মুগ পশ্চিমে হালি ... ৬৸৵০—৭৷০

সিঙ্গাপুর মুগ ... ৭৸৮—৮৷০

মটর সাদা ... ৫৲—৫৷০

মটর সবুজ ... ৫৲—৫৷৷০

মটর গুলি ... ৩৸০—৪৷৷০

অরহর দেশী ... ৫৷৵০—৫৷৷৵০

ঐ কাণপুর ... ৬৲—৬৷০

খেসারি নাগপুরে গোটা ... ৪৲—৪/০

ঐ পাটনাই ... ৪৷০—৪৷৷০

ঐ দেশী ... ৩৲—৩৷০

তিসি

তিসি ঝারা (শতকরা ৫/০খাদ) ৭৷৶০

পাট

পাকা বেল ৪৫৲—৫৫৷৷০

কাঁচা বেল ১০৷৷০

বেলারদের ৬৲—১০৷০

মিলের দর ৬৸০—১১৲

গম

গম জামালপুর (শতকরা ৭॥০ খাদ)		১০৲
ঐ শিবগঞ্জ দুধে (৫৲ খাদ)		...
ঐ কাণপুর দুধে ঐ		৬॥০
ঐ বক্সার দুধে ঐ		৮৸০
ঐ গঙ্গাজলি ঐ		৭॥০—৮৲

যব

যব (পাটনাই)	...	৪॥০—৮৲

তিল

তিল নাগপুরে সাকি (শতকরা ৫৲ খাদ)		১২৲
তিল সফেদ	...	১৮৲—২০৲
তিল কাট	...	১০৲
তিল কৃষ্ণ	...	১২॥০
মাটবাদাম বা চিনা বাদাম	...	৭৸৶০
খোসা ছাড়ান	...	৯৸৵০
তেঁতুল	...	৯।০—১১৲

বেণে মশলা

ছোট এলাচ ১নং	...	৪৲
ঐ ২নং	...	৩৸০
বড় এলাচ	...	৬৮ —৭২
লবঙ্গ	...	৪৬ —৫০
জয়েত্রী	...	৫॥০—৬॥০
জায়ফল	...	৫৪
চীনের সিন্দুর	...	২৸৶০
মরিচ (নূতন)	...	৬১
লঙ্কা (হলদে)	...	১৯ —২০
লঙ্কা (লাল)	...	১৯॥—২১
হরিদ্রা নূতন	...	৮॥০—৯॥০
জাহাজি ধুনা	...	৮॥০—৯॥০
রেঙ্গুনে ধুনা	...	১৫ —১৬
ধনে	...	১৬ —১৭॥০
সুপারী (জাহাজী)	...	১২ —১৩।০
দেশী সুপারী	...	১৩॥০—১৫।
খয়ের ১নং	...	২৩
ঐ ২নং	...	১৯ —২১
কাশ দানা	...	৯৸০
কর্পূর সের	...	৪॥০
রিফাইন কর্পূর	...	৫।০
শুঁঠ	...	১৮
পিপুল	...	১০৫
জিরা	...	৩৬ —৪০

মধু

মধু ১নং	...	২৫
ঐ ২নং	...	২১

দেশীয় বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের দর

সরিষা ও খইল

সরিষা লাল	৮৸০—৯॥০
হলদে	১০৲—১১৲ প্রতিমণ।
মসিনার খৈল দুই মণের দর	৮৸০—৯॥০
ইণ্ডিয়ান মেকলুজ প্রতি ব্যাগ	৫৸০
সরিষার খইল প্রতি দুই মণের দর	৫॥০—৫৸০
স্থানীয় মিলের দর প্রতিমণ	২॥৵০—২৸৵০
রেড়ীর বীজ দেশী কোয়ালিটী প্রতিমণ	৫॥০—৫॥৵০
মাদ্রাজ কোয়ালিটী প্রতিমণ	৭।০—৮৲
মোয়া বীজ প্রতিমণ	৫॥০

পোস্ত কমই মজুত আছে। ইহার দর ১৩॥০—১১৲

শিমুল তূলা

নূতন বীজশূন্য তূলা কলে দুইবার ফেলিয়া পরিষ্কৃত

হলদে রং দর প্রতিমণ	৭৫৲—৭৬৲
পরিষ্কৃত সাদা প্রতিমণ	৭৮৲—৮০৲

হরিতকী জব্বলপুর কোয়ালিটী ২নং প্রতিমণ গড়ে ২॥০

১নং ,,	৩৲
ভাঙ্গা (crushed) হরিতকী	৫৵০—৫।০

নকল ভূমিকা প্রতিমণ গড়পড়তায়	৩॥০
হলুদ পাবনা কোয়ালিটী প্রতিমণ	৪।০—৮॥০
মসলি পত্তম ,, ,,	৮॥০—৯৲

বস্ত্র

এড ওয়ার্ড মিলস্

ধুতি—১০গজ×৪৪ ইঞ্চি ৪৪০১১	২।৶১০
ধুতি—১০গঃ×৪৪ই; ৪৪০১০২	২।৶১০
ধুতি১০গঃ ও ৪৪ইঃ	২॥০
সাড়ি—১০গঃ×৪৪ইঃ	২।৶০
ধুতি—সাধা পাড় ১০গঃ ৪৪ইঃ	২॥/০
সাড়ি—৪গঃ—৬৭৪	১॥৵১০

মোহিনী মিলস্

ধুতি—১০ গঃ ৪৪ইঃ ৭৫	৩৲
তি —১০ গঃ×৪৪—২১০	৩৵০

হিন্দুস্থান মিলস্

ধুতি—১০ গঃ×৪৪ইঃ ১১৪৪	১।৵১০
ধুতি --১০ গঃ×৪৪ইঃ ৩১৪২	২।/
ধুতি—১০গঃ×৪১ইঃ ১১৪১	২৵০
ধুতি ১০গঃ×৪১ইঃ ২১৪২	২।/০
ধুতি—৯½গঃ÷৪১ইঃ ৯১৪১	১৵১০
ধুতি—৫ হইতে ৯ গজ ১০১ ৫০১	১।৶১৫

রামপুর মিলস্

ধুতি ১০ গজ ৪৪ ইঃ	৩৶০—৩।৶০
ধুতি ৯॥০ গজ ৪০ ইঃ	২৸০

সূতার বাজার দর

বাউরিয়া কটন মিলস্

১০ নঃ গণেশ মার্কা ৫ পাউণ্ড	১৸৵১০
১২ ,, ,, ,, ,,	৩/১৫
১৪ ,, ,, ,, ,,	৩।০
১৬ ,, ,, ,, ,,	৩।৵০
২০ ,, সিংহ মার্কা ,,	৩॥/১৫
২২ ,, গণেশ ,, ,,	৩৸০

ধানবার কটন মিলস্

১০ নং সিংহ মার্কা ৫ পাউণ্ড	৩/১৫
১১ ,, ,, ,, ,,	৩/১৫
১১ ,, ,, ,, ,,	৩৵০
১২ ,, ,, ,, ,,	৩৵০
১২ ,, ,, ,, ,,	৩৵১০
১৪ ,, ,, ,, ,,	৩।১০
১৬ ,, ,, ,, ,,	৩।৵০
১৯ ,, ,, ,,	৩॥/০
২২ ,, ডবল পালোয়ান	৩॥৵০

নিউ রিং কটন মিলস্

১০ নং রেড রিঃ	
১২ ,, ,,	৩৵০
১৪ ,, ,,	৩৵৫
১৬ ,, ,,	৩।৵০
১৭ ,, ,,	৩।৶০
১৮ ,, ,,	৩।৶১৫
১৯ ,, ,,	৩॥/১৫
২২ ,, ,,	৩৸০

মাদুরা মিলস্

২০ নং	৩॥১৫
২২ ,,	৩৸/০
২৪ ,,	২৸৵১০
২৬ ,,	৩৸৶৫

২৮ "	৪/১০
৩০ "	৪।১০
৩২ "	৪।৵৫

জাপানি

২০ নং এনি	৩॥৶৫
৩২ নং "	৪॥৵০
৩২ " বোট	৪৸৶০
৪০ " এনি	৫/০
৪০ " ফাইভ ষ্টার	৫।৫
৪০ " বিজয়	৫।৶০
৪০ " ব্লু ফিস্	৫।৶০
২—৪২ নং গ্রে	৫৸১০
২—৬০ " "	৭।৫
২—৪২ " ব্লিচড্	৫৸৫
২—৬০ " "	৪।০
২—৪৫ " মারসিরাইজড	৭৵০
২—৬৪ " গ্রে	১০৲
৪০ নং ম্যানচাষ্টার ৫ পাউণ্ড	৪৸/০
৫০ " "	৫৸৵০
৬০ " " "	৬॥৵০

বাতী

রেঙ্গুন ১৬ আউন্স পতি প্যাকেট	॥৫
" ১৪ " "	।৶৫
" ১২ "	।৵৫
" ১০ "	।/৫
" ৮ "	।/৫
" ৬ "	।৵০
রেঙ্গুন ১০ আউন্স ১১ আঃ গাড়ির বাতী	।৵০

ছাতা

নন্দলাল দত্ত

গোল সীক	২২।২৪ ইঃ	১২৲
স্প্রীং	২২।২৪ ইঃ	১১॥০
গোল সীক	২০ ইঃ	৯৲
রেলি স্প্রীং	২৬ ইঃ	২৮৲
বেটে ১২ নং	২৪।২৬ ইঃ	—২১৲
ঐ ১৯ নং	২৪।২৬ ইঃ	—২৫॥০
ঐ ১১ নং	২৩।২৬ ইঃ	২৭৲—৩০৲
রাজরাণী ১২ নং	২৪।২৬ ইঃ	১৩৲
ইংলিশ ছাতা কাঠের বাঁট ২৬ ইঃ		৩৬৲
ডিসন ব্রাদার্স	২৪।২৬ ইঃ	২০॥০—
ষ্টিল বাঁট ১২ নং		২৫॥০
১৯ নং	ঐ	২৭৲

লৌহ ও ইস্পাত

২২ গজ্ করগেট সিট	১৪৲
২৪ " " "	১২৸৵০
২৬ " " "	১৫৲
২৬ " প্লেন সিট	১৫৸৵০
২৪ " " "	১৪।৵০
এম্ এস্ প্লেট —১৬" ও ⅞"	৭৲
মাইল্ড ষ্টিল রাউণ্ড বার	৭৲
মাইল্ড ষ্টিল	৭।০
" " ফ্ল্যাট বারস্	৬৸৵০
" " স্কোয়ার বারস্	৭৲
" " এঙ্গেল	৬৸০
৬"×২" ১৪ জি হইতে ১৬ জি বি সিট	৮৸০৵
আর এস্ জয়ি ৫"×৬" হইতে ১০" হইতে ৬"	৭৵০

স্বর্ণ, রৌপ্য ও কোম্পানীর কাগজ

গিনি ঘোড়া মার্কা ...	১৩॥১৫
বিলাতী কাম্বি বেটর (Better) স্বর্ণ	২১৸/০
চীনের পাল্লা ...	২১॥০
কলিকাতা ট্যাকশালে ...	২১॥/১০
বিলাতি রূপা (Bar Silver) ১০০ ভরি	৫৯॥০
খুচরা ...	॥/১৫
৬৲ টাকা সুদের কোঃ কাগজ	১০৬।৵
৫॥০ টাকা ঐ ঐ	১০৬।৵০
৫৲ ঐ ঐ	১০৮।/০
৪৲ ঐ ঐ	৮৯॥০
৩॥০ ঐ ঐ	৭৭॥৶০
৩৲ ঐ ঐ	৬৬॥/০
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা	৬৲

—•—

যশোহরের কৃষি-সম্পদ

(কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ)

যশোহরের স্বভাব-জাত কৃষি-সম্পদের মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা প্রকৃতই প্রয়োজনীয় এবং স্বল্প মূলধনে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। খেজুর, তাল, আনারস, মানকচু, চই, ওল, নারিকেল, সুপারি, কচু, আম, কলা, কাঁঠাল, তাহাদের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন বনে জঙ্গলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের উপাদান সমূহ প্রভূত পরিমাণে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়।

খেজুর

যশোহর জিলার সর্ব্বত্রই খেজুর গাছের চাষ অত্যন্ত অধিক। আর্থিক হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তাও সমধিক উল্লেখযোগ্য। খেজুরের জন্য এ জেলায় খেজুর গাছের চাষ হয় না—খেজুর গাছের রস সংগ্রহ এবং সেই রসদ্বারা গুড়, চিনি উৎপন্ন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

যে কৃষকের পাঁচ বিঘা জমিতে খেজুর গাছ আছে, তাহার অবস্থা প্রকৃতই উন্নত হইয়া থাকে। খেজুর গাছ প্রস্তুত করিতে অধিক কষ্ট বা যত্ন লইতে হয় না। একটি জমিতে বীজ দ্বারা চারা প্রস্তুত করা হয়। গাছগুলি তিন চার মাসের হইলে সেগুলি উঠাইয়া ঈপ্সিত স্থানে ৮।১০ হাত অন্তর বসাইয়া দিতে হয়। জমিটী প্রথম অবস্থায় ঘিরিয়া রাখা আবশ্যক। ৭।৮ বৎসরের মধ্যে রস প্রস্তুতের উপযোগী গাছ প্রস্তুত হইবে। ইহা অবশ্য জমির উৎকর্ষের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

খেজুর বনের জন্য জমি একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া দরকার হয় না। সে জমিতে কলাই, সরিষা, তিল প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইতে পারে।

শীতের প্রারম্ভে গাছের শীর্ষদেশের কতকটা অংশ হইতে পাতা ছাড়াইয়া রস সংগ্রহের স্থান তৈরী করা হয়। এই কাজে দক্ষ লোকদিগকে "গাছী" বলে। গাছীর কৃতিত্বের উপর রসের ভাল মন্দ নির্ভর করে। এমন অনেক কৃতি গাছী আছে যাহারা চৈত্র মাস পর্য্যন্তও রসের সুগন্ধ রাখিয়া "নলিনীর" পাটালী প্রস্তুত করিতে পারে।

রস জ্বাল দিয়া গুড় বা পাটালী এবং গুড় হইতে চিনি যশোহরে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। খেজুর রস শুধু খাইতেও অতি সুস্বাদু। একমাত্র ফরিদপুর ব্যতীত যশোহরের পাটালী বা গুড়ের ন্যায় সুখাদ্য সামগ্রী অন্যত্র প্রস্তুত হয় না।

খাজুরা, কেশবপুর, চৌগাছা, ঝিকারগাছা, কোটচাঁদপুর, রূপদিয়া, নওয়াপাড়া, ত্রিমোহিনী খেজুর গুড় ও চিনি বিক্রয়ের প্রধান গঞ্জ। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন এই তিন মাসে সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের গুড় ও চিনি এই সকল গঞ্জ হইতে নৌকায় চালান হয়।

তাড়ি বা ফলের জন্য যশোহরে খেজুর গাছের চাষ হয় না। খেজুর গাছের পত্র হইতে বসিবার আসন ও কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য চটের ন্যায় একপ্রকার পাত্র তৈরী হয়। দরিদ্র বা

মধ্যবিত্ত পল্লীবাসী বহুলোকে খেজুর পাতার প্রস্তুত আসন মাদুরের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। একটু যত্ন লইয়া তৈরী করিলে জিনিষগুলি টেক্‌সই হইয়া থাকে। পাতা চিরিয়া একটা কাঠের হাতলের চারিপাশে সাজাইয়া লইলে সুদৃশ্য এবং কার্য্যের উপযোগী ঝাড়ন প্রস্তুত হইবে। কলিকাতায় এই ঝাড়নের বহুল ব্যবহার আছে।

তাল

তাল গাছের চাষ কেহ ইচ্ছা করিয়া বড় করে না। তবে স্বভাবতঃই বহু তাল গাছ যশোহর জিলার সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। কাঁচা তাল প্রথম অবস্থায় শাস খাইবার জন্য, পাকা তাল রাঁধিয়া খাইবার জন্য এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে তাল আঁঠির শাস জলপান করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

তালপাতাদ্বারা দরিদ্র লোকে ঘর ছাইয়া থাকে। পল্লী-পাঠশালায় এখনো ছাত্রবৃন্দ প্রথম অবস্থায় তালপাতায় লেখা অভ্যাস করে। তালের পত্র হইতে অতি সুন্দর বসিবার আসন প্রস্তুত হয়। ইহাকে যশোহরে "চাটকোণা" বলে।

তালের রস হইতে চিনি ও মিশ্রী উৎপন্ন হয়। তবে যশোহরে বিস্তৃত ভাবে ইহা এখনো আরম্ভ হয় নাই। তালরস হইতে তাড়ি প্রস্তুত হয়। উপযুক্ত তালগাছ দ্বারা "ডোঙ্গা" তৈরী করা হইয়া থাকে। এই সকল ডোঙ্গা বিল, খাল, ও ছোট নদীতে গমনাগমনের জন্য নৌকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। যশোহরে ডোঙ্গার প্রচলন অত্যধিক।

তালের আঁঠির উপর অংশ সমান ভাবে কাটিয়া তৈল উঠাইবার জন্য "ওড়োঙ্গ" তৈরী করা হয়। ইহার জন্য আঁঠির সহিত একটি বাঁশের হাতল সংযোগ করা হইয়া থাকে। তালআঁঠিরদ্বারা কোটের বোতাম প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

আনারস

যশোহরে আনারসের চাষ বিস্তৃত ভাবেই হইয়া থাকে। সে সকল স্থানে অন্য কোন ফসল প্রস্তুত হইবার সম্ভব নাই,—যেমন বাঁশ বন, তথায়ও আনারসের বন তৈরী করা হইয়া থাকে।

জমি ভাল ভাবে প্রস্তুত করিয়া একবার চারা বসাইয়া দিলে ৮।১০ বৎসর কাল আনারস পাওয়া যায়। খরচও বিশেষ অধিক নহে। আষাঢ়ের প্রথমেই প্রত্যেক বাড়ী হইতে পাইকার ব্যবসায়ী আসিয়া আনারস কাটিয়া লইয়া যাইয়া থাকে।

নিকটবর্ত্তী গঞ্জে লইয়া গেলে আনারসের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এক একটি আনারস ২।৩ পয়সা বিক্রয় হইত, এখন ৪।৫ পয়সা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

একটি গাছে একটীর অধিক আনারস ফলে না। গাছের পাশ দিয়া আরও চারা বা বোগ বাহির হয়। কোন কোন আনারসের উপরেও গাছ গজাইয়া উঠে। এই গুলি কাটিয়া বসাইয়া দিলে গাছ হইতে পারে।

আনারসের গাছ এক হাত, দেড় হাত মাত্র উচ্চ হয়। পাতাগুলি ২।৩ ইঞ্চি চওড়া এবং ধারে ঘন সন্নিবিষ্ট কাঁটা থাকে। এই জন্য গো, ছাগ প্রভৃতি পশুতে সহজে খাইতে চায় না। পাতা হইতে এক প্রকার তন্তু পাওয়া যায়—যাহাদ্বারা দড়ি বা চট প্রস্তুত হইতে পারে। পাতার মূল দেশের নরম অংশের রসে কৃমিনাশক শক্তি আছে। ছোট মেয়ে ছেলের কৃমি নষ্ট করিবার জন্য পল্লীগ্রামে ইহার রস ব্যবহৃত হয়।

আনারসও অতি সুস্বাদু, পুষ্টিকর খাদ্য। জলপানের জন্য যত অধিক ব্যবহার হয়, ততই স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

যশোহরে সাধারণতঃ ছায়াযুক্ত স্থানেই ইহার চাষ হয়। ছায়া ব্যতীত উপযুক্ত আলো বাতাস পাইতে পারে এমন খোলা মাঠে আনারস চাষ করিলে ফল বড়ই অধিক সুস্বাদু হইয়া থাকে। আনারসের প্রধান শত্রু বুনো শূকর। শৃগালেও কিছু নষ্ট করিতে পারে। কাঁটা তার দিয়া জমি ভাল ভাবে ঘিরিলে কোন জন্তুতেই ফল নষ্ট করিতে পারে না।

মানকচু

মানকচু যশোহরের একটী বিখ্যাত কৃষিজাত সামগ্রী। এক একটী মানকচু একমণ পর্য্যন্ত ওজনের হইয়া থাকে। যশোহরের কচু খাইতে মাখনের মত সুস্বাদু, মুখ ধরিয়া যন্ত্রণা দেয় না। তরকারী রূপে ব্যবহার করিতেও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু কচু কলিকাতায় চালান হয়। কচুর জমি সাধারণ ভাবে একবার কোদলাইয়া দুই হাত অন্তর এক একটী ১ হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিতে হয়। এই গর্ত্ত মধ্যে কচুর চারা বা বড় কচুর মুখের দিকটা পুতিতে হয়। চারা বসাইবার সময় গর্ত্ত ছাই দিয়া পূর্ণ করিলে কচু ভাল হয়। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস চারা বসাইবার উপযুক্ত সময়। এক বৎসরেই ভাল কচু প্রস্তুত হইবে। দুই বৎসরের কচুতে মুখ চুলকায়; সেজন্য অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না। একটী কচুর দাম এক বা দেড় টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

কচুর ছাল ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার পর রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। সেই শুষ্ক খণ্ডগুলি চূর্ণ করিয়া শিশি পূর্ণ করিলে বাজারে বিক্রয় হইতে পারে। শোথ রোগীদিগের জন্য কবিরাজ মহাশয়গণ "মানমণ্ড" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সেই মণ্ড এই মানকচুর চূর্ণ জ্বাল দিয়া প্রস্তুত হয়। যশোহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই কচুর চাষ বিস্তৃত ভাবে করিলে লাভবান হইবেন, সন্দেহ নাই।

চই

চই যশোহরের সহজজাত কৃষি-দ্রব্য। যশোহরের নওয়াপাড়া, বসুন্দিয়া, সেখহাটি, আফরা প্রভৃতি স্থানে প্রভূত পরিমাণে চই উৎপন্ন ও চালান হয়। চইএর পাতা পানের মত, গাছ লতা জাতীয়, কাণ্ডের ব্যাস ২।৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। কাঁঠাল, আম, সুপারি প্রভৃতি গাছে লতা বেষ্টন করিয়া উঠে। অল্প খরচে ইহাতে প্রচুর লাভ হয়। ৮।১০ বৎসরের পুরাতন চইমূল ও কাণ্ড উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়।

লেবু, বাঁশ, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, সুপারী প্রভৃতির চাষও যশোহরে বিস্তৃতভাবে হইয়া থাকে। আমের সময় কেবলমাত্র চাটনীর জন্য কাঁচা আম ক্রয় করিতে ৫।৬টী কোম্পানী কলিকাতা হইতে আসিয়া থাকে।

আমের চাটনী

এই চাটনীর ব্যবসায়টী বিদেশী লোকের হাতে তুলিয়া না দিয়া যশোহরের ধনী ব্যবসায়ীদের গ্রহণ করা উচিত। একমাত্র মূলধন খাটান ভিন্ন এই ব্যবসায়ে অন্য পরিশ্রমও অতি কম। কারণ প্রতিবৎসরই চাটনীর আম বিক্রয়ে অভ্যস্ত জনসাধারণ আমের খোসা, বীজ ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া লবণ মিশ্রিত অবস্থায় বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীর নিকট আনয়ন করে। যে যত টাকা খাটাইবেন, তিনি তাহার ৩.৪ গুণ লাভ করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

নারিকেল

নারিকেলের ব্যবসায় যশোহরে ভালভাবে চলিয়া থাকে। এক বিঘা জমীতে নারিকেল

চারা বসাইলে ৮।১০ বৎসরে ফল ধরিতে পারে। একবিঘা জমীতে ৬৪টী গাছ প্রস্তুত করা যায়। সেই এক বিঘা জমীর গাছ হইতে বৎসরে তিন বা সাড়ে তিন শত টাকা লাভ হইতে পারে।

নারিকেল পাতার কাটীরদ্বারা ঝাটা তৈরী হয়। পাতা রন্ধন কার্য্যের সহায়তা করে। ছোপড়া হইতে কাতা এবং খোল দ্বারা হুকা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। নারিকেলের মালাদ্বারা বোতাম ও নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত করা যায়।

যদি কেহ যশোহরে একটী কাতা প্রস্তুতের কল বসাইয়া কাজ আরম্ভ করেন, তবে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা আছে। তাহার সহিত উপযুক্ত নারিকেল হুকা, বোতাম প্রস্তুত ও তৈল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকিলে কাজটী বিস্তৃতভাবে লাভজনক হইতে পারে।

জল খাইবার জন্য গ্রীষ্মকালে ডাব নারিকেলের চাহিদাও অত্যধিক। এক একটী ডাব ৫।৬ পয়সা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। ষ্টেশনে, কাছারী বা সদর স্থানে ডাবের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক।

সোডা, লেমোনেডের পরিবর্ত্তে ডাব অধিক ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ইহা তৃষ্ণা নিবারক, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধিকারক উৎকৃষ্ট পানীয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় উপাদান

কবিরাজী ঔষধের জন্য যে সকল গাছগাছড়া আবশ্যক হয়, তাহা যশোহরের প্রতিপল্লীতেই প্রভূত পরিমাণে আপনা আপনিই জন্মিয়া থাকে। সে-গুলির সন্ধান জানিয়া বিনা মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া কলিকাতায় চালান করিতে পারিলে অতি অল্প মূলধনে একটী লাভজনক ব্যবসায় দাড় করান যায়।

"বেঙ্গল কেমিক্যাল", "বেঙ্গল ইমিউনিটী" প্রভৃতি এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় অথবা ঢাকার "শক্তি ঔষধালয়", "আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী" বা কলিকাতার "কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন" প্রভৃতি বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের সহিত চুক্তি করিয়া লতা পাতা, মল, ত্বক ও ফল প্রয়োজন মত সরবরাহ করা যাইতে পারে।

গুলঞ্চ, নিম, কন্টিকারী, বাসক, অশোক, অর্জ্জুন, কেতকী, অনন্তমূল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পুনর্নবা, বেড়েলা, সোণা, গাম্ভারী, মুগানী, মাষানী, আলকুশী বীজ, আমলকী, বেতাড়গ, শ্যামালতা, আকন্দ, আলোক লতা, নিসিন্দা, নাটাকরঞ্জ, বাবলা, হরিদ্রা, শঠি, বননীল প্রভৃতি যশোহরের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। ঝিকরগাছার নিকটে কন্টিকারী বহুল পরিমাণে জন্মে। চাঁচড়া, ঢাকুরিয়া, প্রতাপকাটী প্রভৃতি পল্লীতে অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কাঠের পালিশ

তেল-পালিশ

এইবার আমরা তেল-পালিশের কথা বলিব। তেল-পালিশের অর্থ কাঠের উপর তিসির তৈল লাগাইয়া একখণ্ড নরম নেকড়ার দ্বারা ঘসিয়া ঘসিয়া উহাকে চাকচিক্য বিশিষ্ট করিয়া ফেলা। ইহাতে যে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার প্রয়োজন আছে তাহা নহে—এমন কি ইহাতে বিশেষ কোন হাঙ্গামাই পোহাইতে হয় না—তবে তেল-পালিশের প্রধান কথা হইল সময়। তেল-পালিশ করিতে অত্যন্ত বেশী সময় লাগে। এই জন্য ঐ কার্য্যই বড় শ্রান্তিকর ও বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে। যত দিন আসবাবপত্র বেশ ভালরকম চাকচিক্য-বিশিষ্ট হইয়া না উঠে—ততদিন মাঝে মাঝে তেল লাগাইয়া পালিশ করিতে হইবে। বলাই বাহুল্য যে দুই একদিনে বা দুই এক সপ্তাহে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না, কেননা ইহাতে একমাত্র ঘর্ষণের দ্বারাই কাঠের উপরিভাগকে মসৃণ করিয়া ফেলিতে হয়। কাঠে তেল লাগাইয়া যতদিন এবং যত বেশী ঘসা যাইবে, ফলও পাওয়া যাইবে তত ভাল। ফল কথা, তেল পালিশ কার্য্যের শেষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে আমরা এইটুক বলিতে পারি যে, নিয়ম করিয়া রীতিমত ভাবে কাজ চালাইতে পারিলে দেড় বা দুই মাসে বেশ ভাল পালিশ তুলিতে পারা যায়। কিন্তু দেড় বা দুই মাস সময় নিতান্ত অল্পকাল নহে। তাই বলিতে ছিলাম, তেল-পালিশের কাজ অত্যন্ত বিরক্তিকর ও পরিশ্রমজনক, এবং শুধু এই কারণেই বর্ত্তমানে তেল-পালিশের ব্যবহার দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, তবে আর এখন তেল-পালিশের কথা লিখিয়া লাভ কি?—ইহার উত্তরে এখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে ইহার কিঞ্চিৎ উপযোগিতা না থাকিলে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইত না। সময় অমূল্য বটে, কিন্তু সকল সময়েই আমরা সময়ের মূল্য ধরিয়া দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ করিনা। বিশেষতঃ তেল-পালিশের একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা ফ্রেঞ্চ পালিশ বা মোম-পালিশের অপেক্ষা অধিকদিন স্থায়ী হয়, এবং এই পালিশ পূর্ব্বোক্ত ঐ দুই পালিশের মত সহজে আগুণের উত্তাপে চটিয়া যায় না, বা বৃষ্টিতে ভিজিলে নষ্ট হইয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, তেল-পালিশ দেখিতেও নিতান্ত মন্দ নহে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তেল-পালিশের কদর তাহার সৌন্দর্য্যের জন্য নহে; কেননা তেল-পালিশ উত্তাপ লাগিলেও সহজে বিবর্ণ হইয়া যায় না। মনে করুন, ফ্রেঞ্চ পালিশ করা একখানি উৎকৃষ্ট ডাইনিং টেবিলের উপর গরম খাবারের ডিস্ রাখা হইল—ইহাতে উত্তাপ লাগিয়া টেবিলের উপরের রঙ চটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঐ টেবিল তেল-পালিশ করা থাকিলে ওরূপ কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এইজন্য সাধারণতঃ ডাইনিং টেবিলের অন্যান্য অংশে ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগাইলেও উহার শীর্ষদেশে তেল-পালিশ লাগান হয়, এবং সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শুধু এই কারণেই আজিও ব্যব-

সায়ের ক্ষেত্র হইতে তেল-পালিশের প্রচলন একেবারে বন্ধ হয় নাই।

অন্যান্য পালিশের মত তেল-পালিশের উপাদান সংগ্রহ করিতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নাই। ইহার একমাত্র উপাদান তিসির তৈল। খাঁটি তেল-পালিশে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহৃত হয় না। তবে আজকাল অনেক পালিশ-কারক খাটুনি কমাইবার জন্য এবং আসবাবের চাকচিক্য গড়াইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিসির তৈলের সহিত অন্যান্য দ্রব্যও মিশাইয়া থাকেন। তাহাতে বেশ সুফল পাওয়া যায়। এমন কি, ইহাতে অনেক সময় তেল-পালিশ ও ফ্রেঞ্চ পালিশের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। আবার শুধু তাহাই নহে, সে সমস্ত স্থলে (অর্থাৎ যখন তিসির তৈলের সহিত অন্য উপাদান মিশ্রিত করা হয়) উক্ত দুই পালিশ লাগাইবার প্রণালীও অনেকটা একরূপ। কিন্তু আমাদের এখনই ওসব কথায় কাজ নাই। শিক্ষা-নবীশের নিকট জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাহার শিক্ষাপথের অন্তরায় হইতে চাহি না। আজ অবিমিশ্র তিসির তৈল দিয়া কেমন করিয়া তেল-পালিশ করিতে হয়—আমরা শুধু সেই কথাই বলিব।

কি অবস্থায় তিসির তৈল ব্যবহার করিতে হইবে—সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পালিশকারকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ গরম করা তৈল ব্যবহার করার পক্ষপাতী, কাহারও মতে কাঁচা তিসির তৈলই পালিশ করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, আবার কেহ কেহ বলেন কাঁচা এবং পাকা এই উভয়বিধ তৈল মিশ্রিত করিয়া লওয়াই ভাল।

আমাদের মতে কাঁচা অথবা ফুটান—পালিশ-কারকের মর্জ্জিমত—যে কোন রকমের তৈল ব্যবহার করায় বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই। তবে সাধারণ কাজ চালাইবার জন্য ফুটান অর্থাৎ সিদ্ধ করা তিসির তৈল ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

তেল-পালিশ করিবার পদ্ধতি মোম-পালিশেরই অনুরূপ। তেল-পালিশে কাঠের উপর অল্প অল্প তেল লাগাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া বেশ জোরে জোরে ঘষিতে হয়। এইরূপ করিলে কাষ্ঠফলক যথাসম্ভব তৈল শুষিয়া লইবে এবং ক্রমে ক্রমে একটু একটু চাকচিক্য দেখা দিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তেল-পালিশের শেষ নাই বলিলেও চলে অর্থাৎ যতদিন পালিশ না উঠে, ততদিন প্রত্যহ বা কয়েকদিন অন্তর অন্তর নিয়মিত ভাবে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ঘসিতে হইবে এবং যতদিন ও যত বেশী ঘর্ষন কার্য্য চালান যাইবে, পালিশ তত ভাল উঠিবে।

মনে কর, একটা টেবিল পালিশ করিতে হইবে। প্রথমে একটু তেল লইয়া রগড়াইয়া রগড়াইয়া কাঠের গায় লাগাইয়া দাও—যেন খানিকটা তেল আঁশের ছিদ্র দিয়া কাঠের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। তাহার পর একখণ্ড ইট, পাথর বা তদনুরূপ অন্য কোন ভারী জিনিষের চারিদিকে ফেল্ট (felt) বা মোটা পশমী কাপড় জড়াইয়া একটী রবার প্রস্তুত করতঃ ঐ রবার দ্বারা কাঠের উপর ঘসিতে থাক। যতক্ষণ ক্ষেত্রের তৈলাক্তভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া ইহা একেবারে শুষ্ক হইয়া না যাইবে, ততক্ষণ ঐরূপে ঘষিতে হইবে। আমরা উপরে ইট বা পাথরে কাপড় জড়াইয়া রবার তৈয়ারি করিতে বলিয়াছি। এই ইট বা পাথর ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য উক্ত দ্রব্য গুরুভার বিশিষ্ট হওয়ায় রবার ঘসিবার সময় পালিশকারককে বিশেষ বলপ্রয়োগ করিতে হইবে না। যাহা হউক, প্রথমবার পালিশ করিবার পর দেখিতে পাইবে,

কাষ্ঠের বর্ণ ঈষৎ কৃষ্ণাভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিন্দুমাত্র চাকচিক্যবিশিষ্ট হয় নাই। তবে পুনঃ পুঃ উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতে করিতে ক্রমশঃই কাষ্ঠের চাকচিক্য বর্দ্ধিত হইবে, এবং এমন কি, যথেষ্ট সময় দিয়া ঠিক মত পালিশ করিতে পারিলে, আসবাবপত্র এরূপ সৌষ্ঠবসম্পন্ন হয় যে, কাহার কাহার চক্ষে তাহা ফ্রেঞ্চ পালিশ করা দ্রব্যাদি অপেক্ষা সুন্দর ঠেকে। এখানে তৈল-পালিশ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। অনেক সময় ইহাতে (তৈল-পালিশে) পালিশ ঘামিয়া উঠে। এই দোষ দূর করিবার জন্য খানিকটা মেথিলেটেড স্পিরিট লইয়া পালিশের উপর ঘসিয়া দিতে হয়। মেথিলেটেড্ স্পিরিট লাগাইলে পালিশের ঘর্ম্মাক্তভাব নষ্ট হইয়া যাইবে অথচ ইহার বর্ণ-সৌষ্ঠব নষ্ট হইবে না।

তৈল-পালিশ করিতে যেরূপ দীর্ঘ সময় লাগে এবং প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়—তাহাতে সাদাসিধা কাজে বা সমতল ক্ষেত্র ছাড়া তৈল-পালিশ করা চলেনা। অবশ্য—'চলেনা'র অর্থ ইহা নহে যে অন্যত্র চেষ্টা করিয়াও তৈল-পালিশ লাগান অসম্ভব। এস্থলে চলে না অর্থে অন্যত্র তৈল-পালিশ করিলে পোষায় না। যাহা হউক, সকল সময় একমাত্র তৈল লাগাইয়া ঘসিয়া ঘসিয়া সহজে কাষ্ঠে পালিশ তোলা যায় না সত্য, কিন্তু এইরূপে তৈল লাগাইয়া আর একটী কাজ করা যায়। পালিশকরা কাঠের উপর তৈল মর্দ্দন করিলে পালিশের বর্ণ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে, আবার পালিশহীন কাঠের রঙ্‌ও উহাতে ঘোরাল হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, মেহগেনি, ওক্ প্রভৃতি কাষ্ঠের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (general tone) ইহাতে বাড়িয়া উঠে। কাজেই যে সমস্ত পালিশকারক ফ্রেঞ্চ পালিশে বেশ দক্ষ হইয়া উঠে নাই, তাহারা তৈল-পালিশ ব্যবহার করিলে বেশ সুফল পাইতে পারে।

ড্রাই শাইনিং (Dry Shining)

ড্রাই শাইনিং করিবার পদ্ধতিটী খুবই সহজ। যাহারা ফ্রেঞ্চ পালিশ কার্য্যে হাত পাকাইয়াছে তাহাদের ইহা আদৌ কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে হইবে না। ড্রাই শাইনিং অনেকটা বার্ণিশের মত। ইহাতে কাঠের উপর গালা ও মেথিলেটেড্ স্পিরিটের পাতলা প্রলেপ লাগাইয়া উহাকে মসৃণ ও চাকচিক্য বিশিষ্ট করা হয়। কেবল বার্ণিশ করা হয় ক্রসের সাহায্যে, এবং ড্রাই শাইনিং করা হয় রবারের দ্বারা। কিন্তু এই মিল সত্ত্বেও কেহ যেন ড্রাই শাইনিংকে বার্ণিশ বলিয়া ভ্রম না করে। কেননা ড্রাই শাইনিং হইলে ফ্রেঞ্চ পালিশের অন্তর্গত, আর বার্ণিশ একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফ্রেঞ্চ পালিশে "স্পিরিটিং অফ্" করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। এইজন্য অনেক পালিশকারক স্পিরিটিং না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কাঠের গায় গ্লেজ্ লাগাইয়া থাকে। এখন ড্রাই শাইনিং এর কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত ভাবিবেন, ড্রাই শাইনিং করাতে আরও সহজ, তবে স্পিরিটিং না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ড্রাই শাইনিং ব্যবহার করিলেও ত চলিতে পারে। কিন্তু আমরা তাহাদের অবগতির জন্য এখানেই বলিয়া রাখি —"না, তাহা চলিতে পারে না।" আসবাবের পালিশের উৎকর্ষতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে ফ্রেঞ্চ পালিশের পরিবর্ত্তে ড্রাই শাইনিং ত দূরের কথা, এমন কি গ্লেজিংও ব্যবহার করা উচিত নহে। বস্তুতঃ সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, ফ্রেঞ্চ পালিশের সহিত অন্য কোন পালিশেরই তুলনা হয় না।

যাহা হউক, যেথানে খুব বেশী চাকচিক্যের প্রয়োজন নাই সেখানেই সাধারণতঃ ড্রাই শাইনিং ব্যবহার করা হয়। বাক্সের ভিতর দিক, ড্রয়ারের ভিতর দিক ড্রয়ারের সম্মুখ প্রভৃতি স্থানই ড্রাই শাইনিং করিবার উপযোগী। ড্রাই শাইনিং করিবার সুবিধা এই যে ইহাতে খরচ খুব কম পড়ে, অথচ কাজ-চলন-সই পালিশ হইয়া যায়। ড্রাই শাইনিং লাগাইলে কাষ্ঠের আঁশের ছিদ্র সমূহ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় ধুলা বালি লাগিয়া সহজে ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না।

এইবার কেমন করিয়া ড্রাই শাইনিং করিতে হয়, তাহাই আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ, ক্ষেত্রটীকে মোটামোটি ভাবে "বডিইং" করিতে হইবে। "মোটামোটি" বলিবার অর্থ এই যে ফ্রেঞ্চ পালিশ করিতে গেলে যেরূপ সতর্কতার সহিত বডিইং করিতে হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ সতর্কতা অবলম্বনের কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ইহাতে আদৌ ফিলিং (filling) করিতে হয় না। কাঠের উপর দিয়া ভিজা রবারটীকে কোনও মতে একবার বুলাইয়া লইয়া যাইতে পারিলেই যথেষ্ট। ভাল করিয়া বডিইং করিতে শুধু যে বেশী সময় ও বেশী খরচ লাগিবে তাহা নহে, উপরন্তু ভাল করিয়া বডিইং করিলে ড্রাই শাইনিং করাও যথেষ্ট কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

বডিইং করা হইয়া গেলে রবারে ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগাইয়া উহা কাঠের উপর ঘসিতে হইবে। রবারে পালিশ একটু বেশী করিয়া লাগাইতে হয় এবং রবারটী এলোমেলো ভাবে যে দিকে ইচ্ছা না চালাইয়া আঁশের অভিমুখে বরাবর কাঠের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বুলাইয়া লইয়া যাইতে হয়। অবশ্য যতক্ষণ পালিশ শুকাইয়া না যায়, ততক্ষণ রবারটীকে সম্মুখে ও পশ্চাতে ঠেলিয়া ঘসিলেও যে না চলে তাহা নহে তবে সাধারণতঃ একবার রবার টানিয়া যে পর্য্যন্ত পালিশের প্রলেপ শুকাইয়া না যায়, ততক্ষণ আর সেখানে দ্বিতীয়বার রবার না টানিলেই ভাল হয়। সর্ব্বশেষে একটী কথা বলিয়া রাখি যে, ড্রাইং শাইনিং এর ফিনিসিং এর সময় রবার চালাইবার সুবিধার জন্য ক্ষেত্রের উপর তৈল ছিটাইয়া দেওয়া হয় না; রবারটীকে ইতস্ততঃ না ঘসিয়া, বরাবর কাঠের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবার ইহাও একটী কারণ।

বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান ব্যবসায় ও বাণিজ্যে বিজ্ঞাপনের প্রভাব যে অতিরিক্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই,—আজকাল বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আড়ি ক'রে ব্যবসার মতো ব্যবসা করা যায় না; সে জন্য সারা সভ্য জগতে, যেখানে মাল লেন-দেনের ব্যাপার চ'ল্‌ছে, সেখানে বিজ্ঞাপনের আদর-অভ্যর্থনা অত্যধিক।

যে কোন ব্যবসায় প্রথমেই সুরু ক'রতে যান না কেন, আপনাকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ও বিজ্ঞাপনের একটা আনুমানিক খসড়া ক'র্‌তে হবে। বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে খসড়া ক'র্‌লে, সে খসড়া অঙ্গহানি হবে, সম্পূর্ণ হবে না।

বিজ্ঞাপনের এত আদর কেন? বিজ্ঞাপনের আদর-অভ্যর্থনা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে কেন?

এর সরল উত্তর হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যবসায়ীরা সন্তোষজনক ফল লাভ ক'রছেন, বিজ্ঞাপনের জন্য তাঁরা যে টাকা খরচ ক'র্‌ছেন, সেটা বৃথা ব্যয় করা হ'চ্ছে না।

ব্যবসায়ের মধ্যে বিজ্ঞাপনকে যখন প্রবর্ত্তন করা হয়, তখন অনেকেরই এর ওপর আস্থা ছিল না, কিন্তু আজকাল আর সে দিন নেই। বিজ্ঞাপনের যে টাকা আন্‌বার ক্ষমতা আছে, সে কথা প্রায় সকলেই বিশ্বাস ক'র্‌ছেন।

অবশ্য এখনো এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা বিজ্ঞাপনকে নেহাৎ অকেজো জিনিষ ব'লে মনে করেন; তাঁরা বলেন যে নিজেরা বিজ্ঞাপন দিয়ে কোনই ফল পান নি। এ রকম যদি বাস্তবিকই হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সেটা বিজ্ঞাপনের অপরাধ নয়, বিজ্ঞাপনদাতাদের অপরাধ। বিজ্ঞাপন যেখানে সেখানে দিলেই কাজ হয় না, যেমন তেমন ক'রে দিলে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। বিজ্ঞাপন হচ্ছে আর্ট। এ কথা শুনে হয় তো কেউ কেউ অবজ্ঞার হাসি হাস্‌বেন; কিন্তু জানেন কি যে, ইউরোপ, আমেরিকায় বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ কর্‌বার জন্য, শিক্ষিত যুবকেরা বিদ্যালয়ে দস্তুর মত শিক্ষা লাভ ক'রছে? বিজ্ঞাপনের আর্ট সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের ছাপাখানা থেকে শত শত বই প্রকাশিত হ'চ্ছে।

কোন্‌খানে, কি রকম ভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হবে,—তা' সাধারণ লোকের কাজ নয়; যারা এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁরাই যথাযোগ্য বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশে এই রকম রীতিই প্রচলিত আছে।

(দুই)

আমাদের দেশে ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হ'লেও নিজেরাই বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেন। তাতে হয় কি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিদান তাঁরা পান না।

বিজ্ঞাপনের প্রধান ও মুখ্য কাজ দর্শক ও পাঠককে আকর্ষণ করা; বিজ্ঞাপন, যে প্রকারেরই হোক্ না কেন, তার ভেতর এমন একটা গুণ থাকা চাই—এমন একটা সৌন্দর্য্য ও শক্তি থাকা চাই, যাতে সে সহজেই লোককে আকর্ষণ ক'র্‌তে পারে। যে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত গুণাবলী নেই, বা আংশিক

ভাবে আছে, সে জিনিষ বিজ্ঞাপন নামেরই যোগ্য নয়।

যত দিন অতিবাহিত হ'চ্ছে, বিজ্ঞাপনও রকম ফের ভাবে দেওয়া হ'চ্ছে। সাময়িক সংবাদপত্রে, মাসিকের পাতায়, ট্রামে, বাসে, রেলওয়ে ষ্টেশনে, থিয়েটারের পর্দ্দায় বিজ্ঞাপন কিছু নূতন কথা নয়, কিন্তু বেলুনের উপরে, নকল টেলিগ্রামে বায়স্কোপের ফিল্মে, থিয়েটার বায়স্কোপের টিকিট ও প্রোগ্রামের পেছনে এবং আরো অনেক নূতন নূতন উপায়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া আশ্চর্য্যজনক নয় কি?

আমেরিকায় এক একটা উন্মুক্ত স্থানে আকাশের উপর বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্ত্তি ক'রে উড়িয়ে দেওয়া হয়। দৃঢ় লোহার শৃঙ্খলের সহিত উড্ডীয়মান বেলুনটিকে ভূমিতে তদুপযুক্ত দৃঢ় খোটাতে আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়।

বেলুনের বিশাল দেহের উপর চিত্র বিচিত্র মনোরম বিজ্ঞাপনগুলি সুচারু ও মনোজ্ঞ ভাবে সজ্জিত থাকে; বেলুনের হাইড্রোজেন গ্যাস মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন ক'রে দেওয়া হ'য়ে থাকে।

নকল টেলিগ্রামের কথা উল্লেখ করেছি,—এ জিনিষটি অতি সুন্দর। আপনি চিঠির বাক্সে দেখতে পেলেন যে, অবিকল টেলিগ্রামের মত একখানি হলদে খাম প'ড়ে রয়েছে; উৎসুক এবং কৌতূহলী হয়ে আপনি খামখানি খুলে দেখলেন যে, তাতে লেখা রয়েছে—অমুক দোকানে সুন্দর মজবুত অথচ সস্তায় স্ত্রী-পুরুষের জুতা পাওয়া যায়।

কল্‌কাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সহরে নকল টেলিগ্রাম বিজ্ঞাপনের রেওয়াজ হয়েছে।

বায়স্কোপ এবং থিয়েটারের প্রোগ্রামের উপর বিজ্ঞাপন বোধ করি লক্ষ্য করেছেন। কোন সিনেমা-গৃহে বায়স্কোপ দেখতে গেলেই প্রথমে কতকগুলি বিজ্ঞাপন দেখায়,—সেগুলি ফিল্মের দ্বারা প্রস্তুত। টাট্‌কা দেখবেন, বাগান থেকে চা তুলে নিয়ে কুলিরা কেটলীতে রেখে দিলে, কেটলীর নল থেকে কাঁচা চায়ের পাতা ঝরতে সুরু করেছে এবং সেই ঝরা চায়ের পাতা হরপে পরিণত হয়ে একটি বাক্যে পূর্ণ হচ্ছে। বাক্যটি হয়তো,—"জগতের সেরা চা লিপ্‌টন পান করুন।"

ফিল্মে বিজ্ঞাপন আজকাল প্রচুর পরিমাণেই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এই সেদিন কল্‌কাতা সহরে স্পোর্টস্‌ম্যান সিগারেটের অদ্ভুত অথচ সুন্দর বিজ্ঞাপন দেখা গিয়েছিল। সিগারেটের বাক্সের উপর যে একটি খেলোয়াড়ের প্রতিকৃতি আছে, ঠিক সেইপ্রকার অবিকল এগার জন খেলোয়াড় শ্রেণীবদ্ধভাবে কল্‌কাতার প্রধান রাজপথ দিয়ে যাতায়াত করেছিল,—কাপ্তেনের হাতে একটী ফুটবল ছিল। পেছনে দুই একজন লোক স্পোর্টস্‌ম্যান সিগারেটের হ্যাণ্ডবিল বিলি ক'রছিল। উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটী নূতন ধরণের নয় কি?

বিজ্ঞাপন মামুলী হলে চল্‌বে না,—বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞাপন মৌলিক হওয়া চাই। যে বিজ্ঞাপনে মৌলিকত্বের রস অধিক পরিমাণে থাক্‌বে, সেই বিজ্ঞাপন তত বেশী কার্য্যকরী হবে। এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংবাদপত্র ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন জ্যাবড়াভাবে দেওয়া হ'তো,—কিন্তু সে রুচির আমূল পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। আজ-কালকার বিজ্ঞাপনে কথার আড়ম্বর বা ছটা নেই; অতি সরল ও সাধারণ, অথচ সুন্দর।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলা মাসিকের পাতায় বোধ করি একটী কেশ-তৈলের বিজ্ঞাপন লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন; মাসিকের গোটা একখানা পাতায় বিজ্ঞা-পনটা দেওয়া হ'য়েছিল ব'লে মনে ক'রবেন না যে

তাতে পাতা জুড়ে লেখা ছিল যে, ঐ কেশতৈল ব্যবহার করলে মাথা ধরা সারে, শুভ্রকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু একটী কুচকুচে কালো লম্বা বিনুনীর ছবি ছিল, আর ওপরে একটী লাইন লেখা ছিল,—"বেণী যেন কাল ভুজঙ্গিনী।"

নীচে কেবলমাত্র তেলটির ঠিকানা ছিল। আর পাতার বাকী-অংশ ছিল ধবধবে শাদা।

মাসিকের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য পাতাগুলি অপেক্ষা ঐ কেশতৈলের পৃষ্ঠাখানি সবচেয়ে আগে পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল,—এ কথা সত্য নয় কি?

এইপ্রকার মৌলিক বিজ্ঞাপনের উপর স্বভাবতঃই লোকের দৃষ্টি চট্ ক'রে পড়ে।

(তিন)

মামুলী ধরণের বিজ্ঞাপনের যুগ চ'লে গেছে,—পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনে সাধারণতঃ এত কথা লেখা থাকতো যে সেই কথার-পাহাড় পাঠ করতে পাঠক পাঠিকা বিরক্ত হ'য়ে উঠতেন, তাঁদের ধৈর্য্য থাকতো না।

কিন্তু আজকাল যেভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'চ্ছে, তা' অতি বড় অধৈর্য্য পাঠক পাঠিকাকেও পড়তেই হবে,—এম্নি বিজ্ঞাপনের মৌলিকত্বের গুণ, এম্নি তাদের আকর্ষণী শক্তি!

মনে করুন, সেন ঘোষ কোং, কলকাতা সহরে একটা নতুন পোষাকের দোকান খুলবেন; দোকানখানি কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিত,—একখানি নতুন পোষাকের দোকান খোলা হবে, এ কথা সহরবাসীদের জানাবার জন্যে সহরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্লাকার্ড মারা প্রয়োজন। মামুলী ধরণের একঘেয়ে প্লাকার্ড যদি প্রাচীরে লাগানো যায়, অর্থাৎ যদি প্লাকার্ডে লেখা থাকে যে, "শীঘ্র কলেজষ্ট্রীটে সেন ঘোষ কোং, একখানি যাবতীয় পোষাকের দোকান সহরবাসীদের সুবিধার্থে খুলিতেছেন", তা'হলে সে প্লাকার্ডের দিকে একটি মাত্রও পথ-চলা পথিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। কিন্তু পূর্ব্বে যদি সহরের দেওয়ালে দেওয়ালে বড় প্লাকার্ড লাগিয়ে দেওয়া হয় যে, "কলেজষ্ট্রীটে সেঃ ঘোঃ শীঘ্রই আসিতেছেন," তা'হলে তা'তে লোকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ হবে, আর তারা মাঝে মাঝে কৌতূহলী হ'য়ে ভাববে যে, সেঃ, ঘোঃ'র অর্থ কি? কিন্তু ভেবেও তারা কিছুই ঠিক করতে পারবে না। রাজপথ দিয়ে চলবার সময় প্রতিদিনই তারা একবার প্লাকার্ডের দিকে তাকিয়ে দেখবেই, কেননা মানুষের মন প্রকৃতিগত কৌতূহলে পূর্ণ। বার বার তারা প্লাকার্ড দেখবে বটে! কিন্তু সেঃ ঘোঃ'র রহস্য ভেদ ক'রতে কোনক্রমেই সমর্থ হবে না। তারপর ঐ পূর্ব্বেকার দেওয়ালে মারা প্লাকার্ডের পাশেই আর একখানা প্লাকার্ড মেরে দিলেই বিজ্ঞাপনের খরচ সার্থক হবে। দ্বিতীয় প্লাকার্ডে লেখা থাকবে যে, "সেন ঘোষ কোম্পানী সকলের সুবিধার্থে কলেজষ্ট্রীটে **পোষাকের** দোকান খুলিয়াছেন।"

অবশ্য দোকানের দ্বারোদ্ঘাটনের পর দ্বিতীয় প্লাকার্ডখানি দেওয়ালে লাগান চাই। দ্বিতীয় প্লাকার্ডখানি দেখেই, সেঃ ঘোঃ'র রহস্য ভেদ হ'য়ে যাবে,—সহরবাসীরা জানবে যে কলেজষ্ট্রীটে সেন ঘোষ নামে একটী কোম্পানী নতুন পোষাকের দোকান খুলেছেন।

আজকাল এই রকম ধরণেরই বিজ্ঞাপন দিলে কাজ হবে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, বিজ্ঞাপনের প্রধান গুণ হ'চ্ছে আকর্ষণী শক্তি। বিজ্ঞাপনের ভেতর নূতনত্ব চাই। নূতনত্বের জন্য নিত্য নয়া নয়া বিজ্ঞাপনের ধারা মাথা থেকে আবিষ্কার করতে হবে। নব নব বিজ্ঞাপনের প্রণালী আবিষ্কার হচ্ছে এ কথা

সত্য বটে—তা' অধিকাংশ ইউরোপ ও আমেরিকায়।

(চার)

আমেরিকায় উড়ো জাহাজের সাহায্যে বিজ্ঞাপন বিলি হ'চ্ছে। প্রত্যেক রংচংএ বিজ্ঞাপনের কাগজে চকোলেট, পুঁতুল, বিস্কুট, লজেন্স, ছোট ছোট আয়না-চিরুণী এম্নি একটা জিনিষ মোড়ান থাকে।

উড়ো জাহাজ থেকে বিজ্ঞাপনের মোড়কগুলি পল্লী ও সহরবাসীর গৃহ-ছাদের উপর, কিংবা পার্কের ভেতর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়; গৃহবাসী এবং বায়ুসেবনকারীরা আগ্রহ সহকারে মোড়কগুলি কুড়িয়ে নেয় এবং অভ্যন্তরের জিনিষ খুলে নিয়ে বিজ্ঞাপনটি গোড়া থেকে শেষ অবধি পাঠ করে।

বৃষ্টির ধারার মতো ছোট ছোট বিচিত্র বর্ণের বিজ্ঞাপনের মোড়কগুলি ঝরতে থাকে,—তখন মনে হয় যেন নীলাকাশ থেকে রং-বে-রংএর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

এই রকম একটীও ফুল অসহায় অবস্থায় ছাদের উপর কিংবা মাটীতে গড়াগাড়ি দেয় না।

আরো অনেক অনেক নতুন কায়দায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সবগুলির পরিচয় দিতে গেলে গোটা একখানি "ব্যবসা-বাণিজ্য"তেও ধরবে না।

দুই-একটি নতুন ধাঁধনের বিজ্ঞাপনের পরিচয় দিয়ে আজ্‌কের মতো বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ ক'রবো।

রকেট জানেন তো? বাজীর রকেট, অর্থাৎ "বড় হাউই" আর কি? এই রকেটের ভেতর চিত্র বিচিত্র বিজ্ঞাপনের ছাপা কাগজ ভরে দেওয়া হয়।

তারপর রকেটগুলি আকাশের উপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়, শোঁ শোঁ শব্দ ক'র্‌তে ক'র্‌তে রকেট-গুলি আকাশ লক্ষ্য ক'রে ছুটে যায় এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছে বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। বিদীর্ণ হ'য়ে গেলেই ভেতর থেকে মনোরম বিজ্ঞাপনগুলি চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে—কতকগুলো ছাদের ওপর, কতকগুলো চলন্ত মোটরগাড়ীর ওপর, কতকগুলো বা দোতালা দোতালা বাসের ওপর, আজকাল ক'লকাতা সহরে একরকম নতুন রকমের বিজ্ঞাপনের প্রভাব হ'য়েছে। অবশ্য বিলাতী কোম্পানীগুলিই অধিকাংশ এই নতুন ধরণের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন।

ব্যাপারটা অতি চমৎকার। সারা জগতে রেস্ অর্থাৎ ঘোড় দৌড় হয়; এই সকল ঘোড় দৌড়ের মধ্যে কতকগুলি নাম জগৎ জোড়া বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কোন সিগারেট চা বিস্কুটের কোম্পানী তাঁদের নিজের নিজের মার্কা জিনিষের কৌটার ভেতর একখানি ক'রে কুপন ভ'রে দেন।

তারপর প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে ঘোষণা ক'রে দিলেন যে আগত অমুক ঘোড় দৌড়ের পর পর যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘোড়ার নাম উল্লেখ ক'রে যে নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাঠাতে সমর্থ হবে, তাকে এত হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রেরক অনেকগুলি কাগজে যথাক্রমে ঘোড়ার নাম দিয়ে পাঠাতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক কাগজের সঙ্গে কোম্পানীর জিনিষের তিন গণ্ডা কুপন পাটাতে হবে।

মোটা টাকার লোভে সাধারণ লোক হাজার হাজার কোম্পানীর মার্কা জিনিষ কিনে ফেলে—এবং ঘোড়ার নাম লিখে পাঠাতে সুরু করে।

এর ফলে হয় কি, হাজার কতক টাকা খরচ

ক'রে কোম্পানী লাখ টাকার জিনিষ বিক্রয় ক'রে ফেলে,—খরচ উঠিয়ে মোটা টাকা লাভ করে।

উপরোক্ত কায়দায় বিজ্ঞাপন নতুন ধরণের নয় কি?

হ্যাণ্ডবিল বিলি ক'রে ক্যালেণ্ডার, নানা প্রকার ফ্যান্সী অথচ কাজের জিনিষ উপহার দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রচেষ্টা একদম্ মামুলী।

সেদিন সিনেমা গৃহে একটি বিখ্যাত টাইপ-রাইটার কোম্পানী এক নয়া প্রকারের বিজ্ঞাপন দেখে এলাম।

ফিল্মের মধ্যে বিস্তৃতভাবে কোম্পানীর টাইপ-রাইটারের প্রত্যেক বিভিন্ন অংশ কেমন ক'রে কলে প্রস্তুত হয়, কি উপাদান দিয়ে তৈরী হয়, অর্থাৎ গোটা টাইপরাইটার যন্ত্রটির আমূল নির্ম্মাণ প্রণালী চলন্ত ছবির পর্দ্দায় দেখানো হ'য়েছিল। এ রকম বিজ্ঞাপন অতিশয় চিত্তাকর্ষক।

বিজ্ঞাপন সচিত্র হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, আজ কাল প্রত্যেক বিজ্ঞাপনেই ছবি থাকে; ছবি থাক্‌লে জিনিষটার আকর্ষণী শক্তি কিঞ্চিৎ বেড়ে যায়।

মোট কথা—ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের খুব দরকার। কারণ "Advertising helps to make an article known to prospective buyers" অর্থাৎ, বিজ্ঞাপন মাল ক্রয়েচ্ছুক ক্রেতাদের সহিত বিক্রয়ার্থ মালের পরিচয় করিয়ে দেয়।

পূর্ব্বের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে পুনরায় বল্‌ছি যে, মাল লেন-দেনের অর্থাৎ ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনকে বাদ দেওয়া চলে না,—যিনি বাদ দিবেন, তিনি নিজেই মহা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

ভারতে বিদেশী বস্ত্রের কারবার

১৯২৬ সাল।

১৯২৬ সালে ভারতের বস্ত্রের বাজারের অবস্থা অনেকটা নিরাশাজনক ছিল। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সকল প্রকার ব্যবসায়েরই লোকসান হইয়াছে। কলিকাতা ও বঙ্গের নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়াতে, বিশেষতঃ দীর্ঘকালব্যাপী দাঙ্গার জন্য কলিকাতার ব্যবসায়ের নৈরাশ্যজনক লোকসান হইয়াছে।

১৯২৬ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে ভারতের বিদেশ হইতে প্রচুর তুলাজাত দ্রব্য আসে এবং নানা স্থানে তাহা বিলি হয়। অনেকে মনে করিয়াছিল, ঐ ভাবে বস্ত্রের কারবার চলিতে থাকিলে সারা বৎসরে ভারতের বিদেশীয় বস্ত্রের কারবার ক্রমাগতই বাড়িবে।

বর্ত্তমান সময়ে কেবল যে ইংলণ্ড হইতে ভারতে বস্ত্র আসে, তাহা নহে, তুলাজাত দ্রব্য বিদেশের প্রায় সকল স্থান হইতেই অধুনা ভারতে আসিয়া থাকে। ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মাণী, ইটালী,

আমেরিকা, চীন ও জাপান প্রভৃতি সকল দেশেই সূতার বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য ভারতে প্রেরণ করিয়া থাকে।

আলোচ্য বর্ষে একমাত্র কলিকাতায় বিদেশ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ বিদেশীয় বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ আসিয়াছে।

ধুতি ইত্যাদি বস্তার হিসাব

ইংলণ্ড হইতে ১৭৫৪০৪ গাইট, জাপান ৩১৫৩০ গাইট, ইটালী ২০ গাইট, অন্যান্য দেশ হইতে ২২২ গাইট, ভারতের অন্যান্য বন্দরে ৩০৭৪০ গাইট মোট ২৩৮০০৬ গাইট তুলাজাত বস্ত্র কলিকাতায় আসিয়াছে।

সাদা দ্রব্য

অর্থাৎ সাধারণ জিনিষ—ইংলণ্ড ৫২৮৯৫ বস্তা, জাপান ১৪০৬ বস্তা, ইটালী ৩৮৬ জার্ম্মাণ ১০৬ এবং অন্যান্য দেশ ৭৫৬, ভারতীয় বন্দর সমূহে ১ ৪২, মোট ৫৬৭৯৯।

রংকরা সূতার বস্ত্র ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে ৬০৫৩৯ গাইট, জাপান ৬৯৯১৫ গাইট, ইটালী ১২০২৬, জার্ম্মাণী ৯১৩৯, অন্যান্য দেশ ৯১৩৫, ভারতীয় বন্দর সমূহে ১০১৩৪, মোট ১৭২৮৮৮।

সূতা

ইংলণ্ড ১২৭০২, জাপান ১৪৬৫৫, ইটালী ৯৫৫, জার্ম্মাণী ৮৯০, অন্যান্য দেশ ৯৬৬, ভারতীয় বন্দর সমূহে ২৪০৫৫ মোট ৫৪২৫৩।

আমরা বিদেশ হইতে একমাত্র কলিকাতায় ও ভারতের বিভিন্ন বন্দরে যে পরিমাণ বস্ত্র আসিয়াছে তাহার মোটামুটী হিসাব দেখাইলাম। এখন মোট কোন দেশ হইতে কত তুলাজাত দ্রব্য কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব। মোট হিসাব—ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ৩০১৬৬০ জাপান ১১৭৫০৬, ইটালী ১৫৩৮৭, জার্ম্মাণী ১০১৩৫, অন্যান্য দেশ ১১০৭৯, ভারতীয় বন্দর ৬৬১৭১ মোট ৫২১৯৩৮।

ভারতের বর্ত্তমান তুলাজাত দ্রব্যের বাজার বিদেশীয়গণের হাতে। বিদেশী বস্ত্রের মোটামুটী হিসাব উপরে দিলাম। ঐ হিসাবটা গাইটের হিসাব মাত্র।

জাপান এবং ইটালী অল্প দিনের ভিতরে ভারতের নানা প্রকার রঙ্গীন বস্ত্রের কারবার বাড়াইয়াছে। ধুতি প্রভৃতি পূর্ব্বে জাপান ও ইটালী হইতে আসিত না, এখন কিন্তু তাহারা পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

গত বৎসর দাঙ্গার জন্য কলিকাতার বাজার অনেকটা মন্দা হইয়াছিল। বৎসরের যে কয়টা সময় বস্ত্রের বাজারের কাটতি বড়ে, সেই সময়েই ভারতে, বিশেষতঃ কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল। গত বৎসর পূজাতে বেশী বিক্রয় হয় নাই। আমরা একমাত্র কলিকাতার ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব, কলিকাতার ব্যবসায় কেমন চলিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রথম তিন মাস ব্যবসায় বেশ চলিয়াছিল। ১লা এপ্রিল রাত্রি হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুরু হয়। "এপ্রিল-ফুল" (April fool) হিন্দু মুসলমানের পক্ষে ১লা এপ্রিল হইতেই আরম্ভ করে। এই দুইটী সম্প্রদায় দাঙ্গার দরুণ বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িলে, কলিকাতার ব্যবসায় একেবারে নষ্ট হইতে বসে। অবশ্য দাঙ্গার দরুণ মাড়োয়ারীদের ক্ষতিই বেশী হইয়াছে, তাহারাই বিলাতী বস্ত্রের কারবার বেশী করিয়া থাকে।

এপ্রিল মাস হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত উত্তর

কলিকাতায় তিনটা প্রসিদ্ধ দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গায় বহুলোক মারা যায় এবং আহত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে একমাত্র কলিকাতা সহরেই ১১০ জন লোক মারা যায় এবং ১১০০ জন লোক আহত হয়। বহু কোটী টাকার ব্যবসাও তাহাতে নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরের ব্যবসায়ীগণ ভয়ে কলিকাতা আসিতে পারেন নাই। বেচা কেনা প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। মফঃস্বলের খরিদ্দারগণ ভয়ে কলিকাতা আসে নাই। কাজেই নগদ বিক্রী একেবারে বন্ধ হয়।

বৎসরের প্রথম কয়মাস লেঙ্কেশায়ারের মিল-ওয়ালারা অনেক বেশী ধুতি বিক্রয় করে। কিন্তু আমেরিকার মিলওয়ালাগণ যে ভাবে তাহাদের ব্যবসায় এখানে বাড়াইয়া দেয়, তাহাতে বিলাতী ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হইতে সুরু হয়।

সূতা ও বস্ত্র ব্যবসায়ে বিলাতের কারবারিগণ ভারতের বাজার সম্পূর্ণ দখল করিয়াছে সত্য, কিন্তু খদ্দর আন্দোলনের দ্বারা বিলাতি বস্ত্রের কাটতি অনেক কমিয়া গিয়াছে।

১৯২৬ সালে খদ্দর বা দেশীয় বস্ত্র অনেক বেশী কাটতি হইয়াছে। খদ্দরের প্রচলনও পূর্ব্ব হইতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। খদ্দরের প্রচলন বৃদ্ধি হওয়ায় বিদেশীয় বস্ত্র অনেক কম কাটিয়াছে। এই দিকে বাঙ্গালার মিল হইতেও ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৬ সালে বেশী বস্ত্র বাজারে আমদানী হইয়াছে, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ১৯২৬ সালে গত তিন বৎসরের তুলনায় অধিক পরিমাণে কাপড় বিক্রয় করিয়াছে।

ভারতের দেশীয় মিল এবং দেশীয় তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের কাটতি ১৯২৬ সালে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বেশী বাড়িয়াছে ; কিন্তু সূতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতে ১৯২৬ সালে বেশী আসিয়াছে। দাঙ্গায় ক্ষতি না করিলে ১৯২৬ সালে বিলাতী ব্যবসায়ীগণ খুব বেশী লাভ করিতে পারিত।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্বে ভারতে কেবল ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র আসিত, এখন জাপান, চীন, আমেরিকা, ফরাসী, ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতেও অবাধে এদেশে বস্ত্র আমদানী হইতেছে। অন্যান্য তুলাজাত দ্রব্যও ভারতে খুব বেশী আসে।

দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের সার্থকতা দেশবাসী উপলব্ধি করিলেও দেশের অভাবানুযায়ী বস্ত্র তৈয়ার হয় না বলিয়া অনেকে বিলাতী বাজারের দিকে হা করিয়া চাহিয়া থাকেন।

এ দেশের মাড়োয়ারীগণই বিলাতী বস্ত্রের কারবার বেশী করিয়া থাকে। ১৯২৬ সালে তাহারা প্রথমে যে বিলাতী বা বিদেশীয় বস্ত্র আমদানী করে সেই বস্ত্র দাঙ্গার ফলে যথা সময়ে কাটতি হইতে পারে নাই।

এখনও বিদেশীয় বস্ত্রের কারবারের সহিত আমাদিগকে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে এদেশে আরও বেশী বস্ত্র প্রস্তুত হওয়া উচিত। যে পরিমাণে বস্ত্র এখানে তৈয়ারী হয়, তাহা দেশের অভাব পূরণের পক্ষে কিছুই নহে।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই এখন ভারতের বাজারে প্রচুর তুলাজাত দ্রব্য প্রেরণ করিতেছে, এবং সেই গুলির কাট্‌তিও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ছিটের কাপড়, কাটা কাপড় অর্থাৎ জামা প্রভৃতির বস্ত্রই বিদেশ হইতে বেশী আমদানী হইয়াছে। জাপান হইতে এখানে যত ধুতি আসিয়াছে সে গুলি ভাল নহে, বরং আমেরিকা ও জার্ম্মাণীর বস্ত্র অনেকটা ভাল।

ভারতের খদ্দর আন্দোলনের আরও বেশী প্রসার হওয়া দরকার, এবং যাহাতে ভারতবর্ষে বস্ত্রের উৎপাদনশক্তি আরও বাড়ে, সেই বিষয়ে

যত্ন নেওয়া দরকার। তবে আমাদের কথা এই যে, ১৯২৬ সালে ভারতে বিদেশীয় তূলাজাত দ্রব্য বেশী বিক্রয় হয় নাই। বিশেষতঃ কলিকাতায় বিদেশীয় দ্রব্যের কাট্‌তি কমিয়া গিয়াছে। যদি আমরা খদ্দর আন্দোলন আরও বাড়াইতে পারি এবং বস্ত্রের মূল্য কমাইতে পারি, তাহা হইলে, আশা করি, ১৯২৭ সালে বিলাতী বস্ত্রের কারবার আরও কমিয়া যাইবে।

—:০:—

জয়েণ্ট ষ্টক্ কোং

(মে - ১৯২৭)

১৯২৭ সনের মে মাসে যে সকল কোম্পানী ব্রিটিস্ ভারত, মহীশূর, বরদা, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুরে রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সংখ্যা	কোম্পানীর শ্রেণী বিভাগ ও নাম	এজেণ্ট ও সেক্রেটারীর নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন টাকা
(১)—ব্যাঙ্ক, লোন ও ইন্‌সিওরেন্স				
১	শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঙ্ক	ডিঃ—সুখময় দত্ত, নোয়াখালী, বেঙ্গল।	ব্যাঙ্কিং	১০০০০০০৲
২	রংপুর কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক	ডিঃ—পি, এন্, মজুমদার, রংপুর, বেঙ্গল।	”	১০০০০০৲
৩	কাঞ্চন ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং	ম্যাঃ, ডিঃ—পি, কে, নিয়োগী, দিনাজপুর, বেঙ্গল।	”	১০০০০০৲
৪	পালি লক্ষী ব্যাঙ্ক।	ম্যাঃ ডিঃ—বি, এন, চ্যাটার্জ্জি, দৌলতপুর, খুলনা, বেঙ্গল।	”	৫০০০০৲
৫	নিলফামারী নূতন বাজার ব্যাঙ্ক	সেক্রেটারী—আর, এম, দাস নিলফামারী, রংপুর, বেঙ্গল।	”	৫০০০০৲
৬	লক্ষী ব্যাঙ্ক	ধুবড়ী, আসাম।	ব্যাঙ্কিং এবং ধার দেওয়া	১০০০০০৲

৭	ত্রিবাঙ্কুর হিন্দু ব্যাঙ্ক	ম্যানেজার—চিন্তানব, ত্রিবাঙ্কুর।	হুণ্ডী প্রভৃতির ব্যবসায় ২০০০০০৲
৮	হালুয়াঘাট লোন অফিস	ডিঃ—সুরেশচন্দ্র নাগ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ, বেঙ্গল।	লগ্নী কারবার ২০০০০৲
৯	কাশিমপুর ছটিংগ্রাম ব্যাঙ্ক	ডিঃ—কুমুদনাথ সান্যাল, কাশিমপুর, রাজসাহী, বেঙ্গল।	" ৫০০০০৲
১০	মহাদেবপুর কমলা ব্যাঙ্ক	ডিঃ—নীলরতন দাস, মহাদেবপুর, রাজসাহী, বেঙ্গল।	" ৫০০০০৲
১১	মহীরাম কোলি ইউনিয়ন লোন অফিস	সেক্রেটারী—অবনীকুমার দাস, মহীরাম কোলি, পোষ্টঃ ফুলকোচা, জেলা ময়মনসিংহ, বেঙ্গল।	" ৫০০০০৲
১২	থুরি লোন অফিস	ডিঃ—ধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, থুরি পোষ্টঃ, জামালপুর, জেলা ময়মনসিংহ, বেঙ্গল।	" ২০০০০৲
১৩	ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ন্যাসনাল এণ্ড রেলওয়ে ট্রেডিং ব্যাঙ্ক	ডিঃ—মহম্মদ আবদর রসিদ মণ্ডল, টঙ্কি পোঃ, ভুরমত্, জেলা ময়মনসিংহ, বেঙ্গল।	" ৩০০০০০৲
১৪	আনা এক্সিড্যাণ্ট্ এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং	এজেন্টস্—জানি এণ্ড কোং, আগাখান বিল্ডিং, দালাল ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বম্বে।	প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স ১০০০০০৲
			মোট—১২৯০০০০৲

২—ট্রানজিট্ ও ট্রান্সপোর্ট

১৫	গৌরীপুর মটর সার্ভিস্ কোং	ডিঃ—মহেশকুমার নিয়োগী, গৌরীপুর, ময়মনসিং, বেঙ্গল।	আরোহী ও মাল বহন ৫০০০০৲
১৬	ইণ্ডিয়ান্ ট্রান্সপোর্ট	ম্যাঃ এজেন্টস্—বিহার ট্রেডার্স লিঃ, ২, হরিদাস চ্যাটার্জ্জি রোড্, গয়া, বিহার ও উড়িষ্যা।	" ৫০০০০৲
			মোট—১০০০০০৲

৩—ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং

১৭	নোয়াখালি প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং কোং	ডিঃ—পি. এন. সেনগুপ্ত, নোয়াখালী, বেঙ্গল।	জেনারল প্রিণ্টার্স ও পুস্তক প্রকাশক ৫০০০৲

১৮	ইণ্টারন্যাসন্যাল এড্ভারটাইজিং	৩১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	"	১০০০০০৲
১৯	গার্জেন প্রেস	ম্যাঃ ডিঃ —টি, দাউদশ, মাদ্রাজ।	"	৩০০০০৲
২০	পেপার এণ্ড ষ্টেশনারী ওয়ার্কস	বেনারস সিটি, যুক্তপ্রদেশ।	মনোহারী ব্যবসায়	১০০০০০৮৲
২১	রংপুর ইউরেকা ষ্টোর্স	ডিঃ—টি, ডি, লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রংপুর, বেঙ্গল।	চামড়া প্রস্তুত	২৫০০০৲
২২	গোরাকপুর ইলেকট্রীক্ সাপ্লাই কোং	১৫, ক্যানিং রোড্, এলাহাবাদ, যুক্তপ্রদেশ।	ইলেক্ট্রিসিটি সরবরাহ	৭০০০০০৲
২৩	কোয়েটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কো°	কোয়েতা বেলুচিস্থান।	"	১২০০০০০৲
২৪	রাজমহল আরদানওয়ার	ডিঃ—হরিপদ দত্ত, ৩১, জ্যাকসন্ লেন, কলিকাতা।	হাঁড়ি ও মাটীর দ্রব্য প্রস্তুত	১০০০০০৲
২৫	ইউনাইটেড্ সিমেণ্ট কোং অব ইণ্ডিয়া	ডিঃ— মুলরাজ খেতাব, ইউসুফ বিল্ডিং, হর্ণবি রোড্, ফোর্ট, বম্বে।	সিমেণ্ট চুণ ইত্যাদি প্রস্তুত	১৬০০০০০৲
২৬	ষ্টোন্ সাপ্লাইং কোং	ডিঃ—হাসান আলি কারমালি, ৪ ডানকান রোড্, বম্বে।	ইট্ ও বাটী প্রস্তুতের সরঞ্জাম সরবরাহ	১০০০০০৲
২৭	বিল্ডার্স এজেন্সী	ব্রাহ্মণবেড়িয়া, জেলা, ত্রিপুরা, বেঙ্গল।	এজেন্সী	২০০০০৲
২৮	ট্রপিক্যাল ইলেকট্রীক ওয়ার্কস্	৮৬, রসারোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা।	ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল ও চীনাবাদাম ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়	২০০০০৲
২৯	ক্যালকাটা হার্ডওয়ার ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স	৪৩।৪৪, মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।		১০০০০০৲

৩০	এন্, সি, সরকার, এণ্ড সন্স্	১২, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।	জেনারেল মার্চেণ্ট	৪০০০০৯৲
৩১	ডিঃ বি, এম, দাস এণ্ড কোং	হস্পিটাল রোড, চট্টগ্রাম, বেঙ্গল।	"	১৬০০০৲
৩২	নরদার্ণ টি এণ্ড ট্রেডিং কোং	ডিঃ—রবীন্দ্রমোহন রায়, জলপাইগুড়ী, বেঙ্গল।	,,	৫০০০০৲
৩৩	টি এজেন্সী	২, লালবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।	চা বিক্রয়	৫০০০০৲
৩৪	বিজয় এজেন্সী,	ডিঃ—সুরজমল করমচাঁদ, ৯১, ফোর্ট ষ্ট্রীট্, বম্বে।	জেনারেল মার্চেণ্ট্	৪০০০০৲
৩৫	সায়েণ্টফিক্ এ্যাপারেটাস্ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস	আগ্রা, যুক্তপ্রদেশ।	সায়েণ্টফিক্ এ্যাপারেটাসের ব্যবসায়	২০০০০০৲
৩৬	ন্যাস্নাল মারক্যানটাইল সিণ্ডিকেট্	বেনারস্, যুক্তপ্রদেশ।	জেনারল মার্চেণ্ট	৫০০০০০৲
৩৭	রিটু পিনহর্ণ এণ্ড পার্টনার্স	ডিঃ—আর, রিটু, চাঁদনী চক্, দিল্লী।	কমিশন এজেণ্টস্	২০০০০৲
		মোট—		৬৩২১০০০৲

৪—মিল ও প্রেস

৩৮	মরান বেলিং কোং	৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।	পাট বাঁধা	২৫০০০০৲
৩৯	কল্যাণী রাইস্ মিলস্	ডিঃ—ভোলানাথ সাহা, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, বেঙ্গল।	চাউলের কল চালান	২৫০০০০৲
৪০	যদুনাথ রাইস্ মিলস্	ডিঃ—এইচ্ কুণ্ডু, হিলি, জেলা বগুড়া, বেঙ্গল।	মিল ও শস্য ব্যবসায়ী	২৫০০০০৲
৪১	রোড্ অয়েলস (ভারতবর্ষ)	ডিঃ—এফ্, এ, হিল্, মেকসকো রোড্, ৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা	তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয়	১০০০০০০৲
৪২	ইউনাইটেড্ সোপ এণ্ড অয়েল কোং	ডিঃ—মিঞা নুর মহম্মদ, ৬০, ম্যাক্লিওড্ রোড্ লাহোর, পাঞ্জাব।	সাবান তৈল ইত্যাদি প্রস্তুত	১০০০০০৲
			মোট—	১৮৫০০০০৲

৫—চা কোম্পানী

৪৩	ষ্টিন্‌থাল টি কোং	ডিঃ—এইচ্, ঘোষ, জলপাইগুড়ি, বেঙ্গল।	চাঃও কাফির আবাদ	৩০০০০৲
৪৪	রাঙ্গাপানি টি কোং	ম্যাঃ এজেণ্টস্—ডাঃ বি এম্ দাস এণ্ড কোং, হস্পিটাল রোড্, চট্টগ্রাম, বেঙ্গল।	"	৫০০০০০৲
৪৫	কোকারী টি এষ্টেট্স্ কোং	ম্যাঃ এজেণ্টস্—টি ষ্টেনস্ এণ্ড কোং। কইমবেটর, মাদ্রাজ।	চায়ের আবাদ	২০০০০০৲
৪৬	অকটারলোনি ভ্যালি এষ্টেট্স্	সেক্রেটারী, এ, ই, সেটার মাদ্রাজ।	"	১৫০০০০০৲
৪৭	বুরাগোহেন টি কোং	গোলাকোট, আসাম।	"	১০০০০০৲
৪৮	ভিটিয়া ল্যাক্ ইণ্ডাস্ট্রীস্	ডিঃ—কুমার কে ভট্টাচার্য্য, ১৪, হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা।	গালার ব্যবসায়	২০০০০৲
৪৯	কোক্‌কালার এগ্‌রিক্যালচারাল এষ্টেট	ম্যাঃ—ডিঃ ভি, ভি, রামা, ভেরিয়ার, টেলিচারি, মাদ্রাজ।	চায়ের উৎকর্ষ সাধন	১০০০০০৲
			মোট	২৪৫০০০০৲

৬—খান ইত্যাদি

৫০	বেঙ্গল বিহার কোল এজেন্সী	ডিঃ—কে, এইচ জোসি বাশঝোরা মানভূম, বিহার ও উড়িষ্যা।	খনির মালিক ও কয়লার ব্যবসায়	১০০০০০৲

৭—চিনি প্রস্তুত ইত্যাদি

৫১	কুশ্রী সুগার ওয়ার্কস্	অথাল, সাহারানপুর, যুক্তপ্রদেশ।	চিনি প্রস্তুত	৩০০০০০৲

সর্ব্বসমেত মোট ১২৪১১০০০৲

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে ?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি-মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

মৌলবী বাজার

জেলা শ্রীহট্ট

মাননীয় শ্রীযুক্ত "ব্যবসা ও বাণিজ্য"
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় মহাশয়,

অত্র ন্য শ্রীহট্ট জেলায় মৌলবী বাজারের প্রধান ব্যবসায়ীগণের তালিকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাদিগকে আপনার "ডাইরেক্টরী" ভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টায় থাকিব। নিবেদন ইতি।

বিনীত—
শ্রীরজনীকান্ত পাল,
মৌলবীবাজার।

কাপড়

১। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।
২। গঙ্গাদয়াল শুকুল।
৩। লক্ষ্মীচাঁদ সেওক।
৪। চাঁদমল ভাড্ডা।
৫। পিরধন গুল গুলিয়া।
৬। প্রসাদরাম দাস।
৭। বিশ্বম্ভর পোদ্দার।
৮। চন্দ্রনাথ দে।
৯। চূড়ামণি দে।
১০। চন্দ্রনাথ দে।

ষ্টেসনারী দোকান

১। চন্দ্রনাথ ধর।
২। সর্ব্বানন্দ দাস।
৩। একরামউল্লা।
৪। মাং ভুরু।
৫। মাং আকমল।

বিবিধ জিনিসের দোকান

১। মণীন্দ্রলাল সাহা।
২। প্রহ্লাদচন্দ্র দাস।
৩। ব্রজনাথ দে।
৪। রাসবিহারী দে।
৫। কুঞ্জকিশোর দত্ত।
৬। ব্রজনাথ সোম, উকীল।
৭। ভবতচন্দ্র চৌধুরী।
৮। হরগোবিন্দ দে।
৯। রামচন্দ্র বণিক্য।

কাটা কাপড়ের দোকান

১। জগন্নাথ নাগ।
২। তাহির মিঞা।
৩। তারাচরণ দে।

সোণা রূপার দোকান

১। লালমোহন কর্ম্মকার।
২। হরমোহন কর্ম্মকার।

মিঠাইয়ের দোকান

১। রামদয়াল বর্ম্মণ।
২। হরিচরণ বর্ম্মণ।
৩। কৈলাসচন্দ্র দে।
৪। কমলচরণ দাস।

ঔষধ বিক্রেতা

১। ডাঃ—শশীভূষণ দত্ত।
২। ডাঃ—মাং ইয়াকুব মজুমদার।
৩। ডাঃ—দুর্গাকুমার দাস,
হোমিওপ্যাথ।
৪। ডাঃ—রজনীকান্ত দে,
হোমিওপ্যাথ।
৫। কবিরাজ হরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

খসরুপুর

জেলা পাটনা

ই, আই, রেলের মেল লাইনে অবস্থিত, হাওড়া হইতে ৩১৯ মাইল; পাটনা জংশন হইতে ১৯ মাইল। রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট অফিস ও গোশালা আছে। রপ্তানী দ্রব্য গম, যব, বুট, মশুরী, খেসারী ছাটী, লাক্ষের বা অড়হর, সরিষা, সিউরী যথেষ্ট পাওয়া যায়। পেয়াজ, রেড়ীর বীজ, তিসি, পটল, সামান্য সামান্য পরিমাণে রপ্তানী হয়। ওজন ৮২।৶

আড়ৎদার

কুবেরশা বংশীলাল
সনেহীলাল কানাইলাল
হাজারীমল বদরীদাস
মুকুন্দশাও, মুকুন্দ শাও
নারায়ণ মাহাতো, বিশ্রাম ভকত
বিকণ শাও, ছেদীলাল
ফকিরা শাও, মুন্সী শাও

কাপড়

লছমনলাল, মাণিকচান্দ
মোহনলাল, তুলসীলাল

তামাক ও বিড়ী

শিবলাল, কুলদীলাল
অমৃত শাও, বীরবাবু

পিতল ও কাঁসার বাসন

বদরী শাও, রামলাল

মহানার

জেলা মুজঃফরপুর

বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের বারাউনী জংশন হইতে মহানার রোড্ ষ্টেশন ৩৬ মাইল। ষ্টেশন হইতে মহানার ৪ মাইল। পাকা রাস্তা ও মটর সার্ভিস আছে। ষ্টেশনে একা গাড়ীও পাওয়া যায়। এখান হইতে পাকারাস্তায় মুজফ্ফরপুর ৪০ মাইল এবং হাজীপুর ২০ মাইল। এখানে পুলিস ষ্টেশন, সাবরেজেষ্টরী আফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। এখানে যথেষ্ট আম ও লিচু জন্মে এবং ইহা কলিকাতা ও অন্যান্য মোকামে রপ্তানী হয়। অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্য তিসী, রেড়ীবীজ, ভুট্টা, সরিষা, আলু, পেঁয়াজ, লঙ্কা, রসুন লাউডেড় ও ফুলকফি। ষ্টেশনের সংক্ষিপ্তনাম M.N.O.

আড়ৎদার

মনোহর দাস ভীমরাজ
রামরূপ চৌধুরী, মথুরা প্রসাদ
রামেন্দ্ররাম, রামচন্দ্র রাম
মিতারাম, রাধাশ্যাম
গোলাপজী

মুন্সী বাজার

জেলা

ঔষধ বিক্রেতা

১। ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ফার্ম্মেসী
ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার, মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

২। আশরাফ্ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পোঃ মুন্সীবাজার, (শ্রীহট্ট)।

৩। কটন ফার্ম্মেসী,
প্রোপ্রাইটার
ডাঃ শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ দে ভৌমিক,
পোঃ মুন্সীবাজার, (শ্রীহট্ট)।

৪। শ্রীযুক্ত সূর্য্য কুমার দে কানুন গুহ,
গ্রাম হরিস্মরণ, পোঃ মুন্সীবাজার,
(শ্রীহট্ট)।

৫। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী গুপ্ত, হোমিও,
পোঃ মুন্সীবাজার, (শ্রীহট্ট)।

কাপড় ও কাটা কাপড় বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত শশীমোহন দে কানুন গুহ,
পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

২। মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াছৎ এণ্ড সন্,
পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

৩। শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস এণ্ড সন্স,
শ্রীনাথপুর, পোঃ মুন্সীবাজার,
(শ্রীহট্ট)।

৪। মুন্সী কনর মিঞা, বলরামপুর।
পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

১। আশরাফ্ পাব্লিসিং হাউস্,
পুস্তক প্রকাশক
পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

২। মোসলেম্ লাইব্রেরী,
পুস্তক বিক্রেতা।
ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার
আশরাফ্ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

মনোহারী জিনিষ বিক্রেতা

১। মোহাম্মদ তোরাব এণ্ড ব্রাদার্স।
পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

২। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ দাস,
পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

৩। শ্রীযুক্ত অভয়া চরণ দাস এণ্ড ব্রাদার্স।
পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের দ্রব্য নির্ম্মাতা

১। শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র দে,
২। শ্রীযুক্ত দুর্য্যোধন দে,
৩। শ্রীযুক্ত অভয়া চরণ দে,
৪। শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ধর।
পোঃ মুন্সীবাজার, (শ্রীহট্ট)

জার্ম্মাণ সিলভারের অলঙ্কার বিক্রেতা

১। মুন্সী নছরউল্লা এণ্ড সন্স।

পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

গুড়ের আড়তদার

১। মুন্সী আব্দুলকরিম এণ্ড ব্রাদার।

পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

কলিকাতা ও মফস্বলের দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী কারক

আশরাফ ব্রাদার্স এণ্ড কোং

(জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স)

পোঃ মুন্সীবাজার (শ্রীহট্ট)

বাজে জিনিষ বিক্রেতা

১। মুন্সী নওসা মিঞা এণ্ড সন্স।

২। মুন্সী সুরুজ মিঞা এণ্ড সন্।

৩। শ্রীযুক্ত প্যারী চরণ দাস এণ্ড ব্রাদার্স।

৪। মুন্সী রহিমউল্লা ও রুশনউল্লা।

পোঃ মুন্সীবাজার, (শ্রীহট্ট)

মিষ্টদ্রব্য বিক্রেতা

১। শ্রীরমণ চন্দ্র দে।

২। শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দাস।

পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

সোডাওয়াটার, চা, সরবত, ও বিস্কুট বিক্রেতা

১। মুন্সী মোহাম্মদ আব্দুল্লা এণ্ড সন্স।

২। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য।

পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

হোটেল ওয়ালা

১। মুন্সী সকাতউল্লা এণ্ড সন্স।

২। মুন্সী উস্তার মিঞা।

পোঃ মুন্সীবাজার, (শ্রীহট্ট)

পাট ও চাউলের আড়তদার

১। মুন্সী মনোহর খাঁ ও ছৈয়দ গফুর আলী।

২। শ্রীযুক্ত রাস বিহারী দাস এণ্ড ব্রাদার্স।

৩। শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দাস কম্পাউণ্ডার।

৪। শ্রীযুক্ত অভয়া চরণ পাল ও মঃ ইউসুছ।

গ্রাম দেবীপুর।

৫। মুন্সী মোহাম্মদ আয়াত এণ্ড ব্রাদার্স।

৬। মুন্সী মঃ রইছ উদ্দিন।

গ্রাম সিদ্ধেশ্বরপুর।

সকলের পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

ধান্য ও পাটের দালাল।

১। মুন্সী মোহাম্মদ তোরাব এণ্ড সন্স।

গ্রাম ধর্ম্মপুর।

৩। শ্রীযুক্ত শম্ভুরাম দেব

গ্রাম, চৈত্রঘাট।

পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

সংবাদ দাতা—পল্লীসেবী যুবক সঙ্ঘ।

পোঃ মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট।

গমের বিবরণ

গমের চতুর্থ পূর্ব্বাভাষ
১৯২৬-২৭

মোট ৩০৮৯১০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে—এবং অনুমান ৮৮৫০০০০ টন গম উৎপন্ন হইবে।

মোটের উপর গমের অবস্থা ভাল। কোন্ প্রদেশে কত একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে, তাহার হিসাব দেওয়া গেল, এবং ইহার সহিত গত বৎসরের হিসাবও দেখান হইল।

প্রদেশের নাম	১৯২৫-২৬ (মে ১৯২৬) (১০০০ একর হিঃ)	১৯২৬-২৭ (মে ১৯২৭) (১০০০ একর হিঃ)	বৃদ্ধি + হ্রাস—চিহ্ন॥ (১০০০ একর হিঃ)
পাঞ্জাব	১০৬৯৮	১০৪৭০	—২২৮
যুক্ত প্রদেশ	৬৯৮৫	৬৮৩৪	—১৫১
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৩৬৩৫	৩৮১৯	+ ১৮৪
বম্বে	১৭৪০	২১১৯	+ ৩৭৯
বিহার ও উড়িষ্যা	১১৬৩	১১৮৬	+ ২৩
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১০৯১	৯৯৩	—৯৮
বাংলাদেশ	১৩০	১২৯	—১
দিল্লী	৪৪	৪০	—৪
আজমীড় মারওয়ার	৭	২১	+ ১৫
মধ্যভারত	১৮৯৩	১৮৭৩	—২০
গোয়ালিয়র	১৩৮৭	১৩৮২	—৫
রাজপুতানা	৮১৯	৯২৫	+ ১১৬
হায়দ্রাবাদ	৮৪৪	৯৫৯	+ ১১৫
বরদা	৫০	৬৭	+ ১৭
মহীশূর	৩	৩	
মোট	৩০৪৮৯	৩০৮৯১	+ ৪০২

কোন্ প্রদেশে কত টন গম উৎপন্ন হইবে, তাহার হিসাব দেওয়া গেল, এবং ইহার সহিত পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবও দেওয়া গেল।

	১৯২৫-২৬ (মে ১৯২৬) ১০০০ টন হিঃ	১৯২৬-২৭ (মে ১৯২৭) ১০০০ টন হিঃ
পাঞ্জাব	৩৩৬৪	৩৩৯৭
যুক্তপ্রদেশ	২৩১২	২৫১৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৯০৭	৭৯৭
বম্বে	৩৩৮	৪৪৩
বিহার ও উড়িষ্যা	৪২৭	৪৭৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৬৩	২২১

বাংলাদেশ	২৮	৩২
	১৯	১৬
আজমীর-মারওয়ার	২	৮
মধ্যভারত	৪১০	৩৬০
গোয়ালিয়র	৩৩২	২৮২
রাজপুতানা	১৯০	২১৭
হায়দ্রাবাদ	৭৪	৬৪
বরদা	১৮	২০
মহীশূর	৫০০	৩০০
মোট	৮৬৪৮	৮৮৫০

রপ্তানী

গত চারি বৎসরের মধ্যে কোন্ মাসে কি পরিমাণ গম ব্রিটীশ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। ১ টন = ২৭২ মণ

মাস	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ
এপ্রিল	৫৭০০০	৫০০	৩০০	৭০০
মে	৯১১০০	১৫২০০	২২৬০০	৫৮০০
জুন	২০৬৯০০	১২০৫০০	২২৬০০	৩৯৪০০
জুলাই	১৪২০০০	১৯৪৬০০	১৮৭০০	১৫৭০০
আগষ্ট	৪৪৮০০	৭৫৭০০	১৮ ০০	২ ৮০০
সেপ্টেম্বর	৬৬৬০০	৩৫০০০		৫২০০
অক্টোবর	১১৯০০	১২৮৩০	৫৯০০	১৪০০০
নভেম্বর	২৯৪০০	১৫৪৫০০	৫১০০	১২৮০০
ডিসেম্বর	১৫৬০০	৮৭১০০	৪৯০০	৬৩০০
জানুয়ারী	১৪০০	১০৮৪০০	৭৭০০	৭১০০
ফেব্রুয়ারী	৫০০	১৫৮২০০	১৭০০	১৩০০
মার্চ্চ	১০০০	৭৩৫০০	১০০০	৭০০
মোট	৬৩৮২০০	১১১১৭০০	২১১৬০০	১৭৫৯০০

গত চারি বৎসরে কোন্ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গম রপ্তানি হইয়াছে, তাহার নাম দেওয়া গেল এবং রপ্তানি মালের পরিমাণ দেখান হইল।

	(১০০০ টন হিঃ	১০০০ টন হিঃ	১০০০ টন হিঃ	১০০০ টন হিঃ)
যুক্তরাজ্য	৪৯২	৭৫৪	১০৪	১৪১
ইউরোপ (যুক্তরাজ্য বাদ)	১৩৭	২৬১	২৭	২৩
মিশর		৬০	২৬	৩
তুকিদেশ, আরব ও পারস্য	৪	১৩	৪৬	১
অন্যান্য দেশ	৫	২৪	৯	৭
মোট	৬৩৮	১১১২	২১১	৭৬

বিদেশে গমের অবস্থা

১৯২৭ সনে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্ অব আমেরিকায় অনুমান ১৫৯ ৯০০০০ টন গম উৎপন্ন হইবে; কিন্তু গত বৎসরে সেই স্থলে ১৫৭০৩০০০ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে অষ্ট্রেলীয়ায় অনুমান ১২৪৩১০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে এবং ইহাতে ৪৪১১০০০ টন গম উৎপন্ন হইবে। ১৯২৬-২৭ সনে আর্জ্জেনটাইনে ১৯২৭৫০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে এবং ইহাতে অনুমান ৫৯১৫০০০ টন গম উৎপন্ন হইবে। কিন্তু এই স্থানে গত বৎসরে ১৯১৯৮০০০ একর জমীতে আবাদ হইয়াছিল এবং ৫১২০০০০ টন গম পাওয়া গিয়াছিল। এক একর = ৩ বিঘা।

১৯২৭ সনে কোন্ দেশে কি পরিমাণ জমীতে গমের আবাদ হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

দেশের নাম	১৯২৭ একর হিঃ	দেশের নাম	১৯২৭ একর হিঃ
ফ্রান্স	১২৯৭৬০০০	বুলগেরিয়া	২৪০৯০০০
ইতালী	১২৩১ ০০০	ফ্রেঞ্চ মরক্কো	২১৬২০০০
রাশিয়া	৯৫০০০০০	চেকোশ্লোভেকিয়া	১৪৩৭০০০
রোমানীয়া	৬৩৭১০০০	টিউনিস্	১১৩৬০০০
আলজিরিয়া	৩৭০৭০০০	কানাডা	৮৮৮০০০
পোলাণ্ড	২৬৩১০০০		

স্যার ব্যাজনজী দাদাভাই মেটা

দরিদ্রের কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুতা, কার্য্য তৎপরতা ও ন্যায়নিষ্ঠার দ্বারা যাঁহারা শিল্প জগতে যশস্বী হইয়াছেন নাগপুরের স্যার ব্যাজনজী দাদাভাই মেটা তাঁহাদের অন্যতম। ইনি বার তের বৎসর বয়সেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অর্থোপার্জ্জনে নিজকে নিয়োজিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শিক্ষক এ, এন্মুসের সুপারিশে বোম্বাইএর সংবাদ পত্র "টাইমস" আফিসে, ম্যানেজার দোসাভাই ফ্রেমজী কারক কর্তৃক মাসিক ৭৲ টাকা বেতনে গ্রাহকগণের ঠিকানা লেখার কাজে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে জি, আই, পি রেলের চাকরী পাইয়া বাইকুল্লা ষ্টেশনে টিকট বিক্রেতার পদে নিযুক্ত হন। প্রথমে মাসিক বেতন বার টাকা ধার্য্য হয়, কিছুদিন পরে ১ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি পুনঃ ষ্টেশনের মাল গোদামে বদলী হন। বোরী বন্দর মাল গোদামে একজন কার্য্য কুশল কর্ম্মচারীর আবশ্যক হয়; যুবক ব্যাজনজী এ কার্য্যে বেশ নিপুণ হওয়ায় রেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বোরিবন্দর ষ্টেশনে বদলী করেন। এই পদের মাসিক ১২০৲ টাকা বেতন ছিল। কিন্তু যুবক বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাজনজীর মাসিক বেতন ১০০ ধার্য্য করেন। ইহার পর তিনি চালিসগাঁওয়ের ষ্টেষন মাষ্টার নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে বোম্বাইএ বদলী হইয়া আসিয়া তিনি রেলের চাকরীতে ইস্তফা দেন এবং জি, আই, পি রেলের ঠিকাদার কুপার ও

ফুলচারের অধীনে মাসিক ৩০০৲ বেতনে নিযুক্ত হন; কিন্তু এই কার্য্য দেউলিয়া হওয়ায় তাঁহার চাকরী যায়। জি, আই, পি রেল তাঁহাকে আবার মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে Goods Agent নিযুক্ত করেন। অল্পদিন পরেই মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই পদ পাইয়াছিলেন। ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

এই সময়ে বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জামশেঠজী নসিরভনজী টাটা নাগপুরে এম্প্রেস্ মিল (কাপড় ও সূতার কল) স্থাপন করিয়া কলের কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্য একজন সুদক্ষ বিশ্বাসী সহকারীর সন্ধান করিবার জন্য তাঁহার বন্ধু দারাশা চিচ্‌গুড়কে অনুরোধ করেন। চিচ্‌গুড় ব্যজনজীর নামোল্লেখ করেন। টাটা ব্যজনজীকে লিখিলে তিনি টাটাকে জানান যে মিলের কাজে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা নাই। ইহা সত্ত্বেও তিনি টাটার নিকট অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। যোগ্য ব্যক্তিই যোগ্য লোকের সমাদর করিতে জানেন। ব্যজনজী রেল কোম্পানীর নিকট এক বৎসরের ছুটী লইয়া মাসিক তিনশত টাকা বেতনে এই মিলের কাজে নিযুক্ত হইলেন; ব্যজনজীর কার্য্যকুশলতা, অধ্যবসায় ও সাধুতায় এই কল অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। এই কলের বর্ত্তমান নাম Central India Spinning, weaving & manufacturing Co. Ltd. মধ্যপ্রদেশে ইহাই প্রথম কাপড় ও সূতার কল। এই কলের মূলধন ২৬,৮৭৫০০৲ টাকা। ২২২০টী তাঁত এবং ১০০৩৫২টী টাকু আছে। টাটার অর্থানুকূল্যে এবং ব্যজনজীর কঠোর পরিশ্রমে এই কলের উন্নতি হইয়াছে। নাগপুরে কয়েক বৎসর থাকিয়া কলের তত্ত্বাবধান করিয়া এবং ব্যজনজীর সাধুতা ও পারদর্শিতায় সন্তুষ্ট হইয়া জেমশেঠজী টাটা নাগপুর ত্যাগ করিয়া বোম্বাই আসিয়া অফিস্ খুলেন। বোম্বাই হইতে নাগপুর ৫২০ মাইল। টাটা পরে বলিয়াছিলেন নাগপুর হইতে ৫০০ মাইল দূরে ম্যানেজিং এজেণ্ট ও ডিরেক্টর বোর্ড কল তত্ত্বাবধান করাতেও কলের কার্য্য কিরূপ সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে! ব্যজনজীর অদম্য অধ্যবসায়ে ভারতে বস্ত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে এবং তাঁহাকে ভারতে কাপড়ের কলের অগ্রণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সময়ে ভারতে কাপড়ের কল চালান তত সহজ ছিল না। তাঁহাকে নানা প্রকার বিপত্তির সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতাতেই তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই। পূর্ণ উৎসাহে তিনি কলের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে শৃঙ্খলা ও তত্ত্বাবধান অন্যের শিক্ষণীয় হইয়াছিল। কাপড় ও সূতার কল পরিচালনাতেই তাঁহার কর্ম্মশক্তি আবদ্ধ ছিল না। স্বদেশী ও Advance mills পরিচালনে তিনি টাটার পরামর্শ দাতা ছিলেন। এই দুই জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ব্যজনজীও টাটার সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে সাহসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে ও ব্যবহারে তাহা পরিলক্ষিত হইত না। এই কাজে তিনি টাটার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। এইরূপ সুদক্ষ ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পাইয়াছিলেন বলিয়াই টাটা কাপড়ের কলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। টাটার মৃত্যুর পরেও তিনি এই কলের ম্যানেজার ছিলেন। টাটার পুত্রগণ তাঁহাকে ডিরেক্টরের পদ দিতে সম্মত হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে তিনি খাঁ বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন;

১৯১১ খৃঃ দিল্লীতে সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে ব্যজনজী নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইবার সময় সম্রাট তাঁহার নিজের স্যালুনে স্যার ব্যজনজীকে উপাধির সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়াছিলেন "আমি জানি আপনাদের এখানে অনেকগুলি মিল আছে।"

দর্শন শক্তি হ্রাস হওয়ায় ১৯১৯ সালের ১লা এপ্রিলে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি কলের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সোরাবজী ব্যজনজী মেটা পিতার নিকট কল পরিচালনের কাজ শিখিয়াছিলেন। ডিরেক্টরেরা সোরাবজীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র। সোরাবজী অশেষ যোগ্যতার সহিত কলের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। স্যার ব্যজনজী দাদাভাই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই কলের পরামর্শ দাতাছিলেন। কলের ম্যানেজিং এজেন্টস্ টাটা সন্স লিঃ ব্যজনজীর সহিত কলের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে দেন নাই। স্যার ব্যজনজী তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কলের হিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশের সরকারও নানা জটিল সমস্যায় এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের পরামর্শ লইতেন। গত ৬ই মে এই মহাত্মা ৮৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র সোরাবজী ব্যজনজী গত জুন মাসে সম্রাটের জন্মতিথিতে নাইট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে সি, আই, ই, উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

যিনি দ্বাদশ বৎসর বয়সেই বিদ্যামন্দিরের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাঁহার দ্বারাই ভারতে অসাধ্য সাধন হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। কি শুভক্ষণেই তিনি জেমশেঠজী নসিরবনজী টাটার সুনজরে পড়িয়াছিলেন! উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াও তিনি রেল কোম্পানীর অধীনে মাসিক ৩০০ বেতনের কর্ম্ম পাইয়াছিলেন এবং এমন একটী পদ পাইয়াছিলেন যাহা তাঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে জুটে নাই। পরে ৪২ বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রধান কাপড় ও সূতার কলের ম্যানেজার ছিলেন। বাংলার জীবন সংগ্রামে এইরূপ লোককেই আদর্শ করিয়া লইতে হইবে।

শ্রীরামানুজ কর

বীমা প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী]

এদেশে বীমা বলিতে সাধারণতঃ জনসাধারণ জীবনবীমাই বুঝিয়া থাকেন। অবশ্য যাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত অথবা বড় বড় সহর ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা বহুবিধ বীমার সন্ধান রাখেন। কিন্তু পোষ্টাফিসের "ইন্সিওর" পর্য্যন্তেই যাঁহাদের চিন্তাশক্তি সীমাবদ্ধ, বর্ত্তমান প্রবন্ধ মোটামুটীভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই লিখিত। তবে জীবনবীমা আমাদের দেশে যে ভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে বা ভবিষ্যতে করিবে সে সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় বিশেষভাবে জানা দরকার।

সরকারী জামীন বা আমানত

প্রথমতঃ ভারতীয় জীবন বীমা আইনের কথা আলোচনা করা যাক। ১৯১২ সালের ৬ আইনে, বীমা কোম্পানীকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে, ২৫০০০৲ টাকার সরকারী আমানতির ব্যবস্থা আছে দেখা যায় (Life Assurance Act vi of 1912) অর্থাৎ কমপক্ষে, বাজার দরে ২৫০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিলেই চলিতে পারে। কোম্পানীর কাগজের যে দর চলিতেছে তাহাতে নির্দ্ধারিত দামের চেয়ে (Face value) অনেক কম মূল্যে ঐ টাকা আমানত রাখা যাইতে পারে এবং তাহাতে চুক্তি রক্ষাও চলিতে পারে। প্রধানতঃ বীমাকারীর স্বার্থ রক্ষার্থেই ভারত সরকার এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। আইনে আছে, প্রত্যেক বীমা (জীবন) কোম্পানী প্রথমে ২৫০০০৲ আমানত রাখিবেন এবং ক্রমশঃ বীমার তহবিল বৃদ্ধির সঙ্গে বার্ষিক হিসাব দৃষ্টে এক তৃতীয়াংশ টাকা উক্ত সরকারী আমানতি তহবিলে জমা দিয়া দুইলক্ষ টাকা পুরণ করিয়া দিবেন। ইহার পরে আর কোন ব্যবস্থা নাই।

বিলাতে জীবন বীমা কোম্পানীকে কাজ আরম্ভ করিতে হইলেই সরকারের তহবিলে ২০০০০ পাউণ্ড আমানত করিতে হয়, সুতরাং সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় বীমাকারীগণের স্বার্থ বিশেষ সুরক্ষিত বলিয়া মনে হয় না এবং বিলাতের তুলনায় আমানতও অতি সামান্য বলিতে হয়। বলা প্রয়োজন যে ভারত সরকারের আইনের সহিত বিলাতী বীমা কোম্পানী যাহারা ভারতে জীবন বীমার কাজ

করিতেছেন, তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই। এই আইনের আমলে না আসিয়াও তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ব্যবসায় করিতেছেন; বীমাকারীর স্বার্থ এই সকল কোম্পানীর মর্জ্জির উপরই নির্ভর করিতেছে; অবশ্য ২।৩টী বিলাতী কোম্পানী স্বেচ্ছায় ভারত সরকারের তহবিলে ঋণ দান করিয়া অথবা গচ্ছিত রাখিয়া এই চুক্তি বজায় রাখিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, বীমাকারীর স্বার্থ বর্ত্তমান আইনে কতখানি সুরক্ষিত হইয়াছে। এই আইনের দোহাই দিয়া বীমা কোম্পানীর দালাল বা প্রতিনিধিগণ (Agent) অনেক বাজে কথা বলিয়া সহজপন্থা এবং অজ্ঞান ভারতবাসীর মন ভিজাইয়া থাকেন। অনেকে কোম্পানীর গচ্ছিত টাকার কথা তুলিয়া এ আশ্বাসও দেন যে, কোম্পানী উঠিয়া গেলেও গবর্ণমেণ্ট এই গচ্ছিত তহবিল হইতে বীমাকারীর দেয় টাকা বুঝাইয়া দিবেন এবং বীমা কোম্পানী কোন মতেই এই গচ্ছিত টাকায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

সাধারণ দেশবাসী যেন এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হয়েন; কারণ উক্ত আইনে আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণা মনে আসিলেও, কার্য্যক্ষেত্রে এই আইন বীমাকারীর স্বার্থরক্ষা বিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে।

২।৩টী কোম্পানী ছাড়া কোনও দেশীয় কোম্পানী বীমাকারীগণকে লভ্যাংশ বিতরণ করেন নাই, কেবল তহবিল দেখাইয়া কাজ লইতেছেন। "পরের ধনে পোদ্দারী" যাহাকে বলে এযেন তাহাই চলিতেছে।

বীমাকারীগণ যেন স্মরণ রাখেন যে, সরকারী আমানতি টাকা শুধু তাঁহাদের জন্যই বিশেষভাবে রক্ষিত হয় না। যদি কোম্পানী ফেল হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্যান্য পাওনাদারগণও উক্ত টাকা হইতে টাকা দাবী করিতে পারেন এবং নিযুক্ত ঋণ পরিশোধকারী কর্ম্মচারী (Liquidator) সমস্ত ন্যায়সঙ্গত ঋণের পরিমাণ স্থির করিয়া উক্ত গচ্ছিত টাকা হইতে তুল্যাংশে বণ্টন করিয়া দেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারী আমানত পর্য্যাপ্ত নহে এবং সুরক্ষিত নহে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা একটু পরিষ্কার হইবে।

এলাহাবাদের India Allied Life Insurance ১৯০৮ খৃঃ স্থাপিত হয়। কর্ম্মকর্ত্তাগণের অপারদর্শিতার ফলে এবং বার্ষিক প্রাপ্য চাঁদার অনুপাতে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক হওয়ায় ১৯২৪ খৃঃ দেউলিয়া হইয়া পড়ে। এই দৃষ্টান্ত হইতে ছোট ছোট কোম্পানী এবং নূতন প্রতিষ্ঠানগুলি যদি শিক্ষা লাভ করিয়া আয়ের পরিমাণে ব্যয় করেন এবং শুধু রঙিন ভবিষ্যতের অলীক কল্পনায় অভিভূত হইয়া ব্যয় বাড়াইয়া না চলেন, তাহা হইলে সুফল আশা করা যায়।

যাহা হউক, সরকারী ঋণ পরিশোধকারীর (Official Liquidator) বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত কোম্পানী যতদিন কাজ করিয়াছে তাহাতে প্রায় ৯২০০০৲ টাকা চাঁদা (premiums) পাইয়াছিল এবং উক্ত সময়ে মোট ব্যয় ৯৯০০০৲ টাকা; অর্থাৎ আয়ের অপেক্ষা ব্যয় ৭০০০৲ টাকা অধিক। এই ব্যয়ের অধিকাংশ টাকা অর্থাৎ ৬৬০০০৲ টাকা শুধু ম্যানেজার, সেক্রেটারী প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণের বেতন, যাতায়াতের ব্যয় ও রাহা খরচ এবং দালালের প্রাপ্য চুকাইতেই নিঃশেষ হইয়াছে। বাকী টাকা অফিসের অন্যান্য খরচ, সরঞ্জাম রক্ষা ও খরিদ এবং বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এইভাবের নবাবী খরচে অনেক টাকা বাজে গিয়াছে এবং এমন কতকগুলি ব্যাপার (যেমন organisation খরচা ও commission) যাহার ফাঁকে কর্ম্মকর্ত্তাগণ ইচ্ছা করিলে বহু অর্থ আত্মসাৎ করিতে

পারেন এবং ২।১ স্থলে কেহ কেহ সেরূপ করিয়াছেন বলিয়াও অভিযোগ হইয়াছে।

এই কোম্পানী যখন ফেল হয়, তখন ১৫০০০৲ টাকা সরকারী তহবিলে অমানত ছিল, কিন্তু মাত্র ৬০০০৲ টাকা অবশিষ্ট রাখিয়া ১৯০০০৲ শুধু পাওনাদারের ডিক্রী শোধ দিতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই অবশিষ্ট ৬০০০৲ টাকা হইতে শেষে বীমাকারীগণকে শতকরা ২০ টাকা হিসাবে দিতে প্রস্তাব করা হয়। অতএব দেখা গেল যে, টাকা থাকিতেও বীমাকারীগণের (policy holders) শতকরা ৮০৲ টাকা দণ্ড গেল, এবং গচ্ছিত টাকা শুধু বীমাকারীগণের দাবী মিটাইবার জন্যই রক্ষিত হয় নাই। বীমা কোম্পানীর গোড়ায়ই যত গলদ এবং ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়া থাকে। মূলে অনভিজ্ঞতাও কম নাই। এদেশে অর্থ থাকিলে 'সব জান্তা' হওয়া যায় এবং এই অর্থ সম্বল করিয়া পরিচালকরূপে অনেক অনর্থ ঘটানই সম্ভব হয়। দারিদ্র বিশেষজ্ঞের স্থান নাই, কিন্তু এই ব্যাধি আমাদের দেশের বীমা কোম্পানীর পরম শত্রু তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই অপ্রিয় সত্য লিখিতে বসিয়া একটা আশঙ্কা হইতেছে যে, দেশীয় বীমাকোম্পানীর কর্তৃপক্ষ হয়ত রুষ্ট হইবেন। কিন্তু সাধারণের হিতার্থে কঠোর সত্য বলিতেই হইবে। যাঁহারা এই অবস্থা পার হইয়া গিয়াছেন, যেমন "ওরিয়েন্টাল," "এম্পায়ার," "ভারত" ইত্যাদি তাহাদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে।

বিলাতী কোম্পানীর সম্বন্ধে সকল সংবাদ এদেশে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে এবং যাহা পাওয়া যায় তাহাতে শুধু বিশ্বাস করা ছাড়া বিচার করিবার উপায় নাই। পর্দ্দার আড়ালে অনেক কিছুই ঘটিতে পারে যাহার সন্ধান ভারতীয় বীমাকারীর পাইবার কোন সুযোগ নাই, যদিও প্রয়োজন আছে। সামান্য লাভ পাইলেই যাহারা আনন্দে আটখানা হয়, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইলে প্রকৃত মোট লভ্যাংশের এক আনা অংশ দিয়া বাকী পনর আনা যদি কর্তৃপক্ষ সাগর পারে বসিয়া রত্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিজেরা ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ একেবারে গণেশ উল্টাইয়া ফেলার চেয়ে রেখে খাওয়া অনেক ভাল। ভারতবাসীর ইহাই ইংরাজি বাণিজ্যের সম্বন্ধে ধারণা।

ভারতীয় কোম্পানীর কার্য্য বিবরণী—যাহার শেষ পুস্তিকা গবর্ণমেন্ট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা হইতে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতেছে যে, উক্ত সরকারী আইন থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে বীমাকারীর টাকার অপচয় ঘটিয়াছে।

দেশীয় মিউচুয়্যাল কোম্পানীর কথা বাদ রাখিয়া, বর্ত্তমানে ১৯০৭ সাল হইতে এযাবৎ যে দেশী বীমা কোম্পানীগুলি স্বত্বাধিকারী রূপে অংশীদারগণের মূলধনে চালিত হইতেছে তাহার হিসাবে দেখা যায় যে, আজও অনেক কোম্পানী সরকারী আমানতি ২ লক্ষ টাকা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে ৭টী কোম্পানী প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ৬টী ১৯১৬ খৃঃ এবং ২।১টী ১৯০৭-৮ খৃঃ স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানীগুলি একত্রে মাত্র ৬৯৫১১২ টাকা সরকারী তহবিলে এপর্য্যন্ত জমা দিয়াছে। অথচ একত্রে আদায়ীকৃত মূলধন ১২৪৫০৯১ টাকা গোড়ায় খরচ অর্থাৎ কোম্পানীগুলির সংগঠন, প্রসারার্থে বিজ্ঞাপন এবং বিবিধ বিষয়ে ব্যয় মোট ৫০৯০৬২ টাকা; বীমাকারীগণের হিসাবে বীমাকারীগণের নিকট হইতে মোট আয় ৫৫২০৩৮ টাকা, মোট বার্ষিক খরচ ৩৯১৬৩৫ টাকা। পৃথক ভাবে দেখিলে ২।৩টী কোম্পানীর অবস্থা কিছু ভাল দেখা যাইবে সত্য, কিন্তু জাতীয় ব্যবসা হিসাবে দেখিতে হইলে মোট সংখ্যার হিসাব ও

ছোট বড় কোম্পানীকে একত্রে গড়ে সমান ভাবে দেখাই উচিত।

পূর্ব্বোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, কোম্পানীগুলির বীমার হিসাবে উদ্বৃত্ত অর্থ তাহাদের বার্ষিক আদায়ী চাঁদার তুলনায় ওএর পঞ্চমাংশ মাত্র; অর্থাৎ আয়ের শতকরা ৭১ অংশ ব্যয় হইয়া যাইতেছে শুধু কোম্পানীর কাজ চালাইতে। তাহা হইলেই ইহা সহজে অনুমেয় যে, বীমাকারীগণের প্রদত্ত অর্থের যথেষ্ট অপব্যয় হইয়াছে। এক্ষণে যদি বীমাকারীগণ স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, সমষ্টির পক্ষ হইতে হিসাব করিলে তাঁহারা কোম্পানীকে যে টাকা দিতেছেন তাহার শতকরা ৩০৲ টাকারও কম তাঁহাদের ভবিষ্যৎ দাবীর তহবিলে জমিতেছে। আর কোম্পানী যত পুরাতন হইবে, (এবং যদি এইভাবে কাজ চলিতে থাকে তাহা হইলে) যাঁহারা বীমা করিয়াছেন তাঁহাদের দাবীও ততশীঘ্র পাইবার সময় হইয়া আসিবে, অথচ টাকা যে হিসাবে জমিতেছে তাহা আশাপ্রদ নহে। মাত্র ২।৩টি কোম্পানীর পৃথক হিসাব দৃষ্টে বলা যায় যে, তাঁহাদের কৃতিত্ব আছে। একথাও সত্য যে প্রতিযোগিতার হীন সুযোগ লইয়া অনেক অসৎপ্রবৃত্তির লোক কর্ত্তা হইয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে। ফলে এই সকল কোম্পানীর বাজে খরচ এই কারণে আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় যদি বীমাকারীগণ সরকারকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভুয়া আইন সত্ত্বেও যদি বাহ্যাড়ম্বর এবং নিতান্ত বাজে খরচের দরুণ শেষে কোম্পানী দেউলিয়া হয়, তাহা হইলে কি হইবে, তবে সরকার কি উত্তর দিবেন?

বস্ত্রশিল্পের অতীত ও বর্ত্তমান

ভারতবর্ষের অতীত দিনের বস্ত্রশিল্প লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষ খুব বেশী দিন পূর্ব্বেও প্রায় সমস্ত সভ্য জগতের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁহার 'কার্পাস শিল্প' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"একশত বৎসর আগেও কলিকাতার বন্দর হইতেই অন্ততঃ দুই কোটী টাকার বস্ত্রাদি রপ্তানি হইত। বর্ত্তমান বাজারের হিসাবে দুই কোটীর অর্থ অন্ততঃ দশ কোটী টাকা। কিন্তু এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতি বৎসর এখন প্রায় ৬০ কোটী টাকার বস্ত্র বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়।"

ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত বস্ত্র এমনিভাবে এত বড় দুনিয়ার বস্ত্রের অভাব মিটাইয়াছে, তাহা তৈরী হইত লোহালক্করে গড়া কোন রকমের কলকারখানায় নহে, তাহা তৈরী হইত অতি সাধারণ ধরণের চরকায়। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন, মিলের শিল্পপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী হওয়াতেই চরকা ধীরে ধীরে দেশ হইতে

অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনেরই ফল মাত্র ; সুতরাং ইহার জন্য আক্ষেপ করা নিষ্ফল। কিন্তু এ ধারণা যে সত্য নহে, ইতিহাসের পাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

এ দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার প্রতি ধাপের সঙ্গেই বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের কাহিনী জড়িত। সে কাহিনী একদিকে যেমন করুণ, অন্যদিকে তেমনি নির্ম্মম অত্যাচারের নিরাশায় পরিপূর্ণ। কিরূপ অন্যায়ের দ্বারা যে সে শিল্প ধ্বংস করা হইয়াছে, কয়েকজন ইংরেজ লেখকের লেখা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ডাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন ভারতের শিল্প এবং জনসাধারণের অবস্থা পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াই এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। সে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের কথা। তিনি আগাগোড়া ভারতবর্ষ ঘুরিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন মিঃ মণ্টগোমারী মার্টিন তাহারই ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকা হইতে দুই একটী অংশ উদ্ধৃত করিলে ভারতবর্ষের শিল্পের উপর দিয়া যে কিরূপ অত্যাচারের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই একটা নমুনা দিতেছি:—মিঃ মার্টিন এই ভূমিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন, 'ইংলণ্ড তাহার কলের তৈরী দ্রব্যগুলি মাত্র শতকরা ২৷৷০ শুল্কে ভারতবর্ষের লোকদিগকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে ; কিন্তু হিন্দুদের হাতে কাটা সূতা বা রেশমের উপর শতকরা ২০ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক বসাইতে দ্বিধা করে নাই। বিলাতে রপ্তানি করিতে গেলেই ভারতের চিনির উপর ট্যাক্স বসিয়াছে ১৫০৲ টাকা, কাফির উপর ২০০৲ টাকা, মরিচের উপর ৩০০৲ টাকা ইত্যাদি "

(Introduction to Myrtin's
Eastern India, Vol. I.)

মহাত্মা গান্ধী ও ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

বাঙ্গলার ও দক্ষিণ ভারতের যুবক

সম্প্রতি "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে শ্রীযুক্ত মহাদেও দেশাই লিখিতেছেন,—

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময় বাঙ্গালোরে মহাত্মা গান্ধীকে দেখিবার জন্ত অবতরণ করিয়াছিলেন। আমার পক্ষে ইহা একটা মস্ত সৌভাগ্যের কথা, কেননা এই বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতের বিনয়, তাঁহার পাণ্ডিত্যের চেয়েও অধিক এবং যথার্থ প্রজ্ঞার ইহাই লক্ষণ।

ডাঃ শীল মহাত্মাজীকে বলিলেন—"আপনার অসুখের সময় আমি আসিয়া আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি নাই, কিন্তু এখন আপনাকে আমার অর্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম।"

মহাত্মা বলিলেন—'আমি ভাবিতেছিলাম আপনাকে না দেখিয়া হয়তঃ মহীশূর ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং আপনি যে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি আনন্দিত।"

গান্ধীজী ডাঃ শীলের দাড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আর কত দিন বাঁচিব বলিয়া আপনি মনে করেন? স্যার সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি যখন দেখি, তখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর; তিনি ৯১ বৎসর পর্য্যন্ত বাচিবেন আশা করিতেন।"

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন—"যিনি অমর, অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার আয়ুর কথা আমি আর কি বলিব।"

কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

গান্ধীজী যেন সেই পণ্ডিতের নিকট কিছু শিখিতে চাহেন, এইরূপভাবে কহিলেন—"আমাকে কি বলিবেন, আপনি বাঙ্গালার যুবকগণ ও এই অঞ্চলের (দক্ষিণ ভারতের) যুবকগণের মধ্যে কি প্রভেদ দেখিতে পান?"

একটু চিন্তা করিয়া ডাঃ শীল বলিলেন,—বাংলার যুবক ভাবপ্রবণ এবং আদর্শবাদী। তাহার মধ্যে একটা কল্পনাপ্রবণ ভাব অথবা কল্পনার সঙ্গে ভাবের একটা মিশ্রণ আছে। আমার সন্দেহ হয় যে,বাঙ্গালী যুবকের আদর্শবাদে দৃঢ়তার অভাব আছে। অন্য পক্ষে দক্ষিণ ভারতের যুবক অধিক কর্ম্মপ্রবণ। প্রত্যেকটি বিষয় সে শিখিতে ইচ্ছুক, এবং কার্য্যক্ষেত্রে সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে চায়।"

"—এই কি আপনার পর্য্যবেক্ষণের ফল?"

ডাঃ শীল—"হাঁ, এবং তাহার কারণ আছে। বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রভাব প্রায় হাজার বৎসরের উপরে ছিল, এবং বাঙ্গলার মনের উপরে তাহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর মনে একটা উদারতার ভাব আনিয়া দিয়াছে। এই অঞ্চলে অস্পৃশ্যতা যে ভাবে আছে,বাঙ্গলাদেশে সেরূপ দেখিতে পাইবেন না; কিন্তু ইহা বাঙ্গালী যুবককে একটা স্বাতন্ত্র্যও দিয়াছে। সাধারণতঃ আমি যেরূপ

বলিয়াছি তাহারা সেরূপ, তবে মাঝে তাহাদের ভিতর প্রতিভাবানেরও আবির্ভাব হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা অন্য প্রদেশের যুবকদের চেয়ে ঈষৎ নিম্ন স্তরের।

ডাঃ শীল নিজে যে একজন 'প্রতিভাবান' এ বোধ তাঁহার আছে কিনা, কাহারও কাহারও সন্দেহ হইতে পারে। যেন সে সন্দেহ নিবারণের জন্যই তিনি বলিলেন,—"যখন আমি সাধারণভাবে বাঙ্গলার যুবকদের কথা বলিতেছিলাম, তখন নিজের কথাই আমার মনে ছিল। কেননা আমি জানি, আমার এই সব ত্রুটী আছে এবং আমি নিজেকে খুব ভালই জানি। দক্ষিণ ভারতের যুবকের একটা ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা, জটীল সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা আছে। আইন ও গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে তাহার বেশ পরিচয়, এবং তাহার মধ্যে এমন একটা সাহস ও দৃঢ়সঙ্কল্প আছে, যা অন্যত্র দেখা যায় না। এই কারণে সে খুব জেদী ও তার্কিক। দক্ষিণ ভারতের ছাত্র অন্যের সঙ্গে মতের বিভিন্নতা প্রকাশের সময় খুব জোরের সঙ্গে বলিবে—"না—না—না,"। এই কারণেই এই অঞ্চলে বিভিন্ন মতবাদীদের মধ্যে এত বেশী পার্থক্য দেখা যায়—যথা বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে।"

গান্ধীজী বলিলেন—"আপনি দক্ষিণ ভারতের যুবকদের সাহসের কথা বলিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার যুবকদের মহান্ আত্মত্যাগ ও সাহস সম্বন্ধে কি বলিতে চান?"

ডাঃ শীল—"আপনি মরিবার জন্য সাহসের কথা বলিতেছেন?"

"হাঁ"

"কিন্তু বাঙ্গলাতে বাঁচিবার জন্য সাহস কই?"

গান্ধীজী—"নিশ্চয়ই আছে, দীর্ঘ শ্মশ্রু আপনি স্বয়ং, সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বিরাট পুরুষ এবং বাঙ্গলার কবির এই বয়সের তরুণের ন্যায় চপল নৃত্য—এ সব তাহার সাক্ষী। এবং বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ)।"

বড়দাদার নামে ডাঃ শীল আলোচ্য বিষয় কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া গেলেন; এবং সেই পরলোকগত কবি ও দার্শনিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করিলেন।

আমরা মনে ভাবিয়াছিলাম যে, ডাঃ শীল আবার তাঁহার আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করিবেন এবং আমাদিগকে তাঁহার পরিণত চিন্তার ফল শুনাইবেন, যেমন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "বিশ্বজাতি কংগ্রেসকে" তিনি শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কথার উপসংহার করিয়া বলিলেন—"কিন্তু যাঁহার ভারত সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা, তাঁহাকে আমার এ কথা বলিবার কি অধিকার আছে?"

ডাঃ শীল গান্ধীজীর নিকট আসিতে পারিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া গান্ধীজীর চরণ স্পর্শ করিলেন। গান্ধীজী বিচলিত হইয়া বলিলেন,—"আমাকে লজ্জিত করিবেন না।" বলিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন।

"আনন্দ বাজার"

সমবায় কন্‌ফারেন্স

(রবীন্দ্রনাথ)

বঙ্গীয় সমবায় সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা এলবার্ট হলে আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অন্যান্যের বক্তৃতার পর সভাপতি রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত মর্ম্মে ওজস্বিনী ভাষায় একটা সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

সমবায়, কাজের কথা, খাঁটী বাস্তবের কথা, এ ভাবের কথা নয়, উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতারও এতে প্রয়োজন নেই।

আজ যে আমাদের দেশে দারিদ্র্য ও অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার দরুণ আমাদের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা-বিশৃঙ্খল হয়েছে, তার স্থানে জুড়ে বসেছে আর একটা জিনিষ যা আমাদের নিজস্ব নয়। আমাদের এ দেশে প্রাচীনকালের সমাজ ব্যবস্থায় ধনের উপভোগ ও বণ্টনের একটা প্রথা ছিল। তার ফলে দারিদ্র্য তেমন তীব্র হয়ে উঠতে পারতো না, সকল বিষয়ে লোকের এত বেশী অভাব হ'ত না। গ্রামের যাঁরা ছিলেন ধনী, তাঁদের ধনের দায়িত্ববোধ ছিল, তাঁরা গ্রামের দরিদ্রদের জন্য ভাবতেন, তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা, অন্ন-জলের ব্যবস্থা করা তাঁরা প্রয়োজন বোধ করতেন। যিনি ধনী, তাঁকেই জলাশয় করে দিতে হ'ত, পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করতে হ'ত। তারপর গ্রামবাসীর জীবিকার ব্যবস্থা গ্রামের মধ্যেই ছিল।

বিদ্যা বিতরণ সম্বন্ধেও ছিল এই ব্যবস্থা। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে পাঠশালা তো ছিলই—তা ছাড়া উচ্চাঙ্গের বিদ্যাদানের জন্য বড় বড় গ্রামকেন্দ্রে অধ্যাপকদের বিদ্যাপীঠ ছিল। সে কালের প্রয়োজনীয় যত বিদ্যা, সবই সেখানে লাভ করা যেত। এই সব অধ্যাপকেরাই আবার সমাজের আদর্শ—বিশুদ্ধি রক্ষার ভার ছিল তাঁদেরই উপর।

কিন্তু আজ সেই প্রাচীন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। আজ ইউরোপের নকলে এদেশেও বড় বড় সহরে বড় বড় কেন্দ্রে ধন কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠছে! যন্ত্র এসে মানুষের হাত থেকে তাদের ধন কেড়ে নিয়ে পুঞ্জীভূত করছে। এই সব বড় বড় সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠান বা ধনকুবেরদের একটা স্বতন্ত্র জীবন-ধারা আছে। এদের সঙ্গে জনসাধারণের প্রাণের কোন যোগ নেই; সুতরাং সমাজের সর্ব্বত্র অসীম দুঃখ, বিশৃঙ্খল, বৈষম্য উপস্থিত হয়েছে। আর এই সব প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তি বা সঙ্ঘের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করবার শক্তি ব্যক্তির নাই; কেননা, যে বিশেষ জ্ঞান, বিরাট আয়োজন ও বিপুল অর্থ এদের পিছনে আছে, তা কোন ব্যক্তির পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই আজ পৃথিবীতে ব্যক্তি—জন-সাধারণ, যন্ত্রের পেষণে প্রবল শক্তিশালী সঙ্ঘের অত্যাচারে আর্ত্তনাদ করছে, পৃথিবীতে এত দুঃখ, কষ্ট, বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

সমবায় প্রণালী—ব্যক্তির সমবেত শক্তি যে এই বৈষম্য দূর করিতে সমর্থ, এই সত্য আজ মানুষ জানতে পেরেছে; কিন্তু আমি আজ সমবায় প্রণালীর এই বাহিরের কথা আলোচনা করবো। এর মধ্যে

যে শাশ্বত সত্য আছে, যে সত্য মানবসভ্যতার ইতিহাসে, সমাজের বিকাশে, সকলের মূলে কার্য্য করছে, তারই কথা বলতে চাই। একজন কবিরও সেই সত্যের কথা বলবার অধিকার আছে নিশ্চয়ই। এই সত্যকে ভুলে গিয়েই মানুষের যত দুঃখ দুর্দ্দশার সৃষ্টি, বিক্ষোভ, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সে সত্য কি?—ঐক্যবুদ্ধি মানুষ যেখানে এই ঐক্যকে লাভ করছে—সেখানেই তার জয় হচ্ছে, সে পরম কল্যাণ লাভ করছে। আর যেখানেই সে এই সত্যকে অতিক্রম করছে, সেইখানেই মার খেয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে এর প্রমাণ আছে। পাশ্চাত্য জাতিরা এক জায়গায় সত্যকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছে,—সে জ্ঞানের ক্ষেত্রে। এখানে সে ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেয় নাই, কোন বাধা রচনা করেনি। এই জ্ঞানরাজ্যে পরস্পরের মধ্যে দেশে দেশে তারা প্রাণের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। তার ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানে আধুনিক পাশ্চাত্যজাতি যে উন্নতি করেছে, পৃথিবীর কোন যুগে তার তুলনা নেই।

কিন্তু রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইউরোপ ঠিক এর বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে, সত্যকে এখানে সে অবজ্ঞা করেছে। তাই ইউরোপের রাষ্ট্র-নীতিতে এত হিংসা, বিদ্বেষ, অশান্তি, হানাহানি, তাই রুদ্রের কোপ প্রচণ্ডভাবেই এখানে তাদের উপর পড়েছে, এইখানেই তারা মার খেয়েছে। ইউরোপের রাষ্ট্র-নীতিতে যে কদর্য্য বীভৎস মূর্ত্তি, মানবজাতিকে ধ্বংস করবার, দুর্ব্বলকে পিষে মারবার, তার রক্তশোষণ করবার যে প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে, আর কোন যুগে মানুষের মধ্যে তা দেখা যায় নি।

আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই এই ভেদ বুদ্ধি দেখা দিয়েছিল। তাই রাজ্যে প্রদেশে প্রদেশে হানাহানি, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকত, আর ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটা প্রধান এই রাষ্ট্রীয় ভেদবুদ্ধি—এ আত্মকলহ।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় যেখানে যেখানে সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিল, ঐক্য বুদ্ধি লাভ করেছিল, সেখানে তার কল্যাণও হয়েছিল। আদিম যুগে মানুষ বন-জঙ্গলে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতো। তাদের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। আর্য্যেরা যখন প্রথম পঞ্চনদের তীরে এসে বাস করলো, তখন এই যোগসূত্রের আরম্ভ হলো, সভ্যতার সূত্রপাত হলো। তার পরে তারা তখন পঞ্চনদ ছেড়ে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হলো, গঙ্গার দুই তীরে বসতি করলো, তখন আর্য্য সভ্যতার যথার্থ বিকাশ হল। এই যে গঙ্গানদী—এ যে এর বারিরাশির সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার ভাবধারা দূরদূরান্তে কিরূপে বহন করেছে, তা ভাবলে বিস্মিত হইতে হয়। এই গঙ্গা তীরেই আর্য্য সভ্যতার বড় বড় কেন্দ্র—অযোধ্যা, কোশল, মিথিলা গড়ে উঠেছিল। জ্ঞান ও কর্ম্মের সঙ্গে মিলন হয়েছিল। সে সভ্যতার ভিত্তি কৃষির উপরে। সেকালের মিথিলার আদর্শ রাজা জনক কেবল মাত্র জ্ঞানচর্চ্চা উপনিষদের চর্চ্চা করেননি, তিনি নিজের হাতে চাষও করতেন। এই কৃষিক্ষেত্রেই তিনি সীতাকে লাভ করেছিলেন। সীতালাভ এবং হরধনুভঙ্গের মধ্যে একটা রূপক আছে। সেকালেরই এই কৃষি-সভ্যতার বিরোধীরূপী হরধনুকে ভঙ্গ করেই এই সীতা বা লাঙ্গল রেখাকে বিস্তৃত করতে হয়েছিল।

এখন এ কালের সেই যন্ত্রশক্তি—দানবী শক্তি বিরাট সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের শক্তি—একে প্রতিরোধ করবার উপায় কি? আপাততঃ ব্যক্তিকে যেমন দুর্ব্বল দেখা যাচ্ছে, তাতে এ কাজ অসম্ভব বলেই বোধ হয়; কিন্তু সৃষ্টিতে এক সময়ে যা সম্ভব হয়েছে, তা আবার সম্ভব হ'তে পারে। এককালে সৃষ্টির

আদি যুগে পৃথিবীতে সব অতিকায় জন্তুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তারা এক একটী এখনকার যুগের ২০।২৫টার সমান ছিল। সেই সব ভয়ঙ্কর জন্তুর আধিপত্য থেকে, পৃথিবী যে কোন্‌দিন মুক্ত হবে, তা সেদিন সম্ভব মনে হয় নি; কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ নামক এক ক্ষুদ্র জীবের আবির্ভাব হল; তা'রা এই অতিকায় জন্তুকে পরাস্ত করে, পৃথিবী থেকে লোপ করে দিল। এই মানুষের না ছিল নখর, না ছিল শৃঙ্গ—সম্পূর্ণ অসহায় সে; কিন্তু তা'রাই দলবদ্ধ হয়ে সমবেতভাবে ঐ সব অতিকায় জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

এর মধ্যে সেই পরম সত্য, ঐক্যের শক্তিই প্রকাশ পাচ্ছে। মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যা করতে পারে নি, সমবেতভাবে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। তারা বুঝতে পেরেছিল, তা'দের সকলের ক্ষুদ্র শক্তিকে একত্র করলে অতি বড় দানবকেও পরাস্ত করা যেতে পারে।

আজ এই ধন-বৈষম্যের যুগেও মানুষ সেই সত্যকে আবিষ্কার করেছে—সেই ঐক্যের শক্তি, সমবায়ের শক্তি। বণিক যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এক একটা সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানে যে ধন কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার কারণ কি? তার কারণ, ব্যক্তির প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি, ধন, একত্র করে এই মানব গড়ে উঠেছে। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে তারা যদি ধন ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত হতে না দিয়ে নিজেরাই সমবেতভাবে তা'কে প্রয়োগ করে, তবেই এই বৈষম্যের অবসান হয়। ইহাই সমবায় প্রণালী। দেশে দেশে জনসাধারণকে এই সত্যকে আজ অধিকার করে তা'কে আয়ত্ত করেছে। অসাম্যই সর্বপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার মূল। যেমন এক জায়গায় বায়ু বিরল, অন্যস্থানে তা'র চাপ বেশী হলে ঝড়ের সৃষ্টি হয়, তেমনি ধনের অসম বণ্টনই ধন-বৈষম্যের—পৃথিবীব্যাপী দারিদ্র্যের সৃষ্টি করেছে। মানুষের নব আবিষ্কৃত সত্য, সমবায়ের ঐক্য বুদ্ধিই তাকে দূর করতে পারে।

আমাদের দেশেও সেই সত্যের প্রয়োগ করতে হবে। প্রাচীন যে সমাজ-ব্যবস্থা, পল্লী-ব্যবস্থা—তা ভেঙ্গে গিয়েছে। পল্লীর লোকেরা তখন তা'দের অভাব মোচনের জন্য, অন্নজলের জন্য যা'দের উপর নির্ভর করতো, তা'রা আজ পল্লীতে নাই, তা'রা হয়ত সহরে মোটর গাড়ীতে চড়ে বেড়াচ্ছে; কিন্তু পল্লীবাসীদের সেই পরনির্ভরতার ভাব দূর হয় নাই। আমি গ্রামে দেখেছি, আগুন লেগে গ্রাম ভস্মীভূত হয়ে গেল: কিন্তু জলের অভাবে সে আগুন নির্ব্বাপিত করা গেল না। কেমন করে যে সমবেতভাবে কাজ করতে হয়, তা পল্লীবাসীরা জানে না। কেউ শিখাতে গেলেও সহজে তারা তা বুঝতে পারে না। আমি গ্রামে বললুম যে, তোমরা সকলে মিলে কুয়ো খোঁড়, আমি বাঁধিয়ে দেব। তা'রা বললে—"আমরা পরিশ্রম করবো, আর আপনি ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে যাবেন, তা হবে না।" তা হলো না, তারা কুয়ো খুড়লো না।

আজ তাই গ্রামের লোকদের যেয়ে এই সমবায় প্রণালী, ঐক্যের শক্তিকে বোঝাতে হবে। এই সত্য যদি তা'দের বোঝাতে পারি, তবেই তা'দের মুক্তি।

কিন্তু এ সমস্ত ভারতীয় শিল্প মাত্রের উপরেই যে অন্যায় অনুসৃত হইয়াছিল তাহারই কথা। বস্ত্র-শিল্পের উপর বিশেষভাবে যে অন্যায় চলিয়াছিল, অন্যত্র তাহারও পরিচয় আছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় মিঃ মার্টিন লিখিয়াছেন:—"এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া গেলেই পাঠকেরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের বহুলোক স্বাধীন ভাবে বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কাজের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন

করিত। অবাধ বাণিজ্যের মিথ্যা আবরণে হিন্দুদিগকে একদিকে যেমন নামমাত্র শুল্কে ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার, গ্ল্যাস্‌গো প্রভৃতি স্থানের কলের তৈরী কাপড় ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে, অন্যদিকে আবার তেমনি বাংলা-বিহারের হাতে তৈরী সুন্দর জমিনের টেক্‌সই বস্ত্রগুলির উপর অসম্ভব চড়া শুল্ক বসাইয়া নিজেদের দেশে তাহাদের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। প্রাচ্য দেশের যে সব কারিকর ইংলণ্ডের ধনশালীদের পৃষ্ঠপোষিত কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের বার্ম্মিংহাম, ষ্টকোডশায়ার এবং গৃহজাত পণ্যের দ্বারা তাহাদের কারবারকে আমরা অসঙ্কোচে ধ্বংস করিয়াছি।" (Introduction to Martin's Eastern India—Vol. III.) ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ভারতবর্ষের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটী সিলেক্ট কমিটী বসিয়াছিল। এই কমিটীর কাছেও মিঃ মন্টগোমারী মার্টিন বলিয়াছিলেন,—"সুরাট, ঢাকা-মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য যেসব স্থানে দেশী বস্ত্রের ব্যবসায় চলিত, সে সব স্থানের ধ্বংসের কাহিনী এত করুণ যে তাহা লইয়া আলোচনা করা চলে না। ব্যবসা বাণিজ্যের সাধারণ নিয়মে এ ধ্বংস সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। এ ধ্বংস দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের পরিণাম।" (Dutt's Economic History—Vol II.)

ঐতিহাসিক মিল এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই অত্যাচারের পরিচয় আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৮১৩ সালে যে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয় সূতা ও রেশমের বস্ত্র তখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের বাজারে ঢের লাভে বিক্রয় হইত। ইংলণ্ডের প্রস্তুত বস্ত্র হইতে তাহার দাম শতকরা অন্ততঃ ৫০,৬০ টাকা কম ছিল। সুতরাং ইংলণ্ডের এই বস্ত্রশিল্প বাঁচাইবার জন্য ভারতীয় বস্ত্রের উপর শতকরা ৭০।৮০ টাকার ট্যাক্স বসাইয়া এবং কোথাও বা স্পষ্ট নিষেধের দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রের ইংলণ্ড প্রবেশ বন্ধ করা হয়। ব্যাপার যদি এইরূপ না দাঁড়াইত, এই ধরণের অসম্ভব চড়া শুল্ক যদি ভারতীয় বস্ত্রের উপর ধার্য্য করা না হইত, তবে পেইস্‌লি এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের কলগুলি গোড়াতেই অচল হইত; বাষ্পের আবিষ্কার সত্ত্বেও তাহাদের পুনর্ব্বার গতিলাভের আর কোন সম্ভাবনা থাকিত না। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের দ্বারাই তাহাদের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত তবে সেও ইহার প্রতিশোধ লইতে ত্রুটী করিত না। সেও ব্রিটিশ পণ্যের উপর খুব চড়া শুল্ক বসাইয়া তাহার নিজের লাভজনক ব্যবসায়কে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাহাকে অবলম্বন করিতে দেওয়া হয় নাই। সে ছিল তখন বিদেশী বণিকের অনুগ্রহের ভিখারী। ব্রিটিশ-শিল্প বিনা শুল্কে তাই তাহার ঘাড়ে চাপানো হইয়াছিল। বিদেশী বণিকেরা রাজনৈতিক অবিচারের অস্ত্রে তাহাকে পরাজিত করিয়া অবশেষে গলা টিপিয়া হত্যা না করিলে সমতলের উপর দাঁড়াইয়া যদি যুদ্ধ চলিত, তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা তাহার পক্ষে কখন সম্ভব হইত না।" চরকার উপরেও যে তাঁহারা ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন—ফ্রান্সিস কারন্যাক ব্রাউন। ১৮৪৮ সালের সিলেক্ট কমিটীর কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"মুতাকা নামক ট্যাক্স প্রত্যেক চরকা, প্রত্যেক বাড়ী, প্রত্যেক যন্ত্রের উপর বসানো হইয়াছিল।"

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের চরকার শিল্প ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং চরকার বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ কিছুতেই আনা যায় না। ভারতবর্ষ হইতে চরকার শিল্প ধ্বংস হইয়াছে সত্য, কিন্তু চর-

কার দ্বারা মিলের সহিত প্রতিযোগিতা অসম্ভব বলিয়া তাহা ধ্বংস হয় নাই, শাসনদণ্ড যাঁহাদের হাতে ছিল তাঁহারা চরখাকে জবরদস্তির দ্বারা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই সে শিল্প ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং আজ যাঁহারা আবার চরকার দ্বারা বস্ত্রশিল্পের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা অসম্ভবের পানে হাত বাড়ান নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

পাঁচজন লোকের একটি পরিবারের ভিতর একটি লোকেও যদি দিনে দুই ঘণ্টা হিসাবে সূতা কাটে, তবে সে একাই সমস্ত পরিবারের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে পারে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাঁহার 'কার্পাস শিল্প' নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। "কোন পরিবার যদি সত্য সত্যই নিজেদের বস্ত্রের জন্য মিল বা বিদেশী সূতার উপর নির্ভর না করিয়া চরকায় সূতা কাটিয়া নিজেদের বস্ত্রের অভাব মিটাইতে চায়, তবে দৈনিক দুই ঘণ্টা মাত্র কাজ করিলেই তাহাদের সে সঙ্কল্প পূর্ণ হইতে পারে। পরিবারের একটি মাত্র বোন যদি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এ ইচ্ছা অনায়াসেই কার্য্যে পরিণত হয়, সকলে করিলে তো কথাই নাই। সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও মনে রাখা দরকার যে, আমরা সাধারণ পরিবারের কথা বলিতেছি। যে সব পরিবার সহরে বাস করে এবং প্রাচুর্য্যে, বাহুল্যে ও বিলাসে অভ্যস্ত, আধ ঘণ্টা হিসাবে চরকায় সূতা কাটিলে তাহাদের বস্ত্রের প্রয়োজন যে পূর্ণ হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এদেশের সাধারণ পরিবার বৎসরে কখনো ৬০ গজের বেশী বস্ত্র ব্যবহার করে না। একগজ কাপড়ের দাম গড়পড়তায় যদি ॥০ আনা করিয়াও ধরা যায়, তবে বৎসরে সমস্ত পরিবারের কাপড়ের খরচ আসিয়া দাঁড়ায় ৩০ টাকাতে। ৫ জন লোকের দ্বারা গঠিত সাধারণ একটি পরিবার এদেশে কাপড়ের জন্য বৎসরে ৩০ টাকার বেশী ব্যয় করে না—করিতে পারেও না। কৃষক পরিবারের পক্ষে এই হিসাবও আবশ্যকাতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়। ১২·৩ গজ কাপড় গড়পড়তায় জনপ্রতি ধরিলে তাহার দ্বারা সাধারণ প্রয়োজন তো মেটেই,—নৌকার পাল, ছাতার ঢাকনি, বই বাঁধাই করিবার কাপড়, সৈনিকদের তাঁবু, বড় বড় লোকদের বিলাসবস্ত্র প্রভৃতিও পোষাইয়া যায়। সুতরাং সাধারণ পরিবারের প্রয়োজন ১২·৩ গজের ঢের কম। চরকা দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষের বস্ত্রের প্রয়োজন পূর্ণ করা এতই সহজ যে, আমরা এখন পর্য্যন্ত যে একথাটা বুঝিতে পারিতেছি না ইহাই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়।" (কার্পাস-শিল্প, ১১৯ পৃষ্ঠা।)

ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে অর্থ সমস্যার দিক দিয়াও বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধারের পক্ষে এই হাতিয়ারটির মত উপযোগী হাতিয়ার আর নাই। চরকার জন্য বিশেষ কোনো মূলধনেরই প্রয়োজন হয় না। গৃহস্থদের নিজেদের জমিতেই, যে তুলার প্রয়োজন, তাহারও চাহিদা মিটিতে পারে। কিন্তু মিল বসাইয়া বস্ত্রের অভাব মিটাইতে হইলে, এসব সুবিধা যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। মিলের ভিতরকার দূষিত আবহাওয়া এবং দুর্নীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহার জন্য যে অপরিমিত অর্থের প্রয়োজন, তাহার চাহিদা মিটাইয়া এ দেশের আবশ্যকের অনুযায়ী বস্ত্র তৈয়ারী করা এ দেশের লোকের পক্ষে কখনো সম্ভবপর হইবে না। মিলের প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক দিলে কেবলমাত্র কলকব্জার বাবদেই যে দেশের অর্থ বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে তাহা নহে, বিদেশী মূলধন লইয়া বিদেশী বণিকেরাও অন্যান্য ব্যবসায়ের মতই এ ব্যবসায়ের

ক্ষেত্রটাকেও কণ্টকিত করিয়া তুলিবেন। যে অর্থের বহির্গমন বন্ধ করিবার জন্য চরকার দিকে এত জোর দেওয়া হইতেছে, মিলের সাহায্য গ্রহণ করিলে তাহারও কোনোই সার্থকতা থাকিবে না।

বস্তুতঃ মিলের প্রসারের পথ নিরাপদও নহে। ইংরেজ বণিকেরা তাহাদের রুটী মারবার পথটা কখনো অনুমোদন করেনি না, করিতেও পারে না।

এদিক দিয়া তাহাদের উদারতার উপর যে অনুমাত্রও ভরসা করা যায় না, তাহার পরিচয় বহু ব্যাপারে পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ট্যারিফ বোর্ডের মন্তব্যের সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়াও তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। মিলের দ্বারা বস্ত্রশিল্পের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে ভারতবর্ষকে অন্ততঃ দুইটী প্রকাণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন ইংলণ্ড আর একজন জাপান। উভয়েই কুবেরের ভাণ্ডার হাতে লইয়া বস্ত্রের ব্যবসায়েতে নামিয়াছে। এই অর্থের জোরেই জাপান একথাও বলিতে সঙ্কুচিত হয় নাই যে, জাপানী বস্ত্রের আমদানীর উপর যদি কোনরূপ শুল্ক বসানো হয়, তবে এই দেশেই জাপানী মিল প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারা ভারতীয় মিলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিবে। ইহারা বস্ত্রশিল্পের কল্যাণে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। এখন ১০।২০ কোটী টাকা লোকসান দিয়াও বাজার ঠিক রাখিতে বাধিবে না। তাহা ছাড়া উভয় জাতির বণিকদের পিছনে তাহাদের দেশের রাজশক্তির সাহায্যের ভাণ্ডারও উন্মুক্ত। ভারতবাসী ইংরেজদের অধীনতার পাশেই শৃঙ্খলিত। সুতরাং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষে ব্রিটিশ রাজশক্তির সাহায্যের অর্থ যে কি, তাহা সহজেই অনুমেয়। জাপানী রাজশক্তিও অর্থদ্বারা তো জাপানী বস্ত্রশিল্পকে সাহায্য করে-ই, তাহা ছাড়া সাম্রাজ্যলুব্ধ ইংরেজকে যে কিরূপভাবে বাগে রাখিতে হয়, তাহার ফন্দীও সে ভালোরূপেই জানে। সুতরাং এই দুই যাঁতা কলের চাপে পড়িয়া ভারতীয় মিল যে কতটা মাথা খাড়া রাখিয়া চলিতে পারিবে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সেই জন্যই চরকার পথই বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ। ঘরে ঘরে চরকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সূতা কাটিয়া বস্ত্র তৈরী করিয়া লইলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারও আশঙ্কা নাই—ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক অবস্থাও যথেষ্ট স্বচ্ছল হইয়া উঠে। দেশের প্রত্যেক পরিবারে অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য যে হাহাকার জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাও এই ব্যবস্থার দ্বারা অনেকটা দূর করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং মহাত্মা যে ঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাবের সাড়াও জাগিয়াছে। কাজের সময় যদি জনসাধারণের ভিতর হইতে এইরূপ সাড়া পড়িয়া যায়, তবে একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায় যে ভারতবর্ষের ভাগ্যের চাকা এতদিন পরে আবার আলোর দিকে ফিরিয়াছে। খাদির মন্ত্র সমস্ত মনে প্রাণে গ্রহণ করার সঙ্গে দেশের ভালো মন্দর ভবিষ্যৎও যে নিবিড় ভাবে জড়িত একথা বলিতে আজ আর দ্বিধা করিবার কারণ দেখা যায় না।

খাদিপ্রতিষ্ঠান

১৭০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজের ১৭৮৫নং গ্রাহক।

১। ঘড়িয়াল, আমরা যাহাকে গোসাপ বলি তাহাই কিনা ?

২। উহার চামড়া সংগ্রহ করিতে পারিলে বিক্রয় করাইয়া দিতে পারিবেন কি না ? না হইলে কোথায় বিক্রি করা যাইতে পারে ?

৩। ছোট মাঝারি এবং বড় ভেদে কিরূপ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে ? ইতি।

নিবেদক—

শ্রীঅক্ষয় কুমার হালদার

গ্রাহক নং ১৭৮৫।

১নং পত্রের উত্তর

১। হাঁ, ঘাড়িয়ালকে অনেক স্থানে গোসাপ বলে, কারণ ইহারা সাপ ধরিয়া খায় বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

২। চামড়া পাঠাইলে বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৩। ৬ ইঞ্চ হইতে ১২ ইঞ্চ পর্য্যন্ত চওড়া চামড়ার মূল্য বর্ত্তমানে মাল হিসাবে শতকরা ১১০৲ হইতে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

২নং পত্র

মহাশয়,

আপনার বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" বিবিধ প্রবন্ধে "শিল্প ও বাণিজ্যের" পরীক্ষা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বর হইতে পাঠ্য বিষয় জানা যায় দেখিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি এই ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস চেম্বারের ঠিকানাটী জানান—তাহা হইলে বড় উপকৃত হই।—

বিনীত—
শ্রীচারু চন্দ্র মিত্র
গ্রাহক নং ২০১২

২নং পত্রের উত্তর

Secretary,
Indian merchants' chamber
Bombay (Fort)

এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সাবশেষ জানিতে পারিবেন।

৩নং পত্র

মহাশয়,

১। আমি আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার ২০৯২ নং গ্রাহক। বর্ত্তমান সনের গত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যার পত্রিকায় লিখিত "ছাতা প্রস্তুত ও মেরামতের প্রণালী" পাঠে নিতান্ত উৎসাহান্বিত হইয়া ছাতা প্রস্তুতের একটী কারবার খুলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এখন আপনার নিকটে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই কারবার খুলিতে যে সমস্ত যন্ত্রাদির বিষয় উপদেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য কত এবং কোথায় কোথায় পাওয়া যাইতে পারে জানাইবেন। ছাতা প্রস্তুত করিতে হইলে ছাতার জন্য কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সমস্ত parts গুলি কোন্ কোন্ দোকানে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে ক্রয় করিতে পারা যায়, তাহাও ফেরৎ ডাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

অবশ্য, চিঠি পত্রের দ্বারা কারবার বা ব্যবসায় হইবে না। কোন্ কোন্ দোকানে জিনিসগুলি পাওয়া যাইবে তাহা কলিকাতা হইতে এই সুদূর পল্লীগ্রামে বসিয়া আমার একমাত্র উপায় এবং ভরসা আপনি। আপনি তাহার সন্ধান দিলে আমি বা আমার যে কোন লোক তথায় যাইতে পারে এবং সে যাইয়া আপনার সহায়তায় জিনিষগুলি প্রথমবারের মত ক্রয় করিয়া আনিতে পারে।

২। সুক্তি বা ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারীর কল কোথায়, কি মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, এই সঙ্গে জানাইলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি—

বংশবদ
শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

৩নং পত্রের উত্তর

১। Messrs. M. L. D. & Co.,
130, Canning Street

২। Messrs. Paul & Co.,
130A and 161 Old China
Bazar Street.

উপরোক্ত ছাতার মহাজনগণ ছাতাপ্রস্তুতের সকল রকম সাজ সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া বিক্রয় করেন। তাহা ছাড়া বড়বাজার মনোহর দাসের চকে আরও অনেক মহাজন আছেন যাহারা আমদানী করেন। সেখানে আসিয়া পাঁচ দোকান যাচাই করিয়া দর নিলে সুবিধায় পাইবেন।

তাহা ছাড়া ছাতার বাঁটেরও কলিকাতায় অসংখ্য কারখানা আছে। মহাজনদের নিকট থেকে অথবা কারখানা হইতে একসঙ্গে ডজন, গ্রোস্ অথবা শতকরা হিসাবে তাহার দেশী বাঁট কিনিতে পারেন।

৩। ঝিনুক হইতে বোতাম তৈরীর কল আমাদের stockএ নাই। লিখিলে আনাইয়া দিতে পারি। খুব সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত কোম্পানীর নিকট পত্র লিখিলে কল পাইতে পারেন।

(ক) Oriental Horn & Pearl Button Factory.
4 Tanti Bazar, Dacca.

(খ) Tirhoot Moon Button Factory, Moshi, Champaran B. N. W. RY.

(গ) Eastern Small Industries Ld. Laksmi Bazar, Dacca.

(ঘ) Oriental Machinary Coy, Ld. Lalbazar Street.

৪নং পত্র

সবিনয় নিবেদন,

আমি বরফ কল করিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বরফ কল সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সহ পত্র লিখিলে বড়ই বাধিত হইব। সেই জন্য এতৎ সঙ্গে একটী খাম দিলাম। ইতি—

শ্রীদীনবন্ধু রায়
গ্রাহক নং ১১৭৬

৪নং পত্রের উত্তর

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন দামের বরফ কলের মূল্য প্রায় চারি হাজার টাকা। এ সম্বন্ধে সবিস্তার পত্রে লেখা অসম্ভব, কারণ দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। এই জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে সব বিবরণ বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

৫নং পত্র

সবিনয় নিবেদন,

এখানে প্রচার এবং ব্যবসা উদ্দেশ্যে অতি অল্প মূলধনেই আপাততঃ একটী খদ্দর ভাণ্ডার খুলিয়াছি; কিন্তু ইতি পূর্ব্বে যেমন এখানে ইহার আদৌ চাহিদা ছিল না, আজকাল মন্দের ভাল বলিতে হয় উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যাইতেছে; ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। তবে ব্যবসা হিসাবে ইহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না; কাজেই ইহার সহিত আরও কোন কিছু চাই, যাহাতে দু পয়সা হাতে হয়।

নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। বিষ্ণুপুরের খুব ভাল কারিগরের হাতের তৈরী শাখার অঙ্গুরীর উপর গিনীর পাত মোড়া, দেখিতে অতি সুন্দর শাখা এবং পাথর বসান খুচরা এবং পাইকারী খরিদ্দার চাই।

২। খদ্দরে ছাপ এবং পাড় তোলা টাইপ কালি এবং তাহার উপাদান:সাজ সরঞ্জাম কোথায় প্রাপ্তব্য এবং মূল্য কত জানাইলে অতিশয় অনুগৃহীত হইব।

৩। এখানে দোকানে বসিয়া বিক্রয় করিবার জন্য সৌখীন দ্রব্য, তৈলাদির আবিষ্কারক বা চা বিস্কুট বালি ইত্যাদির এজেন্সী চাই। কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয় বিস্তারিত বিবরণ জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

৪। কালী, নিব, পেনশীল, লেড্ পেন্সীল, কাপিবুক, একসারসাইজ বুক, ড্রইং বুক, কাগজ শ্রীরামপুরী, ফুলস্কেপ, দোরঙ্গা বালী বার পাউণ্ড ডিমাই, দোয়াত, শ্লেট, ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সব জিনিষ বিক্রেতার সংস্রবে এখানে কাজ চাই।

৫। ষ্টেশনারী মাল বা ফ্যাক্টারীর অধীনে ষ্টীল ট্রাঙ্ক, বালতি, হ্যারিকেন, আয়না, বোতাম, চিরুণী ইত্যাদি এইসব জিনিষ বিক্রয়ের কোন বিশ্বস্ত

দোকানদার বা কর্ম্মকর্ত্তার সংস্রবে আসিতে চাই।

৬। তেঁতুল বীজ কাটা দর কত? যদি এখানে কেহ পাঠাইতে পারেন উহার চাহিদা বেশ আছে।

৭। গব্য এবং বিশুদ্ধ মহীষা ঘৃতের ব্যবসায়ীর সংস্রবে আসিতে চাই; এখানে উহারও চাহিদা বেশই আছে; দর কত জানিতে ইচ্ছুক।

নূতন গ্রাহক—শ্রীগোপেশ্বর হাজরা।

৩নং পত্রের উত্তর

১। আপনার পত্র ছাপাইয়া দিলাম; যদি কেহ এ জিনিষের কারবার করিতে চাহেন, তবে আপনার সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

২। পূর্ব্ব পত্রে জবাব দিয়াছি। ছাপ দিবার ছাঁচ নানা আকারের এবং প্রকারের আছে। Design এবং কারুকার্য্যের তারতম্যানুসারে দামের ইতর বিশেষ আছে। নিজে আসিয়া Design পছন্দ করিয়া তবে দাম দস্তুর করিতে হয়। বড়বাজারের তুলাপটী এবং আমড়াতলায় রংরাজদের দোকানে পাওয়া যায়।

৩। কুন্তলিয়া পারফিউমারী, ৯১।বি মাণিকতলা ষ্ট্রীটে সুগন্ধি তৈলাদির জন্য লিখুন। পাতিয়ালা ও বরোদা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব Director of Industries এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত কেমিষ্ট Mr. J. Chakravarty উক্ত ঠিকানায় কারখানা খুলিয়া নানারূপ সুন্দর সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। তাহা ছাড়া আরও কয়েকটী firm এর ঠিকানা দিলাম।

(ক) জবাকুসুম তৈল
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট

(খ) এইচ্ বোস
৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

(গ) লক্ষ্মীবিলাস তৈল
গড়পাড়, কলিকাতা

(ঘ) কেশরঞ্জন তৈল
লোয়ার চিৎপুর রোড্

বিস্কুটের ঠিকানা

(ক) লিলি বিস্কুট factory

(খ) ব্রিটানিয়া বিস্কুট ফ্যাকটরী
দমদম, কলিকাতা

(গ) কে, সি, বসু এণ্ড কোং।
বিস্কুট ও বার্লীর কারখানা, শ্যামবাজার, কলিকাতা

৪। (ক) Indian Pioneer Co. Ltd.
Shyamacharan Dey St,

(খ) Dhar Brothers
80, Harrison Road, Calcutta,

(গ) Nilmoney Halder & Co.
Radhabazar, Calcutta,

এই ৩টী বিশ্বাসযোগ্য wholesale stationery dealerদের নাম ও ঠিকানা দিলাম; ইহাদের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন। ইহা ছাড়া অবশ্য আরও শত শত দোকান আছে।

৫। বালতীর জন্য Messrs. Beljan & Co. Ld. 2&3 Lalbazar Street এই ঠিকানায় আমাদের নামোল্লেখ করিয়া পত্র লিখুন। ইহারা সুপ্রসিদ্ধ P. N. Dutt & Coর কারখানা খরিদ করিয়া লইয়াছেন। Steel trunk এর জন্য Swaraj Factory, Arya Factory, Harrison Road এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

৬। কলিকাতা বাজার দর অধ্যায়ে দেখিবেন।

৭। যাহাদের প্রয়োজন থাকে তাঁহারা ইঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

সপ্তম বর্ষ] ভাদ্র ১৩৩৪ [৫ম সংখ্যা

সঙ্কল্প

সুর তান আজি মিথ্যা হোক্
হাসির আলোক
নিভে যাক্ ;
আজ শুধু থাক্
অনন্তের যাত্রাপথে, পদে পদে প্রচণ্ড বিপদ,
সহস্র আপদ।
আজ থেমে যাক্ গীতি, থেমে যাক্ সুর
থেমে যাক্ ঝঙ্কৃত নূপুর।
শান্তি চাহিব না,
চাহিনা সান্ত্বনা।
বাধা বিঘ্ন শোক দুঃখ ঝড় ঝঞ্ঝা যত
আসুক নিয়ত।

মিথ্যা হোক্ বিলাস ব্যসন ;
রুদ্ধদ্বার কক্ষ মাঝে শান্তির সাধন ব্যর্থ হোক্
শূন্য হোক্।
বীভৎস আহ্লাদে
আসুক উন্মাদ ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ করাঘাতে
চূর্ণ করে দিয়ে যাক্ দ্বারের আগল
বাজুক মাদল।
তাথৈ তাথৈ থিয়া নেচে ওঠে প্রেত শত শত
শ্মশান জীবন মাঝে জেগে ওঠে পাগল প্রমথ।

শ্রীকালিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

ধান ঝাড়ার উপায়

প্রাচ্য-দেশ সমূহে চাউল প্রধান খাদ্যরূপে পরিগণিত হ'য়েছে। জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, মিশর—প্রায় প্রত্যেক প্রাচ্যদেশে প্রধান ও মুখ্য আহার ভাত।

জগদীশ্বরের অসীম কৃপায় ভারতের জমিতে প্রচুর পরিমাণে উর্ব্বরা শক্তি আছে, কিন্তু পরাধীন ভারতের দুর্ভাগ্য,—ঈশ্বরদত্ত ধনকে ভারতীয়েরা অবহেলা করে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিজ্ঞানের সাহায্যে বর্ত্তমান কৃষির অসাধারণ উন্নতি সাধিত হ'য়েছে।—কিন্তু আমাদের স্বদেশে ঐ কৃষির বন্ধু—ঐরূপ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়গুলি, নিজেদের কাজে অবলম্বন করা হয় না। এইরূপ না করবার প্রধান কারণ দুটী,—

প্রথমতঃ, রক্ষণশীল, নিরক্ষর কৃষকেরা কৃষির জন্য নব্য প্রণালীগুলি ব্যবহার করে না, কিংবা ব্যবহার করবার শক্তি নেই,—তা'রা তা'দের বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমল থেকে, কৃষির জন্য যে প্রকার রীতি-নীতি চ'লে আসছে, সেই প্রকার রীতি নীতির অনুসরণ করে। তা'দের বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক উপায়গুলি শিক্ষা দেবার চেষ্টা ক'র্‌লে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয় না,—অজ্ঞ ও রক্ষণশীল কৃষককুল নিঃশঙ্কচিত্তে "থোড়-বড়ি-খাড়া" আর"খাড়া-বড়ি থোড়" এর মতো প্রাচীন কালের সেই পুরাতন ধারার পশ্চাদ্ধাবন করে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের দেশের মধ্যে যাঁরা কৃষির আধুনিক প্রণালীগুলি ব্যবহার ক'র্‌তে পারেন বা জানেন, তাঁ'রা একবার ভ্রমেও কৃষির দিকে নেক-নজর দেবার অবসর পান না,—আমরা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের লক্ষ্য ক'রেই এই কথা ব'লছি।

অথচ ধানের চাষ বন্ধ হ'য়ে গেলেই মহা-মহা ব্যক্তিদের কণ্ঠ থেকে "রাজা-উজীর" নিঃসৃত হবার শক্তি থাক্‌বে না।

যাক্‌,—এদিকে যদি শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাড়া দেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত নিয়মগুলি আমাদের দেশের কৃষি-ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করেন, তা'হ'লে যথার্থই প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের আর্থিক সমস্যার কিয়ৎ পরিমাণে সমাধান করা হয়, এবং পরোক্ষভাবে দেশ-সেবার কাজও করা হয়।

ইংরাজী শিখে শিক্ষিত লোকেরা "চাষার কাজ" ক'র্‌তে অপমান বোধ করেন, এতে তাঁদের সম্মানের হানি হয়; কিন্তু এ কথা বোধ করি তাঁরা জানেন না যে, খাস বিলেত এবং যুক্তরাজ্যে বহু গণ্য, মান্য এবং ধনী ব্যক্তি চাষা। তাঁ'রা নিজেরা গর্ব্বের সহিত ভূমি কর্ষণ করেন এবং ঐ ভূমি কর্ষণ কর্‌বার জন্য সেই স্থানের বহু লোক লালায়িত।

বি-এস্-সি, এম্-এস্-সি ডিগ্রীধারী বহু যুবক সেনেটের দরজা দিয়ে বছর বছর বহির্গত হ'চ্ছে, কিন্তু জিজ্ঞেস্ করি, ক'জন তাঁদের "সাইন্‌টিফিক্ বিদ্যা" ভূমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যবহার ক'রেছেন?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে ধান্য উৎপন্ন, ধান্যের অবনতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নহে; সুতরাং একটি প্রদেশ, আসামের কথাই আলোচনা ক'র্‌বো।

গোটা প্রবন্ধটা পড়্‌লেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ হবে।

জাপান এবং মিশরে যথাক্রমে প্রতি একরে ধান্য উৎপন্ন হয় ৬২৩২ পাউণ্ড ও ২৬১০ পাউণ্ড। এই দেশ দুইটীর মাটী অপেক্ষা ভারতের মাটী কোনও

অংশে কম উর্ব্বর নহে। অথচ ভারতে প্রতি একরে ধান্য উৎপন্ন হয় ১৩৩০ পাউণ্ড।

তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের ভূমির উর্ব্বরা শক্তি জাপান ও মিশর অপেক্ষা কোনও অংশে হীন না হ'লেও, ভূমি কর্ষণ ও বুন্‌বার দোষে অপর দুটী দেশের তুলনায় ভারতের প্রতি একরে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

আবার আসামের ধান্য-ভূমির প্রতি একরে ফসল উৎপন্ন হয় আরো কম,—৮৯৬ পাউণ্ড। আসামে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ এরূপ অল্প হবার আর একটি কারণ বিদ্যমান আছে।

ভারতীয় চা অধিকাংশ উৎপন্ন হয় আসামে। ধান বাদ দিয়ে ঐ প্রদেশে চায়ের চাষ কেন করা হয়? কারণ চায়ের চাষ ক'র্‌লে চা বাগানের মালিকেরা অধিকতর লাভবান হন; এই জন্য ইউরোপীয়ানরা বহু অর্থ ব্যয় ক'রে উক্ত প্রদেশে চা-বাগান প্রস্তুত ক'র্‌ছে,—তা'রা বিদেশী, ভারতে আসে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্‌তে, ভারতের কি ক'রলে উপকার হয়, সে জন্য তা'রা কোন কালে ক্ষণিকের তরে চিন্তা করে না। আর যখন আমাদের দেশের লোকেরাই কিঞ্চিৎ অর্থ লাভের প্রত্যাশায় ধানের ক্ষেতে পাট বোনে, তখন বিদেশীদেরই উপরে কেমন ক'রে দোষারোপ করি?

আসামের ভেতর ধানের চাষ কর্‌বার জন্য কেউই উৎসাহিত হয় না,—দেশী বিদেশী সকলেই চায়ের বাগান প্রস্তুত ক'র্‌তে মনোনিবেশ করে। চায়ের বাগানের যে প্রয়োজন নেই, মস্তিষ্ক-বিকৃত ব্যক্তির ন্যায় সে কথা আমি ব'ল্‌তে চাই না,—আমি শুধু ব'ল্‌তে চাই যে, আসামেও ধানের ক্ষেত প্রস্তুত কর্‌বার জন্য দেশীয়দের মনোযোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আসামে যে অল্প, চলিত কথায় বলি, "ধেনো-জমী" এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা ভারতের অন্যান্য ধেনো-জমীর ন্যায় পুরাতন নিয়ম অনুসারেই কর্ষিত হ'চ্ছে। সুতরাং বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী যদি অবলম্বন করা হয়, তা'হলে নিঃসন্দেহ, উক্ত প্রদেশে ধান্যক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তির তেজ অধিকতর বর্দ্ধিত হবে। ঐ দেশে প্রচলিত ধান গাছ অর্থাৎ খড় থেকে ধানগুলি (ধান ঝাড়া) পৃথক করবার ধারা নিম্নে বর্ণনা করা হ'লো:—

ক্ষেত থেকে শস্য কাটা হ'লে ঐ কর্ত্তিত শস্য সমুদয় গোলাঘরে রক্ষিত হয়।

তা'রপর প্রয়োজন মতো সময় সময় খড় থেকে ধানগুলি বিচ্ছিন্ন করা হ'য়ে থাকে।

প্রচলিত সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রথমে গোলাকার ভাবে ধান্যযুক্ত খড়গুলি বিস্তৃত ক'রে দেওয়া হয়, ও পরে মুখ বাঁধা একজোড়া বা তিন্ চার্‌টে বলদকে ঐ বিছানো খড়ের উপর বিচরণ করতে দেওয়া হয়।

বলদগুলি যখন বিচরণ ক'র্‌তে থাকে, তখন ঠিক্ ঐ সময়েই ধান গাছের উপর একটি বংশদণ্ডের দ্বারা প্রবল বেগে ছড়ানো আঘাত করা হয়। ফলে ধান ও তুষগুলি মুক্তি পেয়ে নীচের দিকে ঝর্‌তে সুরু করে।

তিনটি কিংবা তদপেক্ষা অধিক বলদের দ্বারা একবার যে কাজ করা হয়, তা'তে আড়াই মণ ধান ঝাড়া হয়। আড়াই মণ ধান এক বিঘে ভূমি কিংবা এক একরের চারি ভাগের এক অংশ হ'তে উৎপন্ন হয়।

কাজ শীঘ্র শেষ কর্‌বার জন্যে দু'জন লোকের প্রয়োজন; একজন বলদগুলি চালনা করে, এবং আর একজনের উপর বংশদণ্ড চালনা কর্‌বার ভার পড়ে।

সম্পূর্ণভাবে কাজ সারা ক'র্‌তে প্রায় চার ঘণ্টা সময়ের দরকার।

এর উপর, খড়গুলি ও ধূলা পৃথক কর্‌বার জন্য আরো কয়েক ঘণ্টা সময় ক্ষেপণ হয়।

উপরোক্ত প্রণালীগুলি প'ড়লেই হয় তো সাধারণে মনে করবেন যে, কাজগুলি অত্যন্ত সহজ; কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা ও পরীক্ষা ক'রলেই অনুমান ক'রতে পারবেন, সে কাজগুলি নেহাৎ সহজসাধ্য নয় এবং অর্থ ও সময়ের অপব্যবহার করে।

উক্ত প্রণালী সমূহে কি কি দোষ এবং খুঁত আছে তাহা নিম্নে পাঠকদের সুবিধার্থে একটির পর একটি করিয়া দেওয়া গেল :—

(১) বৃষ্টির দিনে ধান মাড়া যায় না, এবং ঝটিকাচ্ছন্ন দিনেও ঐ কাজ সম্পন্ন ক'র্‌তে বিশেষ বেগ পেতে হয়।

(২) বর্ণিত প্রণালী মতো কাজ ক'রতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়।

(৩) একেবারে সব ধানগুলি এক সময়ে বিচ্ছিন্ন হয় না, এবং বলদ-নিসৃত মূত্র ও বিষ্ঠার দ্বারা ধান মলিন হয়ে যায়; পরে ঐগুলি পরিষ্কার করা কঠিন হ'য়ে উঠে।

(৪) কতক ধান বলদের পায়ের চাপে মাটীতে এমন কঠিন ভাবে পুঁতিয়া যায়, যে পরে তাহা উদ্ধার করিতে বিরক্তিকর হ'য়ে উঠে, এবং সময় সময় ভূমি থেকে উহা পৃথক করা সম্ভবপর হয় না। তার উপর বলদ কর্ত্তৃক ক্রমাগত পদদলিত হ'লে শস্যের কতক অংশ ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হ'য়ে যায়।

(৫) নিগ্রহ ভোগ ক'র্‌তে ক'রতে বলদগুলিকে কাজ করতে হয়; কারণ কাজ করবার সময় তা'দের মুখ উত্তমরূপ বাঁধা থাকে। যদি কোনও প্রকারে তাদের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, তা'হলে তা'রা বহু শস্য ভক্ষণ করে ফেলে।

(৬) খড়গুলি চালের জন্য এরকম অবস্থায় পরিণত হয়, যে, জ্বালানী ও পশুদের আহার ভিন্ন উহা আর কোন কাজে লাগে না।

অনেকের নিজের বলদ নেই, কাজেকাজেই তাদের সম্পূর্ণভাবে পরের উপর নির্ভর ক'র্‌তে হয়; বলদ ভাড়া ক'রে আনা, ঐ সকল দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে প্রায় অসাধ্য বল্‌লেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না।

এই প্রসঙ্গে বলা কর্ত্তব্য যে, সারা আসামের ধান্য ক্ষেত্রের অর্দ্ধেক কিংবা তদপেক্ষা অধিক অংশের মালিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি,—এই প্রকার ব্যক্তিরা স্বহস্তে বীজ রোপন বা হলচালনা করেন না।

সচরাচর তাঁ'রা ঐ সকল জমি "ভাগে বিলি" করেন,—উৎপন্ন ফসল বা ধান গাছ দুইজনে সমভাবে ভাগ করে লন। এই প্রকার ব্যবস্থাকে উক্ত প্রদেশে "আধি" বলে।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা কুলী মজুরের কাজ করতে অপমান ও লজ্জা বোধ করেন,—সুতরাং ভাগের প্রাপ্ত ধান্য গাছ থেকে ধানগুলি ছাড়ানো বা পৃথক করা তাদের পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা হ'য়ে উঠে। অবশেষে এই কাজের জন্য তাঁ'দের মজুর বা শ্রমিকের সাহায্য গ্রহণ ক'র্‌তে হয়।

আবার যাঁদের বলদ থাকে না, তাঁহাদিগকে পয়সা খরচ ক'রে বলদের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হয়। এই শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ভূমির অধিকারীদের ভেতর অধিকাংশ লোকের বলদ থাকে না, কারণ বলদ পালন ক'রতে গেলেই, দুই একজন লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন, অথচ ঐ শ্রেণীর মজুরের অভাব ঐ দেশে নিত্যই বেড়ে যাচ্ছে।

মোট কথ, ভূমির মধ্যবিত্ত মালিকেরা বহু ক্ষতি স্বীকার করে ধান ঝাড়ার ব্যবস্থা করেন।

বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের কৃপায় নানা দিকে প্রচুর উন্নতি হ'য়েছে, এবং কৃষিও ঐ কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়নি। সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন

এবম্বিধ সুযোগ র'য়েছে তখন ঐ সুযোগ পরিত্যাগ মূর্খতার পরিচয় নয় কি ?

এই ধান পৃথক কর্‌বার জন্য যে অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকার ক'র্‌তে হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ ক'রেছি,—কৃষির উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহে যে সকল যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আবিষ্কার হয়েছে, তা'দের সাহায্য নিলে, নিঃসন্দেহ, সমস্ত অসুবিধা ও অযথা অর্থব্যয়ের হাত হ'তে মুক্তি পাবেন।

ধান-ঝাড়ার জন্যে আর প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করবার একদম প্রয়োজন নেই, কারণ corn-thrasher বা শস্য আছড়ানো কলের ব্যবস্থা ক'রলেই কাজ নিঃশব্দে অল্প সময়ের ভেতর সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

এই শস্য-আছড়ানো কল কয়েক প্রকারের প্রস্তুত হয়েছে ; এই কলের শ্রেণী-ভেদ, সর্ব্ব প্রকার শস্য গাছ থেকে পরিষ্কার ভাবে পৃথক করা যায়।

টিটাবার (Titabar) সরকারী চালের ফার্ম্মে "Advance Foot and Hand Thrasher" বা "হস্ত-পদের সাহায্যে শস্য ঝাড়ার কল" আছে। উহার দ্বারা ধান-ঝাড়ার কাজ সম্পূর্ণ সাফল্যের সহিত করা হইতেছে।

একটা তুলনার উল্লেখ করলেই অনুমান ক'র্‌তে পারবেন, কলে কাজ ক'র্‌লে কতদূর সুবিধা এবং পুরাতন পদ্ধতিতে কাজ ক'রলে কতদূর অসুবিধা। দুই ভাগ সমান শস্য নিয়ে একই সময়ে এক অংশ কলে এবং অপর সম-অংশ বলদের দ্বারা আছড়ানো হয়েছিল। শেষের পদ্ধতিতে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল পাকা তিন ঘণ্টায়, এবং প্রথম প্রণালীতে অর্থাৎ কলের সাহায্যে ঐ কাজ এক ঘণ্টা পনের মিনিটে সম্পন্ন হয়েছিল। এই একঘণ্টা পনের মিনিটের মধ্যে আটী বাঁধার কাজও হ'য়েছিল,—কলে গাছ থেকে ধান আছড়াতে হ'লে, ধান্য-গাছগুলির আটী বাঁধা একান্ত প্রয়োজন, কেননা প্রথমেই আটীগুলি কলের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়।

যদি ক্ষেত থেকে ধান কাটবার সময় আটী বাঁধার কাজ ক'রে রাখা যায়, তা হ'লে কলে কাজ করতে এক ঘণ্টা পনের মিনিটেরও কম সময় ক্ষেপণ হবে। আটীগুলি আসামে "মুখি" নামে অভিহিত হয় ; কাজ সহজ করবার জন্যে ধান গাছগুলি একেবারে গোড়া থেকে কাটা আবশ্যক।

যা'হোক্, কলের দ্বারা ধান ঝাড়ার কাজ কর্‌লে
প্রথমতঃ, অল্প সময়ের প্রয়োজন হবে,
দ্বিতীয়তঃ, ধুলি শূন্য পরিষ্কার ধান পাওয়া যাবে।

বলদের দ্বারা ধান ঝাড়ার কাজ কর্‌লে পুনরায় ধানগুলি পরিষ্কার কর্‌তে হয় ; কিন্তু কলের করুণায় সে কাজটি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

হস্ত-পদের দ্বারা ধান ঝাড়ার কলের (Advance Foot and Hand Thrasher) দাম অল্প; সুতরাং যাদের পরিমাণ অধিক নয়, তাঁদের পক্ষে এই কলই ক্রয় করা উচিত। ইহা ব্যতীত আরো সুবিধা এই যে, এই কলের জীবন দীর্ঘস্থায়ী এবং চালনা করাও সুসাধ্য।

আমরা পাঠকদের অবগতির জন্য উহার মূল্য এবং তৎসঙ্গে প্রাপ্তিস্থানের সংবাদ নিয়ে দিলাম। কলের বর্ত্তমান মূল্য ৩৩০৲টাকা। ইহা প্রত্যেক প্রসিদ্ধ কল-কব্জা অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মে পাওয়া যায়। জমীর পরিমাণ যাদের অধিক, তাঁদের পক্ষে "Little Gem" (লিট্‌ল জেম্) কল ক্রয় করাই সুবিধা-জনক। উপরোক্ত কল চালনা করবার জন্য দুইজন মজুরের প্রয়োজন হয় ; উক্ত লিট্‌ল জেম্ কলের মূল্য ৩৫০৲ টাকা। যে কোন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মে পত্র লিখ্‌লেই কল সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিবরণ জানতে পার্‌বেন। হস্তপদের সাহায্যে ধান-

ঝাড়া-কলের দ্বারা কি কি সুবিধা হয়, তা' আমরা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা ক'র্‌লাম।

(১) সকল ঋতুতেই এবং আবহাওয়ায় কল চালানো যেতে পারে।

(২) একজন লোকের দ্বারাই কল চালানো যেতে পারে। তবে দু'জন লোক হ'লেই সুবিধা হয়,—একজন লোক আটীগুলি কলের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেবে, এবং আর একজন কলের চাকা ঘোরাবে।

(৩) সমস্ত কাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হ'য়ে যায়।

(৪) একটিও ধান খড়ের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে থাক্‌বে না—সবগুলি একটি তারের জালের ভেতর দিয়ে নীচে ঝর্‌তে সুরু ক'র্‌বে। এইরূপে ধানগুলি, ছোট—ছোট খড় শূন্য অবস্থায় পাওয়া যাবে। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ধানগুলি থেকে তুষগুলি পুনরায় বাছাই ক'র্‌তে হ'তো; কিন্তু কলের দরুণ ঐ বিরক্তিকর কাজ সম্পন্ন করা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কল চালাবার পূর্ব্বে নীচে যেখানে ধান ঝাড়তে সুরু ক'র্‌বে, সেই স্থান ধূলি-শূন্য অবস্থায় পরিষ্কার ভাবে রাখা প্রয়োজন।

(৫) খড়গুলি গোজাতীর আহার্য্য ভিন্ন অপর কার্য্যে ব্যবহার ক'র্‌তে পারা যাবে। কলের জন্য খড়গুলি খারাপ হ'য়ে যাবে না, সে-জন্য বোতল প্যাক্ কর্‌বার সময় কাজে লাগানো যেতে পারে; সময় সময় ঐ সুন্দর খড়ের দ্বারা কোমল মাদুরও প্রস্তুত করা অসম্ভব নয়।

(৬) বলদ পালন করা একদম্ নিষ্প্রয়োজন।

(৭) কল চালাবার জন্য বিদ্যুতের শক্তি, ষ্টীম্ পাওয়ার কিম্বা পেট্রোলের আবশ্যক হয় না,—মাত্র মাঝে মাঝে কলে কিছু তৈল ব্যবহার ক'র্‌লে, এবং কিঞ্চিৎ যত্নের সহিত কল চালনা ক'র্‌লে, কলের জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে।

(৮) বলদের দ্বারা কাজ ক'র্‌লে, মাঝে মাঝে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কলের সাহায্যে কাজ ক'র্‌লে ধানের কোনও প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

(৯) গৃহের বহির্দ্দিকে কিংবা অভ্যন্তরে—দিবা এবং রাত্রিতে সর্ব্বক্ষণ কল চালনা করা যেতে পারে।

ধান পৃথক কর্‌বার দুই প্রকার প্রণালী উপস্থিত প্রবন্ধে বর্ণনা করা হ'য়েছে; দুই প্রকার প্রথার তুলনা করা হ'য়েছে, এবং সুবিধা অসুবিধাও আলোচনা করা হ'য়েছে।

কলের যে কত সুবিধা, তা' বোধ করি এখন সকলেই অনুমান ক'র্‌তে পেরেছেন।

সাধারণ কৃষকদের পক্ষে কল ক্রয় করা অবশ্য সাধ্যের অতিরিক্ত,—কিন্তু মধ্যবিত্ত ধান্য-জমীর অধিকারীগণের সকলেরই উক্ত কল খরিদ করা প্রয়োজন। আমরা তাঁ'দের আশ্বাস দিতে পারি যে, কলের দরুণ যে টাকা তাঁ'রা ব্যয় ক'র্‌বেন, তা' কয়েক বছরের মধ্যেই ফেরৎ পাবেন।

আর এক কাজ ক'র্‌লে মহা উপকার সাধিত হয়। গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা যদি গোটা কয়েক কল কিনে দরিদ্রদের ভাড়া দেন, তা' হ'লে সকল দিকেই সুবিধা হয়। ধনীরা এ-থেকে কিঞ্চিৎ লাভও ক'র্‌তে পারেন।

আখ-মাড়াই কল এইরূপ ভাবে ভাড়া দেওয়ার প্রথা আছে। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা বলদ পালন করেন না, তাঁদের পক্ষে ঐ কল ক্রয় করা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসারের সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরা ঐ কল অতি সহজেই চালনা ক'র্‌তে পারেন এবং উক্ত কল ব্যবহার ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লে বিরাট শ্রমিক সমস্যা থেকে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পেতে পারেন।

কল চালনা ক'র্‌তে কোন কষ্ট নেই,—বরং ঐ কাজ আমোদজনক বোধ হবে। যখন সারা সভ্য-জগৎ এই প্রকার কলকে সাদরে গ্রহণ ক'রেছে, তখন আমরাই বা বিজ্ঞানের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকিব কেন?

মাসিক বনাম দৈনিক বিজ্ঞাপন

তর্ক হচ্ছিল বন্ধুর সঙ্গে আমার। তর্ক এই নিয়ে যে বিজ্ঞাপন দেব কোথায়—মাসিকে বা দৈনিকে? বন্ধু বল্লেন—

"তুমি যাই বল না কেন ভাই! মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেয়ে যে কোন একটা দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া সহস্রগুণ শ্রেয়স্কর।"

আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি যে উত্তর কল্লেন, সেটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হলেও অধিকাংশ লোকেই সেই কারণই দেখিয়ে থাকেন। তিনি বল্লেন—

"খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া ভালই যদি না হবে, তা হলে লোকে বেশী টাকা খরচ করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় কেন?"

বন্ধু আমার কোন বিখ্যাত দৈনিকের বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা। তিনি আরও বল্লেন—

"শুধু যে দৈনিকের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ তা'ই নয়—যাঁ'রা মাসিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে টাকা নষ্ট (?) করে, তা'রা সব আহম্মক।"

এ কথার কি জবাব দেব? বিজ্ঞাপনের আয় না থাক্‌লে মাসিক এবং দৈনিক কোনটাই যে চল্‌বার সম্ভাবনা নেই, এ কথা জেনেও যে কোন দৈনিক-পন্থী কেন বার বার বলে থাকেন যে, বিজ্ঞাপন দেবার একমাত্র স্থান হ'ল দৈনিক—তা "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং" এর মত "নিহিতং গুহায়াং" বলেই আমার মনে হয়। বাস্তবিক আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনা—আহম্মক কে? যে ব্যক্তি মুঠা মুঠা টাকা খরচ ক'রে বিপুলায়তন দৈনিকের এক অনাদৃত অংশে আপনার পণ্যদ্রব্যের পরিচয় দেয়,—না, যে ব্যক্তি অল্প খরচে একখানি উচ্চ-ধরণের সুবিন্যস্ত মাসিকের অঙ্গে কোন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিজের বিজ্ঞাপন দিতে থাকে?

অবশ্যই দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সার্থকতা আছে যখন দুই এক দিন বা দুই দশ ঘণ্টার মধ্যেই কোন একটা ব্যাপার সাধারণকে জানান দরকার। যেমন—

"দেশ বন্ধুর স্মৃতিসভা", স্থান—টাউন হল, সময়—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা।" এ ধরণের বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে না দিলে চলবেনা, কেননা সংবাদটা তাড়াতাড়ি সাধারণকে জানান চাই। সেই রকম যখন কোন আফিসে কেরাণীর আবশ্যক হয়—যখন কোন কুড়িয়ে পাওয়া-জিনিস অধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার জন্য ঘটনাটা সাধারণ্যে প্রকাশ কর্ব্বার দরকার হয়, তখন দৈনিকের সাহায্য নেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু সকল সময়—যে ধরণের জিনিসই হোক্ না কেন, দৈনিকে তা'র বিজ্ঞাপন দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমার মনে হয় না।

ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা করা যাক্।

বিক্রেতা বিজ্ঞাপন দেয় কেন? এর উত্তর "ক্রেতাকে আকর্ষণ করা এবং বিজ্ঞাপনের চটকে অক্রেতাকে ক্রেতায় পরিণত করে ক্রেতার সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা।" এই সহজ সত্যটা আমার বন্ধুবরও যখন স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন আপনারাও যে অস্বীকার কর্ব্বেন না, একথা আমি নিঃশঙ্কচিত্তে ধরে নিতে পারি।

তা হলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে—মাসিক এবং দৈনিকের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি কার বেশী? এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়। তিন ফুট লম্বা দু'ফুট চওড়া এক একখানা কাগজ—এই রকম দুপৃষ্ঠা লেখা ৪।৫।৬ খানা কাগজ দিয়ে তৈরী একখানা দৈনিক। এই রকমের একখানা ক'রে দৈনিক প্রত্যহ আগাগোড়া কেউই পড়ে ফেল্‌তে পারেনা—অবশ্য যদি না তার খবরের

কাগজ পড়াটাই জীবনের একমাত্র পেশা হয়। কাজেই সকলে প্রথমে সম্পাদকীয় স্তম্ভটা পড়ে ফেলে, এবং তার পরে সমস্ত কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে বড় বড় হরপে লেখা শিরোনামাগুলি দেখে নেয় যদি কোন "লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড,""অত্যাশ্চর্য্য তিরোভাব", বা "রাজনৈতিক আকাশে ঘনঘটা" ইত্যাকার কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ চোখে ঠেকে। আবার কোন কোন লোক আছে, যারা সম্পাদকীয়েরও ধার ধারে না। তাদের কাছে সবার চেয়ে বেশী দরকারী বা একমাত্র দরকারী জিনিস হ'ল, ঘোড় দৌড়ের খবর, খেলাধূলার খবর বা হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গার খবর। তাঁরা যে যার রুচি মত ঐ ঐ "কলম" পড়েই সংবাদপত্রকে বিদায় দেন—তারপর থেকে সংবাদপত্র বেচারা বাজে কাগজ বলেই গণ্য হয়। এই ত গেল সাধারণ পাঠকের কথা।

তারপর তৃতীয় একদল লোক আছে, যারা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের স্তম্ভই কেবল পড়ে থাকে—কিন্তু সে অন্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নয়—কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন। কিন্তু একথা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, বিজ্ঞাপনদাতারা কর্ম্মখালির পাঠকের জন্য তাদের বিজ্ঞাপন দেন্ নি।

তা হলে বলুন দেখি, দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভ কি ?

বন্ধু বলেছিলেন—সকল জিনিসকেই বাড়িয়ে বলা আমার স্বভাব।

কিন্তু আপনারাও ত দৈনিকের নিয়মিত পাঠক—আজ সকালেই আপনারা খবরের কাগজ পড়েছেন—জিজ্ঞাসা করি, কয়টা বিজ্ঞাপন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—কয়টা বিজ্ঞাপন আপনাদের মনে কোন একটা স্থায়ী দাগ ফেলতে পেরেছে ?

আমার কাছে না হোক্, অন্ততঃ অন্তরের কাছেও আপনাদের স্বীকার কর্ত্তে হবে যে, আজকের কাগজের পাঁচ সাতশ বিজ্ঞাপনের একটীও আপনার মন ভোলাতে পারে নি।

তা পারে না। এই-ই হয়। অবশ্য একখানা খবরের কাগজ ত্রিশ দিন ধরেই যদি একটা লোক পড়তে থাকে, তা হলে স্বতন্ত্র কথা। একটা জিনিস প্রত্যহ দেখ্তে দেখ্তে তার অজ্ঞাতসারেই তার মনের উপর একটা ছাপ পড়ে যায়। কিন্তু খবরের কাগজ ত কেউ আর একদিনের বেশী দু'দিন পড়ে না। একদিনই বা বলি কেন, এক ঘণ্টা বল্লেই ঠিক সত্য কথা বলা হবে।

মনে করুন, একখানা খবরের কাগজের ৫০ হাজার গ্রাহক আছে—তা হলে অন্ততঃ এক লক্ষ লোক নিয়মিত ভাবে সেই কাগজখানা পড়ে। কিন্তু তা'তে বিজ্ঞাপনদাতার লাভ কি ? এক লক্ষের মধ্যে এক শ' লোকও বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা উল্টে দেখে কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে যদি ৫০ হাজার গ্রাহক না হয়ে ৫০ লক্ষ গ্রাহক হ'ত, তা'হলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না।

খবরের কাগজওয়ালারা প্রায়ই গর্ব্ব ক'রে থাকেন—আমাদের কাগজের গ্রাহক সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, অতএব আমাদের কাগজেই বিজ্ঞাপন দেওয়া ভাল। অথচ তাঁদের কাগজের প্রচার বেশী বলে তাঁরা এমন স্বেচ্ছাচারী যে, বিজ্ঞাপনদাতার সুবিধা অসুবিধার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও ভেবে দেখবার অবসর পান না। আপনি হয়ত মোটরকার সম্পর্কীয় কোন বিজ্ঞাপন দিতে চান—Motor notes এর পাশে তার স্থান দিলেই আপনার বেশী কাজ হবে। কিন্তু কস্মিন্ কালেও তা তাঁ'রা হ'তে দেবেন না। আপনার বিজ্ঞাপন হয়ত গিয়ে পড়বে "কর্ম্মখালির" নীচে।

এই রকম আরও অনেক খুটিনাটি দোষ আমি দেখাতে পারি, যাতে দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

কিন্তু খবরের কাগজকে খাট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কাজেই মাসিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া লাভজনক কিসে, সেই কথাই এখন বল্‌ব।

প্রথমতঃ, মাসিকে বিজ্ঞাপনের হার অপেক্ষাকৃত ঢের কম।

দ্বিতীয়তঃ, একখানা মাসিক একদিন পড়েই কেউ ফেলে দেয় না—দশ পনের দিন ধরে তা'কে পড়্‌তে হয়। কাজেই এই দশ পনর দিন বার বার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বিজ্ঞাপনগুলা বার বার তা'র চোখে পড়ে এবং ফলে সে সেগুলার প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। এতে বিজ্ঞাপনদাতার "ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করা" রূপ যে প্রথম উদ্দেশ্য তা সর্ব্বতোভাবেই সিদ্ধ হয়।

তৃতীয়তঃ, খবরের কাগজের মত একখানা মাসিক একজনে বা দুজনে পড়ে না। এক একখানা মাসিকের পাঠক অন্ততঃ দশজন—এবং সেই দশজনের অন্ততঃ একজন কাগজখানাকে তন্ন তন্ন করে পড়ে ফেলে। মনে করুন, যে মাসিকে আপনি বিজ্ঞাপন দেবেন, তার গ্রাহক সংখ্যা দশ হাজার। তা'হলে এই দশ হাজার কাগজ যে অন্ততঃ দশ হাজার লোকের নিকট আপনার পণ্য পরিচয় ব'য়ে নিয়ে যাবে—তা'তে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একখানি সুবিন্যস্ত মাসিক পত্রিকার কার্য্যকরী শক্তি যে কতখানি, তা ব'লে শেষ করা যায় না। দশ হাজার মাসিক পত্রিকা দশ হাজার সুদক্ষ দালালের কাজ করে। কাজেই দশ হাজার গ্রাহকবিশিষ্ট একখানি মাসিকে কোন জিনিসের বিজ্ঞাপন দেওয়ার অর্থ, সেই জিনিস বিক্রয় কর্ব্বার জন্য ২০।২৫ টাকা বাদে দশ হাজার দক্ষ দালাল নিযুক্ত করা। অবশ্য যে কোন মাসিকে বিজ্ঞাপন দিলেই উপরোক্তরূপ ফল পাওয়া যায় না। সেই জন্যেই আমি মাসিকের পূর্ব্বে একটা "উন্নত ধরণের" বিশেষণ ব্যবহার করেছি। শুধু হাল্‌কা বিষয় নিয়ে যে সব মাসিক আলোচনা করে—ছুটো ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস, ছুটো প্রেমের গল্প দিয়ে যার পৃষ্ঠা ভরান—সে সব মাসিক তন্ন তন্ন করে কেউ পড়ে না।

কিন্তু

যে মাসিকে কাজের কথা থাকে, যা থেকে মানুষ অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পথের অনুসন্ধান পায়—কৃষি সম্পর্কীয়, শিল্প সম্পর্কীয়, বাণিজ্য সম্পর্কীয় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে যার কলেবর প্রতিবারেই পূর্ণ থাকে—ব্যবসায়ে নূতন ব্রতীদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা যে কাগজের অন্যতম উদ্দেশ্য—সে মাসিকের প্রত্যেক বর্ণই লোকে আগ্রহ সহকারে পড়বে, এইটাই স্বাভাবিক। এই ধরণের একখানা মাসিকের গ্রাহক সংখ্যা যদি দশ হাজার হয়, তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে, তার পাঠক সংখ্যা অন্ততঃ পক্ষে এক লক্ষ, এবং সেই এক লক্ষ পাঠকই কাগজখানাকে আগাগোড়া তন্ন তন্ন করে পড়ে থাকে। কাজেই এই ধরণের কোন মাসিকে বিজ্ঞাপন দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ—বিশেষতঃ তাঁ'দের পক্ষে যাঁ'রা কৃষি এবং শিল্প সম্পর্কীয় পণ্যের ব্যবসায়ী। "এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ হ'ল।"

তর্কাবসানে আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কল্লাম—এখনও কি দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়াই ভাল?

বন্ধু উত্তর কর্লেন—"তুমি যাই বল না কেন ভাই! মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেয়ে, যে কোন একটা দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।"

কিন্তু পরের দিন বন্ধুবর তাঁর মত পরিবর্ত্তনের কথা আমাকে জানিয়েছিলেন।

শ্রীপতিপ্রসাদ ঘোষ

শিল্প ও বাণিজ্য সংবাদ

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষ (Managing Governor) সার নরম্যান্ মারে ছুটী লওয়াতে ঐ পদে অস্থায়ীভাবে মিঃ ও, এ, স্মিথ্ নিযুক্ত হ'য়েছেন।

*   *   *

সম্প্রতি জামনগর ষ্টেট পাট, চা'ল চামড়া, চা এবং তুলা ব্যতীত অপরাপর বস্তুর উপর রপ্তানি শুল্ক রহিত করেছেন।

*   *   *

কলিকাতা কর্পোরেশন যথাক্রমে মিঃ এস্, এম্, বোস ও মিঃ মদন মোহন বর্ম্মণকে নিজের প্রতিনিধি-রূপ ই, বি, আর ও ই, আই, রেলওয়ের স্থানীয় পরামর্শ সমিতির (Local advisory Boards) সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

*   *   *

কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগ (সেণ্ট্রাল বোর্ড অব্ রেভিনিউ) শুল্ক সংগ্রাহকদের এই মর্ম্মে আদেশ দিয়াছেন যে, ১৯২৭ সালের পয়লা জুলাই থেকে ব্রিটিশ ষ্টীল ও লোহের উপর ১৯২৭ সালের ষ্টীল প্রোটেক্‌সন ধারায় নির্দ্দিষ্ট শুল্ক নেওয়া হবেনা; কিন্তু এজন্য আমদানীকারককে ঐ সকল বস্তুর নির্ম্মাতাদের নিকট হ'তে সরাসরি একটি লেখা-পত্র আনিয়ে শুল্ক বিভাগের কাছে দাখিল করতে হবে।

*   *   *

লবণ শুল্ক

সিন্ধু প্রদেশে প্রস্তুত, লবণ করাচী বন্দর হ'তে বরাবর ক'লকাতায় আন্‌লে সাধারণ শুল্ক দিতে হয় না—এ সংবাদ গত অক্টোবর মাসে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বর্ত্তমানে ভারত সরকার পরিষ্কাররূপে বলেছেন যে, করাচী বন্দরে লবণের আধার যদি সিল যুক্ত করে দেওয়া হয়, তা'হলে লবণবহনকারী জাহাজ কল্‌কাতা ও করাচীর মধ্যস্থিত যে কোন বন্দরে নোঙর ক'রতে পারে।

*   *   *

বরোদায় লবণের কারখানা

বরোদা রাজ্যের ভেতর ওখা (Okha) বন্দরের নিকট প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুতের কাজ করা হচ্ছে,—উদ্দেশ্য বাংলাদেশে এবং অন্যান্য বিদেশী বাজারে ঐ সকল লবণ বিক্রয় করা।

আধুনিক লবণ প্রস্তুতের প্রণালীগুলি ঐ স্থানে প্রবর্ত্তন করা হচ্ছে,— ফলে বছরে ৭৫.০০০ টন লবণ প্রস্তুত হবে।

বাংলাদেশে লবণ বিক্রয় কর্‌বার জন্য বরোদা সরকার ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি লাভ ক'রেছেন এবং ঐ লবণ যাতে বিদেশী বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা'র জন্য বহু প্রতিপত্তিশালী বিদেশী সরকার বরোদা সরকারকে যথাযোগ্য সাহায্য ক'রছেন।

বাংলাদেশে বরোদার ঐ লবণ বিক্রয় করবার একমাত্র ক্ষমতা-প্রাপ্ত অধিকারী মেসার্স ভলকার্ট ব্রাদার্স।

দেওয়ান সাহেব রাও বাহাদুর কৃষ্ণমাচারিয়ার যখন ঐ নব-প্রতিষ্ঠিত লবণনির্ম্মাতা কোম্পানীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন, তখন বলেন যে, ঐ নূতন ব্যবসায়ের করুণায় বহু দরিদ্র ব্যক্তি জীবিকা সংগ্রহ ক'র্‌তে

সমর্থ হবে। লবণ ব্যবসায়ীরা এই লবণের ব্যবসায় করিবার এজেন্সী লউন না?

*　　*　　*

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ

১৯২৬ সন, ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বছর শেষ হ'য়েছে, সেই বছরের ভারতের পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগের একটি দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশিত হ'য়েছে,—রিপোর্ট প'ড়ে বুঝ্‌তে পারা গেল যে, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কাজ ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হ'চ্ছে। আমরা উক্ত বিভাগের কাজ সম্বন্ধে দুই একটি হিসেব নীচে দিলাম,—পাঠকবর্গ অনুমান ক'র্‌তে পার্‌বেন যে, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের কার্য্যের আয়তন কিরূপ বৰ্দ্ধিত হ'য়েছে।

১,৩০০,০০০,০০০ জিনিস পোষ্ট অফিসের মারফৎ পাঠানো হ'য়েছে। ৮৮০,০০০,০০০ টাকার মণি অর্ডারের কাজ পোষ্ট অফিস ক'রেছেন।

বছরের শেষে পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জনসাধারণের ২,৩০০,০০০ টাকা ছিল। ভারতের নানা দিকে পোষ্ট অফিস ও চিঠির বাক্সের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছে। কাজের চাপে পোষ্ট অফিসকে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মোটর গাড়ী ও লরী ব্যবহার ক'র্‌তে হ'য়েছে।

আর একটা মজার কথা; এক বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ থেকে গড়ে দৈনিক একশোরও বেশী ঠিকানাবিহীন চিঠি বণ্টনের জন্য পোষ্ট অফিসে দেওয়া হ'য়েছিল,—আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই চিঠিগুলির ভেতর চেক্, হুণ্ডী, কারেন্সী নোট, বিল্‌স্ অব্ এক্সচেঞ্জ, টাকা প্রভৃতি বহু মূল্যবান পদার্থও ছিল। কিন্তু পোষ্ট আফিসের কাজ এরূপ শৃঙ্খলার সহিত চল্‌ছে, যে ঐ ঠিকানাবিহীন চিঠিগুলির ভেতর অধিকাংশ যথা-যোগ্য মালিকদের বণ্টন ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল।

বিদেশে ভারত থেকে চিঠির সংখ্যাও রীতিমত বেড়ে উঠেছে,—বিশেষতঃ যুক্তরাজ্যের সঙ্গে।

রিপোর্ট থেকে আরো সন্ধান মেলে যে, পোষ্ট আফিসের সাহায্যে যে সব ইনসিওর্ড জিনিষ পাঠানো হ'য়েছে, তার মূল্যও ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হ'চ্ছে,—ধরুন, দশ বছরের মধ্যে ইনসিওর্ড জিনিষের লিখিত মূল্য ৭৪,০০,০০,০০০ টাকা থেকে ১৬৬,০০,০০,০০০ টাকায় উ'ঠেছে। পোষ্ট আফিসের নামে যে সকল অভিযোগ এসেছে, তা'র সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং এ-কথারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যার মধ্যে মাত্র তৃতীয়াংশ সত্য।

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের কৰ্ম্মচারীদের মধ্যে গত বছরের ৪৬০ জন দুষ্কর্ম্মের জন্য আদালতে অভিযুক্ত হ'য়েছিল, তা'র মধ্যে ২৬০ জন আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডিত হ'য়েছে, এবং বাকী কয়জনকে পোষ্টাল বিভাগেই শাস্তি দিয়েছেন।

তারবিহীন টেলিগ্রাফের কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। এজন্য সার জ্ঞানেন রায় বিশেষ ধন্যবাদার্হ। মোট কথা বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে যে, ক্রমশঃই ভারতের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার বিস্তৃত হ'চ্ছে।

ঋণ দান

মাদ্রাজ সরকার কতকগুলি বিশেষ সমবায়-সমিতিকে লাখ খানেক টাকা ঋণ দিচ্ছেন। এই সমিতিগুলি তাহাদের সভ্য সমূহের শস্যের বেচা-কেনার ভার গ্রহণ ক'র্‌বেন।

উক্ত টাকার সাহায্যে স্থানে-স্থানে সমিতির পরিচালনায় শস্যাগার নির্ম্মিত হবে এবং সমিতির সভ্যেরা নিজেদের শস্য ঐ সকল শস্য ভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখ্‌তে পারেন।

*　　*　　*

১লা এপ্রিল (১৯২৫) থেকে ৩১শে মার্চ্চ (১৯২৬) পর্য্যন্ত যুক্ত প্রদেশস্থিত বন-বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট

(১লা এপ্রিল, ১৯২৫, ৩১শে মার্চ্চ, ১৯২৬) থেকে কিয়দংশ নীচে তুলে দেওয়া গেল—

যুক্তপ্রদেশে সরকারের বন-বিভাগ রজন বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান হইতেছেন।

৪৭,৬৯২ মণ রজন এক টারপেন্‌টাইন্‌ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্‌কে সরবরাত করা হইয়াছে। ১৯২৬—২৭ অবধি বন-বিভাগ ৬৬,০০০ মণ রজন সরবরাহের আদেশ পেয়েছিলেন,—১৯২৪-২৫ পর্য্যন্ত রজন সরবরাহ করা হইয়াছিল ৯৭,৭৭৫ মণ।

কিছু কালের জন্য রজনের অবস্থা ব্যবসায়ের দিক্‌ দিয়ে অল্প হয়েছিল বটে, কিন্তু পুনরায় এই ব্যবসায়টির বিস্তার হ'তে সুরু হ'য়েছে।

গাছের উপরে রজন জন্মানের জন্য যে কৃত্রিম প্রণালী বা খাঁজ কাটা হয়, সেই প্রকার এক্‌শো খাঁজ থেকে রজন পাওয়া গেছে ৪৯০ মণ।

যে রজনগুলি বর্ণিত বছরে (১লা এপ্রিল, ১৯২৫—৩১শে মার্চ্চ, ১৯২৬) পাওয়া গেছে, তা' একদম্‌ দোষশূন্য বলা চলে। ঐ রজনগুলি বিক্রয় হ'য়েছিল ৩,৪৮,৭৪০ টাকায়, এবং ১৯২৪-২৫ সালে উৎপন্ন রজন বিক্রয় হ'য়েছিল ৭৬, ৬৪৬ টাকায়।

শেষোক্ত রজনগুলি বিক্রয় ক'রে মণ প্রতি খরচখরচা বাদে লাভ হ'য়েছিল এক টাকা এক আনা তিন পাই, এবং উপরোক্ত বছরের রজনগুলি বিক্রয় ক'রে মুনাফা হ'য়েছিল দু'টাকা এক পাই।

ইণ্ডিয়ান টার্‌পেন্‌টাইন এণ্ড রজন কোম্পানী লিমিটেড অংশীদারদের বর্ণিত শতকরা দশটাকা লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হয়েছিল।

সরকার এজন্য তিরিশ হাজার টাকা লভ্যাংশ পাবেন এবং এবং তা' ছাড়া অতিরিক্ত লাভের জন্য শতকরা চল্লিশ টাকা হিসাবে চব্বিশ হাজার টাকা সরকার পাবেন।

বিদেশে যা'তে রজন রপ্তানি হয়, সে-জন্য কুড়ি হাজার মণের অতিরিক্ত রজনের মণ প্রতি এক টাকা দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই কারণে মোট ২৭,৬০০ টাকা ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে।

* * *

চালানী মালের কথা

জাহাজে প্রেরিত মালের রসিদ (bill of lading) আমদানীকারকের কাছে পৌছাবার পূর্ব্বেই কলকাতার বন্দরে জাহাজ মাল-সমেত যদি এসে পড়ে, তা'হলে আমদানীকারককে মাল খালাস ক'রতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়।

পরে আমদানীকারক যদি জাহাজ কোম্পানীকে উক্ত রসিদ দিতে না পারে, সেই জন্য মাল খালাসের পূর্ব্বে জাহাজ কোম্পানীকে আমদানীকারক একটি ক্ষতিপূরণ পত্র সই ক'রে দেয়।

আমদানীকারকের ব্যাঙ্ক এই উদ্দেশ্যে জামীন থাকে ;

* * *

আজকাল জাহাজ কোম্পানী আমদানীকারকের কাছ থেকে এ জন্য unlimited guarantee দাবী ক'র্‌ছেন ; কিন্তু ব্যাঙ্ক সে দাবী পূরণ ক'রতে অক্ষম অর্থাৎ নারাজ। সুতরাং ষ্টিমার কোম্পানী ও ব্যাঙ্কের কলহ মীমাংসা কর্‌বার ভার বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্শকে দেওয়া হ'য়েছিল।

কিন্তু কমার্শ কমিটি এ-সমস্যার কোন সমাধান ক'রতে পারেন-নি ; ব্যাঙ্ক ও জাহাজ কোম্পানীর উভয়েরই যুক্তি কমিটির কাছে অন্যায় ব'লে বোধ হয়-নি। একমাত্র যদি রপ্তানিকারক মাল খালাসের উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে তার প্রেরণ করেন, তা' হ'লে সমস্যা সমাধান হ'তে পারে।

* * *

বন বিভাগের উন্নতি

যুক্তপ্রদেশের বন-বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট (১৯২৫—২৬) থেকে জানা যায় যে, শীঘ্রই বন বর্দ্ধিত ক'রবার জন্য উপযুক্ত রিজার্ভের ব্যবস্থা করা হবে।

শালগাছ পুনরুৎপাদন করবার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা ইতি মধ্যেই করা হ'য়েছে; এই ব্যবস্থা যে বন-বিভাগের আর্থিক উন্নতির অপরিমেয় সাহায্য ক'রবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সরকারের রাজস্বও বৃদ্ধি হবে,—কারণ এ-কথা বোধ করি সকলেরই জানা আছে যে, শাল গাছ বেশ উচ্চ মূল্যেই বিক্রয় হয়।

জুমনা, চাম্বল ও নিকটবর্ত্তী বন-প্রদেশে অন্যান্য বৃক্ষেরও অসীম উন্নতি সাধিত হ'য়েছে; কিন্তু বাবলা গাছ সম্বন্ধে কর্ত্তাদের নিরাশ হতে হ'য়েছে। সেখানে শিশু ও খয়ের গাছ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত পরীক্ষা ক'রে তাঁ'রা সুন্দর ফল পেয়েছেন। বনেতে বড় বড় গাছ পাওয়া গেলেই টাকা আসে না, চালানের (transport) অর্থাৎ স্থানান্তরে প্রেরণ করবার সুব্যবস্থা থাকা চাই।

যুক্তপ্রদেশের বন-বিভাগের কর্ত্তারা এ-জন্য বনের মধ্যে ট্রামের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রেছেন, নন্ধর ভ্যালি ট্রাম সাড়ে তিন মাসে প্রস্তুত হ'য়েছে এবং ঐ লাইন নির্ম্মাণের জন্য যে মূলধন ফেলা হ'য়েছিল, উপস্থিত সেই টাকা শতকরা তিরিশ টাকা হিসেবে মুনাফা দিচ্ছে। গোরক্ষপুর বিভাগস্থ লছমীপুর থেকে মৌরাহা পর্য্যন্ত শীঘ্রই আর একটি ট্রামওয়ে লাইন স্থাপিত হবে।

বন-প্রদেশে ট্রাম-লাইন স্থাপিত হওয়ায় গরুর গাড়ীর মালিকেরা পূর্ব্বের চেয়ে কম ভাড়ায় কাটা গাছ নিয়ে যাতায়াত ক'রছে। এতে এই সুবিধা হবে যে, চালানের খরচ ক'মে যাওয়ায় কণ্ট্রাক্টারেরা বন জমা নেবার জন্য যুক্তপ্রদেশের সরকারকে পূর্ব্বের চেয়ে বেশী টাকা দিতে সমর্থ হইবেন।

নির্দ্দিষ্ট বছরে (১৯২৫—২৬) প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ অর্থাৎ প্রবল ঝড়, বন্যা ইত্যাদির দ্বারা বনের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। কিন্তু শাল গাছের ধ্বংসকারী একপ্রকার পোকা ঐ গাছের বিলক্ষণ অনিষ্ট ক'রেছে, এবং এই পোকার বংশ ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। যা হোক্, এই পোকা বিনষ্ট করবার জন্য বন-বিভাগের অভিজ্ঞ কীটতত্ত্বজ্ঞ একটি ঔষধের ব্যবস্থা ক'রেছেন,—কিন্তু পাহাড়ের উপর যে বিশাল বনরাজীর সারি বিস্তৃতভাবে রয়েছে, সেই সারির উপর কীটতত্ত্বজ্ঞ আবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগ করা যাবেনা।

বিস্তৃত বৃক্ষ শ্রেণীর উপর প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করবার জন্য শীঘ্রই একটি সভা আহূত হবে।

মাল কাটানোর উপায়

আজকাল ব্যবসায় ক্ষেত্রে দারুণ প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়,—একচেটে ব্যবসায়ের যুগ আর নেই—সে এখন অতীতের কথা।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যলাভ পুরা মাত্রায় নির্ভর করে মাল নির্ম্মাণ-প্রণালীর দক্ষতার উপর, বিজ্ঞাপন এবং সর্ব্বোপরি বিক্রেতার কেরামতীর উপর।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সেরা জিনিষ প্রস্তুত করলেই হু হু করে বিক্রয় হয়-না; ক্রেতাকে জিনিষ খরিদ করবার জন্য বিক্রেতাকে বহু সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি ক'রতে হবে। বর্ত্তমান যুগে ব্যবসা বাণিজ্যে ছাপাখানার প্রভাব অত্যন্ত অধিক,—ছাপাখানার সহায়তায় মাল কাটাবার জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হয়, অর্থাৎ যে বিজ্ঞাপনে মাল বিক্রয় হয়, সেই বিজ্ঞাপন ছাপাখানা থেকেই জন্মগ্রহণ করে। তাহ'লে ছাপাখানার ব্যবসায় বাণিজ্যে বিলক্ষণ প্রভাব আছে, এ-কথা সত্য নয় কি?

অনেকেই বিজ্ঞাপনের কার্য্যকরী শক্তির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন; কিন্তু এ সন্দেহ একদম্ অমূলক। বিজ্ঞাপন দিয়ে হয় তো তাঁরা উপযুক্ত ফল পান্ নি; কিন্তু এই লাভজনক ফল না পাওয়ার অপরাধ বিজ্ঞাপনের নয়, যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁরই। যত্র তত্র স্থানে বিজ্ঞাপন দিলেই কাজ হয় না, যেন তেন প্রকারে বিজ্ঞাপন লিখে দিলেই মাল প্রেরণ কর্‌বার জন্য অনুরোধ এসে উপস্থিত হয় না।

বিজ্ঞাপন চমকপ্রদ হওয়া চাই যা সহজেই সৃষ্টার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌তে পার্‌বে। এরূপ বিজ্ঞাপন দিতে পার্‌লে তবেই বিজ্ঞাপনদাতার বাহাদুরী। একথাও স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বিস্তার কর্‌তে হ'লে যে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি আবশ্যক, তার মধ্যে বিজ্ঞাপন হ'চ্ছে মাত্র একটি।

কোন মাল কাটাতে হ'লে, উপযুক্ত মার্কেট বাছাই ক'রে নেওয়া কর্ত্তব্য। সেখানে খরিদ্দার সহজেই এসে ঐ মাল খরিদ ক'র্‌বার জন্য সম্মিলিত হন।

জার্ম্মাণীর মাল-জাহাজের দ্রুত উত্থান

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে জগতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের শতকরা বারো ভাগ জার্ম্মাণ জাহাজে বোঝাই হ'য়ে চালান যেত। কিন্তু একথা বোধ করি সকলেই জানেন যে, বিগত মহা-যুদ্ধের দরুণ জার্ম্মাণীর মাল জাহাজের সংখ্যা খুব নীচেই নেমে এসেছিল। জার্ম্মাণ জাত কিন্তু হট্‌বার পাত্র নয়, যুদ্ধের পরে সে মাল-জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য উঠে' পড়ে লেগেছে,—তার ফলে বর্ত্তমান কালে জগতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের শতকরা ৯'২ ভাগ সে নিজের জাহাজেই ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ এ-সম্বন্ধে যুদ্ধের পূর্ব্বকার অবস্থা যে সে শীঘ্রই প্রাপ্ত হবে, একথা বলাই বাহুল্য। আজকাল সাগরের উপর পাড়ি দিয়ে যে সকল মাল-জাহাজ পাড়ি মার্‌ছে, তার মধ্যে শতকরা মাত্র ১৬'৫ জাহাজ পাঁচ বছরের কম প্রস্তুত হ'য়েছে,—জার্ম্মাণীর মাল জাহাজ সমূহের মধ্যে শতকরা চল্লিশখানা জাহাজ এই শ্রেণীরই।

যুদ্ধের পর ভার্সেলিস্ সন্ধির ফলে জার্ম্মাণীর মাত্র ৬০০,০০০ টন বোঝাইকারী জাহাজ অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু এই কয়েক বছরের মধ্যেই চেষ্টা ও পরিশ্রমের জন্য আজ তা'র মাল-বহনকারী জাহাজের মোট ৩,২০০,০০০ টন জার্ম্মাণ মাল-জাহাজে মাল বোঝাই করবার ও খালাস করবার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে; তা'র উপর মালের কোনও প্রকার ক্ষতি হওয়ার আশা নেই বল্‌লেই হয়। আজকাল কতকগুলি জাহাজ কয়লার পরিবর্ত্তে তৈলের দ্বারা পরিচালিত হয়; জগতের যাবতীয় মাল-বহনকারী জাহাজ সমূহের মধ্যে শতকরা মাত্র ৮'খানি জাহাজ তৈলের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু জার্ম্মাণীর মাল-জাহাজ সমূহের মধ্যে শতকরা সাতখা'ন জাহাজ তৈলের সাহায্যেই চালিত হয়। ভারত সরকার ভারতীয় মাল-জাহাজের এপর্য্যন্ত কিছুই করেন নি, জার্ম্মাণীর এ দৃষ্টান্ত দেখেও যদি সরকারের চেতনা উপস্থিত না হয়, তা' হ'লে আমরা নাচার। যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, দুর্ব্বল-দরিদ্র জার্ম্মাণী যা ক'র্‌তে পার্‌ল, সেই কাজ প্রবল-প্রতাপান্বিত ভারত সরকার কেন ক'র্‌তে, পার্‌বেন না?

ভারতে ব্রিটিশ পশমের কাট্‌তি

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে মোটামুটি ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পশমের বিক্রয়ের পরিমাণ ১৯২৩ সাল থেকেই বর্দ্ধিত হ'চ্ছে।

অবশ্য এখনোও ১৯২৪ সালের মতো বিপুল বিক্রয় হয়নি; তা'হ'লেও ব্রিটেন নির্ম্মিত পশম যে ভারতে

বেশ ভালো ভাবেই বিক্রী হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

বর্ত্তমানে ভারতে যত পশম কাটতি হচ্ছে, তার মধ্যে শতকরা চল্লিশ ভাগ "ব্রিটেনে প্রস্তুত"।

প্রত্যেক ব্যবসায়েই প্রতিযোগিতা আছে এবং অর্থনীতির মতে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকা দরকার।

ভারতে পশমের বাজার একচেটে অধিকার করবার জন্য ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী ও গ্রেটব্রিটেনের মধ্যে বিরাট প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

এ বিষয়ে গ্রেটব্রিটেনের প্রবল প্রতিযোগী হচ্ছে ইটালী। মহাযুদ্ধের পর ইটালীর প্রস্তুত পশমের মাল ভারতে দ্রুতবেগে বেড়ে যাচ্ছে।

বস্তুর মূল্যের উপর তা'র কাটতি বহু পরিমাণে নির্ভর করে। ইটালী যুক্ত-সাম্রাজ্যের চেয়ে তার মালের দাম কমিয়ে দিয়েছে; এর ফল হয়েছে যে, ইটালী ভারতের পশমের বাজারে বেশ কায়েমীভাবে বস্‌তে সুরু করেছে।

যুক্ত-সাম্রাজ্য যদি তার জিনিষের দাম না কমায় তা' হ'লে ভবিষ্যতে ভারতে পশমের বাণিজ্যে তা'কে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ইটালিয়ানদের সঙ্গে অন্ততঃ পশমের ক্ষেত্রে কাজ ক'রতে আগ্রহ প্রকাশ করে, কেননা ইটালিয়ান ব্যবসায়ীরা কাহাকেও ধারে মাল দিতে অস্বীকার করে না।

ইটালী ও ফ্রান্স ভারতের পশমের বাজারে নিজেদের কি প্রকার দ্রুতবেগে প্রতিষ্ঠিত কর্‌ছে, তা নিম্নের হিসেব থেকে জানতে পারা যাবে।

১৯২৪ সালে ভারতে ইটালিয়ান পশমের মাল ১,৮০০০০০ গজ, এবং ১৯২৫ সালে ৩,৭০০,০০০ ও ১৯২৬ সালে ৩,৬০০,০০০ গজ আমদানী হ'য়েছে।

ফরাসী দেশে প্রস্তুত পশমের মাল ১৯২৪ সালে ১,২০০,০০০ এবং ১৯২৬ সালে ,৩০০,০০০ ভারতে আমদানী হ'য়েছে।

বেত্র নির্ম্মিত বসিবার আসন

প্রায়ই দেখা যায় যে খেলা ও মল্লক্রীড়ার ক্ষেত্রে বা অপরাপর সভা সমিতিতে বসিবার স্থানের অভাবে দর্শক বা উপস্থিত ব্যক্তিদের কষ্টভোগ ক'রে দণ্ডায়মান থাকতে হয় অথবা নিজেদের আসনের ব্যবস্থা বাধ্য হ'য়ে করে নিতে হয়। আমাদের দেশ ব্যতীত অন্যান্য সভ্য-দেশ সমূহে এজন্য নানা উপায় আবিষ্কার করা হ'য়েছে। এই দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে হালে একটি সুন্দর বেতের জিনিস প্রস্তুত হ'য়েছে। বেত নির্ম্মিত বস্তুটির মোড়ের হ্যাণ্ডেল খুলে ফেল্‌লেই একটি বস্‌বার মনোরম ও আরামদায়ক আসন প্রকাশিত হয়।

ভবিষ্যতে সকল সভ্যদেশেই এই জিনিসটির আদর নিঃসন্দেহে বর্দ্ধিত হবে।

শতবর্ষের এলুমিনিয়াম

এলুমিনিয়াম জিনিসটার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রোয়জন ব'লে বোধ করি; আজকাল ঘরে ঘরে এমন কি সুদূর পল্লীগৃহের গৃহস্থালীতে এই মনোরম বস্তুটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

শত বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৭ সালে সপ্তবিংশতি বৎসর বয়স্ক ফ্রেডরিক ওলার নামে একটি জার্ম্মান যুবক মাটি থেকে প্রথম এলুমিনিয়াম আবিষ্কার করেন। এক প্রকার মাটির সহিত অ্যালাম নামক একটি পদার্থ মিশ্রিত থাকে,—সেই অ্যালাম থেকেই এলুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। এলমিনিয়াম বহুগুণাবলীবিশিষ্ট পদার্থ,—হাল্কা ব'লেই রন্ধন এবং গৃহস্থালী উপযোগী জিনিষ পত্র সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হয়।

এলুমিনিয়াম ওজনে লৌহের এক-তৃতীয়াংশ এবং কাচের সমকক্ষ। ইহার বৈদ্যুতিক গতি

সঞ্চালন ক্ষমতা উত্তম; আমেরিকা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাম্র উৎপন্নকারী হ'লেও বৈদ্যুতিক গতি সঞ্চালনের জন্যে সে তাম্রের পরিবর্ত্তে এলুমিনিয়াম ব্যবহার করে। অথচ জার্ম্মাণীতে ঠিক্ ইহার বিপরীত।

এলিউমিনিয়াম ও অপরাপর ধাতু সংমিশ্রিত করে প্রয়োজন অনুসারে ইহাকে নানা গুণবিশিষ্ট করা যেতে পারে। যে স্থানে দৃঢ়তার অপেক্ষা লঘুতার আবশ্যক হয়, সেইস্থানে এলুমিনিয়ামের সঙ্গে তাম্রের কিয়দংশ মিশ্রণ করা হয়।

ম্যাগনেসিয়াম্ এলুমিনিয়ামের সহিত সংমিশ্রণ করে যখন দেখা গেল যে, নরম লৌহ-ষ্টীলের মতো এই বস্তুটি দৃঢ় হয়েছে, তখন থেকেই এর আদর স্বাধীন জাতের কাছে আরোও বর্দ্ধিত হলো।

উক্ত মিশ্রিত পদার্থের নাম ইংরেজীতে ডার-এলুমিনিয়াম (Dar-aluminium) নামে পরিচিত হয়েছে,—এবং ঐ ডার-এলুমিনিয়ামের সাহায্যেই উড়ো জাহাজ বা এয়োরোপ্লেনের আকৃতি নির্ম্মাণ করা হয়।

ইতিমধ্যে লিথিয়াম রেজতবর্গ ধাতু বিশেষ দস্তা এবং সিলিসিয়াম এক প্রকার ধাতু ম্যাগনেসিয়ামের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই ফল আশানুরূপ হয়েছে,—তবে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গেছে সিলিসিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে।

অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশ সমূহে নানা প্রকার ধাতু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এলুমিনিয়ামের সহিত মিশ্রিত করে পরীক্ষা করা হচ্ছে—ভবিষ্যতে যে এলুমিনিয়ামের বহু উন্নতি সাধন হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। মাটির ভেতর থেকে অ্যালাম (alum) নিয়ে এলুমিনিয়াম নানারূপ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত করবার সময় প্রচুর বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রয়োজন হয় সুতরাং যে স্থানে অল্প খরচে বৈদ্যুতিক শক্তির সুব্যবস্থা আছে, সেই স্থান সমূহেই পৃথিবীর যাবতীয় এলুমিনিয়ামের কারখানা স্থাপিত হইয়া থাকে।

জার্ম্মাণী এলুমিনিয়ামের জিনিষ পত্রের জন্য বিখ্যাত, এবং ঐ দেশের চতুর্দ্দিকে যে স্থানে অল্প মূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়, সেই স্থান সমূহেই অসংখ্য এলুমিনিয়াম শিল্পের কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জার্ম্মাণী এই শিল্পে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

রঞ্জিত করিবার তৈল শুষ্ক করা

প্রফেসর জে, এস্ লং (Prof. J. S. Long) তৈল শুষ্ক করবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। উহা কার্য্যে পরিণত করবার জন্য ডাঃ, ডব্লিউ, ডি, কুলিজ একটি কল আবিষ্কার করেছেন।

প্রঃ লং কতগুলি কাচের প্লেটে তিসির তৈল, ও চীনাবাদামের তৈল লেপে দিয়ে কুলিজ আবিষ্কৃত কলের টিউব থেকে প্রতিফলিত রশ্মির সম্মুখে ধ'রেছিলেন। আরও কতগুলি ঐরূপ তৈললেপিত কাচখণ্ড গরম বায়ু ও উল্টা ভায়োলেট রশ্মির সম্মুখে ধরেছিলেন। উপরোক্ত পরীক্ষা দুটিতে উত্তম ফল পাওয়া গেছে।

জগতের কাগজ শিল্প

জগতের শতকরা নব্বই ভাগ কাগজ এক প্রকার কোমল কাষ্ঠের শাঁস থেকে প্রস্তুত হয়,—প্রকাশ, পৃথিবীতে এই বৃক্ষের দুর্ভিক্ষ অচিরেই দেখা দেবে।

অপরাপর বস্তুর দ্বারাও কাগজ প্রস্তুত হয়, কিন্তু দশ ভাগের ন'ভাগ কাগজ নির্ম্মিত হয় ঐ কোমল কাঠের শাঁস (wood pulp) থেকেই।

কাঠের শাঁস ছাড়া অপরাপর বস্তুর সংমিশ্রণে কাগজ প্রস্তুত করতে গেলে, খরচ অত্যন্ত অধিক হ'য়ে পড়ে। এই প্রকার কোমল বৃক্ষ, যে দেশে শীত

ঋতুর আধিক্য বেশী, মাত্র সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং পৃথিবীর কয়েকটী দেশ ছাড়া এই গাছ জন্মগ্রহণ করেনা।

ঐ বৃক্ষের অরণ্য সাইবেরিয়া, কানাডা, উত্তর ইউরোপ অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে ঘিরে আছে। এক টন কাগজ প্রস্তুতের জন্য অন্ততঃ একশো অশ্ব-শক্তি (h. p.) প্রয়োজন হয় এবং ঐ কাগজ নির্মাণে প্রচুর জলেরও আবশ্যক হয়।

সর্ব্বোপরি দরকার চালান বা ট্রান্সপোর্টের সুবিধা।

উপরে বর্ণিত কাগজ প্রস্তুত করতে গেলে যে, সকল আবশ্যকীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়, সেই সকল বিষয়ের অধিকারী হচ্ছে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌, নরওয়ে, ফিণল্যাণ্ড, ক্যানাডা, সুইডেন এবং জার্ম্মাণীর কতক পার্ব্বত্য অংশ।

কোমল বৃক্ষ শাঁসের পরিমাণ অনুসারে উপরে দেশ সমূহের নাম পর পর দেওয়া গেল।

যুক্তরাজ্যে যত কাগজ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কাগজতো দেশের মধ্যেই ব্যবহার করা হয়; উপরন্ত ক্যানাডায় উৎপন্ন পাচ ভাগের চার ভাগ কাগজ যুক্তরাজ্য নিজে ব্যবহার করবার জন্য ক্রয় করে।

যে সকল ইউরোপীয় দেশের নাম করা হয়েছে,—সুইডেন, নরওয়ে, ফিণল্যাণ্ড এবং জার্ম্মাণী গোটা মিলিত হয়েও সম্পূর্ণ ইউরোপের কাগজ বা প্রয়োজনীয় কোমল কাঠের শাঁস কোনপ্রকারে সরবরাহ ক'রতে পারে না, হয়তো ভবিষ্যতে তা'ও ক'রতে অক্ষম হবে।

জাপান অল্প মূল্যের কাগজ কিছু প্রস্তুত করে; প্রথম শ্রেণীর কাগজ সে দেশের বাহিরে থেকে আমদানী করে। অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা কাগজের জন্য অপর দেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। দক্ষিণ আমেরিকার একদম্‌ দক্ষিণে কাগজের জন্য উপযুক্ত গাছ সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

একমাত্র সাইবেরিয়ায় এইরূপ বৃক্ষের অগণ্য অরণ্যসমূহ বিস্তৃতভাবে র'য়েছে, কিন্তু ঐ প্রদেশে কাগজ প্রস্তুতের উপযোগী সুযোগ সুবিধার বর্ত্তমানে একান্ত অভাব।

সুতরাং উল্লিখিত সকল তথ্য প'ড়লেই সহজেই উপলব্ধি করতে পারা যায় যে, ভবিষ্যতে হয়তো কাগজের দুর্ভিক্ষ মূর্ত্তভাবে জগতে দেখা দেবে।

ভারতীয় তুলার বাজার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতে তুলা বেশ ভালোই উৎপন্ন হচ্ছে, প্রায় ৪,০০০,০০০ বেল তুলা থেকে ভারতে ৬,০০০,০০০ বেলের উপর উৎপন্ন তুলার বৃদ্ধি হয়েছে,—বছর দশেকের মধ্যেই।

সুক্কুর বারাজ এবং শতদ্রু ভ্যালি জলসেচনের গঠন সম্পূর্ণ হ'য়ে গেলেই, আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে ৮,০০০,০০০ বেলের ও অধিক তুলা ভারতে উৎপন্ন হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য হিসেবে তুলার উন্নতি করতে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রযোজনীয় কাজ হচ্ছে ভারতীয় তুলার দোষ সমূহ সংশোধন করা।

ইণ্ডিয়ান কটন কমিটির সেক্রেটারি রয়েল কৃষি কমিশনের সম্মুখে বলেন যে, বম্বে সহরে পাইকারী তুলার বাজারের অনেক উন্নতি-সাধন করা হ'য়েছে। তবে এখনো পর্য্যন্ত তুলা-উৎপন্নকারীদের তুলার বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে সকল সুবিধা-সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, সেই সকল সুযোগের সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ক'রতে পারা যায়-নি।

পূর্ব্বে আমরা বলেছি, ভারতীয় তুলাকে জগতের অন্যান্য নামজাদা তুলার সঙ্গে এক আসনে বসাইতে চাইলে তার সমস্ত দোষ সংশোধন ক'রতে হবে।

কৃষি সমস্যা

রয়েল কৃষি কমিশন ভারতে এসে, সার, বীজ, ভারতীয় চাষ-বাসের ধারা, ভারতে উৎপন্ন শস্যাদির বাজার সম্বন্ধে সাক্ষ্য নিয়াছেন।

ভারতীয় কৃষি-সম্পদ বিক্রয়ের বিদেশী বাজার সম্বন্ধে তাঁদের আরো একটু পরিশ্রম করা উচিত ছিল; এ-বিষয়ে তাঁরা অধিক তথ্য সংগ্রহ করেন-নি। আমাদের শস্যাদি ইউরোপে অধিকাংশ রপ্তানি হয়; সেই বাজার সম্বন্ধে অধিকতর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ইতিমধ্যেই ল্যাঙ্কাসায়ারের তুলার বাজার থেকে অল্প মূল্যের মার্কিন তুলা ভারতীয় ব্রোচ, টিনেভেলি ও ক্যামবোডিয়াস প্রভৃতি তুলাকে একেবারে বিতাড়িত ক'রেছে।

আর্জ্জেন্টাইন অয়েল সিডের প্রতাপের দরুণ ভারতীয় অয়েল সিডের মূল্য বিদেশী বাজারে কমে গেছে।

সেই জন্যই ব'ল্‌ছি, ভারতের উদ্বৃত্ত কৃষি-সম্পদ জগতের যে সকল বাজারে বিক্রয় হয়, সেই বাজার গুলির পূর্ণ তথ্য আমাদের জানা কর্ত্তব্য।

আর একটা প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য ক্যানেডা, নিউজিলাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার নিকট থেকে।

ঐ সকল দেশে কৃষকেরা, যারা তাদের কৃষি কার্য্যের জন্যে সার, বীজ ইত্যাদি ক্রয় করে এবং ক্ষেত্রে উৎপন্ন মাল বিক্রয় করে, তারা নিজেদের মধ্যে একটা সঙ্ঘ (association) স্থাপন করে।

আমাদের দেশে কৃষকেরা মিলিত হ'য়ে যদি ঐ সঙ্ঘ স্থাপন ক'রে, তাহলে নিশ্চয় তাদের অনেক সুবিধা হবে। সার, বীজ, বলদ ইত্যাদি কৃষি কার্য্যের প্রয়োজনীয় রসদ ক্রয় কর্‌বার সময় এবং উৎপন্ন মাল বিক্রয় কর্‌বার সময় তা'রা নানা প্রকার সুবিধা ভোগ কর্‌তে পারবে।

গুলগুল্লা।

শোণিত, শুক্র ও আভ্যন্তরিক বল বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

বিশেষতঃ

বেরিবেরিতে বা অন্য কোন কারণে যাহাদের হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হইয়াছে তাঁহারা গুলগুল্লার ১ মাত্রা সেবনেই আশাতীত উপকার বুঝিতে পারিবেন। চারি আনা পাঠাইলে ২ মাত্রা গুলগুল্লা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

বিশ্বনাথ ব্রাদার্স

১৪০।৯ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের আমদানী ও রপ্তানি মালের হিসাব

১৯২৬—২৭ সালে ব্রিটীশ ভারতে আমদানী মালের হিসাব

১৯২৫—২৬ সালে ব্রিটীস্ ভারতে—খাদ্য দ্রব্য, মদ ও তামাক যে পরিমাণে আমদানী হইয়াছিল, ১৯২৬—২৭ সালে তাহা অপেক্ষা বেশী মাল আমদানী হইয়াছে। ১৯২৬ সাল অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে ৬৭ লক্ষ টাকার মাল বেশী আমদানী হইয়াছে অর্থাৎ মোট ৩ কোটী ৯২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে।

কাঁচা তুলা ও কেরোসিন তৈল গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে মার্চ্চ মাসে ৫৩ লক্ষ টাকার বেশী আমদানী হইয়াছে।

১৯২৬—১৯২৭ সালে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কোন্ দ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল; অর্থাৎ এবৎসর নিম্নলিখিত মালের আমদানী বাড়িয়াছে এবং মোট কত টাকার মাল আমদানী হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

বৃদ্ধি

চিনি	...	২৩০০১২৩৲
গম	...	৩৫৩৮৯১৭৲
কেরোসিন তৈল	...	২১৪০০৩০৲
কাঁচা তুলা	...	৪১৯৬৮৫৯৲
তুলার দ্রব্য ও কৃত্রিম রেশম		৬৫৩৪৪৮৲

—০—

হ্রাস

নিম্নলিখিত দ্রব্যের আমদানী হ্রাস হইয়াছে :—

লৌহ ও ইস্পাত থালা	৬২৫৮৮৯৩৲
কড়ি বড়গা ইত্যাদি	৮৯৫১১১৲
রেলওয়ে ওয়াগান	১৩২৫১৬১৲
তুলার সূতা	১৭২৩০১৯৲
তুলার দ্রব্য (ধুসর বর্ণ)	৩৪২৮৬২৮৲

নিম্নে কতকগুলি দ্রব্যের বিবরণ দেওয়া গেল যাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, কোন মাল বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য খুব কমিয়া গিয়াছে, আবার কোন দ্রব্য খুব কম পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

	দ্রব্যের পরিমাণ	মূল্য
		(হ্রাস—, বৃদ্ধি+)
সাইকেলের টিউব...	+১৭৩৩০নং	—১৯২৪৪৲
লবণ...	—৩৭২৩টন	+৫০৯৪২৭৲
দস্তানা...	+২০৪ হন্দর	—১০৯৩৯২৲
চা...	+৯৯০২৯ পাউণ্ড	১১৯৯৫৭৲
তুলার সূতা...	+২৬২৪৮ ”	—৫৮৫৪৯৲
মটর গাড়ী...	—১৯৭নং	+৩৮০১২৲
রঙ্গীন দ্রব্য...	+৬৮৮৩৪৬৯ গজ	—২৭৭৯৮৪৲

—০—

১৯২৬—১৯২৭ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি মাল কি পরিমাণে হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইয়াছে ও সেই সঙ্গে মূল্যেরও তারতম্য হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৃদ্ধি

কালো চা	...	১১৫১৯০৬৲
কফি	...	১৯৭০৬০৮৲
তিসি	...	১১১৮৮৭৬৲
মসিনা	...	১১১৪৮৮২৲
কাঁচা পশম	...	১৬৪১৩৯২৲
তুলার দ্রব্য	...	২৭২৩০১৩৲

—•—

হ্রাস

চাউল	...	১২০০৭১৩৫৲
কাঁচা চামড়া	+	১২১৩৬৬০৲
চীনা বাদাম	...	৬৬২৬১০৬৲
কাঁচা তুলা	...	৮৩০১২৯৭৲
কাঁচা পাট	...	১৬৯৭৯০৯৲
চট্ ও থলে	...	৩৮৪৫৯০৯৲
কাপড়	...	২৬৯৯২০৪৲

—•—

নিম্নে কতকগুলি প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের নাম দেওয়া গেল, যাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে কোন্ কোন্ মাল বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে, কিন্তু মূল্য খুব কম পাওয়া গিয়াছে ; আবার কোন্ কোন্ মাল কম পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে, কিন্তু মূল্য খুব বেশী পাওয়া গিয়াছে।

	দ্রব্যের পরিমাণ	মূল্য
নানাবিধ জন্তু	+৯১৭৭নং	—৭৬৯৮৯৲
গরুর চামড়া	+৬৩টন	—৭৪১৭১৲
গালার বীজ	—১১০হন্দর	+২২৪৬৩৲
পাকান চামড়া	—৩০টন	+৪৯০৩২৲
গুঁড়া হাঁড়	—৬৪৩টন	+১৫৫৩৯৲
গ্যানিবাদা	+১১৫৯৬৫৩নং	—৩১৪৭৮১৩৲
গ্যানি ক্লথ	+১১৬৪৫৪৫০গজ	—২৬৯৯২০৪৲
কাঁচা তুলা	+৫৫৩০টন	—৮৩০১২৯৭৲
লৌহ	—২০৬টন	+২৭৬২৮৲
টিন	+৭১হন্দর	—২২৬১৩৲
কাঁচা রবার	+২৪০৬৩পাউণ্ড	—৫৬৭২৭৬৲
ঝাল মসলা	+৬৪৫০হন্দর	—৩০৬৫৭৯৲
কাঁচা পাট	+২৪৪৬৪টন	—১৬৯৭৯০৬৲

১৯২৬—১৯২৭ সালে বোম্বে হইতে আমদানী ও রপ্তানি মালের মোট মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে ২৩.৪১ কোটী টাকা ; কিন্তু গত ১৯২৫—২৬ সনে আমদানী রপ্তানি মালের মূল্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এ বৎসর মোট ৩৪.৯ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, সোণা খুব কম পরিমাণে আমদানী হইয়াছে এবং বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য খুব কম আসিয়াছে।

কাঁচা তুলা খুব বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে। ৬২১৫ টন তুলা রপ্তানি হইয়াছে, ইহার মূল্য ৪২,৩৭ লক্ষ টাকা।

ছিটের দ্রব্য ২৫ লক্ষ গজ আমদানী হইয়াছে, ইহার মূল্য ১০.৯২ লক্ষ টাকা।

কেমিক্যাল ও ঔষধি ৮১.৬ লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে। কাঁচা পশম ৭ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে। ৭ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার রেলওয়ে রলিং ষ্টক আমদানী হইয়াছে।

৬ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার তামাক আমদানী হইয়াছে, কিন্তু কয়েকটী দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ ও মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী ১৯ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা হ্রাস হইয়াছে। খনিজ তৈল প্রায় ৩৫ লক্ষ গ্যালন কম আমদানী হইয়াছে, ইহার মূল্য ১০কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা।

কেরোসিন তৈল ১৫ লক্ষ গ্যালন কম আসিয়াছে ইহার মূল্য ৭ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা। তুলার দ্রব্য ১৬৩০০০ পাউণ্ড কম আমদানী হইয়াছে, ইহার মূল্য ৭ কোটী ৪ লক্ষ টাকা; চিনি ৩২১৪ টন কম আমদানী হইয়াছে, ইহার মূল্য ৬ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা। নানাবিধ কলকব্জার দ্রব্য ৬কোটী ৪১ লক্ষ টাকার কম আমদানী হইয়াছে। সাদা ও রঙ্গীন তুলার দ্রব্য ৬ কোটী ২ লক্ষ টাকার কম মাল আমদানী হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন যে বিবিধ দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে তাহার মূল্যের পরিমাণ ১০ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু গত ১৯২৫—২৬ সালে ৯ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছিল।

—•—

কলিকাতার অবস্থা

১৯২৭ সালে মার্চ্চ মাসে কলিকাতা হইতে বিদেশে যে সকল মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছে, তাহার অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। আমদানী মালের পরিমাণ যৎসামান্য বাড়িয়াছে। ইহা পাঁচ কোটী বত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে সাত কোটী উনত্রিশ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে; কিন্তু রপ্তানি মালের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। ইহা দশ কোটী দশ লক্ষ টাকা হইতে নামিয়া আট কোটী পঁচাত্তর লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসরের মার্চ্চ মাসের আমদানী ও রপ্তানি মালের পরিমাণের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ মাসে পঁচানব্বই লক্ষ টাকার মাল কম আমদানী হইয়াছে ও সত্তর লক্ষ টাকার কম মাল রপ্তানি হইয়াছে।

—•—

আমদানী

বর্ত্তমান বৎসরে মার্চ্চ মাসে কি পরিমাণে মাল আমদানী হইয়াছে, তাহার মোটামোটি হিসাব ও ইহার সহিত গত ১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসের আমদানী মালের সহিত তুলনা করিয়া, নিম্নে সমস্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

তুলার দ্রব্যাদি	২৫১ লক্ষ টাকা	(—৮৬)
চিনি	৬৮ "	(+১৭)
লৌহ ও ইস্পাত	৫৭ "	(—৩১)
খনিজ তৈল	৩০ "	(+১৬)
কলকব্জা ইত্যাদি	৩৩ "	(—১৫)
অন্যান্য ধাতু	২৪	(—৬)
লৌহ লক্করের দ্রব্যাদি	১৪ "	(—৪)
ইলেক্‌ট্রীকের যন্ত্রপাতি	১১ "	(+২)
সুপারী	৯ "	(+৩)
মদ্যাদি দ্রব্য	৯ "	(সমান)

রিফাইন চিনির ব্যবসায়ে আলোচ্য মাসে একটু উন্নতি দেখা গিয়াছে। গত মাসে ২১৩৪৯ টন চিনি আমদানী হইয়াছিল; কিন্তু আলোচ্য মাসে ২৭১৫৪ টন চিনি আমদানী হইয়াছে। ইহার মূল্য মোট ৬২ লক্ষ টাকা। কিন্তু গত মাসে যে চিনি আমদানী হইয়াছিল, তাহার মূল্য উঠিয়াছিল মাত্র ৪৬ লক্ষ টাকা। লৌহ, ইস্পাত ও খনিজ তৈলের ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে; বিশেষতঃ খণিজ তৈলের আমদানী বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কেরোসিন তৈল খুব বেশী পরিমাণে আমদানী

হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাস অপেক্ষা মার্চ্চ মাসে কল, কব্জা, নানাবিধ ধাতু ও ইলেক্‌ট্রীকের যন্ত্রাদির আমদানী বাড়িয়া গিয়াছে।

রপ্তানি

১৯২৬ সালে মার্চ্চ মাসে যে পরিমাণ মাল কলিকাতা হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া আলোচ্য মাসে যে মাল রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

পাট হইতে তৈয়ারী দ্রব্যাদি	৩৯২ লক্ষ টাকা		(—৬৫)
কাঁচা পাট	৫৬	„	(+২৭)
চাম্‌ড়া	৪১	„	(—৭)
গালা	৩৭	„	(—৬)
ছোলা, মটর ও ভুসি	৩৩	„	(+২)
লৌহ	১৪	„	(সমান)

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চা, ছোলা, মটর, ময়দা ও লৌহ ব্যতীত আর সমস্ত দ্রব্যই কম পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। পাট হইতে তৈয়ারী নানাবিধ দ্রব্যাদি এই মাসে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে ৫৯৮২১ টন মাল রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু মার্চ্চ মাসে ৬৫৭১৪ টন মাল রপ্তানি হইয়াছে। মার্চ্চ মাসে যে চট বা থলে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জাভা গ্রহণ করিয়াছে, এবং ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ বেশীর ভাগ কাপড় গ্রহণ করিয়াছে। এক মাত্র জার্ম্মাণীতেই এবার কাঁচা পাটের চাহিদা খুবই ছিল, অন্য কোন দেশে সেরূপ চাহিদা ছিল না। যুক্তরাজ্যে এই মাসে চায়ের চাহিদা খুবই বেশী ছিল। চামড়া ও গালার চাহিদা জার্ম্মাণী ব্যতীত আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় নাই।

শস্যের পূর্ব্বাভাস

শস্য ও তাহার পূর্ব্বাভাস	স্থানের নাম	আনুমানিক একর
পাট (শেষ)	বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা	৩৬৩০০০০
তুলা	সমস্ত তুলা উৎপত্তির স্থান	২৪৯৭ ০০০
আঁক	যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা বাংলাদেশ, মাদ্রাজ বম্বে ও সিন্ধু প্রদেশ, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, ও বেরার, দিল্লী, মহীশূর ও বরদা	২৯২০০০০
মসিনা	যুক্তপ্রদেশ, বর্ম্মা, মাদ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ, ও বেরার, বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, আজমীর, মারওয়ারা, হায়দ্রাবাদ, বরদা ও কোটা	৪৭৬৪০০০
চীনা বাদাম	মাদ্রাজ, বর্ম্মা, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদ	৪১৬৩০০০
নীল	মাদ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বম্বে ও সিন্ধু প্রদেশ	১০০৪০০

তিল	যুক্তপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বোম্বাই প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, আজমীর, মারওয়ারা, হায়দ্রাবাদ, বরদা ও কোটা	৪৭৬৪০০০
চাউল	বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বর্ম্মা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও বেরার, আসাম, বম্বে ও সিন্ধু, কুর্গ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও বরদা	৭৯১৩৩০
সরিষা	যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম, বম্বে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী, বরদা, হায়দ্রাবাদ ও আলোয়ার	৫৪৯১০০০
তিসি	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, যুক্তপ্রদেশ বিহার ও উড়িষ্যা, বম্বে, বাংলাদেশ পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, ও কোটা	৩৩৪৮০০০
গম	পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বম্বে, বিহার ও উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলাদেশ, দিল্লী, আজমীর, মারওয়ারা, মধ্য ভারত, গোয়ালিয়র, রাজপুতনা, হায়দ্রাবাদ, বরদা ও মহীশূর	৩০৮৯১০০০
রেড়ীর বীজ	(সমস্ত রেড়ীর চাষের স্থান)	১৩৭২০০০

ভারতে সরিষার অবস্থা

—•—

(১৯২৬—২৭)

১৯২৬—২৭ সালে সারা ভারতে ৫৪৯১০০০ একর জমাতে সরিষার আবাদ হইয়াছে। ইহাতে মোট ৯৮৩০০০ টন সরিষা পাওয়া গিয়াছে। কোন্ প্রদেশে কত একর জমাতে সরিষার আবাদ হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল।

প্রদেশের নাম	১৯২৬—২৭	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭	১৯২৫—২৬
	একর হিঃ	একর হিঃ	টন্ হিঃ	টন হিঃ
যুক্তপ্রদেশ	২৩৯০০০০	২৫৯৩০০০	৪৪৯০০০	৪২৮০০০
পাঞ্জাব	৮৭৭০০০	৭৫২০০০	১২৪০০০	১২৫০০০
বাংলাদেশ	৭৫৭০০০	৭৩১০০০	১৩২০০০	৮৪০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৭৩১০০০	৭৪৮০০০	১৬০০০০	১৬২০০০
আসাম	৬৪৭০০০	৩৫৮০০০	৬৬০০০	৭৪০০০
বম্বে	২১০০০০	১৫৯০০০	২১০০০	১৬০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯৩০০০	১১৮০০০	৯০০০	১১০০০
দিল্লী	৩১০০	৫০০০	৪০০	৭০০
বরদা	২১০০০	১৮০০০	৪০০০	২০০০
আলওয়ার (রাজপুতনা)	৫৩০০০	৫৪০০০	৮০০০	৭০০০
হায়দ্রাবাদ	৭০০০	১০০০০	৩০০	৫০০
মোট	৫৪৯১০০০	৫৫৪৬০০০	৯৮৩০০০	৯০৯০০০

তূলার অবস্থা

প্রদেশ ও ডিভিসন বা ব্লক	১৯২৭ সনের ৭ই হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বেল হিঃ	ঐ ব্লকের মধ্যে কোন্ কোন্ জেলা ধরা হইয়াছে
বম্বে		
১। কন্‌কন্ ও বম্বে বন্দর	২৭৫৯৬	থানা, কোলাবা, বোম্বাই দ্বীপ
২। গুজরাট	২৫২৬২৯	আমেদাবাদ, কয়রা, পানচ্, মাহাল, ব্রোচ ও সুরাট
৩। উত্তর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ	২৬৯৪০৬	পশ্চিম খান্দেস্, পূর্ব্ব খান্দেস্ ও নাসিক।
৪। পূর্ব্ব দাক্ষিণাত্য প্রদেশ	৮১২৯৯	আমেদনগর, সোলাপুর ও বিজাপুর
৫। পশ্চিম দাক্ষিণাত্য প্রদেশ, দক্ষিণ মারহাট্ট প্রদেশ	৫৬৪৬০	পুণা, সাতারা ও রত্নগিরি, বেলগাঁও, ধারওয়ার, কানাড়া।
৬। সিন্ধুদেশ	১৬৭৬১৮	সিন্ধুদেশের সমস্ত জেলা
মোট	৮২৭৪১২	
বাংলা দেশ	২১৭৫০	বাংলা দেশের সমস্ত জেলা
যুক্ত প্রদেশ		
১। আপার দোয়াব	৭৯১২৯	দেরাদুন, সাহারানপুর, মিরাট, বুলন্দ সহর, আলিগড়, মুজাফর নগর
২। মধ্য দোয়াব	৬১২৪১	মথুরা, ফরুক্কাবাদ, এতোয়া, আগরা, মেনপুরি, এতোয়া
৩। নিম্ন দোয়াব ও বুন্দেলখণ্ড	৩২২৬৬	কাণপুর, ফতেপুর, এলাহাবাদ, ঝান্সি, জালাউন, হামিরপুর, বান্দা
৪। রোহিলখন্দ	২০০১৬	হরিদ্বার, সাহাজাহানপুর, বেরিলি, মোরাদাবাদ, বুদাউন, বিজনর, পিলিভিট্, নৈনিতাল, আলমোরা, গারওয়াল

৫। প্রদেশের অন্যান্য অংশ	মিরজাপুর, বেনারস্, জৈনপুর, গাজিপুর, আজামগর, বেলিয়া, গোরক্ষপুর, বস্তি, গণ্ডা, বাহারাইব, খেরি, সীতাপুর, লক্ষ্ণৌ, বরাবাস্কি, রায়-বেরিলি, সুলতানপুর, ফয়জা-বাদ, প্রতাপগড়।

মোট ১৯২৬৫২

তিসির অবস্থা

১৯২৬-২৭ সালে সারা ভারতে ৩৩৪৮০০০ একর জমীতে তিসির আবাদ হইয়াছে। ইহাতে অনুমান মোট ৪০৭০০০ টন তিসি পাওয়া যাইবে। কিন্তু গত বৎসরে ৪০২০০০ টন তিসি পাওয়া গিয়াছিল। কোন্ প্রদেশে কত একর জমীতে তিসির আবাদ এবং ঐ প্রদেশে কত টন তিসি পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল।

প্রদেশের নাম	একর হিঃ ১৯২৬—২৭	একর হিঃ ১৯২৫—২৬	টন হিঃ ১৯২৬—২৭	টন হিঃ ১৯২৫—২৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১১২১০০০	১২৫০০০০	৮১০০০	৮১০০০
যুক্ত প্রদেশ	১০৬১০০০	১০৮৩০০০	২৮১০০০	১৬৮০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৬৪৪০০০	৬৮৭০০০	৯৮০০০	১০৩০০০
বোম্বে	১০১০০০	২৩০০০০	৮০০০	১১০০০

বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কের জীবন নাট্যের যবনিকাপাত হইয়া গিয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি কষ্টেলো রায় দিয়াছেন—"সকল দিক বিচার করিয়া ব্যাঙ্কের Compulsory Liquidation অর্থাৎ আদালতের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাধীনে লিকুইডেশন্ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম।"

সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা—বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তখন বাংলার বুকের উপর দিয়া স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছে—সমস্ত বাংলার প্রাণে আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে—বাঙালী "মানুষ" হইবার জন্য তখন ব্যস্ত। নেতৃবর্গ দেখিলেন, স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে, জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা অসম্ভব; কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হইবে কেমন করিয়া? টাকা কোথায়? ইতিপূর্ব্বে কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই—চক্ষের সম্মুখে কোন জীবন্ত আদর্শ বর্ত্তমান না থাকায় বাংলার মহাজন ভীরু হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা নিজেরা শিল্পে বাণিজ্যে টাকা খাটাইতে চাহেন না—অপরে কারবার ফাঁদিলে ঋণদান করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে চাহেন না—সর্ব্বোপরি কেহই কাহাকে বিশ্বাস করে না, বা বিশ্বাস করিতে চাহে না। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক কারবারী লোককে টাকা ধার দেয়। কিন্তু বাংলায় যে সমস্ত বৈদেশিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আছে, তাহারা সাধারণতঃ কোন বাঙালীকেই টাকা ধার দিতে চাহে না; বাঙালীকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে তাহারা নারাজ। এরূপ স্থলে একটী স্বদেশী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা ভিন্ন উপায় নাই। কাজেই নেতৃবর্গের চেষ্টায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক নাম দিয়া বাংলার টাকায়, বাঙালীর পৃষ্ঠপোষকতায়, বাঙালীর কর্ত্তৃত্বাধীনে একটী সম্পূর্ণ বাঙালী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল।

মনে আছে এই ব্যাঙ্ক এবং বঙ্গলক্ষ্মীর সেয়ার বেচিবার জন্য বাংলা দেশের নানাস্থানে সভা সমিতি করিয়া দিবারাত্রি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলাম, এবং বহুল টাকার সেয়ার আমরা বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলাম।

১৯০৭ সালে যাহার জন্ম হইয়াছিল ১৯২৭ সালে তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু এই মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নহে, ইহা ব্যাঙ্কের অপমৃত্যু। যাহারা এতদিন রক্ষকের বেশে অভিভাবক সাজিয়া ইহার সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন, তাঁহারাই আজ ভক্ষকরূপে ব্যাঙ্কের, দেশের এবং দশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ককে একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান ভাবিয়া, প্রত্যেক বাঙ্গালীই এতদিন গৌরব অনুভব করিত এবং বহুলোক নিজেদের টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া উহাকে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে—কিন্তু হায়! কয়েকজন স্বার্থান্ধ ব্যক্তির পাল্লায় পড়িয়া কি সর্ব্বনাশই না হইয়া গেল—বাংলার গৌরব আজ বাংলার কলঙ্কে পরিণত হইয়াছে।

গত এপ্রেল মাসে সহসা একদিন প্রচারিত হইল বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হইয়াছে। তখন আমরা সেই কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। মন কেবলই বলিতেছিল—আহা! তাও কি সম্ভব? কিন্তু কালের কুটিল গতিতে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। মন কর্ণকে অবিশ্বাস করিয়াছিল, কিন্তু চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না।

তখন ভাবিলাম—"কেন এমন হইল? কাহার দোষে এমন হইল? যে সমস্ত কুলাঙ্গার এমন করিয়া বাঙালীর মাথা হেঁট করিয়াছে, তাহাদের নাম কি?" ব্যাঙ্ক হইতে উত্তর আসিল, "স্বরাজ্য পার্টি।" রাজনৈতিক শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বরাজ্যপার্টিই নাকি "ফরওয়ার্ড" ও "আত্মশক্তির" মারফতে ব্যাঙ্কের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া দিয়া উহার ধ্বংস সাধনে সহায়তা করিয়াছে।" ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টারগণ নামজাদা লোক—তাঁহাদের বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, খ্যাতি আছে—তাঁহারা আবার দেশনেতা; কাজেই তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলাম, ভাবিলাম—ঠিক ত। এমন করিলে কি ব্যাঙ্ক টিকিয়া থাকিতে পারে? দোষ—"স্বরাজ্য পার্টির।" বৈশাখের সংখ্যায় আমরা সেই কথাই লিখিয়াছি।

কিন্তু এ কি কথা শুনি আজ? আর কেমন করিয়া মনকে চোখ ঠারিব? কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব—ডাইরেক্টারগণ নির্দ্দোষ? হাইকোর্টের মামলায় ব্যাঙ্কের সকল কাহিনীই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—ডাইরেক্টারদিগের সমস্ত কেচ্ছা—তাহাদের সয়তানীর কথা কিছুই আজ কাহারও অবিদিত নাই।

বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যাঙ্ক বন্ধ করিবার জন্য ব্যারিষ্টার মিঃ এস্, এন্, ব্যানার্জ্জী ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন—কর্ম্মকর্ত্তাদের পক্ষ হইতে তাহার কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। ইহা হইতে মনে হয়, ঐ সকল অভিযোগ সত্য। মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন—ডাইরেক্টারদিগের গুণের কথা বলিতে গেলে মহাদেবের মত পঞ্চানন হইতে হয়। তাহারা বহু টাকা নিজেরা নষ্ট করিয়াছে এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে লাখ লাখ টাকা ধার দিয়াছে—চোখ কাণ বুজিয়া যাহাকে তাহাকে Overdraft বা ধার দিয়াছে অথচ তাহার জন্য কোনও security রাখে নাই। এক কথায় বলিতে গেলে ওই সব ডাইরেক্টার ধুরন্ধরগণ সাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থ লইয়া দস্তরমত ছিনি মিনি খেলিয়াছে। মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন—এই সমস্ত মহাত্মা গরীবের ধন আত্মসাৎ করিয়া জুড়ী গাড়ী কিনিয়াছে, বড় বড় বাড়ী কিনিয়াছে এবং আরও কত কি করিয়াছে কে বলিবে?

এই যে পুকুর চুরি হইল, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? বিচারপতি কষ্টেলো বলিয়াছেন—'অভিযোগ সত্য হইলে ডাইরেক্টারদিগের মধ্যে অন্ততঃ দুইজনকে (অর্থাৎ বি, কে, লাহিড়ী এবং ভূপেন বাড়ুজ্যেকে) ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা যাইতে পারে।' অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে, ব্যাঙ্কের মহাজনগণ কি প্রতারকদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য এই রকম ব্যবস্থার আশ্রয় লইবেন না?

একজন দরিদ্র এবং অশিক্ষিত চোর পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া দুই টাকা চুরি করিলে তাহাকে ছয় মাস জেল খাটিতে হয়, আর যাহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং ধনবান, যাহাদের অন্নের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, তাহারা যদি লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে, তবে তাহাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত?

তারপর আইনের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু সমাজ? সমাজের চক্ষে কি তাহারা অপরাধী নহে? সমাজ তাহাদের জন্য কোন্ শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছে?

বড় আশা করিয়াই বাঙালী বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা আনন্দ করিত, তাহারা গৌরব অনুভব করিত যে, তাহাদেরও একটী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত প্রকাণ্ড জাতীয় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। কত লোকের যথাসর্ব্বস্ব ইহাতে গচ্ছিত ছিল—কত নবজাত প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মূলধন ব্যাঙ্কের সিন্দুকে আবদ্ধ ছিল—ব্যাঙ্কের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে

হইয়াছে। যাহারা ইহার পতনের জন্য দায়ী, তাহারা যত বড়ই হোম্‌রা চোম্‌রা হউক না, তাহাদের অপমানের চূড়ান্ত করা উচিত। সাজা না পাইয়াই ত দুরাশা বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণের অর্থের হিসাব নিকাশ দিতে হয় না বলিয়াই ত আমাদের দেশে নেতাগিরি একটা পেশার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। সকলেই জানে, জাতীয়তার দোহাই দিয়া যে টাকা তোলা যায়, তাহার মা বাপ নাই, বরং সেই টাকা আত্মসাৎ করাই যেন অনেকটা বাহাদুরীর কাজ।

এমন করিয়া কত টাকাই না "নয়-ধয় ছয়" হইয়া গেল। স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের নামে—স্বদেশ উদ্ধারের নামে—কতবার কত ফণ্ডে চাঁদা তোলা হইল। কিন্তু ফল হইল কি? ফল হইল এই যে, যাহাদের ট্রামে চলিবার পয়সা জুটিত না, তাহারা এখন মটর না হইলে একপাও চলিতে পারে না; অথচ যাহাদের জন্য যাহাদের টাকা গ্রহণ করা হইল, তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

কিন্তু এমন করিয়া কতকাল চলিবে? জন সাধারণ অন্ধ বলিয়া চিরদিনই কি তাহারা অন্ধ থাকিয়া যাইবে? ভোলা মহেশ্বর কি জাগিবেন না?

এতদিন ভুয়া দেশাত্মবোধ চোরদের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে—ভুয়া দেশপ্রেম তাহাদের চৌর্য্য কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে। কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কলঙ্ক কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িলেই সংবাদপত্র বলিয়া আসিয়াছে, "চুপ! চুপ!" নেতারা বলিয়াছেন —"চুপ! চুপ!" তাহাদের কলঙ্ক কাহিনী বাহির হইয়া পড়িলেই নাকি আমাদের জাতীয় ইজ্জৎ নষ্ট হইয়া যাইবে—জগৎ সভায় আমরা খাট হইয়া পড়িব। একে মেকলে সাহেব বলিয়াছেন—'বাঙ্গালী মিথ্যাবাদীর জাত।' তাহার উপর আমাদের মিথ্যাচার প্রকাশিত হইয়া পড়িলে আর কি রক্ষা আছে? আমাদের মান থাকিবে যে?

কোন দেশনেতা অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার যো নাই। দেশশুদ্ধ বলিয়া উঠিল—"চুপ! চুপ! দেশনেতা বরেণ্য ব্যক্তি তাঁহার কি নিন্দা করিতে আছে? ছিঃ!" এস্থলে নেতৃবর্গ যে চোর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বাহিক প্রলেপ লাগাইয়া দেহের দুষ্ট ব্রণ চাপিয়া রাখিয়া লাভ নাই, তাহাতে দেহের সর্ব্বনাশই সাধিত হয়। শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই এ কথা সত্য নহে, জাতীয় জীবনেও ঠিক এই কথা খাটে। দেশের গলদ যাহা—জাতির গলদ যাহা, তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রকাশিত করিয়া দাও। মিথ্যা আত্মসম্মান বজায় রাখিতে গিয়া, পাপের প্রশ্রয় দানে, জাতির সর্ব্বনাশ টানিয়া আনিও না।

বড় লোকের কলঙ্ক কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, জগৎ সভায় তোমরা হাস্যাস্পদ হইবে—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং সত্যের খাতিরে, ন্যায়ের খাতিরে, তোমরা যদি তোমাদের অবিসংবাদিত নেতাকেও সামান্য লোকের মত শাস্তি দিতে দ্বিধা বোধ না কর—তবেই বুঝিব, তোমাদের মধ্যে তেজ আছে, শক্তি আছে। জগৎ বুঝিবে বাঙালীর স্বদেশিকতা কেবল কথার কথা নহে—উহা ন্যায় ও ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যায়ের পোষকতা করিয়া কখনও কোন জাতি বড় হইতে পারে নাই—বড় হইয়াছে অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া একথা যেন যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরদিগের পক্ষ হইতে কেহ কেহ বলিতেছেন—'দেশের অন্যান্য কয়েকটী স্বদেশী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে গিয়াই ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেল। ডাইরেক্টারদিগের দোষ কি?'

আমরা স্বীকার করি, স্বদেশী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা খুবই ভাল কথা। কেননা, কোন বিলাতী বা অবাঙালী ব্যাঙ্কই বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে টাকা

ধার দিয়া সাহায্য করিতে চাহে না; কিন্তু তাই বলিয়াই কি দানছত্র খুলিতে হইবে? কোনরূপ সিকিউরিটি না লইয়া যাহাকে তাহাকে যত ইচ্ছা টাকা ধার দিতে হইবে? ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, চোর, জোচ্চোর কোনও বাদ বিচার করিবেনা?

তাহার পর এই সমস্ত তথা কথিত স্বদেশী ব্যবসায়ী কাহারা? মামলায় প্রকাশ যে, যে সমস্ত কোম্পানীকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই মিঃ বি, কে লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি ছিল না যদি ব্যাঙ্কের টাকা লইয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলি সত্য সত্যই উন্নতি করিত। কিন্তু সকলেই জানে যে, উহাদের একটীও বাঁচিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহা হইলে ইহা হইতে কি বুঝিব? ইহা হইতে কি এই বুঝিব না যে, ব্যাঙ্কের টাকা নষ্ট হইয়া যাইবে জানিয়াও ওই সমস্ত ধ্বংসোন্মুখ কোম্পানীকে সাহায্য করা হইয়াছিল?

তা'র পর মিঃ বি, কে, লাহিড়ী ব্যাঙ্কের নামতঃ ডিরেক্টর হইলেও, কার্য্যতঃ তিনিই ব্যাঙ্কের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা স্বরূপ ছিলেন। আবার যে সকল কোম্পানীতে টাকা ধার দিয়া ব্যাঙ্ক ফেল হইল, সেই সকল কোম্পানীরও ম্যানেজিং এজেন্ট ও কর্ণধার তিনিই ছিলেন। সুতরাং যখনই এই সকল কোম্পানীর টাকার অভাব হইয়াছে, তখনই তিনি ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে টাকা তুলিয়া ইহাদের দিয়াছেন। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, যিনি ব্যাঙ্কের রক্ষক ছিলেন, তিনিই শেষে ভক্ষক সাজিয়া, তাঁহার পরিচালিত অনুষ্ঠান সমূহের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছেন। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, এই অপকার্য্যে বাধা দিবার জন্ম অন্যান্য ডিরেক্টরগণ একবার টু শব্দও করেন নাই, তাহা হইলে হয়তঃ মিঃ বি, কে, লাহিড়ী এমন করিয়া লঙ্কা মজাইবার সুযোগ ও অবসর পাইতেন না।

কিন্তু এইখানেই অপরাধের শেষ নহে। বাংলার আর একটী বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্যও এই মহাপুরুষগণ দায়ী। মিলের ২৭ লক্ষ টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট জমা ছিল। কিন্তু উহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিঃ বি, কে লাহিড়ীর প্রচেষ্টায় ঐ ২৭ লক্ষ টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তুলিয়া আনিয়া অল্প সুদে বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। লাহিড়ী মহোদয় ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কেরও ডাইরেক্টার ছিলেন। কাজেই তাঁহার নিকট ব্যাঙ্কের প্রকৃত অবস্থা গোপন ছিল না। তথাপি তিনি যে বিবেচক হইয়াও এমন অবিবেচক হইলেন, তাহার কারণ কি? মিঃ এস্. এন্, ব্যানার্জ্জি বলিয়াছেন,—'ইহার একমাত্র কারণ মিলের টাকা ব্যাঙ্কে ফেলিয়া ব্যাঙ্ক হইতে তাহা নিজের পরিচালিত অনুষ্ঠান সমূহে নিয়োগ করার মতলব'। কার্য্য কারণ দেখিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জির কথাই সত্য বলিয়া মানিতে হয়।

ইহার আর একটা দিক ভাবিবার আছে। লাহিড়ী যে সকল কোম্পানীতে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার দিয়াছিলেন, তাহারা টিকিয়া থাকিলেও, যে নীতির বশবর্ত্তী হইয়া লাহিড়ী ইহাদের টাকা দিয়াছিলেন সে নীতির কদাচ সমর্থন করা যায় না। কারণ, এই সকল কোম্পানীর পরিচালক লাহিড়ী স্বয়ং; পরিচালক হিসাবে এই সকল কোম্পানী হইতে তিনি পারিশ্রমিকও লাভ পাইবেন, সুতরাং নিজের লাভের জন্য তিনি এই সকল অনুষ্ঠানকে ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে টাকা ধার দিয়া গিয়াছেন এবং কেহ বাধা দিবার না থাকায় শেষে দিগ্বিদিগ জ্ঞানহারা হইয়াই এই সকল কোম্পানীতে টাকা ঢালিয়া গিয়াছেন।

লোকে বলাবলি করিতেছে যে, এই সকল কোম্পানীতে যত পরিমাণ টাকা ধার দেওয়া দেখান হইয়াছে, সে টাকার সমস্ত সেই সকল কোম্পানীর কাজে ব্যয় হয় নাই—উহার অধিকাংশই দাতার পকেটেই গিয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছু বলা উচিত নহে; কিন্তু ইহা ঠিক যে, ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা এই সকল কোম্পানীকে ধার দেওয়া হইয়াছে, তাহা মিঃ লাহিড়ীর হাতেই গিয়াছে; কারণ লাহিড়ীই যখন ম্যানেজিং এজেন্ট, তখন টাকাটা তাহাকেই হাত পাতিয়া লইতে হইয়াছে এবং তাঁহাকেই খরচ করিতে হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে টাকা দিবার মালিক এবং খরচ করিবার মালিক একই ব্যক্তি হওয়ায়, লোকে নানা কথা বলার সুযোগ পাইতেছে এবং সে সম্বন্ধে কোন সদুত্তর দিবার উপায় নাই। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, এই সকল কোম্পানীকে রক্ষা করার অপর অর্থ এই যে, ম্যানেজিং এজেন্ট লাহিড়ীর লাভবান হওয়া। তাঁহার নিজের লাভের চেষ্টা সফল করিতে যাইয়া ব্যাঙ্কের দরজায় আজ তালা লাগাইতে হইল—এ কথা যাহারা বলিতেছে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। যদি লাহিড়ী নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যান্য কোম্পানীতে টাকা ধার দিয়া ব্যাঙ্ককে বিপন্ন করিতেন, অথচ সেই সকল কোম্পানীর সহিত তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধ কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে অবিবেচক এবং অবিমৃষ্যকারী বলিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু আজ যে ভাষায় লোকে তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছে, সে ভাষা প্রয়োগ করিবার কোনও কারণ হইত না।

গরীব বাঙ্গালীর মুখেরক্তউঠা টাকা যাহারা এই ভাবে নষ্ট করিয়াছে, তাহাদিগকে লোকে স্বদেশদ্রোহী বলিলে খুব অন্যায় হয় বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের ললাটে অগ্নির অক্ষরে "বিশ্বাসঘাতক" কথা লিখিয়া দেওয়া উচিত। ইহারা যাহাতে কোন সাধারণ কাজে যোগদান করিতে না পারে, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে না পারে, কোন সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতে না যায়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। অন্যায়কারী যে তাহাকে সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, সে অন্যায় করিয়াছে, সুতরাং তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে।

আশ্চর্য্য, যাহারা শত শত নরনারীকে পথের ভিখারী করিল—যাহাদের অপার অনুগ্রহে একাধিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস পথের যাত্রী হইয়াছে, তাহারা আজও বুক ফুলাইয়া, সাধারণের সম্মুখে বাহির হইতে সাহস পায়! বড় বড় প্রীতিভোজে তাহারা আজিও নিমন্ত্রণ পাইতেছে—আজিও তাহারা খোস্ মেজাজে সব পার্টিতে উপস্থিত হইয়া, হাসি মুখে আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেছে!

এই খানে আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে। Specie Bankএর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিখ্যাত চুণীলাল সরাইয়া যখন দেখিলেন যে তাঁহার silver speculationএর ফলে তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ব্যাঙ্ক (Indian Specie Bank) ফেল হইয়া গেল, তখন তিনি লজ্জায়, গ্লানিতে বাথ্‌রুমের মধ্যে আত্মহত্যা করিয়া জীবনের শেষ করিলেন। Specie Bankএর মধ্যে কোনও জুয়াচুরী কারবার ছিল না। রূপা একচেটিয়া করিবার (cornering silver) উদ্দেশ্যে চুণীলাল স্পেকুলেশন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উপর লোকের এত অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল যে, সমগ্র ভারতে তিনি Napoleon of financing অর্থাৎ টাকার বাজারে নেপোলিয়ন বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। সেই টাকার বাজারের নেপোলিয়ন যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বুদ্ধির দোষে ব্যাঙ্ককে লালবাতি জ্বালাইতে হইল, তখন তিনি দুঃখ,

গ্লানি, লজ্জা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া রাত্রি প্রভাত না হইতেই সকল লজ্জা ও লাঞ্ছনার অতীত হইয়া গেলেন।

আর এখানে দেখিতেছি, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক যাহারা ধ্বংস করিল, তাহারা হাসি মুখে বুক ফুলাইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া সমাজের বুকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু এরূপ ত ঘটিতে দেওয়া যাইতে পারে না—ইহা যে আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। যাহার যাহা প্রাপ্য, কড়া ক্রান্তি হিসাব করিয়া তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। চুরি, জুয়াচুরির জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। উহা অশিক্ষিত চোরের জন্য। শিক্ষিত চোরের জন্য কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করাই যুক্তিসঙ্গত।

চুরি জুয়াচুরি করিলে বিলাতি নেতারা জেলে যান। ওয়ার বণ্ডের কাগজ সম্পর্কে জুয়াচুরি করিয়া হাজার হাজার দীন দুঃখীকে ঠকাইবার অপরাধে ১৯২২ সালে একজন নামজাদা ইংরেজ ৭ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। আমরা পার্লিয়ামেণ্ট ও খবরের কাগজ মহলে নামজাদা হোরেশিও বটমলীর কথা বলিতেছি, আসল বটমলীর যদি জেল হইতে পারে, নকল বটমলীরা রেহাই পাইবে কেন?

আমরা এতক্ষণ ডাইরেক্টারদের কথাই বলিয়াছি। কিন্তু একমাত্র ডাইরেক্টাররাই অপরাধী নহে, ব্যাঙ্কের অডিটারদের অপরাধ আরও গুরুতর। মামলায় প্রকাশ, অডিটার মহোদয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৭৮০০০৲ টাকা ওভারড্রাফ্‌ট লইয়াছিলেন। অডিটারদের ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এক পয়সাও গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। জনসাধারণের অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে, কর্তৃপক্ষ কি করিতেছেন না করিতেছেন সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না। তাই হিসাব-নিকাশ পরীক্ষার জন্য অভিজ্ঞ এবং স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদিগকেই অডিটার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সেই সর্বসাধারণের প্রতিনিধি অডিটারই যদি বিনা সিকিউরিটিতে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকার ওভারড্রাফ্‌ট লইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা অনুমান করা আশ্চর্য্য নহে যে, ইহার হিসাব নিকাশে নিশ্চয়ই অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে। বিচারপতি কষ্টেলো ঠিক এই সন্দেহই প্রকাশ করিয়াছেন। হিসাব পরীক্ষার পর যদি অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে এই অডিটারগণ যাহাতে শ্রীঘরে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যাওয়ায় দেশের যে সম্যক্ অনিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বসিয়া বসিয়া হা-হুতাশ করিলে চলিবে না। অপরাধীদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিলেও কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না। যাহার অপরাধেই হউক না কেন, ঘর যখন পুড়িয়া গিয়াছে, তখন আবার নূতন উদ্যমে নূতন ঘর গড়িতে হইবে—যাহাতে আর সহজে আগুন লাগিতে না পারে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় আমরা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিলাম। এই শিক্ষার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের শিক্ষা

১। ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যাওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া যে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে,—তাহাতে বাংলার জনসাধারণ ব্যাঙ্কের আইন কানুন বা পরিচালনা সম্পর্কে অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছে। অতঃপর ব্যাঙ্কে টাকা ফেলিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে না। সর্ব্বদাই ইহার অবস্থার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে।

২। স্বদেশিকতার দোহাই দিয়া, এত দিন নানাপ্রকার জাল জুয়াচুরি চলিয়া আসিতেছে। দেশের লোক দেখিয়া শুনিয়াও, কখনও কোন প্রতিবাদ করে নাই। ব্যাঙ্কের মামলায় তাহাদের চোখ ফুটিয়া গেল। এবার হইতে সম্ভবতঃ তাহারা আর নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। নেতাদিগকে সাধারণের অর্থের কড়া ক্রান্তি হিসাব দিতে হইবে।

৩। ডাইরেক্টারগণ সাধারণের অর্থ এতদিন নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছেন। এখন হইতে তাঁহারা সাবধান হইয়া গেলেন। আর যে নির্ব্বিবাদে ভোগা দেওয়া যাইবে এমন ত মনে হয় না।

এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, সর্ব্বনাশের মধ্য দিয়াও আমাদের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে। এখন এই সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে হইবে। "যে মাটিতে পড়ে নর, উঠে তাই ধরে।" বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দুঃখ করিবার আছে, কিন্তু হতাশ হইবার কিছুই নাই। সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আর বর্ত্তমানে বাংলাদেশে ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কই একমাত্র বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক নহে। বাংলার বাঁকে এখন অনেক বড় বড় ব্যাঙ্কই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকটিতেই লাখ লাখ টাকার লেন দেন হয়। তাই বলিতেছিলাম, ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিবার আছে, কিন্তু হতাশ হইবার কিছুই নাই। কবির ভাষায় বলিতে হয়—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।"

পরিশেষে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। রায় এবং দাশেরা—যাঁহারা মামলা করিয়া ব্যাঙ্ককে কম্পালসারী লিকুইডেশন লইতে বাধ্য করিলেন, তাঁহারা দেশের ও দশের ধন্যবাদের পাত্র। "সংগঠন" "সংগঠন" বলিয়া একদল চীৎকার করিয়াছিল—সংবাদপত্রগুলির অধিকাংশই জাতীয় ইজ্জৎ রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল, এক রায় এবং দাশেদের চেষ্টায়ই সে সকল আস্ফালন নিষ্ফল হইয়া গেল। রায়েদের মোটে ১০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল, কিন্তু এই মামলায় দশ হাজার অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা তাঁহারা খরচ করিয়াছেন—শুধু কর্ম্মকর্ত্তাদিগের জাল জুয়াচুরি প্রকাশিত করিবার জন্য। ইহাতে দেশের পরম উপকার সাধিত হইল। আমরা ইঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অবস্থা

চেয়ারম্যান শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেনের পদত্যাগ

গত শনিবার ১৩ই আগষ্ট বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ডিরেক্টরদের এক সভায় উক্ত মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, কে, লাহিড়ী পদত্যাগ করিয়াছেন। ডিরেক্টরগণ তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া সেক্রেটারীকে মিঃ লাহিড়ীর নিকট হইতে কার্য্যভার বুঝিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন।

মিঃ আই, বি, সেনের পদত্যাগ

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের পরিচালক সমিতির সভাপতি মিঃ আই, বি, সেন গত ১৪ই আগষ্ট তারিখ পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। গত ১৫ই আগষ্ট ডিরেক্টরগণের সভায় এই পদত্যাগ পত্র উপস্থিত করা হয়। মিঃ আই, বি, সেন পদত্যাগ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"মহাশয়গণ, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে আমি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলাম। আমি এখন গভীর দুঃখের সহিত ঐ পদ ত্যাগ করিতেছি।

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে আমি জানিতে পারি যে, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক উক্ত মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, কে, লাহিড়ীর বিরুদ্ধে কয়েকটী গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। মিঃ লাহিড়ী নাকি ১৯২৬ সালে একাধিকবার মিলে মজুত মালের হিসাব খুব বেশী করিয়া দেখাইয়াছিলেন। কেন এইরূপ ভ্রমপূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক তাহার কৈফিয়ৎ চাহেন। তাঁহারা আরো জানিতে চাহেন যে, কোম্পানী পরিচালনার জন্য ভবিষ্যতে কি ব্যবস্থা করা হইবে, ব্যাঙ্ক কোম্পানীকে জামিন না লইয়া যে টাকা দিয়াছেন তাহাই বা কি ভাবে শোধ করা হইবে। ঐ কর্জ্জের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টাকা হইবে। ব্যাঙ্ক আরো জানিতে চাহেন যে, মিলটিকে যথাযথ ভাবে চালাইতে হইলে যে টাকার আবশ্যক, সে টাকাও বা কোথা হইতে আসিবে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত একমাত্র ব্যাঙ্কের নিকট ২২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা দেনা ছিল। অন্যান্য পাওনাদারের নিকট বঙ্গলক্ষ্মী ঐ সময় ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা দেনা ছিল। সুতরাং ঐ সময় মিলের মোট দেনা ২৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

বোর্ডের নিকট তখন তিনটি সমস্যা উপস্থিত হয়। যথা—

(১) অবিলম্বে ব্যাঙ্কের ১৬ লক্ষ টাকা মিটাইয়া দেওয়া,

(২) অন্যান্য পাওনাদারের তিন লক্ষ টাকা মিটাইয়া দেওয়া, এবং

(৩) মিলের কাজ চালাইবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

মিলের সমস্ত সম্পত্তি, জায়গা, জমী, বাড়ীঘর, কলকব্জা, মজুত মাল ১৯১৩ জুন হইতে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক ছিল। সুতরাং কোম্পানী অথবা কোম্পানীর জামীনদার মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী ব্যাঙ্কের আর কোন জামীন দিতে পারিলেন না। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের

নিকট মিলের ২৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬ শত টাকা ছিল। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সে টাকা দিতে পারিল না। মিলের সেলিং এজেণ্ট হরিবল্লভ দাস এণ্ড কোংর নিকট ৮ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। কোম্পানী তাঁহাদিগকে বহু তাগিদ দিয়াও সে টাকা আদায় করিতে পারিলেন না। সুতরাং বোর্ডের পক্ষে তখন একমাত্র পন্থা হইল, বর্তমান ম্যানেজিং এজেণ্টকে অপসারিত করিয়া, এমন কোন নূতন ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত করা, যিনি ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের দেনা মিটাইয়া দিয়া, নিজের টাকায় বা ধার করা টাকায় মিলটি চালাইতে সমর্থ।

বোর্ড এই সমস্যায় পড়িবার পর আমাকে বোর্ডের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। হয়তো মিলটিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে—এই আশায় আমি সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম। এপ্রিল মাসে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া কোম্পানীর অবস্থা আরো সঙ্কটাপন্ন করিয়া দিল।

বোর্ডের মেম্বরগণ এবং কোম্পানীর সলিসিটর মেসার্স দত্ত এণ্ড সেনের মিঃ সতীশচন্দ্র সেনের সাহায্যে আমি যে সব স্থানে টাকা পাওয়া সম্ভব, সে সমস্ত স্থানে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম। ম্যানেজিং এজেন্সী লওয়ার জন্য একমাত্র উপযুক্ত দর দিয়াছিলেন ১নং মিশন রোর মেসার্স এস. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং। বাবু সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এম-এল-সির চেষ্টায় তাঁহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। জুলাই মাসের শেষ ভাগে তাহারা কল ঘরে তালা মারিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক শেষ কালে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোম্পানীকে ৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে একটা মোটামুটি চুক্তি করিবার সুযোগ দিলেন। সেই চুক্তি ২০শে আগষ্টের মধ্যে মিঃ এস. ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক এবং মিলের অংশীদারগণ কর্ত্তৃক স্বীকার করাইয়া লইবার কথা ছিল।

মিলটিকে একটা চলতি কারবার হিসাবে বিক্রয় করার কথা হয়। কিন্তু তাহাতে ১৫ লক্ষ টাকার বেশী দর পাওয়া যায় নাই। তারপর দেখা যায় যে, কারবার না গুটাইয়া কোম্পানী আইনতঃ কারবারটি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারেন না।

গত ১২ই আগষ্ট সোমবার ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক আমাকে জানান যে, যদি ১৫ই আগষ্টের মধ্যে যথাযোগ্য জামীন না দেওয়া হয়, তবে ব্যাঙ্ক আর টাকা দিবেন না। আমি বোর্ডকে একথা জানাই, মিঃ ভট্টাচার্য্যকেও সংবাদ দেই।

ব্যাঙ্ক যেরূপ জামীন চাহেন, সেরূপ জামীন দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। কাজেই কোম্পানী কারবার না গুটাইয়া চালাতে পারে এবং আমি কোম্পানীর সাহায্য করিতে পারি বলিয়া আমার মনে হয় না।

ইতাবসরে, গত ১০ই তারিখ, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক আমাকে কয়েকটী বিষয় জানান এবং তদন্ত করিতে অনুরোধ করেন। আমি তদন্ত করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি দেখিলাম যে, মিলের হিসাবপত্রে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে। অবশ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কৈফিয়ৎ না পাইয়া ঠিক কিছু বলা যায় না, কিন্তু গোলযোগের সন্দেহ করিবার মত কারণ আছে।

হিসাবে দেখান হইয়াছে যে, তুলা ক্রয়ের জন্য মেসার্স মুলজী জেঠা ১৭৩০০০ টাকা পাইবেন। সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই টাকাটা কোম্পানীকে ঠকান হইয়াছে। আমার পরামর্শে ম্যানেজিং ডিরেক্টর গত ১৩ই তারিখ পদত্যাগ করেন এবং বোর্ড তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। তিনি কোম্পানীর কোন দায়িত্বসম্পন্ন কর্ম্মচারীর

অনুপস্থিতিতে যাহাতে হিসাব পত্রে হাত দিতে না পারেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।

১৩ই তারিখই আমি বোর্ডের নিকট বলিয়াছি যে, এ বিষয় আরো তদন্ত করিতে হইবে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহাশয়ের সহিত গত ১৮ বৎসর যাবৎ আমার বন্ধুত্ব আছে। আমি কখনো সন্দেহ করি নাই, তিনি এরূপ কার্য্য করিতে পারেন। আমি তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করিতে পারি না। যে কেহই অপরাধ করিয়া থাকুক না কেন, তাহাকে সাজা দিবার জন্য যদি অপর কেহ না থাকিত, তবে আমাকেই সে অপ্রিয় কর্ত্তব্য পালন করিতে হইত। কিন্তু আমি জানি যে, এই কর্ত্তব্যের জন্য অন্য লোক আছে। বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য এবং কোম্পানীর প্রতি কর্ত্তব্যের সঙ্ঘর্ষ আমি কখনও গুরুতর বলিয়া মনে করি নাই। এখন দেখিতেছি যে, সে সঙ্ঘর্ষ আমার পক্ষে অতীব বেদনাদায়ক ; কিন্তু সে বেদনা সহ্য করিয়াও আমি যদি মিলটী রক্ষা করিতে পারিতাম, তবে সানন্দে আমি মাথা পাতিয়া সে বেদনার আঘাত সহ্য করিতাম। কিন্তু সে আশা নাই।

আমি জানি যে, আমার এই পদত্যাগের ফলে আমাকে অনেকেই কর্ত্তব্যবিমুখ বলিয়া মনে করিবেন। কেহ কেহ আবার মনে করিবেন যে, এই সমস্ত কুকার্য্যের সহিত তলে তলে আমিও লিপ্ত আছি। কিন্তু আমি জানি যে, এখনো আমার যতটুকু মান সম্ভ্রম আছে, তাহাই বিপন্ন করিয়া আমি পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি—কোম্পানীর কল্যান কামনায়, অংশীদারগণ এবং বাঙ্গালার জনসাধারণের নিকট অবিলম্বে এবং অনাড়ম্বরে আমার নিবেদন জানাইবার জন্যই, আমি এই পদত্যাগ করিতেছি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহাশয়ের শত্রু অনেক। অধিকন্তু এমন অনেক ভাল লোকও আছেন, যাঁহারা যথাযথ তদন্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা হইলেও মিলটী চলিবে না।

অংশীদারগণ এবং বাঙ্গলার জনসাধারণকে মিলটী রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিতে হইলে, আমার পদত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমি স্বীকার করি যে, আমি যে ভাবে এই কোম্পানীর সেবা করিতে চাহিয়াছিলাম, সে ভাবে সেবা করিতে সমর্থ হই নাই। আমার যদি সামান্য মাত্রও আশা থাকিত, তবে কোম্পানীটি সঙ্কটমুক্ত হইলে পর পদত্যাগ করিতাম ; এখন কোম্পানীকে রক্ষা করা অসম্ভব ; এ সময় আমি পদত্যাগ করিতেছি। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের চাপেই এই অবস্থা ঘটিয়াছে। আমি একথা বলিতে পারি যে, উক্ত ব্যাঙ্কের চাপ অন্যায় নহে।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কোম্পানীর কল্যাণ কামনা করি। হয় তো আমার এই নৈরাশ্যই কোম্পানীর মুক্তি আনয়ন করিবে।" ইতি—

ভবদীয়

১৭-৮-২৭ স্বাক্ষর—আই, বি, সেন

চেয়ারম্যান

এই পত্র দাখিল করার পরই মিঃ আই, বি, সেন তাঁহার সম্পাদিত দৈনিক বেঙ্গলীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ যে, দেশের ধনীগণ যদি এই মুহূর্ত্তে টাকা কড়ি দিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় উত্তমর্ণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দেনা শোধের বন্দোবস্ত না করেন, তবে কয়েক দিনের মধ্যেই বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের জীবননাট্যে শেষ যবনিকা পতন হইবে, এবং স্বদেশী যুগের শেষ স্মৃতিচিহ্ন জন্মের মত বাঙ্গলার ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাইবে।

আজ এই কথা লিখিতে হাত অবশ হইয়া আসিতেছে এবং বুকের হাড় যেন খসিয়া যাইতেছে। কারণ এই বঙ্গলক্ষ্মীর সেয়ার বেচিবার জন্য স্বদেশী যুগে বাংলার জেলায় জেলায় সভা সমিতি করিয়া কত

লোকের নিকট যে সেয়ার বেচিয়া ছিলাম, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মনে পড়ে, পাবনা সহরের এক বিরাট সভায় কত হিন্দু রমণী, কত অসহায়া বিধবা নগদ টাকা দিয়া বাঙ্গালীর এই জাতীয় অনুষ্ঠানের সেয়ার কিনিতে সক্ষম না হওয়ায়, আপন আপন অলঙ্কার গাত্র হইতে খুলিয়া, সভাস্থলেই সভাপতির নিকট সেয়ার কিনিবার জন্য দিয়াছিলেন, এবং সেই সকল অলঙ্কার তখনই সভাস্থলে আবার নীলামে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া, তাঁহাদিগকে বঙ্গলক্ষ্মীর সেয়ার কিনিতে সক্ষম করিয়াছিল।

আজ বিধবার শেষ সম্বল এবং হিন্দু নারীর অলঙ্কার-বিক্রয়লব্ধ সেয়ারের টাকা যাহাদের অবিমৃষ্য-কারিতায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে, তাহাদিগকে তিরস্কার করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না।

—•—

দারিদ্র্য

(জন প্রতি—আয় প্রতি দিন)

ইংলণ্ডে	...	৬৮০
আমেরিকায়	...	১৪৷৷০
জাপানে	...	৪৷৶০
ভারতবর্ষে	...	/১৲

এখন ইংলণ্ডের জনপ্রতি বার্ষিক আয়

= ৬৩০৲

আর আমাদের বার্ষিক আয়

(লর্ড কার্জ্জন সাহেবের মতে)

= ৩০৲

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে সাদরে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

চাউল

মরিশসে চলিত

বাঁক তুলসী ভাল প্রতিমণ	৮৷৷০
বাঁক তুলসী মাঝারী	৮৷৷০
সববতী	৮৵০
পাটনাই কলে ছাটা সরেস	৭৸৵০
ঐ মাঝারী	৭৸০
বাঙ্গলার সরেস	৭৷৷৵০
দুধ্‌ কলমা	৭৸৵০

কলম্বোর বাজারে চলিত

পাটনাই সরেস	৩৷৷৵০
ঐ কলের কোবা	৭৷৴০

মালাবারে চলিত

চক্রধরপুর	৬৷৴০
জীলি	৭৶০
চীনে	৬৷৷০
সম্বলপুর সাদা	৬৷০
কাজলা সাদা	৫৸৶০
ঐ লাল	৫৸০

মাদ্রাজে চলিত

দুধ্‌কল্‌মা	৭৷৵০
জামাল	৭৵০
ঢেঁকি ছাটা	৭৲
কলে ছাটা	৭৷০
আছাটা	৬৸৵০

পারস্য বন্দরে চলিত

বালাম সরেস	৮৸৵০
ঐ ছাটা	৮৷৵০
নকল বালাম	৭৷৵০
মাজা দাদখানী	৭৸০

আফ্রিকায় চলিত

পুরাতন মেজের চাউল	৮৷৷০
সীতা নং ১	৯৷৵০
সীতা নং ২	৯৲
ঐ পাইল দেওয়া	৭৲
পাটনাই কলে ছাটা নং ১	৭৸৵০
ঐ নং ২	৭৸০
কলে ছাটাই দুধকল্‌মা নং ১	৭৷৶০
ঐ নং ২	৭৷৴০
বাড়ী ছাটা	৭৲

ওয়েষ্ট ইণ্ডীজে চলিত

কলে ছাটা সীলেট্‌ নং ১	৭৲
পুরানো মেজের চাউল	৮৷৷০
পাটনাই কলে ছাটা	৭৸০

হাভানায় চলিত

পুরানো মেজের চাল	৮৷৷৵০

বিলাতে চলিত

পাটনাই কলে ছাটা সিদ্ধ চাউল নং ১	৮৲
ঐ নং ২	৭৸০
পুরাতন বালাম	৯৷০

—০—

ডাইল

	প্রতিমণ	
মটর	,,	৫৵০
মটর ডাইস	,,	৫৸৵০
খেসারী	,,	৫৵০
দেশী অড়হর	,,	৭৷৷০
কাণপুরী অড়হর	,,	৮৲
উরীদ	,,	৭৷৵০
ছোলা (বাছাই)	,,	৬৷৷০
মসুর (ছাটা)	,,	৮৵০

মসুর (গোটা)	”	৫।০
মুগ ডাইল	”	১০॥০
সাদা গম	”	৪॥৵০
যব	”	৪।০
পাটনাই ছোলা	”	৪৸৵০
দেশী ছোলা	”	৩৸০
লাহোরী ছোলা	”	৪।০

বাজার ক্রমেই চড়িতেছে।

কলে ভাঙ্গা আটা, ময়দা

থলিয়ার দাম সমেত

পেটেণ্ট ফ্লাওয়ার	৮৶০—৮।০
মিহি ময়দা	৭৸৶০—৮৲
বাজার চলতি	৭॥৶০—৭৸০
সুজি	৮৶০—৮।০
আটা বি	৭৸৶০—৮৲
আটা ২নং	৭॥৴০—৭৸৵০
আটা এস	৭।৶০—৭॥০
আটা ৩নং	৫।০—৫।৵০
ভুষি	২৸০—২৸৵০

চিনি

সাদা	১০॥০
লাল	১০৵০

লবণ

টোল ও ডিউটী ছাড়া প্রতি শত মণের দাম দেওয়া হইল। প্রতি শত মণের টোল ৪॥৵০ এবং প্রতি মণের ডিউটী ১।০ আনা।

লিভারপুল	১২৫৲
পোর্ট সৈয়দ গুঁড়া	১১৯৲
মাসাওয়া ঐ	১১৯৲
এডেন ঐ	১১৯৲
এডেন করকচ	৮০৲
ভারতীয় লবণ	১১৫৲
” করকচ	৮০৲

তেল

রেড়ীর তেল, কেসের দর, জাহাজে তুলিয়া দিবার খরচ সমেত

কেপ কোয়ালিটী	১৮৲
লণ্ডন ১নং	২২৵০
লিভারপুল ২নং	১৯।০
অষ্ট্রেলিয়ান ৩নং	১৮।৵০

পাঁচ গ্যালন ড্রামের মূল্য

কেপ কোয়ালিটী	১১৸০
লিভারপুল	১২।০
অষ্ট্রেলিয়ান ৩নং	১০৸৵০
তিসির তেল	১৯॥০
চীনাবাদাম তেল খাঁটী	২৩।০
২নং	২১৸০
সরিষার তেল ১নং	২৭৲
ঐ ২নং	২৪৲
ঐ পাঁচ গ্যালন ড্রাম ১নং	১৬॥০
ঐ ২নং	১৪।০
নারিকেল তেল	২৩৲
ঐ সাদা	২৩।৵০
মহুয়া তেল	২৩৲

বাজার মন্দা—মিল অল্প সময় চলিতেছে।

খইল

তিসির খইল জাহাজে বোঝাই দর টন প্রতি	১১২৲
ঐ দুইমণী ব্যাগের দর	৮৸৵০
রেড়ী প্রতি মণ	৪॥০
সরিষা প্রতিমণ ১নং	২।৵০
ঐ জাহাজী কোয়ালিটী	২৸৵০

চীনাবাদাম	২৸০
মহুয়া	৫৵০
রাই সরিষা—মিলের ডেলিভারী	২॥৵০
ঐ জাহাজে বোঝাই দুইমণী বস্তার দর	৫॥৵০

তৈলবীজ

তিসি—জাহাজে বোঝাই দর		৭॥০
মহুয়া	ঐ	৫৵০
পোস্তদানা	ঐ	১৩৸৵০
রাই (কটা রং)	ঐ	৮৸০
রাই (পীত রং)	ঐ	১০।৵০
মাদ্রাজী রেড়ী	ঐ	৮৲
ঐ দেশী	ঐ	৫॥০
সরিষা পীত		১০॥০
ঐ লাল		৯॥০

শিমুল তূলা ইত্যাদি

নূতন ফসল, কলে ছাটা, ডবল ধোনা, বীচিহীন

বেলের দাম		৪১৸০
মোম	প্রতিমণ	৭৮॥০
ঐ পীত বর্ণের রিফাইন	,,	৭৪৲
ঐ সাদা রিফাইন	,,	৮০৲

হরিতকী

বেঙ্গল Average	২।৵০
জব্বলপুর ঐ	২॥০
ঐ নং. ১	৩৲
ঐ গুঁড়া হরিতকী loose অর্থাৎ ব্যাগ বাদ	৫।৵০

বিবিধ

কুচিলা (Nux Vomica)	
কটক কোয়ালিটী থলিয়া বাদ	৩।৵০
হলুদ বেঙ্গল কোয়ালিটী থলিয়া বাদ	৮।০
ঐ মাদ্রাজ ,, ,,	৮৸০
তেঁতুল দেশী, শতকরা ৫ মণ বাদ, জাহাজী কোয়ালিটী থলিয়া বাদ	৭৸৵০
ঐ শতকরা ১০ মণ খাদ ঐ	৭৲
সোরা ফরাক্কাবাদী	১১॥০
ঐ পশ্চিমা	১০৲
৫ হইতে ১০ পার্সেন্ট বাদ চলিতে পারে	
মেথী বীজ	৬৸০
ধনিয়া	১৫৲
মৌরী	১৪৲
জোয়ান	৮॥০
এলাচি	১৬৲
জীরা	২৫৲
কালোজীরা মাদ্রাজী	৬৫৲
শুঁঠ	১৯৲
সোহাগা	২৪৲

লোহার বাজার—রেলে বোঝাই দর

২২ গেজী করগেট টীন	১৪৲
২৪ গেজী ,, ,,	১৩৲
১৬ ,, ,, ,,	১৪৸৵০
২৪ গেজী সাদা চাদর	১৪।৵০
২৬ ,, ,, ,,	১৫।৵০
গোল ছড়	৭৵০
চোকা ,,	৭৲
চ্যাপ্টা ,,	৬৸৵০
৬" × ২ × ১৪ চাদর	৯॥০
R. S. জয়েষ্ট ৫" × ৩" হইতে ১০" × ৫"	৭৵০
¾ ষ্টীল প্লেট	৮।৵০
৩১৬"/¾ ঐ	৭।৵০
T	৭॥০
এ্যাঙ্গেল	৬৸৵০

সোণা রূপা

ইংলিশবার তোলা প্রতি	২১৸০
মিন্ট বার ,, ,,	২১॥/৬

বড়াল বার ,, ,,	২১॥৬
সোণার পাত ,, ,,	২১॥০
সভারেন ,, ,,	১৩॥/৩
রূপার বার ১০০ তোলা	৫৭৲

কোম্পানীর কাগজ

৩½ সুদের G. P.	৭৬৷৷০—৭৬৷৷/০
৪৲ (লোন ১৯৬০—৭০)	৮৮৷৷/০—৮৯/০
৫৲ (লোন ১৯২৯—৪৭)	১০১৲
ঐ (১৯৪৫—৫৫)	১০৭৷৷/০
৬৲ বণ্ড ১৯৩০	১০৫।০
ঐ ১৯৩২	১০৭৷৷৵০

পাটের খবর

কাঁচা বেলের দর ৩, ৪ ও R মার্কা যথাক্রমে ১৩৲, ১২৲, ও ১০॥০ টাকা।

১১৪২ টন কাঁচা পাট ১৭ই আগষ্ট তারিখে রপ্তানি হইবার পর বাজার ঠাণ্ডা হইয়া আছে। কলওয়ালারা কিনিবার আগ্রহ দেখাইতেছে না। Sellerরা দাম কমাইতে গররাজি নহে। কলিকাতার চেয়ে মফঃস্বলে পাটের দর চড়া। মফঃস্বলেই ৩, ৪ ও R মার্কার দর যথাক্রমে ১৩৵০, ১২৲ ও ১০॥০ টাকা। বাজারে প্রায় ২,৭০,০০০ মণ মাল মজুত আছে।

কাঠের পালিশের প্রক্রিয়া

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কেমন করিয়া কাঠের গায় নূতন পালিশ লাগাইতে হয়, শুধু সেই কথারই আলোচনা করিয়াছি—এখন কি ভাবে পুরাতন আসবাব পত্রের চটিয়া যাওয়া রঙ্ ধুইয়া ফেলিয়া, আবার তাহাতে নূতন রঙ্ লাগাইতে হইবে, তাহাই বর্ণনা করা যাউক। ব্যবসায়ে লাভবান হইতে গেলে, এই শেষোক্ত বিষয়টী দক্ষতার সহিত আয়ত্ত করিয়া ফেলা উচিত। কেননা পুরাতন আসবাব অল্প দরে ক্রয় করিয়া তাহাতে রঙ্ লাগাইয়া নূতনের দরে বিক্রয় করিতে পারিলে যথেষ্টই লাভবান হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু খুব দক্ষ পালিশকারক না হইলে পুরাতনকে নূতনের রূপ দিতে পারে না। অনেকে মনে করিতে পারেন, "আমরা যখন নূতন আসবাবের গায় রঙ্ লাগাইতে শিখিয়াছি, তখন যে সহজেই পুরাতন আসবাব দক্ষতার সহিত পালিশ করিয়া ফেলিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?" কিন্তু সত্য সত্যই ব্যাপারটা অত সহজ নহে। একজন নূতন লোকের পালিশের কাজ শিখিতে যেরূপ চেষ্টা ও যত্নের প্রয়োজন—একজন পালিশকারক সেইরূপ চেষ্টা ও যত্নের সহিত শিক্ষা না করিলে পুরাতন আসবাবকে নূতনের আকার দিতে পারে না।

পুরাতন আসবাব পাইলেই প্রথমে তাহার উপর যে সমস্ত ধূলা বালি জমিয়া আছে, বা যে সমস্ত রঙ্ চটিয়া গিয়াছে, সে গুলিকে সোডা ও গরম জল বা চকমকি পাথরের সাহায্যে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার উপর ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগাইয়া বা স্পিরিট্ বার্ণিশ্ লাগাইলেই ইহা নূতন আসবাবের মত প্রতীয়মান হইবে। এই স্পিরিট বার্ণিশ্ প্রায়

সকল পালিশের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ব্রুসের সাহায্যে ২।৩ পদ্দা বার্ণিশ লাগানই বিধি।

বার্ণিশ করা আসবাবের গায় পুনর্ব্বার পালিশ লাগাইতে হইলে প্রথমে বার্ণিশের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। ইহা সাবধানতার সহিত চাঁচিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। কিন্তু অনেকে তাহার পরিবর্ত্তে সোডা বা পটাশের জল ব্যবহার করে। ইহাতে কাষ্ঠের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা কোন মতেই সমীচিন বলিয়া আমরা মনে করি না।

সমতল ক্ষেত্রের পালিশ তুলিয়া ফেলিতে হইলে ছুতার মিস্ত্রিদের স্ক্রেপার যন্ত্র ব্যবহার করাই সুবিধা-জনক। কিন্তু অন্যান্য স্থলে স্ক্রেপার কোন কার্য্যেই লাগিবে না। সে সব স্থলে গরম জলে সোডা ও অক্সেলিক্ এসিড্ মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা ধুইয়া ফেলিলেই ভাল হয়। যদি অনেকখানি যায়গা হইতে পালিশ তুলিয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টী মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রটীকে ধুইয়া ফেলা উচিত।—

এমেরিকান পটাশ্	২	পাউণ্ড
সাবান (soft soap)	২	,,
রক্ এমোনিয়া	২	,,
সোডা	১	,,
নাইট্রিক্ এসিড	৩	আউন্স
জল	১	গ্যালন

একটী ব্রুসের সাহায্যে উক্ত মিশ্রণটী লাগাইতে হয়। উহা লাগাইবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।—কেননা উহা বিষাক্ত; কোনও ক্রমে হাতে লাগিয়া গেলে হাত পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

যাহা হউক, উক্ত মিশ্রণ লাগান হইয়া গেলে অল্পক্ষণ পরে ক্ষেত্রটীকে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর ভিনিগার দিয়া ধুইয়া ফেলা আবশ্যক, ইহাতে এসিডের শেষ রেশটুকুও নষ্ট হইয়া যাইবে।

স্পিরিট বার্ণিশ করা আসবাবের পালিশ তুলিতে মেথিলেটেড স্পিরিটও ব্যবহার করা চলে। কেননা মেথিলেটেড্ স্পিরিটের সংস্পর্শে গালা লাগিয়া যায়। বিশেষতঃ ইহা নিরপেক্ষ পদার্থ (neutral substance), অর্থাৎ ইহা অন্য কোন দ্রব্যের সহিত মিশাইলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় না। কাজেই যে কোন কাঠের উপর হইতে যে কোন পালিশ তুলিতেই ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে—তাহাতে কাষ্ঠের বিন্দু মাত্রও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া পালিশ তুলিয়া ফেলা শুধুই যে বিরক্তিকর তাহা নহে, ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষও বটে। এই জন্য আসবাবের বেঁক বা নকাশি তোলা স্থান প্রভৃতি যে সব যায়গার পালিশ অন্য কোন উপায়ে সুচারুরূপে তুলিয়া ফেলা অসম্ভব, শুধু সেই সমস্ত স্থানের পালিশ তুলিতেই মেথিলেটেড স্পিরিট ব্যবহার করা হয় এবং অপর সকল স্থানে ব্যবহার করা হয় স্ক্রেপ যন্ত্র বা অন্য কোন সলিউসন্।

আলমারী, টেবিল প্রভৃতি যে সমস্ত আসবাবের বিভিন্ন অংশ অনায়াসেই খুলিয়া ফেলা যায়, সেগুলি পুনর্ব্বার পালিশ করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিভিন্ন অংশ গুলিকে একে একে খুলিয়া ফেলিতে হইবে—তাহাতে পালিশ করিবার সুবিধা হয়। এইখানে একটা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি—কোনও আসবাব খুলিয়া পালিশ করিতে হইলে প্রত্যেক অংশ খুলিবার সময় ইহা কোথা হইতে খোলা হইল, তাহা বুঝিবার জন্য যেন ইহার গায়ে এক একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকিয়া দেওয়া হয়। কেননা তাহা

না হইলে জুড়িবার সময় মহা বিপদে পড়িতে হয়। পূর্ব্ব হইতেই সমুচিত সতর্কতা অবলম্বন না করিলে প্রায়ই উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইবার সম্ভাবনা।

কখন কখন দেখা যায়, পালিশ করা আসবাবের উপর ছোট ছোট সূক্ষ্ম দাগ পড়িয়াছে। উহা আর কিছুই নহে; কিছুদিন পড়িয়া থাকিলে প্রায় সকল রকমের পালিশই ঘামিয়া উঠে ও পালিশের তেল কাঠের গা বাহিয়া চুয়াইয়া পড়িতে থাকে; ঐ চুযাইয়া পড়া তেলের উপর ধূলি জমিয়াই উপরোক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ সমূহের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, ঐ দাগ গুলিকে অতি সহজেই তুলিয়া ফেলা যায়। তাহা আর কিছুই নহে, কেবল মাঝে মাঝে একখণ্ড ভিজা ন্যাকড়া দিয়া পালিশের উপর মুছিয়া ফেলিলেই সমস্ত দাগ অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি কোন উপায়ে পালিশের ঘামিয়া উঠা নিবারণ করা যাইত, তাহা হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু সেরূপ কোন উপায়ই আমাদের জানা নাই কেননা তাহা আজিও অনাবিষ্কৃত। তবে কয়েক মাস পরে পালিশ আর ঘামিয়া উঠিবে না। তখন উহার উপর পুনর্ব্বার পালিশ লাগানই বাঞ্ছনীয়।

জার্ম্মাণদেশে প্রস্তুত পিয়ানো গুলির পালিশ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও ঝক্‌ঝকে। এতদ্দেশীয় ফ্রেঞ্চ পালিশকারকেরা এমন সুন্দর ও উজ্জ্বল পালিশ তুলিতে পারে না। কাজেই তাহাদের স্বতঃই মনে হয়—"হায়! আমরা যদি অমন পালিশ তুলিতে পারিতাম!" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জার্ম্মাণকৃত যে ফ্রেঞ্চ পালিশের কাজ আমরা আখছারই দেখিতে পাই, তাহাতে হিংসা করিবার মত কিছুই নাই, কেননা নিকৃষ্ট কাঠের উপর ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগানয় উহা প্রথম প্রথম চক্‌চকে দেখাইলেও দু দিনেই বিবর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। তবে খুব মূল্যবান পিয়ানো যেগুলি, সেগুলির কথা স্বতন্ত্র। সেগুলির পালিশে সাধারণতঃ যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ হরিদ্রা ও রজন ব্যবহৃত হয় এবং পালিশ লাগান হইয়া গেলে একটী সুপরিচ্ছন্ন গরম ঘরে সেইগুলি টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। গরম ঘরে রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে পালিশ বসিয়া বেশ সমান হইয়া যায়। কোন কোন পালিশ-কারক আবার যথেষ্ট পরিমাণে বার্ণিশ ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী। এইরূপে বার্ণিশ লাগাইবার পর পিয়ানো গুলি গরম ঘরে রাখিবার পূর্ব্বে পিউমিস্ ষ্টোন্, ট্রিপলি (সকল রং ও বার্ণিশের দোকানে পাওয়া যায়) প্রভৃতি দ্বারা উহাদিগকে উত্তমরূপে মাজিয়া ফেলা আবশ্যক।

আবশ্যক মত বার্ণিশের প্রলেপ লাগান হইয়া গেলে, প্রথমে তেলা কাগজের সাহায্যে তিসির তৈল ঘসিয়া ঘসিয়া ক্ষেত্রটীকে সম্পূর্ণরূপে মসৃণ করিয়া ফেলিতে হইবে। অবশ্য এ স্থলে তেলা-কাগজ ও তিসির তেলের পরিবর্ত্তে ফেল্ট রবার ও পিউমিস্ ষ্টোণও ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহার পর উহা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিয়া উহার উপর খানিকটা তিসির তৈল ও ট্রিপলি চূর্ণ রাখিয়া একটী নরম রবারের সাহায্যে আল্‌গা ভাবে ঘসিতে হইবে। সাধারণতঃ নরম ফ্ল্যানেলের তৈয়ারী পুঁটুলিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে—কিন্তু পুরাতন সিল্ক নির্ম্মিত পুঁটুলি ব্যবহার করাই অধিকতর সুবিধাজনক। যাহা হউক, পুঁটুলিটীকে ক্ষেত্রের উপর বৃত্তাকারে ঘুরাইতে হইবে। এইরূপে কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করিলেই ক্ষেত্রটী সম্পূর্ণরূপে মসৃণ ও অল্প অল্প চক্‌চকে হইয়া উঠিবে। তখন আর পুঁটুলি দিয়া ঘসিতে হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে শুষ্ক পুটি পাউডার (putty powder) একখণ্ড সিল্কের সাহায্যে ঘসিতে হইবে। ইহাতেই পালিশ বেশ উজ্জ্বল ও চাক্‌চিক্য বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বশেষে ময়দা দিয়া ক্ষেত্রটীকে মাজিয়া ফেলা হয়।

পালিশ চক্‌চকে করিবার সময় একটী বিষয়ে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত তাহা এই যে, উহার উপর উপরোক্ত মাজন গুলির কোন চিহ্নই যেন বর্ত্তমান না থাকে। সস্তা দরের জার্ম্মাণ পিয়ানো গুলির উপর যে সাদা সাদা ছাপ্ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি আর কিছুই নহে, ঐ মাজনের দাগ মাত্র। এই ছাপগুলি প্রথম প্রথম খুবই উজ্জ্বল থাকে, কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকে ইহারাও তত মলিন হইয়া আসে। যাহা হউক, ইহা তুলিয়া দেওয়া খুব কঠিন নহে। সূক্ষ্ম শিরীষচূর্ণ ও তিসির তৈলের দ্বারা মাজিয়া ফেলিলে ঐ সাদা সাদা দাগগুলি উঠিয়া যাইবে, অথচ ইহাতে পালিশের কোন অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা নাই।

এই সমস্ত পিয়ানোর পালিশ খারাপ হইয়া গেলে তাহার গায়ে রঙ্ লাগাইয়া নূতনের মত করিয়া ফেলা খুবই কঠিন কাজ। তবে যদি পালিশ খুব খারাপ হইয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিলে যথেষ্ট সুফল পাইবার সম্ভাবনা আছে।

সমপরিমাণ পরিশ্রুত এম্বার তেল (amber oil), অলিভ তেল ও তাপিণ মিশাইয়া একটা প্রলেপ তৈয়ারী করিতে হইবে। প্রথমে এম্বার ও অলিভ তৈল উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহাতে তাপিণ তৈল ঢালিয়া দিতে হয়। তৎপরে একটী ওয়াডিং এর সাহায্যে ঐ মিশ্রিত তৈল লাগাইতে হইবে। একটী ন্যাকড়া দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্রের উপর তৈল লাগাইয়া দিয়া আর একটী পরিষ্কৃত নরম ন্সুট দ্বারা ঘসিতে হইবে। ঐ শেষোক্ত ন্সুটটী ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে মেথিলেটেড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া লওয়া আবশ্যক। যদি তাহাতেও সমস্ত দাগ উঠিয়া না যায়, তাহা হইলে ঐ ন্সুটির মুখে দুই চার ফোঁটা গ্রেজ্ লাগাইয়া দিতে হইবে, কিম্বা একটী পরিষ্কৃত গ্রেজ রবার সামান্য পরিমাণ গ্রেজে ভিজাইয়া উহা ক্ষেত্রের উপর দিয়া দুই একবার টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

যদি এ পদ্ধতিও নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, জোড়া তালি আর চলিবে না, ঐ পালিশ তুলিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার পালিশ লাগাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথমে সোডার জল ও পিউমিস্ ষ্টোন্ দিয়া পালিশ উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু এবার পালিশ প্রস্তুত করিবার সময় ন্যাপথার পরিবর্ত্তে স্পিরিট ব্যবহার করা উচিত। প্রথম দিন বডিইং করিয়া পরের দিন ফিনিস্ করিলেই পালিশ খুব উজ্জ্বল ও স্থায়ী হইবে।

ফুলের বাগান।

এই মাসে জিনিয়াস, বালসাম, যান ফ্লাওয়ার, ধুতুরা, টোরেনিয়াস, আমারান্থাস, ডিয়ান্থাস এবং সকল প্রকার ভারতীয় লতার বীজ বপন করিতে হয়। যে সকল বীজ গত মাসে বপন করা হইয়াছিল, এই মাসে তাহাদের অঙ্কুর রোপন করিতে হইবে। যে সকল ফুল গাছে কুড়ি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাদের একটু বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। এই সকল গাছের গোড়ায় গোবরের সরবত দিলেই ভাল হয়। গাছে যাহা দেওয়া হউক, পাতায় কিম্বা ডালে যেন তাহা না লাগে; উহা লাগিলে ফুল গাছের ক্ষতি হইতে পারে। এই মাসে জিনিয়াস ফুলের গাছ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই গাছের ফুল অত্যন্ত সুন্দর। টবে বসাইবার জন্ত থানবারগিয়ার (Thunbergia) মত সুন্দর লতা আর নাই।

পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং সমতল ভূমিতে সমভাবেই উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। থানবারগিয়ার বর্ণ হলুদে, কমলা ও সাদা; কিন্তু যে সকল গাছে কাল কাল দাগ আছে, সেই গুলিকেই সকলে বেশী পছন্দ করে। থানবারগিয়ার গাছকে আওতাতে রাখা উচিত।

এই সময় গোলাপ গাছে সার প্রয়োগ করিতে হয়। গোলাপ গাছে যে পরিমাণে সার দেওয়া হইবে, সেই অনুপাতে গোলাপ ফুলের গোলাপী আভা বাড়িবে বা কমিবে। পশুর বিষ্ঠাই গোলাপ গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

সব্জী বাগান

বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এই মাসে এবং পরবর্ত্তী দুই মাসে যে সকল সব্জীর বীজ বপন করা হইবে, সেই সকল বীজকে বৃষ্টির কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। যে সকল ফুল কপি এবং বাঁধা কপির অঙ্কুর উদ্গাত হইয়াছে, তাহাদিগকে যথাস্থানে রোপন করিতে হইবে।

বেগুন, সীম, শসা, কুমড়া প্রভৃতির বীজ এখনও বপন করা যাইতে পারে। আদা প্রভৃতিতে মাটি চাপা দিতে হইবে। যে জমীতে আলুর চাষ হইবে, সে জমীতে এখন হইতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ফলের বাগান

আপেল, পিয়ার ও এপ্রিকট এখন পাকিবার সময়। যাহাতে পাখীদের উৎপাতে নষ্ট না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

বঙ্গদেশ

ফলের বাগান

জিনিয়াস ফুলগাছ এখন তুলিয়া বসাইতে পারা যায়; কিন্তু যদি উহাদের প্রথম কুড়ি তুলিয়া না

লওয়া হয়, তাহা হইলে গাছ খারাপ হইয়া যায়। বালসাম এখন রোপন করা যাইতে পারে, বা টবে বসাইতে পারা যায়। এই সময় টেনিস খেলিবার লন্ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। যদি জমী খুব বড় হয়, তাহা হইলে লাঙ্গল দিয়া চষিয়া ফেলিতে হইবে, এবং যে পুরাতন্ ঘাস আছে, তাহা গোড়াশুদ্ধ তুলিতে হইবে, ক্রোটন গাছের জন্য ঘোড়ার বিষ্ঠা ব্যবহার করা আবশ্যক। উহা মাটির উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে।

ভুট্টা, গাছতুলা, রেড়ী, নানাবিধ শাক—যথা নটে, পালং, লালশাক, পিড়িংশাক, পুনর্নবা ইত্যাদি পুতিবার সময় এই। যদি আষাঢ়ে বুনিয়া না থাকেন, তবে এখন বুনিবেন। বেগুন, লঙ্কা, আক, ডাটা ইত্যাদির গোড়ায় যাহাতে জল না বসে, তাহার দিকে নজর রাখিবেন, নচেৎ পচিয়া যাইবে। যে সকল তরিতরকারী হাপড়ে বসাইয়াছেন, তাহা এইবার তুলিয়া বাগানে লাগাইবেন।

আদা, হলুদ, আলু ইত্যাদির গোড়ায় মাটি দিয়া দাড়া বাঁধিয়া দিবেন। যে সকল ফুল এবং ফলের গাছের ডাল লতাইয়া মাটির উপর পড়িয়াছে, তাহার উপর মাটি এবং পুরাতন গোবর সার চাপা দিয়া রাখিলে, সেইখান হইতে শিকড় বাহির হইবে এবং সহজেই "চাপা কলম" তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

আষাঢ়ের শেষ ও শ্রাবণের প্রথম পক্ষ

বেগুন চারা "হাপোর" হইতে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ কর। বিলম্বে বা পশ্চাতে ফসল পাইবার জন্য এই মাসেও লাউ, কুমড়া, সীম, জেরুসালেম, আটিচোক প্রভৃতির বীজ রোপণ করা যাইতে পারে।

কপি আদি বিলাতী হৈমন্তিক শাক সবজীর ক্ষেত লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিয়া যথা নিয়মে খৈল দিয়া রাখ।

—•—

পূজার বিজ্ঞাপন

আমাদের অন্টখোপীতে যাঁহারা পূজার বিজ্ঞাপন দিবেন
তাঁহাদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে।
অবিলম্বে অনুসন্ধান করুন।

নারিকেল রপ্তানির বিবরণ

আমরা গত কয়েক মাস হইতে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধনীদিগের সাহায্যে অথবা যৌথ কারবারের পত্তন করতঃ নিম্নবঙ্গের বেলা ভূমিতে নারিকেলের চাষের পত্তন করিবার জন্য নানারূপে উদ্বুদ্ধ করিতেছি। আসাম এবং জলপাইগুড়ীতে Tea Estates বা চা বাগিচার ব্যবসায় করিয়া বাঙ্গালীরা যেমন ধনাগমের একটা নূতন পন্থায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, নিম্নবঙ্গের বেলা ভূমি সমূহে তেমনি একসঙ্গে হাজার হাজার বিঘা জমি লইয়া Cocoanut Estate বা নারিকেলের বাগিচার পত্তন করিয়া ধনাগমের নূতন পন্থা উদ্ভাবনের জন্য আমরা নানারূপে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করিতেছি।

এই নারিকেল এবং নারিকেলজাত দ্রব্যাদির জন্য সমগ্র জগতে যে কি বিরাট চাহিদা রহিয়াছে, অনেকে সে সম্বন্ধে হয়ত কোনও সন্ধান রাখেন না। এইজন্য মাসে মাসে আমরা figures বাহির করিয়া থাকি। সম্প্রতি সিংহল গভর্ণমেণ্টের সরকারী কার্য্যবিবরণীতে নারিকেলের রপ্তানি সম্বন্ধে যে চিত্তাকর্ষক এবং বহুজ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ বিবরণী বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এইস্থানে সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পাঠকগণ ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন যে, এক সিংহল দ্বীপ হইতেই কি পরিমাণে নারিকেল এবং নারিকেলজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে। সুতরাং সারা জগতে নারিকেলের যে কি কদর বাড়িয়াছে এবং দিন দিন বাড়িতেছে, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

নারিকেলের রপ্তানি

১৯২৫ সালে যে পরিমাণ নারিকেল রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯২৬ সালে সেরূপ হয় নাই। গত তিন বৎসরে নারিকেলজাত কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দ্রব্যের নাম	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
শুকনা নারিকেল	৯৭২৫১৯২০ পাঃ	৮৯৪৩১১০০ পাঃ	৮৪১০৮১০৮ পাঃ
নারিকেল	২৮৭০২৮৬৭ পাঃ	২২৯৫১৪৪৮	১৬৯২৯০৭৪
শুষ্ক নারিকেলের শাঁস	১৭৫৯৫১৪ হঃ	২২৬০৬৩০ হঃ	২৪২৫৮৮০ হঃ
নারিকেল তৈল	৫৪৬৩৮৬ ,,	৬১৫২৬৯ ,,	৫৭০০১৫ ,,

নারিকেলের খোল (Poonac)	১৫৩৬৮৩ „	১৬৯৩৫২ „	১০৯৮১৪ „
ব্রিষ্টল ফাইবার (Bristol Fibre)	১৬৭১২১ „	১৫৫৪৬০ „	১৫২৪৩০ „
ম্যাট্রেস ফাইবার (Mattress Fibre)	৩০৮৩০০ „	২৯৮৬৭৫ „	৩০২৭৯০ „
ছোবরা	১১০৭৪৫ „	১২৮৪৩৪ „	১১০১৪২ „

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে কোন্ দেশে কি পরিমাণ নারিকেল রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

যে দেশে মাল রপ্তানি হইয়াছে তাহার নাম	১৯২৫ হন্দর হিঃ	১৯২৬ হন্দর হিঃ
জার্ম্মাণী	৪১৩৭৮৫	৭৭৫০৯৯
ইতালী	৫৮৪৩৬৬	৮০৫৭০৬
নরওয়ে	৩২৪৯৮৮	৩৩২৮৫৮
হল্যাণ্ড	২০৭৮১৭	২৪৮২৪৬
বেলজিয়াম	৮৩২০৯	১৩০১৯৮
যুক্তরাজ্য	৩৭১৭৪	৭৩৫৪০
ডেন্মার্ক	৪৫৩০৬৩	১৭৯৭৮৪
মিশর	৬৮৯৩৯	
ভারতবর্ষ	৪১৮৯৮	৯৭৬

১৯২৫ সালে জার্ম্মাণীতে যে পরিমাণ নারিকেল রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯২৬ সালে তাহার প্রায় দ্বিগুণ মাল রপ্তানি হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইতালী, বেলজিয়াম ও যুক্তরাজ্যে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর কিছু বেশী মাল রপ্তানি হইয়াছে।

ডেনমার্ক ও মিশরে নারিকেল খুব কম পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৫ সালে মিশরে ৬৮৯৩৯ হন্দর নারিকেলের দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৯২৬ সালে মিশরে নারিকেল সংক্রান্ত কোন দ্রব্যই কিছু মাত্র রপ্তানি হয় নাই। ১৯২৫ সালে ভারতবর্ষে ৪১৮৯৮ হন্দর মাল রপ্তানি হইয়াছিল, এবং ১৯২৬ সালে ৯৬৭ হন্দর রপ্তানি হইয়াছে। দুই বৎসরের রপ্তানি মালের পরিমাণ দেখিলে বলা যাইতে পারে যে, ১৯২৬ সালে ভারতে খুব কম পরিমাণ মালই রপ্তানি হইয়াছে।

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে কোন্ দেশে কি পরিমাণ নারিকেল তৈল রপ্তানি হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যে দেশে নারিকেল তৈল রপ্তানি হইয়াছে তাহার নাম	১৯২৫ হন্দর হিঃ	১৯২৬ হন্দর হিঃ
যুক্তরাজ্য	১৩৩৭৩৩	১৩৭২০৩
ডেন্মার্ক	১৪৯৪৯০	১০৫০২৮

ইতালী	৪৮৭৪৪	৬২৯৮২
সুইডেন্	৫২৩৪৭	৩০৭১২
নরওয়ে	২৫০২০	৭০১৪৪
মিশর	৫১২৩৯	৬৬৪২৬
আমেরিকা	৪৩৮২৬	১৬৩৯৯
আফ্রিকা	২৮২৪১	২৭৬২৩
জার্ম্মাণী	৯৪৪৪	১৫০২৩
ভারতবর্ষ	৯৯৩২	৮৯৬২৩

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে কোন দেশে কি পরিমাণ শুকনা নারিকেল (desiccated cocoanut) রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম	১৯২৫ পাউণ্ড হিঃ	১৯২৬ পাউণ্ড হিঃ
যুক্তরাজ্য	৩০৭৮৫১৩৪	২৭০৫১৯০০
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	২৩৪১২৮২৫	২০৯৬৮৯৮৫
কানাডা	২২৮৩২৮৫	২১২৫৩০২
জার্ম্মাণী	১৩৫১৬০২০	১৪২৬৩২৫০
হল্যাণ্ড	৩৫০৪১১০	৪০২৮৯৯৭
স্পেন	২৫৪৫১০০	২৮৪৭১৫০
ইতালী	১৫৫৮১৫০	১৩৯৫৪৮০
অষ্ট্রেলেসিয়া	৫৬৮৭৫১৪	৫০৬৩৪৫৮

পূর্ব্বে সিংহল হইতে বিদেশে যে শুষ্ক নারিকেল রপ্তানি হইত, তাহার উপর হন্দর প্রতি ৮৪ সেণ্টস্ (cents) কর লাগিত, কিন্তু ২২শে জুলাই হইতে ঐ কর ৮৪ হইতে কমিয়া ৭০ সেণ্টস্এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সিংহল হইতে আমেরিকায় শুষ্ক নারিকেল আমদানী করিতে হইলে, আমদানী মালের উপর খুব বেশী কর দিতে হয়। ইহার জন্য সিংহলে কলের মালিকদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়, এবং তাহাদের আর্থিক ক্ষতিও যথেষ্ট হয়। সুতরাং ইহার মধ্যেই এইরূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে যে, যদি ফিলিপাইন দেশের ব্যবসায়ীদিগের সহিত এই ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে সিংহলের ব্যবসায়ীগণকে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করা বিশেষ দরকার। কারণ ফিলিপাইন দেশ হইতে ইহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নারিকেল অতি সস্তাদরে রপ্তানি হইতেছে। তাহার পর আর একটা দিক দেখিবার আছে যে, ফিলিপাইন দেশ হইতে আমেরিকায় যে সকল নারিকেল রপ্তানি হয়, তাহার জন্য কোন কর দিতে হয় না। তারপর মাল উৎপন্ন করিতে অন্যান্য স্থানের তুলনায় ফিলিপাইন দেশে খুব কম খরচ পড়ে। সুতরাং মনে হয়, ইউরোপে ফিলিপাইন দেশ হইতে যে সকল নারিকেল আমদানী হয় এবং যেরূপ কম দরে বিক্রয় হয়, তাহাতে ইহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিষ্ঠান অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীগণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে কোন্ দেশে কি পরিমাণ নারিকেল রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশের নাম	১৯২৫	১৯২৬
	(Nuts) নাটস্ হিঃ	(Nuts) নাটস্ হিঃ
যুক্ত রাজ্য	৯১০৩৪১৫	৫৮২৬৩০৩
মিশর	৭৭০৬৮৯১	৬৭৬৫০২০
জার্ম্মাণী	৩৪১৩৫১৫	২৩১৭৬০৫
হল্যাণ্ড	১৩৬৭৫৭০	১০৯১৫৮০
বেলজিয়াম	৭৬৫৭০০	৫০৪২৫৫
ইতালী	৩৭৬০৪৫	২৯৩৫৮০

নারিকেলের খোল (Cocoanut Poonac)

১৯২৬ সালে সিংহল হইতে ১৫৯৮১৪ হন্দর এবং ১৯২৫ সালে ১৬৯৩৫২ হন্দর নারিকেলের খোল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে বেলজিয়ামে ৮০০১৪ হন্দর ও জার্ম্মাণীতে ৭৫৭৫১ হন্দর রপ্তানি হইয়াছে।

জাপানে ঝাঁটার কাঠীর রপ্তানি ক্রমান্বয়েই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯২৪ সালে ৫৯২৬৯ হন্দর, ১৯২৫ সালে ৬৫২৯৩ হন্দর ও ১৯২৬ সালে ৭০৬৫০ হন্দর ঝাঁটার কাঠী জাপানে রপ্তানি হইয়াছে।

ইহার মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৯৭০৭ হন্দর এবং সমস্ত ইউরোপখণ্ডে ৭০৩৯৭ হন্দর রপ্তানি হইয়াছে।

ঝাঁটার কাঠী

১৯২৬ সালে সিংহল হইতে ১৫২৪৩২ হন্দর ঝাঁটার কাঠী বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, কিন্তু ১৯২৫ সনে ১৫৫৪৬০ হন্দর রপ্তানি হইয়াছিল।

গদার জন্য কয়ার (Coir)

১৯২৬ সালে সিংহল হইতে ৩০২৭৯০ হন্দর কয়ার বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং ১৯২৫ সালে ২৯৮৩১৫ হন্দর রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে কোন্ দেশে কি পরিমাণ কয়ার রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল

দেশের নাম	১৯২৫	১৯২৬
	হন্দর হিঃ	হন্দর হিঃ
যুক্ত রাজ্য	৮২০৮২	৮৬৩১৯
আফ্রিকা	৫১৬৪৯	৬০৫০০
বেলজিয়াম	২৭৮৫১	৩২৪৫৮
জার্ম্মাণী	৩৪৯৪৯	২৮৫৭৮
ইউনাইটেড ষ্টেট্স্	১৯৫৪৯	২২২০২
অষ্ট্রেলেসিয়া	৩৬৯৮৭	৩৩৩৩৯
ভারতবর্ষ	১৫৮৭৬	১১৩২০
জাপান	১২২২৪	১০৬১৩

বিনা মূলধনে ব্যবসায়

ইন্‌সিওরেন্সের দালালী

"ব্যবসা ও বাণিজ্যের" জন্ম হ'ল যে দিন, সেই দিন থেকেই আমরা এই একই বাণী প্রচার করে আসছি যে, "বাঙ্গালী, ওগো চির-নিদ্রিত আপন-ভোলা জাত! ভিক্ষার পথ পরিত্যাগ কর--দাসত্বের পথ পরিত্যাগ কর—জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে চাও যদি, তবে স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।" এখন প্রশ্ন এসেছে—"ব্যবসায় কর্ব্ব কি দিয়ে? মূলধন কোথায়?" মূলধন যে নেই, সে কথা খুবই সত্য। কাজেই এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা বলি, বিনা মূলধনেও স্বাধীন অর্থোপার্জ্জনের পথ গ্রহণ করা সম্ভব। আমরা Brokery বা দালালির কথাই বল্‌ছি।

অনেকের মুখে প্রায়ই শুন্‌তে পাই যে, মাড়োয়ারীরা লোটা কম্বল সম্বল করে বাংলায় এসে কিছু দিনের মধ্যে অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে পড়ে। কিন্তু খুব কম লোকই আছে, যারা তাদের এই হঠাৎ বড় লোক হওয়ার গুপ্ত রহস্যটা ভেদ কর্ত্তে পেরেছে। কিসের বলে তারা বড় হয়? কেমন করে তা'রা কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপর প্রাসাদোপম বিরাটকায় অট্টালিকাসমূহ গড়ে তুলছে? আমরা দরিদ্র, আর তা'রা বড়লোক হয় — মাড়োয়ারীদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে একটু আধটু খোঁজ খবর যাঁরা রাখেন, তাঁ'রা বল্‌তে পার্ব্বেন, "কেন! মাড়োয়ারীদের অধিকাংশই দালাল—পাটের দালাল, চা'লের দালাল—ভূষিমালের দালাল ইত্যাদি। দালালিতেই পয়সা—দালালি করেই তা'রা বড়লোক।"

ইহুদি বা আর্ম্মেনিয়াদের মত ধনী জাত ভারতে খুব অল্পই আছে। কলিকাতায় তা'দের অসাধারণ প্রতিপত্তি। কিন্তু কেমন করে তা'রা ধনী হয়েছে? চাকরী করে নয়—ডাক্তারী করে নয়—দালালি করে। তাদের মধ্যে সেরা ধনী যে—যার অর্থের সীমা পরিসীমা নেই বল্লেই চলে--সেই গল্‌ষ্টন্‌ সাহেব এদেশে যখন আসেন, তখন তিনি কপর্দ্দকশূন্য পথের ভিখারী—আর্ম্মেনীয় চার্চ্চের ভিক্ষার অর্থে তাঁ'কে লেখাপড়া শিখ্‌তে হয়েছিল। কিন্তু দালালির দ্বারা তিনি আজ এত অর্থের মালিক হয়েছেন যে, তাঁ'কে কলিকাতার মধ্যে বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ধনী বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

দালালি জিনিষটা যে কি, তা বোধ হয় কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

মনে করুন, "ক" কোম্পানী পাটের কারবার করে—তা'কে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট বিলেতে পাঠাতে হবে, কাজেই সে পাট কিন্‌তে চায়। আবার "খ" ও 'গ' বাবু-চাষী। তা'রা পাট বিক্রী কর্ত্তে চায়। 'খ' ও 'গ' পাড়াগেঁয়ে লোক—তারা অজস্র পরিশ্রম করে পাট উৎপন্ন করেছে—নৌকায় মাল ভরে কলিকাতায় এসেও উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তা'রা বেচবে কেমন করে? বাজারের খবর তা'রা রাখে

না—কা'কে বেচ্‌তে হবে, কোথায় বেচ্‌তে হবে, এসব কিছুই তা'দের জানা নেই। কাজেই তৃতীয় ব্যক্তির শরণ নিতে তা'রা বাধ্য, না হইলে পদে পদে তা'দের প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। সেই তৃতীয় ব্যক্তিই হ'ল দালাল। দালালের কাজ হ'ল ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। অন্য কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, দালাল মধ্যস্থ থেকে 'খ' ও 'গ'য়ের জিনিস 'ক'কে বেচে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখ্‌বে 'ক' যেন 'খ' ও 'গ'কে ঠকিয়ে নিতে না পারে, বা 'খ' ও 'গ'ও যেন 'ক'কে ঠকিয়ে না নেয়। এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষেরই সুবিধা, অথচ মাঝে থেকে কমিশন হিসাবে দালালও কিছু অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তে সক্ষম হয়।

দালালি কর্ত্তে পয়সা লাগে না সত্য (অবশ্য কোন কোন জিনিসের দালালি কর্ত্তে গেলে মূলধনেরও প্রয়োজন হয়), কিন্তু তাই বলে যে কেহ দালালি কর্ত্তে গেলেই যে পয়সা রোজগার কর্ত্তে পার্ব্বে, এমন কথা বলা যায় না। পাকা দালাল হতে গেলে তার কয়েকটা গুণ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন।

(১) প্রথমতঃ, পাকা দালালের একজন ভাল 'বলিয়ে কহিয়ে' হওয়া দরকার। দালালকে পাঁচ জনের সঙ্গে মিল্‌তে হবে—পাঁচজনের সঙ্গে কথা বল্‌তে হবে—তাদের বুঝাতে হবে, লওয়াতে হবে—কাজেই দস্তুর মত আদব কায়দা দুরস্ত না থাকলে বা বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোকের প্রত্যেককে মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর্ব্বার ক্ষমতা না থাক্‌লে, কেউ দালালি করে আসর জমাতে পার্ব্বে না। কথায় চিঁড়ে ভিজে না সত্য—কিন্তু কথায় মানুষের মন ভেজে, এ'ত আমরা অহরহঃই দেখ্‌তে পাচ্ছি। শুধু মিষ্ট কথা নয়—দস্তুর মত যুক্তিপূর্ণ কথা বল্‌তে হবে। তর্কদ্বারা অপরের যুক্তি খণ্ডন করে, অপরের মতের উপর নিজের মতটাকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে—হবেই হবে। দালালের আরও একটা গুণ থাকা চাই—সে হ'ল উপস্থিত বুদ্ধি। কেননা ভাল তার্কিক হতে গেলে, উপস্থিত বুদ্ধি না থাক্‌লে চলে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ, দালালি কর্ত্তে হ'লে, সকল বিষয়ে ভাল রকম জানা শুনা থাকা দরকার, বিশেষতঃ, বাজারের খবর না জান্‌লে ত তার এক মুহূর্ত্তও চল্‌বে না। যে জিনিসের বাজার দর, সে জিনিস কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, কি পরিমাণে পাওয়া যায়, কোথায় বিক্রয় হয়, চাহিদা কত, দুনিয়ার অন্যান্য দেশে সে জিনিসের বাজারের অবস্থা কি, ইত্যাদি ইত্যাদি সকল সংবাদ ত তাঁর নখদর্পণে থাকবেই, তা'ছাড়া অন্যান্য আনুসঙ্গিক খবর এবং সাধারণ জ্ঞান না থাক্‌লে চল্‌বে না। এক কথায় তাঁ'কে একজন "well-informed, all round man" বা চৌখোস লোক হতে হবে যাতে অন্য কোন লোক কোন বিষয়েই তাঁকে সহজে ঠকিয়ে দিতে না পারে।

(৩) দালালিতে উন্নতি লাভ কর্ত্তে হলে, দস্তুর মত পরিশ্রমী হওয়া চাই। দালালের জুড়ী গাড়ী মোটর বাড়ী প্রভৃতি দেখে অনেক লোকই মনে করেন, তাঁ'রা বুঝি কেবল আরাম, করে, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে এবং ভুঁড়িতে বাতাস লাগিয়েই অজস্র অর্থ উপার্জ্জন কর্চ্ছেন। কিন্তু তা নয়। একজন দালালকে যে পরিশ্রম কর্ত্তে হয়, একজন সাধারণ লোকের সে পরিশ্রম কর্ত্তে হলে, জিভ্‌ বেরিয়ে যাবে। নাওয়ার স্থিরতা নেই—খাওয়ার স্থিরতা নেই—অমানুষিক পরিশ্রম করে তাঁ'দের আরামের উপাদান কিন্‌তে হয়।

কুঁড়ের বাদ্‌শা যারা তা'দের কোন ব্যবসায়েতেই কস্মিনকালেও উন্নতি হয় না—দালালিতে ত নয়ই।

এখন দেখা যা'ক, এ তিনটা গুণের মধ্যে বাঙালীর কোন্‌টার অভাব।

(১) প্রথম দফায় বক্তৃতা শক্তি। বাঙালীর মত বাক্‌পটু জাত পৃথিবীতে খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাঙালীর মাথা অত্যন্ত পরিষ্কার বলেই মহামতি তিলক একদিন বলেছিলেন- "What Bengal thinks today India will think tomorrow," অর্থাৎ বাঙ্গালীর মাথা থেকে আজ যা বের হবে, কাল সারা ভারত তাই গ্রহণ কর্বে। ওকালতি, ব্যারিষ্টারিতেও যে বাঙালী এত অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তা'রও একমাত্র কারণ, তাদের প্রকৃতিগত বাক্‌পটুতা। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষার দিক দিয়েও বাঙালী অগ্রণী —তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা যত বিস্তার হয়েছে, এত আর কারুর মধ্যে হয়নি। কাজেই দালালি কর্ব্বার যে প্রধান এবং প্রথম গুণ, সেটা বাঙালীর আছে বা সহজেই সে'টা সে অর্জ্জন কর্ত্তে পারে।

শিক্ষা সম্বন্ধে আরও দু'টা কথা একটা এখানে বলা দরকার। ভাল দালাল হতে গেলে, কি ধরনের শিক্ষার আবশ্যক? তা'কে কি বি, এ পাশ কর্ত্তে হবে? তাকে কি সেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ, মিল্‌টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট, মেকলের essays—এ সমস্তই পড়ে ফেলতে হবে? তাকে কি ক্যাল্‌কুলাসের ফরমূলা, একনমিক্সের থিওরি, দর্শনের সূত্র মুখস্ত কর্ত্তে হবে?—এর উত্তর যে মস্ত বড় একটা "না", তা'তে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, ইহুদী জাতটাই একটা দালাল জাত এবং মাড়োয়ারীদের বিষয়েও ঠিক এই কথা খাটে। কিন্তু সেই ইহুদী বা মাড়োয়ারীদের মধ্যে গ্রাজুয়েট আছে কয়জন? কলকাতায় যত ইহুদী আছে, তা'দের মধ্যে দু তিনজনও গ্র্যাজুয়েট আছে কিনা সন্দেহ। তা'দের ছেলেরা ম্যাট্রিকিউলেসন ক্লাস অবধি পড়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার থেকে বিদায় নেয়, এবং ঐ সময়ের মধ্যেই সুন্দর এবং বিশুদ্ধ ইংরেজী বল্‌তে শিখে ফেলে। তারপর নানা বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করে, তা'রা দালালিতে প্রবৃত্ত হয়।

যাই হোক্, ইহুদীদিগকে মোটের উপর বেশ শিক্ষিত বলা যায়—কিন্তু মাড়োয়ারীদের অধিকাংশই নিরক্ষর। ইংরেজী ত জানেই না, তা' ছাড়া, এমন কি, নিজের ভাষাতেও তাদের তেমন দখল নেই। শুধু নাম সই কর্ত্তে এবং কিছু কিছু হিসেবের অঙ্ক শিখেই তারা বড় বড় ব্যবসায় চালাচ্ছে।

কতদূর মূর্খ তারা, একটা ঘটনার উল্লেখ কল্লেই তার মোটামুটি ধারণা হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কার্য্য উপলক্ষে আমরা লালদীঘির পার দিয়ে যাচ্ছিলাম। লালবাজারের মোড় থেকে দেখা গেল, Writers' Buildingএর সুমুখে লোকে লোকারণ্য, আর দু'শ আড়াই শ' লালপাগড়ী রেগুলেশন লাঠি হাতে তা'দের পাহারা দিচ্ছে। দেখেই আমাদের মনে হল, হয়ত বা আবার হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বেধেছে। কিন্তু আরও একটু এগিয়ে যেতেই, সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়্‌ল। সে দিন সবে-মাত্র Writers' Buildingএ পাটের বিবরণ এসে পৌঁচেছে। বাহিরে যা'রা ভিড় জমাচ্ছে, তা'রা সব দালাল-মাড়োয়ারী। সংখ্যায় ৫।৭ শয়ের কম হবে না। Forecast জান্‌বে, এই তাদের বাসনা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তা'দের মধ্যে একজনও বাঙালী দেখতে পেলাম না। পাটের দালাল বাঙালীর মধ্যে যে, একজনও নেই, তা নয়, কিন্তু তা'রা সবাই কিছু২ ইংরাজী জানে, অন্ততঃ তা'দের মাতৃভাষাতেও খানিকটা দখল আছে। পাটের বিবরণী ইংরাজীতে বাহির হয় একমাত্র Indian Trade Journal এ, আর বাংলায় বাহির হয়

কেবল "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায়। মাড়োয়ারার Trade Journal বা "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পড়বার শক্তি নেই, তাই তা'দের গভর্ণমেণ্ট-হাউসের সমুখে ভিড় জমাতে হয়—কিন্তু বাঙালী Trade Journal বা "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পড়তে জানে, তাই তাদের ভিড় ঠেলবার দরকার হয় না।

নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও মাড়োয়ারী যে অগাধ অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তে সমর্থ হচ্ছে, সে কেবল তা'দের সুতীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধির জোরে। বাঙালী তাদের চেয়ে ঢের বেশী শিক্ষিত, কাজেই সে যদি একবার সুবুদ্ধি সহকারে ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করে, তবে সে মাড়োয়ারীর চেয়ে যে ঢের বেশী উন্নতি কর্ত্তে পার্ব্বে, তা'তে আমাদের আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ভাল কথা—আমরা বল্‌ছিলাম, কি রকম শিক্ষার দরকার। বর্ত্তমানকালে কলকাতার বাজারে দালালিতে উন্নতি লাভ কর্ত্তে হলে, ইংরেজী, বাংলা এবং হিন্দী—এই তিনটা ভাষায় দস্তুরমত আয়ত্ব করে ফেলা চাই। অবশ্য কেতাবের ভাষার কথা আমি বল্‌ছিনা—অনর্গল কথা বল্‌তে পার্লেই হ'ল। আজকের দিনে ইংরেজী ভাষা না জান্‌লে যে এক পাও চল্‌তে পারে না একথা কেউই অস্বীকার কর্ব্বেন না; কিন্তু কেউ কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন, বাঙালীর ছেলে আবার বাংলা শিখবে কি? কিন্তু বাঙালী বলেই বাংলায় "বক্তৃতা" কর্ত্তে সবাই পারে না, সবাই বা বলি কেন, পনের আনা লোকেই পারে না; এবং একথা মনে রাখা দরকার যে, দালালের একটা প্রধান গুণ, কথা বলবার ক্ষমতা।

তৃতীয়তঃ, আমরা হিন্দী ভাষাটাও আয়ত্ত কর্ত্তে বল্‌ছি এই জন্যে যে, কলকাতার প্রায় সমস্ত বাজারই এখন মাড়োয়ারী অথবা গুজরাটীর দ্বারা অধিকৃত; কাজেই তাদের সঙ্গে লেন দেন কর্ত্তে হবেই। অথচ মাড়োয়ারীরা ইংরাজী জানে না—তারা বাংলা ত জানেই না; কাজেই তাহার সঙ্গে কারবার কর্ত্তে গেলে তাদের ভাষা অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

(২) দ্বিতীয় দফায় বাজারের খবর ও সাধারণ জ্ঞান। সত্যের অনুরোধে একথা স্বীকার কর্ত্তে আমরা বাধ্য যে, এবিষয়ে সাধারণ বাঙালী অনেকটা পিছিয়ে আছে। তাদের শিক্ষা এমন একদেশী যে, যে ব্যক্তি সংস্কৃত অনার্স নিয়ে পাশ করেছে, তা'কে ইতিহাসের একটা স্থূল কথা জিজ্ঞাসা কর্লেও সে মূক হয়ে থাক্‌বে; আবার যে ইতিহাস নিয়েছে, সে হয়ত ভূগোলের কিছুই জানে না। এই যে একদেশিতা, এই যে কূপমণ্ডুকত্ব—এর জন্য কিন্তু কেবল এক ছেলেরাই দায়ী নয়, এদেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিও তা'র জন্য অনেকখানিই দায়ী।

যাই হোক, এ দোষ কিন্তু সংশোধনীয়। বাঙালীর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে—তা'র মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা সকলের থেকে বেশী। ব্যবসায়ের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেনি বলেই সে আজ ব্যবসার ক্ষেত্রে সবার পিছে, সবার নীচে পড়ে আছে। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই সে আবার উঠ্‌তে পারে—সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ কর্ত্তে পারে—শিক্ষা কর্ত্তে পারে।

(৩) তৃতীয় দফায় শ্রমশীলতা। বাঙালী চরিত্রে এই গুণটীর অভাব সবচেয়ে বেশী। শ্রমবিমুখ বলেই না আমাদের এই দুর্দ্দশা—এই দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য—কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, দালালি কর্ত্তে গেলে, পরিশ্রমে কাতর হ'লে চলবেনা। শুধু দালালই বা বলি কেন—যে কোন পেশাই অবলম্বন কর না কেন—অর্থোপার্জ্জন কর্ত্তে হলে দস্তুরমত খাটতে হবে। যিনি খাটতে নারাজ, তাঁ'র উন্নতির পথ চিররুদ্ধ একথা অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নাই।

সাধারণতঃ বাঙালী শ্রমবিমুখ বা একটু বেশী-রকমের আয়েসী, একথা আমরা বলেছি। তবে অনেকে বেশ পরিশ্রম কর্ত্তে পারেন, এবং নিশ্চয় টাকা পাব জান্‌লে বাকী লোকেও বোধ হয় পরিশ্রম কর্ত্তে রাজী আছে।

তবেই দেখা গেল, দালালী কর্ব্বার উপযোগী অনেক গুণই বাঙালীর আছে যা অন্য জাতের নেই, এবং বাকী গুণগুলিও সে সহজেই আয়ত্ত কর্ত্তে পারে অন্য জাতের চেয়ে সহজে। এখন কথা হচ্ছে, তবে বাঙালী এ বিষয়ে এত পশ্চাতে কেন?

কেন?—সেই কথাই এখন বল্‌ব।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন যখন প্রথম এদেশে হ'ল, তখন যে সমস্ত বাঙালী লেখাপড়া শিখেছিল, তা'রা সকলে বড় বড় চাক্‌রী পেত। কেরাণীর চাহিদা যত ছিল, যোগান তত ছিল না; কাজেই পাশ করে বেরিয়ে একটা কেরাণীগিরি জুটিয়ে নেওয়া খুবই সহজ কথা ছিল; এবং যেটা সহজলভ্য, স্বভাবতঃই মানুষের সেই দিকেই একটা ঝোঁক থাকে। কাজেই সকলে একে একে কেরাণীগিরি কর্ত্তে লেগে গেল। কিন্তু সেই হ'ল বাঙালীর কাল। সেই যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভ থেকে সুরু হয়েছে—তারপর এই এত দিনেও কেরাণী হবার ঝোঁক বাঙালীর আর গেল না। তাই আজ আমরা জগৎসভায় Nation of clerks বা কেরাণীজাতি বলে উপহসিত ও ধিকৃত।

গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ কর্ব্বার প্রবৃত্তি ছাড়া বাঙালীর ব্যবসায়ের পথে আরও একটা অন্তরায় আছে—সে হ'ল তার নিশ্চিন্ততা-প্রিয়তা। কোন রকম ঝুঁক ঘাড়ে নিতে সে রাজী নয়, কোন রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে সে নারাজ। 'কুকুর ও মাংস-খণ্ডের' গল্প পড়ে—"ধ্রুবকে পরিত্যাগ করে, অধ্রুব গ্রহণ কর্ত্তে গেলে যে ধ্রুব এবং অধ্রুব দুইই নষ্ট হয়, এই মহামূল্য উপদেশ ছেলেবেলা থেকেই তা'দের মজ্জাগত হয়ে যায়।

কেরাণীগিরির মত নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা আর কোন কাজেই নেই। ত্রিশদিন দশটা থেকে পাঁচটা অবধি কলম পিশলে মাসান্তে ত্রিশটা টাকা যে পায় একথা সূর্য্যের উদয় অস্তের মতই সত্য। তাই নির্ভাবনা-প্রিয় বাঙালী 'দশটা পাঁচটার' প্রেমে মশগুল।

কিন্তু মুস্কিলের কথা হচ্ছে এই যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে না গেলে লাভবান হওয়া যায় না। No risk, no gain—এই হ'ল ব্যবসায় ও বাণিজ্যের গোড়াকার কথা। যে কাজে নির্ভাবনার মাত্রা বা লোকসান না যাবার সম্ভাবনা যত বেশী, সে কাজের পারিশ্রমিক ও লাভের সম্ভাবনা কম। সেই রকম যে কাজে নির্ভাবনার মাত্রা এবং লোকসানের সম্ভাবনা যত কম, সে কাজের পারিশ্রমিক এবং লাভের সম্ভাবনাও তত বেশী। বাণিজ্যে সর্ব্বস্বান্ত হবার ভয় আছে বলেই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—কৃষিতে অজন্মা হবার ভয় আছে বলেই "তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"। কেরাণীগিরিতে লোকসানের সম্ভাবনা নেই বা অনিশ্চয়তা নেই—কেরাণীগিরিতে পয়সাও নেই সেই জন্যে।

দালালিতে আর্থিক লোকসানের সম্ভাবনা নেই—কেননা মূলধন দালালের নিজের নয়। তবে "মাসিক এত টাকা আমি পাবই" এ ধরণের নিশ্চয়-তাও এতে কিছু নেই। তবে বিনা মূলধনে স্বাধীন-ভাবে পয়সা রোজগার কর্ত্তে চায় যদি বাঙালী, তবে তাকে এ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দেশের মধ্যে নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছে। জানি, আজ স্বাধীনতার আন্দোলন যুবক-বাংলার বুকে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছে—তা'রা স্বাধীন পথ অবলম্বন কর্ত্তে উন্মুখ।

তাই মনে হয়, শিক্ষা এবং শক্তিসম্পন্ন যে সব উন্নতিকাঙ্ক্ষী যুবক, তা'রা এই সামান্য একটু অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা বোধ কর্ব্বে না।

দালালির রকম ফের আছে। নানা জিনিষের দালালি হতে পারে—যেমন, পাটের দালালি, চালের দালালি, বাড়ীর দালাল, ইন্‌সিওরেন্স দালালি ইত্যাদি। বস্তুতঃ কলিকাতায় যে কোন দ্রব্যই কেনা বেচা হোক্ না কেন, সবটাতেই দালালের হাত রয়েছে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী যুবকের পক্ষে কোন্ ক্ষেত্রটি প্রশস্ত? কিসের দালালি তারা কর্ব্বে? আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, দালালির প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রই মাড়োয়ারীর দ্বারা অধিকৃত, সমস্ত সাড়-সন্ধান তাদের নখদর্পণে। কাজেই যে কাজে তা'রা এগিয়ে রয়েছে, সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সহজ হবে না। তবে একটা কাজের কথা আজ বল্‌ব, যাতে বাঙালী যুবকেরা দালালি করে বেশ দু'পয়সা কামাতে পারে। আমরা লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের দালালির কথা বল্‌ছি।

ইন্‌সিওরেন্স বা বীমা-পদ্ধতি পাশ্চাত্য জগতের একটা অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলে সওদাগর আজ নিশ্চিন্তমনে দরিয়ায় পাড়ি জমাচ্ছে—পাটের ব্যাপারী রাশি রাশি পাট গুদাম-জাত করেও অগ্নিদেবতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে—এমন কি বীমার কল্যাণে মানুষের ঘরেও কিছু ভাবনা নেই। আপনার বাড়ীঘর আগুণে পুড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে—আপনি একটা অগ্নিবীমা করে ফেলুন। ব্যস্! আপনি নিশ্চিন্ত। ঘরে আগুণ লাগে যদি, খেসারত দেবে কোম্পানী। আপনার জাহাজ সমুদ্রের জলে ডুবে যাবার সম্ভাবনা আছে—সমুদ্র বীমা করুন—তা'হলে আর আপনাকে ভাব্‌তে হবে না—কেননা, নৌকা বানচাল হয়ে গেলে বা জাহাজ ডুবে গেলে ক্ষতিপূরণ কর্ব্বে বীমা-কোম্পানী। আবার জীবনবীমার উপকারিতা আরও বেশী। সকলেই চায় তা'র ছেলেপুলে পরিবার পরিজন তার মৃত্যুর পরেও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুক। সেই জন্যেই মানুষের পরিশ্রম—সেই জন্যেই মানুষের সঞ্চয়। কিন্তু কেমন করে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? কেমন করে মানুষ আত্মীয় স্বজনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবে? কার জীবনে যে কখন সন্ধ্যা এসে উপস্থিত হবে, তা কেউই নিশ্চয় করে বল্‌তে পারে না। আপনার বয়স এখন তিরিশ বছর; অফিসে চাকরী করেন। আপনি হয়ত মাসে মাসে ২০।২৫ টাকা করে সঞ্চয় কর্চ্ছেন, ভবিষ্যতের জন্যে ৮।৯ হাজার টাকা রেখে যেতে পার্ব্বেন। আর ইতি মধ্যেই যদি পটল তোলেন, তা'হলে ত সকল লেঠাই চুকে গেল—পরিবার পরিজনকে ছেলেপুলের হাত ধরে রাজপথে গাছের ছায়ায় দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আপনি যদি ঐ ২০।২৫ টাকা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে একটা ১০ বা ১৫ হাজার টাকা মূল্যের জীবনবীমা করে ফেলেন, তা'হলে ৩২ বছর বয়সে মরে গেলেও, আপনার স্ত্রীপুত্রের ভাত কাপড়ের ভাবনা থাকবে না। কেননা, বীমা কোম্পানী তৎক্ষণাৎ আপনার ওয়ারিশানকে উক্ত টাকা দিতে বাধ্য।

আমাদের দেশের লোকে সাধারণতঃ জীবনবীমা অগ্নিবীমা এবং সমুদ্রবীমাই করে থাকে—কিন্তু বিলেত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এত রকমের বীমা কোম্পানী আছে যে, বলে শেষ করা যায় না। ভাল নাচিয়ে যে—নাচ্‌তে নাচ্‌তে পায়ে ব্যথা লাগ্‌লে তা'র ব্যবসায়ের ক্ষতি হতে পারে, কাজেই সে তা'র পা দু'খানি ইন্‌সিওর করে রেখেছে। যদি ব্যথা লাগে কোনক্রমে, তবে সে ক্ষতিপূরণ পাবে। ভাল গাইয়ে যে, তা'র স্বর যদি বিকৃত হয়ে যায়, তা'হলে পয়সা রোজগারে ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা।

তাই সে তা'র কণ্ঠ ইন্‌সিওর করে রেখেছে। স্বরভঙ্গ হ'লে খেসারৎ দেবে বীমা কোম্পানী। এই রকমে দেখা যায় যে, যেখানেই ক্ষতির সম্ভাবনা—সেইখানেই ইন্‌সিওরেন্স। ইন্‌সিওর কর্‌বার মস্ত একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, এতে কম দিয়ে বেশী পাওয়া যায় যা আর কোন কিছু'তেই হয় না। আপনি লোহার সিন্ধুকে টাকা রাখুন—যে টাকা তা'র মধ্যে রাখবেন, তা'র চেয়ে এক আধলাও বেশী পাবেন না। পোষ্ট আফিসে বা ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন—তা'তেও আসল আর নামমাত্র সুদ ছাড়া এক ক্রান্তিও বেশী পাবার সম্ভাবনা নেই। একমাত্র ইন্‌সিওরেন্স কর্‌লেই অল্পের পরিবর্ত্তে বেশী পাবার সম্ভাবনা আছে—অথচ সেই অল্পও মারা যাবার ভয় নেই।

বীমা কোম্পানীর আবির্ভাব আমাদের দেশে বেশী দিন হয়নি। তবু শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এর উপযোগিতা আজকাল সকলেই প্রায় উপলব্ধি কর্‌ছে। ব্যবসায়ী মহলে আগুণ এবং জলের বিরুদ্ধে বীমা করানত খুবই সাধারণ ব্যাপার। তবে জীবন-বীমা করাটা আজও তেমন আখচার হয়ে উঠেনি।

শিক্ষিত বাঙালী যুবককে আমরা এই লাইফ্‌ ইন্‌সিওরেরে দালালি কর্‌তেই উপদেশ দিই। একমাত্র শিক্ষিত এবং ভদ্র লোকেরাই লাইফ্‌ ইন্‌সিওর করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ক্যান্‌ভাস কর্‌তে শিক্ষিত বাঙালী ছাড়া আর কেউ পার্‌বে না। আর এতে বেশ পয়সাও আছে। সকল বীমা কোম্পানীই বেশ মোটা হারেই কমিশন দিয়ে থাকে। শতকরা পঞ্চাশ টাকা ত দেয়ই—কখন কখন ৭০।৮০ টাকা পর্য্যন্ত দিতে দেখা যায়। এই কমিশন দেওয়া হয় বাৎসরিক প্রিমিয়ামের উপর। ধরুন, আপনি একজন খদ্দের পাকড়ালেন যিনি দশ বা পনর হাজার টাকা মূল্যের বীমা কর্‌তে চান। মনে করুন, তাঁকে বৎসরে দু'শ টাকা প্রিমিয়াম্‌ দিতে হবে। তা হ'লে আপনি খদ্দের যোগাড় কর্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর নিকট থেকে অন্ততঃ একশ' টাকা পেয়ে যাবেন (শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে)। এই রকম দু'তিনটা কাজ যোগাড় কর্‌তে পার্‌লেই আপনার মাসিক আয় হবে দু'শ আড়াইশ টাকা। লাইফ্‌ ইন্‌সিওরেরে দালালি করে এক একজন মাসিক দু'তিন হাজার টাকাও রোজগার করিতেছেন এ খবর আমরা রাখি।

এসব আজগু'ব বা গল্প কথা নয়—অনেকেই তাই কামাচ্ছে। চাকরী করে ৪০।৫০ টাকাও মাহিনা পাচ্ছিলনা যারা—তারা দালালি করে দস্তুরমত গুছিয়ে নিয়েছে—এও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। আমাদেরই একবন্ধু কোন অফিসে চাকরী কর্‌তেন। তিনি বিশেষ রকম শিক্ষিত এবং বেশ ভাল বল্‌তে কইতে পারেন। তথাপি তিনি সেখানে চাকরী কর্‌তেন ৬০৲ টাকা মাহিনায়। তাঁর যথেষ্ট শক্তি আছে দেখে, কতবার আমরা বলেছি—"চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন পথ অবলম্বন কর"; কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নি, এবং কারণও সেই একই—কোন রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার সাহসের অভাব। শেষে কিন্তু তাঁকে চাকরী ছাড়্‌তে হ'ল অকারণে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অপমানিত হয়ে। এখন তিনি নিরুপায় হয়ে নিঃসম্বলে ইন্‌সিওরেন্সের দালালির পথ অবলম্বন কর্‌লেন, এবং আনন্দের বিষয়, তিনি আজ দালালি করেই মাসিক ৬০৲ টাকা নয়—৬।৭ শ' টাকা রোজগার কচ্ছেন। বাঙালীরা এই পথে ঢুকেছেন—কিন্তু এখনও যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে।

বেকার সমস্যার সমাধান হয় না; লেখাপড়া শিখে আফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও চাকরী মেলান

দায় হয়েছে—বি-এ, এম্-এ পাশ করেও ২০১ টাকা মাহিনায় জীবন কাটাতে হচ্ছে—এসময় নতুন পথ অবলম্বন কর্ত্তে না পার্লে জীবন রক্ষা দায় হয়ে উঠ্‌বে। তাই আমরা চাই, শিক্ষিত বাঙালী এই নতুন পথ অবলম্বন করুক—আত্মনির্ভরশীল হোক্, কমলা তাদের প্রতি প্রসন্না হবেন। কিন্তু—কিন্তু আমরা আবার স্মরণ করিয়ে দেই যে—যে কেউ দালালি কর্ত্তে গেলেই সফলতা লাভ কর্ত্তে পার্ব্বেনা—তা'র মধ্যে শক্তি থাকা চাই—যে সব শক্তির কথা আগে আমরা বলেছি।

আর একথাটাত শুধু দালালির বেলাই সত্য নয়—সকল স্বাধীন ব্যবসায়ের বেলাই এ কথা খাটে। ওকালতি পাশ করে সবাই, কিন্তু পয়সা করে ক'জন? ডাক্তারী যারা পাশ করে, তা'রা সবাই নীলরতন সরকার বা বিধান রায় হয় না—এত আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ কচ্ছি। কাজেই, উন্নতি কর্ত্তে গেলেই শক্তি থাকা চাই। অবশ্য কার্ মধ্যে কোন শক্তি লুকায়িত রয়েছে তা-ও বলা শক্ত। তাই দরকার, আপনাকে জান্‌বার চেষ্টা। বিবেকানন্দের সেই গল্পের কথা মনে পড়্‌ল। সিংহশাবক মেষশিশুর সাথে পালিত নিজেকে মেষই মনে করেছিল, এমন কি, ডাকত-ও মেষের মত। ভুল ভাঙল তা'র শেষে অপর সিংহের উত্তেজনায় নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ সলিলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে। তাই বলি,"বাঙালী, আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জান। অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তিকে জাগরিত কর—আত্মনির্ভরশীল হ'ও।" ইংরেজীতে একটা কথা আছে, God helps those who help themselves—একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বাঙালী! আপনাকে সাহায্য কর—ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য কর্ব্বেন।

চায়ের বিবরণ

১৯২৬ সালে সিংহল হইতে চায়ের রপ্তানি

গত ১৯২৬ সালের মধ্যে সিংহল হইতে বিদেশে মোট ২১৬০৮৮৯৪৪ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে; কিন্তু গত পূর্ব্ব বৎসরে ২০৯৪৯৩৫৩৬ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছিল। গত দুই বৎসরে সিংহল হইতে কোন্ দেশে কত পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যে দেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার নাম	কাল চা		সবুজ চা	
	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৫	১৯২৬
	পাউণ্ড হিঃ	পাউণ্ড হিঃ	পাউণ্ড হিঃ	পাউণ্ড হিঃ
যুক্তরাজ্য	১৩৩৯১৯৫২২	১৪১০২৮২৬১	৩৩১৭৫	১৯৬৩৯
ইউরোপ খণ্ড	১৮০২১১৪	৩১৯১৩১৮		
রুশিয়া	১৫২০৬৩৫	৫০০০০	৭৫৫৮৫	৭৪৩৪২০
অষ্ট্রেলিয়া	১৬৩৩৭০৯৬	১৬৫৯৩৮১৩		
নিউজিল্যাণ্ড	৬২৪৭১৮০	৭৮৫৯১৭৪		
কানাডা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	৭০৭১৬৫১	৬৭২৪৯৯৭	১৩৬২৪৫	১৪২৪৫৮
আমেরিকা	১৬৭৭৭৮২৭	১৬২৪৭৬২৬	৫০৯১০৫	৩১৫৯৫৭
আফ্রিকা	৭১৮২৮৯৯	৭৯৭৯১৪৯		৩৩৬
মিশর	৬১৭২০৫২	৬১০৪৮৪৬		
চীন	১০৩০২৪১	১৬৮৮৩৫৪	৪৫৪৭৮৫	৩০০০
অন্যান্য দেশ	৯০৪৩০৯০	৭৩১৩৮২৬	১৮০৩৩৪	১৭২৭৭০
মোট—	২০৮১০৪৩০৭	২১৪৬৫১৩৬৪	১৩৮৯২২৯	১৪৩৭৫৮০

রবারের বিবরণ

১৯২৬ সালে সিংহল হইতে ৫৮৮০০ টন রবার বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, কিন্তু গত ১৯২৫ সালে মাত্র ৪৫৬৯৭ টন রবার রপ্তানি হইয়াছিল, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৯২৫ সাল অপেক্ষা ১৯২৬ সালে ১৩১০৩ টন রবার সিংহল হইতে বেশী রপ্তানি হইয়াছে।

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে সিংহল হইতে কোন দেশে কত টন রবার রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

যে দেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার নাম	১৯২৫ টন হিঃ	১৯২৬ টন হিঃ
যুক্তরাজ্য	১২১৪৯	১৮২৬০
ইউরোপ খণ্ড	২৫৯৯	২৭৭৭
আমেরিকা	২৯৮৯৩	৩৬৪৪২
অষ্ট্রেলিয়া	৮৯৬	১০৮৩
জাপান	৯৮	১৪০
অন্যান্য দেশ	৬২	৯৮
মোট	৪৫৬৯৭	৫৮৮০০

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে সিংহল হইতে যে সকল দেশে রবার রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমেরিকাতেই সব চেয়ে বেশী রবার রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৫ সালে আমেরিকায় শতকরা ৬৫ ভাগ রবার রপ্তানি হইয়াছে, এবং ১৯২৬ সালে শতকরা ৬২ ভাগ রপ্তানি হইয়াছে। যুক্তরাজ্যে শতকরা ৩১ ভাগ রবার রপ্তানি হইয়াছে। অন্যান্য দেশে রপ্তানি মালের পরিমাণ বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। পূর্ব্বে যে সকল রবার বিদেশে রপ্তানি হইত, তাহার উপর পাউণ্ড প্রতি আড়াই সেণ্ট (2½ cents) করিয়া অতিরিক্ত কর দিতে হইত। গত ২২শে জুলাই ঐ কর বাড়িয়া চারি সেণ্টে (4 cents) উঠিয়াছিল। রবারের দর সব দেশে সমানই ছিল, কেবল আমেরিকায় ইহার দর কিছু বাড়িয়াছিল।

গালার বিবরণ

সিঙ্গাপুর হইতে কাঠিগালার রপ্তানি

১৯২৭ সালের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুর হইতে কোন্ দেশে কি পরিমাণে কাঠিগালা রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মার্চ্চ মাসের বিবরণ

দেশের নাম	কি পরিমাণ রপ্তানি হইয়াছে	মূল্য
	টন হিঃ।	ডলার হিঃ।
ফ্রান্স	৭·০০	৬০৫০
মাদ্রাজ	১·৫৫	১৩৯০
কলিকাতা	১০·৮০	৮৬৯৫
যুক্তরাজ্য	৮·০৩	৭০১৮
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ (আমেরিকা)	৮০·০০	৬৫০১৬
ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থান	৭·৩৭	৯১৮
বালি	·৩০	২১০
সুমাত্রা	·০৫	৩৩
মোট	১১৫·.০	৯৪৩৩০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—১৫৫৸০ = ১০০ ডলার

এপ্রিলের বিবরণ

দেশের নাম	রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ	মূল্য
	টন হিঃ	ডলার হিঃ
ফ্রান্স	৪·০০	১৮৮৯
জার্ম্মাণী	১·০০	৮০৮
কলিকাতা	৫·৬৫	৪৭৫০
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	৪০·০০	২৮৮১২
ফরাসী-ভারত	২·৯২	২০৫৭
মোট	৫৩·৫৭	৩৯৬১৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—১০০ ডলার্স = ১৫৪.০ আনা

ব্যাঙ্কক্ [Bangkok] হইতে কাঠিগালার রপ্তানি

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কক্ হইতে বিদেশে যে পরিমাণ কাঠিগালা রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

জানুয়ারী মাসের বিবরণ

১ পিকলস্ = ১৩৩⅓ পাউণ্ড। ১০০ টিকলস্ = ১২২৲

কোন্ দেশে রপ্তানি হইয়াছে	রপ্তানি মালের পরিমাণ	মোট মূল্য
	পিকলস্ হিঃ	টিকলস্ হিঃ
সিঙ্গাপুর	২৯৭২·৩৯	১৬৯৭২১
জার্ম্মাণী	১১১৬·০৪	৭৯৬৪১
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	২৬৮·৮০	১৮০০০
চীন	·৫০	৩৫
মোট	৪৩৫৭·৭৩	২৬৭৩৯৭

ব্যাঙ্কক হইতে কাঠিগালার রপ্তানি

মার্চ্চ মাসের বিবরণ

১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসে ব্যাঙ্কক্ হইতে কোন্ দেশে কি পরিমাণ কাঠিগালা রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

দেশের নাম	রপ্তানি মালের পরিমাণ পিকলস্	মূল্য টিকলস্
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্	২৮৩·৫০	১৮৩৮৫
সিঙ্গাপুর	২৯৫·৩৩	২১১২০
জার্ম্মাণী	১৮·১১	৯০৪
ব্রিটীস্ মালয় ষ্টেট্	৬·২৯	২৫২
যুক্তরাজ্য	২৫২·০০	১৭:৪০
মোট	৮৫৫·২৩	৫৫১০১

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এক পিকলস্ = ১৩৩⅓ পাউণ্ড
১০০ টিকলস্ = ১২২৲

এপ্রিল মাসের বিবরণ

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে ব্যাঙ্কক্ হইতে কোন্ দেশে কি পরিমাণ কাঠিগালা রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

যে দেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার নাম	রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ পিকলস্ হিঃ	মূল্য টিকলস্ হিঃ
সিঙ্গাপুর	৫২৭·০০	২৯০৯৩
জার্ম্মাণী	৮৪·০০	৪২০০
যুক্তরাজ্য	২৬৮·৯০	১৯৮৭০
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	৩৩৬·০০	৩৩৬০০
মোট	১২৩৫·৯০	৮৬৭৬৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—১ পিকলস্ = ১৩৩⅓ পাউণ্ড।
১০০ টিকলস্ = ১২২৲ টাকা।

———

কয়লার কথা

ফেব্রুয়ারীর বিবরণ

১৯২৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কোন্ প্রদেশের খনি হইতে কত টন কয়লা ইয়াছে, ও কি পরিমাণ সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রদেশের নাম	কত টন কয়লা খনি হইতে উঠিয়াছে	কত টন কয়লা সরবরাহ করা হইয়াছে
আসাম	২৮০৯৫	২৬৯২২
বেলুচিস্থান	৯৮০	২১৩
বাংলা—রাণীগঞ্জ কোল্ ফিল্ড্	৫০৬৮৮৪	৪০৮৩৩৩
বিহার ও উড়িষ্যা		
রাণীগঞ্জ খনি	৮৬৩৭৪	৬১৬৪৯
ঝরিয়া	৯৬১৫২৫	৮০০৯৩০
বোকারো	৮৮৭২৩	৮০৯৯১
গিরিডী	৭৪৫১৭	৬৫২৭৪
রাজমহল	২৭০	২৭১
রামগড়	৩৯	:৯

প্রদেশের নাম	কত টন কয়লা খনি হইতে উঠিয়াছে	কত টন কয়লা সরবরাহ করা হইয়াছে
জয়িন্তি	৫৭৯৭	৪০৬০
পালামৌ কোল্ ফিল্ড্	৮৪	
চিঙ্গির—রামপুর কোল্ ফিল্ড্	২৮১৯	১৩৩৭
করণপুরা খনি	১৩১৯৫	১২০২৬
মধ্যপ্রদেশ		
পেচভ্যালি কোল্ ফিল্ড্	৪৪৬৮৮	৩৮৪৩২
চন্দ কোল্ ফিল্ড্	১১১৬৩	১০৩৯৮
ইয়টমল	৮৩১	
নরসিংপুর কোল্ ফিল্ড্	...	
বেটুল কোল্ ফিল্ড্	...	
পাঞ্জাব	৬৭৬০	৬২৯৯

মার্চ্চের বিবরণ

প্রদেশের নাম	কত টন কয়লা খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে	কত টন কয়লা সরবরাহ করা হইয়াছে
আসাম	৩১৪৭১	৩০৩১৯
বেলুচিস্থান	৫৪২	৪২৫
বাংলাদেশ		
রাণীগঞ্জ কোল্ ফিল্ড্	৫৪২৪০২	৪৮৯৭১৫
বিহার ও উড়িষ্যা		
রাণীগঞ্জ কয়লার খনি	৯৫২০৩	৬৬২৮৬
ঝরিয়া	১০২২১৭৮	৯১৩৯৭

বোকারো	১০৯৬৯৩	১০৬৯৮৯
গিরিডী	৮০৩৯০	৬৮৭৬৭
রাজমহল	৫৬	৫৬
রামগড়	৭৭	৩৯
জয়ন্তি	৬০৬৯	৫৬৪৬
পালামৌ কয়লার খনি	৫৮	
হিঙ্গির রামপুর কোল্ ফিল্ড্	১৪৭১	২১৪৯
করমপুরা কোল্ ফিল্ড্	১৩৪৪৫	১১১৬১

মধ্যপ্রদেশ

পেণ্টভ্যালি কোল্ ফিল্ড্	৩৩০৩১	৩৩১২৩
চন্দ কোল্ ফিল্ড্	১১৪৭১	১০৩৮০
ইম্বট্মল্	৪১৩	
নরসিংপুর কোল্ ফিল্ড্		
বেটুল কোল্ ফিল্ড্		
পাঞ্জাব	৬২৯৮	৮৮৬৭
সর্ব্বসমেত মোট	১৯৫৪২৬৮	১৭৪৮৩৯৫

চিনির খবর

জাভা—জানুয়ারী মাস

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে জাভা হইতে চিনির রপ্তানি

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাস হইতে মোট ৮১৭৯৮ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে ; কিন্তু গত ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে মোট ১২১০৮২ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছিল। গত তিন বৎসরের জানুয়ারী মাসে জাভা হইতে কোন্ দেশে কত টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোন্ স্থানে মাল রপ্তানি হইয়াছে	১৯২৫ জানুয়ারী টন হিঃ	১৯২৬ জানুয়ারী টন হিঃ	১৯২৭ জানুয়ারী টন হিঃ
ফ্রান্স	...	১০২	...
এডেন্	...	২৫৪	...
ব্রিটীস্ ইণ্ডিয়া	৩০৮০৬	৪২০৪৭	৪৬১৩৯
পিনাং	২৪৬২	২৪৬৪	২১৯২
সিঙ্গাপুর	৫২৬১	....	৭১১১
শ্যাম	১৬৬৮	২০৭৫	১৯২৯
হংকং	১২১২২	১১৭৩০	৭৭৫৩
চীন	৬২১১	৮০২৩	১৩১৬
জাপান	১৪৮৫৯	৪৯১১১	১২২৫২
অষ্ট্রেলিয়া	...	...	১৫
পোর্ট টাইমর	৫	...	...
অন্যত্র		...	৩১০১

জাভা—ফেব্রুয়ারী মা

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাভা হইতে ৯৩০৫৭ টন চিনি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী—এই দুই মাসে মোট ১৭৪৮৫৫ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে

ব্রিটিস্ ভারতে ১০৫১৮৮ টন,
জাপানে ২৩৩০৩ টন,
হংকংএ ১৮৩৫২ টন,
সিঙ্গাপুরে ১০২০৮ টন ও
চীনে ৫০৯০ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে।

গত ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ এই তিন বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে মোট কত টন চিনি জাভা হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

দেশের নাম	ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ টন হিঃ	ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ টন হিঃ	ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ টন হিঃ
ইংলণ্ড	...	...	১
আরব	৪০	১০	২০৮
ব্রিটীস্ ভারত	৩৩৫৩৮	৪১০৯৬	৫৯০৪৯
পিনাং	৪৮৮	১৬২৩	২৭৭২
সিঙ্গাপুর	৩৪০৯	৪৩২৬	৩০৯৭
শ্যাম	৮২৫	১৪৬৭	২৫০০
সাইগন	...	২৫৩	...
হংকং	১১২৮৯	১০৬৭৬	১০৫৯৯
চীন	৬০৫৭	৪৪১১	৩৭৭৪
জাপান	৪৩৩	১৬৮৩৭	১১০৫১
তাম্রমর বন্দর	...	...	৬

জাভা—এপ্রিল মাস

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে জাভা হইতে বিদেশে মোট ৩৫৫০৬ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে; কিন্তু গত ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে ২৮৬৫৭ টন এবং ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে ৩৬২৭৫ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসের মধ্যে মোট ৩০৪৬৯২ টন চিনি জাভা হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে—

ব্রিটিস্ ভারতে ১৯৩৭০ টন,
জাপানে ৩৫৫২০ টন,
হংকংএ ২৩২০৯ টন,
সিঙ্গাপুরে ১৮০৮৫ টন,
চীনে ৮৬৪৬ টন,
পিনাংএ ৮৩২৬ টন চিনি জাভা হইতে রপ্তানি হইয়াছে।

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে জাভা হইতে কোন্ দেশে কি পরিমাণ চিনি রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল, এবং ইহার সহিত গত দুই বৎসরের এপ্রিল মাসের রপ্তানির পরিমাণও দেখান হইল।

দেশের নাম	এপ্রিল ১৯২৫ টন হিঃ	এপ্রিল ১৯২৬ টন হিঃ	এপ্রিল ১৯২৭ টন হিঃ
ফ্রান্স	২৪৬৭	...	...
পর্টুগাল	২০৩২	...	...
পোর্ট সৈয়দ ইত্যাদি	...	...	৩৪৫৪
ব্রিটীস্ ভারত	১৭৫৩৬	১৪২৫৮	১৮৪৭৭
পিনাং	২০৬	১১২৩	১২৯৩
সিঙ্গাপুর	৪৮৯১	৫৯৫৩	৩১৫৯
শ্যাম	২৩০	৩৩	৮৮০
সাইগন	...	...	২০৩
হংকং	৯১৬৯	১৭৯৬	১৩১৯
চিনি	২২১২	১২৩৪	১৫১৯
জাপান	...	৪২৬০	২৬০৮
অষ্ট্রেলিয়া	...	...	২৭

মরিসাস্ হইতে চিনির রপ্তানি

১৯২৬ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯২৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মরিসাস্ হইতে কোন্ দেশে কত টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার সহিত পুর্ব্ব দুই বৎসরের রপ্তানির হিসাব দেওয়া গেল।

কোন্ দেশে রপ্তানি হইয়াছে	১৯২৪-২৫ টন হিঃ	১৯২৫-২৬ টন হিঃ	১৯২৬-২৭ টন হিঃ
গ্রেট্ বিটেন	৩১৭৭৫	১৯৫৩০৭	১১৩৫৮৫
ইউরোপ খণ্ড	১	...	...
আমেরিকা	৭৬০৩	...	৪৯৪৩
ভারতবর্ষ	১৩৮৮১৬	২২	...
হংকং	৬৪	...	১৪১
দক্ষিণ আফ্রিকা	...	২২৫	...
অন্যান্য স্থান	১৯২	১২৮	১২৬

রেলওয়ে সংবাদ

গত দুই বৎসরের প্রধান প্রধান ষ্টেট্ রেলওয়ের মোটামোটী আয় নিম্নে দেওয়া গেল।

রেলওয়ের নাম	১৯২৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আয়	১৯২৭ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আয়	অধিক + কম —
এ, বি,	১৪২ লক্ষ টাকা	১৫০ লক্ষ টাকা	+৮
বি, এন,	৭২২ ,, ,,	৭১৭ ,, ,,	—৫
বি, বি, ও সি, আই,	১০৪৫ ,, ,,	৯৬৯ ,, ,,	—৭৬
বর্ম্মা	৪১৩ ,, ,,	৩৭৩ ,, ,,	—৪০
ই, বি,	৫৫১ ,, ,,	৫৮২ ,, ,,	+৩১
ই, আই,	১৬৯৯ ,, ,,	১৬৭৯ ,, ,,	—২০
জি, আই পি,	১২৯৬ ,, ,,	১২৬৪ ,, ,,	—৩২
এম, ও এস্, এম,	৬৯০ ,, ,,	৬৯০ ,, ,,	
এন্, ডাব্লিউ	১৩৬১ ,, ,,	১৩৪৮ ,, ,,	—১৩
এস্, আই	৪৭০ ,, ,,	৪৭০ ,, ,,	

ষ্টেট্ রেলওয়ের আয়

১৯২৭ সনে ২৮শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুই কোটী ছয় লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে; সুতরাং এই সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা বর্ত্তমান সপ্তাহে একলক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসরে ঠিক এই সপ্তাহে যে আয় হইয়াছিল, এ বৎসর তাহা অপেক্ষা পনের লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান বৎসরে ২৮শে মে পর্য্যন্ত মোট সমস্ত ষ্টেট্ রেলওয়ের মোট আয় হইয়াছে, ষোল কোটী সাতানব্বই লক্ষ টাকা, অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা বিরানব্বই লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

২৮শে মে পর্য্যন্ত কোন্ ষ্টেট্ রেলওয়ের কি পরিমাণ আয় হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

রেলওয়ে	২৮শে মে পর্য্যন্ত। ১৯২৬ লক্ষটাকা হিঃ	২৮শে মে পর্য্যন্ত। ১৯২৭ লক্ষটাকা হিঃ	বৃদ্ধি+ হ্রাস— চিহ্ন লক্ষটাকা হিঃ
এ, বি,	২৩	২৭	+৩
বি, এন,	১৩৯	১৫৪	+১৫
বি, বি, এণ্ড সি, আই,	১৯৭	২০৫	+৮
বর্ম্মা,	৮৪	৮৮	+৪
ই, বি,	৮০	৯৯	+১৯
ই, আই,	৩১৩	৩৪০	+৩৬
জি, আই, পি,	২৫৭	২৫১	—৬
এম, এণ্ড এস, এম,	১৪৩	১৩৮	—৫
এন্, ডব্লিউ	২৩৮	২৪৯	+১১
এস্, আই,	৯১	৯১	

উপরে যে সকল ষ্টেট্ রেলওয়ের আয়ের পরিমাণ দেখান হইল, তাহার সহিত পূর্ব্ব সপ্তাহের আয়ের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মাদ্রাজ ও সাউদার্ণ মহারাষ্ট্র এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল ব্যতীত অন্যান্য সকল রেলের আয়ের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

নিম্নে তিনটী প্রধান রেলের মোট আয়ের পরিমাণ ও তাহার সহিত আয়ের কারণও দেওয়া গেল।

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে

চারি লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। ইহার কারণ, এই রেল দ্বারা প্রচুর পরিমাণে গম চালান হইয়াছে ও শস্যও পাঠান হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে

৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আয়। খুব দূর স্থানের টিকিট বিক্রয় ও কয়লা চলাচল হওয়ায় এই আয় বাড়িয়াছে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

২ লক্ষ টাকা। কয়লা, লোহা, চুণ, চাউল ও লবণ চলাচলের জন্য এই আয়ের বৃদ্ধি।

লিপ্‌জিগ মেলাতে ভারতীয়দের যোগদান

১৯২৭ সালের ৬ই হইতে ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় দিবস লিপ্‌জিগে একটী মেলা বসিয়াছিল। ইহাতে লণ্ডণের ইণ্ডিয়ান ট্রেড কমিশনার একটী ভারতীয় প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। এই ভারতীয় প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দেখান হইয়াছিল। যথাঃ—

আঁশওয়ালা জিনিষ

রেশম, পশম, তুলা, ছোবড়া ও নারিকেলের দড়ি ইত্যাদি।

খনিজ দ্রব্য

বকসাইট (Bauxite), লৌহ, সীসা, ম্যাংগানিস্ (Manganese), ওর ও অভ্র ইত্যাদি।

শস্যাদি সম্বন্ধীয়

চাউল (বর্ম্মা সুপার ; বর্ম্মা এম, এম, এম, এম ; বর্ম্মা সোমলা); গম (চাইস করাচি ও করাচি হোয়াইট) যব, ভুট্টা, ছোলা, মটর ইত্যাদি।

তৈল বীজ

মসিনা (মাদ্রাজ, হোয়াইট্ হাওরা (বোল্ড ফরজপুর) কারদা, সারষা, নিগার (Niger), তিল, কোলজা (Colza), বাদাম, নারিকেলের শুষ্ক শাঁস, তুলা, রেড়ী, ধনে ইত্যাদি।

Tan-stuffs বা চামড়া পাকাইবার মসলা

তেঁতুল, হরিতকী, খয়ের, (Dive-dive) দিবী দিবী (কালী ও চামড়া প্রস্তুতের মসলা) লঙ্কা, আদা, দারুচিনি, এলাচি (সবুজ)।

চা

পিকো সাওচ্যাং (Pekoe Souchang)।
ব্রোকেন পিকো।
অরেঞ্জ পিকো।
ব্রোকেন পিকো সাউচ্যাং।
ফ্লাওয়ারী পিকো, সুচাং ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো।

কফি

বিন্‌স্ (Beans, Nilgiri) গুঁড়া কফি (নিল গিরি)

গালার চাকাত

বি পি একসট্রা (B. P. extra)
বেকারস্ স্পেশাল (Becker's Special)

সেনা পাতা (Senna Leaves)

কাঠ

ইণ্ডিয়ান্ সিলভার গ্রে (Indian silver grey)
পাদক (Padouk)
ইয়োলো মালবারী (Yellow Mullberry)
হোয়াইট্ চুলগ্ল্যাস্ (White Chulglas)

ইণ্ডিয়ান্ ব্ল্যাক ওয়ালনট্ (Indian Black Walnut)
কুরজান কাঠ (Kurjan wood)
ইণ্ডিয়ান্ লরেল কাঠ (Indian Laurel wood)
মার্বেল কাঠ (Marble wood)
ইয়োলো হার্ট (Yellow heart)
আন্দামান পদক (Andaman padouk)
টিক (Teak)
বর্ম্মা মেহগনি (Burma mahogany)
হালদু (Haldu)

চাটনি

আচার
পিক্‌লস্ (Pickles)
মৎস্য মাংসের তরকারী
কারি পাউডার (Curry powder)
মোরব্বা
জেলি (Jellies)
বোম্বে ডাক্‌স্ (Bombay ducks)
প্যাপাডামস্ (Papadums)

বাসন কোসন

এনামেলের বাসন
কাশ্মীরের বাঁকান কাঠের কাজ
খেল্‌না ইত্যাদি

রেশম

নামদা (Namdahs)
কটন ডুরি (Cotton durries)
কটন প্রিণ্টস্ (Cotton prints)
নারিকেলের দড়ির মাদুর

ভারতীয় প্রদর্শনীতে দর্শকের যথেষ্ট ভিড় হইয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে একটা উৎসাহ দৃষ্ট হইয়াছিল।

ভারতের নানাবিধ ব্যবসায় সম্বন্ধে সাধারণভাবে জানাইবার জন্য ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ পাব্‌লিসিটি অফিসার ইংরেজী ও জার্ম্মাণ ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উৎসাহিত দর্শকবৃন্দের-মধ্যে এইরূপ তিন হাজার পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন। অনেক ব্যবসায়ের সন্ধান তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার সদুত্তরও প্রদান করিয়াছেন।

জার্ম্মাণী, ইটালী, সুইডেন্, হলাণ্ড, ডেন্‌মার্ক, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমাণীয়া, জাপান, লণ্ডণ ও নিউইয়র্ক হইতেই প্রধানতঃ এই সকল ব্যবসায়ের অনুসন্ধান আসিয়াছে। আর ইহাও দেখা গিয়াছে, এই সকল সন্ধান প্রধানতঃ তুলা, নারিকেলের দড়ি, ছোব্‌ড়া ও দড়ীর মাদুর, নানাবিধ ঔষধী, তৈলবীজ, চামড়া, অভ্র, কাঠ, চা, নানাবিধ আচার, চাট্‌নী ইত্যাদি বিষয়েই আসিয়াছিল।

যাহা হউক, ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনার মনে করেন, লিপ্‌জিগে যে ভারতীয় প্রদর্শনী দেখান হইয়াছে, তাহা সার্থক হইয়াছে; কারণ ইহাতে ভারতের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য দেশ বিদেশের ব্যবসায়ী-গণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে এবং বিদেশীয় বণিকগণ ভারতীয় দ্রব্যের আদরও করিতেছেন।

যাহা হউক, কমিশনার আশা করেন যে, এ বৎসর অপেক্ষা আগামী বৎসরে বৃহত্তর আকারে ভারতীয় দ্রব্যের প্রদর্শনী খোলা সম্ভব হইবে এবং দেশ বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের আদর ও চাহিদা দিন দিন বাড়িয়াই চলিবে।

কাগজের গ্লাস

আমাদিগের ২০৮৯ নং গ্রাহক মেসার্স **Herain & Co.**র, নিকট হইতে আমরা দুই রকমের কাগজের গ্লাস উপহার পাইয়াছি। ইঁহারা বিদেশ হইতে এই কাগজের গ্লাস আনাইয়া এ দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। গ্লাস দুইটী দুই রকমের। এক রকম প্লেন সাদা কাগজের এবং অন্যটী ঠিক পার্চ্চমেণ্টের মত দেখিতে—অথচ পার্চ্চমেণ্ট নহে; কারণ পার্চ্চমেণ্ট হইলে তাহার দাম বেশী হইত এবং তাহাতে পানীয় রাখা স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

ইহার পূর্ব্বেও আমরা এই কাগজের গ্লাসের ব্যবহার দেখিয়াছি। কলিকাতার কয়েকজন ধনীর বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণে ব্যাপকভাবে এই গ্লাস ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। সেখানে মাটীর গ্লাসের পরিবর্ত্তে এই গ্লাসে সমস্ত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে জল খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, দুগ্ধফেননিভ কাগজের গ্লাসে জল পান করিয়া এবং নূতনত্বের আস্বাদে অনেকেই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যবসায় হিসাবে এইবার আমরা মাটীর গ্লাসের সহিত এই কাগজের গ্লাসের তুলনামূলক সমালোচনা করিব।

মাটীর গ্লাস

ইহার গুণের মধ্যে এই যে, ইহার দাম বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সস্তা। 'বোধ হয়' বলিলাম এই জন্য যে **Herain & Co.** এই গ্লাস খুচরা হিসাবে বাজারে কত দামে বিক্রয় করিতে পারিবেন তাহা আমাদিগকে জানান নাই। মাটীর গ্লাস এক পয়সায় দুইটার বেশী পাওয়া যায় না; বিবাহের গণ বেশী থাকিলে এবং পাল পার্ব্বণের সময় ইহার দাম আরও চড়িয়া যায়; কিন্তু চড়িয়া গেলেও পয়সায় একটী মাটীর গ্লাস সব সময়েই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার দোষগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। উভয়টী স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়।

(১) মাটীর গ্লাস কুমার বাড়ী হইতে আসিয়া দোকানীর গুদামে অনেক দিন পড়িয়া থাকে; তাহাতে প্রায়ই দেখা যায় যে, আরসুলা, ইঁদুর প্রভৃতি ইহার মধ্যে যাইয়া বাসা লয় এবং মলমূত্রের দ্বারা গ্লাসগুলি নোংড়া করিয়া ফেলে। মাটীর গ্লাস porous অর্থাৎ শোষক; ইহার মধ্যে আরসুলা, ইঁদুর প্রভৃতি মলমূত্র ত্যাগ করিলে, সে সবই মাটীর মধ্যে শুষিয়া যায়। বড় বড় যাগযজ্ঞে এই সকল মাটীর গ্লাস ধোবার ভার থাকে প্রায়ই চাকর বাকরের উপর; তাহারা মাটীর নাদা অথবা চৌবাচ্চার মধ্যে গ্লাসগুলি ফেলিয়া, এক একবার চুবাইয়া নিয়াই গ্লাস ধোবার কাজ সারিয়া ফেলে। এইজন্য গ্লাসের মধ্যে যে মলমূত্র শোষিত হইয়া রহিয়াছিল, তাহা আর ভাল করিয়া ধোয়া হয় না। সেইজন্য নিমন্ত্রণ বাড়ীর গ্লাসের জলে কখনও কখনও আরসুলার গন্ধ পাওয়া যায়।

(২) এই সকল মাটীর গ্লাস কুমারের হাপরের মধ্যে পোড়ান হওয়ায় সব গ্লাসের মধ্যেই ছাই, পাঁশ, কুটা পাতা ইত্যাদি পাওয়া যায়। ভাল করিয়া ধোয়া না হইলে গ্লাসে এই সব ময়লা থাকিয়া যায় এবং খাবার সময় নিমন্ত্রণ বাড়ীর অধিকাংশ গ্লাসের জলেই নানারূপ ময়লা থাকিতে দেখা যায়। এই

সকল ময়লা সাধারণতঃ গ্লাসের তলায় পড়িয়া থাকে ; কিন্তু দ্বিতীয় বার জল ঢাইলেই গ্লাসের তলানী হইতে এই সকল ময়লা ভাসিয়া ওঠে। বলা বাহুল্য, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নানারূপ চব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া জলপান করিবার সময় গ্লাসের ভিতর এই সব নোংড়া অপরিষ্কার দেখিলে সাধারণতঃ মনের মধ্যে ন্যক্কারজনক ভাব বোধ করেন। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া মাটীর গ্লাসের এই দোষ দুইটী সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে। যেখানে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অল্প এবং গৃহস্বামী নিজে খুব সতর্ক, চাকর বাকরেরা কর্ত্তব্য-পরায়ণ, এবং নিমন্ত্রিতদের সুখ, স্বাস্থ্য এবং তৃপ্তির দিকে সকলের নজর আছে, সেখানে অবশ্য মাটীর গ্লাস খুব যত্ন সহকারে ধোয়া হয় এবং এইরূপ যত্নের সহিত ধুইলে মাটীর গ্লাস স্বাস্থ্যের পক্ষে যে অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সচরাচর এরূপ যোগা-যোগ দেখা যায় না। গৃহস্বামী ভাল হইলেও চাকর বাকরদের হাতে যখন ধোবার ভার, তখন তাহারা কখনও পরিপাটীরূপে এসব কাজ করিবে না, ইহাই ভাবা সঙ্গত। তারপর যে জিনিষের স্বাস্থ্য সঙ্গতি এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য এতগুলি পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহার দোষের ভাগই বেশী বলিতে হইবে।

এইবার ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করা যা'ক।

(১) ইহার পক্ষে বলার কথা এই যে, ইহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য।

(২) ইহা প্রস্তুত করিতে কোনও কল কার-খানায় প্রয়োজন নাই।

(৩) ইহা গরীবদের একটী প্রাচীনতম কুটীর শিল্প।

(৪) ইহার সমস্ত পয়সাটাই দেশের লোকের হাতে ঘোরে ফিরে।

(১) ইহার বিরুদ্ধে বলার কথা এই যে, কাগজের গ্লাসের তুলনায় ইহা অত্যন্ত ভারী, সুতরাং আনা নেওয়ার খরচা বেশী পড়ে। অল্প কয়েকশত গ্লাসেই মুটের ঝাঁকা ভরিয়া যায় ; ঝাঁকায় গ্লাস নিবার জায়গা থাকিলেও মাটীর গ্লাস ভারী বলিয়া মুটে বেশী নিতে চায় না।

(২) ইহা ভঙ্গপ্রবণ ; মাটীর গ্লাস লইয়া যাহারা কারবার করে, তাহাদিগকে এইসব ভাঙ্গা চুরার জন্য শতকরা ১০টী গ্লাস প্রায় বাদ দিতে হয়। যাঁহারা কিনিয়া লইয়া যান, তাঁহাদেরও এইরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হয় ; কারণ আনা নেওয়া এবং দেওয়া থোওয়া করার সময় কতক ভাঙ্গিয়া যায়।

(৩) কুমারের হাপর হইতে এমন অনেক গ্লাস পাইকারদের ঘরে আসে যাহার মধ্যে অনেকগুলি cracked বা দাগী, ফুটা, কানাভাঙ্গা অথবা অন্য রকমে অব্যবহার্য্য। পাইকারেরা অবশ্য এই সকল আবার গ্রাহকদের নিকট চালাইবার চেষ্টা করে, এবং এইরূপে একটা চাতুরীর খেলা চলিতে থাকে। অবশ্য যে সকল গ্রাহক চতুর এবং হুঁসিয়ার, তাঁহারা একটী একটী করিয়া বাছিয়া নেন, সুতরাং দাগীগুলি সব দোকানদারের ঘাড়ে লোকসান যায়। আর যে সকল গ্রাহক সাদাসিদে, তাঁহারা বাড়ী মাল আনিয়া ধুইবার সময় এই সব দাগী গ্লাস ধরিতে পারেন। আর যে সব গ্লাস ফুটা, তাহা তখনও ধরা পড়ে না। তাহারা ধরা পড়ে তখন, যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির গ্লাসের তলা হইতে সব জল বাহির হইয়া সম্মুখবর্ত্তী লোকের বসিবার আসন যদি ভিজাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভাঙ্গা, ফুটা, ফাটা ইত্যাদির জন্যেও শতকরা প্রায় ২০।২৫টী গ্লাস লোকসান হইয়া যায়।

(৪) ইহার টুকু করিতে দোকানে জায়গা বেশী লাগে, সুতরাং ভাড়ার হারও বেশী।

এইবার কাগজের গ্লাসের কথা আলোচনা করা যা'ক। আমরা Herain কোম্পানীর নিকট হইতে যে দুই টি নমুনা পাইয়াছি, তাহার মধ্যে plain সাদা কাগজের গ্লাসটী খুবই পাতলা, এবং handle করিবার পক্ষে লগ্‌বগে (soft and tender) বলিয়া মনে হইল। কিন্তু অপর গ্লাসটী বেশ মজবুত এবং শক্ত। আমরা আরও অনেক রকমের গ্লাস দেখিয়াছি যাহা খুব শক্ত ও মজবুত।

ইহার সুবিধা এই :—

১। মাটীর গ্লাসের ন্যায় ইহা ধুইবার প্রয়োজন নাই এবং ধুইলেও শ্রমসাপেক্ষ নহে।

২। শত শত গ্লাস অতি ছোট এক একটী কাগজের বাক্সের মধ্যে থাকায়, আরসুলা প্রভৃতি কোনও রূপ কীট পতঙ্গের দ্বারা দুষিত হইতে পারে না।

৩। দেখিতে অতি সুশ্রী এবং তৃপ্তিদায়ক।

৪। সোলার ন্যায় হাল্‌কা বলিয়া হাজার হাজার গ্লাস এক মোটে আনিতে পারা যায়, সুতরাং transport খরচ খুব কম।

৫। যেরূপ ভাবেই handle করুক না কেন, কখনও ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই।

৬। মাটীর গ্লাসের ন্যায় ফাটা, ফুটা, ভাঙ্গা অথবা crack এর জন্য লোকসান খাইতে হয় না।

৭। অতি অল্প জায়গায় বিস্তর মালের stock রাখা হয়।

৮। নিমন্ত্রিতদিগকে দিতে সুখ।

৯। সোডা, লিমনেড্, সরবত ইত্যাদি কাঁচের গ্লাসে না দিয়া,রেস্তঁরায় এই কাগজের গ্লাস অনায়াসে প্রচলন করা যায়।

এখন সকড়ীর কথা। আমাদের দেশে মাটীর গ্লাসে একবার জল খাইলে তাহা পুনবায় আর ব্যবহার করা হয় না। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া না করা উচিত। কারণ পুর্ব্বেই বলিয়াছি মাটীর গ্লাস porous বলিয়া একজন মুখ লাগাইয়া খাইলে তাহার মুখের রস, লালা ইত্যাদি ঐ গ্লাসের মধ্যে শুষিয়া যায়; সুতরাং সে গ্লাসে অন্যের খাওয়া ঠিক নহে। ধাতুর গ্লাস মাজিয়া ঘসিয়া ফেলা হয় বলিয়া তাহাতে এই দোষ থাকে না। এইজন্য মাটীর গ্লাস একবার ব্যবহার করিলে তাহা ফেলিয়া দেবার প্রথা উত্তম। কাগজের গ্লাসের দামও এত সস্তা যে, মাটীর গ্লাসের ন্যায় উহা একবার ব্যবহার করিয়াই ফেলিয়া দেওয়া অনায়াসেই চলিতে পারে।

ফলে ক্যানভাসারের হাতে পড়িলে এবং আমাদের "ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী" অবলম্বন করতঃ মফঃস্বলের সকল দোকানদারকে দাম ও নমুনা পাঠাইয়া দিলে, আমাদের খুব বিশ্বাস যে, এই কাগজের গ্লাসের এদেশে যথেষ্ট কাট্‌তি হইতে পারে। আমাদিগেরও একজন গ্রাহক বিদেশ হইতে এইরূপ একটা চালানের মত নুতন মাল আনিয়াছেন দেখিয়া, আমরা সুখী হইলাম।

যাঁহারা এই দ্রব্যের দাম ও নমুনা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপনাপন গ্রাহক নম্বর সহ পত্র লিখিলে, আমরা উক্ত কোম্পানীর নিকট তাঁহাদের পত্র পাঠাইয়া দিব।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল।

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	কি কি দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে	জরিমানার পরিমাণ
মদন মোহন লাহা, ৩০৬, অপার চিৎপুর রোড (নতুন বাজার)	চা (গুঁড়া)	১০৲
সৌরেন্দ্র মোহন দে, সাং ঐ	সরিষার তৈল	২০৲
পুরাণ সাউ, ৩৭০, অপার চিৎপুর রোড্ (জোড়াসাঁকো বাজার)	দুধ	৩৬৲
অশ্বিনী কুমার সাহা, ৬৭-১৬-পি, ২৮, ষ্ট্রাণ্ড রোড্	সরিষার তৈল	১৫৲
ওমরাও সিং, ৩৮, মাণিক বোস্ ঘাট ষ্ট্রীট	সন্দেশ	৭০৲
ফিকন চৌধুরী, ১-১, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, (বাগবাজার মার্কেট)	মাখম	১২৲
নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নিরদা চরণ হাতুই ও অন্যান্য, ১৩, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্	সন্দেশ	৯০৲
বিপিন বিহারী ঘোষ ও পুণ্ডরিকাক্ষ ঘোষ, ১০০, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্	সন্দেশ	৫০৲
জীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১ ৬, অপার চিৎপুর রোড	সন্দেশ	৪০৲
কালিচরণ দাস, ৩৭২, অপার চিৎপুর রোড (লালাবাবুর বাজার)	সাগু	৪৲
ব্রজ গোপাল নন্দী ও অক্ষয় কুমার দত্ত, ৩৮, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	৬০৲
শ্রীমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮১, পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	১৫৲
মোহনলাল বারওয়ারী, ১৪-১০, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট	ঐ	১২৲
গোবর্দ্ধন শেঠ্ ও অনুকূল চন্দ্র পাল, ১৬, হরলাল মিশ্র লেন	ঐ	১৫৲
শিবাপদ রুদ্র ও ননী গোপাল পাল, ১৩৫-১, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্	ঘি	৭৫৲
গোষ্ঠ বিহারী দত্ত, ৮০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ (হাতী বাগান মার্কেট)	চা (গুঁড়া)	১৫৲

সতীশ চন্দ্র দেব
৩৩১, অপার চিৎপুর রোড ময়দা ৪০৲

জুন মাসে যাহারা দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের নাম

সেখ কালু মিঞা
৪২-২, চাঁদনী চক্ স্ট্রীট্ সন্দেশ ২৫৲

মাখনচন্দ্র ঘোষ
৮বি, ডেকার্স লেন দুধ ২০৲

বীরেশ্বর নন্দী
২৫, চাঁদনী চক্ স্ট্রীট্ সাগু ১০৲

পাঁচু ঘোষ
বৈঠকখানা বাজার দুধ ৪১॥০

রাসবিহারী ঘোষ
বৌবাজার মার্কেট ঘি ১৫০৲

জ্ঞানপুরাজ
৬৮-৩, মির্জ্জাপুর স্ট্রীট্ সরিষার তৈল ২৫৲

Sk. মৈলের সিং
৭২, কিম্বার লেন জিলাপী ৪০৲

রামলাল
১১৯, লোয়ার
সারকুলার রোড সরিষার তৈল ১৫৲

ফুলরী চাঁদ,
১২৪, লোয়ার সারকিউলার রোড সরিষার তৈল ১০৲

গঙ্গাপ্রসাদ রাম গোপাল
২, হংসপকর লেন ঘি ১৫১৲

বিনোদ বিহারী মণ্ডল
৪০-১, স্ট্রাণ্ড রোড সরিষার তৈল ৫০৲

কালিপদ ঘোষ ও অতুল ঘোষ
পুরাণ বৈঠকখানা বাজার দুধ ৫০৲

আশু ঘোষ ও ক্ষেত্র ঘোষ
সাং ঐ ঐ ৬০৲

আবদুল বারি
সাং ঐ ঐ ২৫৲

সতীশচন্দ্র প্রামাণিক
৩৪, অপার
সারকুলার রোড সরিষার তৈল ২০৲

নীলমণি ডস্
২৫-৩, মির্জ্জাপুর স্ট্রীট্ সাগু ৬৲

ঝাণ্ডুরাম
১৬৫, বহুবাজার স্ট্রীট্ সরিষার তৈল ৫০৲

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস
১৩৪-বি, বৈঠক-
খানা রোড্ সন্দেশ

ভারতীয় চামড়া

সার বোশল ব্ল্যাকেট গত বাজেট প্রস্তুত কর্‌বার সময় এসেম্‌ব্লীতে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে, কাঁচা চামড়ার রপ্তানির উপর শতকরা পাঁচ টাকা শুল্ক একদম্ উঠিয়ে দেওয়া হোক্ ; কিন্তু এসেম্‌ব্লীতে সার রেশিলের উল্লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়-নি ; প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট হয়েছিল। সভাপতি নিজের ভোট বিপক্ষে দেওয়ায় সার রেশিলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতের প্রতিষ্ঠিত ট্যানারি যে এসেম্‌ব্লীর সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্ত্তমান ধার্য্য শুল্ক উঠিয়ে দিলে, বিদেশ হতে ট্যান্ করা চামড়া ভারতে এসে, ভারতে ট্যান্ করা চামড়ার প্রতিবন্ধক হবে। কেননা, ভারত থেকেই অধিকাংশ কাঁচা চামড়া বিদেশে চালান যায় এবং বিদেশ থেকে সেগুলো ট্যান্ হয়ে এসে ভারতে বিক্রয় হয়, সুতরাং শুল্ক নিবারণ করলে বিদেশীরা শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাবে এবং তা'রা অপেক্ষাকৃত কম দামে ভারত থেকে কাঁচা চামড়া নিয়ে গিয়ে নিজেদের দেশে ট্যান্ করে ভারতের বাজারে অল্প মূল্যে বিক্রয় কর্‌তে সমর্থ হবে,—তা'হলেই ভারতে প্রতিষ্ঠিত ট্যানারগুলি প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হবে,—এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হয়ে এসেম্‌ব্লীর অর্দ্ধেক সভ্য এবং সভাপতি মহাশয় সার রেশিলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন ; কিন্তু এ-কথা সকলকেই মান্‌তে হবে যে, শুল্কের জন্যই গত কয়েক বৎসর ধরে ভারতে ট্যানারির প্রসার বৃদ্ধি হচ্ছে না।

ব্রহ্মদেশের পঞ্চাশ বছরের পুরাণো একটী ফার্ম্ শুল্কের জন্য অনেক টাকা লোকসান দিয়েছে। বর্ম্মার চামড়ার ব্যবসায়ীগণ রাজপ্রতিনিধির নিকট 'তারে' অনুরোধ করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে এসেম্‌ব্লীর নির্দ্দেশ বাতিল করে দেন। উত্তর এবং পূর্ব্ব ভারতে চামড়ার কাজে কম পক্ষে বিশ কোটী টাকা খাট্‌ছে ; কিন্তু শুল্কের জন্য ঐ কাজের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছে।

সাধারণতঃ দরিদ্র কৃষক যখন দেখে যে, তা'র বলদ পঙ্গু হয়ে গেছে, অর্থাৎ তা'র আর লাঙ্গল টান্‌বার ক্ষমতা নেই, তখন সে বলদের চামড়া বিক্রয় করে ফেলে, কিন্তু চড়া শুল্কের হেতু চামড়ার চালান দেবার জন্য অনুরোধ বিদেশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়, কাজে কাজেই ভারতে চামড়ার দাম নেহাৎ কমে যায় এবং কৃষকেরা বাধ্য হয়ে সেই দুর্ব্বল বলদকেই খাটাতে সুরু করে; কিছুকাল দুর্ব্বল ও অশক্ত দেহে কাজ করেই বেচারা বলদ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; তা'র পর কড়া সুদে টাকা ধার ক'রে কৃষক নতুন বলদ খরিদ করে। বর্ত্তমান শুল্ক ধার্য্য না থাকলে বিদেশ থেকে চামড়ার প্রচুর চাহিদা হ'তো, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে চামড়ার দাম বেড়ে যেত; কৃষকও উচ্চ মূল্যে তার অকেজো বলদ বিক্রয় করে প্রাপ্ত টাকার সাহায্যে নতুন বলদ খরিদ কর্‌তে পারতো। আর একটা মজার কথা এই যে, বম্বে ও মান্দ্রাজের চামড়ার ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমান শুল্ক বিলোপ করার একদম বিরুদ্ধে ; শুল্ক উচ্ছেদ করলে

তা'রা নাকি কল্‌কাতার চামড়ার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম হবে না।

মোট কথা, শুল্কের জন্য ভারতে চামড়ার ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে,—এর উচ্ছেদ সাধন করা উচিত। তবে ভারতীয় চামড়ার ব্যবসায়ের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে অর্থাৎ বিদেশী চামড়ার আক্রমণ থেকে ভারতীয় চামড়াকে রক্ষা করতে গেলে, কোনরূপ বাউন্টি বা উৎসাহের জন্য অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করলে আরো ভাল হয়।

বাংলাদেশে জয়েণ্ট্ ষ্টক কোম্পানী

১৯২৭ সালে মার্চ্চ মাসে বাংলাদেশে ২৫টী নূতন কোম্পানী মোট ৫৫০০০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৪ ব্যাঙ্ক	২৭০০০০০৲
৬ লোন	৩৫০০০০৲
২ মটর তৈয়ারী ও বিক্রয়	২৫০০০০৲
১ প্রিন্টিং ও মনোহারী	১০০০০০৲
২ কেমিক্যাল ব্যবসায়	১৪০০০০৲
৩ অন্যান্য ব্যবসায়	১৭০০০০৲
১ চাউলের কল	১০০০০০৲
২ চায়ের আবাদ	১০০০০০০৲
১ অন্যান্য প্ল্যান্টিং	১০০০০০৲
১ কয়লার খনি	১০০০০০০৲
১ মদ প্রস্তুত	২০০০০০০৲
১ হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি আমোদ প্রমোদকারী বিষয়	২০০০০৲
মোট	৫৫০০০০০৲

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন আপনি যদি বাংলা দেশের সমদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচাব সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে ?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওযা বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারেব এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি-মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

বাঁকুড়া জেলার ব্যবসায়ের কেন্দ্রসমূহ

১। বাঁকুড়া
২। রাজগ্রাম
৩। উপরডিচি, পোঃ ঝাঁটীপাহাড়ি
৪। কেঞ্জাকুঁড়্যা, পোঃ ছাতনা
৫। বেল্যা, পোঃ ছাতনা
৬। গুন্বাৎ, পোঃ ইন্দ্রপুর
৭। লক্ষ্মীসাগর, পোঃ শিমলাপাল
৮। মসড্যা, পোঃ খাতড়া
৯। বিষ্ণুপুর,
১০। সোণামুখী
১১। কৃষ্ণনগর
১২। পাত্রসায়ের
১৩। খাতড়া
১৪। বেল্যাতোড়
১৫। গোপালবাটী, পোঃ ওন্দা
১৬। খামার বেড়্যা, পোঃ ওন্দা
১৭। পামিস্তা, পোঃ ওন্দা
১৮। ওন্দা
১৯। রামসাগর
২০। পাত্রবাখড়্যা, পোঃ অযোধ্যা
২১। ছাতনা
২২। ইন্দাস
২৩। বাগসন্দা, পোঃ অম্বিকানগর
২৪। চন্দ্রকণা, পোঃ ওন্দা
২৫। বোয়াইচণ্ডি
২৬। কাপিষ্ঠা, পোঃ গঙ্গাজলঘাটী
২৭। মালিয়াড়া
২৮। ছাগলা, পোঃ তালডাঙ্গরা
২৯। অযোধ্যা
৩০। গঙ্গাজলঘাটী
৩১। অম্বিকানগর
৩২। আড়কানা
৩৩। ফুলকুসমা

বাঁকুড়া

লবণ, চিনি ও কাটরা মাল

দোয়ার্কাদাস ফুলচন্দ
নেউলরাম বৈজনাথ
চন্দুরাম আশারাম
চুনীলাল গণেশদাস
লাভুরাম প্রহলাদ রায়
ছোটীলাল গণেশদাস
গণপত রায় মতিলাল
রামগোপাল বাবুলাল
আহম্মদ গণি
নেউলরাম গণপত রায়
লছমীনারায়ণ রামজীবন
মালিরাম বাজেরিয়া
নাগরমল মদনগোপাল
ঝাভেরচন্দ চতুর্দ্দাস
রামগোপাল দাগা
ভাইচাঁদ ফুলচাঁদ
লছমীনারাণ মাড়োয়ারী
হনুমানদাস গণপত রায়
চন্দুরাম লছমীরাম
শিউবক্স কেদারনাথ
বংশীধর বক্তারাম
হবিবর রহমন
শ্রীরামানন্দ খাণ্ডেলওয়ালা
বালমুকুন্দ রাধাকিশন
রামধারীলাল হাজারীলাল
খুবচাঁদ লছমীনারাণ
গুলরাজ দুর্গাদত্ত
জয়নারায়ণ ভগবানদাস
কিউদতরায় দোয়ার্কাদাস
মতিলাল বাজেরিয়া
ভিষনগোপাল রাঠী
কিষণজী দামোদর

মশলা

শ্রীগোপালচন্দ্র নন্দী
শ্রীহেমচন্দ্র মল্লিক
শ্রীযুগলচরণ মল্লিক
শ্রীগোপালবিহারী দত্ত
শ্রীসত্যাকঙ্কর দত্ত
শ্রীরামচন্দ্র দারপা
শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন
ঘোষ এণ্ড সন্স
শ্রীমাখনলাল দে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দে
শ্রীচিরঞ্জীলাল মাড়োয়ারী
ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চন্দ
শেটুরাম হনুমান বক্স

বিড়িকুটা তামাক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীগৌরীপদ কুণ্ডু

শ্রীক্ষেত্তর সাহিনি
এইচ, জি, মাড়োয়ারী এণ্ড কোং
শ্রীরামলাল কুণ্ডু
শ্রীচুণীলাল দে
শ্রীকানাইলাল দে
চিরঞ্জীলাল ধমুকা

ষ্টেশনারী

শ্রীচৈতন্যচরণ কুণ্ডু
শ্রীগোপীনাথ দরিপা
শ্রীরামলাল দরিপা
শ্রীনগজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামপদ দে
শ্রীগোকুলচন্দ্র পাল
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাঁ
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ রক্ষিত
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহা
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিপিনবিহারী সেন
কে, সি, পাল
শ্রীরামশঙ্কর মল্লিক

সুতা

শ্রীহরিকিষণ রাটী
শ্রীপূর্ণচন্দ্র রক্ষিত
শনিরাম জিতমল
সুরমল শিউবক্স
দোয়ারকাদাস ফু:চাঁদ

কাপড়

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত এণ্ড্ সন্স্
শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাত্র
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত
শ্রীগোপীনাথ দরিপা
শ্রীরামলাল দরিপা
শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীশ্যামাচরণ রক্ষিত
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দাস
শ্রীমাখনচন্দ্র দত্ত
শ্রীআশুতোষ কুণ্ডু
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দে
শ্রীসিতিকণ্ঠ দত্ত
শ্রীপুরুষোত্তমদাস পান্নালাল
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত
শ্রীরামপদ নন্দী
শ্রীললিতমোহন ত্রিবেদী
শ্রীআশুতোষ দে
শ্রীছোটালাল গণেশদাস
খদ্দর ভাণ্ডার
অভয় আশ্রম
শ্রীমতিলাল সিরাওগী
শ্রীউমাচরণ কুণ্ডু
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল ও শ্রীরামচন্দ্র পাল
শ্রীশ্যামানন্দ বেণীপ্রসাদ
শ্রীমাগারাম দও

লৌহ

৺বামাচরণ দত্ত
শ্রীগোপীনাথ দত্ত
৺কেশব চন্দ্র দে ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে
শ্রীগোপীনাথ দরিপা ও শ্রীরামনাথ দরিপা

সোনা রূপার অলঙ্কার

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দে

শ্রীচাম্পালাল জুয়েলাপ্রসাদ
শ্রীকেশবচন্দ্র দে
শ্রীবনমালী দে
শ্রীদ্বারকানাথ দে ও শ্রীসাধুপ্রসাদ দে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে
শ্রীহেমচন্দ্র দে
শ্রীরতনলাল দে
শ্রীশশীভূষণ আঢ্য
শ্রীআশুতোষ দে

পুস্তক

শ্রীকালীনাথ রায়
বাঁকুড়া বুক ডিপো

বাদ্যযন্ত্র

শ্রীগতিকৃষ্ণ লাল এণ্ড সন্স
,, ধরণীধর নাগ

মালা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীভজনলাল রাধারমণ
শ্রীনীলমণিদাস অধিকারী

ধান কল

শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীমাখনলাল মাড়োয়ারী
শ্রীধর রাইস্ মিল্
শ্রীগোপেশ্বর দাঁ
ঝাভেরচন্দ চতুর্দ্দাস
রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বরলাল মতিলাল
শ্রীহংসেশ্বর মাঝী

আড়তদার

শ্রীরতন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, রাধাগোবিন্দ গরাকাঁই

শ্রীরাখালচন্দ্র প্রামাণিক
,, উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
,, রাধাগোবিন্দ দত্ত
,, রতনচন্দ্র গরাঙ্কী
,, লক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা
,, সূর্য্যকুমার সামন্ত
,, গোপেশ্বর গরাই
,, যাদবচন্দ্র কুণ্ডু
,, নন্দলাল গরাই
,, বায়সচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, রাধাকান্ত দাস
,, বিভূতিভূষণ দত্ত
,, রতনলাল কর্ম্মকার
,, জহরীলাল জাঠী
,, গোষ্ঠবিহারী দাস
,, হেমচন্দ্র মোদক
,, মানগোবিন্দ দত্ত
,, নিমাইকুমার সামন্ত
,, ভূষণচন্দ্র দত্ত
,, সূর্য্যনারায়ণ গরাই
,, গোপেশ্বর দত্ত
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস
৺নন্দলাল দত্ত
শ্রীনীলকণ্ঠ দাস কাওয়ালী
,, বিজয়গোপাল দত্ত
,, চিন্তামণি দত্ত
,, রামদাস বটব্যাল
,, বিভূতিভূষন মোদক
,, হবিবর রহমান

তৈল কল

শ্রীরামদাস চিমনলাল

ঔষধ

মিত্র ফার্ম্মেসী
রায় ফার্ম্মেসী
রয়েল মেডিক্যাল হল
চৌধুরী ফার্ম্মেসী
মেডিক্যাল ষ্টোর্স
কট ফার্ম্মেসী
জুবিলী মেডিক্যাল হল
পাইওনিয়ার ফার্ম্মেসী

কাঠ

শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীবিজয়গোপাল দত্ত
শ্রীরামশঙ্কর কর্ম্মকার
শ্রীরামভক্ত ঠাকুর

ঠিকাদার

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেন গুপ্ত
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়গোপাল দত্ত
শ্রীবিজয়গোপাল দত্ত
শ্রীলালজী রাজা

বাসন

শ্রীকৃষ্ণলাল দাস ও
শ্রীসত্যকিঙ্কর দাস
শ্রীশ্যামাচরণ দাস
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ কর্ম্মকার
শ্রীদুর্গাগতি দাস ও
শ্রীহারাধন চন্দ্র দাস
শ্রীহেমচন্দ্র দাস
শ্রীবাবুলাল কর
শ্রীঈশানচন্দ্র কর
শ্রীভূবন চন্দ্র কর
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীতারকচন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীরসিক চন্দ্র দে ও
শ্রীভগবান দাস দে
শ্রীমহাভারত চৌধুরী
শ্রীরামশঙ্কর মল্লিক
শ্রীঈশান চন্দ্র দাস ও
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দাস
শ্রীরামপদ সেন
শ্রীরামানুজ কর
শ্রীরামলালচন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীরামনারোদ কর্ম্মকার
শ্রীরাসবিহারী কর্ম্মকার

সাইকেল ও গ্রামোফোন

পি মুখার্জ্জি এণ্ড কোং

জুতা

মহম্মদ হোসেন পাঞ্জাবী
মহম্মদ বকস্
ক্লাসন্তাল এণ্ড ষ্টোর্স
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস
আবদুল গফুর
খোদাবক্স পাঞ্জাবী
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রুহিদাস
মন্ন সেক

চামড়া

শেখ বাবু
হাজী মহম্মদ
হয়ামতুল্লা বাহুলাড়া
একরাম খাঁ

ইট, চুণ, সুরকী

শ্রীবিজয়গোপাল দত্ত

শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রীব্রজলাল দত্ত

সংবাদপত্র বিক্রেতা

শ্রীসিতিকণ্ঠ দে
শ্রীআশুতোষ লাই
শ্রীহরিপদ আঢ্য

চশমা

আজমল খাঁ
আমেদ ব্রাদার্স

ছবি বাঁধাই

শ্রীসাগর চন্দ্র দে

ফটোগ্রাফার

শ্রীসাগরচন্দ্র দে
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র রক্ষিত

সুর্ত্তি ও জরদা

শ্রীকিশোরীলাল নাগ

পান

শ্রীরামলাল কুণ্ডু
শ্রীবিপিনবিহারী কুণ্ডু
শ্রীগৌরীচন্দ্র দত্ত
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দাস
শ্রীকালীপদ কুণ্ড
শ্রীদিগম্বর কুণ্ডু
শ্রীবিপিনবিহারী সোম

ফল

শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রীমোহিতচন্দ্র কুণ্ডু

সন্দেশ

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মোদক
শ্রীরামচন্দ্র মোদক
শ্রীরামলাল সান্যাল
শ্রীযুগলচরণ দত্ত
শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত

ঘি, ময়দা, গুড়

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ বরাট
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ মোদক
শ্রীআশুতোষ বরাট
শ্রীশিবচন্দ্র মোদক
শ্রীকালীদাস মোদক

রাজগ্রাম

কাপড়

শ্রীকেদার নাথ কুণ্ডু
" গোপেশ্বর দত্ত
" জীবনচন্দ্র দে
" লছীরাম দত্ত

মশলা

শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ড
" গোপেশ্বর দত্ত
" রামসদয় দত্ত
" রামসৃষ্টি নন্দী

বাসন

শ্রীরামেশ্বর কর্ম্মকার

আড়ৎ

শ্রীরামকিঙ্কর কুণ্ডু
" যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
" বিপিনবিহারী দত্ত
" প্রমথনাথ দত্ত
" বিপিনবিহারী কুণ্ড
" তারিক মোদক

উপরডিহি, পোঃ ঝাটী-পাহাড়ী

শ্রীদুর্গাচরণ মুশীব

" প্রেমচন্দ্র মুশীব

শুশুনিয়া, পোঃ ঝাটীপাহাড়ী

শ্রীমহাভারত চৌধুরী

" রাখালচন্দ্র কর্ম্মকার

" যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু

" ৺বেণীমাধব কর্ম্মকার

কেঞ্জাকুড়া, পোঃ ছাতনা

শ্রীজয়নারায়ণ কর

" মিহিরচন্দ্র কর

" রামলাল চৌধুরী

" মহেন্দ্রনাথ চন্দ্র

" নিত্যানন্দ লক্ষণ

" নিমাইচরণ মণ্ডল

" সৃষ্টিধর মণ্ডল

" প্রিয়নাথ নন্দী

" রামপদ মুখোপাধ্যায়

" রজনীকান্ত কর

" বিটলচন্দ্র দত্ত

বেল্যা, পোঃ ছাতনা

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গুস্বাৎ, পোঃ ইন্দ্রপুর

শ্রীগোসাইদাস কাওয়ালী

" প্রাণকৃষ্ণদাস কাওয়ালী

" আশুতোষ চট্টোরাজ

লক্ষ্মীসাগর, পোঃ শিমলা পাল

শ্রীদীননাথ দালাল

" গোপীনাথ চন্দ্র

" গিরীশ মাঝি

" কুঞ্জবিহারী দাস

" ঈশানচন্দ্র দাস

" বঙ্কুবিহারী হালদার

" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

" বিষ্ণুদাস বাওয়াজী

মস্যাড়া, পোঃ খাতড়া

শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর

বিড়ির কারবার

শ্রীরামগোবিন্দ বিশ্বাস

তামাক

শ্রীহেমচন্দ্র কর

বাসন

শ্রীহেমচন্দ্র কর

" রামসদয় বায়েন

" প্রহ্লাদচন্দ্র কাইতি

" রজনীকান্ত কুচল্যান

" অক্ষয়চন্দ্র দত্ত

" রাধাবল্লব সেন

" রামনলিনী চক্রবর্ত্তী

" কেশবচন্দ্র চৌধুরী

" রাধিকাপ্রসাদ দালাল

" কৃষ্ণপদ দালাল

" অখিলচন্দ্র কাইতি

" বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

" পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীঅদ্বৈতচরণ দাস
,, চারুচন্দ্র চৌধুরী
,, শরৎচন্দ্র চৌধুরী

ধান ও কল

শ্রীবংশীধর মাড়োয়ার
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়
,, বালমুকুন্দ কিষণগোপাল

তেল কল

শ্রীবালমুকুন্দ কিষণগোপাল

সূতা

শ্রীমাখনলাল দে
,, শিবদাস রাঠি
,, হরিদাস রাঠি
,, রাজবল্লব দালাল

পান বিক্রেতা

শ্রীঅতুল মহাদানী
,, শশধর দে
,, উপেন্দ্র লাহা
,, বেণীমাধব দে
,, অবদৈত দে
,, সারদা দে

ধান্যের আড়তদার

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে
,, রামদাস গায়েন
,, ব্রহ্মানন্দ মাড়োয়ারী
,, উমেশচন্দ্র কর
,, পলিরাম জহরমল
,, দেশরাজ মাড়োয়ারি
,, বংশীধর নাগরমল
,, সুরেন্দ্র নাথ দাঁ

গুড়ের আড়তদার

শ্রীশ্রীপতি মোদক
,, বিহারী মণ্ডল
,, রামদাস গায়েন

মনোহারি দোকান

শ্রীকুঞ্জবিহারী কর্ম্মকার
,, অমূল্য সিংহ
,, কমলা ভাণ্ডার
,, প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, গুইরাম বোষ্টব
,, অম্বিকা কর্ম্মকার
,, রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

লোহার দোকান

শ্রীঅমূল্য সিংহ
,, কুঞ্জবিহারী কর্ম্মকার
,, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়
,, অমূল্য মহাপাত্র
,, জগন্নাথ দাঁ
,, নকুল মোদক

কাপড়ের দোকান

শ্রীফুলচাঁদ মাড়োয়ারী
,, পালিরাম মাড়োয়ারি
,, নারাণচন্দ্র মহাদানী
,, কুঞ্জবিহারী কর্ম্মকার
,, শশীভূষণ দে
,, আশুতোষ দে
,, কৃষ্ণচন্দ্র দে
,, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাটের কারবার

শ্রীপাঁচকড়িলাল লাহা
,, হরিদাস রাঠি

শ্রীশিবদাস রাঠি
,, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
,, গিরিশচন্দ্র কিত
,, পূর্ণচন্দ্র কিত

তন্তুবায় হিতকর সমিতি

(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায়
,, গুজমল মাড়োয়ারি
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

মল্লভূম খদ্দর ভাণ্ডার

শ্রীগোপেশ্বর হাজরা

ফটোগ্রাফার

শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস

পিক্‌চার বাঁধাই

শ্রীরামকিঙ্কর দে
,, গৌর গোস্বামী
,, অক্ষয়কুমার দাস

পেণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌

শ্রীরামকিঙ্কর দে
,, ভোলানাথ কর্ম্মকার
,, অক্ষয়কুমার দাস

সংবাদপত্র বিক্রেতা

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কর্ম্মকার

ভূষিমালের কারবার

শ্রীযোগেশ্বর দাঁ
,, বৈকুণ্ঠনাথ কর
,, জহরিলাল পালিরাম
,, কালীপদ সেন
,, যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

শ্রীঘনশ্যাম দেওরাজ
,, ব্রহ্মানন্দ মাড়োয়ারি

সোণারূপার দোকান

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দে
,, রতনচন্দ্র দে
,, দিগম্বর দে
,, মাখনলাল দে
,, কন্দর্পনাথ দে

চূণ ও সুরকী

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়
,, গোবিন্দ বৌষ্টব

জুতার দোকান

শ্রীজমিদার সেখ

চামড়া বিক্রেয়

শ্রীআখুঞ্জি সেখ

ফল

শ্রীনিমাইচন্দ্র খাঁ
,, জ্যোতিন্দ্র মোদক
,, জ্যোতিন্দ্র খাঁ
,, কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু
,, অতুলচন্দ্র মহাদানী

কয়লা

শ্রীরামজি কাচ্চি
,, বেণীপটলাল
,, পিপি ঠাকুর
,, প্রফুল্লকুমার দাস

ঔষধের দোকান

শ্রীরামনাথ মুখোপাধ্যায়
,, আশুতোষ দে

ইট, চূণ, সুরকী

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়
,, বসু সেখ

কবিরাজী তৈলের দোকান

শ্রীচন্দ্রকান্ত কবিরাজ

ঠিকাদার

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়

পুস্তক বিক্রেতা

শ্রীপান্থ দে

বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ জানকী সূত্রধর

কাঠ

শ্রীবন্ধু সেথ
„ কালী সেন
„ শিবদাস রাঠি

সাইকেল

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ নিতাই গোস্বামী

ঘড়ী মেরামতকারী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে

সঙ্গীত বিদ্যালয়

পরিচালক—সঙ্গীতাচার্য্য

শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এসরাজ বাদক

শ্রীযুক্ত হারাধন দেওঘুর‍্যা

মৃদঙ্গ বাদক

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সরকার

সুগায়ক

শ্রীআনন্দা গোস্বামী

ঘি ও ময়দা

শ্রীতিনকড়ি মোদক
শ্রীথাক গরাই
„ নবীন মোদক

তামাক কল

শ্রীহেমচন্দ্র কর

কাঠের কারখানা বা কাঠফাড়া কল

শ্রীরামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

খাবার দোকান

শ্রীভলু গোস্বামী
„ কেদারনাথ মহাদানী
„ মহাদেব মোদক
„ গিরিশ মোদক

সোণামুখী

ধান্যের আড়ৎদার

শ্রীগোপেশ্বর বাঁদ
„ শ্রীকান্ত গড়াই
„ রাধহরি মাঝি
„ প্রভাকর কুণ্ড,
„ মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী
„ মুকুন্দ হালদার

বাসনের দোকান

শ্রীগৌরীপদ চক্রবর্ত্তী
„ নিতাই কর্ম্মকার
„ অমৃত কর্ম্মকার
„ রাধাবল্লভ কর্ম্মকার

মুদখানা

শ্রীপ্রভাকর কুণ্ড,
„ হৃষিকেশ কুণ্ড,
„ আশুতোষ সেন
„ হরি দত্ত
„ তারাচাঁদ দত্ত

মনোহারী

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ
" তারিণী দে
" জ্যোতিৰ্ম্ময় দাস

লোহার দোকান

শ্রীবিষ্ণুপদরত্নেশ্বর দে
" জ্যোতির্ম্ময় দাস
" যুধিষ্ঠির কর্ম্মকার

কৃষ্ণনগর

গোলদারী দোকান

শ্রীগোবিন্দপদ দাস
৺গোবিন্দ নাগ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস
" সাধুচরণ দে

পাত্রসায়ের

বাসন

শ্রীগঙ্গারাম বণিক
" তিনকড়ি গোস্বামী

গোলদারী

শ্রীতিনকড়ি দাস
" রেণু দাস
" রাজারাম লাহা

কাপড়ের দোকান

শ্রীকালিপদ মণ্ডল
" অনাথকুমার দত্ত
" জহরি পোদ্দার
" রাজেন্দ্রনাথ চন্দ্র
" কিসন দাস

সোণা রূপার দোকান

শ্রীরাখালচন্দ্র দে
" শঙ্কর দে
" গঙ্গারাম দে
" দুর্ল্লভচন্দ্র দে

কয়লার আড়ত

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ হাজরা

ফল বিক্রেতা

শ্রীতিনকড়ি গোস্বামী

মনোহারী

শ্রীহরিপদ দত্ত

খাতড়া

শ্রীপতিচরণ হালদার
" পতিলাল দে
" পূর্ণচন্দ্র মল্লিক
" গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বেল্যাতোর

শ্রীকালিপদ নাগ
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গড়াই
শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

গোপালবাটী, পোঃ ওন্দা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গড়াই

খামার বেড়্যা, পোঃ ওন্দা

শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ পাল

গামিদ্যা, পোঃ ওন্দা

শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য

ওন্দা

শ্রীনবকুমার দত্ত

রামসাগর

শ্রীপ্রতাপনারায়ণ দে
শ্রীনটবর রক্ষিত

পাত্রবাকড়া, পোঃ অযোধ্যা

শ্রীনফরচন্দ্র কর
শ্রীগিরিশচন্দ্র কর

ছাতনা

শ্রীনানকরাম বালিরাম
শ্রীমহেন্দ্রলাল দত্ত

ইন্দাস

শ্রীশ্যামাচরণ দে
শ্রীঅধরচন্দ্র নন্দী

বাগসন্দা, পোঃ অম্বিকানগর

শ্রীকালিপদ বেল

চন্দ্রকোণা, পোঃ ওন্দা

শ্রীরামচন্দ্র রক্ষিত

বোয়াইচণ্ডি

শ্রীসত্যকিঙ্কর দিগপতি

ক্যাপষ্ঠা, পোঃ গঙ্গাজলঘাটী

শ্রীলাভুরাম মাড়োয়ারি

মালিয়াড়া

শ্রীসূর্য্যমল মাড়োয়ারি

ছাগলা, পোঃ তালডাঙ্গরা

শ্রীনীলমাধব রক্ষিত

অযোধ্যা

শ্রীনিরাবরণ নন্দী
শ্রীগতিকৃষ্ণ নন্দী

গঙ্গাজলঘাটি

শ্রীরাসবিহারী দাস
শ্রীব্রজনাথ হালদার

অম্বিকানগর

শ্রীমহেশচন্দ্র মোদক

আড়কানা

শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত

ফুলকুসমা

শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত

মিঃ লাহিড়ীর খানাতল্লাস ও গেপ্তার

গত ২০শে আগষ্ট তারিখে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সম্পর্কে মিঃ বি, কে, লাহিড়ীর বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। মূলজী জেঠা কোম্পানীকে তুলা কিনিবার বাবদ ৪,৫৬০০০ টাকা আগ্রম দিতে হইবে বলিয়া মিঃ লাহিড়ী বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া ল'ন; কিন্তু উক্ত মূলজী কোম্পানী এই টাকা পান নাই বলিয়াছেন এবং এরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, উক্ত টাকার চেক্ দুইখানি ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, এন, ব্যানার্জ্জীর নামে জমা পাওয়া গিয়াছে। গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে পুলিশ মিঃ লাহিড়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। মিঃ ব্যানার্জ্জী এখন ফেরার আছেন।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন ; কিন্তু বাংলার, বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

বন্যমার্জ্জারের লোম

(কিউ-৮১) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী আরণ্য মার্জ্জারের লোম সরবরাহকারীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. G. 4 VIII)

রঙ্গীন সূতার ছাট্‌কাট্‌

(কিউ-৮২) দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্যবসায়ী রঙ্গীন্ সূতার ছাট্‌কাট্ ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 4 VIII)

অপরাং (Dragon's Blood)

(কিউ-৮৩) কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী অপরাং (Dragon's Blood) বিক্রেতা বা রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 4 VII)

উৎকৃষ্ট চামড়া ও লোম

(কিউ-৮৪) পাঞ্জাবের জনৈক ব্যবসায়ী, কুমীর, শৃগাল, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদির উৎকৃষ্ট চাম্‌ড়া ও লোম ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 4 VIII)

পালক

(কিউ-৮৫) পাঞ্জাবের জনৈক ব্যবসায়ী, পালক ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 4 VIII)

মাছের ডিম

(কিউ-৮৬) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী, মাছের ডিম্ বিক্রেতা বা রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 4 VIII)

তালের ডাঁটা

(কিউ ৮৭) দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্যবসায়ী, তালের ডাঁটা ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 4 VIII)

সেনা পাতা ও বীজ

(কিউ-৮৮) দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্যবসায়ী, সেনা পাতা (Senna Leaves) ও বীজের ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J 4VIII)

ষ্টিলের পাত্র

(কিউ ৮৯) পুণার জনৈক ব্যবসায়ী, কুলিদিগের ব্যবহার ও কয়লা তোলা নামা করিবার জন্য যে একরূপ ষ্টিলের ঝুড়ি ব্যবহৃত হয় তাহার ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 4 VIII)

চা

(কিউ —৯০) মিশরের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে চা রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 4 VIII)

ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী সম্বন্ধে নূতন সংবাদ

আমরা এই সংখ্যায় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্ সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি এবং এইখানে উক্ত দুইটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। এই জন্য স্থানাভাব বশতঃ এই সংখ্যা হইতে কয়েকটী মূল্যবান প্রবন্ধ আমরা উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। কারণ এই ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী বাঙ্গালার জাতীয় কীর্ত্তি এবং বাঙ্গালাদেশের আপামর সাধারণ ইহার গঠন কল্পে নানারূপে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে সকল সংবাদ জনসাধারণ সর্ব্বাগ্রে জানিতে চাহে। তাই আরও কয়েকটী সংবাদ এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। যাঁহারা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের রিসিভার নিযুক্ত হইয়া-

ছিলেন তাঁহারাই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের সরকারী লিকুইডেটর নিযুক্ত হইয়াছেন। মেসার্স অর্ ডিগ্‌ন্থাম এণ্ড কোম্পানী সরকারী সলিসিটর নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের প্রস্তাব

গত ২২শে আগষ্ট সোমবার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যকরী সমিতির একটি জরুরী সভার অধিবেশন হয়। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হয় :—

(১) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিগত নির্ব্বাচনে অনারেবল মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এখন ঐ ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে, সুতরাং তিনি এখন আর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সদস্য নহেন, এজন্য বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যকরী সমিতি অত্যন্ত সঙ্কোচভরে অনারেবল মিঃ চক্রবর্ত্তীকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, চেম্বার যাহাতে নিজেদের সদস্যকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে সে সুবিধা দান করিবার জন্য তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ত্যাগ করুন।

(২) এই প্রস্তাবের একখানা নকল অনারেবল মিঃ বি, চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠান হউক।

বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার মন্ত্রীর নামে মামলা

হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ কষ্টেলোর এজলাসে জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড, অনারেবল মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী এবং বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মামলা আনিয়াছেন।

ঐ মামলায় ফরিয়াদী পক্ষ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে তাঁহাদের জমা দেওয়া ৪,২৫০০০ টাকা পাইবার জন্য দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, অনারেবল মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী ঐ টাকার জন্য গ্যারান্টি দিয়াছিলেন।

মিঃ হুট সরকারী লিকুইডেটরদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জমা টাকার রসিদ চাহেন।

বিচারপতি এই আদেশ দান করেন যে, ফরিয়াদী ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকার রসিদ সরকারী লিকুইডেটরদিগকে দেখাইতে পারিলে এবং সরকারী লিকুইডেটরগণ ঐ টাকা ফরিয়াদী ব্যাঙ্কের প্রাপ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, তাঁহারা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মামলা চালাইতে পারিবেন। অনারেবল মিঃ বি, চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে মামলার সম্বন্ধে বিচারপতি এই রায় দেন যে, ফরিয়াদী ব্যাঙ্ক যেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত মনে করেন, করিতে পারেন।

মিঃ বি, কে, লাহিড়ীর নামে ডিক্রী

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, মহারাজা শশীমোহন আচার্য্য বাহাদুর ও মিঃ লাহিড়ী পরস্পরে ভায়রা ভাই এবং উভয়ে অনারেবল মিঃ বি, চক্রবর্ত্তীর জামাতা। মহারাজা এই অভিযোগ করেন যে, গত ১২ই মার্চ্চ তিনি মিঃ লাহিড়ীকে কোম্পানীর কাগজে এক লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন, এবং আদালত হইতে লাহিড়ীর নামে একতরফা ডিক্রীও পাইয়াছেন। মিঃ লাহিড়ী ঐ ডিক্রী নাকচ করিবার দরখাস্তে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সুবিধা চাহেন। আত্মপক্ষ সমর্থনস্বরূপে তিনি বলেন যে, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলকে চাঙ্গা করিবার উদ্দেশ্যেই ফরিয়াদী ঐ টাকা দিয়াছিলেন। মিঃ লাহিড়ী আরও বলেন যে, মিঃ লাহিড়ীর ১লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজের পরিবর্ত্তে মহারাজা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ৭০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ লইতে রাজী হইয়াছিলেন। মিঃ লাহিড়ী নিজে ৩১ হাজার টাকার বন্ধক দেওয়াতে ঐ টাকা পূর্ণ হয়।

এই সময় মহারাজার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, মিঃ লাহিড়ী যদি আদালতে ৩১ হাজার টাকা জমা দেন, তাহা হইলে ডিক্রী নাকচ হইতে দিতে মহারাজা রাজী আছেন। মিঃ লাহিড়ী এই প্রস্তাবে রাজী হন না। ফলে বিচারপতি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, উভয়ের মধ্যে ঐরূপ কোন চুক্তি হইয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করেন না। মহারাজা আইন সম্মতভাবে ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

সপ্তম বর্ষ] আশ্বিন ১৩৩৪ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

গ্রাম প্রবেশ

(কালিদাস রায়)

ধানের জমি রইল পিছে ফুরিয়ে গেল আলের পথ,
থানা ডোবা গ্রামের পথে নাম্‌বে এবার চরণ রথ।
দু'পাশে তার আখের জমি লক্‌লকে' তার আখের ঝাড়,
নীলকণ্ঠের পদ শুনা যায় আখের মতই রসটি যার।
কৃষাণ করে ক্ষেতের পাইট্‌ আলের পরে পাঁজাল জ্বলে,
শোণের নুড়ি মাথায়, বুড়ি গোবর ঝুড়ি কাঁথে চলে।
কাঁটা দেওয়া পগার ঘেরা ফুরিয়ে গেল আউস ভুঁই,
গাঁয়ের দীঘি থ্যালে যথায় কাৎলা কালো বাউস রুই।
ঝট্‌পটে হাঁস পদ্ম ফুটে পানকৌড়ি ছাড়্‌ছে ডাক,
নালায় ধারে আঁচল ভরে' বাগ্দী-বুড়ী তুল্‌ছে শাক।
ত্রস্ত করে গাঁয়ের বধূ ব্যস্ত করে পুকুর ঘাট,
উঠতে হবে বটের তলে, যথায় বসে গাঁয়ের হাট।

মউল বনে দোয়েল ডাকে তেঁতুল গাছে বাদুড় ঝোলে,
শিকড়' পরে ঘোড়ায় চড়ে রাখাল, নামাল ধরে দোলে।
জেলের ভিজে জাল্‌টী শুকায়, শুকায় তাদের ঘোপার ভেলা,
গাঁয়ের বালক আদুল গায়ে ডাণ্ডাগুলি করছে খেলা।
পথিক দেখে পাশ কাটিয়ে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ায় বধু,
জেলের ছেলে নেচে বেড়ায় কঞ্চে ফুলের খেয়ে মধু।
তালবোন্‌টীর মাথার পরে ডেকে বেড়ায় শঙ্খচিল,
পিছন ফিরে তাকালে আর যায় না দেখা মাঠের বিল।
দুপাশে বাঁশ বাগান ঘন ভুঁয়ে পড়ে নুয়ে নুয়ে,
ঢুকতে গাঁয়ে তোরণ রচে পথের এপার ওপার ছুঁয়ে।
গাড়ীর চাকার দাগে ভরা ঢুক্‌বে এবার গাঁয়ের পথে,
ছাতার ধ্বজা গুটিয়ে নিয়ে ধুলি মাখা চরণ রথে।

চীনা-বাদাম

(Ground-nut)

"চীনা-বাদাম"—এই নাম শুনিলে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, ঐ বাদাম চীন দেশেই উৎপন্ন হয়, কিম্বা উহা এদেশে প্রথমে চীন দেশ হইতেই আনীত হইয়াছিল—কিন্তু শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, চীনা-বাদামের সহিত চীনদেশের কোনই সম্পর্ক নাই। রবারের মত চীনা-বাদামেরও আদি জন্মভূমি ব্রেজিল। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্য কোথাও ঐ গাছ দেখিতে পাওয়া যাইত না। কিন্তু ইহা তাহার পর দ্রুতগতিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষে বিস্তৃত-ভাবে চীনা-বাদামের চাষ হইতেছে। উল্লিখিত দেশ কয়টীর নাম শুনিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কোন্ স্থান বাদাম চাষের উপযোগী। বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহে উহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

চীনা-বাদামের ইংরাজী নাম "Ground-nut" বাংলায় অপর নাম ভূ-চনক বা 'মাট কড়াই'। Ground-nut বা "মাট কড়াই" নামের কিছু সার্থকতা আছে। মনুষ্য সমাজে নামের বড়ই অপব্যবহার হয়। নাম রাখা হইল "পদ্মলোচন," অথচ তিনি হয়ত দুই চক্ষুই হারাইয়া আছেন—যাঁহার নাম 'জিতেন্দ্রিয়', তিনি হয়ত বিলাসের স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছেন—ইহাত আমরা আখচারই দেখিতে পাই। কিন্তু চীনা-বাদামের যে "মাট-কড়াই" নামকরণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটু অতিরঞ্জন বা অবরঞ্জন নাই। কড়াই ত বটেই, তাহার উপর মাটিতে জন্মায়—কাজেই "মাট-কড়াই"। এখনি হয়ত আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন—"কোন্ গাছটী মাটিতে না জন্মিতেছে? তৃণ, লতা, শাক, কলাই—সবাইকে "মহীরুহ" বলা না যাইতে পারে, তথাপি অধিকাংশ বৃক্ষলতাই যে মহীকে আরোহণ করিয়া থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মাটিতে জন্মিলেই যদি মাট-কড়াই হয়, তাহা হইলে খেসারী, মসুর, মটর, মুগ, ছোলা, অড়হর—ইহারাই বা কি অপরাধ করিল?" উত্তরে আমি বলিতে পারিতাম, "পঙ্কে জন্মিলেই আর কিছু "পঙ্কজ" হওয়া যায় না। পঙ্কে জন্ম লইয়া পদ্ম "পঙ্কজ" হয় বটে, কিন্তু পাঁকের পাৎলা পাৎলাই থাকিয়া যায়।" কিন্তু সে উত্তর আমি দিব না; কেননা মাট-কড়াইয়ের মাটিতে জন্মিবারও একটু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব কি তাহা পরে বলিতেছি।

অন্যান্য কলাইগাছের মত মাট-কড়াই গাছগুলিও ছোট ছোট, ও একবার ফসল দিয়াই মরিয়া যায়। ইহার বড় বড় হরিদ্রাবর্ণের ফুলগুলি দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। ভুইচাঁপার মত মাট-কড়াই ফুলও মাটির একটু উপরেই ফুটিয়া থাকে। তাহার পর সেই ফুল শুকাইয়া গেলে, বীজকোষ সমেত বৃন্তটী ধীরে ধীরে বেঁকিয়া নিম্নাভিমুখী হয়, এবং উহার অগ্রভাগটী সোজা মাটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া

দেয়। এই মাটির মধ্যেই শুঁটি বড় হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করে; তাহার পর উহা পাকিয়া গেলে, কৃষকেরা মাটি খুঁড়িয়া তুলিয়া আনে।

শতাব্দী পূর্ব্বে চীনা-বাদামের নাম কেহ বড় একটা জানিত না; কিন্তু আজ জগৎ জুড়িয়া ইহার একটা বিরাট ব্যবসায় চলিতেছে। বহুদিন হইতেই সেনিগাল হইতে সিয়ারালিওন ও গাম্বিয়া পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমস্ত পশ্চিম সীমান্তে বিস্তৃতভাবে চীনা-বাদামের চাষ হইতেছে। এই সমস্ত বাদাম সাধারণতঃ মার্সেলিস্ হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই রপ্তানির পরিমাণ যে কি, তাহা বুঝাইবার জন্য একটী পুরাতন statistics-এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

			পাউণ্ড
১৮৭০ খৃঃ	অব্দে	রপ্তানির পরিমাণ	৪১৭৫৬০০০
১৮৭১	"	"	৪১৯১২০০০
১৮৭২	"	"	৪৩৫৮৯০০০
১৮৭৩	"	"	৪৪৫৭৬০০০
১৮৭৪	"	"	৬২৫৬৫০০০
১৮৭৫	"	"	৫৫৯৪৩০০০

গাম্বিয়া হইতেও প্রতি বৎসরই রাশি রাশি বাদাম বিদেশে পাঠান হইয়া থাকে। ১৮৭১ সালে ১৭০০০ টন বাদাম ঐ স্থান হইতে য়ুরোপের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে চীনা-বাদামের প্রধান খরিদ্দার ছিল ফ্রান্স।

আফ্রিকার সেনিগাম্বিয়া প্রদেশে সিরাউলি নামক এক জাতীয় মানুষ বাস করে। তাহারা জাতিতে মুসলমান—আমাদের দেশের বেদিয়াদের মত ইহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বৃটিশ-উপনিবেশ সমূহে যে চীনা-বাদামের চাষ হয়—তাহা এই সিরাউলি সম্প্রদায়ই করিয়া থাকে।

চীনা-বাদাম বৎসরে দুইবার ফলান যাইতে পারে। জুন মাসে চাষ করিলে ডিসেম্বরে একবার ফসল পাকিয়া উঠে। সিরাউলি মুসলমানগণ বৎসরে দুইবারই চাষ করিয়া থাকে, এবং কিছুদিন পরে উপর্য্যুপরি ফসল প্রদান করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গেলে, তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া নূতন জমির সন্ধানে বহির্গত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে চীনা-বাদামের চাষ হইতেছে। যে সমস্ত স্থানে ঐ চাষ হয়, তাহার মধ্যে ভার্জিনিয়া, জর্জ্জিয়া এবং কেরোলিনার নামই উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত স্থান কয়টাতে প্রতি বৎসর প্রায় ২৩৭৫০০ মণেরও উপর চীনা-বাদাম উৎপন্ন হয়। কেরোলিনার জমি বাদাম চাষের বড়ই উপযোগী। সাধারণতঃ প্রতি একার জমিতে গড়ে ৫০ বুশেল বাদাম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু কেরোলিনায় উহা একর প্রতি ১৯ মণ হইতে ২৫½ মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষেও অনেকদিন হইতে বিস্তৃতভাবে চীনা-বাদামের চাষ হইতেছে। আজকালের কথা নয়, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেই উহা এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, ঐ বৎসর ৮১৫৫ বস্তা চীনা-বাদাম পণ্ডীচেরী হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়।

চীনা-বাদাম আমাদের কোন্ কোন্ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা বোধ হয় আর নূতন করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ব্রেজিলই চীনা-বাদামের আদি জন্মভূমি। সেইস্থানে উহা Amen doum এই নামে অভিহিত হয়। বহুকাল হইতেই তথায় 'এমেন্ ডোয়াম' ভাজা অতি প্রিয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এতদ্ব্যতীত তাহারা এমেন্ ডোয়াম পিষিয়া তাহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইত, এবং আমাদের দেশের সরিষার তৈলের মত ঐ তৈল খাদ্য, ঔষধ ও জ্বালানিরূপে ব্যবহার

করিত। এমেন্ ডোয়াম তৈল বাতরোগের একটী প্রকৃষ্ট ঔষধ।

ব্রেজিল আবিষ্কারের পর বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু চীনা-বাদামের অন্য কোন উপযোগিতা আজিও বড় একটা আবিষ্কৃত হয় নাই। আজিও মাট-কড়াই ভাজা আদরের সহিত সকলে খাইয়া থাকে—বাদাম ভাজা আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ফ্রান্স ও আমেরিকায় মাট-কড়াইএর বড়ই আদর। আমেরিকায় ইহাকে পি-নাট (Pea-nut) বলে হয়। এক নিউইয়র্ক সহরেই বৎসরে কম বেশী ৫২০০০০ বুশেল বাদাম বিক্রয় হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার বড় একটা চলন নাই—এক ছোট ছোট ছেলেরাই ফিরিওয়ালার নিকট হইতে দু'এক পয়সার বাদাম ভাজা কিনিয়া খায়।

ভারতবর্ষের লোকে বাদাম খাইতে খুবই ভালবাসে। বালকের ত কথাই নাই—এমন কি যুবক বা বৃদ্ধেরাও বর্ষার দিনে গরম মাট-কড়াই ভাজা পাইলে উল্লাসিত হয়। এতদ্ব্যতীত এদেশে বাদাম তেলের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল যেমন 'ভেজিটেবল প্রোডাক্ট' বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে—আসল গব্য বা মহিষ ঘৃত বড় আর দেখিতে পাওয়া যায় না কিছুদিন পূর্ব্বে বাদাম তেলও ঐরূপ ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত, এবং আজিই যে উহা উঠিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। পাড়াগাঁয়ে যাঁহাদের বাস, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন, বাদাম তেলে ভাজা লুচি, গজা, জিলাপী, শিঙ্গাড়া প্রভৃতি ময়রার দোকানের খাদ্যগুলি কেমন অবাধেই ঘৃতপক্ক দ্রব্যরূপে বাজারে বিকাইয়া যাইতেছে! আর্কট প্রদেশে তিলের তৈল এবং পণ্ডিচেরীতে নারিকেল তৈলের সহিত বাদাম তেল ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অলিভ্ অয়েল বা জলপাই তৈলের পরিবর্ত্তে বাদাম তৈল ব্যবহৃত হয়। খাদ্যরূপে বাদাম তৈলের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও উহার প্রধানতম উপযোগিতা সাবান প্রস্তুত করিবার উপাদান হিসাবে। প্রদীপের জ্বালানি রূপেও উহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাদাম তৈলের আলোর তেমন জোর থাকেনা, তবে উহার প্রধান সুবিধা এই যে, অন্য যে কোন তৈল অপেক্ষা ইহা বেশীক্ষণ ধরিয়া পোড়ে।

চীনা বাদামে তৈলের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। একসের বাদাম হইতে আধসেরেরও অধিক তৈল পাওয়া যাইতে পারে; এমন কি, অধিক চাপ দিলে তৈলের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়। ভারতবর্ষে পণ্ডিচেরী ও মান্দ্রাজে বাদাম তৈল প্রস্তুত হয়। পণ্ডিচেরীতে গড়ে আড়াই মণ বাদাম হইতে ৭ সের এবং মান্দ্রাজে ৪৭ সের তৈল নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া হয়। আমরা বলিয়াছি, উত্তাপের সাহায্যে তৈলের মাত্রা বাড়ান যায়। বাড়ান যায় সত্য, কিন্তু উহাতে একটু দোষ থাকে—কেননা এরূপস্থলে উৎকর্ষের দিক দিয়া উহা হীন হইয়া পড়ে।

কাঁচা বাদাম খাইতে ভাল লাগে না—উহার কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ আছে; বিশেষতঃ উহার আঠা গালে লাগিয়া গাল কিটাইতে থাকে। ভাজিয়া লইলে কিন্তু উহার ঐ সমস্ত দোষ চলিয়া যায়। এইজন্য বাদাম ভাজিয়া খাওয়াই রীতি। ইউরোপীয় দেশ সমূহে চকোলেটের (Chocolate) পরিবর্ত্তে উহা ব্যবহৃত হয়।

চীনা-বাদাম শুধু যে খাইতেই ভাল লাগে তাহা নহে, ইহার মত পুষ্টিকর খাদ্য খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে তৈল, শ্বেতসার ও এল্‌ব্যুমেন্ জাতীয় পদার্থ (Albumen ডিম্বের শ্বেতাংশ) রহিয়াছে। বস্তুতঃ তৈলের সহিত এত অধিক পরিমাণে শ্বেতসারের সংযোগ আর কোথাও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

চীনা-বাদাম গুঁড়াইয়া যে ময়দা বা আটা প্রস্তুত হয়, তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া ডাঃ মুটার (Dr. Muter) দেখাইয়াছেন যে, উহার মধ্যে নিম্নলিখিত পদার্থ কয়টি রহিয়াছে।

জলীয় পদার্থ	৯.৬	ভাগ
চর্ব্বি	১১.৮	"
যবক্ষারজান বিশিষ্ট দ্রব্য (ইহা হইতে শরীরের মাংস বর্দ্ধিত হয়)	৩১.৯	"
শ্বেতসার ও শর্করা	৩৭.৮	"
(Fibre) আঁশ	৪.৩	"
Ash ছাই	৪.৬	"

তবেই দেখা গেল, তৈল নিষ্কাশিত করিয়া লইবার পরও ইহাতে মটর বা মসুর অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য পড়িয়া থাকে। এইজন্য ডাঃ মুটার প্রচুর পরিমাণে বাদামের আটা ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী। আমাদের মনে হয়, বাংলা দেশে হার প্রচুর প্রচলনও হওয়া আবশ্যক; কেননা আমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দিন দিনই ক্ষীণকায় হইয়া পড়িতেছি। বাদামের মূল্যও খুব বেশী নয়—কাজেই আশা করি, উহা ব্যবহার করিতে কাহারও আপত্তি হইবে না।

চীনা-বাদাম গাছের কোন অংশই ফেলিয়া দিবার নহে। উহার গাছগুলি গরু ও ঘোড়ার অতি উপাদেয় খাদ্য, শুঁটির খোলাগুলিও জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে বাদামের খইলের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। উহা একটী অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। গো, মহিষ, অশ্ব, শূকর, গৃহপালিত জীবজন্তু সমূহ কাঁচা বাদাম খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে হাত দিয়াই শুঁটি ছাড়াইয়া উহার মধ্য হইতে কলাইসমূহ বাহির করিয়া লওয়া হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা করা হয় না। এখন কলের সাহায্যে শুঁটি ছাড়ান হয়, কিন্তু ইহাতে একটী মস্ত অসুবিধা আছে; তাহা এই যে, কলের সাহায্যে ছাড়ান কলাইয়ের সহিত প্রচুর পরিমাণ কাঁকর ও খোসা থাকিয়া যায় এবং দানাগুলিও প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে উহা আর মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলেনা—উহা হইতে কেবল তৈল ও খইল উৎপন্ন হয়। ইউরোপের বাজারে কলে ভাঙা বাদামের বড় একটা আদর নাই। কাজেই যাহারা তাহাদের শস্য একটু অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের অল্প সময়ে অনেক কাজ হইবে বলিয়া কলের সাহায্য লইলে চলিবে না—একটী একটী করিয়া প্রত্যেক শুঁটিটী হাত দিয়া ছাড়াইতে হইবে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা বলিয়াছি, ভারতবর্ষের জলবায়ু এবং জমী চীনা-বাদাম চাষের বড়ই উপযোগী। বস্তুতঃ বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ সমস্ত স্থানেই বাদাম চাষ করা যাইতে পারে। সরস চূণে মাটিতে বাদাম চাষ ভাল হয়। আমাদের বাংলাদেশে হাজার হাজার বিঘা জমিতে বাদামের চাষ হয়; কিন্তু আরও বিস্তৃত ভাবে চীনা-বাদাম চাষ করিলে, লোকে প্রভূত লাভবান হইতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বাদামের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে—কাজেই জগতের বাজারে উহার কাটূতি হইবেই হইবে। চীনা-বাদাম অজস্র পরিমাণে ফলিয়া থাকে। ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিলে, বিঘা প্রতি ৯।১০ মণ ফসল পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে অসংখ্য যুবক বসিয়া রহিয়াছে—তাহারা কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। আমরা তাহাদিগকে এই সব লাভজনক নূতন নূতন চাষের পত্তন করিতে বলি। দেশে দেশে কালে কালে যুবকেরা মাতৃভূমির সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—কেবল কি আমাদের দেশ-ভাইরাই সর্ব্ব বিষয়ে সবার পিছে পড়িয়া থাকিবে?

ভারতের আবাদী শস্য

"তৈলবীজ"

(ক)

প্রদেশের নাম	তিসি একর হিঃ	তিল একর হিঃ	সরিষা একর হিঃ	চীনাবাদাম একর হিঃ	নারিকেল একর হিঃ
মাদ্রাজ	১২২৭৯	৭৬৯৮৫৯	১২১৭১	২৫৯৮৬০৯	৫৫৫৪৬৫
বম্বে	১২০৯৩৫	২২৬৫৯৪	১৪৭৩৩৮	৫৯৫১৮৮	৪৫২২৯
বাংলাদেশ	১৩৩৭০০	১৫২৯০০	৭৩১২০০	৪০০	৬০০
যুক্তপ্রদেশ	৩৮১২১৭	২৫৪৭৪৮	১৪৬৬৪১	১৪৪১০	...
পাঞ্জাব	২৯৪৩৮	১২৪৬৬১	৭৫১৫৮৫	...	...
বর্ম্মা	১৬	১১৫২৮৬২	৪৫৪০	৪৯৮৫৮৭	১১০৪০
বিহার ও উড়িষ্যা	৬৮৬৭০০	২১৮১০০	৭৫৩০০০	২০০	২৮৫০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১১৪৭৬০০	৪৫৩০৫৪	৬১২৬১	৫৯৬৮৬	...
আসাম	১১৪১৩	১০৪০৫	৩৫৮২৬৮	...	...
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১১	৪০৮৫	১১৮০৫৯	..	...
আজমীঢ়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা	৭৬৯	৩১৫৫৪	৩৬৬	...	...
কুর্গ	...	১২৫	৬	...	...
দিল্লী	...	১৮১	৪৫১৩	...	...
মোট—	২৫২৪০৭৮	৩৪০৯১২৮	৩০৮৮৯৪৮	৩৭৬৭৪৮০	৬৪০৮৪৪

"তৈলবীজ"

(খ)

প্রদেশের নাম	রেড়ী	অন্যান্য তৈলবীজ	মোট	মস্‌লা	আঁক	অন্যান্য চিনি
	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ
মাদ্রাজ	৩৭৭৮৬৩	১৪৮৪১২	৪৪৯৪৬৫৮	৬৬৭১০৮	১১২৮২১	৮১৫৩৫
বম্বে	৭৭২০১	২২৪৮৩৬	১৪৩৭৭৩১	১৭৮৫৫২	৬৮৪২৬	৫৪০১
বাংলাদেশ	...	৩৪২০০	১০৫৩০০০	১৫১২০০	২১৫০০০	৫৬৮০০
যুক্তপ্রদেশ	১৬৫০৩	২১৩৩৮	৮৩৪৮৫৭	৯৮৬৭১	১৪১৮৯৬৪	...
পাঞ্জাব	১০৪	৭০৪৪	৯১২৮৩২	৩৩৮৭৩	৫৮৯৯২৭	...
বর্ম্মা	২	৭৫০০	১৬৭৪৫৪৭	৯০৭২৩	২৩২৭৬	২১৫৮৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৪৪৪০০	৩০৪৯০০	২০৩৫৮০০	৫৬৫০০	২৯০২০০	২০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৫৮৩০৫	৩৯৫৪৮৭	২১৫৫৩৯৩	৮৪৮৪১	২২৯৪২	...
আসাম	৪৮৩৪	...	৩৯৪৯২০	...	৪০৬৬৬	...
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	...	২৫১৮	১২৪৬৭৩	১৮০১	৪৮১২৪	...
আজমীঢ়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা	...	৪৯	৩২৭৬৮	১৮১৭	৬৬৯	...
কুর্গ	...	...	১৩১	৩৫৬২	৩২	...
দিল্লী	...	৩৪	৪৭২৮	১১৫৭	৭৭৬৩	...
মোট =	৫৭৯২১২	১১৮৬৩১৮	১৫১৫৬০০৮	১৩৬৯৮০৫	২৬৩৮৪০৩	১৬৩৫২৩

প্রদেশের নাম	তুলা	পাট	অন্যান্য আঁশ জাতীয় দ্রব্য	নীল	নীল জাতীয় দ্রব্য
	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ
মাদ্রাজ	২৮০৭৪১০	...	২৪৪৩১৩	৭৭৬২৭	২৯৮৩
বম্বে	৫৪৭৪০৩০	...	১০৫২৫১	১০২৫	৫৫০৩৮
বাংলাদেশ	৫৯৬০০	২৫২৩৭০০	৭৪৮০০	৩০০	...
যুক্তপ্রদেশ	৯৯০০৯৯	...	২৪৫৩১১	১৪৮১৮	৬০১
পাঞ্জাব	২৭০১৮৩৬	...	৫১৭৯০	২০৫২৮	৫৮৮৮

প্রদেশের নাম		আফিং	চা		কাফি
		একর হিঃ	একর হিঃ		একর হিঃ
বর্ম্মা	৪৬৪১৬৮	...	২৫৯৯	৩৮৫	...
বিহার ও উড়িষ্যা	৮৪০০০	২৬৩২০০	২৫৫০০	১৮৯০০	৩০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৫৩৮৫০৯৭	...	১৫৮৭১৯	২৮	৭৩
আসাম	৪৭৩০৩	১৩৬৫০৮	...	...	...
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩২৪১৬	...	৬৬৭	...	২৭
আজমীঢ়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা	৫৪২৭১	...	৮১	৭	...
কুর্গ	১	...	৪৬৪	...	...
দিল্লী	৫৯৩৫	...	৬০৩	...	১
মোট—	১৮,৮৬১৬৬	২৯২৩৪০৮	৯১২০০৯৮	,৩৩৬১৮	৫৬৪৬১১
মাদ্রাজ		...	৫০৪৪৫		৫৪৯৮৭
বম্বে		...	১৮		৯
বাংলাদেশ		...	১৮৭৭০০		...
যুক্ত প্রদেশ		৮১০০৮	৬৬৭৫		...
পাঞ্জাব		২০২২	৯৬৩৫		...
বর্ম্মা		...	৫৫১০৫		৪০
বিহার ও উড়িষ্যা		...	২১০০		...
মধ্য প্রদেশ ও বেরার		...	...		...
আসাম		...	৪,৬৫৭৭		...
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		...	...		...
আজমীঢ়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা		...	...		...
কুর্গ		...	৬২২		৪০১৬০
দিল্লী		...	..		...
মোট—		৮৩০৩০	৭২৮৮৫৭		৯৫১৬৬

প্রদেশের নাম	তামাক	অন্যান্য ঔষধ	খড় ইত্যাদি শুষ্ক খাদ্য	ফল ও শাকসব্জী
	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ
মান্দ্রাজ	২৪৪৩৮৯	১৪৫৭৩১	৩৮৮৪৮৪	৬৭৮৭৯২
বম্বে	১২১৫৫৭	৩১২২২	৩১০৪৯৭৯	৪৬৭৪২৪
বাংলাদেশ	২৯৩৪০০	৪২০০	৯৬৭০০	৭০১৬০০
যুক্ত প্রদেশ	৭৯০৯৪	২০৫৮	১২০৮৮০৮	৪৭০৩১৩
পাঞ্জাব	৭০৮০৯	৭১৪	৪২৭৩৪৩৬	২৮৭০১৯
বর্ম্মা	৮৬১৬৫	৬৭৬১৯	২৩৫৪৪৮	১২৬৬৪৬০
বিহার ও উড়িষ্যা	১৩২৫০০	...	৩৯১০০	৬৭৪৭০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	১৬৯০৫	১৫৭৭	৫৬৪৩৭৫	১০৫৬৯১
আসাম	৯১৬২	...	...	৪৯৩০৫৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯৯৪৩	১৬	৯২৩৩৩	১৬৭২৬
আজমীড়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা	৩৭	...	২০৩৯	৬৩৯
কুর্গ	১৯	২৬৬	...	৫২৯৬
দিল্লী	৮৮৩	...	২৬৬৫৬	৫৫৮৯
মোট—	১০৬৪৮৬২	৩৫৩৭০৪	৮৯১২৩৫৮	৫১৭৩৩০৬

২

নারিকেলের আবাদ

তেলের কল

একই কারখানায় নারিকেল থেকে তেল ও আঁশ (coir) প্রস্তুত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য; কেননা তা' হলে খরচের দিক থেকে কিছু কম পড়ে। একটা তেলের কারখানা স্থাপন কর্ত্তে মোটা মোটি নিম্নলিখিত জিনিষ কয়টার প্রয়োজন হয়।

(১) নারিকেলের শাঁস ছাড়াবার জন্য উন্নত ধরণের "কাটিং মেসিন" দুইটা।

(২) শাঁস পিশিবার জাঁতা (Granite edge stone runners)।

(৩) উন্নত ধরণের ষ্টিম্ প্যান্ (Improved steam pan with stirrers & driving gear)

(৪) একটা বাষ্পাধার।

(৫) দুইটা হাইড্রলিক্ প্রেস্ (দুইটা পাম্প বিশিষ্ট)।

(৬) পাইপ, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সরঞ্জাম।

(৭) এতদ্ব্যতীত কল চালাবার জন্য একটী ১৪ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিন দরকার। কিন্তু তেলের কল ও ছোবড়ার কল একই জায়গায় স্থাপন কর্‌লে আর আলাদা আলাদা ইঞ্জিন স্থাপন কর্ব্বার প্রয়োজন নেই; ঐ এক ওঞ্জিনেই দুই কাজ চল্‌বে।

নারিকেলের খোলা

নারিকেলের খোলা বা মালাও ফেলে দেবার জিনিস নয়। নারিকেলের মালা থেকে বাটী, বোতাম প্রভৃতি তৈরী হতে পারে। কোথাও কোথাও নারিকেল মালাকে রৌপ্যখচিত করে বেশ সুশ্রী সৌখীন দ্রব্যে পরিণত করা হয়। তাছাড়া ঐ মালা পুড়িয়ে সেই কয়লা থেকে খুব ভাল ল্যাম্প ব্ল্যাক্ (Lamp black), ব্ল্যাক্ পেণ্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়।

নারিকেল ছোব্‌ড়া (Coir)

আমি গোড়াতেই বলেছি যে, নারিকেলের ছোবড়াটা বড় ফেল্‌না জিনিস নয়—সমস্ত জগৎ জুড়ে এর একটা বিরাট ব্যবসায় চল্‌ছে। প্রাচীন কালে নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে গদি আর দড়ি তৈরী হ'ত, কিন্তু আধুনিক যন্ত্রযুগ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটা জিনিষের মত ছোবড়ারও উপযোগিতার দাম বেড়ে গেছে। Coir থেকে কত রকম পণ্য দ্রব্য যে প্রস্তুত হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। সৌখীন সুন্দর শিরস্ত্রাণ, কারুকার্য্য খচিত ঝুড়ি—তা'ছাড়া সুতি, দড়ি, কাচি, ব্রুস, ম্যাটিং, গদিআঁটা আসন, ঝুলি, ব্যাগ প্রভৃতি অসংখ্য বস্তুর নাম করা যেতে পারে যা এই নারিকেলের ছোবড়া থেকে তৈরী হয়। কাজেই নারিকেলের চাষ যাঁরা কর্ব্বেন তাঁরা যে নারিকেলের শাঁসটুকু বের করে নিয়ে ছোব্‌ড়াগুলো ফেলে দিবেন—এ ধারণা করা ভুল। কিন্তু এক সময় তাই হ'ত—ঠিক ফেলে না দিলেও নাম মাত্র মূল্যে জ্বালানি রূপে বিক্রী করে দেওয়া হ'ত। তারপর coir-এর চাহিদা দিন দিন দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রকম ভাবে ছোব্‌ড়া নষ্ট করে ফেলবার প্রথা উঠে গেল। এখন বছর

বছর হাজার হাজার টাকার মাল জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

নারিকেলের গা থেকে ছোব্‌ড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তখনি তা বিক্রী করে ফেলা হয় না—বিক্রয়ের পূর্ব্বে coir প্রস্তুত করিবার উপযোগী করবার নিমিত্ত জলে পচিয়ে নেওয়া হয়; যে সমস্ত নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল, সেই সমস্ত নদীর বেলাভূমিই ছোব্‌ড়া পুঁতে রাখ্‌বার উপযুক্ত স্থান। ভাঁটার সময় নদীর কোলে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে গুণ্‌তি করে ছোবড়া ফেলে দেওয়া হয়, এবং তার উপর কুটিমাটি চাপা দিয়ে, এমন করে গর্ত্তটাকে ভরিয়ে দেওয়া হয় যাতে উপর দিয়ে জল গেলেও ছোবড়া গুলা ভেসে না উঠে। তারপর বর্ষার অজস্র জলধারায় সমস্ত নদনদী যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, তখন নূতন জলের সংস্পর্শে এসে গর্ত্তের ছোব্‌ড়া গুলা পচে যায়; এই রকম পচা ছোবড়া থেকেই সব চেয়ে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ প্রস্তুত হয়। এই আঁশকে ঈষৎ রক্তিমাভ কর্ত্তে হলে (সাধারণতঃ বাজারে ইহা Codangaloor fibre নামে অভিহিত হয়) যেখানকার জল সারা বছরই লবণাক্ত থাকে, ছোব্‌ড়া গুলাকে এমন স্থানে রাখা উচিত

গর্ত্ত যত পুরাতন হবে, অর্থাৎ ছোব্‌ড়া যত বেশী দিন জলে ভিজন থাক্‌বে, আঁশের উৎকর্ষতাও বেড়ে যাবে। কয়েক বছর আগে ছোব্‌ড়াগুলা এক বছরেরও অধিক কাল গর্ত্তের মধ্যে পুঁতে রাখা হ'ত, কিন্তু আজকাল আর অতদিন অপেক্ষা করা হয় না। ছোব্‌ড়ার যেরূপ জগদ্ব্যাপী টান, তাহাতে বেশী দিন রাখার উপায় নাই। ৭।৮ মাস গর্ত্তের মধ্যে থাকলেই ঐ গুলা উপযুক্ত মত পচে যায়, এবং ছোব্‌ড়ার গা থেকে সহজেই আঁশগুলা ছেড়ে আসে। কাজেই ৭।৮ মাসের বেশী ছোব্‌ড়াসমূহ গর্ত্তের মধ্যে ফেলে রাখবার দরকার করে না, এবং শুধু তাই নয়, পনর মাসের বেশী জলে ভিজিয়ে রেখে দিলে ছোবড়া একপ্রকার নষ্ট হয়ে যায় বলতে হবে, কেননা উহার আঁশ গুলি অপোক্ত, সরু এবং নীলবর্ণের হয়ে যায় এবং বিলাতের বাজারে সে জিনিস বড় একটা বিকোয় না। যাই হোক্‌, এ সকল পচা ছোবড়ার দাম নিতান্ত অল্প নয়—কিছুকাল আগেকার কথা বল্‌ছি, হাজার খানা ছোবড়া ১০।১১ টাকায় বিক্রী হ'ত। ছোবড়া যখন বেশ পচে ওঠে, তখন ক্রেতারা বাড়ী এসে, সমস্ত মাল পাইকারী দরে কিনে নিয়ে নিয়ে যায়। কখন কখন ছোবড়া তুলে এনে, এক একখানা করে গুণে তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় ছোব্‌ড়া গর্ত্তের মধ্যেই থাকে—বিক্রেতার সঙ্গে সমস্ত চুক্তি হয়ে গেলে, ক্রেতা নিজেই সেগুলা তুলে নিয়ে যায়। ছোবড়া তোলবার সময় গর্ত্ত থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। এমন কি, সেই সময়ে যে সমস্ত নদীতে ছোবড়া পোতা হয়, সে সমস্ত নদীর তীর দিয়ে হেঁটে যাওয়া একরূপ অসহ্য হয়ে ওঠে। যাহা হউক, ক্রেতারা ছোবড়াগুলা তুলে নিয়ে, গ্রামের বুড়ীদের মধ্যে সে গুলা ভাগ করে দেয়—তারা মুগুর দিয়ে পিটে পিটে, ছোবড়া থেকে আঁশগুলাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল্‌তে থাকে। নাম মাত্র মজুরীতেই চাষার ঘরের মেয়েরা এই কাজ করে দেয়। কতকগুলা ছোবড়া একত্র বেঁধে, একখণ্ড ছোট অথচ ভারী মুগুর দিয়ে পিট্‌তে হয়, এবং মাঝে মাঝে জলের আছ্‌ড়া দিয়ে, সেগুলাকে সর্ব্বদাই ভিজে রাখতে হয়। এই রকম পিট্‌তে পিট্‌তে ছোব্‌ড়ার আঁশ-গুলা ছেড়ে আসে, এবং ধুলার মত সূক্ষ্ম অংশগুলা ঝরে পড়ে যায়। তখন আঁশগুলাকে ধুয়ে, আলাদা করে শুকাতে দেওয়া হয় এবং অল্প অল্প ভিজা

থাক্‌তে থাক্‌তেই, তাড়া বেঁধে বিক্রয় কর্ব্বার জন্ত বাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কালিকট ও মালাবার উপকূলের অন্তান্ত বন্দর থেকে যে সমস্ত নারিকেলের আঁশ রপ্তানি হয়, সেগুলা সাধারণতঃ অন্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয় এবং এই জন্ত উৎকর্ষতার দিক দিয়ে জিনিষও ভাল হয় না। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসীরা খুব উৎকৃষ্ট coir তৈরী কর্ত্তে পারে। তারা জানে যে, যে কোন দ্রব্যের দাম প্রধাণতঃ তার গুণের উপর নির্ভর করে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুরা নারিকেলের ছোব্‌ড়া থেকে দড়ি প্রস্তুত কর্ব্বার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, এবং ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছোব্‌ড়া থেকে আর কোন উল্লেখযোগ্য জিনিষ তৈরী হত না। কিন্তু এখন ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের নানা স্থানেই ছোব্‌ড়া থেকে দড়ির পাটি এবং ক্রস প্রভৃতি প্রস্তুত কর্ব্বার জন্তে বড় বড় কারখানার সৃষ্টি হয়েছে এবং বছর বছর লাখ্‌ লাখ্‌ টাকার মাল ভারত থেকে ঐ সব দেশে চালান যাচ্ছে। প্রতি বছর এক যুক্তরাজ্যেই যে পরিমাণ ছোব্‌ড়া (coir yarn) ও দড়ি রপ্তানি হয়, তার আনুমানিক দাম হচ্ছে—২৫৫০০০০৲ টাকা।

সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপ হ'ল নারিকেল ছোব্‌ড়া ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা। ১৮৪৫ সালে সিংহল থেকে প্রায় ১০০০০ হন্দর ছোবড়া আর দড়ি রপ্তানি হয়েছিল। ১৮৭০ সালে উক্ত পরিমাণ বেড়ে ৫৮০০০ হন্দরে পরিণত হয়।

নিম্নে পর পর কয়েক বছরের রপ্তানির পরিমাণ দেওয়া গেল :—

সাল	ছোবড়া বা coir yarn		নারিকেল কাতা বা দড়ি	
	হন্দর	পাউণ্ড	হন্দর	পাউণ্ড
১৮৬৬	৪৬৮৬৯	২৮১২২	৮০৯৭	১০১২১
১৮৬৭	৪২৯৪৯	২৬০৩৯	৬২৪২	৭৮০৩
১৮৬৮	৫৭৯৬১	৩৪১৭৬	৬৬৯২	৮৩৭০
১৮৬৯	৫২৪৮৯	৩৫৬৮৭	৬১৮৩	৭৭৩০
১৮৭০	৪৬৭৬৪	২৮৬১৬	৯৬৩৫	১২০৭২

৪০।৪২ টা মাঝারি নারিকেলের খোসা থেকে ছয় পাউণ্ড আন্দাজ ছোবড়া পাওয়া যেতে পারে। নানা উপায়ে ছোব্‌ড়া ছাড়ান যায়। তবে সাধারণতঃ যে উপায়টী অবলম্বিত হয়, তাহা এই :—

একটি ধারাল লৌহ শলাকা মাটিতে পোতা থাকে —নারিকেলগুলা তার গায় গিথে একটু জোরে টানলেই, অতি সহজে মালা থেকে ছোব্‌ড়া ছেড়ে আসে। সাধারণতঃ ছোব্‌ড়ার গায় একপ্রকার কষ থাকে—তাকে ইংরেজীতে ট্যানিন্‌ (Tannin) বলে। এই ট্যানিন আছে বলেই অনেক দিন জলে ডুবিয়ে রাখলেও ছোব্‌ড়া পচে যায় না। ছোব্‌ড়ার গায় যে আঁশ থাকে, সকলেই দেখেছেন, সেগুলা ঈষৎ শক্ত এবং মোচড়ালেই ভেঙ্গে যায়—অথচ মজা এই, সেই আঁশ থেকে যে দড়ি তৈয়ার হয়, তা অত্যন্ত শক্ত, হাল্‌কা ও স্থিতিস্থাপক। নারিকেল কাতার এই গুণ আছে বলেই, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতিতে ওর এত প্রচলন।

ছোব্‌ড়া জলে ভিজিয়ে রাখবার পূর্ব্বে সেগুলিকে ভাল করে পিটে নেওয়া দরকার। কেননা তা'হলে শক্ত জমাট বাঁধা আঁশগুলি আল্‌গা হয়ে যাওয়ায়,

তার মধ্যে সহজেই জল প্রবেশ কর্ত্তে পার্বে। তারপর দু'তিন দিন জলে ভিজিয়ে রাখবার পর আবার একদফা থুড়ে ফেল্‌তে হবে। বার কয়েক এই রকম কর্‌লেই সমস্ত আঁশ ছোব্‌ড়ার গা থেকে সহজেই ছেড়ে আসবে। এই সময় আর একটা বিষয় সর্ব্বদাই স্মরণ রাখতে হয়—সেটা হচ্ছে এই যে, ছোব্‌ড়াগুলা যেন সকল সময়ই বেশ ভিজা থাকে; কেননা ছোব্‌ড়া শুকিয়ে উঠলে ligneous fecula বা আঁশের অন্তঃস্থিত ধুলিবৎ পদার্থগুলি সহজে ঝরে যায় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি সাধারণতঃ নদীগর্ভেই ছোব্‌ড়া সমূহ পুতে রাখা হয়। কিন্তু সব দেশেই আর নদীগর্ভে পুঁতে রাখবার সুবিধা নেই। এমন অনেক স্থান আছে, যেখান থেকে দু'চার মাইল কেন, বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যেও নদনদীর নামগন্ধ নেই। সেখানে মাটীতে চৌবাচ্চার মত গভীর গর্ত্ত খুঁড়ে, ছোব্‌ড়া পচাতে হয়। সকল আঁশ বা তন্তুজাতীয় জিনিষই জলে পচাইয়া তবে আঁশ বাহির করিতে হয়;—যথা, পাট, শণ ইত্যাদি। পুকুরের জলে পচাইতে নাই, তাহাতে জল ও মাছ নষ্ট হইয়া যায়।

এই সকল কারণে সমুদ্রের কূলে যাহাদের নারিকেলের এষ্টেট আছে, তাহাদের ছোব্‌ড়া পচাইবার কোনও অসুবিধা নাই। কাজেই সেই সমস্ত স্থানে সমুদ্রতটে বালুকার মধ্যে গভীর গর্ত্ত খুঁড়ে, তার মধ্যে ছোব্‌ড়াগুলি পুতে রাখা হয়। সমুদ্রতীরে সাধারণতঃ অল্প একটু খুঁড়লেই নীচে থেকে জল উঠ্‌তে থাকে—আর সেই জলে সমস্ত ছোব্‌ড়া পচে উঠে।

লৌহশলাকার সাহায্যে কেমন করে ছোব্‌ড়া ছাড়ান হয়—তা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু অন্য উপায়েও ছোবড়া ছাড়ান যায়। মালাবার উপকূলে লোকে সাধারণতঃ একখানি ছোট কুঠারের সাহায্যে—হাত দিয়েই সমস্ত নারিকেল 'ছুলে' ফেলে। কিন্তু এতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয় ও অনেক সময় লাগে। তার চেয়ে যদি একটা সাধারণ ফুট-পাওয়ার (Foot-Power) ব্যবহার করা যায়—যা ছুরি, কাঁচি শাণ দেওয়ার জন্যে আখচারই ব্যবহৃত হচ্ছে, তা'হলে অল্প সময়ের মধ্যেই একজন লোকে ৫।৭ জনের কাজ অতি সহজেই করে ফেল্‌তে পারে। ফুট-পাওয়ারের সঙ্গে দুখানি বড় বড় ধারাল ছুরি এমন করে যোজনা করে দেওয়া সম্ভব, যাতে সে দুখানি কাঁচির মত পড়ে, ছোবড়া সমেত সমস্ত নারিকেলটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলবে—তারপর অন্য একটা যন্ত্রের সাহায্যে মালা থেকে শাঁস বের করে নিয়ে, ছোবড়া থেকে মালা-গুলা আলাদা করে ফেল্‌তে হবে।

ছোবড়াগুলি গর্ত্ত থেকে তুলে এনে, অন্ততঃ ৩।৪ দিন টাটকা জলে ডুবিয়ে রাখা উচিত। তারপর মুগুর দিয়ে পিটে যখন সমস্ত আঁশ খোসা থেকে ছেড়ে আসবে, তখন আঁশগুলি ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে প্রেসে (Press) চড়িয়ে একেবারে বাণ্ডিল বেঁধে ফেল্‌তে হয়। এই রকম বাণ্ডিল বাঁধা ছোবড়াই বিদেশে রপ্তানি হয়।

এদেশে সাধারণতঃ ছোট ছোট মুগুরের সাহায্যেই আঁশ ছাড়ান হয়; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও কলের সাহায্য নিলে ঢের বেশী কাজ পাওয়া যাবে। সচরাচর একটা লোক গড়ে ১০ পাউণ্ড ছোবড়া পিটুতে পারে (যদিও অনেক সময় জেলের মধ্যে কয়েদীদের কাছ থেকে এর চেয়ে ঢের বেশী কাজ আদায় করা হয়)—কিন্তু কলের সাহায্য নিলে, একটা লোকে দৈনিক এর চারগুণ কাজ দিতে পারে, অর্থাৎ প্রায় ৪০।৪৫ পাউণ্ড

ছোবড়া পিটে তা থেকে সমস্ত আঁশ বের করে ফেল্‌তে পারে।

যাহা হউক, এখন ছোবড়ার কারখানা খুলতে গেলে, কি কি যন্ত্র ও আসবাবের প্রয়োজন, তাই আলোচনা করা যাক্‌। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, ছোবড়ার কারখানায় কোন জটিল যন্ত্র ব্যবহার কর্‌বার দরকার করে না—সমস্ত কলকব্জাই খুব সহজ এবং অশিক্ষিত সাধারণ মজুরই অনায়াসে সে সমস্ত কল চালাতে পারে। কারখানার মালিকের পক্ষে এ একটা কম সুবিধা নয়। শুধু শিক্ষিত ও দক্ষ মজুরের মাহিনাই বেশী তা নয় সব সময় মাহিনা দিলেও উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ আমাদের দেশে। ছোবড়ার কারখানা খুলিতে গেলে, নিম্নলিখিত জিনিস কয়টার প্রয়োজন হয়।

(১) ছোবড়া ভিজাবার জন্য কয়েকটি লোহার ট্যাঙ্ক কিম্বা ইটের চোবাচ্চা।

(২) একটা রোলার ক্রাসার মিল (Crusher mill)। এই মিলের দ্বারা ছোবড়াগুলিকে খুড়িয়া আঁশ বাহির করবার উপযোগী করা হয়।

(৩) ব্রেকিং ডাউন্‌ মিল্‌। ইহার দ্বারা ছোবড়া থেকে আঁশ বের করা হয়। এই রকম ছয়টি মিলের প্রয়োজন।

(৪) একটা উইলি (willy) মিল। ইহাদ্বারা বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট আঁশগুলিকে আলাদা করিয়া ফেলা হয়; এবং আঁশের মধ্য হইতে ধূলা ও অন্যান্য সর্ব্ব প্রকারের জঞ্জাল দূর করিয়া দেওয়া হয়।

(৫) একটী হাইড্রলিক প্রেস। ইহার দ্বারা আঁশগুলিকে বেলে পরিণত করা হয় অর্থাৎ চাপিয়া বাণ্ডিল বাঁধা হয়।

(৬) ইহা ছাড়া স্যাফ্‌টিং (shaftings), পুলি, চামড়ার বেল্টিং প্রভৃতি কয়েকটা খুচরা জিনিষের প্রয়োজন।

এই ত গেল শুধু কলকব্জার কথা। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কারখানা স্থাপিত হলে, ঐ সমস্ত কল বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালনা করা যেতে পারে—কিন্তু সহরের বাহিরে চালাতে গেলে, একটী আট হর্সপাওয়ার বিশিষ্ট অয়েল এঞ্জিন রাখা প্রয়োজন।

উল্লিখিত একটী কারখানায় দৈনিক ৭।৮ হাজার নারিকেলের ছোব্‌ড়া থেকে আঁশ বের করা যায়।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমি বলেছি, মান্দ্রাজ করমণ্ডল উপকূল, সিংহল, লাক্কা দ্বীপ, ষ্ট্রেট সেট্‌লমেণ্ট ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল গাছ জন্মে। এক মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেই প্রায় ২১৮০০০ একর ভূমিতে নারিকেলের চাষ হয়। কিন্তু শুধু দক্ষিণ এসিয়াই যে নারিকেলের জন্মভূমি তা নয়। ওয়েষ্ট ইন্‌ডিস্‌, মধ্য আমেরিকা এবং ব্রেজিলেও খুব ব্যাপকভাবে নারিকেলের চাষ হয়। ব্রেজিলে যারা গিয়াছেন, তাঁরা জানেন যে, ঐ দেশের উপকূলে যে বিস্তৃত নারিকেল কুঞ্জসকল অবস্থিত—তার আয়তন খুব বেশী না হলেও অন্ততঃ ৩০০ মাইলের কম নয়। এক পেরু থেকেই বছর ৭৫।৭৬ লক্ষ নারিকেল ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স অব্‌ আমেরিকা ও অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানি হয়।

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। ডাঃ রয়েল কষে দেখেছিলেন যে, সমগ্র মালাবার উপকূলে বছরে ৩০০০০০০০০ থেকে ৪০০০০০০০০ সংখ্যক পর্য্যন্ত নারিকেল জন্মাত। এর দাম প্রায় ৫০০০০ পাউণ্ড। তার পরে আরও কত কাল কেটে গেছে—সে দেশে নারিকেল চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। কাজেই বর্ত্তমানে যে সেখানে নারিকেলের চাষ যে কি বিরাট আকার ধারণ করেছে, তা সহজেই বুঝা যায়। চল্লিশ বছর পূর্ব্বে কোচিন

থেকে ৩০০০ তিন হাজার টন তেল বিদেশে চালান যেত—কিন্তু এর পরিমাণ আজকাল খুব বেশী রকম বেড়ে গেছে। কেননা, গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ কোচিনের অধিবাসীরা নারিকেল চাষের সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য এবং ক্ষেত্রের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কর্চ্ছে। এ বিষয়ে তাদের ঝোঁক যে কতখানি, তা সহজেই অনুমান করা যায়; এই থেকে যে বড় বড় ধানের আবাদকেও ক্রমে ক্রমে তারা নারিকেল বাগানে পরিণত কর্চ্ছে।

বাংলাদেশে নারিকেল গাছের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এ দেশে বোধ হয় এমন একটীও গ্রাম নেই, যেখানে দু'দশটা নারিকেল গাছ না আছে। তাই অনেকের ধারণা থাকৃতে পারে, আর যেখানেই পাঠান হোক, অন্ততঃ বাংলায় নারিকেল আমদানী কর্ব্বার কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই। অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রতি বৎসরই কোচিন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার নারিকেল বাংলায় আমদানী হচ্ছে। নিম্নলিখিত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত কল্লেই আমদানীর পরিমাণ বুঝা যাবে।

সাল	সংখ্যা	হন্দর
১৮৭১	১৬৯৯৯৯৬৪	২৪২৯১
১৮৭২	২২২৭১৯০৫	৪৯৫০৯
১৮৭৩	১৬৮১২৪৪৪	২০২৭৪
১৮৭৪	১৩১৯০৪৯৪	৬০৪৬২
১৮৭৫	১১৬৮৮৮৫৪	২৫১০৮

সিংহলে নারিকেলের চাষ

বহুবারই বলা হইয়াছে প্রাচ্যখণ্ডে সিংহল দ্বীপ নারিকেল চাষের একটা প্রধান কেন্দ্র। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রদেশে প্রায় ৩৩২৮৯০ একর জমিতে কেবলমাত্র নারিকেলের চাষ করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর নানা কারণে এ ক্ষেত্রের পরিমাণ কিছু কমে গেছে। সিংহলে নারিকেল চাষ সম্বন্ধে সার্ চার্লস্ ডিক্ (Sir Charles Dilkc) একখানি পুস্তিকা প্রণয়ণ করেন। তা'তে তিনি লেখেন, এই দ্বীপে। ২০০০০০ একর ভূমিতে সারির পর সারি নরিকেল কুঞ্জ অবস্থিত। এইসকল কুঞ্জে প্রতি বৎসর গড়ে ৭০০০০০০০০৮০০০০০০০ নারিকেল ফল জন্মে—তার দাম কম পক্ষেও ২০০০০০০ পাউণ্ড।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে সিংহল থেকে, নিম্নলিখিত পরিমাণ নারিকেল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

সাল	সংখ্যা	মূল্য
১৮৬৬	২০৫৫৪৫৩	৬৩৬৮ পাউণ্ড
১৮৬৭	৪৫৬৮৮৭১	১৩৬৪৬ "
১৮৬৮	১৭৩৮১৯৯	৫২৫৬ "
১৮৬৯	১৫৮৪০১১	৫০৬৩ "
১৮৭০	৫৪৭৮৬৭৭	
	এবং ৬২৩ ব্যাগ	১৭১৮৫ "

এতদ্ব্যতীত শাঁস রপ্তানি হয়েছিল এইরূপ

১৮৬৬ সন	৫৫৫৬৯ হন্দর	৩৩০৩২ পাউণ্ড
১৮৬৭ "	২৩৩০২ "	১৩৯৮১ "
১৮৬৮ "	৫৩৩৮ "	৩২০৩ "
১৮৬৯ "	১৭৬৪৯ "	১০৫৮৯ "
১৮৭০ "	৪০৬১৮ "	৩১৬৭০ "

সিংহল থেকে শুধু যে আস্ত নারিকেল আর শাঁস রপ্তানি হয়, তা নয়—দড়ি, কইর, তেল এবং খৈলও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। এর মধ্যে কোন্ জিনিসের পরিমাণ কিরূপ, তা এক বৎসরের নারিকেলজাত দ্রব্যের রপ্তানির তালিকা দেখ্‌লে

সহজেই বুঝা যাবে। নিম্নে ১৮৭০ সালের তালিকাটী দেওয়া গেল।

	পরিমাণ	মূল্য		পরিমাণ	মূল্য
নারিকেল	৪৭৮৬৭৭ সংখ্যক	১৭১৮৫ পাঃ	শাঁস	৪০৬৩৮ ,,	৩১৬৭৮ "
দড়ি বা কাতা	৯৬৩৫ হন্দর	১২০৭২ "	তেল	১৩৫৬৫৭ ,,	১৭০২১৭ "
ছোবড়া বা আঁশ	৪৬৭৬৪ ,,	২৮৬১৬ "	তাড়ি	২৩৭০০৯ গ্যালন	২০৩২৬ "

উল্লিখিত তালিকায় খৈলের পরিমাণ দেওয়া হয়নি। কিন্তু দেশের চাহিদা মিটিয়ে যে পরিমাণ খৈল প্রতিবৎসর বিদেশে চালান হয়, তাও নিতান্ত কম নয়। ১৮৭৪ সালে এ রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮৬২০৭ হন্দর এবং এর দাম হচ্ছে ৬৯৮২৯ পাউণ্ড।

যাই হোক, সিংহলে নারিকেল চাষের বিরাটত্ব দেখাবার উদ্দেশ্যে আমরা আর একটা মাত্র তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত কর্ব। সেই তালিকা দেখ্‌লে বুঝা যাবে, ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত কি পরিমাণ নারিকেল তেল ও ছোবড়া সিংহল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান যায়।

	তেল		ছোবড়া বা (Coir)	
বৎসর	গ্যালন	দাম	হন্দর	দাম
১৮৫৯	১১১৮৬৩৮	১১১৮৬৪	৩৮০৮৬	২৫৯৪৫
১৮৬০	১৫৪৯০৮৯	১৫৪৯০৯	৩৬৬১৬	২৪৮৬৪
১৮৬১	১০৪০৪২৮	১০৪০৪৩	৪৩১৬৮	৩১৮৮৩
১৮৬২	১৪১৯৫৩৮	১৪২৯৫৩	৪৬৫৯৫	৩৭৬৪৮
১৮৬৩	১৮৭৮৫৮৫	১৮৭৮৫৮	৫১৭৮৫	৩৯১০৩
১৮৬৪	২২৪৯৪০২	২২৪৯৪৮	৩৬৩১৩	২৭৩৮৬
১৮৬৫	১১৭৬৭৮৪	১২০৬৬৮	৪১৩৭৮	৩১৬৩৭
১৮৬৬	১০৪২৮৫৩	১০৪৪০০	৪৬৬৮৭	৩৩০৩৫
১৮৬৭	১৩৪৫৪৮৫	১৩৪৫৪৮	৪৯৬৭৫	৩৪০৪৩
১৮৬৮	১৪২৩৮৫৩	১৪২৩৮৫	৬৮৮০৪	৪৬৬০৭
১৮৬৯	১২৯২০৬৫	১২৯২০৬	৬৪৯৯৮	৪৩০১৩
১৮৭০	১৬৮৮১৯৯	১৪৮৮১৯	৬১৬৬৬	৪৩৪৩০
১৮৭১	২৫৭৭৭০০	২৫৭৭৭০	৬৫৪২৪	৪৫৪৪৮

নারিকেল চাষ সম্বন্ধে একটা কথা বল্‌তে আমরা ভুলে গেছি। বহু দিন পূর্ব্বে পেনাং গেজেটে (The Panang Gazette) এ সম্বন্ধে প্রথমে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। লেখক বলেন, বালি মাটি অপেক্ষা লোনা মাটি নারিকেল চাষের অধিক উপযোগী; কেননা, শেষোক্ত মাটির গাছ খুব অল্প বয়স থেকেই ফল দিতে আরম্ভ করে এবং বেশী দিন ও বেশী সংখ্যক ফসল দেয়। তিনি আরও বলেন,

উচ্চ ভূমি অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতেই নারিকেল গাছ পোতা উচিত। তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকে। পেনাঙ্গে অনেক নারিকেল গাছ আছে—বিশেষতঃ পেনাং হ'ল নারিকেল-দড়ি তৈয়ারি কর্ব্বার জন্ম বিখ্যাত। লেখক লক্ষ্য করেছিলেন যে, ঈষৎ উন্নত ও বালি মাটিতে প্রোথিত চারা থেকে বেশ সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট গাছ জন্মালেও ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সে সমস্ত গাছ থেকে ভাল ফল পাওয়া যায় নি, অথচ লোনা ও অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমির গাছগুলি রোপণ কর্ব্বার পর দশ বছর যেতে না যেতে প্রত্যেকটী বৎসরে অন্ততঃ ৫০ থেকে ১০০ পর্য্যন্ত নারিকেল দিয়েছে। অবশ্য লোনা ভূমির নারিকেলের শাঁস একটু লবণাক্ত হয়; কিন্তু তাতে বিশেষ যায় আসে না, কেননা অন্যান্য বিষয়ে ঐ নারিকেল বালিমাটির নারিকেল অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা বলেছি, সমুদ্রের বেলাভূমিতে অর্থাৎ যেখানে জোয়ারের সময় জল উঠে, অথচ ভাঁটার সময় সমস্ত জল সরে যায়, সেখানে নারিকেলের চাষ খুব ভাল হয়। কিন্তু ঐরূপ নিম্ন ভূমিতে চাষ কর্ত্তে হলে, খুব ভালমত ড্রেনের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেক সারির পর সমান্তরাল ভাবে এক একটী ড্রেন থাকবে, এবং মাঝে মাঝে কোণাকোণী ড্রেন রাখাও দরকার। ড্রেনের দিকে খুব বিশেষ লক্ষ্য না রাখ্‌লে, হিতে বিপরীত ঘটবার সম্ভাবনা। জমিতে জল বস্‌লে সমস্ত গাছের গোড়া মোটা এবং আগা সরু হয়ে যাবে, এবং তাদের কাছ থেকে একটীও ফল পাওয়া যাবে না।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জেও যে নারিকেলের চাষ নিতান্ত কম হয় না, তা সে দেশ থেকে তেল রপ্তানির বহর দেখলে সহজেই বুঝা যায়। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ঐ স্থান থেকে ৬০০ টন তেল বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ঐ তেলের দাম ১৯৮০০০ টাকা। তার পরের বৎসর রপ্তানির পরিমাণ অত্যন্ত কমে গেলেও ৫০০ টনের নীচে নামে নি। এই রকম ভাবে statistics উদ্ধৃত করে দেখান যায়, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপপুঞ্জেই বিস্তৃত ভাবে নারিকেলের চাষ হচ্ছে। এনা (Anna) একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ—তবু এখানেও ৭০০০,০০০ সত্তর লক্ষের উপর নারিকেল গাছ রয়েছে। যদি ধরা যায় যে, এর অর্দ্ধেক গাছ অল্প বা কোটী বয়সের দরুণ ফল দিতে অক্ষম, তা হলেও বাকী থাকে ৩৫০০০,০০০ গাছ। এখন দেশের লোকের ভরণ পোষণের দরুণ ১৫০০০০০০ গাছের ফসল বাদ দিলেও, বাকী ২০,০০০,০০০ কুড়ি লক্ষ গাছের ফসল বিদেশে বাণিজ্য দ্রব্যরূপে চালান যাচ্ছে।

তারপর জ্যামেকার কথাই ধরা যাক্। জ্যামেকার ভূমি নারিকেল চাষের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল নয়—কারণ মাটি অত্যন্ত নীরস বালুকাময়। তথাপি সেখানে দিন দিন নারিকেল বৃক্ষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জ্যামেকার অধিবাসীবৃন্দের নারিকেল হ'ল একটা অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য। তথাপি সমস্ত দেশের অভাব মিটিয়ে, বছর বছর ৭৫০০০ টাকা মূল্যের মাল বিদেশে চালান যাচ্ছে। অবশ্য উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনায় ঐ দাম কিছুই নয়;—কেন না চাষীরা নিরক্ষর, তারা উন্নত প্রণালীতে তেল তৈরী কর্ত্তে জানে না, এবং অধিকাংশ ছোবড়াই ফেলে দেয়। হিসাব করে দেখা গেছে, জ্যামেকায় দশ লাখেরও বেশী ফলতি গাছ আছে, এবং ঐ সমস্ত গাছের ফসলের মূল্য অন্ততঃ পক্ষে ৭৫০০০০ টাকার কম নয়।

বহুকাল পূর্ব্বে থেকে ট্রিনিডাডেও নারিকেল চাষের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়েছিল। ১৮৮৩

ও ১৮৬৪ সালে ওখান থেকে ২৫০০০০ সংখ্যক নারিকেল বিদেশে রপ্তানি হয়, এবং ১৮৭৬ সালে ঐ সংখ্যা বেড়ে ৪৫০০০০০তে পরিণত হয়। এই রকম অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে দেখান যেতে পারে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নারিকেলের চাষ দিন দিন দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। কিন্তু বাংলায় সাড়া কৈ? ক্ষুদ্র এনা দ্বীপ, ক্ষুদ্র সিংহল নারিকেলের চাষ করে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন কচ্ছে, কেবল বাংলাই কি সবার পিছে, সবার নীচে পড়ে থাকবে? আমাদের বিস্তৃত ভাবে statistics উদ্ধৃত কর্ব্বার উদ্দেশ্যই হ'ল, বাংলাকে উদ্বুদ্ধ করা। বাংলাদেশ আয়তনে এনা বা সিংহল হইতে অনেক বড়। কাজেই বাংলাদেশে বিস্তৃত ভাবে নারিকেলের চাষ কর্ল্লে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, বাংলাদেশ নারিকেল চাষের খুবই উপযোগী। সম্পূর্ণ অনাদরের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েও, এ দেশের গাছে অজস্র নারিকেল ফলছে, কাজেই যত্ন পূর্ব্বক চাষ কর্ল্লে যে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যাবে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দেশের সর্ব্বপ্রকার ধনাগমের পথ আজকাল বিদেশীর করায়ত্ত—দিন দিন বেকারের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে উঠছে—এক কথায় প্রতি দিনই বাংলা দেশ ভীষণ দরিদ্রতায় ডুবে যাচ্ছে। এ সময় দেশের ধনী সম্প্রদায় বিলাস বাসনে নিজেদের অগাধ ঐশ্বর্য্য অপব্যয় না করে, যদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করেন, তবেই মঙ্গল। বাংলায় নারিকেল চাষের একটা বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ইংরাজ বা মাড়োয়ারী ধনশালী ব্যক্তিগণের এদিকে নেকনজর পড়বার পূর্ব্বেই আমরা দেশের ধনকুবেরদিগকে এ বিষয়ে মনোযোগী হতে বলি। তাঁরা যদি একক বা সম্মিলিতভাবে অন্ততঃ একটা নারিকেল ষ্টেটও স্থাপন কত্তে পারেন, তা হলেও তাঁদের শ্রম ও অর্থ নিয়োগ সার্থক হবে এবং দেশের একটা পরম উপকার সাধিত হবে।

শস্যে জলসেচন

১৯২৫-২৬ সালে ভারতের কোন্ প্রদেশে কত একর জমীতে জলসেচন করা হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

প্রদেশের নাম	খাল কাটিয়া জলসেচন (গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক)	খাল কাটিয়া জলসেচন (সাধারণ কর্ত্তৃক)	পুষ্করিণী দ্বারা
	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ
মাদ্রাজ	৩৬১৬৯৮৮	২৪৪৯৮৩	৩২৯৫১৭৫
বম্বে	৩০৮১৩১৪	৬৬৯৯৪	১৩২৫০৩
বাংলাদেশ	১৪২৪৯৫	১৮৭০৪৬	৪৭৪৭৪৮
যুক্তপ্রদেশ	২২৮১৩৯৯	২৮৯৪৯	৬৭৬৭৯
পাঞ্জাব	৯৪৯৯১৪১	৪৭১৬৭৪	২০২৯৩
বর্ম্মা	৬৩৭০২৪	২৭০৮৯৪	১৮১৪৮২
বিহার ও উড়িষ্যা	৮৭২০১০	৮৭০৬৩৫	১৬১৫৩৮৮
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার		১০৮৪০৪১	
আসাম	১২০	১৯৩৯০৭	৭১০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩৬৮০৫৮	৪০১৬৭৯	...
আজমীঢ়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা	...	...	১৫৭০৯
কুর্গ	২৪৮৮	...	১৩৮৯
দিল্লী	৩০৮৬১	...	৫৪২
মোট—	২০৫৩১৯১৮	৩৮২৭০০২	৫৮০৯৬১৮

প্রদেশের নাম	কূপের দ্বারা	অন্যান্য উপায়ের দ্বারা	মোট কত একর জমিতে জল সেচন করা হইয়াছিল
	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ
মাদ্রাজ	১৪৯১২৩৫	৬০০৬৮	৯২৪৮৯৪৬
বম্বে	৫৭৩২০৪	১৫৩৯০৬	৪০১১৯৩

বাংলাদেশ	৮৮৯১৫	৪৭৪৭০৪	১৩৬৮১০৮
যুক্ত প্রদেশ	৪৯১৩০১৬	২৪১৫৮৬৮	৯৭৬৪৯১১
পাঞ্জাব	৩৭১৪৯৪০	১১৩২৩৩	১৩৮১৯২৮১
বর্ম্মা	১৯১৫৫	৩১০৫৬২	১৪২৭১২৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৬৯০০৩৬	১২৭৫৩৭৯	৫২২৩৪৪৮
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	১০০৯১৫	৫১৮১৬	১২৩৬৭৭২
আসাম	...	২৩৯১৯০	৪৩৫৯২৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৮৫৩৮১	৪১৭৬৩	৮৯৬৮০১
আজমীঢ়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা	৬৩৭৪৮	...	৭৯৪৫৭
কুর্গ	...	...	৩৮৭৭
দিল্লী	১৯৭১২	...	৫১১১৫
মোট—	১১৭২০২৫৭	৫৬৭৬৯৮৬	৪৭৫৬৫৭৮২

কোন্ প্রদেশে কোন্ ফসলের জন্য কত একর জমীতে জলসেচ্ করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে দেখান হইল।

প্রদেশের নাম	চাউল	গম	বার্লি
	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ
মাদ্রাজ	৮০৬১৩০১	৪৫৩৭	৯০
বম্বে	১৪৭০০০১৮	৩৭১৭৪০	২১৩৩২
বাংলাদেশ	১১৭৫৪৩৩	১৫২৭৫	৩২৩৪
যুক্ত প্রদেশ	৩৮০৮৯৭	৩৫৩৯৫৬৭	২০২৯৪৫৩
পাঞ্জাব	৭৪২৪৫৯	৫০৯৯৭২৫	৩০১০৫৮
বর্ম্মা	১৩৭৩৪৭২	৩৭৯	...
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৫৩৪৯৪৯	২৪৯৪১৮	১০৫২২৭
যুক্তপ্রদেশ ও বেরার	১১০৯৩০৮	৩০৪৯৫	১৭০৮
আসাম	৪২৩৯০০	...	...
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৫৮২২	৩৩১৯০৭	৬৬৩৪৪
আজমীঢ়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা	১৭	৬২৮৩	২৪৫৪৬
কুর্গ	৩৮৭৭	...	...
দিল্লী	২০	২৩২৭২	৫৩৩৭
মোট—	১৮২২০৪৭৩	৯৬৭২৬৫৮	২৫৫৮৪০৯

১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে ভারতের কোন্ প্রদেশে কত একর ফসলের জমাতে জলসেচন করা হইয়াছিল, নিম্নে তাহা দেখান হইল।

প্রদেশের নাম	ভুট্টা	কলাই, মুগ ইত্যাদি ফসল	আঁক	তুলা
	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ
মাদ্রাজ	৪৩০৭	১২৪৩৭৮২	১০৮৯৩৬	২২৪৩৫৬
বম্বে	২৫৯৮৭	২৫৯২৩১	৬৭২৬২	৩৯০৫৪৩
বাংলাদেশ	২৮২৩	৯৯৪৫২	২৭৪০৪	৫৫০
যুক্তপ্রদেশ	৫০৯২৮	২৩৪৩১৩৪	৯৮৫২৪৮	২৭৯৩৬১
পাঞ্জাব	৩৭৮৯৮৪	১০৯০৬১৮	০২১৭৯	২৪২১০৮০
বর্ম্মা	৭৪	৪৫৩০	১৭৪৫	৩৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৮২১২২	৮৪৮৯৪৮	১৫৭১৪৮	১৮০৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৪	২০৬৭	২১২১৬	৬২৩
আসাম		১৮৪৫		
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২২৮০৬৮	১৯১০৮	৮৮০৭১	২৪৪০৯
আজমীঢ়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা	১৭৫৯৯	১০০১৭	১৮	২৩৯৫৯
কুর্গ				
দিল্লী	২৫৪	৩৯৯২	৫২৩২	২৫৭৪
মোট =	৭৯১১৭৮	৫৯৩৩৮১৬	১৭২৪৪৫৮	৩৩৭৯২৯৫

প্রদেশের নাম	অন্যান্য খাদ্য শস্য	অন্যান্য অখাদ্য শস্য	মোট
	একর হিঃ	একর হিঃ	একর হিঃ
মাদ্রাজ	২৮২১১৭	৫০১৪৪২	১১২২৬৭৯৯
বম্বে	২০৮৫৫৪	৩২০৪৪৬	৪২২৬৬৮২
বাংলাদেশ	১২৩৩৪২	৫৪২৮৯	১৪৯৯৮১৮
যুক্তপ্রদেশ	২৯৭৪৪	৩৩২৬৫৯	১০৩০৮১৬৫
পাঞ্জাব	২০৩০২৭	২৪২১০৮০	১৪০৮৮০০৭
বর্ম্মা	৬৩৩৬৪	১৭৮৭৩	১৪৬১৬৫৬
বিহার ও উড়িষ্যা	১৮৪৪৩৮	১১৬৫৪২	৫২৮৪২৮১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৬৫২৪৬	৫৮৯৬	১২৩৬৮৩৪
আসাম	৫৯৭৪	১২০৮	৪৩৩৯২৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৮৪১৩	১০৪৬২৮	৯০১৬৩১
আজমীঢ়, মাড়ওয়ার ও মানপুর পরগণা	৫০১৬	৪১৭৩	৯১৯১৯
কুর্গ	...	...	৩৮৭৭
দিল্লী	৫৬০৩	৪২৩৪	৫১১১৫
মোট—	১৫০৪৭৫৬	৪৫৫০০৪৭	৫০৮১৫৯১১
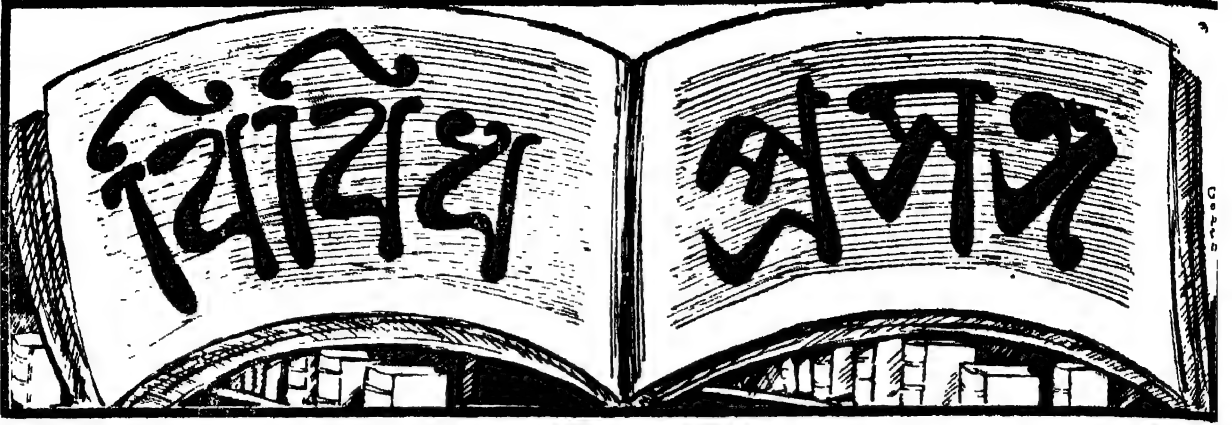
প্রবাসী ছাত্রের কৃতিত্ব

যশোহর সহরের অধিবাসী স্বর্গীয় শশধর দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম, বি পাশ করিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হাউস সার্জ্জেন হইয়াছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তিনি অধিকতর শিক্ষালাভের জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। লণ্ডন হইতে এডিনবার্গে গমন করিয়া, তথায় এফ-আর-সি এস্ পরীক্ষায় সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

অবশেষে ডাবলিনের প্রসিদ্ধ রটন্ডা হস্‌পিটালে যোগদান করিয়া স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী-বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, তিনি তথায় ডি, জি, ও (Doctor of Gynaecology and Obstetrics) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এখনো তিনি ডাবলিন হস্‌পিটালে থাকিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছেন। আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যভাগে সম্ভবতঃ দেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু

বেঙ্গল টেকনিক্যাল্ ইনিষ্টিটিউটের ডাঃ যতীন্দ্রনাথ বসু কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। ডাঃ বসু টেকনিক্যাল্ ইনষ্টিটিউটের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং বর্ত্তমানে অন্যতম শিক্ষক। প্রায় চারি বৎসর হইল, তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য জার্ম্মাণীতে গিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে ডিপ্লোমা লাভ করেন। অতঃপর তিনি এই বিষয়ে ডক্টর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সম্মান ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী পান নাই। ডাঃ বসু বাঁকুড়ার অধিবাসী। স্বাগতঃ।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি

৭ জনের মৌলিক গবেষণা

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এস্, সি, সুবোধচন্দ্র মিত্র এম্, এস্, সি ও শুদ্ধোধন ঘোষ এম্, এস্, সি, ১৯২৭ সালের বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ বৃত্তি ও এবং শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চৌধুরী এম্, এ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বিনয়চন্দ্র সেন এম্, এ ও অম্বুজানাথ ব্যানার্জ্জি এম্, এ ১৯২৭ সনের আর্টস

বিষয়ক মৌলিক গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। প্রথম বৃত্তিটী প্রথমোক্ত তিন জনের মধ্যে, এবং ২য় বৃত্তিটী শেষোক্ত ৪ জনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

বিদুষী মোসলেম মহিলা

আকিয়াব কোর্টের দোভাষী শ্রীযুত আবদুল মজিদের কন্যা শ্রীমতী আসি মজিদ এইবার চট্টগ্রাম কলেজ হইতে ১ম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই,এ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন। মুসলমান হইয়াও পর্দার বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রীমতী আসি মজিদ পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গেই পড়িতেছিলেন।

বি, এ পরীক্ষার ফল

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১১৭১ জন ছাত্র বি,এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে ২২৫ জন অনার পাইয়াছেন, ৬৩ জন যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ৮৮৩ জন সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ২৫ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং ২ শত জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন। এইবার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে,

"চরমে সমান দশা তোমার ও আমার"।

ভারতবর্ষে শিক্ষার অবস্থা

পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কের

প্রতি ১০০০রের মধ্যে লেখাপড়া জানা

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রীলোক
ব্রহ্ম	৫১০	১১২
বাংলা	১৮১	২২
মাদ্রাজ	১৭৭	২৪
বম্বে	১৩৮	২৪
বিহার ও উড়িষ্যা	৯৬	৬
পাঞ্জাব	৭৪	৯
যুক্ত প্রদেশ	৭৪	৬

ব্রহ্মদেশ ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা স্ত্রী-পুরুষের প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রণী। তাহার প্রধান কারণ—আমাদের দেশের অধুনা লুপ্ত টোল-চতুষ্পাঠীর ন্যায় সেখানকার প্রতি প্যাগোডা ও মঠ মন্দিরে বিনামূল্যে দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থা, পর্দ্দার অবিদ্যমানতা এবং জাতিভেদের শ্লথতা—সর্ব্বোপরি দেশবাসীর ঐকান্তিক উদ্যম। পুরুষের শিক্ষায় বাংলা দ্বিতীয়। আমাদের দেশে প্রকৃত উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা হাজার-করা একজনের অধিক নহে; ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত; তৎপরে বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। সমগ্র ভারতে হাজার-করা আধজন উচ্চ শিক্ষিত আছেন বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রীশিক্ষায় মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাংলাকে পরাজিত করিয়াছে। যে দেশে পুরুষ এখনও সম্পূর্ণ শিক্ষিত হয় নাই, সে দেশের নারীরা শিক্ষার সুযোগ কেমন করিয়া পাইবেন? তার উপর অল্প বিস্তর পরিমাণে বাল্যবিবাহ ও পর্দ্দা-প্রথার প্রচলন আছে। যাহা হউক স্ত্রী-পুরুষ—উভয়েরই এখনও বিস্তৃততরভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে, এবং বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে অর্থকরী ও কর্ম্মকুশল বিদ্যার (Vocational training) ততোধিক প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে, নচেৎ শুধু বিদ্যায় পেটের ভাতের যোগাড় হইতেছে না।

বেকার সমস্যা

বাংলায় আজ ২৮০০০ হাজার গ্র্যাজুয়েট বেকার দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের কোনও ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা সরকারের নাই; হাজারে একজন সরকারী নকরী পায়, বাকী ৯৯৯ জনের উপায় কি? এই ৯৯৯ জনের যাহাতে জীবিকা অর্জ্জনে সুবিধা হয়, সেইরূপ প্রণালীই প্রবর্ত্তন করা উচিত। যাহারা হাজারে একজন হইতে চায়, তাহাদিগকেও বাদ দিলেও বেশী দোষ নাই। চাই ৯৯৯ জনের শিক্ষার

এমন সুব্যবস্থা, যাহাতে তাহারা যথার্থ উপযুক্ত হইয়া জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হয়।

অহিফেন ও জমিদার সভা

বাঙ্গলা অহিফেন তদন্তকারী কমিটির প্রশ্নমালার উত্তরে বাঙ্গালার জমিদারসঙ্ঘ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অহিফেন সেবন নিবারণের জন্য ফরাসী সরকার ফরাসী ইন্দু-চীনে যে প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, সে প্রথাই অবলম্বন করা উচিত। প্রত্যেক স্থানের অহিফেন সেবনকারীদিগের নাম, ধাম ও সেবনমাত্রা স্থিরীকৃত ও লিপিবদ্ধ এক একটি ফর্দ্দ রাখিতে হইবে, এবং ঐ ফর্দ্দভুক্ত ও রেজেষ্টরীকৃত লোক ভিন্ন অন্য লোকের নিকট আফিং বিক্রয় করা হইবে না। উক্ত ফর্দ্দ আবগারী বিভাগকেই করিতে হইবে। প্রস্তাবটী মন্দের ভাল।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের সুবিধা

কলিকাতা হইতে ২৪ মাইলের অধিক ও ১৩০ মাইলের কম দূরবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহে যাতায়াতের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর 'উইক এণ্ড রিটার্ণ' টিকিট কেবলমাত্র কলিকাতা ষ্টেশন হইতেই এ যাবৎ দেওয়া হইত। ১লা আগষ্ট (১৯২৭) হইতে যে কোন ষ্টেশন হইতে ২৪ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী যে কোন ষ্টেশনে যাতায়াতের জন্য এই টিকিট দেওয়া হইতেছে। এক বারের যাইবার ভাড়া ও তাহার আর এক তৃতীয়াংশ ভাড়া দিলেই যাইবার ও আসিবার টিকিট একত্রে (রিটার্ণ টিকিট) পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর মেলভাড়া প্রত্যাহার

দার্জ্জিলিং ও ঢাকা মেলে যাতায়াত করিতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণকে অধিক হারে ভাড়া দিতে হইত। ১লা আগষ্ট (১৯২৭) হইতে উক্ত মেল ট্রেণে যাতায়াতের জন্য তাহাদিগকে আর উচ্চ হারে ভাড়া দিতে হইবে না। প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যে হারে ভাড়া লওয়া হয়, সেই ভাড়াতেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ মেল ট্রেণে যাতায়াত করিতে পারিবেন। কেবল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ সান্তাহার কিম্বা তাহার পরবর্ত্তী কোন ষ্টেশনের টিকিট ক্রয় না করিলে আপ দার্জ্জিলিং মেলে যাইতে পারিবেন না; এবং সান্তাহার ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেশনে টিকিট ক্রয় করিয়া ডাউন মেলে আসিতে পারিবেন না।

বিনামূল্যে বায়স্কোপ

কলিকাতার কর্পোরেশনের অনুমত্যানুসারে ও বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় পারিজাত থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী মিঃ আর, সি, দত্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ভিন্ন ভিন্ন পার্কে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য আনন্দদায়ক ছায়াচিত্র সহযোগে বিনামূল্যে বায়স্কোপ প্রদর্শন করিতেছেন।

বায়স্কোপ সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করে, কিন্তু বিষয়গুলি ভাল হওয়া চাই।

কয়লা হইতে তৈল

জার্ম্মেণীর একটি রাসায়ণিক কোম্পানী কয়লা হইতে তৈল প্রস্তুত করিতেছে। "সাণ্ডে এক্সপ্রেস" বলিতেছেন যে, জার্ম্মেণীতে এখন প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে। ৫ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মেণীতে তৈলের অবস্থা এমন হইবে যে, বিদেশ হইতে তথায় আর তৈল প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না।

হিন্দু-মুসলমান সম্মিলন

ময়মনসিংহ জেলার হোসেনপুরের সন্নিকটবর্ত্তী কাওনা গ্রামে মোহাম্মদ আবদুল হামেদ মিঞার বাড়ীতে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে এক বিরাট প্রীতিভোজের উৎসব হইয়া গিয়াছে।

হোসেনপুর বাজারের ও জমীদারী কাছারীর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু হিন্দু ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং ৪০০।৫০০ হিন্দু ভোজন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পাচক দ্বারা পাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, এবং খাওয়ার আয়োজনও খুব সন্তোষজনক হইয়াছিল। আদর অভ্যর্থনারও ত্রুটি হয় নাই। আমরা এরূপ হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলনের সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। ভরসা করি, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এই দৃষ্টান্তের অনুযায়ী সম্মিলন দেখিতে পাইব।

দেশীয় রাজ্যে বাল্যবিবাহ

কোটা রাজ্যে বিবাহ বিষয়ক একটি আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের ১লা জুলাই হইতে এই আইন বলবৎ হওয়ার কথা। সাধারণতঃ ১২ বৎসরের নিম্নবয়স্কা বালিকা এবং ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকের বিবাহ হইতে পারিবে না। ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্কা কোন বালিকাকে তাহার দ্বিগুণ বয়স্ক কোন পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া যাইবে না, এবং ১৮ বৎসরের উর্দ্ধের কোন কুমারীর সহিত ৪৫ বৎসরের উর্দ্ধের কোন পুরুষের বিবাহ হইতে পারিবে না। এই আইন অনুসারে যে সমস্ত মামলা হইবে, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিবেন। এই আইন ভঙ্গ করিলে এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে। কোটা রাজ্যের যে সমস্ত প্রজা রাজ্যের বাহিরে বিবাহ করিবে, তাহাদের উপরও এই আইন প্রযুক্ত হইবে।

আমাদের দেশেও বালিকা বিবাহ বন্ধ, যৌবন বিবাহের চলন ও বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা গ্রহণ সম্বন্ধে আইন হওয়া প্রয়োজন।

কইমাছ গলায় ঠেকিয়া মৃত্যু

সম্প্রতি বাগেরহাটের একটি ১১ বৎসরের বালক কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অতি অদ্ভুত ভাবে মারা গিয়াছে।

গ্রামের একটি খানক্ষেতে উক্ত বালক উলঙ্গ হইয়া কইমাছ ধরিতেছিল। সে চার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একটি কই ধরিতে সমর্থ হয়। মাছটী যাহাতে পলায়ন না করে, তজ্জন্য সে মাছটিকে দাঁত দিয়া চাপিয়া রাখে। পরে একটী বেড়া পার হইবার সময় মাছটী তাহার গলায় ঢুকিয়া যায়। তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তথা হইতে সে মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে আনীত হয়। ভর্ত্তি হইবার কিছু পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। গলায় মার্ব্বেল বাধিয়া এবং আলপিন বিধিয়াও অনেককে মারা যাইতে শোনা গিয়াছে। শিশু এবং বালকদিগকে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

ঢাকায় দুগ্ধ সরবরাহ

ঢাকায় দুগ্ধ সরবরাহের উন্নতি বিধান কল্পে সমবায় নীতিতে দুগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্য ১০৮০০৲ মূলধনে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। আমরা ইহার মঙ্গল কামনা করি।

তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট

বেঙ্গল-নাগপুর রেল কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, এবার পূজার সময় তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রীর জন্য রিটার্ণ টিকিটের বন্দোবস্ত করিবেন। ইহাতে ১½ গুণ ভাড়ায় মেল ট্রেণে ২০০ মাইলের অধিক ও অপর ট্রেণে ১৫০ মাইলের অধিক ভ্রমণ করা যাইবে। আশা করি, ই, বি, রেল কোম্পানীও উক্ত প্রকার রিটার্ণ টিকেট প্রচলন করিবেন।

গো-চারণ ভূমি

আসাম ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে গোচারণ-ভূমি রক্ষার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ফাইনান্‌স মেম্বর মিঃ বোথাম এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ল্যাণ্ড একুইজিসান আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট গোচারণের জন্য ভূমি লইতে পারেন। কিন্তু কৃষি-কমিশনের বিবরণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে নূতন কোন নীতি অবলম্বন করিতে চাহেন না।

বাঙ্গালী মহিলার অর্থ উপার্জ্জন

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের হাবড়া ষ্টেশনে টিকিট বিক্রয় করিবার জন্য ৯ জন বাঙ্গালী মহিলা মাসিক ৭৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে এরূপ অনেক আছেন,—বিশেষতঃ যাহারা বিধবা ও নিরাশ্রয়া, যাহাদের পক্ষে অর্থ উপার্জ্জন প্রয়োজন। তাঁহাদের জন্য এই নূতন অর্থাগমের পথ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

ঢাকায় বিজ্ঞানশাখার ছাত্রী

ঢাকা ইডেন কলেজ মহিলাদের একমাত্র ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ। এখানে বিজ্ঞান শিখিবার ব্যবস্থা নাই। এবারে কয়েকজন ছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাদিগকে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। ঢাকার ইডেন কলেজে যাহাতে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্ত্তন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

তুর্কী রমণীর পরিচ্ছেদ

নব্যতুরস্ক দ্রুতগতিতে সংস্কার পথে অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি তুর্কী-নারী-সম্মিলনী মহিলাদের জন্য এক প্রকার নূতন ধরণের পোষাক প্রচলন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। উহা জাতীয় পরিচ্ছদ হইবে, এবং ইউরোপীয় আদর্শের বৃথা অনুকরণ না করিয়া যাহাতে অল্পব্যয়ে ও জাতীয়তা রাখিয়া প্রস্তুত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা যাইবে। তুর্কী রমণীরা পূর্ব্বে যে মুখাবরণ বা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতেন, এখন তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে তুর্কী মহিলাগণ রুশিয়ার অনুকরণে উক্ত অবগুণ্ঠন বা ঘোমটার পরিবর্ত্তে পাতলা রঙ্গীন চাদর ব্যবহার করিতেছে। মহিলাদের মধ্যে টুপীর আদরও দিন দিন বাড়িতেছে। যাঁহারা টুপী ব্যবহার করেন, তাঁহারা মুখাবরণ একেবারে তুলিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমানেরা বক্তৃতার সময় তুর্কীর কথা আওড়ান, কিন্তু আসল কাজের বেলায় পর্দ্দার মহিমা কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া থাকেন। কথা ও কাজে মিল না থাকিলে কোনও জাতি উঠিতে পারে না।

টেনিসনের বাসগৃহ

ইংলণ্ডের কবি টেনিসনের বাসগৃহের নাম আল্‌ডওয়ার্থ। হেস্‌লমিয়ারের নিকটে উহা অবস্থিত। বর্ত্তমানে বরদার মহারাজা গাইকোয়ার উহার অধিকারী। তিনি উক্ত গৃহ বিক্রয় করিবেন। তাহা ক্রয় করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের "কাব্য সমাজ" (Poetry society) চাঁদা তুলিতেছেন। Poetry Review নামক সংবাদপত্রের আমেরিকান সম্পাদিকা মিসেস এ্যালেস্ হাণ্ট বার্টলেট নাম্নী এক মহিলা উক্ত কাব্য সমাজের তহবিলে ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আর আমাদের বর্ণপরিচয়ের গুরু দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে, এবং বাঙ্গালী মাল্‌সাট্ মারিয়া স্মৃতিরক্ষার অভিনয় করিতেছে। কি দুর্দ্দৈব!

হীরা জহরতে রাজা

গণেশলাল ওরফে বিরাজমোহন নামক একজন ভারতীয় ধনী জহরত ব্যবসায়ী ইউরোপে ও আমেরিকায় তাঁহার মণিমাণিক্য হীরা জহরত আদি দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার গায়ের ওয়েষ্ট কোটের পকেটে সর্ব্বদা ৭৫ লক্ষ টাকার হীরা জহরত

থাকে। চারজন সশস্ত্র ভারতীয় গোয়েন্দা তাঁহাকে পাহারা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে এক মেলায় তিনি এই সকল হীরা জহরত দেখান। সেখানে ১৮০ জন পুলিশ সর্ব্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। সিকাগোর মত সহরেও তিনি কোন বিপদে পড়েন নাই। তাঁহার রক্ষকগণ সকলেই রিভলভারের পরিবর্ত্তে ছোরা রাখে। তাঁহার নিকট যে সকল মণিমাণিক্য আছে তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটীর নাম ও মূল্য দেওয়া হইল :—

সাজাহান অথবা তাজমহল এমারেলড (মরকতের খণ্ডের ওজন ৯৩ ক্যারেট) মূল্য ৯ লক্ষ টাকা ; একখানা স্যালোয়ার, ওজন প্রায় ৭৮ ক্যারেট, মূল্য ১৮০০০০ টাকা ; একছড়া নেকলেস্ ২০৪ খান এমারেল্ড গ্রথিত, প্রত্যেকখানির ওজন এক হইতে ৮ ক্যারেট, মূল্য ১২৭৫০০০ টাকা।

জলমগ্ন ধনরাশি

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় প্যাভেণ্ডী সহরের কাউণ্ট ডি সেণ্টপল নামক এক ধনী ব্যক্তি আমেরিকায় চলিয়া যান। ৩০ বৎসর সেখানে থাকিয়া তিনি প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। ১৮২০ সালে তিনি তাঁহার সঞ্চিত ধনরত্নসহ একটি জাহাজে চড়িয়া পুনরায় ফ্রান্সের দিকে আসিতে থাকেন। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে ফ্রান্সের উপকূলের নিকটবর্ত্তী অলিমদ্বীপের কাছে বিস্কে উপসাগরে তাঁহার জাহাজ ডুবিয়া যায়। জাহাজে অনেক সিন্দুক বোঝাই কোরা স্বর্ণ ও রত্নাদি ছিল। তাহার মূল্য কোটী কোটী টাকা হইবে। উহা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত অনেকবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্যারিস হইতে একবার একদল লোক যাদুবিদ্যাসম্পন্ন এক রমণীর সাহায্যে সেই জাহাজ তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। সম্প্রতি উক্ত জলমগ্ন ধনরাশি উত্তোলন করিবার নিমিত্ত পুনরায় চেষ্টা চলিতেছে। ধন্য অধ্যবসায় !

নিখিল ভারত কৃষক সমিতি

সভাপতি করিবার সর্ত্ত

শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে কৃষকদিগের সামাজিক অর্থনৈতিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য হায়দরাবাদে প্রধান কেন্দ্র করিয়া একটী নিখিল-ভারত-কৃষক সমিতি গঠিত হইতেছে। যিনি কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য রেলে ৩ হাজার মাইল ও পদব্রজে আড়াই শত মাইল ভ্রমণ করিবেন, তাঁহাকে নির্বাচিত সভাপতি করা হইবে। সমিতির জন্য তাঁহাকে অন্ততঃ ১০ দিন কাজ করিতে হইবে। এ ঠিক গান্ধীজির হাজার গজ চরখা কাটিয়া স্বরাজ আনার ব্যবস্থার মত। আজকাল অনেকেই All Bengal, All India কৃষক সমিতি, শ্রমিক সমিতি ইত্যাদি গালভরা নামযুক্ত সমিতি স্থাপন করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, এই সকল সমিতির সহিত প্রকৃত কৃষক বা শ্রমিকের সম্বন্ধ কিছুই নাই বলিলেই হয়। এই সব পলিটিক্যাল চালবাজীর দ্বারা মতলববাজ তথাকথিত ভুঁইফোড় নেতার দল আপন আপন কার্য্য হাসিল করিয়া লইতেছে। ইহাদিগের মুখোস খুলিয়া স্বরূপ দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

যুবক অপরাধীর স্বতন্ত্র কারাগার

বোরষ্টাল স্কুল স্থাপন

নদীয়ার মহারাজার বিল

যুবক আসামীদিগকে একটা স্বতন্ত্র জেলে রাখার ব্যবস্থা করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে যুবক অপরাধীদিগকে ও সাধারণ জেলে দণ্ডিত অপরাধীদিগকে এক সঙ্গে রাখা হয়। ইহার ফলে যুবকদের চরিত্র সংশোধন তো দূরের কথা—

তাহারা অসৎ সংসর্গে থাকিয়া একেবারে পাকা অপরাধী হইয়া উঠে। তাহাতে শাস্তি দেওয়ার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা এবং ভবিষ্যতে সে যাহাতে পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তাহার উপায় করাই শাস্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বোরষ্টাল পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই পদ্ধতি অনুসারে যুবক অপরাধীদের জন্য স্বতন্ত্র জেল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তথায় শিল্প শিক্ষার জন্য স্কুল থাকিবে। এতদ্ভিন্ন অপরাধীদের নৈতিক চরিত্র যাহাতে উন্নত হয়, তাহার উপায় করা হইবে।

বর্ত্তমান বেঙ্গল বোরষ্টাল বিল অনুসারে কতিপয় আদালতকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইবে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে যুবক আসামীদিগকে সাধারণ কারাগারে প্রেরণ না করিয়া বোরষ্টাল জেলে প্রেরণ করিতে পারিবেন। তবে এই প্রকার শাস্তির সময় দুই বৎসরের কম হইতে পারিবে না। তার পর এই বিল আইনে পরিণত হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত যুবক আসামী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, তাহাদিগকেও বোরষ্টাল জেলে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা থাকিবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং এ বিষয়ে বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান বিলে এই প্রকারের কতিপয় প্রয়োজনীয় বিধান করা হইয়াছে।

ব্যোমপথে আলোক

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—তিনপথেই যাতায়াতের ব্যবস্থা হইয়াছে। জল ও স্থলপথে যানাদি আবহমান কাল হইতেই চলিতেছে; অন্তরীক্ষপোত সৃষ্টি হওয়ায় যাতায়াতের জন্য শূন্য পথও প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্তরীক্ষপোত চালনার কোনই অসুবিধা নাই; কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে এক দিকে যেমন দারুণ অসুবিধা, অন্য দিকে তেমনি বিপদেরও আশঙ্কা। ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে। ভূমধ্য-সাগরের মধ্যে সিসিলি দ্বীপে এটনা নামে একটী পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের উপর একটী অত্যুজ্জ্বল আলো রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে। দশ লক্ষ বাতি এক সঙ্গে জ্বালিলে যেরূপ আলো হয়, ইহাতে সেইরূপ দীপ্তিশালী আলোক হইবে। ভূমধ্য-সাগরের উপর দিয়া যে সকল উড়ো জাহাজ যাতায়াত করিবে, তাহারা সেই আলোকে পথ চিনিয়া লইতে পারিবে। এটনা পাহাড়ের শিখরদেশে যে বিজলী বাতি জ্বলিবে, অবশ্যই একটা 'ডায়নামো' হইতে তাহার বিজলী সরবরাহ হইবে। বায়ুর শক্তিতে ডায়নামোটা চলিতে থাকিবে। এটনা শিখরে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা নায়াগ্রা জলপ্রপাতের অপেক্ষাও গতি-শক্তি-শীল। ব্যোমপথের যে অসুবিধা ছিল, তাহা এই ভাবে দূর করিবার আয়োজন চলিতেছে। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা তাহাদের অধীত বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগদ্বারা দেশের, সমাজের ও জগতের কত কল্যাণই না সাধন করিতেছে! আর আমাদের দেশের ছেলেরা এই সকল বিদ্যা-পাশের চাপরাশ গলায় গাঁথিয়া চাকুরীর শিকল পরিতেছে, এবং অধীত বিদ্যা হজম করিতে না পারায়, ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগিয়া মরিতেছে। হায় বিধিলিপি!

নিরলস পিপীলিকা

জীবতত্ত্ব-বিদেরা মাথা ঘামাইয়া এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, পিপীলিকারা আদৌ নিদ্রা যায় না। তাহারা একটু বিশ্রাম করে মাত্র। তাহারা সর্ব্বদাই আপন কাজে ব্যস্ত। মৎস্যগণের চক্ষু বুজিবার উপায় নাই। মধুমক্ষিকাদের শ্রমশীলতার জন্য খ্যাতি আছে। তবুও তাহারা নিদ্রা

যায়, ও সারাদিন রাত্রি পরিশ্রম করে না। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের কথায় বুঝা যায় যে, পিপীলিকারা তাহাদিগকেও হার মানাইয়াছে।

ইন্দুরের কদর

পূর্ব্বে যখন মুদ্রার প্রচলন হয় নাই, তখন লোকে দ্রব্য-মূল্যে দ্রব্য কিনিত, অর্থাৎ যাহার প্রচুর ধান্য হইত, সে তাহার কিছু পরিমাণ ধান্যের সঙ্গে তাহার প্রয়োজন মত অন্য বস্তুর বিনিময় করিত। পরে যখন মুদ্রার প্রচলন হইল, তখন হইতে লোকে সেই মুদ্রা দিয়া আবশ্যক মত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিল। টাকা পয়সা দিয়া উদরের অন্ন হইতে বিলাসিতার উপকরণ, আরামের আসবাবপত্র, সবই কেনা যায়। ফরাসী রাজ্যের এলাকায় হাও (Hao) নামে এক দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের অধিবাসীরা নকি ইন্দুরের বিনিময়ে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে। এমন কি, অনেকগুলি ইন্দুর দিয়া সেই মূল্যে তাহারা সুন্দরী ভার্য্যাও অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে।

ষ্টিলট্রাঙ্ক এসোসিয়েশন

হ্যারিসন রোড-লালবাজার ষ্টিলট্রাঙ্ক এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক একটি সাধারণ সভায় সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে প্রত্যেক রবিবার ষ্টিলট্রাঙ্কের দোকান বন্ধ রাখার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ইম্পীরিয়েল রেকর্ড

ভারত গবর্ণমেণ্টের সমস্ত প্রাচীন কাগজপত্র, যাহা এতদিন কলিকাতা ইম্পীরিয়েল রেকর্ড আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় ছিল, তাহা কলিকাতা হইতে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সেই কাগজপত্রগুলি সমস্ত পাশাপাশি রাখিলে সাত মাইল লম্বা হইবে, এইরূপ হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে। ইহার মধ্যে বহুবিধ ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৪৫ সালে দেন্মার্কের রাজা অষ্টম ক্রিশ্চিয়ান যে সন্ধিপত্র দ্বারা ইংরাজদের হাতে দেন্মার্কের সমস্ত ভারতীয় উপনিবেশগুলি অর্পণ করেন, তাহা এই সকল কাগজপত্রের মধ্যে আছে। ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সঙ্গে অযোধ্যার নবাবের এই মর্ম্মে এক চুক্তি হয় যে, কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ অযোধ্যার নবাবকে দেওয়া হইবে; তৎপরিবর্ত্তে অযোধ্যার নবাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন। এই চুক্তিপত্র এবং লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্ত দলিল এই সকল কাগজপত্রের মধ্যে আছে। দিল্লীতে রাজধানী নেওয়া সম্বন্ধে লর্ড ক্রুব সহিত লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর চিঠি পত্র লেখালেখি হয়, তাহাও সমস্ত ইহার সহিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই চিঠিপত্রগুলি সমস্তই হাতের লেখা, যদিও তখন টাইপরাইটার ব্যবহারের খুব প্রচলন ছিল। এই দলিলখানি এতদিন গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

জীবন রক্ষায় জীবনদান

গত ২২ আষাঢ় শনিবার বেলা ১১টার সময় মৈমনসিংহের মগুয়া (আঙ্গুতিয়া) গ্রামে এক লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। নফু সেখের পাতকুয়ায় একটা থালী পড়িয়া যায়। আবদুল সেখ নামক এক ব্যক্তি নিকটস্থ পাটক্ষেতে কাজ করিতেছিল। স্ত্রীলোকদের চেঁচামেচি শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি কূয়ায় নামিয়া যায়, কিন্তু আর উঠে না। তাহার বিলম্ব দেখিয়া সুরজ আলী কূয়ায় নামে, সেও আর উঠে না। তখন সমামদ্দী শেখ কূয়ায় নামে। কিছুদূর নামিয়াই সে উপরের লোকজনকে বিপদ-

সূচক সঙ্কেত করে। তাহারা তখন তাহাকে তুলিয়া লয়। সে তখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, বহু শুশ্রূষার পর তাহাকে বাঁচান গিয়াছে।

পরে জানা গিয়াছে যে, ঐ কুয়ায় জল অত্যন্ত অল্প। বহুদিন যাবৎ কুয়াটি অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। কুয়াটী বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। আবদুল ও সুরজ আলী ঐ বিষাক্ত বাষ্পেই মারা গিয়াছে। অব্যবহার্য্য পতিত কূপের মধ্যে সহসা নামা অতি বিপজ্জনক।

ভাষা-বিভ্রাট

মফঃস্বলে এযাবৎ বাঙ্গালা ভাষাই স্কুল পাঠশালায় প্রচলিত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে আসামী ভাষা প্রচলনের জন্য আসাম-হিতৈষীগণ নানা ভাবে, নানা উপায়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহাতে গোয়ালপাড়া বিশেষতঃ ধুবড়ী মহকুমাবাসীদের বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। কোনও জাতিকে মারিবার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নানাভাষা প্রচলিত করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাহা হইলে কেহ কাহারও কথা বুঝিতে পারিবেনা, এবং ঐক্য-বদ্ধও হইতে পারে না।

মুসলমানের প্রতি মন্ত্রী গজনবী

কোরাণ পড়, দেরাজে রাখিও না

মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া গজনবী বলেন,—"যিনি ১০ বৎসর পূর্ব্বে আরব দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী মুসলমানদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তিনি আমাদের জন্য একটা মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার—সেই মহাপুরুষের—অনুগামী হইয়াও মুসলমানগণ আজ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন। আপনারা আজ মহাপুরুষ মহম্মদের শিক্ষা, দীক্ষা ও আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন—এই কথা ভাবিয়া আমি যারপর নাই দুঃখিত হইতেছি। আপনারা পরস্পরের মধ্যে মারামারি ও কাটাকাটি করিতেছেন। পরনিন্দা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা আপনাদের পাইয়া বসিয়াছে। মিলনের পথের এই সমস্ত অন্তরায় আজ আমাদের সমাজের জীবনীশক্তি নষ্ট করিতেছে। পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়া হিন্দু ও মুসলমানকে সর্ব্বদাই পাশাপাশি বাস করিতে হইবে।—"ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই" হইলে চলিবে না; আমাদের মধ্যে "ভেদ নাই, ভেদ নাই।" হিন্দুমুসলমানের মিলন ব্যতীত কখনও স্বরাজ হইতে পারে না। তাই বলি, আবার পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাউন। হিন্দুগণ, গীতা ও উপনিষদ পাঠ করুন, মুসলমানগণ কোরাণসরিফ পাঠ করুন; এই সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থকে কেবল দেরাজে পুরিয়া রাখিবেন না" আজকাল হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে ভীষণ বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে গজনবীর এই বাণী সকলের ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া উচিত।

বঙ্গলক্ষ্মীর সেলিং এজেণ্ট গ্রেপ্তার

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সেলিং এজেণ্ট মিঃ হরবল্লভ দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় ইনি ৭নং কারবালা মস্জিদ লেনস্থিত তাহার নিজস্ব বাড়ীতে ছিলেন। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসে। অতঃপর দুইজন জামিনদার মিলিয়া একলক্ষ টাকার জামিন দিয়া মিঃ হরবল্লভকে মুক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক জামিনদার ৫০০০০ টাকার জামিন দিয়াছেন।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ বি, এন, ব্যানার্জ্জী এবং ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর মিঃ বি, কে,

লাহিড়ীর নামে প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসভঙ্গের জন্য একটি ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। সেই মামলা সম্পর্কে হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার সময় পুলিশ দেখিতে পায় যে, তুলাক্রয়ের নিমিত্ত মেসার্স মূলজি জেঠা এণ্ড কোম্পানীর নামে আরও দুইটি চেক কাটা হইয়াছে। প্রথম চেকের পরিমাণ ২৫৬০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় চেকের পরিমাণ ১৬৭০০০ টাকা। মিঃ বি, কে, লাহিড়ী স্বয়ং এই চেক দুইটী কাটিয়াছিলেন। চেক দুইটি অতঃপর মেসার্স মূলজি জেঠা এণ্ড কোম্পানীর ভৃত্যের স্বাক্ষর-যুক্ত হইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর সেলিং এজেন্ট মিঃ হরবল্লভ দাসের হিসাবে জমা হইয়াছে। তদন্তক্রমে প্রকাশ পায় যে, এই চেক দুইটি মোটেই মেসার্স মূলজী জেঠা এণ্ড কোম্পানীর নিকট পৌঁছে নাই। ৪৫৬০০০ টাকার যে চেক দুইখানির জন্য মিঃ বি, কে, লাহিড়ী ও মিঃ বি, এন্, বানার্জ্জীর নামে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হইয়াছে, বর্ত্তমান চেক দুইখানি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত চেক দুইখানি ১৯২৫ সালের জুন মাসে কাটা হইয়াছিল।

মিঃ এস, এন, হালদার, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অন্যতম ডাইরেক্টর। তাঁহার পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চাটাজ্জী, পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ বার্ডের নিকট এক আবেদন উপস্থিত করেন। তাহাতে মিঃ হরবল্লভ দাসের নামে বিশ্বাসভঙ্গ, প্রবঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

এই সমস্ত অভিযোগে মিঃ হরবল্লভ দাস ও মিঃ লাহিড়ী দ্বিতীয় বার গ্রেপ্তার হইয়া জামীনে খালাস আছে।

নারিকেল

সিংহলে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে নারিকেল সর্ব্ব-প্রধান। চা, রবার ও নারিকেলের অপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয় বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। সম্প্রতি হিসাব দেখিয়া জানা গিয়াছে যে, এই ধারণা ভিত্তিহীন।

সিগারেট

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহলে বিদেশ হইতে ৩,১৪,৯৫৫ পাউণ্ড এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৪,০৩,৩৭০ পাউণ্ড মূল্যের সিগারেট আমদানী হইয়াছে।

বহুবাজার 'রিফিউজ'

কর্পোরেশনের সভায় বহুবাজারের "রিফিউজের" বার্ষিক মঞ্জুরী কয়েকটি সর্ত্তে ৩৫০০ টাকা হইতে ৪০০০ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। সর্ত্তগুলি এই :—

(১) গবর্ণরদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচজন মহিলাকে গ্রহণ করিতে হইবে

(২) ইতঃপূর্ব্বে পরিচালক সমিতিতে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ব্বাচিত একজন সদস্য ছিলেন। এখন হইতে একজনের স্থলে অন্ততঃ দুই জন করিয়া কর্পোরেশনের প্রতিনিধি থাকিবেন।

(৩) এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন মাট্রন, একজন নার্শ ও একজন শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) "রিফিউজের" ছেলে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

হাসপাতালে তৃষ্ণার্ত্ত রোগী

সাহারণপুরে স্থানীয় হাসপাতালে একটি যুবককে অস্ত্র করা হয়। ডাক্তার বলিয়া যান যে, কিছুকালের জন্য যেন তাহাকে জল খাইতে দেওয়া না হয়। তাহার এমন তৃষ্ণা পায় যে, সে চুপি চুপি শয্যা ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ কূপে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহাকে অবিলম্বে জীবন্ত অবস্থায় কূপ

হইতে তোলা হইয়াছে। এদেশের হাঁসপাতালে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা

সংখ্যা হিসাবে হিন্দুর স্থান

সমগ্র পৃথিবীর লোক সংখ্যা ১৬৪৬৪০১০০০০ জন। ধর্ম্ম হিসাবে নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করা যায় :—

সনাতনী হিন্দু	২১০৫৪০০০০
বৌদ্ধ	৪৬১৮৬১০০০

হিন্দু ও বৌদ্ধ

হিন্দু ও বৌদ্ধকে হিন্দু ধরিয়া হিন্দু অধিবাসীর

মোট সংখ্যা	৬৭২৪০১০০০
খৃষ্টান	৫৪৪৫১০০০০
মুসলমান	২২১৮২৫০০০
ইহুদী	১২২০১০০০
জীবোপাসক	১৫৮২৭০০০০
বিবিধ	১৫২৮০০০০

উদ্ধৃত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, হিন্দুগণ সংখ্যা হিসাবে পৃথিবীর যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে শ্রেষ্ঠ।

পুষ্করিণীতে শিশুসন্তান

জলপাইগুড়ির "জনমত" লিখিতেছেন—

'গত ৫ই জুলাই মঙ্গলবার দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাগচী বাড়ীর পুষ্করিণীর মধ্যে শিশুসন্তানের ক্রন্দন শুনিয়া লোকে অগ্রসর হইয়া দেখে যে, একটী সদ্যজাত হৃষ্টপুষ্ট শিশু বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে হইতেই হতভাগ্য শিশুটীর জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। জন্মদাতা ও গর্ভধারিণী হয়ত নিজেদের পাপলীলা সংগোপনের জন্ম এই নিষ্পাপ শিশুটীকে এইরূপ ভাবে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করিয়াছে। এই সমস্ত শিশু-জীবন রক্ষা করার জন্ম বাঙ্গালা দেশে শুধু নবদ্বীপে একটি প্রতিষ্ঠান আছে; তথায় গর্ভধারিণী প্রসব করিয়া চলিয়া আসিতে পারেন। প্রতিষ্ঠান ঐ শিশুর পালন ভার গ্রহণ করেন। জগতে পাপ চিরকাল আছে ও থাকিবে; সুতরাং এইসব সন্তানের জীবন রক্ষার জন্ম আরও অধিক প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালা দেশে হওয়া অতীব প্রয়োজন।'

মিসেস বেসান্তের উক্তি

লণ্ডনের কাক্সটা হলে মিসেস্ অ্যানি বেসান্তকে অভ্যর্থনা করা হয়। বহু ভারতীয় ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মিসেস বেসান্ত বলেন, "যদিও বর্ত্তমানে আমার বয়স ৮০ বৎসর, তথাপি আমি এখন পূর্ণোদ্যমে কার্য্য করিতে পারি। বার্দ্ধক্য আমায় ক্লান্ত করে নাই।" আর আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ—বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ৬০এর পর এদেশের লোক প্রায়ই জবু-থবু হইয়া যায়—এক সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা

৩১৫টি বিধবা বিবাহ

বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার সম্পাদক জানাইতেছেন :—

'বাঙ্গালার বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র হইতে ১৯২৭ সালের জুলাই মাসের ভিতর কলিকাতা বিধবা বিবাহ সহায়ক সভায় ১৫০টী বিধবা বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ফরিদপুরে ৩০, ত্রিপুরায় ৩২, ঢাকায় ২১, নদীয়ায় ১৮, পাবনায় ১৮, ময়মনসিংহে ১৭, যশোহরে ১৫, কলিকাতায় ১০, মেদিনীপুরে ৬, ব্রাহ্মণ ৪, বৈদ্য ১, কায়স্থ ৪, সাহা ৩, রাজবংশী ২৫, নমঃশূদ্র ২৩, কৈবর্ত্ত ৪, মল্লবর্ম্মণ ৯, নাপিত ১১, পাল ৫ ও বিবিধ ৭৩।'

৩১শে জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত ৩১৫টী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।'

বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজ-পণ্ডিত

বাঁকুড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ টমসন্ তাঁহার দেশে (বিলাতে) বাঙ্গালা ভাষায় একজন সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। তিনি এখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক হইয়াছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়া ডক্‌টর উপাধি পাইয়াছেন অর্থাৎ "এরোণ্ড বৃক্ষ" হইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তির সামান্য নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল :—

কবিওয়ালারা—Poet fellows. আয়িমা—Nurse. চলিত ভাষা—Walking language. ছুটির পড়া – verses in leisure. গীত পঞ্চাশিক—five loops of song. অরূপ রতন—ugly gems ইত্যাদি।

আমরা আশা করি, মিঃ টমসনের কোন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাঁহার এই ভুলগুলি তাঁহাকে দেখাইয়া দিবেন।

পাতিয়ালার রাজা

পাতিয়ালার রাজা তাঁহার রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। ১৯২৩ সালের পাতিয়ালার শিক্ষা সংক্রান্ত আইন রাজা ১৯২৭ সালের ৭ই এপ্রিল স্বাক্ষরিত করিয়াছেন। এই আইন ১৯২৭ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্য্যকরী হইবে। প্রথমতঃ, এই আইন পাতিয়ালা সদরে প্রয়োগ করা হইবে এবং ধীরে ধীরে রাজ্যের অন্যান্য সদরে এই আইন প্রসারিত হইবে। এই আইনের বন্ধনে প্রত্যেক লোককে তাহার ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালককে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ষ্টেট কর্ত্তৃক স্থাপিত যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, অন্যথায় সে দণ্ডনীয় হইবে।

স্বদেশপ্রেমিক ফরাসীগণ

জনসাধারণের নিকট ফরাসী সাধারণতন্ত্রের দেনা বাবদ ২২৭৭৪ খানি গভর্ণমেণ্ট বণ্ড নষ্ট করা হইয়াছে। এইগুলির মূল্য এক কোটী ৯০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক। জনসাধারণ ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে এই দেনার দায় হইতে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিল।

বৃদ্ধের বিবাহ

কাণপুরে ৬৫ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত এক নবম বৎসর বালিকার বিবাহের সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইয়াছে। উক্ত বিবাহ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কয়েকজন জনহিতরত উদারচেতা হিন্দু সংবাদ পাইয়া বাধা দেওয়ায় এই কলঙ্কজনক অশুভ বিবাহ হইতে পারে নাই।

শিবপুরে বটগাছ

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের "বড় বটগাছ" সকলের নিকটই বিশেষ পরিচিত। সম্প্রতি এই ঐতিহাসিক বৃক্ষটির বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন হইল, ইহার প্রধান কাণ্ডটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর কতিপয় উপকাণ্ডের উপর ভর করিয়া এই বৃক্ষটি দণ্ডায়মান আছে। সম্প্রতি এই উপকাণ্ডগুলিও নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং এক প্রকার রোগ ইহার শাখাপ্রশাখারও ক্ষতি সাধন করিতেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, বয়োবৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ।

এই বটগাছের বয়স অন্ততঃপক্ষে ১৫৮ বৎসর হইবে। ডাঃ কিং নামক একজন বিশেষজ্ঞ বলেন যে, এই গাছটি আরও অধিক প্রাচীন।

প্রধান কাণ্ডটি শুষ্ক হওয়ার ফলে উহাকে অপ-

স্থত করিতে হইয়াছে। তাহাতে গাছের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে, কেননা মধ্য স্থলটি ফাকা হইয়া গিয়াছে। হিন্দুগণ এই বৃক্ষকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহা রৌদ্রতপ্ত গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে শত শত লোককে তাহার শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়া থাকে।

ইহার "বড়" বিশেষণের সার্থকতা আছে। বৃক্ষটির উচ্চতা প্রায় ৭২ ফুট ৬ ইঞ্চি, পরিধি ১০৯২ ফিট ৮ ইঞ্চি, ব্যাস ৩৫৬ ফুট।

যে কাণ্ডটী কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার পরিধি ৫১ ফুট ছিল। ১৯২৩ সালে উহার প্রায় ৬০১টী উপকাণ্ড সঞ্জাত হইয়াছিল। ইহার পর উপকাণ্ডের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বৃক্ষবিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে এই প্রধান বৃক্ষটিকে অব্যাহত রাথার জন্ত তাঁহারা যত্নপরায়ণ হইয়াছেন।

ব্রজ সর্দ্দার

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত পোড়াদহ ষ্টেশনে পাঁচ মাইল উত্তরে চাঁপাইগাছিতে ব্রজ সর্দ্দারের নিবাস। সর্দ্দারের বয়স এখন ৭০ বৎসর অতীত হইতেছে; কিন্তু তাহাকে দেখিলে এখনও যুবক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার দীর্ঘ সুদৃঢ় পেশীযুক্ত বিরাট বপু—প্রশস্ত বক্ষ, সবল বাহু, লম্বিত গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজি এবং বীরত্বব্যঞ্জক চাহনী দেখিলে মনে সম্ভ্রমের সঞ্চার হয়। সর্দ্দার এখনও দুই লাঠির উপর ভর করিয়া ৫।৬ হাত উচু হইয়া লাফ দিতে পারে। ৮।১০ জন লোকে প্রাণপণ শক্তিতে জড়াইয়া ধরিলেও অনায়াসে ছাড়াইয়া লয়। খেলার সময় ২০ জন লাঠিয়াল কর্তৃক পরিবেষ্টিত চক্রের মধ্য হইতে একখানা লাঠি ও বেতের ঢালের সাহায্যে তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সর্দ্দারের প্রায় ৫০০০ হাজার সাকরেদ আছে। ইহারা প্রায় সকলেই নমঃশূদ্র। চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে সর্দ্দারের দুই একজন শিষ্যও তাহার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গদেশে হিন্দু অধিকারের শেষভাগে নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় সৈনিকের কার্য্য করিত। এখনও ইহাদের প্রাণে যে প্রবল ক্ষাত্রবীর্য্য প্রসুপ্ত আছে, তাহাতে শুধু ইহারাই যদি উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ ও চর্চ্চা করে এবং ইহাদিগকে আমরা সমাজে যোগ্যতর স্থান প্রদান করি, তবে বাঙ্গালী হিন্দু আবার বলশালী হইয়া উঠিবে।

পদ্মার ভাঙ্গন

পদ্মার ভাঙ্গন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বিক্রমপুরের অনেক জনপদ নদী গর্ভে যাইতেছে।

পদ্মার ভাঙ্গন অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবার প্রধান কারণ হিমালয়ের জল গঙ্গা দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মায় পড়িতেছে; অন্য দিকে আসামের জল ব্রহ্মপুত্র নদে প্রবাহিত হইয়া যমুনা নদী দিয়া পদ্মায় পড়িতেছে। এই দুই স্থানের জল সম্পূর্ণ পদ্মায় না পড়িয়া যদি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাহার শাখা নদীগুলি দিয়া অন্য দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে পদ্মার স্রোতের বেগ হ্রাস হইয়া ভাঙ্গন কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্রের মুখ, মুর্শিদাবাদে গঙ্গার মুখ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার পদ্মার শাখাগুলি ভালরূপ কাটিয়া দিলে পদ্মার ভাঙ্গন কমিবে, এবং তাহার ফলে ঐ সমস্ত জেলাসমুহের ম্যালেরিয়াও বিলীন হইবে। এই সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন করা উচিত।

কচুরী কন্‌ফারেন্স

কচুরীপানা ধ্বংশের উপায় সম্বন্ধে আলোচনার্থ গত ২৮শে জুলাই ঢাকায় এক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। বঙ্গের গভর্ণর স্যার ষ্টান্‌লী জ্যাকসন্ সভার উদ্বোধন করেন। স্পেশাল অফিসর শ্রীযুত কালীপদ মৈত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও সরকারী তহবিলে সাহায্য স্বরূপ নৌকা, মাল ও যাত্রীর উপর কর ধার্য্য করা সাব্যস্ত হয়। সমগ্র প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান জন্য কচুরীপানা কমিশনর নিযুক্ত না করিয়া, ঐ কার্য্যের জন্য একটি বোর্ড গঠিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নদী-সম্মিলনী

গত ২৭শে জুলাই ঢাকা-ময়মনসিংহ জেলার নদী-বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়টি গৃহীত হইয়াছে :—

(১) ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গা নদীর উন্নতির জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করাতে সরকারকে ধন্যবাদ প্রদান।

(২) নদীগুলির অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য ঢাকায় একটি "নদী-বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করিতে সরকারকে অনুরোধ।

(৩) ঢাকা সহরের ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দোলাই খালটি সরকারের হাতে লওয়া প্রয়োজন।

বৈঠকের নির্দ্দেশমত কাজ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত করা হইয়াছে।

বস্ত্র শিল্পের বিপদ

জাপানী কাপড়ের আমদানী এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, বোম্বাইর কলওয়ালারা তাহা ভয়াবহ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। ১৯২৫ সালে প্রথম পাঁচ মাসে ভারতে জাপানী কাপড় আসিয়াছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ গজ, ১৯২৬ সালে প্রথম পাঁচ মাসে আসিয়াছে ৯ কোটি ৮০ লক্ষ গজ; ১৯২৭ সালের এই পাঁচ মাসে আসিয়াছে ১৩ কোটি ১০ লক্ষ গজ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,—দুই বৎসরে এদেশে জাপানী কাপড়ের আমদানী শতকরা ৭২ পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। যদি আমদানী এই ভাবেই চলিতে থাকে, তাহা হইলে, ১৯২৭ সালের বাকী ৭ মাস পরে হিসাব করিয়া দেখা যাইবে যে, এ দেশে ৩০ কোটি গজের উপর জাপানী কাপড় আমদানী হইয়াছে। তাহার পর শুধু জাপান নহে, ইহার সঙ্গে চীনও আছে। চীন এদেশে সূতা পাঠাইতেছে, এবং সে সব সূতার দাম এত কম যে, বোম্বাইর কলসমূহে সূতা তৈয়ারির খরচাও তাহা অপেক্ষা বেশী পড়ে। এরূপ অবস্থায়, চীনের সূতাই যে এদেশের বাজার একচেটিয়া করিয়া লইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? বোম্বাইর কলওয়ালারা বলিতেছেন,—জাপানের কলসমূহে কাজের সময় বাঁধা নাই, সেখানে দিন রাত্রিই কল চলিতে পারে। কিন্তু এখানে কলের কাজের সময় আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত। কাজেই জাপানের সহিত প্রতিযোগিতা সম্ভবপর হইতেছে না।

দেশীয় শিল্পের সাহায্য

সম্প্রতি বাঙ্গালার গবর্ণর বলিয়াছেন যে, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী সাহায্য দিবার জন্য "শিল্পোন্নতিতে সরকারী সাহায্য" বিষয়ক একটী আইনের খসড়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনার জন্য শীঘ্র উপস্থিত করা হইবে। বিহার ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রীর সহিত একযোগে ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীস বহু দিন হইতে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রীর প্রস্তাব অনুসারে গবর্ণমেণ্ট একটি আইনের খসড়া তৈয়ারী করিয়াছেন ; কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা না করিয়া ঐ আইন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে না। এই আইনের খসড়াটি বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রীর নিকট অভিমতের জন্য পাঠান হইয়াছিল। খসড়াটি যথোপযুক্ত ভাবে আলোচনা করিয়া বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রীস জানাইতেছেন যে, যদি আইনটি যথার্থই কার্য্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলে,

(১) বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রীকে আইনসঙ্গত ভাবে গঠন করিতে হইবে,

(২) দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক যে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা বাজেটে করিবেন, তাহা হইতে খরচ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাদ্বারা একটী সরকারী শিল্পব্যাঙ্ক করা হইবে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন না।

(৩) বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রী গভর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অগ্রিম টাকা দিতে পারিবেন।

জানিবার বিষয়

ভারতে ইংরাজ সৈনিক ৬১২৭৫ জন এবং ইংরাজ সৈনিক-কর্ম্মচারী ৬৬৬৬ জন আছে। ১৯২৬-২৭ সালে এই ইংরেজ সৈন্যের জন্য ২৩৯০৬৪মণ গরুর মাংস ও হাড় সরবরাহ করা হইয়াছে ; অর্থাৎ প্রত্যেক সৈন্য প্রতি সপ্তাহে ৩ সের গরুর মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে এই সৈন্যদের জন্য ১৪০০ মণ টিনে করা গরুর মাংস আমদানী করা হইয়াছে।

ভারতে ইংরাজ সৈন্যের আহারার্থে যে গরু জবাই করা হয়, তাহার বয়স ৩ হইতে ৯ বৎসর।

চীনের স্বাধীনতা যুদ্ধে তুরস্কের যোগদান

তুর্কী গণতন্ত্রের সভাপতি মুস্তাফা কামালপাশা সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, চীনের স্বাধীনতা-যুদ্ধে সাহায্য করিতে ও জাতীয় দলের বিরোধী চ্যাংসেলীনকে দমন করিতে তুরস্ক হইতে একদল সৈন্য প্রেরিত হইবে। এই সৈন্যদলের নাম হইবে প্রাচ্যবাহিনী (Asiatic Legion)। রুশিয়ার সোভিয়েট সরকার এই সৈন্যদল গঠন করিবে দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে কামালপাশা বলিয়াছেন—"সোভিয়েট আজ পর্য্যন্ত তুরস্কের উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে ৩০০০০ লোক সংগ্রহ করিয়াছে। আমি তাহাদিগকে আরও সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য মার্সেলিয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে বলিয়াছি। এই বিস্তৃত স্থানে ৫৬০০০ লোক সংগৃহীত হইবে। আমি চাই তুরস্ক হইতে অন্ততঃ ২ লক্ষ লোক চীন-যুদ্ধে যোগদান করে। এই সকল তুর্কী সৈন্য মাঞ্চুরিয়ার জাতীয় দলের নেতৃত্বে কাজ করিবে।

কোন বৈদেশিক শক্তি তুরস্ক আক্রমণ করিলে—চীন যুদ্ধে যত সংখ্যক লোক তুরস্ক হইতে যাইতেছে, রুশিয়া হইতে ঠিক ততগুলি যোদ্ধা দিয়া রুশ তুরস্ককে সাহায্য করিবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।"

সেয়ারের বাজার

COTTON MILLS.

Name of mill with rate of Preference Dividend	Paid up per share Rs.	Market quotation Rs.	Managing Agent	1924	1925	1926
Agra United	10	$\frac{1}{4}$	Gunwar G. Sinha	N.	N.	N.
Bangalore	100	197	Binny & Co.	20	10	10
Bengal Nagpur P. 7 per cent 8	10	$25\frac{7}{8}$	Shaw Wallace	20	$12\frac{1}{2}$	10
Bengal Luxmi	100	69	B. K. Lahiri Bros.	10	10	5
Birla (Delhi) Bowreah "A" 8 per cent "B" 7 per cent (6)	10 $7\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$ N	Vittwill Blu	10	N	N
Cawnpore Textiles	100	$4\frac{1}{8}$	Begg. Suther	N	N	N
Coimbatore	100	180	T. Stones & Co.	20	8	10
Dunbar P. 20 per cent(2)	100	232	Kettlewill	$7\frac{1}{2}$	10	N
Elgin P. 8 per cent	100	100	Begg. Suther	4	6	5
Kesoram P. 7 per cent	10	$3\frac{7}{8}$	Birla Bros.	N	N	N
Madura	100	400	A & F. Harvey	20	$22\frac{1}{2}$	$18\frac{1}{2}$
Mohini	10	$6\frac{1}{2}$	Chakravarti Sons.	$6\frac{1}{4}$	N	
Ramch	10	20	S. R. Khanne	N	N	N
Muir P. 6 per cent(3,4)	50	330	Sir T. Smith	60	50	60
New Ring P. 7 per cent	100	270	Kettlewill Blu	15	N	N
New Victoria P. 8 per cent	10	$2\frac{1}{2}$	J. Reteliffe	N	N	N

Tea Companies

Name	Paid up per share Rs.	Market quotations Rs.	Dividends per cent 1923	1924	1925	1926
Alyne-Pathemara	100	310	60	60	N	...
Amulickie P.	100	148	25	20	$12\frac{1}{4}$	10

Arcuttipore	10	28	40	50	30	30
Atal	10	15	30	20	5	nil
Ballacherra	100	525	65	80	40	35
Banarhat P.	100	610	45	50	65	70
Baradighi	100	659	65	75	35	50
Belgachi	10	$19\frac{1}{4}$	75	nil	nil	15
Betjan	10	$28\frac{3}{4}$	25	40	30	10
Bhatkawa	10	60	70	80	50	60
Bhooteachang	100	200	35	50	40	40
Birpara P.	100	380	50	40	40	20
Bishnauth	10	35	35	35	40	30
Borahi	10	nil	10	10	5	$7\frac{1}{2}$
Borpukhuri	10	28	35	35	38	$17\frac{1}{2}$
Carron	100	570	100	80	65	25
Central Cacher	100	118	15	$12\frac{1}{2}$	10	10
Chamong	10	15	$12\frac{1}{2}$	20	$12\frac{1}{2}$	10
Chandypore	100	150	35	25	8	15
Choonabhati P.	100	815	100	150	120	85
Chundeecherra	100	98	10	$7\frac{1}{2}$	4	4
Coolickoosie	100	360	5	65	$42\frac{1}{2}$	$37\frac{1}{2}$
Darjeeling Tea and Chinchona	100	322	40	50	20	25
Dessai and Parbuttia	100	430	35	60	30	30
Dhelakhat	10	31	20	25	30	20
Dilaram	100	175	15	20	20	20
Dimakusi P.	10	25	30	nil	nil	10
Doolahat	10	40	30	30	10	...
Dufflaghur	10	$17\frac{1}{4}$	nil	5	10	5
Durrung	100	46	3	8	5	...
East India	10	$23\frac{1}{4}$	20	25	25	10
Eastern Cacher	10	$17\frac{1}{7}$	22	$17\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	...
Eastern Terai	10	$5\frac{3}{4}$	nil	nil	nil	nil

Ellenbarrie	100	330	40	25	30	30
Engo	100	220	35	50	30	30
Gillapukri Tea	10	35	80	45	25	25
Giellie P.	10	28¼	30	35	15	20
Gohpur	10	11	nil	nil	nil	nil
Grob, P	10 5	24½ 12¾	30	45	5	...
Gulma, P	10	11½	nil	nil	nil	nil
Gungaram	100	313	15	25	25	20
Hantapara, P	100	485 ×	50	60	55	10
Harmutty	10	40	30	20	30	70
Hasimara, P	10	42½	75	150	25	10
Hathikhara	10	42½	75	150	25	10
Hoolungooree	100	550	70	80	50	85
Hopetown	100	150	20	25	9	18
Huldibari	10	40	130	50	35	40
Iringmara	100	140	10	20	10	10
Jaybirpara	10	29½	35	30	25	22½
Jutlibari	10	21	10	15	20	15
Kalacherra	100	85	10	9	nil	5
Kaliti	10	14	90	50	nil	4
Kallinugger and Khareel	100	130	20	25	10	10
Killcott	10	47½	50	40	45	50
Killing Valley	10	30	75	135	20	...
Kingsley Golaghat, P	100	610	100	100	70	65
Kodala	100	158	20	20	30	20
Karnafuli	40	90	30	50	10	17½
Lackatoorah	10	26	40	35	17½	15
Ledo	100	170	10	15	10	7½
Lingia	100	nil	15	30	25	30
Lohagar	10	32 ×	35	37½	nil	35
Longview	100	45	7½	nil	nil	...
Manabarric	100	230	20	15	12½	5

Manipur	100	nil	25	25	30	...
Margaret's Hope	100	135	15	15	10	15
Mim	100	110	15	12½	10	10
Mothola	100 90	340 310	80	100	30	60
Naga Hills	10	18¼	25	30	17½	17½
Nagaisuree	100	550×	100	100	90	90
Nagari Farm	10	26	40	35	30	30
Namburnadi, P	10	10	15	15	5	5
New Chumta	10	45¼	85	25	35	75
New Cinnatollia	100	705	100	125	60	60
New Dooars, P	100	950	115	225	175	125
New Purupbari	10¼	11¼	10	12½	7½	...
New Samanbagh, P	10	43¼	175	50	50	45
New Terai	10	17	20	15½	10	17
North-Western Cacher	100	325	60	140	30	30
Okayti P	100	200×	45	80	12	22½
Oodaleah	100	200	25	22	15	12
Oodlabari	10	28½	40	40	25	20
Orang	10	8¼	nil	nil	nil	nil
Pahargoomiah	100	160	35	35	10	16
Pashok	10	30	50	50	40	60
Patrakola P	100	1000	60	100	100	50 c
Phaskowa	100	110	12	10	10	7½
Poobong	10	24	8	10	10	12½
Pussimbing P	10	15	15	20	nil	5
Rajahbhat	10	39	25	50	35	40
Rajgarh	100	170	5	10	10	10
Rajnagar	10	11¼	20	20	10	...
Ranicherra	10	20	60	20	10	17½
Roopacherra	10	22	50	20	20	20
Rungamattee	50	450	75	100	80	60

Runglee Rungliot	100	340	45	50	50	60
Rutema	5	16½	30	50	20	15
Rydak	100	63¾	65	75	50	[illegible]
Sapoi	10	22¾	15	17½	10	...
Sarugaon	10	15 15/16	nil	7½	nil	nil
Seajuli	10	41½	60	60	65	45
Singell	100	110	10	20	5	12
Singtom	100	362	30	45	22½	30
Sonai River, P	10	31½	75	150	25	30
Sonapur	10	nil	...	10	...	...
Soom	10	22	15	17½	17½	15
South Cacher	100	165	nil	10	nil	nil
Tem Ali	10	23¾	nil	nil	10	7½
Testa Valley	10	43	45	60	40	40
Teliapara	100	460	50	60	60	50
Teloijam	{10 { 6	16 11¾	nil			
Tengpani	10	24½	nil	7½	12½	10
Tezpore	10	14	nil	nil	nil	nil
Tirrihannah P	10	20¼	40	35	nil	nil
Titabur	10	22	35	50	20	...
Tukrar	10	35½	40	45	30	25
Tumsong, P	10	22	20	30	10	20
Tyroon	100	265	100	30	20	15

৬

খনার বচন

বাংলাদেশে খনার বচন অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে ; কিন্তু বচনগুলি খুব সংক্ষেপে পদ্যে লিখিত হওয়ায়, অনেকের পক্ষেই তাহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য এখানে আমরা কতকগুলি খনার বচন তুলিয়া দিলাম, এবং সেই সঙ্গে ইহার অর্থ সহজ সরল ভাষায় দেওয়া হইল। নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ হলচালনা এবং শস্যরোপণ বিষয়ে, খনার বচন অনুযায়ী কার্য্য করিলে, বিশেষ সুফল পাওয়া যায়—ইহা পরীক্ষিত সত্য। কারণ এই সকল প্রবর্ত্তন বহু শতাব্দী হইতে এদেশে প্রচলিত আছে, এবং চাষীরা এই সকল বচনানুযায়ী কাজ করিয়া চিরদিনই উপকৃত হইয়া আসিতেছে। পদ্য ছাড়িয়া দিলেও খনার অনেকগুলি বচনে আবার আকার ইঙ্গিতেই উপদেশ দেওয়া আছে। সাধারণের এই সকল আকার ইঙ্গিতের অর্থ উপলব্ধি করা সহজ নহে। এইজন্য আমরা সহজ সরল ব্যাখ্যা সহ এই সকল বচন প্রকাশ করিলাম।

(১)

শ্রাবণের পুরো, ভাদ্রের বারো।
এর মধ্যে যত পারো ॥

ইহার অর্থ সারা শ্রাবণ মাসের মধ্যে এবং ভাদ্র মাসের বার দিবস পর্য্যন্ত ধান্যাদি রোপণ করিবে। এই সময়ের পূর্ব্বে বা পরে ধান্যাদি রোপণ করিলে, সেরূপ আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাইবে না। জমী উর্ব্বর বা সময়ে বৃষ্টি হইলেও, কেন যে ধান্যাদি ফসল ভাল হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইহা সুসময়ে রোপণ করা হয় না। সুতরাং যখন ধান্যাদি রোপনের উপরই ধান্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল বহু পরিমাণ নির্ভর করে, তখন এই বচনটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, এবং সেই অনুযায়ী ধান্যাদি রোপণ করা বিধেয়।

(২)

ষোল চাষে মূলা।
তার অর্দ্ধেক তূলা ॥
তার অর্দ্ধেক ধান।
বিনা চাষে পান ॥

মূলার ক্ষেত্র ষোল বার চষিবে, অন্যথায় মূলা মোটা এবং সরস হইবে না। তূলার জমীতে আট বার চাষ দিবে। ধানের জমীতে চারিবার চাষ দিবে, কিন্তু পানের জমীতে চাষ দিবার কিছুই নাই।

(৩)

পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল।
তার দুঃখ চিরকাল ॥
তার বলদের হয় বাত।
ঘরে তার না থাকে ভাত ॥
খনা বলে আমার বাণী।
যে চষে তার হবে হানি ॥

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় জমীতে হল চালনা করিবে না। এই সময়ে হল চালনা করিলে জমীতে ভাল

ফসল উৎপন্ন হয় না, এবং চাষীর দুঃখও কখন মোচন হয় না। তারপর ঐ সময়ে জমীতে লাঙ্গল দিলে বলদ বাতে পঙ্গু হইয়া যায়, এবং এইরূপে বলদ নষ্ট হইয়া গেলে, চাষীর সমূহ ক্ষতি হয়। সুতরাং অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কিছুতেই জমীতে হল চালনা করিবে না।

(৪)

আষাঢ়ে কাড়ান্ নামকে।
শ্রাবণে কাড়ান্ ধান্‌কে॥
ভাদ্দরে কাড়ান্ শীষকে।
আশ্বিনে কাড়ান্ কিস্‌কে॥

বৃষ্টিপাত হইলে জমী কাড়ানের যোগ্য হয়। আষাঢ় মাসে জমী কাড়ান হইলে, সে কেবল নামে পত্তন করা হয়; কারণ, তাহাতে জমী সামান্য আবাদ হয় মাত্র। সেইজন্য "নাম্‌কে কাড়ান্" বলা হইয়াছে। তাহাতে ভাল ধান হয় না। কিন্তু শ্রাবণ মাসে জমী কাড়ান হইলে, তাহাতে প্রচুর ধান্য জন্মে। অন্যান্য ধান্যের ক্ষেত্রে শীষ দেখা দিলেও ভাদ্র মাসে জমী কাড়ান যাইতে পারে; কিন্তু আশ্বিনমাসে কাড়ান হইলে, কোনই ফল পাওয়া যায় না, সুতরাং আশ্বিন মাসে যেন জমী কাড়ান না হয়। খনা বলিতেছেন, 'কিসের জন্য আশ্বিনমাসে জমী কাড়াইতে যাইবে? কারণ আশ্বিন মাসে ধানের আবাদ করিলে তাহা পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র।'

(৫)

আছে বলদ, না বয় হাল।
তার দুঃখ সর্ব্ব কাল॥

যে চাষী মায়া করিয়া বলদকে চাষকার্য্যে খাটাইতে চায় না, তার বলদ কুড়ে হইয়া যায়, এবং কিছুদিন পরে আর লাঙ্গল টানিতে পারে না। চাষকার্য্যে বলদই চাষীর প্রধান সহায়, সুতরাং বলদকে ব'সে ব'সে খাওয়াইলে চাষীর দুঃখ কোন কালেই দূর হয় না, এবং সে নিত্য অন্নাভাবে কষ্ট পায়।

(৬)

বাড়ীর কাছে ধনে গা।
যার মা আছে ছা॥
চিনিস্ বা নি চিনিস্।
খুঁজি দেশে গরু কিনিস্॥

বাড়ীর কাছে যে জমী থাকে, তাহাতেই প্রথম চাষবাস করা উচিত। ইহাতে যে ফসল হয়, তাহা চুরি যাইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না, তা'র কারণ বাড়ীর নিকট জমীতে সদা সর্ব্বদা নজর থাকে। কিন্তু দূরে জমী থাকিলে, তাহাতে এ সুবিধাটুকু পাওয়া যায় না। গরুই চাষীর প্রধান সহায়। সুতরাং গরু কিনিবার সময় যদি পাঁচ জায়গায় খোঁজ খাঁজ করিয়া ক্রয় করা হয়, তাহা হইলে ইহাতে নিশ্চয়ই সুফল পাওয়া যায়, কারণ পাঁচ জায়গায় পাঁচ রকম গরু দেখিলে, কোন্ গরুটা ভাল এবং কোনটা মন্দ, তাহা সহজেই ধরা যায়।

(৭)

কোল পাত্‌লা ডাগর গুছি।
লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি॥

আমন ধান্যের রোয়া ফাঁক্ ফাঁক্ করিয়া বসান উচিত। কারণ তাহাতে গুছিগুলা মোটা মোটা হয়, এবং গুছি যত মোটা হইবে, তত ধান বেশী দিবে।

(৮)

ডেকে ডেকে খনা গান।
রোদে ধান, ছায়ায় পান॥

যে জমীতে নিয়মিত সূর্য্যকিরণ পড়ে, তাহাতে ধান ভাল হয়। ছায়াময় জমীতে পান খুব ভাল হয়।

(৯)

কার্ত্তিকের জল উন।
ধান জন্মে দুনো ॥

কার্ত্তিক মাসে যত অল্প জল হয়, ততই ভাল, কারণ তাহাতে বেশী ধান উৎপন্ন হয়।

(১০)

অঘ্রাণে পৌটি।
পৌষে ছেউটি ॥
মাঘে নাড়া।
ফাগুণে ফাঁড়া ॥

অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটিলে ধান কিছুমাত্র নষ্ট হয় না, এবং সমস্ত ফসলটাই পাওয়া যায়। পৌষ মাসে ধান কাটিলে প্রায় দশ আনা রকম ধান নষ্ট হইয়া যায়, এবং ছয় আনা আন্দাজ ধান পাওয়া যায়। মাঘ মাসে ধান কাটিলে ধান কিছুই পাওয়া যায় না, কেবল নাড়ামাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু ফাল্গুন মাসে ধান কাটিলে, ধান বা নাড়া কিছুই পাওয়া যায় না।

(১১)

শীষ দেখে বিশ দিন।
কাট্‌তে মাড়তে দশ দিন ॥

ধানের শীষ উদ্গত হইবার বিশ দিন পরে উহা কর্ত্তন করা উচিত। তার পর ধান কাটাই, মাড়াই করিতে আরও দশ দিন সময় দেওয়া দরকার। এইরূপ ভাবে ধান কাটাই, মাড়াই করিলে, ধান খুব ভাল থাকে, এবং তখন উহা গোলাজাত করিলে আর ধানের কোন ক্ষতি হয় না।

(১২)

শনি রাজা মঙ্গল পাত্র।
চষো খোঁড়ো কেবল মাত্র ॥

যে বৎসরে শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রী, সে বর্ষে ধান ভাল জন্মে না। চাষার কেবল জমী চষাই সার হয়।

(১৩)

বাপ বেটায় চাই।
তদভাবে মোদের ভাই ॥

যে কৃষক পরের সাহায্যে চাষকার্য্য করে, চাষে তাহার কিছুই লাভ হয় না। বাপ এবং ছেলে যেমন মনঃপ্রাণ দিয়া খাটে, পরে কখন সেরূপ পরিশ্রম করে না। ভাই ভাই মিলিয়া কাজ করিলেও বরং ভাল ফল পাওয়া যায়, কিন্তু পরের সাহায্যে কৃষিকার্য্যে উন্নতি করা সুদূর-পরাহত ॥

(১৪)

থোড়্ তিরিশে।
ফুলো বিশে ॥
ঘোড়ামুখো তেরো জান্।
বুঝে সুঝে কাটিস্ ধান্ ॥

ধানের থোড় জন্মিবার ত্রিশ দিন পরে ধান কাটিতে পার, অথবা ধান ফুলিবার কুড়ি দিন পরে, কিম্বা ধানের শিষ্ শস্যের ভারে ঘোড়ার মুখের ন্যায় নত হইয়া পড়িলে, তাহার তেরো দিন পরে ধান কাটিবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয়।

(১৫)

বাঁধো আগে আলি।
রোও তবে শালী ॥

না যদি ফল ফলে।
গালি পেড়ো খনা বলে॥

উত্তমরূপে সারি সারি আলি বাঁধিয়া যদি তাহাতে শালি ধান্য রোপণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে প্রচুর শস্য পাওয়া যায়। খনা বলেন, যদি এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি ইহার জন্য গালি খাইতে রাজী আছেন।

(১৬)

আষাঢ়ে পঞ্চদিনে।
রোপণ যে করে ধানে॥
সুখে থাকে কৃষীবল।
সকল আশা সফল॥

আষাঢ় মাসে প্রথম পাঁচ তারিখের মধ্যে যে চাষা ধান রোয়, তাহার সকল দুঃখ দুর হয়, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ধান রোয়ালে জমীতে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মে, এবং চাষীরা সারা বছর সুখে থাকে।

(১৭)

আউস ধান্যের চাষ।
লাগে তিন মাস॥

আউস ধান্যের চাষে মাত্র তিন মাস সময় লাগে। আউস ধান রোপণ করিবার তিন মাস পরেই ফসল পাওয়া যায়।

(১৮)

ভাদ্রের চারি আশ্বিনের চারি।
কলাই রোবে যত পারি॥

ভাদ্র মাসের শেষ চারি দিবস ও আশ্বিন মাসের প্রথম চারি দিবস, এই আট দিনের মধ্যে কলাই বুনিবে, কারণ এই আট দিবস কলাই বোনার পক্ষে প্রশস্ত সময়।

(১৯)

সরিষা বনে কলাই মুগ।
বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক॥

একই ক্ষেত্রে সরিষার সঙ্গে কলাই বা মুগ বোনা যাইতে পারে। ইহাতে দুই রকম ফসলই পাওয়া যায় এবং তাহাতে চাষারও বিশেষ লাভ হয়।

(২০)

আশ্বিনের উনিশ কার্ত্তিকের উনিশ
বাদ দিয়ে মটর কলাই বুনিশ।

আশ্বিন মাসের শেষ উনিশটি দিন এবং কার্ত্তিক মাসের প্রথম উনিশ দিন—এই কয়দিন বাদ দিয়া মটর কলাই ইত্যাদি শস্য বুনিবে। তাহা হইলে ইহাতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইবে।

(২১)

ফাল্গুনের আট, চৈত্রের আট।
সেই তিল দায়ে কাট্॥

ফাল্গুন মাসের শেষ আট দিবস ও চৈত্রের প্রথম আট দিবস, এই ষোড়শ দিবসের মধ্যে তিল রোপণ করিবে। ইহা ব্যতীত অন্য সময়ের মধ্যে তিল রোপণ করিলে, তাহাতে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যাইবে না।

(২২)

খনা বলে, চাষার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো॥

শরতের শেষভাগে সরিষা বপন করিবে। উহা

অন্য ঋতুতে রোপণ করিলে, তাহাতে ভাল ফসল পাওয়া যাইবে না।

(২৩)

সাত হাতে তিন বিঘতে।
কলা লাগাবে মায় পুতে॥
লাগিয়ে কলা না কাটো পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

তিন বিঘত পরিমিত গর্ত্ত করিয়া সাত হাত অন্তর কলাগাছ পুঁতিবে। কলার গাছ লাগাইয়া তাহার পাতা কাটিবে না, তাহা হইলে শীঘ্রই গাছে কলা ফলিবে।

(২৪)

থাকে যদি টাকা করবে গো।
চৈত্র মাস ভুট্টা রো॥

চৈত্র মাসে ভুট্টা রোপণ করিবে, সুতরাং যদি টাকা করিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে চৈত্র মাসে ভুট্টা রোপণ করিবে। অন্য ঋতুতে ভুট্টা লাগাইলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে না।

এসেন্স প্রস্তুতের কৌশল

(স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ লিখিত)

যে সুগন্ধ দ্রব্য "এসেন্স" নামে পরিচিত, কেবল মাত্র তাহাই রুমাল এবং পোষাকে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। স্পিরিটের সহিত যে কোন 'এসেন্সিয়াল অয়েল" মিশ্রিত করিলেই এসেন্স প্রস্তুত হয়। গোলাপ, চন্দন, কস্তুরী ইত্যাদি নানাজাতীয় সুগন্ধসার বাজারে এসেন্সিয়াল অয়েল নামে পরিচিত। স্পিরিটও অনেক প্রকারের; তন্মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ রেক্টিফায়েড্ স্পিরিট এসেন্স প্রস্তুতের জন্য উত্তম। সচরাচর ৪০ আউন্স স্পিরিটে মাত্র এক আউন্স এসেন্সিয়াল অয়েল মিশ্রিত হয়।

এসেন্স অব্ রোস্

ইহা প্রস্তুত করিতে প্রথমে তিন পাউণ্ড স্পিরিট, (পরে বিস্তারিত লিখিত মতে) "ডিওডোরাইস্" করিয়া গোলাপ-গন্ধ বিশিষ্ট যে কোন এসেন্সিয়াল অয়েল - পামারোসা, জিরানিয়াম অথবা অটো রোজ এক আউন্স, আর ঐ সঙ্গে 'কম্পাউণ্ড' জন্য মাত্র ২।১ ড্রাম পরিমাণ অটো রোস্, রোসমস্ অথবা সিট্রোনেলা মিশাইলে বেশ সুগন্ধযুক্ত হয়। এইভাবে বকুল, চন্দন, হেনা ইত্যাদি এসেন্স প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ নামীয় এসেন্সিয়াল অয়েল, ও তৎসঙ্গে অল্প পরিমাণে অন্য কোন সুগন্ধ একত্রে কম্পাউণ্ড করিয়া ডিওডোরাইজ করা স্পিরিটে মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

ডিউডোরাইজ করিবার কৌশল

ইহা এক লিটার পরিমিত স্পিরিটের হিসাবে লিখিত হইল। এক গ্রেণ বেন্‌জাইন (Benzoin) এবং এক গ্রেণ টলু (Tolu) উক্ত এক লিটার

স্পিরিটে মিশাইয়া অন্ততঃ দুই সপ্তাহকাল রাখিয়া দিতে হয়। ইহাতেই স্পিরিট সম্পূর্ণ ডিওডোরাইজ হয় এবং স্পিরিটে মিশ্রিত হওয়া কালীন সুগন্ধ দ্রব্যাদির নষ্ট হইবার আশঙ্কা যথেষ্ট লাঘব হয়।

ব্যবসায় হিসাবে এসেন্স প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জিনিষগুলি প্রয়োজন :-

একটা কাঁচের বৈয়াম, ১টা কাঁচের ষ্টপারযুক্ত বোতল, ১টা স্পিরিট ফিল্টার করিবার পাত্র (যেগুলি বিশেষভাবে এই কার্য্যের জন্যই প্রস্তুত হয়) অভাবে একটা ফানেল্। প্রয়োজনানুযায়ী কতকগুলি ফ্যান্সী শিশি, রঙ্গিন লেবেল, রেশমী ফিতা, ফিল্টার পেপার, ম্যাগনেসিয়া পাউডার এবং ১টি মেসার গ্লাস সহ অভিলষিত এসেন্সের জন্য এসেন্সিয়াল অয়েল এবং স্পিরিটের দরকার।

মনে করুন, পূর্ব্বলিখিত রোস্ এসেন্স প্রস্তুত করিতে হইবে। সেজন্য তিন পাউণ্ড স্পিরিট দেওয়া হইল। তাহা ঐ কাঁচের বৈয়ামে রাখিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে ডিওডোরাইজ করিতে হইবে তারপর এক আউন্স গোলাপ-গন্ধযুক্ত এসেন্সিয়াল অয়েল মিশাইতে হইবে ; কিন্তু কেবলমাত্র জিনারিয়াম (গোলাপ গন্ধ) অয়েল না দিয়া যদি ঐ সঙ্গে এক ড্রাম অটো রোস্মস্ এবং এক ড্রাম রোস্মস্ দেওয়া হয়, তাহা হইলেই সুন্দর কম্পাউণ্ড হইবে। গন্ধ সুমিষ্ট ও সতেজ হইবে। এই কম্পাউণ্ড স্পিরিটে খানিকক্ষণ রাখিয়া ফিল্টার পেপারের উপর কিছু ম্যাগ্নেসিয়া পাউডার ছড়াইয়া ফিল্টার করিয়া লইলেই সুন্দর রোস্ এসেন্স হইবে, তখন ষ্টপারযুক্ত বোতলে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, এবং পরে মেসার গ্লাসের সাহায্যে ফ্যান্সী শিশিতে ভরিয়া ছিপিবদ্ধ করিয়া রঙ্গিন লেবেল এবং রেশমী ফিতা দ্বারা সাজাইয়া দিলেই বিক্রয়োপযোগী হইবে। এইভাবে বকুল, চন্দন, যুঁই ইত্যাদি এসেন্স প্রস্তুত হয়। বকুল গন্ধের জন্য নারসিস্ অয়েল, চন্দনের গন্ধের জন্য স্যাণ্ডাল উড্ অয়েল, যুঁইএর জন্য জেস্মিন অয়েল ব্যবহার করিতে হয়। এই ত' গেল রুমালের এসেন্সের কথা,— এখন তামাকের এসেন্স সম্বন্ধে বলিব।

তামাকের এসেন্স

তামাক সুমিষ্ট ও সদ্গন্ধযুক্ত করিতে হইলে এক পাউণ্ড কেভেণ্ডিস্ টি-এফ, ১০০ পাউণ্ড ওজনের তামাকের সহিত মিশ্রিত করিলে সমস্তই সুগন্ধযুক্ত হইবে। টি-এফ, সাঙ্কেতিক শব্দটা লক্ষ্য করা প্রয়োজন তার ইংরাজী নাম 'টুব্যাকো ফ্লেবারিং'। এইগুলি লণ্ডনের বুশ কোম্পানী কর্ত্তৃক তামাকের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়, এবং অন্যান্য এসেন্স হইতে এই তামাকের এসেন্স বাছিয়া লইবার জন্য 'টি-এফ' এই শব্দ ব্যবহার হয়।

ফুলের এসেন্স

ফুলের এসেন্স ও ফুলের আতর ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। সিরাপ এবং অন্যান্য সিদ্ধ করা জিনিষে মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধ করিবার জন্য ফুলের এসেন্স বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়। আর বিলাস সামগ্রী প্রস্তুত জন্য ফুলের আতর ব্যবহার হয়। একটা পোষাকী, একটা খাদ্যদ্রব্যের। ফুলের এসেন্স ব্যবহার জন্য মনে করুন 'রোস-সিরাপে' মিশাইতে হইলে, এক গ্যালন জল, আর আট পাউণ্ড চিনির সংমিশ্রণান্তে (সিদ্ধ করিয়া) যে সিরাপ বা রস প্রস্তুত হয়, সেজন্য মাত্র আধ আউন্স ফুলের এসেন্স প্রয়োজন। গন্ধ অধিকতর সতেজ করিতে হইলে, এসেন্সের মাত্রা বেশী করা যায়।

ফলের এসেন্স

ফল হইতে ফুলের এসেন্স প্রস্তুত হয়। ইহাকে বিশুদ্ধ ফল-সার বলা যায়। ফলের সিরাপ, কেক,

পুডিং, বিস্কুট ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যেতে ফলের এসেন্স ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক ফলের জুস অথবা এসেন্স হইতে কম্পাউণ্ড করিয়া—কিন্তু কোনরূপ কৃত্রিম পদার্থের সংমিশ্রণ না করিয়া—ফলের এসেন্স প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক এক গ্যালন সিরাপ অথবা ত্রিশ সের ওজনের কেক, পুডিং ইত্যাদির সহিত ফলের এসেন্স নিম্নলিখিতমতে মিশ্রিত হয়।

বাদাম (Almond F. E.) আধ আউন্স
কাল জাম (Blackberry F. E.) এক আউন্স
আদা (Ginger F. E.) এক „
কাগজী লেবু (Lemon F. E.) এক „
কমলা লেবু (orange F. E.) আধ „
আনারস (Pineapple F. E.) এক „
বেদানা (Pomegranate F. E.) আড়াই „

এইরূপ সুগন্ধ বাজারে "ফ্রুট এসেন্স" নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে জয়েণ্ট্ ষ্টক্ কোং

১৯২৭ সনের জুন মাসের মধ্যে বাংলায় ষোলটী নূতন কোম্পানী মোট ২২৯০০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। নিম্নে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

৪ ব্যাঙ্ক	...	... ৮৭০০০০৲
৪ লোন কোম্পানী	...	... ১০০০০০৲
১ কেমিক্যাল কোং	...	... ২০০০০৲
১ সাবান, বাতি ইত্যাদি	...	... ১০০০০০৲
৩ অন্যান্য ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাক্চারিং	...	... ৬৫০০০০৲
২ চায়ের আবাদ	...	... ৫০০০০০৲
১ হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি	...	... ৫০০০০৲
		মোট— ২২৯০০০০৲

১৯২৭ সালে জুলাই মাসে বাংলাদেশে চব্বিশটী নূতন কোম্পানী ৫২২০০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল।

৩ ব্যাঙ্ক	...	... ৩০০০০০৲
১০ লোন	...	... ৭০০০০০৲
১ ট্রানসিট্ ও ট্রান্সপোর্ট	...	... ১০০০০০০৲

১ প্রিণ্টিং, পাব্লিশিং ও ষ্টেশনারী ... ... ২০০০০৲
৩ পাব্লিক্ সার্ভিস্ কোম্পানী ... ... ১৩০০০০০০৲
১ অন্যান্য ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাক্চারীং ... ... ৬০০০০০০৲
১ পাটের কল ... ... ৫০০০০০৲
১ অন্যান্য মিল ও প্রেস ... ... ৪০০০০০৲
১ কয়লার খনি ... .. ২০০০০০৲
১ এষ্টেট্, জমি ও বাড়ী ... ... ১০০০০০৲
১ হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি ... ... ১০০০০০৲

মোট— ৫২২০০০০৲

ভারতে জয়েণ্ট্ ষ্টক্ কোং

১৯২৭ সালে জুন মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল জয়েণ্ট্ ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নম্বর	শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী অথবা এজেন্টের নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন মত
	১—ব্যাঙ্ক, লোন ও ইনসিওরেনস্			
১	বৈশ্য বারুজীবী ব্যাঙ্ক	সহঃ সম্পাদক- ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার, খুলনা, (বেঙ্গল)	ব্যাঙ্ক	১০০০০০০৲
২	জামালপুর মডেল ব্যাঙ্ক	ডিঃ—অবনীমোহন ঘোষ, জামালপুর, মৈমনসিং, (বেঙ্গল)	,,	৫০০০০০৲
৩	ব্রাহ্মণবেরিয়া ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন	ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জে, সি, চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণবেরিয়া, ত্রিপুরা, (বেঙ্গল)	টাকা ধার দেওয়া	৭০০০০০০৲
৪	দোগাছি সৈয়দপুর ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক	ডিঃ—বসন্তকুমার ভৌমিক, দোগাছি, পাবনা, (বেঙ্গল)	,,	২০০০০৲

৫	কংগাঝা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	সেক্রেটারী—কংগাঝা, ত্রিবাঙ্কুর	হাতচিঠা ইত্যাদির ব্যবসায়	১০০০০০্
৬	এব্রু মাটার ব্যাঙ্ক	ম্যানেজার—এব্রুমাটার, ত্রিবাঙ্কুর	„ „	৩০০০০০্
৭	স্বদেশী ব্যাঙ্ক	ম্যাঃ ডিঃ—পাঘানামঘিটা, ত্রিবাঙ্কুর	„ „	৩০০০০০্
৮	সাহাজাদপুর কমলা ব্যাঙ্ক	ডিঃ—কালিপদ সেন, সাহাজাদপুর, পাবনা (বেঙ্গল)	টাকা ধার দেওয়া	৫০০০০
৯	বাজিৎপুর ইউনিয়ন লোন কোং	ডিঃ—এস, সি, দাস, বাজিৎপুর, ফরিদপুর	„	২০০০০্
১০	বাইশ্রানী আদর্শ ব্যাঙ্ক	ডিঃ—যোগেশচন্দ্র সেন, বাইশ্রানী, ফরিদপুর (বেঙ্গল)	„	২০০০০্
১১	ঢোলভাঙ্গা ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং কর্পোরেশন	ডিঃ—ইমদাদুল হক্, তালুকদার, পলাশবাড়ী ঢোলভাঙ্গা পোঃ রংপুর (বেঙ্গল)	„	১০০০০্
১২	কইমবেটর শ্রীকণিকা পারামিস্ ওয়ারী ভর্ত্তক সংগাম	ডিঃ—এ, আর, জি, বলরাম সুব্রহ্মণ্য চেটিয়ার, কইমবেটর (মাদ্রাজ)	ব্যাঙ্ক ইত্যাদি	১০৯০০০্
১৩	অনডিপুথার শ্রী অণ্ডাল কিরুপাকারা নিধি	ডিঃ—এন, জি, রামকৃষ্ণ নাইডু, কইমবেটর (মাদ্রাজ)	„	৫০০০০্
১৪	সালেম সেভাপেট্ট মহাজন নিধি	ডিঃ—জি, অংসপা আচারী, সালেম (মাদ্রাজ)	লোন	১২৫০০০্
			মোট—	১৯৪৫০০০্

২—ট্রান্সিট ও ট্রান্সপোর্ট

১৫	নদার্ণ মটরস্	ডিঃ—এইচ্, কে, চণ্ডীরাম, ৪০, এডওয়ার্ড রোড্, রাওয়ালপিণ্ডি (পাঞ্জাব)	আমদানী-কারক	৩০০০০০্

৩—ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং

১৬	তামিল লিটারেচার সোসাইটি	ডিঃ—এস, এন্, এস্, অরুণ চালান চেটিয়ার, রামনদ (মাদ্রাজ)	প্রিন্টিং ও পাবলিশিং	৫০০০০্
১৭	ইন্সিওরেন্স্ পাবলিসিটি কোং	ম্যাঃ ডিঃ—শুকদেবলাল তুলি, ১০, নিশট রোড (লাহোর)	„	২৫০০০্
১৮	ওরিয়েন্টাল মেডিকেল ষ্টোরস্	৩৪৪-বি, অপার চিৎপুর রোড, (কলিকাতা)	ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয়	২০০০০্
১৯	অপার ইণ্ডিয়া মটর এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানী	লক্ষ্ণৌ (যুক্তপ্রদেশ)	ইঞ্জিনিয়ারীং	১০০০০০্

২০	দিল্লী ফুটওয়ার হাউস	ডিঃ—কুরসেদ হাসান, চাঁদনী চক (দিল্লী)	জুতার ব্যবসায়	৫০০০০৲
২১	ইষ্ট বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী	ডিঃ—রতিকান্ত গুপ্ত, ৬৪, উত্তর মাইসুন্দি, ঢাকা, (বেঙ্গল)	সাবান প্রস্তুত	১০০০০০৲
২২	ই, আর গ্রুবার	৪, লায়ন্স্ রেঞ্জ, (কলিকাতা)	মার্চ্চেণ্ট ও কমিশন এজেণ্ট	৩০০০০০৲
২৩	এস, রে এণ্ড কোং,	ম্যাঃ এজেণ্টস্—রে এণ্ড কোং ১১-১, এসপ্লানেড ইষ্ট, (কলিকাতা)	খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ করা	২৫০০০০৲
২৪	নাসিং সাহায়, মদনগোপাল	১১, আর্মেনীয়ান ষ্ট্রীট, (কলিকাতা)	মার্চ্চেণ্ট	১০০০০০৲
২৫	সি, ভি, কে, এজেন্সী	ম্যাঃ ডিঃ—সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, (মান্দ্রাজ)	„	২৫০০০৲
২৬	পুলিয়া কুলাম কোম্পানী	ম্যাঃ এজেণ্টস—পিয়াস লেসনী এণ্ড কোং, কালিকট, (মান্দ্রাজ)	সোণার তার ও লেস প্রস্তুত করা	১০০০০০৲
২৭	শ্রীভবধর এণ্ড কোম্পানী	ডিঃ—জি, ই, নাইডু, দক্ষিণ আর্কট, (মান্দ্রাজ)	ব্যবসায়	৫০০০০৲
২৮	এরিয়াল, এডভারটাইজিং ট্রাভেল এণ্ড সার্ভে এজেন্সী	ম্যাঃ ডিঃ—বি, এম্, টি, এস, লেকটি, C/o এণ্ডারসন্ কোং, ম্যাকলিয়ড রোড, (করাচী)	এরোপ্লেন ব্যবসায়	২০০০০৲
২৯	এসিয়াটিক নিটিং কমার্সিয়াল কর্পোরেশন	ডিঃ—এ, এম, ওনিশ, ৩০৯ কর্ণবাই রোড, ফোর্ট, (বম্বে)	কমিশন এজেণ্ট	১০০০০০৲
৩০	মুর্জ্জন দাস এণ্ড কোম্পানী	১৩-৩৯৩, সিভিল লাইন, কাণপুর, (যুক্তপ্রদেশ)	ব্যবসায়	২৫৫০০৲
৩১	মুশলিম সাপ্লাই ষ্টোরস্	ম্যাঃ ডিঃ—ইনাতুল্লা মাক, (লাহোর)	মুদার ব্যবসায়	১০০০০০৲
৩২	পাওনীয়ার স্পোর্টস	ডিঃ—হিরজিল সিং, গ্রীণ উড ষ্ট্রীট, সিয়ালকোট সিটি, (পাঞ্জাব)	খেলার সরঞ্জাম বিক্রয়	২০০০০০৲
৩৩	সেন্ট্রাল সিউয়িং মেসিন কোং	ম্যাঃ ডিঃ—এল, করমচাঁদ, হলবাজার, অমৃতসর, (পাঞ্জাব)	ভারত সুয়িং মেশিন বিক্রয়	৫০০০০০৲
৩৪	কমার্সিয়াল সিণ্ডিকেট	ডিঃ—শিবচন্দ্র দাস, কাপুর বাজার, (দিল্লী)	ব্যবসায়	২০০০৯৲

মোট ২১৩৫৫০০৲

৪—মিল ও প্রেস

নং	নাম	ঠিকানা	কাজ	টাকা
৩৫	আমেদাবাদ নিউ ষ্টাণ্ডার্ড মিলস্ কোং	সেক্রে—অমৃতলাল কালিদাস এণ্ড কোং, আমেদাবাদ, (বম্বে)	তূলা কাটা ইত্যাদি	৮০০০৫০৲

৫—চা ও চায়ের আবাদ

নং	নাম	ঠিকানা	কাজ	টাকা
৩৬	সোরারূপা টি কোং	২, ফেয়ারলি প্লেস, (কলিকাতা)	চা আবাদ	৩০০০০০৲
৩৭	নিপুচাপুর টি কোং	ডিঃ—মুকলেশ্বর রহমান, জলপাইগুড়ী, (বেঙ্গল)	„	২০০০০০৲
৩৮	জয়তারা টি কোং	ম্যাঃ এজেণ্টস্—ফরওয়ার্ড এণ্ড কোং, করিমগঞ্জ, (আসাম)	„	১৫০০০০৲
			মোট—	৬৫০০০০৲

৬—হোটেল থিয়েটার

নং	নাম	ঠিকানা	কাজ	টাকা
৩৯	রূপেন সীনেমা কোং	ডিঃ—অবিনাশচন্দ্র রায়, রাজসাহী, (বেঙ্গল)	সিনেমা ও ফিল্ম তৈয়ারী	৫০০০০৲
			সর্ব্বসমেত মোট—	৫৮৮০০০০৲

ফেলপড়া কোম্পানীর বিবরণ

১৯২৭ সালের জুন মাসে যে সকল জয়েন্ট্ স্টক কোম্পানী লিকুইডেসনে যাইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নম্বর	শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম	কত টাকা চাঁদা দেওয়া হইয়াছিল	প্রদত্ত টাকার সংখ্যা	লিকুইডেশনে যাইবার তাং	কোম্পানী উঠিয়া যাইবার তাং
১—ব্যাঙ্ক, লোন ও ইনসিওরেন্স					
১	ট্রেড ব্যাঙ্ক, যুক্তপ্রদেশ	১৫০৯০	১৪০৬	...	১৮.৬.২৭
২	বাখরগঞ্জ লোন কোং, (বেঙ্গল)	১১৯৫০	১০৩৭২	...	৯.৬.২৭.
	মোট—	২৭০৪০	১১৭৭৮		
২—ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারীং					
৩	লক্ষ্ণৌ বুট ও সু ফ্যাক্টরী, (যুক্তপ্রদেশ)	৯২৭০০	১২১৬	২৮.৬.২৭.	
৪	এট্‌ল্যাণ্টিক টুব্যাকো কোং, (বেঙ্গল)				
৫	স্যালেম কোং, (মাদ্রাজ)	২৫০০০	১২৫০০	...	২১৬.২৭
৬	ভেলোর যুক্তির সংগাম, (মাদ্রাজ)	৪৬৫৫	৪৬৫৫	..	২১.৬.২৭.
৭	শঙ্করভাই নাথুভাই এণ্ড কোং, (বম্বে)	৪৮০০	১২০০	৬.৬.২৭.	৬.৬.২৭.
৮	ইন্দোর ট্রেডিং কোং, (বম্বে)	১২৫০০০০	১২৫০০০০	৭.৬.২৭.	৭.৬.২৭.
৯	বেলগাঁও উইভিং এণ্ড ডাইং কোং, (বম্বে)	২১৩১০	১৮২১২	১০৪.২৭	...
১০	রোটারী পাম্প কোং, (বম্বে)			২৮.৬.২৭	২৮.৬

১১	অশোক স্বদেশী ষ্টোরস, (বম্বে)	৩৪৭৪১২৪	৫২৮৭১৫১	২৯.৬.২৭	
১২	পাটান হ্যাণ্ড লুমস্ উইভিং কোং, (বরদা)	৩০২৫০	৯৬১৮	...	১৫.৬.
১৩	শ্রীরামকৃষ্ণ নিটিং এণ্ড উইভিং কোং, (বরদা)	১২৯০০	৫৯১৬	...	১৫.৬.২৭.
১৪	সেন্ট্রাল ত্রিবাঙ্কুর পুত্তর এণ্ড অরফেনেজ্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ত্রিবাঙ্কুর)	৯৮৫	৯৮৫	...	২৩.৬.
	মোট—	৪৯১৭৭২০	৬৫০২৩৯৭		

৩—মিল ও প্রেস

১৫	সূর্য্য টেক্স্টাইল মিলস্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোং অব কোকনদ, (মান্দ্রাজ)	৫০০০০			৭.৬.২৭,
১৬	দাদাভাই নৌরজি মিলস্ কোং, (বরদা)	২৭৬১০০	৮৩৪৭০	...	১৫.৬.
১৭	বর্ম্মা স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং, (বর্ম্মা)	১০৮৬০৯০	১০৮৬০৯০	১০.৬.২৭	..
১৮	সাতারা অয়েল মিল কোং, (বম্বে)	...	...	৭.৬.২৭	৭,৬
১৯	ইউ, পি, অয়েল মিলস্ কোং, (যুক্তপ্রদেশ)	২০০৫০০	১৫৯৭৫০	২.৬,২৭	...
২০	এশিয়ান অয়েল এণ্ড মারগেরিন ম্যানুফ্যাক্চারীরং কোং, (বরদা)	২৮০০০	২৮০০০	...	১৫.৬.২৭.
	মোট—	১৬৪০৬৯৭	১৩৫৭৩১০		

৪—চা ও প্ল্যাণ্টিং কোং

২১	পায়কার এণ্ড কোং, (ত্রিবাঙ্কুর)	১০০০০	১৯০০	...	২৩৬.২৭.
২২	প্যাড্ ক্রীপার, (ত্রিবাঙ্কুর)	২৭৫৬	২৭৫৬	...	২৩৬.২৭.
	মোট—	১২৭৫৬	৪৬৫৬		

৫–এষ্টেট্ জমি ও বাড়ী

২৩	রিজেণ্ট পার্ক সিণ্ডিকেট্, (বেঙ্গল)	৬২৫০০০	৩১২৫১০	...	২৪৬.২৭.

৬–হোটেল ও থিয়েটার

২৪	আলমরা হোটেল এণ্ড ষ্টোরস্, (বেঙ্গল)		...	...	১৪.৬.

৭–অন্যান্য কোম্পানী

২৫	ইণ্ডিয়ান ক্যাটল্ ট্রেডিং এণ্ড ডেয়ারী কোং, (বরদা)		...	...	১৫.৬ ২৭
	সর্ব্বসমেত মোট	৭২২৩২০৬	৮১৮৮৬৪১		

২৬	ঝালকাটি ইলেকট্রিক্ কোং, (বেঙ্গল)	৫৭৫০	২৮৫০	২৬.৪.২৭
২৭	মারক্যানটাইল এজেন্সী, (বেঙ্গল)		...	১২.৫.২৭
২৮	তাহেরপুর ট্রেডিং কোং, (বেঙ্গল)	৫০০০০৲	২৩৮৪০৲	২৮.৪.২৭
২৯	গোকুলদাস অইল এণ্ড প্রডাক্টস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, (বেঙ্গল)		...	১১.৫.২৭
৩০	সীতারাম কোল কোং, (বেঙ্গল)	৩০০০০০০	৩০০০০০০	২৯.৪.২৭

(পরবর্ত্তী বিবরণ)

১–ব্যাঙ্ক, লোন্ ও ইন্সিওরেন্স্

১	ওরিয়েণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, (পাঞ্জাব)	২৬১৫০০০	৭১৪৯৭	৪.৯.১৪	২১.৬.২৭.

২–ট্রান্সিট্ ও ট্রানপোর্ট

২	গুজারথ্ ট্রান্সপোর্ট কোং, (বরদা)	৫৩৯৪০	১১২৮০	২০.৭.২৫	১৫.১.২৭

৩–ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারীং

৩	ন্যাশনাল ট্যানারী কোং, (বরদা)	১৩২৪৩৫	২০৮৪৬	৭.১১.২১	১৫.৬.২৭
৪	বম্বে ষ্টোরস্, (বম্বে)	৪০০০০	৪০০০০	১৭.৩.২৫	১৫.৬.২৫
৫	হিন্দু কৃষি সংবর্দ্ধন মণ্ডল, (মধ্যপ্রদেশ)	১৫২৫০	৪১৯৫	১৫.১০.২৬	৪৬.২৭
৬	বিষ্ণু ম্যাশিনারী ম্যানুফ্যাকচারীং এণ্ড আইরিস্ ফাউণ্ডি,	৭৯১০০	২৯৪০৫	৩.১২ ২২	১৫.৬.২৭
৭	বরদা ষ্টোভ্ এণ্ড মেটাল ওয়ার্কস্, (বরদা)	৩০২৭৫	১০৮৬০	১৫.৫.২৩	১৫৬২৭
৮	সাধপুর স্বদেশী ভাণ্ডার, (বরদা)	১০৪০০	৪৪৫৫	৫.১.২৪	১৫.৬.২৭
৯	স্বদেশী উদ্যোগী ভাণ্ডার, (বরদা)	১৭৪৬০	১৭৪৬০	৮.২.২৬	১৫.৬.২৭
১০	শ্রীভারত উদ্যোগী মণ্ডলী, (বরদা)	১০৭৭৫	৩২১৫	১৬.৯.২৩	১৭.৬.২৭

৪–অন্যান্য কোম্পানী

১১	গায়কোয়ার ডেয়ারী ফার্ম্ম এণ্ড কটন্ প্ল্যাণ্টেসন্, (বরদা)			২২.১০.৩	১৫,৬.২৭
	সর্ব্বসমেত মোট	৬৫১১৩৫	২১৩৩১০		
১২	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, (দিল্লী)	১২৫৬০০	২১৩৩১৩	৪.১৩.১৪.	১৯,৫.২৭

রেলওয়ে সংবাদ

ক্যাডালোর-পাণ্ডিচেরী-রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড ক্যাডালোর হইতে পণ্ডিচেরী পর্য্যন্ত ১৮ মাইল আন্দাজ একটী লাইন সার্ভের জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে,—ক্যাডালোর-পণ্ডিচেরী রেলওয়ে সার্ভে (Cadalore-Pandicherry-Railway Survey.)

কারাইকুদি-মেলুর-মাদুরা রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড, কারাইকুদি হইতে মেলুর হইয়া মাদুরা পর্য্যন্ত ৪০ মাইল আন্দাজ একটী লাইন সার্ভের জন্য মঞ্জুরী দিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে,—কারাইকুদি-মেলুর-মাদুরা রেলওয়ে সার্ভে (Karaikudi-Melur-Madura-Railway Survey.)

বরিয়াভাই-ভাদ্‌তল রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড, বরিয়াভাই হইতে ভাদ্‌তল পর্য্যন্ত ৩৭১ মাইল আন্দাজ রেলওয়ে লাইন নির্ম্মাণ করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই লাইনটীর নাম হইবে,—বরিয়াভাই-ভাদ্‌তল রেলওয়ে (Boriavi-Vadtal Railway).

দানদুর-নারগান্দ-রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড, দানদুর হইতে নারগান্দ পর্য্যন্ত ২৪ মাইল আন্দাজ রেলওয়ে লাইন সার্ভে করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে,—দানদুর-নারগান্দ-রেলওয়ে সার্ভে (Dandur-Nargund-Railway Survey).

হুবলি-বেলগাঁও-রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড হুবলি হইতে ধারওয়ার ও সনদাতি দিয়া বেলগাঁও পর্য্যন্ত ৮১ মাইল আন্দাজ রেলওয়ে লাইন সার্ভে করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে,—হুবলি-বেলগাঁও-রেলওয়ে সার্ভে (Hubli-Belgaum-Railway Survey).

পূর্ণিয়া-মুরলিগঞ্জ রেলওয়ে

ভারত গভর্ণমেণ্ট, পূর্ণিয়া হইতে মুরলিগঞ্জ পর্য্যন্ত ৫৩ মাইল একটী রেলওয়ে লাইন খুলিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই লাইনটীর নাম হইবে—পূর্ণিয়া-মুরলিগঞ্জ রেলওয়ে (Purnea-Murliganj Railway).

সায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড, সায়েস্তাগঞ্জ হইতে হবিগঞ্জ পর্য্যন্ত ৮৪১ মাইল আন্দাজ একটী রেলওয়ে লাইন খুলিবার আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। এই লাইনটীর নাম হইবে,—সায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ রেলওয়ে (Shaiastaganj-Habiganj Railway).

ত্রিচিনাপলি-মনমাদুরা রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড, ত্রিচিনাপলি হইতে মনমাদুরা পর্য্যন্ত ৯৪ মাইল আন্দাজ একটী রেলওয়ে লাইন খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। লাইনটীর নাম হইবে—ত্রিচিনাপলি-মনমাদুরা রেলওয়ে (Trichinapoly-Manmadura Railway).

সূতার উপর শুল্ক

গভর্ণমেণ্টের উভয় সমস্যা

বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৬০কোটী টাকার কাপড় ও সূতা ভারতবর্ষে আমদানী হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সারা ভারতে ৩০০ উপর দেশীয় ও বিদেশীয় ধনীদের কাপড়ের কল আছে, এবং এই সকল ভারতীয় কলে ৫৮ কোটী টাকার কাপড় ও ৫৫ কোটী টাকার সূতা উৎপন্ন হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে কি পরিমাণ কাপড়ের চাহিদা আছে।

পাঠকগণ ইহাতে আরও দেখিতে পাইতেছেন যে, কেবলমাত্র বিদেশ হইতেই কাপড় আমদানী হইয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করে না; পরন্ত ভারতেও প্রচুর পরিমাণে কাপড় তৈয়ারী হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার অধিকাংশ কলেই নিজস্ব সূতা তৈয়ার হয় না,—বিদেশ হইতে সূতা আনাইয়া কাপড় বুনিতে হয়; সুতরাং ইহাতে যে ভারতবাসী বিশেষ লাভবান হইতেছে, তাহা বলা যায় না।

যাহা হউক, ভারতে যে পরিমাণ কাপড় ও সূতার চাহিদা আছে, তাহা ভারতীয় মিলেই মিটিতে পারে, কিন্তু নানা কারণে ভারতীয় মিল তাহা করিতে পারিতেছে না। ইহার মধ্যে দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়:—

প্রথমতঃ, বিদেশীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা, ও

দ্বিতীয়তঃ, দেশী মিলে উৎপন্ন কাপড় ও সূতার উপর অতিরিক্ত টেক্স বা শুল্ক।

নানা কারণে বিদেশীয়দের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশীয় কল দাঁড়াইতে পারিতেছে না। উদাহরণ স্বরূপ জাপানের কথাই ধরা যাউক। ভারতবর্ষ হইতে জাপান তাহার প্রয়োজনের শতকরা ৭৫ ভাগ তুলা খরিদ করিয়া উহাদের কলে কাপড় তৈয়ারী করতঃ নিজেদের ষ্টিমারে বহন করিয়া, ভারতের বাজারে আনিয়া, দেশীয় ও বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। জাপানীরা গত ১৯২৩ সালে ১৯২২ সাল অপেক্ষা ৩ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা অধিক রপ্তানি করিতে পারিয়াছে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাপানী ব্যবসায়ীরা উহাদের গবর্ণমেণ্ট হইতে বাউন্টী পায়, তাহা ছাড়া অল্প সুদে টাকা পায়। তার পর জাপানের কলে স্ত্রী ও পুরুষ মজুরেরা দিবারাত্র কাজ করে, এবং সেখানে শ্রমের মূল্যও অল্প। সুতরাং তাহারা ভারতীয় মিলে প্রস্তুত দেশী কাপড় অপেক্ষা কম মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিতে পারে, এবং দেশবাসী সস্তায় যাহা পাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

এই সকল কারণে জাপানী এবং বিদেশীয় কাপড়ের প্রতিযোগিতায় দেশী কাপড় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। বিশেষতঃ দেশী মিলে উৎপন্ন কাপড়ের উপর শতকরা ৩॥০ টাকা শুল্ক ধার্য্য আছে। উহা ব্যতীত আরও ২৸০ আনা গভর্ণমেণ্ট টেক্স আছে। তাহা হইলে ১০০৲ টাকার উৎপন্ন কাপড়ের উপর প্রতি ৬।০ ছয় টাকা চারি আনা টেক্স দিতে হয়। এই তো গেল উৎপন্ন কাপড়ের উপর টেক্স বা শুল্কের কথা।

কলে কাপড় উৎপন্ন করিতে প্রতি বৎসর প্রায় তিন কোটী টাকার মাল মসলা আমদানী করিতে হয়। উহার উপর শতকরা ১০৲ দশ টাকা হারে Custom duty বা গভর্ণমেণ্ট শুল্ক আছে, সুতরাং উহাতেও ৩০৲ ত্রিশ লক্ষ টাকার উপর টেক্স দাঁড়াইয়া থাকে। ইং ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উপর প্রতি বৎসর ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্টের আয় হইয়াছে।

সুতরাং দেশীয় তুলা ও দেশীয় মিলে উৎপন্ন কাপড় রক্ষা করা বিশেষ দরকার। ইহার জন্য অনেক দিন হইতেই নানারূপ জল্পনা চলিতেছে, এবং কিরূপে উহা রক্ষা করা যায়, তাহার আলোচনা হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের নিকটও অনেকরূপ আবেদন নিবেদন করা হইয়াছে; কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ারের অনিষ্ট সাধন করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট দেশীয় কলের জন্য কিছুই করিতে রাজী নহেন। সম্প্রতি কটন টেক্সটাইল ট্যারিফ বোর্ড (Cotton Textile Tariff Board কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাবের উত্তরে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিদেশ হইতে যে কলকব্জা ও মাল মসলা ভারতে আমদানী হয় এবং তাহার উপর যে শুল্ক ধার্য্য আছে, তাহা গভর্ণমেণ্ট তুলিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি সর্ত্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট মানিয়া লইতে রাজী হয়েন নাই। সেগুলি এই :—

(ক) খুব সূক্ষ্ম সূতা উৎপাদন করিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য গভর্ণমেণ্টকে দেশীয় কলে বাউন্টী (Bounty) দেওয়ার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট দিতে পারিবেন না।

(খ) জাপান হইতে যে সূতা ভারতে আমদানী হয়, বর্ত্তমানে তাহার উপর শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা শুল্ক দিতে হয়। মিঃ নইস্ (Mr. Noyce) প্রস্তাব করেন যে, ইহার উপর আরও শতকরা ৪৲ চারি টাকা শুল্ক বসান হউক। এই প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন নাই।

(গ) বোর্ডের অধিকাংশ সভ্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর শতকরা ১১৲ এগার টাকা শুল্কের স্থানে ১৫৲ পনের টাকা করা হউক। গভর্ণমেণ্ট ইহা অনুমোদন করেন নাই।

গভর্ণমেণ্ট যাহাতে এই তিনটী বিষয়ে পুনরায় আলোচনা ও বিবেচনা করেন, তাহার জন্য সিমলায় বড় লাটের নিকট সমস্ত ভারতীয় কলের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ তিনটী বিষয় খুব নিবিষ্ট মনে গভীর ভাবে আলোচনা করেন, এবং শেষে প্রতিনিধিগণকে সাহস দেন যে, সারা ভারতের কোন অনিষ্ট সাধন না করিয়া, এবং গভর্ণমেণ্টের মূল নীতি রক্ষা করিয়া, যতদূর সম্ভব দেশীয় কলগুলিকে রক্ষা করা যায়, তাহার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ভারতে সূক্ষ্ম সূতা যাহাতে তৈয়ারী হয়, এবং তাহা সস্তায় সরবরাহ করা যায়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টকে যে বাউন্টী দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, তাহা ভারত গভর্ণমেণ্ট দিতে সক্ষম হইবেন না। ভারত গভর্ণমেণ্ট অনেক চিন্তার পর নানাদিক আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, জাপান হইতে আমদানী সূতার উপর যে অতিরিক্ত শুল্ক বসাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, তাহা কোনক্রমেই গভর্ণমেণ্ট সমর্থন করিতে পারিবেন না। তবে গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, কার্পাস শিল্প রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কিছু অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান করিতে রাজী আছেন।

ট্যারিফ বোর্ড আরও দেখাইয়াছেন যে, জাপানীরা অনেক সুবিধা পাইতেছে। তাহাদের মিলে স্ত্রীলোকগণ রাত্রে কার্য্য করায় জাপানীরা বর্ত্তমান বাজার দর অপেক্ষাও শতকরা দশ টাকা কম দরে কাপড় বা সূতা

বিক্রয় করিতে সক্ষম হইতেছে ; কিন্তু তাহাদের আমদানী দ্রব্যের উপর মাত্র শতকরা ৫৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এই শুল্ক ব্যতীতও,তাহারা বর্ত্তমান বাজার দর অপেক্ষা শতকরা ৫৲ টাকা কম দরে কাপড় বা সূতা বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং তাহা হইলে ঐ শতকরা ৫৲ টাকা শুল্ক অতিরিক্ত না বসাইলে দেশীয় কাপড় বা সূতা তাহাদের সহিত সমান দরেই বিক্রয় করিতে পারিবে না—কম দরে বিক্রয় তো দূরের কথা।

তাহার পর তাঁহারা দেশীয় ও জাপানী ৩১ ও ৪০ পাউণ্ডের সূতার কথা বলিয়াছেন, এবং ইহাতে যে জাপানীরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছে এবং দেশীয় মিল জাপানীদের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা ট্যারিফ বোর্ড খুব সুন্দর ভাবেই গভর্ণমেন্টকে প্রমাণ দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে বোর্ড বলিয়াছেন যে, পাউণ্ড প্রতি দেড় আনা শুল্ক বসাইলে জাপানীরা যে সুবিধাটুকু ভোগ করিতেছে তাহা কমিয়া যাইবে, এবং দেশীয় কলও তখন প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে। এই সকল প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত গভর্ণমেন্ট ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে এক বিল উত্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন যে, "বিদেশ হইতে আমদানী প্রতি পাউণ্ড সূতার উপর দেড় আনা অতিরিক্ত শুল্ক ইংরাজী ১৯৩০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দিতে হইবে," অর্থাৎ এই আইন উক্ত সময় পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে, এবং তাহার পর এই বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হইতে পারে বা হইবে। সুতরাং বিদেশ হইতে যে প্রকারের সূতাই ভারতে আমদানী হউক না কেন, তাহার প্রতি এক পাউণ্ডের উপর দেড় আনা শুল্ক দিতে হইবে, কিন্তু এক পাউণ্ড সূতার মূল্য ১৸৵০ আনার কম হওয়া চাই, বিশেষতঃ পাউণ্ডের দর ১৸৵০ আনার বেশী হইলে শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা শুল্ক লাগিবে।

জাপানে মিল সম্পর্কে সম্প্রতি একটী আইন প্রস্তুত হইতেছে। এই আইন বলে ১৯২৯ সালের ১লা জুলাই হইতে রাত্রিকালে কোন স্ত্রীলোককে কলে খাটাইতে পারা যাইবে না।

হস্তচালিত তাঁত

ভারত গভর্ণমেন্ট হস্তচালিত তাঁতের উপর দেড় আনা শুল্ক বসাইতে মনস্থ করিয়াছেন ; এবং এই বিষয়ে সমস্ত দিক বিবেচনা ও পরীক্ষা করিয়া গভর্ণমেন্ট দেখিয়াছেন যে, এই শুল্ক বসাইলে হস্তচালিত তাঁতের বিশেষ কোন অসুবিধা বা অনিষ্ট হইবে না। সূক্ষ্ম সূতার দর কিছু বাড়িয়া যাইবে। যাহা হউক, হস্তচালিত তাঁতের যাহাতে সুবিধা হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় শুল্ক কমান সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব ও বিল উত্থাপিত হইবে, তাহার মধ্যে গভর্ণমেন্ট, যাহাতে কৃত্রিম রেশমের সূতার উপর শুল্ক শতকরা ১৫৲ টাকা হইতে ৭॥০ টাকায় নামিয়া আসে, তাহার জন্য এই প্রস্তাবটীও পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছেন। কারণ রেশমের এই কৃত্রিম সূতা হস্তচালিত তাঁতে ও মিলে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ; সুতরাং এই কৃত্রিম রেশমের সূতার শুল্ক কমিলে, তাঁত ও মিলের মালিকদের বিশেষ সুবিধা হইবে, এবং ইহাতে তাঁহারা অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হইয়া প্রচুর লাভ করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত গভর্ণমেন্ট নানাবিধ তুলার দ্রব্যের শুল্ক কমাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন ; কিন্তু সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বে যে শুল্ক বসান হইয়াছে, তাহার পর বিশেষ কিছু বাড়াইতে গভর্ণমেন্ট রাজী নহেন। নানা কারণে জাপানীরা কাপড় ও সূতার ব্যবসায়ে অনেক সুবিধা ভোগ করিলেও, গভর্ণমেন্ট এমন কোন কারণ দেখিতে পাইতেছেন না,

যাহাতে দেশীয় কলকারখানাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কারণ গভর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বেই জাপান হইতে আমদানী সূতার উপর শতকরা ১১৲ টাকা শুল্ক বসাইয়াছেন; সুতরাং গভর্ণমেণ্ট আর বেশী শুল্ক বাড়াইতে সম্মত নহেন, বা দেশীয় মিলেও কোন বাউণ্টি দেওয়া সঙ্গত মনে করেন না।

ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, দেশী মিলগুলিকে বাউণ্টী দিয়া তাজা করিয়া তুলিলে তাহারা মাথা খাড়া করিয়া উঠিবে, এবং ল্যাঙ্কাসায়ারের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে। আবার জাপানের গায়ে হাত দিলে—তাহারা নেহাৎ বেয়াড়া এবং বেখাপ্পা জাতি—তাহাদের সহিত মিতালি টুটালি যায়, এবং তাহাতে ইংরাজের সর্ব্বনাশ। এই দুই কূলই রক্ষা করিতে গিয়া গভর্ণমেণ্ট ভারতের দাবী সাগরের জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন। স্বরাজ না পাইলে এ সকল বিষয়ের কোনও প্রতিকার নাই। তবে 'বালানাং রোদনং বলং'। আমাদের রোদন দেখিয়া তাহাদের মনে নাকি দয়া মায়ার সঞ্চার হইবে এরূপ কোনও মহাত্মার বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, এ কথায় যাহারা আস্থা স্থাপন করে, তাহাদিগকে আমরা বালকের ন্যায়ই অর্ব্বাচীন মনে করি।

পাটের ফট্‌কা খেলা

কলিকাতায় পাট লইয়া যে জুয়া খেলা চলিতেছে, তাহার প্রতি লণ্ডণ জুট এসোসিয়েসনের (London Jute Association) দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহারা এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের নিকট একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন, এবং তাহার নকল কলিকাতায় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্শের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। উক্ত চেম্বার অব কমার্শ নিম্নলিখিত মত দিয়াছেন:—

"পাট বাংলাদেশেরই নিজস্ব সম্পত্তি, এবং ধরিতে গেলে বাংলাই একমাত্র পাটের একচেটে অধিকারী; সুতরাং যাহাতে বাংলার এই একচেটে অধিকার বজায় থাকে, এবং উৎপন্ন পাটের ন্যায্য মূল্য বাংলাদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা দেখা বিশেষ দরকার। পাটের যা লাভ, তাহা বাংলার চাষীরাই গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে পাটের দাম বাড়িয়া যায়, এবং তাহার জন্য খরিদ্দারগণ ভাগিয়া অন্যত্র সুবিধা ও সস্তা দরে মাল কিনিতে ছুটে, তাহা হইলে তাহাতে বাংলা দেশেরই ক্ষতি হইবে। কলিকাতায় "ভিতর বাজারে" পাট লইয়া যে স্পেকুলেশন (speculation) বা জুয়া খেলা চলিতেছে, তাহা কমিটির বিশেষ জানা আছে। ঐ স্পেকুলেটারদের কোনরূপে দমন করা হয় না বলিয়া, পাটের দরের বৃদ্ধি বা তারতম্য হয়। এই সকল কারণে খরিদদারগণ পাটের পরিবর্ত্তে সস্তায় ও সুবিধা দরে কোন্ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়া লণ্ডণ জুট এসোসিয়েসন যে সিদ্ধান্তে উপনীত

হইয়াছেন, কমিটীও সেই মত পোষণ করেন, অর্থাৎ "ভিতর বাজার" বর্ত্তমানে একটী জুয়ার আড্ডায় পরিণত হইয়াছে, এবং কলিকাতা ও লণ্ডণের পাট ব্যবসায়ীদিগের সবিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

কলিকাতা বেল্‌ড জুট্‌ এসোসিয়েন (Calcutta Baled Jute Association) এই সম্বন্ধে বলেন:—

"ভিতর বাজার পাট ব্যবসায়ীদের পক্ষে প্রভূত ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যাঁহারাই ন্যায় ও আইন-সঙ্গত ভাবে পাটের ব্যবসায় চালাইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেই উক্ত বাজার একটী ভীতির বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।"

এই সকল অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের নিকট যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা কমিটী সমর্থন করেন। প্রস্তাবটী এইরূপ করা হইয়াছে যে, বাংলা গভর্ণমেন্ট জুট্‌ মার্কেট হইতে প্রতিনিধি লইয়া এই বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য একটী পাটের সঙ্ঘ স্থাপন করুন, এবং নিম্নলিখিত ভাবে আইন প্রণয়ণ করুন। যথা:—

(১) পাটের ক্রয়, বিক্রয় ও সমস্ত চুক্তিনামা গভর্ণমেন্টের অনুমোদিত ফরমে টিকিট দিয়া লিখিতে হইবে।

(২) চুক্তি অনুযায়ী মাল একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য ক্রেতা দাবী করিতে পারিবে।

(৩) এমন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বাঁধিয়া দিতে হইবে যে, যাহার কমে পাট ক্রয় বিক্রয় করিলে আইনে অগ্রাহ্য হইবে।

উক্ত কমিটী আশা করেন, বাংলা গভর্ণমেন্ট এইরূপ ভাবে আইন প্রস্তুত করিলে, বর্ত্তমানে উক্ত বাজারে পাট লইয়া যে জুয়া খেলা চলিতেছে, তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং যে চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পাট উৎপাদন করে, তাহাদেরও কিছু সুবিধা হইবে।

লণ্ডণ জুট এসোসিয়েসন ও কলিকাতার Baled Jute Asssociation এ সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, এবং বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টকে পাটের "ভিতর বাজার" control করার জন্য আইন প্রণয়ণে যেরূপ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, আমরা এখানে তাহারই বিবরণ প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে কোনও কোনও বিষয়ে আমরা উঁহাদিগের সহিত একমত হইলেও, বহু বিষয়ে আমাদের মত বিরোধ আছে, সময়ান্তরে সে সকল বিষয় আলোচনা করা যাইবে। তবে একটা মোটা কথা এই যে, গরীব চাষীদিগকে মারার ফন্দী ইউরোপীয় সওদাগরেরাই প্রথমে বাহির করেন। তাঁহাদের এসোসিয়েসন হইতে নিতান্ত হৃদয়হীনতা ও যথেচ্ছচারিতার সহিত পাটের দর উঠাইয়া অথবা নামাইয়া দেওয়া হয়; তাহার ফলেই বহু চাষী এবং ফড়িয়া দালালেরা মারা যায়। তাঁহাদের দেখাদেখি, মাড়োয়ারীরাও পাটের বাজারে ফট্‌কা খেলিয়া এবং ভিতর বাজারের সৃষ্টি করিয়া পাটের ব্যবসায়টীকে এক বিরাট জুয়াখেলার আড্ডাতে পরিণত করিয়া আনিয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার ও ভাবিবার আছে। যথাসময়ে আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

গমের পূর্ব্বাভাস

(১৯২৬—২৭)

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবে আনুমানিক ১০৪৭০০০০ একর জমীতে গমের চাষ হইয়াছে। ইহাতে অনুমান ৩৩৯৭০০০ টন গম উৎপন্ন হইবে। গম বপন করিবার সময় আবহাওয়ার অবস্থা মোটের উপর ভাল ছিল না, এবং শীতকালে যেরূপ বৃষ্টি হওয়া দরকার ছিল, সেরূপ হয় নাই। সেজন্য গমের একটু ক্ষতি হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ঝড় ও পোকার উৎপাতে শস্তের বিশেষ হানি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে সামান্য মাত্র বৃষ্টিপাত হইয়াছে; কিন্তু মোটের উপর এপ্রিল মাসে বেশ খরা শুক্‌না ছিল, এবং সেজন্য গম পাকিবার সময় উহার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। যে স্থানে সেচের বন্দোবস্ত নাই, তথায় অন্যান্য বারের তুলনায় এবার কিছু কমই গম উৎপন্ন হইবে।

যুক্তপ্রদেশ

যুক্তপ্রদেশে আনুমানিক মোট ৬৮৩৪০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে কিছু কম জমী গমের জন্য আবাদ করা হইয়াছে। এই জমীতে অনুমান ২৫১৬০০০ টন গম পাওয়া যাইবে। ইহার মধ্যে ২২০০০ টন গম রামপুর ষ্টেটে পাওয়া যাইবে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এখানে বৃষ্টি হইয়াছিল। কয়েকটী জেলার স্থানে স্থানে শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু ফসলের যে বিশেষ কোন ক্ষতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; তবে অনেকগুলি জেলা হইতেই এমন সংবাদ আসিয়াছে যে, ফসল পাকিবার সময় ভীষণ ঝড় হওয়ায় গমের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। শস্তের অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক।

মধ্য প্রদেশ ও বেরার

এই প্রদেশে আনুমানিক ৩৮১৯০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান সালে শতকরা ৫ ভাগ জমী বেশী আবাদ হইয়াছে। ইহাতে অনুমান ৭৯৭০০০ টন গম উৎপন্ন হইবে। এপ্রিল মাসের মধ্যে কয়েকটী জেলায়

সামান্তই ছিটা ফোটা বৃষ্টি হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির জন্ত ফসলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

বোম্বাই

এই প্রদেশে আনুমানিক ২১১৯০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতীয় ষ্টেটের ৪৪৩০০০ একর জমী আবাদ হইয়াছে। ইহাতে অনুমান মোট ৪৪৩০০০ টন গম পাওয়া যাইবে, এবং ইহার মধ্যে ১৪৭০০ টন গম ভারতীয় ষ্টেটে পাওয়া যাইবে। গুজরাটে গমের অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক, কিন্তু উত্তর প্রদেশে গমের অবস্থা ভাল নয়; কারণ এ দিকে পতঙ্গের উৎপাত বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে শস্যের অবস্থা মোটের উপর ভালই ছিল। কর্ণাটে গমের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এখানে গম খুব কমই পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। যে স্থানে সেচের বন্দোবস্ত আছে, তথায় গম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে।

বিহার ও উড়িষ্যা

বর্ত্তমান বৎসরে ১১৮৬০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছে, কিন্তু গত বৎসরে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ১১৬৭০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে অনুমান ৫৭৭০০০ টন গম পাওয়া যাইবে।

বাংলাদেশ

বর্ত্তমান বৎসরে বাংলা দেশে অনুমান ১২৯০০০ একর জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর ১৩০০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সালে অনুমান ৩২০০০ টন গম পাওয়া যাইবে। গত বৎসর ২৮০০০ টন গম পাওয়া গিয়াছিল। প্রথম প্রথম যখন গমের আবাদের জন্ত জমীতে লাঙ্গল দেওয়া হইতেছিল, তখন আকাশের অবস্থা বেশ ছিল। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় গমের অবস্থা ভালই ছিল। মোটের উপর বাংলাদেশে গমের অবস্থা উত্তমই বলিতে হইবে।

শণ হইতে দড়াদড়ী প্রস্তুত হয়। ম্যানিলার শণই জগদ্বিখ্যাত : কিন্তু ভারতের শণেরও দুনিয়ায় বাজারে চাহিদা কম নহে। বেলজিয়াম, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালী ভারতের শণের খরিদাদার। এখানকার Rope Factory বা দড়ীর কলওয়ালাদের নিকট শণ চালান দিবার চেষ্টা করুন; তাহা হইলে শিক্ষার সার্থকতা হইবে।

বাংলাদেশে শণের অবস্থা

(১৯২৬—২৭)

আলোচ্য বর্ষে (১৯২৬—২৭) বাংলাদেশে শণের অবস্থা মোটেই ভাল নহে। একদিকে ভারতীয় শণের অবস্থা যখন ক্রমশঃই খারাপ হইয়া যাইতেছিল, তখন ম্যানিলা, ইতালী ও রুশিয়ার শণ প্রচুর পরিমাণে অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল।

শণের মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়া গেলেও, কলিকাতা হইতে মোট ৩১৯০৪৩ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছে; ইহার মূল্য ৫৯·৩৬ লক্ষ টাকা। প্রতি বৎসর বেলজিয়মেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শণ ভারত হইতে রপ্তানি হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে বেলজিয়মে ১৭৭৭৫৫ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসরে বেলজিয়মে ২০৭৩২৬ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছিল। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে গত বৎসর ৫৪৫৭১ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ঐ স্থানে ১৭০৬৯ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছে গত বৎসর জার্ম্মাণীতে ৪১৭৯০ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ২৩০৯০ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছে। যুক্তরাজ্য হইতেও এবার সেরূপ অধিক মালের অর্ডার পাওয়া যায় নাই। যুক্তরাজ্য গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে ৩৯৯৮৫ হন্দর শণ রপ্তানি করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান বৎসরে ৩৭৪৭৮ হন্দর শণ রপ্তানি করিয়াছে। ফ্রান্সে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে অতি অল্পই শণ রপ্তানি হইয়াছে। ফ্রান্সে গত বৎসর ৩৫৮৪৫ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ১৫৫২৮ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছে। ইতালীতে গত বৎসর ২০৭০৮ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সালে মাত্র ৫৭৮১ হন্দর শণ রপ্তানি হইয়াছে। লণ্ডনে ভারতীয় শণের মূল্য বরাবরই কম ছিল।

—•—

ভারতে তামাকের অবস্থা

(১৯২৫—২৬)

সারা ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই তামাকের প্রচলন যথেষ্টই পরিলক্ষিত হয়। তামাক ব্যবহৃত হয় না—এমন স্থান ভারতে নাই বলিলেই চলে। ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় তামাকের আবাদ হয়, কিন্তু মাদ্রাজ, বাংলা বিহার, বর্ম্মা ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে মোটের উপর প্রায় দশ লক্ষ একর জমীতে তামাকের আবাদ হয়। ইহা হইতেই সম্যক উপলব্ধি হয় যে, ভারতে কি প্রচুর পরিমাণে তামাকের চাষ হয়। ভারতে তামাক বিবিধ প্রকারে ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজ, বাংলা, বিহার, বর্ম্মা ও বোম্বাই প্রদেশে যে তামাক উৎপন্ন হয়, তাহা হুকা ও বিড়ির জন্য চলিতে পারে, কিন্তু এ তামাকে

সিগারেট প্রস্তুত হইতে পারে না। ইহা একটা মস্ত অসুবিধা। কারণ সকলেই দেখিতেছেন যে, ভারতে বিবিধ প্রকারের সিগারেট খুব প্রচুর পরিমাণে কাট্‌তি হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ সকল প্রদেশে যে তামাক উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা সিগারেটের তামাকের কার্য্য চলিতে পারে না। ইহা ব্যতীত ভারতে যে কি প্রচুর পরিমাণে তামাক প্রতি বৎসর আমদানী হয়, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। এক ভার্জ্জিনীয়া ও অন্যান্য বিদেশী তামাক ১৯২৫—২৬ সালে ভারতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়াছিল। ইহার মোট মূল্য দুই কোটী তের লক্ষ টাকা। ইহার কারণ ভারতের লোকে ভার্জ্জিনীয়া ও অন্যান্য বিদেশী তামাক ব্যবহার করিতে পছন্দ করে। সুতরাং দেশীয় উৎপন্ন তামাক যদি ঐ ভার্জ্জিনীয়া বা বিদেশী তামাকের সমতুল্য হয় এবং ঐরূপ সুগন্ধবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ভারতে এবং বিদেশে প্রচুর পরিমাণে ঐ দ্রব্য কাটাইতে পারা যায়। সুতরাং বর্ত্তমানে ভারতবাসীর ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত, এবং যদি কোন উপায়ে ভার্জ্জিনীয়া সিগারেটের ন্যায় সিগারেট দেশীয় তামাকের দ্বারা তৈরী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভারতবাসী যে ইহার দ্বারা বিশেষ লাভবান হইতে পারেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। গভর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগও ভার্জ্জিনীয়ার ন্যায় গাঢ় রংএর ও সুগন্ধী তামাক প্রস্তুত করিবার দিকে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যে সেরূপ সুফল পাওয়া যাইতেছে না। তাহার কারণ, কোথায় কি প্রকার তামাক পাওয়া যায়, এবং কোথায় কোন্ তামাক বিক্রয় হইতে পারে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সঠিক সংবাদ না পাওয়ার জন্যই এরূপ হইতেছে।

তারপর আর একটা কারণ এই যে, বর্ত্তমান কৃষিবিভাগে যে সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে তামাক প্রস্তুত করিবার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা নাই। সেইজন্য গত ১৯২৫ সালে ডিসেম্বর মাসে পুষাতে (Pusa) বোর্ড অব এগ্রিকালচারের (The Board of Agriculture in India) যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, গভর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগে উৎকৃষ্টতম তামাক উৎপাদনের জন্য একজন অভিজ্ঞ কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হউক। ইহাতে আরও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, একটী সেন্ট্রাল টুব্যাকো ব্যুরো (Central Tobacco Bureau) প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; ইহার কার্য্য হইবে এই যে, যেখানে যেখানে তামাক উৎপন্ন হয়, সেই সকল বিভিন্ন প্রদেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা, এবং তদ্বারা তামাকের উন্নতি সাধন করা। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করা যাইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে ভারত গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন।

পুষাতে আমেরিকান তামাক এডকক্ (Adcock) ও বার্লি (Burley) লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে, এবং ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐ তামাক বিহার প্রদেশে রোপণ করিলে সুন্দর ফল পাওয়া যাইবে। বিহারে এই তামাক রোপণ করিলে, তামাকের রং বেশ উজ্জ্বল হইবে।

সুমাত্রা হইতে তামাকের বীজ ও চারা আনিয়া বাংলা দেশে বুড়ির হাটে যে ফারম আছে, সেখানে উহা রোপণ করিয়া বেশ সুন্দর ফলই পাওয়া গিয়াছে। এই তামাকের বীজেরও খুব চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। আমেরিকার বিবিধ প্রকারের তামাক ঐ ফারমে রোপণ করা হইয়াছিল, তাহাতেও সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে।

মতিহারী এবং ভেঙ্গি

এই দুই জাতীয় তামাকের প্রচলন খুবই

বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলনও খুব বেশী হয়। সেই জন্য বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, যে স্থানে তামাকের আবাদ খুব কমই হইত, সেই সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে ঐ দুই জাতীয় তামাকের আবাদ হইতেছে। আসামেও মতিহারী তামাকের আদর খুবই বাড়িয়া যাইতেছে, এবং সেখানে এই তামাকের আবাদও খুব হইতেছে।

সিগারেটের তামাক প্রস্তুত জন্য গত ১৯২৫—২৬ সালে আমেরিকার এক ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশ হইতেই **দুই কোটী তের লক্ষ টাকার তামাক** ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। অর্থাৎ ভার্জ্জিনিয়ার তামাক ব্যবসায়ীরা তামাক পাতা বেচিয়া ভারতবর্ষ হইতে ২,০১,৩০,০০০ টাকা লইয়া গিয়াছে। চেষ্টা করিলে ভারতের সর্ব্বত্রই এই তামাকের আবাদ করা যায়। চাই কেবল জমিদার, ধনী ও কর্ম্মীদের co-operation ও combination. তামাক বাবদ এই দুই কোটি তের লক্ষ টাকার শোষণ বন্ধ করুন।

আঁকের অবস্থা

বর্ত্তমান সালে সারা ভারতে মোট ২৮৯১০০০ একর আন্দাজ জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর এই সময় ৩৭৫৫০০০ একর জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছিল।

আঁক আবাদ করিবার সময় আবহাওয়ার অবস্থা, মোটের উপর, একরূপ ভালই ছিল, এবং যেরূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই আঁকের অবস্থা ভাল।

বর্ত্তমান সালে কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ আঁকের আবাদ হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

প্রদেশ ও ষ্টেটের নাম	১৯২৭—২৮ একর হিঃ
যুক্তপ্রদেশ	১৬৮৬০০০
পাঞ্জাব	৪৩৯০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	২৮৯০০০
বাংলাদেশ	২০৯০০০
মাদ্রাজ	৮৮০০০
বোম্বাই প্রদেশ	৮৮০০০
আসাম	৩১০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪৯০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২৪০০০
দিল্লী	৬০০০
বরদা	২০০০
মোট	২৮৯১০০০

উল্লিখিত বিবরণ হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আঁকের আবাদ হয়। সুতরাং ঐ চারি স্থানের আঁকের আবাদ ও ইহার মোটামুটি বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

—০—

যুক্তপ্রদেশ

সমস্ত যুক্ত প্রদেশে মোট ১৬৮৬০০০ একর জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর ঐ স্থানে ১৫৫৯০০০ একর জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছিল।

বীজ বপন করিবার সময় জমীর ও আকাশের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। সেজন্য এই প্রদেশে গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে বেশী আঁকের আবাদ হইয়াছে। এপ্রিল মাসে বৃষ্টি হয় নাই। কয়েকটী জেলা হইতে পোকা লাগিয়া আঁক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর যুক্তপ্রদেশে আঁকের অবস্থা উপস্থিত বেশ ভালই আছে।

রামপুর ষ্টেটে ১৪০০০ একর জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছে।

—০—

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবে আনুমানিক ৪৩৯০০০ একর জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছে। বীজ বপন করিবার সময়

খাল হইতে সেরূপ উপযুক্ত পরিমাণে জল সেচ্ করা হয় নাই। যাহা হউক, জুলাই মাসে বৃষ্টি হওয়ায় আঁকের পক্ষে উপকারই হইয়াছিল, কিন্তু "পোকায় আঁকের অনিষ্ট করিতেছে"—এরূপ সংবাদ কয়েকটী জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

—•—

বিহার ও উড়িষ্যা

বিহার ও উড়িষ্যায় আনুমানিক ২৮৯০০০ একর জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর এই সময়ে ২২৬০০০ একর জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছিল। পুরী ও পাটনার কোন কোন স্থান ব্যতীত প্রায় সমস্ত জেলাতেই শস্যের অবস্থা ভাল।

—•—

বাংলাদেশ

সারা বাংলা দেশে মোট ২০৯০০০ একর জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছে। আবাদ হইবার সময় প্রথমতঃ আকাশের অবস্থা বেশ ভালই ছিল এবং সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে চারাগুলিও শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মার্চ্চ হইতে মে মাসের ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত ভালরূপ বৃষ্টি হয় নাই, সেজন্য আঁকের ক্ষতি হইয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর বাংলার কয়েকটী জেলায় আঁকের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হউক, তারপর বৃষ্টি হওয়ায় আঁকের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে আঁকের অবস্থা আশাপ্রদ ও সন্তোষজনক।

—•—

বিদেশে আঁকের অবস্থা

মেসার্স উইলেট ও গ্রে সাহেব অনুমান করেন যে, ১৯২৬—২৭ সালে সারা পৃথিবীতে ২৩৩৩৭০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইবে। কিউবাতে অনুমানিক ৪৫০৮০০০ টন চিনি পাওয়া যাইবে। হাওয়েন দ্বীপের আঁক বেশ ভালই জন্মিয়াছে। আর্জ্জেন্টাইনে আনুমানিক ৪০০০০০ টনের কিছু বেশী চিনি পাওয়া যাইবে। ব্রেজিলে ৭০০,০০০ টন উৎপন্ন হইবে। কিন্তু গত বৎসর ব্রেজিলে ইহা অপেক্ষা ৫০০০০ টন চিনি কম উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯২৭—২৮ সালে মরিসাসে অনুমান ২৩৫০০০ টন চিনি পাওয়া যাইবে। গত বৎসর এখানে ১৯৬০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ফরমোসায় ৪১৫০০০ টন ও ফিলিপাইনে ৫৭৫০০০ টন চিনি পাওয়া যাইবে।

১৯২৭—২৮ সালে আঁকের অবস্থা খুব ভালই দেখা যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াতে অনুমান ৪০০০০০ টন চিনি পাওয়া যাইবে। গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় ৪১৫০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং এবার প্রায় ১৫০০০ টন চিনি কম উৎপন্ন হইবে। তাহার কারণ প্রচুর বৃষ্টি হইয়া শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

———

তিলের অবস্থা

বিহার ও উড়িষ্যা

পুর্ণিয়া ব্যতীত বিহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্র তিলের আবাদ হয়, কিন্তু পালামৌ, সম্বলপুর, সাঁওতালপরগণা ও আঙ্গুলেই তিলের আবাদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। ত্রিহুতেও খুব বেশী জমীতে তিলের চাষ হয়। সাহাবাদ, আঙ্গুল এবং পুরী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত স্থানের আবহাওয়া ভাল। পোকা লাগায় আঙ্গুলের শস্যের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে বিহার ও উড়িষ্যায় ১৩৩৩০০ একর জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছে। কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থানে এখনও তিলের আবাদ সারা হয় নাই। আঙ্গুল ব্যতীত প্রায় সকল স্থানের তিলের অবস্থাই বর্ত্তমানে ভাল দেখা যাইতেছে।

—o—

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের সমস্ত জেলাতে উপযুক্ত সময়েই বীজ বপন করা হইয়াছিল; কিন্তু জব্বলপুরে দেরীতে বীজ বপন করা হইয়াছিল। রবি তিল এখনও বোনা আরম্ভ হয় নাই। বর্ত্তমানে মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে আনুমানিক ৪৭৭৩০১ একর জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছে। এখানে তিলের অবস্থা বর্ত্তমানে খুবই ভাল দেখা যাইতেছে।

—o—

মাদ্রাজ

জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাদ্রাজে আনুমানিক ৩৭৩৪০০ একর জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর ঠিক ঐ সময়ে ১১১৫০০ একর জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরে বেশী জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছে। বীজ বপনের সময় বৃষ্টি হওয়ায় লোকে বেশী জমী আবাদ করার সুযোগ পাইয়াছিল। গোদাবরী, চিঙ্গলপুট, দক্ষিণ আরকট, উত্তর আরকট, স্যালেম ও কইমবাটুরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জমী আবাদ হইয়াছে। এই কয়েক স্থানে ১১১৪০০ একর জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর ঐ স্থানে ৬০৩০০ একর জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছিল।

অনাবৃষ্টির জন্য চিটুর ও উত্তর আরকটে তিলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

—o—

যুক্তপ্রদেশ

যুক্তপ্রদেশে যে সকল জেলায় প্রচুর পরিমাণে তিল উৎপন্ন হয়, সে সকল স্থানে যথা সময়েই বীজ বপন করা হইয়াছিল। জুলাই মাসে সমস্ত স্থানে সমান বৃষ্টি হইয়াছিল, এবং যে বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে শস্যের উপকারই হইয়াছে। এখনও যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বত্র বীজ বোনা শেষ হয় নাই, সুতরাং কত একর জমীতে তিল বোনা হইলে, তাহার সঠিক সংবাদ এখানে এখন দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

—o—

বাংলাদেশ

জমীতে লাঙ্গল দেওয়া ও বীজ ছিটাইবার সময় জলবায়ুর অবস্থা ভালই ছিল। সুতরাং ঠিক সময়েই জমী আবাদ করা ও বীজ রোপণ করা হইয়াছিল। মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি জেলায় তিলের চারাগুলি সেরূপ ভাল বাড়িতে পারে নাই। ইহার পর হইতে তিলের অবস্থা একটু ভালই দেখা যাইতেছে। কিন্তু কোন কোন জেলাতে নদীতে বান আসায় তিলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যাহা-হউক, মোটের উপর বাংলা দেশে তিলের অবস্থা বর্ত্তমানে ভালই দেখা যাইতেছে।

সারা বাংলা দেশে ৯৮৮০০ একর জমীতে তিলের আবাদ হইয়াছে ; কিন্তু গত বৎসর ঐ স্থানে ১০৭৫০০ একর জমীতে তিলের চাষ হইয়াছিল।

প্রতি একর জমীতে প্রায় ৬ মণ তিল পাওয়া যায়। সেই অনুপাতে বর্ত্তমান বৎসরে বাংলায় ১৬১০০ টন তিল পাওয়া যাইবে। গত বৎসর ১৬৪০০ টন তিল পাওয়া গিয়াছিল।

—•—

চীনাবাদামের অবস্থা

যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছ, তাহাতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে মোট আনুমানিক ১৬৮২০০০ একর জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছে ; গত বৎসর ঠিক এই সময়ে ১১৯৭০০০ একর জমীতে চীনা-বাদামের আবাদ হইয়াছিল। বীজ বপন করিবার সময় জলবায়ুর অবস্থা ভালই ছিল, এবং বর্ত্তমানে চীনা-বাদামের অবস্থা সন্তোষজনক। বর্ত্তমান সালে কোন্ প্রদেশে কত একর জমীতে চীনাবাদাম আবাদ হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল।

মাদ্রাজ	২০৫০০০ একর
ব্রহ্মদেশ	৫১৩০০০ ”
বোম্বে	৬৬৪০০০ ”
মোট	১৩৮২০০০ ”

—•—

মাদ্রাজ

মাদ্রাজে মে মাস পর্য্যন্ত আনুমানিক ৫৬০০০ একর জমীতে চীনাবাদাম লাগান হইয়াছিল ; কিন্তু গত বৎসর ঐ সময়ে ৫১০০০ একর জমীতে চীনা-বাদামের আবাদ হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে প্রায় চারি হাজার একরের বেশী জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছে। চীনাবাদামের আবাদ এইরূপ বাড়িয়া যাইবার কারণ, বর্ত্তমানে চীনাবাদামের চাহিদা ও মূল্য দেশের সর্ব্বত্রই বাড়িয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ হইতে অনুমান ৪৯০০০ টন চীনাবাদাম পাওয়া যাইবে। গত বৎসর মাদ্রাজ হইতে ঐ সময়ে ৪৪০০০ টন চীনাবাদাম পাওয়া গিয়াছিল।

কোন কোন স্থানে ফল পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ আরকট ও তাঞ্জোরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব

বৎসরে যেরূপ চীনাবাদাম পাওয়া গিয়াছিল, এবারেও সেইরূপ পাওয়া যাইবে অনুমান হয়; কিন্তু চিটুর ও দক্ষিণ আরকটে ফসল ভাল হইবে বলিয়া মনে হয়না, কারণ অনাবৃষ্টির দরুণ এখানকার ফসল অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। স্যালেম ও কইমবাটুরে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ১৪৯০০০ একর জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর এখানে ১১৫০০০ একর জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছিল; সুতরাং বর্ত্তমান সালে কিছু বেশী জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছে। ইহার কারণ বীজ বপন করিবার সময় ভাল বৃষ্টি হইয়াছিল। স্যালেমে প্রত্যেকবার যেরূপ ফসল পাওয়া যায়, অনুমান এবারও সেইরূপ পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে; কইমবাটুরে বোধ হয় অন্যবারের তুলনায় এবার কিছু বেশী চীনাবাদাম পাওয়া যাইবে। সর্ব্বসমেত মোটামুটি ৭৭০০০ টন চীনাবাদাম পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু গত বৎসর ঐ স্থানে ৫২০০০ টন চীনাবাদাম পাওয়া গিয়াছিল।

—•—

ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মদেশে আনুমানিক ৫১৩০০০ একর জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর ঠিক ঐ সময়ে সেখানে ৫১২০০০ একর জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছিল। এখানে বৃষ্টি ঠিক সময়েই হইয়াছিল বলিয়া উপস্থিত শস্যের অবস্থা সন্তোষজনক। কিন্তু কয়েকটী জেলায় আরও বৃষ্টি হওয়া দরকার।

—•—

বোম্বাই প্রদেশ

বোম্বাই প্রদেশের এখনও সমস্ত স্থানের সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই, এবং যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখ পর্য্যন্ত। ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বোম্বাই প্রদেশে আনুমানিক ৬৬৪০০০ একর জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে ভারতীয় ষ্টেটে ১২২০০০ একর জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা, আলোচ্য বর্ষে বেশী পরিমাণ জমীতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছে; ইহার কারণ চীনাবাদাম চাষের প্রতি সকলেরই প্রায় একরূপ টান পড়িয়াছে, এবং বীজ বপন করিবার সময় ভালরূপ বৃষ্টিও হইয়াছিল।

—•—

সমালোচনা

১। সুবাসিত ক্যাষ্টর অয়েল

৯১এ, শরৎ ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ডাঃ এস্, সি. বিশ্বাসের নিকট হইতে আমরা এক বোতল সুবাসিত ক্যষ্টর অয়েল উপহার পাইয়াছি। ইহার গন্ধ অতি মনোরম ও স্নিগ্ধ। বহু বৎসর যাবত এই তৈল বাজারে প্রচলিত আছে এবং সকলের প্রীতি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে। এক বোতলে একমাস ব্যবহারোপযোগী তৈল থাকে। তৈলের পরিমাণ হিসাবে ও উৎকৃষ্টতায় ইহার মূল্য যথাসম্ভব কমই বলিয়া মনে হয়। ডাক্তার এস, সি. বিশ্বাস নিজ তত্ত্বাবধানে এই তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই তৈলটী ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলি। ডাঃ বিশ্বাসের অন্যান্য নানা প্রকার জিনিষ আছে। বিস্তারিত জানিতে হইলে ৯এ, শরৎঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা—এই ঠিকানায় ডাঃ এস, সি, বিশ্বাসের নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

২। ধোবিরাজ

ফুলেলিয়া পারফিউমারী হইতে "ধোবিরাজ" নামক কাপড় কাচা একখানি সাবান আমরা উপহার পাইয়াছি। লণ্ডণ ও প্যারি প্রত্যাগত বিখ্যাত ক্যামিষ্ট মিঃ জে. চক্রবর্ত্তী বি, এস, সি, এই সাবান বাহির করিয়াছেন। বর্ণে, গন্ধে, গুণে ও আকারে কাপড় কাচা সাবানের মধ্যে ইহা যথার্থই রাজা আখ্যা পাইবার যোগ্য। দুনিয়ায় যত রকমের কাপড় কাচা সাবান প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে Sunlight Soap এর তুলনা নাই; কিন্তু দাম বেশী বলিয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই সাবান ব্যবহার করা সম্ভব নহে। তাহার পরেই Gossage এর বারসোপ বাজার দখল করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা সোপ ফাক্টরীর "নির্ম্মলিন" সাবান Gossage এর সাবানকে এক প্রকার কাণা করিয়া দিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি বাজারে নির্ম্মলিনের এমন টান্ ছিল যে, অনেক সময় ফ্যাক্টরী হইতে চাহিদানুরূপ জোগান দিতে না পারায় দোকানীরা বেশী দামে নির্ম্মলিনের পেটী বেচিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে, কলিকাতা সোপ ফ্যাক্টরী ফেল হইয়া যাওয়ায় নির্ম্মলিন সাবান বাজারে আর পাওয়া যায় না। এই সময়ে মিঃ চক্রবর্ত্তী "ধোবিরাজ" বাহির করিয়া খুব বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, এযাবৎ দেশীয় প্রচেষ্টায় যতরকম কাপড় কাচা সাবান বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে "ধোবিরাজ" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে। ইহা দেখিলেই না কিনিয়া থাকা যায় না; কিন্তু সাবানটা বাহির করিলেই হইল না, উহা বাজারে প্রচলন করাই প্রধান কাজ। আমরা বহুবার আমাদিগের কাগজে লিখিয়াছি, একটা যথার্থ ভাল জিনিষ বাহির করা খুব শক্ত নহে লোক, টাকা ও মাল মসলা (Men, money and materials) যোগাড় করিতে পারিলে অনেক জিনিষ বাজারে বাহির করা যায়; কিন্তু বাজারে বাহির করা এক কথা, আর বাজারে সেই জিনিষ চালানো সম্পূর্ণ বিভিন্ন কথা। দুঃখের বিষয়, আমাদের Manufacturer রা এ দিকটা একেবারে ভুলিয়া যান, অথবা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া জানিয়াও কোন উপায় করিতে পারেন না। তাই খুব ভাল জিনিষও উপযুক্ত চেষ্টা, যত্ন ও organisation এর অভাবে বাজারে প্রচলিত হয় না। "ধোবিরাজ" সাবান এইরূপ একটা উৎকৃষ্ট জিনিষ। চালাইবার চেষ্টার অভাবে যদি এ জিনিষটা বাজারে প্রচারিত না হয়, তবে আপ্‌শোষের কথা বলিতে হইবে। আমরা আমাদের ব্যবসায়ী গ্রাহকদিগকে পূজার বাজারে ২।১ পেটী "ধোবিরাজ" নিতে পরামর্শ দিতেছি। খরিদদার একবার দেখিলে লুফিয়া লইবে এবং ব্যবহার করিলে অন্য কাপড় কাচা সাবান আর ছুঁইবে না। ৯১।১ বি, মাণিকতলা ষ্ট্রীটে "ফুলেলিয়া পারফিউমারীতে" চিঠি লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন; আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে ?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই ; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি-মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

অনুপনগর বাজার (ধুলিয়ান), মুর্শিদাবাদ

গাঁজা চাষের একটি প্রধান কেন্দ্র

প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণের তালিকা

[পোঃ ধুলিয়ান, রেলওয়ে ষ্টেসন ধুলিয়ান গ্যাঞ্জেস্ , ই, আই, আর]

ষ্টেসনারী দোকান

১। যামিনী মোহন দাস
(এলুমিনিয়াম, বিড়ির তামাক ও পাতা বিক্রেতা)
২। রামলাল সাহা
২। যোগেন্দ্রনাথ দাস

তেল, লবণ, ডাল, চাউল, ঘি, ময়দা, চিনি, মসলা ইত্যাদি

১। মহাদেব আগরওয়ালা (ঘি)
২। তপেশচন্দ্র সাহা
৩। অটলচন্দ্র সাহা
৪। সেকন্দর মুন্সী
৫। মনোহর সাহা
৬। যোগেন্দ্রনাথ দাস
৭। ক্ষুদিরাম সাহা

কাপড়, চাদর, ছাতা, আলোয়ান ও ছিট ইত্যাদি

১। তিলপৎ সিং বয়েদ
২। নিমচাঁদ সিং বয়েদ
৩। কমল " "
৪। চাঁদমল সেরাওগী
৫। কিষণলাল " "
৬। লছমি " "
৭। পান্নালাল ঠাকুর
৮। সতীরঞ্জন রায় চৌধুরী
৯। যতীন সিংহ
১০। ছুগালাল সেরাজী
১১। বক্তার বিশ্বাস

কাটা কাপড় ও ছিট ইত্যাদি

১। সেকেন্দর বিশ্বাস
২। গোলাপ মোমিন্
৩। কুমদ্দি মোমিন্

দরজী

১। ভাদরু খলিফা
২। নবী খলিফা
৩। দীলমহম্মদ " "
৪। উমেদ আলী " "

৫। ইস্মাইল
৬। পাতানু
৭। সুহাদ্দি
৮। কেকু
৯। এসান
১০। ক্ষুদি
১১। ফকির
১২। সোলেমান্
১৩। দীনু
১৪। মুবা
১৫। আল্লাবক্স
১৬। ওয়াহেদ
১৭। আতিম
১৮। মালাবক্স মুন্সী
১৯। নাসিরুদ্দিন খলিফা
২০। হারু খলিফা

টিন ও ষ্টিলের বাক্স ইত্যাদি

১। রেফাতুল্লা বিশ্বাস
২। মহম্মদ

ঘড়ী ও সাইকেল মেরামতকারী ও বিক্রেতা

১। আব্দুল সোভান
২। সূর্য্যনারায়ণ রায়

ঔষধ বিক্রেতা ও চিকিৎসক (ডাক্তার)

১। আশুতোষ পাল
২। বসন্ত সরকার
৩। বিমলাপদ দাস
৪। সোলেমান্ বিশ্বাস
৫। ঋষিরঞ্জন রায় চৌধুরী
৬। যুগলকিশোর রায় চৌধুরী
৭। অতুলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত
৮। অবনীভূষণ সেনগুপ্ত

সোণা, রূপা, দস্তা ইত্যাদি বিক্রেতা

১। চাঁদমল সেরাওগী
২। নিমচাঁদ সিংবয়েদ
৩। তিনপৎ " "

পিতল কাঁসার বাসন বিক্রেতা

১। বনমালী দাস
২। হরিহর দাস
৩। তপেশ চন্দ্র সাহা

আড়তদার, মহাজন ও পাট ব্যবসায়ী

১। নির্ম্মলকুমার সিং নওলক্ষা
২। তিনকড়ি মুন্সী
৩। আব্দুল সর্দ্দার
৪। নগেন্দ্রনাথ দাস
৫। ধীরেন্দ্রনাথ রায়
৬। মনোহর দাস
৭। সীতারাম সিং
৮। নন্দলাল নাথ

জুতা ব্যবসায়ী

১। ইদ্রিস সেখ
২। মদন খলিফা
৩। আবদুল সোভান মুন্সী

বিড়ি ও তামাকের দোকান

১। কালীকৃষ্ণ আচার্য্য
২। তপেশ চন্দ্র
৩। লতিফ্ খাঁ

ফলওয়ালা

১। মহম্মদ সেখ
২। দীল মহম্মদ সেখ

কয়লাওয়ালা

১। ইদ্রিস্ খলিফা
২। সোহিদ্ খলিফা

খাবারের দোকান

১। কুঞ্জলাল সরকার
২। প্রজাপতি সাহা
৩। মধুসূদন দাস
৪। রাধারমণ দাস

স্বর্ণকার

১। বিষ্ণুপদ চন্দ্র
২। মহেন্দ্র স্বর্ণকার
৩। অনন্তলাল দাস

মৎস্য ব্যবসায়ী

১। ফজরালী মহালদার
২। রহিমবক্স
৩। এলাহি
৪। কালু মহালদার
৫। মিঠু মহালদার
৬। ইব্রাহিম মহালদার

লৌহ ও জাঁতি ব্যবসায়ী

১। নিতাই কর্ম্মকার
২। যদুনাথ „

অহিফেন, গাঁজা ও মদ বিক্রেতা

১। অর্দ্ধেন্দু বাগ্‌চী

ধান্য বিক্রেতা

১। খোদাবক্স মহালদার
২। সাদিক্ „
৩। সিদ্দিক্ „
৪ ধ্বনি „
৫। মনোহর সাহা
৬। কাদির বক্স মহালদার
৭। হোসেন „

কেরোসিন তৈল বিক্রেতা

১। চাঁদমল সেরাওগী
(এজেন্ট—এসিয়াটিক্ পেট্রোল কোং)
২। রামলাল সাহা
৩। ক্ষুদিরাম সাহা

ফুল বাগান

মরসুমী বীজ বপন করিবার সময় আগত। এষ্টর, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্রিয়ান্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি ফুলগাছের বীজ এখন বপন করিতে হইবে।

বর্ষার সময়ে ফুল বাগানের টবের গাছের টব পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সময়ে মালীরা অনেক সময় অজ্ঞতাবশতঃ বা আলস্যবশতঃ সাম্নে যে টব পায়, তাহাই ব্যবহার করে। এইরূপ যে-সে টব ব্যবহার করায় গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং গাছ ভালরূপ বাড়ে না; সুতরাং এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। তারপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতিও বিশেষ নজর রাখা উচিত। ময়লা টবে চারা বসাইবে না। এই কথাতে অনেকে ভাবিবেন যে, ইহা বেশী বলা হইল; কারণ যে টবে মাটী দিয়া চারা বসাইতে হইবে, তাহা আর ময়লা হইলে ক্ষতি কি? কিন্তু ক্ষতি আছে। আশানুরূপ ফল পাইতে হইলে পরিষ্কৃত টব ব্যবহার করা উচিত।

তারপর আর একটা জিনিব দেখিবার আছে। মালীরা অনেক সময় বড় গাছ ছোট টবে এবং ছোট গাছ বড় টবে বসায়। ইহাতে ফল বড় খারাপ হয়। বড় গাছ ছোট টবে বসাইলে গাছের শিকড় আশানুরূপ বাড়িতে পায় না, এবং সেই সঙ্গে পাতা ও ফুলের সৌন্দর্য্যও সেইরূপ নিকৃষ্ট হয়। ছোট গাছ বড় টবে বসাইলে, শিকড়গুলি অত্যন্ত বেশী বৃদ্ধি পায় এবং ছোট শিকড়গুলি চারিদিকে না বাড়িয়া পাশের দিকে বাড়ে।

বর্ষাকালে চন্দ্রমল্লিকার গাছে একপ্রকার ছোট ছোট কাল পোকা দেখা যায়। ইহা দূর করিতে হইলে, কেরোসিনের টিনের এক টিন গরম জলে এক ছটাক সাবান মিশাইয়া তাহা ঠাণ্ডা হইলে, পিচকারী দিয়া উহা গাছে লাগাইবে। একবার দিয়া যদি ভাল ফল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে দুই তিনবার পিচকারী দিয়া ঐরূপ জল গাছে লাগাইবে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে বেগোনিয়া প্রভৃতি গাছের পাট করিতে হইবে। গোলাপের কলম এই সময় করিতে পারা যায়। বর্ষা না থামিলে পার্ব্বত্য প্রদেশে সব্জী উৎপাদনের সুবিধা হয় না। পাহাড়ে আঙ্গুর গাছ এই সময়ে অত্যন্ত বাড়িতে থাকে। আঙ্গুর গাছগুলিকে এরূপভাবে দ্রুত বাড়ীতে দেওয়া উচিত নহে। আঙ্গুর গাছগুলির ডালপালা কাটিয়া ও ছাটিয়া দেওয়া উচিত, এবং গোঁড়া খুঁড়িয়া দিবে—তাহাতে গাছের বৃদ্ধি কমিবে।

সব্জী বাগান

শীতের আবাদের জন্য সব্জী বাগানের কাজ এই সময় হইতেই পুরাপুরিভাবে আরম্ভ করিবে। "রবি খন্দে"র চাষের আয়োজন ভাদ্রমাস হইতেই করা উচিত। কার্য্যগতিকে যদি ভাদ্রমাসে না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আশ্বিন মাসেও চলিতে পারে। মাটী উপযুক্তভাবে চষিয়া যদি বর্ষার জল জমিতে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা না যায়, তাহা হইলে রবি-শস্যের ফসল আশানুরূপ হইবে না। মটর, পালম শাক, টক পালম, কনক নটে, মূলা, লাউ, কুমড়া, পাটনাই ফুলকপি ও তিল এই মাসেও বুনিতে পারা যায়; তবে ভাদ্রমাসে একাজ সম্পন্ন হইলেই ভাল হয়।

আলু এই সময় বসান উচিত। পিঁয়াজ চাষেরও এই উপযুক্ত সময়। পটল, আলু, তাল এই সময় লাগাইতে পারা যায়। সেলেরী (Calery), এস্‌পারগাস (Aspargus), টোমাটো বা বিলাতী বেগুন প্রভৃতি বিলাতী সব্জীর বীজ এখনও বপন করিতে পারা যায়।

ফলের বাগান

লেবুগাছ ছাটিয়া দিতে হইবে। আনারসের চারা বসাইতে হইবে। পার্ব্বত্য প্রদেশে আপেল, পিয়ারা এবং কুল পাকিবার সময় হইয়াছে। পাখীতে যাহাতে এই সকল ফল নষ্ট করিতে না পারে, তাহার জন্য জালের ব্যবস্থা করিবে।

আর একটা কার্য্য করা উচিত। যে ডালের ফল পাকিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, সেই ডাল কাটিয়া ফেলিবে। এপ্রিকট, পিয়ার এবং আপেলের চারা বসাইবার ইহাই সময়।

ভাদ্রের শেষ ও আশ্বিনের প্রথম পক্ষ

বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা পায় এরূপ স্থলে (হোগলা বা দরমার আবরণ দিয়া), সেলেরীর বীজ গাম্‌লায় বপন কর। ইহার বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিছু কালবিলম্ব ঘটে। চারাগুলি সবল সুস্থ হইলে, কার্ত্তিক মাসে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপন করিবে। এস্পারা গাছের বীজও এই সময় বপন করা যায়। উৎপন্ন চারা কার্ত্তিক মাসে নাড়িয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। কুলি বেগুনের বীজ "বীজতলায়" বা গাম্‌লায় এই সময়ই বপন করিবে।

১৯২৭ সালের জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে কোন্ প্রদেশে কত টন কয়লা খনি হইতে উঠিয়াছে, এবং কত টনই বা বিক্রয় হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জুন মাস

প্রদেশের নাম	কত কয়লা হইয়াছে টন হিঃ	কত বিক্রয় হইয়াছে টন হিঃ
আসাম	২৬৬৫৭	২৫৩৬৭
বেলুচিস্থান	৭৯১	৮৬০
বাংলাদেশ		
রাণীগঞ্জ কয়লার খনি	৪৪২৪৩০	৪১৩৬০৩
বিহার ও উড়িষ্যা		
রাণীগঞ্জ কয়লার খনি	৭২৫৫০	৬৪৯৩৪
ঝরিয়া	৮২০৫৮৪	৭৪৯৬০৩
বোকারো	২০৭০৯৫	২০০৬১৩
গিরিডি	৭৭৩	
রাজমহল	৫১	৫১
রামগড়	১০	১
জৈন্তিস্থি	৫৭৫৩	৪৮৫৪
পালামৌ কোল্‌ফিল্ড	১০২	১৩
হিঙ্গির রামপুর, (সম্বলপুর) কোল্‌ফিল্ড	১৭৩০	১৩৩১
কারণপুরা কয়লার খনি (বিহার ও উড়িষ্যায়)	১৯২২৫	২১৮৭৮
মোট	১২০৪৭৫৫	১১১৬১৪৭
মধ্যপ্রদেশ		
পেঞ্চ উপত্যকা কয়লার খনি	৩৭৬৯৮	৪০১৯৩
চণ্ড কয়লার খনি	১১৯৫১	৯৫৫১
ইয়টমল য়োপালি কয়লার খনি	...	...

বেটুল খনি	...	...
(মধ্যপ্রদেশে)		
মোট	৫২১৪৪	৪৭২৪৯
পাঞ্জাব	৩৮৩৫	৪৮৭৮
সর্ব্বসমেত মোট	১৭৩০৩১২	১৬০৮১০৪

জুলাই মাস

আসাম	২২৮৭৮	২১২০৮
বেলুচিস্থান	৮৩৮	৮৮৮

বাঙ্গালাদেশ

রাণীগঞ্জ কয়লার খনি	৩৮০৩৬৬	৩৬৭৯০৪

বিহার ও উড়িষ্যা

রাণীগঞ্জ কয়লার খনি	৬৩০৫৩	৬১৫৮৫
ঝরিয়া	৬৭৩১৬৫	৬৬৪৬৫৮
বোকারো	১৬২২৬৫	১৬০১৯৮
গিরিডি	৫১৬২৮	৪৮৩৩৩
রাজমহল	১৩	১৩
রামগড়	...	...
জৈন্তিয়া	৪১০৯	২৮০৩
পালামৌ কোল্‌ফিল্ড	৩৬	১০
হিঙ্গির রামপুর কোল্‌ফিল্ড	১৫৪৪	১২১০
কারণপুরা কয়লার খনি	২০১২৪	২০৮২৫
(বিহার ও উড়িষ্যায়) মোট	৯৭৫৯৩৭	৯৫৯৬৩৫

মধ্যপ্রদেশ

পেন্স উপত্যকা কয়লার খনি	৩৭১২২	৪০৮৭১
চণ্ড কয়লার খনি	১০২৭৮	৭৭০৬
ইয়টমল	...	...
মোপানি কয়লার খনি	...	...
বেটুল খনি	...	...
(মধ্যপ্রদেশে) মোট	৫১১৪৯	৪৫০২৮
পাঞ্জাব	২১০০	২০১০
সর্ব্বসমেত মোট	১৪৩৩২৬৮	১৩৯৬৬৭৩

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, কিম্বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন; কিন্তু বাংলার, বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়লে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। Referenceএর উপরে অনেক নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

মহুয়া ফুল

(কিউ—৬৫) রাজগঞ্জপুরের (বিহার ও উড়িষ্যা) জনৈক ব্যবসায়ী মহুয়া ফুলের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 7 VII)

হরিতকী ও চালমোগরা বীজ এবং তৈল

(কিউ—৬৬) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী রাজপুর, জব্বলপুর এবং বিমলীতে যাঁহারা হরিতকী সরবরাহ করেন এবং চট্টগ্রামে চাউলমোগরার বীজ ও তৈল সরবরাহ করেন, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G 14. VII)

কাঠ

(কিউ—৬৭) মালাবারের জনৈক ব্যবসায়ী, যাঁহারা সেগুন ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের মজবুত ও দামী কাঠ খরিদ করেন, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 14. VII)

পিতলের পাত্র

(কিউ—৬৮) বাঁকুড়ার (বাংলাদেশ) জনৈক ব্যবসায়ী পিতলের ও জার্ম্মান সিলভারের বিবিধ প্রকারের দ্রব্যাদি ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T G. 21. VII)

Embroidered Numdahs

(কিউ—৬৯) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী পাঁড়ে সিল্কের কাজ করা নামদা ইত্যাদি দ্রব্যাদি ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 21 VII)

তালের কাঠি ও নারিকেলের ছোবড়া

(কিউ—৭০) কাণপুরের জনৈক ব্যবসায়ী তালের কাঠি ও নারিকেলের ছোবড়া সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 21. VII)

সিল্কের ছাট্‌কাট্‌

(কিউ—৭১) অমৃতসরের (পাঞ্জাব) জনৈক ব্যবসায়ী সিল্কের ছাট্‌-কাট্‌ ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. G. 21. VII)

কলা

(কিউ—৭২) জেকোশ্লোভেকিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী টাটকা কলা রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 21. VII)

শুকনো গোমাংসের আঁত (অন্ত্র)

(কিউ—৭৩) জেকোশ্লোভেকিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী শুক্‌না গোমাংস রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G.21.VII)

Cotton waste (সূতার ছাট্‌)

(কিউ—৭৪) নর্ডের (ফ্রান্স) জনৈক ব্যবসায়ী সূতার ছাট-কাট রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। T. G. 21. VII)

কাপড় ও থলে

(কিউ—৭৫) হাঙ্গেরীর জনৈক ব্যবসায়ী কাপড় ও থলে রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 21. VII)

লেণ্টিল (Lentil)

(কিউ-৭৬) পিটাসবার্গের জনৈক ব্যবসায়ী, যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে মশুরী বিদেশে রপ্তানি করেন, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. G. 1 VII)

পুরাতন পাটের থলে

(কিউ-৭৭) হাজারীর জনৈক ব্যবসায়ী, পুরাতন পাটের থলে রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 21 VII)

Chrome Ore

(কিউ-৭৮) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী উল্লিখিত ক্রম ধাতুর সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 28 VII)

মাছের তৈল

(কিউ—৭৯) কাণপুরের জনৈক ব্যবসায়ী মাছের তৈল সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 98 VII)

ধাতুর ছাট্‌কাট্‌

(কিউ-৮০) বাঁকুড়ার (বাংলা দেশ) জনৈক ব্যবসায়ী ধাতুর ছাট্‌কাট্‌ সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. G. 28 VII)

আমলতা (Cassia Fistula Pods)

(কিউ-৯১) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী আমলতা গাছের ফল বিক্রেতা ও রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। আমলতাকে স্থানভেদে সোনালী এবং বানরনড়ীও বলা হয়। (T. G. 11 VIII)

Hide Fleshings

(চাম্‌ড়ার গাত্র সংলগ্ন মাংস)

(কিউ-৯২) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী উক্ত দ্রব্য সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. G. 11 VIII)

তামাক

(কিউ-৯৩) গাজীপুরের (যুক্তপ্রদেশ) জনৈক ব্যবসায়ী তামাক ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 11 VIII)

রঙ্গীন সূতার ছাট্‌কাট্‌

(কিউ-৯৬) তুতিকরিনের (দক্ষিণ ভারত) জনৈক ব্যবসায়ী রঙ্গীন সূতার ছাট্‌কাট্‌ ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 28 VIII)

অপরাং (Dragon's Blood)

(কিউ—৯৭) কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী, অপরাং বিক্রেতা ও রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 25 VIII)

তিমি মাছের চাম্‌ড়া

(কিউ-৯৮) জেনোয়ার (ইতালী) জনৈক ব্যবসায়ী, তিমি মাছের শুক্‌না চাম্‌ড়া রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 25 VIII)

বাঙ্গালাদেশের চায়ের অবস্থা

(১৯২৬-২৭)

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কিরূপ পরিমাণে চায়ের আবাদ হয়, এবং কতগুলি চা বাগান দেশীয় লোকের অধীনে পরিচালিত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বাহির হইয়াছে। চা কেবলমাত্র বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষেই, প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, পরন্তু প্রতি বৎসর বাংলাদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার চা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশ হইতে গত দুই বৎসরের মধ্যে কি পরিমাণ চা বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

স্থানের নাম	(১৯২৫-২৬) পাউণ্ড	(১৯২৫-২৬) লক্ষ টাকা হিঃ	(১৯২৬-২৭) পাউণ্ড	(১৯২৬-২৭) লক্ষ টাকা হিঃ
যুক্ত রাজ্য	১৬৮৮৭৮৬০১	১৬৯২.৪১	১৭৭১৯৩৭১২	১৪৮৯.৩৫
কানাডা	৭৯৪২৮১৭	৫৬.২৯	১১৫২৬২৫০	৮৩.১২
অষ্ট্রেলেশিয়া	৬৩৫৯০৪১	৫৪.৬০	৮৭৪৯৮৩৩	৬০.৮৭
ইউনাইটেড ষ্টেটস্	৫৯০১২০৯	৩৮.১০	৭৫৮৪২২৩	৬১.৫২
আফ্রিকা	৫৪৩৮০৮৮	৪১.১৯	৭৫২৪২৫৮	৬০.১০
পারস্য	১৪৪৯২০৬	১৫.১৯	৫৫৩৪৫৪৬	৩৪.৮৮
মেসোপোটেমিয়া	২০৬৭১৫০	১৩.৮৪	৩৩৬৫৬৯০	২৪.১৮
দক্ষিণ আমেরিকা	১৬০২৮০৮	১২.৭৩	১৩২৩১১১	১০.৮৫
এশিয়াস্থ তুরস্ক	৩৫৪৬১০	২.৬৯	৫২৭৭৮৪	৪.৫০
চীন	২০৮৭৮৮৪৬	১১.৮৭	৪৭১২৫৬	৪.১৩
জার্ম্মাণী	৩৭১১৪৩	৩.৩৯	৪৬১৭৫৫	৩.৮৬
ফ্রান্স	১৫৭১৮৯	১.২৮	১৪৪২৩২	১.০৩
রুশিয়া	২০৬০৯২৮	১২.৩২	১০০৯০০	.৮৮
অন্যান্য দেশ	৩০৯১৮৯৬	২৪.০০	৪৩৫০৭৭১	৩৫.৯০
মোট	২০৭৬৫২৯১৮	১৭৭০.৬০	২২৮৮৩৯২২১	১৮৭৫.৯৭

কালকাতায় নিলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল
(১৯২৭-২৮)

সেল নং ১

স্থানের নাম	১৭ই জুন কত প্যাকেট	৭ই জুন পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	২৮৪৭	৸/০ আনা
কাছাড়	২১২২	৷৶১০ পাই
শ্রীহট্ট	২২৬৯	।৶৬ „
দার্জ্জিলিং	৫৬০৩	১৶১০ „
	৫৯৯৯	৸৶৫ „
তেরাজ	৬৮৩	৸০ আনা
ত্রিপুরা	১৩২	৷৵৫ পাই
মোট—	১৯৭০৫	৸৶৪ পাই

সেল নং ২

স্থানের নাম	১৪ই জুন কত প্যাকেট	১৪ই জুন পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	২২২৫	৸/২ পাই
কাছাড়	১১৭৪	৷৶৭ „
শ্রীহট্ট	১২১৮	৷৶১০ „
দার্জ্জিলিং	৪১০৯	১৶৯ „
ডুয়ার্স	২৯৪৯	১৲১ পাই
তেরাজ	১৪৬	৷৶৯ „
ত্রিপুরা	২৪	৷৶২ „
চট্টগ্রাম	৯৪	৷৶২ „
ছোটনাগপুর	৪৭	৸৵৩ „
	১১৯৮৬	৸৶৬ পাই

সেল নং ৩

স্থানের নাম	২১শে জুন কত প্যাকেট	২১শে জুন পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	১৯৪৫	৸৶৮ পাই
কাছাড়	৮৭৪	৸১১ „
শ্রীহট্ট	৮২২	৸৫ „
দার্জ্জিলিং	১২০৭	১৶৯ „
ডুয়ার্স	৪১৭৮	১/১ „
তেরাজ	৩৮৩	৸/৬ „
ত্রিপুরা	৫৩	৷৵১১ „
চট্টগ্রাম	২০৩	৸৭ „
অন্যান্যস্থান	১২	৷৮ „
মোট—	৯৬৭৭	১৲

সেল নং ৪

স্থানের নাম	২৮শে জুন কত প্যাকেট	২৮শে জুন পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	২৬১০	১৲
কাছাড়	১৯৮	৸/৩ পাই
শ্রীহট্ট	১৩১২	৸/৫ „
দার্জ্জিলিং	৯০৩	১৶২ „
ডুয়ার্স	৪৬৯৭	১৲৯ পাই
তেরাজ	৪৩২	৸/৪ „

ত্রিপুরা	৩০	৶৪ পাই
চট্টগ্রাম	২১	৷৵৯ ,,
ছোটনাপুর	৮৬	৶৵১ ,,
মোট—	১০২৪২	১৲

সেল নং ৫

স্থানের নাম	প্যাকেট	গড়ে পাউণ্ডের মূল্য
আসাম	৩৬১৯	১/১০ পাই
কাছাড়	১৮০৪	৸/১০ ,,
শ্রীহট্ট	৫৭০	৶/১০ ,,
দার্জ্জিলিং	১৪৪৬	১৷৭ ,,
ডুয়ার্স	৬৩৮১	১৲৩ পাই
তড়াই	১১৩৯	৶৵০
ত্রিপুরা	৬৪	৶৫ পাই
ছোটনাগপুর	১০৪	৶৵২ পাই
মোট—	১৫১২৭	১৲১০ পাই

সেল নং ৬

১২ই জুলাই

স্থানের নাম	প্যাকেট	গড়ে পাউণ্ডের মূল্য
আসাম	৪৫৪৫	১/৭ পাই
কাছাড়	১৭৫৬	৸/৯ পাই
শ্রীহট্ট	৩৯৯৮	৸/ ,,
দার্জ্জিলিং	১০২৩	১৷৵/১০,,
ডুয়ার্স	৮৫৩৫	৶৶/৯ ,,
তড়াই	১২৩৩	৶৵২ ,,
ত্রিপুরা	১৪২	৶১১ ,,
চট্টগ্রাম	২৭৬	৸/২ ,,
ছোটনাগপুর	৭১	৶১১ ,,
দেরাদুন	৯৩	৶২ ,,
মোট—	২০৮৪২	১৲

সেল নং ৭

১৯শে জুলাই

স্থানের নাম	প্যাকেট	গড়ে পাউণ্ডের মূল্য
আসাম	৯৮০৪	১/৪ পাই
কাছাড়	১৯৯৮	৶/৭ ,,
শ্রীহট্ট	২৯৯৫	৸/৪ ,,
দার্জ্জিলিং	১৭০২	১৷৫ ,,
ডুয়ার্স	৬৫৯৯	৶৵/২০ ,,
তড়াই	৭৬৪	৶২ ,,
ত্রিপুরা	২৮৩	৶১ ,,
চট্টগ্রাম	৩৭৫	৶০
অন্যান্যস্থান	১০	৷৶/৮ পাই
মোট—	২০৫৩০	৶৶/১০

সেল নং ৮

২৬শে জুলাই

স্থানের নাম	প্যাকেট	গড়ে পাউণ্ডের মূল্য
আসাম	৭১৪৪	১/৪ পাই
কাছাড়	২১৫৫	৸/২ ,,
শ্রীহট্ট	১৮৯০	৶৯ ,,
দার্জ্জিলিং	১৯৮০	১৷৶/৬ ,,
ডুয়ার্স	১১৫১৭	৶৵/৭ ,,
তড়াই	৫৭৯০	৸/০ ,,
ত্রিপুরা	৭৮	৷৶/৭ ,,
চট্টগ্রাম	৪৪৫	৶৲৩ ,,
ছোটনাগপুর	৭২	৸/২ ,,
মোট	২৭০৭১	৸/১১ পাই

সেল নং ৯

২রা আগষ্ট—১৯২৭

স্থানের নাম	প্যাকেট	পাউণ্ডের গড়পড়তা মূল্য	
আসাম	১০১৮৪	১/৪	পাই
কাছাড়	২১১৪	৳/১	„
শ্রীহট্ট	৩২৭৭	৷৯	„
দার্জ্জিলিং	২১৯৩	১।/০	আনা
ডুয়ার্স	৭৩৪৬	৷৶৫	পাই
তড়াই	১৪৩৫	৳/১	„
ত্রিপুরা	১০৮	॥৶৭	„
চট্টগ্রাম	১০৭	৷৩	„
ছোটনাগপুর	৪৪	৷৶৫	„
মোট	২৬৮০৮	৷৶৯	„

সেল নং ১১

১৬ই আগষ্ট—১৯২৭

স্থানের নাম	প্যাকেট	পাউণ্ডের গড় মূল্য	
আসাম	৯৬০৬	৷৶১০	পাই
কাছাড়	২৫১৫	৳/৬	„
শ্রীহট্ট	৩৮১১	৳/০	আনা
দার্জ্জিলিং	১০৩৭	১/১	পাই
ডুয়ার্স	৯৬৮৪	৷৶৩	„
তড়াই	১০৪৭	৳/৩	„
ত্রিপুরা	৩৯১	৷১	„
চট্টগ্রাম	৩৪৮	॥৶৪	„
দেরাদুন	১০৯	৷৪	„
অন্যান্য স্থান	২৮	॥৶৪	„
মোট	২৮৫৭৬	৷৶৭	„

চিনির খবর

ভারতে চিনি প্রস্তুত

১৯২৫-২৬ সনে বর্ত্তমান কালোপযোগী চিনি প্রস্তুত করিবার তেত্রিশটী কল ভারতে স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরে (১৯২৬-২৭) উনিশটী কলের মধ্যে আবার কোন্ প্রদেশ কয়টী কলে কার্য্য চলিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। যুক্ত প্রদেশে দশটী, বিহারে তিনটী, মান্দ্রাজে চারিটী এবং পাঞ্জাবে দুইটী।

ভারতের কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ গুড় ও চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল, এবং ইহার সহিত গত দুই বৎসরের হিসাবও দেখান হইল।

	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
	মণ হিঃ	মণ হিঃ	মণ হিঃ
(১) যুক্তপ্রদেশ			
চিনির জন্য গুড়	১৭৫৫১১৪	১২০৪।৬২	১০৮৭৮২৭
চিনি	৮১৬০৯০	৫৪১৬৩৮	৫৩২৩৩৫
ঝোলা গুড়	৭৫২৬১৬	৫১১২৬৫	৪৪২০১৫
(২) বিহার ও উড়িষ্যা			
চিনি প্রস্তুত করিবার গুড়	৪৫৯৭৪৬	nil	২০৮৯০৭
চিনি	২১৫৫৮৪	...	৯৮৮৩০
ঝোলা গুড়	১৮১.৮০	...	৮৩৬৭৩
(৩) সারা ভারতে			
চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য গুড়	৩২৭৪৬০৬	১৮৬৩২৪২	২০১১৯২৮
চিনি	১৫৩৮৩০৪	৯১৬১২১	১০৪৭৪২০
ঝোলা গুড়	১৩২৯৪৯৮	৭২৪২৭৯	৭৪১৪৮৪

১৯২৪-২৫ ও ১৯২৫-২৬ এই দুই বৎসর ফ্যাক্টরীতে কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ চিনি একেবারে আঁক হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

১৯২৪-২৫ সালে ৯২১৯৫০ মণ অর্থাৎ ৩৩৮০৫ টন।

১৯২৫-২৬ সালে ১৪১৪৫২৩ মণ অর্থাৎ ৫১৮৬৭ টন।

কোন্ বৎসরে কি পরিমাণ চিনি আঁক ও গুড় হইতে পরিষ্কৃত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

উৎপন্ন চিনি

বৎসর	সদ্য আঁক হইতে প্রস্তুত	গুড় হইতে পরিষ্কৃত	মোট
	মণ হিঃ	মণ হিঃ	মণ হিঃ
১৯১৯-২০	৬২৮৯২০	১২১১২৭৪	১৮৪০১৯৪
১৯২০-২১	৬৬৯২৯১	১৩২৪৬৪৬	১৯৯৩৯৩৭
১৯২১-২২	৭৫৩৬৩৮	১৩০৩৪৩৩	২০৫৭০৭১
১৯২২-২৩	৬৫১৪১৫	১৩৩৯১২৬	২০১৯৫৪১
১৯২৩-২৪	১০৪৪৮৫৬	১৫৩৮৩ ৪	২৫৮৩১৬০
১৯২৪-২৫	৯২১৯৫০	৯১৬১২১	১৮৩৮০৭১
১৯২৫-২৬	১৪১৪৫২৩	১০৪৭৪২০	২৩৬১৯৪৩

মরিশাসে চিনির অবস্থা

গত বৈশাখের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" মরিশাস হইতে কি পরিমাণ চিনির রপ্তানি হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা দেখাইব যে ১৯২৫ সালে মরিশাসে চিনির অবস্থা কিরূপ ছিল।

১৯২৫ সালে মরিশাসে যে পরিমাণ জমী আছে, তাহার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমীতে অর্থাৎ ১৬৩৪৯৭ একর জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৯২৪ সালে যে পরিমাণ জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছিল,আলোচ্য বর্ষে তাহা অপেক্ষা ৪০০০একর কম জমীতে আঁকের আবাদ হইয়াছে। চিনির মূল্য হ্রাস পাওয়াতেই এই ৪০০০ একর জমীতে আঁক লাগান হয় নাই। বর্ত্তমানে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে যে, কি উপায়ে অল্প খরচে ও সহজ উপায়ে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন করা যায়। সে জন্য উন্নত প্রণালীর লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি দ্বারা চাষ করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মরিশাসে ভারতীয় লোকের দ্বারা প্রায় ৭২৫৩১একর জমীতে আঁকের আবাদ করা হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে মরিশাসে পঞ্চাশটী চিনির ফ্যাক্টরী ছিল, কিন্তু ১৯২৫ সালে উহা কমিয়া ৪৬টী ফ্যাক্টরীতে দাঁড়াইয়াছে।

গত ছয় বৎসরে মরিশাস হইতে কি পরিমাণ চিনি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল, এবং ইহার সহিত মূল্যের পরিমাণও দেখান হইল।

বৎসর।	মিঃ টন।	কত টাকা।
১৯২০	১৮২৪৬৫	১২৪৬৩৩৮৫৪
১৯২১	২২৯২২৫	১৫৪৫৯২৩০১
১৯২২	২৯২৭৪৪	৮৮৪৫৪৩২১

১৯২৩	২৩৩০৫১	৬৬২২৭৫৬২
১৯২৪	১৮২৭৪২	৪৯৮২৩৭৫৩
১৯২৫	১৯২৩০৩	৪১২৫০৯০৭

মরিশাস্ হইতে চিনির রপ্তানি

১৯২৬ সনের ১লা আগস্ট হইতে ১৯২৭ সনের ২৪শে জুন পর্য্যন্ত মরিশাস্ হইতে মোট ১৮৬৫৩৫ টন চিনি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়াছে। কোন্ দেশে কি পরিমাণ চিনি মরিশাস হইতে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার সহিত গত বৎসরের হিসাবও দেওয়া হইল।

স্থানের নাম	১৯২৪-২৫, ১লা আগষ্ট হইতে ২৪শে জুন	১৯২৫-২৬, ১লা আগষ্ট হইতে ২৪শে জুন	১৯২৬-২৭, ১লা আগষ্ট হইতে ২৪শে জুন
	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ
গ্রেট ব্রিটেন	১৮০৭৬৪	২২৩৯৯১	৪২৭২৯
আমেরিকা	৪৯২৪	...	৭৭০৩
ভারতবর্ষ	...	৬৮৬০	১৬৮২১৬
হংকং	৬৬৮	...	৬৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	...	২২৫	...
অন্যান্য স্থান	১৬১	২৫৬	২৪০
মোট	১৮৬৫৩৫	২৩১৩১২	২১৮৮৫২

জাভা হইতে চিনির রপ্তানি

মে—১৯২৭

১৯২৭ সালে মে মাসের মধ্যে কোন্ দেশে কি পরিমাণ চিনি জাভা হইতে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশের নাম	মে, ১৯২৬	মে, ১৯২৬
	মিঃ টন হিঃ	মিঃ টন হিঃ
হল্যাণ্ড	১৮৮৩	...
ইংল্যাণ্ড	১০১৭	...
জার্ম্মাণী	৭৩১	...
ফ্রান্স	৫৭১৯	...
বেলজিয়াম	৯১৫	২০৬
আলেকজান্ড্রিয়া	৩৭০৯	..
এডেন	১৮০	...
ব্রিটিশ ইষ্ট আফ্রিকা	৭৬	...
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া	১৯৬৪৮	১০৫৪৯
শ্যাম	১০১৩	৫৭১

ব্রিটিশ মালয়	১৩২	...
পিনাং	১৩০৯	৭৭
সিঙ্গাপুর	৭৭২০	১১৭৫
ফ্রেন্স ইণ্ডো চীন	২০৪	...
হংকং	৮৮৪১	১১১৯১
চীন	৫০৩	২৪২৯
ব্লাডিভস্‌্ক	...	২০৬
ফরমোসা	...	২৪৭৭
জাপান	৩৩৮৬	১৬
সেব্যাং	১২	৮
পর্ত্তুগীজ টাইমর	৮	৬
অন্যান্য স্থান	২	...
মোট	৫৭১১৮	৩৫৩০১

এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, গত মে মাসে জাভা হইতে মোট ৫৭১১৮ টন চিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে ; কিন্তু গত বৎসর মে মাসে ৩৫৩০১ টন রপ্তানি হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বৎসরে (১৯২৭) জানুয়ারী হইতে মে—এই পাঁচ মাসের মধ্যে জাভা হইতে মোটের উপর ৩৫৮৪৮০ টন চিনি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়াছে।

গত ১৯২৪-২৫ মরিশাস্‌ হইতে ১,৬৮,২১৬ লক্ষ টন চিনি এবং জাভা হইতে ১৯২৬ সালের মে মাসে ১০,৪৫৯ হাজার টন চিনি ভারতে আমদানী হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে আঁক, বীট ও খেজুর হইতে চিনি উৎপন্ন করিবার উপযোগী লক্ষ লক্ষ একর জমী জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বাংলাদেশে কথার তুবড়ী বন্ধ করিয়া দিয়া নীরব কর্ম্মী কবে আসরে নামিবেন এবং এই নীরব রক্তমোক্ষণ ও রক্ত শোষণের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া দেশকে যথার্থ শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন?

১নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' ৩০৮৫ নং গ্রাহক।

১। এতদঞ্চলে হেমন্তে প্রত্যেক বৎসরই অসংখ্য ঝিনুক মুক্তার জন্য তুলিয়া নদীর পারে ও বিলাদির ধারে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয়। ফ্যাক্টরীতে এইগুলি পাঠাইলে খুব আদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সেই দিকে দৃষ্টি নাই। বস্তাবন্দী করিয়া পাঠাইলে আপনারা উহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন কি? উহা কি দরে বিক্রয় হওয়ার সম্ভব? Raw materials পাঠান অপেক্ষা manufacture করিয়া পাঠাইলে বিশেষ সুবিধা হইবার কথা।

২। এখানে অনায়াসে একটা button factory চলিতে পারে। বোতামাদি তৈরী করিতে হইলে কি কি যন্ত্রের দরকার? একটা machine কত হইলে পাওয়া যাইবে? আপনাদের নিকট order দিলে তাহা supply করিতে পারেন কি?

৩। নবীগঞ্জের কয়েক মাইল পূর্ব্বে জিনারপুরের পাহাড়। সেখানে প্রচুর পরিমাণে আমলকী, হরীতকী প্রভৃতি জন্মে। উহা কোথায় কি ভাবে পাঠাইলে বিক্রয়ের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে সবিশেষ জানাইলে বাধিত হইব। দর মণ প্রতি কত পাওয়া যাইবে?

৪। এ অঞ্চলে 'মকার হাওর' নামে একটা বিস্তৃত জলাভূমি আছে। হেমন্তে স্থানে স্থানে জল শুকাইয়া যায়। এই হাওরে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শতমূল জন্মে। হেমন্তে জল শুকাইয়া গেলে উহা আহরণ করা সহজ। এই শতমূল টাট্‌কা অবস্থায় পাঠাইলে কি দরে বিক্রয় হইতে পারে, আর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পাঠাইলেই বা প্রতি মণ কত হইবে?

উল্লিখিত বিষয়গুলি অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে যার পর নাই উপকৃত হইব।

নবীগঞ্জ যুগলকিশোর হাই স্কুল, শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গুহ
পোঃ নবীগঞ্জ, জিঃ শ্রীহট্ট। হেড মাষ্টার।

১নং পত্রের উত্তর

১। এদেশে যে কয়েকটা বোতামের কারখানা আছে, তাহাদের নাম ও ঠিকানা ৩৩ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' ৬৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হইয়াছে। সেখানে ২৪টা বোতামের কারখানার নাম ও ঠিকানা দেওয়া আছে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট নানা প্রকারের (assorted size)

ঝিনুকের নমুনা ও দর পাঠাইয়া দিয়া বেচিবার ব্যবস্থা করিবেন। আমরা সন্ধান মাত্র বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু কেনা বেচায় হাঙ্গামার মধ্যে যাইতে পারি না—এত সময় আমাদের নাই।

২। ঝিনুকের বোতাম তৈরী করার যন্ত্রাদি সম্বন্ধে আমরা জাপান, জার্ম্মাণী ও আমেরিকায় লিখিয়াছি। সবিশেষ বিবরণ আসিলেই কাগজে প্রকাশ করিব।

৩। আমলকী দেশীয় কবিরাজ মাত্রেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ চ্যবণ প্রাশের প্রধান উপাদানই আমলকী। কবিরাজী ঔষধের উপাদান ছাড়া মোরব্বার জন্য আমলকীর যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। মোরব্বার জন্য বীরভুম বাঙ্গালাদেশে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হরিতকী, আমলকী, শতমূল ইত্যাদির মোরব্বার জন্য বীরভুম প্রসিদ্ধ তাহা ছাড়া আমলকীর দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট কেশতৈল প্রস্তুত হয়। যে যে কাজে আমলকীর ব্যাপকভাবে ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহা বলিলাম। এখন আপনি এই সকল ব্যাপারীর সহিত পত্র ব্যবহার করতঃ দাম দরাদি স্থির করুন।

যে সকল কবিরাজ ক্যাটালগ ছাড়িয়া বড় আকারে ঔষধ বিক্রয়ের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদিগের নিকট নমুনা পাঠাইয়া দর স্থির করিবেন। যাঁহারা আমলকীর মোরব্বা প্রস্তুত করেন, তাঁহাদের নিকট নমুনা ও দর পাঠান। আর যাঁহারা দেশী উপাদানে সত্য সত্যই ভাল কেশতৈল প্রস্তুত করেন, তাঁহাদের নিকটে দর ও নমুনা পাঠান। কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা সাধারণতঃ কাশীর আমলকী ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ কাশীর আমলকী আকারে খুব বড়।

হরিতকী, পাঁচন এবং কবিরাজী ঔষধের উপাদান রূপে সামান্য ব্যবহার হয়; কিন্তু ইহার বিরাট কাটতি চামড়া এবং রংয়ের কারখানায়। শ্রীহট্টের ন্যায় দুরদেশ হইতে হরিতকী কলিকাতায় আনিয়া বেচিলে, দরে পোষাইবে কিনা বলিতে পারি না। আপনাদের ওখান হইতে বরাবর Steamer যোগে মাল কলিকাতায় আনিতে মণ প্রতি যে খরচ পড়ে, তাহা খতাইয়া দেখিয়া কলিকাতায় কি দরে হরিতকী বেচিতে পারেন, তাহা জানাইবেন, এবং অন্ততঃ ✓।০ এক পোয়া আন্দাজ হরিতকীর নমুনা পাঠাইবেন। তাহা হইলে আমরা চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। গুণানুসারে এখানে ১॥০ হইতে ২।✓০ মণ দরে পর্য্যন্ত হরিতকী বিক্রয় হয়।

৩। শতমূলির মোরব্বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রিজার্ভ করিয়া যদি পাঠাইতে পারেন, তবে আমরা উহার বিক্রয়ের ভার লইতে পারি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে টীনে অথবা কাঁচের শিশিতে রক্ষিত না হইলে আমরা বিক্রয়ের ভার লইতে রাজী নহি, কারণ দেশী প্রথায় প্রস্তুত মোরব্বা কয়েক দিন বাদেই খারাপ হইয়া যায়, অথবা বৃষ্টি বাদলা হইলে "থো" পড়িয়া যায়; এইরূপ মোরব্বা মানুষের অখাদ্য অথচ দোকানীরা মোরব্বার গা হইতে "থো" (সাদা সরের মত একটা পাতলা পর্দা) তুলিয়া ফেলিয়া খরিদ্দারের নিকট বেচিয়া থাকে; ইহা যে পচা, তাহা মুখে দিলেই বুঝা যায়।

যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে শতমূলি রক্ষা করিতে না পারেন, তবে চিনির রসে পাক করিয়া স্থানীয় অঞ্চলে বেচাই যুক্তিসঙ্গত, অথবা মোরব্বাওয়ালাদের নিকট বেচিতে পারেন। বীরভূমের মিঃ ডি, সি, ভৌমিক ব্যাপক ভাবে মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া নানা স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া নমুনা পাঠাইয়া দর স্থির করিতে পারেন। আমাদের নিকট তাজা ও শুকনা

দুই রকমের শতমূলীর নমুনা পাঠাইলে এবং F. O. R. Calcutta দর কত পড়িবে তাহা জানাইলে আমরা উহা বিক্রয়ের চেষ্টা দেখিতে পারি।

২ নং পত্র

মহাশয়,

১। আমার এখানে জলপাইয়ের গাছ আছে এবং তাহা হইতে কিছু জলপাই সংগ্রহ করা যায়; কিন্তু উহা ব্যবসায়রূপে চালাইবার প্রণালী না জানায় উহা অবত্ন অবস্থাতেই আছে। আপনার শ্রাবণ সংখ্যা "ব্যবসা ও বাণিজ্য"পত্রিকার 'জলপাই বাগিচা' প্রবন্ধ পাঠে উহা যে একটা লাভজনক ব্যবসায়ের জিনিষ, তাহা ভালরূপ জানিতে পারিলাম। আপনি জলপাই হইতে তৈল বাহির করিবার যে সহজ প্রণালী লিখিয়াছেন, যদি আমি সেই প্রণালী অনুযায়ী উহা হইতে তৈল বাহির করিতে কৃতকার্য্য হই,তাহা হইলে উহার নমুনা আপনার নিকট পাঠাইয়া যাহাতে আমি উহা ব্যবসায়রূপে চালাইতে পারি সে বিষয়ে আপনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া উহা বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করিব, ইহাই আমার বাঞ্ছনীয়

আজ ৩।৫ দিন পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় কোন নার্শারিতে পিপুল গাছ কিনিতে গিয়া নানা রকম গাছের মূল্যের কথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলপাই গাছের মূল্য জিজ্ঞাসা করায়. কোন একব্যক্তি আমি জলপাই গাছ চাষ করিয়া কি করিব ইত্যাদি প্রশ্ন করায় আমি আমার উদ্দেশ্য সমস্তই বলি। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, জলপাইয়ের তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে উহার বিচি হইতে তৈল বাহির করিতে হয়, সে জন্য স্বতন্ত্র কলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় এবং সে কল এখানে পাওয়া যায়না ইত্যাদি। আপনি উহা হইতে তৈল বাহির করিবার যে কয়েকটি সহজ প্রণালী লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে আমি যাহার পর নাই উৎসাহান্বিত হইয়া, কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিলাম এবং উহা বিস্তৃত ভাবে আবাদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু এক্ষণে আমি সমস্ত উদ্যম বিহীন হইয়া আপনার শরণাগত হইতেছি। যে দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাকে যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা আপনার মতের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক, বাস্তবিকই উহার বিচি হইতে তৈল হয় কি না এবং তৈল প্রস্তুতের জন্য স্বতন্ত্র কলের আবশ্যক হয় কিনা, তাহা হইলে সে কল কোথায় পাওয়া যায় ইত্যাদি আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন, কিংবা আপনার লিখিত প্রণালী অনুযায়ী জলপাই ফলের ভিতর যে ঝাঁজরা আছে, সেইগুলি তৈলে পরিপূর্ণ থাকে কিনা এবং আপনি তৈল বাহির করিবার যে সহজ প্রণালী লিখিয়াছেন, সেই প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আমি কৃতকার্য্য হইব কি না, আমাকে পত্রান্তরে জানাইয়া যাহাতে আমার নষ্ট উদ্যম ফিরিয়া আসে তাহাই করিয়া বাধিত করিবেন। আপনাকে আমার জন্য অনেক সময় আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। আশা করি, তজ্জন্য কুণ্ঠিত হইবেন না পরে, এ বিষয়ে অন্যান্য অনেক জানিবার বিষয় আমি জানাইয়া মহাশয়ের উপদেশ গ্রহণ করিব, ইহাই আমার ইচ্ছা। আর জলপাইয়ের তৈল কিরূপ মূল্যে বিক্রয় হয় তাহাও জানাইয়া বাধিত করিবেন।

২। গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় (পত্রাবলী) প্রবন্ধে ১নং পত্রের ১ম দফা উত্তরে দেখিলাম যে, পাড়াগাঁয়ে নারিকেল ছোবড়া হইতে দড়ি প্রস্তুত কারবার হস্ত চালিত কল আছে, এবং এক সঙ্গে ২টি দাড় ও ৪টি দড়ি প্রস্তুত হয় এরূপ ২ প্রকারের কল আছে এবং উহার মূল্য ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকার ভিতর। উক্ত দুই প্রকার কল কোথায় পাওয়া যায়, এবং ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করা হইতে আরম্ভ করিয়া কল কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হয় এবং কিরূপে

দড়ি প্রস্তুত করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় সমস্ত দেখাইয়া, বুঝাইয়া দেওয়া হয় কিনা তাহাও জানাইয়া বাধিত করিবেন। পাট হইতে সুতা প্রস্তুত করিবার উক্ত প্রকারের কল পাওয়া যায় কি না এবং মূল্য কত জানাইবেন।

৩। আর পাড়াগাঁয়ে চালাইবার মত হস্ত চালিত সরিষার তৈলের কল পাওয়া যায় কি না এবং তাহার মূল্য কত?

৪। ঝিনুক হইতে বোতাম তৈয়ারি করিবার কল পাওয়া যাইবে কিনা, তাহার মূল্য কত এবং উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী কিরূপ তাহা জানাইবেন কিনা লিখিয়া বাধিত করিবেন। উপস্থিত আমি উক্ত কয়েক প্রকার কলের জন্য আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সন্ধান আপনার নিকট হইতে জানিয়া লইয়া উহার মধ্যে যাহা আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে সেই কার্য্যে আমি অগ্রসর হইব। পরে আমি কৃতকার্য্য হইলে আমার জন্য আপনাকে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যাহাতে আমার জিনিষগুলি বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত হয়, সে বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে। অন্যথায় আমার সকল উদ্যম ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র পারিয়াল গ্রাহক নং ৫০২৪

২নং পত্রের উত্তর

১। জলপাইয়ের তৈল বাহির করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রাবণের কাগজে যাহা বাহির করিয়াছি, তাহাই পাশ্চাত্য দেশে অবলম্বিত প্রথা। যিনি আপনাকে উল্টা সংবাদ দিয়াছেন, তিনি কিছুই জানেন না, অথচ অযাচিত ভুল উপদেশ দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। প্রত্যেক বীচির মধ্যেই শাঁস বা শস্য আছে; সেই হিসাবে জলপাইয়ের বীচির মধ্যেও শাঁস বা শস্য আছে। সকল বীচির মধ্যস্থিত শাঁস রোপণ করিলে তাহা হইতে তেল পাওয়া যায়—এই মূল তথ্য অবলম্বন করিয়া আপনার সবজান্তা সংবাদদাতা বীচি হইতে তৈল নিষ্কাশনের কথা বলিয়াছেন। অতএব আপনি নির্ভাবনায় আমাদের বর্ণিত পন্থা অবলম্বন করতঃ তৈল বাহির করার চেষ্টা করিবেন।

বীচির শাঁস হইতে তৈল বাহির করিতে হইলে প্রথমে একটী Decorticating machine দ্বারা উহার বীচি ভাঙ্গিয়া শাঁস বাহির করিয়া পরে পেষণযন্ত্রে ফেলিয়া পিষিয়া তেল বাহির করিতে হয়।

২। আমাদিগের নিকট অর্ডার দিলে ঐ প্রকার কল আনাইয়া দিয়া থাকি। ঐ কলের দ্বারা ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করা যায় না। ছোবড়া হইতে আঁশ আগে বাহির করিয়া লইতে হয়। এই কলের দ্বারা পাট, শণ দড়ী প্রস্তুত হয়। পায়ের দ্বারা paddle করিয়া দুই হাতে এক সঙ্গে দুই গাছি দড়ী তৈয়ার হয় এবং দুই জনে চারি হাত দিয়া একই সঙ্গে এবং একই সময়ে ৪ গাছা দড়ী তৈরী করিতে পারেন একই কল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের দড়ী একই সময়ে তৈয়ারী হইয়া থাকে। কল কিনিবার সময় ব্যবহার প্রণালী সব দেখাইয়া দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে জটীল কলকব্জা কিছুই নাই। চরকার দ্বারা তুলা হইতে যেমন সুতা কাটা যায়, এই কলের দ্বারাও তেমনি পাট, শণ প্রভৃতি হইতে দড়ী তৈরী করা হইতেছে। কেবল practiceএর উপর সব নির্ভর করে।

৩। হস্ত পরিচালিত তেলের কল আমরা বহু দিন পূর্ব্বে বাজারে বাহির করিয়াছিলাম এবং অনেকগুলি বেচিয়াছিলাম। তাহার মূল্য ৮০৲ টাকা ছিল। কিন্তু উহার প্রধান অন্তরায় হইল শ্রমিকের অভাব। পল্লীগ্রামে একেত মজুর মেলেই না, তাহার উপর আবার এইরূপ একঘেয়ে ৭।৮ ঘণ্টা কল ঘুরাইবার মত শক্তিমান মজুর পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে; ঘানি চালাইতে চালাইতে কিছুকাল ক্ষান্ত দিয়া ফেলিয়া রাখিলে গাছ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সুতরাং তৈল বাহির করিতে আবার অযথা দেরী হইয়া পড়ে; অথচ শ্রমিকগণ একঘেয়ে লাগাড় ঘানী ঘুরাইতে সক্ষম হয় না। এই সকল কারণে হস্তচালিত তৈলের কল আমরা আপাততঃ বন্ধ করিয়াছি।

৪। বোতামের কলের সম্বন্ধে ১ নং পত্রের উত্তরে সব লিখিয়াছি।

৫। জিনিষের নমুনা দেখিয়া পছন্দ হইলে এবং দর দামে পোষাইলে আমরা আপনাকে জিনিষ বিক্রয় সম্বন্ধে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

কাঠের পালিশ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোন আসবাব রৌদ্রে, বৃষ্টিতে বা অন্য কোন খোলা স্থানে ফেলিয়া রাখিলে দুই একদিনের মধ্যেই তাহার পালিশ মলিন ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে। এই মলিনতা দূর করিতে হইলে আসবাবের গায়ে পুনর্ব্বার রঙ্‌ লাগান প্রয়োজন।

প্রথমেই উহা উত্তমরূপে পরিস্কৃত করিয়া ফেলিতে হইবে। সমস্ত পালিশ তুলিয়া না ফেলিয়া উহার উপরের পর্দ্দাটী ধুইয়া ফেলিলেই চলিবে। এইরূপে খানিকটা পালিশ তুলিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য এই যে, উহা না করিলে নূতন পালিশ পুরাতন পালিশের সহিত খাপ খাইবে না। যদি পালিশের বর্ণ অত্যধিক মলিন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে একখণ্ড পুরাতন শিরিষ কাগজ দিয়া ক্ষেত্রটাকে মসৃণ করিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে। যাহা হউক, পুনর্ব্বার রঙ্‌ লাগাইবার পূর্ব্বে আসবাবগুলিকে বেশ করিয়া জলে ধুইয়া ফেলা উচিত। সাদা জল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সোডা বা সাজিমাটী মিশ্রিত জল ব্যবহার করিলেই ভাল হয়।

পালিশ যদি খুব বেশী রকম চটিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষেত্রের উপর কয়েক ফোঁটা মেথিলেটেড্‌ স্পিরিট্‌ ফেলিয়া দিয়া শিরিষ কাগজ দিয়া বৃত্তাকারে ঘসিতে হয়। এইরূপে কিছুক্ষণ ঘসিতে ঘসিতে পালিশের উপরের পর্দ্দাটী উঠিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকারের ময়লা দূরীভূত হইয়া যাইবে। কিঞ্চিৎ পিউমিস্‌ ষ্টোন্‌ দিয়া ক্ষেত্রটীকে মাজিয়া ফেলিলেও কাজের অনেক সুবিধা হইতে পারে।

যাহা হউক, আসবাবটী উত্তমরূপে পরিস্কৃত করা হইয়া গেলে, ভাঙা বা অন্য কোনও প্রকার নষ্ট হইয়া যাওয়া অংশ গুলিতে পুডিং প্রয়োগে বা কাঠ জুড়িয়া মেরামত করিতে হইবে। তাহার পর একটী তৈলনিসিক্ত থলিয়া সমস্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া বুলাইয়া লইতে হয়। ইহাতে নূতন রঙ্‌ পুরাতন রঙের সহিত সহজেই মিলিয়া যায়। মেরামত করিবার সময় প্রায়ই আসবাবের দুই একটী অংশ বদলাইয়া ফেলিতে হয়, কিম্বা দুই এক টুকরা নূতন কাঠ সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়। এই জন্য প্রায়ই ঐ সমস্ত পুরাতন আসবাবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার রঙ্‌ লাগাইলে উহার উপর ছাপ্‌ ছাপ্‌ দাগ দৃষ্ট হয়। দক্ষ পালিশকারক হইতে হইলে ঐ সকল দাগ তুলিয়া ফেলিবার কৌশল জানা চাই।

আসবাবটী যদি মেহাগনি কাঠ দিয়া তৈয়ারি হয়, তাহা হইলে নষ্টাংশে লোহিত তৈল লাগাইয়া দিলেই চলিবে। সিকি পাউণ্ড আলকানেটের মূল (alkanet root) এক পাঁইট তিসির তৈলে গুলিয়া লাল পালিশের সহিত মিশাইয়া এই লাল তৈল বা red oil প্রস্তুত করিতে হয়।

আবার আসবাবটী যদি আখরোট কাঠে নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে ইহার পালিশের উপর অনেকগুলি ছোট ছোট দাগ পড়িবার সম্ভাবনা, এই দাগ তুলিবার জন্য তাপিণ বা তিসির তৈলে দ্রবীভূত asphaltum ব্যবহৃত হয়। নষ্ট অংশ খুব স্বল্পায়তন হইলে, প্রথমে উহার উপর দিয়া পালিশ রবারটীকে কয়েক বার আল্‌গা ভাবে বুলাইয়া লইয়া

যাও। ইহাতে আঁশগুলি আর উঠিতে পারিবে না। তাহার পর একটী ছোট ওয়াডিংযের মুখে ন্যাকড়ার পুঁটুলি তিন ভাগ মেথিলেটেড্ স্পিরিট্ ও একভাগ পালিশ লাগাইয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ ভ্যান্‌ডিক্ ব্রাউন Vandyke Brown রাখিয়া উত্তমরূপে মিলাইয়া লও এবং নষ্ট অর্থাৎ বিবর্ণ অংশের উপর অল্পে অল্পে ঘসিতে থাক। যদি ইহাতে রঙ্ বেশী গাঢ় এবং ঘোরাল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর একটু মেথিলেটেড্ স্পিরিট মিশাইতে হইবে—আবার যদি রঙ্ নিতান্ত পাতলা হইয়া যায়, তাহা হইলে ওয়াডিংযের মুখে অল্প পরিমাণ ব্রাউন রঙ্ লাগাইয়া দিলেই চলিবে। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সামান্য কাল রঙ্ও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফ্রেঞ্চ পালিশে প্রায়ই বর্ণের সমতা রক্ষা করিবার জন্য ম্যাচিং ষ্টেন ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়। কেননা, আঁশের বিষম অবস্থানের জন্য প্রায় সমস্ত মূল্যবান কাষ্ঠেই এক প্রকার কৃষ্ণ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ পড়ে।

আমরা উপরে "ম্যাচিং" শব্দটী ব্যবহার করিয়াছি। এইখানে তাহার প্রকৃত অর্থটী সন্নিবিষ্ট করা প্রয়োজন মনে করি। যতখানি স্থানে পালিশ লাগাইতে হইবে, সেই ক্ষেত্রটীর সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য বিদূরিত করিয়া, উহাকে একবর্ণ বিশিষ্ট করিয়া ফেলাকেই ইংরাজীতে ম্যাচিং বা (colouring up) কলারিং আপ্ বলে।

পালিশ লাগাইবার ক্ষেত্রটী যদি খুব প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে রঙ্ করা পালিশ লাগাইলে চলিতে পারে; কিন্তু অল্প এবং সঙ্কীর্ণ স্থানে পালিশ লাগাইবার সময় নিম্নলিখিত পদ্ধতিটী অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

একটী ওয়াডিং তিনভাগ মেথিলেটেড্ স্পিরিট্ ও একভাগ পালিশে ভিজাইয়া লও। তাহার পর ইহার মুখে একটু খানি হরিদ্রা বর্ণের—যাহাকে দোকানীরা এলামাটী অর্থাৎ yellow Ochre বলে, এবং তদপেক্ষা অল্প ভ্যানডিক্ ব্রাউন লাগাইয়া একখণ্ড গ্লাস-পেপার বা শিরিষ কাগজ ঘসিয়া উহাদিগকে উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেল। এইবার ক্ষেত্রটীর এক কোণে ঐ পালিশ লাগাইয়া উহার রঙ্ ঠিক হইয়াছে কিনা, পরখ করিয়া দেখিতে হইবে। যদি রঙ্ প্রয়োজনাতিরিক্ত গাঢ় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ওয়াডিংএ আরও কয়েক ফোটা মেথিলেটেড্ স্পিরিট ফেলিয়া দাও; আর যদি উহা অত্যন্ত পাতলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে একটুখানি রঙ্ লাগাইয়া দাও। তাহার পর ওয়াডিংটী কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া ক্ষেত্রের উপর আল্‌গা ভাবে ঘর্ষণ করিলেই, উহাতে ঠিকমত পালিশ লাগিয়া যাইবে।

আমরা উপরে যে পদ্ধতির কথা বলিলাম, ঐ ভাবে ওক কাষ্ঠের উপর ম্যাচিং করিতে হয়। কিন্তু প্রায় সকল কাষ্ঠেই ম্যাচিং করিবার পদ্ধতি একরূপ। অল্প যাহা বিভিন্নতা আছে, তাহা পুঁথিতে পড়িয়া শিখিতে পারা যায় না—পালিশকারকের নিজের অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির উপর তাহা পনের আনা নির্ভর করে।

—০—

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটা নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

চাল

বালাম নূতন	...	৮॥০ - ৯॥০
ঐ পুরাতন		৯৲—৯।০
সীতা	...	৮।০—৮৸০
কাজলা বা কুলী	...	৫৸০—৬৲
পাটনাই আতপ পুরাতন	...	৯॥০—১০৲
ঐ সিদ্ধ	...	৭৲—৭॥০
রেঙ্গুনে আতপ	...	—৭৸৵০
বাঁক তুলসী	...	—৯৲
কলমা	... ...	—৭৵০
চিনি শক্কর	...	৭৲—৭।০
রাড়ী	...	৭৲—৭।০
দাদখানী	...	৯॥০—৯৸০

ডাল

অড়হরের ডাল কাণপুর	...	৭৸০—৮।০
ঐ দেশী	...	৭৲—৭।০
খেসারীর ডাল	...	৫।০—৫॥০
ছোলার ডাল	...	৬।০—৬॥০
মসুর ডাল দেশী	...	৬৲—৬৵০
ঐ পাটনাই	...	৬॥০—৬৵০
মুসুরের ডাল খাড়ী	...	৮৵০—৮।০
মটরের ডাল ছোট	...	৫॥৵
ঐ সাদা	...	৬—৬।০
মুগের ডাল	...	১০॥—১০৸০
ঐ ভাজা নহে	...	৮৸০—৯৸০
কালী কলাইয়ের ডাল	...	৭৸০—৮॥০
মাসকলাই বিউলি		৮।০—৮॥০
মাসকলাই ডাল দেশী	...	৭॥০
ঐ পাটনাই	...	—৭৸০

ময়দা, আটা ও সূজী

ময়দা ১নং	...	৮৶০
২নং	...	৮৵০
৩নং	...	৭৸৶০
রোলার আটা ১ নং বিঃ	...	৮৶০
২নং	...	৬৸৶০
৩নং	...	৫॥৵
সূজি ২ নং		৭।০
ভূষি	২৶	৮৲

ঘৃত

কয়ারালাল সাগর	..	৬৩৲
মুঙ্গেরে মটকি	...	৭৬৲—৮৫৲
বেলিয়া মটকি	...	৭৬৲
খুরজা	...	—৭৮৲
মার্কা	...	৮০৲
গাওয়া	...	৯৫৲

তৈল

নারিকেল তৈল ১নং ২২॥০	কোচিন	২৩॥০
দেশী ...	...	২২৲
রেড়ির তৈল ১নং ১৭৲ ২নং ১৮৲		৩নং ১৯৲
সরিষার তৈল কলের		২১—২২৲—২৪৲—২৫৲
সরিষার তৈল ঘানির	...	২৬—২৭৲
মসিনার তৈল গৌরীপুরে	...	২৪৲—২৬৲
বাদাম তৈল চীনা	...	১২৲—২২৲—২৪৲
তিল তৈল খাঁটী	...	১৯৲
কোঁচড়া	...	২১৲

লবণ

লিবারপুল ১০০৴	...	—২৫৫৲
অন্যান্য স্থানের	...	—২৪৯৲
করকচ	...	২১০—২১০৲

মিছরী

কারখানার মিছরী ১নং	...	১২।০

চিনি

দোবরা	...	২২৲

একবরা ...	২১৲
সাদা জাভা ...	১০৮৶০
হিন্দুস্থান চিনি ...	১১॥৵০
জাবা চিনি লাল ...	১০৶০
ই, এ, আর ক্রিষ্টাল ...	১১৵০
ক্যানাডা চিনি	১১৲

বিবিধ শস্য

সরিষা কাজলা ছুমকা কাণপুর ...	৮৸০—৯।০
এ সেতি ...	১০—১১৲
ছোলা বা বুট, পাটনাই ...	৫।০—৫॥০
ছোলা সহরের	৪॥৵০—৫৲
ছোলা দেশী	৪।৵০ ৪॥০
মাসকলাই, দেশী ...	৫৲—৫।০
ঐ পাটনাই ...	৫৲—৬।০
মুসুরী কলাই, দেশী ...	৪।০—৪॥০
ঐ পাটনাই ...	৫।০—৫॥০
কালী কলাই ...	৫॥০—৬৲
মুগ সোণা নূতন ...	১৩৸০—১৪৲
মুগ কৃষ্ণ দেশী ...	৮।০—৮।৵০
মুগ পশ্চিমে হাল্লি ...	৬৸৵০—৭।০
সিঙ্গাপুর মুগ ...	৭৸০—৮।০
মটর সাদা ...	৫॥০—৫৸০
মটর সবুজ ...	৫৵০—৫।৵০
অড়হর দেশী ...	৫।৵০—৫॥৵০
ঐ কাণপুর ...	৬৲—৬।০
ঐ বৈদ্যনাথ নূতন ...	...
মোরি নাগপুর গোটা ...	৪৲—৪৴০
ঐ পাটনাই ...	৪।০—৪॥০
ঐ দেশী ...	৩৲—৩।০
যব পাটনাই ...	৪॥০—৫৲
কে, সি, বসুর পারল বালী ...	১৭৲

তিসি ঝাড়া (শতকরা) ৫৴ খাদ ...	৭।৵০
গম জামালপুর (শতকরা ৭॥০ খাদ) ...	১০৲
ঐ কাণপুর দুধে (৫৴ খাদ)	৬॥০
ঐ গঙ্গাজলি দুধে (ঐ ঐ)	৮৸০
ঐ বম্বার দুধে (ঐ ঐ)	৭॥০—৮৲
পোস্তদানা [শত ঝাড়াকড়া ৫৴ খাদ]	১২৲
তিল নাগপুরে সাকি (শতকড়া ৫৴ খাদ)	১২৲
তিল সফেদ ...	১৮৲—২০৲
তিল কাট ...	১০৲
তিল কৃষ্ণ ...	১২॥০
রেড়ী দেশী ...	৫॥০—৫॥৵০
ঐ মাদ্রাজী ...	৭।০—৮৲
হরীতকী বাঙ্গালা দেশের ...	২।০
ঐ জব্বলপুরের ...	২॥৵—৩৵০
মাট-বাদাম বা চীনাবাদাম বা চীনা-বাদাম	৭৸৵০
খোসা ছাড়ান ...	৯৸৵০
তেঁতুল ...	৯।০—১১৲
সীমুল তুলা কলদ্বারা পরিষ্কৃত গাঁট বাঁধা	৪১॥০—৪২৲
খোলা ও বীজ সহিত দেড় মণি বস্তার মূল্য	২৭—২৮৲

কেরোসিন

কেরোসিন তৈল স্নোফ্লেক বাক্স সমেত	১০৵০
ঐ গিরজা ঐ	৯৸৵০
ঐ ভিক্টোরিয়া ২টীন	৬।৶০
ঐ হাতি মার্কা ঐ	৭॥০
ঐ বাঁদর মার্কা ঐ	৭৸৵০
ঐ রাণী ঐ	৬।০
বম্মা নূতন হাঁসমার্কা ঐ	৬॥০
গোল্ড মোহর বর্ম্মা ২ টীন ঐ	৭॥৴০
ক্রেঃ পালীব	৭॥০ গেলন
১০ গেলেন ১ বাক্স প্র্যাট মার্কা	৩০৲
ফেনাইল [অর্ডিনারী] গেলন	১৷৴০—১।৵০

বেণে মশলা

ছোট এলাচ রাবিন ১নং	...	—৪৸৵০
ঐ ঐ ২নং	...	—৪৷৷০
বড় এলাচ	...	৬৪৲-৬৬৲
লবঙ্গ	...	৪২৲—৪৩৲
জয়েত্রী	...	৫৷৷০-৬৲
জায়ফল	...	৫২৲
চীনে সিন্দুর	...	২৸৴০
মরিচ রাবিন নূতন	...	—৭০৷৷০
লঙ্কা জরদা	...	১৭৷৷০-১৮৷৷০
লঙ্কা লাল	...	১৬৲-১৭৷৷০
হরিদ্রা	... নূতন	৮৷৷০-৯৷৷০
জাহাজি ধুনা	...	৮৷৷০—৯৷৷০
রেঙ্গুনে ধুনা	...	১৫৲—১৬৲
ধনে	...	১৮৲—১৯৲
সুপারী জাহাজী	...	১১৲-১১৷৷০
দেশী সুপারী	...	১৩৸০১—৪৷৷০
খয়ের ১নং	২৪৲ ২নং	১৯৲—২১৲
কাশরা দানা	...	—৯৷৷০
কর্পুর সের	...	৪৷০
ব্রিঃ কর্পুর	...	৫৲
সুট	...	—১৭৲
পিপুল	...	১০০৲
জিরা	...	৩২৲-৩৬

মধু

মধু	১নং	১৫৲	২নং	২১৲

বাতী

রেঙ্গুন ১৬ আউন্স প্রতি প্যাকেট			৷৷৫
...	১৪	...	৷৴৫
...	১২	...	৷৵৫
...	১০	...	৷/৫
...	৮	...	⁄৫
...	৬	...	৷৵০
রেঙ্গুন ১০ আউন্স ১১ আঃ গাড়ীর বাতী			৷৵০

ছাতা

নন্দলাল দত্ত

গোল শীক	২২।২৭	ইঃ	১২৲
ষ্প্রিং	২২।২৪	ইঃ	১২৷৷০
গোল শীক	২০	ইঃ	৯৲
রেলি স্প্রীং	২৬	ইঃ	২৮৲
বেটে ১২ নং	২৪।২৬	ইঃ	—২০৲
ঐ ১৯ নং	২৪।২৬	ইঃ	—২৪৲
ঐ ১১ নং	২৪।২৬	ইঃ	২৭৲-৩০৲
রাজারাণী ১২ নং	২৪ ২৬	ইঃ	১৩৲
ইংলিশ ছাতা কাঠের বাঁট	২৬	ইঃ	৩৬৲
ডিক্সন ব্রাদার্স	২৪।২৬	ইঃ	১৯৲—
ষ্টিল বাঁট ১২ নং			২৫৷৷০
১৯ নং		ঐ	২৭৲

করগেট

২২ গেজি	প্রতি হন্দর	—১৩৸০
২৪ ,,	...	১৩৲
২৬ ,,	...	১৪৷৷৵০

বস্ত্র

এডওয়ার্ড মিল

ধুতি	১০ × ৪৪	...	২৷৷০
সাড়ী	১০ × ৪৪	...	২৷৸/০
সাড়ী	৮ গজ	...	১৷৷৵১০

কেশোরাম মিল

ধুতি	৯ গজ	...	১৷৷০
ঐ	৯৷৷০ গজ	...	১৷৷৵০

রামপুরিয়া মিল

ধুতি ১০ গজ × ৪৪ হইতে	...	৩৶-৩৸৶০
ঐ ৯॥০ গজ × ৪০ ইঞ্চি	...	২৸০

মোহিনী মিল

৪৪ ইঞ্চি ১০ গজ		৩৵০-।০

হিন্দুস্থান মিল

ধুতি ১০ গজ × ৪৪ ইঞ্চ	...	২॥১০
ঐ ঐ সাদা পাড়	...	২।/০
ঐ ১০ গজ × ৪১ ইঞ্চ	...	২৵০
ঐ ৯॥০ গজ	...	২৵১০
৫ হইতে ৯ গজ	...	১৶১৫

স্বর্ণ, রৌপ্য ও কোম্পানীর কাগজ

গিনি ঘোড়া মার্কা		...	১৩।/০
বিলাতি কামি বেটার (Better) স্বর্ণ			২১॥৶০
চীনের পাল্লা		...	২১॥/০
কলিকাতা ট্যাকসালে		...	২১॥/০
বিলাতী রূপা (Bar Silver) ১০০ ভরি			৫৭॥০
খুচরা		...	॥/৫
৬৲ টাকা সুদের কো: কাগজ			—১০৭।৵০
৫॥০ টাকা ঐ		ঐ	১০৬।৵০
৫৲ ঐ		ঐ	১০৪॥৵০-১০৭॥৶০
৪৲ ঐ		ঐ	৮৮৸/০
৩॥০ ঐ		ঐ	—৭৫৸/০
৩৲ ঐ		ঐ	৬৬॥/০
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা			৬৲

পাটের বাজার

বর্ত্তমান সময়ে নারায়ণগঞ্জে পাটের দাম প্রতি মণ ১১৲ টাকা হইতে ১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ যথেষ্ট পরিমাণে পাট ক্রয় করিতেছেন; কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ নাকি পাটের মূল্য হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে খরিদ বন্ধ রাখিয়াছেন। এবার কৃষকগণও অল্প মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহে।

বলিতেগেলে পাট বঙ্গদেশের একচেটিয়া ব্যবসায়। বঙ্গীয় কৃষকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পাট চালাইতে চেষ্টা করিলে তাহারা অনায়াসে পাটের দর নিজেদের ইচ্ছামত নিরূপিত করিয়া দিতে পারে। সমবায় প্রণালী অনুসারে কৃষকগণ মিলিত হইতে পারিলে, তাহারা অনায়াসে ক্রেতাগণকে তাহাদের মুঠার মধ্যে আনিয়া ফেলিতে পারিবে।

Baled Jute বা পাটের গাঁইটের দর

১৫ই সেপ্টম্বরের রিপোর্ট

আজ কলিকাতায় পাটের বাঁধা গাঁইটের বাজার ৭০৲ টাকায় খোলা হয় এবং এই দামে অতি অল্প বেচা কেনাই হইয়াছিল। কিছুক্ষণ বাদে অনেকে ৬৯॥০ টাকায় বেচিতে রাজী হয়; কিন্তু খরিদ্দারেরা ৬৮॥০ টাকার উপরে উঠিতে রাজী না হওয়ায় আর বেচা কেনা হয় না। নিরেস মাল কিছু কিছু ৬০ টাকাতে বিক্রয় হইয়াছে। বাজার সারাদিন ঠাণ্ডাই গিয়াছে।

খোলাপাট

কলওয়ালারা সারাদিনের মধ্যে বিশেষ কোনও খরিদ করে নাই। Rejection বা রদী মাল ১০৲ টাকা হইতে ১০॥০ দরে কিছু বেচা কেনা হইয়াছিল।

হাটখোলার খবর

১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত

আমদানী—৫০,০০০ মণ

রপ্তানি—৪২০০০ মণ

মজুদ মাল—৭, ২৮,০০০ মণ

বেলারগণ ৩৯, ৫০০ মণ পাট ১০৲ টাকা হইতে ১৩॥০ মণ দরে কিনিয়াছে। কলওয়ালারা ৮৲ টাকা হইতে ১২৸০ টাকা মণ দরে ২৫০০ মণ কিনিয়াছে। গত বৎসর এই ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাটখোলায় অবস্থা ঠিক এইরূপ ছিল :—

আমদানী—৫০,০০০ মণ

রপ্তানি—৫০,০০০ মণ

মজুদ মাল—৩৭৭,০০০ মণ

পাটের আমদানী

(গত বৎসরের সহিত বর্ত্তমান বৎসরের তুলনা)

১২ই সেপ্টেম্বর

১৯২৬ সাল মোট—৯১, ৮০৬ মণ

ঐ তারিখে গত

১৯২৬ সালে কলিকাতায় আমদানী হয় মোট—১, ১৯, ৯৬৯ মন

১৯২৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১২ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত

কলিকাতায় আমদানী—৫, ৭৩০, ৩৬৯ মণ

গত ১৯২৬ সালের ১লা জুলাই হইতে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় আমদানী—৪, ২৭৮, ১৮৯ মন

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নানা আন্দোলন সত্ত্বেও গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর এই সময়ের মধ্যে বেশী পাটই কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে; অবশ্য বেলার ও আড়তদারগণই এই বেশী মাল আমদানী করিয়াছেন। বাজারে মাল যদি বেশী গাঁদি লাগিয়া যায়, তবে দর পড়িয়া যাইবারই সম্ভাবনা বেশী।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের রিপোর্ট

ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশন লিমিটেড্ ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাজারের এইরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন :—

এখানকার কলওয়ালারা বর্ত্তমান বাজার দরে মাল কিনিতে রাজী নহে। বিলাতের বাজার আরও একটু পড়িয়া গিয়াছে। আজ বাজার যখন খোলা হয়, তখন বাজারের অবস্থা খুব মন্দাই ছিল। নিম্নের কয়েকটী কারণে বাজারের অবস্থা মন্দা যাইতেছে।

(১) গত বৎসর এই সময়ে যত মাল মজুদ ছিল, এবার তাহাপেক্ষা বাজারে মাল বেশী মজুদ আছে।

(২) Shipperরা মাল কিনিতেছে না, কারণ বিলাতে তেমন টান নাই।

(৩) স্থানীয় কলওয়ালারাও শক্ত হইয়া বসিয়া আছে।

(৪) গানীর বাজার খুব মন্দা যাইতেছে, সুতরাং স্থানীয় কলওয়ালারাও জোরে পাট কিনিতেছে না।

১৪ই তারিখে বাজারে যে দর ছিল, আজ কলওয়ালারা তাহার চেয়েও ॥০ আনা কম দর দিতেছে।

সেপ্টেম্বর ডেলিভারীতে ৬৮৲ টাকা হইতে ৬৮॥০ টাকার পাকা গাঁইটের কিছু বেচা কেনা হইয়াছে।

শেষাশেষি অনেকেই ৬৮৲ টাকায় বেচিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু কোনও খরিদ্দার এ দরে কেনে নাই। বাজারের অবস্থা মন্দাই যাইতেছে।

—•—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

সপ্তম বর্ষ]　　কার্ত্তিক ১৩৩৪　　[৭ম সংখ্যা

বন্যার গান

ওরে শোন্ আজ গগন ভেদিয়া ওঠে যে আর্ত্ত সুর—
ভগ্ন ভিটায় কাঁদে গৃহহীন, কাঁদে কত ক্ষুধাতুর,
　　কাঁদে উড়িষ্যা, কাঁদে গুজরাট,
　　ভেসেছে প্লাবনে হাট মাঠ বাট,
　　দেবতা বিমুখ, আনন্দ-নাট
　　　　সহসা হয়েছে চুর।
ওগো গৃহবাসী, কাণ পেতে শোন কাঁদে কত
　　　　ক্ষুধাতুর॥

(২)

সোণার আগারে জাগে হাহাকার, মার বুকে কাঁদে
　　　　ছেলে,
কোন্ সে দেবতা দিল অভিশাপ, বন্যার জল ঢেলে?
　　গেছে সঞ্চয়, গেছে ঘর দ্বার,
　　অন্ন-অভাবে কাঁদে পরিবার,
　　অভাব দৈন্য ঘেরে চারিধার,
　　　　শান্তি হয়েছে দূর।
ওগো গৃহবাসী, ওই শোন কাঁদে গৃহহীন ক্ষুধাতুর॥

(৩)

অন্ন বস্ত্র গৃহহারা চায় তোমাদের মুখপানে,
হে নগরবাসী, দাও ওগো দাও যার যা সাধ্য দানে।
দুঃস্থ মাগিছে তব কৃপাকণা,
দাও দাও সবে বিমুখ করো না,
ক্ষুদ্রের দান তাই হবে সোণা
　　　　বেদনায় সুমধুর।
ওগো গৃহবাসী, শোন শোন কাঁদে গৃহহীন ক্ষুধাতুর॥

(৪)

ওগো সুখী জন, জাগ' জাগ', দেখ দুঃখে কাহারা
　　　　কাঁদে,
ওগো সুখী জন, করিবে কি হেলা দু'খের আর্ত্তনাদে?
　　যার যা সাধ্য তাই কর দান,
　　দুঃখ তাদের কর কর ত্রাণ,
　　দাওগো ভিক্ষা, শুধু কর প্রাণ
　　　　করুণায় ভরপুর।
ওগো গৃহবাসী, ওই কাঁদে শোন গৃহহীন ক্ষুধাতুর॥

মোটর যোগে মাঞ্চেষ্টার হইতে কলিকাতা

জাহাজে চড়ে জলপথে মাঞ্চেষ্টার থেকে কলিকাতায় আসা খুবই সহজ কথা। কিন্তু স্থলপথে মোটরে চড়ে এই সুদীর্ঘ আট হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে আসা নিতান্ত সহজ নয়। কেননা, "স্থলপথে" বল্‌ছি বটে, কিন্তু পথ কোথায়? মাঞ্চেষ্টার থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত আস্‌বার জন্য চৌরঙ্গীর মত বাঁধান কোন রাস্তা নেই যে চোখ বুজে, হেসে খেলে, আরাম কর্ত্তে কর্ত্তে, নির্ব্বিবাদে আসা যাবে। কোথাও দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী সহস্রমুণ্ড দৈত্যের মত হাজার মাথা তুলে পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে—কোথাও বা খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী চঞ্চলা বালিকার মত কলহাস্যে দুকূল মুখরিত করে, ফুলে, ফুঁসে নৃত্য কর্ত্তে কর্ত্তে সমুদ্রের পানে ছুটে চলেছে—কোথাও দুস্তর প্রান্তর, নিবিড় অরণ্যানি—আবার কোথাও বা বিস্তীর্ণ মরুভূমি—গাছ নেই, জল নেই, মানুষ নেই, চারিদিক ধূ ধূ কচ্ছে—কেবল বালি আর বালি। এই আট হাজার মাইল দীর্ঘ পথ বা বিপথ এক রাজার রাজ্য নয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, অষ্ট্রীয়া, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে আস্‌তে হয়; কাজেই দলবদ্ধ না হ'য়ে, যদি কেউ একখানা মাত্র মোটর নিয়ে, এই অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তা হ'লে তা'র সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

সে বৎসর মিষ্টার লরেন্স ড্রেডার নামক একজন ইংরাজ এই অসাধ্য সাধন করেছেন। মাঞ্চেষ্টার থেকে কলিকাতায় পৌঁছাতে, তাঁ'কে ছিয়াশি দিন ধরে মোটর চালাতে হয়েছিল। এই ছিয়াশি দিন তিনি যে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছেন—যে অসীম সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত সকল প্রকার বিপদ আপদ তুচ্ছ করেছেন, তা শুধু প্রশংসার্হ নয়, আশ্চর্য্যজনকও বটে।

৬ই অক্টোবর তারিখে তিনি মাঞ্চেষ্টার পরিত্যাগ করেন। সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ বিপুল আড়ম্বরে তাঁ'কে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। এমন কি, মাঞ্চেষ্টারের লর্ড মেয়র পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

তারপর তিনি মাঞ্চেষ্টার থেকে লণ্ডন ও ফোক্‌ষ্টোনের মধ্য দিয়ে প্রথমে বলগ্‌না (Boulogone) এবং পরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এসে উপস্থিত হ'ন। বলা বাহুল্য, পথিমধ্যে ইংলিশ চ্যানেলটা তাঁ'কে স-মোটর জাহাজে চড়েই পার হতে হয়েছিল। প্যারিসে তাঁ'র যে অভ্যর্থনা হ'ল, তা বর্ণনাতীত। তাঁ'কে এবং তাঁ'র মোটরখানা দেখ্‌বার জন্য, চারিদিক থেকে দলে দলে লোক এসে, ভিড় জমাতে লাগ্‌ল। তখন প্যারিসে মোটর প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। সে দিনের কার্য্যতালিকায় বিখ্যাত ভ্রমণকারী ড্রেডারের আগমন বার্ত্তা বড় বড় হরপে ছাপান হয়েছিল। কাজেই দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য

বিলাসী এবং মোটর বিলাসিনীগণ সেখানে হাজির হয়েছিলেন। বিপুল জনতার উল্লাস এবং করতালিধ্বনি ড্রেডারের মোটরখানি এবং অতিথিকে বার বার অভিনন্দিত কর্ত্তে লাগ্‌লো। সার উইলিয়াম লেট্‌সের মত অনেক গণ্যমান্য কর্ম্মচারীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তারপর প্যারিস্ থেকে আবার রওনা সুরু হ'ল। ষ্ট্রাসবার্গ ও মিউনিকের পথ ধরে মোটরখানা অবিরাম গতিতে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে তিনি অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়ানায় এসে উপস্থিত হলেন। এ পর্য্যন্ত আস্‌তে তাঁর বিশেষ কষ্ট হয় নি। কেন না, রাস্তা ছিল খুবই ভাল। কিন্তু দিনের পর দিন ধরে, তাঁ'কে যে বিষম বিপদ মাথায় করে পথ চল্‌তে হবে এইবার তা'র আরম্ভ হ'ল।

ভিয়ানার পর বুডাপেষ্ট, তারপর বেলগ্রেড্। এই বুডাপেষ্ট্ থেকে বেলগ্রেড্ পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদের সারা অঙ্গে ঘা। এই স্থানকে কেন্দ্র করেই বিগত মহাসমরাগ্নি জ্বলে উঠেছিল। অগ্নুদ্গারী কামানের কালানল বর্ষণে চারিদিক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে—রাস্তা, ঘাট, মাঠ সমস্ত স্থানই ক্ষতবিক্ষত। কেবল চারিদিকে ট্রেঞ্চ্ আর ট্রেঞ্চ্। একদল আক্রমণ কর্ব্বার জন্য ট্রেঞ্চ্ কেটেছে—আর একদল ট্রেঞ্চ্ কেটেছে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ কর্ত্তে। ইঁদুরে যেমন কুরে কুরে সমস্ত খামার বাড়ী চষে ফেলে দেয়—মানুষে তেমনি সুড়ঙ্গ কেটে কেটে এই অঞ্চলটা সমস্ত ফাঁপা করে ফেলেছে।

আজ অনেক দিন হ'ল, ভাঙার পালা শেষ হয়ে, ইউরোপে আবার গড়ার পালা সুরু হয়েছে; কিন্তু বুডাপেষ্ট্ থেকে বেলগ্রেড্ পর্য্যন্ত যে স্থানটা, তা'র তখনকার অবস্থা আট ন'বছর আগেকার অবস্থা থেকে নিতান্ত ভিন্ন ছিল না। সমস্ত স্থানটা যেন একটা মহা শ্মশান—আর শ্মশানের বুকে কবরের মত এই সুড়ঙ্গগুলা। হায়! কত হাজার হাজার দেশভক্ত যুবক—কত দুঃখিনী জননীর নয়নের নিধি, পতিব্রতা রমণীর প্রাণপ্রিয় পতি—তা'দের বুকের রক্ত দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর রুধির-তৃষ্ণা মিটিয়েছে; কত অমূল্য প্রাণ—ভগবানের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি মানুষের জীবন সামান্য মশামাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে নিহত হয়েছে! কত আশা, নৈরাশ্য, সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, অভিমান, কত জল্পনা, কল্পনার অকাল সমাধি হয়েছে এখানে—তা কে বল্‌বে? শ্মশান পবিত্র স্থান—কিন্তু এ মহাশ্মশান মনুষ্য সভ্যতার চরম অসভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ইউরোপের মর্ম্মস্থানে বিঁধে রয়েছে।

"জাতীয়তা", "স্বদেশ ভক্তি", "ন্যায়পরতা", "সাম্য", "মৈত্রী" প্রভৃতি গোটাকয়েক বাঁধাবুলির দোহাই দিয়ে, সকলেই যুদ্ধের আসরে নামে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পরের ঘাড় ভেঙে রক্ত চুষে, নিজের দেহটাকে পুষ্ট কর্ব্বার তীব্র স্পৃহা ছাড়া, অন্য কোন মহত্তর উদ্দেশ্য কাউকেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেয় না। আমি অবশ্য শুধু আক্রমণকারীদের কথাই বল্‌ছি। তথাকথিত সুসভ্য মানুষের বিষম বর্ব্বরতা দেখে, সত্যই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, সভ্যতা মানে কি বর্ব্বরতা? যে জাতি যত বেশী হিংস্র, তা'দের বুকে ছুরী বসাবার কৌশল যাদের যত বেশী আয়ত্ত, তারাই কি তত বেশী সভ্য?

আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ক'রে বৈজ্ঞানিক বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিচ্ছে; কিন্তু তা'দের সে উল্লাসের করতালিধ্বনি আকাশে মিলিয়ে যাবার আগেই তাদেরই আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পাখীর মত উড়ে বেড়াবার জন্যে বৈজ্ঞানিক এরোপ্লেন তৈরী কর্‌লে—পৃথিবীর সাধারণ মানুষ মনে কর্‌লে চমৎকার! কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৈজ্ঞানিকের

সেই চমৎকার এরোপ্লেনে চড়েই মেঘান্তরালবর্ত্তী ইন্দ্রের মত বজ্রনিক্ষেপে নির্ব্বিবাদে শত্রুকুল নির্ম্মূল কর্ত্তে লাগ্‌ল। এই রকমে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মারবার "সহজ ও সরল উপায়" সকল দিন দিন আবিষ্কৃত হচ্ছে। মানুষ যে আদপে একটা পশু—বাঘ বা ভাল্লুকেরই মত হিংস্র পশু, বিগত মহাসমরের ইতিহাস আলোচনা কর্‌লে, এই কথাটাই বারে বারে মনে আসে।

মনুষ্যজাতি সভ্যতার রথে চড়ে, বিপুল বেগে ছুটে চলেছে—রথের অশ্ব হ'ল বিজ্ঞান। কিন্তু চলেছে কোন্ পথে? হয়ত শ্রেয়ের পথে, স্বর্গের পথে—কেন না, তাই-ই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু কেউ কেউ আজ সন্দেহ কর্ত্তে সুরু করেছেন—অবশ্য তাঁদের সংখ্যা খুব কম—যে আমরা চলেছি পাতালে। কে বল্‌বে কোন্ কথা সত্য? চলার বেগ যে আমাদের দৃষ্টি শক্তিকে অবরুদ্ধ করেছে। তবে মাঝে মাঝে বুডাপেষ্ট্ ও বেলগ্রেডের চিত্র মানস নয়নে ফুটে উঠে', সভ্য মানুষের অক্ষয় কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; আর মনে মনে সন্দেহ হয়, হয়ত বা বেশী লোকের বিশ্বাসের চেয়ে কম লোকের সন্দেহই সত্য।

সে যাক্। ধান ভান্‌তে এসে শিবের গীত গাইতে আরম্ভ কর্‌লে কেউই সন্তুষ্ট হবে না। তাই ফিরে চল্লুম।

মিঃ লরেন্স ড্রেডার বহুকষ্টে বেলগ্রেড্ পার হলেন বটে, কিন্তু এইখানেই তাঁ'র বিপদের অবসান হ'ল না। পথেই বলকান পর্ব্বতমালা। সেই পার্ব্বত্য পথ যেমন দুর্গম, তেমনই বিপদসঙ্কুল। শত্রুর আগমন পথ রুদ্ধ কর্ব্বার জন্তে বলকান রাজ্য সমূহ ইচ্ছা করেই পথগুলিকে এরূপ বন্ধুর ও বিঘ্ন-বহুল করে রেখেছে। ড্রেডারকে এই অনতিক্রম্য পথ অতিক্রম কর্ত্তে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। প্যারিস্ থেকে একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার তাঁ'র সঙ্গী হয়েছিলেন। বলকানের সংকীর্ণ ও বন্ধুর পথে তাঁর এই ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুটী যে খুবই কাজে লেগেছিলেন, সে কথা বোধ হয় আর কাউকে বলে দিতে হবে না।

বেলগ্রেডের পর ফিলিপলিস—তারপর সোফিয়া—তারপর এড্রিয়ানোপ্‌ল্। এড্রিয়ানোপ্‌ল্ পর্য্যন্ত এই রকম বিশ্রী পথ। এড্রিয়ানোপ্‌ল্ থেকে তুরস্কের রাজধানী কনস্তান্তিনোপ্‌ল্ পর্য্যন্ত বেশ প্রশস্ত রাজপথ আছে। কিন্তু তারপর এশিয়া মাইনরে রাস্তার দু'ধারে খুব বেশী লোকালয় না থাকায় খাদ্যাদি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ কর্ব্বার পক্ষে তাঁ'কে বিশেষ অসুবিধা ভোগ কর্ত্তে হয়েছিল। মুডাইন থেকে আদানা পর্য্যন্ত আস্‌তে তাঁর চার দিন মাত্র সময় লাগে। এত কম সময়ের মধ্যে অত পথ এ পর্য্যন্ত খুব কম লোকই অতিক্রম কর্ত্তে পেরেছে।

কিন্তু সবার চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার হচ্ছে—তরাস পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন। সমুদ্র তীরবর্ত্তী সমভূমি হ'তে ন'হাজার ফিট্ উচুতে এক গিরি-সঙ্কট—সে গিরিসঙ্কট এমনই সংকীর্ণ যে মোটর ত দূরের কথা, মানুষের পক্ষে হেটে যাওয়াও সেখানে সঙ্কটসঙ্কুল। মোটর চল্‌তে পারে, এমন রাস্তা নেই। কুলীর সাহায্যে পাথর কেটে, রাস্তা ক'রে, তাঁ'কে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। বস্তুতঃ ড্রেডারের পূর্ব্বে কেহই চারিচক্র কেন, কোন দ্বিচক্রবিশিষ্ট গাড়ীও ওপথে চালাতে সমর্থ হয় নি।

একবার এই পাহাড়ের পথে তাঁ'কে চারঘণ্টা অপেক্ষা কর্ত্তে হ'ল। হঠাৎ বালুস্তূপ তৈরী হয়ে তাঁ'র পথ রোধ করেছে। এই রকম কত লোম হর্ষণ ঘটনাই যে তাঁ'র এই ছিয়াশি দিনের জীবনে ঘটেছে, তা লিখে শেষ করা যায় না।

তিনি যখন মোটরযোগে সিরিয়ার দুস্তর মরুভূমি পার হচ্ছিলেন,তখন অকস্মাৎ এক অভূতপূর্ব্ব বিপদে তাঁ'কে অভিভূত করে ফেলে। মরুভূমির মাঝ্ দিয়ে কোন যানবাহন যাতায়াত করে না—কেবল মাঝে মাঝে বণিকের দল মরুজাহাজ উটের পিঠে পণ্যদ্রব্য চাপিয়ে দলবদ্ধ ভাবে যাতায়াত করে। মিঃ ড্রেডারের মোটরের চাকা পথিমধ্যে বালুকায় আট্‌কে যায়। তা'তে তাঁ'র অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। এদিকে তাঁ'র কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না দেখে, সমস্ত জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। গভর্ণমেণ্ট তখনই রয়েল এয়ার ফোর্স'কে তাঁ'র খোঁজে নিযুক্ত কর্‌লেন। দশ দিন পরে তাঁ'কে খুঁজে পাওয়া গেল বাগদাদের পঁচানব্বই মাইল পশ্চিমে। এই দশ দিন কেবলমাত্র কয়েক টুকরা আরবদেশীয় রুটী এবং খেজুর খেয়েই তাঁ'কে জীবন রক্ষা কর্ত্তে হয়েছিল।

যে ইঞ্জিনিয়ার প্যারিস থেকে তাঁহার সহযাত্রী হয়েছিলেন, এলেপ্পো পর্য্যন্ত এসেই তিনি নেমে যান। এখান থেকে একজন তুর্কী দ্বিভাষী তাঁ'র সঙ্গী হন। সিরিয়ার মরুময় পথ অতিক্রম কর্ব্বার সময় এই দ্বিভাষী ভদ্রলোকটী তাঁ'র খুবই কাজে লেগেছিলেন।

যাহা হউক, ঐ রকম সহস্র বিপদের মধ্য দিয়ে, বহুকষ্টে তিনি সিরিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করে পারস্যের উপকণ্ঠে উপনীত হ'লেন। কিন্তু পারস্যের পথও নিতান্ত কুসুমাস্তৃত নয়। গোটা পারস্যটাই একটা অত্যুচ্চ মালভূমি—প্রায় চারি দিকেই দুরারোহ পর্ব্বতমালায় ঘেরা। কাজেই পারস্য অতিক্রম করা নিতান্ত সহজ কথা নয়। একদিকে পশ্চিমের পর্ব্বতশ্রেণী এ-কে আরব ও তুরস্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে—আর একদিকে উত্তর ও দক্ষিণের পর্ব্বতমালা সমূহ স্থলপথে কাস্পীয়ান সাগর থেকে পারস্য উপসাগর উপনীত হওয়া অসম্ভব করে তুলেছে।

বস্তুতঃ ইউরোপ থেকে তুরস্ক ও আরবের মধ্য দিয়ে ভারতে আস্‌বার পথে পারস্যই প্রধানতম বাধা। কিন্তু পারস্যের এই ভৌগোলিক অবস্থান জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছে। যে সমস্ত বলদৃপ্ত পাশ্চাত্য জাতি এশিয়ায় প্রতিষ্ঠা স্থাপন কর্ত্তে পেরেছে—তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের সাম্রাজ্য আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ব্যস্ত ; লেলিহান কুকুরের মত একজন আর একজনের পানে তাকিয়ে আছে—সুবিধা পেলেই একে অন্যের উপর লাফিয়ে প'ড়ে, তা'র টুঁটি কামড়ে ধর্ব্বে—এইটাই তা'দের ইচ্ছা। কেবল পারস্য মাঝে থাকাতেই তা'দের সে ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হচ্ছে না।

পারস্য শীতপ্রধান দেশ। জগতে আরও অনেক শীতপ্রধান দেশ আছে। কিন্তু পারস্যের অত্যুচ্চ অধিত্যকাসমূহের শীত এত তীব্র যে, তা সহ্য করা সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়। তাই সেখানে অর্দ্ধ সভ্য "নোমেডিক" জাতির বাস। তা'রা পশুপালন ক'রে, নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করে।

মিষ্টার লরেন্স ড্রেডার যে ঐ অসহ্য শীত সহ্য ক'রে, দুর্গম পার্ব্বত্য পথের মাঝ দিয়ে মোটর ছুটিয়ে, অক্ষত শরীরে ভারতবর্ষে এসে পৌছাতে পেরেছিলেন—এ একটা দস্তুর মত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বল্‌তে হবে। তাঁ'র এ দুঃসাহসিক অভিযান কেবল এক আলেকজান্দার বা নাদির সাহের ভারত অভিযানের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। কেন না, তাঁহাদিগকেও প্রধানতঃ পায়ে হেটেই দুরন্ত শীতের মধ্য দিয়া পারস্যের পর্ব্বমালা পার হ'তে হয়েছিল। পায়ে হেটে পারস্য অতিক্রম করেছিলেন আরও দুজন। উভয়েই পরিব্রাজক—ভারতে আসাই ছিল

তাঁ'দের উদ্দেশ্য। তাঁ'দের মধ্যে একজন গ্রীক্—নাম টাভানিয়ার (Tavernier), আর একজন ফ্রান্সের অধিবাসী—তাঁর নাম হ'ল Tiexeira.

সে যাক্। তিনি বাগ্দাদ্ থেকে বেরিয়ে প্রথমে পারস্যের রাজধানী তেহারেনে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর তাঁ'র মোটরখানা ডাজ্‌ডাব ও মির্জ্জা নগর অতিক্রম ক'রে, কোয়েটার অভিমুখে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। কোয়েটা বৃটিশ বেলুচিস্থানের রাজধানী। মাঞ্চেষ্টার পরিত্যাগের পর ক্রমাগত পঁয়ষট্টি দিন মোটর ছোটাবার পর, ২৩শে ডিসেম্বর তিনি কোয়েটায় এসে উপস্থিত হলেন।

বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। হিসাব ক'রে দেখা গিয়াছে যে, এখানে প্রতিবর্গ মাইলে ছয় জনের বেশী লোক বাস করে না। কাজেই এরকম জনহীন প্রদেশের মধ্য দিয়ে মোটর যোগে যাতায়াত করা যে কিরূপ অসুবিধাজনক, তা' সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ, পথে বিপদ আপদের সম্ভাবনাও খুব বেশী। বেলুচিস্থানে অধিকাংশই পার্ব্বত্য জাতির বাস—তাদের মধ্যে অনেকেই আবার দস্যুতা ব্যবসায়ী। কাজেই ড্রেডারকে প্রাণ হাতে করেই পথ চল্‌তে হয়েছিল। যে কোন মুহূর্ত্তেই আততায়ীর গুলির আঘাতে প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, কোন রকম বিপদ আপদ তাঁ'কে স্পর্শ করেনি। বুঝি বা তাঁ'র অসীম সাহস দেখে, "বিপদ" ও তাঁ'র নিকট অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক বলে মনে কচ্ছিল।

পারস্যের মত বেলুচিস্থানও একটী পার্ব্বত্য প্রদেশ। দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় যেমন ভারতবর্ষের শিয়রে দাঁড়িয়ে, বিশাল জটাজাল বিস্তার ক'রে তা'কে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা কর্‌ছে—হিন্দুকুশ ও সোলেমান পর্ব্বতমালাও ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে জাগ্রনিষ্ঠ প্রহরীর মত বেলুচিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে রক্ষা কর্‌ছে।

যাহা হউক, মিঃ ড্রেডার কোয়েটা থেকে বহির্গত হয়ে, কয়েক দিনের মধ্যেই লাহোর, দিল্লী, আগ্রা এবং কাণপুরের মধ্য দিয়ে কলিকাতায় এসে উপস্থিত হ'লেন। লাহোর থেকে কলিকাতায় পৌঁছাতে তাঁ'র মোটেই কোন কষ্ট হয়নি—কেন না, ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত রাজপথ দিয়ে মোটর চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর ত নয়ই—বরং আরামদায়ক।

কলিকাতায় এলে, কলিকাতা কর্পোরেশান কর্ত্তৃক তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন। সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিসে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় আরও একটা প্রীতিকর ঘটনা সেদিন ঘটেছিল। মাঞ্চেষ্টারের লর্ড মেয়র কলিকাতার মেয়রকে দেবার জন্য মিঃ ড্রেডারের হাতে একখানা পত্র দিয়েছিলেন। ঐ পত্রখানি সেই সভায় পাঠ করা হয়। তিনি লিখেছেন—

"প্রিয় লর্ড মেয়র! উইলস্ ওভারল্যাণ্ড ক্রশ্‌লি লিঃ উইলিস্ নাইট এঞ্জিন যে কি রকম দৃঢ়, তা'র পরীক্ষা দেবার জন্য মিঃ লরেন্স ড্রেডারকে মোটরযোগে স্থলপথে কলিকাতায় পাঠাচ্ছেন। এই সুযোগে তাঁ'র হাতে আমি এই পত্রখানি পাঠালাম। আপনি এবং কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দ আমার সাদর সম্ভাষণ জান্‌বেন। মাঞ্চেষ্টার এবং কলিকাতার মধ্যেই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অনেক দিন থেকে বর্ত্তমান রয়েছে। এ সপ্তাহে আমাদের সহরে "Civil week" চল্‌ছে—তার এক খানা programme পাঠালাম। আপনার ও কলিকাতাবাসীর সুখ ও স্বচ্ছন্দ কামনা করি।" ইতি—

মাইলস্, ই, মিচেল
(Miles E. Mitchell)

উক্ত সভায় মিঃ ড্রেডার সংক্ষেপে তাঁ'র ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

'অষ্ট্রীয়ার সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম কর্ব্বার পরই যে জিনিসটা সবার আগে আমার চখে পড়্‌ল, সে হ'ল তুরস্ক। সিরিয়া, ইরাক এবং পারস্যের অধিবাসীদের মধ্যে চারিদিকেই একটা "সাজ" "সাজ" ভাব। ইউরোপীয় মহাসমর বেধে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এশিয়ার স্বাধীন রাজ্য সমূহের মধ্যে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব জেগে উঠেছে— এই "সাজ" "সাজ" ভাব সেই জাগরণের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। পূর্ব্বে পারস্যের পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে খুব বেশী রকম পুলিশের বন্দোবস্ত করায় ঐ পথগুলি কতকটা নিরাপদ হয়েছে। কেবল তেহারেন থেকে ইস্পাহানের পথে খানিকটা যায়গা আজও তেমনি বিশ্রী রয়েছে।'

ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে কলিকাতায় পৌছিতে তাঁ'কে প্রকৃতপক্ষে কত মাইল পথ অতিক্রম কর্ত্তে হয়েছিল জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন— "মোটরের Speedo-meter বা দূরত্বপরিমাপক যন্ত্রপাঠে জানা যায় যে, মোটর খানা সর্ব্বসমেত সাত হাজার সাত শ' সতের মাইল পথ ভ্রমণ করেছে। গড়ে দৈনিক নব্বই মাইল পথ আমরা অতিক্রম করেছি।"

তাঁর অদ্ভুদ্ ভ্রমণকাহিনী শুনে সকলেই চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন— সকলেই তাঁ'র সাহসের ভূয়সী প্রশংসা কর্ত্তে লাগ্‌লেন। অবশ্য তিনি যে সকলেরই প্রশংসার পাত্র একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু কেবল তাঁ'কেই কি প্রশংসা কর্ব্ব? যে গাড়ী খানা এই সুদীর্ঘ আট হাজার মাইল তাঁ'কে নিরাপদে বয়ে নিয়ে এল, সেও কি প্রশংসালাভের যোগ্য নয়? বস্তুতঃ মিঃ ড্রেডার অসাধ্য সাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তা'তে তাঁ'র কৃতিত্ব যতখানি, তাঁ'র মোটর খানির কৃতিত্ব তার চেয়ে একতিলও কম নয়। কাজেই সেই মোটর খানার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করি।

মোটর খানি একটী কুড়ি অশ্বশক্তি সম্পন্ন এবং ছয় সিলিণ্ডার বিশিষ্ট ১০নং মডেল উইলিস্-নাইট। পাঁচজন লোক এতে বস্‌তে পারে। গাড়ীখানি অবশ্য একটু বিশেষ যত্ন করেই গড়া—তবে অন্য সাধারণ উইলিস্-নাইট্ থেকে এর বেশী পার্থক্য নেই। আরও একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সুদীর্ঘ পথ—নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করে আসা সত্ত্বেও যে গাড়ীখানি আদৌ অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েনি, এটা উইলস-নাইটের মস্তবড় প্রশংসাপত্র বল্‌তে হবে।

যাহা হউক, মিঃ লরেন্স ড্রেডারের এই ভারত অভিযানের মধ্যে মস্তবড় একটা বিশেষত্ব আছে— সেই বিশেষত্বটা ফুটিয়ে তুল্‌তে আমি চেষ্টা করবো।

দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করা—অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমান—পায়ে হেটে পৃথিবী ভ্রমণ করা—এ সকল আজকাল খুব আখচার হয়ে পড়েছে। প্রকৃতির দুরন্ত সন্তান মানুষ—পরম নিশ্চিন্তভরে ঘরের কোণে বসে থাক্‌তে রাজী নয়। অনায়ত্তকে আয়ত্ত কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা তা'কে এমন করে পেয়ে বসে যে, নির্ভাবনায় স্নিগ্ধ নীড় ছেড়ে, দুর্ভাবনার সর্ব্বনেশে ক্রোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। তাই দেখি তুষারকিরিটী হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখর গৌরীশৃঙ্গে উঠ্‌বার প্রচেষ্টা যখন একজনের ব্যর্থ হ'ল,—তখন আর একজন দ্বিগুণ উৎসাহে সেই অসম্ভবকে সম্ভব কর্ব্বার জন্যে এগিয়ে চলেছে। কত লোক জীবন দিল—তা'তে দৃক্‌পাত নেই। শরীর পতন করেও মন্ত্রের সাধন কর্ব্বে—এই হল তা'দের পণ।

এইরূপে কত শত বিপদের মাঝে মানুষ নিতাই ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে—জেনে শুনে—শুধু অনায়ত্তকে

আয়ত্ত করবার প্রলোভনে। অবশ্য এটা জীবনের লক্ষণ। "ভালছেলে" বাঙালীর প্রাণেও আজ এই জীবনের সাড়া এসে পৌচেছে। তাই আজ বাঙালীর ছেলেও কখন পদব্রজে, কখন সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হয়। এ-ও অবশ্য খুব আশার কথা, সন্দেহ নেই।

কিন্তু লরেন্স ড্রেডার নিছক সখ মেটাবার জন্যেই এই সুদীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে আসেন নি। "একটা নূতন কিছু করা" তাঁ'র উদ্দেশ্য হ'লেও তাঁ'র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, উইলস-নাইট যে কি রকম সুদৃঢ় মোটর—জগৎবাসীর সমক্ষে তাই প্রমাণিত করা। কাজেই তাঁ'র অভিযানটা সম্পূর্ণরূপেই ব্যবসায় সংক্রান্ত। এটাকে একটা মস্তবড় "বিজ্ঞাপন"ও বলা যেতে পারে। এ ধরণের বিজ্ঞাপনের ফলও আশ্চর্য্যজনক। মিঃ ড্রেডার যেদিন ম্যাঞ্চেষ্টার পরিত্যাগ করলেন, সেইদিন থেকেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁ'র গতিবিধির কথা জগৎময় প্রচারিত হতে লাগ্‌ল। এতবড় একটা অভিযান—কাজেই সকলেই তাঁর সংবাদ জান্‌বার জন্যে উৎসুক। তাঁ'কে কেন্দ্র করে পৃথিবীব্যাপী একটা মস্তবড় হৈ চৈ পড়ে গেল। লোকে অবশ্য তাঁর সংবাদই জান্‌তে চায়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও সবাইকে জান্‌তে হ'ল যে, তিনি একখানি "উইলিস্-নাইট" চড়ে ঐ দুর্গম পথ অতিক্রম কর্চ্ছেন। এতে শুধু যে "উইলিস্-নাইটের" কথা জগৎময় ছড়িয়ে পড়্‌ল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সবাই জান্‌তে পাল্লে যে, "উইলিস্-নাইটের" মত সুদৃঢ় মোটর খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

এর চেয়ে সুন্দরতর বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।

ফেলপড়া কোম্পানীর বিবরণ

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে যে সকল জয়েণ্ট্ ষ্টক্ কোম্পানী লিকুইডেসনে যাইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নম্বর	শ্রেণী বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	Subscribed বা স্বাক্ষরিত টাকার পরিমাণ	আদায় বা প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	লিকুইডেসনে যাইবার তাং	কোং উঠিয়া যাইবার তাং
	১—ব্যাঙ্ক, লোন ও ইন্‌সিওরেন্স				
১	ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার ব্যাঙ্ক (বম্বে)	১৫০৭০০৲	৪০৪০৫৲	১.৭.২৭	...
২	ইন্‌ভেস্‌টরস্ সিণ্ডিকেট (মাদ্রাজ)	৩০০৲	...	...	১৯.৭.২৭
৩	অনন্তপুর মিউচুয়াল বেনিফিট্ পারমানেণ্ট্ ফাণ্ড্ (মাদ্রাজ)	৩০৩৭৫৲	১১০২৫৲	...	ঐ
৪	ইণ্ডিয়ান ম্যারেজ সোসাইটী (বরদা)	১৬০০০৲	৮৬৫৲	...	১৫.৭.২৭
৫	গুজরাট ম্যারেজ এণ্ড এসিওরেন্স্ কোং (বরদা)	১৫১৫০৲	২৪২৪৲	...	"
৬	খুলনা বাগের হাট ব্যাঙ্ক (বেঙ্গল)	৫৬৯০৲	২৮৪৫৲	২৪.৩.২৭	...
৭	একানামপেট্ ধান ও কুলা স্বাশত নিধী (মাদ্রাজ)	৪৫৭০০৲	৩২৯২৲	৫.৫.২৭	...
৮	গোবিন্দ নেকেনপালয়াম তিরুমল পরিপালনম্ নিধি (মাদ্রাজ)	২৪৪৫০৲	২৪৫৫০৲	১.১০.২৬	...
৯	জেনারেল মেট্রিমনী বেনিফিট্ এণ্ড লাইফ ইনসিওরেন্স কোং (বরদা)	১১৪৭০৲	৭১৭০৲	২০.৬.২৭	...
১০	ঢাকা ব্রিকস্ এণ্ড টাইলস্ ম্যানুফ্যাকচারীং এণ্ড প্রডিউসিং কোং (বেঙ্গল)	২২২৯০৲	১৮১৯২৲	৩০.৩.৭	...
১১	জে, এস, মাল্ এণ্ড কোং (বেঙ্গল)	...	...	১৪.৫.২৭	...
১২	মহাজন ট্রেডিং কোং (দিল্লী)	...	...	১৫.১.২৭	...
১৩	গেমান্‌জি এণ্ড সন্স্ (পাঞ্জাব)	৩৩৪০০৲	৪২০০০০	২৮.৫.২৭	...
১৪	ইণ্ডিয়ান্ এম্পোরিয়াম্ (মাদ্রাজ)	৩৩৪০০৲	২৪৬৪০৲	২৩.৪.২৭	...

	২—ট্রানজিট্ ও ট্রান্সপোর্ট্				
১৫	ওয়েষ্টার্ণ মেরিটাইম্ (বম্বে)	...	...	২৮.৭.২৭	২৮.৭.২৭
১৬	ত্রিবাঙ্কুর ট্রান্সপোর্ট্ কোং (ত্রিবাঙ্কুর)	৩১৩৮৫৲	২১১১০৲	...	৪.৭.২৭
	মোট =	৩১৩৮৫৲	২১১১০৲		
	৩—ট্রেডিং এণ্ড্ ম্যানুফ্যাক্চারীং				
১৭	এফ্, এস্, গরডন্ (বম্বে)	২০০২০০৲	২০০২০০৲	১৪.৭.২৭	...
১৮	মনোরমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (মাদ্রাজ)	৬১৭৩০৲	৫৯১৭৩৲	...	৫.৭.২৭
১৯	রাজসাহী ট্যানারী কোং (বেঙ্গল)	১০০০০০০৲	১০০০০০৲	...	২৭.৭.২৭
২০	ইণ্ডিয়ান ইলেক্‌ট্রিক কোং (মাদ্রাজ)	২০০০৲	২০০০০৲	...	৫.৭.২৭
২১	জাপান ইম্পোর্টস্ (বম্বে)	১০০০৯০৲	১০০০০০৲	১৮.৭.২৭	...
২২	ভরত স্বদেশী ভেপার এজেন্সী (যুক্তপ্রদেশ)	২১০০৲	২১০০৲	...	৫.৭.২৭
২৩	ওয়ালাজা ডেভেলোপ্‌মেণ্ট সিণ্ডিকেট্ (মাদ্রাজ)	১০০০৲	১০০০৲	...	১২.৭.২৭
২৪	ইউনাইটেড্ এজেন্সী কোং (বেঙ্গল)	৫০০০৲	৫০০০০৲	...	৬.৭.২৭
২৫	রায়গঞ্জ লাকি ষ্টোরস্ (বেঙ্গল)	৫৫২৫৲	৫৫২৫৲	...	৬.৭.২৭
২৬	ভরত খন্দ্ স্বদেশী ষ্টোরস্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোং (বম্বে)	১০৯৭০০৲	২৫৮৪৯৲	২৬.৭.২৭	২৬.৭.২৭
২৭	এলাহাবাদ ব্রাস (যুক্তপ্রদেশ)	৩৬৩০০৲	২৫৮৪৯৲	২.৭.২৭	...
২৮	রতন্‌লাল, রামজান্ এণ্ড কোং (যুক্তপ্রদেশ)	...	...	...	৪.৭.২৭
২৯	শ্রীযোগ আশ্রম কাম্পেনী (যুক্তপ্রদেশ)	৪৩৫৩৯৲	১২১০২৲	...	২৯.৭.২৭
৩০	ন্যাসন্যাল ট্রেডিং কোং (ত্রিবাঙ্কুর)	১৮১৬০৲	২৬৫১৲	...	৪.৭.২৭
৩১	ইংলিস্ ষ্টোরস্ (ত্রিবাঙ্কুর)	৮৭২৮৲	৭৬৪৮৲	...	"
৩২	তিরুপপুর উলেন কার্পেটস্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস্ (মাদ্রাজ)	২৮৭০০৲	২৮৭০০৲	১০.৭.২৭	...
৩৩	ইউনিভার্শেল কেন্ট হ্যাট কোট (বম্বে)	...	...	১৭.২.২৭	২৮.৮.২৭
৩৪	ন্যাশন্যাল মেটাল ওয়ার্কস্ (বরদা)	৩০৫০০৲	২৯৪০০৲	৪.১০.২৩	১৫.৭.২৭
	৪—মিল ও প্রেস				
৩৫	হিন্দুস্থান প্রেসিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং (বম্বে)	১৪৯২৫০৲	১৪৯২৫০৲	৮.৭.২৭	...

৩৬	এম্পেরার এড্ওয়ার্ড স্পিনিং এণ্ড্ ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং (বম্বে)	১৫০০০০০্	১৫০০০০০্	১২.৭.২৭	
৩৭	কেলন্ স্পিনিং এণ্ড্ উইভিং মিলস্ কোং (বরদা)	১২০০০০০্	৬৬০৩৪৫্	...	১৫.৭.২৭
৩৮	গোল্ড মোহর মিলস্ (বম্বে)	৩০৬৪০০০্	৩০৬২৪৫০্	২৪.৮.২৩	১২.৭.২৭
৩৯	কেলন স্বদেশী মিলস্ কোং (বরদা)	১৮৫৯০০্	১৭৪১৫০্	২৪.৮.২৩	১৫.৭.২৭
	৫—খনি ইত্যাদি				
৪০	এস্, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং (বেঙ্গল)	১০০০০০্	১০০০০০্	...	৬.৭.২৭
	৬—হোটেল থিয়েটার ইত্যাদি				
৪১	বেঙ্গল থিয়েটার	...	...	...	১২.৭.২৭
	৭—এষ্টেট্, জমী ও বাড়ী				
৪২	নিউ দিল্লী নেটাক কোং (বম্বে)	২৮৫৫০্	২৪১১০্	৪.১২.২২	১৪.৭.২৮
৪৩	বম্বে প্রেসিডেন্সী ল্যাণ্ড এণ্ড বিল্ডীং কোং (বম্বে)	৩২৩৮২৫্	২০৫৫৭৫	১২.৯.২৫	২০.৭.২৭

যশোহর-গৌরব

(শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, কবিরাজ, যশোহর)

যে সকল মনীষা সম্পন্ন মহাপুরুষ আত্মপ্রতিভা, জ্ঞানালোক, ব্যবসায় বুদ্ধি, বা বীরত্ব মহিমায় যশোহরকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম। পূর্ব্বকালে যশোহরের সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খুলনা, ফরিদপুর, ২৪ পরগণা ও নদীয়ার কিয়দংশ যশোহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জন্য তৎকালীন ব্যক্তিবর্গকে যশোহরের মধ্যে গ্রহণ করা হইল। ইহাতে আপত্তি করিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই।

বীর

১। প্রতাপাদিত্য গুহ মহারাজ,
রাজধানী যশোহর (বর্ত্তমানে খুলনায়
১৫৫৮ খৃঃ রাজধানী স্থাপিত,
মৃত্যু ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে, কাশীধামে।

২। রাজা সীতারাম রায়,
রাজধানী মহম্মদপুর,
জন্ম ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে।

৩। রাজা মুকুন্দ রায়,
রাজধানী ভূষণা।

৪। সত্রাজিৎ রায়,
রাজধানী সত্রাজিৎপুর,
মৃত্যু ১৬৪৮ খৃঃ।

৫। বিপ্লববাদী—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
জন্মভূমি—ঝিনাইদহ।

৬। শঙ্কর ঘোষ বা মেনাহাতি
সীতারামের সেনাপতি,
জন্মভূমি—রায়গ্রাম।

সাহিত্যিক

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত,
জন্মভূমি—সাগরদাঁড়ী,
কাব্য-"মেঘনাদবধ"।

২। দীনবন্ধু মিত্র,
জন্মভূমি—চৌবাড়িয়া,
নাটক—"নীলদর্পণ"।

৩। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার,
জন্মভূমি—সেনহাটী,
(বর্ত্তমানে খুলনায়),
কাব্য—"সদ্ভাবশতক"।

৪। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
জন্মভূমি—বাগআচড়া,
উপন্যাস—"স্বর্ণলতা"।

৫। শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু,
জন্মভূমি—জগন্নাথপুর,
কাব্য—"বীরকুমার বধ"।

৬। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার,
জন্মভূমি—জগন্নাথপুর,
কাব্য—"মহিলা"।

৭। শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়,
জন্মভূমি—বনগ্রাম,
নাটক—"দুর্গাবতী"।

৮। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার,
জন্মভূমি—কচুবাড়িয়া,
ইতিহাস—"সমসাময়িক ভারত"।

৯। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ,
জন্মভূমি—ব্রাহ্মণডাঙ্গা,
প্রবন্ধ পুস্তক—"তপোবন"।

১০। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার, সি, আই, ই,
জন্মভূমি—লোহাগড়া,
প্রবন্ধ পুস্তক—"মানবতত্ত্বের প্রসার"।

১১। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য (অন্ধ),
জন্মভূমি—মাগুরা,
ইতিহাস—"সীতারাম রায়"।

১২। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ,
জন্মভূমি—চৌগাছা,
সম্পাদক—"দৈনিক বসুমতী",
উপন্যাস—যেদিদা।

১৩। শিশিরকুমার ঘোষ,
জন্মভূমি—মাগুরা,
সম্পাদক—"অমৃতবাজার পত্রিকা",
জীবনী—"অমিয় নিমাই চরিত।"

১৪। মতিলাল ঘোষ,
জন্মভূমি—অমৃতবাজার, মাগুরা,
সম্পাদক—"অমৃতবাজার পত্রিকা"।

১৫। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু,
জন্মভূমি—যশোহর,
সম্পাদক—"অমৃতবাজার পত্রিকা।"

১৬। উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন,
জন্মভূমি—কালিয়া,
ধর্ম্মগ্রন্থ—"মানবের আদি জন্মভূমি"

১৭। রসিকলাল চক্রবর্ত্তী,
জন্মভূমি—রায়গ্রাম,
নাটক (যাত্রা)—"প্রভাস যজ্ঞ পাঁচালীকার।"

১৮। শ্রীযুত অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ,
জন্মভূমি—মল্লিকপুর,
নাটক (যাত্রা)—"মরুত্ত যজ্ঞ"।

১৯। মধু কাইন,
জন্মভূমি—উলসী,
সঙ্গীত—"ঢপ কীর্ত্তন।"

২০। শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ পাল,
জন্মভূমি—সত্রাজিৎপুর,
সম্পাদক—গল্পলহরী,
উপন্যাস—"স্বামীর ভিটা।"

২১। যতীন্দ্রনাথ পাল,
জন্মভূমি—সত্রাজিৎপুর,
উপন্যাস—"ধর্ম্মপত্নী"।

২২। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু
জন্মভূমি—বিদ্যানন্দকাটী,
সম্পাদক—"ব্যবসা ও বাণিজ্য"।

২৩। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু,
সাং বিদ্যানন্দকাটী,
গ্রন্থ—"শিখের বলিদান"।

২৪। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক,
গ্রন্থ—"নীলাম্বরী"।

২৫। বীরেশ্বর পাঁড়ে,
গ্রন্থ—"আর্য্য পাঠ"।

বৈজ্ঞানিক

১। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, Ph.D., ডি, এস্, সি। বিজ্ঞান কলেজ।
জন্মভূমি—বাড়ুলী (বর্ত্তমানে খুলনায়)
গ্রন্থ—"হিন্দু রসায়ন"।

২। ডাঃ শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, Ph. D, ডি, এস্, সি।
জন্মভূমি—লেবুতলা,
অধ্যাপক, বিজ্ঞান কলেজ।

৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলরতন ধর, I. E. S., ডি, এস্, সি।
অধ্যাপক—রসায়নশাস্ত্র, এলাহাবাদ।
জন্মভূমি—যশোহর টাউন।

৪। শ্রীযুত কৃষ্ণলাল দত্ত,
জন্মভূমি—নড়াইল।
Accountant General, Madras.
Registrar, Calcutta University.

হাইকোর্টের জজ

১। অনারেবল জাষ্টিস্ স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ, কে, টি,
জন্মভূমি—বিদ্যানন্দকাটী।

কবিরাজ

১। গঙ্গাধর সেন,
জন্মভূমি—আঠার খাদা, মাগুরা।

২। উমাচরণ কবিরাজ (কাশী),
জন্মভূমি—নলডাঙ্গা।

৩। শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার, কবিরত্ন (যশোহর)

ডাক্তার

১। শ্রীদুর্গারতন ধর, M.B., D.T.M., এম, আর, সি, পি, (London).
জন্মভূমি—যশোহর টাউন।

২। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, M.B, M.R.C.S., G.O (Eden)
জন্মভূমি—যশোহর টাউন।

৩। উপেন্দ্রনাথ গুহ, M.B. (America).
জন্মভূমি—ইতনা

৪। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, M.B. (Homeo).
জন্মভূমি—বাহিরবাড়ী।

৫। অমূল্যচন্দ্র উকীল, M. B.

ভক্ত

১। যবন হরিদাস,
জন্মভূমি—বেনাপোল।

২। রূপ

৩। সনাতন
জন্মভূমি—চেঙ্গুটিয়া।

নট

১। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (ষ্টার থিয়েটার),
জন্মভূমি—চেঙ্গুটিয়া।

২। শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র (ষ্টার)
জন্মভূমি—লেবুতলা।

৩। শ্রীঅহীন্দ্র দে (মিনার্ভা থিয়েটার),
নড়াইল।

রাষ্ট্রনৈতিক

১। শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ব্যারিষ্টার, এম্, এল্, সি, মন্ত্রী, ১৯২৭ খৃঃ।

২। শিশিরকুমার ঘোষ, মাগুরা।

৩। মতিলাল ঘোষ, ঐ।

ব্যবসায়ী

১। বি, সরকার, জুয়েলার।

২। সি, সরকার, বহুবাজার, গিনি হাউস,
জন্মভূমি—যাত্রাপুর।

৩। দাশগুপ্ত এণ্ড সন্স্, বুক সেলার্স,কলিকাতা
জন্মভূমি—কালিয়া।

৪। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ,
জন্মভূমি—মধুরাপুর।
জাপান প্রত্যাগত, চিরুণী শিল্পদক্ষ।

৫। শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী, জুয়েলার, কলিকাতা।
জন্মভূমি—মাগুরা
সম্পাদক—"মাতৃমন্দির"।

৬। শ্রীমনমোহন পাঁড়ে,
জন্মভূমি—কায়বা।
সত্বাধিকারী—মনমোহন থিয়েটার।

পণ্ডিত

১। কৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, যশোহর।

২। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ, ইছাপুর।

৩। অবিলম্ব সরস্বতী, সাগরদাঁড়ী।

৪। ভাস্করানন্দ আগমাবাগীশ, ভূষণা।

৫। বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত, মল্লিকপুর।

৬ পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী, স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসাতীর্থ।
জন্মভূমি—প্রতাপকাটী।

৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মল্লিকপুর।

উচ্চ রাজকর্ম্মচারী

১। তরিৎকান্তি বক্সী, M.A., I. E. S.
(জব্বলপুর),
জন্মভূমি—ঝুমঝুমপুর।

২। রাসবিহারী বিশ্বাস S. P.,
জন্মভূমি—চরদৌলতপুর, নড়াইল।

৩। যতীন্দ্রনাথ রায়, I. C. S. নড়াইল।

দ্রষ্টব্য ঃ—তালিকাটী সম্পূর্ণ বা নির্ভুল নহে। পাঠকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্পূর্ণ করিতে সাহায্য এবং ভ্রমপ্রদর্শন করিতে বিলম্ব করিবেন না।

শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার।

বাংলাদেশে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোং

আগষ্ট—১৯২৭

১৯২৭ সালে আগষ্ট মাসে বাংলাদেশে ২৫টী নূতন কোম্পানী মোট ১০০৯০০০০৲ মূলধন লইয়া রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৪ ব্যাঙ্ক	...	২৭০০০০৲
৮ লোন	...	৫৪০০০০৲
১ জীবন, অগ্নি ও সমুদ্র বীমা	...	১০০০০০৲
১ লৌহ, ইস্পাত ও জাহাজ নির্ম্মাণ	...	১০০০০০৲
১ পাব্লিক সার্ভিস কোং	...	৩০০০০০০৲
১ কাদা, চুণ, সিমেণ্ট ইত্যাদি গৃহনির্ম্মাণের যাবতীয় দ্রব্য		১০০০০০৲
১ বরফ	...	১০০০০০৲
৪ অন্যান্য ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং	...	৫৫০০০০৲
১ পাটের কল	...	৫০০০০০০৲
১ তেলের কল	...	৩০০০০৲
১ চা আবাদ	...	১৬০০০০০৲
১ কয়লার খনি	...	৬০০০০০৲
	মোট	১০০৯০০০০৲

জুলাই—১৯২৭

১৯২৭ সনের জুলাই মাসে যে সকল কোম্পানী বিটীশ ভারত, মহীশূর, বরদা, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুরে রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	কোম্পানীর শ্রেণীবিভাগ ও নাম	এজেণ্ট ও সেক্রেটারীর নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন টাকা
	১—ব্যাঙ্ক, লোন ও ইন্সিওরেন্স			
১	দয়াময়ী ইণ্ডাস্ট্রী এণ্ড ব্যাঙ্ক	ডিঃ—বিজয়গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য জামালপুর, ময়মনসিং (বেঙ্গল)	ব্যাঙ্কিং ও ধার দেওয়া	১০০০০০৲
২	থালি-ধানকোরা লোন এণ্ড ট্রেডিং কোং	ডি ঃ—মনীন্দ্রনাথ বোস্ ২০২, নালগোলা, ঢাকা (বেঙ্গল)	"	১০০০০০৲
৩	নোয়াখালি বৈশ্য বারুজীবী ব্যাঙ্ক	ম্যাঃ ডিঃ—এইচ্, কে, ভট্ট, নোয়াখালি, (বেঙ্গল)	"	১০০০০০৲
৪	করিমগঞ্জ ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং এণ্ড কোং	করিমগঞ্জ, (আসাম)	ব্যাঙ্কিং	১০০০০০৲
৫	কামদেব বারি লোন আফিস	ডিঃ—খগেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত কামদেব-বারী, পোঃ মেলানদহ বাজার, ময়মনসিং (বেঙ্গল)	ধার দেওয়া	৫০০০০৲
৬	তুলসীঘাট ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোং	ডিঃ—মহম্মদ শফিতুদ্দিন, তুলসীঘাট, রংপুর (বেঙ্গল)	"	১০০০০৲
৭	গোপালগঞ্জ ইণ্ডাষ্টীয়েল ব্যাঙ্ক	ডিঃ—শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর (বেঙ্গল)	"	৫০০০০৲
৮	কিশোরগঞ্জ লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক	ম্যাঃ ডিঃ—প্রকাশ নন্দী, কিশোরগঞ্জ ময়মনসিং, (বেঙ্গল)	"	৫০০০০৲
৯	ভাতিয়ানী লোন এণ্ড ট্রেডিং কোং	ডিঃ—মৌলভি আবদুর রহমান, ভাতিয়ানী, গুণারবারী, ময়মনসিং (বেঙ্গল)	"	৫০০০০৲

১০	চৌমুহানী কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক	ডিঃ—হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, নোয়াখালী (বেঙ্গল)	"	১০০০০০৲
১১	জামালপুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক	ডিঃ—মহঃ আবদুব রসিদ, জামালপুর, (বেঙ্গল)	"	৫০০০০৲
১২	বগুড়া প্রজা-বন্ধু ব্যাঙ্ক	ডিঃ—এ, এম প্রামাণিক, বগুড়া (বেঙ্গল)	"	১০০০০০৲
১৩	ইস্লাম্পুর ব্যাঙ্ক	ডিঃ—মতিলাল গুহ, ইস্লামপুর, ময়মনসিং (বেঙ্গল)	"	১০০০০০৲
১৪	সুখ-নগরী লোন অফিস	ডিঃ—তৈবালী আহম্মদ, সুখনগরী, পোঃ মাদারগঞ্জ, জিঃ ময়মনসিং (বেঙ্গল)	"	৫০০০০৲
১৫	দেবেন্দ্রকুলা অভিভিরথি সাশ্বতনিধি	ম্যাঃ ডিঃ—ইয়েসা, সেনটাথিয়া শ্রীবিলিপুরাম্, জেলা রামনদ (মাদ্রাজ)	নিধি	২০০০০৲
১৬	অম্ভিপুথার শ্রীচৌদেশপরি কৃপাকরনিধি	ডিঃ—ভি, এস্, এলাগিরি চৌধি অম্ভিপুথার, কইমবেটর, (মাদ্রাজ)	ব্যাঙ্ক ও লোন	৫০০০০৲
১৭	ন্যাশন্যাল লাইভ ষ্টক রেজিষ্ট্রেশন ব্যাঙ্ক	ম্যাঃ ডিঃ—জে, ডব্লিউ, স্যামুয়েল, (মাদ্রাজ)	লাইভ্ ষ্টক্ ইন্সিওরেন্স	৫০০০০০৲
		মোট		১৬৭০০০০৲

২—ক্রেডিট ও ট্রান্সপোর্ট

১৮	মানভূম ট্রান্সপোর্ট	ম্যাঃ এজেন্টস্—এস্, বি, জর্ডন্ এণ্ড কোং, মানভূম, রাঁচিরোড, পুরুলিয়া, (বিহার ও উড়িষ্যা)	মটর দ্বারা আরোহী ও মাল বহন	১০০০০০৲
১৯	ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল এয়ার ওয়েস্	ম্যাঃ এজেন্টস্—বিরলা ব্রাদার্স, ১৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট্, (কলিকাতা)	এয়ার সার্ভিস্	১০০০০০০৲
			মোট	১১০০০০০৲

৩—ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং

২০	টি, সি, পি, এ, এলা ময়রু বীরপানি কোং	ম্যাঃ—ইউ, এম, এস্, মাহউদ্দিন পিলাই, রাওথার, কাম্বে, জেলা মাদুরা (মাদ্রাজ)	ব্যবসায়	২৭০০০০০

২১	কন্সাবার আচ্‌হকুন্নাম	ডিঃ—এন্ ভেলাপপান্, কইমবেটর (মাদ্রাজ)	প্রিন্টিং	২০০০০৶
২২	বাণী মন্দির	২, সটরঘাট রোড, ঢাকা (বেঙ্গল)	প্রকাশক (পুস্তক)	২০০০০৲
২৩	স্বাতন্ত্র্য প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং	ম্যাঃ—বি, জে, মারাথি, ১০২০ চন্দ্রওয়াদ্‌কার লেন, নাসিক সিটি (বম্বে)	প্রিন্টিং পাবলিশিং ইত্যাদি	২৫০০০৲
২৪	তামিলনাড়ু আয়ুর্বেদিক ফার্ম্মেসী	ম্যাঃ ডিঃ—ই, শ্রীনিবাসাচারী, (মাদ্রাজ)	ঔষধ বিক্রেতা	২০০০০৲
২৫	বেনারস্ ইলেকট্রিক্ লাইট্ এণ্ড্ পাওয়ার কোং	ম্যাঃ এজেণ্টস্- মারটন্ এণ্ড কোং, ৬ ও ৭ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, (কলিকাতা)	ইলেকট্রিক সরবরাহ করা	৩০০০০০৲
২৬	ইণ্টারন্যাশানাল ইন্‌জিনিয়ারিং এণ্ড কমার্স্	ললিতমোহন রে, ৮-২, হেষ্টিং ষ্ট্রীট্, (কলিকাতা)	„	৫০০০০০৲
২৭	সিল্‌চর ইলেকট্রিক্ সাপ্লাই	সিল্‌চর, (আসাম)	„	৩০০০০০
২৮	গ্যাস একুমুলেটর কোং	৬ও ৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, (কলিকাতা)	গ্যাস উৎপন্ন করা	৫০০০০০৲
২৯	বাদাগরা টাইল ওয়ার্কস্	ডিঃ—এম্, ইব্রাহিম্, হাজি, বাদাগরা, জেলা তেলিচেরী (মাদ্রাজ)	টাইল ওয়ার্কস্	৫০০০০৲
৩০	এল, এইচ্, লীলারাম এণ্ড কোং	৭ ও ৯ পার্ক ষ্ট্রীট্, (কলিকাতা)	সোণা ও রূপার কাজ করা	৬০০০০৲
৩১	পেনিনসুলার এণ্ড আইল্যাণ্ডস্ একস্‌পোর্ট ও ইম্‌পোর্ট	ডিঃ— বুবাকর নাহানভয় এসিয়ান বিল্ডিং বেলার্ড এষ্টেট্ ফোর্ট, (বম্বে)	চিনির আমদানী ও রপ্তানি করা	৫০০০০০০৲
৩৩	ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং	ম্যাঃ ডিঃ— মতিলাল বাওয়ালাল, আগার্খা বিল্ডিং, দালাল ষ্ট্রীট্ ফোর্ট (বম্বে)	জেনারেল ট্রেডার্স্ দালালী ইত্যাদি	৫০০০০৲
৩৩	ইণ্ডিয়ান্ ডেভালাপ্‌মেণ্ট্ কোং	৮২-৯৯ জঙ্গম্‌বারী, বেনারস ইউ,পি	ব্যবসা	২০০০০৲
৩৪	ইউনিভার্সেল ট্রেডিং কোং	ডিঃ—আর, কে, নেরা, ৩ বার্ণ ব্যাসন্ রোড, (দিল্লী)	সুইং মেসিন্ বিক্রয়	১০০০০০০৲

৩৫	পাটনা রাইস্ মিলস্	ম্যাঃ এজেণ্টস্—ডিল্ এণ্ড কোং, পাটনা বিহার ও উড়িষ্যা।	চাউল ব্যবসায়ী	২০০০০০৲
৩৬	মহালক্ষ্মী ট্রেডিং কোং	ডিঃ—রামনাথ গইল, মুক্তেশ্বর, (পাঞ্জাব)	শস্য ও তুলা বিক্রেতা	১০০০০০৲
৩৭	কমল শ্রীকৃষ্ণ ট্রেডিং কোং	ডিঃ—তারাচাঁদ কমল (পাঞ্জাব)	তুলা, চিনি ইত্যাদির ব্যবসা	২৫০০০৲
৩৮	ফিনিক্স সুইং মেসিন	ডিঃ—সি, এস্, সিদাম বারা আয়ার কইমবেটর (মাদ্রাজ)	সুইং মেসিন ব্যবসায়	৫০০০০৲

২ মিল ও প্রেস—

৩৯	শ্রীআলেগার মিলস্	ম্যাঃ ডিঃ —ভি চিনা কৃষ্ণ নাইডু, মাদুরা, (মাদ্রাজ)	তুলা কাটা	১০০·০০৲
৪০	এইচ, কে ব্যাক্স্ এণ্ড কোং	৮ মিশন রো, (কলিকাতা)	পাটের ব্যবসায়	৫০০০০০৲
৪১	মেলগাঁও অইল মিল কোং	ম্যাঃ ডিঃ—ডাঃ জিঃ জায়গীরদার, মেলগাঁও জেলা নাসিক (বম্বে)	তৈলের ব্যবসায়	৫০০০০৲
৪২	ট্রিঙ্গাল লিড্ মিলস্ কোং	২৮, ডালহাউসি স্কোয়ার, (কলিকাতা)	লিড্ রোলিং মিলের ব্যবসায়	৪০০০০০৲
৪৩	ভৈস্ জেনারেল মিলস্	সেট্ প্রেমনারায়ণ সাহেব বুলান্দসহর, (ইউঃ পিঃ)	গিনিং ইত্যাদি	৫০০০০০৲
			মোট—	১৫৫০০০০৲

৫—চা কোম্পানী

৪৪	করিম কুলান টি এষ্টেটস্	ম্যানেজার—কোওয়াম্ (ত্রিবাঙ্কুর)	চা আবাদ	৬০০০০০৲
৪৫	কল্যাণী টি কোং	সারু চারঘাট, পোঃ জোড়হাট (আসাম)		৮০০০০৲
৪৬	গরমপানি টি কোং	গোলাঘাট (আসাম)		৬৪০০০৲

৪৭	নীলগিরি নিরগুনৃড়ী এষ্টেট্ কোং	ম্যাঃ এজেন্টস্—পিয়ার্স্ লেস্‌লী এণ্ড কোং, কালিকট (মাদ্রাজ)	রবার ও চা আবাদ	১০০০০০০৲
৪৮	শ্রীরাম ভিলাসম্ সিণ্ডিকেট	ম্যানেজার—ভায়ালা, (ত্রিবাঙ্কুর)	জমী আবাদ	২০০০০৲
			মোট—	১৭৬৪০০০৲

৬—খনি ইত্যাদি

৪৯	বাঙলা কোল্ কোম্পানী	৭ সোয়ালো লেন, (কলিকাতা)	কয়লার উচ্চখনির কার্য্য ইত্যাদি	২০০০০০

৭—এষ্টেট জমা ও বাড়ী

৫০	অগ্রদ্বীপ জমীনদারী কোং	অগ্রদ্বীপ পাটুলী, পোঃ বর্দ্ধমান, (বেঙ্গল)	জমী বা বাড়ী ক্রয় করা	[illegible]০০০০৲

৮—হোটেল. থিয়েটার ইত্যাদি

৫১	ওরিয়েণ্টাল আর্ট সিনেমা	ম্যাঃ এজেণ্টস্—গুপ্ত এণ্ড গুপ্ত, থিয়েটার ১৯, সিকদার বাগান ষ্ট্রীট্, (কলিকাতা)		১০০০০০৲
			সর্ব্বসমেত মোট—	১৭৯৬৪৪০০০৲

ঘিয়ের ভেজাল (ঘি বনাম ভেজিটেবল প্রোডাক্ট্)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পরমায়ুর সঙ্গে ভারতবাসীর পরমায়ু তুলনা করিলে, এই অপ্রিয় অথচ নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, we are a dying race—আমরা একটা মরণোন্মুখ জাতি।

বিলাত, আমেরিকা এবং জাপানে গড়ে পরমায়ুর হার হ'লো, যথাক্রমে উনপঞ্চাশ, উনপঞ্চাশ আর সাড়ে বিয়াল্লিশ। ভারতবাসীর পরমায়ুর হার সাড়ে বাইশের বেশী নয়।

গত তিনবারের অর্থাৎ ১৯০০, ১৯১০ এবং ১৯২০ সালের আদমসুমারীর হিসাবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আতঙ্কে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

১৯০০ সালে গড় পরমায়ুর হার ছিল		৩২	বৎসর
১৯১০ সালে	...	২৭	"
১৯২০ "	...	২৩	"
১৯২১ "	...	২২	"

অর্থাৎ আমরা পাঞ্জাব মেলের মত দ্রুতগতিতে মরণের পথে ছুটে চলেছি।

কিন্তু এর কারণ কি? অন্য দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে এই বাংলার কথাই ধরা যাক্। গোটা একশ বছরও পেছিয়ে যেতে হবে না—পঞ্চাশ, ষাট বৎসর পূর্ব্বেও ত বাঙ্গালীর এমন দশা হয়নি। তখন বাঙ্গালীর দেহে বল ছিল, মনে সাহস ছিল, হৃদয়ে উৎসাহ ছিল। তখন লোকে একদিনে চল্লিশ মাইল পথ হেঁটে যেতে কষ্ট বোধ কর্ত্তো না। ৭০।৮০ বৎসর বয়সেও যুবকের মত খাটতে পার্ত্ত। আর আজ ৭০।৮০ বৎসর ত দূরের কথা, ২০।২৫ বয়স্ক যুবকেরও চক্ষে জ্যোতিঃ নেই, বক্ষে সাহস নেই, দেহে শক্তি নেই—যৌবনের প্রারম্ভেই বার্দ্ধক্য এসে তাদের গ্রাস কচ্ছে।

অবশ্য এর অজস্র কারণ রয়েছে। কিন্তু এর প্রধান কারণ যে বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাব, এ কথা অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নেই।

জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ সুবিধা অনেক বিষয় বেড়ে গেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অপর দিকে তা'র ক্ষতি হয়েছে যতখানি, তার মাত্রাও নিতান্ত অল্প নয়। যে বিজ্ঞান কয়লা থেকে চিনি তৈরী কচ্ছে, সেই বিজ্ঞানই আবার ময়দার সঙ্গে প্রস্তরচূর্ণ মেশাতে সাহায্য কচ্ছে। অবশ্য বিজ্ঞানের দোষ দেওয়া যায় না—এতে যতখানি দোষ দেওয়া যায় বিজ্ঞানব্যবহারকারী মানুষের।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙালার স্বাস্থ্য আধুনিক বাংলার স্বাস্থ্যের চেয়ে ভাল ছিল, তার প্রধানতম কারণ এই যে, তখনকার বাঙ্গালী যে খাদ্য গ্রহণ কর্ত্তেন, তা অধিকাংশ স্থলেই খাঁটি। বাঙালী মাছ মাংস খেলেও তা'দের প্রধান খাদ্য মাছ মাংস নয়। তাদের আহার্য্যের মধ্যে আমিষের চেয়ে নিরামিষের ভাগই বেশী। তেল, ময়দা, ঘি, দুধ প্রভৃতি যে গুলা তা'রা নিত্যই ব্যবহার করে, সে গুলা আজ খাঁটি পাবার যো নেই—সব তাতেই

ভেজাল চল্‌ছে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক এমন অবস্থা ছিল না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যা কিছু আহার কর্ত্তেন, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে "সার" পদার্থ থাক্‌ত, তাই তাঁ'রা দেহে শক্তি পেতেন। আর আজ আমরা যা কিছু আহার কচ্ছি, তা'র প'নের আনাই অসার ভেজাল দ্রব্যে পূর্ণ; কাজেই আমাদের এই স্বাস্থ্যহানি ও দুর্ব্বলতা।

অবশ্য ঝুনা ব্যবসায়দারেরা আসলের নামে মেকি চালাতে চেষ্টা করে সব দেশেই; কিন্তু আমাদের দেশে তাদের সেই সর্ব্বনাশী চেষ্টা ফলবতী হয়েছে যতখানি, এত বুঝি আর কোন দেশেই নয়। এ দেশের লোক যে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে! তা'দের কি দৃষ্টিশক্তি আছে তাই দেখতে পারে? তা'দের কি সে বিদ্যাবুদ্ধি আছে যে, বুঝতে পার্ব্বে খাদ্যের নামে কত না অখাদ্যই তা'রা নির্ব্বিচারে উদরস্থ করছে? অথবা তাদেরই বা দোষ কি? শতকরা যাদের মধ্যে দশ জনও অক্ষর চেনে না, তা'দের কাছে বেশী কিছু আশা করাই ত অন্যায়।

আমরা নিত্য যে সমস্ত খাদ্য আহার কচ্ছি, তার মধ্যে কয়টা খাঁটি? সত্য কথা বল্‌তে গেলে, এ কথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে, বাঙালীর প্রধান খাদ্য যে কয়টা, সে কয়টা খাঁটি কিন্‌তে পাওয়া দায় হয়ে উঠেছে। আমি তেল, ময়দা, দুধ এবং ঘির কথাই বল্‌ছি। ঐ কয়টা দ্রব্যে যে কি ভীষণ রকম ভেজাল দেওয়া হয়, তাহা দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে আজ শুধু ঘি'র কথাই বল্‌ব।

মানুষ আপনার খাদ্য হিসাবে যতগুলা দ্রব্যের আবিষ্কার করেছে, তা'র মধ্যে ঘিয়ের স্থান খুবই উচ্চে। ঘিয়ের মত পুষ্টিকর খাদ্য খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যাঁরা নিরামিষাশী, তাঁদের ত ঘি ব্যবহার না কল্লে চল্‌তেই পারে না। কেন না, আমিষ বা নিরামিষ যাই আহার করি না কেন, দেহ গঠনের জন্য যে কয়টা মূল পদার্থের দরকার সে কয়টা কোন না কোন আকারে গ্রহণ কর্ত্তেই হবে। মাংস এবং ঘি—এ দুটাই খুব পুষ্টিকর খাদ্য। দেহ গঠনের পক্ষে এ দু'টার উপযোগিতা প্রায় সমান বল্লে চলে। বাঙালী প্রচুর পরিমাণে মাংস খায় না—কাজেই তাদের মাংসের অভাব পূরণ কর্ত্তে হয় দুধ আর ঘি দিয়ে। অথচ সেই ঘি আদৌ খাঁটি পাওয়ার জো নেই।

ঘি'র সঙ্গে কত কি ই যে মেশান হচ্ছে, তার ঠিকানা নেই।

কিছু দিন পূর্ব্বে ঘিয়ে ভেজাল দেওয়ার প্রধান উপাদান ছিল—চর্ব্বি। সকল রকম জানোয়ারের চর্ব্বিই ভেজাল দেওয়া হ'ত—তার মধ্যে কোন বাছ বিচার ছিল না। কাজেই শূকর, গরু, মহিষ, বাছুর, সাপ, বেঙ্ প্রভৃতি অসংখ্য জন্তুর চর্ব্বি ঘি'র নামে আমরা অম্লান বদনে উদরস্থ করেছি। কি বিরাট ভাবে এই মিশ্রণ কার্য্য চল্‌ত, তা নীচের ঘটনা থেকে কতক আন্দাজ করা যাবে। কলিকাতার সকল বাসিন্দাই এ কথা জানেন।

বড়বাজারের জনৈক মাড়োয়ারী ঘিয়ের মহাজনী কর্ত্তেন। সারা কলিকাতায়, তথা সারা বাংলায় যে সমস্ত ঘি বিক্রয় হ'ত, তা' অধিকাংশই তাঁ'র দোকানের ঘি।

ধাপার মাঠে যত মরা জানোয়ার ফেলে দেওয়া হয়, তিনি তাদের চর্ব্বি কিনে নিয়ে, সেই চর্ব্বি রাশি রাশি ঘি'র সঙ্গে মিশিয়ে খাঁটি ঘির নামে বাজারে সস্তাদরে বিক্রয় কর্ত্তেন। এই রকমে খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশিয়ে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন। মাড়োয়ারীরা পাকা ব্যবসায়ীর জাত। আবার তিনি ছিলেন মাড়োয়ারীদের মধ্যেও সবার চেয়ে ওস্তাদ। কাজেই দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ করেও নিজের পেট মোটা কর্ত্তে তাঁ'র বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ হোত না।

বস্তুতঃ মাড়োয়ারীদের এক অদ্ভুদ্ মনোবৃত্তি দেখ্তে পাওয়া যায়। তা'রা দান ধ্যান প্রভৃতিতে খুবই মুক্তহস্ত বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পয়সার জন্য না কর্ত্তে পারে, এমন কাজ নেই। অবশ্য সকল মাড়োয়ারীর পক্ষেই যে এ কথা প্রযোজ্য, এমন কথা আমি বল্‌তে চাইনে; তবে বেশীর ভাগের পক্ষে একথা খাটে।

যাই হোক্, কিছুদিন ঐভাবে অবাধে ভেজাল চালাবার পর কলিকাতা কর্পোরেশন কোনক্রমে তাহা টের পায়,এবং পুলিশ সঙ্গে নিয়ে বমাল গ্রেপ্তার করে। ফলে তাঁর অনেক টাকা জরিমানা হয়, এবং হাজার হাজার টিন ঘি গঙ্গার তীরে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন সেই অদ্ভুত যজ্ঞ দেখবার জন্য অসংখ্য লোক গঙ্গাতীরে সমবেত হয়েছিল।

মাড়োয়ারী প্রবরের কিন্তু এতেই নিষ্কৃতি হ'ল না। তাঁর সমাজ তাঁ'কে গরুর চর্ব্বি মেশানোর অপরাধে জাতিচ্যুত করলে। পরে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এবং জরিমানা হিসাবে মেছুয়াবাজারের বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মাড়োয়ারী বিদ্যালয়ে লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়ে তাঁ'কে জাতে উঠ্তে হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, ঐ জরিমানার টাকা তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে ফেলে দিয়েছিলেন; কেননা চর্ব্বি বেচে এত টাকা তিনি লাভ করেছিলেন যে, কয়েক হাজার টিন ঘি জ্বালিয়ে দেওয়ায় বা দুই এক লাখ টাকা জরিমানা করায় তাঁ'র কিছুই যায় আসে না।

সেই গয়লার গল্প মনে পড়ে। খাদ্য পরীক্ষক এক ভাঁড় দুধ ফেলে দেওয়ায় গয়লা তা'র বন্ধুকে বলেছিল,—"যাক্, একটা ভাঁড় উল্‌টে দেছে বটে, কিন্তু এখনও দুধে হাত পড়েনি।"

যাই হোক্, ব্যক্তিবিশেষ ধরা পড়েছিল ব'লে, কেবল যে ব্যক্তিবিশেষই ঐ রকমে ঘি'র সঙ্গে চর্ব্বি মেশাত তাই নয়; অপর অনেকেই ঐ কাজ কর্ত্ত, তবে তা'রা ধরা পড়েনি।

আমি গোড়াতেই বলেছি, কিছুদিন পূর্ব্বে ঘি'র সঙ্গে যত রকম জিনিষ ভেজাল দেওয়া হ'ত, তার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল চর্ব্বি। আজ যে চর্ব্বি ভেজাল দেওয়া হয় না—এমন কথা আমি বলতে চাইনে। তবে অধুনা ঘি'র নামে নূতন একটা জিনিষ বাজারে চ'লে যাচ্ছে। সে হ'ল—"ভেজিটেবল প্রোডাক্ট।"

শত্রু যখন শত্রুর বেশে আসে, তখন তবু বাঁচোয়া আছে—কিন্তু শত্রু যখন মিত্ররূপে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়, তখন আর নিস্তার নেই।

চর্ব্বি ঘি'র সঙ্গে মেশান হ'ত বা হয় বটে, কিন্তু সে গোপনে। চর্ব্বিকে কেউই ঘি বলে ভুল করে না।

কিন্তু ভেজিটেবল্ প্রোডাক্ট্ দেখা দিয়েছে ঘি'র substitute রূপে। ঘিয়ের পরিবর্ত্তে লোকে স্বেচ্ছায় ভেজিটেবল্ প্রোডাক্ট্ ব্যবহার করে। এমন কি ঘির মত দেখ্তে ব'লে, ওর নাম হয়েছে "ভেজিটেবল ঘি" বা "সব্‌জী ঘি"।

কিন্তু ওর বিন্দু বিসর্গও ঘি নয়। পাঞ্জাবের রাসায়নিক পরীক্ষক ক্যাপ্টেন ডি, আর, থমাস (Captain D. R. Thomas, I. M. S.) সাহেব ধারাবাহিকরূপে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, যে সমস্ত উপাদান দিয়ে বিশুদ্ধ ঘি তৈরী হয়, ভেজিটেবল্ প্রোডাক্টের ভিতর তা'র কিছুই নেই বল্লেই চলে। কাজেই ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট্‌কে কোন ক্রমেই ঘিয়ের substitute বা বদল বলা যেতে পারে না।

ঐ সম্বন্ধে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের ৩রা সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ

ঘোষ মহাশয় [Dr. B. N. Ghosh, D.SC. (Lond.), M.SC., P. R. S. (Cal.), F. C. S.] সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"আমরা ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্‌ট্‌কে ঘিয়ের substitute বল্‌তে পার্ত্তাম যদি ঐ দুইটা জিনিসের মধ্যে একটা গুণগত এবং উপাদানগত সাম্য দেখ্‌তে পাওয়া যেত। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ দুইটার মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই। কাজেই "ভেজিটেবল্ প্রোডাক্ট" কখনও ঘি'র substitute হতে পারে না।"

আসল কথা, ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্টকে আদৌ ঘি'র সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়—ও জিনিষটা হ'ল তেল।

গাল-ভরা নাম শুনেই আমাদের দেশের লোক ভুলে যায়। "ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট" দেশময় রব উঠেছে। নিরক্ষর যা'রা তা'রা ভাব্‌ছে—না জানি কি একটা অদ্ভুদ্ জিনিস বুঝি ওটা। কিন্তু ওটা যে আমাদের নিত্যপরিচিত তেল ছাড়া আর কিছুই নয়—এ কথা ত তা'রা বোঝে না। Vegetable Productএর বাংলা করা হয়েছে "সব্‌জী ঘি"। কিন্তু সব্‌জী থেকে এক তৈলই তৈরী হ'তে পারে, ঘি তৈরী হবে কেমন করে? ঘি হ'ল Animal product, কেবলমাত্র জন্তুর দুধ থেকেই ঐ জিনিসটা প্রস্তুত হতে পারে। অথচ অজ্ঞ লোককে ঠকাবার জন্যে কি চমৎকার রব তুলে দেওয়া হয়েছে—"ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট ঘিয়ের substitute—ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট ঘি।"

এই প্রতারণা থেকে দেশের লোককে রক্ষা কর্ত্তে হ'লে, প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের প্রচার করা উচিত যে—**"ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট্ আদৌ ঘি নয়—ওটা তেল, তেল, তেল"**। সকল প্রকার তেলের বীজ থেকে তেল নিষ্কাশিত ক'রে "ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট" প্রস্তুত হয়। আমরা যে সমস্ত তেল নিত্য ব্যবহার কচ্ছি, গুণের দিক্ দিয়ে তাদের কোনটার চেয়ে এটা উৎকৃষ্ট নয়। কেবল তফাৎ এই যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে তেলের গন্ধ নষ্ট ক'রে, ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট্‌কে ঘিয়ের আকারে পরিণত করা হয় মাত্র। ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট যে কিসের তেল, তা'ও জানবার উপায় নেই—অথচ মজা এই আমরা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত তেলটাকে মূল্যবান ঘিয়ের সঙ্গে একই আসনে স্থান দিতে দ্বিধা বোধ করিনা। কেন? ঘিয়ের বদলে যদি তেলই ব্যবহার কর্ত্তে হয়, তা'হলে আমাদের চিরপরিচিত নারিকেল তেল কি অপরাধ করেছে? খাদ্য হিসাবে বিশুদ্ধ নারিকেল তেলের মূল্য কিছু কম নয়, অথচ তা'র মূল্য ভেজিটেব্‌লের চেয়ে ঢের কম। ভেজিটেব্‌লের মণ যেখানে ৪৩।৪৪ টাকা, কোচিনের বিশুদ্ধ নারিকেল তেলের মণ সেখানে ২৩।২৪ টাকার বেশী নয়। কাজেই নারিকেল তেলকে অবহেলা ক'রে ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট ব্যবহার করা নিছক আহম্মকীর নিদর্শন মাত্র।

ঘিয়ের পরিবর্ত্তে নারিকেল তেল ব্যবহার কর্ত্তে আমি বল্‌ছিনা—কেননা, কোন তেলই ঘিয়ের আসন দখল কর্ব্বার যোগ্য নয়। ঘি'র মত সুগন্ধি পুষ্টিকর সুখাদ্য আর কি আছে? তবে ঘি'র দাম বেশী—কাজেই দরিদ্র লোকে যদি তেলই ব্যবহার কর্ত্তে চায়, তবে তাদের ঘরের জিনিস নারিকেল তেলই ব্যবহার করা উচিত। টাটা কোম্পানীর কোকো-প্রোডাক্টও মন্দ নয়—বিশুদ্ধ নারিকেল তেল, অথচ দেখ্‌তে ঠিক ঘি'র মত—নারিকেলের গন্ধ পর্য্যন্ত তা'তে নেই।

যাক্। ভেজিটেব্‌ল প্রোডাক্ট্ সম্বন্ধে আজ বিশেষ ভাবে সজাগ হয়ে ওঠ্‌বার দরকার হয়ে

পড়েছে। মাসের পর মাস লাখ লাখ মণ ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট্‌ ইউরোপ থেকে ভারতে আমদানী হচ্ছে। নকল ঘিয়ে বাজার ছেয়ে গেল—এক ফোঁটা আসল ঘি পাবার যো নেই। শুধু যে ভেজিটেব্‌ল্ প্রোডাক্ট্‌ বলেই বাজারে বিক্রয় হচ্ছে—তা' নয়, ঐ জিনিসটা গন্ধহীন এবং সর্ব্বপ্রকারে ঘিয়ের মত দেখ্‌তে বলে, ঘির সঙ্গে ওর ভেজাল দেওয়াও খুব সহজ হয়ে পড়েছে। ঐ ভেজাল কার্য্য যে কি বিরাট ভাবে চল্‌ছে, বারাকপুরের সেদিনকার ঘৃতযজ্ঞ থেকে তা'র কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে কয়েকজন লোক ঘি'র সঙ্গে গোপনে ভেজিটেবল্ প্রোডাক্ট্‌ মিশিয়ে খাঁটি ঘি বলে বাজারে চালান দিত। সেই ভেজাল ঘিয়ে কলিকাতার বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু কোনক্রমে মিউনিসিপ্যালিটির হেল্‌থ্‌ অফিসার ঐরূপ বিস্তৃতভাবে ভেজাল দেওয়ার কথা জান্‌তে পারেন এবং পুলিশের সাহায্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বমাল গ্রেপ্তার করেন। তারপর যে ঘটনা ঘটেছিল, সে সেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার গঙ্গাতীরের অবস্থার অনুরূপ—অর্থাৎ হাজার হাজার টিন মিশ্রিত ঘি অগ্নি দেবকে অর্পণ করা হয়। সেই বিরাট অগ্নিকাণ্ড দেখ্‌বার জন্যে অনেক দূরগ্রাম থেকেও লোক জড় হয়েছিল ব'লে শোনা যায়।

এই যে খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল এর কি কোন প্রতিকার নেই? "কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট" প্রতি সপ্তাহে, কলিকাতার যে সমস্ত দোকানদার খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে, তা'দের একটা তালিকা বের করে। সাধারণের অবগতির জন্য আমরাও "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" তাহাদের তালিকা মাসের পর মাস বাহির করিয়া আসিতেছি। সেই তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ দোকানদারেরই সাজা হয়েছে, তা'রা দুধ, ঘি, তেল বা ময়দায় ভেজাল চালিয়েছে বলে। অথচ ঐ কয়টাই বাঙালীর প্রধান খাদ্য। খাদ্যে ভেজাল মেশান সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয়ত অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু ভেজালের মাত্রা কমান কি অসম্ভব?

তেল, ঘি, ময়দা প্রভৃতি প্রধান প্রধান জিনিসগুলা কলিকাতা থেকেই পাড়াগাঁয়ে রপ্তানি হয়; কাজেই কলিকাতায় ভেজাল বন্ধ কর্ত্তে পারলে যথেষ্ট কাজ হবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ্‌ অফিসার রোটারী ক্লাবে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে, কলিকাতায় ১০ জন খাদ্য-পরীক্ষক আছেন—তাঁ'রা বছরে প্রায় ৬০০০ দফা খাদ্য পরীক্ষা ক'রে থাকেন। সমস্ত খাদ্যের শতকরা ১৫ ভাগই ভেজাল। আর ভেজাল দেওয়ার অপরাধে বছরে প্রায় ১৭০০ লোক সাজা পেয়ে থাকে।

কলিকাতার মত বিস্তৃত সহরে যতজন খাদ্য-পরীক্ষক থাকা উচিত, তা'র চেয়ে যে ঢের কম সংখ্যক আছেন, তা উপরের উক্তি থেকে স্পষ্টরূপেই বোঝা যায়। ভেজালের মাত্রা কমাতে হ'লে, আরও অধিক সংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগ করা উচিত, এবং শুধু কর্ম্মচারী বাড়াইলেই হবেনা— সাজার মাত্রাও বাড়াতে হবে।

আজকাল খাদ্যে ভেজাল দিলে কেবল মাত্র অর্থ দণ্ড হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ দণ্ড মোটেই যথেষ্ট নয়। কেননা যা'রা অসৎ উপায়ে রাশি রাশি টাকা উপার্জ্জন কর্চ্ছে, একদিন দু'দশ টাকা জরিমানা দিতে তা'দের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না।

তারপর ভেজাল খাদ্য বেচিয়া ধরা পড়েই বা কয়জন? ঘুষ দিয়া নিষ্কৃতি পায় শতকরা নব্বইজন।

খাদ্য-পরীক্ষকদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলেই নিষ্কৃতি পাইব,—এই আশাতে অনেকে ভেজাল মিশাইতে সাহসী হয়। ইহার এক মাত্র প্রতিকার জেল।

একে দারুণ দারিদ্র্য বাঙ্গালীকে বিব্রত করে তুলেছে—জীবন ধারণোপযোগী পর্য্যাপ্ত আহার্য্য তা'রা পায় না, তা'র উপর খাদ্যের নামে অখাদ্য খাইয়ে যা'রা তা'দের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে—তারা সমস্ত জাতির শত্রু—দেশের শত্রু। কঠোর হস্তে তা'দের সাজা দেওয়া উচিত। যারা, খাদ্যে ভেজাল দেয় তাদের উপযুক্ত শাস্তি জেল। চোর মানুষের কতটুকু ক্ষতি করে? সে ধন দৌলত চুরি ক'রে নিয়ে যায় মাত্র। কিন্তু ওরা যে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বাস্থ্য চুরি কচ্ছে?

কলিকাতা কর্পোরেশন এখন কংগ্রেসের হাতে। কাজেই দেশবাসী তাঁদের নিকট একটু আশা কর্ত্তে পারেন যে, তাঁ'রা দেশের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ খাদ্যে ভেজাল নিবারণ কর্ব্বার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কর্বেন।

মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটীগুলিও এবিষয়ে অগ্রণী হতে পারেন এবং শিক্ষিত জনসাধারণেরও অনেক কিছু কর্ব্বার আছে।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল।

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	কি কি দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে	জরিমানার পরিমাণ
অখিলচন্দ্র পোদ্দার, ৪ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	২০৲
সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (মালিক) রামপদ চট্টোপাধ্যায় (বিক্রেতা) ১০৩ শোভাবাজার ষ্ট্রীট্	সন্দেশ	৪৫৲
মাণিকলাল ঘোষ ১২৭ কর্ণওয়ালীশ্ ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	২০৲
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৫-৪ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্	ঐ	২০৲
সতীশচন্দ্র পাল ১-১ বাগবাজার ষ্ট্রীট্ (বাগবাজার মার্কেট)	সাগু	৬৲
সুধীর চন্দ্র ব্যানার্জ্জি ৯২ শোভাবাজার ষ্ট্রীট	দুধ	৩০৲

মেশার্স, নারায়ণদাস
রামগোপাল (মালিক)
রামপ্রসাদ মাড়োয়ারী
(বিক্রেতা) সরিষার তৈল ১৬৲
১৬৮।এ অপার চিৎপুর রোড্

রামচন্দ্র সাহু সন্দেশ ৫০৲
২০১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্

বিনোদচন্দ্র দে সরিষার তৈল ১৫০৲
(মালিক)
আশুতোষ চিনা
(বিক্রেতা)
২০৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্

যতীন্দ্রনাথ দত্ত ময়দা ৩৲
১৫৫ অপার চিৎপুর রোড্
(শোভাবাজার মার্কেট)

জুলাই মাসের বিবরণ

রঘুনাথ ব্রাহ্মিণ ও
রামনাথ ব্রাহ্মিণ সাগু ১০৲
৮ লায়ন্স্ রোড

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সরিষার তৈল ১০৲
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

এস্, সি, মৈত্র ঘি ১৩০৲
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট

মহম্মদ আসুক সরিষার তৈল ২০৲
৩ কাণাই শীল ষ্ট্রীট

কৃষ্ণধন চন্দর সাগু ১৫৲
বৈঠকখানা বাজার

মহাদেব কালুরাম সরিষার তৈল ২০৲
মেছুয়াবাজার মার্কেট

বিশ্বনাথ দে চৌধুরী পার্ল সাগু ১৫৲
৬ সেন্ট জেমস্ স্কোয়ার

লাজতরম্ গাওয়া ঘি ৯০৲
২২ বরতলা ষ্ট্রীট্

নাথু সালিগ্রাম ঘি ১৫০৲
৪৩ বরতলা ষ্ট্রীট্

হেমচন্দ্র ব্যানার্জ্জী ঐ ২৫৲
২৪-৩ রমানাথ
কবিরাজ লেন

ভারুলাল জইস্ ঐ ৭৫৲
২২ বরতলা ষ্ট্রীট্

শ্যামলাল দাতারাম ঐ ১২০৲
১ শিবঠাকুর লেন

বক্সীরাম রদ্মাল সরিষার তৈল ৫০৲
৮০ শ্রীগোপাল
মল্লিক লেন

ফকীরচন্দ্র নন্দী ঘি ৩০০৲
৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্

মুকমেদ্ আলি ঘি-এ ভাজা পরটা ৮০৲
১৩৪ লোয়ার
সার্কুলার রোড্

সতীশচন্দ্র ধর সরিষার তৈল ২০৲
৬০-১এ।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্

হরি বকস সাগু ১০৲
১৯ হিদারাম
ব্যানার্জ্জি লেন

নন্দলাল সাহা সরিষার তৈল ২০৲
৭১-১ পটুয়াটোলা লেন

কৃষ্ণ সাঁতরা সাগু ২০৲
২৯ হিদারাম
ব্যানার্জ্জি লেন

মহম্মদ বাছার ভয়সা ঘি ৪০৲
১২-১৩ পাতুয়ার
বাগান লেন

নাম ও ঠিকানা	দ্রব্য	টাকা
মহম্মদ নাজির ৬৮ বৈঠক্‌খানা রোড্	ঘিয়ে ভাজা কচুরী	৫০৲
কাণাইলাল মণ্ডল ১৩৯ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	৮৲
নিকুঞ্জ বিহারী ঘোষ পুরাণ বৈঠক্‌খানা বাজার	দুধ	২৫৲
পঞ্চানন ঘোষ ঐ	ঐ	
দ্বিজবর ঘোষ ঐ	ঐ	৩০৲
ললিতমোহন ঘোষ ১৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট্	ঐ	২৫৲
জহর সিং ও চুণী সিং ৮২-২ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্	সন্দেশ	৫৫৲
মেসার্স রামকৃষ্ণ ডেয়ারী ফার্ম (মালিক শৈলেন্দ্রনাথ সমাদ্দার) ৬০ কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্ (হাতিবাগান মার্কেট)	দুধ	৬০৲
গঙ্গারাম নন্দী ৬৮-১ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	২০৲
মহাদেও মাড়োয়ারী ও বদরী মাড়োয়ারী ১৮৮-১ অপার সার্কুলার রোড	ঐ	১৫
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬০-১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্	সাগু	৫

আসামে চায়ের আবাদ

(১৯২৬)

১৯২৫ সালে আসামে মোট ৯৩০টী চা বাগান ছিল। পর বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৬ সালে তাহার উপর ১১টী চা বাগান বাড়িয়াছে; সুতরাং ১৯২৬ সালে আসামে মোট ৯৪১টী চা বাগান হইয়াছে। এই যে ১১টী চা বাগান বাড়িয়াছে, তাহার মধ্যে কাছাড়ে একটী, শিবসাগর জেলায় একটী, দেরাংএ তিনটী, লক্ষীম্‌পুরে পাঁচটী ও লক্ষীম্‌পুর জেলায় একটী; এই মোট ১১টী নূতন চা বাগান স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কামরূপ জেলার পাঁচটী চা বাগান উঠিয়া গিয়াছে। গত বৎসরেও পাঁচটী বাগান উঠিয়া গিয়াছিল।

উৎপন্নের পরিমাণ

আলোচ্য বর্ষে চায়ের আবাদও বেশী হইয়াছে। ১৯২৫ সালে ৪১৬৪৭৬ একর জমীতে চায়ের আবাদ হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে (১৯২৬) ৪২০৫৬৪ একর জমীতে আবাদ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৭৩৩৬ একর জমীতে নূতন আবাদ হইয়াছে অর্থাৎ এই প্রথম আবাদ হইল। কাছাড় ও নওগাঁও ব্যতীত প্রায় সমস্ত জেলাতেই কিছু কিছু বেশী নূতন জমীতে চায়ের আবাদ এইরূপ বাড়িয়া যাওয়ার কারণ, চায়ের চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িতেছে এবং চা বিক্রয়ও খুব হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ৪০১৭৭৮ একর জমীর

গাছ হইতে পাতা সংগ্রহ করা হইয়াছে; কিন্তু ১৯২৫ সালে ৪০০৫৪৪ একর জমীর গাছ হইতে পাতা সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

মজুর

আলোচ্য বর্ষে, দৈনিক গড়ে ৫৩০০২৪জন লোক চা বাগানে কার্য্য করিয়াছে; কিন্তু ১৯২৫ সালে দৈনিক গড়ে ৫২৭৪৯৫ জন লোক কার্য্য করিয়াছিল।

এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, এক আসাম প্রদেশেই ৫৩ লক্ষের উপরও লোকের দরকার। তারপর অন্যান্য প্রদেশে চা-এর আবাদ আছে। সুতরাং সময়ে সময়ে মজুরের অভাব হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আলোচ্য বর্ষেও লোকের খুব অনটন হইয়াছিল। চা-এর উন্নতি ও চাহিদা বর্দ্ধিত হওয়ায়, অনুমান হয়, ইহার পর হইতে বেশী মজুর দরকার হইবে। কিন্তু যাহাতে মজুরের অনটন না হইতে পারে, সেজন্য কামরূপ জেলা হইতে যাহাতে কাছারী মজুর সংগ্রহ করিয়া কাজে খাটাইতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

আবহাওয়ার অবস্থা

আলোচ্য বর্ষে মোটের উপর আবহাওয়ার অবস্থা ভালই ছিল। লক্ষীম্‌পুর জেলায় মে ও সেপ্টেম্বর মাসে একেবারেই বৃষ্টি হয় নাই। শ্রীহট্টের কোন কোন স্থানে frost পড়ায় চায়ের চারাগাছগুলি সেরূপ ভাল বাড়িতে পারে নাই। লক্ষীম্‌পুর জেলার কোন কোন চা বাগানে লাল মাকড়সা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু চা-এর বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় নাই।

উৎপন্ন চায়ের হিসাব

আলোচ্য বর্ষে সমস্ত আসাম প্রদেশে মোট ২৪০৪৪৯৫০৭ পাউণ্ড ব্ল্যাক চা (black tea) ও ১৫৩২১৬৬পাউণ্ড গ্রীণ চা (green tea) পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু ১৯২৫ সালে মোট ২২৩৬৬০৯৭০ পাউণ্ড ব্ল্যাক্ চা ও ১৫১৮৭১৭ পাউণ্ড গ্রীণ চা উৎপন্ন হইয়াছিল।

কামরূপ ব্যতীত আর আর সমস্ত জেলাতেই বেশী চা পাওয়া গিয়াছিল। আবহাওয়া ভাল থাকার জন্যই অন্য বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে বেশী চা পাওয়া গিয়াছে। এই হিসাব ব্যতীতও আরও চা পাওয়া যাইত; কিন্তু ২০শে নবেম্বরের পর হইতে সমস্ত চা বাগানেই চায়ের পাতা তোলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গত পাঁচ বৎসরে আসামের কোন জেলায় প্রতি একর জমীতে কি পরিমাণ চা পাওয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

জেলার নাম	পাউণ্ড হিসাবে				
	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
কাছাড়	৪৬৮	৫৩৫	৪৮৭	৪৮৭	৫১০
শ্রীহট্ট	৪৫৩	৫৬৭	৫২৪	৫৩৪	৫৪২
গোয়ালপাড়া	৩১৪	৩৩০	৩৭৫	২৭৬	৩০৮
কামরূপ	১৭৬	২৮৬	২৬৭	২৭৫	২৬৬
দেরাং	৪৯৬	৬১৩	৩৭৬	৫৫৩	৫৪৮
নওগাঁও	৪৬২	৫২৮	৫১৫	৫০২	৫১৯
শিবসাগর	৫১২	৫৯২	৬১৪	৫৫৭	৬০১
লক্ষীম্‌পুর	৬৪০	৭২২	৭৫২	৬৬৮	৭৫৩
সাদিয়া সীমান্ত	৩০৬	৫০৬	৬২৬	৪৭২	৫৩৫
গড়পড়তা	৮১৬	৬০৫	৫৯৭	৫৬২	৬০২

চায়ের মূল্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথম ভাগে চায়ের দর বেশ একটু উঠিয়াছিল; কিন্তু শেষে দর খুবই নামিয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ চাহিদা অপেক্ষা খুব বেশী চা উৎপন্ন হইয়াছিল। কয়েক স্থানে এমনও হইয়াছিল যে, চা উৎপন্ন করিতে যে খরচ পড়িয়াছিল, তাহাও উঠে নাই।

চায়ের বীজ

চা-বীজের চাহিদা সর্ব্বত্রই খুব বেশী ছিল।

মোটামুটী চায়ের অবস্থা

আলোচ্য বর্ষে আসাম প্রদেশে চায়ের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল বলিতে হইবে, এবং বর্ত্তমান বৎসরে অবস্থাও আশাপ্রদ বোধ হইতেছে। ভারতীয় ধনী ব্যক্তিগণের এই চায়ের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

কলিকাতায় নীলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল

সেল নম্বর ১০

৯ই আগষ্ট, ১৯২৭

স্থানের নাম	প্যাকেট	পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	৭১১৬	১৴৬ পাই
কাছাড়	১৮০৫	৷৵০
শ্রীহট্ট	১৪৫৭	৸১০
দার্জ্জিলিং	১২২৭	১/০
ডুয়ার্স	৮৪৯৭	৸৶২
তড়াই	১২২০	৸১০ পাই
ত্রিপুরা	৬৫	॥৶৪ পাই
চট্টগ্রাম	১৩৫	॥৶০
ছোটনাগপুর	১১৬	॥৶২ পাই
দেরাদুন	১৬৬	৷৵২ পাই
মোট—	২১৮০২	৸৶৯ পাই

সেল নং ১২

২৩ আগষ্ট, ১৯২৭

স্থানের নাম	প্যাকেট	পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	৮৭৩৭	১৴৫ পাই
কাছাড়	৩০৩৪	৸৶১ ,,
শ্রীহট্ট	৩৭০৪	৷৵৭ ,,
দার্জ্জিলিং	৯০৪	১/৭ ,,
ডুয়ার্স	৮২৭৬	৸৶৭ ,,
তড়াই	১১৪৪	৷৵৮ ,,
ত্রিপুরা	২৬৯	৸৯ ,,
চট্টগ্রাম	৫১২	৸১১ ,,
ছোটনাগপুর	৬৯	৷৵১ ,,
মোট—	২৬৬৪৯	৸৶০

সেল নং ১৩

৩০শে আগষ্ট, ১৯২৭

স্থানের নাম	প্যাকেট	পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	৮৮৩৬	১/৭ পাই
কাছাড়	২২৬১	৸৶৩ ,,
শ্রীহট্ট	২৮০১	৸৶৩ ,,
দার্জ্জিলিং	২১৮০	১/৯ ,,
ডুয়ার্স	১১৭৪৮	৸৶১ ,,
তড়াই	১৫৬৪	৸৶৬ ,,
ত্রিপুরা	২১৯	৸/০ ,,
চট্টগ্রাম	১২৩	৸/৭ পাই
ছোটনাগপুর	৪৪	৸৶৬ ,,
	২৯৭৭৬	৸৶৬

সেল নং ১৫

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

স্থানের নাম	প্যাকেট	পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	৯০৩৯	১৴৭ পাই
কাছাড়	২৭৬৭	৸৶৬ "
শ্রীহট্ট	৪১৪৩	৸৶৩ ,,
দার্জ্জিলিং	২০৫২	১/৭ ,,
ডুয়ার্স	৯৮৬২	৸৶৪ ,,
তড়াই	১১২৬	৸৶৯ ,,
ত্রিপুরা	২৯২	৷৵৩ ,,
চট্টগ্রাম	২৫৫	৸১১ ,,
ছোটনাগপুর	৯৮	৷৵৮ ,,
মোট	৩০৩৬৪	৸৶৭ পাই

তূলার খবর

তূলার প্রথম পূর্ব্বাভাষ

১৯২৭-২৮

বর্ত্তমান বৎসরে সারা ভারতে আনুমানিক ১৫২৩১০০০ একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছে। কোন্ প্রদেশে কত একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছে, এবং কোন্ প্রদেশে তূলার অবস্থা কিরূপ তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

বোম্বাই প্রদেশ

বোম্বাই প্রদেশে ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত আনুমানিক ১৭৭৭০০০ একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে এখানে কিছু বেশী জমী আবাদ হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে তূলার অবস্থা বেশ ভালই দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ এবার ঠিক কত একার জমী আবাদ হইয়াছে, তাহার একটা সঠিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তারপর বীজ বপন করিবার সময় ভালরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল। বোম্বাইয়ে সাধারণতঃ জুন মাসের মধ্যভাগে বীজ বপন আরম্ভ হইয়াছিল, এবং এখন তাহা একরূপ শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ এখন আর কোন জমীতে বীজ বপন বাদ নাই। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে তূলার অবস্থা খুবই ভাল দেখা যাইতেছে। কিন্তু সোলাপুর জেলায় এখনও বৃষ্টির খুবই দরকার; কারণ শীঘ্রই বৃষ্টি না হইলে এই জেলার তূলা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

এই প্রদেশে আনুমানিক ৪৮৪০০০০ একর জমীতে তূলার আবাদ হইয়াছে। জুন মাসের প্রথমে সমস্ত স্থানেই একরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল। জুলাই মাসের প্রথমেও অতি সামান্যই বৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু জুলাই মাসের শেষাশেষি অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং খুব ভাল অবস্থার মধ্যেই এবার বীজ বপন করা হইয়াছে।

আবার এই প্রদেশের কয়েকটী জেলা হইতে এমনও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অত্যধিক বৃষ্টির জন্য বীজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং সেখানে পুনরায় বীজ বপন করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। মোটের উপর, এই প্রদেশের তুলার অবস্থা বর্ত্তমানে খুবই আশাপ্রদ।

মাদ্রাজ

জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাদ্রাজ প্রদেশে আনুমানিক ১৭২০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান সালে এই প্রদেশে তুলার আবাদ কম হইয়াছে।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবে আনুমানিক ২২৪৯০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার কম জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে; ইহার কারণ, তুলার দর কমিয়া গিয়াছিল, এবং বীজ বপন করিবার সময় একেবারে বৃষ্টি হয় নাই। তা'রপর জলসেচও সময় মত হয় নাই এবং যদিও বা দেরীতে হইয়াছিল, তাহা যৎসামান্য বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। আবার কোন কোন জেলায় ঝড় ও পতঙ্গের উৎপাতে তুলাগাছের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। জুলাই মাসে বৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাতে তুলাগাছের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ

এই প্রদেশে আনুমানিক ৭৭২০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। এই প্রদেশে গত বৎসর অপেক্ষা এবার কম জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। এখানে ঠিক সময়েই বীজ বপন আরম্ভ হইয়াছিল, এবং সারা জুলাই মাস পর্য্যন্ত এই কার্য্য চলিয়াছিল। জুন মাসের শেষাশেষি খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, এবং জুলাই মাসে যে বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে তুলার বিশেষ উপকার হইয়াছে। বর্ত্তমানে এখানে তুলার অবস্থা বেশ ভালই দেখা যাইতেছে।

বর্ম্মা

বর্ম্মায় আনুমানিক ৪০০০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। এখানে গত বৎসর অপেক্ষা কম জমীতে আবাদ হইয়াছে। এখানে বৃষ্টির খুবই অভাব দেখা যাইতেছে; তবে অধিকাংশ স্থলে তুলাগাছের অবস্থা এখনও বেশ ভাল দেখা যাইতেছে। কিন্তু এখানে শীঘ্রই বৃষ্টির খুব দরকার।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে আনুমানিক ৭৭০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর ঠিক এই সময়ে ৭৫০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছিল। উপরে যে হিসাব দেওয়া গেল, তাহা বৎসরের প্রথমে যে তুলা জন্মে, তাহারই হিসাব; কিন্তু শেষে যে তুলা উৎপন্ন হয় (late crops) তাহার বীজ এখনও বপন করা হয় নাই। প্রথম প্রথম চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশে অতিবৃষ্টি ও মেদিনীপুর এবং ময়মনসিংহে অনাবৃষ্টি হওয়ার দরুণ এই তিন স্থানে তুলার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল; কিন্তু অন্যান্য স্থানের তুলার অবস্থা ভালই ছিল। বর্ত্তমানে যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সারা বাংলাদেশে মোটের উপর তুলার অবস্থা এখন ভালই দেখা যাইতেছে।

বিহার ও উড়িষ্যা

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে আনুমানিক ৭৬০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসরও এই প্রদেশে ঠিক এই পরিমাণ জমীতেই

তুলার আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সমস্ত জেলাতেই তুলার অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে।

আসাম

আসামে আনুমানিক ৪৫০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। এখানে মোটের উপর তুলার অবস্থা ভাল।

আজমীড় ও মাড়ওয়ারা

এখানে আনুমানিক ১২০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় ১৭০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এখানে সর্ব্বত্র তুলার অবস্থা ভালই দেখা যাইতেছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

এখানে আনুমানিক ২১০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে, গত বৎসর এই সময় ৩৩০০০ একর জমী আবাদ হইয়াছিল

দিল্লী

দিল্লীতে আনুমানিক ৩০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে; গত বৎসর দিল্লীতে প্রায় ইহার দ্বিগুণ জমী আবাদ হইয়াছিল।

হায়দ্রাবাদ

হায়দ্রাবাদে আনুমানিক ২২২২০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় ১৪৭৫০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছিল। এখানে বর্ত্তমানে তুলার অবস্থা ভালই দেখা যাইতেছে।

মধ্যভারত

যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে মধ্যভারতে আনুমানিক ১১৯৩০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে।

বরদা

বরদায় আনুমানিক ৪০০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার বরদায় বেশী জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে।

গোয়ালিয়র

আনুমানিক ৬২০০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর কিন্তু ঠিক এই সময়ে ঐ স্থানে ৬৫০০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছিল। বৃষ্টি একটু দেরীতেই হইয়াছিল, কিন্তু মোটের উপর তুলার অবস্থা ভাল। এখনও গোয়ালিয়রের অনেক স্থানে বীজ বপন করা হইতেছে।

রাজপুতানা

রাজপুতানায় আনুমানিক ৩৩৫০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার বেশী জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে।

মহীশূর

মহীশূরে আনুমানিক ৭০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর ঠিক এই সময় ১৯০০০ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছিল।

উপরে যে সমস্ত প্রদেশের তুলার প্রথম পূর্ব্বাভাস দেওয়া হইল, তাহা পাঠে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, ভারতের সমস্ত স্থানের অর্থাৎ যে সমস্ত স্থানে তুলার আবাদ হয়, সেই সকল স্থানের হিসাব সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ, এখনও সমস্ত স্থানের সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আমরা বারান্তরে সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করিব এবং সে সকল প্রদেশের বিবরণ দেওয়া হইল, তাহার মধ্যেও যদি কিছু নূতন আবাদী স্থানের সংবাদ পাওয়া যায় তাহা ও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকদিগকে জানাইব।

ভারতের কোন্ দেশে কত একর জমীতে তুলা দেওয়া হইয়াছে, এইখানে তাহার তালিকাটি পর পর ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করা গেল :—

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার (ক)	৪৮,৪০,০০০	রাজপুতনা (ঞ)	৩,৩৫,০০০
পাঞ্জাব (খ)	২২,৪৯,০০০	মান্দ্রাজ (ট)	১,৭২,০০০
হায়দ্রাবাদ (গ)	২২,২২,০০০	বিহার ও উড়িষ্যা (ঠ)	৭৬,০০০
বোম্বাই (ঘ)	১৭,৭৭,০০০	বাঙ্গালাদেশ (ড)	৭৫,০০০
মধ্যভারত (ঙ)	১১,৯৩,০০০	আসাম্ (ঢ)	৪৫,০০০
যুক্তপ্রদেশ (চ)	৭,৭২,০০০	উত্তর ও পশ্চিম্ প্রদেশ (ণ)	২২,০০০
গোয়ালিয়র (ছ)	৬,২০,০০০	আজমীঢ় ও মাড়ওয়ার (ত)	১২,০০০
বরদা (জ)	৪,১০,০০০	মহীশূর (থ)	৭,০০০
ব্রহ্মদেশ (ঝ)	৪,০০,০০০	দিল্লী (দ)	৩,০০০

১৯২৭ সালের মে মাসে কোন ব্লক্ হইতে কি পরিমাণ কাঁচা তুলা রেল বা জলপথ দিয়া রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রদেশ ও ব্লকের নাম	১৯২৭ মে
আসাম (রেল ও ষ্টীমার যোগে)	
১ আপার আসাম ব্লক্	২৮১৯
২ লোয়ার আসাম ব্লক্	৪৫০৯
৩ সুরমা উপত্যকা ব্লক্	৩৮১৭
মোট—	১১১৪৫
বাংলাদেশ (রেল ও ষ্টীমার যোগে)	মণ তিঃ
১ কলিকাতা	৩৩৩৩
২ ওয়েষ্টার্ণ বেঙ্গল ব্লক্	৪৭৯৫
৩ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ব্লক্	৩৯২২
৪ নর্দার্ণ বেঙ্গল ব্লক্	৫৯৯৫
৫ ঢাকা ব্লক্	৭০৭৫
৬ চট্টগ্রাম পোর্ট ব্লক্	১৮৯৮৫
মোট-	৪৪১০৫
বিহার ও উড়িষ্যা (রেল ও ষ্টীমার যোগে)	
১ পাটনা সিটি ব্লক্	
২ বিহার ব্লক্	২৭৫৬
৩ ছোটনাগপুর ব্লক্	২৪০
৪ উড়িষ্যা ব্লক্	১৪২৮
মোট—	৪৪২৪
যুক্তপ্রদেশ (রেল ও ষ্টীমার যোগে)	
১ আপার দোয়ার ব্লক্	২৬৩৯
২ মিডল্ দোয়ার ব্লক্	১৩০২
৩ কাণপুর সিটি ব্লক্	১২৭১০
৪ লোয়ার দোয়ার ব্লক্	
৫ বুন্দেলখণ্ড ব্লক্	
৬ বেনারস ব্লক্	৩৫
৭ গোরক্ষপুর ব্লক্	৩৩
৮ রোহিলখন্দ ব্লক্	৭২৩
৯ উত্তর অযোধ্যা ব্লক্	১
১০ দক্ষিণ অযোধ্যা ব্লক্	১৮
মোট—	১৭৪৬১

পাঞ্জাব

১	দিল্লী প্রভিন্স ব্লক্	১৭৯
২	মিজ্ সাটলেজ টেরিটরী ব্লক্	৩৫৬৩০
৩	শতদ্রু ও ঝিলমের মধ্যবর্ত্তী স্থান	৫৯০৬৯
৪	ঝিলম্ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যস্থিত স্থান	১২৩৪
৫	উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ব্লক্	৪৩৫
	মোট	৯৬৫৪৭

সিন্ধু ও ব্রিটীস্ বেলুচিস্থান

১	সিন্ধু ও ব্রিটীস্ বেলুচিস্থান (সহর ও করাচী বন্দর বাদ)	৩৩৪৪১
২	করাচী সহর ও বন্দর	

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার

১	জব্বলপুর ব্লক্	৯৫
২	নর্ম্মদা ব্লক্	৪৩৬৭
৩	নাইবার ব্লক্	৩৩৪৪
৪	নাগপুর ব্লক্	১৪৭৬৫
৫	চইত্তাসগড় ব্লক্	১৪
৬	বেরার ব্লক্	৬০৩৮২
৭	সাতপুরা ব্লক্	১৩৬৫
	মোট—	৮৪৩১২

বম্বে

১	বম্বে পোর্ট ব্লক্	১৩৩৮৪০
২	গুজরাট ও কাথিয়ার ব্লক্	৩১৯৮৪৪
৩	কঙ্কন্ ব্লক্	১৪
৪	নর্থ ডেকান্ ব্লক্	১৬৭৭৩
৫	ইষ্ট ডেকান ব্লক্	৭১৪৭৮
৬	ওয়েষ্ট ডেকান ব্লক্	১০৫৫
৭	সাউদার্ণ মারহাট্টা কানট্রী ব্লক্	১৬৭২৯২
৮	গোয়া	
	মোট—	৭১০২৯৬

মাদ্রাজ

১	মাদ্রাজ পোর্ট	১৫৯৬
২	ফরাসী পোর্ট	
৩	অন্যান্য পোর্ট	১৯৩৬৯
৪	সারকাস্ ব্লক্	২৪০০
৫	ডেল্টাস্ ব্লক্	৪৪৭৭৩
৬	ডেকান্ ব্লক্	৫৯৬১৩
৭	নর্থ কর্ণাটিক্ ব্লক্	২৪০৮
৮	সাউথ কর্ণাটিক ব্লক্	১৩৩
৯	সেণ্ট্রাল ডিষ্ট্রীক ব্লক্	৬০৭৭৫
১০	সাউদার্ণ ডিষ্ট্রীক ব্লক্	৪০৯০৩
১১	ওয়েষ্ট কোট ব্লক্	১৬৯
	মোট	২৩২১৩৯

১	রাজপুতানা	৩৬২৪৫
২	মধ্যভারত	৬২০৮৬
৩	নিজাম রাজ্য	৭৮৬৯৮
৪	মহীশূর	৯৫২৪
৫	কাশ্মীর	

সমস্ত প্রদেশের মোটামোটি রপ্তানি তূলার বিবরণ

১	আসাম	১১১৪৪
২	বাংলাদেশ	৪৪১০৫
৩	বিহার ও উড়িষ্যা	৪৪২৪
৪	যুক্তপ্রদেশ	১৭৮৬১
৫	পাঞ্জাব	৯৬৫৪৭
৬	সিন্ধু ও বিটীস্ বেলুচিস্থান	৩৩৪৪১
৭	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৮৪৩১২
৮	বম্বে	৭১০২৯৬
৯	মাদ্রাজ	২৩২১৩৯
১০	রাজপুতনা	৩৬২৪৫
১১	মধ্যভারত	৬২০৮৬
১২	নিজাম রাজ্য	৭৮৬৯৮
১৩	মহীশূর	৯৫২৪
	মোট	১৪২০৪২৩

ভারতে তুলা-চাষের বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র ভারতে তুলার চাষ সম্বন্ধে বাংলাদেশ ও আসামের স্থান যথাক্রমে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ। বস্ত্র শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে তাহার কাঁচা মাল তুলা উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তুলা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মাইতে না পারিলে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি করা অসম্ভব।

ইংরেজ জাতি মিশর দেশ এবং সূদান দখলে রাখিয়াছে দুইটি কারণে। প্রথমতঃ,ভারতে আসিবার দরজা স্বরূপ সুয়েজ খাল এই মিশরের গা দিয়া গিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ মিশর এবং সূদানের মাটীতে যেরূপ লম্বা আঁশের শুভ্র তুলা জন্মে, এরূপ তুলা পৃথিবীর অতি অল্প দেশেই পয়দা হয়। মিশর ও সূদান ইংরেজের হাত হইতে গেলে, ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র শিল্প ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইংরেজ জানে যে, বস্ত্রশিল্পের উন্নতি করিতে হইলে উৎকৃষ্ট জাতের অফুরন্ত তুলার যোগান চাই। কবে আমরা ইংরেজের এই দূরদৃষ্টি লাভ করিব।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে কোটী কোটী একর অনাবাদী জমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট একজন চাষা; তাঁহারই উদ্যোগে কৃষি কমিশন বসিয়াছে। উদ্যোগী এবং সন্ধানী যুবকেরা চেষ্টা করিলে জমিদার, ধনী ও কর্ম্মীদিগের সমবায়ে এবং সরকারের সহায়তায় বৃহদাকারে তুলার চাষে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। বাক্য ঢের হইয়াছে, এখন একবার কাজে নাবুন।

চিনির খবর

বাংলাদেশে চিনির আমদানী

বাংলাদেশে কয়েকটি চিনির কল আছে; কিন্তু তাহাতে বাংলার চিনির অভাব মিটে না। সেজন্য আমরা দেখ্‌তে পাই যে, প্রতি বৎসর কোটী টাকার উপর চিনি বিভিন্ন দেশ হইতে বাংলাদেশে আমদানী হয়। গত তিন বৎসরে কোন্ দেশ হইতে কত টাকা মূল্যের চিনি, কি পরিমাণ, কেবল এই বাংলাদেশেই আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল এবং এই সঙ্গে অপরিষ্কৃত চিনি ও গুড় কি পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, তাহাও দেখান হইল।

১৯২৫-২৬

পরিষ্কৃত চিনি

কোন্ দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে	আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ টন হিঃ	মূল্য
যুক্তরাজ্য	১০৪৪	২৪২৫১৬৲
জার্ম্মাণী	...	...
অষ্ট্রীয়া	১৯৩	৪৮৮৫৯৲
মরিশাস্	১৮০০	৪২৫৩৮১৲
হাঙ্গেরী	১৬২৭	৩৯৯৫০১৲
জাভা	৩০৯৪৫৬	৮১৩৭৬১৮২৲
চীন	৫০	২৬০৭৩৲
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্		১১০৲
জেকো শ্লোভেকিয়া	৩০০	৭৩৬৬৬৲
অন্যান্য দেশ	৫	১৮৩২৲

অপরিষ্কৃত চিনি

জাভা	২৯৯	৪২২১১৲
নেদারল্যাণ্ড	...	...
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্	৮৭	২৪৩০৪৲
অন্যান্য দেশ	১৫	৪৬৪৮৲
মোট	৪০১	৭১১৬৩৲

গুড়

জাভা	৮৫৬৭৮	১৪৭৬৫৫০৲

দেশের নাম	১৯২৩-২৪ আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ টন হিঃ	মূল্য টাকা	১৯২৪-২৫ আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ টন হিঃ	মূল্য টাকা
যুক্তরাজ্য	১১	১১৩৯৮৲	২৫	১৮৮২৭৲
জার্ম্মাণী	...	...	১৯৭১	৫৯৮৭৮২৲
অষ্ট্রীয়া	৩৭০	১৮২০৬৫৲	১২০০	৩৯৩২৯৫৲
মরিশাস্	৮৭২	২৩৫৭২২৲	৯৩৯৮	২৮১১২৩১৲
হাঙ্গেরী	...	...	১৫১৫	৪৩১৮৬৬৲
জাভা	১৫৪৩১৩	৫৭২৯৫৮৫৩৲	২৩০১৪৭	৬৮১২০৮৪৫৲
চীন	...	...	১০০	৪৮৮৯৪৲
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস	৩৬	৯৪১৪৲	...	...
জেকো শ্লোভেকিয়া	১৩০	৭০৩০৩৲	...	...
অন্যান্য দেশ	...	৪০১৲	৭৫	২১৮৬৪৲
মোট	১৫৫৩৩২	৫৭৮০৫১৫৬৲	২৪৪৪৯১	৭২৪৪৫৯৫৲

অপরিষ্কৃত চিনি

দেশের নাম	১৯২৩-২৪ পরিমাণ	মূল্য	১৯২৪-২৫ পরিমাণ	মূল্য
জাভা	২০৭	৫৮৫৭৫৲	...	৬৭৲
নেদারল্যাণ্ড	১	৩৪৬৲	...	২০৲
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্	৪৯	১২৯৩৩৲	১১৪	৩৩১৪০৲
অন্যান্য দেশ	...	৪২২৲	৪৫	১৮২৯৩৲
মোট	২৫৭	৭২২৯৪-	১৫৯	৫১৫২০৲

গুড়

দেশের নাম	১৯২৩-২৪ পরিমাণ	মূল্য	১৯২৪-২৫ পরিমাণ	মূল্য
জাভা	৫৮৩৯৫	৪০৬১১৫৫৲	৫৩১২৪	২৭১৬৭২৬৲

জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে গত তিন বৎসরে এক বাংলাদেশে কত টাকার চিনি আমদানী হইয়া বিক্রয় হইয়াছে, তাহা পড়ুন ঃ—

পরিষ্কৃত চিনি

১৯২৩-২৪ সালে ৫,৭৮,০৫১৫৬ কোটী টাকা

১৯২৪-২৫ সালে ৭,২৪,৪৫,৫৯৫ কোটী টাকা

১৯২৫-২৬ সালে ৬,২৫,৯৪,১২০ কোটী টাকা

জাভা হইতে চিনির রপ্তানি

জুন—১৯২৭

১৯২৭ সনে জুন মাসে জাভা হইতে মোট ২১২২৬২ টন চিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর জুন মাসে জাভা হইতে ১৮০৩৪৩ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছিল।

যাহা হউক, বর্ত্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৭ সনে জানুয়ারী হইতে জুন এই ছয় মাসের মধ্যে জাভা হইতে বিদেশে মোট ৫৭২১৭৬ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রিটিস ভারতে ২৮১৭৫৫ টন, জাপানে ৭৫০৮৮ টন, হংকংএ ৪৭৫৩৭ টন ও চীনে ২৭৭৮৭ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে।

জুন মাসে জাভা হইতে কোন্ দেশে কি পরিমাণ চিনি রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

দেশের নাম	জুন, ১৯২৭ টন হিঃ		
ইংলণ্ড	৮০২৪	জান্জিবার	১০২
হল্যাণ্ড	১৩০২৭	ব্রিটিস ভারত	৬৮৭৬৯
জার্ম্মাণী	১৫৩৪৩	পিনাং	২৫৪৬
ড্যানজিগ্	১০১৬	সিঙ্গাপুর	১০৫৩২
ফ্রান্স	৭০০৬	শ্যাম	২৩৩১
বেলজিয়াম	২০৩০	সায়গন্	৯৬৭
নরওয়ে	...	হংকং	১১৬৩৮
ডেন্মার্ক	...	চীন	১৮৪২৬
গ্রীস্	২৮০৩	জাপান	৩৬১৮২
পোর্ট সৈয়দ	১০৩২২	অষ্ট্রেলিয়া	৫
এডেন্	১১৭৮	ভ্যাঙকান্	...
		মোট	২১২২৬২ টন

বাংলাদেশ নাকি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ? বাংলাদেশ নাকি ধন, ধান্য, পুষ্পে ভরা ? বাঙ্গালী যুবকেরা না মোটা গলা করিয়া পথে ঘাটে, মাঠে গাহিয়া বেড়ায়

মানুষ আমরা নহিত মেষ ?

যদি সত্যই মানুষ হও, তবে চিনির বাবদে সারা দুনিয়া মিলিয়া এই বাংলাদেশ হইতে যে কোটী কোটী টাকা লইয়া যাইতেছে, সেই রক্ত মোক্ষণ বন্ধ কর।

জাভার খবর

১৯২৭ সনে জুলাই মাসে জাভা হইতে চিনির রপ্তানি

১৯২৭ সনের জুলাই মাসে জাভা হইতে মোট ২৯৩৫০০ টন চিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে ৩০৩৬০২ টন ও ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে ৩৯২০৬০ টন চিনি জাভা হইতে রপ্তানি হইয়াছিল।

গত জুলাই মাসে যে চিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইউরোপে ৫৪৭০০ টন এবং ব্রিটিস্ ভারতে ৭৮০০০ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে (১৯২৭) জানুয়ারী হইতে জুলাই—এই সাত মাসের মধ্যে জাভা হইতে মোট ৮৬৫৬৭৬ টন চিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

ইহার মধ্যে ইউরোপে ১২৬৫১৫ টন, ভারতবর্ষে ৩৬০৬৫৫ টন, হংকংএ ৬৯৬৩৭ টন, চীনে ৬২৮৮৭ টন ও জাপানে ১৪৮০৮৮ টন চিনি রপ্তানি হইয়াছে। যাহা হউক, গত জুলাই মাসে কোন্ দেশে কি পরিমাণ চিনি জাভা হইতে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

জুলাই, ১৯২৭

স্থানের নাম	টন হিঃ		
		পারস্য	১০০
		জান্জিবার	২০০
ইংল্যাণ্ড	১০০০	ব্রিটিস্ ভারত	৭৮৯০০
হল্যাণ্ড	১৯৬০০	পিনাং	১৬০০
জার্ম্মাণী	১১৮০০	সিঙ্গাপুর	১১৬০০
ফ্রান্স	৭৮০০	শ্যাম	৩২০০
বেলজিয়াম	২৮০০	স্যায়গন	৪০০
নরওয়ে	...	হংকং	২৫১০০
ডেনমার্ক	...	চীন	৩৫০১০
ইতালী	৩০০	দে'রেন	
বালটিক পোর্টস্	...	ম্লাডিভস্টক	২৬০০
গ্রীস্	২৬০০	জাপান	৭৩০০০
তুরস্ক	...	স্যানদাকান্	...
কৃষ্ণসাগর	.	নিউজিল্যাণ্ড	৫৮০০
আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ ইত্যাদি	৮৮০০		
এডেন	১২০০	মোট—	২১৩৫০০

আঁক, খেজুর ও বীট এর রস হইতে চিনি উৎপন্ন হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জমীতে অনায়াসে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই তিন ফসল জন্মানো যায়; তাহাতে বাংলার অভাব মিটাইয়া জগতের মুখ মিষ্টি করিয়া দেওয়া যায়। চাই কেবল ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায় এবং ধনীর সহযোগ।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরার একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি খাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরার এদেশে যে কত দরকার, তাহা এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি-মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন!

লক্ষ্মীসরাই, জেলা মুঙ্গের

ই, আই, রেলের মেন লাইনের একটী ষ্টেসন কিউল নদীর তীরে অবস্থিত। কিউল নদীর উত্তর তীরে লক্ষ্মীসরাই এবং দক্ষিণ তীরে কিউল জংশন অবস্থিত। ইহা হাওড়া হইতে ২৬২ মাইল, পাটনা হইতে ৭৬ মাইল, গয়া হইতে ৩০ মাইল দূর। এখান হইতে সাউথ বিহার লাইন বাহির হইয়া গয়া জংশনে মিলিত হইয়াছে। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে, লোকসংখ্যা ৯ হাজার। রেলওয়ে ষ্টেসনের সংক্ষিপ্ত নাম L. K. R. ডাক বাংলা, ২টী, ধর্ম্মশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহা একটী ব্যবসায়ের মোকাম। এখান হইতে প্রত্যহ গাড়ী গাড়ী মাল নানা মোকামে রপ্তানি হইতেছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাতেই এখান হইতে মাল রপ্তানি হয়। ষ্টেসনের দুই ধারেই বাজার।

* আড়তদার

কাশীরাম পোখরমল

হেমনশাও খনিশাও

---

* এখানে একটী গোশালা আছে। কিউল জংসনের নিকট ১টী ধর্ম্মশালা আছে। এসিয়াটীক পেট্রোলিয়াম কোং এবং ষ্টাণ্ডার্ড ওয়েল কোংর এজেন্সী আছে। রপ্তানি দ্রব্য গম, যব, ভুট্টা, মটর, বুট, খেসারী, মশুরী, ছাঁটী, লঙ্কা, সরিষা, রাহেড় ডাল, তৈল, খৈল, ঘৃত। এখানে একটী তেলের কল আছে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়

যথীরাম বিশ্বেশ্বর লাল

জালীরাম ওঙ্কারমল

হরধ্যানদাস রামকিষণ

বেনারসীলাল বিশ্বেশ্বর প্রসাদ

অর্জ্জুনদাস মুক্তারাম

দর্শনরাম লছমীনারায়ণ

মদনলাল মহাবীর প্রসাদ

হরিরাম নন্দলাল

জয়নারায়ণ জগন্নাথ

কাপড়

শোহনলাল নাগরমল

ভাটুলাল লছমীনারায়ণ

পিতল কাঁসার বাসন

সূর্য্যরাম মটর দাস

খুদরুলাল কাশীরাম

পুস্তক

রামেশ্বরলাল এণ্ড কোং

চিকিৎসা

কবিরাজ কাশীনাথ সেন বৈদ্যরত্ন

শেখপুরা, জেলা মুঙ্গের

শেখপুরা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের সাউথ বিহার লাইনের একটী ষ্টেসন। ইহা হাওড়া হইতে ২৭৮ মাইল, কিউল জংশন হইতে ১৬ মাইল, গয়া হইতে ১৪ মাইল। ষ্টেসনের নিকটেই পাহার-কোলে বাজার। এখানে ডাকঘর ও থানা আছে। রপ্তানি দ্রব্য মশুরী, খেসারী, গম, যব, ডাল, বুট, ভুট্টা, রাহেড়, অড়হর, আলু, পেঁয়াজ, শণ।

আড়তদার

ডোমর্সী দাস
সুখন শা
নাগরমল মাণিক প্রসাদ
কিষণলাল শাও
জানকীলাল দুর্গাপ্রসাদ
ঝাউরী শাও
ভগবান রাম ভিকারী রাম

কাপড়

এতওয়াল রাম তুলিচাঁদ

সোনারূপার অলঙ্কার

এতলাল রাম বুধন রাম

বাসন

পুনীতরাম তুলসীরাম
এতলালরাম বুধনরাম

চিকিৎসক

ডাঃ অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়

বড়বিঘা, জেলা মুঙ্গের

ইহা শেখপুরা ষ্টেসন হইতে ১০ মাইল, এবং বিহারশরীফ হইতে ১২ মাইল। উভয় ষ্টেসন হইতে মোটর সার্ভিস আছে। এখানে পুলিশের থানা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডাকবাংলা আছে। ইহা একটী ব্যবসায়ের স্থান। মালপত্র শেখপুরা ষ্টেসন হইতে আমদানী ও রপ্তানি হয়।

রপ্তানি দ্রব্য

গম, যব, ডাল, বুট, মটর, অড়হর, খেঁসারী, আলু, পেঁয়াজ, রেড়ীবীজ, শণ, ভুট্টা।

আড়তদার

ভগবান দাস মথুরালাল
মিশ্রী শাও
পাল্পল শাও বিশুশাও
ডোমর্সী দাস

বারাওনী, জেলা মুঙ্গের

বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের জংশন। কাটিহার হইতে ১১২ মাইল। এখান হইতে একটী শাখা লাইন সিমারিয়া ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। অপর পারে মোকামাঘাট। এই জংশন হইতে এলাহাবাদ ও সমস্তিপুর লাইন গিয়াছে। হাওড়া হইতে মোকামাঘাট ২৩১ মাইল এবং পর পারে সিমারিয়া ঘাট হইতে বারাওনী ৫ মাইল। এই ষ্টেসনের প্লাটফরমটী দৈর্ঘ্যে দুই হাজার ফুট—ভারতবর্ষে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ষ্টেসনের সংক্ষিপ্ত নাম B J.U. রপ্তানি দ্রব্য—তামাক, লঙ্কা, আলু, তিসী, যোয়ান। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার।

আড়তদার

রামজী পোদ্দার
ঝুরু শাও
রূপচান্দ মুন্নীরাম

এখান হইতে দুই মাইল দূরে দিয়ারা গ্রামে পর্য্যাপ্ত আলু পাওয়া যায়।

রেলওয়ে সংবাদ

ষ্টেট্ রেলওয়ে সংবাদ

১৯২৭ সনের ৩০শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সমস্ত ষ্টেট্ রেলওয়ের মোট আয় হইয়াছে ১৫১ লক্ষ টাকা।

আলোচ্য সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোন্ ষ্টেট্ রেলওয়ের কি পরিমাণ আয় হইয়াছে, নিম্নে তাহা দেখান হইল।

৩০শে জুলাই পর্যান্ত—১৯২৭

রেলওয়ের নাম	(লক্ষ টাকা হিঃ)
এ, বি,	৬২
বি, এন,	৩০২
বি, বি, এণ্ড সি, আই,	৩৭৮
বর্ম্মা	১৬৫
ই, বি,	২০৪
ই, আই,	৬৮১
জি, আই, পি,	৪৬৬
এম, এণ্ড এস্, এম	২৭৯
এন্ ডব্লিউ	৫৩৬
এস্, আই	১৯০

১৯১৭ সনের ৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সমস্ত ষ্টেট্ রেলওয়ের মোট আয় হইয়াছে ১৪৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোন ষ্টেট্ রেলওয়ের কিরূপ আয় হইয়াছে, নিম্নে তাহা দেখান হইল।

৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত—১৯২৭

রেলওয়ের নাম	(লক্ষ টকা হিঃ)
এ, বি,	৬৫
বি, এন্,	৩১১
বি, বি, এণ্ড সি, আই,	৩৯০
বর্ম্মা	১৭৩
ই, বি,	২১৬
ই, আই,	৭১২
জি, আই, পি,	৪৮০
এম, এণ্ড এস্, এম্	২৯২
এন্, ডব্লিউ	৫৬১
এস্, আই	১৯৯

১৯২৭ সনের ১৩ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সমস্ত ষ্টেট্ রেলওয়ের মোট আয় হইয়াছে ১৫৪ লক্ষ টাকা। ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কোন্ ষ্টেট্ রেলওয়ের কি পরিমাণ আয় হইয়াছে, নিম্নে তাহা দেখান হইল।

১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত—১৯২৭

ষ্টেট্ রেলওয়ের নাম	(লক্ষ টাকা হিঃ)
এ, বি,	৬৮
বি, এন্,	৩২২
বি, বি, এণ্ড সি, আই	৪০৪
বর্ম্মা	১৮০
ই, বি,	২৩০
ই, আই,	৭৪৪
জি, আই, পি,	৫০৫
এম, এণ্ড এস, এম,	৩০৫
এন্, ডব্লিউ	৫৯৪
এস, আই,	২০৯

চাঁদপুর-বাজনগর-মোয়াজ্জামপুর-নারায়ণ রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড, বাজনগর হইয়া চাঁদপুর হইতে মোয়াজ্জামপুর নারায়ণপুর পর্য্যন্ত ৩৭ মাইল একটী রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই লাইনটীর নাম হইবে চাঁদপুর-বাজনগর-মোয়াজ্জামপুর-নারায়ণ রেলওয়ে।

লক্ষ্ণৌ-সুলতানপুর-জৌয়নপুর রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড, লক্ষ্ণৌ হইতে জৌয়নপুর পর্য্যন্ত (সুলতানপুর হইয়া) ১৪২ মাইল একটী রেলওয়ে

লাইন প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই লাইনটীর নাম হইবে লক্ষ্ণৌ সুলতানপুর-জৌয়নপুর রেলওয়ে।

ইউনাও-মাধোগঞ্জ রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড, ইউনাও হইতে মাধোগঞ্জ পর্য্যন্ত ৪৮ মাইল আন্দাজ একটী রেলওয়ে লাইন খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এই লাইনটীর নাম হইবে ইউনাও-মাধোগঞ্জ রেলওয়ে।

এলোর-স্যাভেরিভ্যালি রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড, এলোর হইতে স্যাভেরি পর্য্যন্ত ৭০ মাইল আন্দাজ একটী রেলওয়ে লাইন সার্ভের জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে এলোর-সাভেরিভ্যালি-রেলওয়ে সার্ভে।

মাদ্রাজ রেলিগাণ্টা রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড, মাদ্রাজ হইতে রেলিগাণ্টা পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন সার্ভে করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে মাদ্রাজ-রেলিগাণ্টা-রেলওয়ে সার্ভে।

কুইলা-সইকুল্লা-কোর্ট-স্যাণ্ডিমান এক্সটেনসন্

ভারত গবর্ণমেণ্ট, কুইলা সইকুল্লা হইতে কোর্ট স্যাণ্ডিমান পর্য্যন্ত ৮৮,৫৫ মাইল পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে লাইন খুলিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই লাইনটীর নাম হইবে কুইলা সইকুল্লা-কোর্ট-স্যাণ্ডিম্যান এক্স্‌টেন্‌সন্।

রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড, নিম্নলিখিত রেলওয়ে লাইন গুলির সার্ভে করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন।

(১) চিনিঅট ব্যাং
(২) কাজিলকা-আবহর।
(৩) মণ্ডি-সুকেট
(৪) ত্রিপল-নাদাওন।
(৫) কলাবাগ-লাকি কন্‌ভারসন্।
(৬) মজঃফরনগর-পানিপথ।
(৭) রুপার-ইউ না
(৮) হোসিয়ারপুর গরশঙ্কর-ইউশ।
(৯) মুকারিয়ান-তানওয়ারা-ইউশ।
(১০) সাপুর-সাহিওয়ান এরিয়া।
(১১) চুনিয়ান-দিপালপুর।
(১২) নানকানা-সাহেব-চন্দ্র মাজা।
(১৩) ট্যাণ্ডো মহম্মদ খান্-মোগলাবিন।
(১৪) খুসব মজঃফরগড়।
(১৫) ঝং-ভাকর।
(১৬) দেরাগাজি খাঁ-ডিষ্ট্রিক্ট এরিয়া।

শঙ্খশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সমগ্র বাংলা দেশ এবং বিশেষ করিয়া ঢাকা এমন একটি শিল্পের জন্মভূমি বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত, যাহার খ্যাতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর সমস্ত দেশে

শঙ্খ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র
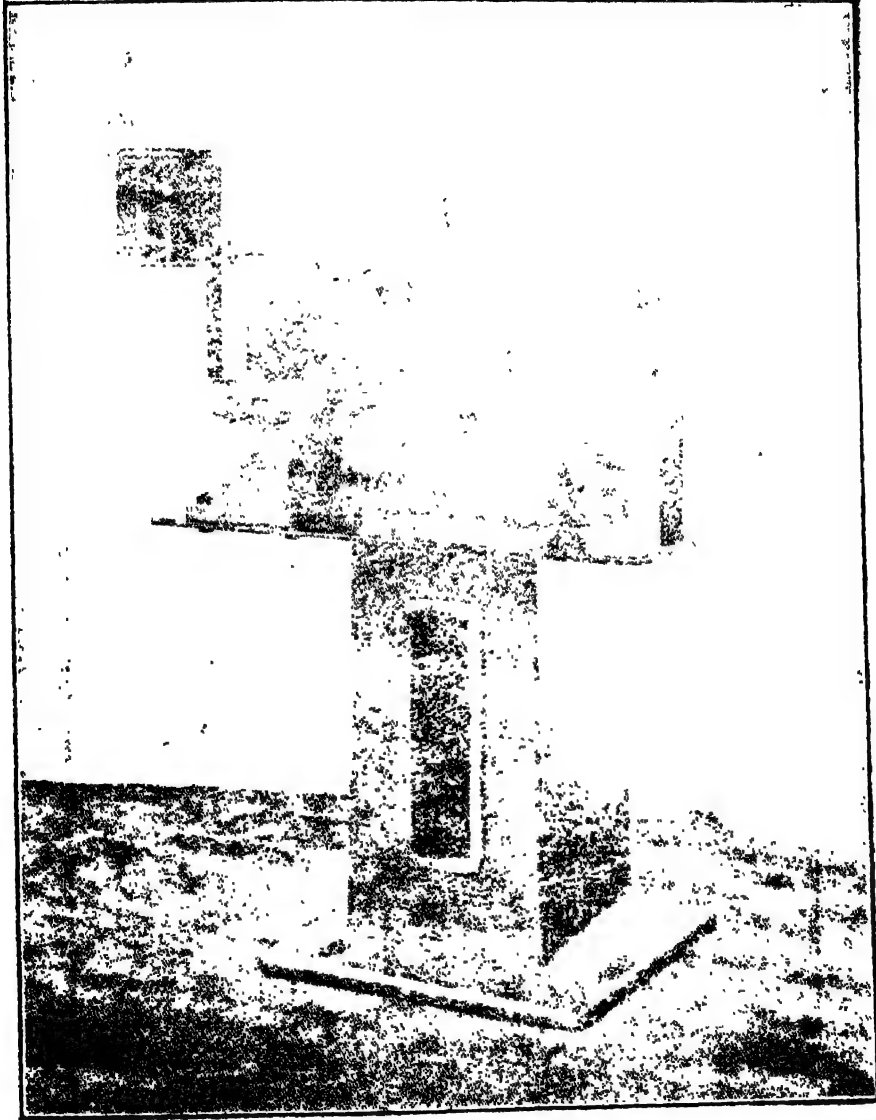
শাঁখ কাটিবার যন্ত্র

তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঢাকাই মস্‌লিনের প্রশংসা করিতেন ও উহা ক্রয় করিতেন। কিন্তু হায়! সে

পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। "ঢাকাই" মস্‌লিনের প্রখ্যাতিও যেমন ছিল, তাহার কাটতিও তেমনই ছিল। যাঁহারা শিল্পনৈপুণ্যের প্রকৃত মূল্য বুঝিতেন,

শিল্প আর নাই! ইহার লুপ্ত খ্যাতির বিষয় এখন লোকের মুখের কথাতেই জানা যায়। সে এক দুঃখের

কাহিনী। এই দুঃখের কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহাদের মনে এখন এই এক বিশেষ ভয়ের উদয় হইয়াছে যে, হয়ত এই বিষাদ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে। শাঁখার বালার শিল্প এখনও ঢাকায় প্রচলিত আছে। বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সহিত এই শিল্প অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে বিজড়িত। এ দেশে লোকের জীবনযাত্রার দিন দিন উন্নতি হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। এই শাঁখার শিল্প

শঙ্খ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র
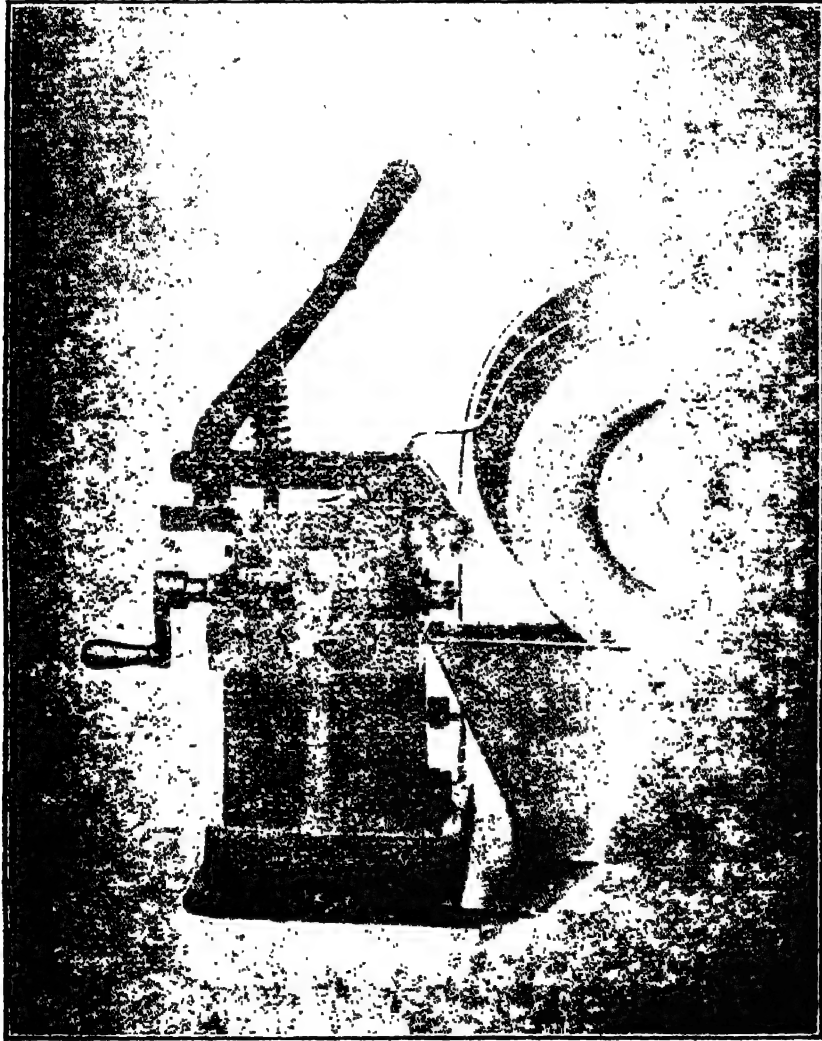
শাঁখের ধার কাটিবার যন্ত্র (চালিত অবস্থায়)।

কতদিন এই পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকিবে? ভয় এইখানেই,—কারণ অন্যান্য কুটীর বা বাজার শিল্পের ন্যায় এই শঙ্খ-শিল্পও কতকটা বিপন্ন। যাহারা এই শিল্পে নিযুক্ত, তাহাদের যেরূপ নৈপুণ্য ও শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহার উচিত হারে বেতন পাওয়া, তাহাদের পক্ষে ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া

দাঁড়াইতেছে। অন্যান্য প্রকারের অলঙ্কার বা অন্যান্য বাঞ্ছনীয় দ্রব্যাদির সহিত পাল্লা দিয়া চলিতে হইতেছে বলিয়া ও জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে, এই শিল্পের দিন দিন এমন অবনতি হইতেছে যে, ইহার পরে ইহার বাঁচিয়া থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা যাহাতে পুনরায় ঘটিতে না পারে, তজ্জন্য শীঘ্র ব্যবস্থার প্রয়োজন।

যে সমস্ত কুটীর বা বাজার-শিল্প সুপ্রণালীমত পরিচালিত না হয়, তাহারা যদি অবস্থার পরিবর্ত্তনের

শঙ্খ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র
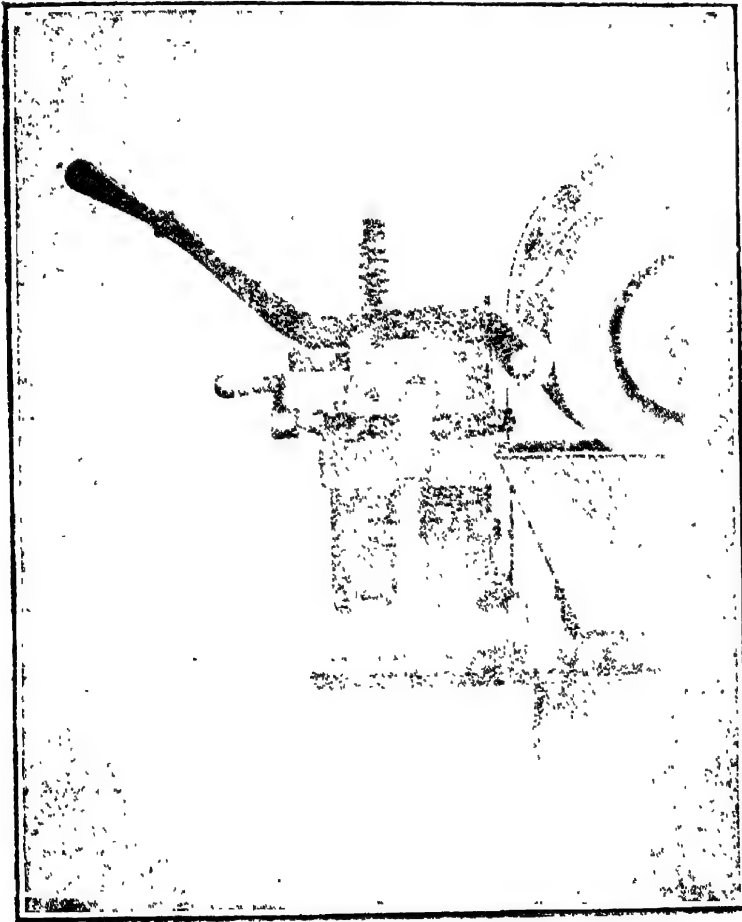
শাঁখের ধার কাটিবার যন্ত্র (বন্ধন অবস্থায়)।

সঙ্গে খাপ খাইয়া চলিতে না পারে, তবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এই সমস্যা সম্বন্ধে শিল্প কমিশনের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে বিস্তর প্রমাণ আছে। উক্ত কমিশনের দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট সভ্যগণ অবস্থার পরিবর্ত্তনেরউপযোগী যে ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা এই—হাতের পরিবর্ত্তে অন্য কোন শক্তির দ্বারা পরিচালিত এমন যন্ত্রের ব্যবহার করিতে হইবে যাহা সরল অথচ বেশ কার্য্যকর এবং যদ্দ্বারা শ্রমের অনেক

লাঘব হইয়া থাকে। এই গরম দেশে যন্ত্রশক্তির প্রয়োগে দৈহিকশ্রম ও গাধা খাটুনির লাঘব হইলে যে কত সুবিধা তাহা বর্ণনা করা যায় না। অধিকন্তু এ বিষয়ে উন্নতি সাধন হইলে, ভারতীয় শিল্পীগণ যে বংশপরম্পরাগত দক্ষতা ও অবিসম্বাদিত নৈপুণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ, তাহা নব নব শিল্পসৃষ্টিতে নিয়োজিত হইবার অবসর পাইতে পারে।

পাঁচ বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের শিল্প বিভাগ এমন একটি

শঙ্খ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র
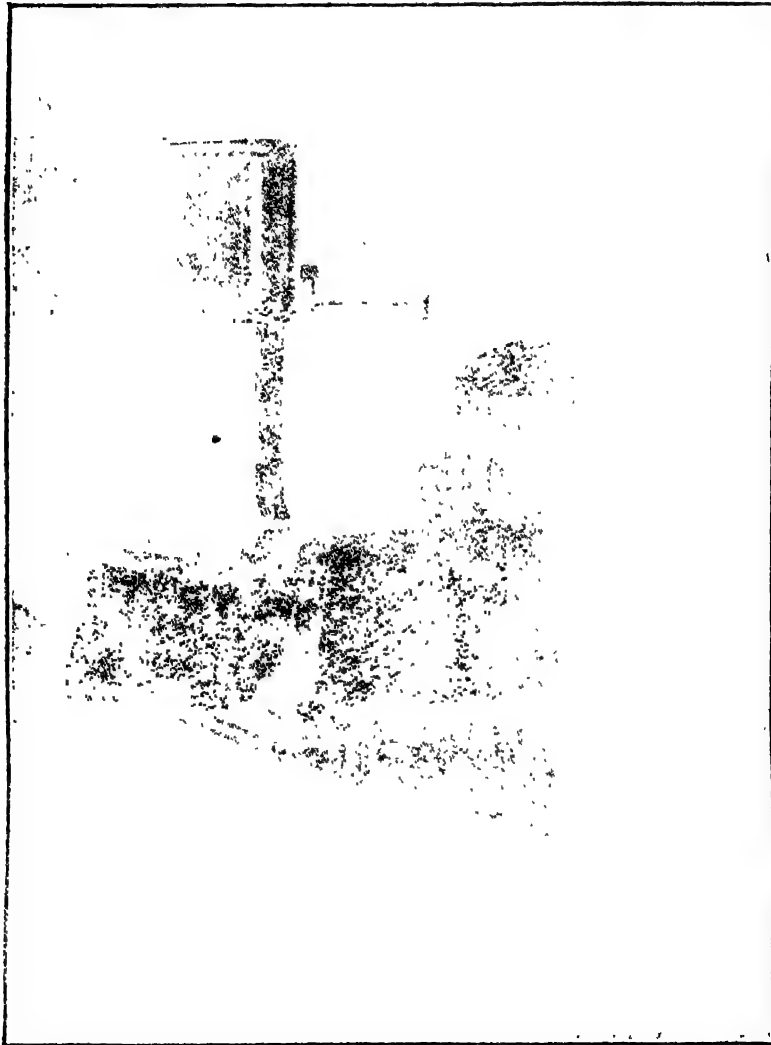
গড়ানিয়া অংশ যাহা "কাত" করিয়া রাখা হইয়াছে।

শক্তি চালিত সহজ যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাহার দ্বারা অল্প ব্যয়ে, কাচের ন্যায় কঠিন শাঁখ, চুড়ি তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে গোলগোল আকারে কাটা যাইতে পারে। এই বিষয়ে পরীক্ষার ফল সকল ক্ষেত্রে সমান হয় নাই। কখনও তাঁহারা সফল হইলেন বলিয়া মনে হইয়াছে, কখনও বা তাঁহারা

নিরাশ হইয়াছেন, কিন্তু শেষে সিদ্ধিলাভ করিবেন এ বিশ্বাস হইতে তাঁহারা কখনও বিচলিত হয়েন নাই। এই পত্রিকার রচয়িতা, বর্ত্তমান শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার, এই বিভাগে নিযুক্ত হইয়া যেরূপ বিচক্ষণতা ও উৎসাহের সহিত এই কর্ম্ম সমাপনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার ফলে শেষে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। এই পত্রিকায় যে সকল তথ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই যন্ত্র সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতার

শঙ্খ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র

গড়ানিয়া অংশ যাহা "কাত" করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে শাঁখের প্রথম কাজ।

উপর প্রতিষ্ঠিত। এই যন্ত্র এক্ষণে শাঁখের কারিকরগণকে তাহাদের নিজেদের হাত দিয়াই পরীক্ষা করিয়া দেখান হইতেছে। ইহার ফলে যাহারা একেবারে কোন পরিবর্ত্তন চাহে না ও সহজে কিছু বিশ্বাস করিতে চাহে না, তাহারাও দেখিতে, বুঝিতে, শিখিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। অতএব আমরা—শিল্প বিভাগের লোকেরা—এই আশা করি যে, যদি এই ভাবে শক্তিচালিত যন্ত্রের সুবিধা গ্রহণ করা হয় ও ইহার সহিত সমবায় সংগঠনজনিত অধিক উন্নতির সংযোগ সাধিত হয়, তাহা হইলে ঢাকা ও বঙ্গদেশকে দ্বিতীয়বার আর একটি শিল্পের ধ্বংস দেখিতে হইবে না। এই আশায় এবং এ বিষয়ে যাঁহাদের স্বার্থ আছে, তাঁহাদের সহযোগিতা লাভের জন্য একান্ত অনুরোধসহ এই পত্রিকা প্রচারিত হইল।

এ, টি, ওয়েষ্টন.
বঙ্গদেশের শিল্প বিভাগের
ডেপুটি ডিরেক্টর।

বঙ্গদেশে শঙ্খ শিল্প

১। শঙ্খ শিল্পের বিস্তার ও প্রয়োজনীয়ত কথা; শাঁখের অলঙ্কার পরা একটি অতি প্রাচীন

বঙ্গদেশ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে স্ত্রীলোকগণ ধর্ম্ম আচরণের ন্যায় ইহা পালন

শঙ্খ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র

টিকা অবস্থার গড়ানিয়া অংশ।

করেন। প্রাচীনকালে এই শ্রেণীর ব্যবহার শুধু বঙ্গদেশে নহে, পরন্তু ভারতবর্ষের

অলঙ্কারের অধিকাংশ স্থলে সুপ্রচারিত ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্য হইতে এ বিষয়ে যে প্রমাণ পাওয়া যায়,

তাহা সামান্য হইলেও, তদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, সুদূর দক্ষিণে টিনেভেলি হইতে উত্তর-পশ্চিমে কাথিবাড় এবং গুজরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী বড় রকমের শাঁখ-কাটাই শিল্পের অস্তিত্ব ছিল।

কিন্তু শাঁখ-কাটাই শিল্প দক্ষিণ ভারতে, কাথিবাড়ে এবং গুজরাটে বহুদিন হইতে লুপ্ত হইয়াছে। কেবল মাদ্রাজের পাম্বামের নিকটে রামনদ উপকূলে অবস্থিত কিলকারাইতে অতি সামান্য রকমের একটু কাজ হইয়া থাকে। কেবল বঙ্গদেশে ও আসামে ইহার প্রচলন আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে টাভেণিয়ার ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিবার সময় ঢাকাতে সামুদ্রিক শাঁখ হইতে ব্রেসলেট ও চুড়ি কাটাইয়ের বিস্তৃত ব্যবসায়ের চলন দেখিয়াছিলেন। ইহা এখনও শাঁখ-কাটাই ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ও তৈয়ারী

শঙ্খ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র

বালা ঠিক ভাবে খণ্ড খণ্ড করা।

মালের ব্যবসায়ী ও ফিরিওয়ালাগণের ক্রয় বিক্রয়ের প্রধান আড্ডা। ঢাকা হইতে বহুল পরিমাণে কাটাই শাঁখ বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলায় চালান হয়, সেখানে উহা খোদাই ও পালিশ করা হয়। এই সকল স্থানের কারিকরগণ অনেক প্রকারের শাঁখের জিনিস তৈয়ারী করিয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম খোদাই ও ভাল রকম পালিশকরা শাঁখের চুড়ি তৈয়ারীর খ্যাতি কেবল ঢাকারই আছে।

দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের বিভিন্ন শাঁখ ধরিবার কেন্দ্র হইতে কাঁচা মাল কলিকাতায় আনিয়া জমা

করা হয়। ব্যয়সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে যে বন্দরে মাল আমদানী হয়, সেখানেই বা তাহার কাছে কারখানা স্থাপন করা হইয়া থাকে; সেই হিসাবে, প্রস্তুত করণের কেন্দ্রস্বরূপ ঢাকার পরেই আজ কলিকাতার স্থান। কলিকাতার তৈয়ারী মাল ঢাকার তৈয়ারী মালের মত উৎকৃষ্ট নহে, কারণ কলিকাতার কারিকরগণ প্রধানতঃ সিংহলের উত্তরে জাফ্‌না হইতে যে অপকৃষ্ট শ্রেণীর শাঁখ প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে জাহাজ বোঝাই করিয়া আমদানী হয়, তাহা লইয়াই কাজ করে। এই সস্তা শাঁখ অতি সাধারণ শ্রেণীর চুড়ি তৈয়ারী করিতে ব্যবহৃত হয় এবং উহার গঠন বেশীর ভাগই সাধারণতঃ মোটা রকমের।

কলিকাতার পরে বিষ্ণুপুর এবং নদীয়া এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র; এখানে শাঁখ কাটাই হইয়া কতক ঐ দুই স্থানেই চুড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কতক অন্যান্য কেন্দ্রের চুড়ির কারিকরদের নিকটে চালান দেওয়া হয়। ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, মুরশিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, বর্দ্ধমান এবং বাঁকুড়াতেও চুড়ি তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে।

২। কাঁচা মাল কোথা হতে আমদানী হয়

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ছয়টি পৃথক শাঁখ ধরিবার কেন্দ্রে কাজ চলে। যে কেন্দ্রে যেরূপ পরিমাণে কাজ চলে, সেই হিসাবে পর পর তাহাদের নাম করা যাইতেছে:—

(ক) টিনেভেলি (সাধারণতঃ টিউটিকোরিন ফিসারি নামে পরিচিত)।

(খ) রামনদ (ইহার মধ্য শিবগঙ্গা আছে)।

(গ) কর্ণাট উপকূল (দক্ষিণ আর্কট ও তাঞ্জোর)।

(ঘ) ত্রিবাঙ্কুর।

(ঙ) কাথিবাড়।

ইহাদের সঙ্গে উত্তর সিংহলে অবস্থিত একটি বড় কেন্দ্র যোগ করা যাইতে পারে।

ইহাদের প্রত্যেক স্থানেই শাঁখ ধরিবার অধিকার গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া। টিনেভেলিতে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট, মুক্তা ও শাঁখ ফিসারির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নামে অভিহিত ফিসারি বিভাগের একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা কাজ করাইয়া লয়েন। কর্ণাট উপকূলে ফিসারি বিভাগের তরফে কাষ্টম বিভাগ জেলেদের নিকট হইতে একটা বাঁধা দরে শাঁখ কিনিয়া লয়, অথবা শাঁখ সংগ্রহ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দশ বৎসর কালের জন্য খাজনায় কোন ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া হয়।

ওখামণ্ডলে (কাথিবাড়) শেষোক্ত প্রথা প্রচলিত, এখানে বরোদার গাইকবাড় স্থানীয় ফিসারিতে স্বাধীন রাজার অধিকার পরিচালনা করেন। সিংহলে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খাজনা লইয়া ইজারা দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহার পর হইতে ইহার পরিবর্ত্তে রপ্তানি শুল্ক আদায় করা হয়। ত্রিবাঙ্কুরে, বর্ত্তমানে সিংহলে যে প্রথা প্রচলিত সেই উপায়ে গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য আদায় করা হয়। সিংহল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মাল আমদানী হয়, কিন্তু তথাকার শাঁখ লাল্‌চে রঙের হয় বলিয়া উহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চুড়ি তৈয়ারীর উপযোগী হয় না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শাঁখ, যাহা স্থানীয় বাজারে "দোয়ানী" এবং "সুত্তি" বলিয়া পরিচিত, তাহা যথাক্রমে ত্রিবাঙ্কুর ও বরোদা রাজ্য হইতে আসে। এই দুই স্থান হইতে বৎসরে যে শাঁখ কেনা হয় তাহার সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ এবং সিংহল ও মাদ্রাজ হইতে আমদানী মালের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ হইতে ১১ লক্ষ এবং ৫ হইতে ৬ লক্ষ। বঙ্গদেশে মোট যে পরিমাণ শাঁখের

কাট্‌তি হয়, যদিও তাহার চারি ভাগ বা পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র টিউটিকোরিন ও রামনদের শাঁখা তবু সাধারণ শ্রেণীর শাঁখ অপেক্ষা ইহাদের প্রকৃত মূল্য অনেক বেশী। রংয়ের বিশুদ্ধতার জন্য ও কাচের মত উৎকৃষ্ট পালিস করা যায় বলিয়া, এই শ্রেণীর শাঁখের চাহিদা বা কাট্‌তি বেশী এবং সেই কারণেই সকল প্রকার উৎকৃষ্ট কাজের ও উপকরণের জন্য ও সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দসই ব্রেস্‌লেট তৈয়ারীর জন্য এই শ্রেণীর শাঁখের আবশ্যক হয়।

ঢাকাতে কো-অপারেটিভ ইন্‌ডাস্‌ট্রীয়াল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা টেণ্ডার দ্বারা মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাল লয় এবং ঢাকা কেন্দ্রে যে সকল কারিকর ইউনিয়নের সভ্য, তাঁহাদের মধ্যে শাঁখ ভাগ করিয়া দেয়। এই বন্দোবস্তের ফলে কারিকরগণের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, অন্যান্য জেলাতে কারিকরগণ একযোগে আপনাদের মধ্যে সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহা না করিলে, প্রত্যেক কারিকরকে, যে সকল ব্যবসায়ী কলিকাতার আমদানী বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে কাঁচা মাল লইতে হইবে।

শাঁখ ব্যবসায়ের প্রচলিত প্রথা অনুসারে কলিকাতার ব্যবসায়ীগণ ক্রীত শাঁখ বাছাই করিয়া যথাক্রমে ১ হইতে ৯ নম্বর দিয়া নয়টি শ্রেণীতে ভাগ করে।

এই নয়টি শ্রেণীর প্রত্যেকের আয়তন নিম্নে দেওয়া হইল :—

১ম শ্রেণী	...	ব্যাসের পরিমাণ	৪ ইঞ্চির অধিক।
২য় ,,	...	,,	৩ ৩/৪ ইঞ্চি হইতে ৪ ইঞ্চির মধ্যে
৩য় ,,	...	,,	৩ ১/২ ,, ৩ ৩/৪ ,,
৪র্থ ,,	...	,,	৩ ১/৪ ,, ৩ ১/২ ,,
৫ম ,,	...	,,	৩ ,, ৩ ১/৪ ,,
৬ষ্ঠ ,,	...	,,	২ ৩/৪ ,, ৩ ,,
৭ম ,,	...	,,	২ ৯/১৬ ,, ২ ৩/৪ ,,
৮ম ,,	...	,,	২ ৩/৮ ,, ২ ৯/১৬ ,,
৯ম ,,	...	,,	২ ১/৪ ,, ২ ৩/৮ ,,

৩। তৈয়ারী মাল

তৈয়ারী জিনিষের মধ্যে বেশীর ভাগ শাঁখের বালাই তৈয়ারী হয়, কিন্তু চুড়ি, ব্রেস্‌লেট, চেন, আংটী, বোতাম এবং খেলানা ইত্যাদি জিনিষ, যাহা কতকটা হালে বাহির হইয়াছে তাহা বেশ তৈয়ারী হইতেছে।

শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মহিলাদের মধ্যে চুড়ি এবং বালা, অর্থাৎ হাল ফ্যাশনের সোণা বা পাথর বসান শাঁখের বালার চাহিদা খুব বেশী।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে শাঁখের বালার চলন আছে। ইহা সধবার চিহ্ন, কাজেই প্রত্যেক সধবা হিন্দু মহিলা এক জোড়া শাঁখের বালা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন এবং দামী গহনা অপেক্ষা উহা বেশী মূল্যবান্ মনে করেন। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে এই চাহিদার জন্যই এ শিল্প জীবিত রহিয়াছে।

৪। তৈয়ারী মালের পরিমাণ

বৎসরে কি পরিমাণ শাঁখের দ্রব্য তৈয়ারী হয়; তাহার বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যা-তালিকা না পাওয়া যাইলেও, অনুমান করা হয় যে, কেবল ঢাকাতেই বৎসরে ১০ হইতে ১২ লক্ষ শাঁখের কাজ হয় এবং শাঁখারী বলিয়া পরিচিত একটি বৃহৎ কারিকর শ্রেণী, যাহাদের সংখ্যা প্রায় ২,০০০, তাহারা এই শিল্পে নিযুক্ত আছে এবং ইহাই তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের একমাত্র উপায়।

৫। কিরূপে তৈয়ারী হয়

বালা তৈয়ারীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। প্রথমে

শাঁখের গায়ের শক্ত আঁশ তুলিয়া ফেলা হয়; ইহাতে শাঁখ নানা ভাগে কাটিতে কম পরিশ্রম হয় এই উদ্দেশ্যে একদিকে ধারাল ও অন্যদিকে চতুষ্কোণ হাতুড়ি ব্যবহার করা হয়। শক্ত আঁশ তুলিয়া ফেলা হইলে, শাঁখ এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত খুলিয়া ফেলা হয়। তখন করাতী বৃহৎ অর্দ্ধচন্দ্রাকার ফলাযুক্ত ও কাটিবার দিকে ছোট ছোট দাঁতযুক্ত একটী ভারী হাত করাত দ্বারা ইহা গোল গোল করিয়া কাটিয়া ফেলে। করাতী কাঠের ...র সঙ্গে ঠেস দিয়া মাটিতে বসে এবং শাঁখ আর একটা খুটার গায়ে রাখিয়া বাঁ পায়ের আঙ্গুল ও ডান পায়ের গোড়ালি দ্বারা উহা আস্তে চাপিয়া ধরে এবং জোরে বাঁ হইতে ডান দিকে করাত চালাইয়া কাটিতে থাকে। একটি চাকা কাটিতে পাঁচ হইতে সাত মিনিট সময় লাগে এবং একজন কারিকর প্রতিদিন গড়ে ৮০ হইতে ১০০টি চাকা কাটে। চেপ্টা বেলে পাথর ও বালি মাখান শলাকার গায়ে ঘষিয়া চাকাগুলি বালার আকারে পরিণত করা হয়। দক্ষ কারিকর সাদাসিদা সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা উহাতে কারুকার্য্য করে।

শাঁখ-কাটিবার কাজে বিশেষরূপে শিক্ষিত চক্ষু, হাত এবং বাহুর সম্পূর্ণ স্থিরতা ও বিশেষ অস্বস্তিকর অবস্থায় দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিবার উপযোগী লোহার মত সামর্থ্য আবশ্যক হয়। এই অত্যন্ত ক্লান্তিকর কাজে শরীরকে অভ্যস্ত করিতে যে কষ্ট হয়, তাহা অল্প লোকেই বেশী দিন সহ্য করিতে পারে। এই কারণে কাটাই কাজ অল্প কয়েকটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ।

ঢাকাতে অর্থশালী ব্যবসায়ীগণ কারিকর রাখিয়া চুক্তি হিসাবে অনেক কাজ করাইয়া লয়। অন্যত্র ইহা প্রধানতঃ গৃহশিল্প হিসাবে চলে; বাড়ীর কর্ত্তা পরিবারের অন্যান্য লোকের সাহায্যে কাজ করে। একটি শাঁখ হইতে কতগুলি চাকা হইবে, তাহা উহার গঠন, আকার ও চাকা কিরূপ মোটা চাই তাহার উপর নির্ভর করে। সরু চুড়ির জন্য লইলে বড় সাইজের শাঁখ হইতে দশ খানা চাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু মোটা বালার জন্য গড়ে তিন খানা পাওয়া যায়।

৬। কারিকরগণের আর্থিক অবস্থা

বঙ্গদেশের শাঁখ-কাটাই কারিকরগণ দক্ষ ও পরিশ্রমী লোক,—সাধারণতঃ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অনেক ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করে—কিন্তু সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় এবং অনেকেই দিন আনে দিন খায়। অধিকন্তু তাহাদের ব্যবসায় এইরূপ যে, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বাস করিতে হয়। শাঁখ কাটিবার সময় অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে ও সঙ্কুচিত হইয়া বসিতে হয়। ফলে অনেকে ফুস্ফুসের পীড়ায় ও অন্যান্য পীড়ায় ভোগে এবং অনেকে যক্ষায় মারা যায়।

৭। কারিকরের অভাব।

অস্বাস্থ্যকর ও শ্রমজনক প্রণালীতে কাজ করিতে হয় বলিয়া শিল্পের এই বিভাগের জন্য কারিকরের অভাব ঘটিতেছে; এমন কি এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ঢাকাতেও শাঁখ কাটাইবার জন্য স্থানীয় লোক পাওয়া ক্রমশঃ শক্ত হইতেছে। এইকাজের জন্য বহু টাকা অগ্রিম দিয়া মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থান হইতে লোক আমদানী করিতে হইতেছে।

৮। উন্নতি সাধনের উপায়

শিল্প বিভাগের দ্বারা সম্প্রতি একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে যাহা হইতে খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। এই যন্ত্র এইরূপ—একটি ঘূর্ণ্যমান লোহার টাকু দুইটি বেয়ারিং দ্বারা যথাস্থানে আবদ্ধ

থাকে। এই টাকুর এক দিকে একটি ইস্পাতের চাকা পরান এবং এই চাকার পাশে একটি খাঁজ কাটিবার যন্ত্র আছে। যখন চাকা ঘুরে, তখন খাঁজের দাঁতগুলি সর্ব্বদা চলিতে থাকে এবং এই দাঁতে বেশ শাঁখ কাটে। যন্ত্র চালাইতে বৈদ্যুতিক মোটর বা অন্য কোন শক্তি দরকার হয় এবং প্রতি চাকায় ১½ বি, এইচ, পি খরচ হয়। ঢাকা এবং কলিকাতায় এই যন্ত্র কিরূপে চালাইতে হয়, তাহা দুইবার দেখান হইয়াছে এবং কারিকরগণ উহার প্রশংসা করিয়াছে।

৯। আপেক্ষিক কার্য্যকারিতা

এই উন্নত যন্ত্র প্রকৃত পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিশ্রামের সময়, যে সময় নষ্ট হয়, ইত্যাদি বাদ দিয়া ১০০ মাঝারি সাইজের ভাল চাকা কাটিতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

তিন ঘণ্টায় ৪ বি, টি, ইউ, এস, ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিট এর বেশী শক্তি খরচ হয় না। তাহা হইলে গোড়ায় যন্ত্র ও ইলেকট্রিক মোটর কিনিবার খরচের উপর মূল্য হ্রাস বাবদ শতকরা ১০৲ হিসাবে, ৫০০৲ টাকা প্রতি ইউনিট পাওয়ার ১০ আনা এবং প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজের মজুরী হিসাবে ২৲ টাকা ধরিয়া যন্ত্রদ্বারা চাকা কাটিবার প্রকৃত খরচা প্রতি ১০০ চাকায় ১৷৶০ আনার বেশী পড়ে না। কিন্তু হাতে কাটিবার খরচা কম করিয়া ধরিলেও প্রতি ১০০ চাকায় ৩৲ টাকা পড়ে। শাঁখ কাটিবার এই নূতন যন্ত্রের ব্যবহারে প্রতি ১০০ চাকা কাটাইতে অন্ততঃপক্ষে ১৷৶০ কম পড়িবে এবং ৩৪,৮০০ চাকা কাটাই হইলে যন্ত্রের মূল্য উঠিয়া যাইবে।

যদি কারিকরগণকে, প্রকৃত যে খরচা পড়ে সেই মূল্যে, সরাসরি শাঁখ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা যায় এবং এই শ্রমলাঘবকর যন্ত্রের ব্যবহার হয়, তবে আশা করা যায় যে, প্রস্তুত করিবার খরচ যথেষ্ট কম হইবে। বর্ত্তমানে কেবল বঙ্গদেশ ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে শাখের কাট্‌তি হয়, কিন্তু প্রস্তুত করিবার খরচা কম হইলে এবং তৈয়ারী মাল খুব কম দরে বাজারে চালাইতে পারিলে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও ইহার চাহিদা বা কাট্‌তি হওয়া সম্ভব এবং তদ্দ্বারা ইহার বাজার আরও বিস্তৃত হওয়া সম্ভব।

ধনকুবের হেন্‌রী ফোর্ড

ধৈর্য্য, আত্মনির্ভরতা এবং সাহস থাকিলে মানুষ ব্যবসায়ে যে কি অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহা ফোর্ড কোম্পানীর ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। সে চব্বিশ বৎসর আগেকার কথা—আটাশ হাজার ডলার (এক ডলার=৩৶০ আনা) মূলধন লইয়া যুক্তরাজ্যে ফোর্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, এই কোম্পানী এত অল্প-কালের মধ্যে জগতের বৃহত্তম কারখানায় পরিণত হইবে।

শুধু যে বাহিরের লোকেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই তাহা নহে, এমন কি ইহার অংশীদারগণও কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্যই পোষণ করিতেছিলেন।

১৯০৩ সালে ফোর্ড মোটর কোম্পানী স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত কোম্পানীর বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী মিঃ হেনরী ফোর্ড মনে মনে ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম কলের বগী গাড়ী আবিষ্কার করেন। ইহা সেই সময়ে সহরময় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। নূতন কিছু একটা দেখিলেই লোক দলে দলে সেই দিকে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কলের বগী গাড়ী দেখিবার জন্য প্রত্যহই রাস্তায় এত লোক জমিতে লাগিল যে, পুলিশকে সেই ভিড় ভাঙিতে বেশ বেগ পাইতে হইত। অবশেষে হেনরী ফোর্ড, গাড়ী চালাইবার জন্য লাইসেন্স লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই প্রথম লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় গাড়োয়ানের কাজ করেন।

হেনরী ফোর্ড একটী ইলেক্‌ট্রীক্ লাইট্ কোম্পানীতে কাজ করিতেন। সেখানে তাঁহার মাহিনা ছিল ১৫০ ডলার। সেখানে কাজ করিতে করিতে তিনি তাঁহার বাড়ীর পিছনে একটা চাতালের নীচে পরীক্ষা কার্য্য চালাইতে থাকেন। এইটাই বর্ত্তমানকালীন গ্যারেজের পূর্ব্ব সংস্করণ।

মিষ্টার ফোর্ড

ফোর্ড মোটর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হইলেও প্রথমে ইহার আরও এগারজন অংশীদার ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন উকিল, একজন ছুতার মিস্ত্রী, দুইজন কারিগর (machinists), একজন হিসাব রক্ষক (book-keeper) একজন কয়লা ব্যবসায়ী, তিনজন ব্যবসায়ী এবং একজন ব্যাঙ্কার।

কোম্পানী খোলা হইল। মূলধন স্থিরীকৃত হইল ১০০০০০ ডলার। ঐ মূলধন ১০০ ডলার মূল্যের ১০০০ অংশে বিভক্ত করা হইল। হেনরী ফোর্ড ২২৫টী সেয়ার ক্রয় করিলেন, এবং আলেকজান্দার ওয়াই ম্যাল্‌কম্‌সন ২২৫টী সেয়ার ক্রয় করিলেন। এইরূপে হেন্‌রী ফোর্ড এবং ম্যাল্‌কম্‌সন্ দুইজনে সমস্ত মূলধনের অধিকাংশ ক্রয় করিয়া কোম্পানীর সর্ব্ব কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাঙ্কার জন্, পি, গ্রে ১০৫টী সেয়ার কিনিয়া ১০৫০০ ডলার দিলেন। জন, এফ্, ডজ্ এবং হোরেস্, ই, ডজ্ নামক কারিগরদ্বয় প্রত্যেকে ৫০টী করিয়া সেয়ার ক্রয় করিলেন। ছুতার আল্‌বার্ট ষ্ট্রেলো ৫০টী সেয়ার কিনিয়া ৫০০০ ডলার দিলেন। তিনজন দোকানদারের মধ্যে ভার্ণণ সি, ফ্রে ৩০টী চার্লস জে উড্ অল্ ১০টী, এবং চার্লস বেনেট ৫০টি সেয়ার ক্রয় করিলেন। এটর্ণি জন্, ডব্লিউ, এন্ডারসন এবং হোরেস্ এইচ্ রেক্‌হাম এই দুইজন প্রত্যেকে ৫০০০ হাজার ডলার প্রদান করেন। হিসাবনবীস জেমস্ কুজেন্‌স্ ২৫টী সেয়ার গ্রহণ করেন। তাহার মধ্যে তাঁহার ভগিনীর ১০০ ডলার ছিল বলিয়া তাঁহার ভগিনীও ১টী সেয়ারের অধিকারিণী হ'ন।

উপরে সেয়ারের যে বিবরণ দেওয়া গেল, তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে, কোম্পানীর সমস্ত মূলধনই অর্থাৎ ১০০০০০ ডলার বুঝি উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা নহে। উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই সমস্ত টাকা নগদ দেন নাই। কিছু টাকা নগদ দিয়া, বাকী টাকার প্রোনোট বা স্বীকার পত্র দিয়াছিলেন মাত্র। যাহা হউক, সকলের টাকা মিলাইয়া কোম্পানীর paid up মূলধন হইল ২৮০০০ ডলার বা ৮৭৫০০ সাতাশি হাজার পাঁচ শত টাকা।

কোম্পানী চলিতে লাগিল। কিন্তু একদিনেই কেহ আর কিছু নবাব হইয়া উঠিতে পারে না।

উন্নতি লাভ করিতে গেলে ধৈর্য্য ধরিতে হয়। যাঁহারা আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখিতে পারেন, বিজয়লক্ষ্মী কেবল তাঁহাদেরই কণ্ঠে সাফল্যের জয়মাল্য পরাইয়া থাকেন। অথচ সাধারণ লোকে তাহা পারে না—তাহারা গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি পাইবার জন্য লালায়িত। হেন্‌রী ফোর্ডের সহ-অংশীদারদিগেরও ঠিক এই দশা হইল। যে ফোর্ডের নাম আজ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—যে ফোর্ড একজন স্বনামধন্য অসাধারণ পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত—সেই ফোর্ডের উপর তাঁহারা বিশ্বাস হারাইলেন। কোম্পানীর প্রধান অংশীদার কয়লা ব্যবসায়ী ম্যাল্‌কম্‌সন গোপনে স্বীয় তত্ত্বাবধানে একটী স্বতন্ত্র কারখানা খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য অংশীদার তাহা টের পাইল। ফলে ম্যাল্‌কম্‌সন্ ফোর্ড কোম্পানীর সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। হেনরী ফোর্ড একটী ডেট্রইট ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইয়া ২০০০০০ ডলারে ২৫৫০০ ডলার মূল্যের ২৫৫টী সেয়ার কিনিয়া লইলেন। ম্যালকম্‌সন্ ঐ টাকায় একটী স্বতন্ত্র কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছু দিন যাইতে না যাইতেই উহা ফেল পড়িয়া যায়।

দ্বিতীয় দফায় খসিয়া পড়িলেন ছুতার ষ্ট্রন্‌লো। তিনি যে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি ছিলেন একটু ব্যস্তবাগীশ প্রকৃতির লোক। তখন ফোর্ড মোটার ঘণ্টায় মাত্র কুড়ি মাইল বেগে ছুটিত। তিনি ভাবিলেন, এভাবে কাজ চলিতে থাকিলে কারখানা চালাইয়া বড় লোক হওয়া একরূপ সুদূরপরাহত। কাজেই তিনি তাঁহার অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন। এবারেও হেনরী ফোর্ড অংশ কয়টী কিনিয়া লইলেন। তাঁহাকে ৫০টী সেয়ারের জন্য ২৫০০০ ডলার দিতে হইল। টাকা পাইয়া ষ্ট্রন্‌লো তাহার দ্বারা একটী স্বর্ণ খনির কয়েকটী সেয়ার ক্রয় করেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, সেখানেও তাঁহার বরাত খুলিল না। শোনা যায়, কিছুদিন পরে ষ্ট্রন্‌লোকে অবশেষে ফোর্ডেরই কারখানায় একটী কাজের জন্য আবেদন করিতে হইয়াছিল। ইহাকে অদৃষ্টের পরিহাস বৈ আর কি বলিব?

তৃতীয় দফায় সরিয়া পড়িলেন দোকানদারত্রয়—গ্রে, বেনেট এবং উড্‌অল। তাঁহাদের নব্বইটী সেয়ার জেমস্ কোজেন্স কিনিয়া লইলেন। তিনি একজন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী ব্যক্তি। ফোর্ড কোম্পানীর ভবিষ্যৎ যে খুবই উজ্জ্বল এবং আশাপ্রদ, এ কথা তিনি পূর্ব্বাহ্নেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা যে মিথ্যা হয় নাই, তাহা আজ সমস্ত জগতের লোকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। যাহা হউক, কোজেন্স্ তাঁহার দূরদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ কোম্পানী স্থাপিত হইবার ষোল বৎসর পরে তাঁহার অংশের মূল্য বাবদ ৩৫০০০০০০ ডলার পাইয়াছিলেন, অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁহার সেয়ারের লাভ ৫০০০০০০ ডলার তাঁহার হস্তগত হয়।

জেমস্ কোজেন্স আমেরিকার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ডেট্রইটের মেয়র পদে বরিত হ'ন এবং বর্ত্তমানে মিচিগানের প্রতিনিধিরূপে ইউনাইটেড্ ষ্টেটের সেনেটের সভ্য হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোজেন্স ফোর্ড কোম্পানীর অংশ কিনিবার সময় তাঁহার ভগিনীর নিকট হইতে ১০০ ডলার ধার লইয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভগিনী সেই ১০০ ডলারের একটী সেয়ারের মূল্য বাবদ ২৬০০০০ ডলার গ্রহণ করিয়াছেন। আজ ঐ সেয়ারের মূল্য ৩৩৫০০০ ডলার।

ফোর্ড কোম্পানীর সেয়ার কিনিয়া এটর্ণিদ্বয় জন্ ডব্লু, এন্‌ডারসন্ এবং হোরেস্ এইচ র‍্যাকহামও বড়

কম লাভ করেন নাই। তাঁহারা প্রত্যেকে ৫০টী করিয়া সেয়ার ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ফোর্ডের উপর তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের মূল্য স্বরূপ তাঁহাদিগকে ১০০টী সেয়ারের জন্য ১২৫০০০০০ ডলার দেওয়া হয়।

ফোর্ড কোম্পানীর অংশীদাররূপে আর যে যে ব্যক্তি কোটিপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডজ্ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের একটী লোহা লক্কড়ের কারখানা ছিল এবং সেকালে অর্থাৎ ২৫বৎসর আগে তাঁহাদের কারখানাই ডেট্রইটের শ্রেষ্ঠ কারখানা বলিয়া পরিগণিত হইত। ইঁহারা নিজেদের কারখানায় ফোর্ড গাড়ী তৈয়ারী করিতে দিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে ৫০টী করিয়া সেয়ার দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই কারখানা ফোর্ডের বিরাটকায় কারখানার কুক্ষিমধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। যাহা হউক, ডজ্ ভ্রাতৃদ্বয় যে ফোর্ডের শক্তিমত্তায় বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন তাহা নহে, তবে ফোর্ডের সহিত তাঁহাদের মতান্তর হইয়াছিল বটে। মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হইল। ডজ্ ভ্রাতৃদ্বয় বলিলেন—"লভ্যাংশ ভাগ করিয়া লওয়া হউক।" ফোর্ড বলিলেন—"না তাহাতে কাজ নাই। লভ্যাংশ ভাগ করিয়া না লইয়া তাহা কোম্পানীর উন্নতি কল্পেই নিয়োজিত করা হউক।" ডজ্ ভ্রাতৃদ্বয় শুনিলেন না। তাঁহারা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কোর্ট হইতে আদেশ দেওয়া হয় যে, ১২৫০০০০০ ডলার ডিভিডেণ্ড হিসাবে অংশীদারদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হউক।

এইরূপে কোম্পানীর বার জন অংশীদারের মধ্যে ফোর্ড ব্যতীত আর বাকী রহিলেন কেবল জেমস্ গ্রে। অবশ্য তিনি আজ বাঁচিয়া নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি মর জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মত দুরদর্শী ব্যাঙ্কার খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি জানিতেন, কাহাকে টাকা ধার দিতে হইবে—তিনি বুঝিতেন, কেমন করিয়া টাকা খাটাইতে হয়। তাই তিনি শেষ পর্য্যন্ত ফোর্ড কোম্পানীর সংস্রব ত্যাগ করেন নাই, এবং তাঁহার এই বুদ্ধিমত্তার জন্য তাঁহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন মামলা সম্পর্কে ফোর্ড কোম্পানীর ইতিহাসের কিছু কিছু সাধারণ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কোর্টের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ফোর্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীরূপে মিষ্টার হেনরী ফোর্ড স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পরই ব্যাঙ্কার জেমস্ গ্রের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। তিনি জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ টাকা ভোগ করিয়াছেন। এবং মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী-চতুষ্টয়ের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যে রাখিয়া যান। ২১০০ ষ্টক্ সেয়ার চারি জনের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। তাঁহাদের প্রত্যেকেই এখন কোটি কোটি টাকার মালিক।

এই ত গেল অংশীদারদিগের কথা। কিন্তু হেনরী ফোর্ড? হেনরী ফোর্ডের কত টাকা আছে, তাহা জানিবার ইচ্ছা স্বতঃই প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহার অর্থের সীমাসংখ্যা নাই। এখন তিনি নিজেও স্বীয় সম্পত্তির সঠিক মূল্য জানেন কিনা সন্দেহ। অনেকেই মনে করিবেন আমি অতিরঞ্জন করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বর্ত্তমান জগতে তাঁহার তুল্য ধনী আর নাই। ব্যবহারিক সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই সর্ব্বদা ওঠা নামা করিতেছে। হিসাব করিয়া একটী, দুইটী বা দশটী দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য স্থির করিয়া বলা যায়। কিন্তু ফোর্ডের মত অতুল সম্পত্তির সঠিক মূল্য বলা যাইবে কেমন করিয়া? তথাপি তাহার একটা আনুমানিক হিসাব দিতেছি। ফোর্ডের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মূল্য ২০০,০০০,০০০,০০০,০০০,

০০০ ডলার। কিন্তু এক ডলারের মূল্য প্রায় ৩৷৴০। কাজেই সহজেই বুঝিতে পারেন, হেনরী ফোর্ড বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। অবশ্য তাঁহার আরও দুইজন ভাগীদার আছেন। তাঁহারা তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র।

ব্যবসায় করিয়া টাকা অনেকেই করে। ছোট হইতে অনেকেই বড় হয়। কিন্তু হেনরী ফোর্ডের মত এত বড় লোক কখন কোন দেশে কেহ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ফোর্ডের নাম কেহ জানিত না। আর আজ তাঁহার নাম লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছে। মিষ্টার ফোর্ড স্বীয় বুদ্ধিবলে মোটর-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কারখানায় কোটিরও উপর মোটর তৈয়ারী হইয়াছে। ফোর্ডেরই কৃপায় আজ ঘরে ঘরে মোটর বিরাজ করিতেছে। এত সস্তাদরে এত শক্ত জিনিষ আর কেহই দিতে পারে না।

কিন্তু এত অর্থ করিয়াছেন বলিয়া ফোর্ড কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়াছেন?—তিনি কি ব্যবসায়ের পানে না তাকাইয়া দিবারাত্র স্বীয় খেয়াল চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত আছেন? না—তাঁহার প্রকৃতি একটু ভিন্ন ধাতুতে গঠিত বলিয়াই তিনি আজ কুবেরের ভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি দিবারাত্রই ভাবিতেছেন, কেমন করিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত মোটরের আরও উন্নতি করিতে পারিবেন। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে অলেবাট্র ট্রন্‌লো ফোর্ড মোটরের বেগ ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বলিয়া হতাশ হইয়া স্বীয় অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু আজ ফোর্ডের কারখানা হইতে যে মোটর বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহা ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটিতেছে পারে।

এই ত গেল ফোর্ড কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস —আমেরিকার ধনকুবেরের বিস্ময়কর কাহিনী। ইহা হইতে কি কি শিখিবার আছে,তাহাই এখন দেখা যাউক। মহাত্মা হেন্‌রী ফোর্ডের জীবনী আলোচনা করিলে প্রথমেই মনে আসে—ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিবার প্রধান অন্তরায় হইল ধৈর্য্যের অভাব। কার্পেন্টার ট্রন্‌লোর কথা আমরা বলিয়াছি। তিনি যদি রাতারাতি বড়লোক হইবার মিথ্যা মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শেষ অবস্থায় পেটের অন্ন যোগাইতে চাকরীর উমেদারী করিতে হইত না। অবশ্য এক ট্রন্‌লোই যে ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা নহে—জগতের অধিকাংশ লোকেই ঐ পথের পথিক। আবার জগতের মধ্যে বাঙালী ব্যবসায়ীগণের রাতারাতি বড় লোক হইবার ইচ্ছা

তাহা হইলে তাঁহাকে শেষ অবস্থায় পেটের অন্ন যোগাইতে চাকরীর উমেদারী করিতে হইতনা। অবশ্য একা ট্রনলোই যে ধৈর্য্যধরিতে না পারিয়া নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই অন্ধকারচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা নহে—জগতের অধিকাংশ লোকই ঐ পথের পথিক। আবার জগতের মধ্যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণের রাতারাতি বড় লোক হবার ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। আমি বেশ জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, যতগুলি কারণে বাঙ্গালীর ব্যবসায় ফেল হইয়া যায়, ব্যবসায়ীর উল্লিখিত মনোভাবই তাহাদের অন্যতম কারণ। হায়! ঈশপের উপদেশ যদি সকলেই মাথা পাতিয়া লইত, যদি রাজ হংসের পেট চিরিয়া একদিনেই সমস্ত ডিম বাহির করিয়া লইবার উৎকট বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই প্রত্যহ একটী করিয়া স্বর্ণ ডিম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তাহা হইলে হয়ত মানুষকে পদে পদে এত নিষ্ফলতার বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত না।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ী আজ ব্যবসায়ে টাকা ফেলিয়া কালই তাহা হইতে লাভ করিতে চান—বাঙালী বিজ্ঞাপন-দাতা কাগজে কাগজে একদিন বিজ্ঞান

দিয়াই, তখনি ফল না দেখিলে হতাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, সমস্ত জিনিসই সময়সাপেক্ষ। "সবুরে মেওয়া ফলে" কথাটা নিতান্তই কথার কথা নহে। উহার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত রহিয়াছে। বীজ পুতিয়াই ফলের আশা করিলে চলিবে না। তাহাতে সার প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহাতে জল সেক করিতে হইবে, তাহাকে কীট-পতঙ্গ ঝড়-জলের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে—তবেই বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে চারা এবং চারা হইতে শাখাপত্রসমন্বিত বিশাল বিটপী উৎপন্ন হইয়া সুশীতল ছায়া এবং সহস্র সহস্র ফল পুষ্প দানে তোমার সকল শ্রমের সার্থকতা আনয়ন করিবে। কিন্তু ইহাতে সময় চাই, যদি তুমি উপযুক্ত সময় প্রদানে অস্বীকৃত হও, বীজও তোমায় ফল প্রদানে অস্বীকার করিবে। তাই বলিতেছিলাম, ব্যবসায়ে উন্নতি লাভের প্রধান সোপান ধৈর্য্য।

দ্বিতীয়তঃ, আপনার শক্তির উপর বিশ্বাস বা আত্ম নির্ভরতা না থাকিলে, ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, অধ্যবসায়, এবং

চতুর্থতঃ, দূরদৃষ্টি।

আমাদের দেশের লোক স্বতঃই একটু আরাম প্রিয়। বেশী খাটিতে তাঁহারা রাজী নহেন। বিশেষতঃ যে কোন উপায়ে দু'পয়সা তাঁহাদের হস্তগত হইলে ত আর কথাই নাই—তখন তাঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে থাকেন। এরূপ করিলে ব্যবসায় করা চলে না। পাকা ব্যবসায়ী হইতে হইলে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। অধস্তন কর্ম্মচারীবৃন্দের স্কন্ধে সকল ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং মলয়ানীল সেবন করিলে চলিবে না।

বাঙ্গালীর ব্যবসায় যে প্রায়ই ফেল পড়িয়া যায়, নিজের ব্যবসায়ের প্রতি অসীম উদাসীনতা ও তাহার একটা কারণ। আমি একজন ভদ্র লোকের কথা জানি। তিনি একজন ধনীর সন্তান। পিতার বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তিনি একটা আসবাবের কারখানা খুলিতে মনস্থ করিলেন। অবিলম্বেই কারখানা খোলা হইল। কারখানাও চলিতে লাগিল মন্দ নয়। প্রথম প্রথম তিনি স্বয়ংই সমস্ত দেখা শোনা করিতেন—কারখানা পরিদর্শন করিতেন, দোকানের হিসাব পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন ইত্যাদি। কিন্তু যেই কারবারটী একটু দাঁড়াইয়া গেল, অমনি তিনি গাফিলি আরম্ভ করিলেন। সমস্ত ভার ম্যানেজারের স্কন্ধে চাপাইয়া, নিজে ইয়ার বন্ধুদের সহিত আনন্দে মাতিলেন। ফলে আজ কারখানা উঠিয়া গিয়াছে। দেনায় ভদ্র লোকের বিষয় আশয় বিক্রয় করিতে হইয়াছে। অথচ কুটীরবাসী ম্যানেজারের আজ কলিকাতার বুকের উপর মোটর চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এমনই হয়। তাই যাহারা নিজে কিছুই দেখিতে পারিবেন না, তাঁহাদের ব্যবসায়ে নামা অন্যায়।

ফোর্ড জীবনীর পঞ্চম উপদেশ সততা। সততা অবলম্বন করিতে না পারিলে, ব্যবসায়ে স্থায়ী উন্নতি লাভ করা যায় না। এই সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবসায়ী-গণকে একটা কথা বলিতে চাই। এ দেশের লোক সাধারণতঃ অত্যন্ত বেশী বুদ্ধিমান। একবার তাহাদের মাল বাজারে চলিয়া গেলে, তাহারা আর মালের ভালমন্দের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেনা। তাহারা ভাবে নামের জোরেই চিরদিন তাহাদের মাল বাজারে কাটিয়া যাইবে—কাজেই একদিকে যেমন তাহারা ভাল জিনিসের নামে অল্প মূল্যের খারাপ জিনিস চালাইতে থাকে—অপর দিকে তেমনি সেই জিনিসের দামও বাড়াইয়া দেয়। এইরূপে দুই দিকে লাভ করিতে যাওয়াই তাহাদের অধঃপতনের মূল।

বড় বড় সাহেব কোম্পানীর ব্যবসায় বুদ্ধি কিন্তু সম্পূর্ণ বীপরিত। তাহারা তাহাদের জিনিষের

একবার নাম বাহির হইয়া গেলে, যাহাতে সেই নাম অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে। দাম বাড়ান ত দূরের কথা—কিসে আরও অল্পদামে আরও ভাল জিনিস দেওয়া যাইবে, তাহাই তাহাদের ভাবনা হয়। এই ফোর্ডর কোম্পানীর কথাই ধরা হউক। ফোর্ডের খ্যাতি ত জগৎ জুড়িয়া। এস্থলে কোন বাঙালী ইহার স্বত্বাধিকারী হইলে হয়ত ফোর্ড গাড়ীর আর কোনও উন্নতিই হইত না। কিন্তু হেন্‌রী ফোর্ড-ত নিশ্চিন্ত নাই। তিনি আরও সস্তাদরে, আরও ভাল গাড়ী তৈয়ারি করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। উন্নতির উহাই ত লক্ষণ।

বাঙালী! যদি ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে চাও, তবে হেন্‌রী ফোর্ডের মত ধৈর্য্যশীল এবং পরিশ্রমী হও। তাহার মত দৃঢ়তা ও সততা অবলম্বন করিলে তোমার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—০—

দেশীয় শিল্প সংরক্ষণে গভর্ণমেণ্ট

ভারত সরকার বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণে বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের দাবী স্বীকার করেন নাই। এই দাবীর সমর্থনে কলওয়ালারা দেখাইতেছেন যে, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণে গ্রেট ব্রিটেন তো ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেনই, অন্যান্য দেশও করিয়াছেন। যথা—

গ্রেটব্রিটেন—শিল্প সংরক্ষণ আইন ১৯২১।

যুক্তরাজ্য—অতিরিক্ত বিদেশীয়মাল আমদানী নিরোধক আইন।

দক্ষিণ আফ্রিকা—অতিরিক্ত মাল আমদানীর উপর শুল্ক স্থাপন।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের রাজস্ব আইনের সংশোধন কল্পে অতিরিক্তমাল আমদানীর উপর শুল্ক স্থাপন।

নিউজিল্যাণ্ড—১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৯ আইন।

অষ্ট্রেলিয়া—১৯২১ খৃষ্টাব্দের শুল্কের হার নিয়ন্ত্র আইন।

জার্ম্মাণী—আমদানী দ্রব্যের উপর বিবিধ প্রকার শুল্ক স্থাপন।

ফ্রান্স—বিভিন্ন ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী আমদানী পণ্যের উপর হরেক প্রকার শুল্ক স্থাপন।

ইটালী—ট্যারিফ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী আমদানীপণ্যের শুল্ক হার বৃদ্ধি।

জাপান—খুব সস্তাদরে কোন মাল আমদানী হইলে তাহার উপর শুল্ক স্থাপন।

খনার বচন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২৫)

দিনে রোদ্ রাতে জল।

দিন্ দিন্ বাড়ে ধানের বল॥

দিনমানে রৌদ ও রাত্রিকালে বৃষ্টি হইলে ধান গাছের খুব তেজ বাড়ে।

—

(২৬)

আউশের ভুঁই বেলে।

পাটের ভুঁই আঁটালে॥

বেলে জমীতে আউশ ধান্য ভাল হয় এবং আঁটালো জমীতে পাট ভাল হয়।

—

(২৭)

মানুষ মরে যাতে।

গাছলা সারে তাতে॥

পচলা সরায় গাছলা সারে।

গোধুলা দিয়ে মানুষ মারে॥

পচা গোময়ের গন্ধে মানবের পীড়া উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই পচা গোময়ের সার গাছের গোড়ায় দিলে গাছের খুব তেজ ও বল বাড়ে।

—

(২৮)

বৈশাখের প্রথম জলে।

আশু ধান দ্বিগুণ ফলে॥

খনা বলে শুন ভাই।

তুলায় তুলা অধিক নাই॥

বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে বৃষ্টি হইলে প্রচুর আউশ ধান জন্মে: কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি হইলে তুলা খুব ভাল হয়।

—

(২৯)

কোদালে মান তিলে হাল।

কাতেন ফাকার মাসে কাঁল॥

ছায়ে লাউ, উঠানে ঝাল।
করো বাপু চাষার ছাওয়াল ॥

যদি মান কচুর গাছ লাগাইয়া দুপয়সা লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কোদালি দিয়া জমি গভীর ভাবে খুড়িয়া, বেশ করিয়া পাট করিয়া, তবে মান কচুর গাছ লাগাইবে। আর যে জমীতে তিল বোনা হইবে, তাহাতে লাঙ্গল দিয়া ভাল করিয়া পাট করিয়া লইবে। তদন্যথায় তিল ভাল হইবে না। শ্বেত তিল আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বুনিবে। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি কৃষ্ণ তিল বুনিবে। ছাইয়ের সার দিয়া সেই খানে লাউ ও উঠানেতে লঙ্কা গাছ লাগাইবে।

(৩০)

সরষে ঘন, পাতলা রাই।
নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই ॥
কাপাস বলে কোষ্টা ভাই।
জ্ঞাতি পানি না যেন পাই ॥

সরিষা খুব ঘন ঘন করিয়া বুনিবে, কিন্তু রাই যেন ফাঁক ফাক করিয়া বোনা হয়। কাপাস এমন ভাবে বপন করিবে, যেন দাঁড়াইয়া তাহা তুলিতে পারা যায়। পাট ও কাপাস একই ক্ষেতে বুনিবে না। কারণ কোষ্টার জল কাপাস গাছে লাগিলে, কাপাস গাছ নিস্তেজ হইয়া যাইবে।

(৩১)

বুধ রাজা, শুক্র তার মন্ত্রী যদি হয়।
শস্য হবে ক্ষেত্রে পুরা নাহিক সংশয় ॥

যে বৎসরে বুধ রাজা ও শুক্র মন্ত্রী হইবে, সেই বৎসরে শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে।

(৩২)

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি ॥
ঘরে ব'সে পুছে বাত।
তার ঘরে শুধুই হা-ভাত ॥

চাষ কার্য্যে আশানুরূপ ফল পাইতে হইলে কঠোর পরিশ্রম আবশ্যক। যে ব্যক্তি নিজের হাতে জমীতে হল চালনা করে, সে ভৃত্যদেরও খাটাইতে পারে এবং প্রচুর শস্য পাইয়া চিরদিন সুখে বাস করিতে পারে। আর যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ এবং ছাতি মাথায় দিয়া তদারক করে, সেও অর্দ্ধেক ফল পাইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেও খাটে না, বা লোক খাটাইতেও জানে না, কেবল ঘরে বসিয়া লোকের মুখে চাষের সংবাদ লয়, তা'র দুঃখ কখনই মোচন হয় না—সে চিরকাল কষ্ট পায়।

(৩৩)

মাছের জলে লাউ বাড়ে।
ধেনো জমিতে ঝাল বাড়ে ॥

লাউ গাছে মাছ ধোয়া জল দিলে, লাউ গাছ তেজাল হয়। ধানপচা জমীতে ঝাল গাছ লাগাইলে, গাছগুলি খুব বাড়ে এবং তেজাল হয়।

(৩৪)

যে বার গুটিকাপাত সাগর তীরেতে।
সর্ব্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে ॥
নানা শস্যে পরিপূর্ণ বসুন্ধরা হয়।
খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয় ॥

সমুদ্রের তীরে ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি হইলে, পৃথিবীতে খুব শস্য উৎপন্ন হয়। যে বৎসর এইরূপ ঘটনা ঘটিবে, সে বৎসর বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ হইবে।

(৩৫)

বাঁশ বনে বুন্‌লে আলু।
আলু হয় গাছ বেড়ালু॥

বাঁশ বনের ধারে যদি আলু পোতা যায়, তাহা হইলে আলু খুব বাড়ে এবং গাছও তেজাল হয়। সুতরাং আলুর আকৃতি বড় করিতে হইলে আলু বাঁশ বনে পুতিবে।

——

(৩৬)

চাল ভরা কুমড়া পাতা।
লক্ষ্মী বলেন আমি তথা॥

বাড়ীতে কুমড়া গাছ লাগাইলে তরিতরকারীর অভাব থাকে না। আবার অধিক উৎপন্ন হইলে তাহা বেচিয়া দুপয়সা বেশ উপার্জ্জন করা যায়।

——

(৩৭)

পান পোঁতে শাওনে।
খেয়ে না ফুরোয় রাবণে॥

শ্রাবণ মাসে পান রোপণ করিলে, গাছে এত পান ধরে যে, রাক্ষসে খাইলেও ফুরায় না।

——

(৩৮)

উঠান ভরা লাউ শসা।
খনা বলে লক্ষ্মীর দশা॥

সকলের গৃহেই লাউ শসা লাগান ভাল; যদি বাড়ীতে সেরূপ উপযুক্ত স্থান না থাকে, তাহা হইলে উঠানেই লাউ শসা লাগাইবে।

——

(৩৯)

ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ।
কিন্তু তাহে নাহিক দুঃখ॥

ছায়ার স্থানে ওল গাছ লাগাইলে ওলগুলি খুব বড় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মুখ ধরে। তাহাতে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই, কারণ বেশী ওল হইলে তাহা বেচিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করা যায়।

——

(৪০)

পটল বুন্‌লে ফাল্গুনে।
ফল বাড়ে দ্বিগুণে॥

ফাল্গুন মাসে পটল রোপণ করিলে, দ্বিগুণ ফল পাওয়া যাইবে।

——

(৪১)

নদীর ধারে পুঁত্‌লে কচু।
কচু হয় তিন হাত উঁচু॥

যদি নদীর ধারেতে কচু পোতা হয়, তাহা হইলে সেই কচু শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে।

——

(৪২)

ফাল্গুনে না রুলে ওল।
শেষে হয় গণ্ডগোল॥

ফাল্গুন মাসেই ওল রোপণ করিবার সময়। এই সময় যদি ওল রোপণ করা না হয়, তাহা হইলে বন্য ওলের ন্যায় অণ্ডাকৃতি হয়। এই ওল এত খারাপ হয় যে, কেহ তাহা কিনিতে চায় না।

——

(৪৩)

কচু বনে ছড়াস্ ছাই।
খনা বলে, তার সংখ্যা নাই॥

কচু বনে যদি প্রত্যহ ছাই দেওয়া হয়, তাহা হইলে কচু গাছ খুব তেজাল হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে

(৪৪)

মূলার ভুঁই তূলা।
ইক্ষুর ভুই ধূলা॥

যে ভূমিতে মূলার বীজ বসান হইবে, সেই ভূমিটাকে চষিয়া যেন তূলার ন্যায় নরম করা হয়। যে জমীতে ইক্ষু বা আঁক লাগাইবে, সে জমীটিকে যেন ধূলার ন্যায় চষা হয়। এইরূপ ভাবে জমী চষিলে তবে প্রচুর মূলা ও আঁক পাইবে।

——

(৪৫)

শোন্‌রে মালি বলি তোরে।
কলম রো শ্রাবণের ধারে॥

কলমের চারা শ্রাবণেতে পুঁতিবে। এই সময়ে কলমের চারা পুঁতিলে চারা খুব তেজাল হয়।

——

(৪৬)

ভাদ্দর আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল।
যে চাষা ঘুমায়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কার্ত্তিক অঘ্রাণ মাসে।
বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুতিয়া আসে॥
সে গাছ মরিয়া ধরিয়া ওলা।
পুরিতে না হবে ঝালের গোলা॥

যে ব্যক্তি আলস্য করিয়া ভাদ্র আশ্বিন মাসে ক্ষেতে মরিচ রোপণ করে না, পরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মরিচ রোপণ করে, তাহার গাছ খারাপ হইয়া যায় এবং সে ব্যক্তি আশানুরূপ ফল পায় না।

——

(৪৭)

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও।
দাবা খেলা ফেলিয়া থোও॥
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি।
ভাদ্রেরে নিড়ায়ে করহ খাঁটি॥
অন্যথায় এর পুঁতিলে হল্‌দি।
পৃথিবী বলেন তাতে কি ফলদি

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিদ্রা রোপণ করিবে। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে হলুদের জমী নিড়াইয়া দিবে। এইরূপ করিলে প্রচুর হরিদ্রা পাওয়া যাইবে।

——

(৪৮)

ফাগুনে আগুণ চৈত্রে মাটি।
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি॥

বাঁশ গাছ তলায় যত শুষ্ক বাঁশপাতা পড়িবে, ফাল্গুন মাসে তাহা আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে; কারণ ইহাতে গাছের গোড়া বেশ পরিষ্কার হয় এবং কোন জঞ্জাল জমে না। চৈত্র মাসে গাছের গোড়ায় মাটি দিবে, ইহাতে গাছের গোড়া শক্ত হয় এবং চারিদিক দিয়া কোঁড় গজাইয়া উঠে।

——

(৪৯)

শুন বাপু চাষার বেটা।
বাঁশ ঝাড়ে দাও ধানের চিটা॥
দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে।
দুই কুড়া ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে॥

বাঁশের গোড়াতে ধান্যের আগরা দিলে, বাঁশের ঝাড়ের বিশেষ উপকার হয়। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে ইহাতে সারের কাজ হয়।

——

(৫০)

বলে খনা শুন শুন।
শরতের শেষে মুলা বুন

তামাক বলে গুঁড়িয়ে মাটি।
বীজ পুঁতো গুটিগুটি ॥
ঘন ঘন পুঁতোনা।
পৌষের অধিক রেখোনা ॥

শরতের শেষে মূলা বপন করিবে। যে জমীতে তামাক রোপণ করিবে, তাহার মাটি ধূলার ন্যায় করিয়া ফেলিবে, এবং তামাক বেশ ফাঁক ফাঁক করিয়া রোপণ করিবে, কদাচ ঘন ঘন বসাইবে না। পৌষ মাসের মধ্যেই জমী হইতে সমস্ত তামাক কাটিয়া লইবে।

---

(৫১)

শুনরে বাপু চাষার বেটা।
মাটির মধ্যে বেলে যেটা ॥
তাতে যদি বুনিশ পটোল।
তাতেই তোর আশা সফল ॥

বেলে মাটিতে পটল রোপণ করিবে। বেলে মাটিতে পটল রোপণ করিলে, প্রচুর পটল পাওয়া যায়, এবং কৃষকের আশা পূর্ণ হয়।

---

(৫২)

বলে গেছে বরাহের পো।
দশটি মাসের বেগুণ রো ॥
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ।
ইথে নাহি কোন বিষাদ ॥
ধরলে পোকা দিবে ছাই।
এর চেয়ে উপায় নাই ॥
মাটি শুকাইলে ঢাল্‌বে জল।
সকল মাসেই পাবে ফল ॥

চৈত্র ও বৈশাখ ছাড়া সকল মাসেতেই কৃষক ক্ষেতে বেগুণ পুতিতে পারিবে। যদি বেগুণ গাছে পোকা ধরে, তাহা হইলে গাছে ছাই ছড়াইয়ে দিবে। এইভাবে গাছের পাট্‌ করিলে বারো মাসই বেগুণ পাওয়া যাইবে। আর বেগুণ ক্ষেত শুকাইয়া যাইলে, ক্ষেতে রীতিমত জল ঢালিয়া মাটি ভিজাইয়া রাখিবে।

---

(৫৩)

অঘ্রাণে যদি না হয় বৃষ্টি।
তবে না হয় কাঁটালের সৃষ্টি ॥

অগ্রহায়ণ মাসে যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কাঠাল জন্মে না।

---

(৫৪)

এক পুরুষে রোপে তাল্।
পর পুরুষে করে পাল ॥
তার পর যে, সে খাবে।
তিন পুরুষে ফল পাবে ॥

একটী তাল গাছ লাগাইলে তাহার ফল পাইতে তিন পুরুষ কাটিয়া যায়; সুতরাং তাল গাছ যে ব্যক্তি রোপণ করে, তাহার ভাগ্যে আর সেই বৃক্ষের ফল ভোগ করিবার সুযোগ ঘটে না।

---

(৫৫)

হাত বিশে করি ফাঁক।
আম কাঁঠাল পুতে রাখ ॥
গাছাগাছি ঘন সবে না।
ফল তাতে ফল্‌বে না ॥

আম কাঠালের গাছ বিশ বিশ হাত অন্তর পুঁতিবেক। এই ব্যবধানের পরিমাণ কমাইয়া আম কাঁঠাল গাছ খুব কাছে কাছে লাগাইলে, ইহার

ডালপালা ঠাসাঠাসি হইয়া যায়, এবং ডালে ডালে ঠাসাঠাসি হইলে, গাছে ফল ভাল হয় না। গাছ ফলহীন হইয়া সরু হইয়া যায়।

---

(৫৬)

বারো বছরে ফলে তাল।
যদি না লাগে গরুর লাল॥

তাল গাছ যখন চাবা অবস্থায় থাকে, তখন যদি গরু বাছুরে উহার পাতা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে গাছ মুড়ো হইয়া যায়, এবং তাহাতে কত দিনে যে ফল ধরে, তাহার ঠিক নাই। কিন্তু গরু বাছুরে যদি তালের একটী পত্রও লোকসান করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই তাল গাছে দ্বাদশ বৎসর পরে নিশ্চয়ই ফল ফলিবে।

---

(৫৭)

নলেকান্তর গজেক বাই।
কলা রুয়ে খেও ভাই॥
রুয়ে কলা না কেটো পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

আট হাত অন্তর অন্তর কলা পুতিবে। কলা গাছের পাত কখনই কাটিবে না। এইরূপ ভাবে কলাগাছ পুতিয়া, তাহার পাত না কাটিলে প্রচুর পরিমাণে কলা জন্মিবে এবং তাহাতে চাষীর অন্নাভাব চিরকালের জন্য ঘুচিয়া যাইবে।

—০—

(৫৮)

ফাল্গুনে এঁটে।
পোঁত কেটে॥
বেঁধে যাবে ঝাড়ক ঝাড়।
কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়॥

ফাল্গুনে কলার এঁটে কাটিয়া পুতিয়া দিলে, কলার ঝাড় খুব বাড়ে; এবং প্রচুর কলা উৎপন্ন হয়।

—০—

(৫৯)

ডাক ছেড়ে বলে রাবণ।
কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ॥
তিন শত যাট কলা রুয়ে।
থাক্‌গে চাষী ঘরে শুয়ে॥
রুয়ে কলা না কাটিস্ পাত।
তাতেই হবে কাপড় ভাত॥

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কলাগাছ রোপণ করা উচিত। যে ব্যক্তি তিনশত যাট ঝাড় কলা রোপণ করে, তাহার কোন অন্নের ভাবনা থাকে না। কলার পাতা কখনও কাটিবে না।

—০—

(৬০)

ডাক দিয়ে বলে রাবণ।
রুবে কলা আষাঢ় শ্রাবণ॥
কলা তলায় যাবিনে।
ফল তার খাবিনে॥
লেগে যাবে ভুয়ে।
কলা পড়বে শুয়ে॥

উপরে যে শ্লোক দেওয়া গেল, তাহাতে কেহ কেহ মতান্তরে এই কথা বলেন যে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলাগাছ লাগাইলে পোকায় গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে; সুতরাং এই দুই মাসে কলাগাছ পুতিবে না।

—০—

(৬১)

সিংহ মীন বর্জ্জে।
কলা খাবে আজ্যে॥

ভাদ্র ও চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য যে কোন মাসে

কলাগাছ লাগাইবে। ভাদ্র ও চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য যে কোন মাসে, কলাগাছ লাগাইলে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কলা ফলে।

—০—

(৬২)

যদি রোয়ে ফাল্গুনে কলা।
তবে হয় মাস মাস সফলা॥

ফাল্গুন মাসে কলা রোপণ করিলে মাস মাস কলা ফলে।

—০—

(৬৩)

ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা।
সবংশে মলো রাবণ শালা॥

ইহার অর্থ, ভাদ্র মাসে কলাগাছ রোপণ করা উচিত নয়।

—০—

(৬৪)

আগে পুঁতে কলা।
বাগ বাগিচা ফলা॥

শোনরে বলি চাষার পো।
ক্রমে ক্রমে নারিকেল রুও॥
নারিকেল বারো সুপারি আট।
এর ঘন তখনি কাট্॥

যে স্থানেতে বাগান করিতে হইবে, সেই স্থানে সর্ব্বাগ্রে কলাগাছ লাগান উচিত। তাহার পর সেই জমীতে নারিকেল বৃক্ষ লাগাইলে, তৎপর সুপারির গাছ লাগাইবে। কিন্তু গাছগুলি যথারীতি ফাক্ ফাক্ করিয়া লাগাইবে। নারিকেল বৃক্ষ বারো বারো হাত অন্তর ও সুপারিগাছ আট আট হাত অন্তর বসাইবে।

—০—

(৬৫)

গো নারিকেল নেড়ে পো।
আমটুচুরে কাঁটাল ভো॥

নারিকেল ও সুপারির চারা নাড়িয়া দিলে, গাছ সতেজ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। আমের চারা নাড়িয়া দিলে ফল ছোট হয়। কাঁটাল চারা নাড়িলে ফল ভোয়া অর্থাৎ কোবশূন্য হ'য়ে যায়।

———

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমারা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসুগ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলপোযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা, বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথাৎ যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না। referenceএর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

মৃণ্ময় পাত্র

(কিউ—৯৪) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী মৃণ্ময় পাত্র প্রস্তুতকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T.G. 18, VIII)

চীনাবাদাম ও তিসির খইল

(কিউ—৯৫) ভারতবর্ষ হইতে যাহারা বিদেশে চীনাবাদাম ও তিসির খইল রপ্তানি করে, বেলজিয়মের জনৈক ব্যবসায়ী, তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T.G. 18 VIII)

রঙ্গীন সূতার ছাট্ কাট

(কিউ—৯৬) দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্যবসায়ী রঙ্গীন সূতার ছাট্ কাট্ ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T.G. 25 VIII)

ড্রাগনস্ ব্লড্

(কিউ—৯৭) কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী অপরাং ব্যবসায়ী বা রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T.G. 25 VIII)

হাঙ্গরের চামড়া

(কিউ—৯৮) জেনোয়ার (ইতালী) জনৈক ব্যবসায়ী হাঙ্গরের শুষ্ক চামড়া রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T.G. 25 VIII)

কয়রা গঁদ

(কিউ—৯৯) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী কয়রা-গঁদের রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T.G. 1 VIII)

শামুকের খোলার সার

(কিউ—১০০) বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী শামুকের খোলার সার সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T.G. 1 VIII)

রীটাফল

(কিউ—১০১) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী রীটা-ফলের ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T.G. 9 VIII)

তেঁতুল

(কিউ—১০২) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী তেঁতুল ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. G. 1 VIII)

ঘড়িয়ালের চামড়া

(কিউ—১০৩) লাহোরের (পাঞ্জাব) জনৈক

ব্যবসায়ী ভারতে কাঁচা চাম্ড়ার ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T.G. 8 VIII)

নীল

(কিউ—১০৪) আলেকজান্দ্রীয়ার জনৈক ব্যবসায়ী, যাহাদের মিশরে এজেন্ট নাই, এমন ভারতবর্ষ হইতে নীলরপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T.G. 8 VIII)

সূর্য্য তৈল

কিউ—১০৫) ভারতবর্ষ হইতে যাহারা সূর্য্য-তৈল রপ্তানি করেন, ফরাসীর জনৈক ব্যবসায়ী তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T.G. 8 VIII)

চা

(কিউ—১০৬) আলেকজান্দ্রীয়ার জনৈক ব্যবসায়ী, মিশরে যাহাদের এজেন্ট নাই, ভারত হইতে এমন চা রপ্তানিকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 8 VIII)

—:—

খেজুর

(কিউ—১০৭) মজঃফরগরের (পাঞ্জাব) জনৈক ব্যবসায়ী খেজুর ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 15 VIII)

—০—

খেকশিয়াল ও ঘড়িয়ালের চামড়া

(কিউ—১০৮) লাহোরের (পাঞ্জাব) জনৈক ব্যবসায়ী খেঁকশিয়াল ও ঘড়িয়ালের চামড়া ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 15 VIII)

—০—

কাঠের কেস্

(কিউ—১০৯) বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ব্যবসায়ী, খালি কাঠের কেস্ ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 15 VIII)

—০—

চীনাবাদামের তেল ও তিলের তেল

(কিউ—১১০) জেনোয়ার (তৌলী) জনৈক ব্যবসায়ী, চীনাবাদাম ও তিলের তেল প্রস্তুতকারী দিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 15. VIII)

—

চাউল ও মশ্লা

(কিউ—১১১) হেভেনার (কিউবা) জনৈক ব্যবসায়ী, ভারতবর্ষ হইতে যাহারা বিদেশে চাউল ও মশ্লা রপ্তানি করে, তাহাদের এজেন্ট হইতে ইচ্ছা করেন।

(T. J. 15 VIII)
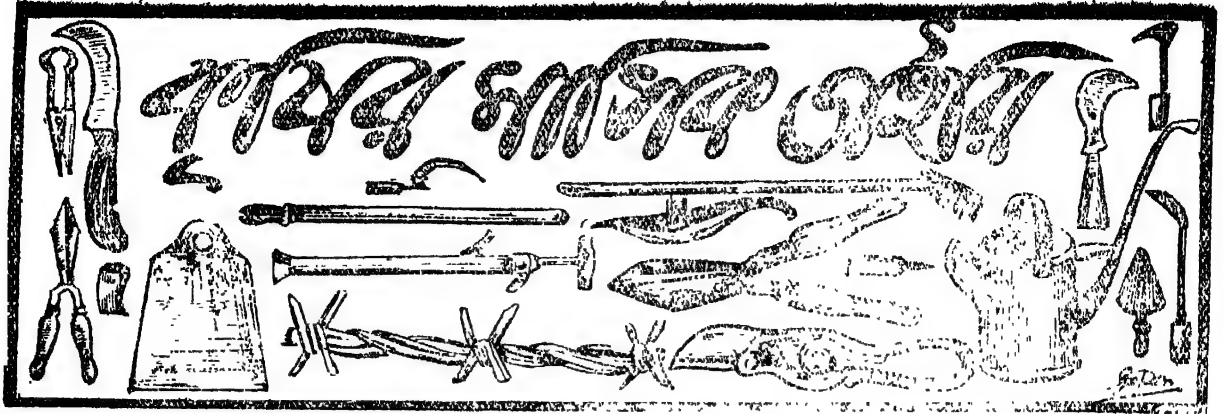
ফুলের বাগান

এই মাসের প্রথমে বিলাতী মরসুমী গাছের বীজ বপন করিবার সময়। বীজগুলি বাগানের কোনও একটি ভাল নির্জ্জন স্থানে বপন করিতে হইবে। যদি মাটী শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে নিয়ম মত জল দিবে। কিন্তু যে সে সময়ে জল দিবে না। বৈকালে জল দেওয়াই ভাল।

সব্জী বাগান

অধিকাংশ বিলাতী সব্জীই এই মাসে বপন করিতে হয়। গত মাসে যে সকল বীজ বপন করা হইয়াছে, তাহার অঙ্কুর বাহির হইলে, এ মাসে তাহা সেই পূর্ব্ব স্থান হইতে তুলিয়া স্থানান্তরে রোপন করিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যেন উহা তুলিবার সময় শিকড় ছিঁড়িয়া না যায়। এইখানে আর একটি কথা বলা দরকার।

অনেকেই এই সময়ে নার্শারি হইতে বীজ আনাইয়া থাকেন; কিন্তু যে বাক্সে ঐ বীজ থাকে তাহা যেন স্যাঁতসেতে স্থানে না থাকে বা বর্ষার দিনে খোলা না হয়। তাহা হইলে বীজ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। যাহা দরকার সেই পরিমাণে বীজ লইয়া বাক্সটী সুন্দর ভাবে ঢাকিয়া রাখিবে। এমন করিয়া প্যাক্ করিবে যেন উহার মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে।

বীজ কখন গভীর ভাবে পুতিবে না; কারণ তাহা হইলে সেই বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত না হইবারই সম্ভাবনা।

ধনে, কাপাস, তরমুজ, কাঁকুড়, ভুঁয়ে শশা, উচ্ছে, পটল, পিঁয়াজ, মটর, বরবটী, ছোলা ইত্যাদির আবাদ এই সময়ে করিতে পারা যায়।

কার্পাসের দুই চারিটী গাছ এই সময়ে বাগানের এক পাশে দিয়া রাখিতে পারিলে, তদ্দারা গৃহস্থের অনেক উপকার হইতে পারে।

তরমুজাদি বালুকামিশ্রিত পলিমাটীযুক্ত চড়া জমিতেই ভাল হয়।

তরমুজ মাটী চাপা দিতে হয়। উচ্ছের থানা ৩।৪ হাত অন্তর দিবে, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। আর দেখিবে যেন উচ্ছের বীজ একটী থানায় ৩।৪ টার অধিক পোতা না হয়।

পটলের গেঁড়গুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প জলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিয়া দিবে। পটলের জমী বার বার নিড়াইয়া খুঁড়িয়া দিবে।

এই মাসে মটর, বরবটী ও ছোলা রোপণ করিতে হয়। মটর এ মাসে প্রতি সপ্তাহেই বপন করিতে পারা যায়। ভালরূপ মটর পাইতে হইলে গভীরভাবে জমী কর্ষণ করা উচিত। মাটীতে যদি সামান্য পরিমাণ চূণ থাকে, তাহা হইলে মটরে বেশ সুগন্ধ হয়। মটর

গাছে যখন ফুল ধরে, তখন গাছের গোড়ায় সার দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। পিঁয়াজের এক একটী কলি আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে, এবং জমী শুকাইয়া গেলে, মধ্যে মধ্যে জল দিয়া মাটি খুঁড়িয়া দিবে। আলু, কপি ইত্যাদির জমীতে জল দিয়া খুঁড়িয়া দেওয়া ব্যতীত বিশেষ আর কোন পাইট নাই, তবে কপি গাছে গোবর সরবত দিবে।

নিম্নলিখিত উপায়ে গোবর সরবত তৈয়ারী করিবে:—একটা টবে তিন ভাগের এক ভাগ গোবর দিয়া বাকী অংশটা জল দিয়া টবটি পূর্ণ করিয়া ফেলিবে এবং তাহা বেশ করিয়া নাড়িয়া প্রায় এক মাস কাল রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। কিন্তু একটা কথা। টবকে কেবল মাত্র রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলেই চলিবে না। যতদিন টব রৌদ্রে দেওয়া থাকিবে ততদিন প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া নাড়িয়া দিবে।

যদি এই সরবত অত্যন্ত তীব্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার দ্বিগুণ জলের সহিত সরবত মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে।

ফলের বাগান

ফলের বাগানে এখন বিশেষ কিছু করিবার নাই, তবে যে সকল ফল গাছ বাগানে আছে, তাহার গোড়ায় মাঝে মাঝে সার প্রয়োগ করিবে।

বাদাম, আতা, পিচ, কুল, আপেল, লীচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফল গাছের বীজ এখন বপন করিতে পারা যায়। শশা গাছে সপ্তাহে কয়েকবার করিয়া গোবর সরবত দিলে শশা গাছের ভারী উপকার হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশ

ফুলের বাগান

একিমেন টিউবারের (Achimene tuber) এখন ফুল ফোটা শেষ হইয়াছে।

এনিমোনস্ (Anemoneo), ক্রকুস্ (Crocus), হায়াসিন্থ (Hyacinth), রেণান্ কুলুস (Ranunculus), স্নোড্রপ (Snowdrop) ও টিউলিপ (Tulip) প্রভৃতি যে সকল গাছ বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহাদের এখনই রোপন করিবে বা টবে বসাইবে।

প্যান্সি (Pansy) গাছের বীজেও এই সময় বপন করা উচিত। জেরানিয়াম গাছ অঙ্কুরিত হইয়া থাকিলে টবে বসাইবে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যেন এই গাছের গোড়ায় বেশী জল না বসে। কার্ণ, গ্লকিসনিয়াস (Gloxinias), ডিফেন্‌ব্র্যাচিয়ান্ (Diffenbachias) প্রভৃতি গাছে জল দেওয়া বন্ধ করিবে।

মিলি বাগ (Mealy Bag) নামক এক প্রকার কীট আছে। এই কীটে ক্রোটোন, হোয়াম, ক্যামিলাম্ ও ক্যাকটাস প্রভৃতি গাছ একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। এই কীটের দল যাহাতে বাড়িতে না পারে তাহার উপায় অবলম্বন করিবে। আধ পাউণ্ড সাবান, আধ পাউণ্ড পারমাঙ্গানেট অব পটাশ (Permanganate of potash) তিন গ্যালন গরম জলে মিশ্রিত করিয়া এক গ্লাস প্যারাফিন মিশাইবে। উহা ঠাণ্ডা হইয়া গেলে গাছে লাগাইবে। উহা কয়েকদিন ব্যবহার করিলেই সমস্ত কীট নষ্ট হইয়া যাইবে।

সব্জী বাগান

ফুলকপি ও বাঁধা কপির চাষ এখনও করা যাইতে পারে।

আশ্বিনের শেষ ও কার্ত্তিকের প্রথম পক্ষ

পাটনাই মটর বপন কর। বাধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি ও আর্টিচোকের বীজ চাটায়ের আবরণের নীচে গামলায় বপন কর। কার্ত্তিক মাসে এই সকল উৎপন্ন চারা নাড়িয়া "হাপোরে" বসাইতে হইবেক।

বাংলার পাট ও পাটের ব্যবসায়

ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত পণ্য প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হয়, তুলা ও পাটই তাহাদের মধ্যে অন্যতম। তুলা ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই জন্মিয়া থাকে; কিন্তু পাট উৎপন্ন হয় মুখ্যতঃ বাংলা দেশে। 'মুখ্যতঃ' বলিলাম, কেননা বিহার, উড়িষ্যা, কুচবিহার এবং আসামেও কিছু কিছু পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে বাংলার তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প।

শুধু যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেই পাট উৎপন্ন হয় না, তাহা নহে। এক বাংলা ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও ইহার চাষ নাই। ইহা বাংলার একচেটে ব্যবসায়।

পাট বাংলার একচেটে; কিন্তু ইহার চাহিদা জগতের সর্ব্বত্র। ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া ইহা তুলার প্রায় সমকক্ষ বলিলেই চলে। কাজেই স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে, বাংলার পাট-চাষীদের বুঝি সুখ-সমৃদ্ধির অন্ত নাই। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশ এইরূপ একটা অপরিহার্য্য দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় পাইলে, দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য আনিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিত। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য দেশে তাহা হইবার যো নাই। বাংলার ঐশ্বর্য্য বাঙালী ভোগ করিতে পায় না—ইহাই বাংলার কঠোরতম অভিশাপ।

বাংলার পাট-চাষীরা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের চাষীদের সহিত সমানই দুর্দ্দশাপন্ন।

সকলের একই দশা—

> "অন্নাভাবে শীর্ণ
> চিন্তা জ্বরে জীর্ণ
> অনশনে তনু ক্ষীণ।"

সকলেরই মহাজনের নিকট দেনায় মাথার চুল বিকাইয়া আছে। সারা বর্ষা রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করিয়া, পাট উৎপন্ন করিয়া, সামান্য যাহা কিছু তাহারা উপার্জ্জন করে তাহার অধিকাংশই ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত মহাজনের শ্রীহস্তে অর্পণ করিয়া, আবার সারা-বর্ষ ঋণ-লব্ধ অর্থেই তাহাদিগকে উদরপূর্ত্তি করিতে হয়।

যে পাট না হইলে সভ্য জগৎ একপা-ও চলিতে পারে না—যে কোন মাল আমদানী রপ্তানি করিতে যে পাটের প্রয়োজন অপরিহার্য্য, চাষা অমানুষিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সেই পাট উৎপন্ন করতঃ তাহা মাত্র ৮।১০ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এরূপ হইবার কারণ কি?—

(১) ইহার প্রথম কারণ এই যে, এদেশের কৃষকেরা অন্যান্য দেশের কৃষকের মত শিক্ষিত নহে। তাহারা বাজারের অবস্থা বুঝে না। চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে যে সম্বন্ধ কি, সে জ্ঞানও তাহাদের নাই। এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামের কৃষককুল অনেক সময় কলিকাতার বাজার দরের খোঁজ খবর পর্য্যন্ত পায় না।

২। দ্বিতীয়তঃ, কৃষকদিগের কোন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান নাই। ইয়োরামেরিকায় প্রায় প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন চাষীদের সঙ্ঘ আছে। চাষীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখাই এই সকল সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। ধনী ক্রেতা যেন দরিদ্র কৃষককে ঠকাইয়া লইতে না পারে—এই সঙ্ঘ সেই দিকে দৃষ্টি রাখে। বাজারের অবস্থা বুঝিয়া, পর বৎসর মালের চাহিদা কত, এবং কি পরিমাণ যোগান দিতে পারিলে উৎপন্ন মাল উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে—এই সব হিসাব

করিয়া ঐ সকল সঙ্ঘ সেই অনুপাতে জমি চাষ করিবার জন্য চাষীদিগকে পরামর্শ দেয়।

এদেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে অজ্ঞ কৃষককুল প্রতিনিয়তই প্রতারিত হইতেছে। তাহাদিগের ক্ষীণ দেহের রক্ত শোষণ করিয়া ধনিকের মাংসবহুল বিপুল-বপু বিপুলতর হইতেছে মাত্র।

আজকাল বাংলাদেশেও দুয়েকটা "নিখিল বঙ্গ" বা "নিখিল ভারত" কৃষকসভা বা তদনুরূপ প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে খাস কৃষকদিগের জন্য তত ব্যস্ত নহে—যত নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও নাম জাহির কর্ব্বার জন্য—একথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। এরূপ সঙ্ঘ থাকিয়া কোনই লাভ নাই। কৃষক-সঙ্ঘ কৃষকদিগের জন্য কৃষকদিগের দ্বারাই স্থাপিত হওয়া উচিত। অবশ্য ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহারাও চাষী হইলেই ভাল হয়। কেননা শিক্ষিত সহজেই অশিক্ষিতকে ঠকাইতে পারে। কৃষকের নাম লইয়া নিজের স্বার্থ সাধন করা শিক্ষিতের পক্ষে খুব কঠিন কার্য্য নহে। ফল কথা, স্বার্থের সমতা না থাকিলেই প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা এবং প্রবঞ্চিত হইতে হইলে অজ্ঞ কৃষককুলই প্রবঞ্চিত হইবে।

৩। এদেশের কৃষককুলের দুঃখ দুর্দ্দশার তৃতীয় কারণ গভর্ণমেণ্টের অবহেলা।

সর্ব্বদেশেই গভর্ণমেণ্ট কৃষকদিগের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে নানা উপায়ে ধনীর গ্রাস হইতে রক্ষা করে। তবুও সে সব দেশের চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ। কিন্তু বাংলার চাষীরা আরও দুর্ব্বল। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি নাই যে নিজেরাই নিজেদের পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইবে। তাহাদের এমন অর্থ নাই যে, নিজের কর্ত্তব্য বুঝিলেও বেশী দিন ঘরে মাল ধরিয়া রাখিবে—এমন কোন সঙ্ঘ তাহাদের নাই যে তাহা তাহাদিগকে অর্থ বা পরামর্শ দানে সহায়তা করিবে। কাজেই বাংলাদেশে চাষীদের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব আরও বেশী। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে সে দায়িত্ব পুরাপুরি ভাবে পালন করিয়াছেন, বা করিতেছেন, এমন বিশ্বাস করিবার কোন হেতুই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

৪। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কৃষকের স্বার্থের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবহেলা কৃষকদিগের দুঃখ দুর্দ্দশার চতুর্থ কারণ। শিক্ষিত সম্প্রদায় মুখে যাহাই বলুক না কেন—"স্বদেশসেবকগণ" মুখে দেশভক্তির, তথা কৃষকভক্তির যতই উচ্ছ্বাস দেখান না কেন, প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগের প্রতি তাহাদের বিন্দু মাত্র প্রাণের টান নাই। সভাসমিতিতে বক্তৃতার ঝোঁকে অনেকেই বলিয়া থাকেন বটে যে, তাঁহারা কৃষকদিগের জন্য পাগল—কৃষকের উন্নতিই তাঁহাদের কার্য্য, কিন্তু আমার ত সে কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার কেবলই মনে হয় ও-সমস্ত ভান, ন্যাকামী ও চাল্‌বাজী মাত্র। কবির ভাষায়ও সেই "শুধু মিছে কথা ছলনা।"

কৈ? চাষীদের প্রতি সত্যিকারের প্রাণের টান কৈ? দরদ কৈ? যাহারা তোমাকে অন্ন দিতেছে, যাহারা তোমার বস্ত্র যোগাইতেছে—দেশের নিরানব্বই জন যাহারা, সেই বুভুক্ষু জীর্ণ, শীর্ণ, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, অথচ সহস্র অত্যাচারে উৎপীড়িত, সেই মূক কৃষকের জন্য তোমার অন্তর কাঁদিয়া উঠে কৈ? তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে বাঁচাইতে পার। তোমার চেষ্টায় তাহার কঙ্কালসার দেহে মাংস লাগিতে পারে। তাহার অনশন ক্লিষ্ট ম্যালেরিয়াপিষ্ট দুর্ব্বল দেহখানি সবল ও পুষ্ট হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বাংলার স্বর্ণপ্রসূ ক্ষেত্রে সুবর্ণ উৎপাদন করিতে পারে। তাহাকে বাঁচাইতে তোমার চেষ্টা কৈ?

বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষককে বাঁচাইবার

জন্য কোন চেষ্টাই করিবেন না কি? আজ ইহাতে কি শুধু কৃষকেরই লাভ? তোমার কিছু লাভ হইবে না? গাছকে বাঁচাইতে হইলে শিকড়ে জল ঢালিতে হয়। শিকড় না বাঁচিলে কাণ্ড বাঁচিতে পারে না; কাণ্ড মরিয়া গেলে ডাল পালা শুকাইয়া যায়, ফুলপাতা ঝড়িয়া পড়ে। গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিয়া লাভ কি? দেশের কৃষক কুলই যে জাতির মূলস্বরূপ। তাহাদিগকে বাঁচাইলে শুধু তাহারাই বাঁচিবে না, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগকেও নবশক্তি দানে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। কৃষককে বাঁচাইয়া তোলার অর্থ মধ্যবিত্তকে বাঁচাইয়া তোলা। কৃষক ও মধ্যবিত্ত লোক বাঁচিলে জাতি বাঁচিয়া উঠিবে। কাজেই তোমার ও কৃষকের স্বার্থ বিভিন্ন নয়—একই।

নিজেদের স্বার্থের প্রতি আমাদের কি গভীর ঔদাসীন্য! পৃথিবীর আর কোথায়ও এমনটী দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। পাট বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে পাটের চাষ হইতেছে, কোটী কোটী টাকার মাল বিদেশে যাইতেছে—পাটের চাষ ও বেসাতি করিয়া হাজার হাজার লোক অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতেছে; কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত যাঁহারা তাঁহাদের কয়জন পাটের সম্যক্ অবস্থা বা ব্যবসায়ের বিষয় খোঁজ খবর রাখিয়া থাকেন? চাষী জানিয়া শুনিয়াও অল্পমূল্যে মাল বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় কেন, কেমন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ মিলওয়ালারা ইচ্ছামত পাটের দর উঠাইয়া বা নামাইয়া দেয়, লণ্ডন জুট এসোসিয়েসনে এবং কলিকাতা বেল্ড্ জুট এসোসিয়েসনের মারফতে ইয়োরোপীয় ধনী ব্যবসায়ীবৃন্দ কি ভাবে সমস্ত পাটের বাজার control করিয়া থাকে, পাটের ফটকা খেলা কাহাকে বলে, ভিতর বাজার বলিতে কি বুঝায়, মাড়োয়ারীদিগের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, ফটকা খেলা প্রবর্ত্তনের ফলে কিভাবে চাষী ও মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, যে ইংরেজ বণিকগণ এতদিন চাষীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিয়াছে তাহারাই বা আজ অকস্মাৎ চাষীর দুঃখে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া "আহা" "উহু" করিতেছে কেন—এ সকল সংবাদ কয়জন বিদিত আছেন?

অথচ চাষীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে তাহাদিগকে নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে দেশময় আন্দোলনের সৃষ্টি করা আবশ্যক। এই আন্দোলনের সৃষ্টি করিবে শিক্ষিত সম্প্রদায়। এই কার্য্য চালাইবার জন্য আগে তাহাদিগকে জানিতে হইবে দেশ-পরিচয়। বস্তুতঃ দেশের পরিচয় আমরা জানি কি?

'দেশ' 'দেশ' বলিয়া চীৎকার করিলেই দেশের পরিচয় জানা হইল না—দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এই চতুঃসীমা জানা হইল না—ও-সকল ত কেবল কাঠাম মাত্র। দেশকে জানিতে হইলে দেশবাসীর পরিচয় লইতে হইবে—তাহাদের সুখ দুঃখের কথা, তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা, কেমন করিয়া তাহারা অন্নের সংস্থান করে, কিভাবে তাহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে—এ সকল কথা, জানিতে হইবে। দেশকে জানিতে হইলে কৃষকের কথা জানিতে হইবে—কৃষকের ব্যথা অনুভব করিতে হইবে। আর জানিতে হইবে দেশের ঐশ্বর্য্যের কথা, ব্যবসায়ের কথা, উৎপন্ন দ্রব্যাদির কথা, আমদানী রপ্তানির কথা এবং আরও কত কি।

বাংলার পাট ও পাটের ব্যবসায়ের কথা বলিতে ছিলাম। একসঙ্গে সকল কথা বলিবার স্থান এখানে নাই। পরবর্ত্তী সংখ্যায় একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

সপ্তম বর্ষ] অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ [৮ম সংখ্যা

কমলালেবু

(এক)

ফলপুষ্পেভরা ভারতবর্ষে সুখাদ্যের অভাব নাই। আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ ফলই এদেশের গাছে ফলিয়া থাকে। কিন্তু কমলালেবুর মত সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। ইহার রস বিশুদ্ধ দুগ্ধের মত বলকর, অথচ তক্রের ন্যায় লঘুপাক। এই জন্য প্রায়ই চিকিৎসকগণ রোগীদিগের জন্য পথ্য হিসাবে কমলালেবুর রস পান করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু পথ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও কমলালেবু আহার্য্যরূপেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট, শিলং, দার্জ্জিলিং, নাগপুর, পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত ভাবে কমলার চাষ হয়। শীতকালে কলিকাতা—শুধু কলিকাতাই বা বলি কেন, বঙ্গদেশের সমস্ত বাজার কমলালেবুতে ছাইয়া যায়। এ সমস্ত কমলাই শ্রীহট্ট এবং দার্জ্জিলিং অঞ্চল হইতে রেল পথে সর্ব্বত্র নীত হইয়া থাকে।

শুধু যে ভারতবর্ষেই কমলার চাষ হয় তাহা নহে, আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে বহুসংখ্যক সুবিস্তৃত কমলার ক্ষেত্র রহিয়াছে। কালিফোর্ণিয়া এবং ফ্লরিডা যে কমলা চাষের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ইহা হয়ত অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু আলবামা, লুসিয়ানা, টেক্সাস, আরিজোনা প্রভৃতি আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশও নিতান্ত পশ্চাতে পড়িয়া নাই।

[illegible] কমলার চাষ যে কি বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। কেবল কমলা বিক্রয় করিয়াই চাষীরা বৎসর বৎসর প্রায় ১৮০০০০০০ ডলার মূল্য পাইয়া থাকে। এক ডলার আমাদের দেশের তিন টাকার সমান; এখন হিসাব করিয়া দেখুন যে, কমলার চাষে চাষীরা কত টাকা পায়।

আমাদের দেশে কমলার বাগিচা আছে—কিন্তু কমলার "এষ্টেট" নাই। এমন কি আমাদের ভাষাতেও Estate এর অনুরূপ কোন শব্দ আছে কিনা সন্দেহ। Estate—এই শব্দ শুনিবা মাত্র আমাদের মানস নেত্রের সম্মুখে এক বিরাট অতি বিস্তৃত ক্ষেত্রের চিত্র ফুটিয়া উঠে। কিন্তু 'বাগিচা' শব্দের মধ্যে বিরাট কিছুর ভাব লুক্কায়িত নাই। দু-দশটা গাছ একত্রে থাকিলেই তাহাকে বাগিচা বলা হয়—দু-তিন শত বৃক্ষসমন্বিত বাগানকেও বাগিচা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বড় কিছু বুঝাইবার মত ভাষা আমাদের নাই—এবং তাহার প্রয়োজনও এতদিন ছিল না।

তাই বলিতেছিলাম, কমলার বাগিচা এদেশে আছে, কিন্তু কমলার এষ্টেট এদেশে নাই।

নাই,—কিন্তু স্থাপন করিতে হইবে। নহিলে মুক্তি কোথায়? আমাদের দেশে কত জিনিসই ত নাই—শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই, অর্থ নাই,—কিন্তু নাই নাই করিলেই কি চিরদিন চলিবে? যাহা নাই—তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে। যাহা আছে—তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে—তবেই না আমরা জগৎ সভায় পাঁচজনের একজন বলিয়া গণ্য হইব।

আমাদের দেশে অনেক ধনী আছেন, যাঁহাদের টাকা চিরদিন বিদেশী ব্যাঙ্কেই পড়িয়া থাকে। বিদেশী ব্যাঙ্ক বিদেশী ব্যবসায়ীকে সেই টাকা ধার দিয়া, এদেশের টাকা বিদেশে বহিয়া লইয়া যাইবার কার্য্যে সহায়তা করে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আমাদেরই শিল এবং নোড়া লইয়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙা হইতেছে। কিন্তু এই সমস্ত ধনীর দুলালেরা যদি তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য ব্যাঙ্কের সিন্ধুকে আবদ্ধ না রাখিয়া তাহার একাংশও কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থকরী অনুষ্ঠানে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে শুধু যে তাঁহারাই লাভবান হইতে পারিবেন তাহা নহে, তাহাতে স্বদেশেরও পরম কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমরা নারিকেল সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি—জলপাইয়ের কথাও বলা হইয়াছে। আমাদের বাসনা ইয়োরোপ এবং আমেরিকার মত আমাদের দেশেও দুই একটা অতিকায় বাগিচার সৃষ্টি হউক। এমন অতিকায় বাগিচার সৃষ্টি হউক, যাহাকে আমরা এষ্টেট বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি। আমাদের দেশে (দেশ অর্থ শুধু বাংলা বলিতেছি না) অজস্র কমলা-লেবু ফলিয়া থাকে—উহার চাহিদাও চিরদিন বাড়িতে থাকিবে। আমাদের দেশের ধনীবৃন্দ কি একক বা সম্মিলিত ভাবে একটা কমলা এষ্টেটও স্থাপন করিতে কিম্বা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন না? আর অর্থাগমের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কমলাকুঞ্জ হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। শীতকালে যখন সমস্ত বৃক্ষলতাই পত্রপুষ্প বিবর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতিকে নিরাভরণা বিধবার রূপ পরাইয়া দেয়—তখন অজস্র কমলাকুঞ্জের শ্যামল পত্রাবলী ও তাহার মাঝে মাঝে সোণার রঙের কমলালেবু গুলি যে সৌন্দর্য্যপিপাসু নরনারীর নয়নাভিরাম হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পুষ্পের সৌরভ, বিহগের কলতান, সূর্য্যের প্রখর রশ্মি—প্রকৃতির এই লীলানিকেতনের মধ্যে

বাস করিলে স্বতঃই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। শুধুই যে অর্থোপার্জ্জন হয় তাহা নহে, অর্থ অপেক্ষাও মহামূল্য যে আনন্দ, তাহাই উপার্জ্জন করা যায়—মানুষের জীবনী শক্তি বাড়িয়া উঠে।

কিন্তু তাই বলিয়া কমলালেবুর চাষ খুব সহজ কাজ নহে। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে দস্তুরমত পরিশ্রমী হওয়া চাই, এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। দুই উপায়ে এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা যাইতে পারে। এক নিজের জীবনে কমলা চাষ করিয়া ঠেকিয়া শেখা যায়; আর এক অপর চাষীর কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশে আজিও এমন অনেক 'সেকেলে' লোক আছেন যাঁহারা দেখিয়া শেখাকে শিক্ষা বলিয়াই মানিতে চাহেন না—তাঁহাদের নিকট ঠেকিয়া শেখা-টাই প্রকৃত শিক্ষা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগে বাস করিয়াও যাঁহারা এইরূপ হাস্যকর ধারণা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি বলিবার কিছুই নাই। তবে অধিকাংশ লোকেই যে অপরের অভিজ্ঞতালব্ধ বিদ্যা কাজে লাগাইতে ইচ্ছুক আছেন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কাজেই তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা কেমন করিয়া কমলা চাষ করিতে হয়, তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিব।

(দুই)

কমলা লেবুর মত আর কোন গাছই এত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশই কমলা চাষের পক্ষে প্রশস্ত স্থান। কিন্তু কমলালেবুর গাছ খুব শীত সহ্য করিতে পারে। যে স্থানের উত্তাপ শীতকালেও ২০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়া যায়, সেখানেও খুব ভাল রকম কমলা ফলিবার সম্ভাবনা আছে।

অপেক্ষাকৃত সমান ভূমির উপর কমলার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু খুব নীচু জলাভূমি এবং সু-উচ্চ উপত্যকা প্রদেশেও কমলার চাষ করিতে দেখা গিয়াছে।

কমলা চাষ করিতে গেলে প্রচুর পরিমাণে জল সরবরাহ করিবার উত্তম ব্যবস্থা থাকা চাই। অনেক গাছ আছে, যাহাদের ফল পাকিবার সময় জলের প্রয়োজন হয়না। কিন্তু কমলালেবুর গাছগুলিতে এতটুকু বেলা হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সমানভাবে জলসেক করিতে না পারিলে, গাছগুলি জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই জন্য আমাদের দেশে দেখা যায়, যেখানে স্বভাবতঃই বারিপাত প্রচুর, কমলার বাগান সমূহ সেই সকল স্থানেই স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিলংএর মধ্যে চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে বারিপাত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সুতরাং চেরা অঞ্চলে এত কমলার গাছ দেখা যায়, এত শিলংএর আর কোথাও দেখা যায় না। দার্জিলিং ও কালিম্পঙেও বারিপাত খুব বেশী; সুতরাং এই অঞ্চলেও কমলার চাষ সহজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, যে সকল স্থানে বারিপাতের পরিমাণ খুব বেশী, সেই সকল স্থানে সহজেই কমলা ফলানো যায়।

কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে বারিপাত না হইলেও, যথারীতি জল সেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলেও যথেষ্ট কমলা ফলানো যায়। মধ্যভারতে নাগপুর অত্যন্ত গরম দেশ, বারিপাতের পরিমাণ প্রচুরত নয়ই, বরং অত্যন্ত কম। কিন্তু সুবিস্তৃত পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে সেখানে কমলার বাগানে এমন জলসেচের ব্যবস্থা করা হয় যে, নাগপুরের কমলা ভারতের

বাজারে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল প্রমাণ হইতে আমরা এই তথ্যে উপনীত হই যে, কমলার বাগানে যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা থাকা চাই—তা সে প্রাকৃতিক নিয়মেই হউক, আর মানুষের বুদ্ধি ও অর্থবলেই হউক।

যদি প্রকৃতির সহায়তায় নিয়মিত ভাবে প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টির জল পাওয়া যায় ত ভালই—নহিলে জল সরবরাহ করিবার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এমন কি, প্রকৃতি অনুকূল থাকিলেও জলসেচের কৃত্রিম ব্যবস্থা করিয়া রাখা ভাল। কেননা প্রকৃতি আমাদের দাসী নহে, সে তাহার খেয়াল অনুযায়ী চলিবে। আমাদের সুবিধা অসুবিধা লাভ ক্ষতি খতাইয়া দেখিবার মত অভিলাষ বা অবসর তাহার নাই। কাজেই প্রকৃতি যখন বিরূপা হইবে, তখন কৃত্রিম উপায়েই জল সরবরাহ করিয়া কমলাকুঞ্জগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

কমলালেবু গাছের শিকড়গুলি খুবই সুদূর-প্রসারী এবং তাহারা বহু নিম্নের মাটি হইতে রস টানিয়া লইতে পারে। কিন্তু বদ্ধ জলাভূমির উপর গাছ পোতা হইলে তাহার শিকড়গুলি পাচয়া যায় এবং অত্যন্ত শক্ত এঁটেল মাটিতেও তাহারা সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য সরস আলগা দো-আঁশ মাটিতে কমলা গাছ রোপণ করাই যুক্তি-সঙ্গত।

(তিন)

সকলেই জানেন যে, প্রায় অধিকাংশ ফল এবং ফুল গাছই কলম বাঁধিয়া চারাণ হইয়া থাকে। অবশ্য বীজ পুতিয়াও গাছ চারাণ যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে মুস্কিল এই যে, বীজ হইতে যে গাছ হইবে, তাহার ফল যে কিরূপ হইবে, তাহা ফল ফলিবার পূর্ব্বে জানিবার উপায় নাই। হয়ত মূল গাছের ফল অপেক্ষা বীজজাত গাছের ফল উৎকৃষ্টতর হইবে; আবার হয়ত তাহা এত নিকৃষ্ট হইবে যে ধারণাই করা যাইতে পারিবে না কেমন করিয়া ঐ গাছের এমন চারা হইল। কিন্তু কলম বাঁধিলে এরূপ অনিশ্চয়তা কিছুই নাই। ভাল গাছের কলম হইতে ভাল গাছই উৎপন্ন হইবে, এবং তাহার ফল যে আরও ভাল হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কলম বাঁধিলে শুধু যে ফলই উৎকৃষ্ট হয় তাহা নহে, গাছের শীতাতপ সহ্য করিবার শক্তি এবং জীবনী শক্তিও বাড়িয়া যায়। কাজেই বীজ হইতে চারা উৎপন্ন না করিয়া কলম বাঁধিয়া কমলার চারা উৎপন্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কি ভাবে কলম বাঁধিতে হয়, তাহা ১৩৩৪ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কাজেই তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে চাহিনা। কেবল দুই একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

যে গাছ হইতে চোখ সংগ্রহ করা হইবে, নবজাত গাছের ফল সেই গাছের ফলেরই অনুরূপ হইবে; কিন্তু যে গাছের সহিত ঐ চোখ সংযুক্ত করা হইবে, নবজাত গাছের দেহ, জীবনীশক্তি বা মূলের বিন্যাস, তাহার অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এই জন্য যে দুয়ের সংযোগে চারা উৎপন্ন হইবে, সেই দুইটী গাছই খুব স্বাস্থ্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কমলালেবুকে অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু সে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও মোটামুটি ইহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক মিষ্ট রসাত্মক, অপর অম্ল রসাত্মক। মিষ্ট রসাত্মক কমলা গাছের শিকড়গুলি বড়ই ভাসা ভাসা। সে গুলি সোজা নীচের দিকে

প্রবেশ না করিয়া আড়া আড়ি ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু অম্ল রসাত্মক লেবু গাছগুলির শিকড়ের সংগঠন বা বিন্যাস সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা আড়াআড়ি ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়িয়া সোজা নীচের দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। এইজন্য এই শেষোক্ত জাতীয় গাছ অপেক্ষাকৃত নীরস মাটিতেও জন্মাইতে পারে। কাজেই যে সমস্ত স্থানে খুব গভীর করিয়া কূপ খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না সেই সমস্ত স্থানে কমলা কুঞ্জ স্থাপিত করিতে হইলে, অম্ল রসাত্মক বৃক্ষের ডালের সহিত মধুর রসাত্মক বৃক্ষের চোখ সংযুক্ত করিয়া কলম প্রস্তুত করা উচিত।

(চার)

লেবুর চারা রোপণের সময়

লেবু গাছ চিরশ্যামল। এইজন্য অন্যান্য গাছের তুলনায় লেবুর চারা বসাইবার জন্য অনেক বেশী সময় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বৎসরের যে কোন সময়েই লেবুর চারা রোপণ করা যাইতে পারে। তবে অত্যধিক বর্ষা বা অতিরিক্ত শীতের সময় চারা বসাইলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, কেননা বর্ষার আতিশয্য বা শীতের তীব্রতায় উহা একরূপ জীর্ণমৃত হইয়া পড়ে। এইজন্য শীতের শেষ হইতে বর্ষার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত চারা রোপণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়।

জমি

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় সকল রকম জমিতেই লেবু গাছ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল স্থান হইতেই অধিক পরিমাণে উত্তম ফসল পাওয়া যায় না। লেবুর উৎকর্ষতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে মৃত্তিকার উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে চলিবে না।

দো-আঁশ অথবা আঠাল যে রকম মাটিই হউক না কেন, উহা উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া ফেলা উচিত। দো-আঁশ মাটি অপেক্ষা আঠাল মাটিতে একটু বেশী গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হইবে। পলি মাটি লেবু গাছের পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট সার বলিয়া গণ্য। কাজেই চারা বসাইবার পূর্ব্বে বাগানে নূতন পলি মাটি প্রয়োগ করিতে পারিলে মন্দ হয় না।

শস্যাদি রোপন করিবার পূর্ব্বে সকলেই সমস্ত ক্ষেতটীকে তন্ন তন্ন করিয়া কর্ষণ করিয়া ফেলে। কিন্তু সাধারণতঃ আম জাম প্রভৃতি ফলের বাগানগুলি লোকে এরূপ ভাবে কর্ষণ করে না। তাহারা প্রত্যেক বৃক্ষের মূলদেশস্থিত কয়েক হস্ত পরিমিত জমি কর্ষণ করিয়াই মনে করে ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বৃক্ষের শিকড় কিছু আর দুচার হস্ত স্থানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে না; তাহারা বাগানের চারিদিকেই ছড়াইয়া পড়ে। কাজেই সমস্ত বাগান কর্ষণ না করিলে সেই সমস্ত শিকড় অবাধে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না, কিম্বা ছড়াইয়া পড়িলেও সহজে রস সংগ্রহ করিতে পারে না।

এইজন্য কমলা বাগিচায় চারা বসাইবার পূর্ব্বে সমস্ত বাগানের মাটি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ফেলা উচিত।

চারা বসাইবার নিয়ম

প্রায় অধিকাংশ উদ্যান-স্বামীই পেশাদার নার্শারী-ম্যান বা চারা-বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে কমলা লেবুর চারা ক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি সম্ভব

হয়, তাহা হইলে অল্প বিস্তর ঝঞ্ঝাট পোহাইয়াও নিজেদেরই ভাল ভাল গাছ চারান উচিত। কেন না, চারা-বিক্রেতা যতই সাধু প্রকৃতির লোক হউন না কেন, তাঁহার নিকট হইতে সকল সময় ভাল গাছ পাইবার আশা নাই। এমন কি, তিনি যতগুলি গাছ পাঠাইবেন, তাহার অধিকাংশই খারাপ হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, বাজার হইতে যে চারা কেনা হইবে, তাহা যে কোন্ জাতীয় গাছের চারা, তাহা প্রথম ফল ফলিবার পূর্ব্বে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু নিজেদের বাগানেই একটা নার্শারী স্থাপন করিতে পারিলে, এইরূপে ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক, অধিকাংশ চাষীই যখন নার্শারীওয়ালাদের নিকট হইতে চারা ক্রয় করিয়া থাকেন, তখন সেই চারা কি ভাবে বসাইতে হইবে, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

চারাগুলিকে নার্শারী হইতে শিকড় সমেত তুলিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সমস্ত শিকড় শুদ্ধ চারা উত্তোলন করা নিতান্ত সহজসাধ্য কার্য্য নহে। পাশের শিকড় ত কাটিয়া যাইবেই, এমন কি, মূল শিকড়েরও নীচেকার অংশ তোলা যাইবে না। তবে মূল শিকড়ের ঊর্দ্ধাংশের এক বা দেড় ফুট গাছের সহিত সংযুক্ত থাকিলেই চলিবে। চারা তুলিবার পর গাছের অর্দ্ধেক পাতা ছাটিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অর্দ্ধেক আস্ত পাতা ছিঁড়িয়া না ফেলিয়া প্রত্যেক পাতারই অর্দ্ধাংশ করিয়া ছাঁটিয়া দিলে ভাল হয়। এই সময়ে অর্থাৎ চারাটীকে নার্শারী হইতে উত্তোলন করিবার পর হইতে বাগিচায় রোপণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চারাটীকে সর্ব্বদাই ছায়ায় রাখিয়া দিতে হইবে; কেননা শিকড়ের গায় রৌদ্র লাগিলে শিকড়গুলি ঝলসিয়া যাইবে এবং ফলে গাছটী জখম হইয়া পড়িবে

চারা বসাইবার জন্ত বেশ বড় করিয়া গর্ত্ত খোড়া উচিত। গর্ত্তগুলি এরূপ গভীর হওয়া আবশ্যক যাহাতে শিকড় না মুড়িয়া যায়। সূক্ষ্ম এবং চূর্ণীকৃত সার মাটী দিয়া (ইহা নূতন পলি মাটি হইলেই ভাল হয়) গর্ত্তের অর্দ্ধেক ভরাইয়া ফেলিতে হইবে। চূর্ণীকৃত মাটি ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে দুর্ব্বল এবং আহত শিকড়গুলির আহার্য্য গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না। মূল শিকড়ের জন্ত শাবল দিয়া ঐ পলি মাটির মধ্যে একটী সরু গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে। তাহার পর সেই সরু গর্ত্তের মধ্যে মূল শিকড়টীকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া খুব সাবধানতার সহিত চারার গোড়ায় মাটি দিতে হইবে। যখন গর্ত্ত প্রায় ভরিয়া আসিবে, তখন জল ঢালিয়া গর্ত্তাভ্যন্তরস্থ মাটি ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে অর্দ্ধমৃত শিকড়গুলি সহজে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। অতঃপর আরও মাটি ঢালিয়া গর্ত্তটাকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। চারিদিকের জমি অপেক্ষা গাছের গোড়ায় মাটি চাপাইয়া একটু বেশী করিয়া উঁচু করিয়া দেওয়া উচিত

চারা বসান হইয়া গেলে, অনেকে পিচকারির সাহায্যে গাছের পাতায় জল ছিটাইয়া দেয়। ইহা খুবই ভাল প্রথা। নার্শারী হইতে উত্তোলন করায় গাছের পাতা ন্যাতাইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতে জল ছিটাইয়া দিলে তাহারা আবার সজীব হইয়া উঠে।

বিভিন্ন জাতীয় কমলালেবু গাছের মধ্যে আকারগত এরূপ বৈষম্য রহিয়াছে যে, কোন্ জাতীয় কমলা তাহা না জানিয়া ইহার চারা কিরূপ ব্যবধানে রোপণ করা উচিত তাহা বলা কঠিন। তবে সাধারণভাবে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

সাধারণতঃ কমলা চারা ২৫।৩০ ফুট ব্যবধানে রোপণ করিলেই ভাল হয়। কোন কোন জাতীয় চারা ১৮।২০ ফুট অন্তরও

রোপন করা হইয়া থাকে। খুব কাছাকাছি চারা রোপন করিলে একটী গাছের ডাল আর একটীর ডালের উপর আসিয়া পড়ায়, গাছগুলির বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মে। ইহাতে ফল অত্যন্ত কমিয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর জমিতে চারাগুলিকে আরও একটু কাছাকাছি বসান যাইতে পারে। কেন না, অনুর্ব্বর জমিতে স্বভাবতঃই বৃক্ষাদির বৃদ্ধি একটু কম হয়। কিন্তু উর্ব্বরা জমিতে চারা বসাইবার সময় প্রত্যেকের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান রাখা আবশ্যক

(পাঁচ)

কাণের সহিত মাথার মত চাষের সহিত সারের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। কাণ টানিলেই যেমন মাথা আসিয়া পড়ে—চাষের কথা বলিতে গেলেও সেইরূপ সারের কথা না বলিয়া পারা যায় না!

কথায় বলে, "বসিয়া খাইলে কমলার ভাণ্ডারও দুদিনে উজাড় হইয়া যায়।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে। আপনি যতই ঐশ্বর্য্যবান হউন না কেন, যদি একটী পয়সাও উপার্জ্জন না করিয়া অবিরত অকাতরে ব্যয় করিতে থাকেন, তাহা হইলে দুই এক দিনের মধ্যে না হউক, কিছু দিনের মধ্যেই যে আপনার সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শুধু যে মানুষের বেলাই এ কথা সত্য তাহা নহে, বাগান বাগিচার বেলাও ঠিক এই কথা খাটে। সারই ক্ষেত্রের ধন দৌলত। একটী ক্ষেত্র যতই সারবান্ হউক না কেন, যদি তাহাতে নূতন সার প্রয়োগ না করিয়া বৎসরের পর বৎসর তাহা হইতে শস্য উৎপাদন করা হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রটী দুই এক বৎসরের মধ্যেই নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহার উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়। এই জন্য সকল জমিতেই সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

জমিতে উপযুক্ত সার ব্যবহার করিলে শুধু যে ফসলের ফলনই বাড়িয়া যায় তাহা নহে, ফসলের আকৃতি, স্বাদ এবং গন্ধও বদলাইয়া যায়। সার ব্যবহারের ফলে কমলালেবুর বর্ণে, গন্ধে ও স্বাদে আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন হইতে দেখা গিয়াছে।

কমলালেবু বেশী দিন বাঁধিয়া থাকে না, ইহার আচার করা হয় না। ইহা অন্য ভাবে রূপান্তরিত করিয়া খাইবার প্রথা বড় একটা নাই। যদিও আর পাঁচটী ফলের মত কমলার রসও সংরক্ষিত হইয়া থাকে, তথাপি শতকরা নিরানব্বইটা লেবুই যে পক্ক এবং টাট্‌কা অবস্থায় খাওয়া হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য ইহার মূল্য প্রধানতঃ ইহার আকৃতি, বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদের উপর পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করে। কমলার চাষ করিয়া লাভবান হইতে হইলে শুধু অধিক সংখ্যায় লেবু ফলাইতে পারিলেই চলিবে না, লেবুর উৎকর্ষতার দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কাজেই কমলা বাগিচায় সার ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী।

সার ব্যবহার করিতে হইবে বলিলেই প্রশ্ন আসে, "কমলা-বাগিচায় প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত সার কি কি?" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যে খুব কঠিন তাহা নহে। কেননা মূলতঃ সকল গাছের সারই একরূপ। সাধারণতঃ সকল মৃত্তিকাতেই সকল প্রকার বৃক্ষেরই খাদ্য অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে; তবে সকল সময় সেই খাদ্য বৃক্ষাদির গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। কাজেই বৃক্ষের বৃদ্ধি ও সজীবতা রক্ষা করিতে হইলে, উহারা সরাসরি গ্রহণ করিতে পারে এমন খাদ্য মৃত্তিকায় জোগাইতে হইবে। উহাই সার। প্রধানতঃ চুণ,পটাশ,নাইট্রোজেন এবং ফস্‌ফরিক্ এসিড্ সেই সারের উপাদান। পটাশ, নাইট্রোজেন্ এবং ফস্‌ফরিক এসিড্—সকল বৃক্ষের জন্যই এই তিনটির প্রয়োজন। কাজেই কমলালেবু গাছের জন্যও যে

উহাদের প্রয়োজন আছে, তাহা না বলিলেও চলিত। এখন কথা হইতেছে, উহাদের কোন্‌টী, কোন্ অবস্থায়, কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাই আসল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই সমস্ত সারসমস্যা নির্ভর করিতেছে।

এইখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। আমরা যাহা কিছু আহার করি না কেন,সেই সমস্ত খাদ্য আমাদের শরীর ও মনের গঠনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্যই হিন্দুদের আহারের এত বাঁধাবাঁধি। যাহা হউক, আমাদের শরীর ও মনের উপর যেমন খাদ্যের অপ্রতিহত প্রভাব রহিয়াছে, কমলালেবুর স্বাদ ও গন্ধ প্রভৃতির উপর সারের প্রভাব ঠিক সেইরূপ। কোন সার ব্যবহার করিলে হয়ত গাছের ফলও বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু আস্বাদ খারাপ হইয়া যাইবে। আবার অন্য সার প্রয়োগ করিলে হয়ত ঠিক বিপরীত ফল ফলিবে। এই জন্য কমলা বাগিচায় সার প্রয়োগ করিবার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। কমলার উপর কোন্ সারের প্রভাব কিরূপ, তাহা বিশদভাবে জানিবার পূর্ব্বে সেই সার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নহে।

চূণ

জমিতে চূণ প্রয়োগ করিলে কমলালেবুর খোসা পাতলা হইয়া যায়। জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে চূণ না থাকিলে কমলার খোসা পুরু হইয়া উঠিবে। কিন্তু খোসা বড় হওয়া যে লেবুর গুণের কথা নহে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই জন্য প্রত্যেক উদ্যানস্বামীরই স্ব স্ব বাগিচায় প্রয়োজনানুরূপ চূণ প্রয়োগ করা উচিত।

তবে সাধারণতঃ স্বতন্ত্রভাবে চূণ প্রয়োগ করিবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না। কেননা ফস্‌ফেটের সহিত চূণ মিশ্রিত থাকে এবং বিস্তৃত ভাবে চাষ করিতে গেলে, সার হিসাবে ফস্‌ফেটের ব্যবহার অনিবার্য্য। এইরূপে ফস্‌ফেটের সহিত পরোক্ষভাবে চূণ ব্যবহার করা হয় বলিয়া, প্রত্যক্ষভাবে চূণ ব্যবহার করিবার প্রথা নাই।

ফস্‌ফরিক্ এসিড্

ফল অপেক্ষা গাছের উপরই ফস্‌ফরিক্ এসিডের প্রভাব অধিক। জমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফস্‌ফরিক্ এসিড্ বিদ্যমান না থাকিলে, কোন গাছই ভালমত বাড়িতে পারে না। কমলালেবুর বেলাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। এই সার পদার্থটীর অভাব হইলে কমলা গাছের নবজাত পাতাগুলি বিবর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু ফস্‌ফেটের প্রয়োগে সেই সমস্ত বিবর্ণ পত্র আবার স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করে। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের সময়ও ফস্‌ফরিক্ এসিডের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু মোটের উপর কমলা-বাগিচায় চূণ ও ফস্‌ফরিক্ এসিড্ অপেক্ষা নাইট্রোজেন্ ও পটাশ্ সারের প্রয়োজনীয়তাই বেশী।

নাইট্রোজেন

বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন প্রয়োজনীয়। ইহার প্রয়োগে গাছ খুব দ্রুত বাড়িয়া উঠে এবং শ্যামল পত্রে সুশোভিত হয়। এতদ্ব্যতীত নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিলে লেবুগুলিও বেশ রসাল হইয়া উঠে। অনেক সময় দেখা যায়, গাছে হয়ত অনেক লেবু ফলিতেছে, অথচ তাহাদের একটীও উৎকৃষ্ট মিষ্ট রসাত্মক লেবু নহে—সকলগুলিই রসহীন-শুষ্ক, একটু বড় হইলেই বৃন্তচ্যুত হইয়া নিম্নে ঝরিয়া পড়ে। এইরূপ হইলেই বুঝিতে হইবে জমিতে নাইট্রোজেনের

বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া রাশি রাশি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা ভাল নহে। ইহাতে হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগের ফলে কমলা গাছে এক প্রকার রোগ দেখা দেয়। এই রোগের ইংরাজী নাম Die-back. ইহাতে প্রথমে ডালের অগ্রভাগ শুকাইয়া যায় এবং পরে ক্রমে ক্রমে তাহার গোড়ার দিকও শুকাইয়া যাইতে থাকে। ইহা ব্যতীত নাইট্রোজেনের আধিক্য হইলে লেবুগুলির খোসা পুরু ও আব্‌ড়ো খাব্‌ড়ো হইয়া যায়।

পটাশ

বৃক্ষের জীবনের উপর পটাশের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার প্রয়োগে লেবু গাছ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠে। লেবুর ফলন বাড়িয়া যায়, এবং ফলগুলি সুশ্রী, সুগন্ধযুক্ত এবং সুমিষ্ট হইয়া উঠে। কাঠের সারাংশ প্রধানতঃ পটাশ হইতেই উৎপন্ন হয়। এইজন্য জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে পটাশ না থাকিলে প্রায়ই গাছের ডালগুলি অপরিপুষ্ট থাকিয়া যায়।

কমলালেবুর ছাইয়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার অর্দ্ধাংশেরও উপর পটাশদ্বারা নির্ম্মিত।

কি অবস্থায় সার ব্যবহার করিতে হইবে

কোন্ অবস্থায় সার ব্যবহার করা উচিত তাহা জানিতে হইলে কমলাগাছের বৃদ্ধি এবং ইহার সহিত ইহার খাদ্যের সম্বন্ধ কি, তাহা জানা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, কমলা গাছ এক বৎসর ফসল দিয়াই মরিয়া যায় না। ইহা বহু দিবস বাঁচিয়া থাকে। কাজেই যে সার জমিতে প্রয়োগ করা হয়, তাহা এক বৎসরেই নিঃশেষিত হইয়া যায় না। বৃক্ষের প্রয়োজনাতিরিক্ত সার মাটির মধ্যেই থাকিয়া যায়। এই জন্য তরল ফস্‌ফরিক্‌ এসিড্‌ ব্যবহার না করিয়া শক্ত ফস্‌ফেট্‌ ব্যবহার করিলেই ভাল হয়, এবং এই জন্যই [illegible] অধিকাংশ চাষী হাড়ের গুঁড়া বা তদনুরূপ কোন ফস্‌ফেট্‌ প্রয়োগ করিবার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয়তঃ, কমলাচাষীকে শুধু গাছের খাদ্য যোগাইলে হইবে না—তাঁহাকে ফলের খাদ্যও যোগাইতে হইবে। কাজেই ফল ধরিবার পূর্ব্বে জমিতে যে সার প্রয়োগ করা হয়, সে কেবল গাছকে বাঁচাইবার জন্য; কিন্তু ফল ধরিবার পর সার প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য গাছ এবং ফল উভয়েরই পুষ্টি সাধন করা। এই জন্য বৃক্ষের প্রথম অবস্থা অপেক্ষা মধ্যম বা শেষাবস্থায় সার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

যাহা হউক, এখন আসল কথাই ধরা যাউক। ফস্‌ফরিক্‌ এসিড্‌ যে কোন রূপেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ইহা যে কোন আকারেই প্রযুক্ত হউক না কেন, গাছের উন্নতির দিক দিয়া তাহাতে বিশেষ কিছুই যায় আসে না। কাজেই ইহা কি আকারে ব্যবহার করা হইবে, তাহা ইহার আপেক্ষিক মূল্যের উপর নির্ভর করিতেছে। সাধারণতঃ হাড়ের-গুঁড়া, থমাস্‌ (Thomas slag) ও নরম ফস্‌ফেট্‌ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ পাইতে হইলে এসিড্‌ ফস্‌ফেট্‌ ব্যবহার করা হয়।

পটাশের জন্য কমলা বাগিচায় সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ পটাশ্‌ কিম্বা সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ পটাশ্‌-ম্যাগ্‌নেশিয়া প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। প্রথমোক্ত সারটী চারা গাছের পক্ষে এবং শেষোক্ত সারটী ফলন্ত গাছের পক্ষেই প্রযোজ্য। ফ্লরিডার একটা কমলা বাগিচায় বার বৎসর ধরিয়া জমিতে সাল্‌ফেট্‌-অব্‌-পটাশ্‌-ম্যাগ্‌নেশিয়া ব্যবহার করিবার ফলে কমলালেবুর

আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছিল। পটাশের জন্য সারাল কাঠের ছাইও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছাইয়ের মধ্যে alkali থাকায় উহা জমির অম্লত্ব নষ্ট করিয়া দেয় এবং ফলে বৃক্ষের পক্ষে শিকড়ের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করা সহজ হইয়া উঠে।

জমিতে নাইট্রোজেন ব্যবহার করিবার সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কেননা খুব কম করিয়া নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিলে যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, উহার অতি প্রয়োগেও সেইরূপ Die-back রোগাক্রান্ত হইয়া বৃক্ষের মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অনেক সময় ক্ষেত্রে গোবর, চোনা, তুলার বীজ-চুর্ণ, রক্ত প্রভৃতি সার অবিচারিত ভাবে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহা খুব বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেননা সাধারণতঃ ঐ সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন বিদ্যমান থাকে।

নাইট্রোজেনের জন্য নাইট্রেট্-অব-সোডা ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। ইহার অভাবে সাল্‌ফেট্ অব্-এমোনিয়া ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। অতএব ঐ দুইটী পদার্থের মধ্যে যখন যে জিনিসটীর মূল্য অল্প থাকিবে, তখন সেই জিনিসটী প্রযোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা এতক্ষণ মুখ্য সার কয়টীর কথাই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু উল্লিখিত দ্রব্য কয়টী ব্যতীত আরও কয়েকটী বস্তু আছে, যাহারা সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে কমলাকুঞ্জের উন্নতি বিধানে সহায়তা করে। ইহাদের মধ্যে নাইট্রেট্ অব্ সোডা এবং kainit প্রধান।

নাইট্রেট্ অব্ সোডা বা kainit এর একটী বিশেষত্ব এই, যে, ইহারা মাটির নীচেকার জল আকর্ষণ করিয়া উপরে তুলিতে পারে। এই জন্য যেখানে সময় মত বারিপাত হয় না, বা প্রায়ই অনাবৃষ্টি দৃষ্ট হয়, সেখানে ঐ দুই পদার্থের যে কোন একটী ব্যবহার করিলে যথেষ্ট সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাড়ন্ত গাছ ও ফলন্ত গাছ এই দুইয়ের সারের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। বাড়ন্ত গাছের যাহা প্রয়োজন, ফলন্ত-গাছের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই গাছে এই দুই বিভিন্ন অবস্থায় কখন কিরূপ সার দেওয়া উচিত, তাহা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ গড়ে ছয় বৎসর বয়সে কমলালেবুর গাছ যথেষ্ট পরিমাণে ফসল দিতে আরম্ভ করে। মিষ্টরসাত্মক কমলার বীজ-জাত যে চারা, তাহাতে ফল ধরিতে আরও তিনচার বৎসর লাগে। আবার এমন অনেক প্রকারের কমলা-গাছও আছে, যাহারা খুবই শীঘ্র শীঘ্র ফল দিতে আরম্ভ করে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে এত অসংখ্য প্রকারের কমলা লেবু রহিয়াছে এবং তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি এত বিভিন্ন প্রকারের যে, কমলা-গাছ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কোন কথা বলিতে গেলে, পদে পদেই বিড়ম্বিত হইবার সম্ভাবনা।

(ছয়)

বাড়ন্ত গাছের সার

চারা গাছ স্থানান্তরিত করিয়া ক্ষেত্রে বসাইবার পর প্রথম বৎসরে ইহা অধিক মাত্রায় সার গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতে ইহার আহার্য্য গ্রহণের শক্তি এবং প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিয়তই বাড়িতে থাকে। কাজেই পূর্ব্ব হইতেই

জমিতে ইহার প্রয়োজনানুরূপ সার প্রয়োগ করা উচিত। জমীর তারতম্য অনুসারে সারের প্রয়োজনীয়তাও কম এবং বেশী হইতে পারে; এইজন্য গাছ পিছু ঠিক কি পরিমাণ সার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন হইয়া পড়ে। তবে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া যাইতে পারে। বাগানে রোপণ করিবার পর দ্বিতীয় বর্ষ হইতে একটী সতেজ গাছের জন্য বৎসরে নিম্নলিখিতরূপ আহার্য্যের প্রয়োজন।

ফসফরিক্ এসিড্	৬ পাউণ্ড
নাইট্রোজেন	৪ ,,
পটাশ	৬ ,,

(১ পাউণ্ড = ½ সের)

কাজেই জমিতে ঐ অনুপাতেই সার প্রয়োগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু ঐ অনুপাত কেবল হালকা মাটি (light soil)র বেলাই খাটিবে। ভারী মাটিতে (heavy soil) নাইট্রোজেনের মাত্রা কমাইয়া উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ২ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া উচিত।

ফসফরিক্ এসিড্ গাছের খাদ্য বলিয়া, কেহ যেন না মনে করেন যে, জমিতে সার দিতে হইলে ঐ কয়টী পদার্থকে অবিমিশ্র এবং খাঁটি অবস্থায় জমিতে প্রয়োগ করিতে হইবে; বরং ঠিক তাহার বিপরীত। অবিমিশ্র অপেক্ষা মিশ্র সারই গাছের পক্ষে বেশী উপকারী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, ঐ মিশ্র সারের মধ্যে ফসফরিক্ এসিড্, নাইট্রোজেন এবং পটাশ উল্লিখিত অনুপাতে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।

একশত বৃক্ষ বিশিষ্ট একটী বাগানে সার হিসাবে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টী ব্যবহার করিলে যথেষ্ট সুফল পাইবার সম্ভাবনা আছে।

এসিড্ ফস্‌ফেট্	৫০০ পাউণ্ড
নাইট্রেট অব সোডা	১৭৫ ,,
তুলার বীজ চূর্ণ	২০০ পাউণ্ড
সালফেট্ অব পটাশ	১২৫ ,,

Heavy soil বিশিষ্ট জমিতে তুলার বীজ চূর্ণ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা একমাত্র নাইট্রেট অব্ সোডাই সমস্ত নাইট্রোজনের অভাব পূর্ণ করিবে।

উপরে যে পদার্থ কয়টীর নাম করা হইল, ঠিক ঐ কয়টীই যে ব্যবহার করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। উহাদের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এসিড্ ফস্‌ফেটের পরিবর্ত্তে জান্তব হাড়ের কয়লা ব্যবহার করিলে কোনও ক্ষতি হইবে না। সেইরূপ নাইট্রেট্ অব্ সোডার পরিবর্ত্তে সালফেট্ অব্ এমোনিয়া এবং মিউরিয়েট অব্ পটাশের পরিবর্ত্তে অক্লেশেই সালফেট্-অব-পটাশ্-ম্যাগ্নেশিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কিন্তু এইখানে আর একটী কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। এই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তনের সময় তাহাদের মাত্রারও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; কেননা সকল দ্রব্যের মধ্যেই বৃক্ষের খাদ্য (পটাশ, নাইট্রোজেন বা ফস্‌ফরিক্ এসিড) সমপরিমাণে বিদ্যমান নাই। কিন্তু সার দিবার সময় কেবল বৃক্ষের যথার্থ খাদ্যের দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। একটী উদাহরণ দিয়া ব্যাপারটী পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একশত গাছের জন্য ১৭৫ পাউণ্ড নাইট্রেট্ অব সোডার আবশ্যক। আমি আরও বলিয়াছি নাইট্রেট্ অব্ সোডার পরিবর্ত্তে সালফেট্ অব এমোনিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু ১৭৫ পাউণ্ড নাইট্রেটের পরিবর্ত্তে ১৭৫ পাউণ্ড সালফেট্ ব্যবহার করিলে চলিবে না। কেননা বৃক্ষের প্রয়োজনীয় খাদ্য নাইট্রোজেন যোগাইবার জন্যই ঐ দুই পদার্থের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে

নাইট্রেটে শতকরা ১৫ ভাগ নাইট্রোজেন রহিয়াছে, সেইখানে সাল্‌ফেটে নাইট্রোজেনের মাত্রা শতকরা ২০ ভাগ। কাজেই ১৭৫ পাউণ্ড নাইট্রেটে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়, ঠিক সেই পরিমাণ নাইট্রোজেনের জন্যই ১৩০ পাউণ্ড মাত্র সালফেট্‌ ব্যবহার করিলে চলিবে। প্রত্যেক সারের বেলাই এইরূপে পরিমাণ স্থির করিতে হয়।

ছোট বড় সকল গাছের জন্যই সম পরিমাণ সারের প্রয়োজন নাই। একটী বালক এবং একটী যুবকের খাদ্য কখনও এক হইতে পারে না। সেইরূপ যুবক ও বৃদ্ধের আহার্য্যের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। এতটুকু দুগ্ধে শিশুর পেট ভরিয়া যায়, সামান্য একটুক্ খাদ্যে বালকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়—কিন্তু যুবকের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। জীবজন্তুর বেলা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ তাহার আহার্য্যের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে হয় এবং বাড়াইয়া না দিলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে, উদ্ভিদের বেলাও সেইরূপ তাহাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিতে প্রযুক্ত সারের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া উচিত; কেননা তাহা না হইলে তাহারা সমভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারিবে না।

কমলা গাছ রোপণ করিবার প্রথম বর্ষে পূর্ব্ব-বর্ণিত মিশ্রিত সারের ২।৩ পাউণ্ড ব্যবহার করিলেই চলিবে। চারা বসাইবার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে এক বা দেড় পাউণ্ড আন্দাজ সার লইয়া গর্ত্তের ভিতর মাটির সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হয়। মাটির সহিত সার যতই মিশ খায়, গাছের পক্ষে ততই ভাল, অর্থাৎ গাছ তত সহজে ইহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবে। বাকী সারটুকু জুন বা জুলাই মাসে প্রয়োগ করিলেই চলিবে।

বর্ষে বর্ষে সারের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে বলিয়াছি; কিন্তু কি অনুপাতে বাড়ান উচিত তাহা বলিতেছি; প্রথম বর্ষে যত সার ব্যবহার করা হইল দ্বিতীয় বর্ষে তাহার দেড়গুণ, তৃতীয় বর্ষে দ্বিতীয় বর্ষের দেড়গুণ, চতুর্থ বর্ষে তৃতীয় বর্ষের দেড়গুণ —এই ভাবে বাড়াইলেই ভাল হয়। ফলকথা, ঐ অনুপাতে সার প্রয়োগ করিয়া অনেকগুলি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছিল।

গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলেই কিন্তু সার প্রয়োগ প্রণালী বদলাইতে হইবে। সাধারণতঃ ৫।৬ বৎসরের গাছেই ফল ধরে। কিন্তু উহার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। বিভিন্ন জাতীয় কমলালেবু গাছে বিভিন্ন সময়ে ফলন আরম্ভ হয়। আবার একই জাতীয় বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন বয়সে ফল ধরিতে দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, মোটামুটি ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালী অনুযায়ী সার ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই।

(সাত)

ফলন্ত গাছের সার

প্রায় অধিকাংশ ফলের বাগানেই সার প্রয়োগ করিবার সময় সেই ফলের রাসয়ণিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হয় উহার মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহার মধ্যে যে যে পদার্থ যে পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা নিশ্চয়ই বাগানের মাটি হইতে গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সেই দ্রব্য সেই সেই পরিমাণে মাটি হইতে লোপ পাইয়াছে। কাজেই জমির উর্ব্বরতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, সেই অনুপাতেই সার প্রয়োগ করিতে হইবে। ২০,০০০ পাউণ্ড ওজনের ৩০০ বাক্স কমলালেবু পরীক্ষা করিয়া উহার মধ্যে নিম্নলিখিত অনুপাতে ফস্‌ফরিক এসিড্, নাইট্রোজেন এবং পটাশ পাওয়া গিয়াছিল।

	শতকরা	মোট
ফস্‌ফরিক্ এসিড্	০·০৬ ভাগ	১২ পাউণ্ড
নাইট্রোজেন	০·১৪ ,,	২৮ ,,
পটাশ	০·২৫ ,,	৫০ ,,

অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, উল্লিখিত পরিমাণ সার কেবল লেবুগুলির বৃদ্ধির জন্যই প্রয়োজন। বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য এতদতিরিক্ত সার প্রয়োগ করিতে হইবে।

উপরে যাহা বলা হইল, সে কেবল থিওরির কথা। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া এবং অঙ্ক কসিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু হাতে কলমে কাজ করিয়া দেখা গিয়াছে ঐ থিওরির মধ্যে একটু আধটু ভুল আছে। তাহার পরিবর্ত্তন সাধন প্রয়োজন। নাইট্রোজেনের মাত্রা কমাইয়া ফস্‌ফরিক্ এসিডের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেই আবশ্যক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। ভূমির মধ্যে নানা স্বাভাবিক উপায়ে নাইট্রোজেন সঞ্চারিত হয়। বহুবিধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু বৃক্ষের নাইট্রোজেন সংগ্রহে সহায়তা করে। বিশেষতঃ ধনিচা, অড়হর প্রভৃতি ঐ জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করিলে ত কথাই নাই। উহাদের শিকড়ের গাঁটে গাঁটে এক প্রকার জীবাণু বাস করে। তাহারা বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ জমিতে ছড়াইয়া দেয়। এই সমস্ত কারণে জমিতে খনিজ নাইট্রোজেন কম করিয়া ব্যবহার করিলেই ভাল হয়।

ফস্‌ফরিক্ এসিড্ বেশী করিয়া ব্যবহার করিতে বলিয়াছি। তাহার কারণ ফস্‌ফরিক্ এসিড্ স্বয়ং ত বৃক্ষের খাদ্য বটেই, তাহা ছাড়া ইহা বর্ত্তমান থাকিলে বৃক্ষের পক্ষে মাটি হইতে অন্যান্য খাদ্য গ্রহণ করাও সহজ হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, একশত গাছের জন্য ৭২ পাউণ্ড ফস্‌ফরিক্ এসিড্, ৪০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন এবং ১২২ পাউণ্ড পটাশ প্রয়োজন। যে পরিমাণ মিশ্রিত সারে ঐ ঐ দ্রব্য ঐ ঐ পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, একশত বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগিচায় তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে। সারের মধ্যে নাইট্রোজেন ফস্‌ফরিক্ এসিড্ এবং পটাশের অনুপাত ১:২:৩ হওয়া উচিত।

উল্লিখিত পরিমাণ বৃক্ষখাদ্যের জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ সারপদার্থ কয়টী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২৫৫ পাউণ্ড সাল্‌ফেট্ অব্ পটাশ্ (পটাশ্ শতকরা ৪৮ ভাগ)

৫১৫ পাউণ্ড এসিড্ ফস্‌ফেট্ (শতকরা ১৪ ভাগ)

২৬৭ পাউণ্ড নাইট্রেট অব্ সোডা (নাইট্রোজেন শতকরা ১৫ ভাগ)

১০৩৭ পাউণ্ড মিশ্রিত সার ... (ক)

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বৃক্ষের প্রকৃত খাদ্যের পরিমাণ এবং অনুপাত সমান রাখিয়া একটী সারের পরিবর্ত্তে অন্য সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটী উদাহরণ দিলে ব্যাপারটী সরল হইয়া আসিবে। আমরা বলিয়াছি একশত গাছের জন্য ১২২ পাউণ্ড পটাশের প্রয়োজন। ঐ ১২২ পাউণ্ড পটাশ যোগাইবার জন্য শতকরা ৪৮ ভাগ পটাশবিশিষ্ট ২৫৫ পাউণ্ড সাল্‌ফেট্ পটাশ ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু যদি ডবল মেনিয়োর সল্ট (শতকরা ২৬ ভাগ পটাশ বিশিষ্ট) প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে উহা ৪৭০ পাউণ্ড প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে অন্যান্য সার ও বদলান যাইতে পারে।

সকল সময়েই বৃক্ষখাদ্যের অনুপাত ঠিক রাখিতে হইবে; কিন্তু বৃক্ষের বিভিন্ন অবস্থায় উহার পরিমাণের পরিবর্ত্তন না করিয়া উপায় নাই। প্রথম প্রথম গাছ যতই বাড়িতে থাকিবে, সারের মাত্রাও ততই বাড়াইতে হইবে। একটী মাঝ বয়সী কমলালেবু গাছ যে গড়ে বৎসরে ৬।৭ শত ফল প্রদান করে, তাহার জন্য ৩৫

হইতে ৫৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত (ক) চিহ্নিত মিশ্রিত সার ব্যয় করা উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ সকল গাছে অত লেবু ফলে না বা ফলিলেও উহার অধিক বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। যখন গাছের পূর্ণ মাত্রায় ফলন আরম্ভ হইবে, তখন হইতে সারের মাত্রা একটু কমাইয়া দেওয়া উচিত। কেননা তখন আর গাছ সমান ভাবে বাড়িতে থাকে না। কাজেই সারের প্রয়োজন শুধু ফলের বৃদ্ধি এবং গাছের জীবন রক্ষার জন্য।

(আট)

"There's many a slip between the cup and the lip."

কমলালেবুর চারা রোপণ করিলাম। উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগের ব্যবস্থাও না হয় করিলাম। কিন্তু তাহা হইলেই কি সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া গেল? এইবার কি নিশ্চিন্ত মনে সবুর করিলেই কমলালেবু রূপ সুমিষ্ট মেওয়া নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাইবে? ইহার উত্তর যে একটা 'প্রকাণ্ড' না তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যতদিন গাছ গুলি বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহাদিগকে যত্ন করিতে হইবে—ততদিন তাহাদিগকে নানাবিধ আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

ঝড় চারা গাছের প্রধান শত্রু। ঝড়ের হাত হইতে চারা গাছকে রক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ কমলা বাগিচায় ঘন পত্রপল্লববিশিষ্ট অন্যান্য গাছ রোপণ করা হয়। কালিফোর্ণিয়ায় চাষীরা ইউক্যালিপটাস্ ও সাইপ্রেস্ গাছ এবং ফ্লরিডায় কর্পূর এবং বাঁশ গাছ পুতিয়া থাকে। আমাদের দেশে কলাবাগানের মধ্যে কমলালেবুর চারা রোপণ করিলে মন্দ হয় না। কলা ঝাড়ের অন্তরালে রৌদ্র ও ছায়ায় কমলা গাছ বেশ সতেজে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। চারাগুলি বেশ বড় হইয়া উঠিলে, কলা গাছগুলিকে একে একে মূল সমেত তুলিয়া ফেলিতে হয়।

কমলাগাছের দ্বিতীয় শত্রু তুষার। আমাদের দেশে সে রকম তুষারের উৎপাত না থাকিলেও আমেরিকার কমলাচাষীরা মাঝে মাঝে তুষারের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। এই সম্পর্কে একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। সে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা। ঐ বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসে এক রাত্রির তুষারপাতে ফ্লরিডার কমলাক্ষেত্রগুলি হইতে ২৭০০০০০০ পাউণ্ড মূল্যের কমলালেবু ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং শুধু যে লেবুই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে, এমন কি গাছগুলি হইতে সমস্ত পাতা এবং ছোট ছোট ডালপালা খসিয়া গিয়াছিল। অবশ্য ইহা একটী বিস্ময়কর আকস্মিক ঘটনা। প্রতি বৎসরই এরূপ হয় না এবং এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র একবারই ঐরূপ ঘটিয়াছিল।

যাহা হউক, তুষারের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইতে হইলে গাছগুলিকে তুষারসহ করিয়া ফেলিতে হইবে। কলম বাঁধিবার সময় অম্লরসাত্মক গাছের ডাঁটার সহিত মিষ্টরসাত্মক গাছের চোখ সংযুক্ত করিলে কলম-জাত গাছ শীতসহিষ্ণু হয়। বাগিচার চারিপাশে অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ করিলে বা বিলের ধারে কমলা বাগিচা স্থাপন করিলেও মাত্রাতিরিক্ত শীতের হাত হইতে গাছগুলির রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা আছে।

তৃতীয়তঃ, শীতকালে অত্যধিক নাইট্রোজেন বিশিষ্ট সার প্রয়োগ করা উচিত নহে; এমন কি উহা আদৌ ব্যবহার না করিলেই ভাল হয়।

(নয়)

'শরীরং ব্যাধিমন্দিরং'—ইহা কেবল জীব জগতের বেলাই সত্য নহে, বৃক্ষলতার জীবনেও এই কথা খাটে।

কলেরা বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিতে সময় সময় গ্রামের পর গ্রাম উৎসাদিত হইয়া যায় ইহা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কমলাক্ষেত্রেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ কাল ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে—অবশ্য কলেরা বসন্ত বা প্লেগ নহে, নানাবিধ উদ্ভিদ রোগ। এই সমস্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় জানা না থাকিলে কমলার চাষ করিয়া লাভবান হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত আধিব্যাধি ব্যতীত কমলা গাছের অনেক কীট শত্রু আছে। কোন কীট পত্র খায়, কেহ ফল খায়, আবার কেহ বা ডালা পালায় ছিদ্র করিয়া বৃক্ষটীকে মৃত্যুর পথে আগাইয়া দেয়। এই সমস্ত কীটের হাত হইতেও রক্ষা না পাইলে চলিবে না।

সকল রকম পোকার হাত হইতে নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাইবার মত কোনও উপায় আজিও আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা জানি না। তবে বিভিন্ন কমলা ক্ষেত্রে উহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য যে যে পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা বলিতেছি।

(১) কীটের আক্রমণ

নানা জাতীয় ক্ষুদ্রকায় কীট লেবুগাছের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। ইহারা প্রথমতঃ ত্বক্ এবং পরে ত্বক্ ভেদ করিয়া কাণ্ডের মধ্য হইতে রস টানিয়া লয়। এইরূপ বহু সংখ্যক কীটের দ্বারা আক্রান্ত হইলে বড় বড় গাছও কিছুদিনের মধ্যে মরিয়া যায়। গাছের কাণ্ডে দু একটী ছিদ্র দেখিতে পাইলেই বুঝিতে হইবে, এই কীট গাছটীকে আক্রমণ করিয়াছে এবং তখন হইতেই সাবধান হইতে হইবে।

প্রতিকারের উপায়

আমাদের দেশে কেহ কেহ এই পোকা বিনষ্ট করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে। গাছের ছালের উপর কাঠের গুঁড়ার মত গুঁড়া বাহির হইয়াছে দেখিলেই একখানি ধারাল ছুরী দিয়া সেই স্থানের ছালটুকু চাঁচিয়া ফেলে। ইহাতে কাণ্ডের উপর একটী ছিদ্র দেখা দেয়। তখন সেই ছিদ্র পথে একটি সূক্ষ্ম লৌহতার প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাকে অবিরত ঘুরাইতে থাকিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্মধ্যস্থ কীট সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়।

কালিফোর্ণিয়া ও ফ্লরিডা প্রভৃতি আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে এই কীট ধ্বংস করা হয়। তিমি মাছের চর্ব্বি হইতে এক প্রকার সাবান প্রস্তুত হয়। গাছের ছিদ্র পথে এই সাবানের জল প্রবেশ করাইয়া দিলে ছিদ্র মধ্যস্থ সমস্ত কীটই অবিলম্বে মরিয়া যায়

(২) প্রজাপতির আক্রমণ

কখন কখন এক জাতীয় প্রজাপতি লেবুপাতার উপর ডিম পাড়িয়া যায়। কিছুদিনের মধ্যেই এই ডিম ফাটিয়া তাহার মধ্য হইতে পোকা বাহির হয় এবং সেই স্থানে বসবাস করিয়া কচি পাতা এবং ক্রমে ক্রমে কচি ডাল পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। এই সমস্ত পোকা বাছিয়া বাছিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা যায়। হাইড্রো-সায়নিক্-এসিড গ্যাস (Hydro-Cyanic acid gas) লাগাইলেও এই সব পোকা মরিয়া যায়।

(৩) পতঙ্গের আক্রমণ

এক এক সময় পাতা এবং লেবুর উপর কালরঙ্গের মৃত্তিকাবৎ পদার্থ জমিতে দেখা যায়। উহা আর কিছুই নহে নানা জাতীয় পতঙ্গের মল মাত্র। এই সব পতঙ্গ পাতা এবং লেবুর রস চুষিয়া খায়। ইহাদের মধ্যে white fly নামক পতঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টজনক।

প্রতিকারের উপায়

ইহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রথমতঃ হাইড্রো-সায়ানিক্ গ্যাস ব্যবহার করিতে হইবে এবং তৎপরে আক্রান্ত স্থানটুকু কেরোসিন তৈল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

(৪) Scab বা অর্ব্বুদাদি রোগ

মানুষের দেহে যেমন অর্ব্বুদাদি জন্মিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সময় সময় কমলালেবু গাছের কচিডাল, পাতা ও লেবুর উপরও সেইরূপ ছোট বড় নানাবিধ অর্ব্বুদ দৃষ্ট হয়। ইহা এক প্রকারের ছাতা রোগ বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

প্রতিকারের উপায়

বোর্ডোয়াক্স মিক্শ্চার (Bordeaux mixture) কিম্বা এমোনিয়াঘটিত কপার-কার্ব্বনেট-সলিউশান (Ammoniacal Copper Carbonate solution) ব্যবহার করিলে এই রোগ সারিয়া যায়।

(৫) শিকড় পচা

সময় সময় গাছের শিকড় পচিয়া গাছ মরিয়া যায়। জল নিকাশের ভালরূপ ব্যবস্থা না থাকাই এইরূপে শিকড় পচিয়া যাইবার এক মাত্র কারণ।

প্রতিকারের উপায়

এই রোগের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে গাছের গোড়ায় যাহাতে জল বসিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) ছালওঠা রোগ

ইহা মানুষের খোস পাঁচড়া রোগেরই অনুরূপ। এই রোগে আক্রান্ত হইলে গাছের ছাল বিশেষতঃ ঠিক মাটির উপরকার কাণ্ডের ছাল গাছের গা হইতে খসিয়া পড়ে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, এক প্রকার উদ্ভিজ্জ জীবাণুর আক্রমণেই এই রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই সমস্ত রোগ-জীবাণু বাতাসের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। গাছের গুড়ি বা ডালে কোনওরূপ আঘাত লাগিয়া ক্ষত উৎপন্ন হইলে সেই জীবাণু ক্ষত পথে বৃক্ষ দেহে প্রবেশ লাভ করে এবং সেখানে পরমানন্দে বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে।

জল নিকাশের ভালরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে বা খুব বেশী রকম জৈব সার প্রয়োগ করিলেও কখন কখন এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে।

প্রতিকারের উপায়

কমলালেবু গাছকে এই রোগের কবল হইতে মুক্ত করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

প্রথমে একখানি ধারাল ছুরী দিয়া রোগাক্রান্ত অংশটী চাঁচিয়া ফেল। সমস্ত রোগাক্রান্ত অংশ ত তুলিয়া ফেলিবেই, এমন কি খানিকটা সুস্থ কাঠও যেন চাঁচিয়া ফেলা হয়। তাহার পর ঐ ক্ষত অংশের উপর কার্ব্বলিক এসিডের প্রলেপ লাগাইয়া দাও। চাঁচিয়া ফেলা কাঠগুলি পোড়াইয়া ফেলা উচিত, কেননা তাহা না করিলে উহার সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য গাছ রোগাক্রান্ত হইতে পারে। ছুরী খানিও অন্য কার্য্যে বা অন্যত্র ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কার্ব্বলিক এসিডে ডুবাইয়া উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত।

(৭) Die-back

এই রোগের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহাকে প্রকৃত পক্ষে একটী রোগ না বলিয়া গাছের একটী অবস্থা বলিলেই ভাল হয়। ইহাতে প্রথমে ডালের অগ্রভাগ শুকাইতে আরম্ভ করে এবং পরে ক্রমে ক্রমে তাহার গোড়ার দিকও শুকাইয়া যায়। সাধারণতঃ বৃক্ষের এই অবস্থা

আসিবার পূর্ব্বে ডালের ছালের উপর একপ্রকার লাল রঙের মরিচা পড়িতে আরম্ভ করে।

সার-বিভ্রাটই এই রোগের প্রধানতম কারণ। অনেকের ধারণা আছে, জমিতে রাশি রাশি সার প্রয়োগ করিলেই গাছে রাশি রাশি ফল ফলিতে থাকিবে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অতি আহারে মাটির অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদিগের মিথ্যা বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া যাঁহারাই মাত্রাতিরিক্ত সার, বিশেষতঃ নাইট্রোজেন-সার ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বাগিচার তেজাল গাছগুলি die-back রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া গিয়াছে।

এই রোগের দ্বিতীয় কারণ জল নিকাশের সুবন্দোবস্তের অভাব।

প্রতিকারের উপায়

কমলা গাছের এই রোগ সারাইতে হইলে রোগের কারণগুলি দূর করিতে হইবে। গাছের পাতার উপর বোর্ডিয়াক্স মিক্শ্চার (Bordeaux mixture) ছড়াইয়া দিলেও যথেষ্ট সুফল পাইবার সম্ভাবনা। ইহা গাছের পক্ষে সালসার কাজ করে।

(দশ)

আর দুই একটী কথা বলিয়াই আমরা কমলা-প্রসঙ্গ শেষ করিব। আগে লোকের ধারণা ছিল, কমলালেবু গাছকে উঁচুর দিকে বাড়িতে দেওয়াই ভাল। সেই জন্য পূর্ব্বে সকল চাষীই আশপাশের ডালগুলি কাটিয়া ছাটিয়া কমলা গাছের গুড়িকে লম্বা করিয়া ফেলিত। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কমলা চাষী মহলে সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন সকলেই নীচু ঝাকড়া গাছের পক্ষপাতী। গাছ নীচু এবং ঝাকড়া হইলে কয়েক বিষয়ে খুবই সুবিধা হয়।

প্রথমতঃ, ডালগুলি চারিদিকে ঝুলিয়া পড়ায় গাছের নীচেকার জমি সকল সময়ই ভিজা থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, ডালগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লেবুর ভার সহিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, লেবু পাড়িবার পক্ষে খুবই সুবিধা হয়।

আজকাল কমলা গাছের ডালপালা ছাটিয়া দিবার প্রথা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। নিতান্ত ফড়্‌বী ডাল ব্যতীত আর কিছুই কাটিয়া দেওয়া হয় না। ফল ধরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা ফলন্ত গাছের ডালপালা ছাটিয়া দিতে নাই। ফল পাকিয়া যাইবার পরই ছাট্ কাটের প্রশস্ত সময়।

এইত গেল চাষের কথা। ভাল করিয়া চাষ করিলে ফল ফলিবে। কিন্তু ফল ফলিলেই কি লাভবান হওয়া যায় ?

ব্যবসাদারী একটী আর্ট বিশেষ। সুচাষী মাত্রেই সুব্যবসায়ী নয়। কমলালেবু পাকিলে সেইগুলি পাড়িয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠাইতে হয়। কিন্তু যেমন তেমন করিয়া পাঠাইলে যে মূল্য পাওয়া যায়, একটু যত্ন করিয়া একটু সভ্যভাবে পাঠাইলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য পাইবার সম্ভাবনা। অথচ দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের চাষীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সুপক্ক কমলা-লেবুগুলি একটী একটী করিয়া পাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারের এবং গুণবিশিষ্ট লেবুগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রেডে বিভক্ত করিতে হইবে। তাহার পর সেগুলি বাক্সবন্দী করিয়া বাক্সের গায় কোন্ জাতীয় এবং কোন্ গ্রেডের কমলা উহার মধ্যে আছে, তাহা লিখিয়া দেশ বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিলে কমলাগুলি ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবেই, তাহা ছাড়া স্থানীয় চাষীদের মালের উৎকর্ষতা সম্বন্ধেও বাজারে বেশ একটু নাম বাজিয়া যাইবে।

মুরগীর ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩। সর্দ্দি

এ পীড়ার চিহ্ন মনুষ্য দেহে যেরূপ প্রকট হয়, পাখীর দেহেও ঠিক সেইরূপ হয়। ঠাণ্ডা লাগিলেই পাখীরা এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং সময়ে লক্ষ্য না রাখিলে রোগ কঠিন হইয়া পড়িতে পারে। যে লোকের কাশী বা সর্দ্দি লাগিয়াছে অথবা যাহারা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ভুগিতেছে, তাহাকে মুরগীর বাসগৃহে বা তাহাদের নিকট কোন ক্রমেই যাইতে দিবে না। ব্যাধি হইতে রক্ষা করিতে হইলে পাখীকে গরম স্থানে রাখিবে এবং এক ফোটা টিংএকোনাইট ৬০ শক্তি এবং আর্সেনিকাম এ্যাল্‌ব্ ৬০ শক্তি প্রত্যহ চারিবার করিয়া পর পর সেবন করাইবে। আরও ইহাতে ১০ ফোঁটা গ্লিসারিন অথবা এক গ্রেণ কুইনাইন এবং তিন ফোঁটা সালফিউরিক এসিড্ ডিল (Sulp. acid dil.) প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিবে। পাখীকে বেশ পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে। এ দেশীয় লোক এক চামচ খাঁটী সরিষার তৈল খাইতে দেয়। খুব কম পরিমাণে কনডিজ্ ফ্লুড (Condy's fluid) পাখীর নাসারন্ধ্র দিয়া উহাকে খাওয়াইয়া দিবে। যে সকল পাখী পীড়িত হয় নাই তাহাদের পান করিবার জলে একটু গ্লিসারিন এবং কর্পূর মিশাইয়া দিবে।

৪। আমাশয়

অতিরিক্ত খাওয়া, ময়লা জল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা উত্তাপের দরুণ অথবা বদ্‌হজমী ইত্যাদি কারণেই এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় যদি রোগের প্রতিকার করা না হয়, তাহা হইলে উহা কলেরায় পরিণত হইবে। এই সময় পাখীকে এক চামচপূর্ণ অলিভ অয়েল অথবা এক চামচ এপ্‌সম্ সল্টস (Epsom salts) দিবে এবং দুই ফোঁটা ইপিকাক ৬০ শক্তি এক চামচ জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। তাহার পর প্রত্যহ দুইবার করিয়া এক দাগ টনিক মিক্‌চার সেবন করাইবে। পাখীকে গৃহের একটা নির্জ্জন কোণে রাখিবে এবং ঠাণ্ডা জলে এরারুট মিশাইয়া খাইতে দিবে। দৈনিক তিনবার করিয়া তিন ফোঁটা পেরি ডেভিস্ পেন কিলার (Perry Davis's Pain Killer) সেবন করাইলেও বেশ ভাল ফল পাওয়া যাইবে।

৫। পেটের পীড়া

পূর্ব্বে ডাইরিয়া (diarrhœa) যে কারণে— উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে, ইহা ও সেই কারণে ঘটে।

ইহাতে এক চামচপূর্ণ অলিভ অয়েল অথবা এপছম সল্টস্ দিবে এবং ইপিকাক ৬০ শক্তি দুই ফোটা খুব কম পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর একদিন সেবন করাইবে। পাখীকে এরারুট খাইতে দিবে এবং একটু বেলও দিবে। পাখীকে খুব নির্জ্জন স্থানে এবং অন্যান্য মুরগী হইতে দূরে রাখিবে।

৬। লিভারের ব্যারাম (Liver Disease)

কোন মূল্যবান মুরগীর মুখমণ্ডল পাণ্ডু বর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ নষ্ট হইয়া যাইতেছে কিনা দেখিবে। কারণ ইহাতে প্রায়ই লিভারের দোষ ঘটিতে দেখা যায়। এ ব্যাধি ভীষণ এবং সংক্রামক। অনেক সময় দেখা যায়

পাখী খুব রোগা হইয়া যাইতেছে, কিন্তু লিভারের যে কোন দোষ হইয়াছে, তাহার কিছু চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা ফুস্‌ফুসের দোষের জন্যই ঘটিয়া থাকে। এরূপ ব্যাধি হইলে তাহা আরোগ্য হইবার আর কোন উপায় নাই, তবে সাধারণ ক্ষেত্রে কড লিভার অয়েল চলিতে পারে এবং তাহাতে উপকার পাওয়া যায়।

৭। গেপ্‌স্‌ (Gapes)

এই ব্যাধিতে প্রধানতঃ শাবকেরাই আক্রান্ত হয় এবং গলার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মাইবার দরুণই এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

ইহাতে বায়ু চলাচলের পথ বন্ধ হইয়া যায় এবং পাখী বাতাস লইবার জন্য ক্রমাগত হা করিয়াও থাকে, সেইজন্য ব্যাধীর নামও এইরূপ হইয়াছে।

এই ব্যাধির কবল হইতে উদ্ধার পাইবার অনেকগুলি উপায় আছে। তাহার মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, একটী ছোট পালকে তারপিন তৈল ও কর্পূর লাগাইয়া শাবকের গলার মধ্যে ধরিবে এবং সেইটাকে দুই একবার ঘুরাইয়া বাহির করিয়া লইবে। কখন কখন ইহার ফলে গলার মধ্যকার অনেক কীট ঐ পালকের সহিত বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু এই উপায়টী বেশ সতর্কতার সহিত সম্পাদন করিতে হইবে, নতুবা হাঁফ্‌ লাগিয়া পাখীর দম বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

খুব সহজ রোগে একটু কর্পূর, অথবা একটু তারপিন তৈল, ফিনাইল, কন্‌ডিস্‌ ফ্লুইড্‌ অথবা পারমাঙ্গানেট্‌ অব পটাস্‌ পানীয় জলে ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট।

আর একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হইতেছে শাবকের গলায় মধ্যে কারবলিক এসিডের বাষ্প লাগান। এসিড্‌ গরম হইয়া উঠিলেই, ইহা হইতে ধূম নির্গত হয়। সেই সময় পাখীর মাথাটা উহার উপর ধরিবে এবং বেশ করিয়া ধোঁয়া লাগাইবে; কিন্তু সে সময় নজর রাখিবে যেন পাখীর দম বন্ধ হইয়া না যায়। ঐ পোকাগুলিকে সমূলে নিপাত করিবার জন্য এই প্রক্রিয়া দুই তিন বার দরকার হইতে পারে। এ প্রক্রিয়া যদি অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে ছয় ফোঁটা তারপিন তৈল, এক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস্‌ অয়েল, এক ফোটা টিংক্যাম্ফর এবং ছয় ফোটা সরিষার তৈল একত্রে মিশাইয়া শাবকের গলায় ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিবে। আমি কখন কখন দুই ফোটা স্পিরিট্‌ অব ক্যাম্ফর এক টুকরা রুটীতে মাখাইয়া পাখীর গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া উপকার পাইয়াছি। সুতরাং তিন দিন প্রত্যহ দুইবার করিয়া এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে। এক চামচপূর্ণ জলে তিন কিম্বা পাচ ফোঁটা লিটিলস্‌ সলিউবল্‌ ফিনাইল মিশাইয়া পাখীর গলার মধ্যে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিবে। পাখীর বাসস্থানে কোন দূষিত কীট্‌ দেখিতে পাইলে, তথায় কিছু চূণ অথবা উগ্র ফিনাইল পাউডার ছড়াইয়া দিবে।

এই ব্যাধিটী সংক্রামক। দূষিত জল পান করিলে, স্যাঁতা স্থানে বাস করিলে বা পচা খাদ্য খাইলে সাধারণতঃ এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

৮। Scurvy face and comb (মুখে ও মাথার চুলে ঘা ও চুলকানী)

অতিরিক্ত কীট্‌ জন্মাইলে এই পীড়া হয় এবং ইহা সংক্রামক। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবহার করিবে :—

ইউক্যালিপটাস অয়েল	...	এক ভাগ
স্পিরিট অব ক্যাম্ফর	...	,, ,,
ফিনাইল	...	,, ,,

তারপিন তৈল	... দুই ভাগ
নারিকেল তৈল	... চারি ভাগ
ফ্লাওয়ার অব সালফার বা গন্ধকের খই *	... ,, ,,
বোরাসিক পাউডার	... ,, ,,

পীড়িত স্থানগুলি ফিনাইল বা জল দিয়া ধুইয়া দিবে। তাহার পর ঐ ঔষধ প্রত্যহ দুইবার করিয়া ব্যবহার করিবে। জামবাক্ও (Zam Buk) বেশ সুন্দর জিনিষ ইহা ব্যবহারে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। এ দেশীয়েরা নিমপাতা ব্যবহার করে এবং তাহাতেও উত্তম ফল পায়।

গন্ধক প্রদীপের শিখায় গলাইলে যে ফুল পড়ে তাহা গুড়াইয়া লইতে হয়।

সামান্য একটু জলে এক ফোঁটা আর্স আলব্ ৬০ শক্তি (Ars. Alb. LX) মিশাইয়া পাখীকে প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিতে দিবে, এবং বেশ পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে। পোল্ট্রি পাউডার অথবা টনিক মিকচার দিতে ভুলিবে না।

৯। শ্লেষ্মা (Roup)

মুরগী এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে বড় ভয়ের কারণ হয়। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক, সুতরাং এ রোগের চিহ্ন একটু প্রকাশ পাওয়া মাত্র উহাকে অন্যান্য মুরগীর নিকট হইতে দূরে রাখিবে, পাখীকে গরম স্থানে রাখিবে এবং গরম দুগ্ধের সহিত আদা মিশাইয়া পাখীকে খাইতে দিবে।

প্রথমতঃ একটু সর্দ্দি লাগিয়াই এই রোগের সূত্রপাত হয় এবং নাসারন্ধ্র হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে এবং চক্ষু দুটী ছলছল্ করিতে থাকে। ইহার পর শ্লেষ্মা গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায় এবং পাখী নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইতে কষ্ট পায়। কখন কখন পাখীর এইরূপ অবস্থায় চক্ষু ও মুখমণ্ডল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া যায়। এই পীড়ায় পাখী অত্যন্ত কষ্ট পায় এবং রীতিমত যত্ন না করিলে পাখীকে কখন কখন মরিতেও দেখা গিয়াছে।

রোগের লক্ষণ

এ ব্যাধি হঠাৎ হইতে পারে বা আস্তে আস্তে একটী একটী করিয়া পীড়ার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

প্রথমতঃ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে মাথায় ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তাহার পর অত্যন্ত জ্বর হয় এবং মুরগী খুব আগ্রহ সহকারে জল পান করে। পাখীর মাথার ঝুটিটা পাণ্ডু বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইতে পারে। তাহার পর শ্লেষ্মা খুব পাকিয়া উঠে। তখন হলুদ বা রক্ত বর্ণের শ্লেষ্মা ঝরিতে থাকে। সুতরাং ইহা প্রথম অবস্থায় জলের ন্যায় থাকে, কিন্তু পরে জমাট বাধিয়া যায় এবং পাখী নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিতে অত্যন্ত কষ্ট পায়, এবং তাহার মুখ চোখ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় অন্ধ মুরগী খাদ্য খাইবার বা জল পান করিবার সময় দেখিতে পায় না, এবং সেজন্য অত্যন্ত ক্ষুধা থাকিলেও খাইতে পারে না।

এই সময় পাখীর শ্লেষ্মায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় এবং এজন্য পাখীর দেহ খারাপ হয়। অনেক সময় পাখী খাইতে না পারায় উপবাস করে এবং মরিয়া যায়, অথবা কখন কখন দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। অনেক সময় এই শ্লেষ্মা পেটের ভিতর চলিয়া যায় এবং পাখীর উদরাময় রোগ জন্মে; কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা খুব কমই ঘটে, অনেক সময় পাখীর পায়ের আঙ্গুলের সন্ধিস্থান ছিঁড়িয়া যায়, কিন্তু ইহা যে কেন হয়, তাহা বলা যায় না।

এই ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে হইলে একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হইতেছে এই যে, পাখীর একটী

পালক তুলিয়া দেখিতে হইবে, পাখী রাত্রিকালে ঠোট দিয়া পালক ঘর্ষণ করিবার সময় তথায় কোন লালার চিহ্ন লাগিয়াছে কিনা, আর পাখীর নাসারন্ধ্র বেশ পরিষ্কার আছে কিনা, তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। রাত্রিতে লণ্ঠন লইয়া পাখীর বাসস্থানে যাইয়া বেশ করিয়া পাখীগুলি পরীক্ষা করিবে। তাহার পর পাখী হাঁপাইতেছে, কি কাশিতেছে, মনোযোগ সহকারে তাহা শুনিবে। মৃত্যুর পর দেখা যায় পাখীর লিভার খারাপ দ্রব্যে পূর্ণ থাকে, মাংস নরম হইয়া যায় এবং ইহা হইতে একরকম দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

পীড়ার কারণ নির্ণয়

পূর্ব্বে যে সমস্ত রোগের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে কোন একটা বিশেষ বীজাণুর চিহ্ন পাওয়া যায় না। এ ব্যাধি অনেক টাইফয়েড্ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মত; কিন্তু ইহা সংক্রামক হইয়া উঠিলে, অনেক মুরগী এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সময়ে রোগের প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা না করিলে সাধারণতঃ তিন দিনের মধ্যেই ইহা ভয়ানক মারাত্মক হইয়া পড়ে, কতকগুলি মুরগী ৭৮ দিনের মধ্যেই মারা যাইতে পারে।

কি কি কারণে পাখীর এই ব্যাধি হয় এবং এত শীঘ্র মারা যায়, তাহার সকল কারণ উল্লেখ এখানে না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। যে কোন কারণেই হউক, পাখীর স্বর বসিয়া গেলে, পাখীর বাসগৃহে উপযুক্ত পরিমাণে বায়ু চলাচল না করিলে এবং নোংরা স্থানে বাস করিলে পাখীকে প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ভিজা এবং স্যাঁতা স্থানে বাস করিলেও এ রোগ হইতে পারে। কখন কখন মুরগী কেবল মাত্র ঠাণ্ডা লাগিয়াই মরিয়া যায়। বর্ষা এবং শরৎ ঋতুতেই এই রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয় এবং ভিজা, স্যাঁতা, আলোকবাতাসহীন দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে বাস করিলেই এই রোগ হইবে।

মুরগীকে রাত্রিতে কোন একটা গরম আলোক-বাতাসহীন বদ্ধ গৃহে গাদাগাদি করিয়া রাখিয়া দিয়া সকাল বেলায় তাহাদিগকে ঠাণ্ডা বাতাসে ছাড়িয়া দিলেই তাহারা নিশ্চয়ই পীড়িত হইবে। ইহা বড় সংক্রামক ব্যাধি। যদি কোন পীড়িত মুরগী অন্য একটা সুস্থ মুরগীকে স্পর্শ করে, অথবা যদি পীড়িত পাখীর ব্যবহৃত জল সুস্থ পাখী পান করে, তাহা হইলে, সুস্থ মুরগী এই রোগে আক্রান্ত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি পীড়িত পাখীর সেবা করিয়া সেই হাতেই অন্য সুস্থ মুরগীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে মুরগীও পীড়িত হইবে। পাখী যে কোন অবস্থাতেই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ মুরগীর একটু বয়স বাড়িলেই এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই ব্যাধিতে শাবক এবং তুর্কী মুরগীও মারা যায়, কিন্তু ইহা খুব কচিৎ দৃষ্ট হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, অনেক লোক হাঁপানি কাশি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডিপ্‌থিরিয়া রোগে ভুগিতেছে, এবং তাহাদের শ্লেষ্মা ও থুথু খাইয়া মুরগীরা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছে; সুতরাং ইহাও দেখা যায় যে, যখন মুরগী মনুষ্যের বাসস্থানের খুব নিকটে বাস করে অথবা মুরগীর বাসগৃহের নিকট দিয়া মনুষ্য চলাচল করে ও তথায় কাশ ও থুথু নিক্ষেপ করে, তখন মুরগীরা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবেই। কতকগুলি লোকের এমন একটা বদ্ অভ্যাস আছে যে, তাহারা বড় ঘন ঘন থুথু ফেলে ও নাক ঝাড়ে। যেখানে লোক চলাচল খুব কম হয়, সে স্থানের মুরগীকে আমি বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে, তাহারা প্রায়ই এ রোগে আক্রান্ত হয় না; সুতরাং এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

পীড়ার লক্ষণ দেখিবা মাত্রই পীড়িত পাখীকে অতি অবশ্য অবশ্য তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে, এবং অন্যান্য পাখীগুলাকে চিকিৎসা করিবে। পীড়িত পাখী যদি খুব দামী না হয় তাহা হইলে ডাক্তার দেখাইয়া কোন লাভ নাই, তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে, কারণ পীড়িত পাখী আরোগ্য লাভ করিলেও আর ডিম বা তা দিতে পারিবে না। যে সময় একটা পীড়িত পাখীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য ব্যয়িত হয়, তাহা অন্যান্য সুস্থ পাখী যাহাতে পীড়িত না হয়, সে দিকে দেখিয়া ব্যয় করিলে তাহাতে অনেক লাভ ও উপকার হয়। পাখীর বাক্স, খাঁচা ও বাসস্থান ইত্যাদি সমুদয় স্থান অতি সুন্দররূপে ফিনাইল এবং জল দ্বারা ধৌত করিয়া দিবে এবং তাহা শুকাইয়া গেলে, কেরোসিন তৈল দ্বারা মাজিয়া দিবে। সমস্ত মাটির বা মাটির জলপাত্র এবং পাখীর খাবারের পাত্র অতি অবশ্য অবশ্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে সুন্দর নূতন নূতন পরিষ্কৃত পাত্র ব্যবহার করিতে দিবে।

—•—

ভারতের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য

ভারতবর্ষ হইতে আমদানী দ্রব্য

প্রতিবৎসরই ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু কাঁচা মাল ছাড়াও মানবের প্রয়োজনীয় লক্ষ লক্ষ টাকার বিবিধ প্রকার মাল ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। ইহা দেখাইবার জন্য নিম্নে আমরা মাত্র একবৎসরের (১৯২৫—২৬ সালের) ভারতবর্ষ হইতে আমদানি মালের মূল্য প্রদান করিলাম, এবং যেখানে সম্ভব হইল অর্থাৎ সঠিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে, সেই দ্রব্যেরই মাত্র পরিমাণ দেওয়া গেল।

১৯২৫—১৯২৬

দ্রব্যের নাম	আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ	মূল্য
		পাউণ্ড হিঃ
কাষ্ঠ	...	২১৩৪১
গৃহ নির্ম্মাণের অন্যান্য দ্রব্য	...	২৭০৫
চাউল	২৯০২৯	৪৮২৩৫১
বীজ	...	১৩১২
গম	১৪৬২ টন	২২০১৬

গমের ময়দা	৫০১৭ ,,	৩৬০৩৪
অন্যান্য শস্য	...	৯১৯০
কাপড় ধৌত ও রং করিবার দ্রব্যাদি	...	১০৭০
কয়লা	...	৮৬২৭
জ্বালানী কাষ্ঠ	...	৬৯৮
কেরোসিন ও পেট্রল ব্যতীত অন্যান্য তৈল	...	৪৫০১
মুক্তা	...	২৩৬৭৪
স্বর্ণ ও রৌপ্য	...	৯০৫৫৮
কড়ি	১১২৭৫ হন্দর	১১৩৮৪৫
শুক্‌না মাছ বা শুট্‌কী মাছ	...	১৮৮
খেজুর	...	১৬৭
অন্যান্য ফল	...	১০৯৪৩
ঘি	৯৭১২ গ্যালন	৭১৩৭
মশলা	...	১৮৩৪৫
মিঠাই	...	৭৮৭
চিনি	...	৩৩৯৬
পরিষ্কৃত চিনি	৩৩৮১ টন	৬০৯৯০
চা	৩০৪৭ ,,	২১৫১৯
অন্যান্য দ্রব্য	...	১০৮৬৫
পরিধেয় জামা ও পোষাক	...	৩৪৯৪
তূলার দ্রব্য	...	১৬১৫৭৭
রেশমের দ্রব্যাদি	...	৮১৯৪
রৌপ্য ও স্বর্ণের তার	...	৭৬৮৫
সূতা	...	৬৩০৪
মাটী ও কাঁচের দ্রব্য	...	৫৩৩৮
দড়ি	...	৭৯২৮
ঔষধ	...	১৯৭৩
গেঞ্জি	...	৩৯৪১
মনোহারী দ্রব্যাদি	...	১০৬৪৮
চামড়া	...	১৪৬৩
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য	...	১৬৩৩৭
দিয়াশালাই	...	১৮৩৩
সুগন্ধি দ্রব্য	...	৩৩৩৩
তামাক	...	৭৭৬৫
মটর গাড়ী	...	৫৫৫৬
মটরের সরঞ্জাম	...	১২৮৩
অন্যান্য দ্রব্য	...	৩৩১২

১৯২৭ সালে জুন মাসের কলিকাতার সহিত বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

১৯২৭ সালে জুন মাসে কলিকাতার সহিত বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা মে মাসের অপেক্ষা বিশেষ কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ৬·৩৩ কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছে এবং কলিকাতা হইতে ৮·৫০ কোটী টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে। নিম্নে আমরা প্রধান প্রধান দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানি মালের মুল্য প্রদান করিলাম। ইহাতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, এক কলিকাতা হইতেই মাসে মাসে কি পরিমাণ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়।

আমদানী

	লক্ষ টাকা হিঃ।
তূলার দ্রব্যাদি	২২২ (সমান)
লৌহ ও ইস্পাত	৬৩ (+১২)

কলকব্জা	৪৮ (+১৮)
খনিজ তৈল	৪২ (+৯)
চিনি	৩১ (+৪)
অন্যান্য ধাতু	১৭ (সমান)
কাঁচের ও চিনামাটির বাসন ইত্যাদি	১৭ (সমান)
তৈল প্রস্তুতের বিবিধ দ্রব্য	৯ (+২)
তামাক	৯ (—১)
মদ	৮ (+১)

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষা তূলার দ্রব্যাদিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমদানী হইয়াছে।

রপ্তানি

পাকান পাট	৩৫২	লক্ষ	টাকা
কাঁচা পাট	১২২	,,	,,
গালা	৭২	,,	,,
চা	৬৯	,,	,,
চামড়া	৫১	,,	,,
তৈল বীজ	৪২	,,	,,
নানাবিধ শস্য	১৮	,,	,,
লৌহ	১৬	,,	,,
ম্যাংগানিস্ ওর (Manganese ore)	৯	,,	,,
লৌহ লক্কর	...		

কলিকাতা হইতে বিদেশে যে পরিমাণে কাপড় রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সেই বেশীর ভাগ কাপড় রপ্তানি হইয়াছে; এবং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যুক্তরাজ্যে থলে খুব বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কাঁচা পাট যে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহা বলা যায় না, তবে যে কিছু কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ মালই জার্ম্মাণীতে রপ্তানি হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় আলোচ্য মাসেও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে অধিকাংশ গালা ও ছাগলের চামড়াই রপ্তানি হইয়াছে, এবং জার্ম্মাণীতে গরুর চামড়া রপ্তানি হইয়াছে। আর একটা বিষয় দেখিবার আছে যে, আলোচ্য মাসে তৈল বীজ অন্যান্য বারের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে এবং যুক্তরাজ্য প্রচুর পরিমাণে তিসি সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার দিয়াছিল। জাপান ও যুক্তরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে লৌহ ও লৌহের বিবিধ সরঞ্জাম রপ্তানি হইয়াছে।

জুলাই মাসে কলিকাতার সহিত বাণিজ্যের অবস্থা

(১৯২৭)

গত জুলাই মাসে কলিকাতার সহিত বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা ভালই ছিল। জুন মাস অপেক্ষা জুলাই মাসে আমদানী ও রপ্তানির পরিমাণ দুইই বাড়িয়া গিয়াছে। জুন মাসে কলিকাতায় সর্ব্বসমেত মোট ৬৩৩ কোটী টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু জুলাই মাসে ৭·০৬ কোটী টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। জুন মাসে কলিকাতা হইতে ৮·৫০ কোটী টাকার মাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল, কিন্তু জুলাই মাসে ১০·৪৫ কোটী টাকার মাল কলিকাতা হইতে

রপ্তানি হইয়াছে। জুলাই মাসে কোন্ দ্রব্য কি মূল্যে কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে, তাহার একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

	(লক্ষ টাকা হিসাবে)	
তুলার দ্রব্য	২৫৫	”
লৌহ ও ইস্পাত	৭০	”
চিনি	৫৯	”
কলকব্জা	৩৯	”
খনিজ তৈল	২৪	”
অন্যান্য ধাতু	২২	”
বাসন ও মনোহারী দ্রব্য	১৬	”
ইলেকট্রীক্যাল দ্রব্যাদি	১৩	”
অন্যান্য দ্রব্য	১১	”
মশলা	১১	”
গাড়ী	১১	”

রপ্তানি

জুলাই মাসে কি মূল্যে কোন্ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

	(লক্ষ টাকা হিঃ)	
(প্যাকান) পাট	৪৩২	”
চা	১৬৪	”
কাঁচা পাট	১২২	”
গালা	৭৪	”
তিসি	৪০	”
চামড়া	৪০	”
শস্য, গম ইত্যাদি	৩০	”
লৌহ (পিগ)	১৪	”
লৌহের পাত		
কলকব্জা	১০	”

ইহার মধ্যে কাপড়ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ আমেরিকায় রপ্তানি হইয়াছিল, এবং অষ্ট্রেলিয়ায় থলে রপ্তানি হইয়াছিল। গালা আলোচ্য মাসে খুব বেশীই রপ্তানি হইয়াছে এবং ইহার বেশীর ভাগ ইউনাইটেড ষ্টেট্সে রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্ববারের মত এবারও জার্ম্মাণীতেই চামড়া বেশী রপ্তানি হইয়াছে। মরিশাসে সর্ব্বাপেক্ষা বেশীর ভাগ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। জাপানে লৌহ (পিগ) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রপ্তানি হইয়াছে।

—o—

১৯২৭ সালে জুন মাসে বোম্বাই প্রদেশের সহিত বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

১৯২৭ সালে জুন মাসে বোম্বাই প্রদেশ হইতে যে পরিমাণ মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মোট মূল্য নিরূপিত হইয়াছে ১৫ কোটী টাকা। ইহার মধ্যে সোণার আমদানী ও ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। ৬.৪৬ কোটী টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য মাসে ১.০২ কোটী টাকার বেশী পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে। পণ্য দ্রব্যের আমদানী বেশী বাড়িয়া যাইবার কারণ হইতেছে যে, কয়টী দ্রব্য খুব বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে যথা :—

কাঁচা তুলা আমদানী হইয়াছে +৪৯৬৮টন ও +৩৬·৮৮ লক্ষ টাকা)

সূতা (১৫ লক্ষ পাউণ্ডের উপর ও+১৪·১৬ লক্ষ টাকা);

রেলওয়ে রেলিং ষ্টক (+১২·৯৮ লক্ষ টাকা);

লৌহ ও ইস্পাত (+১১·৬ লক্ষ টাকা);

তূলার দ্রব্যাদি (৮৫ লক্ষ গজের উপর ও+৯·৪৪ লক্ষ টাকা)

রেশম (+৪·৬৬ লক্ষ টাকা); আমদানী হইয়াছে।

উপরে কতগুলি দ্রব্যের বিবরণ ও হিসাব দেওয়া-গেল যাহা খুব বেশী বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে : কিন্তু সেইরূপ আবার কতগুলি মাল খুব কম পরিমাণেই আমদানী হইয়াছে। যথা :—

খণিজ তৈল (—১০ লক্ষ গ্যালনের উপরও —২৮·৬২ লক্ষ টাকা); তাম্র (—৬·৭৬ লক্ষ টাকা); মশলা (—৫·২১ লক্ষ টাকা) কম আমদানী হইয়াছে।

আলোচ্য মাসে বোম্বাই প্রদেশ হইতে ৪·৮৭ কোটী টাকার ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে ; কিন্তু গত বৎসর জুন মাসে ৫·০৩ কোটী টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান বৎসরে অনেক কম মাল রপ্তানি হইয়াছে, ইহার কারণ এই হইতেছে যে, কয়েকটী দ্রব্য খুব কম পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। যে দ্রব্য কম রপ্তানি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ও মূল্য নিম্নে দেওয়া গেল। যথা :—

কাঁচা তুলা (—৪৩·৪২ লক্ষ টাকা) র হইয়াছে।

উপরে কতগুলি দ্রব্যের বিবরণ ও হিসাব দেওয়া গেল যাহা খুব বেশী বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে। কিন্তু সেইরূপ আবার কতগুলি মাল খুব কম পরিমাণেই আমদানী হইয়াছে। যথা :—

খণিজ তৈল (—১০ লক্ষ গ্যালনের উপর ও— ১৮·৬২ লক্ষ টাকা);

তাম্র (—৬·৭৬ লক্ষ টাকা);

মশলা (—৫·২১ লক্ষ টাকা) কম আমদানী হইয়াছে।

তূলার দ্রব্যাদি (—৬.৬১ লক্ষ টাকা)।

তূলার সূতা (—১৫ লক্ষ পাউণ্ড ও—৬·৪৭ লক্ষ টাকা);

শস্য (—২৯৪৭ টন ও —৫·১৬ লক্ষ টাকা); মাল কম আমদানী হইয়াছে। কিন্তু কতগুলি দ্রব্য খুব বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। নিম্নে ঐ দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য দেওয়া গেল যথা :—

বীজ (+৫৯৭১ টন ও +১০·৮৫ লক্ষ টাকা);

কাঁচা রেশম (+৭ লক্ষ পাউণ্ডের উপর ও+ ৮·৬৯ লক্ষ টাকা);

পাকান ও কাঁচা চামড়া (+৫·৬১ লক্ষ টাকা) বেশী রপ্তানি হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এক বোম্বাই প্রদেশ হইতে প্রতি মাসে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আমদানী হয়। আমদানী এবং রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

—•—

১৯২৭ সালে জুন মাসে ব্রহ্মদেশের সহিত বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

১৯২৭ সনে জুন মাসে বর্ম্মা হইতে যে পরিমাণ মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছে তাহার মোট মূল্য নিরূপিত হইয়াছে ৫ ১০০৬ লক্ষ টাকা; কিন্তু ১৯২৬ সনে জুন মাসে ৪৯২০২২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য মাসে ৫৮০৮৪ লক্ষ টাকার বেশী মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছে।

আমদানী

আলোচ্য মাসে কতকগুলি দ্রব্য বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, সুতরাং নিম্নে কি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

দ্রব্যের নাম		বৃদ্ধি লক্ষ টাকা হিঃ	
এল্ ও বিয়ার (Ale & Beer)	...	১·৩৭	,,
কলকব্জা	...	১·৫৫	,,
খনির জন্য ব্যবহৃত কলকব্জা		২·৫৫	,,
তৈল পরিষ্কৃত করার কল		১·৯০	,,
গ্যাল করগেট্	...	২·০৮	,,
সমান ,,	...	১·২৪	,,
টিনপ্লেট (Tin plates)		১·৫১	,,
টিউব ও পাইপ ইত্যাদি		০·৫৯	,,
খনিজ তৈল ইত্যাদি	...	১·৯৭	,,
দুধ (জমাট)	...	২·৬৪	,,
তামাক-সিগারেট	...	১·৮৮	,,
মটর, বাস ইত্যাদি	...	১·৬৯	,,

ইহা ব্যতীত আলোচ্য মাসে ২০২২ লক্ষ টাকার কেরোসিন তৈল আমদানী হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গত বৎসর জুন মাসে কিছুমাত্র কেরোসিন তৈল আমদানী হয় নাই। যাহা হউক, আলোচ্য মাসে কয়েকটী দ্রব্যের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। যে সকল দ্রব্যের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে, তাহার বিবরণ ও মূল্য নিম্নে দেওয়া গেল।

দ্রব্যের নাম		মূল্য হ্রাস	
তূলার দ্রব্যাদি		(লক্ষ টাকা হিঃ)	
ধূসর বর্ণের	...	১·৮৯	,,
সাদা	...	৫·৪৭	,,
রঙ্গিন	...	২·১৪	,,
রেশমের দ্রব্যাদি	...	১·৯২	,,
পশমের দ্রব্যাদি	...	১·৮০	,,

রপ্তানি

জুন মাসে বর্ম্মা হইতে মোট ৩৫৭০৮৩ লক্ষ টাকার ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৬ সালে জুন মাসে ৩৩১০০৯ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য মাসে ২৬০৭৩ লক্ষ টাকার বেশী মাল রপ্তানি হইয়াছে।

যে সকল দ্রব্যাদি বেশী পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার বিবরণ ও বর্দ্ধিত মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দ্রব্যের নাম		বৃদ্ধি (লক্ষ টাকা হিঃ)	
চাউল	...	১২·০৩	,,
গো মহিষাদির খাদ্য			
চাউলের খুঁদ বা গুড়া		২·৫৬	,,
তুঁষ	...	১·১০	,,
ধাতু ইত্যাদি			
সীসা	...	৫·৮৩	
টিন	...	১·৪০	
উলফ্রাম ওর (wolfram ore)		২·২০	,,
খইল	...	১·৯৭	,,
মোম্	...	৮·৮৭	,,
কাঁচা রবার	...	৬·২২	,,
কাঁচা তুলা	...	৫·১২	,,
কাষ্ট সেগুন কাঠ		১·৮৭	,,

এই সম্বন্ধে আর একটী বিষয় দেখিবার আছে। আলোচ্য মাসে বর্ম্মা হইতে অতি সামান্য মাত্রও ধান্য কোথায়ও রপ্তানি হয় নাই।

করাচির সহিত বহির্বাণিজ্যের অবস্থা

(১৯২৭, জুলাই)

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে, করাচিতে বিদেশ হইতে ২০৩০ কোটী টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল এবং ৩০৭০ কোটী টাকার মাল করাচি হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে বিদেশ হইতে করাচিতে আমদানী হইয়াছে, তাহার বিবরণ ও মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল, এবং ইহার সহিত গত বৎসরের জুলাই মাসের আমদানীর হিসাব দেখান হইল, ও দুই বৎসরের তুলনা করিয়া হ্রাস ও বৃদ্ধি লিখিত হইল।

আমদানী

দ্রব্যের নাম	রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ		মূল্য হ্রাস—অথবা + বৃদ্ধি।	
	টন হিঃ	টাকা	টন হিঃ	টাকা
চিনি	১১৬৩৯	২৫৫৩৭৩৭	১৮৮৬৮	৪৪৪৩৩০৬
তুলার দ্রব্য	... ...	৭৪৯৭১৫৭	... ...	—১৮৮০৩০৭
মদ্য	... ...	৪৪৯০২২	... ...	—৪২৩৩৮
তৈল	... ...	১৭২৭০৬৫	... ...	+১৩০৫৭৪২
ধাতু	... ...	২০২৩৩৮৫	... ...	+৭৩২৯০০
কলকব্জা	... ...	১৫৩৪৮৪২	... ...	+৫৯১৮৪৮
রেশমের দ্রব্যাদি	... ...	১৩৪০৩৭৪	... ...	+৪৫১০৫৮
রেলওয়ে রোলিং ষ্টক্ ইত্যাদি	... ...	২৮২৯২৩	... ...	+২৫০১১৬
তুলার সূতা	... ...	১৫০০১৬	... ...	+৭৪২৩৫

উপরের লিখিত আমদানী দ্রব্যের হিসাব দেখিলে দেখা যায় যে জুলাই মাসে চিনি ও তুলার দ্রব্য খুবই কম আমদানী হইয়াছে।

রপ্তানি

১৯২৭ সালে জুলাই মাসে করাচী হইতে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দ্রব্যের নাম	রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ	মূল্য
	টন হিঃ	টাকা
গম	১৩০৬৬?	১৮৮৬৮৩০৮
কাঁচা রেশম (ভারতীয় ও বিদেশী)	১৫৩২	২৯১৯৭৩৭
বার্লি	১২০৭৭	১১৫৬৭৬৫
কাঁচা চাম্ড়া	৮৬৮	১১৩৪৩২০
গমের ময়দা	৪১৫৯	৮০৭৭৪২
কাঁচা তূলা	৮৭৬৩	৮১৪৯০৭৫
সরিষার বীজ	৯৭১	২২৬৯০৭

করাচী হইতে যে গম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই যুক্তরাজ্যে গিয়াছে। যুক্তরাজ্যে ৭২৭০০ টন গম রপ্তানি হইয়াছে, বেলজিয়মে ৮৫০০ টন এবং পোর্ট সৈয়দে ৪৯০০০ টন গম রপ্তানি হইয়াছে। যুক্তরাজ্যে ও ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ হইতে রেশমের চাহিদা খুবই ছিল এবং ঐ দুই স্থানে খুব বেশী পরিমাণে রেশম রপ্তানি হইয়াছে। যুক্তরাজ্যে বার্লি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রপ্তানি হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে গরুর চামড়া ও ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে ছাগলের চামড়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রপ্তানি হইয়াছে। চীন ও জাপান হইতে এবার সেরূপ চাহিদা না থাকায় তূলার রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে।

ভারতে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোং

১৯২৭ সালে আগষ্ট মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সকল জয়েণ্ট্ ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নম্বর, শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী অথবা এজেণ্টের নাম	উদ্দেশ্য	মূলধন কত
১—ব্যাঙ্ক, লোন ও ইন্সিওরেন্স			
১ শস্কন্দর জোত্দারস্ ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং	ডঃ—সুরেশ্বর গুপ্ত, শস্কন্দর পোঃ সৈয়দপুর, জিলা রংপুর বেঙ্গল	ব্যাঙ্ক ও টাকা ধার দেওয়া	২০০০০৲
২ মাধাইল ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং	সেক্রেটারী—জে, সি, মাধাইল, পোঃ পাত্নিটোনা জেলা দিনাজপুর, বেঙ্গল	”	১০০০০০৲

৩	আলমনগর ব্যাঙ্ক	সেক্রেটারী—রমণীশঙ্কর চৌধুরী, পোঃ আলমনগর, জেলা রংপুর (বেঙ্গল)	,,	৫০০০০৲
৪	লোহাগঞ্জ লোন কোং	সেক্রেটারী—এম্, ব্যানার্জ্জি, লোহাগঞ্জ, ঢাকা, বেঙ্গল	,,	১০০০০০৲
৫	ত্রিবাঙ্কুর পাওনিয়ার ব্যাঙ্ক	ম্যানেজার—ভেনিকুলাম ত্রিবাঙ্কুর	হাত চিঠা ইত্যাদির ব্যবসায়	২০০০০০৲
৬	সেণ্ট মেরিস্ মডেল কোং	সেক্রেটারী—ভাজাপালি চংগোনাচেরী, ত্রিবাঙ্কুর	,,	১০০০০০৲
৭	পুরামাত্তক ব্যাঙ্ক	ম্যানেজিং ডিরেকটার—পুরামাত্তক্ কালুপাড়া, ত্রিবাঙ্কুর	,,	২০০০০৲
৮	কেরানা মিথ্রাম ব্যাঙ্ক	ম্যাঃ ডিঃ—কুথাটুকুলাম, ত্রিবাঙ্কুর	,,	৩০০০০০৲
৯	গৌহাটি লোন অফিস	গৌহাটি, আসাম	লোন ও ব্যাঙ্ক	৫০০০০৲
১০	মথুরাপাড়া লোন কোং	সেক্রেটরী—রায়মুদ্দিন সরকার, মথুরাপাড়া, পোঃ সরিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া (বেঙ্গল)	টাকা ধার দেওয়া	১০০০০০৲
১১	খাতুলী ব্যাঙ্ক	সেক্রেটরী—জে, সি, তালুকদার, খাতুলি, পাবনা (বেঙ্গল)	,,	২০০০০০৲
১২	হাতগাছা মহাজন ব্যাঙ্ক	ডিঃ—কালুমদ্দিন সারিয়া কান্দি, বগুড়া (বেঙ্গল)	,,	১০০০ ০৲
১৩	পিরগঞ্জ লোন অফিস	সেক্রেটারী—আর, সি, সান্যাল, রায়পুর পোঃ পিরগঞ্জ, রংপুর (বেঙ্গল)	,,	২০০০০৲
১৪	ভ্রাতৃ মিলন ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং	ডিঃ—এ, সি, চ্যাটার্জ্জি, চতিয়ানটোলা হাট্, রংপুর, (বেঙ্গল)	,, ও ব্যাঙ্ক	১০০১০০৲
১৫	শেরপুর ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কনসার্ণ	ম্যাঃ ডিঃ—মহম্মদ রহমতুল্লা, শেরপুর, ময়মনসিং (বেঙ্গল)	টাকা ধার দেওয়া	৫০০০০৲
১৬	সাদুল্লার ব্যাঙ্ক	ম্যানেজার—রতিকান্ত দাস, সাদুল্লাপুর, রংপুর, (বেঙ্গল)	,,	১০০০০০৲

১৭	সাল্‌দা ব্যাঙ্ক	ডিঃ—কে, পি, ভট্টাচার্য্য, সাল্‌দা, পায়করা—পোঃ ময়মনসিং (বেঙ্গল)	,,	৫০০০০৲
১৮	মারক্যানটাইল ব্যাঙ্ক খাস হিল্‌স্	শিলং, (আসাম)	,,	২০০০০৲
১৯	গায়েস ইন্‌সিওরেন্স কোং	ম্যাঃ—আর, চাটার্জ্জি, ৬২।৮, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা	ইন্‌সিওরেন্স বিজিনেস্	১০০০০০৲
			মোট—	১৭৮০০০০৲
২০	ইউনাইটেড্ মটর্‌স্	২৫ ক্যানিং রোড এলাহাবাদ, (যুক্ত প্রদেশ)	মটর বিজিনেস্	২০০০০৲

৩—ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্‌চারিং

২১	লক্ষ্ণৌ ক্যাপিটাল	কাইসরবাগ, লক্ষ্ণৌ, ইউ, পি,	প্রিন্টীং	৫০০০০০৲
২২	হুগল্ রোলিং মিলস্	চারটার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্ (কলিকাতা)	লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত	১০০০০০০৲
২৩	রাজসাহী ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্‌লাই কোং	ম্যাঃ এজেণ্টস্—গণেশ এণ্ড কোং, ৩৬ সেণ্ট্রাল এভিনিউ (কলিকাতা)	ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্ সরবরাহ	৩০০০০০৲
২৪	হিংগাংঘাট ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই কোং	হিংগাংঘাট, জেলা ওয়ারদা, মধ্যপ্রদেশ	,,	১৫০০০০৲
২৫	ঢাকেশ্বরী ব্রিক্ ফিল্ড	ডিঃ—প্রাণবল্লভ সাহা, ১২ লালগোলা, ঢাকা, (বেঙ্গল)	টাইপ ইট্ প্রস্তুত	১০০০০০৲
২৬	পদ্মা আইস্ কোং	৬৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	বরফ প্রস্তুত	১০০০০০৲
২৭	মেসার্স মণিলাল মার্সডেন্ এণ্ড কোং	ডিঃ—বেন্ মার্সডেন, কেয়ার অব্ মার্সডেন্ মিলস্, গমটিপুর, আমেদাবাদ,	মিলের এজেণ্ট	৩০০০৲
২৮	ষ্ট্যানস্‌বারী ডায়ার এণ্ড কোং	সলিস্‌বারী হাউস ৩১ ব্যাঙ্কশল ষ্ট্রীট, কলিকাতা	আমদানী ও রপ্তানিকারক	২০০০০০৲

২৯	খাজা এণ্ড কোং	ডিঃ—মৌলভি আপটাবুদ্দিন আমেদ বারেল গোকানঘাট পোঃ, ত্রিপুরা, (বেঙ্গল)	পাট ধান ব্যবসায়ী	১০০০০০৲
৩০	বেঙ্গল ডেয়ারী এণ্ড ক্যাটল্ ব্রিডিং	ম্যাঃ এজেন্ট—এস্ চ্যাটার্জ্জি ২১৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা	গো পালন	২৫০০০০৲
৩১	সাধন	৩০৯ নিউ সার্কুলার রোড্, কলিকাতা	কাঁচা দ্রব্যাদির আমদানী ও রপ্তানি-কারক	১০০০০০৲
৩২	শ্রীরামলিঙ্গ চৌদেশয়ারী বাতালু এণ্ড মুলু কোং	ম্যাঃ ডি—জে, বাসভা নাগানা গারু, কিস্তানা—জেলা মাদ্রাজ	কাপড় ও সুতা ব্যবসায়ী	৫০০০০৲
৩৩	ইণ্ডো-হল্যাণ্ড ট্রেডিং সোসাইটী	ডিঃ—রামচন্দ্র বাপুরাও, ২৪ চার্চগেট্ ষ্ট্রীট্ কোর্ট, (বম্বে)	আমদানী ও রপ্তানি-কারক	১০০০০০৲
৩৪	অল ইণ্ডিয়া মস্‌লিম্ ট্রেডিং কোং	ডিঃ—খালিফা সুজাউদ্দিন, লাহোর, (পাঞ্জাব)	নানাবিধ দ্রব্য বিক্রেতা	১০০০০০৲
৩৫	আগারওয়ালা ট্রেডিং	ডিঃ—এল, রামচন্দ্র মাল, পাঞ্জাব	নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানি-কারক	৫০০০০৲
৩৬	বগুরাস্	ডিং—এ সি, বগুড়া, ৮ মুজাং রোড্ লাহোর (পাঞ্জাব)	ব্যবসায়ী	২০০০০৲
৩৭	সিন্ধু সুগার কোং	ডিঃ—এস্, মাঠাল সিং লাহোর, (পাঞ্জাব)	কমিশন্ এজেণ্ট	১০০০০০০৲

৪—মিল ও প্রেস

৩৮	মনোগ্রাম মিলস্ কোং	এজেণ্টস্—মণিলাল মার্সডেন্ এণ্ড কোং, কে মার্স্‌ডেন মিলস্, লিঃ গমটিপুর, আমেদাবাদ, বম্বে	তুলা কাটা	১৫০০০০০৲

৩৯	রতনসে ডসা ম্যানুফ্যাক্‌চারীং কোং	ম্যাঃ ডিঃ—রতনসে ডসা ৯০ খন্দবাজার, (বম্বে)	প্রেসিং কটন	৫০০০০০৲
৪০	নিলি ফ্যাক্টরী	ডিঃ—এল্, কাশিরাম পাঞ্জাব	,, ,,	৬০০০০০৲
৪১	রাজরাজেশ্বর জুট মিলস্	ডিঃ—সুরেশচন্দ্র সেন, নিউ বাজার, ময়মনসিং (বেঙ্গল)	পাট উৎপন্ন ও পরিষ্কৃত করা	৫০০০০০০৲
৪২	প্রাণকুমার পাল চৌধুরী এণ্ড কোং	৮৩ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	তেল কলের স্বত্বাধিকারী	৩০০০০৲

৫—চা ও প্ল্যান্টিং কোং

৪৩	ব্যাজালনি টি কোং	১৪ ওল্ড কোর্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা	চা ও কফির আবাদ	১৫০০০০০৲
৪৪	ত্রিপুরা টি কোং	ম্যাঃ এজেণ্টস্—ট্রেডিং সিণ্ডিকেট, শ্রীহট্ট, আসাম	চা আবাদ	২০০০০০০৲
৪৫	ত্রিবাঙ্কুর প্ল্যাণ্টার্স সিণ্ডিকেট	সেক্রেটরী—কণ্ডোনন্দ, ভারকুন, ত্রিবাঙ্কুর	জমি আবাদ	২০০০০৲
৪৬	মাধুজোর কোল কোং	রাজাকাটলা পোঃ চোরা জেলা বর্দ্ধমান (বেঙ্গল)	খনির মালিক	৬০০০০০৲
৪৭	ধাউ কোল কোং	বেটুল, মধ্যপ্রদেশ	,,	২০০০০০৲

৬—চিনি

৪৮	বস্তি সুগার মিলস্ কোং	ডিঃ—গোকুলচাঁদ লওরাং (পাঞ্জাব)	চিনি প্রস্তুত কারক	১২০০০০০৲

১.—অন্যান্য কোম্পানী

৪৯	কুমারানালুর গ্রামাযোগাম্	ম্যানেজার—কুমারানালুর (ত্রিবাঙ্কুর)	শিক্ষা ও ধর্ম্ম বিস্তার	২০০০০৲

ফেলপড়া কোম্পানীর বিবরণ

১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে যে সকল জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানী লিকুইডেসনে যাইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রেণী, বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	কত টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল	প্রদত্ত টাকার সংখ্যা	লিকুইডেসনে যাইবার তাং	কোম্পানী উঠিয়া যাইবার তাং
১ ব্যাঙ্ক, লোন ও ইন্‌সিউরেন্স				
১ মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন (বম্বে)	...	...	১১,৮,২৭	১১,৮,২৭
২ কাণ্যকুব্জ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কাণপুর, ইউ: পি:	৬২১০৬৲	৫৩৬৩০৲	৫,৮,২৭	...
৩ বম্বে ইনভেষ্টমেন্ট সিণ্ডিকেট (বম্বে)	...	...	১১,৮,২৭	১১,৮,২৭
৪ পেরিয়া নাইকেন পালায়াম্ শ্রীকারি ভারথ পেরুমল দেবালয় পরিপালন নিধি (মাদ্রাজ)	১৫৫০০৲	১৫৫০০৲	...	২,৮,২৮
৫ সুন্দর ভিলাসং কোং (মাদ্রাজ)	১২৫০৲	১২৫০৲	...	২,৮,২৭
৬ ভেনকাটা পুরাং শ্রীকৃষ্ণ বেণী বিশ্বাস নিধি (মাদ্রাজ)	৮৭৬২৫৲	৮৭৬২৫৲	...	২,৮,২৭
৭ ভারত খন্দ ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল কন্‌সার্ণস্, (বম্বে)	১৫৭২০৲	১০৪১৯৲	১,৮,২৭	...
৮ ইণ্ডিয়ান নিউজ পেপার কোম্পানী (বম্বে)	১৭৪৮৫০৲	২৮০০১০৲	৪,৮,২৭	...
৯ ডেমোক্রাট, এলাহাবাদ, ইউ, পি	১২০০০৲	১০৬১৫৲	১৬,৮,২৭	...
১০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, এলাহাবাদ, ইউ, পি,	...	...	২৩,৮,২৭	...
১১ জব্বলপুর পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট কোং (বম্বে)	৩২০০০০০৲	৩১৬১০৬০	২৫,৮,২৭	..
১২ ভগবানদাস এণ্ড কোং (বম্বে)	...	...	২১,৮,২৭	২১,৮,২৭
১৩ ডেয়ারী ফার্মিং এণ্ড জেনারেল ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল কোং, ইউ, পি,	...	...		২৪,৮,২৭

১৪ বেলগাঁও পাওয়ার কাল্টিভেশন্ (বম্বে)	৪৯০০৲	৪৪১০	৪,৮-২৭	...
১৫ ইউনিভার্সেল কোং (মাদ্রাজ)	২০০০০০৲	২৭২৮০৲	...	২,৮,২৭
১৬ মার্কেনটাইল ব্যাঙ্ক, (বাঙ্গালোর)	১৭০৮৬৲	৪৩৩০৲	৩১,৭,২৭	...
ইন্ভেষ্টরস্ (বেঙ্গল)	২১২৫০৲	২১২৫০৲	২১,৫,২৭	...
১৭ মাদ্রাজ নেটিভ্ পার্মানেণ্ট ফাণ্ড	১৬৬৩৬৲	১২২৮৯৲	১৬,৩,২৭	...
১৮ বিহার ইলেক্ট্রিক্ এণ্ড (মাদ্রাজ) ম্যারকান্টাইল কোং, (বিহার ও উড়িষ্যা)	৫১০০০৲	৬৩১০৲	৩১,৭,২৭	...
১৯ ফুড্ এণ্ড ফিস্ ক্যানার্স (বেঙ্গল)	৭৬৫০০৲	৩২৭১০৲	১৮,৬,২৭	...
২০ লক্ষ্মী এণ্ড কোং (বেঙ্গল)	২০০০৲	২০০৲	১৮.৭.২৭	...
২১ পুর্ণিয়া রাইস্ মিলস্ কোং (বেঙ্গল)	১৫০০০০০৲	১৫০০০০০৲	২৮,৪,২৭	...
২২ রতনমালা রাইস্ মিলস্ (বেঙ্গল)	৫০০০০৲	৫০০০০৲	২৬,৬,২৭	...
২৩ মডার্ণ অইল মিলস্ (বেঙ্গল)	১৩৯০০৲	১২৪৫০৲	২৩,৫,২৭	...
২৪ বর্দ্ধমান কোল কোং (বেঙ্গল)	৫০০০০০৲	৫০০০০০৲	১৭,৭,২৭	...
২৫ ফুলাবিরাদ কোল কোং (বেঙ্গল)	২৫০০০০৲	২৫০০০০৲	৪,৩,২৭	...
২—মিল ও প্রেস				
২৬ প্লানেট্ মিলস্ (বম্বে)	২১০০০০০৲	১০৯৬২৫০৲	৫.৮.২৭	
২৭ রান্ছোদান এণ্ড কোং (বম্বে)	৫০০০০৲	১০০০০৲	২১,৮,২৭	১১,৮,২৭
২৮ ষ্ট্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক প্রেস কোং (বেঙ্গল)	১২৫০০০৲	১২৫০০০৲	২৫,১১,২৬	১৭,৮,২৭
৩—চা ও প্ল্যাণ্টাং কোং				
২৯ ফিসারী এণ্ড এগ্রিকাল্চার (আসাম)	৭৮৬০৲	৪০০০৲	৩০,১,২৫	২৩,৮,২৭
৪—হোটেল থিয়েটার ইত্যাদি				
৩০ ইণ্ডিয়ান সিনেমা ফিল্ম কোং (মাদ্রাজ)	২২৫০৲	৫০০৲	...	১৬,৮,২৭
৫—ট্রান্সিপ ও ম্যানুফ্যাক্চারীং				
৩১ নিলামবাজার ট্রেডিং কোং (মাদ্রাজ)	৮৪১৪৲	৭৮৯৬৲	২১,১২,২৪	২৩,৮,২৭
৩২ মিল গিয়ারিং ওয়ার্কস (বেঙ্গল)	২৫০০০০০৲	১৩৯২১০৲	১৫,৩,২৫	২৫,৮,২৭
৩৩ এস্. কে, সরকার ষ্টোরস্ (বেঙ্গল)	...	...	১৫,৩,২৫	২১,৮,২৭

বাংলাদেশে ভাদুই ধান্যের অতিরিক্ত পূর্ব্বাভাস

(১৯২৭—২৮)

বাংলাদেশে আউস ধান্য রোপণ করিবার সময় জলবায়ুর অবস্থা ভালই ছিল। এপ্রিল মাসে পূর্ব্ব-বঙ্গে বৃষ্টি একটু বেশী হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল। আউস ধান্য মোটের উপর ভালই হইতেছিল, কিন্তু সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়ায় কোন কোন স্থানে শস্যের একটু ক্ষতি হইয়াছে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, হাওড়া, মালদহ, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশে সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়ায় আউস ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু শেষের দিকে সময়ে রৌদ্র ও বৃষ্টি হওয়ায় ধান্যের অবস্থা অনেকটা ভালর দিকে আসিয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর আশা করা যায়, এ বৎসর বাংলাদেশে আউস ধান্য ভালরূপই পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান বৎসরে সারা বাংলাদেশে ৫৮২৮৯০০ একর জমীতে আউস ধান্যের আবাদ হইয়াছে।

বাংলাদেশে আমন ধান্যের প্রথম পূর্ব্বাভাষ

(১৯২৭—২৮)

আমন ধান্য রোপণ করিবার সময় জলবায়ুর অবস্থা মোটের উপর ভালই ছিল। মার্চ্চ মাস হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ভালই অবস্থা ছিল। পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলায় কয়েকটী জেলায় এবার নূতন অনেক জমী আবাদ করা হইয়াছে। মে মাসে বৃষ্টি হওয়ায় আমন ধান্যের ছোট ছোট চারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করিবার বিশেষ উপকার ও সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু জুন মাসে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়ায় চারাগাছগুলি ভালরূপ বাড়িতে পারে নাই।

মেদিনীপুরে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় বন্যা হইয়াছিল এবং তাহাতে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আগষ্ট মাসে আবার একদম বৃষ্টি হয় নাই, সে জন্য আমন ধান্যের চারাগুলি তুলিয়া বসান হয় নাই; বিশেষতঃ মেদিনীপুর, নদীয়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, রাজসাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার কোন কোন স্থানে ধান্যের চারা অবস্থায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মোটের উপর, বর্ত্তমানে বাংলাদেশে আমন ধান্যের অবস্থা আশাপ্রদ দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে সারা বাংলাদেশে আনুমানিক মোট ১৩১৯৩৯০০ একর জমীতে আমন ধান্যের আবাদ হইয়াছে।

শস্যের পূর্ব্বাভাস

১৯২৬—১৯২৭

শস্য	স্থানের নাম	আনুমানিক একর	১৯২৬-২৬ সনের	আনুমানিক ফলন
পাট (শেষ)	বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম।	৩৬৩০০০০	৩১১৫০০০	১০৮৮৯০০০
তুলা (অতিরিক্ত)	সমস্ত তুলার আবাদের স্থান	২৪৯৭৬০০০	২৮৪৯১০০০	৪৯৭৩০০০ বেল
আক (শেষ)	যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ, মাদ্রাজ, বম্বে, সিন্ধুপ্রদেশ, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, দিল্লী মহীশূর ও বরদা।	২৯২০০০০	২৬৭৯০০০	৩২০৮০০০ টন
তিল (অতিরিক্ত)	যুক্তপ্রদেশ, বর্ম্মা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশ বিহার ও উড়িষ্যা, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, আজমীঢ়, হায়দ্রাবাদ, বরদা, কোটা।	৪৭৬৪০০০	৫০২৪০০০	৪০৭০০০ টন
চীনাবাদাম (শেষ)	মাদ্রাজ, বর্ম্মা, বম্বে ও হায়দ্রাবাদ।	৪১৬৩০০০	৩৯৭৩০০০	১৯৩১০০০ টন
নীল (শেষ)	মাদ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশ, ও বাংলা দেশ।	১০০৪০০	১৩৪৮০০	২০১০০ হন্দর

চাউল (শেষ)	বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বর্ম্মা, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, বেরার, আসাম, বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশ, কুর্গ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ও বরদা।	৭৯১৩৩০০০	৮২৩৭৮০০০	২৯৫৬৯০০০	টন
সরিষা (শেষ)	যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম, বম্বে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী, বরদা, হায়দ্রাবাদ।	৫৪৯১০০০	৫৫৪৬০০০	৯৮৩০০০	টন
গম (চতুর্থ)	পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলাদেশ, দিল্লী, মধ্যভারত, গোয়ালিয়র, রাজপুতনা, হায়দ্রাবাদ, বরদা, মহীশূর।	৩০৮৯১০০০	৩০৪৭০০০০	৮৮৫০০০০	টন
তিসি (শেষ)	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বম্বে, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, কোটা।	৩৩৪৮০০০		৪০৭০০০	টন

১৯২৭ সালে পাটের পূর্ব্বাভাস

১৯২৭ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে কত একর জমীতে পাটের আবাদ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বাভাস নিম্নে দেওয়া গেল এবং ইহার সহিত গত বৎসরের হিসাবও দেখান হইল।

প্রদেশের নাম	১৯২৬ সনে কত একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল	১৯২৭ সনে কত একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল
বাংলাদেশ (কুচবিহার সমেত)	৩৩৬৩২০০	২৯৬৩২০০
বিহার ও উড়িষ্যা	২৯৭০০০	২৪১০০০
আসাম	১৮৬০০০	১৭৭৯০০
মোট-	৩৮৪৬২০০	৩৩৮২১০০

মাদ্রাজ প্রদেশে তুলার অবস্থা

১৯২৫-২৬ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে সর্ব্বসমেত ২৮৬৫৬৩১ একর জমীতে তুলার আবাদ হইয়াছিল।

এখানে ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছে কি করিয়া উন্নত প্রণালীতে ভাল তুলা বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। এই বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ কার্য্যই কুইমবাটুরে সম্পন্ন হইয়াছিল। কভিলপটী, হগারী, নন্দিয়াল ও গণ্টুরেও পরীক্ষা কার্য্য চলিয়াছিল। বর্ত্তমানে আরও কয়েকটী স্থানে এইরূপ পরীক্ষা চালাইবার কথা হইতেছে। ১০০০ একর জমীতে উন্নত প্রণালীতে তুলার চাষ হইয়াছিল এবং তাহাতে ফলও বেশ সুন্দর পাওয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে পোকা লাগিয়া তুলার সমুহ ক্ষতি হইয়াছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, রায়ত ও কৃষকদিগের তুলার জমী হইতে খারাপ কীট আসিয়া এই সকল উন্নত প্রণালীতে উৎপাদিত তুলার জমীতে আসিয়া তুলা মাটী করিয়া দিয়াছে। শেষ কালে 'পেষ্ট আইন' অনুযায়ী ঐ সকল রায়ত ও কৃষকগণ জমী হইতে তুলা সরাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহার ফলে অনেক তুলা এই খারাপ কীটের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই তুলাকে রক্ষা করিবার জন্য যাহাতে গভর্ণমেন্ট শীঘ্রই নূতন আইন প্রণয়ন করেন, সে জন্য অনেকে চেষ্টা করিতেছেন। তুলার বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 'ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটী' তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই কার্য্যের জন্য বাৎসরিক ৫০০০০৲ টাকা করিয়া পাঁচ বৎসর কাল দান করিতে রাজী হইয়াছেন।

ভারতবর্ষে কোন্ প্রদেশে কোন্ সালে কত বেল তুলা কাট্‌তি হইয়াছে তাহার হিসাব :—

স্থানের নাম	১৯২৬	১৯২৫
বোম্বাই দ্বীপ	২৮৬১৯০ বেল	৮৭২১১ বেল
আমেদাবাদ	৮৮০৯৬ ,,	৯৭৫৩৬ ,,
বোম্বাই প্রদেশ	৪৩১২৩৫	২৪১৬৬৮ ,,
মাদ্রাজ প্রদেশ	৬১১৩০	৫৭৬৪১ ,,
যুক্তপ্রদেশ	৬ ১৩৪	৬৩৬৭০ ,,
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৭০০৪	৩৬০৫৭ ,,
বাংলা দেশ	২৯৩৭৮	২৬২৮৯ ,,
পাঞ্জাব এবং দিল্লী	১২৯৬৪	১০৮০১ ,,
ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য স্থান	৪০৯১	৫৭৬৮ ,,
মোট	৬৪২৯৩৬	৪৪১৮৯৪ ,,

—•—

রেলওয়ে সংবাদ

ধারওয়া-পুসাদ রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড ধারওয়া হইতে পুসাদ পর্য্যন্ত ৪৩১৪ মাইল একটি রেলওয়ে লাইন নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। এই লাইনটীর নাম হইবে "ধারওয়া-পুসাদ রেলওয়ে লাইন"

—•—

মেট্টুপেলেয়াম-সত্যমঙ্গলম এবং সত্য-মঙ্গলম্-পালনি রেলওয়ে লাইন

রেলওয়ে বোর্ড মেটুপেলেয়াম হইতে সত্যমঙ্গলম পর্য্যন্ত এবং সত্যমঙ্গলম্ হইতে গবিচেটী পেলেয়াম্, তিরুপুর এবং ধারাপুরম্ হইয়া পাল্‌নি পর্য্যন্ত লাইন দুইটীর পরীক্ষার ভার "সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এডমিনিষ্ট্রেশানের হাতে দিয়াছেন। এই দুইটী সার্ভের নাম যথাক্রমে মেটুপেলেয়াম-সত্যমঙ্গল এবং সত্যমঙ্গলম্-পাল্‌নি রেলওয়ে সার্ভে হইবে।

—•—

ঝোল-হিরাল রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড ঝোল হইতে সজ্ঞর হইয়া হিরাল পর্য্যন্ত ৭৩ মাইল একটী রেলওয়ে লাইন সার্ভে করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে "ঝোল হিরাল রেলওয়ে সার্ভে।

—•—

ব্রোচ-সুকলে তীর্থ কোরাল রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড ব্রোচ হইতে সুকাল তীর্থ হইয়া কোরাল পর্য্যন্ত ২০ মাইল একটী রেলওয়ে লাইন

প্রস্তুত করিবার জন্ম অনুমতি দিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে ব্রোচ-সুকালতীর্থ-কোরাল রেলওয়ে সার্ভে।

—•—

রাজপুর-দিঘওয়া-ডুবলী রেলওয়ে সার্ভে

রেলওয়ে বোর্ড চাকিয়া কারনল লাইনের রাজপুর হইতে মাশরক্ লাইনের দিঘওয়া ডুবলী পর্য্যন্ত একটী রেলপথ নির্ম্মাণের জন্ম সার্ভে করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এই সার্ভের নাম হইবে রাজপুর-দিঘওয়া-ডুবলী রেলওয়ে সার্ভে।

—•—

পিপ্লড-দেবগড়-বারিয়া রেলওয়ে

পিপ্লড হইতে দেবগড়-বারিয়া পর্য্যন্ত ৯৫৪ মাইল একটী রেলপথ ভারত গবর্ণমেণ্ট বারিয়া দরবারের খরচে নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

আবদুলপুর-নবাবগঞ্জ রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড আবদুলপুর হইতে নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত ৫৫৭৮ মাইল দীর্ঘ একটী রেলপথ নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছেন। এই লাইনটীর নাম হইবে আবদুলপুর-নবাবগঞ্জ রেলওয়ে।

সালেম-নামাখান-টুরাইধুর-ত্রিচিনপল্লী রেলওয়ে

রেলওয়ে বোর্ড সালেম হইতে নামাখান এবং টুরাইধুর হইয়া ত্রিচিনপলী পর্য্যন্ত একটী রেলপথ সার্ভে করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

———

কাজের কথা

বড় বড় কাজ নয়, ছোট খাট কাজের কথা। কেমন করিয়া আঠা প্রস্তুত করিতে হয়, কি ভাবে কালি প্রস্তুত করা যাইতে পারে, পিত্তলাদি ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য পরিষ্কার রাখিবার উপায় কি, কেমন করিয়া কাঠের আসবাবের উপর হইতে বিভিন্ন প্রকারের দাগ তুলিয়া ফেলিতে হয়, মার্ব্বল পাথরের মেজে বা টেবিলাদি পরিষ্কৃত করিবার উপায় কি— প্রভৃতি নানা প্রকার ছোট খাট কাজের কথা আমরা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" মারফতে সাধারণকে জানাইতে চাই। ইহার কিছু কিছু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিছু এখন বলিতেছি এবং কিছু কিছু পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

যে সমস্ত কথা বলা হইতেছে, তাহা ব্যবসায়ীর যেমন কাজে লাগিতে পারে, গৃহস্থেরও সেইরূপ কাজে লাগিবার সম্ভাবনা। অনেক সময় গৃহস্থকে সামান্য সামান্য কাজের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয়। পয়সা ফেলিয়া, তোষামোদ করিয়া বিশেষজ্ঞ মজুর আনিতে হয়। বড় লোকের ইহাতে অসুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু গরীব লোকের পক্ষে সময়ে অসময়ে ঘরের কড়ি বাহির করিয়া মজুর লাগাইয়া খুটি নাটি কাজ করাইয়া লওয়া যে বড়ই অসুবিধাকর ও অত্যন্ত ক্ষতিজনক, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; অথচ বাংলা ভাষায় এই সব ছোট খাট কাজ শিখিবার মত যথেষ্ট পুস্তকাদি নাই।

ইয়োরামেরিকায় লোকে বাল্যকাল হইতেই নানারূপ ছোট খাট কাজ শিখিয়া রাখে। ইহাতে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের পথ অনেকটা সরল হইয়া আসে। ঐ সব দেশের এমন অনেক বিখ্যাত লোকের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা বাল্যাবস্থায় ছুতার বা চামারের কাজ করিয়া ভাত কাপড় ও লেখাপড়ার ব্যয় সঙ্কলন করিতেন এবং ছুতার বা চামারের কাজ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের লেখাপড়া হইয়াছিল এবং কালে তাঁহারা জগদ্বিখ্যাত হইতে পারিয়াছিলেন।

এ দেশেও দরিদ্র ছাত্রের অভাব নাই। তাহারা বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিতেছে। তাহারা যদি পাঠ্যাবস্থায় কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত তাহাদের বিদ্যা উপার্জ্জন করা এত কষ্টকর হইত না। আমাদের দেশের কোন ছাত্রই যে পাঠ্যাবস্থায় অর্থোপার্জ্জন করে না, এমন কথা বলিতে চাই না। তবে একমাত্র ছেলে পড়ান ছাড়া তাহারা নিজেদের জন্য অন্য কিছু কাজ খুঁজিয়া পায় না।

কাজ খুঁজিয়া পায় না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সত্যসত্যই কাজের অভাব নাই। অর্থোপার্জ্জনের উপায় একটী নহে—অসংখ্য। এমন অসংখ্য পেশা ও ব্যবসায় রহিয়াছে, যাহাতে বিনা পুঁজিতে বা দু'দশ টাকা পুঁজিতে কাজ আরম্ভ করা চলে। সেই সকল কাজের সন্ধান দেওয়াই "কাজের কথা" লিখিবার উদ্দেশ্য। এককের প্রচেষ্টা এবিষয়ে যথেষ্ট নহে, সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন। যাহারা অল্প মূলধনের ছোট খাট কাজের সন্ধান দিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য এই অধ্যায় সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিল।

মার্বল পাথরের যত্ন

মার্ব্বল পাথর পরিষ্কার করিবার উপায়

(১) এক কোয়ার্টার ঠাণ্ডা জলে দুই আউন্স কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা মিশ্রিত কর। তাহার পর একটী পরিষ্কৃত ব্রাস ঐ সলিউসনে ডুবাইয়া উহা দ্বারা মার্বলটী ঘসিতে থাক। সঙ্গে সঙ্গে উহার উপর অল্পে অল্পে জল ঢালিতে হইবে। কিছুক্ষণ এইরূপে ঘর্ষণ করিলেই পাথরের উপর হইতে সমস্ত দাগ উঠিয়া যাইবে। তখন প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিয়া উহাকে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

(২) পাথরের উপর যে যে অংশে দাগ পড়িয়াছে সেই সমস্ত অংশে প্লাস্টার অব্ প্যারিস মাখাইয়া দাও। কিয়ৎকাল পরে উহা শুকাইয়া যাইবে। তখন ক্রসের সাহায্যে প্লাস্টার অব্ প্যারিস্ তুলিয়া ফেলিলে উহার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দাগগুলিও উঠিয়া যাইবে।

(৩) দুইভাগ সোডা, এক ভাগ পিউমিস্ স্টোন্ চূর্ণ এবং একভাগ খড়িচূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহার দ্বারা অতি সহজে পাথরের উপর হইতে বিভিন্ন প্রকারের দাগ তুলিয়া ফেলা যায়। প্রথমে উপরোক্ত জিনিস কয়টী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একটী সূক্ষ্ম ছাকনি দ্বারা ছাকিয়া লও। তাহার পর উহাদিগকে পরিমিত ভাবে মিশাইয়া জলে গুলিয়া ফেল। খুব পাত্‌লা করিয়া গুলিলে চলিবে না—ঈষৎ ঘন রাখিতে হইবে। যাহা হউক, একখানি ক্রস দিয়া ঐ জল পাথরের উপর ঘসিতে থাকিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত দাগ উঠিয়া যায়। তখন সাবান ও জল দিয়া মার্বলগুলি ধুইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে ঐগুলি নূতনের মত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হইয়া উঠে।

(৪) সূক্ষ্ম পিউমিস্ ষ্টোন্‌চূর্ণ,নূতন চুণ ও verdigrees সাবানের (soft soap) সহিত ঘন করিয়া মিশাইয়া মার্বল পরিষ্কার করিবার উত্তম "পেষ্ট" তৈয়ারি করা যায়। একখণ্ড পশমী কাপড়ে ইহা লাগাইয়া পাথরের উপর একভাবে ঘসিতে হয়। দাগ উঠিয়া গেলে সাবান জলে পাথরটীকে ধুইয়া ফেলিলেই চলিবে। বলা বাহুল্য, একবারে সমস্ত দাগ উঠিয়া না গেলে পুনর্ব্বার ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়।

(৫) পাথরের যে যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, সেই সেই স্থানে কিঞ্চিৎ সালফিউরিক্ এসিড্ লাগাইয়া দাও। তাহার পর একখণ্ড নরম নেক্‌ড়া লইয়া উহার উপর আস্তে আস্তে ঘসিতে থাক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত দাগ উঠিয়া যাইবে।

মার্বলের উপর হইতে লোহার কলঙ্ক তুলিবার উপায়

একটী লেবু কাটিয়া উহার রস কলঙ্কযুক্তস্থানে ঘসিয়া দিলে মার্বলের উপর হইতে লোহার দাগ অতি সহজে উঠিয়া যায়।

অন্য সকল প্রকার দাগ তুলিয়া ফেলিবার জন্য পূর্ব্ববর্ণিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে। তবে উহাদের মধ্যে ৩নং পদ্ধতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৩নং পদ্ধতি অনুসরণে পাথর পরিষ্কার হইয়া গেলে উহা শুকাইয়া যাইবার পর শ্যামা চামড়া দিয়া উহা মাজিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহাতে পাথরের চাক্‌চিক্য আরও বাড়িয়া যায়।

কৃত্রিম মার্বল

ফটকিরির জলের (solution of alum)

সহিত প্লাস্‌টার্‌ অব্‌ প্যারিস্‌ মিশাইয়া উহা হইতে সুন্দর কৃত্রিম মার্বেল প্রস্তুত করা যায়। উল্লিখিত দ্রব্য দুইটী মিশাইয়া উনানে চড়াইয়া দাও। যখন উহার সমস্ত জলীয় অংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে, তখন উনান হইতে নামাইয়া কোন কিছুর সাহায্যে পিষিয়া উহাকে ময়দার মত গুঁড়া করিয়া ফেল। ঐ চূর্ণ পদার্থ জলে মাখিয়া যেমন ইচ্ছা আকৃতিবিশিষ্ট করা যাইতে পারে। ইহা পাথরের মত শক্ত এবং পালিশ করিলে পাথরের মতই চাকচিক্যবিশিষ্ট হইয়া উঠিবে।

মার্বেল জুড়িবার সিমেণ্ট

নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টীর প্রয়োজন :—

১। মধুমোম—দুই পাউণ্ড (প্রায় এক সের)

২। রজন—এক পাউণ্ড (প্রায় অর্দ্ধ সের)

৩। যে জাতীয় মার্বেল জুড়িতে হইবে ঠিক সেই জাতীয় মার্বেল চূর্ণ।

দুই পাউণ্ড মধুমোম এবং এক পাউণ্ড রজন একটী পাত্রে স্থাপন করিয়া পাত্রটীকে অগ্নির উত্তাপে রক্ষা কর। কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ দুইটী জিনিস গলিয়া গিয়া পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইবে। এখন ঐ গলিত পদার্থের মধ্যে মার্ব্বল চূর্ণ ঢালিয়া দিয়া একটী কাটি দিয়া ভাল করিয়া নাড়িতে থাক। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে মার্ব্বল চূর্ণ যেন মোম ও রজনের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। এই মিশ্রণ-কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে।

কি পরিমাণে মার্বেল চূর্ণ মিশাইতে হইবে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। কেননা এ ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিয়মটুকু মানিয়া চলিলেই চলিবে।

যতখানি মার্বেল চূর্ণ মিশাইলে সিমেণ্টের রঙ্‌ যে পাথর জুড়িতে হইবে সেই পাথরের অনুরূপ হয়, মোম ও রজনের সহিত ঠিক ততখানি মার্বেল চূর্ণই মিশাইতে হইবে।

মার্বেল জুড়িবার সময় উপরোক্ত সিমেণ্ট গরম করিয়া লইতে হয়। যে দুইটী পাথর জোড়া হইবে সেই দুইটীর জোড়নের দিকও গরম করিয়া লওয়া আবশ্যক। সিমেণ্ট ও মার্বেল এই উভয়ই যেন সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক থাকে।

—•—

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন, বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন, তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র ব্যবহার করিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন; কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiryকারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলপোযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ, মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য", এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে-সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহেন না, referenceএর উপরে নির্ভর করেন।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

ঘড়িয়ালের পাকা চামড়া

(পি—১১৭) রায়পুরের জনৈক ব্যবসায়ী ঘড়িয়ালের পাকা চামড়ার ক্রেতাদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 29 IX)

ঘড়িয়ালের চামড়া

(পি—১১৮) লাহোরের (পাঞ্জাব) জনৈক ব্যবসায়ী কলিকাতার ঘড়িয়ালের চামড়াক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 29 IX)

Podophyllum Emodi Roots

(পি—১১৯) পাঞ্জাব অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী পডোফাইলাম্ এমোডি রুট্ স্ (Podophyllum Emodi Roots) ক্রেতাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 29 IX)

সোরা

(পি—১২০) লাহোরের একজন ব্যবসায়ী পরিশ্রুত সোরা খরিদ্দারদের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 6 X)

কচ্ছপের চাড়া

(পি—১২১) স্থানীয় একজন পত্রপ্রেরক কচ্ছপের-চাড়া ক্রেতাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J, 6 X)

সেনা (Senna) পাতা

(পি—১২২) জার্ম্মেণীর অন্তর্গত হ্যামবার্গের একজন ব্যবসায়ী দক্ষিণ ভারতের সেনা পাতার রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছা করেন।

(T. J. 6 X)

আম লতা

(পি—১২৩) একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী আম লতার ব্যবসায়ী এবং রপ্তানিকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 13 X)

তালের কাঠি (Palmyra stalks)

(পি—১২৪) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত টিউটিকরণের জনৈক ব্যবসায়ী তালের কাঠির ক্রেতাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 13 X)

সাজিমাটি ও অভ্র

(পি—১২৫) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী সাজিমাটী ও অভ্র আমদানীকারকগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 13 X)

পিতলের বাল্‌তি

(পি—১২৬) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা সহরের জনৈক ব্যবসায়ী পিতলের বাল্‌তি ক্রেতাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 20 X)

মাখন ও আলু

(পি—১২৭) বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ী সেখানকার মাখন ও আলু বিক্রয়ের জন্য বঙ্গদেশের ও মাদ্রাজের ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 20 X)

কাঁচা রেশম ও রেশমের ছাট

(পি—১২৮) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী কাঁচা রেশম ও রেশমের ছাট্ সরবরাহকারীদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 20 X)

Red Oxide of Iron

(পি—১২৯) বিহার প্রদেশের গয়ার জনৈক পত্রপ্রেরক Red Oxide of Ironএর ক্রেতাদের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 20 X)

শাল, কম্বল ও জরীর ফুল দেওয়া রেশমী কাপড়

(পি—১৩০) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী উল্লিখিত জিনিষের পাইকেরী খরিদ্দারদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। (T. J. 20 X)

পরিষ্কৃত কাঠের গুঁড়ি

(পি—১৩১) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী পরিষ্কৃত কাঠের গুঁড়ির খরিদ্দারদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 20 X)

কাঠ-বিড়ালের চামড়া

(পি—১৩২) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী কাঠ-বিড়ালের চামড়া বিক্রয়ের জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 20 X)

চা

(পি—১৩৩) বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ী নীলগিরি চা বিক্রয়ের জন্য বঙ্গদেশের ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। (T. J. 20 X)

হাঁসের ডিমের বিক্রেতা

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দত্ত, পোঃ ইট্না, গ্রাম মৃগা জেলা ময়মনসিংহ, লিখিতেছেন :—

"আমি পাইকারী দামে প্রচুর পরিমাণে হাঁসের ডিম চালান দিয়া থাকি। যাঁহারা ডিমের কারবার করেন, তাঁহারা পত্রের দ্বারা সকল ব্যবস্থা জানিতে পারেন।"

ধান, চাউল, ভুষি, হরিতকী প্রভৃতির বিক্রেতা

যাঁহারা পাইকারী দরে ধান, চাউল, কুঁড়া, ভুষি, প্রভৃতি খরিদ করিতে চান, তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীযুক্ত রামানুজ কর,
বাঁকুড়া।

গত ১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে কোন্ প্রদেশের খনি হইতে কত টন কয়লা উঠিয়াছে ও কি পরিমাণ সরবরাহ হইয়াছে, তাহার হিসাবনিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রদেশের নাম	কত টন কয়লা উঠি য়াছে	কত টন কয়লা সরবরাহ করা হইয়াছে
আসাম	২৪৯৯৭	২৩৫৪১
বেলুচিস্থান	৭৮৫	৮২৫
বঙ্গদেশ—রাণীগঞ্জ খনি	৪০০,৪৮৪	৩৫৬,১৭৩
বিহার ও উড়িষ্যা		
রাণীগঞ্জ খনি	৫৮৯১৬	৪৫৪০৬
ঝরিয়া ,,	৬৯৮১১১	৬৩৪৭৪৭
বোকারো	১২৯.৩৭৯	১২৫,৫৭৩
গিরিডি	৬১৪৬১	৫৫১৯৮
রাজমহাল	৮	৮
রামগড়	২,৮৮০	১৭৮৩
পালামো ডালটন্‌গঞ্জ	৬০	
হিঙ্গির—রামপুর, সম্বলপুর	২০৭৪	১৩৯১
করণপুরা	২১,৩০০	১৯,৩২৩
মধ্যপ্রদেশ		
পের্ঞ্চ ভ্যালি (চিন্দওয়ারা) খনি	৩৭,৬৭১	৩২৬৩৬
চান্দা ,,	১১,৬৭৬	৮,৬৩২
ইয়েটমল ,,		
মোপানি (নরসিংপুর) ,,		
বেতুল ,,		
পাঞ্জাব	১৩১৭	৬৪৮

কলিকাতায় নীলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল

(১৯২৭ ২৮)

স্থানের নাম	সেল নং ১৭ ২৭শে সেপ্টম্বর প্যাকেট	গড়পড়তা দৃশ্য	
আসাম	৮৮৮০	৸৶	পাই
কাছাড়	১৪১৩		
শ্রীহট্ট	৩১৬৯	৸/৭	,,
দার্জ্জিলিং	১২৮৪	৸৶১০	,,
ডুয়ার্স	৯০৩৩	৸৵৫	,,
তেরাই	২০২৭	৸/৬	,,
ত্রিপুরা	২৩৪	৸০	,,
চট্টগ্রাম	১৪৫	৸/৪	,,
ছোটনাগপুর	১০৯	॥৸১০	,,
কুমায়ুন ও কাংগ্রা			
মাদ্রাজ			
দেরাদুন	১৯৭	৸/১১	,,
অন্যান্য স্থান	১৯	॥৵৮	,,
মোট—	২৬৫০৭	৸৵৭ পাই	

	২৬৫০৭	৸৶৭ ,,

দ্রষ্টব্য—উপরের তালিকায়ে পুরাতন, নষ্ট, বা গুঁড়া চা ধরা হয় নাই।

(১৯২৬—২৭)

সেলনং ১৭ ২১শে সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	প্যাকেট	গড়পড়তা মূল্য
আসাম	১০৭৭	৸/৮ ,,
কাছাড়	২৩৫৯	৷৴২ ,,
শ্রীহট্ট	৩৪২১	৸৶/১ ,,
দার্জ্জিলিং	২১৫৯	৶৶/১ ,,
ডুয়াস	৬২০৬	৸/৩ ,,
তেরাই	৮৮৭	৷৶/১১ ,,
ত্রিপুরা	২২৮	৷৵১১ ,,
চট্টগ্রাম	২০৬	৷৵৩ ,,
ছোটনাগপুর	৫০	১৶৮ ,,
মোট	২৬৩০৩	৸১১ পাই

(১৯২৭—২৮)

সেল নং ১৮ ১১ই অক্টোবর

স্থানের নাম	প্যাকেট	গড়পড়তা মূল্য
আসাম	৮৬৯০	৸৶৭ পাই
কাছাড়	২২৬৯	৸/১০ ,,
শ্রীহট্ট	১৯২৩	৸/৭ ,,
দার্জ্জিলিং	১৯৮০	৸৶/১০ ,,
ডুয়াস	১০৬৯৮	৸৵৪ ,,
তেরাই	২৩৬৯	৸/৶০ ,,
ত্রিপুরা	৩	৸৶০ ,,
চট্টগ্রাম	১৪৮	৷৶৬ ,,
ছোটনাগপুর	৩০	৸/৮ ,,
মোট	২৮১০০	৸৵৮ পাই

	২৮১০০	৸৵৮
	১৯২৬— ২৭	
	সেল নং ১৮১৮শে সেপ্টেম্বর	
স্থানের নাম	**প্যাকেট**	গড়পড়তা মূল্য
		৸৮ পাই
আসাম	৯১৮৬	৸৩ ,,
কাছার	৩৭৮৪	৸৫ ,,
শ্রীহট্ট	৭৮১৭	৸৵৩ ,,
দার্জ্জিলিং	১৪৭০	৸২ ,,
ডুয়ার্স	৬১৪৩	৸০ ,,
তেরাই	১৯২১	॥৶০ ,,
ত্রিপুরা	৪৫	॥৶৭ ,,
চট্টগ্রাম	২২৬	
মোট	২১৭৯৩	৸১০ ,,

বাঙ্গালীর ব্যবসায় পথে অন্তরায়

(শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ)

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এ প্রবাদ বাঙ্গালী যত দিন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিল, ততদিন তাদের এমন করিয়া শতকরা নিরনব্বই জনকে উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় নাই! যেদিন বাঙ্গালী বাণিজ্য ও ব্যবসায় বুদ্ধি হারাইয়া পাশ্চাত্য আদব কায়দায় ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়াছে, সেদিন তাহার দুরবস্থার পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। ইহাত আর উপকথা নহে যে বাঙ্গালীরা সুদূর জাভা, বর্ণিও পর্য্যন্ত অর্ণব পোতে নানাবিধ দ্রব্যাদি রপ্তানি করিত। তাহার ভূয়সী প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য তাহাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া

"গুণ হইতে দোষ হইলে বিদ্যার বিদ্যায়"

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা সৌখিন হইয়াছেন, আরও বেশী হইতেন, যদি ক্রমশঃ এতদূর অর্থাভাব না হইত।

যদিও কোন কোন বাঙ্গালী উল্কাপাতের ন্যায় কেরাণীকুলমণ্ডিত আফিস হইতে ছুটিয়া গিয়া কোন ব্যবসায় করিতে উদ্যোগী হয়েন তাহার বিঘ্ন পদে পদে। জানি না বিধাতার কি অভিসম্পাত এই জাতির উপর পড়িয়াছে। যদিও ভাগ্যচক্রে কাহাকেও প্রথম

জীবনে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে দেখা যায় তিনি কিছুদূর পর্য্যন্ত খুব দ্রুত গতিতে উন্নত হয়েন, তারপর কিছু উপরে উঠিয়াই প্রায় একভাবে কিছুদিন থাকেন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতন আরম্ভ হয়—ইহাই বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর বিশেষত্ব।

বাঙ্গালী পুত্র ও পৌত্রাদি ব্যবসায় করিয়াছে, প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার পুত্র তাহার ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়াছে—এ দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল। তাহার কতিপয় কারণ আমাদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি। আমার বোধ হয়, পাঠকবর্গ আমার সহিত একমত হইবেন। আপনারা স্পষ্ট দেখিবেন, ১২ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যবসায়ীর যথেষ্ট অর্থাগম হইতেছিল, প্রতিবৎসর তাহার লাভের অংশ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহার হঠাৎ এমন কি হইল যে, আর তাহার ব্যবসায়ের বৃদ্ধি হইতেছে না। সেরূপ সুনাম আর তাহার নাই—ক্রমেই ধ্বংসের পথে নামিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ এই যে :—

১। কেহ কেহ একটু উন্নত হইলেই—তাহার আত্মীয়, বন্ধু ও পরিবারের দ্বারা একজন খুব বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে অহঙ্কার আসিয়া স্থান পাইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই তাহার মান ইজ্জতের দিকে দৃষ্টি করিতেছেন ও একটী fool of praise হইয়াছেন। ব্যবসায় কিসে উন্নতি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর তিনি পাইতেছেন না। তিনি কাজ করার পরিবর্ত্তে শুধু হুকুম করিতেছেন। হুকুমের পূর্ব্বে চতুর্দ্দিক বিচার করিবার তাহার সময় থাকে না। আত্মসম্মানবোধ তাহাকে তাহার কর্ম্মচারিদের হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়—তিনি সকলের মতামত লইয়া কাজ করাকে অপমান বোধ করেন ও সর্ব্বদা নিজ খেয়াল মত হুকুম জারি করেন। তাহাতে অনেক সময় ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হয় মনে করিয়া বিশ্বস্ত ও পুরাতন কর্ম্মচারীগণ তাহার প্রতিবাদ করিলে তাহাতে তাঁহার সম্মানের হানি হয়; ফলে ক্রমশঃ তাহাদের ছাড়াইয়া দিয়া নূতন তোষামোদকারী অকর্ম্মণ্য ও অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারিবেষ্টিত হয়েন। ক্রমশঃ They keep a court around him instead of a staff. The manager becomes a grand vizier. সুতরাং ব্যবসায়ী তখন তাঁহার নিজের সম্মান, যশ প্রচারের জন্য তখন ব্যবসায় করেন, দেশের ও সমাজের সাহায্য বা কল্যাণের জন্য করেন না। গ্রাহকগণের সুবিধার দিকে দৃষ্টি না থাকার ফলতঃ তাহারা অন্য দোকানে চলিয়া যান এবং এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়।

২। কেহ কেহ এইরূপ তোষামোদপ্রিয় নহে বা তাহারা ইহা পছন্দ করেন না। তাহারা সাধারণতঃ যেমন ব্যবসায়ে একটু উন্নতি হইয়াছে অমনি তাহারা সুখ ভোগে আত্মনিয়োগ করেন ও বাকী জীবনটা যাহাতে একটু উপভোগ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি করেন। তখন তাহারা লজ ক্লাব প্রভৃতিতে যোগদান করেন, মাঝে মাঝে ঘোড়দৌড় খেলার মাঠ ইত্যাদিতে আনন্দ উপভোগ করেন। গীত বাদ্যাদি শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ওস্তাদ নিয়োগ, বাগান বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় প্রভৃতি কার্য্যে শুধু ব্যয়বহুল হইয়া উঠেন। কেহ কেহ বা তখন দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার ছলে কাউন্সিলার, মেওর, এম, এল, সি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদির ইলেকসনের ধাক্কায় দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়ান ও বহু অর্থ ব্যয় করেন। কেহ বা দেশভ্রমণে, হাওয়া পরিবর্ত্তনে কালাতিপাত করেন। তখন স্ত্রীদের বহুমূল্য অলঙ্কার ও আপাদমস্তক নানাবিধ রেশমে মণ্ডিত হয়। এ সমস্তই কিন্তু তাহার ব্যবসায়ের মূলধনের উপায় হইতে চলিতেছে।

প্রধান কথা এই ; তাঁহার ব্যবসায়ের লাভ হইতে

যদি এসব ব্যয়বাহুল্য সঙ্কুলন হয়, তাহা হইলেও কিছুই ক্ষতি হয় না—যদি তাহার পূর্ব্বে একজন উপযুক্ত লোকের হাতে তাহার ব্যবসায় ন্যস্ত থাকে। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি তখনও নিজে সে ব্যবসায় চালাইতে চাহেন। তাহা হইলে যদি তখন ব্যবসায় ভাল না লাগে, তাহা হইলে ইহা তখনও বেচিয়া দেওয়া উচিত, কারণ অন্য কেহ ঐ ব্যবসায় উত্তমরূপে চালাইতে পারে।

(৩) কেহ কেহ ইহার কোনটাই করেন না বা চাহেন না; কিন্তু তথাপি তাহার ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়; কারণ তিনি তাহার স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি করেন নাই। জীবনে ব্যবসায়ে উন্নতি করিবার জন্য তিনি এতদূর পরিশ্রম করিয়াছেন যে, তাহার শরীর এখন অনেক বিষয়ে শক্তিহীন, তথাপি তিনি প্রত্যেক বিষয় নিজে করিতে চাহেন। তিনি যে ভাবে তাহার ক্ষুদ্র ব্যবসায় সমস্ত দিক দেখিয়া পরিচালনা করিবেন, যখন তাহার ব্যবসায় তাহার অপেক্ষায় অনেক প্রসারিত তখন ও তিনি সেই ভাবে প্রত্যেক detail নিজে দেখিয়া করিতে চাহেন। They are good workers but bad organisers." তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত ব্যবসায়টীকে personal করিয়া রাখেন এবং কোনটাই ভাল ভাবে করিতে পারেন না।' They are like the hen who tried to sit on 50 eggs she messed about and spread herself until she smashed the lot.' তাঁহাদের ধারণা উত্তম, কিন্তু তাঁহারা কি ভাবে ব্যবসায়ের প্রসার করিতে হয়, তাহা জানেন না তাঁহারা কাহাকেও দায়িত্ব দিয়া কাজ করাইতে জানেনা, সর্ব্বদা নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব রাখেন যখন তিনি Colonel হলেন তখন ও Surgeant এর কাজ করেন, ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় ও ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়।

(৪) কেহ কেহ যখনই তাঁহাদের ব্যবসায় কিছু উন্নতি হয়, তখনই তাঁহাদের যত আত্মীয় স্বজন আনিয়া কর্ম্মচারিদের স্থান অধিকার করাইয়া বসান। "নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ঃ সগুণঃ পর পর সদা" এই নীতি অবলম্বন করেন। ফলে তাহারা সর্ব্বদা তাহাদের আত্মীয়তার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করেন। অন্যান্য পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীগণের উপর যাহাদের আজীবন ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়াছে, নবাগত তাহাদের উপর আধিপত্য করিতে চেষ্টা করে; আত্মীয়গণ তাহাতে কর্ম্মচারিদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয় ও তাহারা অন্যত্র চলিয়া যান।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন। তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১নং পত্র

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা সর্ব্বদাই খুব ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করি। অনেককে যে ইহা নূতন আলোকের সন্ধান দিতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কয়েকটী সংবাদ জানিতে চাই। আশা করি, সম্ভব উত্তর দিবেন।

১। মৌমাছি পালন বাংলায় কেহ করে কি? শিক্ষা করিবার কি কোন উপযুক্ত স্থান আছে? Business scaleএ এই ব্যবসায় করিতেছে অথচ অপরকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত—এইরূপ কয়েকটা firm এর নাম দিবেন, যাহাতে তাহাদের সহিত correspondence করিতে পারি।

২। হস্তচালিত পাঁচফলাবিশিষ্ট একটী লাঙ্গলের মূল্য কত এবং কোথায় পাওয়া যায়? পাঁচফলাবিশিষ্ট লাঙ্গল কি হাত দিয়া চালাইবার পক্ষে বিশেষ ভারী হইবে না? Agricultural implements বিক্রয় করে এমন একটী firm এর নাম দিবেন।

৩। আনারসের পাতা হইতে সূতা বাহির করিবার জন্য কোন কল আছে কি? ১৩৩১ আষাঢ় সংখ্যায় লেখা আছে, আখমাড়া কলের ন্যায় বাবলা কাঠের কল। এই সূতার demand বাজারে কেমন, কাহারা কেনে এবং কোন্ কাজে লাগে? এই সূতার ব্যবসায় যাহারা করে, তাহারা কিরূপ কল ব্যবহার করে? এবিষয়ে একটু বিস্তৃত সংবাদ দিবেন।

৪। কৃষিবিষয়ক এবং গৃহস্থের উপযোগী কয়েকখানা ভাল মাসিক পত্রিকার নাম দিবেন।

৫। আপনাদের পুস্তক বিভাগের একখানা Catalogue সম্ভব হইলে পাঠাইয়া দিবেন এবং শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র সরকার প্রণীত "গোপাল বান্ধব" নামক পুস্তকখানি ভিঃ পিঃতে পাঠাইবেন।

উত্তরের জন্য stamp পাঠান হইল। ইতি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার,
গ্রাহক নং ৩০৫৮

১নং পত্রের উত্তর

১। বাংলায় একক কিম্বা ব্যাপকভাবে মৌমাছি কেহ পালন করেন বলিয়া জানি না; কিন্তু শিলংএর অন্তর্গত চেরাপুঞ্জীতে খাসিয়ারা অনেকেই ব্যবসায়ের জন্য মৌমাছি পালন করিয়া থাকে এবং এইরূপ পালিত মৌমাছির দ্বারা "কমলা মধু" তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করে। সেখানকার ব্রাহ্ম সমাজের মিশনারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট আমাদের নাম করিয়া পোষ্টেজ সহ পত্র লিখিলে সম্ভবতঃ তিনি সকল সংবাদ দিতে পারেন এবং সেখানে যাইয়া কিছুদিনের মধ্যেই মৌমাছি পালন শিখিয়াও আসিতে পারেন। তাঁহার ঠিকানা এই :—

চেরাপুঞ্জী ব্রাহ্মসমাজ,
শিলং।

২। হস্তচালিত লাঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের নামোল্লেখ করতঃ, নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

(ক) Messrs. Burn & Co. Ld.
Engineers,
Howrah.

(খ) The Russa Engineering Works, Ld.
(Tractor Dept.)
110-1 Russa Road, North.
Bhowanipur, (Calcutta.)

৩। আনারসের পাতা, Aloe fibre (পশ্চিমে যাহাকে মারোয়া গাছ বলে) প্রভৃতি হইতে সুতা বাহির করার জন্য আমেরিকা West Indies প্রভৃতি দেশে কল ব্যবহার করা হয়। তাহার দাম প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা পড়ে। পশ্চিমে আনারস নাই, কিন্তু আনারস জাতীয় "মারওয়া" নামক এক প্রকার কাঁটা গাছ আছে। ইংরাজীতে তাহাকে Aloe গাছ বলে। বাংলায় স্থান বিশেষে উহাকে ছুঁচ কাঁটার গাছ বলে, কারণ উহার অগ্রভাগ ছুঁচের ন্যায় ধারালো। পশ্চিমে চাষীরা বেড়া দিবার জন্য সাধারণতঃ এই গাছ লাগায় এবং ইহার পাতা হইতে অতি শক্ত এবং তুল শণের ন্যায় দাড় তৈয়ারী করে। পাথরের উপর কাঠের মুগুর দিয়া পাতাগুলি পিটাইয়া ছেঁচিয়া নিয়া উহা জলে কয়েক দিন পচাইয়া কাচিয়া লইলে উহার গাত্র হইতে pulp বা সার পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায় এবং সাদা আঁশগুলি বাহির হইয়া পড়ে। অতঃপর পাটের ন্যায় ছায়ায় শুকাইয়া লইলে আঁশ তৈয়ার হইল। তার পর দড়া পাকাইয়া লইলেই হইল। ইহার চাহিদা খুব বেশী। কিন্তু জোগান্ তেমন নাই। আন্দামানে রাজবন্দীদিগকে কখনও কখনও এই আনার হইতে আঁশ বাহির করার কাজে নিযুক্ত করা হইত। ইহার জল গায়ে লাগলে ভয়ানক চুলকায়। এদেশে ব্যাপকভাবে উহার চাষও নাই এবং কারবারও নাই। ময়ূরভঞ্জে সার ড্যানিয়েল হ্যামিল্‌টন্ একবার ব্যাপকভাবে ইহার চাষ করিয়াছিলেন। যা'ক অনেক বলা হইল।

৪। কৃষি বিষয়ক উৎকৃষ্ট মাসিক "আবাদ" উঠিয়া গিয়াছে।

"কৃষকের ঠিকানা"—

১৬২নং বহু বাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"কৃষি সম্পদ", ঢাকা।

৫। ক্যাটালগ নাই এবং উক্ত পুস্তকও আমরা রাখিনা।

২নং পত্র

মহাশয়,

১। গাভী দোহন করিবার কল কোথায় পাওয়া যায় এবং উহার মূল্য কত? যদি আপনার জানা থাকে তবে উহা ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা জানাইবেন।

২। "গো-বন্ধুর" একখানা ক্যাটালগ পাঠাইবেন

৩। রবারের বাগান করিতে হইলে, চা বাগানের জন্ম যেরূপ Board of Revenue এর permission লইতে হয়, সেরূপ কোন premission লইতে হয় কিনা? লইতে হইলে কাহার নিকট permission লইতে হয়। হেভিকার জন্ম বীজ কোথায় পাওয়া যায় এবং উহার মূল্য কত? দিনাজপুর জেলায় রবারের বাগান হইতে পারে কিনা?

৪। আপনার নিকটই B. H. P. এর oil-engine পাওয়া যায় কিনা? উহার দাম কত?

৫। খয়ের গাছের বাগান করিলে ১বিঘা জমিতে কতগুলি খয়ের গাছ বসাইতে পারা যায়? বিঘা প্রতি কত পরিমাণ খয়ের পাইবার আশা করা যায়? ৬০।৭০ বিঘার বাগান করিলে গড়ে বিঘা প্রতি কত আয় ও ব্যয় হইবে তাহার একটা হিসাব জানাইলে সুখী হইব।

৬। পাট হইতে দড়ি প্রস্তুত করিবার কলের দাম কত? উক্ত কলে দড়ি কিরূপে প্রস্তুত করা যায়?

৭। বাগানের ব্যবহারোপযোগী অল্প মূল্যে এমন কি মজবুত ও স্থায়ী বেড়া হইতে পারে, যাহা দ্বারা ফল মূল (যেমন—আলু, কচু, কলা) ইত্যাদির বাগানকে বন্য পশু (শৃগাল, বন্য শূকর) ইত্যাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করা যায়।

শ্রীনাছিরুদ্দীন আহাম্মদ
গ্রাহক নং ৫০০২

২নং পত্রের উত্তর

১। আমেরিকার Sharples কোম্পানীর গো-দোহনের কল জগদ্বিখ্যাত। হস্তচালিত কলের মূল্য ১৫০০৲ টাকার উপর। উহাতে এক সঙ্গে ১০।১২টা গরু দোহান যায়। যন্ত্রচালিত কলের দাম অনেক। অসুবিধা কিছুই নাই। সুবিধা বলিয়াই সভ্যজগত উহা ব্যবহার করে। আমাদের দেশের লোক কেবল ক্যাটালগ পড়িয়াই মনের এবং প্রাণের ক্ষুধা মেটায়।

২। "গো-বন্ধুর" ক্যাটালক স্বতন্ত্র প্যাকেটে পাঠাইলাম।

৩। না, অনুমতি নেবার কখনও দরকার করে না। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের নিকট অনুসন্ধান করুন। দিনাজপুরে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ বারিপাত খুব কম।

৪। "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" বিজ্ঞাপনস্তম্ভ পাড়লেই দাম জানিতে পারিবেন।

৫। খয়েরের গাছ জঙ্গলে আপনা হইতেই জন্মে। ইহার চাষ কেহ করিয়াছে বলিয়া জানি না, সুতরাং এ সম্বন্ধে আপনাকে অধিক কিছু জানাইতে

পারিলাম না।

৬। ২৫৲ টাকা। সিঙ্গারের সেলাইয়ের কলের ন্যায় পা দিয়া কল চালাইতে হয় এবং হাত দিয়া দড়ি তৈরী করিতে হয়।

৭। দুরন্ত ছুঁচ্ কাঁটা, মেদী প্রভৃতির বেড়া দিয়াও শৃগাল কিম্বা শূকরের অত্যাচার হইতে বাগান রক্ষা করা যায় না যতক্ষণ না সেই সঙ্গে তারের কাঁটা বা Barbed wireএ বেড়া না ঘেরেন।

৩নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া ঘড়িয়ালের চামড়া কত মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে এবং উক্ত চামড়া কি প্রকারে ট্যান করে, খোলাসা লিখিলে যার পর নাই বাধিত হইব। আর চামড়া পাঠাইলে আপনারা বিক্রয় করিয়া দিলে কি নিয়মে বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন, তাহাও জানাইবেন।

তার পর উৎকৃষ্ট সাদা মূলার বীজ কোথায় উৎপন্ন হয় যদি জানেন, অনুগ্রহ করিয়া আগামী মাসের পত্রিকায় জানাইবেন।

৩নং পত্রের উত্তর

১। ৬ইঞ্চ হইতে নয় ইঞ্চ চওড়া চামড়ার মূল্য গড়ে শতকরা ১০০৲ টাকা হইতে ১৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

২। উক্ত চামড়া ট্যান করা বা পাকাইবার প্রণালী ১৩৩৩ সনের কাগজে বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩৩ সনের এক সেট্ কাগজ ৪৲ দিয়া কিনিলেই সব জানিতে পারিবেন।

৩। হাঁ, বিক্রয় করিয়া দিয়া থাকি। আমাদের নিকট Commission হিসাবে পাঠাইলে বেচিয়া দিতে পারি।

৪। Statesman কাগজে বিস্তর বীজওয়ালার নাম দেখিতে পাইবেন। তাহাদের নিকট পত্রদ্বারা কিনিতে পারেন, অথবা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে Indian Gardening Associationএ পত্র লিখিলেই বীজ পাইতে পারেন।

৪নং পত্র

১। নারিকেল ছোবড়ায় দড়ি তৈয়ার করিবার কল কোথায় বিক্রী হয়, তাহার মূল্য কত? ঐ কলে শণের ও পাটের দড়ি তৈয়ার করিতে পারা যায় কি না? এই কল আপনাদের পরীক্ষিত হইলে উহা দ্বারা কত ঘণ্টায় কি পরিমাণ কাজ হয়। ইচ্ছা মত ছোট বড় সকল রকমের দড়ি তৈয়ার করিতে পারা যায় কি না?

২। ঝিনুকের বোতাম হাতে কাটিবার কোন যন্ত্রপাতি আছে কি না? থাকিলে কোথায় পাওয়া যায় এবং কত মূল্যে বিক্রী হয়?

৩। গোলমরিচের একটী বাগান করিতে ইচ্ছুক। এতদঞ্চলে চারা পাওয়া যায় না। আপনাদের জানামতে কোন বিক্রেতা থাকিলে, তাহার ঠিকানা ইত্যাদি ও মূল্যাদি সম্বন্ধে জানা থাকিলে তদ্বিষয় জানাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবগলাপ্রসন্ন দেব,
গ্রাহক নং ১৮৬৬।

৪ নং পত্রের উত্তর

১। আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি। মূল্য এখানে Exgodown ২৫৲ টাকা। হাঁ, শণ, পাট। নারিকেলের আঁশ হইতে দড়ি তৈয়ারী হয়। ভাল করিয়া অভ্যাস হইয়া গেলে চরকা কাটার ন্যায় যে যেমন কাটুনি,সে সেই পরিমাণে দড়ি কাটিতে পারে, সুতরাং আন্দাজে হিসাব দেওয়া যায় না।

২। কল আছে। অর্ডার দিলে আনাইয়া দিতে পারি।

দাম ২০০—৫০০৲টাকার মধ্যে।

৩। Agriculture Departmentএর নিকট পত্র লিখিয়া সংবাদ জানুন। এ department আছে কেবল জনসাধারণের উপকার করা এবং নানারূপ সংবাদ প্রচারের জন্য। আপনারা এ সব প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে ব্যস্ত করিয়া তুলুন।

৫নং পত্র

মহাশয়,

আজকাল ভেজাল দ্রব্যের উৎপাত যে কিরূপ হইয়াছে, তাহা অবশ্য আপনাদের অনবগত নাই। বিশেষতঃ আহার্য্য দ্রব্য ভেজাল হওয়ায় তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্তই অনিষ্টকর হইতেছে। সুতরাং এই সঙ্কট সময় গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্য গুলি ছোট ছোট হাণ্ড মেসিন সাহায্যে নিজে নিজে উৎপন্ন করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে ভেজাল মিশ্রিত নিকৃষ্টদ্রব্য আহারে বিষাক্ত হইতে হয় না। এজন্য আপনি দয়া করিয়া তৈল, আটা, বেসন প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ছোট ছোট হাণ্ড মেসিন কোথায় পাওয়া যায় ও তাহার মূল্যাদি 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকিলে সাধারণের মহৎ উপকার করা হইবে, এবং উক্ত মেসিন বিক্রেতাগণেরও অনেক কলের কাটতি হইবে। তবে মেসিনগুলি এরূপ মূল্যের হওয়া আবশ্যক, যাহা সাধারণ গৃহস্থ পরিবারেও ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। তাহাতে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় তৈল, আটা, বেসন প্রভৃতি দৈনিক প্রয়োজনীয় অপেক্ষা বেশী উৎপন্ন না হইলেই বা ক্ষতি কি আছে? বেশী উৎপন্ন করিয়া ব্যবসায় করিবার জন্য পৃথক মেসিন ত যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহাতে কেবল গৃহস্থের নিত্য আবশ্যক মত দ্রব্য উৎপন্ন হইলেই যথেষ্ট।

আশা করি, এই পত্রটী এই শ্রাবণ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া উপরোক্ত প্রকারে মেসিনের যথাযথ সংবাদ ও সন্ধান লিখিয়া বাধিত করিবেন।

কৃষি হইতে চাউল, কলাই, সরিষা, গম, তরি-তরকারী, ফল, কাপড়ের তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া মেসিন সাহায্যে তেল, আটা, কাপড় প্রভৃতি নিজে নিজে উৎপন্ন করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে তাহাকেই মূল স্বরাজ বলা উচিত। ঐ সকল করিতে পারিলে তাহার পরে রাজনীতির কথা। নতুবা মূল আলগা থাকিলে শাখা প্রশাখা ফল ত শুষ্ক হইবেই এবং তাহাই হইতেছে। এদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। ইহারাই নাম মূলে ভুল।

শ্রীউত্তমলাল সরকার,
২০৮৭ নং গ্রাহক।

৫নং পত্রের উত্তর

আপনার পত্রখানি সময়োচিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকই দেশের লোকের এদিকে মতিগতি নাই। ভেজাল খাদ্যের দ্বারা জাতির স্বাস্থ্য এবং পরমায়ু যেমন দিন দিন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে অশ্লীল এবং দুর্নীতি মূলক সাহিত্য প্রচার দ্বারা জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডও তেমনি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রতি মাসেই আমরা ভেজাল খাদ্যের বিষয় আলোচনা করি, কিন্তু দেশের লোকের তাহাতে কোনও সাড়া শব্দ ত পাই না। যাহা হউক, অল্প মূল্যের হস্ত-পরিচালিত যে সকল কল মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ চালাইতে পারেন, আমরা ক্রমে তাহাদিগের আমূল বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organi-

sation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষঅভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিমধ্যেই মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতিমাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

তালমা মোকাম

পোঃ তালমা, জেলা ফরিদপুর

১। ৺গোবিন্দ দেব বিগ্রহ ঠাকুরের সেবাইত নাটোর (জিঃ রাজসাহী) মহারাজার কাছারী।

২।, পোষ্ট অফিস।

৩। দাতব্য ডাক্তারখানা; ডাক্তার—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু।

৪। গুরুচরণ রায়।
আড়তদার—ধান, চাউল, পাট, ভুষি মাল।

৫। রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়।
আড়তদার—সূতার দোকান, ধান, চাউল, ধনিয়া, পাট ইত্যাদির এই খানে আড়তদারিতে

মাল খরিদ এবং বিক্রয় হয় এবং নিজেরও চালানি কাজ আছে। ইনি অতি বিশ্বাসী।

৬। বিনোদবিহারী রায়।

টিন, কাঠ কটু তৈল ইত্যাদির মহাজন।

৭। অবিনাশ চন্দ্র সাহা রসিক লাল সাহা।

পাট চাউল, কেরোসিন, নারিকেল, কটু, বাদামি তৈল, এবং ঘি, ভূষিমাল, বেণেতি, কাগজ, প্যাটেণ্ট ঔষধ, চিনি, ময়দা, সুজি, সাগু, এরাকট ইত্যাদির খরিদ ও বিক্রয়কারক।

৮। গোপীনাথ কাপুড়িয়া।

চিনি, ময়দা, বেণেতী, তৈল ঘি ইত্যাদি বিক্রয়কারক।

৯। ৺প্রতাপচন্দ্র সাহা কাপড়ের দোকান

লোহার জিনিষ ও বেণেতি মশলা,নানাবিধ ঔষধ, দেশী ও বিদেশী গাছ গাছড়া বিক্রয়েরও দোকান।

১০। ময়রাপটীতে ৫ খান কায়েস্থ ময়রার দোকান ও ২ খানা মুসলমান ময়রার দোকান।

১১। ১টী বোর্ড স্কুল।

হেড পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

১২। কালীনাথ সাহা।

কাপড়ের দোকান, দেশী বিলাতি।

১৩। কোলাকোপার কাপড়ের দোকান।

এইটা প্রধান কাপড়ের দোকান।

১৪। হাজি এরণ সাহেব মনোহারি দোকান।

১৫। মজাহার উদ্দিন চৌধুরী।

মনোহারি দোকান (প্রধান)।

১৬। মুন্সী গেয়াসউদ্দিন সাহ ফকির

আড়তদার, অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক

১৭। আমিনদ্দিন মিঞা।

আড়তদার, খুব বড় আড়ৎ।

১৮। শশী কুমার দেওয়ানজি।

আড়তদার ও ভূষি মালের মহাজন, পাটের বেল্ বাঁধার কাজও করে।

১৯। মৈজদ্দিন বেপারি

পাটের বেপারি ও মহাজন।

২০। এসিষ্টাণ্ট ডাক্তার সূর্য্যকুমার সাহা।

এলোপ্যাথিক ডাক্তারখানা।

২১। মতিলাল বিশ্বাস।

গাঁজার দোকান।

২২। জুনিয়ার মাদ্রাসা।

সেক্রেটারী—মৌলবী সাহিদউদ্দিন সাহ ফকির।

২৩। কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা বাহাদুর সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, কে, টি, মহোদয়ের তালমা কাচারি।

২৪। ইউনিয়ন বেঞ্চ আদালত।

প্রেসিডেণ্ট—বাবু আশুতোষ সেন।

এই তালমা বন্দরে প্রত্যেক সোমবার, বৃহস্পতিবার—সপ্তাহে ২ দিন হাট বসে। প্রত্যেক হাটে ২০০০ হাজার মণ পাটের আমদানী হয়।

অন্যান্য ছোট খাট দোকান অনেক আছে, তাহা লিখিলাম না। ইতি

নিবেদক—

মহম্মদ দিদার বক্স মাতুব্বর

সদর বেড়া,

৩০৬০ নং গ্রাহক।

—০—

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল, ডাল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি, এতদ্ব্যতীত তাহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটা নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠতি পড়তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

হার্ডওয়ারের (Hardwire)

কাঁটাতার [Barbed wire] ১২৷০

তারের পেরেক [wire nails]

১" × ১৫	১৷" × ১৪	১৷৷" × ১১	১৸" × ১৩	২" × ১২
১৯৲	১৫৲	১১৷৷০	১৩৲	১৬৲
২৷৷" × ১১	৩" × ১০	৪" × ৯,৮	৫ × ৭	৬ × ৬
১৬৲	১১৷৷০	১১৷৷০	১৩৲	১৩৲

হিঃ হন্দর—

পেটেন্ট পেরেক —S কিংবা M মার্কা

২" হইতে ৮" ইঞ্চি ২০৷৷০

হন্দর

প্যানেল পিন্—৷৷" ইঞ্চি × ১৮	৸" × ১৭
১৪৲	১৩৷৷০

জারম্যান স্ক্রু লোহার ৶৫ ইঞ্চি

লোহার কব্জা পেটী ৶৫ ইঞ্চি

ঐ খুচরা

২৷৷	২৷৷"	৩"	৩৷৷"	৪	
৷/১০	৷৶১০	৷৷৶১০	৸৶	১৶০	হিঃ ডজন

কোদাল—৪নং ৫নং ৬নং

"আণ্ডিনা" তিনটান ১১৷৷০ ১২৷৷০ ১৩৷৷০

"এগ্রি" টাটা ১১৲ ১২৲ ১৩৲ হিঃ ডজন

কোদাল /৩ পাঃ দেশী বিলাতি

বিলাতি ৮৷৷০ ৯৷৷০ হিঃ ডজন

টাটার ৭৷০ ৮৷৷০ ,, ,,

উখা বা রেতি—চিন মার্কা ও নিকল সহ

পাট—৬"	৮"	৯"	১০"	১২"	১৪"	১৬"
৩৸০	৪৷৷০	৫৲	৬৲	৮৲	১১৷৷	১৬৲

তেসিরা ৩"	৩৷৷	৪	৫	৬	৭	৮
২৶০	২৶০	২৷৶০	২৸০	৩৸০	৪৸০	৫৸০

হিঃ ডজন

গ্যালভ্যানাইজ স্ক্রু [করগেটর]

২" × ১২নং	২" × ১৩নং	২ × ১৪নং
বিলাতি ৪৩৷৷০	৪২৷৷০	৪১৷৷০ হন্দর
অষ্ট্রীয়ান ৩২৲	৩১৲	৩০৷৷০

গাঃ ওয়াসার বিলাতি জারম্যান দেশী

হাত করাত

টেলাবেন ৶০ হিঃ ইঞ্চি

পাখী মার্কা ৶০ হিঃ ,,

জারম্যান ৵১৫ হিঃ ইঞ্চি

বড় করাত ১৬ ফুটে

পাখী মার্কা ৭৷০ ঘোড়া মার্কা ৭৲

টেলারের ১৯৲ জারম্যান ৫৷৷০

বাটালি ১/৪"	৩/৮"	১/২"	৩/৪"	৭/৮"	১" ইঞ্চি
৫৸	৫৸৶	৫৸৶	৭৲	৭৲	৭৸০

হিঃ ডজন—

সাদা ফল ১½"	১¾"	
৫৲	৫৷৷	হিঃ ডজন

চেরা ফল—

চেরনা ফল

ম্যাজ (Adzes)		০নং ৩০০নং
অর্থাৎ বাইশ	চিন মার্কা —	২৭৲ ২৭৲
	T মার্কা —	২৪৷৷ ২৪৷৷
	গাছ মার্কা —	২৪৷৷ ২৪৷৷

Axes American

কুড়ালী /২ পাঃ	২৷৷ পাঃ	/৩ পাঃ	৩৭ সের
২২৲	২৪৲	২৭৲	হিঃ ডজন

বালতি

১নং রিভিট করা প্রতি ডজন

	৭"	৮"	৯"	১০"	১১"	১২"	১৩"	১৪"
১নং	৫৷০	৭৷০	৯৷১০	১১৲	১২৷৶	১৪৷৶	১৬৷৷০	১৮৷৶
২নং "	৩৷৷৶	৫৶	৬৷০	৮৷৶	১০৷৷০	১১৷০	১৩৷৷৶	১৫৸০
৩নং "	৩৷০	৪৷০	৫৷০	৬৷৷৶	৮৲	৯৷০	১০৸৶	১২৲

বাথ্ টব (প্রত্যেকটার দাম)

১৮″	২০″	২২″	২৪″	২৬″	২৮″	৩০″	৩২″
১৸০	২৵০	২॥৵	৩৵	৩৸০	৪॥০	৫৲	৫॥০

৩৪″	৩৬″	৩৮″	৪০″	৪২″
৬৵	৭৵	৮৵	৮৸০	৯॥০

ডগ চেন	২২নং	২৫নং	২৭	৩০নং	৩২নং
প্রতি ডজন	১৸০	১৸৵	২।০	২॥০	৩৲

সিরিস কাগজ

জালকাটী (Fishnet bullet)

বিশতি—৩২॥ হিঃ হন্দর

জয়েষ্ট (লোহার কড়ি) দর হন্দর প্রতি

	৫″×৩″	৬″×৩″	৭″×৪′	৮″×৪″
টাটা	৮।০	৮।০	৮॥০	৮॥০
জারম্যান	৬।০	৬।০	৬॥০	৬॥০

টাটা জারম্যাণ—

৯×৪,	১০×৫,	১২×৬
৮ ,,	৮ ,,	৮ ,,
৬ ,,	৬ ,,	৯ ,,

বরগা (T টী আইরণ)

১১/২″, ১৩/৪″, ২″, ২।″, ২॥″, ৩″×১/৪″ দর ৭।০ হিসাব হন্দর।

এঙ্গেল—

১″, ১১/৪″, ১১/২″, ১৩/৪″, ২″, ২১/২″, ৩″,×১/৪″

দর ৬॥০ হিঃ দর

লোহা—দর হন্দর প্রতি

পটী ১/৪″ হইতে ২″ চওড়া ১/৪″ ইঃ মোট ৬৸০

পাটী—১১/২″ হইতে ৪ ইঃ ১/৪″ ″ ৬৸০

পাটী— ,, ,, ,, ১/২″ ″ ৬৸০

পোল রড—

৩/১৬″	১/৪″	৫/১৬″	৩/৮″	৭/১৬″	১/২″
৫॥৵	৫॥৵	৫৸	৬।	৬৲	৫॥

গোল বল্টু—

১/২″	৫/৮″	৩/৪″	৭/৮″	১″	১১/৪″	১১/২″	১৩/৪″
৬৸৵	৬৸৵	৬৸৵	৬॥৵	৬॥৵	৬৸০	৬৸৵	৬৸০

২″	২১/৪″	২১/২″	৩″	৩১/২″	৪″
৭৲	৭।০	৭৲	৭৲	৭।০	৭॥০

চৌকা টোনা রড)

৩/১৬″	১/৪″	৫/১৬″	৩/৮″
৫॥০	৫।৵	৫॥৵	৫॥৵

১/২″	৫/৮″	৩/৪″	৭/৮″	১″	১১/৪″	১১/২″
৬॥	৭৵	৬॥৵	৭৲	৭৲	৭৲	৬৸৵

১৩/৪″	২″	২১/৪″	২১/২″	৩″
৬৸৵	৭।০	৭॥০	৭॥০	৭॥০

চাদর (Mild Sheet Shuts]

লম্বা	চওড়া	মোট	দর	হন্দর হিঃ
৬ ফুট	২ ফুট	১৪ গেজ	৯॥০	″
,,	,,	১৬ ,,	৯॥৵	,,
,,	,,	১৮ ,,	১১॥৵	,,
,,	,,	১৯ ,,	১০৵	,,
,,	,,	২০ ,,	১০৵	,,
৬	,,	১০ খানায় বন্দিষ ১১।০		
,,	,,	১২ ,, ,, ১১।০		
,,	,,	১৬ ,, ,, ১৩।০		
,,	,,	১৪ ,, ,, ১২৸০		

মেসার্স রজনীকান্ত মল্লিক এণ্ড কোং, ২০৮নং হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা। হার্ডওয়ার মার্চেন্ট।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

৭ম বর্ষ } পৌষ ১৩৩৪ { ৯ম সংখ্যা

জীবন-জোয়ার

[শ্রীকালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য]

এ জীবনে শান্তি চাহ কে সে ?
সুখের সায়রে ভেসে,
হাসি ঘেরা বসন্তের স্বপন-কুহকে—
আলোকে আলোকে
কাটাইতে চাও দিন ?
ওরে হীন
সেই কি জীবন ?
ঝঞ্ঝা ডাকে শোন,
তান-লয়-বিহীন সঙ্গীতে ;
ছন্দ-হারা গতির ভঙ্গীতে
দুর্ব্বার ধ্বংসের মুখে জেগে ওঠে রুদ্রের আহ্বান।
গাব সেই গান ;
অই যেথা শঙ্খ বাজে, প্রলয় দিয়াছে যেথা হাঁক
সেথা মোর ডাক,
সেথা মোর অনন্ত জীবন
সেথা মোর বহু যুগ থেকে চাওয়া অপূর্ণ যৌবন।

—

বাংলার দুর্দ্দশা

সোণার বাংলা আজ কত দুর্দ্দশাগ্রস্ত তখনই তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়, যখন ভাবিয়া দেখা যায় বাংলা কি ছিল আর এখন কি হইয়াছে। যদিও বাঙ্গালীর লেখা বাংলার কোনও ইতিহাস নাই (থাকিলে হয়ত বাংলা যে আরও কত উন্নত ছিল তাহার নিশ্চয় সংবাদ পাওয়া যাইত) তথাপি বিদেশীয় ও মুসলমানদের লিখিত ইতিহাস হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতেও বাঙ্গালী যে এক সময়ে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, শিল্পে ও বাণিজ্যে সে সময়ে পৃথিবীর ঈর্ষা ও প্রলোভনের বস্তু রত্নপ্রসূ ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। "পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দ্দশা, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাংলার সে দুর্দ্দশা ঘটে নাই। বাংলার প্রকৃত দুর্দ্দশা আরম্ভ হয় সেই দিন হইতে যে দিন বাংলা দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বংগার ধন আর বাংলায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে ভাসি তখন কি কোনও বাঙ্গালীর মনে হয় যে যে সকল রাজ্যের রক্ত শোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বাংলা তাহার অগ্রগণ্য ? বাংলার ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে ; সে পথে বাংলার ধন ইরাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে"।* এইরূপে বাংলার ঐশ্বর্য্য বাংলার বাহিরে যাওয়াতে সোণার বাংলা হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু পিত্তলে পরিণত হয় নাই, কেননা মোগলেরা শুধু ফলরূপ ধন লইয়াছিল ধনপ্রসূবৃক্ষরূপ শিল্প বাণিজ্য নষ্ট করে নাই ; তাই ইংরাজ রাজত্বের সুরুতেও ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ যখন বাংলার পুরাতন রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখিয়াছিলেন "This City is as extensive, populous and rich as the City of London, with this difference that there were individuals in the first, possessing infinitely greater property than the last City. (H. J. Cotton, in new India, published before 1890) Less than a hundred years ago Wrote Sir Henry cotton in 1890, the whole Commerce of Dacca was estimated at one Crore of Rupees. In 1787 the exports of Dacca muslin to England ammounted to 30 lakhs of Rupees". In the first four years of the nineteenth Century says Mr. Ramesh Chandra Dutt, in spite of all prohibitions and restrictive duties, six to fifteen thousand bales of Cotton piece goods were annnally shipped from Calcutta to the United Kingdom.*

*বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ। বঙ্গদর্শন, ১২৮১।

* Report 2 Indian Industrial Commission 1916 1918. Note by the Hon'ble Pandit Madan Mohan Malavya.

শৌর্য্য বীর্য্যেও বাংলা তখন অধঃপাতে যায় নাই। তখনও বাঙ্গালী পালোয়ানের বাঙ্গালী লাঠি শড়কিওয়ালাদের অসাধারণ বলবীর্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইবার লোক প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দেখা যাইত। পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালী-বীর মোহন লালের বীরত্ব কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই।

আজ অল্পাধিক একশত বৎসরের মধ্যে বাংলার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা স্বার্থান্ধ লোক ছাড়া বাংলার সককেই শুধু চোখে দেখিয়া নয়, জীবন দিয়া অনুভব করিতেছে। হায়! কোথায় আজ বাঙ্গালীর সে শৌর্য্যবীর্য্য! কোথায় সে ধন-সম্পদ, কোথায় সে শিল্প বাণিজ্য! যেদিন শিল্প-বানিজ্য গিয়াছে, সেই দিন ধনসম্পদ গিয়াছে এবং ধনসম্পদ যাওয়াতে শৌর্য্যবীর্য্য গিয়াছে, কেন না যে লোক দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না তাহার আর শৌর্য্যবীর্য্য থাকিবে কি করিয়া! পৃথিবীর প্রকৃতি লাঞ্ছিত দেশগুলিরও দরিদ্রতম লোক অন্ততঃ দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইয়া ব্যারাম পীড়ার বড় ধার না ধারিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিয়া একরকম সুখেই দিন কাটাইতেছে কিন্তু বাস্তবিকই সকল দেশের রাণী, প্রকৃতির সুন্দরতম লীলাভূমি সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা বাংলার বারআনা লোক অন্নকষ্টে জলকষ্টে মরিতেছে অথবা রোগ যন্ত্রণায় কাতর-ক্রন্দনে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। বাংলার এই দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে? দায়ী, মূলতঃ—বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি এবং কার্য্যতঃ—এই শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত সহরবাসী বাংলারই লোক।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বিদ্যা ও জ্ঞান মন্দিরের অসংখ্য ও অগণ্য প্রকোষ্ঠের দুই একটির মাত্র, যাহার মধ্যে বাঙ্গালী প্রবেশ করিলে কর্ত্তাদের ন্যাশনাল ইনটারেষ্টের ক্ষতি না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবে, দরজা ঈষদুন্মুক্ত রাখিয়া অন্যসব প্রকোষ্ঠের দরজাগুলি এমন আঁটিয়া সাঁটিয়া বন্ধ করিয়াছে যে, সেখানে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই। যে দু একটির দরজা কিছু মুক্ত তাহাও এত ছোট যে লোকের ভিড়ে অনেকে দরজারই নিকটে যাইতে পারিতেছেন না। ঠেলা ঠেলিতে অনেকের মৃত্যু হইতেছে এবং যাহারা অনেক কষ্টে প্রবেশ করিতেছে তাহারাও শ্রান্ত ক্লান্ত কেহ বা পঙ্গু হইয়া এমন সব বিদ্যার ঝুঁটি বা ডিগ্রি মাথায় লইয়া তোষাখানীরূপে বাহির হইতেছে যে চিরকাল তাহাদিগকে 'ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া বা পরস্কন্ধে আরোহণ করিয়া শেখান বুলি আবৃত্তি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেছে এবং তজ্জন্য ভিক্ষাদাতাদের এবং স্কন্ধ-ওয়ালাদের মালিকদিগের মন যোগাইয়া চলিতে হইতেছে। কেহ কার্য্য দ্বারা, কেহ বাক্য দ্বারা, কেহ চালচলন দ্বারা, যে যত বেশী কর্ত্তাদের ন্যাশানাল ইনটারেষ্টের সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে খুশী করিতে পারিতেছে তাহার তত উন্নতি, পদ-বৃদ্ধি ও উপার্জ্জন এবং তজ্জন্য দেশের নিকট সম্মান লাভ হইতেছে তাই দেশে এই মন যোগান কাজের ঘোড়দৌড় চলিতেছে; যে যত আগে যাইতে পারে তাহার লাভ তত বেশী। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন বিজ্ঞানের রিসার্চ্চ করিবার জন্য সার্কুলার রোডে যে জ্ঞানমন্দিরের অন্য একটি প্রকোষ্ঠ খোলা হইয়াছে তাহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামগুলিও কি তোমার চক্ষে পড়িতেছেনা? এত অন্ধ তুমি! আমি বাহ্য দৃষ্টিতে অন্ধ না হইলেও, জ্ঞানদৃষ্টিতে বোধ হয় বাস্তবিকই অন্ধ, তাই এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামওয়ালা বিজ্ঞান মন্দিরটা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইয়াও জ্ঞানচক্ষে ইহার উপকারিতা, বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা। আমার মনে হয়

যে দেশে সার্চ্চই কেহ করিল না এবং করিবার মত উপযুক্ত লোকও নাই, সে দেশে রিসার্চ্চ করিবার লোক তৈয়ার করা একটা প্রকাণ্ড ঠাট্টা মাত্র। এদেশে তাহারা কাহার কাজে লাগিবে ? কে তাহাদের কদর বুঝিবে ? তাই এই রিসার্চ্চের ফল দ্বারা আমরা জগতের অন্যান্য লোকের নিকট হইতে একটা মৌখিক বাহবা পাওয়া ছাড়া অন্য কোনই উপকার পাইতেছি না। 'আমাদের জগদীশ বিনা-তারের সংবাদ প্রেরণের আবিষ্কারক" শুধু এই গর্ব্বটুকু আমাদের প্রাপ্য, আর, মার্কিন সমস্ত জগত্ময় তাহা বিস্তার করিয়া সভ্য জগতের কোটী কোটী টাকা অর্জ্জনের রাস্তা খুলিয়া দিয়াছে এবং জগতের অনেক কল্যাণ সাধন করিতেছে। আমাদের ডাক্তার জ্ঞান ঘোষ রসায়ন শাস্ত্রের একটা নূতন আইন বাহির করিয়াছেন তজ্জন্য জগতের নিকট শুধু করতালিটুকু আমাদের প্রাপ্য আর, জার্ম্মাণী কার্য ক্ষেত্রে তাহা খাটাইয়া তাহা দ্বারা লাভবান হইতেছে। তাই আমাদের মনে হয় দেশে প্রথম সার্চ্চ অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিবার লোক প্রস্তুত করা দরকার এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য পরে রিসার্চ্চ করিবার লোক প্রস্তুত করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। ইহা হইতেছে না বলিয়াই ডাক্তার দত্ত ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে তাঁহার উপযুক্ত কাজের অভাবে চেয়ারে বসিয়া বিদেশী জিনিষের ক্যাটালগ ঘাটিয়া সময় কাটাইতে বাধ্য হইতেছেন। রায় বাহাদুর সেন, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে কলম পেসিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। দেশে মিঃ শরত দত্তের কদর কেহ বুঝিতে পারিল না তাই তিনি সপরিবারে দেশত্যাগী হইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দ্বারা জার্ম্মাণীকে সাহায্য করিয়া সে দেশের মহা উপকার এবং নিজের জ্ঞানের ক্ষুধা ও পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লের অন্যতম প্রিয়ছাত্র ডাক্তার জ্ঞান রায় সেদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন 'আর এদেশে থাকিয়া কি করিব ? জ্ঞানের ক্ষুধা ও পেটের ক্ষুধা এদেশে মিটাইবার কোনও উপায় নাই দেখিতেছি তাই পুনরায় বিলাতে গিয়া সেখানেই বসবাস করিব স্থির করিয়াছি"। জগত বিজয়ী মুহম্মদ মেঘনাদ এদেশের মেঘের কোণে লুক্কায়িত; সংবাদ পত্রের মারফতে তাঁহার মাথার মুকুটের জ্যোতিটুকু মাঝে মাঝে আমাদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয় মাত্র। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানচর্চ্চা ছাড়িতে বাধ্য হইয়া খদ্দর প্রচারে নিজকে নিয়োজিত করিয়াছেন। দেশের লোক কদর বুঝিতে পারিল না বলিয়া স্বয়ং আচার্য্য জগদীশ বৃদ্ধ বয়সেও সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে নিজের জ্ঞানের কদর বুঝিবার উপযুক্ত লোকদিগের নিকট যাইতে বাধ্য হইতেছেন। কোন কোন মাহাত্মা হয়ত বলিতে পারেন "বাংলার উপস্থিত কিছু উপকার না হউক উহাতে জগতের কল্যাণ হইতেছে তাই এই বিজ্ঞান রিসার্চ্চ মন্দিরের জন্য অর্থব্যয় আমাদের সার্থক হইতেছে"। আমি তাঁহাদের মহদন্তঃকরণের জন্য তাঁহাদিগকে নমস্কার জানাইয়া এই বলিব যে, "বাংলার টাকাও বাংলার লোকদ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে কিন্তু ইহাতে আমার বাংলার বিশেষ কোনই উপকার নাই অথচ তজ্জন্য আমাদের ধনপ্রাণকে সার্থক জ্ঞান করিব" ইহা সম্যক অবধারণ করিবার মত মহৎ অন্তঃকরণ পাইতে আমার পক্ষে এখনও অনেক দেরী।

বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত সহরবাসী লোক কিরূপে স্বার্থান্ধ হইয়া বাংলার সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহারও আলোচনা দরকার কেন না

রোগের প্রতিকার করিতে হইলে রোগের সমস্ত অবস্থাই জানা দরকার। বাংলায় প্রায় পাঁচকোটী লোকের বাস। ইহার মধ্যে কলিকাতা ও বাংলার অন্যান্য সহরগুলিতে বাস করে মাত্র কতিপয় লাখ লোক, অবশিষ্ট লোক সব গ্রামবাসী। বাংলার যাহাকিছু অর্থ বা ধনসম্পদ তাহা এই গ্রামগুলিই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উৎপন্ন করে। কিন্তু সেই ধনসম্পদ তাহাদের ভোগে আসে না। মৌমাছি যেমন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মধু শুধু সংগ্রহ করে এবং মানুষ বুদ্ধির দ্বারা নানা-উপায়ে জঙ্গল হইতে তাহা ঘরে আনিয়া ভোগ করে তেমনি বুদ্ধিহীন বিদ্যাহীন সরলচিত্ত গ্রাম-বাসীর রক্ত দিয়া গড়া অর্থ বা ধন সহরবাসী বুদ্ধিজীবি এটর্নী উকিলগণ, বিদেশী ঔষধ প্রস্তুত কারীদের প্রকারান্তরে কমিশন এজেণ্ট ডিগ্রীধারী চিকিৎসকগণ, অমিত তেজানাম ধারী জমিদারগণ, অতিরিক্ত কুসিদজীবি শাইলকগণ, সুচতুর বিপ্র-দেশী কর্ণারকারীগণ, শ্বেতদ্বীপজাত পণ্যের ধূসর বাহকগণ এবং পিতামাতার ভবিষ্যত আশা, (রোজগার করিয়া খাওয়াইবে) ছাত্রগণ নানা-উপায়ে গ্রাম হইতে সহরে আনিয়া পাশ্চাত্য ফ্যাসনে ভোগ বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্য সাগরপারে পাঠায়। মৌমাছির চোখে ধোঁয়া দিয়া মানুষের পক্ষে মধু সংগ্রহ করা যেমন কোনও আইনে বা বিধানে দোষের নয় বরং বাহাদুরীর কাজ বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ উপরোক্ত জীবগণের পক্ষে বাংলার গ্রামবাসীদের চোখে ধোঁয়া দিয়া অর্থ সংগ্রহ করাও কোন আইনে বা বিধানে দোষের নয় বরং বাহাদুরীর কাজ বলিয়াই গন্য। তাই এই পয়সা যিনি যত সংগ্রহ করিতে পারেন তিনি দেশে তত সম্মানী। ইহার কল্যাণে অমুক উকিল, এটর্নী, ব্যারিষ্টার বা চিকিৎসক কেহ লর্ড, কেহ সার, কেহ বা সি, আই, ই, অমুক জমিদার নবাব, মহারাজা, অমুক শাইলক গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াও রাজা বাহাদুর, অমুক কর্ণারকারী কোটাধারী ঠনঠনওয়ালা সার মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া কে, সি, এস, আই রূপে পরিবর্ত্তিত; বিদেশী পণ্যবাহক ডালিমতলার রাধাকৃষ্ণ, মেসার্স রোডা এণ্ড রুক্মি নামে সাহেবদেরও ডিনারে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ পায়। অমুক ছাত্র, যে পায়ে বিলাতী পেটেন্ট লেদারের পাম্পস্থ ও গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী চড়াইয়া, পাতলা ফিনফিনে ধুতির কোঁচান কোঁচা ঝুলাইয়া, রুমালে ফ্রসেট-নট এসেন্সের গন্ধে থিয়েটারের ড্রেস সার্কল আমোদিত করিয়া, অভিনেতা বিশেষতঃ অভিনেত্রীদের চোখে তাক লাগাইয়া ছাত্রজীবনের দিন কয়টা আমোদ করিয়া কাটাইয়া দেয়, চাকুরী ক্ষেত্রে তাহারও যোগ্যতা অনেক সময় খদ্দর পরা অনেক এম, এ, এম, এস, সি অপেক্ষা বেশী বলিয়া বিবেচিত হয়। উপরোক্ত জীবদের কল্যাণে গ্রামের পয়সা সহরে আসিয়া আত্মবিক্রিত মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সহর বাসীর ভোগ-বিলাসের দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমন করিতেছে, আর গ্রামের কোটী কোটী লোক অর্থাভাবে অনাহারে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে এবং তজ্জন্য নিজ নিজ অদৃষ্টকে দোষ দিয়া নীরবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। অদৃষ্টবাদও বাঙ্গালীর অধঃপতনের অন্যতম কারণ। বাংলার অন্যান্য সহরের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু কলিকাতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কলিকাতাবাসী লাখ কয়েক লোক, যাহার মধ্যে শতকরা ৩৫ জন অবাঙ্গালী, যাহারা নিজেদের দেশ বা প্রদেশ হইতে এক কপৰ্দ্দকও লইয়া আসে নাই, নিজেদের ভোগ বিলাসিতা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কৃত্রিম সভ্যতার ঠাট বজায় রাখিবার জন্য বাংলার

গ্রামের রক্ত দিয়া গড়া যত অর্থ বিদেশে পাঠায় তাহা দ্বারাই বাংলার সমুদয় গ্রামগুলির কোটী কোটি লোকের দুঃখকষ্ট নিবারিত হইতে পারিত।

১। কলিকাতার এই কয়েকলাখ লোকের জন্য জল সরবরাহ করিতে যে টাকাটা খরচ হইয়াছে ও হইতেছে তাহা দ্বারা বাংলার প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটা করিয়া ভাল পুষ্করিণী কাটা যাইত যাহাতে পাঁচশত লক্ষ বাঙ্গালীর জলের কষ্ট নিবারণ হইত অথচ তজ্জন্য বাংলার এক কপর্দ্দকও বাংলার বাহিরে যাইত না।

২। কলিকাতাবাসী মুষ্টিমেয় লোক মদ্য, চা, সিগারেট, বিলাতী আসবাবপত্র ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রীতে, বায়স্কোপে, হাওয়া খাইবার জন্য কলিকাতার বাহিরে রেলে জাহাজে গতায়াতে, কেহ বা বৎসরে একবার করিয়া পিতৃভূমি হোমে যাতায়াত ও বাসে এবং বড় বড় ডিনারে যত টাকা বাজে খরচ করে সেই টাকাটা পাইলে বাংলার পাঁচকোটী গ্রামবাসী অনায়াসে পেট ভরিয়া আহার করিতে পারে।

৩। এই কতিপয় লোকের বাসের ও বিলাসের জন্য লোহার কড়ি, বরগা, রেলিং, পাইপ, বিদেশী সিমেণ্ট ও রং দ্বারা নানারূপ কারুকার্য্য খচিত ছোট বড় বাড়ী বিদেশী ও বিপ্রদেশী কারিকরের সাহায্যে প্রস্তুত করিতে, পায়খানার ময়লা ও ময়লাজল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে এবং গঙ্গার উপর পোল প্রস্তুত করিতে যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহা দ্বারা বাংলার জিনিষে বাংলার কারিকরের সাহায্যে বাংলার প্রত্যেক গ্রামে সুন্দর সুন্দর এত গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারিত যে তাহাতে পাঁচকোটী লোক সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারিত।

৪। এই অল্প সংখ্যক লোকদিগের সান্ধ্যভ্রমণ ও সহরের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গতায়াতের জন্য মোটরগাড়ী, ট্রাম, বাস ও তদুপযোগী রাস্তাঘাটে যে টাকা খরচ হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা দ্বারা বাংলার প্রত্যেক গ্রামে পাকারাস্তা ঘাট তৈয়ার হইতে পারিত।

৫। এই লাখ কয়েক লোকের জন্য আলো বাতিতে যাহা খরচ হয় তাহা দ্বারা বাংলার সমস্ত গ্রামগুলির রাস্তাঘাট আলোকিত হইতে পারিত।

৬। কলিকাতাবাসী জামা, কাপড়, জুতা যোজাতে যাহা অতিরিক্ত খরচ করে তাহা দ্বারা সমস্ত গ্রামগুলির পরিধেয় বস্ত্রের অভাব দূর হইতে পারে।

৭ এই কতিপয় লোকের ধন মান রক্ষার জন্য, পথে চলাফেরার সুবিধার জন্য যে টাকা প্রতিবৎসর বিদেশী ও বিপ্রদেশী পাহারাওয়ালার পিছনে খরচ হয় তাহা দ্বারা বাংলার সমুদয় গ্রামগুলির প্রাণনাশকারী রোগের বীজাণুগুলিকে অনায়াসেই দেশত্যাগ করান যাইতে পারে।

৮। থিয়েটারে, ঘোড়দৌড়ে, নাচগানও বীভৎস আমোদ প্রমোদে কলিকাতায় প্রতিবৎসর যে টাকা খরচ হয় তাহা দ্বারা বাংলার প্রত্যেক গ্রামে মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া যাত্রাগান বা কথকতা বা কবিগান করাইয়া বা অন্যান্য নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে পাঁচকোটী লোকের চিত্তবিনোদন ও মৌখিক নৈতিক শিক্ষাদান করা যাইতে পারে।

৯। অস্থিচর্ম্মসার ভোতাপাখী, আজ্ঞাবহ ভৃত্য, পরস্বত্বাপহারী বিশ্বা গাঁজার দোকানের লাইসেন্স পাইবার উপযুক্ত ডিগ্রীধারী লোক প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতায় যে টাকা খরচ হয় তাহা দ্বারা বাংলার গ্রামে গ্রামে ভাষাশিক্ষার স্কুল এবং কৃষি,শিল্প বিজ্ঞানও অন্যান্য টেক্‌নিক্যাল স্কুল খুলিয়া সমুদয় বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব ও পুরুষত্ব

অর্জ্জনের রাস্তা অনায়াসেই উন্মুক্ত করা যাইতে পারে। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক ইংরাজের অনুকরণে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে "মানুষ শুধু রুটীতে বাঁচিতে পারে না তাই উচ্চ শিক্ষা চাই"। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইংরাজদের এই 'শুধু' কথাটার মধ্যে যে, কতবড় অর্থ নিহিত রহিয়াছে সে বিষয়ে ইঁহারা চিন্তা পর্য্যন্ত করেন না এবং বাংলার এই বর্ত্তমান তথা কথিত উচ্চশিক্ষায় বাংলার মানুষগুলি কোন্ প্রকারের জীব রূপে পরিণত হইতেছে তাহা দেখিয়াও দেখেন না।

ইহা ছাড়া

"সহর কল্‌কাতায় কত আজগুবি বিকায়
ছলে বলে কত পয়সা উড়ে যায়।"

"চাই বাবু, প্রণয়িনী মনোহরা! ছিরো মুক্তার মালা! কেমিকেল সোণার চুড়ী বালা নেকলেস" আরো কত সব আজগুবির পশ্চাতে যে কত পয়সা উড়িয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উড়িয়া গিয়া পড়ে কোথায়? সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে, গ্রামের দিকে তাহা ভুলেও কখন যায় না—হাওয়ায় জোর এত প্রবল ও এত একমুখী।

প্রশ্ন উঠিতে পারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহরগুলিরও ত এই অবস্থা তবে সে সবদেশে গ্রামের লোক অনাহারে মরে না কেন? এই সহজ কথার মিমাংসা একটু চিন্তা করিলেই অনায়াসে করা যায়। অন্যান্য দেশের সহরগুলি সেই সব দেশের গ্রামের পয়সা ও শিল্পদ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত ও পরিচালিত আর বাংলার সহরগুলি বাংলার গ্রামের পয়সা ও বিদেশের শিল্পদ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত ও পরিচালিত। অন্যান্যদেশে গ্রামের পয়সা সহরে আসে, আবার সহরের অনেক পয়সাও গ্রামে যায়, তাই গ্রামগুলিতেও পয়সার অভাব হয় না। পূর্ব্বে এদেশেও তাহাই ছিল গ্রামের তন্তুবায়, কুম্ভকার সোণার, কামার, ছুতার, চর্ম্মকার প্রভৃতি জাতিগুলির নামকরণ শিল্প হইতেই হইয়াছে, তাছাড়া গ্রামের জমিদারগণ গ্রামেই বাস করিতেন এবং অনেক শিক্ষিত উপার্জ্জনক্ষম লোক যাঁহারা সহরগুলিতে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাঁহাদের পরিবারবর্গ গ্রামেই বাস করিত এবং বারমাসে তের পার্ব্বনে এবং বিষয় কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনিও গ্রামের বাড়ীতে যাইয়াই মহানন্দে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাই সে সময় গ্রামগুলির সর্ব্বনাশ হয় নাই; কিন্তু এখন গ্রামের টাকা সহরে আসিয়া তাহার সামান্য অংশও আর গ্রামে ফিরিয়া যায় না তাই পয়সার অভাবে গ্রামগুলির এইরূপ দুরবস্থা। গ্রামের টাকা সহরে আসিয়া কোথায় যায় তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত কলিকাতার খরচের লিষ্টের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, বিস্তারিত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এখন এই মৃত্যুমুখীন দেশকে বাঁচাইয়া পুনরায় ঐশ্বর্য্য ও বলবীর্য্যশালিনী করিতে হইলে, হয় (১) সহরগুলিকে বিনষ্ট করিতে হইবে যাহাতে সেগুলি দেশের আরও সর্ব্বনাশ না করিতে পারে, আর না হয় (২) দেশে কৃষির উন্নতি করিয়া এত ধন উৎপন্ন করিতে হইবে যাহা দ্বারা গ্রামবাসীরা সহরের লোকগুলির বিজাতীয় ভোগবিলাসের অর্থ যোগাইয়াও নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন ও সুখ সুবিধার জন্য উপযুক্ত অর্থ রাখিতে পারে, কিংবা (৩) দেশে শিল্প বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের শিক্ষা বিস্তার ও কার্য্যতঃ তাহার এরূপ প্রসারণ করিতে হইবে যাহাতে দেশের লোকের প্রস্তুত দ্রব্যে সহরগুলি নির্ম্মিত ও পরিচালিত হইতে পারে। দেশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল দেশেই

উৎপন্ন হইতে পারে; প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশ হইতে দেশে ধন আনয়ন করা যাইতে পারে, এবং শত্রুর কবল হইতে দেশের ধন—বল রক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে। অন্য পথ নাই। প্রথম পথ অবলম্বন করা একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয় পথে, শক্তিশালী ইংরাজের পতাকার নীচে থাকিয়া অন্ততঃ দুইবেলা পেটভরিয়া খাইয়া বসবাস করা যাইতে পারে যদি সহর বাসীদেরও বিদেশী জিনিসে ভোগ বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার লালসা সেই অনুপাতে বাড়িয়া না যায়, অর্থাৎ ডাকাতেরা যদি জড়োয়া নেকলেসের মনিমুক্তা গুলি খুলিয়া লইয়া সোণার পাত গুলি ফেলিয়া রাখিয়া যায়। তাহাও কি সম্ভব? তাই তৃতীয় পথই প্রকৃষ্ট পথ। যদিও অতীব বিপদ সঙ্কুল ও কষ্টসাধ্য তথাপি এই পথ অবলম্বন ছাড়া দেশের দুর্দ্দশা কিছুতেই দূর হইবে না। দেশে স্বরাজ লাভ কিছুতেই হইবে না।

শিক্ষিত বাঙ্গালীই নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনাদর ও হতাদর করিয়া বাংলার শিল্প বানিজ্যকে বিনাশের রাস্তায় পাঠাইয়াছে এবং দেশ অশিক্ষিত বলিয়া ও না বুঝিয়া শিক্ষিতদের অনুকরণ করিয়া প্রকারান্তরে সে কাজে সাহায্য করিয়াছে। আজ এই শিল্প বানিজ্যের পুনরুদ্ধারের কাজও শুধু সেই শিক্ষিতদেরই সাধ্যায়ত্ত। শিক্ষিতগণ যদি নিজেদের দুর্ম্মতি ত্যাগ করিয়া নিজেদের প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুনরায় দেশের শিল্প বানিজ্যকে আদর করেন, ইহার সেবায় নিজদিগকে নিয়োজিত করেন তবে মূক দেশও মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সে কাজে সাহায্য করিবে দেশের স্বার্থের সঙ্গে যে ব্যক্তিগত স্বার্থ কিরূপভাবে জড়িত তাহা ভগবান আমাদিগকে চাবুক মারিয়া জানাইয়াছেন। যে শিক্ষিত লোকেরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থে আগুন লাগাইয়া দেশের কোটী কোটী জন-সাধারণকে দগ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পাঠাইতেছিল এখন সেই আগুনে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণও পুড়িয়া মরিতে বসিয়াছে। দেশের অন্ন সমস্যার প্রতিকার না করিলে অশিক্ষিতের সঙ্গে শিক্ষিতদের গ্রামবাসীদের সঙ্গে সহর বাসীদেরও শীঘ্রই মরিতে হইবে। এখনও কি শিক্ষিতগণ উদাসীন থাকিবেন এবং দলাদলি করিয়া বাজে কাজে বা আকাশ কুসুম লাভের আশায় নিজেদের শক্তি সামর্থ নষ্ট করিয়া নিজেদের মধ্যে শত্রুতার বৃদ্ধি করিয়া দেশের ও তৎসঙ্গে নিজদের সর্ব্বনাশের রাস্তা আরও প্রশস্ত করিবেন? বর্ত্তমান সভ্যজগতের সকল দেশের সকল লোকই অতীব দেশভক্ত। তাহাদের দেশভক্তির অর্থ নিজদের দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উৎসাহ দেওয়া, রক্ষা করা, ও উন্নতি করা—এক কথায় তাহাদের ন্যাশানাল ইন্টারেষ্টের সাহায্য করা, এবং তজ্জন্য যদি তাহাদের সর্ব্বস্বও পন করিতে হয় তাহাতেও তাহারা প্রস্তুত। ইউরোপের গত মহাসমর এবং চীনদেশের বর্ত্তমান মারামারি কাটাকাটি ইহার উপস্থিত সাক্ষী। শিল্প-বাণিজ্য যে, ধনৈশ্বর্য্যপ্রসূ এবং সংগ্রাম সাধ্য, (struggle) আহারদাতা জীবনদাতা ধনৈশ্বর্য্য ছাড়া যে, তেজবীর্য্য আসিতেই পারেনা তাহা তাহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালীর মত কল্পনায় নহে, কার্য্যক্ষেত্রেই দেখিয়া শিখিয়াছে। তাছাড়া তাহারা বিশেষরূপেই জানিয়াছে যে দেশের স্বার্থ মানে নিজের স্বার্থ, এবং দেশপ্রীতি মানে আত্ম-প্রীতি, নতুবা পাশ্চাত্য সভ্যতা এমন কোনও উচ্চ আদর্শ প্রদান করে নাই যেজন্য নব্য সভ্য লোকেরা নিজেদের ব্যাক্তিগত লাভ ক্ষতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া বেশী মূল্য দিয়া সমান ভাল (equally good) বিদেশী জিনিসের পরিবর্ত্তে নিজেদের দেশের জিনিস খরিদ করিয়া এত দেশভক্তি দেখাইত? আমরা দেখিয়া এবং ঠেকিয়াও কি তাহা শিখিব না?

অনাথবন্ধু সরকার

তুলার কথা

তুলার কথা লিখিতে বসিলেই মনে আসে ভারতের অতীত যুগের সেই গৌরবময়ী স্মৃতি—যখন ভারতবাসীকে লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য নিতান্ত নির্লজ্জের মত সপ্ত সিন্ধুপারে বিদেশী বণিকের মুখাপেক্ষায় চাহিয়া থাকিতে হইত না,—এই ভারতবর্ষই তরী বোঝাই করিয়া দেশে দেশে বস্ত্র পাঠাইয়া বিদেশের বস্ত্রাভাব দূর করিত। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বস্ত্রশিল্পে জগতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সুদূর এসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া এবং মিশরের অধিবাসী পর্য্যন্ত ভারতীয় বস্ত্র পরিধান করিত। এমন কি, অশেষ ঐশ্বর্য্যশালিনী স্বাধীনতার লীলাভূমি প্রাচীন রোমক নগরীতেও যে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি হইত, তাহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ঢাকাই মসলীনের কথা কে না শুনিয়াছে? এত সূক্ষ্ম, এত সুন্দর কাপড় এক ভারতবাসী ছাড়া জগতের আর কেহই আজ পর্য্যন্ত তৈয়ারী করিতে পারিল না। তাই ইহার খ্যাতি জগৎ জুড়িয়া—তাই ইহা পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্যের মধ্যে পরিগণিত। কতদিন হইল যন্ত্রযুগ আরম্ভ হইয়াছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির মত পাশ্চাত্য জগৎ যন্ত্রবলে কত অসাধ্য সাধন করিল—কিন্তু কৈ? মানব-শিল্প প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সেই ঢাকাই মসলিন ত তৈয়ারী হইল না?

বেশী দিনের কথা নহে—দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতের ঘরে ঘরে চরকার ঘর্ঘর শব্দ নিনাদিত হইত—তাঁতের ঠকঠকানি ছায়া-সুশীতল স্তব্ধ বনানি মুখরিত করিয়া তুলিত। তখনও ভারতের এই দারুণ দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয় নাই—তখনও দেশের তাঁতি এবং জোলাদের তৈয়ারী কাপড়ই এদেশের সমগ্র বস্ত্রাভাব দূর করিত—করিয়াই হাজার হাজার টাকার মাল বিদেশে যাইত। এ'ত কাহিনী বা স্বপ্নের কথা নহে—ইহা খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু যাক্। অতীত স্মৃতির নিস্ফল গর্ব্ব করিয়া গভীর ঘুমের আয়োজন করিতে চাহি না। যেমন করিয়াই হউক না কেন, আমাদের সেই গৌরবময় দিন চলিয়া গিয়াছে—এখন গর্ব্ব করিয়া লাভ নাই—অনুশোচনা করিলেও চলিবে না। চেষ্টা করিয়া আবার সেই সুদিন ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং আমাদের মনে হয়, সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে আবার সেই সুদিন ফিরিয়া আসিবে।

ফিরিয়া আসিবে—তাহার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর খদ্দর আন্দোলন দেশের মধ্যে এক অপূর্ব্ব জাগরণের সঞ্চার করিয়াছে। বহু গৃহস্থ চরকা ধরিয়াছে, —তাঁত চালাইতেছে—এই সময়ে সকলের সহানুভূতি পাইলে,চরকা আবার আপনার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে।

চরকা ত কোন দিনই নিঃশেষ হইয়া মরিয়া যায় নাই। ইহার মৃদু গুঞ্জন কোলাহলময় সংসার হইতে অপসৃত হইয়া, শুদ্ধ গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছিল মাত্র। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির যুগ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ক্ষীণ নিদর্শন আজিও আমরা দেখিতে পাই।

ঢাকার মত টাঙ্গাইলেরও কার্পাস-শিল্পের জন্য খ্যাতি আছে। আজও টাঙ্গাইলের শাড়ীর সেই অতীত খ্যাতি নষ্ট হয় নাই অবশ্য আজকাল বিলাতি সুতাই দেশী সুতার স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু দুই একজন চরকায় এমন সুতাও কাটিতে পারে, যাহা দেখিলে সেই অতীত গৌরবের দিন মনে পড়িয়া যায়। আমরা সেদিন টাঙ্গাইলে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া একজন বৃদ্ধার চরকায় সুতা কাটা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম সুতা কাটিতেছেন—বোধ হয় তাহা ১২০ কাউন্টেরও উপর হইবে—এবং এত দ্রুত কাটিতেছেন যে,মনে হয় বুঝি কোন যন্ত্র সাহায্যেও এত দ্রুত কাটা যাইত না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, চরকা যে কেবল ভারতের বস্ত্রাভাবই দূর করিতে পারে তাহা নহে, ইহার সাহায্যে, সূক্ষ্ম শিল্প হিসাবে বস্ত্র-শিল্পে যুগান্তর আনা যাইতে পারে।

খদ্দর আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে—এই কয় বৎসরে মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন অক্লান্ত কর্ম্মীর প্রাণপাত চেষ্টায় এই আন্দোলন অনেকাংশে সাফল্যের পথে প্রধাবিত হইতেছে। খুবই আনন্দের কথা। বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকার বিলাতি বস্ত্র ভারতবর্ষকে ক্রয় করিতে হয়—এই কোটী কোটী টাকা প্রতি বৎসর এই দরিদ্র দেশ হইতে সমুদ্র পারে চলিয়া যাইতেছে। খদ্দর আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইলে, দেশের অর্থ আর বিদেশে যাইবে না—উহা দেশের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু কেমন করিয়া এই আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত করা যাইবে? শুধু কি বক্তৃতা করিয়া,—শুধু উত্তেজনা এবং আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া? বক্তৃতা বা আন্দোলনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই—এমন কথা আমরা বলিতে চাহি না; তবে আমাদের মনে হয়, নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া স্থায়ী কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই; বরং ইহাতে হিতে বিপরীতই ঘটিবার সম্ভাবনা।

স্থায়ী কিছু স্থাপন করিতে গেলেই সুদৃঢ় বনিয়াদের প্রয়োজন। নহিলে সুবিস্তীর্ণ বালুকা-রাশির উপর প্রকাণ্ড ইমারত গাঁথিয়া লাভ নাই, কেননা উহা নিমেষেই সুবিশাল মেঘপ্রাসাদের মত ধসিয়া পড়িবে।

খদ্দর আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই আমরা ইহার গতিবিধি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছি। যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, এই আন্দোলনের গোড়াতেই একটা বিষম গলদ রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা উচিত—সেই দুই ভাগ একই জিনিসের দুইটী দিকমাত্র।

প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট তুলা জন্মাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সেই তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া দেশেই বস্ত্রবয়ন করিতে হইবে। ইহার প্রথম আন্দোলন হইল দ্বিতীয় আন্দোলনের বনিয়াদ; কাজেই প্রথমটি বাদ দিলে দ্বিতীয়টি আপনা হইতেই নিবিয়া আসিবে।

বাংলা ত আন্দোলন করিতে কসুর করে নাই। গত দুই যুগ ধরিয়া সেও অনেক খেলাই খেলিল। স্বাধীনতা আনিবার জন্য কত নির্ভীক যুবক দেশ-মায়ের চরণে তাহাদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিল—কেহ ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিল—কেহ দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইল—কেহ নির্ব্বাসনে, কেহ অন্তরীণে, কেহ কারাগারে কত নির্য্যাতনই না সহ্য করিল।

বোমা, রিভলভার, তরবারী, বন্দুক কিছুই ত বাকী নাই।

"কিন্তু হায় কি ফল লভিনু তায়!
তাই ভাবি মনে।"

বাংলার ছেলেরা বিদেশী বর্জ্জন করিল, কিন্তু লাভবান হইল বোম্বাই। আজও সেদিনের কথা স্পষ্ট স্মরণ আছে। বাংলার লোক ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিল, কিন্তু বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালাদের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি লাভ করিতে পারিল না। তাহারা সেই সুযোগে চড়া দরে কাপড় বেচিয়া বেশ দু'পয়সা লাভ করিয়া লইল। মাড়োয়ারী বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা 'বন্দে মাতরং'এর procession দেখিলেই ঠাট্টা করিত, টিট্কারী দিত এবং পিকেটিংএর পার্টি দেখিলেই বলিত, এই বান্দরলোগ্ (বন্দে মাতরং) আতা হায়।" অথচ এই "বান্দর লোগ্" বুকের রক্ত জল করিয়া দেশে যে স্বদেশীর বন্যা আনিয়া দিল, তাহাতে লাভবান হইল মাড়োয়ারীরাই ষোল আনা—বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিল ফাঁসী, নির্ব্বাসন, লাঞ্ছনা ও কারাবরণ।

তাই বলিতেছিলাম, বৃথা উত্তেজনার বশীভূত না হইয়া বাঙালীকে আত্মস্থ হইতে হইবে। ভাব-প্রবণতা পরিহার করিয়া সকল কার্য্যে বিচার-বুদ্ধি খাটাইতে হইবে।

স্বাধীনতার প্রথম কথা হইল "স্বাবলম্বন"। চরকা সেই স্বাবলম্বনের প্রতীক। কিন্তু যদি পয়সা দিয়া বিদেশী তুলা ক্রয় করিয়া চরকা চালাইতে হয়, তাহা হইলে চরকা চালাইয়া লাভ কি?

ভারতবর্ষে যে তুলা উৎপন্ন হয় না তাহা নহে, —বরং প্রচুর পরিমাণেই তুলা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু তাহার মধ্যেও একটু "কিন্তু" রহিয়া গিয়াছে। ভারতের তুলা সর্ব্ব নিকৃষ্ট—শুধু নিকৃষ্ট নহে প্রতি একরে উৎপন্ন তুলার পরিমাণও যথেষ্ট কম। বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে কার্পাস চাষের উন্নতি করিতে হইবে।

গত বর্ষে (১৯২৬—২৭) সমগ্র ভারতে ২৪৯৭৬০০০০ একর জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছিল; তাহাতে ৪৯৭৩০০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হয়। ঐ বৎসর বঙ্গদেশে ১৬৫০০০ একর জমিতে মোট ৬১০০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু এখনও তুলার চাষে যথেষ্ট উন্নতি করিবার অবসর রহিয়াছে। সাধারণতঃ দেশী তুলার অধিকাংশই ক্ষুদ্র তন্তু (short staple) বিশিষ্ট। যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘতন্তুবিশিষ্ট তুলা উৎপন্ন করিতে না পারিলে, বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এখনও প্রচুর পতিত জমি পড়িয়া রহিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে যে ভারতীয় কৃষি-বিষয়ক রয়েল কমিশন বসিয়া ছিল, তাহার রিপোর্টে জানা যায়, বাংলা দেশে এখনও ৪০০০০০ একর পতিত এবং ৬০০০০০০ একর আবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্য ঐ সমস্ত জমিতে চাষ না হইবার প্রধান কারণ এই যে, উহার অধিকাংশ স্থানেই জল সরবরাহের কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। কিন্তু তথাপি চেষ্টা করিলে যে, উহার কিছু কিছু জমি একেবারেই কাজে লাগান যায় না, তাহা নহে। বাঙালীকে সেই সমস্ত জমি আবাদ করিয়া তাহাতে তুলার চাষ করিতে হইবে। কেমন করিয়া চাষ করিলে উন্নতি করা যায় তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে বিবৃত করিব।

কিন্তু এ ত গেল চাষ-কার্পাসের কথা। সকলেরই আর কিছু প্রচুর জমি জমা নাই। কাজেই

সকলের পক্ষে বর্ষজীবী কার্পাসের চাষ করা সম্ভব নহে ; তাঁহাদিগকে আমরা গাছ-কার্পাস রোপণ করিতে উপদেশ দেই। এই গাছ অনেক বৎসর বাঁচিয়া থাকে, এবং ডালপালা ছড়াইয়া বেশ বড় হইয়া বাড়িয়া উঠে। যাহার পাঁচ কাঠা জমি নাই, তাহার পক্ষেও দু'দশটী গাছ-কার্পাস রোপণ করা সম্ভব। বাড়ীর উঠানে বা অন্য কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে গাছ পুতিয়া দিলে ইহারা বড় হইয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত গৃহস্থকে তুলা যোগাইতে থাকিবে। বিশেষতঃ, এই গাছ পুতিয়া দিবার পর ইহার বিশেষ কোন যত্ন লইবার প্রয়োজন নাই। ইহাও গৃহস্থের পক্ষে কম সুবিধার কথা নহে।

দ্বিতীয়তঃ, গাছ-কার্পাসের পক্ষে আরও একটী যুক্তি আছে। খুব সূক্ষ্ম সূতা যাহা, তাহা এই গাছ-কার্পাস হইতেই উৎপন্ন হয়। গাছ-কার্পাসের তন্তুগুলি খুব বড় বড় এবং যথেষ্ট শক্ত। কাজেই খুব সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যেও গাছ-কার্পাসের চাষ করা বিধেয়।

আগামী সংখ্যা হইতে আমরা ধারাবাহিক প্রবন্ধে তুলা চাষের বিবরণ প্রকাশ করিব।

চার্ল্‌স্ আর ওয়াল্‌গ্রীণ্

পিতার অগাধ ঐশ্বর্য্য থাকিলে নিশ্চিন্ত আলস্যে বসিয়া খাইতে পারে সকলেই, কিন্তু নিজের চেষ্টায়, নিজের বুদ্ধিমত্তায় এবং বিদ্যাবলে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বড়লোক হইতে পারে কয়জন? যাহারা পারে তাহারা স্বনামধন্য—তাহারাই মানুষের মত মানুষ। কৃষ্ণপান্তি এইরূপ একজন মানুষ ছিলেন—বটকৃষ্ণ পাল এইরূপ একজন মানুষ ছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার কোন বিখ্যাত পত্রিকায় এই ধরণের একজন মানুষের মত মানুষের বিবরণ বাহির হইয়াছে। আজ তাঁহার কথাই বলিব।

ভদ্রলোকের নাম চার্ল্‌স্ আর ওয়াল্‌গ্রীণ্। তিনি একজন ড্রাগিষ্ট বা ঔষধব্যবসায়ী। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র চিকাগো এবং তন্নিকটবর্ত্তী আর আর সহরসমূহ।

পনর বৎসর পূর্ব্বে চিকাগো সহরের একটী ক্ষুদ্রকক্ষে ওয়াল্‌গ্রীণ্ আপনার ঔষধালয় স্থাপন করেন। তখন তাঁহার মূলধন অল্প—কারবার ছোট, কাজেই আয়ও খুব অল্পই হইত। কিন্তু জগতে কয়েকটী দুরন্ত লোক আছে, যাহারা কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রচুর শক্তি আপনাপন কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর বাড়াইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। ওয়াল্‌গ্রীণ্ ঠিক এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এমন করিয়া জীবন কাটাইলে ত চলিবে না। কিন্তু কি করা যায়?

কোন্ পথ ধরিলে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে? এই সব কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এক দিন তাঁহার মনে হইল যে, যে ব্যক্তি যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, তাহার সেই ব্যবসায়েই লাগিয়া পড়িয়া থাকা উচিত। গীতার সেই অমূল্য উপদেশ "স্বধর্ম্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।"

মনে ওই চিন্তা উদিত হইবামাত্র তিনি স্থির করিলেন, ঔষধের ব্যবসায়েই তাঁহাকে উন্নতি করিতে হইবে। তিনি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন।

কাজের লোকের দস্তুর এই যে, তাঁহারা সঙ্কল্প করিয়া অনাগত সময়ের জন্য তাহা ফেলিয়া রাখেন না—সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ওয়ালগ্রীণ্ যে মুহূর্ত্তে স্থির করিলেন ঔষধের কারখানাই তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা আরম্ভ হইল।

প্রথমে তিনি দ্রুত মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেন। লোকে অর্ডার দিবামাত্র তিনি এত তাড়াতাড়ি মাল যোগাইতে লাগিলেন যে, যে ব্যক্তি একবার তাঁহার দোকান হইতে মাল লইয়াছে, সে পুনর্ব্বার তাঁহারই দোকানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ওয়ালগ্রীণ্ প্রতিদিনই জয় ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ষ্টোর ক্রয় করিলেন। চিকাগো নগরীতে ঔষধের দোকানের অভাব ছিল না। তথাপি ওয়ালগ্রীণ্ দেখিলেন তাঁহার দোকানে খুবই কাট্‌তি হইতেছে। ধার করিয়া টাকা লইয়া এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ষ্টোর ক্রয় করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনটী ষ্টোর খুলিতে পারায় ওয়ালগ্রীণের এখন অনেক বিষয়েই সুবিধা হইল। একটী দোকান খুলিতে যত টাকা পড়িয়াছিল, তাহার তিন গুণ অপেক্ষা অনেক কম টাকাতেই তিনটী দোকান খোলা হইল।

ওয়ালগ্রীণের দোকান কয়টী অন্য সাধারণ দোকান হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকারের হওয়ায় উহা হইতে প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। তিনি কিন্তু সমস্ত লভ্যাংশ ব্যক্তিগত বা পরিবারিক কার্য্যে নিয়োজিত না করিয়া উহার অধিকাংশ ভাগ ব্যবসায়েরই উন্নতি-কল্পে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, তৃতীয় দোকানখানিও বেশ জোরের সহিত চলিতেছে, তখন তিনি নিজের যাহা কিছু ছিল, তাহা ব্যয় করিয়া চতুর্থ দোকান ক্রয় করিলেন। এইরূপে দোকানের পর দোকান খোলা হইতে লাগিল।

১৯১২ সালে ওয়ালগ্রীণের মাত্র একটী ঔষধের দোকান ছিল; ১৯১৩ সালে উহা বাড়িয়া পাঁচটীতে পরিণত হয়। তাহার পর ১৯১৬ সালে নয়টী, ১৯১৮ সালে ১৯টী, ১৯২০ সালে ২৩টী, ১৯২২ সালে ২৯টী, ১৯২৪ সালে ৪৯টী, ১৯২৫ সালে ৯০টীর উপর এবং বর্ত্তমানে ঐ ভদ্রলোক ১০০টীরও উপর দোকানের অধিকারী।

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় ঔষধের কারখানা আছে। কিন্তু কোন বিরাট কারখানাই বোধ হয় এত দ্রুত গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমেরিকার মধ্যে বর্ত্তমান কালে যতগুলি ঔষধের দোকান আছে, ওয়ালগ্রীণ্ কোম্পানী তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

স্বীয় কারখানার এবং দোকানের সংখ্যা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার ওয়ালগ্রীণ্ প্রত্যেক দোকানে যাহাতে আরও বেশী টাকার মাল বিক্রয়

হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া এমন সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে লাগিলেন এবং নবনিযুক্ত কর্ম্মচারীবৃন্দকে এমন ভাবে শিক্ষা দীক্ষা দিতে লাগিলেন,যাহাতে তাঁহার পাশের অন্য সমস্ত দোকান অপেক্ষা তাঁহার দোকানেই বেশী বিক্রয় হইতে লাগিল। ১৯১৪ সালে তাঁহার প্রত্যেক দোকানে গড়ে ২৫০০০ ডলার (১ ডলার প্রায় ৩/০ আনা) মুল্যের ঔষধ বিক্রয় হইল। কিন্তু তিনি এমনই কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ চালাইতে লাগিলেন যে, ৬।৭ বৎসরের মধ্যে উহা বাড়িয়া ৬৭০০০ ডলারে পরিণত হইল। ১৫ হাজার হইতে ৬৭ হাজার বড় কম পরিবর্ত্তনের কথা নয়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ওয়াল্‌গ্রীণ্‌ একটী নূতন পথ অবলম্বন করিলেন। ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট ব্যবসায়-বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিতে হইয়াছিল। তিনি সহরের বিখ্যাত সংবাদপত্রে পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন দিতে লাগিলেন। কিন্তু আমেরিকার মত দেশে দিনের পর দিন ধরিয়া বিখ্যাত সংবাদপত্রে পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন দেওয়া বড় সহজ কথা নহে। ইহাতে জলের মত অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, অথচ সেই অনুপাতে মাল বিকাইবে কিনা তাহার স্থিরতা নাই। এই জন্য কোন ঔষধব্যবসায়ীই এ পর্য্যন্ত এরূপ দুঃসাহসিকতার কার্য্য করিতে অগ্রসর হ'ন নাই। ওয়াল্‌গ্রীণের মতিগতি দেখিয়া অনেকেই ভাবিলেন, "হতভাগা এইবার উচ্ছন্নে গেল।" স্বাধীন প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত ঔষধব্যবসায়ী হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছিল, তাহারা ওয়াল্‌গ্রীণের দুর্মতি দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। আর প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ভগবন্! বন্ধুবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া ওয়াল্‌গ্রীণ্‌ যেন নিজের মতলব মতই কাজ করে।" ভগবান তাহাদের কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের আশা আদৌ পরিতৃপ্ত হইল না। কেননা, বিজ্ঞাপন দিবার জন্য রাশি রাশি টাকা ব্যয় করিয়াও ওয়াল্‌গ্রীণের উচ্ছন্নে যাইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

তিনি বলেন—"আমি জীবনে আর কোন কাজ করিবার সময় বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে এত বাধা পাই নাই। কিন্তু তথাপি আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এত বুদ্ধিমানের কাজও আমি কখন করি নাই।" বস্তুতঃ ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে গেলে, এই প্রকারের যথেষ্ট সৎসাহসের প্রয়োজন। সর্ব্বদাই কারবার ফেল হইয়া যাইবে ভয় করিলে চলিবে না। নিজের মঙ্গলের জন্য যাহা করা উচিত বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অপরের কথায় তাহা করিতে বিরত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সাহসিকতার প্রশংসা করিতেছি বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন, আমরা দুঃসাহসিকতারও প্রশংসা করিতেছি। সাহসিকতা যেমন ব্যবসায়ের উন্নতির মূল, দুঃসাহসিকতা সেইরূপ ইহার ধ্বংসের কারণ।

আমরা পূর্ব্বেই ব'লয়াছি ওয়াল্‌গ্রীণ্‌ বর্ত্তমানে একশতেরও অধিক সংখ্যক ঔষধালয়ের মালিক। প্রায় ৩।৪ কোটী টাকা ইহাতে খাটিতেছে। তাঁহার এই অদ্ভুদ্‌ উন্নতির কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন—"আমার কারবার এখন বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি কোন দিনই কেবল কতকগুলি ব্রাঞ্চ খুলিবার দিকে ঝোঁক দেই নাই। ব্যবসায়ে উন্নতি লাভের মূল উপায় হইল কাট্‌তি বাড়ান। যদি একটী দোকান থাকে, তাহা হইলে সেই একটী দোকানেই যাহাতে অন্য লোকের দুইটী দোকানের সমান মাল বিক্রয়

হয়, তাহার দিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহাতে খরচ অল্প পড়ে, অথচ লাভ অধিক হয়।"

দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেন—"দোকানের কর্ম্মচারী-দের উপর ইহার ভাল মন্দ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এই জন্য চরিত্রবান, কর্ম্মঠ এবং বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বেতনে যে সমস্ত লোক পাওয়া যায় তাঁহা-দিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং ভাবেন ইহাতে তাঁহাদের খুবই কম খরচ পড়িল, কাজেই লাভও বেশী হইবে। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত "small wage does not alway mean cheap labour."

ওয়াল্‌গ্রীণ্ একজন কৃতী পুরুষ, নিজের চেষ্টায় ছোট হইতে বড় হইয়াছেন; কাজেই তাঁহার উপদেশের যথেষ্ট মূল্য আছে। এ দেশের ব্যবসায়ীগণ তাঁহার উপদেশ এবং আদর্শ হইতে অনেক কিছুই শিখিতে পারেন—এই বিশ্বাসে ওয়াল্‌গ্রীণ্ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিলাম।

ধোপার ব্যবসায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উন্নত প্রণালীতে ধোপার ব্যবসায় চালাইতে হইলে কেবলমাত্র কাপড় জামা পরিষ্কার করিবার কৌশল শিখিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে না, কাপড় জামা সেলাই করা, রিপু করা, বোতাম বা ফিতা বসান প্রভৃতি ছোট খাট দর্জ্জীর কাজগুলিও তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। কেননা লোকে যে একজন সাধারণ অশিক্ষিত ধোপা অল্পমূল্যে কাপড় কাচিয়া দিতে রাজী থাকা সত্ত্বেও অধিক মূল্য দিয়া ডাইং ক্লিনিং প্রভৃতিতে কাপড় কাচাইয়া থাকে ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, অশিক্ষিত ধোপা অপেক্ষা শিক্ষিত ধোপার নিকট কাপড় চোপড় অধিকতর যত্নে থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে শেষোক্ত ধোপা ঐগুলি মেরামত করিয়া দিতে পারিবে।

বস্তুতঃ পরিচ্ছদাদি মেরামত করা একটি শিল্প বিশেষ, এবং ইহার উপযোগিতা ও উপকারিতা যথেষ্ট।

ইংরাজিতে একটি কথা আছে—

"A stitch in time saves nine"

কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। আমাদের সামান্য অবহেলায় কত জিনিসই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে কাপড় বা জামা তিন চার মাসেই ফেলিয়া দিতে হয়, তাহা একটু সময়মত মেরামত করিয়া লইতে পারিলে আরও বহুদিন ব্যবহার করা চলে।

কাপড় চোপড় একটু আধটু ছিড়িয়া যাইবা মাত্র মেরামত করিয়া লওয়া উচিত। অন্ততঃ উহা কাচিবার বা কাচাইবার পূর্ব্বে মেরামত করিয়া লওয়া সর্ব্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়।

কেননা ইহাতে সময় বাঁচিয়া যায়, কারণ ছেঁড়া অল্প থাকিলে, অল্প সময়ে সারিয়া ফেলা যায়, কিন্তু কয়েকদিন পরে ঐ ছেঁড়া বাড়িয়া গেলে, উহা সারিতে অনেক সময় লাগে।

(২) পরিশ্রমের লাঘব হয়।

(৩) সুতা, পশম প্রভৃতি মেরামত করিবার উপাদানও অল্প পরিমাণে ব্যবহার হয়। কেননা ছিন্ন স্থানের আয়তন যত বাড়িতে থাকিবে, উহা সারাইবার জন্য তত বেশী সরঞ্জামের প্রয়োজন হইবে।

(৪) অর্থের সাশ্রয় হয়। কেননা ছেঁড়া অল্প বলিয়া অল্প খরচে সারান যায়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম অবস্থায় মেরামত করায় ইহা অনেকটা নূতনের মত দেখায় এবং অনেক দিন টিকে ; কাজেই ঘন ঘন নূতন পরিচ্ছদ কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিতে হয় না।

এই সব কথা আজ কাল লোকে বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু ঘরে জামা কাপড় মেরামত করিয়া লইবার মত অভ্যাস বা দক্ষতা সকলের নাই, অথচ সেইগুলি সারার প্রয়োজন ; এইজন্য দিন দিন সকলেই প্রাচীন-পন্থী অশিক্ষিত ধোপাকে পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষিত দক্ষ ধোপার শরণাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। বলা বাহুল্য, পরিচ্ছদাদি মেরামত করিবার জন্য এই সকল ধোপা স্বতন্ত্র মূল্য চাহিয়া থাকেন এবং জনসাধারণ ঐ সামান্য অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে।

কাপড় চোপড় ধৌত করিবার পূর্ব্বেই উহার ছেঁড়া খোড়া সারিয়া ফেলা উচিত—একথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এ নিয়ম খাটে না। কোন কোন জিনিষ ধুইয়া কাচিয়া ফেলিয়া তৎপরে সেলাই সুবিধাজনক। যেমন, মনে কর, এক জোড়া মোজা কাচিতে দেওয়া হইয়াছে। ইহার দুই এক অংশ একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে। উহা সারিতে হইবে। এস্থলে প্রথমে উহা কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া পরে মেরামত করা বাঞ্ছনীয়। কেননা মোজা পরিলে, উহা পায়ের ঘামে ভিজিয়া যায় এবং ফলে প্রায়ই উহার নীচেকার অংশ বিশেষতঃ পায়ের আঙুল বা গোড়ালির নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ঈষৎ শক্ত হইয়া উঠে। ইহাতে উহা সেলাই করিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে হয়। কিন্তু কাচিয়া লইলে আর ওরূপ কোন অসুবিধা থাকে না।

কতকগুলি কলার বা 'কপ' বিশিষ্ট জামায় অতিরিক্ত মাত্রায় মাড় লাগান হয়। এই রকমের জামা মেরামত করিতে হইলে, প্রথমে উহা কাচিয়া লইয়া উহার মাড় তুলিয়া ফেলিতে হইবে ; কেননা মাড় দেওয়া অবস্থায় উহা শক্ত থাকে বলিয়া সেলাই করিবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয়। তারপর সেলাই হইয়া গেলে আবার উহাতে মাড় লাগাইয়া ইস্ত্রী করিতে হইবে।

জানালা বা দরজার পর্দ্দা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে, অর্থাৎ উহা আগে কাচিয়া পরে সেলাই করা উচিত। কেননা জানালা দরজা প্রভৃতির পর্দ্দাতে অতিরিক্ত ধূলা জমিয়া থাকে এবং তদবস্থায় উহা নাড়াচাড়া করা বড়ই বিরক্তিকর।

কিন্তু তাই বলিয়া টেবিল ক্লথ আগে কাচিয়া পরে সেলাই করিলে চলিবে না। ইহার বেলায় বিপরীত পদ্ধতিই অবলম্বনীয়। বিশেষতঃ ইহাতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কেননা

কারুকার্য্যবিশিষ্ট টেবল-ক্লথ পুরাতন হইয়া গেলে একটু শক্ত হয় বটে, কিন্তু বেশী শক্ত হয় না।

জামা, সেমিজ প্রভৃতিতে বোতাম, হুক বা ফিতা বসাইতে হইলে আগে উহা খুলিয়া লইয়া পরে ঐ সমস্ত বসান উচিত। কেননা, তাহা না হইলে কাচিবার সময় টানাটানিতে ঐগুলি খসিয়া যাইতে পারে, এবং যদি নিতান্তই খুলিয়া বা ছিঁড়িয়া না যায়, তাহা হইলেও উহাদের আলগা হইয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কাপড়, জামা যে একেবারে ছিঁড়িয়া গেলে তবে তাহা মেরামত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ ছিঁড়িবার উপক্রম হইতেই বা পিজিয়া যাইবামাত্র, ঐ স্থান রিপু করিয়া ফেলা উচিত। কেননা Prevention is better than cure, অর্থাৎ রোগ হইলে তাহার প্রতিকার করা অপেক্ষা, যাহাতে আদৌ রোগ হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

অবশ্য এখানে কথা উঠিতে পারে যে উহা হয়ত গৃহস্থের পক্ষে উত্তম পরামর্শ, কিন্তু দোকান-দারের উহাতে লাভ হইবে কি ?

জামা, কাপড় যত ছিঁড়িয়া যাইবে, দোকান-দারের ত ততই লাভ। গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ —এ কথা ত সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তবু যে আমরা জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞ সাজিতেছি তাহার কারণ এই যে, ইহার আরও এক দিক ভাবিয়া দেখিবার আছে।

ব্যবসায়ে সুনামের মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। যদি কেহ দেখে যে, কোন বিশেষ দোকানে কাপড় জামা কাচাইলে তথায় উহার বিশেষ যত্ন হয়, এবং উহা বহুদিন যাবত টিকিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই সেই ব্যক্তি ঐ নির্দ্দিষ্ট দোকান ব্যতীত আর কোথাও কাপড় জামা কাচাইবে না; বরং তাহার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব যাহাতে ঐখানে কাপড় জামা কাচিতে দেয়, তাহার চেষ্টা করিবে। এইরূপে জামা কাপড় যাহাতে ছিঁড়িয়া না যায়, সেদিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও অধিক পরিমাণে কাজ পাওয়ায় দোকানদারের লোকসান হইবার সম্ভাবনা নাই।

সেলাই

যাহা হউক, কেমন করিয়া ছিন্ন স্থান সেলাই করিতে হয়, এইবার তাহাই আলোচনা করা যাউক।

প্রথমে একটী ধাগার সাহায্যে ছিন্ন স্থানের দুই মুখ একত্র করিয়া ধর। অবশ্য তৎপূর্ব্বে জামাটীকে উল্টাইয়া লইতে হইবে—যাহাতে সেলাইয়ের দাঁড়াটী উহার ভিতর দিকেই থাকিয়া যায়। তৎপরে ছিন্ন স্থানের এক দিক হইতে আরম্ভ করিয়া উহার এক পার্শ্বে ছিন্ন প্রান্ত হইতে ⅛ ইঞ্চি দূরে ছুঁচের ফোঁড় দাও এবং উহার বিপরীত পার্শ্বে ঠিক ততখানি দূরে অর্থাৎ ছিন্ন প্রান্ত হইতে ⅛ ইঞ্চি দূরে ফোঁড় তুলিয়া সূতা সমেত ছুঁচটিকে বাহির করিয়া লও। ইহাতে দুইটী বিপরীত ফোঁড়ের মধ্যে ⅛+⅛=¼ ইঞ্চির ব্যবধান থাকিবে। তাহার পর সূতা টানিয়া ছিন্ন প্রান্ত দুইটীকে ঠিক মুখামুখি করিয়া আবার উপরোক্ত ভাবে সেলাই করিতে থাক। কিন্তু এইখানে একটী বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা এই যে, সেলায়ের পাশাপাশি ফোঁড়গুলি যেন খুব কাছাকাছি না হয়।

সেলাই করিবার সময় নিম্নলিখিত নিয়ম কয়টী সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে :—

১। যে স্থান অত্যন্ত পাতলা হইয়া গিয়াছে, সেখানে রিপু করিয়া উহাকে শক্ত করিয়া লওয়া

উচিত ; কেননা তাহা না হইলে সেলাই করিবার সময় ঐস্থানে ফুটা হইয়া ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

২। ছিন্ন স্থানের বাম দিক হইতে সেলাই করিতে আরম্ভ করা উচিত।

৩। জামা, সেমিজ প্রভৃতি সেলাই করিবার সময় ঐগুলি উল্টাইয়া লওয়া উচিত। কেননা তাহা না হইলে সেলাইয়ের দাঁড়া বা শিরা বাহির হইয়া থাকিয়া অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইবে।

৪। সেলাই করিবার সময় সমস্ত ফোঁড়গুলি যেন একই লাইনে না থাকে। কেননা, তাহা হইলে একটী সূতার উপর টান পড়ায় উহা সরিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৫। যে সূতা দিয়া সেলাই করা হইবে, তাহার বর্ণ, যে কাপড় সেলাই করা হইবে তাহার বর্ণের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন কি, উহা সেই কাপড়ের সূতা অপেক্ষা মোটা বা সরু হইলে চলিবে না।

রিপু

কোন স্থান ফাঁড়িয়া না গিয়া যদি গর্ত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ছিন্ন স্থানে সেলাইয়ের পরিবর্ত্তে রিপু করিতে হইবে, সেলাইয়ের মত রিপু করিবার সময়ও প্রথমেই জামা, সেমিজ প্রভৃতি উল্টাইয়া লওয়া উচিত। তাহার পর ছিন্ন স্থানের যে দিকটা রিপুকারকের বাম দিকে, সেই দিকের নিম্নপ্রান্ত হইতে রিপুকর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে।

তালি

ছিন্ন স্থানের পরিমাণ বা আয়তন যদি খুব বড় হয়, তাহা হইলে সেস্থান রিপুকর্ম্মের দ্বারা মেরামত করা চলে না। রিপুর পরিবর্ত্তে তখন তালি লাগাইতে হয়।

তালি লাগাইবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়টী সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে :--

যে কাপড়ের টুকরা তালি লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত হইবে, তাহার রঙ্ যেন যে কাপড়ে তালি লাগান হইবে, তাহার সহিত একরূপ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ছিন্ন স্থানের পরিমাণ অপেক্ষা তালি দিবার কাপড়ের আয়তন বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়তঃ, পুরাতন জামা ও কাপড়ে কখনও নূতন কাপড়ের টুকরা দিয়া তালি লাগাইতে নাই। কেননা, তাহাতে পরিচ্ছদের সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যদি নিতান্তই নূতন নেকড়া ব্যবহার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহাকে প্রথমেই উপর্য্যুপরি কয়েকবার সিদ্ধ করিয়া এবং কাচিয়া উহার নূতনত্ব নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত।

রঙিন্ জামা, সেমিজ, ব্লাউজ, প্রভৃতিতে তালি লাগাইবার সময় সাধারণতঃ বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়, কেননা প্রায়ই সমস্ত কাপড়ের সহিত তালির কাপড়ের রঙের মিল হয় না। যাঁহাদের জামা কাপড় তাঁহাদের একটু ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকিলে অতি সহজেই এই অসুবিধাটা দূর হইতে পারে। জামা সেমিজ প্রভৃতি কিনিবার সময় যে কাপড় দিয়া উহা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার এক টুকরা কিনিয়া লওয়া উচিত। তাহার পর যতবার জামা বা সেমিজটী কাচিতে দেওয়া হইবে, ঐ কাপড়ের টুকরাটীও তত বার কাচাইতে হইবে। ইহাতে পরে ঐ নেকড়াটীকে অনায়াসেই তালি দিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কিন্তু উল্লিখিত ব্যবস্থাটীও ঈষৎ বিরক্তিকর। এই জন্য অনেকে জামা ও সেমিজ প্রভৃতি তৈয়ারি করাইবার সময় ভিতরে খানিকটা বাড়্তি কাপড় লাগাইয়া রাখে। পরে ইচ্ছামত ঐ কাপড় কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কাঠের পালিশ

ফ্রেঞ্চ পালিশ করা আসবাবের পালিশ চটিয়া গেলে, নিম্নলিখিত উপায়ে উহার সংস্কার সাধন করিতে হয়।

প্রথমে চটিয়া যাওয়া অংশে কাঁচা তিসির তৈল লাগাইয়া দাও, এবং খুব সূক্ষ্ম গ্লাস পেপার দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া ঐ স্থানটীকে উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া ফেল। একখণ্ড পরিষ্কার কাপড় দিয়া সমস্ত তেল মুছিয়া লও। তৎপরে কাঠের উপর কয়েক পর্দ্দা ব্রাউন রঙের উৎকৃষ্ট শক্ত বার্ণিশ লেপিয়া দাও। যদি রঙ তুলিয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে একটু বার্ণিশের সহিত কয়েক গ্রেণ বিস্মার্ক ব্রাউন (Bismark brown) মিশাইয়া উহা খুব সাবধানতা সহকারে বার্ণিশের উপর লাগাইয়া দিতে হইবে। বার্ণিশ লাগাইবার জন্য উটের কুঁচি হইতে প্রস্তুত ব্রুশ ব্যবহার করিতে হয়।

টেবিল বা অন্য কোন ফ্রেঞ্চ পালিশ করা আসবাবের উপর প্যারাফিনের (পরিশ্রুত কেরোসিন) বাতি বসাইয়া জ্বালাইলে প্রায়ই উহার উপর একটী গোল কৃষ্ণবর্ণের দাগ পড়িয়া যায়। এই দাগ তুলিতে হইলে, ঐ স্থানে বেঞ্জোলাইন (Benzoline) দ্বারা ঘসিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহাতেও দাগ না উঠিয়া যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য উপায় নেই।

প্রথমে জলের সহিত কিঞ্চিৎ অক্সেলিক এসিড্ (Oxalic acid) মিশ্রিত করিয়া উহার দ্বারা দাগ ধরা স্থানটী উপর্য্যুপরি কয়েকবার ধুইয়া ফেল। তাহার পর পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়া ঐ স্থানটা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতেও ক্ষেত্রের উপর ঈষৎ এসিড্ লাগিয়া থাকতে পারে। এইজন্য সর্ব্বশেষে ক্ষেত্রটিকে মণ্টি ভিনিগার দিয়া মুছিয়া লওয়া আবশ্যক।

কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে দাগের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের পালিশও উঠিয়া যাইবার সবিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে ইহাতে ভয় পাইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। যদি পালিশ উঠিয়াই যায়, তাহা হইলে ভিনিগার শুকাইয়া গেলে ক্ষেত্রটীকে কাঁচা তিসির তৈল দিয়া মুছিয়া লইয়া মধুমোম ও তার্পিনের সাহায্যে পূর্ব্বোল্লিখিতভাবে পুনর্ব্বার পালিশ করিতে হইবে।

আসবাবের উপর হইতে কালির দাগ তুলিয়া ফেলিতে হইলেও উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। অনেক সময় জলে ভিজিয়া বা স্যাঁতা লাগিয়া আসবাবের স্থানে স্থানে ছাপ ছাপ দাগ ধরিয়া যায়। প্যারাফিন্ দিয়া ঘর্ষণ করিলে ঐ দাগ উঠিয়া যাইবে।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, ফ্রেঞ্চ পালিশ ফাটিয়া গিয়াছে। ইহার দুইটী কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, উত্তাপের তারতম্য হেতু ধাতব পদার্থের মত কাঠও অল্পবিস্তর সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত হইয়া থাকে। অথচ কাঠের এই সঙ্কোচন ও বিস্তারণের সঙ্গে সঙ্গে পালিশের গালার আবরণটী সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত হয় না। ফলে পালিশ ফাটিয়া যায়।

পালিশ ফাটিয়া যাইবার দ্বিতীয় কারণ, sweating বা পালিশ ঘামিয়া উঠা। পালিশ লাগাইবার সময় মাত্রাতিরিক্ত তৈল ব্যবহার করিলে সময় সময় ঐ তৈল পালিশের আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে পালিশ ফাটিয়া যায়।

যাহা হউক, যেরূপেই হউক, পালিশ ফাটিয়া গেলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

প্রথমে সোডার জলে ক্ষেত্রটীকে উত্তমরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেল। তৎপরে উহা মুছিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া কাঁচা তিসির তৈল লাগাইয়া দাও, এবং আবার মুছিয়া ফেল।

তাহার পর ফাটিয়া যাওয়া অংশে পাতলা ভাবে পালিশ লাগাইয়া দাও। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নূতন পালিশ যেন পুরাতন পালিশের সহিত বেশ মিশিয়া যায়। রবারে খুব অল্প পালিশ লাগাইয়া ঘসিতে হইবে, এবং ঐরূপে ঘসিতে ঘসিতে যতক্ষণ উহা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া না যায়, ততক্ষণ উহাতে দ্বিতীয়বার পালিশ লাগাইবে না।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। পালিশ মেরামত করিবার সময় ফিনিসিং করিবার জন্য আদৌ গ্লেজ ব্যবহার করিতে নাই। উহার পরিবর্ত্তে "স্পিরিটিং অফ্" করিলেই যথেষ্ট হইবে।

ফ্রেঞ্চ পালিশ ফাটিয়া গেলে নিম্নলিখিত পদার্থ কয়টির সংমিশ্রণে যে সলিউসন প্রস্তুত হয়, তাহার দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিলে যথেষ্ট সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

৩ আউন্স—মধুমোম।
৬ আউন্স—জল।
১ আউন্স—পার্লয়্যাশ্।

উল্লিখিত দ্রব্য কয়টী ঈষৎ উত্তপ্ত করিলে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইবে। তখন উহাতে ৪ আউন্স তিসির তৈল (boiled) এবং ৫ আউন্স তার্পিন ঢালিয়া খুব করিয়া ঝাকানি দাও। তাহা হইলেই সলিউসন তৈয়ারি হইয়া গেল। নরম ফ্লানেলের সাহায্যে ইহা কাঠের গায়ে লাগাইতে হয়। তাহার পর ক্ষেত্রটীকে এক খণ্ড পরিষ্কার নরম নেকড়া দিয়া মুছিয়া ফেলিলেই চলিবে। এই সম্পর্কে এখানে একটী ঘটনার উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

একবার কয়েকটি ভাল ভাল আসবাব পালিশ করিয়া ইহাদিগকে একটী ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয়। সেই ঘরে ঘুণ ধরিয়াছিল। সেই ঘুণ নষ্ট করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ন্যাপথলিন, কর্পূর প্রভৃতি পোড়াইয়া ধোঁয়া দেওয়া হয়। কয়েক-দিন পরে দেখা যায়, প্রায় সমস্ত আসবাবের পালিশই অল্প বিস্তর ফাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি?

অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, এক ধোঁয়া দেওয়া ব্যতীত পালিস ফাটিয়া যাওয়ার আর কোনই কারণ হয় নাই। অবশ্য পালিশ পুরাতন হইয়া গেলে ঐরূপ হইবার বিশেষ ভয় নাই। তবে অন্যান্য কারণেও পালিশ ফাটিয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটী কারণের কথা নিম্নে লিখিত হইল।

পুরাতন পালিশ পরিষ্কার করিবার সময় যে সোডার জল ব্যবহার করা হইবে, তাহাতে

সোডার মাত্রা বেশী পড়িলে পুরাতন পালিশ নষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন পালিশ উহার সহিত ঠিক মিল খায় না। আবার এমনও হইতে পারে যে, পুরাতন পালিশ অত্যন্ত শক্ত; কাজেই নূতন নরম পালিশ উহার সহিত খাপ খায় না বলিয়া ফাটিয়া যায়।

ঠিক মত নূতন পালিশ লাগান হইলে পালিশ ফাটিয়া যাইতে বিলম্ব হয়; কিন্তু ঐ কার্য্যে দোষ ত্রুটি থাকিলে পালিশ লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা ফাটিয়া যায়। আমরা আসবাবের পালিশ মেরামত করিবার সময় ক্ষেত্রটীকে উত্তমরূপে তিসির তৈল দিয়া মুছিয়া লইতে বলিয়াছি। ঐরূপে তিসির তৈল ব্যবহার না করিলে কোন মতেই চলিতে পারে না; কখন কখন কোন কোন অনভিজ্ঞ গৃহস্থ ফ্রেঞ্চ-পালিশ করা আসবাব মেরামত করিবার সময় উহাতে ফ্রেঞ্চ পালিশ না লাগাইয়া তেল-বার্ণিশ লাগাইয়া থাকে। ফলে দুই দিন যাইতে না যাইতেই পালিশ ফাটিয়া যায়।

নূতন করিয়া পালিশ লাগাইবার সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, এক জাতীয় পালিশের সহিত আর এক জাতীয় পালিশ কখনই মিল খাইতে পারে না, এবং শুধু তাহাই নহে, তৈয়ারি ফ্রেঞ্চ-পালিশ কিনিয়া আনিয়া ব্যবহার করারও বিপদ আছে। বাজারে বিভিন্ন মার্কা পালিশ কিনিতে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রকারের স্পিরিটের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। ইহাদের একজনের আর একজনের সহিত বনিবনাও হয় না। কাজেই যদি নিতান্তই কেনা ফ্রেঞ্চ-পালিশ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করিবার জন্য একই দোকান হইতে একই মার্কাযুক্ত ফ্রেঞ্চ-পালিশ ও স্পিরিট কিনিয়া লওয়া উচিত। কেননা তিসির তৈল পুরাতন ও নূতন পালিশের উভয়কে পরস্পরের সহিত মিশ্রণ কার্য্যে সহায়তা করে।

নূতন পালিশ লাগাইবার সময় স্পিরিট দিয়া পালিশটীকে যথেষ্ট পাতলা করিয়া লওয়া উচিত। অবশ্য নূতন পালিশ লাগাইবার সময় প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় যে পালিশ ব্যবহৃত হইবে, কেবল সেই পালিশই পাতলা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, ইহাতে পুরাতন পালিশ নরম হইয়া গিয়া নূতনের সহিত সহজে মিশিয়া যাবে।

যাহা হউক, পালিশ যদি খুব বেশী রকম ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে নূতন করিয়া পালিশ করিবার পূর্ব্বে পিউমিস্ পাউডার ও তৈলের সাহায্যে ঘসিয়া ঘসিয়া পুরাতন পালিশের পদ্দাটীকে অপেক্ষাকৃত পাতলা করিয়া ফেলিতে হইবে। কেহ কেহ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্লাস-পেপার ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু কোন গ্লাস-পেপার ব্যবহার করা কোনক্রমেই সমীচীন নহে; কেননা ইহাতে পালিশের নিচের সমস্ত গ্রেজ্ উঠিয়া যাইবে।

ফ্রেঞ্চ-পালিশের উপর আঁচড়ের দাগ পড়িলে তাহা তুলিয়া ফেলিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হবে, তাহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক। দাগ সামান্য হইলে শুধু তিসির তৈল দিয়া ঘসিয়া দিলেই উহা অনেকাংশে লীন হইয়া যাইবে। কিন্তু আঁচড়ের দাগ খুব গভীর হইলে, অত সহজে তাহা উঠিয়া যাইবে না।

এ স্থলে দুইটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে:

(১) একখণ্ড গ্লাস-পেপার দিয়া ক্ষত অংশটী মাজিয়া ফেলিলে আঁচড়ের দাগ উঠিয়া যাইবে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত উপায়ে repolish বা নূতন করিয়া পালিশ লাগাইতে হইবে।

(২) ক্ষত অংশের উপর একখণ্ড ভিজা

নেকড়া বিছাইয়া তাহার উপর দিয়া ঈষদুষ্ণ লৌহ-ইস্ত্রী কয়েকবার টানিয়া লইলে আঁচড়ের দাগ মিলাইয়া যাইতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও পুনর্ব্বার পালিশ (repolish) করিতে হইবে।

Repolish করিলে প্রায়ই নূতন পালিশ পুরাতন পালিসের সহিত উত্তমরূপে মিশিয়া যায় না, এবং মিশিলেও উহাদের বর্ণের বিভিন্নতা থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ পুরাতন পালিশের রঙ্ অত্যন্ত গাঢ় এবং নূতন পালিশে রঙ্ ঈষৎ ফিকা হইয়া থাকে। এই জন্য নূতন করিয়া পালিশ লাগাইবার পূর্ব্বে কেবলমাত্র ক্ষত স্থানের পালিশ না তুলিয়া সমস্ত আসবাবের পালিশ তুলিয়া ফেলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

হোয়াইট্ উড্ প্রথমে পারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ দিয়া ষ্টেন্ করিয়া পরে ফ্রেঞ্চ পালিশ করা হইলে, ঐ পালিশ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মলিন হইয়া যায়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

যদি পালিশ খুব পুরু থাকে, তাহা হইলে উহাকে জল ও মাঝারি গ্রেডের পিউমিস্ পাউডারের সাহায্যে ঘসিয়া ঘসিয়া পাতলা করিয়া ফেলিতে হইবে। ঐ কার্য্যের জন্য ক্রস ব্যবহার না করিয়া কেন্‌ভাস্ বা মোটা কাপড় ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পালিশ যদি খুব পাতলা থাকে, তাহা হইলে পিউমিস ষ্টোন্ দিয়া না ঘসিয়া গ্লাস পেপার নং ০ দিয়া ঘসিলেই যথেষ্ট হইবে।

যাহা হউক, এখন ইহাকে আখরোট বা অন্য কোন কাষ্ঠের অনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট করিতে হইলে তদুপযোগী পালিশ লাগাইতে হইবে। রঙ্ করা পালিশ লাগাইবার জন্য উটের চুল দিয়া প্রস্তুত ক্রস ব্যবহার করাই সমীচন। কেননা উহার সাহায্যে পালিশ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে চারিদিকে সমান ভাবে লাগান যায়। যাহা হউক, আসবাবের উপর আখরোট কাষ্ঠের রঙ্ ফলাইতে হইলে কি করিতে হইবে,তাহাই আলোচনা করা যাউক।

প্রথমে সমপরিমাণ পালিশ ও স্পিরিটের সহিত ভ্যান্‌ডিক্ ব্রাউন বা ব্রাউন আম্বার (চূর্ণ) মিশ্রিত কর। ঠিক কতখানি রঙ্ মিশাইতে হইবে, তাহা অনেকটা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে এইখানে এই কথা বলিয়া রাখি যে, পালিশের সহিত এ পরিমাণ রঙ্ মিশাইতে হইবে যাহাতে দুই তিন পোঁচ পালিশ লাগাইলেই আসবাবের উপর উপযুক্তরূপে রঙ্ ফলিয়া উঠে। ভ্যান্‌ডিক্ ব্রাউন বা ব্রাউন আম্বার না মিশাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ওয়াল্‌নাট্ ষ্টেন্ ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে।

যাহা হউক, পালিশের সহিত যে রঙ্ই মিশ্রিত করা হউক না কেন, পালিশ লাগাইবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। সকল প্রকার নোংরামি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ক্রসটীকে আসবাবের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। যদি কোন স্থানের রঙ গাঢ় এবং কোন স্থানের রঙ ফিকা করিতে হয়, তাহা হইলে ক্রসটীকে যথাক্রমে একটু চাপ দিয়া এবং ঈষৎ আল্‌গা ভাবে টানিতে হইবে। কিম্বা আরও একটী কাজ করা যাইতে পারে। পালিশ নরম থাকিতে থাকিতেই আর একটী শুষ্ক ক্রস দিয়া পালিশের উপর ইচ্ছানুযায়ী figure আঁকা যায়।

যাহা হউক, পালিশ সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গেলে, ধীরে ধীরে একখণ্ড জীর্ণ সূক্ষ্ম গ্লাস-পেপার দিয়া মাজিয়া ক্ষেত্রটীকে সম্পূর্ণরূপে মসৃণ করিয়া ফেল এবং তারপর এক পোঁচ স্পিরিট বার্ণিশ লাগাইয়া দাও। স্পিরিট বার্ণিশের পরিবর্ত্তে খুব পুরু

করিয়া এক পোঁচ পালিশ লাগাইলেও চলিতে পারে। তবে রঙ্ ফলাইবার জন্য যে ব্রুস ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যেই উহা লাগাইতে হইবে। তাহার পরের দিন সাধারণভাবেই পালিশ লাগান যাইতে পারে; এবং পালিশে যদি অত্যল্প পরিমাণে লাল রঙ্ (Red) মিশাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে পালিশের কর্কশতা দূরীভূত হইবে এবং ইহার বর্ণ পূর্ব্বের বর্ণের সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া যাইবে।

শোলা ও শোলার ব্যবসায়

(কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত কবিভূষণ)

শোলা জলজ উদ্ভিদ। সলিলে ইহার জন্মস্থান, সেজন্য সলিলা এবং রূপান্তরে সোলা বা শোলার নামটী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই অনুমিত হয়। ইংরাজী নাম The spongy wood. শোলা গাছ এক প্রকার ফাঁপা কোষ (spongy parenchyma tissue) দ্বারা গঠিত। সেজন্য জলে সহজে ভাসিতে পারে। গাছগুলি চৈত্র বৈশাখ মাসে জন্মে, এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে পরিণত হয়। প্রারম্ভে গাছ আপনা আপনিই মরিয়া যায়।

শোলা দুই প্রকার; এক জাতীয় কাঠ-শোলা, অপর জাতীয় ফুল-শোলা নামে পরিচিত। কাঠশোলার ত্বক কঠিন এবং গাছগুলি অধিক মোটা হয় না। ফুল-শোলার ত্বক পাতলা, গাছ কোমল এবং অধিক ব্যবহারোপযোগী। কাঠশোলার ফুলগুলি হরিদ্রা রঙের হয়। ফুল-শোলার ফুলগুলি শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে। গাছ তিন চারি হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। পাতা তেঁতুল বা জয়ন্তী পাতার ন্যায় ক্ষুদ্র এবং এক বৃন্তে বহুসংখ্যক সজ্জিত থাকে। গাছের বেড় দুই তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়।

সাধারণতঃ বিলেই প্রভূত পরিমাণে শোলা জন্মে। তবে বিলের নিকটবর্ত্তী ময়দানে, পানা পুকুরে এবং পুরাতন ডোবায়ও কিছু কিছু জন্মিতে পারে।

জলচর পক্ষীদ্বারা বীজ একস্থান হইতে অন্য-স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। বীজ-সংযুক্ত শুষ্ক শোলা অনেক সময়ে স্রোতের জলেও অন্য জলাশয়ে নীত হয়।

শোলা সংগ্রহ করিবার প্রশস্ত সময় হইল ভাদ্র

মাস। এই সময়েই শোলা গাছ পরিণত হয়, অথচ মরিয়া যায় না। শুকাইয়া গেলে শোলা ভঙ্গপ্রবণ হয়; সেজন্য কাজে অসুবিধা হয়।

এক একটি বিলে বহু পরিমাণে শোলা পাওয়া যায়। নৌকা বা ডোঙ্গায় চড়িয়া শোলা কাটিবার ব্যবস্থা করা উচিত, কারণ শোলা গাছের নিম্নে সাপ থাকিতে পারে।

যে স্থানে জল যত অধিক জন্মে, শোলা গাছ তথায় তত অধিক দীর্ঘ হয়। কারণ ফুল জলের উপরে না ফুটিলে পুষ্পরেণু জলে ভাসিয়া যায়, ফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যশোহরের জলেশ্বর, হরণে, বোকড়া, মানুষমারী প্রভৃতি বিলে প্রচুর শোলা গাছ জন্মিয়া থাকে।

ব্যবহার

শোলা গাছের ত্বক তুলিয়া ফেলিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা প্রয়োজন মত খণ্ড খণ্ড করিয়া শোলা ব্যবসায়ের গঞ্জে চালান দেওয়া চলিবে।

যাহারা নিজে শোলার কাজ জানেন, তাঁহারা তৈরী জিনিস পাঠাইলেই অধিক আয় করিতে পারিবেন।

শোলা দ্বারা সাহেবী টুপি, টোপর, ছেলে মেয়েদের খেল্না প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শিশি বোতলের সাধারণ ছিপিরূপেও শোলা বিশেষতঃ কাঠশোলার ব্যবহার হয়। হ্যাটের ফ্রেম তৈরী করিয়া চালান দিলে চলিতে পারে। বড় বড় ব্যবসায়ীর সহিত যোগ রাখিয়া কলিকাতায় চালান দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

যশোহর হইতে প্রতিবৎসর বহু টাকার টুপির ফ্রেম চালান হইয়া থাকে।

খেলার উপযোগী বহু জিনিষ ফুলশোলা দ্বারা তৈরী হইতে পারে। পাখী, ফুল, গাছ, নানাবিধ জীব জন্তু, পাখা, ঘর, বাড়ী, মন্দির দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত রং দ্বারা চিত্রিত করিয়া লইলে অতিশয় সুদৃশ্য খেল্না হইবে। শোলার রং নির্ম্মল শ্বেত, সেজন্য সকল রংই ভাল দেখায়।

প্রতিমার "সাজ" তৈয়ার জন্য শোলা বিশেষ আবশ্যক হয়। কল্কা, আচ্লা, শাড়ী প্রভৃতি সাজের জমিন শোলা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে চকমকী পাথর ঠুকিয়া আগুনের ফুল্কি বাহির করা হইত। শোলার উপর ধরিয়া তাহাই পরে প্রজ্জ্বলিত করা সম্ভব হইত।

মুরগীর ব্যাধি ও তাহার চিকিৎসা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ওয়েট রূপের (Wet Roup) চিকিৎসা

যদি চিকিৎসা করিতে হয়, তাহা হইলে পীড়িত মুরগীগুলাকে আলাহিদা ভাবে রাখিবে এবং যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাদিগের প্রত্যেককে এক একটা পৃথক গৃহে রাখিবে। তাহাদের অবস্থা একটু ভাল হইলেই যেন তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি করিয়া অন্যান্য সুস্থ মুরগীর সহিত রাখিয়া দেওয়া না হয়। আর যদি স্থানে কুলায়, তাহা হইলে সমস্ত সুস্থ মুরগীকে পীড়িত মুরগীর নিকট হইতে অনেকটা দূরে রাখিবে, এবং পীড়িত পাখীর সংসর্গে যাহাতে পীড়া আসিতে না পাবে, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। এইরূপ করিতে হইলে পাখীর পানপাত্র ও বাসস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখা দরকার। ইহার জন্য জেস্ ফ্লুইড (Joye's Fluid), ফিনাইল অথবা কারবলিক্ ব্যবহারে বেশ সুন্দর ফল পাওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ চিকিৎসা করিলেই যে সব সময়ে উপকার পাওয়া যায়, তাহা নহে। আমি এখানে কতকগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা প্রণালীর কথা উল্লেখ করিলাম মাত্র। এ রোগ তাড়াইতে হইলে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা চাই এবং ঔষধ পর পর নিয়মিত ভাবে সেবন করান চাই।

এই ব্যাধি হইতে ত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়, রোগের চিহ্ন দেখিবামাত্র চিকিৎসা করিতে হইবে। একটুমাত্র দেরী হইলেই রোগ কঠিন হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

ঠাণ্ডা লাগিলে বা নাক্,চোক্ দিয়া জল পড়িলে ২ ঘণ্টা অন্তর এক ফোটা এ্যাকন ৬০ শক্তি (Acon 1x), স্পনজিয়া (Spongia 3x) এবং আরস্ এলব্ (Ars. Alb. 1x) দিবে। কিন্তু যদি উহা গাঢ় ও হল্‌দে বর্ণের হয়, তাহা হইলে একোনাইট দিবে।

কিন্তু যদি গলা, মুখ বা নাসারন্ধ্রের মধ্যে জ্বালা করিতে থাকে, তাহা হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর এক কিম্বা দুই ফোঁটা বেলেডোনা ৬০ শক্তি দিবে। কন্‌ড ফ্লুইড (Condy's Fluid) অথবা পারমাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্ (Permanganate of Potash) এবং জল দিয়া বেশ করিয়া মুখের মধ্য এবং উপরিভাগ ধৌত করিয়া দিবে। তাহার পর নাইট্রেট্ অব সিলভার (Nitrate of Silver) লাগাইয়া দিবে। এইরূপ দৈনিক অন্ততঃ একবার করিতে হইবে।

যখন পাখীর অত্যন্ত জ্বর থাকিবে এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তখন উহাকে দুই ঘণ্টা অন্তর এক ফোঁটা আরস্ আলব্ ৬০ শক্তি (Ars. Alb 1x) ও একন্ ৬০ শক্তি (Acon 1x) দিবে।

আর একটী ঔষধের বিবরণ পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

সাল্‌ফেট্‌ অব কপার	...	১/২ গ্রেণ
হাইডস্‌ট্রিন (Hydostrine)...		১/১৬ "
বল্‌সাম্‌ অব কোপেবা (Balsam of Copaiba)	...	২ "
কেন পেপার (Cayenne Pepper)		২ "
ক্যালসিন্‌ অব্‌ ম্যাগনেসিয়া (Calcine of Magnesia)	...	২ "
লিকরিস পাউডার (Liquorice Powder)		২ "
পিপাস ফল (Peepul fruit)		২ "

ইহা একত্রে সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া চারিটা বড়ি তৈয়ার কর। এই বড়ি সকালে একটী ও রাত্রিতে একটী পাখীকে খাইতে দিবে। আধ চামচ আন্দাজ জলে দশ ফোঁটা কন্‌ডি ফ্লুইড (Condy's Fluid) অথবা এক গ্রেণ পারমাংগানেট্‌ অব পটাস্‌ (Permanganate of Potash) মিশাইয়া পাখীর গলার মধ্যে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিবে ; অথবা যদি নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। এইরূপ দৈনিক দুইবার ব্যবহার করিবে। পাখীর নাসারন্ধ্র, মুখ ও চক্ষু হইতে সমস্ত গলদ দূর করিয়া ফেলিবে এবং পাখীর মুখ, চোখ ও গলা কন্‌ডি ফ্লুড (Condy's Fluid) অথবা পারম্যাঙ্গানেট্‌ অব পটাস্‌ দিয়া ধৌত করিয়া দিবে, অন্যান্য স্থানে ফ্লাওয়ার অব্‌ সাল্‌ফার (Flower of Sulphur) ঘর্ষণ করিবে।

পাখীকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া এক চামচ আন্দাজ এপসম্‌ সল্টস্‌ (Epsom Salts) খাইতে দিলেও বেশ সুন্দর ফল পাওয়া যাইবে। যদি পাখী খাবার খাইতে না চাহে, তাহা হইলে ছাতুর ছোট ছোট বড়ি করিয়া পাখীর গলার মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। কিন্তু ঐ বড়িগুলা যেন আকৃতিতে খুব ছোট হয় এবং একেবারে যেন খুব বেশী পরিমাণে খাওয়ান না হয়।

পাখীকে যেন গরম, শুক্‌না এবং উপযুক্ত বায়ু চলাচলের স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং শয়ন করিবার স্থানে যেন বালি দেওয়া হয়।

পাখীর বাসস্থান ইত্যাদি অতি সুন্দরভাবে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ দরকার। এই পীড়া অত্যন্ত সংক্রামক এবং পাখীর দেহ হইতে এই রোগের বীজ মনুষ্যদেহে যাইতে পারে। যদি রোগের চিহ্ন প্রকাশ পাওয়া মাত্র পাখীর যত্ন ও চেষ্টা না লওয়া হয় ও চিকিৎসা উত্তমরূপে না হয়, তাহা হইলে এই রোগের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোনই আশা নাই ; যদি পাখী মরিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পোড়াইয়া ফেল বা মাটীতে পুঁতিয়া ফেল।

স্বাস্থ্যবান পাখীকে পাঁচ ফোঁটা কন্‌ডি ফ্লুড এবং এক ফোঁটা লিকর আর্সেনিক Liquor arsenic) অর্দ্ধ চামচ আন্দাজ জলে মিশাইয়া প্রত্যহ সকাল বেলায় খাইতে দিবে ; আর ইহা যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কিছু পোল্‌ট্রি পাউডার দিবে, অথবা কিছু ইউক্যালিপটাস অয়েল দিয়া পাখীর মুখ ও নাসা বেশ করিয়া মালিস করিয়া দিবে এবং প্রত্যেক পাখীর গলার মধ্যে ইহা একটু ঢালিয়া দিবে। পাখী আস্তে আস্তে সারিয়া উঠিবে ; কিন্তু যে চিকিৎসা করা হইবে, তাহা যেন বাদ দেওয়া না হয়। পাখী আরোগ্য লাভ করিলে, ইহাকে অন্যান্য পাখী হইতে অন্ততঃ একমাস কাল দূরে রাখিবে ; এবং তাহাকে অন্যান্য পাখীর মধ্যে স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাহার দেহে 'রাফ অন্‌ লাইস্‌' (Rough on Lice) দিয়া মালিশ করিবে।

রোগ নিরাকরণার্থ নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথা :—

এক পাউণ্ড আলকাতারা ও দশ পাউণ্ড জল একত্রে একটা পাত্রে ঢালিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া রাখিয়া দাও। তাহার পর, কয়েক দিবস পরে এইরূপ অবস্থায় থাকার পর উহার মধ্যে যে জল থিতাইয়া থাকিবে, তাহা এক আউন্স লইয়া, তাহার সহিত চারি আউন্স জল মিশাইয়া পাখীকে খাইতে দিবে।

আর যদি এ প্রক্রিয়ায় ভাল না লাগে, তাহা হইলে পাখীর পান করিবার জলে প্রত্যহ কিছু পারমাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ (Permanganate of Potash) মিশাইয়া দিবে।

১০। ক্যাঙ্কার (Canker)

ইহা বড় কঠিন ব্যাধি এবং ইহা রূপের (Roup) সহিতও দেখা দিতে পারে এবং এবং যে পাখীর ঐ ব্যাধি হয় নাই, উহাকেও আক্রমণ করিতে পারে। ইহা চোক, মাথা ও মুখ আক্রমণ করে; কিন্তু সাধারণতঃ প্রায়ই মুখমণ্ডল ও গলাই প্রথম আক্রমণ করে। এই ব্যাধিতে পাখী দম বন্ধ হইয়া মারা যায়। সুতরাং পাখী যদি মূল্যবান না হয়, তবে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি পাখীর সুচিকিৎসা করিতে হয়, তাহা হইলে পীড়িত পাখীকে অন্যান্য পাখী হইতে দূরে রাখিবে, এবং পীড়িত স্থান সকল কন্‌ডিফ্লুড (Condy's Fluid) অথবা পার-মাঙ্গানেট অব্ পটাশ্ (Permanganate of Potash) এবং জল দিয়া ধৌত করিয়া দিবে। গলার নলি এবং নাসারন্ধ্রও এইরূপ ধুইয়া দিবে। ঐ সকল স্থান ধৌত করিয়া এক টুকরা নেকড়া দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিবে এবং সেখানে একটু ফ্লাওয়ার অব্ সালফার (Flower of Sulphur) এবং বোরাসিক্ এসিড্ পাউডার (Boracic acid powder) লাগাইয়া দিবে। ইহা যদি না হয় তাহা হইলে নাইট্রেট্ অব্ সিলভার (Nitrate of Silver) লাগাইয়া দিবে। পাখীকে অর্দ্ধ চামচ আন্দাজ এপ্‌সম্ সল্‌টস্ (Epsom salts) দিবে এবং লঘু খাদ্য খাইতে দিবে। সিকি চামচ আন্দাজ পোলট্রি পাউডার (Poultry Powder) খাদ্যের সহিত মিশাইয়া দিবে। এপ্‌সম্ সল্টস্ যেন সপ্তাহে একবার দেওয়া হয় এবং কন্‌ডিফ্লুড ফ্লাওয়ার অব্ সাল্‌ফার এবং বোরাসিক্ এসিড্ অথবা নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার প্রত্যহ যেন দুইবার করিয়া দেওয়া হয়, এবং পাখীর বাসগৃহ ও সমস্ত স্থান বেশ করিয়া ফেনাইল দিয়া ধৌত করা হয়। পাখীকে দুই ঘণ্টা অন্তর এক চামচ জলে এক ফোঁটা বেলেডোনা ৬০ শক্তি দিয়া খাইতে দিবে।

তিনটী বিরক্তিকর ব্যাধি

১১। ডিম্বখাদক মুরগী ইহার উৎপত্তি ও রোগ নিবারণ

মুরগীরা যদি ডিম পাড়িয়া, সেই ডিম নিজেই ভক্ষণ করে, তাহা হইলে এই ক্ষতি হওয়ার দরুণ কোন মুরগী পালকই আনন্দিত হইতে পারে না। মুরগীর এরূপ খারাপ অভ্যাস হওয়ার প্রধান কারণই হইতেছে মুরগীর বাসগৃহে দৈবাৎ ডিম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং মুরগীর দেহে ডিমের খোলা তৈয়ারীর উপাদানের অভাব থাকা।

এই শেষ কারণটীর জন্যই মুরগী ডিম খাইতে অভ্যস্ত হয়। যদি মুরগীকে ডিমের খোলা

তৈয়ারীর উপাদান প্রচুর পরিমাণে খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে মুরগীর বাসগৃহে ডিম ভাঙ্গিয়া থাকিলেও মুরগী তাহা খাইবে না। আর ঐ উপাদান যদি যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয়—তাহা হইলে ডিম ভাঙ্গিয়া যাইবারও কোন সম্ভাবনা থাকে না, কারণ ইহাতে ডিমের খোলা পাতলা হয় না। যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে ডিমের খোলা পাতলা হওয়ার কারণই হইতেছে মুরগী অত্যন্ত মোটা হওয়া।

মুরগী যদি একবার ডিমের আস্বাদন পায়, তাহা হইলে তাহারা ডিম দেখিলেই উহা খাইবে, এবং কোন ডিমের যদি খোলা পাতলা হয়—তবে তাহা নিশ্চয়ই খাইয়া ফেলিবে। ডিম পাইলেই তাহার খোলা ভাঙ্গিয়া শাঁস খাইবে, এবং এইরূপে এই কার্য্যে তাহাদের এরূপ ঝোঁক বাড়িয়া যাইবে যে, পরে মোটা শক্ত খোলার ডিম পাইলেও তাহা ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলিবে। মুরগীর এই বদ্ অভ্যাস হইলেই মোরগেরাও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, এবং তখন তাহারা মুরগীর অপেক্ষাও বেশী পরিমাণে ডিম ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিবে।

খোলা পাতলা হইলেই প্রধানতঃ ডিম ভাঙ্গিয়া যায়, আবার কখন কখন আপনিই ভাঙ্গিয়া যায়; সুতরাং এই সকল কারণ দূর করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ডিমের খোলা তৈয়ারীর উপাদান কম পড়িলেই এবং মুরগী অত্যন্ত মোটা হইলেই ডিম সাধারণতঃ ভাঙ্গিয়া যায়, সুতরাং ডিম পাড়িবার সময় মুরগীকে ঐ উপাদান প্রচুর পরিমাণে দিবে এবং তাহাদিগকে এরূপ খাদ্য দিবে যাহাতে মুরগী খুব মোটা হইতে না পারে। আর হঠাৎ বিনা কারণে যাহাতে ডিম ভাঙ্গিয়া যাইতে না পারে, সে জন্য মুরগীর বাসগৃহের মেজের উপর নরম খড় ইত্যাদি বিছাইয়া দিবে। এই উদ্দেশে মেঝেতে পুরু করিয়া বালি দিয়া রাখিবে, তাহা হইলে ডিম ভাঙ্গিবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না এবং এই বালি যদি দুই এক মাস ঐ ঘরে রাখা হয়, তাহা হইলে বাসগৃহে কোন দুর্গন্ধও হইতে পারিবে না। বাসগৃহে শুধু মেঝেতে শয়ন করিতে মুরগী খুবই আরাম বোধ করিবে। অনেকে মনে করেন, ঘরে বালি রাখিলে পোকা জন্মাইবে এবং পাখীর অনিষ্ট করিবে ; কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা একেবারে দূর হইতে পারে, যদি ঐ বালির উপর মধ্যে মধ্যে কেরোসিন তৈল অথবা ফেনাইল ছিটাইয়া দেওয়া হয়।

এইরূপে কেরোসিন তৈল বা ফেনাইল ছিটাইলে ঐ সকল পোকা জন্মাইতে পারিবে না এবং যদি জন্মায়, তাহা হইলে এই ব্যবস্থায় তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

পাখীর ডিম পাড়িবার স্থান যদি মুরগীর বাস গৃহের একটা অন্ধকার কোণে নির্ব্বাচিত করা হয়, অথচ উহা এমন জায়গায় অবস্থিত হয়, যেখানে দিনের বেলায় অন্ধকার থাকে, তাহা হইলে মুরগী ডিম খাইতে পারিবে না; আর এরূপ কার্য্যের একটা সুন্দর ফল এই হইবে যে, মুরগী ঐ স্থান ব্যতীত অন্যত্র ডিম পাড়িবে না, কারণ মুরগীরা সাধারণতঃ একটা নির্জ্জন অন্ধকারময় স্থানে ডিম পাড়িতে ভালবাসে। এমন স্থান নির্ব্বাচিত করা উচিত নয়, যেখান হইতে ডিম পাড়িলে দেখা যায়। যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে ডিম পাড়িবার স্থান মাটীর উপর করাই ভাল। ডিম নষ্ট হইলেই ঠিক কোন্ মুরগী যে উহা খাইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সহজ নয় এবং সেই অনুযায়ী ডিমখাদক মুরগীকে মারিয়া ফেলাও কঠিন।

আর কোন্ মুরগীর এই বদ্ অভ্যাস আছে, তাহা ধরিতে না পারিলে বিশেষ

ক্ষতি এবং সেই মুরগীরও ঐ অভ্যাস ছাড়ান যায় না। কিন্তু যদি নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে অনেকটা ফল পাওয়া যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, শক্ত কানা কতকগুলি ডিম লইয়া, সে গুলিকে মুরগীর বাসস্থানের মধ্যে ছড়াইয়া রাখিবে এবং সেগুলিকে এরূপ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল বর্ণের করিবে, যেন তাহা টাট্কা ডিমের মত দেখায়। এইরূপ ভাবে শক্ত ডিমগুলিকে যদি রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মুরগীরা উহা ভক্ষণ করা দূরে থাকুক, আর ডিম খাইতেই চাহিবে না।

পাখীর ঐ বদ্ অভ্যাস দূর করিতে হইলে কতকগুলি ডিম লইয়া ইহার চারিপাশে কয়েকটা খুব ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া দিবে এবং ডিম খালি করিয়া ফেলিয়া, উহার মধ্যে কিছু উগ্র সরিসার তৈল ও ফিনাইল বেশ করিয়া মিশাইয়া ডিমের মধ্যে ভরিয়া দিবে। তারপর ডিমগুলির উপরিভাগ বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া ডিমের ঐ ছিদ্রগুলা আঠা ও কাগজ দিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। তারপর সেই ডিমগুলিকে মুরগীর বাসগৃহের চারিধারে ছড়াইয়া রাখিয়া দিবে। ডিমখাদক মুরগীরা ঐ ডিমে ঠোকর মারিয়া ডিমের মধ্যস্থিত একটু দ্রব্য খাইলেই তাহাদের বেশ শিক্ষা হইয়া যাইবে। তাহারা আর কখনও ডিম খাইতে চাহিবে না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত মুরগী ঐ বদ্ অভ্যাস ত্যাগ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা সত্ত্বেও যদি মুরগী ঐ অভ্যাস ত্যাগ না করে, তাহা হইলে এমন একটা কৌশলে ফাঁদ পাতিতে হইবে যেন মুরগী ডিম পাড়িবামাত্র ডিম উহার দ্বারা নির্বিঘ্নে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি ইহাও না হয়, তাহা হইলে ডিমখাদক মুরগীকে অন্যান্য মুরগী হইতে স্থানান্তরিত করিবে এবং তাহাকে মারিয়া ফেলিবে।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

ভারতে ম্যাচ্ শিল্পের অবস্থা

১৯২৬ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে নূতন কোন ম্যাচের কল স্থাপিত হয় নাই, বা এদিকে বিশেষ কোন উন্নতিও পরিলক্ষিত হয় নাই। শ্রী রঙ্গানায়কি ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী লিমিটেড্ ২৫০০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ ম্যাচ্ কোম্পানী লিমিটেড্ ৬০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া মাত্র দুইটী কোম্পানী কুড্ডালোর ও পালঘাটে রেজিষ্টীকৃত হইয়া স্থাপিত হইয়াছে।

এই দুইটী কোম্পানী কিরূপ উন্নতি করে, তাহা আগ্রহ সহকারে সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। নূতন শিল্পানুষ্ঠানকারীগণকে সাহায্য করিবার যে আইন আছে, সেই অনুযায়ী বেলারীর একটী ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীর মালিক গভর্ণমেণ্টের নিকট ২০০০০৲ ধার লইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই টাকা ধার দেওয়া যাইতে পারে কি না, সে বিষয় গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। একটী ম্যাচ

ফ্যাক্টরী স্থাপন ও সস্তায় কাঠ সরবরাহ করিবার জন্য সুবিধাজনক স্থান সংগ্রহার্থ গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। অনেকেই মনে করেন যে, ডিপার্টমেণ্ট হইতে সস্তায় প্রভূত পরিমাণে কাঠ পাওয়া যাইবে, কিন্তু ইহা তাহাদের ভুল ধারণা। এরূপ সস্তায় কাঠ পাওয়া খুবই কঠিন, কারণ বর্ত্তমানে যে কয়টী কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে কাঠ যায়, সেইরূপ কেন্দ্র বন-বিভাগের অধীনে খুবই কম আছে। এরূপ কয়েকটী কেন্দ্র হইতে সকল ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীর অভাব পূর্ণ করা কঠিন।

বন-বিভাগের মতে পশ্চিম উপকূলে ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী স্থাপন করাই সুবিধাজনক; কিন্তু এখানেও সস্তায় কাঠ সরবরাহ করা কঠিন হইবে। আবার কাঠ সস্তায় খরিদ করিতে না পারিলেও ব্যবসায়ে উন্নতি হইবে না। এই কাঠ সস্তায় পাওয়া যায় না, তাহার কারণ ম্যাচের জন্য যে কাঠ ব্যবহার করা হয়, তাহা কফি ও চায়ের বাক্সের জন্যও ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই কাঠের দাম সাধারণতঃ একটু বাড়িয়া যায়। যে মিলে কাঠ চেড়াই হয়, সেখান হইতে বাদ ছাঁট দেওয়া কাঠ লইতে পারিলে, কিছু সস্তায় কার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে। বন-বিভাগের মাত্র ১টী কাঠ চেড়াই কল ওলভেকটে স্থাপিত আছে এবং সেই মিলের নিকটেই দুইটী ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী আছে; সুতরাং এই একটী মাত্র কল হইতে সমস্ত ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীতে কাঠ সরবরাহ করার আশা কল্পনা মাত্র। অতএব সমস্ত দিক ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমানে সস্তায় কাঠ সরবরাহ করা বন-বিভাগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

বিহার ও উড়িষ্যা

১৯২৬ সালে জানুয়ারী মাসে গুলজারবাগে একটী ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, পূর্ণোদ্যমে কার্য্য করিয়া যতদূর সম্ভব, দেশবাসীকে দিয়াশালাই সরবরাহ করিয়া তাহাদের অভাব মিটাইবে; কিন্তু দিয়াশালাই-এর ব্যবহার্য্য কাঠ উপযুক্ত পরিমাণে না পাওয়ায় এই কলটীতে, ইচ্ছা থাকিলেও, সেরূপ পুরাদমে প্রায় দশ মাস কাল কার্য্য চলে নাই। অধিক কি কাঠের অভাবে জানুয়ারী মাস হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ফ্যাক্টরী বন্ধ ছিল। এই কয় মাসের মধ্যে বিবিধ প্রকার কাঠ পরীক্ষা করা হইয়াছিল, এবং কি উপায়ে অতি সহজ ও সুলভে ম্যাচের উপযোগী কাঠ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা যায়, সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল, এবং নানাবিধ কাঠ পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বিলোর (Bilour) প্রদেশে যে কাঠ উৎপন্ন হয়, তাহা দিয়াশলাইয়ের বাক্স ও কাঠির পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আর জিংগ্রো (Jingro) কাঠ কেবলমাত্র বাক্সের পক্ষেই ভাল। শিমুল (Simul) কাঠ দুই কাজেই চলিতে পারে। যদি সুবিধা হয়, তবে অন্যান্য ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীর কর্ত্তাগণ এই কাঠ ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন।

ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী মালের পরিমাণ

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, স্বরাজ আন্দোলনের ঢেউ আজকাল খুবই জোরে চলছে। আজ প্রায় বিশ্ বছর হতে বিদেশী কাপড় বর্জ্জন করাটাই স্বরাজ পাওয়ার একটা প্রধান অঙ্গ বলে সকলেই মেনে নিয়েছেন। সকলেরই বদ্ধমূল ধারণা এই যে, কেবল বিদেশী কাপড় বর্জ্জন করলেই আমরা ইংরাজকে খর্ব্ব ক'রতে পারব। কিন্তু আমাদের economic slavery বা শিল্প-বাণিজ্য-গত দাসত্ব যে কেবল বস্ত্র শিল্পেই আবদ্ধ নাই, তাহা এই আমদানীর তালিকা পাঠ করিলেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু বিদেশী আইডিয়ালিজ্মের (Idealism) নেশায় বিভোর হইয়া আঁধারে ঢিল ছোঁড়া এক, আর বাস্তব জগতের কঠিন সত্যের সম্মুখীন হ'য়ে শরীরের রক্ত তিল তিল দান করে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার আগে, বাস্তব রাস্তাটা চোখ্ মেলে ভাল ক'রে চেয়ে দেখে কাজে নেবার চেষ্টা করুন।

(এই তালিকায় যুক্তরাজ্য অর্থে গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়ারলণ্ড বুঝাইতেছে)

আমদানী দ্রব্যের নাম	১৯২৫—১৯২৬	১৯২৬—১৯২৭	যুক্তরাজ্য হইতে শতকরা কত ভাগ আমদানী হইয়াছে	
			১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
	টাকা	টাকা		
তুলার দ্রব্যাদি	১৫১০৮১২০৫	১৩০২২৮৩৭৫	৬৭·৭	৬৮·৫
কাঁচা তুলা	৩৬৩৯৮২০০	৪৯৭১৮৩৬৬	·৭	৯·০
চিনি	৪০৬৬০৬২০	৩৮০৭২১৪৫	৪·০	৩·৬
তুলার সূতা	৩৮৪০৭৯১৭	৩৬৯৫৪৪৩০	২৬·৫	৩৬·৩
কৃত্রিম রেশম	১৪৪৩৬৭৫৩	২৯২৮৮৮৮৯	৩১·৭	২৭·৯
রেশমের দ্রব্যাদি ও সূতা	২২১১৪৬০৭	২৬৪৪৪০৫০	২·১	১·৬

আমদানী দ্রব্যের নাম	১৯২৫—১৯২৬	১৯২৬—১৯২৭	যুক্তরাজ্য হইতে শতকরা কত ভাগ আমদানী হইয়াছে	
			১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
মটরগাড়ী ও সাইকেল	১৪৬০০৩০৩	১৫৮২০২০৬	৩৪·১	৩২·৭
পিতল, কাঁসা ইত্যাদির বাসন কোসন	১৬০৮৪৯০০	১৫৬২৫৫৩১	৩২·৬	২৯·৩
কাপড় ডাইং ও ট্যানিং করিবার দ্রব্যাদি	১২৬৫৫৫৩০	১৪২৬০৪৩৯	৭·৯	৬·১
কাগজ ও পোষ্টবোর্ড	১০২০৩৭৬৩	১০৬৫৬৬৪০	৩২·৪	২৪·৯
ফল ও সব্জী	৯৯২৪৬৮৭	১০৪৮৫৩১৯	১·০	·৪
মদ	৯৬১৫১১০	১০৪৬৭৪২০	৫৩·২	৫০·৯
কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্যাদি	১২৩৮২৫০৬	১০১৯৬১১২	৫·৫	৫·৮
ঔষধ	৭৩৭৫৩৩৫	৯০২০২২৫	৪০·৭	৩৫·৫
রেলওয়ে প্ল্যান্ট ও রোলিং ষ্টক	১৪৭৫৫৬৭৬	৮৮৫৫৬১৬	৮১·৬	৫৫·৭
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৫৮১৯০৭৩	৮২৬৯৭১৮	৪২·৫	৩৯·১
রবার	৯৬১০৫২০	৮১৬৯৪৬৮	৪১·৮	৩৮·৭
পোষাক পরিচ্ছদ	৭১২১৬৭৯	৭৭০৩৪৩১	৬৫·২	৪৭·৩
তামাক	৪৭১৭৩৪৫	৭৬৬৬৫৬৬	৯৪·৭	৯৬·৮
মূল্যবান পাথর	১০০৪৯৫০৯	৭৪৫৪৩৫২	১৭·৩	১৪·১
মশলা	১০০৮৪৮২২	৭৪১০৪৮৫	·৮	২·৪
কাঁচা রেশম	৬১৩১৪৩১	৬৮৬৬২০১	·২	...
সাবান	৫৬৬৪০০৯	৫৬৬১২৬৪	৯২·৯	৮৯·০
পেণ্ট	৪৭৭১৫৩৫	৫১৮৩০১৮	৭৭·৮	৭৫·৮
কাঠ	৩৫০৫৪৫২	৪০২৪১৩২	৬·৪	৫·২
মৃণ্ময় পাত্র	২৩৩৭৪২০	৩২৯২৫৯৭	৪২·১	৩৩·৬

আমদানী দ্রব্যের নাম	১৯২৫—১৯২৬	১৯২৬—১৯২৭	যুক্তরাজ্য হইতে শতকরা কত ভাগ আমদানী হইয়াছে	
			১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
চামড়া ও চামড়ার দ্রব্যাদি	২৬১৬০৬৭	৩১৪৮৯৬০	৭৮·৫	৭৫·৫
ষ্টেশনারী	৩৫১৪৮৭০	৩_৩৯৫৭০	৫২·০	৫০·০
বেল্ট	২৯৫৮৬৭৩	২৯৩৬৫১৪	৬৫·৫	৬৮·৫
সাইকেল ও ইহার দ্রব্যাদি	২৬৩৬৫৪১	২৭১২৫৩৫	৮০·৫	৮০·৭
কয়লা ও কোক্	৫৪৩৬৩৮৯	১৬৪১৬০২	২১·৯	১১·৯
কাঁচা রেশম	৩৭০৭৬৫২	২৫৩০৬৮২	৪৬·০	৪৮·৫
খেলনার দ্রব্যাদি	২০৬১২০৮	২৪২০৪৮৭	১৬·৯	১৭·৪
সুবাসিত দ্রব্যাদি	১৮০৫৪১৩	২১০৬৮৪৯	৬৬·১	৪৫·৬
(ববিন) টাকু	২১৭৭৭৪১	২০৩৮৯০৩	৯২·৪	৯৪·৯
অস্ত্রশস্ত্র	২৯৫৯৪২৩	১৮৯৫৩০৬	৩৭·৯	৭৩·৯
জীবজন্তু	২৮২৮২৭৩	১৮৮৩২৬১	৫১·৮	৫৮·১
হাতীর দাঁত	২৩১৭২০০	১৮৫৪৪৭২	৪১·৫	৫২·৯
গঁদ ও রঞ্জন	১৪৪৬৯৭৪	১৭৬৯০০৬	৮·৬	৬·১
চীনা মাটী	১৩০৪৪২৯	১৬৭৭২১৩	৭৮·১	৮০·৭
আসবাবপত্র	১০৫৪২৯৪	১৫৮০৪৭৯	৩৯·২	৫২·০
সকল প্রকারের বোতাম	১১১৯৯০৫	১৪৮৩৭৩০	৬·৭	৪·৭
জুতা	১০৭৯৭২৩	১৪৪৬১২৪	৭০·৭	৫১·২
জ্বালানী কাঠ	৯০৭৯৩৮	১৪৪১৮৭৬	২·১	·৯
দিয়াশালাই	২৪২১৬০৩	১৪৩৫৩১৯	·২	·১
ষ্টার্চ (starch)	২৩৮৬১০২	১৩৬৮১৬৫	৪·২	৩·২
ঘড়ি	১২৪২৩০৮	১৩০৫৭২৮	৩·২	৯·১
ছাতি ও ছাতির দ্রব্যাদি	১০২০১৬১	১২০১৩১৬	৩৪·৪	২৩·৯

আমদানী দ্রব্যের নাম	১৯২৫—১৯২৬	১৯২৬—১৯২৭	যুক্তরাজ্য হইতে শতকরা কত ভাগ আমদানী হইয়াছে	
			১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
দড়ি	৪৪১০১৭	৫১৩৩৮১	৫৩·৭	৬৬·৮
পালিশ	৬৮১০৪৯	৬৪৯৫৫৭	৯১·২	৮৯·৮
বীজ	১৩৫৫৫৬০	৪৬২৬২২	১·৩	৩·৭
পাট হইতে প্রস্তুত যাবতীয় দ্রব্য	৬৭০৮৬২	৩৪৯৭৩৩	২২·০	৫৩·৩
পাথর ও মার্ব্বেল	১৮৭৯১৯	২০৬২৯৫	৯·৩	১০·২
মোট	৭৮৯৩১২৯৮৭	৭৬৮৫১৮০৪০	৪·১৬	৩৮·৫

পাঠকগণ মনে রাখিবেন, উপরে যে হিসাব দেওয়া গেল, তাহা সমস্তই কেবল মাত্র বোম্বাই বন্দর দিয়া ভারতে আমদানী হইয়াছে। এই বোম্বাই বন্দর দিয়া ১৯২৫-১৯২৬ সালে ৭৮৯৩১৩৯৮৭৲ টাকা ও ১৯২৬-২৭ সালে ৭৬৮৫১৮০৪০৲ টাকার মাল বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দিক্ দিয়াও ভারতে বিদেশী মাল আমদানী যথেষ্ট হইয়াছে। এই বিবরণীতে বিশেষ করিয়া এইটাই আমাদের দেখান উদ্দেশ্য যে, কাপড় ছাড়াও কত লক্ষ লক্ষ টাকার বিবিধ প্রকার দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয় এবং এই আমদানী মালের কত অংশ যুক্তরাজ্য সরবরাহ করে।

প্রথমেই দেখুন, ১৯২৫-২৬ সালে ১৫১০৮১২০৫৲ লক্ষ টাকার তূলার দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে শতকরা ৬৭·৭ ভাগ দ্রব্য একা যুক্তরাজ্য পাঠাইয়াছে।

আবার দেখুন ১৯২৫-২৬ সালে ৫৬৬৪০০৯ লক্ষ টাকার সাবান বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছে। তাহার মধ্যে শতকরা ৯২·৯ ভাগ সাবান এক যুক্তরাজ্য পাঠাইয়াছে।

১৯২৫-২৬ সালে ২৬৩৬০৬৭৲ টাকার চামড়ার দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে; এবং ইহার মধ্যে যুক্তরাজ্য পাঠাইয়াছে শতকরা ৭৮·৫ ভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং ইহাতেই বেশ বোঝা উচিত যে, বাজে চেঁচানে কিছু হবে না। সত্যি-কারে কাজে লেগে যেতে হবে। এই যে সমস্ত মাল বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহার প্রত্যেকটীই সাধ্যানুযায়ী হাতে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে এবং আমদানী মালের পরিমাণ মাল উৎপন্ন করিতে হইবে; নতুবা শত সহস্র চীৎকারেও ভারত উন্নতির পথে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইবে না।

———

পাটের শেষ বিবরণী

(১৯২৭)

এ বৎসর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশে ৩,৩৭১,০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর হইতে এবার ৪৭৬,০০০ একর জমি কম আবাদ হইয়াছে।

এ বৎসর ১০,২৩০,০০০ গাইট (গত বৎসর হইতে ১৯৫৮০০০ গাইট কম) পাট হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশের কৃষি বিভাগের ১৯২৬ সালের সংশোধিত বিবরণী এবং ১৯২৭ সালের বিবরণী নিম্নে দেওয়া গেল।

আবাদী জমির পরিমাণ			গাইটের সংখ্যা		
প্রদেশের নাম	১৯২৬	১৯২৭	প্রদেশের নাম	১৯২৬	১৯২৭
বঙ্গদেশে (ত্রিপুরা ও কোচবিহারসহ)	৩,৩৬৩,৯০০	২৯৬২১০০	বঙ্গদেশ (ত্রিপুরা ও কোচবিহার সহ)	১০,৭৬৯,২০০	৯,০৫৪৭০০
বিহার ও উড়িষ্যা	২৯৭,০০০	২৪১,৩০০	বিহার ও উড়িষ্যা	৮১৯,৩০০	৭১৭,০০০
আসাম	১৮৬,০০০	১৬৮,০০০	আসাম	৫৯৯,০০০	৪৫৮,০০০
মোট	৩,৮৪৬,৯০০০	৩,৩৭১,০০০	মোট	১২,১৮৭৫০০	১০,২২৯,৭০০০

জমি ও উৎপন্ন শস্যের তুলনামূলক ও গড়পড়তা হিসাব

(জুলাই ১৯২৭)

বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশে এ বৎসর জুলাই মাসে কি পরিমাণ জমি আবাদ হইয়াছে এবং কত গাইট পাট হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে. তাহার গত বৎসরের জুলাই মাসের সহিত একটা তুলনামূলক হিসাব, ১৯২১ হইতে ১৯২৫—এই পাঁচ বৎসরের এবং ১৯১৬ হইতে ১৯২৫—এই দশ বৎসরের একটা গড়পড়তা হিসাব, পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

আবাদী জমির পরিমাণ

বর্ত্তমান বৎসরের ফসল	৩,৩৭১,১০০
গত বৎসরের ফসল	৩,৮৪৬,৯০০
১৯২১—১৯২৬ সালের উৎপন্ন গড়পড়তা হিসাব	২,৩৯৮,৩০০
১৯১৬—১৯২৫ সালের উৎপন্নের গড়পড়তা হিসাব	২,৫২৭,৮০০

গাইটের হিসাব

বর্ত্তমান বৎসরের উৎপন্ন শস্যের আনুমানিক পরিমাণ	১০,২২৯,৭০০
ফসলের পূর্ব্বাভাস অনুসারে গত বৎসরের ফসলের পরিমাণ	১২,১৮৭,৫০০
ব্যবসায়ের বিবরণী হইতে গত বৎসরের ফসলের পরিমাণ	১২১৯৯০৪৬
১৯২১ হইতে ১৯২৫ সালের গড়পড়তা হিসাব	৭,০:৪৪০০
১৯১৬ হইতে ১৯২৫ সালের গড়পড়তা হিসাব	৭,৪০১,৯০০

বঙ্গদেশ

আবাদ

১৯২৫-১৯২৬ সালের গড়পড়তা হিসাবে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ ভারতের জমির শতকরা ৮৪·৭ ভাগ জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল।

আবহাওয়া

আবহাওয়ার প্রাথমিক অবস্থা খুব সুবিধাজনক ছিল। এজন্য বীজ বপন কার্য্যও বেশ হইয়াছিল। সুবিধাজনক আবহাওয়া শস্য বৃদ্ধিরও বেশ সহায়তা করিয়াছিল; কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে নোয়াখালি। ত্রিপুরার কতক অংশ এবং উত্তর বঙ্গের স্থানে স্থানে (জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার সহ) শস্যের হানি হইয়াছিল। অনেক স্থানে ফসল আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু জুলাই ও আগষ্ট মাসে এবং সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে পাট ভিজাইবার জলের জন্য বড় চিন্তিত হইতে হইয়াছিল।' সুবৃষ্টি এবং ব্রহ্মপুত্র নদের জলবৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গে পাট ভিজাইবার অসুবিধা দূর হইয়াছিল, কিন্তু উত্তর বঙ্গে এবং প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে সেই অসুবিধা ছিল। কতকাংশে এরূপ আশঙ্কা উদিত হইয়াছিল যে, ফসলের এক ভাগও ভিজান যাইবে না। এরূপ অবস্থা আঁশের গুণের অনেক ক্ষতি করিবে।

ফসলের অবস্থা

২,৯৬২,১০০ একর জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছিল। সংশোধিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, গত বৎসরে ৩,৩৬৩,৯০০ একর জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছিল। প্রথম বিবরণী প্রকাশের পর দার্জ্জিলিং এবং বগুড়া জেলাতে পাট চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু নোয়াখালি কুচবিহার এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ঐ জমির পরিমাণ কমিয়াছে।

উৎপন্ন

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে প্রতি একরে ৩·৭ গাইট, রাজসাহী বিভাগে প্রতি একরে ৩৫ গাইট এবং প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে প্রতি একরে ৩·২ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

পাঁচ মণ গাইটের মোট ৯,০৯৫,৭০০ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। গত বৎসরের সংশোধিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, মোট ১০,৭৬৯,২০৯ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, সুতরাং এবার ১৭,৪,৫০০ গাইট পাট কম উৎপন্ন হইয়াছে।

বঙ্গদেশের পাটের শেষ বিবরণী

(১৯২৭)

এ বৎসর বঙ্গদেশের কোন্ জেলাতে কত একর জমিতে পাট দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে কত গাইট উৎপন্ন হইয়াছে গত বৎসরের সহিত তাহার একটী তুলনামূলক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আবাদী জমির পরিমাণ (একর হিসাবে)			উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ (৫মণ গাইট হিসাবে)		
জেলার নাম	১৯২৬	১৯২৭	জেলার নাম	১৯২৬	১৯২৭
২৪ পরগণা	৭৬,০০০	৬২০০০	২৪ পরগণা	১৭২৪০০	১৯১০০০
নদীয়া	৯০,০০০	৭৯,০০০	নদীয়া	২৬৮৬০০	২১১০০০
মুর্শিদাবাদ	৪১০০০	৩৩০০০	মুর্শিদাবাদ	৯১৮০০	৮৯০০০
যশোহর	১৩২০০০	১০৭,০০০	যশোহর	৩০৭,৮০০	৩৪২০০০
খুলনা	৪৮০০০	৩৯০০০	খুলনা	১৬১,৩০০	১১৭,০০০
বর্দ্ধমান	৫০০০	৫০০০	বর্দ্ধমান	১২৩০০	১৪০০০
মেদিনীপুর	১১০০০	৯০০০	মেদিনীপুর	২৮০০০	২৭০০০
হুগলী	৩৪০০০	৩১০০০	হুগলী	৫৮২০০	১১১০০০
হাওড়া	১৫০০০	১২০০০	হাওড়া	৭১৮০০	৩৫০০০
রাজসাহী	১২৬০০০	১০৫০০০	রাজসাহী	৩৯৯৬০০	৩১৫০০০
দিনাজপুর	৮৩০০০	৭৩০০০	দিনাজপুর	২৫৮৬০০	২০৮০০০
দার্জ্জিলিং	৩৭০০	৩৭০০	দার্জ্জিলিং	৯১০০	৯০০০
রঙ্গপুর	৩৫২০০০	৩০৯০০০	রঙ্গপুর	১২২৬,০০০	৯৪৪০০০
বগুড়া	১০৪০০০	১০৫০০০	বগুড়া	৩১৮৯০০	৩১২০০০
জলপাইগুড়ি	৫৬০০০	৪৮০০০	জলপাইগুড়ি	১৮৮০০০	১৩৩০০০
পাবনা	১৭৮০০০	১৫৬০০০	পাবনা	৫৫৮৫০০	৪৮৬০০০
মালদহ	৪৯০০০	৪৩০০০	মালদহ	১১১৯০০	৭৭০০০
ঢাকা	৩৭৯০০০	৩৫০০০০	ঢাকা	১২০২১০০	১০৮০০০০
ময়মনসিংহ	৭৩০০০০	৬৬২০০০	ময়মনসিংহ	২৫৬৪২০০	২১৫০০০০
ফরিদপুর	৩১১০০০	২৭২০০০	ফরিদপুর	১১৩৮৩০০	৮৪০০০০

আবাদী জমির পরিমাণ
(একর হিঃ)

জেলার নাম	১৯২৬	১৯২৭
বাখরগঞ্জ	৬২০০০	৫০০০০
চট্টগ্রাম	২০০	২০০
ত্রিপুরা	৩৫০০০০	৩১৯০০০
নোয়াখালি	৭২০০০	৫৬০০০
মোট	৩৩১৪০০০	২৯২৮৯০০
কুচবিহার	৪৩০০০	২৯০০০
ত্রিপুররাজ্য	৬০০০	৪২০০
সর্ব্বসমেত মোট	৩৩৬৩৯০০	২৯৬২১০০

উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ
(৫ মণ গাইট হিঃ)

জেলার নাম	১৯২৬	১৯২৭
বাখরগঞ্জ	২৩৫০০০	১৬০০০০
চট্টগ্রাম	৭০০	৭০০
ত্রিপুরা	১০৮০১০০	৯৮৯০০০
নোয়াখালি	২১৮৩০০	১৪৬১০০
মোট	১০৬৩৮৩০০	৮৯৯৫৭০০
কুচবিহার	১১৭৫০০০	৫১০০০
ত্রিপুরারাজ্য	১৩৪০০	৮০০০
সর্ব্বসমেত মোট	১০৭৬৯২০০	৯০৫৪৭০০

বিহার ও উড়িষ্যা

আবাদ

১৯২৫-২৬ সালে যে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ব্রিটিস ভারতে সমস্ত পাট-আবাদী জমির শতকরা ৯০ ভাগে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে পাটের আবাদ হয়।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের যে সাতটী জেলাতে পাট উৎপন্ন হয়, তাহাদের শেষ বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, এবার ১৯:, ২০০ একর জমিতে পাট দেওয়া হইয়াছিল।

শেষ সংশোধিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে,গত বৎসর ২৯৭০০০ একর জমিতে পাট ছিল। পূর্ব্বের কয়েক বৎসরে এই অনুমান খুব কম হয় বলিয়াই দেখা গিয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর অনুমান করেন যে, চলিত বৎসরে প্রায় ২৪১,০০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইবে। পূর্ণিয়া জেলাতে খুব কম জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর পাটের মূল্য কম হওয়াই ইহার কারণ।

আবহাওয়া

মার্চ্চ মাসে সমস্ত পাট-উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। কটক এবং বালেশ্বর ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলাতেই স্বাভাবিক হইতে অধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। এপ্রিল মাসে বালেশ্বরে উপযুক্ত বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, এবং অন্যান্য জেলাতেও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। মে মাসে সকল জেলাতেই বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। কেবলমাত্র চম্পারণ ও পূর্ণিয়া জেলাতে স্বাভাবিক হইতে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। জুন মাসে সমস্ত জেলাতেই উপযুক্তরূপে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। জুলাই মাসে সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, কিন্তু চাম্পারণ, পূর্ণিয়া ও সাওতাল পরগণাতে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতও হয় নাই। আগষ্ট মাসে সকল জেলাতেই বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু সাঁওতাল

পরগণ, কটক এবং বালেশ্বরে স্বাভাবিক হইতে অধিক এবং পূর্ণিয়া ও অন্যান্য জেলাতে স্বাভাবিক হইতে কম বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। পূর্ণিয়া সদরে উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে পাট ভাল হইতে পারে নাই। কটক এবং বালেশ্বরে বন্যাতে শস্যের কতকটা ক্ষতি হইয়াছে।

উৎপন্ন

পূর্ণিয়া ও কটক জেলাতে যথাক্রমে শতকরা ৭১ এবং ৮৪ ভাগ পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। চাম্পারণে পুরা ফসল হইয়াছে। ভাগলপুর ও সাওতাল পরগণাতে যথাক্রমে শতকরা ৯৩ ও ৯ ভাগ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, এবং মজঃফরপুর ও বালেশ্বরে যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৪০ ভাগ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে।

জেলার কর্ম্মচারীর রিপোর্ট এবং আবাদী জমির পরিমাণ ইত্যাদি হইতে মনে হয় যে, এ বৎসর ৪১২৯০০ গাইট পাট হইবে। কিন্তু যদি প্রাথমিক বিবরণী অনুসারে ২৪১০০০ একর জমি আবাদী বলিয়া ধরা যায় এবং প্রতি একরে ৩·১৭ গাইট পাট উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সমস্ত প্রদেশের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৬৬৭০০০ গাইট হইবে। গত বৎসরের শেষ সংশোধিত বিবরণীতে ৬৬৭১০০ গাইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

অনুমান ৫০,০০০ গাইট পাট নেপাল হইতে রপ্তানি হইয়াছে। তাহাতে এই প্রদেশের পাটের পরিমাণ ৭১৭০০০ গাইট হইয়াছে।

১৯২৭ সালে বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে কত পরিমাণ জমিতে কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার গত বৎসরের সহিত একটি তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভাগের নাম	জেলার নাম	জেলার আয়তন একর হিঃ	আবাদী জমির পরিমাণ (একর হিঃ)	আবাদী জমির আনুমানিক পরিমাণ (একর হিঃ)		উৎপন্ন শস্যের আনুমানিক পরিমাণ (গাইট হিঃ)	
				১৯২৬	১৯২৭	১৯২৬	১৯২৭
ত্রিহুত	চাম্পারন	২২৫৯৮৪০	১৪৩০২০০	১৫০০	১৫০০	৫০০০	৪৫০০
	মজঃফরপুর	১৯৪২৩২৪	১৬২৭০০০	২৬০০	৩৩০০	৬৭০০	৫৫০০
ভাগলপুর	ভাগলপুর	২৬৬৬১০২০	১৬৮৪১৫০	৩৭৪০	২৫০৯	১১৩০০	৭০০০
	পূর্ণিয়া	৩১৯৬১৫৩	১৬৯৪৪০০	২৬৫৩৬৪	১০৫৮৫৩	৬৭২০০০	৩৪৮২৮৯
	সাওতাল পরগণা	৩৪৯০৪০০	১৭১১৭২০০	২০০০	১৪৭০	৬০৬০	৩৯৬৯
উড়িষ্যা	কটক	২৩৪০৩০৭	১২২৩৫০০	১৭৬০০	১৫৮০০	৫২০০০	৩৯৮১৬
	বালেশ্বর	১৩৩২৬২১	৯৩২২০০	২৮০০	২৮০০	৪৭০০	৩৩৬০

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ১৯২৭ সালে জুলাই মাসের শস্যের পরিমাণ এবং আবাদী জমির পরিমাণ সম্বন্ধে আনুমানিক তুলনামুলক সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রদেশের নাম	একর হিসাবে বর্ত্তমান বৎসরের আবাদ	একর হিসাবে গত বৎসরের আবাদ	গত পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা হিসাব ১৯২১—১৯২৫	গত দশ বৎসরের গড়পড়তা হিসাব ১৯১৬—১৯২৫	গত পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা উৎপন্ন ১৯২১—১৯২৫	গত দশ বৎসরের গড়পড়তা উৎপন্ন ১৯১৬ ১৯২৫
বিহার						
উড়িষ্যা	২৯৪১০০০	২৯৭৯০০০	২০০,২০০	১৯৮০০০	৪৪৫১০০০	৪৬৩,০০০

আসাম

আবাদ

১৯২৫—২৬ সালে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার গড়পড়তা পাট-আবাদী জমি হইতে দেখা যায় যে ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র পাট আবাদী জমির শতকরা ৫·১ভাগ জমিতে আসামে পাট আবাদ হইয়াছে।

আবহাওয়া।

এ বৎসরের আবহাওয়া ফসল উৎপাদনের পক্ষে বেশ সুবিধাজনকই ছিল; প্রাথমিক বিবরণী বাহির হইবার পর, সুরমাভ্যালী,দুরং এবং শিবসাগর জেলার আবহাওয়া কতকটা সুবিধাজনক ছিল; কিন্তু কামরূপ ও গাড়ো পাহাড়ের আবহাওয়া খারাপ ছিল। কোন কোন স্থানে খুব বৃষ্টি হওয়ায় শস্যের হানি হইয়াছিল। সমস্ত জেলাতেই বন্যাতে এবং গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং এবং নওগাঁও জেলাতে পোকায় শস্যের হানি করিয়াছিল।

উৎপন্ন

জেলার সরকারী কর্ম্মচারীর বিবরণী হইতে দেখা যায় যে এবার এই প্রদেশে ১৬১০০ একর জমিতে পাট চাষ হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গত বৎসরের সংশোধিত বিবরণীতে ২৮৬০০০ একর এবং বর্ত্তমান বৎসরের প্রাথমিক বিবরণীতে ১৭৭,৯০০ একর পাট আবাদী জমি বলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে কাছাড়, গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্ট এবং দুরংয়ে পাটের আবাদ কম হইয়াছে। গত বৎসর পাটের দর কমিয়া যাওয়ায় এবং আবহাওয়ার অবস্থা সুবিধাজনক না থাকাই ইহার কারণ। গোয়ালপাড়া জেলার প্রাথমিক বিবরণীর পরিমাণ হইতে আবাদী জমির পরিমাণ কমিয়া যায়। ডেপুটী কমিশনারের জমির পরিমাণ সংশোধনই ইহার কারণ। প্রাথমিক বিবরণীতে জমির যে পরিমাণ দেওয়া হইয়াছিল তাহার পরিমাণ তিন জেলাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক জেলাতে কমিয়াছে।

এবার পাটের ফসল পুরা শস্যের শতকরা ৭৮ ভাগ হইয়াছে, গত বৎসর শতকরা ৮৫ ভাগ হইয়াছিল। ৫মণের গাইটের ৩·৫ গাইট প্রত্যেক একরের স্বাভাবিক উৎপন্নের পরিমাণে ধরিলে সমস্ত প্রদেশের উৎপন্নের পরিমাণ ৪৫৮৩০০ গাইট হইবে। গত বৎসর ৫৯৯০০০ গাইট অর্থাৎ শতকরা ২৪ গাইট কম উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯২৭ সালে আসাম প্রদেশের পাটের বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জেলার নাম	পাটের আবাদী জমির পরিমাণ (একর হিঃ)	পাট আবাদী জমির আনুমানিক পরিমাণ		উৎপন্নের আনুমানিক পরিমাণ (গাঁইট)	
		গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
কাছাড়	৩০০	৫০০	৩১০	১৩০০	৮০০
শ্রীহট্ট	২০,০০০	২২,০০০	১১,০০০	৫৭ ৭০০	৫৩ ২০০
গোয়ালপাড়া	৬০,০০০	৬৮,১০০	৫২,০০০	২১৪,৫০০	১৩৬ ৫০০
কামরূপ	১৫,০০০	১১,৭০০	১১,৭০০	৩৬,৯০	৩২,০০০
দুরং	১২,৬০০	২০,৬০০	১৯,৩০০	৩১,৯০	৫০ ৭০০
নওগাঁ	৪০,০০০	৫৭,০০০	৫৯,৫০০	২৬৯,৬০০	১৬৬,৩০০
শিবসাগর	৩০০	৩০০	৩০০০	৮০০	৮০০
লক্ষীপুর	২০০	৬০০	৭০০	১৮০০	২৩০০
গারো হিল	৩৩০০	৫২০০	৫২০০	১২৭০০	১৪,৬০০

১৯২৭ সালে আসাম প্রদেশের পাট আবাদী জমির ও উৎপন্নের আনুমানিক সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রদেশের নাম	জমির পরিমাণ				উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ (পাঁচ মণ গাঁইট হিঃ)	
	বর্ত্তমান বৎসর	গত বৎসর	৫ বৎসরের গড়পড়তা ১৯২১—২৬	দশ বৎসরেরর গড়পড়তা ১৯১৬—১৯২৫	৫ বৎসরের গড়পড়তায়	১০ বৎসরের গড়পড়তায়
আসাম	১৬৮০০০	১৮৬০০০	১১২২০০০	১০৭,৭০০	২৭৪,০০০	২৭০,৮০০

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

আমরা এ যাবত মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদিগের নাম-ধামাদি প্রকাশ করিতেছিলাম। কিন্তু মফঃস্বলের ব্যবসায়ীগণ ও কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; কারণ কলিকাতা হইতেই তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মালপত্রাদি আনাইতে হয়, এমতাবস্থায় বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন (যথা ধান, চাউল, পাট, ভুষিমাল, লোহালক্কড়, নুন, চিনি, তামাক, বেনে মসলা, বস্ত্র, কাটা কাপড় ইত্যাদি) এরূপ বড় বড় মহাজন, আড়তদার, ব্যবসায়ী, এবং হাউসওয়ালাদিগের নাম ও ঠিকানা পাইলে তাঁহাদিগের কাজকারবারের অনেক সুবিধা হয়। এই জন্য আমরা শ্রেণী বিভাগ অনুসারে কলিকাতাস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের নাম ঠিকানাদি সংগ্রহ করিয়া এখন হইতে প্রকাশ করিব মনস্থ করিয়াছি

এই মাসে কলিকাতার সহরতলীসমূহের ধান ও চাউলের কলগুলির নাম ঠিকানা প্রকাশ করিলাম। এবার উড়িষ্যা, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে অজন্মা হওয়ায় ধানের সর্ব্বত্রই খুব চাহিদা রহিয়াছে। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে ধান চাউলের কলগুলির ঠিকানা এই সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, আরও সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব।

কলিকাতার চাউলের কলসমূহ

উল্টাডাঙ্গা

১। পূর্ণচন্দ্র সাধুখাঁর রাইছ মিল
২। বল্লভ রাইছ মিল
৩। রাধা রাণী রাইছ মিল
৪। নীলমণি মণ্ডল রাইছ মিল
৫। কমলা রাইছ মিল
৬। হরচরণ সাধুখাঁ রাইছ মিল
৭। শ্যামা রাইছ মিল
৮। হরিচরণ রাইছ মিল
৯। বিমলা রাইছ মিল
১০। শান্তি রাইছ মিল
১১। অন্নপূর্ণা রাইছ মিল
১২। বঙ্কুবিহারী পোদ্দার রাইছ মিল
১৩। সর্বমঙ্গলা রাইছ মিল
১৪। দামোদর রাইছ মিল
১৫। শ্যামসুন্দর রাইছ মিল
১৬। যামিনী মণ্ডল রাইছ মিল
১৭। বিরলা এণ্ড কোং রাইছ মিল
১৮। বারমাঠ রাইছ মিল
১৯। নিউ ক্যানেল রাইছ মিল
২০। রামপদ তারক কৈরি রাইছ মিল
২১। সত্যচরণ পাল রাইছ মিল
২২ দেবীশঙ্কর পাল রাইছ মিল
২৩। এ, কে, কর রাইছ মিল
২৪। ঢাকেশ্বরী রাইছ মিল
২৫। লক্ষ্মীচরণ রাইছ মিল

বেলগাছিয়া

১। সিদ্ধেশ্বর রাইছ মিল
মালিক, ভগবতীচরণ সাধুখাঁ
বেলগাছিয়া মেন রোড
২। দাস্তকুড়িয়া রাইছ মিল
মালিক, [illegible] এণ্ড কোং
৩। শ্রীমণ্ডল দাস রাইছ মিল
৪। বেলগেছিয়া রাইছ মিল
শ্যামবাজার

চেৎলা

১। এস, সি, [illegible] রাইছ মিল
২। [illegible] রাইছ মিল
৩। কালি রাইছ মিল
৪। [illegible] চক্রবর্তী রাইছ মিল
৫। অন্নপূর্ণা রাইছ মিল
৬। [illegible] পান্নালাল দাস রাইছ মিল
২নং গুরুপদ সরকার লেন
৭। [illegible] সাধুখাঁর রাইছ মিল
[illegible] লেন
৮। দেবীসাহার রাইছ মিল
১৮নং গুরুপদ সরকার লেন
৯। [illegible] ভুবনারায়ণ রাইছ মিল
গুরুপদ সরকার লেন

আলিপুর

১। লক্ষ্মীজনার্দ্দন রাইছ মিল
২। জয়মল রাইছ মিল

৩। কমলা রাইছ মিল
৪। গৌরাঙ্গ রাইছ মিল
৫। দুর্গা রাইছ মিল
নগেন্দ্রনাথ সরকার লেন

সাহাপুর টালিগঞ্জ

১। রূপনারায়ণ রাইছ মিল
২। গাংজী মাজন্ এণ্ড কোং রাইছ মিল
৩। সানগর রাইছ মিল
৪। প্রভাস রাইছ মিল
৫। বিভাকর রাই মিল
৬। নাছেবুজি কুভেরজি এণ্ড কোং রাইছ মিল
৭। আঙ্গিকারি রাইছ মিল
৮। ত্রিভুবন রাইছ মিল
৯। ব্রজনারায়ণ রাইছ মিল
১০। গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া রাইছ মিল
১১। সত্যনারায়ণ রাইছ মিল
১২। অন্নপূর্ণা রাইছ মিল
১। কৃষ্ণকালি শিবকৃষ্ণ রাইছ মিল
২। মহেন্দ্র গাইন রাইছ মিল
৩। ডাক্তারবাবু এণ্ড কোং রাইছ মিল
৪ তারাপ্রসন্ন কর্ম্মকার রাইছ মিল
৫। বসন্ত সাগর রাইছ মিল
৬। খেকুরিয়া এণ্ড কোং রাইছ মিল
৭। গোবর্দ্ধন দাস রাইছ মিল
৮। নন্দ জানার রাইছ মিল
৯। জালনদাস রাইছ মিল
১০। বালা বসন্ত দাস রাইছ মিল
১১। কালিকৃষ্ণ দাস রাইছ মিল
১২। পান্নালাল দাসের রাইছ মিল
১৩। গোপাল দাসের রাইছ মিল
১৪। রাখউল্যা দাসের রাইছ মিল
১৫। উপেন্দ্র সরকারের রাইছ মিল
১৬। উপেন্দ্র দত্তের রাইছ মিল
১৭। বিনয়কৃষ্ণ দাসের রাইছ মিল
১৮। কুঞ্জ ঘোষের রাইছ মিল
১৯। সুধা সাহার রাইছ মিল
২০। প্রসারেণ্ড রাইছ মিল
২১ ইটাল রাইছ মিল
২২। কৃষ্ণসাহের রাইছ মিল
২৩। গাঙ্গে সিয়াজা রাইছ মিল
২৪। নগেন দাস রাইছ মিল
২৫। অনাথনাথ বসুর রাইছ মিল
২৬। রামদেও রামেশ্বর রাইছ মিল
২৭। নিবারণ পাল রাইছ মিল
২৮। সুকমল মাড়োয়ারী রাইছ মিল
২৯। রাধাকৃষ্ণ মাড়োয়ারী রাইছ মিল
৩০। আধিনা হাজার রাইছ মিল
৩১। রাম ছুলা রাইছ মিল
৩২। পূর্ণ দত্তের রাইছ মিল
৩৩। ঘোষ এণ্ড কোং রাইছ মিল
৩৪। অতুল দত্তের রাইছ মিল
৩৫। উপেন্দ্রনাথ কর রাইছ মিল
৩৬। রাজা বসু এণ্ড কোং রাইছ মিল
৩৭। মহেন্দ্র গুইয়ের রাইছ মিল
৩৮। খাষ হোসেন রাইছ মিল
৩৯। আম্মেদ ইয়াসিনের রাইছ মিল
৪০। ভুতনাথ হোসেন রাইছ মিল
৪১। শিবদুর্গা রাইছ মিল
৪২। বসন্তকুমার রায়ের রাইছ মিল
৪৩। জগতলক্ষ্মী রাইছ মিল

সাহাপুর ২৪ পরগণা

বেহালা

১। যোগেন্দ্র রাইছ মিল
বেহালা
২৪ পরগণা
২। পোর্ট ক্যানিং রাইচ মিল
মাতলা ক্যানিং ২৪ পরগণা
৩। সি, এম, গ্রেগরী রাইছ মিল
৪। চণ্ডীতলা রাইছ মিল
৫। দুর্গা রাইছ মিল
৬। বুড়ো শিবতলা রাইছ মিল
৭। চারুচন্দ্র মল্লিক রাইছ মিল
নন্দদুলাল রাইছ মিল
৮। লক্ষ্মীনারায়ণ রাইছ মিল
৯। হরগৌরী রাইছ মিল
১০। বঙ্গলক্ষ্মী রাইছ মিল
১১। সা নগর রাইছ মিল
১২। মহম্মদ হোসেন রাইছ মিল
১৩। বিনয়কৃষ্ণ রায়ের রাইছ মিল
১৪। কৃষ্ণ রাইছ মিল
১৫। তাজপ্রসন্ন রাইছ মিল
১৬। ভারতলক্ষ্মী রাইছ মিল
১৭। শ্যামসুন্দর রাইছ মিল
১৮। অমরচন্দ্র সাধুখাঁ

টালিগঞ্জ ২৪ পরগণা

১। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাইছ মিল
২। হরিপদ সেন রাইছ মিল
৩। ডাঃ যদু সাহা রাইছ মিল
৪। বসন্ত ঘোষ রাইছ মিল
৫। ভজন বিশ্বাস রাইছ মিল
৬। মাগানিগ্রাম রাধা কিষণ মাড়োয়ারী রাইছ মিল
৭। চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স রাইছ মিল
৮। নিকুমণিশঙ্কর রাইছ মিল
৯। যামিনী শঙ্কর রাইছ মিল
১০। যোগেন্দ্র সাহা রাইছ মিল
১১। মহেন্দ্র বসু রাইছ মিল
১২। হরেন্দ্রবল্লভ রাইছ মিল
১৩। কনকপদ্ম রাইছ মিল
১৪। নন্দলাল চৌধুরী রাইছ মিল
১৫। দিগেন্দ্রচন্দ্র রাইছ মিল
১৬। দীননাথ পাল রাইছ মিল
১৭। বংশী ঘটক রাইছ মিল
১৮। চেসেন আলম রাইছ মিল
১৯। গৌরী ব্রাদার্স রাইছ মিল
২০। জীবন কুণ্ডু রাইছ মিল
২১। হীরালাল চক্রবর্ত্তী রাইছ মিল
২২। যশোদলাল চৌধুরী রাইছ মিল
২৩। উত্তম আলি মিঞা রাইছ মিল
২৪। আবদুল জাবর কলি রাইছ মিল

কয়েকটা ইন্‌সিওরেন্স কোম্প্যানীর কথা

(১)

ক্রীশ্চান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

আজ কাল ভারতবর্ষে অনেকগুলি বড় বড় ইন্‌সিওরেন্স বা বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের একটীও জন্মগ্রহণ করে নাই। এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বয়স আশী বৎসরের অধিক নহে।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন আমেরিকান মিশনারী, ভারতীয় খৃষ্টান পরিবারে বিধবা মাতৃ-পিতৃহীন বালক বালিকাদের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগের সুবিধার জন্য Widow's and Orphans Fund নাম দিয়া এলাহাবাদে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন। বলা বাহুল্য উক্ত প্রতিষ্ঠানটী কেবলমাত্র তাঁহাদিগের চার্চ্চের অন্তর্গত দেশী খৃষ্টানদিগের সাহায্যের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ইহার বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ ছিল না।

ইহাই ভারতে বীমা কোম্পানী স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা।

উক্ত আমেরিকান পাদ্রীগণ প্রেস্‌বিটেরিয়েন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। কাজেই বহুদিন পর্য্যন্ত Widow fundটি একমাত্র ঐ সম্প্রদায় বিশেষকেই সেবা করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে উহাকে নূতন ভাবে গড়া হইল। তখন হইতে খৃষ্টানদিগের সকল সম্প্রদায়ই ইহার সুবিধা ভোগ করিতে লাগিল এবং ইহার নাম হইল "Christian Mutual Providence fund"।

বর্ত্তমানে ইহার নাম হইয়াছে Christian Insurance Company Limited। ১৯২৪ সালে উহার ঐ নামকরণ করা হয়। এখন ইহার কেন্দ্রীয় আফিসটীকে এলাহাবাদ হইতে লাহোরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

এই কোম্পানীটীর বিশেষত্ব এই যে ইহার সমস্ত ডাইরেক্টারগণই বিনাপারিশ্রমিকে কোম্পানীর কার্য্যাবলী সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং সমস্তটাই mutual বা ঘরোয়া ব্যাপার; কেন না লিমিটেড কোম্পানী হইলেও ইহার একটীও সেয়ার সাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয় নাই।

কোম্পানীর সমস্ত কার্য্যাবলী মোটামুটি দুই-ভাগে বিভক্ত করা চলে।

প্রথমতঃ ইহা জীবনবীমা, একুইটী, এনডাউমেণ্ট প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে।

দরিদ্র ব্যক্তিদিগের জন্য একটী Four anna Endowment fund খোলা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তিও ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে। কেন না মানুষ যতই দরিদ্র হউক না কেন যদি সে জানিতে পারে যে কোম্পানীর নিকট সামান্য চারি আনা করিয়া জমা রাখিলেও পরে এককালীন কিছু অর্থ পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে সে সকল খরচ কমাইয়া দিয়া ঐ পয়সা জমাইতে চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত কোম্পানীটী ইন্‌সিওরেন্স ব্যতীত অন্য প্রকারের কাজও করিয়া থাকে। যেমা উহার তহবিল হইতে দরিদ্র ছাত্রদিগকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ তিন হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তি দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের জন্য একটা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডও খোলা হইয়াছে। শিক্ষকগণের কার্য্যকালে তাঁহাদিগকে নিয়মিত পরিমাণ টাকা কোম্পানীতে জমা রাখিতে হয়। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষও ঐ পরিমাণ টাকা জমা দেয়। ফলে শিক্ষকগণ যখন কার্য্যত্যাগ করেন তখন কোম্পানী হইতে তাঁহাদিগকে মোটা টাকা দেওয়া হইয়া থাকে।

এইরূপে এই কোম্পানিটী নানাভাবে ভারতীয় খৃষ্টান সমাজকে সেবা করিতেছে। ইহার মূলধন দ্রুত গতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে উহার পরিমাণ সাড়ে পাঁচলক্ষ টাকারও অধিক হইবে। ইহার জীবনবীমা বিভাগে বর্ত্তমানে তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা জমা হইয়াছে। উহার প্রিমিয়াম্ রেভিনিউ ৬৩ হাজার টাকা কিন্তু ঐ বিভাগের ব্যয় সর্ব্বসমেত ১৯ হাজার টাকার অধিক নহে।

বীমাকোম্পানীর আইন অনুযায়ী এই কোম্পানীকে গভর্মেণ্টের নিকট দুই লক্ষ টাকা সিকিউরিটি রাখিতে হইয়াছে। কোম্পানীর বাকী টাকার অধিকাংশই ভাল ভাল বিষয় মর্টগেজ রাখিয়া বা অন্যান্য ভাবে সুদে খাটান হইতেছে। ইহার একটী রিসার্ভ ফণ্ড গঠিত হইয়াছে। উহার মূল্য ৪৩০০০ টাকা।

এইরূপে সকলদিক বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় কোম্পানীটীর বর্ত্তমান অবস্থা খুবই সন্তোষ জনক। বিশেষতঃ এখন

ভারতের প্রায় প্রত্যেক বড় সহরেই উহার শাখা অফিস খোলা হইয়াছে। কাজেই আশা করা যায় ইহার কাজকর্ম্ম দিন দিন বাড়িয়া যাইবে এবং দেশীয় খৃষ্টানগণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ইহার সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিবে।

(২)

মাঙ্গালোরের রোমান্ ক্যাথলিক প্রভিডেণ্ট ফণ্ড।

নাম শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উক্ত প্রভিডেণ্ট ফণ্ডটী দেশীয় খৃষ্টান দিগের জন্যই স্থাপিত। উহা প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এপর্য্যন্ত বহু সংখ্যক দরিদ্র পরিবারকে সর্ব্বসমেত নয় লক্ষ টাকার ও অধিক সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বিষম দারিদ্র্যের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে উক্ত কোম্পানীটী ঐ টাকার অর্দ্ধেক ও প্রিমিয়াম হিসাবে পায় নাই।

কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের মূল্য তিন লক্ষ নব্বই হাজার টাকা। প্রিমিয়ামের আয় বার্ষিক ৪২০০০ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এবং যে টাকা বিভিন্ন ভাবে খাটান হইতেছে তাহার সুদ ২৪০০০ চব্বিশ হাজার টাকা।

এই কোম্পানীটীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার পরিচালনের ব্যয় অসম্ভব রূপে অল্প। ১৯২৬ সালের হিসাব নিকাশ হইতে জানা যায় যে ঐ বৎসর ঐ বাবদ সর্ব্বসমেত ৪০০০৲ চার হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল, এমন কি ক্যানভাসার ও এজেন্টের কমিশন ও ঐ টাকার অন্তর্গত।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ১৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক সকল খৃষ্টান পুরুষ বা রমণীই এই কোম্পানীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন। কয়েকটী সর্ত্ত মানিয়া লইলে খৃষ্টান দিগের অন্যান্য সম্প্রদায়কে ও এই কোম্পানীতে জীবন বীমা করিবার সুযোগ প্রদান করা হয়।

অন্য সাধারণ বীমা কোম্পানী হইতে মাঙ্গালোরের এই রোমান্ ক্যাথলিক্ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। এইখানে শুধু জীবন বীমাই করা হইয়া থাকে। এবং সে বীমার টাকা ও খুব অল্প। যেমন ১৮ বৎসর বয়সে বীমা করিলে বীমাকারীর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী ৩০৮৲ টাকা পাইবে; এবং যদি ৪০ বৎসর বয়সে বীমা করা যায় তাহা হইলে কোম্পানী তাঁহার পরিবারবর্গকে ১৫১৲ টাকা দিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ইহার প্রিমিয়ামও খুব অল্প। মাসিক আট আনা মাত্র। যদি বীমাকারী এক বৎসর মাত্র প্রিমিয়াম্ দিয়াই মরিয়া যায় তাহা হইলে বীমার পূর্ণ মূল্যের অর্দ্ধেক তাহাকে দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রথম কয়েক বৎসর এই ভাবেই কোম্পানীর কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল কিন্তু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে ঐ ভাবে বেশী দিন কাজ চালান অসম্ভব, কেননা তখনই অনেকটা লোকসান হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এইজন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নূতন কর্ম্ম পদ্ধতির একটী খসড়া প্রস্তুত করেন এবং গভর্ণমেণ্ট ও ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী

কাজ চালাইবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই নূতন পদ্ধতিই বহাল রহিয়াছে। এইভাবে কাজ করিয়া যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৩ সালে হিসাব নিকাশ পরিষ্কার হইলে দেখা যায় যে ব্যয় অপেক্ষা আয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং ফলে বীমা কারীগণকে কোম্পানী বৎসরে শতকরা ১০ টাকা কমিশন দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিদেশী বীমা কোম্পানী

গত ২রা ডিসেম্বর 'ফরওয়ার্ড' কাগজে বুরোক্রেসি এণ্ড ইনসিওরেন্স (Bureaucracy and Insurance) শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এত আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম যে, কাগজখানির শিরোনামটি দুই তিনবার পড়িয়াও অনেকবার চোখ রগড়াইয়া জানিতে হইয়াছিল যে, ইহা সত্যই "ফরওয়ার্ড" কাগজ—'ষ্টেটস্ম্যান' কাগজ নহে; কেননা, 'ফরওয়াড' কাগজের যাহা আদর্শ, এই প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার ধারণা, 'ফরওয়ার্ডের' চালক, পালক এবং পৃষ্ঠপোষক সকলেরই আমার মত ধ্রুব বিশ্বাস যে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে ইনসিওরেন্স কোম্পানী বা ব্যাঙ্ক চালাইবার মত কাজ করা ত সামান্য কথা, তাহারা সুযোগ পাইলে অনায়াসেই একটা রাজত্ব চালাইতে পারে। দু'একজন চোর জুয়াচোর এবং দেশের শিল্পবানিজ্য ধ্বংসকারী দেশদ্রোহী যে আমাদের দেশে নাই তাহা নয়, তবে তাহাদের সংখ্যা বিলাতী বা কানাডার চোর জুয়াচোরদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে ইহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ করা হইয়াছে।

সংবাদ পাইলাম, 'ফরওয়ার্ডের' একজন রাত্রি-কালীন এডিটর, যিনি পুলিশের সাবইনস্পেক্টরী কাজ পাইতে অকৃতকার্য্য হইয়াও মনে মনে হয়ত সে আশা এখনও ত্যাগ করেন নাই এবং যিনি কানাডার একটা জীবনবীমা কোম্পানীর একজন এদেশীয় ধুরন্ধরের বিশেষ কৃপাপাত্র, তিনি এবং এক পদবধারী, রাত্রের অন্ধকারে অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীর অবর্ত্তমানে উক্ত প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন এবং এদেশের গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিবার অজুহাতে কানাডা ও বৃটিশ-প্রীতি প্রচার করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি নাকি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খুবই ধমকও খাইয়াছেন। কিন্তু 'ফরওয়ার্ড' যখন এমন লোককে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করা দরকার মনে করেন নাই, কিম্বা এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া ইহার দ্বারা দেশের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহার প্রতিকার করিতে প্রয়াসী হন নাই, তখন এই শুনাকথা সত্য

কিনা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যেরূপেই হউক, সমস্ত দায়িত্বই 'ফরওয়ার্ডের এডিটরের এবং এ চালে 'ফরওয়ার্ডে'র এডিটর মহাশয় চলিলে 'ফরওয়ার্ড' আর কতদিন দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহা 'ফরওয়ার্ডে'র' কর্তৃপক্ষগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ?

উক্ত প্রবন্ধ-লেখককে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তিনি কি করিয়া জানিলেন যে,কানাডার গভর্ণমেণ্ট সে দেশের ইনসিওরেন্স কোম্পানীর হিসাবপত্র পুঙ্খ মুপুঙ্খরূপে দেখেন (Exercise rigid supervision) এবং এদেশের গভর্ণমেণ্ট অ্যাক-চুয়ারী শুধু উপরি উপরি দেখে ? (Simply collect information)। তিনি নিশ্চয়ই কানাডায় যান নাই। গেলেও লাথি-গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন,—ভিতরে খবর জানি-বার নিশ্চয়ই মুবিধা পান নাই ; কেননা সেখানে ভারতবাসীকে সে দেশের লোক কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও ঘৃণা করে। এই প্রবন্ধ লেখক পদ্মনাভ চারি বৎসরকাল সে দেশের আবহাওয়ায় বাস করিয়া তাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছে এবং লেখক যদি এখন সেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার চামড়া বদলাইয়া শাদা করিয়া লইতে হইবে —কেননা, পূর্ব্বদেশীয়কে যে আর সে দেশে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না, এই প্রকার আইন পাশ হওয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে। তাই ধরিয়া লইতে হইতেছে যে, সে দেশের লোকের বা গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে'র উপর নির্ভর করিয়াই 'ফরওয়ার্ডে'র' লেখক এ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধটি দুইএকবার পড়িলেই বুঝা যায় যে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি করাটা একটা রঙ্ ফলান মাত্র,তাঁহার আসল উদ্দেশ্য কানাডার ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি ভাল, আর এদেশীয় গুলি খারাপ এই ধারণা এদেশীয় লোকের মনে জন্মাইয়া দেওয়া।

লেখক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, এদেশের গভর্ণমেণ্টের ব্লু-বুকটা শুধু বাজে কথায় পূর্ণ, অথচ সেই বই হইতেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, ১৯১২ সনে নূতন ইন্‌সিওরেন্স আইন প্রচারিত হইবার পর এদেশের ২৯টা কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে এবং ৫৭টা কাজ করিতেছে। কিন্তু তিনি সেই বহির আরও দুই চারিখানা পাতা উল্টাইয়া দেখা দরকার মনে করেন নাই যে, উক্ত ২৯টা কোম্পানীর মধ্যে কয়টা ১৯১২ সনের পর স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ফেল পড়িবার প্রকৃত কারণটা কি ? তাহা করিলে যে দেশী কোম্পানীগুলির উপর লোকের শ্রদ্ধা শতগুণ বাড়িয়া যাইবে এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই কারণেই সে সম্বন্ধে মনে হয় কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই ; কিন্তু দেশের লোকের উপর দরদ দেখাইবার অজুহাতে বলা হইয়াছে যে, দেশের ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী ফেল পড়িলে দেশের লোকের ক্ষতি,কিন্তু বিদেশীদের ক্ষতি নাই, কেননা তাহারা এদেশীয় কোম্পানীতে ইনসিওরেন্স করে না, তাহাদের নিজের দেশের কোম্পানী-গুলিতে করে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এই ভাবই প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বিদেশী কোম্পানীগুলিই ভাল। এখানে লেখক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাঁহার জানা আছে কি যে, কানাডাতে ও বিলাতে কতগুলি কোম্পানী প্রতি বৎসর ফেল পড়িতেছে ? তাহা যদি তাঁহার জানা না থাকিয়া থাকে, তবে তিনি তাহার সংবাদ লইয়া এবং এদেশী কোম্পানীগুলি যে বিদেশী কোম্পানীগুলি অপেক্ষা এদেশীয় লোকের পক্ষে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, এই সত্য প্রচার করিয়া, নিজের

এই কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কি ? 'ফরওয়ার্ডের, আবহাওয়ায় থাকিয়া তাঁহার এতটুকুও মনুষ্যত্ব উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহা আশা করিতে পারি কি ?

লেখক ইহা প্রকাশ করিতে অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এদেশে কড়া আইন না থাকিলে এ দেশীয় লোকগুলি নিশ্চয়ই চুরি ও জুয়াচুরি করিবে, তাই দেশী ইনসিওরেন্স কোম্পানী-গুলির উপর আরও কড়া আইন পাশ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন ও নিবেদন জানাইয়াছেন। কানাডা এবং বিলাতের ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি—যাহারা এদেশে কাজ করিতেছে, তাহাদের উপর এদেশের ইনসিওরেন্স আইনের কোনই প্রভাব নাই। অবশ্যই উক্ত প্রবন্ধ লেখকের মতে বোধ হয় তাহার দরকারও নাই—কেননা, সে সব দেশের লোক কায়মনোবাক্যে মেরিপুত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পথ চলে চমৎকার !!

উপসংহারে লেখক ভায়াকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, উক্ত প্রবন্ধের মূল্য কত দরে না ইঞ্চি দরে পাইয়াছ ? যে দরেই হউক, একটা যে বেশ মোটা রকমের দাঁও মারা হইয়াছে, একথা যে অবিশ্বাস করিবে, সে এখনও মাতৃগর্ভে আছে। সাবাস্ ভায়া ! তোমার মত আরও দুই একজন দেশভক্ত 'ফরওয়ার্ড' আফিসে জুটিলে শীঘ্রই আফিসটাকে শুদ্ধ খাস চৌরঙ্গীতে লইয়া যাইতে পারিবে।*

শ্রীপদ্মনাভ।

---

* ইউরোপীয় বীমা কোম্পানীসমূহ বিদেশী মোহের মায়াজাল বিস্তার করতঃ আমাদিগের দেশ হইতে যে কত কোটী টাকা দোহন করিয়া লইয়া যাইতেছে আমরা ক্রমে তাহার পরিচয় দিতেছি।

সম্পাদক
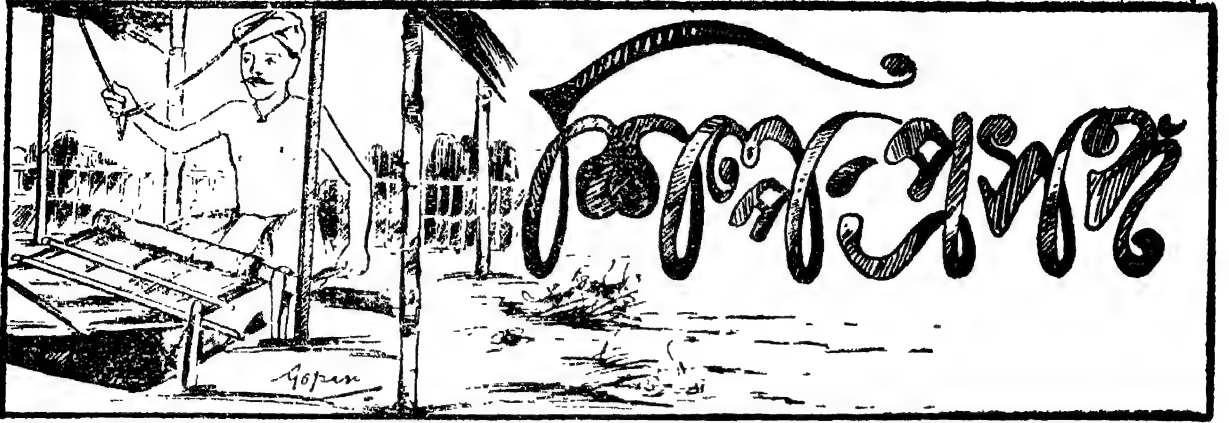
জুতার যত্ন।

আজকাল জুতা না হইলে একদণ্ড চলে না। ভাত না খাইয়া বরং একবেলা চলে, কিন্তু জুতা না হইলে এক মুহূর্ত্তও এক পা চলা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে অবশ্য জুতার প্রচলন এত অধিক ছিল না। তখন ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র খড়ম ও চটিই ব্যবহার করিতেন এবং মধ্যবিত্ত বা গরীব শ্রেণীর লোক খালি পায়েই চলাফেরা করিত খালিপায়ে বিশপঁচিশ ক্রোশ হাঁটিতেও তখন তাহারা কষ্টবোধ করিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে সে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ঘাটে, মাটে, বাটে, ট্রেণে, গাড়ীতে ষ্টীমারে যেখানেই চলিতে হউক না কেন জুতা না হইলে যাওয়া যায় না। সেটা ভদ্রতা বিরুদ্ধ ও অনেক ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক। সুতরাং সর্ব্বলোকের চাহিদা অনুসারে জুতার কাটতি যে কি অদ্ভুতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা যাঁহারামাত্র কলিকাতা সহরের বেণ্টীঙ্ক ষ্ট্রীট, কলেজষ্ট্রীট, মারকেট ও অন্যান্য জুতার দোকানের সংখ্যাধিক্য দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। জুতার কারবার একটা লাভজনক ব্যবসায়। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমরা সে দিক দিয়া আলোচনা করিব না। জুতা সকলেই ব্যবহার করেন কিন্তু সকলে জুতার ব্যবহার জানেন না, সে জন্য দেখা যায় কাহারও কাহারও একজোড়া জুতাতে ছয়মাস কাটিল আবার কাহারও বা এক মাসের মধ্যেই জুতাজোড়া ছিঁড়িয়া গেল। সুতরাং আমরা এইখানে দেখাইব কিরূপ যত্ন লইলে এবং কিভাবে ব্যবহার করিলে জুতা শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং জুতা পায়ে দিলে আরাম পাওয়া যায়। অনেকে ইহাও দেখিয়াছেন যে বাজারে আজকাল বিবিধ প্রকার জুতার প্রচলন হইতেছে। অনেকে আবার সখের জন্য অধিক মূল্য দিয়া সৌখিন জুতা ব্যবহার করে এরূপ জুতা পায়ে দিয়া গাড়ীতে বসিয়া চলাফেরা করা যায় কিন্তু পথে হাঁটিলে বোধ হয় এ জুতায় দশদিনও চলে না। তবে সুখের বিষয় এরূপ সৌখিন জুতা যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদের অধিকাংশই বড়লোক সুতরাং তাঁরা মাসে দুচার জোড়া জুতা অনায়াসে কিনিতে পারেন। এবং তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবারও নাই। কিন্তু সাধারণতঃ যাঁহারা অষ্টপ্রহর জুতা পায়ে দিয়া চলাফেরা করেন তাঁদের পক্ষে জুতার যত্ন লওয়া বিশেষ দরকার। সুতরাং কি প্রকার যত্ন লইলে জুতা শীঘ্র খারাপ হয় না

এবং জুতা পায়ে দিয়া চলিতে আরামবোধ হয় সে বিষয় আমরা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

শক্ত চামড়া

সকলেই জানেন যে শক্ত চামড়ার জুতা পায়ে দিয়া চলা কি কষ্টকর। একটু খানি চলিলেই ফোস্কা পড়ে এবং চামড়ার ঘর্ষণে ছাল উঠিয়া পা জ্বালা করে; আর এ জুতা পায়ে দিয়া বেশীদূর চলাও যায় না। সুতরাং জুতা ক্রয় করিবার সময় নরম চামড়া দেখিয়া লওয়া উচিত; কিন্তু যদি পয়সার অভাবে শক্ত চামড়ার জুতা কিনিতে হয় অথবা নরম চামড়ার জুতা শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন করিয়াই হউক জুতার চামড়া নরম ও মোলায়েম রাখা দরকার।

আর একটা কথা। চামড়া শক্ত হইলে যে কেবল মাত্র চলিলেই কষ্ট হয় তাহা নহে, জুতার চামড়া শীঘ্র ক্ষয় হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, তলা ছেঁদা হইয়া যায় এবং চামড়া এমন ফাটিয়া চটিয়া যায় যে জুতা একেবারে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে।

চামড়ার জন্য রেড়ীর তৈল।

জুতার চামড়ায় রেড়ীর তৈল লাগাইলে যেমন সুন্দরফল পাওয়া যায় এমনটী আর কিছুতেই হয় না। রেড়ীর তৈল লাগাইলে চামড়া নরম ও মোলায়েম হয়, অথচ চামড়ায় জল বসিতে পারে না। তারপর রেড়ীর তৈল লাগাইলে জুতার পালিশ মাটি হইয়া যায়না বা পরে কালি লাগাইলে কালি নষ্ট হইয়া যায় না তৈল লাগাইবার পূর্ব্বে জুতার চারিদিকে যে সমস্ত ধুলা মাটি লাগিয়া ময়লা জমিয়া আছে সে সমস্ত ছুরি দিয়া চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং একটুকরা ভিজা নেকড়া দিয়া জুতা মুছিয়া পরিষ্কার করিবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিবে যেন জুতার গায়ে জল না বসে, তারপর জুতার উপরে ভিজা নেকড়া দিয়া পুঁছিয়া ফেলার দরুণ যে জলের পোঁচ সামান্য লাগিয়াছে তাহা শুকাইয়া যাইতে না যাইতে তৈল মাখাইবে। কিন্তু একবার মাত্র তৈল লাগাইলে চলিবে না। তৈল জুতার গায়ে বসিয়া যাইলেই পুনরায় তৈল লাগাইবে এবং এইরূপ তিনবার তৈল লাগাইবে।

জুতা জলে ভিজিয়া গেলে যদি সঙ্গে সঙ্গে রেড়ীর তৈল লাগান হয় তাহা হইলে জুতা কখনই শক্ত বা কড়া হইবে না।

ওয়াটার প্রুফ সোল
বা জুতার তলা
(Water Proof Soles)

কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে সোলে জল বসিতে পারে না এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে যখন জুতার তলা বৃষ্টি বা কাদায় চলার দরুণ ভিজিয়া যায় তখন যদি সেই অবস্থায় জুতার তলায় গরম আলকাতরা লাগাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাতে আর জল বসিয়া জুতা নষ্ট হইতে পারে না। তিনি বলেন যে চামড়ায় যেরূপ সহ্য হইতে পারে অর্থাৎ যাহাতে চামড়া নষ্ট না হয় সেই অনুপাতে আলকাতরা গরম করিয়া জুতার তলায় লাগাইবে এবং অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া লইবে। আর যদি দরকার হয় তাহা হইলে শীতকাল বা বর্ষার সময় জুতার তলায় এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী দুই তিন বার আলকাত্‌রা লাগান যাইতে পারে। ইহাতে ফল এই হয় যে জুতার তলা বেশ মজবুত ও শক্ত হয়, জুতা অনেক দিন আরাম সহকারে পায়ে দেওয়া চলে এবং জুতার তলা ফাটিয়া যাইতে পারে না বা জল

জুতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সকলেই এই প্রণালী অনুযায়ী একবার পরখ্ করিয়া দেখিতে পারেন; কিন্তু অল্প মূল্যের জুতাতেই প্রথমতঃ এই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিৎ।

(Kid Boot বা ছাগলের চামড়ার জুতা নরম করিবার উপায়)

দুই ছটাক আন্দাজ চর্ব্বি গলাইয়া ইহার সহিত ঐ পরিমাণ অলিভ তৈল (olive oil) মিশাইবে এবং বেশ করিয়া ঘাঁটিয়া দুই দ্রব্যকে এক করিয়া ফেলিবে এবং কিছুক্ষণ আর তাহাতে হাত দিবে না। তাহারপর মধ্যে মধ্যে একখণ্ড ফ্লানেল দিয়া এই দ্রব্য জুতায় মাখাইবে। কিন্তু জুতার উপর যদি ময়লা জমিয়া থাকে তবে তাহা প্রথমতঃ গরম জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া তাহারপর উহা লাগাইবে, অন্যথা কোন ফল হইবে না।

শব্দবিশিষ্ট জুতা

অনেক সময় দেখা যায় জুতা পায়ে দিলেই মস্ মস্ ও ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দ বড়ই বিরক্তিকর; বিশেষতঃ রোগীর শয়ন গৃহে ও সভাসমিতি কিম্বা আদালতে এইরূপ মস্ মসে শব্দ বিশিষ্ট জুতা পায়ে দিয়া চলা বড়ই বিরক্তিকর ও আপত্তিজনক। সুতরাং জুতার পক্ষে শব্দ হওয়া একরূপ ব্যাধি বলিতে হইবে, সুতরাং এই রোগের হাত হইতে জুতাকে রক্ষা করিতে হইলে তলার অগ্রভাগ হইতে গোড়ালী পর্য্যন্ত মধ্য দিয়া সোজা এক লাইন পিন মারিয়া নিতে হইবে। এরূপ করিলে অবশ্য জুতা খুব শক্ত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই কিন্তু আর কোন শব্দ হইয়া বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারিবে না। অনেকে বলেন জুতার সোলে কেরোসিন তৈল মাখাইয়া দিলে আর শব্দ হয় না। এ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিৎ।

জুতার গোড়ালী একদিকে বাঁকিয়া বা ক্ষয় হইয়া যাওয়া—

জুতার গোড়ালীর একদিকে বাঁকিয়া গেলে চলিতে বিশেষ কষ্ট হয়। এইরূপ ক্ষয় হইয়া বা বাঁকিয়া যাওয়ার কারণ হইতেছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জুতার মধ্যে পা দিয়া গোড়ালীর উপর ভর দিয়া চলিতে দেওয়া। যে দিকের গোড়ালী বাঁকিয়া যায় যদি তাহার বিপরীত দিকে ভর দিয়া চলা হয় তাহা হইলে বোধ হয় ইহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। গোড়ালী যাহাতে না বাঁকিয়া যায় সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইলে যে দিকে সাধারণতঃ গোড়ালী ক্ষয় হইয়া যায় সেই দিকে চামড়া দিয়া হিলটা একটু উচু করিয়া তৈয়ারী করা ভাল।

রবারের জুতা সারান

এক খণ্ড আসল খাঁটি রবার সংগ্রহ করিবে। পুরাণ রবারে হইবেনা। তারপর সেই আসল রবারটীকে খুব ছোট ছোট টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে এবং ঐ ক্ষুদ্র রবার টুকরা গুলীকে একটী বোতলে পুরিয়া তাহার মধ্যে তার্পিন তৈল বা পরিষ্কৃত আলকাতরা (refined coal tar naphtha) দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে এবং মাঝে মাঝে বোতল কে খুব করিয়া ঝাঁকাইয়া দিবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে রবার শীঘ্রই গলিয়া যাইবে। তারপর যে স্থানে রবার লাগাইতে হইবে সেই স্থানটী পরিষ্কার করিয়া উটের লোমের ব্রাস দ্বারা ঐ তরল রবার লাগাইয়া দিবে। ব্রাস দ্বারা এই তরল রবার লাগাইলেই কিছুক্ষণ পরে উহা শুকাইয়া যাইবে এবং তখন আর এক পোঁচ্ লাগাইবে; এইভাবে যতক্ষন না

জুতার তলায় বেশ একপ্রস্থ রবার পুরু হইয়া লাগিয়া জমাট বাঁধিয়া যায় ততক্ষণ ঐ তরল রবার ব্রাস দ্বারা লাগাইবে। এই ভাবে রবারের জুতায় রবার লাগাইতে হয়।

আর একটী উপায়

রবার লাগাইবার আর একটী উপায় আছে। আধা তরল অবস্থা বিশিষ্ট রবারের একটিক্ষুদ্র টিউব কিনিবে। ইহার দাম বেশী নয় এবং ইহা প্রায় সমস্ত সাইকেলের দোকানেই পাওয়া যায়। জুতাটীকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে এবং তারপর রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর জুতার তলায় চারিপার্শ্বে অতি সামান্য ছুরিদিয়া চাঁচিয়া ঐ অর্দ্ধ গলিত রবার টিন হইতে চামচ করিয়া লইয়া জুতার উপর ঢালিয়া ছড়াইয়া দিবে; কিন্তু এরূপ পরিমাণে দিবে যেন রবার উপছাইয়া গড়াইয়া না যায়। তারপর একটী পরিষ্কৃত রবারের প্যাচ (Patch) লাগাইয়া দিতে হইবে। যখন জুতার রবার প্রায় শুকাইয়া আসিবে তখন ঐ প্যাচ লাগাইয়া দিতে হইবে এবং খুব দৃঢ় ভাবে কয়েক মিনিট ধরিয়া থাকিতে হইবে।

জুতা গরম করা

বর্ষা বা শীতকালে প্রায় সকলেই জুতা অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া শুকাইয়া লয়, কিন্তু জুতায় যদি অতিরিক্ত উত্তাপ লাগান হয় তাহা হইলে চামড়া খারাপ হইয়া যায়, চামড়া ফাটিয়া ছেঁদা হইয়া যায় এবং জুতা বেশী দিন টিকে না এই জন্য আগুনের উপর জুতা সেঁকিতে নাই।

স্ত্রীলোকের জুতার বার্ণিস

একটী পাত্রে দেড় সের আন্দাজ বৃষ্টির জল চাপাইয়া অগ্নির উপর স্থাপন করিবে; এবং জলটী একটু ফুটিয়া উঠিলে চারি আউন্স পরিমিত মোম (pulverized wax) বা চূর্ণীকৃত মোম এক আউন্স পরিষ্কার শিরিশ কুচি, দুই আউন্স গঁদ; সাদা সাবানের কুচি দুই আউন্স এবং দুই আউন্স চিনি তাহাতে দিবে। একটার পর একটী করিয়া পাত্রে দিবে এবং প্রতি বারেই পাত্রটী নাড়িয়া দিবে। প্রত্যেকটী দ্রব্য পাত্রে দেওয়ার সময় পাত্রটীকে অগ্নির উপর হইতে নামাইয়া লইলেই ভাল হয়। কারণ তাহাতে পাত্রস্থিত দ্রব্য ফুটিয়া উথলাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে না। যাহা হউক সব দ্রব্যগুলি পাত্রে চাপান হইলে, পাত্রটীকে অগ্নির উপর হইতে নামাইয়া লইবে এবং ঠাণ্ডা হইলে উহাতে তিন আউন্স আলকহল (alcohal) মিশাইয়া দিয়া খুব করিয়া নাড়িয়া দিবে। বার্ণিশ চামড়ার উপর ব্রুশ দ্বারা লাগাইতে হয়। ইহা জুতার পক্ষে বিশেষ উপকারী, কারণ এই বার্ণিশে বেশ পালিস হয় এবং কাপড় ময়লা হয় না।

জুতার কালি

দেড় সের হইতে দুই সের ভুসা কালি ও একপোয়া হাড়ের কয়লা একত্রে মিশাইবে এবং ইহাতে আড়াই সের গ্লিসারিণ ও চিনিগুড় দিবে।

ইত্যবসরে একটী তামার বা লোহার পাত্রে আড়াই আউন্স গাটা পারচা (Gutta Percha) চাপাইয়া ইহার সহিত দশ আউন্স অলিভ তৈল (Olive oil) মিশাইয়া দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে এবং অবশেষে এক আউন্স ষ্টারিন (Stearine) দিবে। তাহার পর এই দ্রব্যটী গরম থাকিতে থাকিতে পূর্ব্বোক্ত ভুষা কালির সহিত মিশাইয়া দিবে। এই ভাবে যে কালি তৈয়ারী হইবে তাহা খুব উজ্জ্বল ও ঘন কালি হইবে। ইহা জুতায় লাগাইলে চামড়া বেশ নরম এবং অনেক দিন মজবুত থাকে। ব্যবহার করিবার

সময় কালীতে জল মিশাইয়া ইচ্ছামত পাতলা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জুতার কালির বল বা গোলক

মাটন (mutton suet) চারি আউন্স, মোম এক আউন্স, এবং এক ড্রাম চিনি ও গঁদ লইয়া একটী পাত্রে চাপাইয়া অগ্নির উপর বসাইবে, এবং ধীরে ধীরে জাল দিয়া ঐগুলিকে গলাইয়া ফেলিবে। ইহা যাহাতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয় সেজন্য ইহার সহিত প্রায় এক চামচ আন্দাজ তার্পিন তৈল ও এক চামচ প্রদীপের ভূষা কালি মিশাইয়া দিবে। ইহা গরম অবস্থায় যখন তরল হইয়া যাইবে, তখন টিনের ছাঁচে ফেলিয়া বলের ন্যায় করিয়া লইবে। অথবা যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হইয়া আসে ততক্ষণ নাড়িবে চাড়িবে না ; ঠাণ্ডা হইলে ইচ্ছামত হাতের দ্বারা তাল পাকাইয়া যে কোন আকারে তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

তরল বা পাতলা জুতার কালি

সারণতঃ যে কালিতে এসিড আছে তাহা জুতায় ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু নিম্নে এক প্রকার কালির কথা বলা হইল যাহাতে এ নিয়ম খাটে না, কারণ ইহা চিনি ও তৈলের সহিত ব্যবহৃত হয়। সেই কালিটী তৈয়ারী করিবার নিয়ম এই :—তিন আউন্স আইভরি ব্ল্যাক্ (Ivory Black), দুই আউন্স অপরিষ্কৃত চিনি ; এক আউন্স সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid) ; এক আউন্স মিউরিয়েটিক্ এসিড (Muriatic acid) ; এক চামচ জল এক চামচ সাইট্রিক্ এসিড (citric acid) এবং এক আউন্স ভিনিগার (vinegar) লইবে। প্রথমতঃ আইভরি ব্ল্যাক ও তৈলটী একত্রে মিশাইবে, তারপর লিমন ও চিনির সহিত সামান্য পরিমাণে ভিনিগার দিয়া মিশাইবে এবং শেষে সালফিউরিক ও মিউরিয়েটিক এসিড মিশাইয়া এবং সবগুলিকে একত্রে একসঙ্গে মিশাইয়া নিবে।

জুতারজন্য সস্তায় আইভরি কালী প্রস্তুত।

জুতায় ব্যবহার করিবার জন্য সস্তায় আইভরি ব্ল্যাক (Ivory-black) প্রস্তুত করিবার নিয়ম এইরূপ :—

দুই আউন্স আইভরি ব্ল্যাক্, দেড় আউন্স বাদামী চিনি এবং অর্দ্ধ আউন্স জলপাইএর তৈল লইয়া এগুলিকে একত্রে মিশাইবে এবং আস্তে আস্তে আধপাইট বিয়ার (small beer) মিশাইবে।

অন্য একটি নিয়ম

দুই ছটাক আইভরি ব্ল্যাক দুই ছটাক চিনি ; বড় একচামচ আন্দাজ ময়দা ; আখরোটের ন্যায় একটুকরা চর্ব্বি এবং ছোট একটুকরা গঁদ লইয়া ময়দার বেটে তৈয়ারী করিবে এবং গরম থাকিতে থাকিতে চর্ব্বির মধ্যে স্থাপন করিবে তারপর চিনি দিবে এবং অবশেষে সকলগুলীকে এক কোয়াটার জলে দিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া দিবে।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

১৯২৭ সালের আগষ্ট মাসে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল।

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	যে দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে	জরিমানার পরিমাণ
ফকির সা, ৮১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট (হাতিবাগান মার্কেট)	ঘৃত	১০০৲
খগেন্দ্রনাথ সিকদার ও রাধাগোবিন্দ কুণ্ড, ১৫৯ রাজা দীগেন্দ্র ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	২০৲
অঘোরচন্দ্র পট্টনায়েক, ১৬ ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট	ঐ	২০৲
কৃষ্ণপদ ঘোষ ও গোষ্ঠবিহারী ঘোষ ১৫।৩ বৈষ্ণব চরণ শেঠ ষ্ট্রীট	চা (গুড়া)	৯৲
বিজনবিহারী সাহা ও রামনাথ পোদ্দার ৭।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	১৲
কৃষ্ণ তেওয়ারী ১১৪, গ্রে ষ্ট্রীট,	মিঠাই	৫০৲
গোকুলচন্দ্র ভাণ্ডারী	বার্লী	৫৲
নীলমণি দে ২৫ শশিভূষণ সুর লেন	সরিষার তৈল	২০৲
ভগবান দাস ৫ চীৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ রোড	ঘৃত	১০০৲
মিঠু সা ৩০০ অপার চীৎপুর রোড	ঘৃত	৫০৲
কালী গোয়ালী ৩৫৬ অপার চীৎপুর রোড (নূতনবাজার)	দুগ্ধ	১৭৲
পুলিনবিহারী ঘোষ ২২৮।২ অপার সার্কুলার রোড	দুগ্ধ	১৫৲
বাণীমাধব ঘোষ ৩৪ অপার সার্কুলার রোড	সরিষার তৈল	১৫৲
কালীচরণ সেন ২৭ মৃজাপুর ষ্ট্রীট	ঐ	১০০৲
নিরঞ্জন ঘোষ ১৫।১৬ বৈঠকখানা রোড	দুগ্ধ	৩০৲
পঞ্চানন ঘোষ, ১৫।১৬ ঐ	ঐ	২৫৲
কাঙ্গালীচরণ ঘোষ ঐ	ঐ	২৫৲
সুবোধ ঘোষ ১২৭।১৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট	ঐ	৩০৲
নন্দি ভাটিয়া গং ৫৩, এজরা ষ্ট্রীট	ঘৃত	২৫০৲
সাধুরাম ১ পাথুরিয়াঘাট লেন	ঐ	১০০৲
কফিলুদ্দীন খাঁ ২৪ বুধু ওস্তাগর লেন	বার্লী	৮৲
পরমেশ্বর সা	সাগু	৪৲
মেসার্স কালুরাম প্রতাপ সা ১১৩ গ্রে ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	৫০৲
শিবপ্রসাদ সা ১৫৫ অপার চীৎপুর রোড (শোভাবাজার মার্কেট)	ঘৃত	৫০৲

বাংলার পাট ও পাটের ব্যবসায়

দ্বিতীয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গত কার্ত্তিক মাসের সংখ্যায় পাট যে বাংলার একচেটে সম্পত্তি একথা আমরা বলিয়াছি। মাদ্রাজ অঞ্চলে একপ্রকার পাট জাতীয় গাছ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহাকে পাটের প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যাইতে পারে না। ইয়োরামেরিকায় বহুদিন হইতেই পাটের Substitute বা নকল পাট আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। কেননা বর্ত্তমান জগতে পাটের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক যে ইহাকে বাদ দিলে দুনিয়ার ব্যবসায় ও বাণিজ্য অনেকাংশে পঙ্গু হইয়া পড়ে। দিবারাত্রই দেশ-দেশান্তরে মাল প্রেরিত হইতেছে সেই সব মাল পাঠাইতে হইলে চট ও থলের প্রয়োজন। পাট হইতেই এই চট ও থলে উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য উপায়ে পাট ব্যবহৃত হইয়া থাকে সে কথা পরে বলিব।

পৃথিবীর সকল দেশই পাট বা পাট জাতীয় গাছ উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে বটে কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই এবিষয়ে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। জারমানির আবিষ্কৃত Tirolia plant অনেকটা পাটের মত হইলেও, উহা পাটের সমকক্ষ নহে।

বাংলাদেশের যে অংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যস্থানে অবস্থিত সাধারণতঃ সেই স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধরণের পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে অন্যান্য স্থানেও ইহা উৎপন্ন হয় তবে তাহা তত ভাল নহে।

পৃথিবীর অন্য সকল দেশের জল বায়ুই যে পাট চাষের একান্ত পরিপন্থী তাহা নহে; চেষ্টা করিলে অন্যত্রও কিছু কিছু পাট উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু পাটচাষ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং অন্যান্য দেশের পক্ষে ইহা ব্যয়সাধ্যও বটে। বাংলার কৃষক দশ বার আনা মজুরী লইয়া সারাদিন মাঠে মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রম করিবে রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া পাঁক জল ঘাঁটিয়া শস্য রোপন করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশেরই কৃষক এরূপ নিরীহ নহে, সামান্য মজুরীর বিনিময়ে দেহের রক্ত জল করিতে কেহই রাজী নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বাঙ্গালী কৃষকেরা নাকি বড়ই অলস প্রকৃতি। কেন না বৎসরের কয়েকমাস তাহারা নিশ্চিন্ত আলস্যে কাটাইয়া দেয়। কিন্তু যাঁহারা বাংলার পল্লীগ্রামের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত, যাঁহারা কৃষক কুলকে চাষের সময় অজস্র বারিধারা মাথায় করিয়া হাস্যমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা কৃষকদিগকে আর যাহাই বলুন না কেন অলস

বা অকর্ম্মণ্য নামে অভিহিত করিতে পারেন না একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

যে ব্যক্তি সারাদিন ঘোড়ারগাড়ী চালাইতে কষ্ট বোধ করে না সে হয়ত দুইঘণ্টাকাল গোশকট চালাইতে বিরক্তি বোধ করিবে। যে ব্যক্তি দৈনিক আট দশঘণ্টা ধরিয়া কামারশালায় হাতুড়ী পিটিতেছে, সেগরার দোকানে তিন ঘণ্টা খাটিয়াই সে হয়ত ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। ইহা ঐ ঐ ব্যক্তির অভ্যাসের ফল মাত্র। তুমি ইচ্ছা করিলে উহাকে অভ্যাসের দোষ বলিতে পার কিন্তু তাই বলিয়া ঘোড়ারগাড়ী চালক বা কামারকে অলস বলিবার অধিকার তোমার নাই।

বাংলার চাষীরা বৎসরের অনেক সময়ই বসিয়া কাটায় সত্য কথা কিন্তু তাহার কারণ ইহা নহে যে তাহারা অলস বা অকর্ম্মণ্য। ইহার কারণ এই যে তাহাদের উপযুক্ত কাজ দেখাইয়া দিবার লোক কেহ নাই। যে ধরণের কাজ করিতে তাহারা অভ্যস্ত সেই ধরণের কাজ তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে হইবে। নহিলে নিরক্ষর চর্ম্মকারের নিকট গীতার ভাষ্য আওড়াইয়া লাভ কি?

বাংলায় ঠিক কত বিঘা জমিতে পাটচাষ হয়, তাহারও হয়ত সঠিক ধারণা সকলের নাই। ১৯২৩ ১৯২৪ সালে বঙ্গদেশে প্রায় ষাটলক্ষ বিঘা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। ঐ বৎসর বিহার ও উড়িষ্যায় অন্যূন পাঁচলক্ষ বিঘায়, আসামে কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন লক্ষ বিঘায় এবং কুচবিহার রাজ্যে প্রায় একলক্ষ বিঘায় পাটের চাষ হয়। এ বৎসর অর্থাৎ ১৯২৭ সালে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় ও আসামে মোট ৩৩৭১০০০ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে গত বৎসরে ৩৪১৮৬০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বাংলায় গড়ে প্রতিবৎসর প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ একর জমিতে পাটচাষ হইয়া থাকে এবং উহাতে প্রায় পাঁচকোটী মণ পাট উৎপন্ন হয়।

যে কাঁচাপাট উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার শতকরা ষাট ভাগ এ দেশের মিলওয়ালারা কিনিয়া লয় এবং উহা হইতে সুতলি বস্তা, চট হেসিয়ান, ক্যান্‌ভাস্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া থাকে। বাংলার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মধ্যে ব্রহ্মদেশই পাটজাত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা।

উৎপন্ন পাটের বাকী চল্লিশ ভাগ কাঁচা অবস্থাতেই বিদেশে রপ্তানী হয়। সাধারণতঃ ডাণ্ডির মিলওয়ালারাই উপরোক্ত কাঁচাপাটের প্রধান খরিদদার। ডাণ্ডিতে অনেকগুলি চটের কল আছে। ম্যানচেষ্টার যেমন কাপড়ের কলের জন্য বিখ্যাত, ডাণ্ডিও সেইরূপ চটকলের জন্য বিখ্যাত। এই জন্য ডাণ্ডিকে পাটের বাজারের ম্যানচেষ্টার বলা যাইতে পারে।

বিলাত পাটের বাঁধা খরিদ্দার হইলেও বিলাতই ইহার একমাত্র খরিদ্দার নহে এবং সকল বৎসর রপ্তানী মালের অধিকাংশ ভাগ বিলাতই ক্রয় করিয়া লয় না। ১৯২৩—২৪ সালের বিবরণ পাঠে জানা যায় ঐ বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ রাজ্যে ৮৭৪৫৯৭ গাঁইট,জার্ম্মানীতে ৫৯২২৩২ গাঁইট, আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ৫০১৭১০ গাঁইট, ফ্রান্সে ৩২০৮০৭ গাঁইট এবং ইটালী, স্পেন, জাপান প্রভৃতিতেও কিছু কিছু কাঁচা পাট রপ্তানী হইয়াছিল।

পাটের ব্যবসায়ে কোটী কোটী টাকার লেন দেন হইতেছে; কলওয়ালারা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনফা পাইতেছে; কিন্তু বাঙ্গালী কৃষক সে মুনফার অংশীদার নহে।

ভারতবর্ষে মোটের উপর ৮৬টী বড় বড়

পাটের কল আছে। তাহাদের অধিকাংশই শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ভাগিরথীর দুইপারে অবস্থিত ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত যতগুলি পাটকল আছে তাহার শতকরা নব্বইটাই ইংরাজদিগের মূলধনে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ এইভাবে প্রায় ১২০ কোটী টাকা খাটাইয়া বাৎসরিক ৫৬ কোটী টাকা লাভ করিতেছেন। বাংলা ব্যতীত মান্দ্রাজেও গুটিচারেক ছোট ছোট পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। এইগুলি দেশীয় লোকদিগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী চটকল স্থাপিত হইয়াছে। উহা আলিপুর জেলে অবস্থিত। জেলের কয়েদীরাই ইহাতে কুলীর কাজ করে। এই কলে যে সমস্ত সুতলী চট বা বস্তা প্রস্তুত হয় তাহা গভর্ণমেণ্ট নিজ প্রয়োজনেই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বাংলার দুইটী বড় বড় চটকল মাড়োয়ারীগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত হইতেছে। বিখ্যাত মাড়োয়ারী ধনী স্যার হুকুমচাঁদ ও বিড়লা ব্রাদার্সের যত্নে যৌথ নীতিতে ঐ দুইটী প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলার অন্যান্য অংশে কোন চটকল না থাকিলেও চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রেস আছে। সেগুলিও বিদেশীগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে "**বাঙ্গালীর নিজস্ব একটীও চটকল বা প্রেস নাই**"। পাট বাংলার একচেটিয়া এ কথা আমরা গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আমাদিগের লজ্জাও অকর্ম্মণ্যতার কথাই বিঘোষিত করিতেছে। বাঙ্গালী কৃষক বুকের রক্ত জল করিয়া পাট উৎপন্ন করে, ইহা তাহাদের গৌরবের কথা সন্দেহ নাই কিন্তু পাটের ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর স্থান কোথায়?

সত্য বটে আজ ইংরাজ বণিক বিপুল মূলধন লইয়া এদেশে আসর জাগাইয়া বসিয়া আছে; তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পাটের বাজার সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাহাদের সহিত প্রতিযোগীতা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু এই ৮৬টী কল এক দিনেই কিছু গড়িয়া উঠে নাই। সে আজ ৭২ বৎসর আগেকার কথা, ভাগিরথীর তীরে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। তাহার পর এই দীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর ধরিয়া একের পর আর একটী করিয়া বর্ত্তমানে এত গুলি চটকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চেষ্টা থাকিলে এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলার সন্তানগণ কি একটীও নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিত না? চটকলের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম কেননা উহা স্থাপন করিতে হইলে বহু অর্থ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন; একটী প্রেস স্থাপন করা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলায় যে তিন শতাধিক প্রেস চলিতেছে তাহাদের সকল গুলিই অবাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

দুই একটী বাঙ্গালীর পরিচালিত প্রেস বা গাঁইট বাধা কল আছে বটে, কিন্তু তাহা সমুদ্রে শিশির বিন্দুর ন্যায়।

আমরা বলিয়া থাকি আমাদের মূলধন নাই, গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সাহায্য করে না, ইংরাজ বণিকগণ সঙ্ঘ-বদ্ধ তাহারা আমাদিগকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য ন্যায় অন্যায় নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিবে ইত্যাদি, কাজেই আমাদের পক্ষে পাটের

ব্যবসায় দখল করিবার চেষ্টা বাতুলের নিস্ফল প্রয়াস মাত্র। কিন্তু একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে উপরোক্ত যুক্তিগুলি নিতান্তই অসার ও শূন্যগর্ভ। বাধা অনেক আছে একথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি; তাহা যে দুরতিক্রম্য তাহাও মানিয়া লই, কিন্তু সে গুলিকে অনতিক্রম্য বলিতে আমি কিছুতেই স্বীকৃত নহি।

ইংরাজ কোম্পানী মাত্রেই একজনের টাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অধিকাংশ চটকলই যৌথ নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালী দরিদ্র বটে কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে ধনী জমিদারের অভাব নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পাঁচজনে মিলিত হইয়া অনায়াসে ২।১টা পাটকল স্থাপিত করিতে পারিতেন।

প্রতিযোগিতার সম্পর্কে এই কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে বস্ত্র ব্যবসায়ে ম্যানচেষ্টারের কল ওয়ালাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা যখন টিকিয়া রহিয়াছে এবং অংশীদিগকে বছর বছর যথেষ্ট ডিভিডেণ্ড দিতেছে, তখন বাঙালীরা মিল স্থাপন করিলেই যে যে তাহা উঠিয়া যাইবে ইহা বিশ্বাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

গভর্ণমেণ্ট ঔদাসীন্যের সম্পর্কেও ঠিক ঐ কথাই খাটে। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট থাকিলে দেশীয় প্রতিষ্ঠান গুলি নানাদিক দিয়া সুবিধা ও সাহায্য লাভ করিত এবং ইহাতে তাহাদের দ্রুত উন্নতি হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিদেশী গভর্ণমেণ্টের অধীনেই ত অতগুলি দেশীয় কাপড়েরকল চলিতেছে, মাদ্রাজে চারিটি পাটের কল চলিতেছে এবং এই বঙ্গদেশেও মাড়োয়ারীদের চটকল গুলি চলিতেছে। তবে বাঙালী কর্ত্তৃক স্থাপিত চটকল গুলি অচল হইবে কেন?

আসল কথা মূলধনের অভাব, প্রতিযোগীতার ভয় বা গভর্ণমেণ্ট ঔদাসীন্য বাঙালীর চটকল স্থাপনের পথের প্রধান অন্তরায় নহে। এই পথের প্রধান অন্তরায় হইল বাঙালীর নিজদের স্বভাবগত ঔদাসীন্য, ব্যবসায়-বিমুখতা, আলস্য ও ভীরুতা! এই ভীরুতাই আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, সাহস সঞ্চয় করিয়া কাজে লাগিতে পারি না। বলিয়াই আমরা জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়ে সকলের নীচে এবং পিছে পড়িয়া যাইতেছি। এই সর্ব্বনেশে ভীরুতা পরিত্যাগ করিতে হইবে, নাইলে আমাদিগের ধ্বংস অনিবার্য্য।

এই সম্পর্কে পাঠকগণকে একটী সুসংবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সম্প্রতি চট্টগ্রামে কর্ণফুলি জুট্‌মিলস্ এবং পূর্ব্ববঙ্গ রাজেশ্বরী জুটমিল লিমটেড্ নামক দুইটী বাঙ্গালী কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। শীঘ্রই এই দুইটী খোলা হইবে শুনিতে পাইতেছি। বাঙ্গালীদিগের জুটমিল স্থাপনের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

যাক্। এতক্ষণ চাষের জমি, উৎপন্ন পাট, তাহার আমদানী রপ্তানী, জুটমিল, ও প্রেসের সংখ্যা প্রভৃতির কথা কিছু কিছু বলিয়াছি। পাট কৃষকের নিকট হইতে মিলে পৌছিবার পূর্ব্বে কি ভাবে কোন্ লোকের নিকট কোন্ কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হয় বারান্তরে তাহাই আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'না তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলপোযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ,

মনে রাখিবেন যে, নানা, বিষয় জানিবার জন্ত বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বাহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

[illegible] লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
Council House Street
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

শুষ্ক ফল

(পি—১৩৪) জার্ম্মাণীর অন্তর্গত হামবার্গের জনৈক ব্যবসায়ী শুষ্ক ফল বহুল খরিদ করিবার জন্ত ভারতীয় ফল রপ্তানিকারিগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 20 X)

ধাতুর ছাট্

(পি—১৩৫) জার্ম্মেণীর অন্তর্গত হামবার্গের জনৈক ব্যবসায়ী ধাতুর ছাট ক্রয় করিবার জন্ত ভারতীয় ব্যবসাদারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 20 X)

ভোঁদড়ের চামড়া

(পি ১৩৬) জাপানের অন্তর্গত ওসাকার জনৈক ব্যবসায়ী ভোঁদড়ের চামড়া ক্রয় করিবার জন্ত ভারতীয় রপ্তানিকারকগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J 20 X)

চামড়া, শৃঙ্গ ও হাড় প্রভৃতি

(পি—১৩৭) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী চামড়া শিং ও হাড় প্রভৃতির ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. 27 X)

হাড়ের গুঁড়া

(পি—১৩৮) হল্যাণ্ডের অন্তর্গত ইউট্রেবের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতে হাড়ের গুড়া ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 30 X)

শজারুর কাঁটা

(পি—১৩৯) ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স অব্ আমেরিকার স্যানফ্রান্সিসকোর জনৈক ব্যবসায়ী ভারতীয় সজারুর কাটা রপ্তানিকারকদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 27 X)

ছাগল চামড়া

(পি—১৪০) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী উত্তর ভারতের শুষ্ক লবনাক্ত ছাগলের চামড়া বিক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 33 XI)

খনিজ বিমিশ্র ধাতু ইত্যাদি

(পি—১৪১) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী খনিজ বিমিশ্র ধাতু রসাঞ্জন ইত্যাদি সরবরাহকারীগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T, J. 33 XI)

কচ্ছপের চাড়া

(পি—১৪২) স্থানীয় জনৈক সংবাদদাতা কচ্ছপের চাড়া ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 33 XI)

পিতলের বাসন

(পি—১৪৩) ট্রিনিডাডের জনৈক পত্রপ্রেরক পিতলের বাসনের রপ্তানিকারকগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 33 XI)

CRYSTAL CUTCH

(পি—১৪৪) লণ্ডনের জনৈক ব্যবসায়ী কলিকাতাস্থ crystal cutch রপ্তানিকারকগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 33 XI)

রেশমের জিনিস, তুলার জিনিষ প্রভৃতি

(পি—১৪৫) ট্রিনিডাডের জনৈক পত্রপ্রেরক রেশম ও তুলার জিনিস প্রভৃতি রপ্তানিকারিগনের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. 33 XI)

চা, চাউল ও ডাইল

(পি—১৪৬) ট্রিনিডাডের পোর্ট-অব-স্পেনের জনৈক সংবাদদাতা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চা, চাউল ও ডাইল রপ্তানিকারকগণের এজেন্ট হইতে চাহেন।

(T. J. 33 XI)

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি

তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ ।

সপ্তম বর্ষ] মাঘ ১৩৩৪ [১০ম সংখ্যা

তরুণের প্রতি

[শ্রীকালীদাস রায়]

মনে হয় আজি আশিস্ করিতে তোমাদের জয় যাত্রাপথে,
অতীত মোদের আশিস্ করিছে, মোদেরই নিজের ভবিষ্যতে ।
মনে হয় আরো হয়নি লুপ্ত, মোদের চিন্তা বাসনা ধারা,
হারাইনু বলে যা কিছু ভেবেছি, কিছুই তাহার হয়নি হারা ।
কতক চিনেছি, কতক চিনি না, তোমাদেরই মাঝে ফিরেছে সবই,
নবীন যুগের মাটী জল আলো হইতে নবীন শকতি লভি ।
আমাদের কূল ভেঙ্গে ভেঙ্গে কাল তোমাদের কূল গড়িয়া তুলে
এ জীবনে ঢেউ নেবে আসে বটে, নব যৌবনে উঠে তা ফুলে ।
এ বুকের ব্রত অঙ্কুরগুলি ফলবান যেন হয় ও বুকে
এই বিশ্বাসে শুভ আশ্বাসে উল্লাসে চলি ভাজন মুখে ॥

বাংলার পাট ও পাটের ব্যবসায়।

তৃতীয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরিবর্ত্তনশীল এই জগৎ। দুনিয়ার কোন বস্তুই জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। সকল জিনিসই জগৎপতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে প্রতি নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পাটও ত এই দুনিয়ারই বস্তু কাজেই আর পাঁচটা দ্রব্যের মত ইহাকেও এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হয়।

মানুষের দশ দশার কথা কল্পনা করা হইয়াছে। প্রথম দশা সূতিকাগৃহে, শেষ দশা শ্মশানে।

পাটও যে ঠিক দশটী দশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে এমন কথা বলিতে পারিনা। তবে বৃক্ষস্বরূপে মাঠে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষের কাজে লাগিবার পূর্ব্বে ইহাকে কয়েকটী বিভিন্ন স্তরের মধ্যদিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এই সকল বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিবার সময় ইহা ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে আ সয়া পড়ে। স্ত্রীলোক যেমন কখন পিতার কখন ভর্ত্তার এবং কখন বা পুত্রের অধীনস্থ থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করে, পাট ও সেইরূপ কখন কৃষকের, কখন দালালের, কখন মহাজনের, কখন বেলারের, কখনও মিলারের এবং সেলারের কবলে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। এইরূপে পাট কখন, কি ভাবে কাহার হস্তে আসিয়া পড়ে এই পরিচ্ছেদে তাহাই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

পাটের সূতিকাগৃহ নদী বেষ্টিত বাংলার শ্যামল প্রান্তর। গ্রীষ্মের পর দুই এক পশলা বৃষ্টিপাতে বাংলার মাঠ যখন বেশ সরস হইয়া উঠে তখন বাঙ্গালী কৃষক ক্ষেতে ক্ষেতে পাট বুনিয়া দেয়। তাহার পর চারা গাছ বড় হয়। কৃষকের যত্নে, অনুকূল আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মিয়া থাকে। তখন কৃষক গাছগুলিকে গোড়া হইতে কাটিয়া ফেলিয়া উহাদিগকে তাড়া বাঁধিয়া নদী বা পুষ্করিনীর জলে ডুবাইয়া রাখে। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত গাছ পচিয়া উঠে। তখন জলে কাচিয়া গাছ হইতে ইহার ত্বক সহজেই ছাড়াইয়া লওয়া যায়। এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে ওই ত্বক্ই পাট।

কৃষকের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে বাংলার ক্ষেত্রে পাট গাছ উৎপন্ন হইল—আবার তাহারই চেষ্টায় ও পরিশ্রমে গাছ হইতে পাটকে পৃথক করা হইল; কিন্তু পাট লইয়া কৃষকের কি হইবে? পাট খাদ্য নহে যে সে ইহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ফলকথা, কৃষক পাটের প্রয়োজনে পাট উৎপন্ন করে না। তাহার প্রয়োজন পাটের নহে; তাহার প্রয়োজন অর্থের। কাজেই সে পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে চাহে। এই খানেই ব্যবসায়ের পত্তন।

কখন কখন ফড়িয়ারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকের নিকট হইতে পাট কিনিয়া লইয়া যায়; আবার কখন বা কৃষকেরা নিজেরাই সরাসরি মহাজনের ঘরে পাট পৌছাইয়া দিয়া আসে। কিন্তু প্রায় সকল

ক্ষেত্রেই কৃষকদিগের মধ্যে "দাদন" গ্রহণের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। "দাদন" কাহাকে বলে এই খানে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

মনে করুণ আপনি মহাজন। আপনি কৃষকের নিকট হইতে মাল ক্রয় করিতে চাহেন। আপনার মত আরও পাঁচজন মহাজন আছেন তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য মাল ক্রয় করা। এক্ষেত্রে, পাছে কৃষক পাট উৎপন্ন হইলে তাহা অন্য মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে এই ভয়ে পাট উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই আপনি পাটের মূল্য স্বরূপ কৃষককে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া রাখিতে পারেন। ইহাতে কৃষক আপনার খাতক হইয়া রহিল এবং ফলে সে অপর মহাজনের নিকট মাল বিক্রয় করিতে ত পারিবেই না, অধিকন্তু তাহাকে আপনার নিকট অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে মাল বেচিতে হইবে। ঐ অগ্রিম টাকা দিয়া রাখিবার প্রথাকেই "দাদন" দেওয়া বলে।

দাদন দিয়া রাখায় মহাজনের লাভ, কিন্তু দাদন গ্রহণ করায় কৃষকের ক্ষতি। অথচ বাংলার খুব কম কৃষকই আছে যাহারা দাদন গ্রহণ না করিয়া থাকে।

এখন কথা হইতেছে কৃষক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দাদন গ্রহন করে কেন? ইহার এক মাত্র উত্তর, তাহার দাদন গ্রহন করা ছাড়া উপায়ন্তর নাই। লোকে যে কারণে শতকরা তিন চারশত টাকা সুদ দিয়াও কাবুলির নিকট হইতে টাকা ধার করে—টাকা প্রতি দৈনিক দুই আনা সুদে দরওয়ানের নিকট চোটা করিতে দ্বিধা বোধ করে না, কৃষকেরা ঠিক সেই কারনেই জানিয়া শুনিয়াও নির্ব্বোধের মত কাজ করিতে বাধ্য হয়। দাদন গ্রহন করিলে ইচ্ছামত পাট বেচিবার স্বাধীনতা যে লোপ পাইয়া যাইবে—এই সহজ সত্যটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি নাই এমন কৃষক খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট। কিন্তু তাহারা করিবে কি? দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়নে তাহারা যে দিবারাত্রই পিষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহাদের গৃহে এমন অর্থ নাই যে বারমাস অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে। কাজেই তাহারা চাষ করিবে কি খাইয়া? আর কি দিয়াই বা চাষ করিবে?

বাংলার কৃষক ঋণ-জালে জড়িত। এ ঋণ দুই একদিনের নহে। পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া তাহারা ঋণ করিয়া আসিতেছে। এক ঋণ শোধ হইতেছে—আবার নূতন জালে তাহারা জড়াইয়া পড়িতেছে। বৎসরের ফসল উৎপন্ন হইলে দুই দিনের জন্য কৃষকের বিষন্ন বদনে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে, বালক-বালিকারা পেট-পুরিয়া খাইতে পায়। নূতন বস্ত্র নূতন পরিচ্ছদ পাইয়া আনন্দের কল হাস্যে জীর্ণ কুটীরগুলি মুখরিত করিয়া তুলে। কিন্তু সে হাসি সে আনন্দ দুচারদিনেই মিলাইয়া যায়। দীপ নিভিবার পূর্ব্বে যেরূপ একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—বর্ষন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বিজলীর চঞ্চল চমকে আকাশের নিকষ কাল আঙ্গিনা যেমন ক্ষনেকের জন্য আলোয় আলো হইয়া যায়, কৃষকের ক্ষনস্থায়ী সমৃদ্ধিও সেইরূপ সারা বর্ষ তাহাকে যে দৈন্যের মধ্য দিয়া জীবন কাটাইতে হইবে তাহার পূর্ব্বাভাস মাত্র। ঋণ পরিশোধ করিয়া, জমিদারের খাজনা দিয়া সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা বাবুয়ানা করিয়া উড়াইয়া দিতে মূর্খ কৃষকের অধিক বিলম্ব হয় না। তাহার পর আবার সেই পুরাতন নাটকের পুনরাভিনয়—মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া অনশনে অর্দ্ধাশনে কায়ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করা। এইরূপে ঋণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কবে যে ইহার জের মিটিবে তাহা সেই সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না।

আমরা বলিয়াছি কোন কোন কৃষক সরাসরি মহাজনের ঘরে মাল পৌছিয়া দেয়। কিন্তু এ

ক্ষেত্রেও কৃষক মহাজনের নিকট হইতে দাদন গ্রহন করে। দাদন দেওয়ার ফলে লাভ যাহারই হউক না কেন ইহার প্রয়োজনীয়তা উভয় পক্ষেরই সমান। যাহা হউক মহাজন ত সরাসরি কৃষকের নিকট হইতেই হউক কিম্বা দালাল বা ফরিয়াদের মারফতেই হউক প্রচুর পরিমানে কাঁচা পাট ক্রয় করিল। কিন্তু তাহারা কাহাদিগকে ঐ পাট বিক্রয় করিবে? তাহারা মিলওয়ালাদিগকে পাট-সরবরাহ করেনা। আড়তদারেরা তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ মাল কিনিয়া লয়।

কলিকাতাই পাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র। বাংলার সমস্ত পাটই প্রথমে কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। পরে সেইখান হইতে জগতের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়।

কলিকাতার খাল পারের দিকে বেড়াইতে গেলে বড় বড় পাটের আড়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। খাল পারই পাটের আড়তদারদিগের প্রধান আড্ডা। ঐ বিশিষ্ট স্থানে সমুদায় আড়ত প্রতিষ্ঠিত হইবার কারন এই যে বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে বরাবর ঐখান পর্য্যন্ত জলপথে মাল বহিয়া আনিবার সুবিধা আছে।

কলিকাতার আড়তদারগণ মহাজনদিগের নিকট হইতে মাল খরিদ করে বটে কিন্তু তখনই মালের সমস্ত মূল্য চুকাইয়া দেয় না। আড়তদাররা কিছু আর ঘরে পাট ধরিয়া রাখিবে না। তাহাদিগকেও উহা বেচিতে হইবে। মিল-ওয়ালারাই হইল পাটের মূল খরিদদার। কাজেই মিলের চাহিদার উপরই পাটের মূল্য নির্ভর করিতেছে আড়তদারেরা হাজার হাজার মন পাট গুদাম জাত করে। কাজেই মূল্যের এক আধ টাকা হের ফের হইলেই তাহাদিগকে হাজার হাজার টাকা লোকসান দিতে হইবে। এক্ষেত্রে তাহার পক্ষে মহাজনের সহিত দরদাম স্থির করিয়া নগদ মূল্যে সমস্ত মাল খরিদ করা বিপজ্জনক। সেই জন্য আড়তদার মাল গ্রহণ করিয়া মূল্য হাতে রাখিতে চায়। কিন্তু তাহা হইলে মহাজনেরই বা চলে কেমন করিয়া? সে কৃষককে দাদন দিয়াছে, পাটের মূল্যও বেশীর ভাগ সে পরিশোধ করিয়া দিয়াছে; এস্থলে মাল বেচিয়া রিক্ত হস্তে ঘরে ফেরা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই দুই পক্ষই রক্ষা পাইতে পারে এমন ভাবে একটা রফা বন্দোবস্ত করা হয়। আড়তদার মহাজনকে কিছু টাকা দিয়া বলে—"এখন তুমি এই টাকা লইয়া গিয়া খাতক দিগকে ঠাণ্ডা কর, পরে মাল বেচিয়া আমি যেমন যেমন দাম পাইব, সেই অনুপাতে তোমার পাওনা গণ্ডা বুঝাইয়া দিব।" মহাজন ইহাতেই খুসী। সে সেই টাকা লইয়াই ঘরে ফিরিয়া যায় এবং পরে কিস্তীবন্দী ভাবে বাকী টাকা গ্রহণ করে।

এইখানে একটি বিষয়ে সাধারণের খট্‌কা লাগিতে পারে। মহাজন আড়তদারের গৃহে মাল ছাড়িয়া গেল, অথচ নিশ্চিতরূপে কোন মূল্য স্থির হইল না—এ কিরূপ কথা? ইহাতে ত আড়তদার অক্লেশেই মহাজনকে ঠকাইতে পারে? মনে করুণ আড়তদার প্রকৃত পক্ষে ১২৲ টাকা মণ দরে পাট বেচিয়াছে। কিন্তু সে ত মহাজনকে বলিতে পারে আমাকে দশ টাকা মণ দরে পাট বেচিতে হইয়াছে অতএব তুমি সাড়ে নয় টাকা বা নয় টাকা করিয়া দাম লও।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হয় বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কেননা কলিকাতার আড়তদার একজন মাত্র নহে। পাশাপাশি অসংখ্য গদি রহিয়াছে। পাট কেনা সম্বন্ধে ঐ সকল আড়তদার দিগের মধ্যে তীব্র প্রতি-যোগীতা আছে। বিশেষতঃ লেন দেন একদিনের

নহে। অসাধুতার দ্বারা চিরকাল কারবার চালান যায় না। ঐ ভাবে মহাজনকে হয়ত একবার ঠকান যাইতে পারে; কিন্তু বারবার যে ঐ ফিকির খাটিবে না, আড়তদারের একথা ভাল মতেই জানা আছে। কাজেই ঐভাবে ঠকাইতে গেলে পরিশেষে আড়তদার নিজেই ঠকিয়া যাইবে।

এই জন্য আড়তদার মহাজনকে ঠকাইতে চেষ্টা করে না। বরং তাহাকে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে। বস্তুতঃ আড়তদার এবং মহাজনের মধ্যে বেশ একটী সম্প্রীতির ভাব জাগিয়া আছে—খালপারের গদিগুলি পরিদর্শন করিলে এই কথাই মনে হয়। প্রায় প্রত্যেক গদিতেই মহাজনদিগের থাকিবার জন্য আহার ও বাসের বন্দোবস্ত আছে। মহাজনগণ পল্লীগ্রামের লোক; কলিকাতায় খাইবার থাকিবার স্থান তাহাদের নাই। এইজন্য কারবারের প্রয়োজনে যতবার তাহারা কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হয় আড়তদার তাহাদিগের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেয় এবং থাকিতে স্থান দেয়।

যাহা হউক আড়তদারের নিকট হইতে পাট কাহার হাতে আসিয়া পড়ে এখন তাহাই দেখা যাউক! এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যেই যে কৃষক পাট উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহার পরে দালাল ও মহাজনের হাতফেরা হইয়া আড়তদারের গৃহে পৌছান পর্য্যন্ত ইহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এমন কি আড়তদারের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ও ইহার কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না।

আড়তদার সরাসরি মিলওয়ালাদিগকে মাল সরবরাহ করিতে পারে না। কেননা মিলওয়ালারা ঐ প্রকার পাট কিনিতে প্রস্তুত নহে।

পাটের অনেক রকম ফের আছে। কোন পাট লম্বা, কোন পাট ছোট। কোনটী শক্ত কোনটী পচা। কোন পাটের রঙ্ কাঁচা সোণার মত উজ্জ্বল চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে আবার কোন পাটের বর্ণ নিতান্তই ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। আড়তদারের ঘরে এই সকল প্রকারের পাটই একত্রে মিশ্রিত থাকে। কিন্তু মিল-ওয়ালারা চায় বাছাই করা গাঁট বাঁধা পাট। তাই মিলে পৌছিবার পূর্ব্বে পাটকে স্বতন্ত্র আর একশ্রেণী লোকের হাতে পড়িতে হয়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে sorter বলে। ইহাদিগের কাজ বাছাই করা। সবেস, নাপেস, মাঝারী প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে পাট গুলিকে ভাগ করিয়া ফেলিতে হয়। এই কাজ করিতে হইলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন। কেননা বিভিন্ন প্রকারের পাটের মধ্যে পার্থক্য এতই অল্প যে অনভিজ্ঞের সহজ দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়া অসম্ভব। অত্যুৎকৃষ্ট চাকচিক্য বিশিষ্ট পাটগুলিকে রেসিয়ান বলে। তুলা এবং রেশমের সহিত মিশাইয়া ইহাদ্বারা সুন্দর সুন্দর গাত্র বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যাহা হউক সমস্ত পাট বাছাই হইয়া গেলে প্রত্যেক প্রকার পাটের উপর এক একটা মার্কা দেওয়া হয়। রেশম, পশম তুলা সব জিনিসেরই ঐরূপ মার্কা আছে। মার্ক দেওয়ায় সুবিধা এই যে ইহাতে শুধু মার্কা এবং নম্বর বলিলেই জিনিস চক্ষে না দেখিয়াও উহা কোন্ জাতীয় জিনিস তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। ইহা ব্যবসাদারের পক্ষে কম সুবিধার কথা নহে।

পাট বাছাই হইয়া গেলে ঐ আলগা পাট প্রেসে চড়াইয়া গাঁইট বাঁধা হয়। পাঁচ মণ পাটে এক গাঁইট। বলা বাহুল্য প্রত্যেক গাঁইটের উপর ইহাতে কোন শ্রেণীর পাট আছে তাহা জানাইবার জন্য রীতিমত মার্কা ও নম্বর লিখিয়া দেওয়া হয়।

গাঁইট বাধিবার অনেক প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রথমতঃ ইহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর পাট পৃথক করিয়া রাখিবার সুবিধা হয়।

দ্বিতীয়তঃ গাঁইট বাঁধিলে অল্প স্থানের মধ্যে অধিক পাট রাখিয়া দেওয়া যায় এবং জাহাজ ও ষ্টীমারে করিয়া দেশ-বিদেশে ইহা চালান দিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

প্রথম প্রথম কেবল ইংরাজ ব্যবসায়ীরাই পাট বাছাই করিয়া গাঁট বাঁধিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের দেখা দেখি মাড়োয়ারী ও বাঙালীরাও ঐ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। গৌরবের বিষয় কয়েক-জন বাঙালী ব্যবসায়ী ঐ কার্য্যে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন।

দেশীয় বেলার দিগের মধ্যে বাঙালীর যতটা সুনাম ছিল মাড়োয়ারীরা সেরূপ সুনাম অর্জ্জন করিতে পারে নাই। মাড়োয়ারীরা অনেক সময় কারচুপি করিত। তাহারা একশ্রেণীর পাটের উপর আর একশ্রেণীর মার্কা বসাইত; একশ্রেণীর পাটের মধ্যে নিকৃষ্ট ধরণের পাট গুঁজিয়া দিত ইত্যাদি। এই সমস্ত অসাধু উপায় অবলম্বন করার দরুণ ইংরাজ মিলওয়ালারা তাহাদিগকে বিশ্বাস করিত না।

কিন্তু বাঙালী ব্যবসায়ীগণ খুব সততার সহিত কারবার চালাইত বলিয়া পাটের বাজারে তাহাদের কোনরূপ অখ্যাতি ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ "বল্লভ মার্কা" পাটের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। উক্ত কোম্পানীর বাজারে এরূপ নাম ডাক হইয়াছিল যে মিলওয়ালাগণ অনেক সময় সাহেব কোম্পানীর পাট ফেলিয়াও "বল্লভ মার্কা" পাট গ্রহণ করিত।

সে যাউক্। বেলারেরাই সেলারের মারফতে মিলারগণকে পাট সরবরাহ করিয়া থাকে। কতক পাট বাংলার মিলওয়ালারাই কিনিয়া লয় আর কতক ইংরাজ ও অন্যান্য জাতি খরিদ করে। মিলে পাট হইতে সুতলী, চট, থলিয়া প্রভৃতি নানা জিনিস প্রস্তুত হয়। ডাণ্ডীর চটকলগুলিতে প্রচুর পরিমাণে সস্তাদরের কার্পেট তৈয়ারি হয়। উহার অধিকাংশই মসজিদে পাতিবার জন্য আরব তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান রাজ্য সমূহ ক্রয় করিয়া লয়। বাংলা হইতে ও যে রাশি রাশি সুতলী, চট, থলিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি।

এখন আর পাটকে পাট না বলিয়া চট বা থলিয়া বলাই ভাল। ইহার ব্যবসায়গত নাম 'গানি'। এই হিসাবে সমস্ত পাট জাত দ্রব্যকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক 'হেসিয়ান' যাহা ভাল এবং চাকচিক্য বিশিষ্ট; আর এক 'গানি' যাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পাট হইতে প্রস্তুত যথা—চট, থলিয়া প্রভৃতি।

মিল হইতে বাহির হইবার পর সকল বস্তুর একই অবস্থা অর্থাৎ প্রথমে আড়তদার এবং পরে মহাজন দিগের মারফৎ জন সাধারণের হস্তে আসিয়া পড়ে। পাটের বেলাও ইহার ব্যতিক্রম নাই।

তাহা হইলে দেখা গেল পাটজাত দ্রব্যের ক্রেতা জনসাধারণ বা বিভিন্ন ব্যবসাদার হইলেও কাঁচা পাটের মূল খরিদদার মিলওয়ালারা। দালাল, মহাজন আড়তদার মিলারদিগের বাহন মাত্র। ক্রেতা-মিলার, বিক্রেতা—কৃষকের নিকট হইতে সরাসরি মাল খরিদ করিতে পারে না বলিয়াই মহাজন, আড়তদার প্রভৃতির প্রয়োজন। যাহা হউক যে কারনেই হউক না কেন তাহাদিগের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমি শুধু কৃষক ও মহাজনের মধ্যেই দালাল বা ফড়িয়াদের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক দুইটী স্তরের মধ্যে দালাল থাকার সম্ভাবনা। দালাল ঠিক দেওয়াল গাঁথিবার মশলার মত। মশলা যেমন দুইস্তর ইটকে একত্রে গ্রথিত করে দালাল তেমনই ক্রেতা

এবং বিক্রেতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদিগকে মিলাইয়া দেয়।

দালালেরা প্রায়ই সঙ্গতি সম্পন্ন; দালালি করিয়া তাহারা বেশ দুপয়সা রোজগার করে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন তাহারা কেবল মাত্র দুতিয়ালি করিয়া এত পয়সা উপার্জ্জন করে কেমন করিয়া? একটু অবান্তর হইলেও এখানে সেই সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

দালালের পয়সা তাহার সংবাদ সংগ্রহের উপর নির্ভর করে। দালালকে বাজারের সংবাদ নখ দর্পনে রাখিতে হয়। কোন্ ক্রেতার আশু মাল কিনিবার গরজ আছে, কোন্ বিক্রেতার আর মাল ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য নাই—এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দালাল ঐ দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইয়া দেয়। এই দৌত্য কার্য্যের জন্য সে দুই পক্ষ হইতেই বেশ মোটা রকম কমিশন পাইয়া থাকে। মনে করুন—"ক" একজন আড়তদার। তাহার গুদামে যথেষ্ট পাট রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সিন্দুক ঠিক সেই পরিমাণেই খালি হইয়া গিয়াছে। তাহার টাকার প্রয়োজন কেননা মহাজনদিগকে আর ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছেনা। এ স্থলে এতদিন সে যত কমদরে পাট বিক্রয় করিতে রাজী হয় নাই এখন হয়ত তাহা অপেক্ষাও অল্প মূল্যে মাল ছাড়িয়া দিতে রাজী হইবে। কিন্তু সে উপযুক্ত ক্রেতা পাইতেছেনা।

এদিকে হয়ত ঠিক সেই সময়েই কোন বেলারের পাটের অত্যন্ত প্রয়োজন। সে বহুদিন পূর্ব্বেই মিল-ওয়ালার সহিত কন্ট্রাক্ট করিয়াছে অমুক মাসে আমি তোমাকে এত গাঁইট পাট যোগাইব। এতদিন বাজার হয়ত আরও নামিতে পারে এই আশায় সমস্ত পাট ক্রয় করে নাই। কিন্তু বাজার আর নামিল না। অথচ দিন আগতপ্রায়। কাজেই এখন ঈষৎ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহাকে পাট কিনিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে যত বেশী দাম দিয়া সে পাট কিনিতে রাজী হয় নাই—এখন হয়ত তাহা অপেক্ষাও অধিক মূল্যে মাল গস্ত করিতে তাহার আপত্তি হইবে না। সে কেবল উপযুক্ত বিক্রেতা খুজিতেছে।

এখন ভাল দালাল যে সে প্রত্যেকেরই হাঁড়ির খবর রাখিয়া থাকে; কাজেই তাহার নিকট উপরোক্ত দুইজনের দুর্ব্বলতার কথা অবিদিত নাই। সে ঐ দুইজনের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া বেশ একটা দাঁও মারিয়া দিবে, অথচ বস্তুতঃ দাঁও মারিয়াও সে উভয়েরই উপকার সাধন করিল।

দালালকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে "ঘটক" বলা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে ঘটকেরা বরের ঘরে মাসী এবং কনের ঘরের পিসী সাজিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিত। আজ তাহাদের সে পসার প্রতিপত্তি লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ের ঘটক দালালের পসার প্রতিপত্তির লোপ হওয়া দূরে থাকুক দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

মিল ওয়ালারাই যে পাটের মূল খরিদদার একথা বলা হইয়াছে। ১৮২৮ সাল নাগাইত প্রথম পাট বিদেশে রপ্তানি হয়। তাহার পর উত্তরোত্তর বিদেশে পাটের চাহিদা বাড়িতে থাকে। বিশেষতঃ ক্রীমিয়া যুদ্ধের সময় হইতে পাটের ব্যবসায় খুবই প্রসার লাভ করে।

বিদেশে পাটের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার ফলে বাংলায় পাটের আবাদের পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। ধান চাষ অপেক্ষা পাট চাসে লাভ অধিক। কাজেই সমস্ত কৃষক ধানের জমি কমাইয়া ফেলিয়া পাটের জমি বাড়াইয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিল না। এই পরিবর্ত্তনের ফলে কৃষকের যে বিশেষ দুঃখ ঘুচিয়াছে তাহা নহে। কেন?—তাহা পরে বলিতেছি।

আগে কৃষকদিগের মধ্যে বাবুয়ানা ছিল না। ছোট বড় সকল কৃষকই নিজেরা লাঙ্গল ধরিত, মাটি

কোপাইত, জমি বেশী থাকিলে পয়সা দিয়া মজুর ধরিত বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও মজুরী করিতে লজ্জা বোধ করিত না। কিন্তু ধান ছাড়িয়া পাট চাষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের অবস্থা হঠাৎ ফিরিয়া গেল। সে হাতে কাঁচা পয়সা পাইয়া মাথাটাকে আর স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার চাল চলন বদলাইল, হাব ভাব বদলাইল। এখন তাহারা নিজে খাটিতে লজ্জা বোধ করে কিম্বা বড়ই কষ্ট হয়।

যে এতদিন পরের বাড়ী চাকর খাটিয়াছে, এখন সে 'বাবু' হইয়া নিজ বাটীতে দাসী নফর খাটাইতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিন মধ্যেই তাহার ব্যয়ের অনুপাত আয়ের অনুপাতকে ছাড়াইয়া উঠিল। ফলে আয় বাড়িল বটে কিন্তু দুঃখ ঘুচিল না।

পাটের জমি বাড়াইতে গিয়া যদি ধানের জমি কমাইবার প্রয়োজন না হইত তাহা হইলেও দুঃখ ছিল না। কম জমিতে ধানের চাষ হওয়ায় কম ধান উৎপন্ন হইতেছে। ফলে ধানের দাম দিন দিন চড়িয়া যাইতেছে। কৃষক যদি যথেষ্ট পরিমানে ধান উৎপন্ন করিত তাহা হইলে ধান্তের মূল্য বৃদ্ধিতে তাহার লাভ লোকসান ছিল না। কেননা খোরাকের ধান ঘরে রাখিয়া, বাকীটা সে বিক্রয় করিয়া ফেলিত এবং তাহাতেই তাহার দুপয়সা হাতে আসিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে কৃষক ধান ছাড়িয়া পাটের উপর ঝোঁক দিয়াছে। অথচ পাট খাদ্য নহে। পাট বেচিয়া তাহাকে চাল কিনিতে হয়। একে একসঙ্গে পাট বেচিয়া অনেক টাকা হাতে আসিলে "চাল" দেখাইতে গিয়া চাল কিনিবার পয়সাও ফুরাইয়া যায়; তাহার উপর চড়া দরে পাট বেচিলেও চড়া দরে চাল কিনিতে হয় বলিয়া বাবুয়ানা না করিলেও তাহার বিশেষ কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয়তঃ ম্যালেরিয়া রাক্ষসী পাটচাষীর অনেক অর্থ এবং অনেক রক্ত শুষিয়া লয়। ম্যালেরিয়া আজ বাংলার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এমন জেলা নাই—এমন গ্রাম নাই, যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যে জেলায় পাট আবাদের পরিমাণ যত বেশী সেই জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপও তত বেশী পরিমাণে অনুভূত হয়। আবার শুধু তাহাই নহে। যে বৎসর যত বেশী পরিমানে পাট উৎপন্ন হয়, সেই বৎসর তত অধিক সংখ্যক লোক ঐ দুরন্ত জ্বরে প্রাণ ত্যাগ করে।

আর ইহাত শুধু আকস্মিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। ইহার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

পাট গাছ হইতে পাট বাহির করিয়া লইবার জন্য গাছগুলিকে জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া জলে ডুবিয়া থাকিবার ফলে, শুধু যে গাছগুলিই পচিয়া উঠে তাহা নহে, যে জলে ডুবান থাকে সেই জল ও পচিয়া লাল টকটকে হইয়া যায়। আর তাহাতে কী দুর্গন্ধ! যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনই পূতিগন্ধময়। সেই বদ্ধ পচা জলে এনোফিলিস নামক ম্যালেরিয়া মশক যে মহানন্দে ডিম্ব প্রসব করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পূর্ব্ববঙ্গই পাটের জন্মভূমি। এই পূর্ব্ববঙ্গের নদ নদী, খাল বিল কচুরী পানায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাতেই তাহাদের বিপদের অন্ত নাই, তাহার উপর তাহা সত্বেও যে টুকু স্থান কচুরী-মুক্ত আছে তাহাও পাটে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে যদি ম্যালেরিয়া না হয় তাহাই বরং বিস্ময়ের কারণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। আর যে বৎসর যত বেশী পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয় সেই বৎসর তত বেশী জল নষ্ট হইয়া যায়, কাজেই তত বেশী ম্যালেরিয়া আক্রমণ করে।

যাহা হউক ম্যালেরিয়া এবং কলেরা ও কৃষককে

দিন দিন হীন বল করিয়া ফেলিতেছে ; এই সমস্ত কারণে পাটের দর পূর্ব্বাপেক্ষা চড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহারা শ্বাস পাল্‌টাইতে পরিতেছে না।

প্রথম প্রথম আমদানী এবং চাহিদার উপর নির্ভর করিয়াই পাটের দাম স্থির হইত। যোগান ও চাহিদার সহিত মূল্যের সম্বন্ধ কী তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যোগান কম এবং চাহিদা বেশী থাকিলে জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবে ; আবার যোগান বেশী এবং চাহিদা কম থাকিলে উহার মূল্য কমিয়া যাইবে। একটী উদাহরণ দিলে ব্যাপারটী আরও পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

মনে করুণ বাজারে ১০০ খণ্ড কাপড় আছে। প্রত্যেক খণ্ডের ন্যায্য মূল্য ২৲ দুই টাকা। অবশ্য এখানে 'ন্যায্য' শব্দটীর ও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। 'ন্যায্য' শব্দের অর্থ এই যে বাজারে যেমন ১০০ খণ্ড কাপড় আমদানী হইয়াছে, সকলে মিলিয়া যদি ঠিক ঐ ১০০ খণ্ডই কিনিয়া লইবার প্রয়োজন হইত অর্থাৎ উহার যোগান এবং চাহিদা যদি সমান থাকিত তাহা হইলে এক এক খণ্ডের দাম পড়িত ২৲ দুই টাকা। কিন্তু সকল সময় যোগান এবং চাহিদা সমান থাকেনা। হয়ত এমন হইল যে দুই শত লোক কাপড় কিনিতে চায়। কিন্তু মোটে এক শত খণ্ড কাপড় আছে। কাজেই সকলের পক্ষে এক খণ্ড করিয়া কাপড় ক্রয় করা অসম্ভব। তখন সকল ক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। যাহাদের প্রয়োজন বেশী তাহারা দুই টাকার স্থলে তিন টাকা মূল্যেও মাল খরিদ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না। এইরূপে জিনিসের যোগান যত কম এবং চাহিদা যত বেশী থাকে উহার দাম ও তত বাড়িয়া যায়। আবার প্রত্যেক জিনিসের মূল্য হ্রাস হওয়ার কারণ ঠিক ইহার বিপরীত।

মনে করুণ পূর্ব্বোক্ত বাজারে (অর্থাৎ যেখানে বিভিন্ন বিক্রেতা মোট ১০০ খানি কাপড় আমদানী করিয়াছে) মোট ৫০ খানি কাপড়ের খরিদার আসিয়াছে। কাজেই সকল ক্রেতা কাপড় পাওয়া সত্ত্বেও ৫০ খানি কাপড় পড়িয়া থাকিবে। এ স্থলে সকল বিক্রেতার পক্ষেই নিজ নিজ মাল কাটাইবার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। কাজেই এখন আর প্রতিযোগিতা ক্রেতার মধ্যে নহে — প্রতিযোগিতা বিক্রেতার মধ্যে। ফলে কাপড়ের দাম কমিতে থাকিবে ,—দুইটাকার স্থলে সাতসিকা কিম্বা দেড় টাকায় মাল ছাড়িতেও কেহ কেহ দ্বিধা বোধ করিবেনা এবং যে যে বিক্রেতা যত বেশী দাম কমাইয়া দিবে তাহাদের মাল তত শীঘ্র, কাটিয়া যাইবে।

উল্লিখিত নিয়মানুসারে দুনিয়ার সকল বস্তুর মূল্যই যোগান ও চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অবশ্য আমি যে "বাজারের উল্লেখ করিয়াছি তাহাকে একটু ব্যাপক ভাবে গ্রহন করিতে হইবে।

বাংলায় "বাজার" শব্দের দুইটী অর্থ আছে। দুইটীরই মুখ্যতঃ ভাব এক হইলে ও তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে একটা সংকীর্ণ এবং অপরটী—ব্যাপক ধারনা প্রকাশিত করে।

"অমুক গ্রামে একটী "বাজার" আছে।" এখানে 'বাজার' অর্থে আমরা বুঝি সেই গ্রামের কোন বিশিষ্ট স্থানে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আসপাশের সমস্ত ক্রেতা এবং বিক্রেতা একত্র হইয়া স্ব স্ব অভিরুচি অনুযায়ী চাউল, ডাউল, তৈল, কাপড় প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা বাজারের সংকীর্ণ অর্থ। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সকল প্রকার পণ্যের একটী মাত্র বাজার।

যে সমস্ত দ্রব্য সহজেই নষ্ট হইয়া যায় বা বেশী দুর লইয়া যাইবার সুবিধা নাই কিম্বা দাম অল্প (যেমন মাছ, পাকা ফল প্রভৃতি) সেই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য ঐ

সংকীর্ণ বাজারেরই আমদানী ও চাহিদার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু স্বর্ণ, রৌপ্য, তুলা, পাট প্রভৃতি এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহাদের চাহিদা জগৎ জুড়িয়া, যে গুলি সহজে নষ্ট হইয়া যায় না এবং দেশ বিদেশে পাঠাইবার সুবিধা আছে—ইহাদের মূল্য ঐ সংকীর্ণ বাজারের চাহিদার উপর নির্ভর করে না। ইহাদের বাজার জগৎ জুড়িয়া। "চাউলের বাজার বড়ই আক্রা; পাটের বাজার নামিতেছে" প্রভৃতি কথায় বাজার অর্থে ঐ জগৎজোড়া বাজারের কথাই বলা হয়। ইহাই বাজারের ব্যাপক অর্থ।

চাউল, পাট, তুলা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যের মূল্য ওই বৃহত্তর বাজারের মোট চাহিদা ও যোগানের অনুপাতের উপর নির্ভর করিতেছে।

পৃথিবীর আর সকল দেশের কৃষকের অর্থনীতির এই মূল সূত্রগুলি জানা আছে। কিন্তু আমাদের এ দেশের কৃষকেরা অজ্ঞ তাহাদের কেহ কেহ একটু আধটু এসব কথা বুঝিলেও বেশীর ভাগ লোকের নিকটই যে ইহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তাই আমরা দেখিতে পাই কোন কারণে এক বৎসর পাটের দর চড়িয়া গেলে হঠাৎ বড়লোক হইবার লোভে বাংলার কৃষকেরা পর বৎসর ধান চাষ বন্ধ রাখিয়া সমস্ত ক্ষেতেই পাট বুনিয়া দেয়। ফলে বড়লোক হওয়া দূরে থাকুক অপর্যাপ্ত পাট উৎপন্ন হওয়ায় ইহার দাম পড়িয়া যায় এবং তাহাদিগকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়।

যোগান কমাইয়া দিয়া কি ভাবে জিনিসের দাম বাড়ান যাইতে পারে নিম্নের উদাহরণ হইতে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

গত বর্ষে অর্থাৎ ১৯২৬ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। সে দেশের পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিলেন সমস্ত দুনিয়ায় তুলার চাহিদা যেরূপ সে অনুপাতে অধিক তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, কাজেই উহার মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তৎক্ষণাৎ স্থিরীকৃত হইল একসঙ্গে সকল মাল ছাড়া হইবে না। প্রত্যেক কৃষকই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাল পর বৎসর পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিবে।

এই কার্য্যের ফলে তুলার বাজার ত নামিলই না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে চড়িয়া গেল এবং কৃষকদিগের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া দূরে থাকুক সকলেই বেশ দু পয়সা লাভ করিল। বলা বাহুল্য সে দেশের কৃষক-সঙ্ঘ গুলিই এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্ট সেই কার্য্যে তাহাদের পৃষ্টপোষকতা করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নাই।

আমি আমেরিকার একটি ঘটনা উল্লেখ করিলাম; কিন্তু এই বিষয়ে উদাহরণ সংগ্রহের জন্য অতদূর যাইতে হইবে না। কিম্বা অন্য জিনিসেরও অবতারণা করিবার প্রয়োজন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গানির বাজার চড়াইবার জন্য কলিকাতার চট-কল ওয়ালাগণ ঠিক ঐ উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা দেখিল জগতে যে পরিমাণ চট থলিয়া প্রভৃতির প্রয়োজন, প্রতি বৎসর তাহা অপেক্ষা অধিক চট ও থলিয়া প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে। তাহারা তখনই কম করিয়া মাল উৎপন্ন করিতে লাগিল। ফলে কলিকাতার চটকলগুলি আজ প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতেছে।

অবশ্য এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। এ ভাবে জিনিসের দাম কমাইতে বা বাড়াইতে হইলে সকল উৎপাদকের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। সকলে একমত হইয়া একই প্রণালীতে এক সঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ না করিলে এককের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সঙ্ঘ শক্তির অসীম মাহাত্ম্য নূতন করিয়া প্রচার

করিবার আবশ্যকতা নাই। বাংলার কৃষকেরা সংঘবদ্ধ নহে বলিয়াই তাহাদিগের আজ এই দুর্দ্দশা—কূটবুদ্ধি বনিক অজ্ঞ কৃষকের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় অল্পে অল্পে তাহার রক্ত শুষিয়া লইতেছে।

সে যাহাহউক বলিতেছিলাম প্রথম প্রথম অনেকটা যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করিয়াই প্যাটর মূল্য নিরূপিত হইত। তখন পাটের দাম অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল বটে কিন্তু ব্যবসায়ের মধ্যে সততা ছিল বলিয়া কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া দালাল মহাজন, আড়তদার, বেলার, এবং সেলার পর্য্যন্ত কেহই বঞ্চিত হইত না—বরং সকলেই বেশ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাকে বাংলার পাট ব্যবসায়ের প্রথম পর্ব্ব বলা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী সংখ্যায় এই ব্যবসায়ের দ্বিতীয় পর্ব্বের কথা বর্ণনা করিব। (ক্রমশঃ)

—০—

মুরগীর ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১২। পালক টানা নিবারণ—

অলসতার দোষেই এই রোগ জন্মে। যে সকল মুরগী উত্তম খাবার পায় এবং সদা সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকে তাহাদেরই সাধারণতঃ এই রোগ স্পর্শে। সুমিষ্ট রক্তের আস্বাদন স্বভাবতঃই পাখীর বড়ই প্রিয় এবং মুরগী যখন দেখে যে সে ইচ্ছা করিলেই অন্য মুরগীর দেহ হইতে ইচ্ছানুযায়ী রক্ত পান করিতে পারিবে, তখন এই ইচ্ছা উহারা কার্য্যে পরিণত করে অর্থাৎ রক্ত খাইতে সুরু করে। তারপর অন্যান্য মুরগীও ইহার নিকট হইতে রক্ত খাইতে শিক্ষা করে এবং এইরূপে সমস্ত মুরগীই এই বদ্ অভ্যাস গ্রহণ করে। যদি এই সকল মুরগীর কোনও একটা অন্য অপর একটা মুরগীর দলে মিশে তাহা হইলে সে দলের মুরগীরাও এই অভ্যাস শিক্ষা করিবে। এইরূপ বদ্ অভ্যাস বিশিষ্ট যদি কোন মুরগীকে ক্রয় করা হয় তাহা হইলেও এই পাপ দলের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। যে সকল মুরগী এই বদ্ অভ্যাস গ্রহণ করে তাহাদের কোনই মূল্য থাকে না, কারণ পালক উৎপাদন করিবার জন্য ইহাদেয় অত্যন্ত খাদ্যের দরকার হয় এবং সেই অনুপাতে ইহারা ডিমও খুব কম দেয়। মুরগী যদি খুব মূল্যবান হয় এবং এই পাপ তাহাকে স্পর্শ করে তাহা হইলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে সে ঐ রোগ হইতে নিস্তার পাইতে পারে। যে সকল মূল্যবান মুরগীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদেরই সংসর্গে এই রোগ ছড়াইয়া পড়ে বেশী।

এই বদ্ অভ্যাস হইতে মুরগীকে রক্ষা করিতে হইলে একমাত্র উপায় হইতেছে মুরগীর চঞ্চুর উপর ও নিচের দিক খুব ধারাল ছুরি দিয়া চাঁচিয়া দেওয়া উচিৎ। তাহাদের চঞ্চুর সূক্ষ্ম অগ্রভাগ এইরূপ কাটিয়া দিলে, মুরগী আর পালক তুলিতে পারিবে না। কারণ আমাদের নখ্ কাটিয়া দিলে যেমন আমাদের কোন ক্ষতি হয় না এবং কিছু দিনের মধ্যেই

আবার নূতন নখ্ গজাইয়া উঠে সেইরূপ মুরগীদেরও চঞ্চু কয়েক দিনের মধ্যে বাড়িয়া উঠে। এবং এই সময়ের মধ্যে পাখী ঐ বদ্ অভ্যাস ভুলিয়া যায়।

১৩। পালক ছাড়া—

পাখীদের যত শীঘ্র পুরাতন পালক ঝরিয়া নূতন পালক উঠিবে ততই তাহারা শীঘ্র ২ শরৎকালে ডিম পাড়িবে। পাখীদের দেহে সম্পূর্ণরূপে পালক উঠিলেই তাহারা ডিম পাড়িতে থাকে। সুতরাং যাহাতে শীঘ্র ২ পালক উঠে সে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিৎ। ইহার জন্য উহাদিগকে ইচ্ছামত বেড়াইতে দেওয়া উচিৎ এবং নানাবিধ পুষ্টিকর খাদ্য হাড় চূর্ণ, পোকামাকড় ইত্যাদি খাইতে দেওয়া দরকার। পাখীর খাদ্যের সহিত তৈলময় দ্রব্য মিশাইয়া দিলে পাখী শীঘ্র ২ পালক ছাড়ে। প্রায় কুড়িটা আন্দাজ পাখীকে প্রত্যহ লঘু খাদ্যের সহিত এক চামচ আন্দাজ লবন মিশাইয়া খাইতে দিবে।

মোরগকে মুরগীর নিকট হইতে দূরে রাখিবার উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি পোলিটি (Poultry) কাগজের সম্পাদক মহাশয়ও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন :— আমি সদাসর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়া দেখিছি যে পালক ছাড়িবার সময় মুরগীকে মোরগের নিকট হইতে দূরে রাখিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত না তাহাদের তা দিয়া ডিম্ ফুটাইবার সময় আসে ততদিন এইরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখাই মঙ্গল জনক। এরূপ করিলে মোরগেরা অধিকতর বলশালী হইবে এবং সারা বর্ষাকালের মধ্যে মুরগীর পালক খুব সুন্দর ভাবে থাকিবে। পাখীর পালক যাহাতে উঠে সেজন্য পাখীকে গরম রাখিবে এবং প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে। পাখীকে উগ্রখাদ্য খাইতে দিলে পাখীর জ্বর হয়—এবং জ্বর হইলে পাখীর দেহে পালক উঠিতে দেরী হয়। সুতরাং পাখীকে ঠাণ্ডা ও যাহা শীঘ্র হজম হয় এমন খাদ্য দেওয়া উচিৎ। পাখীকে কিরূপ খাদ্য দেওয়া উচিৎ নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল যথা—ছোলা দানা, গম একত্রে একই পরিমাণ, মটর ও টাট্কা কাঁচা হাড় বেশ করিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া পাখীকে দিবে। অথবা দুধের সহিত ছাতু মিশাইয়া দিবে। যেখানে পাখীকে সদাসর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় সেখানে পাখীকে ভাত ও ঘাসের শিষ দিয়া বেশ উপকার পাওয়া যায়। যখন জল বায়ু বেশ ভাল থাকে তখন পাখীর খাদ্যে প্রত্যহ পাতে কিছু কিছু সালফার মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। পাখীর বাস গৃহে প্রচুর পরিমাণে ছাই ছড়াইয়া দেওয়া খুব ভাল কারণ পাখী যাহাতে গরম ও শুক্না স্থানে বাস করে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। এবং পাখীর যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইবে। পাখীকে যদি কোন ঔষধ সেবন করাইতে হয়—তাহাহইলে ডগ্লাস্ মিকচার (Douglas's Mixture) দিবে।

ফারম্ এণ্ড গার্ডেন (Farm and Garden) এ মিঃ এইচ্ ডিকর্স (Mr H. Decourcy) যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সকলেরই প্রণিধান করা উচিৎ। তাঁহার মতটী নিম্নে দেওয়া গেল :—

তিনি বলেন পাখী যাহাতে বর্ষা ও শরৎকালে প্রচুর পরিমাণে ডিম্ দিতে সক্ষম হয় সে জন্য পাখীর একটু সকাল সকাল পালক ত্যাগ করা ভাল। এই সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা পড়িতে অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং মুরগী পালকদিগের পক্ষে ইহা খুব উপকারী; পালক ছাড়িবার সময় মুরগীরা প্রায় ডিমই পাড়ে না এবং এই সময় যাহাতে ডিম পাড়ে সে চেষ্টা করাও ভাল নয়। কারণ পাখীর পুরাতন পালক ত্যাগ ও নূতন পালক জন্মাইবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ

করা দরকার। গ্রীষ্মের শেষে অথবা শরতের প্রথমেই এই পালক ত্যাগ করা উচিৎ, এবং ইহা যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় হয় ততই ভাল; পাখীকে কতকগুলী বিশেষ বিশেষ খাদ্য খাইতে দিলে এবং সাধারণ ভাবে চিকিৎসা করিলে এই কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই বিশেষ খাদ্য কি এবং কিরূপ প্রণালীতেই বা চিকিৎসা করিতে হইবে তাহা মিঃ এইচ, ভ্যান্ ড্রেসার (Mr. H van Dresser) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তিনিই ইহা সর্ব্ব প্রথম সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা এই যে পাখীকে কয়েক দিন উপবাস রাখিতে হইবে, এবং মাত্র জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য পাখীকে প্রদান করিতে হইবে। এইভাবে পাখীর ডিম্ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং পাখীর দৈহিক শক্তি ও ওজন কমাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর যাহাতে পালক উঠে সেই অনুযায়ী খাদ্য দিতে হইবে। "ভ্যান ড্রেসার" (Van Dresser) নামক উপায়টী ওয়েষ্ট ভারজিনীয়া এক্সপেরিমেণ্ট ষ্টেশন (West Virginia Experiment Station) কর্ত্তৃক গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং ইহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। হোয়াইট লেগ্‌হরন্‌স্ (White Leghorns) এবং রোড্ আইল্যাণ্ড রেড্‌স্ (Rhode Island Reds) মুরগীকেই তাঁরা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা তেরদিন যাবৎ পাখীকে কোন খাদ্য প্রদান করেন নাই।

পাখীদিগকে দৈর্ঘ্যে একশত ফুট এবং বিস্তারে পনের ফুট এমন একটী স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এই জায়গাটুকুর মধ্যে তাহারা যে খাদ্য খুটিয়া খাইতে পাইত কেবল মাত্র তাহাই দেওয়া হইয়াছিল সাতদিবস উপবাস থাকার পর পাখীরা একেবারেই ডিম দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল এবং দিনের শেষে তাহাদিগকে আবার গম ছোলা ইত্যাদি খাদ্য উপযুক্ত পরিমানে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।

প্রায় এক মাস পরে পাখীর পালক সম্পূর্ণ পড়িয়া যায় এবং নূতন পালক গজাইয়া উঠে। ইহার পর প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই পাখী ডিম পাড়িতে থাকে। ইহাদের সহিত তুলনা করিয়া ফলাফল দেখিবার জন্য অন্য কতকগুলি মুরগীকে নিয়মিত ভাবে খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল এবং দেখা গিয়াছিল যে ইহারা বরাবরই ডিম পাড়িয়াছিল এবং যে মুরগীরা উপবাসী ছিল তাহাদের পালক ছাড়িয়া ডিম না দেওয়া পর্য্যন্ত উহারা পালক ত্যাগ করে নাই। ক্যানাডা সেণ্ট্রাল এক্সপেরিমেণ্ট ষ্টেশন (Canada Central Experiment Station) কর্ত্তৃক যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও এই মত সমর্থন করিয়াছে। ইহাতে দেখা যায় প্রফেসার এঃ জিঃ গিলবার্ট (Professor A. G. Gilbert) জুলাই মাসের প্রথম তিন সপ্তাহ মুরগীর খাদ্য অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছিলেন এবং ইহার ফল এই হইয়াছিল যে মুরগীর ডিম দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল এবং পালক ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুরগীর দেহে সম্পূর্ণ নূতন পালক উঠিয়াছিল এবং খুব শীঘ্র শীঘ্র ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল; আবার জুলাই মাসের শেষে পাখীকে রীতিমত খাইতে দিয়া দেখা গিয়াছিল যে মুরগী পালক ছাড়িতেছে। সুতরাং এই বিবরণীতে প্রকাশিত উপায়টি যদি এই দেশেতে গ্রহন করা যায় এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য করা হয় তাহা হইলে তাহাতে যে সুন্দর ফল পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এবং ঐ উপায়টী যদি ঠিক্ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে বর্ষাকালের ডিম সম্বন্ধীয় সমস্যা অনেক পরিমানে দূর হইবে। পাখী

একটু সকাল সকাল পালক ছাড়িলে এই উপকার হয় যে ডিম দেওয়া কমিয়া আসিবার সময় পাখীর অবস্থা খুবই ভাল হয় এবং নূতন উদ্যমে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে।

১। টনিক পোলিট্রি পাউডার (Tonic Poultry Powder) এই টনিক কেবল মাত্র বর্ষাকাল ও ঠাণ্ডার সময়ে পাখীকে খাইতে দিবে। কিন্তু কোন ক্রমেই যেন গ্রীষ্ম কালে খাইতে দেওয়া না হয়।

কয়লা	৫ সের
কাল লবণ	অৰ্দ্ধ সের
মসিনা	৫ সের
শণেরবীজ	১ সের
হলুদ	২ সের
লঙ্কা	½ সের
কর্পূর	¼ সের
চিরতা	½ সের
জিঞ্জার	২ ছটাক
সালফেট্ অব আয়রন্	২ ছটাক
সালফার	১ সের

প্রত্যেক দ্রব্যটীকে লইয়া পৃথকভাবে গুঁড়া করিবে এবং তার পর সমস্ত গুলিকে একত্রে বেশ করিয়া মিশাইয়া ফেলিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রত্যেক মুরগীকে ছোট ছোট বড়ির সহিত অথবা খাদ্যে এই দ্রব্য সিকি চামচ আন্দাজ খাইতে দিবে। প্রথমতঃ এক সপ্তাহ এই ঔষধ ব্যবহার করিবে এবং তারপর এক সপ্তাহ ঔষধ দেওয়া বন্ধ করিবে।

গ্রীষ্ম কালে নিম্নলিখিত ঔষধ দিবে যথা :—

কয়লা	পাঁচ সের
কাল লবণ	এক পোয়া
কর্পূর	”
চিরতা	”
সালফেট্ অব আয়রণ	দুই ছটাক
সালফার	আধ সের
ঝোলাগুড়	তিন সের

এইগুলিকে চূর্ণ করিয়া গুড়ের সঙ্গে একত্রে বেশ করিয়া মিশাইবে। এক সপ্তাহকাল মুরগীকে আধ চামচ আন্দাজ এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাইতে দিবে। অথবা মধ্যে মধ্যে দুই এক সপ্তাহ ঔষধ দেওয়া বন্ধ রাখিবে।

২। টনিক মিক্‌চার (Tonic Mixture) (দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্য ব্যবহৃত হয়)

সালফেট অব আয়রণ	১৬ গ্রেণ
Strychnine	সিকি গ্রেণ
ফসফেট অব লাইম (Phosphate of lime)	৮০ ”
সালফেট অব কুইনাইন	৮ গ্রেণ
টিন্‌চার অব জেন্‌সিয়ান	২ ড্রাম

ইহাতে বত্রিস্ ডোজ ঔষধ হইবে। প্রত্যহ এক ডোজ করিয়া দিবে।

৩। কুইনাইন মিক্‌চার—(সাধারণ ঠাণ্ডা ও জ্বরের জন্য)

কুইনাইন	আধ গ্রেণ
সালফিউরিক্ এসিড (ডিল)	এক ফোটা
টিন্‌চার অব ষ্টীল	”

ইহা আধ আউন্স পরিমিত জলে মিশাইয়া প্রত্যহ একবার করিয়া খাইতে দিবে।

৪। ডগ্‌লাস মিক্‌চার (Douglas's Mixture)

সালফেট্ অব আয়রন	সিকি পাউণ্ড
সালফিউরিক এসিড	সিকি আউন্স
জল	এক কোয়ার্ট

প্রত্যেক আধ গ্যালন আন্দাজ খাবার জলে এই মিকচার এক আউন্স মিশাইয়া দিবে।

৫। রাফ্ অন্ লাইস্ Rough on Lice) উকুন—

কিছু টাট্কা গরুর গোবর লইয়া চাপ্‌ড়ার ন্যায় করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। কোন মতেই যেন ঐ গোবরের সহিত কোন খড়কুটা বা কাটের কুচি মিশিয়া না যায়। ঐ গোবরের চাপড়াগুলি বেশ শুষ্ক হইলে, সেগুলিকে পোড়াইতে হইবে। পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে সেগুলি তফাৎ করিয়া একদিকে রাখিয়া দিবে। এই ঘুঁটের ছাইয়ের উপর যেন কিছুমাত্র জল না পড়ে। যখন ছাইগুলা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে তখন ময়দা চালা চালুনি দ্বারা বেশ করিয়া ছাইগুলাকে চালিয়া লইতে হইবে। কতকগুলা টাট্কা উগ্র তামাকের ডাটা লইবে। সাধারণতঃ—দেশী লোকে যাহাকে "বলাতি" বলে তাহাই উত্তম। ইহাদিগকে বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে এবং তারপর সুন্দর করিয়া গুড়া করিবে। এবং খুব সূক্ষ্ম চালুনি দ্বারা চালিয়া লইবে।

তারপর গরুর গোবর হইতে যে ছাই প্রস্তুত হইয়াছে তাহা দুই সের লইয়া ইহার সহিত খাঁটি ফিনাইল আধ ছটাক অথবা তিন আউন্স মিশাইবে। তাহার পর এই দুইটা দ্রব্যকে এরূপ ভাবে ঘাঁটিবে যেন ছাই ও ফিনাইলে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। ইহাতে একসের তামাকের গুঁড়া মিশাইবে। এমন করিয়া মিশাইবে যেন ছাই ও তামাক দুইটা আলাদা জিনিষ বলিয়া বুঝা না যায়। ইহাতে অর্দ্ধ পাউণ্ড ফ্লাওয়ার অব সালফার বা গন্ধকের গুঁড়া বেশ করিয়া মিশাইয়া দিবে।

এইরূপে প্রস্তুত হইলে ইহাকে বোতল অথবা টিনে রাখিবে এবং খুব কসিয়া ছিপ দিয়া রাখিবে। দরকার ব্যতীত যেন ছিপি খোলা না হয়। পাখীর গায়ে উকুন হইলে এই গুঁড়া পাখীর সর্ব্বাঙ্গে, মাখাইয়া দিবে

যদি শাবকের জন্য ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে ফিনাইল ও তামাক অর্দ্ধ পরিমাণে ব্যবহার করিবে। আর এক উপায়ে ইন্‌সেক্ট পাউডার তৈয়ারী করিতে পারা যায়, যথাঃ—ছয় পাউণ্ড বেশ উত্তমরূপে চালুনী দ্বারা চালিত কয়লার ছাই, এক পাউণ্ড ফ্লাওয়ার অব সালফার, চারি আউন্স পেট্রলিয়াম্ ও চারি আউন্স ফিনাইল লইয়া ছাই ও সালফার গুলিকে একত্রে মিশাও এবং পেট্রলিয়ম্ ও ফিনাইল একত্রে আলাহিদা করিয়া মিশাও, তারপর সমস্ত দ্রব্যগুলীকে একত্রে মিশাইয়া বেশ করিয়া ফাটিয়া ফেল। খুব ছোট বাচ্চাদের জন্য ফিটিংস্ ইন্‌সেক্ট পাউডার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

যখন ঐ পাউডার পাখীর দেহে মাখান হইবে তখন যেন একটা বড় কাগজ বা টিন ধরা হয় এবং উকুন কাগজের উপর পড়িলেই তাহা যেন অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

৬। লাইস্ লোসন্ (Lice Lotion)—

(১) ন্যাপথালিন এক আউন্স,—মেথিলেটেড স্পিরিট্ এক আউন্স, নারিকেল তৈল সাত আউন্স, নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বড় বড় পাখীর জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(২) কেরোসিন তৈল দুই আউন্স, ফিনাইল এক ড্রাম, নারিকেল তৈল সাত আউন্স; ইহা একটা বোতলে পুরিয়া যতক্ষন না উহা বেশ মিশাইয়া যায় ততক্ষন নাড়িতে থাকিবে।

(৩) টারপিন তৈল এক আউন্স, ইউক্যালিকটাস্ অইল এক আউন্স, ক্যাম্ফর আধ আউন্স। একটা নরম তুলি দ্বারা ইহা পাখীর দেহে লাগাইয়া দিবে।

(৪) ছারপোকা, উকুন ইত্যাদির জন্য মিকচার সমস্ত কাট ও বাঁশে লাগাইবে। এক ভাগ আলকাতরা এবং সাত ভাগ কেরোসিন তৈল লইয়া মিশাইবে এবং বেশ করিয়া ঘাঁটিবে। ইহা বেশ

করিয়া পাখীর খাঁচা বাক্স, দাঁড়, দুয়ার, ঘাস, দেওয়াল ইত্যাদি সমস্ত স্থানে লাগাইবে। কাঠ বা দেওয়ালের ছিদ্রের মধ্যেও ইহা প্রবেশ করাইয়া দিবে।

৮। ফিনাইল পাউডার

দশ পাউণ্ড ঝাড়া ছাই লইয়া, তাহাতে এক পাউণ্ড লিটিল্‌স্‌ সলিউবল্‌ ফিনাইল মিশাইয়া বেশ করিয়া ঘাঁটিয়া দিবে। ইহা ঘরে ছিটাইয়া দিবে, এবং সমস্ত স্থানে ইহা ব্যবহার করিবে। কিন্তু যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফিনাইল তাহাই ব্যবহার করিবে।

৯। কেরোসিন অথবা পেট্রলিয়ম পাউডার

দুই সের কেরোসিন লইয়া তাহাতে এক পোয়া আল্‌কাতরা মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া দিবে। অতঃপর আধ মন পরিষ্কার বালির উপর ঐ কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া মিশাইবে। ইহা ঘরের চারিধারে ছিটাইয়া দিবে। এরূপ করিলে সমস্ত উকুন দূর হইয়া যাইবে।

গঞ্জির এজেন্সি

ঢাকা জেলার বন্দর নামক স্থানে জমিদার শ্রীযুক্ত বি, কে, চৌধুরী একটী গঞ্জির কারখানা স্থাপন করিয়া নানারূপ সুন্দর সুন্দর গঞ্জি প্রস্তুত করিতেছেন। আমাদের নিকট তিনি দুইটা গঞ্জি পাঠাইয়া দিয়াছেন। জাপান জার্ম্মাণী ও আমেরিকা হইতে সচরাচর যে সকল গঞ্জি আমদানী হয় এবং এদেশের লোকের মধ্যে বিক্রীত হয়, চৌধুরী মহাশয়ের কারখানার গঞ্জি সে সকল গঞ্জি অপেক্ষা অনেক ভাল, মজবুত এবং দাগকাগ স্থায়ী। পাইকারা হিসাবে তিনি যে দামে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা এই সকল বিদেশাগত গঞ্জি হইতে সস্তা।

অল্প মূলধনে যাঁহারা কাজের সন্ধান করিতেছেন এবং বিদেশী গঞ্জি যাঁহারা বিক্রয় করিতেছেন ইঁহাদের সকলকেই আমরা চৌধুরী মহাশয়ের কারখানার গঞ্জি আনাইয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আমাদের নিকট যে গঞ্জির নমুনা তিনি পাঠাইয়াছেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট ধরণের গঞ্জি। কোথাও কোন খুঁত বাহির করিতে পারি নাই; অথচ দামে সস্তা। আমাদের বিশ্বাস এ গঞ্জি বিক্রয়ের যিনিই এজেন্সি লইবেন তিনিই লাভবান হইবেন।

মফঃস্বলে কোথায় কি জিনিষ তৈয়ারী হইতেছে তাহার সন্ধান সকলে না জানায় এবং কারখানা ওয়ালাদেরও মাল কাটাইবার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় এদেশে অনেক ভাল জিনিষের প্রচার ও বিক্রয় হইতেছে না। এই বিষয়ে যাঁহারা interested তাঁহারা পোষ্টেজ সহ আমাদের কেয়ারে নিম্নের ঠিকানায় পত্র দ্বারা সন্ধান লউন।

শ্রীযুক্ত বি, কে, চৌধুরী
গ্রাহক নং ৩০৬৫

ছাতার হাতল প্রস্তুতের ব্যবসায়।

ছাতা আমাদের একটী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। এ দেশে রৌদ্র ও বৃষ্টির যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহাতে ছাতার প্রয়োজনীয়তা কোন কালেই কমিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বুদ্ধি এবং বিবেচনা পূর্ব্বক ছাতা প্রস্তুত ব্যবসায় চালাইতে পারিলে যথেষ্ট লাভবান হইবার আশা আছে। এইজন্যই "বাবসা ও বানিজ্যের" মারফতে কি ভাবে ছাতা প্রস্তুত ও মেরামত করিতে হয় সাধারণকে তাহার একটা মোটামুটি ধারনা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

সাধারণতঃ ছাতা প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত জিনিষ কয়টীর আবশ্যক হয়। বাঁশ বা কাঠের হাতল, কতকগুলি বিশেষ ভাবে প্রস্তুত লোহার শিক এবং কিছু পরিমান মোটা তেলা কাপড়।

বাংলা দেশের ব্যবসায় কেন্দ্র কলিকাতা। এই কলিকাতায় অনেকগুলি ছাতার কারখানা আছে। কিন্তু কোন কারখানাতেই ছাতাপ্রস্তুতের উপযোগী উপকরণ সমূহ প্রস্তুত হয় না। ঐখানে বিভিন্ন উপকরণ গুলিকে একত্রে সন্নিবিষ্ট করা হয় মাত্র। আবার উপকরণ গুলির অধিকাংশই এ দেশে প্রস্তুত নহে। ছাতার বাঁট বা হাতলগুলিই এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে, আর সমস্তই বিদেশ হইতে আনিত। আবার সকল প্রকার—ছাতার বাঁটই যে এখানে তৈয়ারি হইয়া থাকে তাহা নহে। সৌখীন এবং সুন্দর কাঠের হাতলগুলি জাপানের আমদানী। কেবল সস্তাদরের বাঁশেরহাতলগুলিই এ দেশে তৈয়ারি হয়।

বাংলা দেশের জঙ্গলে প্রধানতঃ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলে একজাতীয় সরু বাঁশ জন্মে। তাহা হইতেই ছাতার বাঁট প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং বাংলা দেশই ছাতার বাঁট প্রস্তুত ব্যবসায় চালাইবারপক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক স্থান। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রতি বৎসর এই নিমিত্ত এক চট্টগ্রামের জঙ্গলগুলি হইতে অন্যূন ৯০০০০ বংশ খণ্ড কাটিয়া আনা হয়। বাংলার প্রস্তুত ছাতার হাতল ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ব্রহ্ম দেশেও ইহার যথেষ্ট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি জাপান প্রমুখ বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিবৎসর বহু টাকার হাতল ভারতবর্ষে আমদানী হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে এদেশে এখনও হাতলপ্রস্তুত ব্যবসায়ের বিস্তার সাধন করা সম্ভব এবং উহার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেশে আজকাল এরূপ অনেক উৎসাহী যুবক আছেন যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনে কোনরূপ ছোটখাট ব্যবসায় ফাঁদিবার পক্ষপাতী। এই ব্যবসায় তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রধানতঃ এইরূপ লোকদিগের অবগতির জন্য এতদ্ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হাতল প্রস্তুত উপযোগী বাঁশগুলি বঙ্গ দেশস্থ চট্টগ্রামের জঙ্গলেই বেশী পরিমানে জন্মিয়া থাকে। এই বিস্তৃত জঙ্গলের মধ্যে সীতাকুণ্ড নামক স্থান বিশেষই এই জাতীয়

বাঁশের প্রধান উৎপত্তি স্থল। কতকগুলি বাঁশের ক্ষেত্র লইয়া একটী মহল তৈয়ারী হয়। এই মহল গুলি প্রতিবৎসর উপযুক্ত মূল্যে লীজ দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য গভর্ণমেণ্টের বন বিভাগের কর্তৃপক্ষই বিভিন্ন লোককে লীজ দিবার মালিক। যাহা হউক যে সমস্ত লোক লীজ গ্রহণ করে তাহারা গাছগুলি কাটিয়া কলিকাতায় চালান দিয়া থাকে। এখানে আসিয়া সেগুলি সাধারণতঃ ১০০ ডজন ১৭৲হইতে ২০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। স্থানীয় লোকে এই খণ্ডগুলি কিনিয়া লইয়া কয়েকটী বিশিষ্ট প্রণালীর সাহায্যে ইহা হইতে সুন্দর সুন্দর হাতল তৈয়ারি করিয়া ছাতা ব্যবসায়ী দিগের নিকট বিক্রয় করে।

ছাতায় ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে এই খণ্ডগুলিতে দ্বিবিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ খণ্ডগুলির একপ্রান্ত বাঁকাইয়া হাতে করিয়া লইবার বা কোনস্থানে ঝুলাইয়া রাখিবার উপযোগী করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ খণ্ডগুলির গায়ে অগ্নি শিখার সাহায্যে নানারূপ রেখা বিচিত্র করিয়া সে গুলিকে দেখিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর করা হয়।

কারখানা কোথায়?—

কলিকাতা সহরে চোরবাগান এবং নেবুতলা অঞ্চলেই বহুল পরিমানে ছাতার বাঁট প্রস্তুত হয়। এই উদ্দেশ্যে ঐ দুই স্থানে অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল লোক ঐ সকল কারখানায় কাজ করে তাহাদের অধিকাংশই উড়িয়া। কিন্তু বিস্তর বাঙ্গালী কারীকরও আছে।

হাতল প্রস্তুত প্রণালী—
মামুলী ধরন—

বাঁশ হইতে ছাতার হাতল প্রস্তুত করিবার জন্য বর্ত্তমানে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে।

সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে বাঁশ হইতে যে ছাতার হাতল প্রস্তুত হইয়া থাকে সে গুলি ফাঁপা। বংশ খণ্ডগুলি শুকাইয়া আসিলে সর্ব্বপ্রথমে উহাদের ভিতরকার ছিদ্রগুলির মধ্যে যথেষ্টপরিমাণে বালি ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে বালি দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে যেন বাঁকাইবার সময় বাঁশটী কোন রূপে ফাটিয়া বা চিরিয়া যাইতে না পারে। তৎপরে ইংরাজী অক্ষর U ইউয়ের মত আকারের লোহার "ফর্ম্মা"আগুনে গরম করা হয়। বংশখণ্ডের এক প্রান্ত গরম ফর্ম্মার নীচে ভাল করিয়া আটকাইয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া অল্প অল্প চাপ দেওয়া হয়। এই রূপ করিলে ঐ প্রান্ত বাঁকিয়া গিয়া ঠিক ফর্ম্মার আকার প্রাপ্ত হইবে। এইবার উহার ভিতরকার বালি বাহির করিয়া ফেলিয়া ছিদ্র মুখটী এক টুকরা বেতের দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়

কিন্তু এখনই বাঁশের বাঁকান প্রান্তটীকে ছাড়িয়া দিলে উহা আবার সোজা হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য ইহার পর ৭.৮ দিন পর্য্যন্ত বাঁকা মুখটী দড়ির দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হয়। ৭.৮ দিন পরে বাঁধন কাটিয়া দিলে ও বাঁকা মুখ সোজা হইতে পারে না।

তাহার পর চিত্রিত করিবার পালা।

বংশখণ্ডের এক প্রান্ত উপযুক্ত মত বাঁকান হইয়া গেলে অগ্নিশিখার সাহায্যে উহার গায় নানা রূপ রেখা চিত্রিত করা হয়।

যেমন ভাবে স্বর্ণকারেরা বাঁকানলে ফুঁদিয়া প্রদীপ হইতে বেশ জোর বিশিষ্ট শিখা বাহির করে, বর্ত্তমানে ছাতার বাঁট চিত্রিত করিতেও কতকটা সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ভাবে ফুঁদিয়া শিখা উৎপাদন করা শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট জনক। এইজন্য এই কার্য্যে খুব বলিষ্ঠ লোকের প্রয়োজন এবং তাহাদিগকে খুব উচ্চ হারে মজুরী দিতে হয়।

যন্ত্রের আবিষ্কার—

বর্ত্তমানে উল্লিখিত উপায়ে ছাতার বাঁট প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে যে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সম্প্রতি দুইটা যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমটীর দ্বারা বংশখণ্ডটাকে সহজেই ইচ্ছামত বাঁকান যায়। এবং দ্বিতীয়টীর সাহায্যে হাতলের গায় চিত্রাঙ্কন করা যায়। নিম্নে যন্ত্র দুইটীর চিত্র দেওয়া হইল।

যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা—

হাতের কাজে সকলটী সমান হয় না—কোনটী ভাল এবং কোনটী বা মন্দ হইয়া যায়। বিশেষতঃ সমস্ত কাজ নিজে করিতে হইলে মানুষ সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই দিক দিয়া যন্ত্র ব্যবহারের একটী মস্ত সার্থকতা আছে। ইহাতে কাজ বেশী হয়, ভাল হয় অথচ সকল কাজ সমান হয়।

প্রথম ছবিতে দেখা যাইতেছে একজন লোক বড় চাকাটী ধরিয়া ঘুরাইতেছে। ইহার দ্বারা বড়

১নং চিত্র—হাতল বাঁকাইবার যন্ত্র।

Blast pipe এর মধ্যে বেগে বাতাস প্রবেশ করিতেছে। তৎপরে stop cock এর দ্বারা blast Pipe হইতে Blow-Pipe এ প্রয়োজন মত বাতাস ছাড়া হইতেছে। এই যন্ত্রের একটী প্রধান উপকারিতা এই যে ইহার দ্বারা লোহার ফর্ম্মাটী প্রয়োজন মত একভাবে গরম করিয়া লওয়া যায়। অতিরিক্ত গরম হইলে বাঁকা মুখটীর ভিতর দিক পুড়িয়া গিয়া উহা ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে অনুপযোগী হইয়া যাইতে পারে। আবার অপর দিকে ফর্ম্মার সকল স্থান সমভাবে উত্তপ্ত না হইলে উহার গায় বংশদণ্ড লাগাইবা মাত্র বংশ দণ্ডটী ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

উল্লিখিত যন্ত্রের দ্বিতীয় সুবিধা এই যে ইহাতে খুব দ্রুত গতিতে অগ্নির উত্তাপ কমান বা বাড়ান যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ ইহার উপযোগিতার তুলনায় ইহার দামও খুব কম। বর্ত্তমানে ন্যূনাধিক দেড়শত টাকা হইলে কলিকাতায় এইরূপ একটী যন্ত্র কিনিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য মফঃস্বলে ইহা অপেক্ষা দাম একটু বেশী পড়িবে। আমাদিগকে পত্র লিখিলে আমরা উক্ত যন্ত্র আনাইয়া দিতে পারি।

দ্বিতীয় যন্ত্রের সাহায্যে বাঁশের গায় রেখাঙ্কন করা হয়। ছোট বড় দুইটী Receiver বা পাত্র নলের দ্বারা সংযুক্ত থাকে। বড় পাত্রটীতে পাম্প

২নং চিত্র—হাতলের গায় চিত্রাঙ্কন করিবার যন্ত্র।

করিয়া বাতাস পুরিয়া রাখা হয় এবং ছোট টাতে Acetylene gas থাকে। কার্যারম্ভের পূর্ব্বে ক্রমাগত পাম্প করিয়া যখন প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৭০ পাউণ্ড চাপ পড়ে তখন পাম্পকরা বন্ধ করা হয়। এই উপায়ে অতি সহজেই দুই ইঞ্চি লম্বা সরু অগ্নি শিখা উৎপন্ন করা যায়। এখন এই শিখাটীকে বাঁশের গায় লাগাইয়া ইচ্ছামত রেখাঙ্কন করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা নাই।

এইযন্ত্রের বিশেষ উপযোগিতা এই যে ইহাতে কষ্টকর ফুঁ দেওয়ার হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। তখন আর উচ্চহারে মজুরি দিয়া বলিষ্ঠ লোক নিয়োগের প্রয়োজন থাকে না। কাজেই যে কোন লোকের পক্ষে এই ব্যবসায় অবলম্বন করা সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে। ইহারও যন্ত্র আমরা আনাইয়া দিতে পারি।

লাভালাভ :—

এইবার আমরা এই ব্যবসায়ে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহারই একটী মোটামুটি হিসাব দাখিল করিব। আয় ব্যয় খতাইয়া দেখা গিয়াছে যে এই বাঁট প্রস্তুত ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইতে পারে। কলিকাতায় বসিয়া ১০০ ডজন বাঁশের টুকরা ১৭৲ হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। ১০০ ডজন বাঁকান এবং চিত্রিত করার খরচা যথাক্রমে গড়ে ২৫৲ ও ৩৩৲ টাকা। ঘরভাড়া, কয়লা ইত্যাদি অন্যান্য বাবদ ১০০ ডজনে ২০৲ টাকার বেশী হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে ১০০ ডজন বাঁট তৈরি করিতে মোট ১০০৲ টাকারও কম লাগে। বাজারে উহার বিক্রয় মূল্য ১০০ ডজন প্রায় ১২০৲ টাকা। এই খানেই দেখা যাইতেছে টাকা প্রতি।০ আনা করিয়া লাভ হইতেছে।

উপরে যে আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল তাহা বাঁটের ও চিত্রাঙ্কনের পার্থক্য হিসাবে কমবেশী হইতে পারে। সাধারণতঃ যে সব বাঁটের চাহিদা বাজারে খুব বেশী একমাত্র সেইগুলি সম্বন্ধেই উপরোক্ত হিসাব খাটিতে পারে।

সাধারণতঃ একজন লোক এক ডজন বাঁট তৈয়ারি করিয়া দিলে তাহাকে ।০ আনা মজুরি দিতে হয়। বলা বাহুল্য ইহা গড়পড়তা মাত্র। কেন না একজন সুদক্ষ মজুর যেখানে ৷৷০ আনা মজুরি পাইবে একজন অনভিজ্ঞ লোক সেখানে ৵০ আনার বেশী মজুরি পাইবে না।

যাহা হউক একজন লোক প্রতিদিন ৬ হইতে ৮ ডজন বাঁটের মুখ তৈয়ারি করিতে পারে। এই এই হিসাবে তাহার দৈনিক আয় ১৷০ হইতে ২৲ টাকা। চিত্রাঙ্কনের খরচা গড়ে ডজন প্রতি ।/০ আনা ধরিলে ভুল হইবে না। কিন্তু একজন লোক প্রতিদিন প্রায় দশডজন বাঁট চিত্রিত করিতে পারে। কাজেই তাহার দৈনিক মজুরি ৩ টাকা। অবশ্য এখানেও গড়পড়তার কথা হইতেছে। কেন না যাহারা এই কাজ করিয়া পাকিয়া গিয়াছে তাহারা এই চিত্রাঙ্কন কার্য্যে দৈনিক ৪৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে।

কিন্তু যাহারা মামুলি প্রথা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত যন্ত্র সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ছাতার বাঁট প্রস্তুত কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাদের আয় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। কেন না যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলে একই পরিশ্রমে ও একই খরচে শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ বেশী বাঁট তৈয়ারী হইতে পারে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি, বর্ত্তমানে যে পরিমাণে ছাতার বাঁট এদেশে প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে এদেশের সমগ্র চাহিদা মিটিতেছে না।

কাজেই এখনও অনেক লোক এই ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়োগ করিয়া নিজেদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারেনা এতদিন যে প্রণালীতে ছাতার বাঁট প্রস্তুত হইত,তাহাতে শিক্ষিত এবং তথা কথিত ভদ্রশ্রেণীর লোকের পক্ষে উচ্চ ব্যবসায় গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব ছিল বলিলেই চলে। কেননা স্বভাবতঃই ইহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। ফুঁদিয়া বাঁকনলের সাহায্যে অগ্নিশিখা বাঁকাইয়া ছাতার বাঁট চিত্রিত করিতে গেলে অল্প দিনেই তাঁহারা কঠিন রোগা-ক্রান্ত হইতে পারেন। যদিও স্যাকরারা বংশ-পরম্পরাক্রমে এইরূপ বাঁকনলে ফুঁদিয়া অলঙ্কার তৈরীর ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে এবং সেজন্য তাহাদের যে বিশেষ স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে এরূপ সংবাদ আমরা পাই নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থ বংশীয় তথাকথিত যুবকগণ যাঁহারা এতকাল কলম পিষিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা হঠাৎ এইরূপ ফুঁকার কাজে প্রবৃত্ত হইলে হয়ত অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে এই যন্ত্র দ্বারা কাজ করা শুধু সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক নহে, পক্ষান্তরে স্বাস্থ্যের পক্ষেও প্রতিকূল নহে বর্ত্তমানে যন্ত্রের আবিষ্কারে সকল অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই ব্যবসায় ফাঁদিতে হইলে খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন নাই। গৃহস্থ ঘরের ছেলেরাও একটু চেষ্টা করিলে ঐ টাকা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে। এই অন্নসঙ্কট ও চাকুরী সঙ্কটের দিনে ইহা কম আনন্দের কথা নহে।

কলিকাতা বা কলিকাতার উপকণ্ঠেই ছাতার বাঁট প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিবার উপযুক্ত স্থান। কেন না কলিকাতাই বাংলার ব্যবসার কেন্দ্র। একদিকে যেমন বংশখণ্ডগুলি প্রচুর পরিমাণে কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে, অপরদিকে সেইরূপ এখান হইতেই প্রস্তুত বাট দেশ বিদেশে রপ্তানী হয়। কলিকাতার ছাতার কারখানাগুলিতেও হাতলের চাহিদা নিতান্ত অল্প নহে। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি ছাতার দোকান রহিয়াছে। কেহ যদি ছাতার হাতল প্রস্তুত করিয়া দোকানে দোকানে সরবরাহ করিতে চাহেন আমরা তাঁহাদিগকে দোকানদার-দিগের নামও বলিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" এইরূপ দোকানদারদিগের নাম প্রকাশিত হইবে।

যাহ হউক এপর্য্যন্ত কেবলমাত্র বাঁশের তৈয়ারি বাটের কথাই বলা হইল। এখন কাঠের বাট সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে চাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কাঠের বাঁটগুলি সাধারণতঃ জাপান হইতে এদেশে আমদানী হয়। এগুলি বাঁশের বাঁট অপেক্ষা দেখিতে অনেক সুশ্রী, কাজেই দামও অপেক্ষাকৃত অধিক। অথচ দেখিতে সুশ্রী বলিয়া সকলেই এগুলিকে পছন্দ করে এবং বেশী দাম দিয়াও কিনিয়া লয়।

এপর্য্যন্ত এদেশে কাঠের বাঁট প্রস্তুত করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই এদেশের লোকের ধারণা এদেশে ছাতার হাতল প্রস্তুত করিবার উপযোগী কোন কাঠ পাওয়া যায় না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গভর্ণমেণ্টের বনবিভাগের নিকট খবর লইয়া জানা গিয়াছে যে জাপানী হাতলের মত সৌখিন হাতল প্রস্তুত করিবার উপযোগী কাঠ ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশের জঙ্গলে প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ মনে করেন ছাতার কাঠের বাঁট গুলি বুঝি একটী কাঠের তৈয়ারী। কৈ? ঐ ধরনের গাছ ত সচরাচর দৃষ্ট হয় না! কিন্তু এখানেও সেই মিথ্যার খেলা।

জাপানে তৈয়ারি ছাতার বাঁট-গুলি এককাঠের তৈয়ারি নহে।

একটী জাপানী ছাতার হাতল লইয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে ইহা দুইটী স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত। হাতলের ধরিবার দিকের বাঁকান অংশ ঋজু অংশের গায় দৃঢ়ভাবে আটকান রহিয়াছে। উপরে পালিশ থাকায় উহা দেখা যাইতেছে না এইমাত্র। যাহা হউক, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ দুই বিভিন্ন অংশ এক কাঠের তৈয়ারি নয়। ঋজু অংশ তৈয়ারি করিবার জন্য একপ্রকার কাঠ এবং বাঁকান অংশ তৈয়ারি করিবার জন্য আর একপ্রকার কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গভর্ণমেণ্টের বন বিভাগ বলেন ঐ দুই অংশ তৈয়ারি করিবার উপযোগী কাঠই বাংলা দেশে পাওয়া যাইতে পারে।

ছাতার হাতল প্রস্তুত করিবার উপযোগী যে সমস্ত কাঠ বাংলা দেশ বা বাংলা দেশের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে জন্মিয়া থাকে নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল।

ঋজু অংশের জন্য :—

১। ডিলিনিয়া (Dillenia Indica) বঙ্গদেশে জন্মিয়া থাকে।

২। হোলং (Dipterocarpus Pilosus) —আসামে পাওয়া যায়।

৩। Thingan বা Hopea Odorata বর্ম্মায় পাওয়া যায়।

৪। জারুল (Lagerstroemia Flos Reginae) বঙ্গদেশে জন্মিয়া থাকে।

৫। বিঙ্গা (Binga) Stephegyne Diversifolia—বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

৬। পানিসাজ (Terminalia Myriocarpa)—আসামে দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। কাটুস (Castanopsis Hystrin)—আসামে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁকান অংশের জন্য :—

১। Gnneperus Pseudo Sabina (Black Guniper)

২। „ Recurva (Blue Guniper)

৩। „ Macropova (Indian Guniper four)

উপরোক্ত গাছগুলির সরুসরু ডালগুলি কাটিয়া লইয়া, চাঁচিয়া, সেগুলিকে অগ্নির উত্তাপে প্রয়োজনানুরূপ বাঁকাইয়া লইতে হইবে। তাহারপর ঐ গুলিকে ঋজু অংশের গায় স্ক্রু দিয়া আটিয়া দিলেই চলিবে।

যে গাছ কয়টার নাম করা হইল সে গুলির ডাল হইতে ও সুন্দর ছাতার বাঁট প্রস্তুত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গাছ কয়টী ও ঐ উদ্দেশ্যে বেশ কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করা যায়।

১। You—(Anogeissus Acuminata)

২। Axle wood (Anogeissus Latifolia)

৩। Andaman Bowwood (Sagaraoa Elliptica)

৪। দামন (Grewia Tiliaefolia)

৫। সুন্দরী বা সুঁদরী (Heritiera Minor)

এই কয়টার মধ্যে আন্দামান বো ও দামন কাঠ হইতেই ছাতারবাঁট প্রস্তুত করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক। এমন কি ইচ্ছা করিলে এই দুই কাঠের একখণ্ড হইতেই সমগ্র হাণ্ডলটী প্রস্তুত করা যায় মাঝে জোড়ন রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বঙ্গদেশে ছাতার হাতল প্রস্তুতের ব্যবসায় বেশ জোরের সহিত চলিতে পারে। এতদিন শুধু বাঁশ হইতেই হাতল প্রস্তুত হইত কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে কাঠের সৌখীন হাতলও এদেশেই তৈয়ারী হইতে পারে। এতদিন হয় নাই—সে আমাদের অজ্ঞতার ফল ; আমরা জানিতাম না যে এদেশে উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যায়। কিন্তু যখন বুঝিতেছি ঘরেই সমস্ত সরঞ্জাম রহিয়াছে—আমরা ঘরে বসিয়াই অল্পায়াসে ইহা তৈয়ারি করিয়া লইতে পারি,তখন ঘর ছাড়িয়া পরমুখাপেক্ষী হইব কেন? আমাদের কষ্টার্জ্জিত টাকা হাজারে হাজারে জাপানে পাঠাইবার প্রয়োজন কি?

দেশে অনেক বেকার যুবক বসিয়া আছে। তাহারা কাজ করিতে চায়--কিন্তু কাজ খুঁজিয়া পায় না। অধিকাংশ লোকে যে ধরনের কাজ খুঁজিয়া বেড়ায় আমরা অবশ্য সে ধরণের কাজ অর্থাৎ চাকুরীর সন্ধান দিতে পারি না। কিন্তু, যাহারা খাটিয়া খাইতে লজ্জাবোধ করে না—যাহাদের শিল্পকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে মান হানি হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে অল্প মূলধনে যন্ত্র সাহায্যে ছাতার বাঁট প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিই। ইহাতে তাহারা ত দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবেই, তাহা ছাড়া দেশের প্রচুর অর্থ অনর্থক বিদেশে চলিয়া যাওয়া বন্ধ হইবে।

———

কাঠের পালিশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আসবাবে ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগাইবার পর দশ বার দিন কাটিয়া গেলেও যদি ঐ পালিশ শুকাইয়া না যায় বা উহাতে হস্ত স্পর্শ করিলে উহার উপর হাতের দাগ পড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হয় পালিশের উপাদান গুলি অত্যন্ত নরম ছিল অথবা পালিশ লাগাইবার সময় অতিরিক্ত তৈল ব্যবহৃত হইয়াছে।

চাঁচগালা এবং স্পিরিট ঠিক মত লাগাইতে পারিলে পালিশ সহজেই শক্ত হইয়া উঠিবে। আর যদি পালিশ নিতান্ত নরম থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

বেঞ্জোলাইন দিয়া মুছিয়া ক্ষেত্রটীর তৈলাক্ত ভাব নষ্ট করিয়া ফেল এবং পালিশের সহিত সম পরিমান স্পিরিট মিশাইয়া উহার দ্বারা নূতন করিয়া পালিশ লাগাও। তাহারপর একটী পরিষ্কৃত নরম নেকড়ার নুটি স্পিরিটে অল্প ভিজাইয়া উহা দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ পালিশের ফিনিসিং অফ্ কর। নেকড়ার নুটিটী যেন খুব অল্প অল্প ভিজান হয়— বেশী ভিজাইলে সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে। আরও এক কথা, নেকড়ার নুটির পরিবর্ত্তে ওয়াডিং নির্ম্মিত স্পিরিট রবার ব্যবহার করিলেও চলিবে না।

যদি পালিশ অল্পেই উঠিয়া যায় বা উহাতে হাত দিলে পালিশের উপর সাদা দাগ পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হয় পালিশ করিবার পূর্ব্বে রীতিমত বডিইং করা হয় নাই, না হয় বার্ণিশ বা পালিশে অতিরিক্ত রঞ্জন ব্যবহার করা হইয়াছে, না হয় অতিরিক্ত তৈল ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা পালিশ লাগাইবার সময় উহা কাঠের গায় উত্তমরূপে ঘসিয়া না দিয়া কেবল উপর উপর লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক পালিশের দোষ দূরীভূত করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা উচিত।

এক গ্যালন জলে চাবাটীর এক বাটী সোডা গুলিয়া ঐ সোডার জলে আসবাবটী ধুইয়া ফেল। তাহারপর উহাতে নূতন করিয়া পালিশ লাগাও। অবশ্য ঐ কার্য্য সাধনের জন্য যেমন তেমন পালিশ ব্যবহার করিলে চলিবে না। এক পাইণ্ট মেথিলেটেড্ স্পিরিটের সহিত চার আউন্স উৎকৃষ্ট চাঁচগালা (গোলাপী রঙের) মিশাইয়া ঐ পালিশ প্রস্তুত করিতে হইবে। আর যদি পালিশের পরিবর্ত্তে বার্ণিশ লাগাইতে হয়, তাহা হইলে বাদামী রঙের অত্যুৎকৃষ্ট শক্ত স্পিরিট বার্ণিশ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

যে ফ্রেঞ্চ-পালিশে অতিরিক্ত মাত্রায় গঁদ বা রঞ্জন মিশ্রিত হইয়াছে তাহা আসবাবে লাগাইয়া আসবাবের উপর কয়েক ফোঁটা জল ফেলিয়া কিছুক্ষণ থাকিতে দিলে উহাতে জলের দাগ ধরিয়া যায়। কাঁচা তিসির তৈল দিয়া ক্ষেত্রটীকে মুছিয়া ফেলিয়া একখণ্ড মেথিলেটেড্ স্পিরিট সিক্ত নেকড়া দ্বারা ঘর্ষণ করিলে ঐ দাগ উঠিয়া যাইতে পারে। নেকড়াটীকে প্রথম প্রথম আলগা ভাবে এবং পরে

স্পিরিট শুকাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে একটু জোরে চাপিয়া ঘসিতে হইবে।

যাহাহউক এইরূপে ফ্রেঞ্চ পালিশের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিলে এবং উহার তৈলাক্ত ভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে ক্ষেত্রটীকে বেঞ্জোলাইন দিয়া মুছিয়া লও বা সোডার জল দিয়া ধুইয়া ফেল এবং তাহার পর উহার উপর এক পোঁচ উৎকৃষ্ট কোপাল বার্ণিশ (Copal varnish) লাগাইয়া দাও। ইহাতে আসবাবটা বেশ চাকচিক্য বিশিষ্ট দেখাইবে এবং আর সহজে ইহাতে জলের দাগ ধরিবে না।

আসবাবে ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগাইবার পর উহা দুই এক দিনের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া গেলে বুঝিতে হইবে, হয় খারাপ তেল ব্যবহৃত হইয়াছে, না হয় সঙ্গত উপায়ে তেল ব্যবহার করা হয় নাই। পালিশ কারককে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে পালিশের কার্য্যে একমাত্র তিসির তৈলই ব্যবহার করা যাইতে পারে। উহার পরিবর্ত্তে অন্য কোনো তেল ব্যবহার করিলে চলিবে না। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে পালিশ তৈয়ারী করিতে তিসির তৈলের প্রয়োজন হয় না বা উহা পালিশের কোন অংশ নহে। তৈল প্রয়োগ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে উহাতে আসবাবে কোন সৌখীন কাঠ বসান হইলে তাহার Figure গুলি সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠে। এবং দ্বিতীয়তঃ তৈল প্রয়োগ করায় গালার পর্দ্দাটী কাঠের উপর চারিদিকে সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ফ্রেঞ্চ পালিশ করিয়া আসবাবটীকে উজ্জ্বল চাকচিক্য বিশিষ্ট ও সুন্দর দেখাইতে হইলে এমন ভাবে পালিশ লাগান উচিত যাহাতে প্রতিবারেই তিসির তৈলটুকু উপরে উঠিয়া পড়ে অর্থাৎ কোন বারেই যেন দুই পর্দ্দা গালার মধ্যে তেল থাকিয়া না যায়। যখন এক পোঁচের উপর আর এক পোঁচ—তাহার উপর আর এক পোঁচ পালিশ লাগাইয়া আসবাবের উপর ইচ্ছানুরূপ গালা লাগান হইয়া যাইবে তখন পালিশ-কারক ঘসিয়া ঘসিয়া ক্ষেত্রটীকে মসৃন ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন। এই সময়ে একটী বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ওয়াডিং এর নেকড়াটী মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করা দরকার কিম্বা একই নেকড়া ঘুরাইয়া লইলেও চলিতে পারে। পালিশের উপর হইতে তৈলের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার জন্য এইরূপ করিতে উপদেশ দিতেছি। অবশ্য নিখুঁত ভাবে ইহা সম্পন্ন করা একটু কঠিন ব্যাপার। এবং সাধারণতঃ অধিকাংশ পালিশকারকই ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পালিশের সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে।

স্পিরিট রবারটী স্পিরিটে বেশী করিয়া ভিজাইয়া লওয়াই এই অকৃতকার্য্যতার মূল কারণ। রবারের উপর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া স্পিরিট ফেলিয়া ইহাকে একটু অধিক স্যাঁতস্যাতে (Moist) করিয়া লইতে হইবে মাত্র, ভিজাইয়া লইলে চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ রবারটাকে হাতের মধ্যে চাপিয়া বেশ জোর করিয়া আঁটিয়া ধরিতে হইবে। প্রথমে আলগা করিয়া রবারটীকে ক্ষেত্রের উপর তরঙ্গায়িত ভাবে দোলাইয়া ঘর্ষণ কর। তাহার পর স্পিরিট যতই শুকাইয়া যাইতে থাকিবে ততই ইহাকে চাপিয়া ঘসিতে হইবে। এইরূপ উপর্য্যুপরি কয়েক দফা স্পিরিটিং অফ্ করিতে হইবে। রবারে অতিমাত্রায় স্পিরিট লাগাইলে পালিশের গালা গলিয়া যায় এবং কিছুদিন পরে কাটিয়া যায়। যদি ফিনিস্ করিবার সময় দেখা যায় আসবাবের উপর নানাস্থানে ছাপ্ ছাপ্ দাগ পড়িয়া গিয়াছে তাহা হইলে দাগ অবস্থা ফিনিস না করিয়া প্রথমে আর এক দফা ক্ষেত্রের উপর দিয়া

পালিশ নিসিক্ত রবারটীকে বুলাইয়া লইয়া ঐ দাগ গুলি নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ফিনিসিং অফ্ করিতে হইবে।

মেহগেনি কাষ্ঠ নির্ম্মিত চেয়ারে আঘাত লাগিয়া পালিশ ও কাঠ থেঁৎলাইয়া গেলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনকরতঃ তাহার গায় নূতন করিয়া পালিশ লাগাইতে হয়।

প্রথমে ১নং গ্লাসপেপার দিয়া থেঁৎলান অংশগুলি মসৃন করিয়া ফেল এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও সূক্ষ্ম গ্লাসপেপার ব্যবহার কর। দ্বিতীয়তঃ যদি রঙ্ খারাপ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আর একদফা ষ্টেন্ লাগাইয়া দাও।

তৃতীয়তঃ কিঞ্চিৎ পাতলা পেষ্ট ও গরম শিরীষের সহিত অত্যল্প পরিমান রোজ পিঙ্ক (Rose Pink) মিশাইয়া একখণ্ড র‍্যাগের সাহায্যে চেয়ারের ক্ষতঅংশ সমূহে উহা লাগাইয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে উহা শুকাইয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ একটী পাত্রে আধ পাইট মেথিলেটেড স্পিরিট ও চার আউন্স গোলাপী রঙের চাঁচগালা রাখিয়া, ঐ পাত্রটী ঈষৎ অগ্নির উত্তাপে স্থাপন কর। কিছুক্ষণ উত্তাপ লাগিলে গালা গলিয়া স্পিরিটের সহিত মিশাইয়া যাইবে। তখন একখণ্ড সূক্ষ্ম কাপড়ে উহা ছাঁকিয়া লও। একটী শিশিতে খানিকটা কাঁচা তিসির তেল সংগ্রহ করিয়া রাখ।

তাহার পর পালিশ লাগাইবার পূর্ব্বে একটী র‍্যাগের সাহায্যে সমস্ত চেয়ার খানিতে তিসির তৈল মাখাইয়া দাও। তৎপরে একটী নরম নেকড়ার নুটিতে কিঞ্চিৎ পালিশ লাগাইয়া উহা দ্বারা সমস্ত আসবাবটীর উপর ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিতে থাক। যতক্ষণ না পালিশ প্রায় শুকাইয়া উঠিবে ততক্ষণ ঐরূপে ঘসিতে হইবে। তাহার পর নুটিতে আরও একটু পালিশ লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পুনর্ব্বার ঘর্ষণ করিতে হইবে। যদি ক্ষেত্রের উপর দিয়া টানিবার সময় নেকড়ার নুটি বা রবারটী অবাধে সরিয়া না যায় অর্থাৎ চট্‌চটে ভাব বশতঃ উহা পালিশে আটকাইয়া যায়, তাহা হইলে আঙ্গুলের অগ্রভাগে সামান্য তিসির তৈল লইয়া উহা ক্ষেত্রের উপর ছিটাইয়া দিতে হইবে। কয়েক বিন্দু তৈল ছিটাইয়া দিলে রবারটী আর পালিশে আটকাইয়া যাইবে না। যাহা হউক কয়েক পোচ পালিশ লাগাইবার পর উহা মসৃন ও শক্ত হইয়া গেলে, আসবাবটীকে কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখিতে হইবে এবং পরে একখণ্ড পরিষ্কৃত নেকড়ার নুটির উপর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া স্পিরিট ঢালিয়া উহা ভিজিয়া গেলে (moist) উহা দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ আসবাবটীকে উজ্জ্বল ও চাকচিক্য বিশিষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। উপরোক্ত সমস্ত প্রক্রিয়াই একটী গরম ঘরের মধ্যে করিতে হইবে; কেন না ঠাণ্ডা লাগিলে ভালরূপ পালিশ উঠিবে না এবং উঠিলেও উহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

অনেক সময় ফ্রেঞ্চ পালিশের রঙ্ সাদা হইয়া যায়। বেঞ্জোলাইন বা তদনুরূপ অন্য কোন পদার্থ গ্রেণ ফিলার হিসাবে **পরমা অবস্থায়** ব্যবহার করিলে, কিম্বা পালিশ লাগাইবার পূর্ব্বে আসবাবটীকে সাদা করিয়া ফেলিবার জন্য (bleach) অক্সেলিক এসিড ব্যবহার করিয়া উহার কার্য্যকারীতা নষ্ট করিবার জন্য সমস্ত ক্ষেত্রটী সাধারণ ভিনিগার দিয়া মুছিয়া না লইলে, ফ্রেঞ্চ পালিশ লাগাইবার পর কিছুদিনের মধ্যেই উহা সাদা হইয়া যাইতে পারে। উপরোক্ত কারণ দুইটীর কোনটীই যদি আসবাবের সাদা হওয়ার জন্য দায়ী না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আসবাবের

উপর ভাল করিয়া পালিশ লাগান হয় নাই উত্তমরূপে ঘসিয়া ঘসিয়া কাঠের ছিদ্রপথে পালিশ প্রবেশ করাইয়া না দিয়া, উহার উপর অত্যন্ত আল্‌গা ভাবে পাত্‌লা করিয়া একটী পালিশের প্রলেপ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। তাই যতদিন কোনরূপ ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্ন সহকারে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল ততদিন আসবাবটী দেখিতে সুন্দর ও উজ্জল ছিল কিন্তু ব্যবহারে লাগাইবার সঙ্গ সঙ্গে উহার পালিশ সহজেই খসিয়া উঠিয়া যাইতেছে।

আবার কখন কখন দেখা যায়, সমস্ত পালিশ সাদা হইয়া না গিয়া পালিশের উপর স্থানে স্থানে সাদা সাদা দাগ পড়িয়া গিয়াছে। নানা কারণে এইরূপ হইতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণ কয়টী উল্লেখ যোগ্য।

(১) আসবাবটীকে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবার পর উহা ভিজা থাকিতে থাকিতেই উহাতে পালিশ লাগাইলে,

(২) গ্রেণফিলার হিসাবে প্লাস্টার-অব্‌ প্যারিশ ব্যবহার করিলে,

(৩) পালিশ বা ফিনিসিং অফ করিবার জন্ত ব্যবহৃত স্পিরিটে বেঞ্জলাইন ভেজাল দেওয়া থাকিলে কিম্বা

(৪) কোনরূপে পালিশে বা পালিশ করা আসবাবে অত্যধিক স্যাঁতা লাগিলে, পালিশ স্থানে স্থানে সাদা হইয়া যায়।

যাহা হউক উল্লিখিত যে কারণেই পালিশ সাদা হইয়া যাউক না কেন সমপরিমাণ কাঁচা তিসির তৈল ও টার্পিন মিশাইয়া উহা দ্বারা ক্ষেত্রটীকে মুছিয়া ফেলিয়া একখণ্ড পরিষ্কৃত নেকড়ার সাহায্যে সামান্ত স্পিরিট ঘসিয়া দিলে অনেক সময় ঐ সাদা দাগগুলি উঠিয়া যায়। কিন্তু যদি ইহাতেও বিশেষ কোন ফললাভ করা না যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পুনর্ব্বার পালিশ করা ব্যতীত ও রোগের আর কোন প্রতীকার নাই।

স্যাঁতাই পালিশের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় (১) পালিশ করিবার পূর্ব্বে আসবাব ধৌত করিয়া উহাকে উত্তমরূপে মুছিয়া না ফেলিবার দরুণই হোক (২) পালিশের উপাদানগুলিতে ঠাণ্ডা লাগিবার জন্তই হোক যে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগিয়াই পালিশ সাদা হইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

প্রথমে আসবাবটীকে একটী গরম ঘরে লইয়া যাও এবং একখণ্ড ফ্লানেল সমপরিমাণ তিসির তৈল ও স্পিরিটে ভিজাইয়া উহা দ্বারা সমস্ত আসবাবটীকে ঘর্ষন কর। তৎপরে একটী ভাল পালিশ রবার ইহার উপর দিয়া বুলাইয়া লও যেন ক্ষেত্রের উপর পালিশের একটী সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়া যায়। সর্ব্বশেষে আসবাবটীতে এক পোঁচ স্পিরিট বার্ণিশ লাগাইয়া দাও। এই বার্ণিশে যেন কোনরূপে ঠাণ্ডা না লাগে বা পালিশের বোতল বহুক্ষণ খুলিয়া রাখা না হয়। পালিশ বা বার্ণিশের সহিত কয়েক ফোটা রেড ষ্টেন্‌ মিশাইয়া দিলে আরও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়; কেন না ইহাতে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য খুবই বাড়িয়া যায়।

অধিকাংশ স্থলে গ্রেণফিলার হিসাবে প্লাস্টার অফ-প্যারিশ (Plaster of Paris) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উহা ব্যবহার করা আদৌ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। প্লাস্টারের মধ্যে প্রায়ই চুণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চুণ আসবাবের অনিষ্ট কারক। উহা ষ্টেন্‌ নষ্ট করিয়া ফেলে এবং ফলে পালিশ সাদা হইয়া যায়। হোয়াইটিং এবং তার্পিন মিশাইয়া পেষ্ট তৈয়ারি

করিয়া উহাই গ্রেণফিলার রূপে ব্যবহার করা উচিত। গ্রেণ ফিলারের সহিত কিঞ্চিৎ ভিনিস্ দেশীয় রেড বা অন্যকোন রঙ মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। অবশ্য যে কাঠের সহিত যে রঙ্ মানায়, সেই কাঠের জন্য গ্রেণফিলারে সেই রঙ্ মিশাইতে হইবে।

পালিশের সহিত যদি বিশমার্ক ব্রাউন (Bismark brown) মিশান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বরাবর কাঠের উপর ঐ একই পালিশ প্রয়োগ করা উচিত নহে। কেননা ইহাতে কিছুদিন পরে পালিশের রঙ্ খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অবশ্য প্রথম প্রথম কয়েক পোঁচ রঙীন পালিশ লাগান যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, উহা কেবল বডিইং আপ্ করিবার জন্য।

কয়েক পোঁচ রঙীন্ পালিশ লাগাইবার পর যখন দেখিবে তুমি আসবাবে যে রঙ চাও আসবাবটী ঠিক সেই বর্ণবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তখন আর রঙীন পালিশ লাগাইলে চলিবে না তৎপরিবর্ত্তে বর্ণহীন পালিশ দয়া ফিনিস্ করিতে হইবে।

যাহা হউক গ্রেণ ফিলার ব্যবহার করিবার দোষে পালিশে সাদা দাগ ধরিলে কি ভাবে তাহার প্রতীকার করা যাইবে তাহাই আলোচনা করা যাউক। এ ক্ষেত্রে সমস্ত পালিশ উঠাইয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া পালিশ লাগানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা বড়ই ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই ব্যবসায়ীর পক্ষে ঐ উপায় অবলম্বন করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। দ্বিতীয় উপায়টী এইরূপ—প্রথমে পিউমিস্ ষ্টোন্ চূর্ণ ও জল বা তেল দিয়া ঘর্ষণ করতঃ দুই এক পর্দ্দা পালিশ উঠাইয়া দাও। তৎপরে তেল বা জল উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিয়া বিবর্ণ অংশগুলিতে প্রয়োজনানুযায়ী ষ্টেন্ বা রঙ লাগাও। তাহার পর সমস্ত আসবাবটীতে নূতন করিয়া কয়েক দফা পালিশ লাগাও। পালিশ লাগাইবার পূর্ব্বে যেন আসবাবটী সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক থাকে।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাগানসমূহে যে সমস্ত আসবাব পালিশ করা হয় তাহা প্রায়ই লোণা লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কেবল যে কোন প্রকারে লবণাক্ত জলের সংস্পর্শে আসিলেই যে আসবাবে লোণা ধরিতে পারে তাহা নহে, সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানের বাতাসের সহিত রাশি রাশি লবণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা মিশ্রিত রহিয়াছে। কাজেই কোনরূপ জলের সংস্পর্শে না আসিয়াও শুধু বাতাস লাগিয়াই আসবাবের পালিশ নষ্ট হইয়া যায়। এই লবণাক্ত বাতাসের ধ্বংসকারী শক্তিকে ব্যর্থ করিতে হইলে আসবাবগুলির গায়ে খুব সাবধানতার সহিত পালিশ লাগাইতে হইবে।

আসবাবটী যদি নূতন হয় অর্থাৎ ইহা যদি সদ্যঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রথমে উহার উপর তিন চার পর্দ্দা দ্রবীভূত চাঁচ গালা লাগাইয়া দাও। বলা বাহুল্য গালাটুকু মেথিলেটেড্ স্পিরিটে গলাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর ফ্রেঞ্চ পালিশের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ক্ষেত্রটীকে পিউমিস চূর্ণ ও তিসির তৈল সাহায্যে মসৃণ করিয়া উহার উপর বর্ষাতি পালিশ (waterproof Polish) প্রয়োগ করিয়া ফিনিস্ কর। নিম্নলিখিত ভাবে বর্ষাতি পালিশ প্রস্তুত করিতে হয়।

মেথিলেটেড স্পিরিট	১ পাইট
গাম্ বেঞ্জইন (Gum Benzain)	৩ আউন্স

গাম্ সেণ্ডারাচ ১ আউন্স
(Gum Sandarach)
গাম্ এনিমি ১ আউন্স
(Gum animi)

উপরোক্ত দ্রব্য কয়টী উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া এক খণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লও। তৎপরে ইহাতে এক গিল্ (১ গিল = $\frac{1}{16}$ পাইণ্ট) পোস্তর তৈল মিশাইলেই বর্ষাতি পালিশ তৈয়ারি হইয়া যাইবে।

সোণা দেশে আরও এক প্রকারে নূতন পালিশ করা যাইতে পারে।

প্রথমে স্পিরিটিং অফ্ করিবার জন্য যে ভাবে বডিইং করা আবশ্যক সেই ভাবে বডিইং কর। ইহা শুকাইয়া গেলে সিউমিস্ চূর্ণ ও জল দিয়া ঘসিয়া ক্ষেত্রের তৈলাক্ত ভাব নষ্ট করিয়া ফেল। তৎপরে ক্ষেত্রটীকে উত্তমরূপে মুছিয়া উহার উপর এক পর্দ্দা বা আবশ্যক হইলে দুই বা তিন পর্দ্দা উৎকৃষ্ট ওক্ বার্ণিস লাগাইয়া দাও।

পুরাতন আসবাব নূতন করিয়া পালিশ (repolish) করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথমে সোডার জলে আসবাবটীকে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেল এবং সাধারণ নিয়ম অনুসারে নূতন করিয়া পালিশ লাগাও। ইহা শুকাইয়া গেলে ক্ষেত্রটীকে বেঞ্জোলাইন্ দিয়া মুছিয়া ফেল। ইহাতে ক্ষেত্রের তৈলাক্ত ভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তৎপরে ইহার উপর এক পর্দ্দা ওক-বার্ণিশ লাগাইয়া দাও।

কয়লা কুঠির সমাধি।

দেশে ঝড়ে জঙ্গলের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সহরবাসী হ'তে গ্রামবাসী পর্য্যন্ত আজ কালার প্রেমে হাবুডুবু। কাজে কাজেই কয়লার কথা নূতন করে আর কাউকে বলতে হবে না। তবে কানপুরের মত সেলের রাজত্বে যাঁরা থাকেন তাঁরা বলেন আমরা ত একবারে কালার জ্বালায় ঝালাপালা। কয়লার এই আদুরে নামটা কোন আস্মানিক নভেল লেখকের তৈরি নয়। কয়লার দেশের লোক একে কালা ব'লে থাকে। সত্যিকার হিসাব ক'রে দেখ'লে বোঝা যায় কালার দেশে সবই কালা, ধলার সংখ্যা খুবই কম, যদি বা থাকে তাও আবার লক্ষে অলক্ষ্য। গ্রাণ্ড কর্ডলাইনের অণ্ডাল ষ্টেশন ছাড়িয়ে গেলেই কয়লার বৃহৎ বৃহৎ স্তূপ যেন পাহাড় গুলোর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য আশ পাশের গাছপালা বাড়ী ঘর সব থেকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কয়লা ত জন্মকালা, যারা কয়লা তোলে তারা কালা, কয়লার সহবাসে গাছ পাথর আকাশ বাতাস সবই কালা। যারা ধলা চামড়া নিয়ে সেখানে যায় তারা দু দিনেই কালা হয়ে যায়, আর যারা ধলা মন নিয়ে সেখানে যায় তাদেরও মনে কাল দাগ প'ড়তে অধিক বিলম্ব হয় না।

বাস করার কথা ভাবতে পেলে সোয়াস্তির জন্য বৃন্দাবনে বাস করা চলে না তবে পরমার্থ লাভের অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জনের কথা ধরতে হ'লে এটা একটী পীঠস্থান ব'ললেও চলে। কিছুদিন আগে অর্থাৎ বিগত যুদ্ধের সময় কয়লা কুঠিকে "রসকুড়" ব'লত। কিন্তু সে দিনের রসকুর কেমন করে "পাশকুড়ের" অধম হ'য়ে পড়ল তারই কথা ব'লব মনে ক'রছি। আগে আগে যেখানে দু'লাকেরও

বেশী লোক চাকরী ব্যবসায় করত সে যায়গা আজ কাল যেন নিরালা আঁধারে ঢাকা তাই ভেবে দেখা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। ১৯১৮ সাল তক অর্থাৎ এমন কি Good second class ব'লে কত worst third class পর্য্যন্ত টন প্রতি ৩০।৩২্ টাকা দরে বিক্রী হ'য়ে গেছে; কেউ তার ক্লাস পরীক্ষা ক'রে দেখতে পর্য্যন্ত যায়নি যখন ১৯১৯ সালে আমি প্রথম কয়লা কুঠি যাই তখন প্রায় সব কয়লাকে Good second class ব'লতে শুনেছি। তাই শুনে আমি ভাবি আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতুম যে কেমন করে খুঁজে খুঁজে Good second class কয়লাগুলো, এক সঙ্গে জড় হ'ল। তার পরে বুঝলাম চড়ার বাজারে সব গুলোই Good second class এমন কি ডিপোর ধুলা মাটী বা shale (কাল) পাথারগুলা পর্য্যন্ত ঐ সময়ে কয়লা বা কুঠিওয়ালাদের আবশ্যকমত second classএ প্রমোশন পেত। ফলে বোম্বাইয়ের ব্যবসাদারেরা অনেক সময়ে ধুলা মাটী Good second class ব'লে কিনতে বাধ্য হ'ত। তখন অন্য অন্য জায়গায় কয়লা খনির আবিষ্কার হয়নি কাজে কাজেই ঝরিয়া বাজারের কয়লা ছিল তাদের অনন্য অবলম্বন। ঝরিয়া হ'তে বোম্বাইয়ের টন করা ভাড়া প্রায় ১৭্। অতএব এক টন কয়লার দাম প'ড়ত প্রায় ৫০্। বোম্বাইয়ের ব্যবসাদারেরা ৫০্ টাকা টন দিয়ে পীঠস্থানের মাটী নিলেও কিন্তু রাগে গড়গড় ক'রত। এর উপর রেলের কর্ম্মচারীদের "না বলিয়া চাহিয়া লওয়া" ছিল একটা মস্ত বড় ভাবনার বিষয়। সময় সময় টন প্রতি ২০।২২ মণের বেশী উঠত না। সুতরাং ঝরিয়া fieldএর উপর এ রাগটার শোধ নেবার অবসর তারা অনেক দিন থেকেই খুঁজে আস্‌ছিল। ভগবান কারুর ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না কাজে কাজেই সে সুযোগ মিলতে অধিক দেরী হ'ল না। চারিদিকে নূতন নূতন কয়লার খনি বেরুতে লাগলো। East Bengal এবং Assamএ কয়লার খনি বেরিয়ে খুলনার মহাজনঘাটতক পাড়ি জমালে। Calcutta market রাণীগঞ্জের অনেক দিনের আলাপি কাজে কাজেই কলকেতা পরিবার নূতন বন্ধুত্ব স্থাপন করতে রাজি হ'ল না বরং রাণীগঞ্জের নাম ক'রে যোগমায় পাথুরী কয়লাগুলোতক মুক্তির অধিকারী হ'ল। অনেক দেশের কথা শুনেছি কিন্তু বাঙ্গালার মত এমন নিরপেক্ষ শান্তিপ্রিয় যায়গার কথা কখনও শুনিনি। ঝরিয়ায় কয়লার Carbon এর অংশ অধিক, Ash খুব কম, Sulpur নাই বলিলেই হয় কিন্তু Volatile matter এর অংশ একটু অধিক। রাণীগঞ্জের কয়লাতে Carbon এর অংশ কম, Ash প্রায় শতকরা ১০ ভাগ, Sulphur ও ঝরিয়ার কয়লা হ'তে অনেক বেশী কিন্তু তরল জিনিষের অংশ খুব অল্প। কাজে কাজেই কয়লারে দিলে দিব্বি নাড়তে চাড়তে হয় না। মাত্র এই টুকুর জন্যই ঝরিয়ার ভাল কয়লা ছেড়ে কলকেতা বাজারের রাণীগঞ্জের প্রতি টান বড় বেশী। আমার এক সাহেব বন্ধু বলতেন তোমাদের বাঙ্গালী জাতটা একটু নূতনত্বের পক্ষপাতী আর রাণীগঞ্জের নামটী দিব্যি মেয়েলির ধরণের এমন কি নভেলেও চ'লতে পারে, কাজে কাজেই তোমাদের কলকেতা রাণীগঞ্জের পরম বন্ধু।

সব গেলেও ঝরিয়ায় এক ভরসা ছিল কানপুর তাও আবার সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে কয়লা উঠে শেষ ক'রে দিলে। বাকী মাত্র বোম্বে মার্কেট। বোম্বে মার্কেট রেলওয়ে ও গভর্ণমেণ্টের মুখের দিকে

তাকিয়ে প্রথম প্রথম ঝরিয়া থেকেই কয়লা দিতে লাগলো। অল্পদিনের মধ্যে রেলওয়ে কোম্পানী রামগড় fieldএ নিজস্ব বড় বড় কলিয়ারি খুলে ফেললে ; Gandhismকে check করার জন্য এবং নিজের দেশের Unemployment question এর একটা তড়ি ঘড়ি মীমাংসা করার জন্য Shipmentও বন্ধ করলেই, পরন্তু importএর Duty তুলে দিয়ে Africa থেকে কয়লা আন্‌বার ব্যবস্থা ক'রলে। আগে Africa থেকে যে সব জাহাজ মাল দিতে আনবার সময় Water batter বা জল ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আ'সত তারাও মহানন্দে কয়লার আমদানি ক'রতে স্রুরু ক'রলে। Africaর কয়লা ভারতের কয়লা হ'তে অনেক অংশে খারাপ বলে বড় জোর ৫।৬ টাকা ভাড়া দিয়ে বোম্বের বন্দরে এনে হাজির করতে লাগলো। Governmentএর দেখাদেখি Jheria Mraketকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বোম্বে market সটান Africaর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ফেললে। দোহাই মধুসূদন ব'লে ঝরিয়ার কয়লাকুঠিগুলো স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাই দেখে mining fedaration ঘ্যানর ঘ্যানর স্রুরু করলে ; তাতে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দয়া হ'ল না। বিশ্বানন্দের উদ্ধবের বাস্তব প্রতিবাদ Natal coalই বোম্বাইয়ে শিকড় গেড়ে বসল। কেউ কেউ হয়ত বলবেন বিশ্বানন্দ আবার কয়লার ব্যবসার কি ক'রলে! তিনি সন্ন্যাসী, তোমাদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে খা'টলেন, এতে আবার দোষ কি হল ? তোমরা তাঁর বদনাম কর কেন ? বিশ্বানন্দ যখন গরীবের মা বাপ সেজে কয়লা কুঠিতে যাননি তখন কয়লার ব্যবসায়ে ২।৪ পয়সা বেশ থা'কত। Capital এবং labour দুই কিছু না কিছু লাভ পেত। কিন্তু যাই বিশ্বানন্দ বুঝিয়ে দিলেন "হে দরিদ্র ভাই সকল, তোমরা জগতের মেরুদণ্ড" অমনি তারা বুঝল অল্প বেতনে কাজ ক'রব না ; যত বেতন পাচ্ছি তার তিনগুণ চাই। যায়গার পর যায়গায় ধর্ম্মঘট হ'তে স্রুরু হল ; বেতন প্রায় দ্বিগুণ হ'য়ে পড়ল। ফলে মন্দার বাজারে লোকসান দিতে দিতে Capitalist "গজভুক্ত কপিত্থ বৎ" হয়ে পড়লেন। দুঃখের বিষয় মজুরদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হল না। বেশী পয়সা আসছে দেখে তারা পুরাদস্তুর খাটুনির অর্দ্ধেক ক'রে ফেললে। অবকাশের মাত্রা বাড়তেই মদের মাত্রাও সেই অনুপাতে বেড়ে গেল। কুঠিতে পুরাতন চাল বজায় রা'খতে যেয়ে লোকের সংখ্যাও বাড়াবার আবশ্যক হ'ল। ফলে Establishment,Recruiting এবং shed এর মাত্রা প্রায় ডবলে গিয়ে ঠেকল। এত গেল ভাল মনে willing workerএর মত কাজ করবার কথা, কিন্তু তাদের তত্ত্বজ্ঞান হ'য়েছে, তার উপর মদের নেশাও জ'মে এ'সেছে, কাজে কাজেই কাপড়ের খুঁটে পয়সা থাকা তক আর তারা কাজে এগুলো না। কুঠির Raising খুব কমে গেল। collieryকে ভালভাল অর্ডার বাতিল করতে হ'ল ফলে আস্তে আস্তে Incline (সিড়ী খাদ) Pit (চানক) এর দ্বার চিরতরে বন্ধ করার আবশ্যক হ'ল। এই হ'ল এক তরফের কথা।

এর উপর যে আর একটী ছিল সেইটাই হচ্চে সবার চেয়ে মারাত্মক। যুদ্ধের সময় অজস্র টাকা উপার্জ্জন করায় মালিকদের মাথা বিগড়ে গেল। "এসা দিন এসাহি চলেগা" মনে করে তারা চা'ল বাড়িয়ে চললেন। এক একটী কুঠিতে ২।৩টী করে মটর আমদানি করা হ'ল। এদেশী লোকের আর এ দেশের ম্যানেজার দিয়ে কাজ চলে না, সাহেব চাকর রাখবার আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। তাই

দুই তিন শ টাকার বিশ বৎসরের পুরাতন দেশী ম্যানেজারদিগকে বজ্রাঘাতে যমের ডাকের মত ২৪ ঘণ্টার নোটিসে ব'ার করে দেওয়া হল। তাদের যায়গায় হাজারী দেড় হাজারী সাহেব এ'সে পদার্পণ করলেন। সাহেবদের স্থান দিতে ত আর যে সে যায়গা দে'য়া যায় না ; কাজে কাজেই পুরাতন বাড়ী ভেঙ্গে তার যায়গায় ৫০ হাজার টাকা খরচ করে নূতন নূতন বাংলো উঠল। এর উপর কমিশন,বাগান কুলি, জলকুলি, Lamp boy, মটর ড্রাইভারের বেতন, তেল, সাজসরঞ্জাম মাঝে মিশেলে সারানি ইত্যাদি খরচে মাসে আরও হাজার টাকা পড়'তে লাগলো। কিন্তু এদিকে যুদ্ধশেষ হ'তে না হ'তেই কয়লার দর ক'মতে সুরু হল। তা হ'লেই বা কি হয় খাদের মালিকদের ঘুম ভাঙ্গল না। তাঁদের মধ্যে কেউ সুদিনের আশা করে আর কেউবা সাহেবদের কাছে খাতির নষ্ট হবার ভয়ে

"হৃদয় দুয়ার যদি গো আমার বন্ধ রহে গো প্রভু,
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এ'সো মোর প্রাণে ফিরিয়া
যেওনা তবু।"

বলে সাহেবদের যথা পূর্ব্ব ভাবেই আদর যত্ন করতে লাগলেন। ফলে Cost per ton টনকরা খরচ (বিক্রীদরের সমান বা তার চেয়ে) বেশী পড়তে লাগলো। এদিকে তাঁরা যুদ্ধের সময়ে যা লাভ করেছিলেন তার সমস্ত টাকাই কলকেতায় বাড়ী কর'য়,মটর জুড়ি কেনায় ও ছেলে মেয়েদের বিয়েতে খরচ করে, ধার কর্জ্জ করে চাল বজায় রাখতে লাগলেন। মাড়োয়ারী বা কাচ্ছি মহাজনদের কাছে বাঙ্গালী কুঠিওয়ালা মাসিক শত করা ৬ টাকা সুদে হুণ্ডি কেটে নির্ব্বিবাদে সুখ্যাতি অক্ষুন্ন রেখে বড় লোকের কোঠায় নাম বজায় রাখলেন। শেষে যখন কয়লার দর একবারে মাটী হ'য়ে গেল তখন ঐ সকল হুণ্ডির টাকা একসঙ্গে মিলে একটা মস্ত বড় রকমের দেনায় দাঁড়াল। অধিকন্তু তাদের অর্ডার পত্র বন্ধ হওয়ায় এবং কাজ মন্দা পড়তে দেখে মহাজনেরা একে একে নালিশ রুজু করতে লাগলো। কাচ্ছি ও মাড়োয়ারী মহাজনদের বিশেষত্বই এই যে টাকা ধার দেওয়ার বা শোধ লওয়ার সবসময়েই তাঁদের প্রকৃতি "গড্ডালিকা" প্রবাহের মত। সুতরাং একজন মহাজন যেমন নালিস করলেন অমনি অন্য সকলে আদা জল খেয়ে লেগে পড়লেন। এর উপর সাহেব ম্যানেজারের বাকী বেতন, কমিশন, কারও বা কন্ট্রাক্টের টাকা, রয়েলটি প্রভৃতি অন্য সব ঋণও একসঙ্গে মিলে কয়লা কুঠির শেষ সমাধি করলে। এমনি করে বাঙ্গালীর ঘর বাড়ী, তালুক, মুলুক, মায় বাপকেলেস ম্পত্তি পর্য্যন্ত কলিয়ারির দায়ে নিলামে চড়ল। এমনই করে বিলাস ব্যসনপরায়ণ অদূরদর্শী বাঙ্গালী বাবুদের কয়লা কুঠি করার লাভ সুদে আসলে উসুল হ'য়ে গেল।

অন্য অন্য আরও কত কি কারণে কয়লা কুঠির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে বা কি করলে কয়লার বাজারে সুদিন ফিরে আসতে পারে এর পরে তার আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। আজ এই পর্য্যন্ত।

(শ্রীশ্যামা পদ ভট্টাচার্য্য)
৭।১ বেনিয়াটোলা লেন।

ভারতীয় কয়লা

ভারতীয় খনিসমূহ হইতে ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্থানের নাম	সেপ্টেম্বর		অক্টোবর	
	কত উত্তোলিত হইয়াছিল	কত ডেসপ্যাচ্ হইয়াছিল	কত উত্তোলিত হইয়াছিল	কত ডেসপ্যাচ্ হইয়াছিল
	টন	টন	টন	টন
আসাম	২৪০২৫	২১১২৪	১৯৭৪৯	১৯১১২
বেলুচিস্থান	৭৯৭	৭৫৭	১০২৪	৮৬২
বাংলা—				
রাণীগঞ্জ ফিল্ড	৫৩৫২৩২	৪১১৩৭৭	৬৮৭১২১	৭৯৪৩৯৭
বিহার ও উড়িষ্যা—				
ঝরিয়া কোল ফিল্ড	৯৯১৭১৮	৭৪২২৮২	৭৮৪৩৮০	৭২৫৮০১
রাণীগঞ্জ	৯৭১৯০	৬৪৬০৭	৬২০০১	৬০৫২৬
বোকারো "	১২৩০৮৭	১১৬৭০৯	১৭৪০২১	১৪৯৪০৪
গিরিডি "	৭৯৭৭১	৭১১৮০	৫৬০১৮	৫৭৭১৭
রাজমহল "	...	...	৩৪	৩৪
রামগড় "	...	...	...	...
অন্ত্রী "	৭৬৯২	৩২৬৬	৩৮২৩	২৮২৭
পালামৌ " (ডলটন্ গঞ্জ)	১০	...	১৫	...
হিংগীর রামপুর কোল্‌ফিল্ড (সম্বলপুর)	২০২১	১৩৯০	২৭৯৯	১৬৩১
কারণপুর "	২৩৫৬৩	২৩৫২৬	২২৫০৭	২২৭৯৫
বিহার ও উড়িষ্যায় মোট	**১৩২১৭৪০**	**১০২২৭৬০**	**১০৮৫৫৩৮**	**১০২০৭৩৫**

মধ্য প্রদেশ—				
পেঞ্চ ভ্যালিফিল্ড	৪১৯৫১	৩৮৭৫৯	৩৭৩৯৭	৩৬১১৩
চন্দা কোল্‌ফিল্ড	১২৬২৮	১০১১৫	১৩৫২৪	১১৯২৪
যোতমল "	...	...	...	...
মোহ্পানী "	...	...	...	...
বিটুল "	...	...	...	...
মধ্যপ্রদেশে মোট—	৫৪৫৮৭	৪৮৮৭৪	৫০৯২০	৪৮০৫৭
পাঞ্জাব—	২৫৬৮	২১৭৫	৩৩৯৭	৩৯৪৫
সমগ্র ভারতে মোট—	১৯৩৮৯৪৭	১৫০৭০৬১	১৪৪০৮০৯	১৪৮৭১০৮

দ্রষ্টব্য—উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে সেপ্টেম্বরের তালিকাটী Final কিন্তু অক্টোবরের তালিকাটী Provisional.

চা ব্যবসায়ের সালতামামী।

আলোচ্য বর্ষে বিদেশ হইতে চায়ের সিন্দুকের আমদানী কিছু কমিয়াছে। ১৯২৫—২৬ সালে সর্ব্বসমেত ৮৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৬—২৭ সনে মাত্র ৬৩ লক্ষ টাকার মাল এ দেশে আসিয়াছে। উহার মধ্যে বাংলা লইয়াছে ৫২ লক্ষ টাকার জিনিস এবং বাকী ১১ লক্ষ টাকার জিনিষ লইয়াছে মান্দ্রাজ।

সাধারণতঃ অধিকাংশ সিন্দুকই বিলাত হইতে আমদানী হয়। ১৯২৬—২৭ সনে বিলাত ভারতবর্ষে যত সিন্দুক পাঠাইয়াছিল তাহার মূল্য ৪৯ লক্ষ টাকা; ঐ বৎসর ফিনল্যাণ্ড ৯ লক্ষ টাকা, জার্ম্মানী ১ লক্ষ টাকা। এবং ইস্থোনীয়া ২ লক্ষ টাকার সিন্দুক পাঠাইয়াছিল।

এই ত গেল শুধু সিন্দুকের কথা। ইহার উপর আবার নানাবিধ যন্ত্রপাতি আছে।

কাঠের সিন্দুকের যন্ত্রপাতিও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর কিছু কম আমদানী হইয়াছে। ১৯২৫ ২৬ সনে ৩৯ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি এ দেশে আসিয়াছিল, ১৯২৬—২৭ সনে উহার পরিমাণ ২৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। উহার মধ্যে এক বিলাতই ২৫ লক্ষ টাকার মাল সরবরাহ করিয়াছিল। বাকী ১ লক্ষ টাকার মাল সরবরাহ করে ভারতেরই প্রতিবাসী সিংহল। গত দুই বৎসর ভারতের জেলায় কত প্যাকেজ ব্যবহৃত হইয়াছিল পর পৃষ্ঠায় তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
আসাম	২২৯,৬২৬	২৭৩,২৪১
কাছাড়	৮১,১৪৮	৯৯,৪৫২
সিলেট	১০০,২৩৭	৯৫,৬২৬
ডুয়ার্স	২২৪,৫৫৮	২৭৬,৫৮৬
দার্জ্জিলিং	৪৫,৭৩০	৪৮,৫৭৮
অপরাপর স্থান	৪১,৫৭৭	৫৬৯৯৩
মোট	৭২২৯৬৬	৮৫০৫০৬

নানা কারণে আলোচ্য বর্ষে চায়ের দাম ও কিছু কম ছিল। ১৯২৫—২৬ সালে সকল প্রকার চায়ের (যাহা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইয়া থাকে) গড় দাম ছিল পাউণ্ড প্রতি ১৩ আনা ৫ পাই, কিন্তু এ বৎসর সকল প্রকার চায়ের মূল্যের গড় কমিয়া যাইয়া ১২ আনা ৩ পাইয়ে পরিণত হইয়াছে।

লণ্ডনের "টি ব্রোকার্স এসোসিয়েসনের" (The tea brokers' Association) রিপোর্টে প্রকাশ ১৯২৭ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট মাসের মধ্যে লণ্ডনে ১২৩০০৫৯ প্যাকেজ ভারতীয় চা বিক্রয় হইয়াছে। উহার গড় দাম পাউণ্ড প্রতি ১৭·৫৭ পেন্স (D)। ১৯২৬ সনে ঐ সময়ের মধ্যে ১২০৪৯৫৪ প্যাকেজ চা বিক্রয় হইয়াছিল এবং উহার গড়ে দাম ছিল পাউণ্ড প্রতি ২০·১৯ পেন্স (D)। সাধারণতঃ আগষ্ট মাসেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভারতীয় চা লণ্ডনে নীত হয়। উপরে যে দাম দেওয়া হইল উহা আগষ্ট মাসের সর্ব্বনিম্ন দাম।

মজুর

১৯২৬ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত চা বাগানে সর্ব্বসমেত ৮৫৪৮০০ সংখ্যক লোক কাজ করিত। ইহার মধ্যে ৭৭৮৮০০ জন স্থায়ী এবং ৭৬০০০ জন অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে দেখা যায় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯৯০০ এবং ৯৭০০ জন বাড়িয়া গিয়াছে।

মজুর সংগ্রহের কাজ

আসাম লেবার বোর্ডের সভাপতি মহাশয়ের হিসাব অনুসারে আলোচ্য বর্ষে ৪১১৭৬ সংখ্যক নূতন মজুর আমদানী (Recruit) করা হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বর্ষে ৩২৯১২ জন নূতন মজুর আমদানী করা হয়। ১৯২৬-২৭ সালে ৪০৩৩১ জন সর্দ্দার কুলী বাগানে কাজ করিয়াছে, কিন্তু ১৯২৬-২৬ সালে মাত্র ৩৫৫৮৩ জন সর্দ্দার কাজ করিত। সেই হিসাবে ১৯২৫—২৬ এবং ১৯২৬—২৭ সালে প্রতি জন সর্দ্দার গড়ে যথাক্রমে ০·৯১ এবং ১·০২ জন করিয়া কুলী সংগ্রহ করিয়াছে।

মজুরী

১৯২৬—২৭ সালে কুলী (Non Act labourers) দিগকে মাসিক কি হিসাবে মজুরী দেওয়া হইত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	টা—আ—পা
(Non Act lobourers) পুরুষ	৯—৮—৪
স্ত্রী	৭—৮—০
বালক বালিকা	৪—১৩—০
গড়—টা	৭—৪—১

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে গড়ে একজন কুলীর দৈনিক মজুরী ৩ আনা ১০ পাই। অবশ্য বাগানের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আর ও পরিশ্রম করিতে পারিলে কুলীরা এতদতিরিক্ত কিছু

কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে। স্বাধীন ভাবে চাষ করিতে পারিলে, সে চাষের আয় তাহাদের। তা ছাড়া বাগান হইতে তাহাদিগকে বিনামূল্যে জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিষ দেওয়া হয়। ইহার দ্বারা চা বাগানের কুলীরা কায় ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

Tea Cess Fund.

চায়ের উৎপাদন এবং বিক্রয়ের প্রসার কল্পে ১৯০৩খৃষ্টাব্দে"The Indian Tea cess Act IX of 1903 "নামক একটী আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী ১৯২১ সালের ৩০ শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যত চা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার উপর পাউণ্ড প্রতি ¼ পাই শুল্ক ধার্য্য করা হয়। ১৯২১ সালের ১ লা মে হইতে উহা বাড়াইয়া ½ পাই এবং ১৯২৩ সালের ২১ এপ্রিল হইতে ¾ পাই বা প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ।৵০ আনা করা হয়। এই শুল্কের এক পয়সাও গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন না। গভর্ণমেণ্ট এ ক্ষেত্রে আদায়কারী মাত্র। টাকা আদায় হইয়া গেলে সমস্ত অর্থ টি সেস্ ফণ্ডে প্রদান করিতে হয়। ঐ ফণ্ডের একটী কমিটি আছে। কমিটি ঐ টাকা লইয়া যাহাতে চা ব্যবসায়ের উন্নতি হয় অর্থাৎ জগতের লোক আরও বেশী চা পান করে এবং বেশী পরিমানে চা উৎপন্ন হইতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করেন। ১৯২৬ ২৭ সালে সর্ব্বসমেত ১৩১৩০০০৲ টাকা শুল্ক আদায় হয়; ১৯২৫ - ২৬ এবং ১৯২৪—২৫ সালে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২২৯০০০৲ এবং ১২৮৭০০০৲ টাকা।

রপ্তানী শুল্ক

উপরে বলা হইয়াছে ১৯০৩ সাল হইতে Indian Tea cess Act IX অনুযায়ী বিদেশে প্রেরিত ভারতীয় চায়ের উপর কিছু কিছু শুল্ক বসান হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার উপর আরও একটা শুল্ক বসান হয়। ইহাকে রপ্তানী শুল্ক বলা যাইতে পারে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চের পর হইতে যত চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার উপর প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ১।০ আনা হিসাবে রপ্তানী শুল্ক দিতে হইয়াছে। ১৯২৭ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে এই শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আর রপ্তানী শুল্ক দিতে হয় না বটে কিন্তু এখন হইতে চা ব্যবসায়ীগণ আয় কর দিতে বাধ্য থাকিবেন। গত তিন বৎসর যে পরিমাণ রপ্তানী শুল্ক আদায় হইয়াছিল নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

সাল	টাকা
১৯২৬—২৭	৫৬৯৬০০০
১৯২৫—২৬	৪৮০৯০০০
১৯২৪ — ২৫	৪৯১২০০০

মুলধন

ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক কেম্পানীর রেজিষ্টার হইতে জানা যায় যে ১৯২৬ সালে ভারতে যতগুলি জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানী চায়ের চাষে লিপ্ত ছিল তাহাদের মুলধন প্রায় ৪৮ কোটী টাকা বা ৩৬০ লক্ষ পাউণ্ড ১৲ টাকা—১ শিলিং ৬ পেন্স।

	টাকা
ভারতবর্ষে রেজিষ্টীকৃত—	১০৭১৬২৮২৭ ৲
বিলাতে রেজিষ্টীকৃত পর্য্যন্ত	২৭৮১১৪০৬—৩৭০৮১৮৭৪৬ ৲
একুনে টাকা	৪৭৭৯৮৪৫০৩৲

শেয়ারের মূল্য ও লভ্যাংশ

ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৪১টী কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থার কথা সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। ঐ কোম্পানী কয়টীর আদায়ী মূলধন একত্রে ৫০৬ লক্ষ টাকা। উহাদের মধ্যে ১০৯ টী কোম্পানী ১৯২৫ সালে একুনে ৪১৮ লক্ষ টাকা মূলধনের উপর শতকরা ২৮·৭ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে। মাত্র ৯১২ টী কোম্পানী ১৯২৬ সালের হিসাব বাহির করিয়াছে। উহাদের সংযুক্ত মূলধন ৪১৭ লক্ষ টাকা। উক্ত বৎসরে লভ্যাংশের পরিমাণ ২৫·২ টাকা।

কলিকাতা সেয়ার মার্কেট হইতে কোম্পানী গুলির সেয়ারের মূল্য কি ভাবে উঠিতেছে নামিতেছে তাহা জানিতে পারা যায়। ১৯২৫ সনে ১১৮টী কোম্পানীর ১০০৲ টাকার সেয়ার ৩২২৲ টাকা মূল্যে, ১৯২৬ সালে ১৩২টী কোম্পানীর ১০০৲ টাকার শেয়ার ২৮৬৲ টাকা মূল্যে এবং ১৯২৭ সালে ১১৬ টী কোম্পানীর উপরোক্ত সেয়ার ২৮১৲ মূল্যে বিক্রিত হইয়াছিল।

কলিকাতার নিলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল।

১৯২৭—২৮ সাল।

সেল নম্বর ২৩

১৩ই নভেম্বর।

স্থানের নাম	প্যাকেট	পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম—	৯০৩৮	১৲
কাছাড়—	১৫৭৩	৸৶৮ পাই
শ্রীহট্ট—	৫৮৩৪	৸৶৫ ”
দার্জ্জিলিং—	১৬২৯	১/১১ ”
ডুয়ার্স—	৭৮৯৩	৸৶৬ ”
তেরাই—	১৫৬৮	৸৶৭ ”
ত্রিপুরা—	২৯৩	৸/৫ ”
চট্টগ্রাম—	৩৭৫	৸৶০ ”
ছোটনাগপুর—	৫৭	৷৶৫ ”
দেরাদুন—	৩৫	১৲৯ ”
মোট—	২৬২৭৫	৸৶৬ ”

সেল নম্বর ২৪

২২শে নভেম্বর :—

স্থানের নাম	প্যাকেটের সংখ্যা		পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম —	৯৬৫২	—	৸৶/৭ পাই
কাছাড় —	৩৪৯৮	—	৸৵/৩ ,,
শ্রীহট্ট —	২৮৪৯	—	৸৵/৩ ,,
দার্জ্জিলিং —	৯২১	—	১৵/৬ ,,
ডুয়ার্স —	৯৫৪৮	—	৸৶/১ ,,
তেরাই —	১৫৩২	—	৸৵/৬ ,,
ত্রিপুরা —	৩৪২	—	৸৹ ৩ ,,
চট্টগ্রাম —	২৪৬	—	৸৹ ১ ,,
ছোটনাগপুর —	৮৯	—	৸৵/৭ ,,
মোট —	২৮৬৭৭	—	৸৶/২ ,,

সেল নম্বর ২৫

২৯শে নভেম্বর :—

স্থানের নাম	প্যাকেট সংখ্যা		পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম —	৬২৬৭	—	৸৶/২ পাই
কাছাড় —	২০৫৭	—	৸/১০ ,,
শ্রীহট্ট —	৫২৮০	—	৸৹ ০ ,,
দার্জ্জিলিং —	৭৬৪	—	১৷/২ ,,
ডুয়ার্স —	১০০৫১	—	৸৵/৯ ,,
তেরাই —	২৩৫৭	—	৸/১০ ,,
ত্রিপুরা —	৪০৫	—	৸৷৬ ,,
চট্টগ্রাম —	৮৩১	—	৸৷/০ ,,
ছোটনাগপুর —	৯৫	—	৸৵/৪ ,,
কুমায়ন ও কাংগ্রা	৮০	—	॥৶/৮ ,,
দেরাদুন —	২৯৬	—	৸৶/৩ ,,
মোট	২৬১২৩		৸৷৵৮ ,,

দ্রষ্টব্য :—উপরের তালিকাগুলিতে পুরাতন, নষ্ট বা গুঁড়া চা ধরা হয় নাই।

সেল নম্বর ২৬

৬ই ডিসেম্বর :—

স্থানের নাম	প্যাকেট		পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম —	২২১৮৬	—	৸৶/৪ পাই
কাছাড় —	২২৮৮	—	৸৶ ৯ ,,
শ্রীহট্ট —	২৮৩৫	—	৸৷/৪ ,,
দার্জ্জিলিং —	৬৩১	—	১৻৶ ,,
ডুয়ার্স —	৯১১৪	—	৸৵/৫ ,,
তেরাই —	১৮৮০	—	৸৶/৭ ,,
ত্রিপুরা —	২৬৬	—	৸৷৬ ,,
চট্টগ্রাম —	১৮৩	—	৸/৪ ,,
ছোটনাগপুর —	৬৭	—	৸/৬ ,,
মোট —	২৭৭৫০		৸৵৮ ,,
গুড়াচা —	৬৭৬৩	—	॥৶/১০ ,,

ভারতে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী

১৯২৭ সালে অক্টোবর মাসে ভারতের বিভিন্নস্থানে যে সকল জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

	শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী বা এজেণ্টের নাম ও রেজেষ্টী আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন
১।	**ব্যাঙ্ক, লোন্ ও ইন্‌সিওরেন্স ঃ—**			
১।	ইণ্ডো ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেসন—	চাঙ্গানাচারী ত্রিবাঙ্কুর	ব্যাঙ্ক	৩০০০০০১
২।	অতুঙ্গাল ব্যাঙ্ক—	অতুঙ্গাল, ত্রিবাঙ্কুর।	ব্যাঙ্ক ও টাকা ধার দেওয়া	৩০০০০০১
৩।	ত্রিবাঙ্কুর পপুলার ব্যাঙ্ক	ভেনীকুলাম ত্রিবাঙ্কুর	ব্যাঙ্ক	৩০০০০০১
৪।	নন্দনপুর লোন আফিস	ডিঃ-এম্ এল্ সাহা নন্দনপুর গোপালপুর, মৈমনসিং, বেঙ্গল।	টাকা ধার দেওয়া	৫০০০০১
৫।	বীরতাড়া লোন্ আফিস	ডিঃ—এম এল গুহঃ রায়, বীরতাড়া, ছাপার কোণা, মৈমনসিং, বেঙ্গল।	টাকা ধার দেওয়া	৫০০০০১
৬।	সোনামুখী উত্তর বাংলা ব্যাঙ্ক	ডিঃ—বি, জি দেবী, সোনামুখী বগুড়া, বেঙ্গল।	" ও ব্যাঙ্ক	১০০০০০১
৭।	কোণ্ডা লোন কোম্পানী	ডিঃ—এস. বি সাহা কোণ্ডা, ত্রিপুরা, বেঙ্গল।	" "	২০০০০১
৮।	ইছামতী ব্যাঙ্ক	ম্যানেজিং ডিঃ—বি, এল, মুন্সী উলীপুর, রংপুর, বেঙ্গল।	" "	২০০০০১
			মোট	১১৪০০০০১

শ্রেণী বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী বা এজেণ্টের নাম ও আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন।
২। যান বাহনাদি—			
৯। হারবার ষ্টীমার	এজেণ্ট — মেশার্স মতিলাল কাপাড়িয়া এণ্ড কোং ৪৯।৫১ কোয়ান জী পেটেল ষ্ট্রিট, বোম্বাই।	নেভিগেশান	৫০০০০০৲
৩। ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং।			
১০। আনন্দজী হরিদাস এণ্ড কোং	২০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট	ইঞ্জিনীয়ারিং, লৌহ ও ইস্পাতের কারবার ইত্যাদি	২০০০০০৲
১১। ইণ্ডিয়ান টেলিভিসান কোম্পানী	ম্যানেজিং ডিঃ—আবদুল্লা ফজলভাই, মেরাইন লাইন্স্, কুইন্স্ রোড, বোম্বাই।	টেলিভিসনের কারবার,	২৫০০৲
১২। মান্দালে আইস্ এসোসিয়েসন	বি, রোড মন্দালয়, বর্ম্মা	বরফ তৈয়ার করা, বরফের ব্যবসায়।	৫০০০০০৲
১৩। গোলাবাড়ী ইউনিয়ন ট্রেডিং ব্যাঙ্ক	ডিঃ—মহম্মদ নৈজুদ্দিন গোলাবাড়ী, ডানের বাড়ী, মৈমনসিং, বেঙ্গল।	বিভিন্ন প্রকারের পাটজাতের কারবার চালান ও টাকা ধার দেওয়া	৫০০০০৲
১৪। স্বদেশান কোম্পানী	ম্যানেজিং ডিঃ—এস, আর কৃষ্ণমূর্ত্তি আয়ার, মান্দ্রাজ।	জেনারেল মার্কেণ্টস্	২৫০০০৲
১৫। পঞ্চাব ল্যাণ্ডস্	ম্যানেজিং ডিঃ—জে, সি এডোয়ার্ড, কমিসারিয়েট বিল্ডিং, হর্ণবি রোড, বোম্বাই	দুধ, ঘি, মাখন, প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা	১১৫০০০০৲
১৬। হিন্দুস্থান কোম্পানী	ম্যানেজিং ডিঃ—আবদুল আজিজ জামজুম. পটকা বিল্ডিং, ভেণ্ডী-বাজার, বোম্বাই।		১০০০০০৲
১৭। এমেরিকান প্রোডাক্টস্	এজেণ্ট পারেখ গান্ধী এণ্ড কোং, বোম্বাই	আমদানী ও রপ্তানীর কাজ, কমিশন এজেণ্টস্	১০০০০০৲

শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী বা এজেণ্টের নাম ও আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন।
১৮। ইণ্ডিয়ান এয়ার ক্রাফ্ট কোং	ম্যানেজিং ডিঃ—আবদুল্লা ফজলভাই, মেরাইন্ লাইন্স্ কুইন্স্ রোড্, বোম্বাই।	এরোপ্লেন তৈয়ারি করা ও ইহার ব্যবসায়	২৫০০৲
১৯। সিরাজী মোটর কোং	৪ হজরতগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ, যুক্তপ্রদেশ।	মোটরের কারবার	৩০০০০০৲
২০। খাল্সা ফাউণ্ডেসন সিণ্ডিকেট	সেক্রেটারী ভাগত যশবন্ত সিং লেক্ রোড, লাহোর	বিল্ডার্স বিজ্নেস্ যাহাতে উন্নতি করিতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করা।	১০০০০০৲
২১। Vaish Haryana trading co,	ডিঃ—এল্ কপুরচাঁদ রোটাক মণ্ডী, রোটাক, পাঞ্জাব	নারিকেল ছোবড়া তুলা, চিনি প্রভৃতির কারবার।	১০০০০০৲
২২। সেণ্ট্রাল স্পোর্ট স্	২০২ (নিউ) ফেয়ার ষ্ট্রীট রেঙ্গুন।	খেলাধূলার সরঞ্জার বিক্রয়।	১০০০০০৲
২৩। ডি, এডেপ্পা সন্স এণ্ড কোং	ম্যানেজিং ডিঃ—ডি, এ আদিনারায়ন এবং এ, সি, আদিনারায়ন ৩৭ জুম্মা মসজিদ রোড, বাঙ্গালোর সিটি মহীশূর।	......	১০০০০০৲
২৪। ত্রিবাঙ্কুর ইন্ডাষ্ট্রীয়াল্স্	তিরুভালা, ত্রিবাঙ্কুর	ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং	২০০০০৲
২৫। মালাবার কইর ম্যাট এণ্ড ম্যাটিং কোং,	এলিপ্পি, ত্রিবাঙ্কুর	কইর ম্যাট ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করা	২৫০০০৲
		ট্রেডিং ম্যানুফ্যাকচারিং মোট—	২৯১০০০০৲

শ্রেণী বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী বা এজেন্টের নাম ও রেজেষ্টারী আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন।
৪। মিল ও প্রেস।			
২৬। সুখানন্দ শ্যামলাল, আলিগড় এবং দেবাই গিনিং এণ্ড প্রেস কোম্পানী	আলিগড়, যুক্তপ্রদেশ	গিনিং ও প্রেসিং	২৮৬০০০৲
২৭। সুখানন্দ শ্যামলাল খুরজা গিনিং কোম্পানী	খুরজা, যুক্তপ্রদেশ	" প্রভৃতি	৯৬০০০৲
২৮। বেরার গিনিং কোং	বেরার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	"	৬০০০০৲
		মিল ও প্রেস মোট—	৪৪২০০০৲
৫। চা বা অন্যান্য প্ল্যাণ্টিং কোং—			
২৯। সায়েন্টিফিক্ এগ্রিকাল্চারেল এণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোং	ম্যানেজিং এজেন্ট রায়, এণ্ড সিংহ অফ পূর্ণিয়া এবং পাটনা, বিহার ও উড়িষ্যা।	এগ্রিকাল্চারিষ্ট প্লেণ্টার্স এবং মার্চেণ্ট	১০০০০০৲
৬। খনি ইত্যাদি।			
৩০। Siyinza Sibwaye kyibwaye [Tavoy]	বর্ম্মা	খনিজ পদার্থ ও খনিজ তৈল উৎপন্ন	৩০০০০০৲
৩১। ম্যাসেস্ মিনারেল্‌স্	২১৬ ষ্ট্রাণ্ড রোড রেঙ্গুন	টেভয় ডিষ্ট্রিক্টে খনির কার্য্য	৩০০০০৲
		খনি ইত্যাদি মোট—	৩৩০০০০৲
		(Grand total) সর্ব্বসমেত মোট –	৫৪৮২০০৲

ফেলপড়া কোম্পানীর বিবরণ

১৯২৭ সালে অক্টোবর মাসে যে সকল জয়েন্টষ্টক কোম্পানী লিকুইডেসনে গিয়াছে বা উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রেণী বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	রেজেষ্ট্রী হইবার তাং	রেজেষ্ট্রীকৃত মূলধন	Subscribed Capital	প্রদত্ত টাকা বা Paid-up Capital	লিকুইডেসনে যাইবার তাং	কোম্পানী উঠিয়া যাইবার তাং
ব্যাঙ্ক লোন, ও ইন্সিওরেন্স।						
১। ইন্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইনেন্স (বোম্বাই)	১৮.২।২২	২০০০০০০০০	১৭৮৫৬০০	১৭৮৫৬০০	১৩।১০।২৭	
২। ফৈজাবাদ ব্যাঙ্ক (যুক্তপ্রদেশ)	৬।১।১৯০৮	১০০০০০০	৬৩৩০০	৫৭৬১৫	১।১০।২৭	
৩। ধনলক্ষ্মী মিউচুয়াল বেনিফিট কোং। মান্দ্রাজ।	২১।১২।২৩	২০০০০	৭৫০	১৫০	...	৪।১০।২৭
মোট		২০১২০০০০০	১৮৪৯৬৫০	১৮৪৩৩৬৫		
ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং—						
৪। এরিয়ান ট্রেডিং কোং (আসাম)	৩।৭।১১	১০,০০০০০	৩৮২৫০	২৬০৬৩	...	১৩।১০।২৭
৫। ডেকান ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী বোম্বাই	৩।১।১৯০৭	৫০০০০০	১৩৭৩০০	১৩৩৬২০	১৮।১০।২৭	

শ্রেণী বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	রেজেষ্টরী হইবার তাং	রেজেষ্টীকৃত মূলধন	Subscribed Capital	প্রদত্ত টাকা বা paid up Capital	লিকুইডেসনে যাইবার তাং	কোম্পানী উঠিয়া যাইবার তাং
৬। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলিউমিনেটেড সাইন কোং। যুক্তপ্রদেশ	৩১।৭।২৪	৫০০০০৲	...	...	...	১১।১০।২৭
৭। ষ্টিয়োর্ট ইক ফার্ম (বর্মা)	৩১।৩।২৬	১৫০০০০৲	...	...	৪।১০.২৭	
মোট—		১৭০০০০০৲	১৭৫৫১০৲	১৫৯২৮২৲		

মিল ও প্রেস।

শ্রেণী বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	রেজেষ্টরী হইবার তাং	রেজেষ্টীকৃত মূলধন	Subscribed Capital	প্রদত্ত টাকা বা paid up Capital	লিকুইডেসনে যাইবার তাং	কোম্পানী উঠিয়া যাইবার তাং
৮। তুলসীদাস তেজপাল মিল, বোম্বাই	৫।২।২০	৩০০০০০০৲	৮৪২৪০০৲	১৫৩৫০১৮৲	২২।১০।২৭	...
৯। ইষ্টার্ণ ডাইং ব্লিচিং এণ্ড হোসিয়ারী কোং (বোম্বাই)	১৪.৭.২০	১০০০০০০৲	৫৩২২০০৲	২০৬২১০৲	৩১।১০।২৭	...
মোট—		৪০০০০০০৲	১৩৭৪৬০০৲	১৭৪১২২৮৲		...
১০। পাবনা মোটর ট্রান্সপোর্ট (বেঙ্গল)	৭.৩।২৩	১০০০০০৲	১৬৮৪০৲	১০১৬২৲	২১.৭।২৭	
১১। ন্যাসানাল ইন্ডাষ্ট্রী এণ্ড কেমিকেল. (দিল্লী)	২৮।৩।২৩	৫০০০০০৲	৩০০৭০৲	২৬৩২০৲	২৬।১০।২৭	
১২। হোম, ইন্ডাষ্ট্রী কাস্‌টিভেটিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন (বেঙ্গল)	১।১১।১৯	১০০০০০৲	৬২০০৲	৩৭৯১৲	১০।৮।২৭	
১৩। নিমার ক্লথ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (যুক্ত প্রদেশ)	২৩.৯।২১	১০০০০০৲	৪৬৬৪০৲	৩৯১৪৪৲	১৮.৯।২৭	

শ্রেণী বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	রেজেষ্ট্রী হইবার তাং	রেজেষ্ট্রীকৃত মূলধন	Subscribed Capital	প্রদত্ত টাকা বা paid up Capital	লিকুইডেশনে যাইবার তাং	কোম্পানী উঠিয়া যাইবার তাং
১৪। বঙ্গলক্ষ্মী রাইস্ মিলস্ (বেঙ্গল)	১১.৭।২৩	১০০০০০৲	২৩০০০৲	৭০০০৲	২১.৮.২৭	
১৫। ইষ্টবেঙ্গল অয়েল মিলস্ (বেঙ্গল)	১১ ২ ২০	২০০০০০৲	১২০০০৲	৬৮২৬৲	১০।৮।২৭	
১৬। দোয়াং টি কোং (বেঙ্গল)	৭।১০।২০	৫০০০০০৲	৫০০০০০৲	৫০০০০০৲	১৪।৮।২৭	

দ্রষ্টব্য :—উল্লিখিত ১০ হইতে ১৬ নং কোম্পানী পূর্ব্বেই লিকুইডেসনে গিয়াছিল ; কিন্তু অক্টোবর মাসে ঐ সংবাদ পাওয়া যায়।

যে সমস্ত কোম্পানী ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসের পূর্ব্বেই লিকুইডেসনে গিয়াছিল কিন্তু অক্টোবর মাসে উঠিয়া যায়, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কচ্ছ ষ্টীম নেভিগেসন কোং বোম্বাই।	১০।৪।২৩	৬।১০।২৭
২। সাউথ আর্কট ইন্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস মাদ্রাজ।	৬।৩।২৩	৪।১০।২৭
২। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ট্রান্সপোর্ট কোং—বোম্বাই।	২৬।১১।২৪	১৯।১০।২৭
৪। শ্রীকৃষ্ণ ষ্টোর্স কোং—বোম্বাই।	৩০।৭।২৫	২২।১০।২৭
৫। ইণ্ডিয়ান্ ষ্টিলস্—বোম্বাই।	১৪।১।২৩	২০।১০।২৭

বঙ্গদেশে কুটীর শিল্পজীবীর সংখ্যা।

	সুতার বয়নশিল্প		সিল্কের বয়ন		হাড়, শিং ও শঙ্খ	
	১৯১১,	১৯২১,	১৯১১,	১৯২১,	১৯১১,	১৯২১,
বর্দ্ধমান	১৩৯০৫,	৯৮৮৮,	৮৪৯,	২৯৪,	৪,	৪৫৫
বীরভূম	১০৭৭৮,	১০১৬৪,	৩০৯৮,	৯৫৭,	৩৮৯,	৩১৬
বাঁকুড়া	২০৩২৮,	১৯২০৬,	৪৮০০,	৩২৪০,	১১১১,	১০৯৪
মেদিনীপুর	৩৯৯৭৫,	২৪২১৯,	৮০৬,	৩৩৬	১৩৯	৪৯৯
হুগলী	১৯০৬০	১৭৩২৫	১০০	৪৩০	২৪৫	৭৮
হাওড়া	১০০২৪	৫১৩১	৩	২১৪	১৪	০
২৪ পরগণা	১১২৯৫	১৩২১১	২৫৮	১১১	৫৬৫	১০ ০
নদীয়া	১৯৮০০	২০১১৬	৮৫৭	৭৯	১২৯৩	১৮৪
মুর্শিদাবাদ	১৬৭৯৭	১৪১৪৫	২৭৩৩৮	২৯১	৮১৭২	৮৩৩
যশোহর	৩১১৮২	২৭৫৭৩	১৪	০	৬৫	৬৯
খুলনা	১২৯০২	১৪০৫৩	...	...	২৬৭	২৪৩

রাজসাহী	২৫৫৫	১৯৯৫	৩১২৭	২৬১	৩২২	২৩০
দিনাজপুর	৫৮৯১	৫২৬৬	...	...	১০৪	২
জলপাইগুড়ি	৪৭৩৮	৪২৮০	...	...	৩৩	০
দার্জ্জিলিং	৫৬৫	৩৬৯	...	...	...	...
রঙ্গপুর	৭৮৭	১১১১	...	২৯	১৬৬	৩২১
বগুড়া	২৫১৪	৩৩৮০	৪২	৪৩	১২	০
পাবনা	২৯৭৬২	৩০৫১৭	২	০	১০৪	৪৩
মালদহ	১১৮৭১	৯৬৪৯	৭৯৫০	৪২৫৮	১৩৭	৩৪
ঢাকা	৪৪৪৪২	৪৬২৪২	৪	৮১	২৬৪০	২৮৩২
মৈমনসিং	২৫৮১৫	২৪৩৯৬	...	...	২৬৯	১৮৬
ফরিদপুর	৩৩১৩২	৩৫৪৬৯	...	...	২৭৭	২১৬
বাখরগঞ্জ	২১৮০৯	২২৬১০	১২	০	৩৯৫	৪৮২
ত্রিপুরা	২৯৮৬২	৩৪৪৫২	০	০	৬	০
নোয়াখালী	১৭৬৪৬	৩৩৩৪৯	০	০	১২৮	...
চট্টগ্রাম	২০৫৯১	৪১৬০৩	০	০	০	০
পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম	১৪২	২৩৪৪৬	০	০	০	০
কলিকাতা	...	৯৩১	০	৪২	০	৩০
মোট,—	৪৫৭৯৩৯,	৪৯২০৯০,	৪৯৩৫৪,	১৩২৮৭,	৯৩৮৮,	৮১৭৮,

	ঝুড়ি ও বেতেরব্যাগ		পিতল কাঁসার বাসন		সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা কত জন	
	১৯১১	১৯২১,	১৯১১	১৯২১,	১৯১১	১৯২১
বর্দ্ধমান	৮৩৪৪	৪৯৪২	১২৮৪	১৬৯৬	১·৫৯	১·২
বীরভূম	৭০২৬	৪৬৫২	৮১০	৫,৪৪	২·৩৬	১·৯৬
বাঁকুড়া	৮৯৫৮	৭৫১০	৬১৭০	৭৪২১	৩·৬৬	৩·৮৪
মেদিনীপুর	১৬৪০২	১২৮২২	১৫১৯৬	৫৬৮৩	২ ২২	১·৬৩
হুগলী	৩৭৯৬	৪০৯১	১৮২৭	৬০৫১	২·৩	২·৩১
হাওড়া	৩২২৭	৬৬০১	৩০৩	৫৯০	১·৪৪	·৯৬
২৪পরগণা	৩৫৩৭	৫১০১	৯৬৩	১২৩৭	·৬৮	·৭৮
নদীয়া	৮০৩১	৬২৭৫	৩৩৪৯,	১২২৩	২·০৩	১·৮৭
মুর্শিদাবাদ	৪৯০৯	৩৬০১	১২৬৪	১৭১৪	৩·৭	·০০৪
যশোহর	৯৫৭৭	৩৫১৭	৫২৪	৫৯	২·৩৫	১·৭৫
খুলনা	৩১৭২	৩০৩৯	৩৭	২১১	১·২	১·২

রাজসাহী	৪০৫৪	৯৫৭৪	১০৯৯	১৫২৩	·৭৫	·৯১
দিনাজপুর	৫৩৩১	৫৩৭০	১০৯	৯৭	·৬৮	·৬২
জলপাইগুড়ি	৯৭৪	১৩৬৭	৫০	৬৩	·৬৫	৬০
দার্জ্জিলিং	১৫২	১৫৪	২০	৩৭	·১৪	·১৯
রঙ্গপুর	১৮৩০	২৯৮০	২৫৫	৩৬৪	·১৩	·১৯
বগুড়া	৩৮৬৫	৩৮০২	১১৪	১৪৯	·৬৭	·৭
পাবনা	৭৩৯৯	৯২২৬	৮৬১	১৬৫	২·৬৭	২·৮৮
মালদহ	৪২০৩	৬৮৫৫	২.৬১	৭৩৮০	২·৬২	২·৩৫
ঢাকা	৭৯৯৫	৯২৪২	৫০৮০	২১১৮	২·০৩	১·৯৪
মৈমনসিং	৭৩৫০	৫০৩৯	১১৬১	১৭৩১	৭·৭	·৬৪
ফরিদপুর	৩৫৩৮	৩৫৮১	১৬১১	৬৭৮	১·৮২	১·৭৭
বাকরগঞ্জ	৪৬১৩	৫৫৩৩	২০৭	৪২২	১·১১	১·১১
ত্রিপুরা	২৪৮৪	৩৫০২	১৬৭	২৩	১·৩৪	১·৪৮
নোয়াখালী	১৩৭৩	১০৮২	৭৩	৮৪	১·৭৭	২·৩৮
চট্টগ্রাম	৫৩১০	৫১৯৭	২২০	৮৭	১·৭৩	২·৯৯
পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম	৬	২৭	০	০	·০৯	১৩·০২
কলিকাতা	০	২০৮৭	০	২১৮৯	২০৮৭	·৫
মোট,—	১৩৭৪৩৭,	১৩৫১৫৫,	১১২৩২.	১৬৭৭৭.		

বাঙ্গালায় মোট কুটীর শিল্পজীবী ১৯১১ সালে ৮৮৬৩৫০, ১৯২১ সালে ৬৮৮৪৬৭, সুতার কাপড় বয়নে পশ্চিম বঙ্গে অবনতি, পূর্ব্ববঙ্গে উন্নতি, রেশম শিল্পে হুগলী, হাওড়া ও ঢাকা ব্যতীত সর্ব্বত্র অবনতি। প্রধান কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে এই শিল্প লুপ্তপ্রায়। চেষ্টা করিলে এই কুটীর শিল্পের দ্বারা ৫০ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। বয়ন শিল্পে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চেষ্টা গৌরবের বিষয়। বঙ্গদেশের মধ্যে এই জেলাতেই লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম (২৭৩২৪৩)।

শ্রীরামানুজ কর

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন বা তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ,

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
Council House Street
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তা'হা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

শূকরের লোম।

(কিউ—১৫৫) মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরের একজন ব্যবসায়ী শূকরের লোমের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১৭ই নভেম্বর)

চালমুগরার তৈল ও খৈল

(কিউ—১৫৬) কোচীনের একজন ব্যবসায়ী চালমুগরার তেল ও খৈল ক্রেতাগনের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১৭ই নভেম্বর)

নারিকেল ছোবড়া।

(কিউ—১৫৭) আহম্মদাবাদের একজন ব্যবসায়ী নারিকেল ছোবড়া (Coir Fibre) সরবরাহকারী দিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১৭ই নভেম্বর)

হরিণের শিংএর ব্যবসায়

নানা রকমের হরিণের শিং এবং Fancy শাল কাঠের মাথা সহ হরিণের শিং বড়, ছোট নানা রকমের সরবরাহ করিতে পারি। কলিকাতায় কিম্বা অন্য কোন ও স্থানে যদি কেহ এই জিনিষের

ব্যবসায় করিতে চাহেন তবে আমি যথেষ্ট জোগান দিতে পারি।

নিং

Messers Suresh Chandra
Mukherjee & Co.
Sub. No. 5036 B.O.B.

হাড়ের গুঁড়া।

(কিউ—১৫৮) আমেদাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী হাড়ের গুঁড়ার ক্রেতাদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ২৭শে নভেম্বর)

অভ্র ও অভ্রের টুক্‌রা।

(কিউ—১৫৯) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গুন্টুর নামক স্থানের একজন ব্যবসায়ী অভ্র ও অভ্রের টুক্‌রা কিনিতে চাহেন, এমন লোকের সন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ২৪শে নভেম্বর)

পুরাতন হেসীয়ান ও চটের টুক্‌রা।

(কিউ—১৬০) বোম্বাই প্রদেশের একটী কোম্পানী উল্লিখিত দ্রব্যের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ২৪শে নভেম্বর)

তাল ও নারিকেলের ছোবড়া।

[কিউ—১৬১] মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত গুন্টুর নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী উক্তদ্রব্যের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ২৮শে নভেম্বর)

তুলা ও পাট

[কিউ—১৬২] সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বাড্‌ রাগেজের [Bad Ragez] একজন ব্যবসায়ী তুলা ও পাট সরবরাহ কারিদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১লা ডিসেম্বর)

মরিচ, চা, কফি ও চাঁচ গালা।

(মিউ—১৬৩) কাইরোর (ঈজিপ্ট) একটী কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে যাহারা মরিচ, চা, কফি ও চাঁচ-গালা (shellac) রপ্তানী করিতে পারেন তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১লা ডিসেম্বর)

Cassia Tora Seeds.

(কিউ—১৬৪) আমেদাবাদের একটী কোম্পানী উক্ত দ্রব্যের ক্রেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। Cassia Tora র বাংলা নাম চাকুন্দা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। ইহার বিভিন্ন নাম—যথা,:—পানিবার বা পানওয়ার, টারোটা, এবং কোভারিয়া বা কোয়ারিয়া।

(T. J. ৮ই ডিসেম্বর)

ক্রোম্ ওর

(Chrome ore)

(কিউ—১৬৫) মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরের একটী কোম্পানী Chrome Ore সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। ইহা চামড়া পাকাইবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

(T. J. ৮ই ডিসেম্বর)

Datura Seeds

ধুতুরার বীজ।

(কিউ—১৬৬) কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরের একজন ব্যবসায়ী উক্তদ্রব্যের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T, J. ৮ই ডিসেম্বর)

ঘৃতকুমারীর আঁশ

(Aloe Fibre)

(কিউ—১৬৭) বাঙ্গালোরের একজন ব্যবসায়ী উক্তদ্রব্যের ক্রেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J, ১৫ই ডিসেম্বর)

Fennel Seed

(কিউ—১৬৯) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রাজমহেন্দ্রীর একজন ব্যবসায়ী যাঁহারা Fennelএর বীজ (শুল্‌ফা শাক) বিক্রয় করেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J, ১৫ই ডিসেম্বর)

নীল

(কিউ—১৭০) লাহোরের একজন ব্যবসায়ী নীলের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T, J. ১৫ই ডিসেম্বর)

CASHEW বৃক্ষের ছাল, ইহার বীজ ও বীজের তেল।

(কিউ—১৬৮) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রাজমহেন্দ্রীর একজন ব্যবসায়ী উক্ত দ্রব্য (কাজু বাদাম) কয়টীর ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T, J. ১৫ই ডিসেম্বর)

মুরগীর ব্যবসায়।

Mr. N. Das Gupta B.A , M. S. P. B. A. লক্ষ্ণৌএ Mrs, Fawkes এর প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ Model Poultry farm এ শিক্ষালাভ করার পর ভাগলপুরে মুরগীর ব্যবসায়ে দুই বৎসর যাবত লিপ্ত ছিলেন। তিনি এক্ষণে কলিকাতার উপকণ্ঠে বৃহদাকারে মুরগীর ব্যবসা আরম্ভ করিবার জন্ম অংশী খুঁজিতেছেন, অথবা প্রয়োজনানুসারে লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করিয়াও কার্য্যারম্ভ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অংশী লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে বেশী ইচ্ছুক।

কার্য্য ক্ষেত্রে মুরগীর ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং ইন্‌কিউবেটার প্রভৃতি পরিচালনায় দক্ষ এমন লোকের সন্ধানের জন্ম আমাদের নিকট অনেকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদের অবগতির জন্ম আমরা Mr. Das Gupta এর বিষয় এখানে উল্লেখ করিলাম। যাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান লইতে ইচ্ছুক তাঁহারা সরাসরি Mr. Das Guptaএর সহিত দেখা কিম্বা পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। তাঁহার ঠিকানা এই—

C/o Saradananda Das Gupta
Dy, Magistrate
Krishanagur
(Nadia)

১নং পত্র

মহাশয়,

নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিলে অনু-গৃহীত হইব।

১। মুরগী পালন ব্যবসাতে কি পরিমাণ মূলধন আবশ্যক। উক্ত ব্যবসায়ে কি পরিমাণ লাভ হইতে পারে।

২। মুরগীর বাসের উপযোগী ঘর কিভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক। পল্লীগ্রামে লোকে সাধারণত প্যাকিং বাক্সে মুরগী রাখিয়া থাকে। দুই চারিটী মুরগীর জন্য এরূপ বাক্স পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মুরগী পালন করিতে গেলে অবশ্যই ২৪ হাজার মুরগী থাকার জায়গার বন্দো-বস্ত করা দরকার। এরূপ ক্ষেত্রে কি ভাবে ঘর তৈয়ারী করা দরকার।

৩। Incubator কলে মাসে ডিম কতগুলি ফুটান যায়।

৪। মুরগীকে কিরূপ খাদ্য দেওয়া উচিত।

৫। মুরগী পালন হাতে কলমে শিখিবার উপযোগী কোন প্রতিষ্ঠান বা farm নিকটে কোথাও আছে কি না।

৬। এ সম্বন্ধে কোন পুস্তক আছে কি না।

Sudhir Kumr Saha

গ্রাহক নং ৫০৩৭

১নং পত্রের উত্তর

১-৪। মুর্গির ব্যবসায় সংক্রান্ত এই সমুদয় প্রশ্নেরই উত্তর অতি বিশদভাবে ৩৩ সালের কাগজে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। মনি অর্ডার যোগে তিন টাকা পাঠাইয়া দিলে উক্ত সংখ্যাগুলি পাঠাইয়া দেওয়া যায়।

৫। এখানে কোথায়ও নাই। U. P. Government লক্ষৌতে মুরগী পালন ও মুরগীর ব্যবসায় শিখাইবার জন্য Mrs. fawkes এর তত্ত্বাবধানে একটী স্কুল করিয়াছেন। Mrs, fawkes Poultry Farm Lucknow এই ঠিকানায় পত্র দিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৬। বাংলায় আর কোন বই নাই। ইংরাজীতে বহু পুস্তক আছে। Thacker Spink এর দোকানে জানিতে পারিবেন।

আমাদের বক্তব্য :—

Mr. N. Das Gupta B.A. লক্ষ্ণৌএ Mrs. Fawkes এর Modal Poultry farm এ মুরগী পালনাদি শিক্ষাকরিয়া আড়াই বৎসর যাবৎ ভাগলপুরে মুরগীর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি এখন কলিকাতার উপকণ্ঠে বৃহদাকার মুরগীর ব্যবসা সুরু করিতে ইচ্ছুক। উপযুক্ত অংশী এবং মূলধনের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে পত্রব্যবহার করিতে পরামর্শ দেই। তাঁহার ঠিকানা :—

Mr N. Das Gupta B,A.
M. S. P. B.A.
C/o. Sarada Nanda Das Gupta Esqre.
Dy. Magistrate Krishnagar
(Nadia)

২নং পত্র।

মহাশয়!

১৩৩৪ বাং জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৮৯ পৃষ্ঠায় "ব্যবসায় আহ্বান" শীর্ষক বিজ্ঞাপনে মিঃ জে, এন, বসুর ঠিকানা জানাইলে বিশেষ চরিতার্থ হইব। মিঃ জে,এন, বসুর সঙ্গে আপনার সাহায্যে যদি আমার সংস্রব হয়, তবে অনেক উপকার হইবে আশাকরি।

আমি সাত বৎসর যাবৎ ইহাকে চাকুরী করিতেছি, স্বাধীন জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইলেই দেশে আসিতে চাই। আশাকরি আপনার "ব্যবসা বাণিজ্য" সাহায্যে আমার ভবিষ্যৎ রাস্তা পরিষ্কার হইবে।

বশংবদ
শ্রীকামিনীকুমার পাল।

২নং পত্রের উত্তর।

তাঁহার ঠিকানা :— J. N. Basu Esq.
UNAO
(U. P.)

৩নং পত্র।

মহাশয়,

১৩৩৪ ভাদ্র সংখ্যায় Messrs. Herain & Co. এর কাগজের গ্লাসের কথা পাঠ করিয়া সে জিনিষগুলি দেখিবার জন্য বাস্তবিকই লোভ হইতেছে। আশা-করি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার একটা নমুনা এবং উহার মূল্য ইত্যাদি যত শীঘ্র পারেন পাঠাইবেন ইতি।

বিনীত
শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ন রায়
গ্রাহক নং ৫০৬২

৩নং পত্রের উত্তর।

Messrs. Herain & Co. আমাদের জানাইয়াছেন যে উক্ত গ্লাসের তাঁহাদের ষ্টক্ নাই।

৪নং পত্র।

মহাশয়,

বিজ্ঞাপন স্তম্ভে আপনাদের ইনকিউবেটারের বিজ্ঞাপন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

১। ছোট করিয়া Poultry Start করিয়া তাহা হইতে লাভবান হইতে হইলে কোন্ পথ ভাল ?…কেউ কেউ বলেন প্রথমতঃ কয়েকটী মুরগী পুষিয়া তাহাদের ডিম হইলে অন্য মুরগী দ্বারা ফুটাইয়া তাহা হইতে বাছিয়া ২ নিজের ব্যবসায়ের জন্য কয়েকটী ভাল মুরগী রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি বাজারে বিক্রয়। পরে Farm এর অবস্থা ভাল

হইলে মেসীন সাহায্যে ডিম ফুটানোর কার্য্য চলিতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন প্রথমতঃ একটী ইন্‌কিউবেটার ক্রয় করিয়া তাহা-দ্বারা বাজারের ক্রয় করা ডিম ফুটাইয়া, নিজের ব্যবসায়ের পুষ্টি সাধন কল্পে বাছিয়া বাছিয়া ভাল কয়েকটা মুরগী রাখিয়া অবশিষ্ট মুরগী বাজারে বিক্রয়। এ বিষয়ে আপনাদের বিস্তৃত মতামত জানিতে বিশেষ বাসনা রহিল।

২। উপরে যে দুই প্রকার অবস্থার কথা লিখিলাম তাহার মধ্যে যে পথটী আপনাদের মতে ভাল, তাহার বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যতদূর সম্ভব বিস্তৃত লিখিবেন।

(ক) প্রারম্ভে এককালীন খরচ।

(খ) মাসিক ব্যায়।

(গ) মাসিক আয়।

৩। মুরগী পালন সম্বন্ধে illustrated কোনও বাঙ্গালা বই আপনাদের নিকট পাওয়া যায় কিনা? অথবা অন্য কোথায় পাওয়া যায় জানাইবেন। ইংরেজী একখানা ভাল বইয়ের নাম এবং কোথায় পাওয়া যায় লিখিবেন।

৪। মেসীন নিয়া প্রথম কাজ আরম্ভ করিলে ক্রডার না হইলেও চলে কি না, এ বিষয় সুবিধা অসুবিধার কথা যতদূর সম্ভব বিস্তৃত লিখিবেন।

৫। মেসীন নিয়া বা প্রথমতঃ মুরগী নিয়া আরম্ভ করিলে ঘর ইত্যাদি কি রকম ভাবে তৈরী করিতে হইবে? রাত্রিতে থাকিবার ও ডিম পাড়িবার জন্য কি রকম ভাবে ঘর ইত্যাদি তৈরী করিতে হইবে তাহার Plan ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনও প্রকার কিছু আছে কি না এবং কোথায় পাওয়া যায় অথবা আপনারা পাঠাইতে পারেন কিনা?

৬। মুরগীদের অসুখে কি কি ঔষধ সর্ব্বদা এবং সচরাচর ব্যবহারে লাগে তাহাদের নাম লিখিবেন।

৭। আপনারা যে মেসীন বিক্রয় করেন তাহা কোন্ কোম্পানীর। বর্ত্তমানে আপনাদের ষ্টকে মেসীন আছে কিনা এবং Digboi (Assam) এবং পাকশী (পাবনা) পাঠাইতে মাশুল ইত্যাদি কত লাগিতে পারে লিখিবেন।

৮। খরগোষ কিম্বা বিলাতি ইঁদুর—এ দুটার মধ্যে কোনটা মানুষে খায় এবং কোথায় উহা বিক্রয় হয়—বাজার দর কি? ব্যবসা হিসাবে উহা পোষা যায় কিনা?

৯। Pig Keeping সম্বন্ধে কোনও বাঙ্গালা বই আপনাদের নিকট আছে কিনা অথবা কোথায় পাওয়া যায় এবং মূল্য কত? খুব সহজ এবং illustrated একখানা ভাল ইংরেজী পুস্তকের নাম লিখিবেন।

বিনীত
শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়
গ্রাহক নং ৫০৬২

৪নং পত্রের উত্তর।

আপনার প্রশ্নাবলীর সাধারণ উত্তর এক নং পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছি তাহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। ফলতঃ ৩৩ সালে ধারাবাহিক রূপে এবং বর্ত্তমান ৩৪ সালেও ধারাবাহিক রূপে মুরগীর ব্যবসায়ের সমুদয় খুঁটী নাটী বিষয়ে এত বিস্তৃতভাবে আলোচনা ও প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে যে তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। ইহার বাহিরে

জ্ঞাতব্য কোনও বিষয় নাই এবং থাকা সম্ভব নহে। তথাপি ইহার অতিরিক্ত যদি কোনও বিষয় জানিবার থাকে তবে আমাদিগকে লিখিলে আমরা জানাইব। কিন্তু পৃথক পত্রে লেখার সুবিধা হইবে না। সাধারণের উপকারার্থে এসকল বিষয়ের উত্তর আমরা পত্রিকাস্তম্ভেই প্রকাশ করিয়া থাকি। কারণ এইরূপ প্রশ্নোত্তরের সাহায্যেই এক একটী বিষয়ে সাধারণের জ্ঞান বাড়িয়া যায়। আপনি ৩৪ সালের গ্রাহক আছেন। ৩৩ সালের ঐ কাগজ গুলির জন্য তিন টাকা পাঠাইয়া দিলে এই সমুদয় বিষয় জানিতে পারিবেন।

১। বাজারের ডিমের উপর নির্ভর করা দায়। কারণ অনেক সময় বাজারের ডিম হয়ত বহুপুরাণ। সুতরাং তাহা হইতে বাচ্ছা বাহির হইবে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ,—চাষীদের ঘরে যে সকল ডিমের উপর মুরগী বসে তাহার মধ্যে অনেকগুলি ডিম হয়ত ফুটেনা; এই সকল "অফোটা" ডিম তাহারা ফড়িয়াদের মারফতে নিকটস্থ বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠায়। আবার মুরগী তাপ দিবার জন্য ডিম কোলে করিয়া হয়ত ৮।১০ দিন বসিয়াছে এমন সময় ফড়িয়ারা ডিম সংগ্রহের জন্য গ্রামে আসিল। চাষীরা নগদ পয়সার লোভে তখন মুরগীর নীচে হইতে সব ডিম ফড়িয়াদের বেচিয়া দেয়। এই সকল ডিম আবার বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু এইরূপ ডিম আর ফোটে না; বাজার হইতে ডিম কেনার বিপদ এইযে আপনি কিরূপ ডিম কিনিলেন তাহা আপনি জানেননা; সুতরাং এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে হয়ত সব ডিমই ফুটিতে পারে (যদি ডিম তাজা পাইয়া থাকেন) আবার হয়ত অধিকাংশ ডিম পচিয়া যাইতে পারে (যদি এইসব ডিম উপরে বর্ণিত ডিমের মত হয়)। তবে জানা শুনা চাষীদের ঘর হইতে তাজা টাটকা ডিম কেনার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ইন্‌কিউবেটার সাহায্যে ব্যবসা করাই যে শুধু ভাল তাহা নহে একবারে **অপরিহার্য্য**। তাহা না হইলে সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে ইন্‌কিউবেটার লইয়া ব্যবসা করিতেছে কেন?—এ সম্বন্ধে গত বৎসর বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা পড়িবেন।

২। ৩৩ সালের কাগজ পড়ুন।

৩। বাংলা কোনও বই নাই। Thacker spinck & Co. Calcutta এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিস্তর বইয়ের নাম পাইবেন।

৪। ৩৩ সালের কাগজে সবিস্তার লেখা হইয়াছে

৫। ঐ উত্তর।

৬। বর্ত্তমান বৎসরের কাগজে সব বাহির হইতেছে।

৭। আমাদের মেসিন বিলাতী; ষ্টকে আছে; মাশুল Digboy এর Ry station এ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

৮। খরগোষ মানুষে খায়। ইঁদুর সাঁওতাল লোকে খায়। খরগোষ মিউনিসিপাল মার্কেটে বিক্রয় হয়। এক একটী ॥০ আনা হইতে ১॥০ টাকা ২৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। খরগোষের চামড়া বিলাত ফ্রান্স ও আমেরিকায় যথেষ্ট বিক্রয় হয়।

৯। বাংলা বই নাই। Thacker spink-এর নিকট লিখিলে ইংরাজী বই পাইবেন

কলিকাতার বাজার দর

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল ডাল আটা, ময়দা, নূন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতায় জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

চাল

বাঁকতুলসী	৭৸৵০
সরবতী	৭৷০
পাটনাই	৭৷৵০
দেশী ভাল	৭/০
দাদখানি মাজা	৭৷০
সীতা ১ নং	৮৲
ঐ. ২ নং	৭৸০
টেবিল	৯৵০
বালাম	৭৷৵০
ঐ পুরাতন	৯০—৯৷০
কাজলা বা কুলী	৫৸০—৬৲
বালাম সিদ্ধ চাল... ...	৭৸৶০
রেঙ্গুনে আতপ	৭৸৵০
কলমা	—৭৸০
চিনি সক্কর	১০/—১২৸০
রাড়ী	৭৲—৭৷০
দাদখানী	৯।০—৯৷০

ডাল

অড়হরের ডাল কানপুর ...	৭৸০—৮৷০
খেসারি ...	৪৷৵০
অরহর দেশী ...	৬৸৵০
ঐ কানপুর ...	৭৷০
মুগ ...	১০৷০
পাটনাই ছোলা ...	৫৸০
দেশী ছোলা ...	৪৸৵০
খেসারির ডাল ...	৫।০—৫৷০
ছোলার ডাল ...	৬।০—৭৷০
মুসুর ডাল দেশী ...	৬৲—৬৵০
ঐ পাটনাই ...	৬৷০—৬৷৵০
মুসুরের ডাল খাড়ী ...	৮৵০—৮৸০
মটরের ডাল ছোট ...	৫৷৵০
ঐ সাদা ...	৬৲—৬।০
মুগের ডাল কাঁচা ...	৮৷০ ৯৷০ ৯৷০
ঐ ভাজা ...	১২০ ১২৷০ ১৫৲
কলাইয়ের ডাল ...	৭৸০—৮৷০
বিউলি ...	৮৷০—৮৷০
মাসকলাই ডাল দেশী ...	৭৷০
ঐ পাটনাই ...	—৭৸০

লবণ

লিবার পুল ১০০/ ...	—২৬৬৲
অন্যান্য স্থানের ...	২৫১৲—২৫৩৲
করকচ ...	২১২৲—২১৭৲

ঘৃতের দর

শ্রীঘৃত ...	৮০৲
মটকী ...	৭৯৲
ভারতী ...	৭৪৷০
খুরজা ...	৭৪৷০
সাগর ...	৬৪৲
লক্ষ্মী ...	৬৮৷০
সেকোয়াবাদ ...	৭১৷০
কয়ারলা সাগর ...	৭৭৷০
ঘৃত (মহিষের) মুঙ্গেরে মটকি	৭৬৲—৮৫৲
চন্দ্রকোণা ...	৮০৲
গাওয়া ...	৯৫৲

তৈলের দর

রেড়ির তৈল ...	১৯৲
তিসির তৈল ...	১০৷০
নারিকেল তৈল ...	২৩৷০
মহুয়ার তৈল ...	২৩৲

নারিকেল তৈল ১ নং ২৪৷৷৹ কোচিন ২৬৲

দেশী ... ২৫৲

সরিষার তৈল ... ২৬৲—২৮৲

মসিনার তৈল গৌরীপুর ... ২৪৲—২৬৲

চীনা বাদাম তৈল ২৩৷৹ ২৫৲—২৫৷৹

তিল তৈল খাঁটী ... ২৯৲

কেরোসিন তৈল

কেরোসিন স্নোফ্লেক্ বাক্স সমেত ১০৲

ঐ গিরজা ঐ ৮৸৹

ঐ ভিক্টোরিয়া ২ টীন ৫৲

ঐ হাতি মার্কা ঐ ৬৷৵৹

ঐ বাদর মার্কা ঐ ৬৸৹

ঐ রাণী ঐ ৫৲

বর্ম্মা নূতন স্বদেশী হাঁস মার্কা ঐ ৫৲

গোল্ড মোহর বর্ম্মা ২ টীন ঐ ৬৷৷৵৹

জেঃ পালীত ... ৬৷৷৹ গেলেন

১০ গ্যালন ১ বাক্স প্র্যাট মার্কা ৫০৲

ফেনাইল (অর্ডিনারী) ১৵৹—১৷৵৹

মিছরী

কারখানার মিছরী ১নং ... ১০৸৹

চিনি

দোবরা ... ... ১২৲

একবরা ... ... ২১৲

সাদা জাভা ১০৸১০

হিন্দুস্থান চিনি ... ... ১২৲

জাভা চিনি লাল... ... ১০৵৹

ই এ আর ক্রিষ্টাল ... ১১৵৹

কানাডা চিনি ... ১১৲

বিবিধ শস্য।

সরিষা কাজলা কানপুর ... ৮৸৹—৯৷৷৹

ঐ সেতি ... —১১৲

ছোলা বা বুট, পাটনাই ... ৫৷৹ - ৫৷৷৹

ছোলা সহরের ... ৪৷৷৵৹—৫৲

ছোলা দেশী ... ৪৷৵৹—৪৷৷৹

মাস কলাই, দেশী ... ৫৲ — ৫৷৷৹

ঐ পাটনাই ... ৬৲ - ৬৷৹

মুসুরী কলাই, দেশী ... ৪.৹—৪৷৷৹

ঐ পাটনাই ... ৫৷৹—৫৷৷৹

কালী কলাই ... ৫৷৷৹—৬৲

মুগ সোনা নূতন ... ১৩৸৹ —১৪৲

মুগ কৃষ্ণ দেশী ... ৮৷৹—৮৷৵৹

মুগ পশ্চিমে হালি ... ৬৸৵৹—৭৷৹

সিঙ্গাপুর মুগ ... ৭৸৹ ৮৷৹

মটর সাদা ... ৫৷৷৹—৫৸৹

মটর সবুজ ... ৫৵৹—৫ ৵৹

মটর গুলি ... ৩৸৹--৪৷৷৹

অড়হর দেশী ... ৫৷৵৹ — ৫৷৷৵৹

ঐ কানপুর ... ৬৲—৬৷৹

সোরি নাগপুরে গোটা ... ৪৷৵৹—৪৷৷৹

ঐ পাটনাই ... ৪৷৹—৪৸৹

ঐ দেশী ... ৩৷৹—৩৷৷৹

যব পাটনাই ... ৪৷৷৹—৫৲

কে সি বসুর পারল বার্লী ... ১৭৲

তিসী ঝাড়া (শতকরা ৫৴বাদ) ... ৭৴৹

গম জামালপুর (শতকরা ৭৷৷৹ বাদ) ১০৲

ঐ কানপুর মুখে (৫/০ খাদ) ৬৷৷০
ঐ লাহোর মুখে (ঐ ঐ) ৮৸০
ঐ গঙ্গাজলি (ঐ ঐ) ৭৷৷০—৮৲
পোস্তদানা (ঝাড়া শতকরা ৫/০ খাদ)১৩৷৷০—১৪৲
তিল নাগপুরে সাকি (শতকরা ৫/০ খাদ) ১৫৲
তিলসফেদ ... ১৮৲—২০৲
তিল কাট ... ১০৲
তিল কৃষ্ণ ... ১২৷৷০
রেড়ী দেশী ... ৫৷৷০—৫৷৷৵০
ঐ মাদ্রাজী ... ৭৷০
হরীতকী বাঙ্গালা দেশের ... ২৷৷০
ঐ জব্বলপুরের ... ৩৲—৩৷০
মাটবাদাম বা চীনা বাদাম ৭৸৶ খোসা ছাড়ান৯৸৶
তেঁতুল ... ৯৷০—১১৲
সিমুল তুলা কলঘারা পরিস্কৃত গাঁট বাঁধা ৪১৸০
খোসা ও বীজ সহিত দেড়মনি বস্তার মূল্য ২৭৲২৮৲
সোহাগা ... ২৪৲
শুঁট ... ১৯৲
মরিচ ... ৬৫৲
জিরা ... ২৫৲
জোয়ান ... ৮৷৷০
ধনে ... ১৫৲
মেথী ... ৬৸০
সোরা ... ১০৲
কাদি কোম্পানী ১৩৫ লোয়ার চিৎপুর রোড।

বেনে মশলা।

ছোট এলাচ রাবিন ১নং ... ৫.০—৫৷৷০
ঐ ঐ ২নং ... ৪৸৵০—৫৲
বড় এলাচ ... ৬৮৲—৭০৲
লবঙ্গ ... ৪৫৲—৪৮৲

জইত্রী ... ৮.০—৫৸০
জায়ফল ... ৫৮৲
চীনের সিন্দুর ... ৩৲
মরিচ রাবিন নূতন ... ৭৬৲
লঙ্কা জরদা ... ১৭৲—১৮৲
লঙ্কা লাল ... ১৩৷০—১৫৷৷০
হরিদ্রা নূতন ... ৮৲ ৯৷৷০
জাহাজি ধুনা ... ৭৲—৮৲
রেঙ্গুনে ধুনা ... ১৮৷৷০ ১৮৲
ধনে ... ১৯৲—২০৲
সুপারি জাহাজী ... ১১৲—১২৲
দেশী সুপারি ... ১৩৷৷০—১৪৲
খয়ের ১নং ২৪৲ ২নং ১৯৲—২১৲
কাশরা দানা ... ৯৷৷০
কর্পূর সের ... ৩৸৵০
রিঃ কর্পূর ... ৫৲
সুট ... ১৭৲
পিপুল ... ১০০৲
জিরা ... ৩২৲—৩৬৲

মধু ও ময়দা।

মধু ১নং ২৫৷৷০ ২নং ২১৷০
ময়দা ১নং ৮৷৷০ ২নং ৮৷০ ৩নং ৮৲
রোলার আটা ১নং বি ৮৶০ ২নং ৬৸৶ ৩নং ৫৸০
সুজি ১নং ৮৷০ ২নং ৪৷৷৵০
ভুষী ১নং ২৸০ ২নং ৩৲ ৩নং ৮৲

বাতী।

রেঙ্গুন ১৬ আউন্স প্রতি প্যাকেট ৷৷৯
" ১৪ " ৷৶৫
" ১২ " ৷৵৫
" ১০ " ৷/৫

রেঙ্গুন ৮ আউন্স প্রতি প্যাকেট	।/৫
রেঙ্গুন ১০ আউন্স ১১ আঃ গাড়ীর বাতী	।৵০

ছাতা।

নন্দলাল দত্ত

গোল সীক	২২,২৪ইং		১১৸০
স্প্রিং	২৪।২৫ইং		১২৲
গেলি সীক	২০ইং		৯৲
রেলি স্প্রিং	২৬	ইঃ	২৭৷০
বেটে ১২ নং	২৪।২৬	ইঃ	—২০৲
ঐ ১৯নং	২৪।২৬	ইঃ	—২৩৲
ঐ ১১ নং	২৪ ২৬	ইঃ	২৫৲—২৭৲
রাজারাণী ১২ নং	২৪।২৬	ইঃ	১২৸০
ইংলিশ ছাতা কাঠের বাঁট	২৬	ইঃ	২৮৲
ভিসন বাদাম	২৪।২৬	ইঃ	১৯৲—
ষ্টিল বাঁট	১২ নং		২৫৷০
	১৯ নং	ঐ	২৭৲

রং, সিমেণ্ট প্রভৃতি

হোয়াইট জিঙ্ক	৪৬০	প্রতি হন্দর
হোয়াই লেড্	৩১৷০	”
গ্রীন	৩৯৲	”
রেড অক্সাইড	২৮৸০	”
তার্পিণ তৈল	৪৷১৫	প্রতি গ্যালন
তিসির তৈল সিদ্ধ	২৷৶১০	”
ঐ কাঁচা	২৷/১০	”
সিমেণ্ট দেশী	৫৫৸০	টন
ঐ বিলাতী	১১৸৶০	পিপা
পিত্তলের পাত ৪ × ৪	৬১৷০	প্রতি হন্দর
ঐ রড	৫২৲	”
তামার পাত ৪ × ৪	৬৫৷০	”
ঐ রড	৭০৲	”

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
৮৬।এ ক্লাইব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণ ও রৌপ্য

গিনি ঘোড়া মার্কা	...	১৩৲৶১০
বড়াল স্বর্ণ	...	২১।৵০
চীনের পান্না	...	২১৷০
কলিকাতা ট্যাঙ্কালে	...	২১।৶০
বিলাতী রূপা ১০০ ভরি	...	৬০।৶০

প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স
২৮ সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

৭ম বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৩৪ { ১১শ সংখ্যা

বাংলার পাট ও পাটের ব্যবসায়।

(চতুর্থ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইয়োরামেরিকার অধিবাসীগণ চিরদিনই সঙ্ঘ শক্তির উপাসক। আবার ইয়োরামেরিকার সেরা ব্যবসাদার ইংরাজ জাতি তীক্ষ্ণ রাজনীতিক বুদ্ধি এবং ঐক্যবদ্ধতার গুণেই আজ জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই সকল ইংরাজ কলওয়ালা একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহারা দেখিল পাটের বাজারে বিক্রেতা অনেক আছে বটে কিন্তু ক্রেতা একমাত্র তাহারাই; কাজেই তাহারা যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া কারবার চালাইতে থাকে তাহা হইলে সমস্ত পাটের বাজার তাহাদের মুষ্টির মধ্যে আসিয়া পড়িবে। এমন কি তখন পাটের দর কমান বাড়ান তাহাদের ইচ্ছাধীন।

ইহার ফলে লণ্ডন জুট্ এসোসিয়েসনের সৃষ্টি হইল। বলা বাহুল্য ডাণ্ডির মিল ওয়ালারাই এই এসোসিয়েসনের স্রষ্টা।

ইংরাজ মিলওয়ালাগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই পাটের বাজারটীকে সম্পূর্ণরূপে দখল করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিল। প্রথম কোপ পড়িল দেশীয় বেলার এবং সেলার (রপ্তানী কারক) দিগের উপর। তাহারা স্থির করিল তাহাদের মধ্যে কেহই, কোন দেশীয় বেলার বা সেলারের নিকট

হইতে পাট খরিদ করিবে না। এমন কি কোন দেশীয় কোম্পানী যদি অল্প মূল্যেও মাল ছাড়িতে রাজী থাকে, তথাপি বেশী দাম দিয়া ইংরাজ কোম্পানীর নিকট হইতে মাল কিনিবে, ইহাই হইল তাহাদের পণ। আমি পাট ব্যবসায়ে দ্বিতীয় পর্ব্বের কথা বলিতেছি কিন্তু আজিও এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আজও মিলওয়ালারা বরং একজন ইংরাজের নিকট হইতে ১২৲ বার টাকা মন দরে পাট কিনিবে তথাপি একজন বাঙালীর নিকট সেই পাটই ১০৲ টাকা মন দরে পাইলেও উহা গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন না। কিন্তু দেশীয় বর্জ্জনের ইহাই শেষ নিদর্শন নহে। ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ দেশীয় ব্যবসাদারদিগকে চিরদিনই একটু অপ্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। পাটের ক্ষেত্রে সেই অপ্রীতি অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিস্ফুট এই মাত্র। কোন দেশীয় ষ্টীমারে করিয়া যদি পাট চালান দেওয়া হয় তাহা হইলে ইংরাজ মিলওয়ালা সেই পাট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে। ইংরাজ বেলার ও সেলারগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে তাহাকে দমাইয়া দিতে। ইহার ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীগণ পাটের ব্যবসায়ে ইংরাজ বণিকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের সরাসরি মিলার দিগের সহিত কারবার চালাইবার সুযোগ বা সুবিধা নাই; কাজেই অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে ইংরাজ বেলার বা সেলারগণের হাতে মাল ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু এইখানেই দুর্দ্দশার অবসান নহে। পাটের বাজারে মূল ক্রেতারা সঙ্ঘবদ্ধ এবং কৃষক বা বিক্রেতাগণ বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল হওয়ায় এক অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দুনিয়ার সকল দেশে বিক্রেতারাই বাজার দর নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু পাটের বাজারে ক্রেতারাই সর্ব্বে সর্ব্বা। মিলওয়ালাদিগের পাট কিনিবার পদ্ধতি অনেকটা এইরূপ।

সেলারেরাই মিলারদিগকে পাট সরবরাহ করিয়া থাকে একথা বলিয়াছি। কিন্তু মিলারেরাই পাটের দর নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। মনে করুণ "ক" একজন মিলার "খ" তাহাকে পাট সরবরাহ করিয়া থাকে। "ক" পূর্ব্ব হইতেই, স্থির করিয়া দেয় অমুক মাসে আমি এত টাকা মন দরে পাট কিনিব। বস্তুতঃ "খ" "ক"রের হস্তে একটী ক্ষুদ্র ক্রীড়নক মাত্র—তাহার নিজের ইচ্ছার উপর বিশেষ কিছুই নির্ভর করে না। "ক" যেমন যেমন নির্দ্দেশ করিবে "খ" তেমন তেমন কাজ করিতে সর্ব্বোতোভাবে বাধ্য। এইরূপে সেলার মিলারের বেলার সেলারের, আড়তদার বেলারের, মহাজন আড়তদারের এবং সর্ব্বশেষে কৃষক মহাজনের সকল প্রকার নির্দ্দেশ, তাহা যতই অন্যায় বা অপ্রীতিকর হউক না কেন, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার একমাত্র ফল মিলারের স্বেচ্ছাচারিতা। মিলার সুযোগ বুঝিয়া যাহা ইচ্ছা দাম ফেলিতে লাগিল। তাহারা যে যোগান বা চাহিদার বিষয় মোটেই ভাবিয়া দেখিত না তাহা নহে, তবে তাহাদের নির্দ্ধারিত মূল্যের সহিত যোগান বা চাহিদার বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না। এই কথা বলিবার কারণ এই যে মিলওয়ালারা বহুবারই ধুয়া ধরিয়াছে বটে যে 'আমরা একেবারে যাইতে বসিয়াছি পাটের বাজার অতিরিক্ত আক্রা' কিন্তু তাহা নিতান্তই কথার কথা মাত্র কেন না, সেই আক্রার বাজারেও তাহাদের লভ্যাংশের মাত্রা আদৌ কম হয় নাই। নিম্নলিখিত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন বাংলার জুট-মিল সমুদায় কি ভীষণ ভাবে লাভ করিয়া থাকে।

১৯১৫ ইংরাজী হইতে ১৯২৪ ইংরাজী সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কতকগুলি পাটকলের লভ্যাংশের বিতরনের হিসাব।

কোম্পানীর নাম	মূলধন	ডিবেঞ্চার বা স্বতমূলে সংগৃহীত মূলধন	যতগুলি তাঁত প্রতি কলে কাজ করিতেছে।	প্রত্যেক অংশের মূল্য
এলবিয়ান জুটমিল	১২০০০০০	৭০০০০০		
আলেকজান্দ্রা "	৬০০০০০০	৮০০০০০	৩২৬	১০০
ক্রেগ "	৩০০০০০০	...	২৫০	১০
গৌরীপুর "	১২০০০০০	১৬০০০০০	১৩৭৫	১০০
হুগলী "	৪২০০০০০	...	৪১৭	১০
এংলোইণ্ডিয়া "	৩৯২০৭০০	২৫০০০০০	২৫০০	১০০
ষ্টেণ্ডার্ড	১৪০০০০০	...	৬৪০	১০০
কেলভিন	৭০০০০০	...	৬৩৬	১০০
কামার হাটি	২৭০		১৭১০	১০০

১৯১৫-২৪ ইং পর্য্যন্ত শতকরা মূলধনে যে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে — প্রতি অংশের ১৯২৪ ইং শেষ মূল্য

কোম্পানীর নাম	১৯১৫—১৬		১৯১৭—১৮		১৯১৯—২০		১৯২১—২২		১৯২৩—২৪		প্রতি অংশের ১৯২৪ ইং শেষ মূল্য
এলবিয়ান জুটমিঃ	৭৮	৭০	৭০	১৪৫	৮০	৯৫	৫০	৪০	৬৫	৬৫	৪৯০
আলেকজান্দ্রা	...	...	...	৭০	১৫০	৯৫	২০	৩৫	২০	২০	৪৪৫
ক্রেগ "	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	৬৭০
গৌরীপুর "	৫০	৯০	২১০	২৫০	৪২০	২৫০	২	৭০	৮০	৬০	৭৯০
হুগলী "	২০	৫০	৩৭॥০	১২৫	৪০০	২০০	৭৫	৩০	৭০	১০০	৭৮॥০
এংলোইণ্ডিয়া "	...	...	১২২॥০	৩২॥০	৩০	৪০	৪০	৪০	৪০	২৫	৪২০
ষ্টেণ্ডার্ড	৩০	৬৫	৮৫	২০০	২০০	১৫০	৩৫	৫০	৪৫	৩৫	৪২০
কেলভিন	৪০	৮০	১০০	১৫০	২২৫	৩০০	১০২॥০	৭০	৮৫	৫০	৮২৪॥০
কামার হাটি	৩০	৬০	৫৫	১৫০	২২৫	২৫	৬৫	৬০	৬০	(ক)	৬৫৫

উপরের সকল কলগুলিই বৈদেশিক। ঐ প্রকারের আরও কতকগুলি পাটকল বিদেশীদের আছে।

ভারতীয় কোম্পানীর নাম :—	মূলধন	শতমূলে সংগৃহীত মূলধন	তাঁতের সংখ্যা	প্রত্যেক অংশের মূল্য
বিরলা জুটমিল	২১৩৩৬০০৲	১৫০০০০০৲	৬২০	১০৲
হুকুমচাঁদ "	২৯৬৩৫২০৲	১০০০০০০৲	৬৯৫(খ)	৭৷৹

(ক) ১৯২৪ সালের অঙ্ক জানা নাই।

(খ) ১৯২৫ সালে আরো ৭০০ তাঁত বৃদ্ধি করা হয়।

(গ) ১৯২৫ সালে ৩১ মার্চ্চ শতকরা ১০৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

(ঘ) " " " " ১৩৷০ " " " "

* ১৯২৫ সালে হুকুম চাঁদ মিলে সর্ব্বসমেত ৮০২৭৯৯৲ এবং বিরলা মিলে ১১৮৯৯০৯৲ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে।

	লভ্যাংশ ৯২৩	লভ্যাংশ ১৯২৪	প্রতি অংশের ১৯২৪ সালের শেষ মূল্য	
বিরলা জুটমিল ১৯২০ সালে খোলা হয়	..	৫৲	৯৭৷- (গ)	১৯২৫ সালের দর
হুকুম চাঁদ জুটমিল ১৯১৯ সালে খোলা হয়	০॥৵৬	৬৲৵৬	১১৷০ (ঘ)	১০॥ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—

১। বাঙ্গালীর কোন চটকল নাই

২। ১৯১৫-২৪ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় চটকল গুলিতে গড়ে শতকরা ৯৭৲ টাকা লাভ দেওয়া হইয়াছে।

উল্লিখিত তালিকাতে দেখিতে পাইবেন বাংলার কোন মিলেই ১৯১৫ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত শতকরা মূলধনে বার্ষিক ২০৲ টাকার কম লাভ হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৮০।৯০।১০০৲ টাকা লাভ হইয়াছে; আবার কোন কোন স্থলে উহা বাড়িয়া ৪০০।৪২০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে টাকা অপেক্ষাকৃত আক্রা; তাই টাকা প্রতি একটু বেশী সুদ দিতে হয়। তথাপি ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা ৫.৬ টাকার বেশী নহে। বিলাতে সুদের হার আরও কম। অবশ্য ব্যবসায়ে টাকা খাটান আর ব্যাঙ্কে উহা বসাইয়া রাখা এক কথা নহে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা হয়, উহা নিরাপদে থাকিবে বলিয়া; সুদে খাটান ইহার গৌণ কারণ। কিন্তু ব্যবসায়ে টাকা খাটান আদৌ নিরাপদ নহে। ইহাতে লোকসান যাইবার সম্ভাবনা আছে। তথাপি যে লোকে

এই লোকসানের সম্ভাবনা মানিয়া লইয়াও ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকে সে কেবল লাভের প্রত্যাশায়। কাজেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত মূলধনে শতকরা ৫।৬ টাকা কেন ১০।১২ টাকা বা তাহা অপেক্ষাও অধিক লাভ হওয়া সর্ব্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে না হয় ৩০।৪০ টাকা বা ৫০।৬০ টাকাই লাভ হউক। কিন্তু শতকরা ৪০০ টাকা লাভ! ভাবিয়া দেখুন কি সাংঘাতিক অবস্থা। শতকরা ৪০০ টাকা লাভ হউক ক্ষতি নাই, যদি এই লাভের সামান্য অংশও দরিদ্র কৃষক কেরা পাইত। কিন্তু ইহা যে গরীবকে মারিয়া কাছারী গরমের ব্যবস্থা। ঐ মোটা মুনফা যে কৃষককে বঞ্চিত করার ফল একথা কিছুতেই ভুলিতে পারি না। রাজপথ দিয়া ধনিকের রথ চলিয়া যাউক ক্ষতি নাই। রথ দেখিতে সকলেই ভালবাসে। কিন্তু সেই বিরাট কায় রথের শক্ত চাকা যদি লক্ষ দরিদ্রের বক্ষ ভাঙ্গিয়া রক্তে রাঙা হইয়া যায় তাহা হইলে যে তাহার ঘর্ঘর নিনাদ দুনিয়ার ত্রাসের কারণ হইয়া উঠে। পাটের ব্যবসায়ের এক পৃষ্ঠা দেখিতে খুবই ভাল—কিন্তু আর এক পৃষ্ঠার সংবাদ রাখ কি? একদিকে রাজার ঐশ্বর্য্য, বিরাট সঙ্ঘশক্তি, বড় বড় কল কারখানা, প্রচুর লাভ—আর আর একদিকে ভিক্ষুকের দারিদ্র্য, শতধা বিচ্ছিন্ন বিষম দুর্ব্বলতা, হাড় ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে একমুষ্টি তণ্ডুল ও একখণ্ড জীর্ণবস্ত্র কিনিবার অর্থাভাব—বাংলার পাট ব্যবসায়ের ইহাই দুই বিভিন্ন দিককার প্রকৃত চিত্র।

এখন কথা হইতেছে দোষ কাহার? বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া এই যে জুলুম বাজী চলিতেছে ইহার জন্য দায়ী কাহারা? সকলেই বলিবেন দোষ ইংরাজ বনিকের। আমি ইংরাজ বণিককে নির্দ্দোষ বলিতে চাহিনা, কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র তাহাদিগকেই দায়ী করিলে চলিবে কেন?

কবি গাহিয়াছেন—

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
বিধাতার বজ্র আসি সে সবারে দহে"

কথাটা নিতান্ত নিরর্থক নহে। সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিবে—ইহা অন্যায় হইলেও স্বাভাবিক। জগৎ জুড়িয়া ঐ একই লীলা চলিতেছে। ভেক দুর্ব্বল বলিয়া সাপ তাহাকে গিলিয়া খায়;—সাপ দুর্ব্বল তাই গোসাপ তাহাকে মারিয়া ফেলে; আবার তদপেক্ষা বলবান কুমীরের নিকট গোসাপের নিস্তার নাই। প্রকৃতির এই নিয়ম। আবাহমান কাল ইহা চলিয়া আসিতেছে—সৃষ্টির শেষদিন পর্য্যন্ত ইহা চলিবে। কাজেই সবলকে সাধু হইবার উপদেশ দিয়া লাভ কি? উহা বেণু বনে মুক্তা ছড়ানর মতই নিরর্থক। বরং সেই সময়ে সবলের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া বাহির করিতে পারিলে কাজ হইতে পারে।

মিলার সবল এবং কৃষক দুর্ব্বল—একথা মানিয়া লই। কিন্তু কৃষকের এ দৌর্ব্বল্য কি একেবারেই দুরপনেয়? কৃষকেরা দুর্ব্বল তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ নহে বলিয়া;—কৃষকেরা দুর্ব্বল, কারণ তাহারা দরিদ্র ও অজ্ঞ! কিন্তু দরিদ্র হইলেও ক্ষতি ছিল না যদি তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইত। সঙ্ঘবদ্ধ নহে, কারণ তাহারা অজ্ঞ। বস্তুতঃ অজ্ঞতাই প্রকারান্তরে কৃষকের সকল সর্ব্বনাশের মূল।

কৃষকেরা দরিদ্র ও অজ্ঞ বলিয়া দেশের ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বাংলার কৃষক যে মাথার ঘাম পায়ে

ফেলিয়া বাংলার মাঠে সুবর্ণ উৎপন্ন করতঃ ধূলি মুষ্টিতে সেই সুবর্ণ বিক্রয় করিয়া অনশনে অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়—ইহার জন্য দায়ী কে? আমি বলিব, ইংরাজ ইহার জন্য অংশতঃ দায়ী হইলেও ধনী এবং শিক্ষিত বাংলা আপনাপন দায়িত্ব এড়াইতে পারে না। বাংলার জমিদার নিজের প্রজাপুঞ্জকে বাঁচাইবার জন্য কতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন? বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞ দেশ ভাই দিগের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত কতটুকু আন্দোলন চালাইয়াছেন? জমিদার বৃন্দ যদি বিলাস ব্যসনের ব্যয় কথঞ্চিত সংকোচ করিয়া প্রজাকে বাঁচাইবার জন্য তাহা ব্যয় করিতেন তাহা হইলে হয়ত কৃষকের এতদুর্দ্দশা আজ থাকিত না। শিক্ষিত বাংলা যদি অশিক্ষিত বাংলার দরদের দরদী হইয়া তাহাকে বলিয়া বুঝাইয়া শিখাইয়া কোনক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিতেন তাহা হইলেও আজ বোধ হয় বাংলার কৃষকের অবস্থা ভিন্নরূপ হইত। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য জমিদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায় আপন আপন দায়িত্ব পালন করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও যে করিবেন তাহার কোনও চিহ্ন দেখিতেছি না।

(ক্রমশঃ)

কাঠের পালিশ।

(পালিশ করিবার উপায়)

পালিশব্যবসায়ীগণ ব্যতীত অন্য সকলেরই ধারণা যে একমাত্র মেহগেনি কাষ্ঠেই ফ্রেঞ্চপালিশ করিতে হয় কিন্তু অন্য প্রকার কাষ্ঠে মোম-পালিশ বা বার্ণিশ লাগানই বাঞ্ছনীয়, অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম না খাটিলেও মোটামুটি ইহাই প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়। মেহগেনি কাষ্ঠ ব্যতীত আর সকল প্রকার কাষ্ঠেই চাঁচ গালার (Shellac) সাহায্যে বার্ণিশ করা যাইতে পারে। এমন কি পালিশকারক যদি উত্তমরূপে ফ্রেঞ্চপালিশ করিতে অপারগ হয় তাহা হইলে মেহগেনি কাষ্ঠেও বার্ণিশ লাগাইলে ক্ষতি নাই। চাঁচগালা ব্যবহারের সুবিধা এই যে ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষেত্রটী নরম বা শক্ত তাহা যেরূপ কাষ্ঠেরই হউক না কেন—অত্যন্ত শক্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ইহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুকাইয়া উঠে কাজেই খুব তাড়াতাড়ি বার্ণিশের কাজ শেষ করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ ইহা কাষ্ঠের সূক্ষ্ম রন্ধ্রগুলিকে এমন ভাবে রুদ্ধ করিয়া দেয় যে ইহার প্রলেপ লাগাইলে এমন কি রঞ্জন নিস্রাবী কাষ্ঠের মধ্য হইতেও রঞ্জন বহির্গত হইতে পারে না।

উপরোক্ত গুণ কয়টির জন্য পালিশকারকদিগের নিকট চাঁচ গালার (Shellac) বড়ই আদর।

কিছুদিন পূর্ব্বে মুক্ত আঁশ (open grained) কাষ্ঠেও কোনরূপ ফিলার (filler) ব্যবহার না করিয়াই একেবারে সেলাক লাগান হইত। বর্ত্তমানেও যে ঐ পদ্ধতি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে

তাহা নহে। তবে অধিকাংশ স্থলেই আজকাল প্রথমতঃ ফিলার ব্যবহৃত হয়; কেননা অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা গিয়াছে যে মুক্ত-আঁশ কাঠের আঁশ নষ্ট করিবার জন্য প্রথমে উহাতে পেষ্ট- ফিলার লাগাইয়া পরে বার্ণিশ ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই বার্ণিশ হইয়া যায় এবং উপাদানও অনেক কম লাগে কাজেই শেষ পর্য্যন্ত খরচও কম পড়ে।

স্পিরিট বার্ণিশে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে কিছু কিছু ফ্রেঞ্চপালিশের জ্ঞান থাকা আবশ্যক; কেন না তাহাতে কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

তেল-বার্ণিশের মত স্পিরিট বার্ণিশের কাজও ঈষৎ শক্ত। কেন না ইহা লাগাইবামাত্র সহজেই ক্ষেত্রের চারিদিকে সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়ে না। গাড়ীর দরজা বা অন্যান্য অংশে সাধারণতঃ তেল-বার্ণিশ লাগান হয়। উহা অত্যন্ত সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখায়। নিম্নলিখিত ভাবে ঐ বার্ণিশ লাগান হইয়া থাকে।

প্রথমে ক্ষেত্রের উপর এক পোঁচ তেল-বার্ণিশ লাগাইয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। উহা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গেলে এক খণ্ড পিউমিস্ ষ্টোন কিম্বা পিউমিস্ চূর্ণের সাহায্যে ক্ষেত্রটীকে উত্তমরূপে মসৃন করিয়া ফেলা হয় এবং তাহার পর আরও এক পোঁচ পালিশ লাগান হয় ইত্যাদি।

স্পিরিট বার্ণিশ লাগাইবার পদ্ধতিও ঠিক এইরূপ। প্রত্যেক পোঁচ বার্ণিশ লাগাইবার পর সূক্ষ্ম গ্লাস পেপার কিম্বা পালিশ রবারের সাহায্যে ক্ষেত্রটীকে সম্পূর্ণরূপে মসৃন করিয়া ফেলা উচিত। আদৌ বার্ণিশ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কাঠের ছিদ্রগুলি কোনরূপে বন্ধ করিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কেন না প্রথমতঃ ইহাতে কাঠ বার্ণিশ শুষিয়া লইতে পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ উহার আঁশগুলি উঠিয়া পড়িয়া ক্ষেত্রটীকে মসৃন করিবার পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত করে না।

যাহা হউক প্রধানতঃ দুই উপায়ে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এক কাঠের গায় আগাগোড়া এক পোঁচ মাড় লাগাইয়া দিয়া আর এক একটী ভাল রবার পালিশে ডুবাইয়া ইহার দ্বারা উহার গায় এক পর্দ্দা পালিশ লাগাইয়া দিয়া।

আজকাল আবার এক নূতন উপায়ে আসবাবপত্র উজ্জ্বল এবং চাকচিক্যবিশিষ্ট করা হইতেছে। এতদিন কেবল পালিশ ও বার্ণিশ এই উভয়ে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে তৃতীয় প্রতিযোগিতার আবির্ভাব হইয়াছে। আমি কলাই বা এনামেলিংএর কথাই বলিতেছি ছোট আসবাবপত্র এবং প্রধানতঃ সৌখীন আসবাবেই পালিশ বা বার্ণিশের পরিবর্ত্তে এনামেলিং করা হয়। এনামেলিং করার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে।

(১) ইহাতে ইচ্ছামত রঙ্ মিশান হয় বলিয়া আসবাবটীকে যেমন ইচ্ছা বর্ণবিশিষ্ট করা যায়।

(২) অতি সাধারণ কাঠও এনামেল করিলে অতি সুন্দর ও মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়।

(৩) পুরাতন আসবাবে এনামেলিং করিলে ইহা শুধু যে দেখিতেই নূতনের মত হয় তাহা নহে, ইহার টিকিয়া থাকিবার শক্তিও বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

(৪) পালিশ করা অপেক্ষা এনামেলিং করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

কয়েক প্রকার এনামেল সাধারণতঃ স্পিরিট বার্ণিশের সহিত শুষ্ক পিগমেণ্ট বা রঙ্ মিশাইয়া তৈয়ারি করা হয়। ইহা লাগাইবার পূর্ব্বে বিশেষ কোন হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। কেবলমাত্র কাঠের গায় এক পর্দ্দা মাড় লাগাইয়া দিলেই যথেষ্ট

হইবে। এমন কি পালিশ রবার দিয়া ঘসিয়া উহাকে মসৃণ করিয়া ফেলিবারও প্রয়োজন নাই।

বার্ণিশ বা এনামেল লাগাইবার জন্য এক বিশিষ্ট ধরণের ব্রুস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহা উটের লোম দিয়া প্রস্তুত। ইংরাজীতে উহাকে গিলডারস্ মপ (Gilder's mop) বলে। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য নিম্নে এইরূপ একটী ব্রুসের ছবি দেওয়া হইল।

৮নং চিত্র।

স্পিরিট বার্ণিশ লাগাইবার ব্রুস।

সর্ব্বদাই উল্লিখিত ব্রুস ব্যবহার করা উচিত। কেন না উহা বাজার প্রচলিত অন্য সকল প্রকার ব্রুস অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। টিনের হাতলযুক্ত ব্রুস ব্যবহার করিতে নাই। কিন্তু যদি নিতান্তই উহা ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে উহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে এবং পরে মেথিলেটেড স্পিরিটে কাচিয়া লইতে হইবে।

বার্ণিশ কখনও টিনের পাত্রে রাখিতে নাই। কেন না ইহাতে বার্ণিশ খারাপ হইয়া যায়—উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। কাচ কিম্বা চীনা মাটির পাত্রই বার্ণিশ রাখিবার উপযুক্ত আধার। গৃহে ব্যবহারের জন্য অল্প পরিমাণে বার্ণিশ রাখিতে হইলে নিম্নের চিত্রের অনুরূপ শিশিতে রাখিয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৯নং চিত্র।

বার্ণিশ রাখিবার পাত্র

কেন না ঐরূপ পাত্রে বার্ণিশ রাখিলে উহা সহজে নষ্ট হইয়া যায় না এবং সর্ব্বদাই ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায়।

একেবারে অনেক খানি বার্ণিশের প্রয়োজন হইলে উহা গৃহে তৈয়ারি করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সামান্য পরিমাণে বার্ণিশ তৈয়ার করিতে গেলে খরচা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বার্ণিশ বাজার হইতে কিনিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। বাজারের বার্ণিশ শুধু যে অপেক্ষাকৃত সস্তা তাহা নহে; ইহার আরও একটু উপযোগিতা আছে। বাজারের পালিশ ব্যবসায়ীগণ প্রত্যহই নানান ধরণের পালিশ এবং বার্ণিশ প্রস্তুত করিতেছে। কাজেই এই কার্য্যে তাহাদের বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছে।

তাহারা যেরূপ উৎকৃষ্ট বার্ণিশ প্রস্তুত করিতে পারিবে একজন সাধারণ লোকের পক্ষে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা লইয়া সেরূপ বার্ণিশ প্রস্তুত করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।

কোন কোন পালিশ-কারকের মত এই যে বাজার হইতে কেনা তেল-বার্ণিশে আর কোন উপাদান মিশাইতে নাই। বাজারে যে অবস্থায় উহা বিক্রীত হয়, সেই অবস্থায়ই উহা ব্যবহার করা উচিত। উপরোক্ত মতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেও সকল ক্ষেত্রে আমরা ঐ মতের সমর্থন করিতে পারি না। উৎকৃষ্ট বার্ণিশে কোন কিছু মিশাইতে যাওয়া অন্যায় বটে কিন্তু বাজারে চল্‌তি সাধারণ রকমের বার্ণিশে অনেক সময় অন্যান্য উপাদান না মিশাইলে চলে না। মনে করুন আপনি বাজার হইতে বার্ণিশ কিনিয়া আনিলেন, উহা এরূপ ঘন যে সহজে আসবাবের গায় লাগান যায় না। এরূপ স্থলে ঐ বার্ণিশে কিঞ্চিৎ তার্পিন তৈল মিশ্রিত করিয়া উহাকে প্রয়োজনানুরূপ তরল করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আসবাবে এক পোঁচ বার্ণিশ, লাগাইবার পর উহাকে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখা উচিত। ঐ সময়ের মধ্যে বার্ণিশ শুকাইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ২৪ ঘণ্টায়ও বার্ণিশ সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া না যায়, তাহা হইলে আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করা উচিত।

প্রথম পর্দ্দা বার্ণিশ কাঁচা থাকিতে থাকিতে দ্বিতীয় পর্দ্দা বার্ণিশ লাগাইতে নাই। কেন না ইহাতে পরে বার্ণিশ ঘামিয়া উঠিয়া আসবাবের চাক্‌চিক্য নষ্ট করিয়া দিবে এবং ফলে ঐ বার্ণিশ তুলিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া বার্ণিশ লাগাইতে হইবে। অবশ্য খুব বেশী রকম ঘামিয়া উপরের বার্ণিশ চটিয়া গেলেই ঐরূপে সমস্ত বার্ণিশ তুলিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু সামান্য পরিমাণে ঘামিয়া উঠিলে শুধু জল ও পিউমিস্ চূর্ণ দিয়া ঘসিলেই যথেষ্ট হইবে।

চাঁচ গালা বা Shellac Gum হইতে বার্ণিশ প্রস্তুত হয় এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চাঁচগালা দুই প্রকারের, সাদা এবং গোলাপী। শক্ত বা তরল উভয় অবস্থায়ই ইহা কিনিতে পাওয়া যায়। স্পিরিটে গলাইয়া ইহাকে তরল করা হয়।

যদি পাত্‌ গালার মত শক্ত অবস্থায় ইহা কেনা হইয়া থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত অনুপাতে স্পিরিট মিশাইয়া ইহাকে তরল করিতে হইবে।

সাদা Shellac হইলে—২ পাউণ্ড সাদা চাঁচ-গালার সহিত ১ গ্যালন স্পিরিট (Spirit of wine) মিশাইতে হয়। কিন্তু গোলাপী Shellac হইলে—২ পাউণ্ড চাঁচগালার সহিত ১ পাউণ্ড (SPirit of wine) মিশাইতে হয়।

গোলাপী রঙের চাঁচগালা অপেক্ষা সাদা চাঁচ গালার দাম অনেক বেশী। সেই জন্য অধিকাংশ সময় গোলাপী গালাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সাদা গালাই বার্ণিশে ব্যবহার করিবার বিশেষ উপযোগী; কেন না ইহাতে কাঠ খুব পরিষ্কার ও ঝক্‌ঝকে হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ফিকা রঙের আসবাবের উপর যে স্বচ্ছ পালিশ বা বার্ণিশ লাগান হয়—উহা সাদা গালা দিয়া প্রস্তুত হয়।

সাদা গালা (Shellac) মোচড়ান কাঠির মত আকারে কিনিতে পাওয়া যায়। এই জন্য অনেক সময় ইহাকে কাঠি গালা বলে। ইহাকে বেশী দিন ঠাণ্ডা যায়গায় গুদাম জাত করিয়া রাখিলে সহজেই ইহাতে স্যাঁতা লাগিতে পারে। এই অবস্থায় ইহাকে বার্ণিশের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহাতে স্পিরিট ঢালিবার পূর্ব্বে ইহাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া

একটী উষ্ণ মেজের উপর বিছাইয়া ভাল করিয়া শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক। স্পিরিটে গলাইয়া ইহাকে তরল করিয়া ফেলিলেও স্পিরিট উপিয়া গিয়া কিছুদিন পরে ইহা শক্ত হইয়া যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আরও একটু স্পিরিট মিশাইয়া লইলেই উহা তরল হইয়া যাইবে।

কাঠের গায়ে বার্ণিশ লাগাইবার উপায়।

স্পিরিট বার্ণিশের উপাদান সর্ব্বত্র এক নহে। কাজের তারতম্য অনুসারে বার্ণিশের উপাদানেরও তারতম্য হইয়া থাকে। তবে ইহার প্রধান উপাদান হইল চাঁচ গালা; ইহাকে বাদ দিবার উপায় নাই। অল্প মূল্যের আসবাবের উপর বার্ণিশ লাগাইতে হইলে এক পাইট ফ্রেঞ্চপালিশের সহিত দুই আউন্স রজন মিশাইয়া বার্ণিশ প্রস্তুত করিয়া লইলেই চলিবে। মূল্যবান আসবাবের বার্ণিশে রজনের পরিবর্ত্তে দুই আউন্স গাম্ বেঞ্জইন ব্যবহার করিতে হয়।

বেশ গরম ঘরের মধ্যে বার্ণিশের কাজ করা উচিত। কেন না তাহা না হইলে আসবাব সেরূপ চকচকে হইবে না এবং সহজেই উহাতে স্যাঁতা লাগিতে পারে। ঘরটী যাহাতে পরিষ্কার এবং ধূলি বিহীন হয় সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বার্ণিশ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রটীকে "লেভেল্" করিয়া লইলে ভাল হয়। কি ভাবে লেভেল করিতে হইবে সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহাহউক এই কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত রবারটী খুব গরম এবং নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার আবরণের উপর কোনরূপ খাঁজ থাকিলে চলিবে না।

একপর্দ্দা বার্ণিশ লাগাইবার পর যখন উহা আধাআধি শুকাইয়া আসিবে (দশ বার মিনিট ফেলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট) তখন রবারের মুখে সমপরিমাণ পালিশ ও স্পিরিট লাগাইয়া ফ্রেঞ্চ-পালিশ করিবার সময় যে ভাবে ঘসিতে হয় সেই ভাবে আসবাবের উপর উহা আলগা করিয়া ঘসিতে থাক। প্রয়োজন বোধ করিলে স্পিরিটের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেও ক্ষতি নাই। শেষ পর্দ্দা পালিশ লাগাইবার পর রবারের মুখে দুই এক ফোঁটা গ্লেজ লাগাইয়া ঘসিতে পারিলে আরও সুফল পাইবার সম্ভাবনা।

ষ্টেন্ লাগাইবার পর উহা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গেলে প্রথম দফা বার্ণিশ লাগাইতে হয়। এই খানে আসবাবের শুষ্কতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন; কেননা তাহা না হইলে ভাল বার্ণিশ উঠিবে না। ষ্টেন্ শুকাইয়া গিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার একটী সহজ কৌশল আছে। ক্ষেত্রের কোণ গুলির দিকে চাহিয়া দেখিলে যদি বুঝিতে পারা যায় যে সকল কোণের বর্ণই একরূপ তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আসবাবটী সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গিয়াছে। প্রায় সকল কাঠের উপরই প্রথম পর্দ্দা বার্ণিশ লাগাইবার সময় উহাতে চাঁচগালা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

একজন নবীন পালিশ কারকের পক্ষে চাঁচগালা লাগান বড়ই কঠিন কার্য্য। কিন্তু যাঁহারা পালিশের কার্য্যে হাত পাকাইয়াছেন তাঁহাদের নিকট উপরোক্ত কার্য্য শুধু যে সহজ তাহা নহে, উহা সুখকরও বটে। কেননা চাঁচগালা লাগাইয়া সর্ব্বদা একইরূপ ফল পাওয়া যায়। চাঁচগালা লাগাইবার সময় উহা যাহাতে আসবাবের সর্ব্বত্র সমান ভাবে লাগান হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ, চারিদিকে ঠিক সমান ভাবে লাগানই ইহার বিশেষত্ব। গোলা-লোকের মনে হইতে পারে ইহা আর কি এমন কঠিন

কাজ ? কিন্তু চাঁচগালার সহিত মিশ্রিত স্পিরিট অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। কাজেই যে স্থানে একবার বার্ণিশ লাগান হইয়াছে সেইখানে পুনর্ব্বার রবার বুলাইবার সম্ভাবনা। ইহাতে স্থানে স্থানে বার্ণিশ পুরু হইয়া যায়। অবশ্য পাকা পালিশ কারকের ঐরূপ করিবার ভয় নাই।

এক পর্দ্দা চাঁচগালা লাগান হইয়া গেলে আসবাবটীকে কিছু ক্ষণ ফেলিয়া রাখিতে হয়। পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে উহা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যাইবে। তখন গ্লাস পেপারের সাহায্যে উহাকে মসৃন করিয়া ফেলিতে হয়। এক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট গ্লাস পেপার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এক খণ্ড গ্লাস পেপারকে সমান চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেল। তাহার পর উহার এক খণ্ডের উভয় প্রান্ত বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া ক্ষেত্রটীর উপর ঈষৎ জোরের সহিত ঘসিতে থাক। কিন্তু বেঁক বা ধার গুলিতে খুব সন্তর্পণে গ্লাস পেপার চালাইতে হইবে কেননা তাহা না হইলে বেঁকের চাঁচগালা কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কোনগুলিতে চতুষ্কোন্ গ্লাস পেপার পৌছাইবে না। সেইজন্য কোণগুলি মসৃন করিবার জন্য নিম্ন লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

একখণ্ড গ্লাস পেপারকে ভাগ করিয়া ত্রিভুজের আকারে পরিণত কর। এখন ইহা সহজে আসবাবের কোণ গুলিতে প্রবেশ লাভ করিবে।

নূতন গ্লাস পেপার দ্বারা ঘর্ষণ করিলে ক্ষেত্রটী সুন্দর রূপে মসৃন হওয়া দূরে থাকুক বরং স্থানে স্থানে আঁচড় লাগিয়া যায়। এই জন্য পুরাতন গ্লাস পেপার ব্যবহার করাই সমিচীন। খুব দামী আসবাবের উপর বার্ণিশ করিবার সময় আদৌ গ্লাস ব্যবহার না করিলেই ভাল হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে গ্লাস পেপারের পরিবর্ত্তে ঘোড়ার চুলে প্রস্তুত কাপড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কোন আসবাব মেরামতের দোকানেই ঐ কাপড় কিনিতে পাওয়া যায়।

যাহাহউক গ্লাস পেপার দিয়া ঘর্ষণের ফলে ক্ষেত্রটি মসৃন হইয়া গেলে, উহাকে উত্তমরূপে ঝাড়িয়া ফেলিবে। এখন উহা দ্বিতীয় পর্দ্দা গালা লাগাইবার উপযোগী হইল।

দ্বিতীয়বারেও ঠিক উল্লিখিত ভাবেই চাঁচগালা সর্ব্বত্র সমান করিয়া লাগাইয়া দিতে হয় এবং তাহার ৬ ৭ ঘণ্টা পরে গ্লাস পেপার দ্বারা ঘসিয়া ক্ষেত্রটাকে সম্পূর্ণরূপে মসৃন করিয়া ফেলিতে হয়।

এইবার বার্ণিশ লাগাইবার পালা।

ঠিকমত বার্ণিশ লাগাইতে হইলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন। কি ভাবে বার্ণিশ করিতে হইবে তাহা উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। পালিশের কার্য্যে যাঁহারা নূতন ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই অধিক মাত্রায় বার্ণিশ লাগাইয়া ফেলেন। ইহাতে কিছুদিন যাইতে না যাইতেই সমস্ত বার্ণিশ চটিয়া যায়। কাজেই ঐরূপ ভাবে বার্ণিশ লাগাইয়া কিছুমাত্র লাভ নাই বরং উহাতে সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

তথাপি নবীন পালিশ কারকদিগের কাজ শিখিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া কি ভাবে বার্ণিশ লাগাইতে হয় সে সম্বন্ধে দুই চারি কথা নিম্নে লিখিত হইল।

ব্রুসটীকে উত্তমরূপে বার্ণিশে ডুবাইয়া লইয়া কাঠের আঁশগুলির আড়াআড়ি ভাবে এক পোঁচ বার্ণিশ লাগাইয়া দাও। বার্ণিশের পাত্রটীর মুখে ব্রুস মুছিয়া লইবার উপযোগী একটী তার আট কাইয়া রাখা প্রয়োজন। ব্রুস আসবাবের উপর স্থাপন করিবার পূর্ব্বে উহাকে ঐ তারে মুছিয়া

লইতে হইবে। যাহা হউক বার্ণিশের ক্রুসটীকে ক্ষেত্রের সকল স্থানের উপর দিয়া বুলাইয়া লইয়া যাও। কোণ গুলিতে যাহাতে বার্ণিশ লাগে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোণে বা বেঁকের মধ্যে বার্ণিশ লাগাইবার জন্য ঐ সকল স্থানে ক্রুসটীকে খোবড়াইয়া দেওয়াই প্রশস্ত। যখন সমস্ত ক্ষেত্রের উপর বার্ণিশের একটী পর্দ্দা পড়িয়া যাইবে, তখন ক্রুসটীকে তারের গায় ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া উহা হইতে যত দূর সম্ভব সমস্ত বার্ণিশ উঠাইয়া লও। তৎপরে ক্রুসটীকে পূর্ব্বে যে ভাবে চালান হইতেছিল তাহার লম্বভাবে (অর্থাৎ কাঠের আইশের অভিমুখে) সম্মুখে এবং পিছনে বুলাইতে থাক। লক্ষ্য রাখিতে হইবে তুলিটা যেন অতিরিক্ত ভিজা না থাকে। আবশ্যক হইলে উহাকে আরও একবার তারের গায় মুছিয়া লইতে পার। এইরূপে ঘসিতে ঘসিতে ক্রমশঃ ক্ষেত্রটী বেশ সমানও মসৃন হইয়া আসিবে।

অনেক সময় কেবল মাত্র এক পর্দ্দা বার্ণিশ লাগান হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে যে বার্ণিশ শুকাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ চাকচিক্য হইয়া উঠে, সেই বার্ণিশ ব্যবহার করা উচিত।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই পর্দ্দা বার্ণিশ লাগান হয়। আমরা উপরে যে ভাবে বার্ণিশ লাগাইতে বলিয়াছি, ঠিক সেই ভাবে পর পর দুই পর্দ্দা বার্ণিশ লাগান উচিত। অবশ্য প্রথম পর্দ্দা বার্ণিশ লাগাইবার পর যতক্ষণ না উহা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যায় ততক্ষণ অন্য পর্দ্দা পালিশ লাগাইতে আরম্ভ করিলে চলিবে না।

ধোপার ব্যবসায়।

[শুভ্র বর্ণের বস্ত্রাদি ধৌত করিবার উপায়। কেমন করিয়া বস্ত্রাদি শুভ্র রাখিতে হয়?]

ধৌত করিবার পদ্ধতি :—

কাপড় জামার ছেঁড়া বা ফাটা স্থান সারা হইয়া গেলে, তাহার উপর হইতে সকল প্রকার দাগ তুলিয়া ফেলিয়া উহাতে ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। জল যাহাতে বেশী গরম না থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। খুব গরম জলে কাপড় ডুবাইলে উহার ধূলিকণাগুলি আরও শক্ত হইয়া ইহাতে কামড়াইয়া লাগিবে। কেন না কাপড়ে যে কেবল মাত্র ধূলিকণাই লাগিয়া থাকে তাহা নহে, ধূলিকণার সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ মিশ্রিত থাকে। অতিরিক্ত উত্তাপ

লাগিলে সেইগুলি একীভূত হইয়া যায় এবং সন্নিহিত ধূলিকণাগুলিকেও একত্রিত করিয়া ফেলে। কাজেই অতিরিক্ত গরম জলে কাপড় কাচিলে কাপড়ের ময়লা সহজে দূরীভূত হওয়া দূরে থাকুক বরং ইহার ময়লা তুলিয়া ফেলাই দায় হইয়া উঠে।

কলার, কপ্ প্রভৃতি যে সমস্ত পরিচ্ছদে বেশী করিয়া মাড় লাগান হয়, সেই সকল পরিচ্ছদের বেলা এই নিয়ম আরও বেশী খাটে। কেন না মাড় লাগান কাপড় বেশী ফুটাইলে উহা অনেকটা চট্‌চটে ও স্থিতিস্থাপক হইয়া যায়। সুতরাং কলার, কপ্ প্রভৃতি মাড় দেওয়া কাপড় কখন ফুটন্ত জলে ডুবাইবে না।

কাপড় চোপড় কাচিবার পূর্ব্বে ঠাণ্ডাজলে ডুবাইয়া লওয়া আবশ্যক। তাহারপর কুসুম কুসুম গরমজলে ঐ গুলিকে উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হইবে। গরম জল ব্যবহার করার আবশ্যকতা এই যে ইহাতে দ্রবনীয় ধূলিকণাগুলি জলে গুলিয়া যাইবে এবং যেগুলি দ্রবনীয় নহে সে গুলিও আলগা হইয়া যাইবে।

ধৌত করিবার নিয়ম ঃ—

সাদা কাপড় কি ভাবে ধৌত করিতে হয় ইতি পূর্ব্বেই সে কথা বলা হইয়াছে। মোটামুটি এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে প্রথমে সূক্ষ্ম কাপড় এবং পরে মোটা কাপড় কাচিতে হয়। কিন্তু কলার, কপ্ প্রভৃতি মাড় লাগান মোটা কাপড় কাচিতে হইলে উহার মাড় তুলিয়া ফেলিবার জন্য দুই হাতের মধ্যে উহাকে খুব জোড়ে ঘর্ষন করিতে হয়। এস্থলে শক্ত সাবান (Hard Soap) ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। মসলীনের মত সূক্ষ্ম কাপড় কাচিবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ইহার প্রত্যেক অংশ অত্যন্ত সন্তর্পণে কাচিতে হইবে, হাত বা গলার বর্ডার গুলি কাচিবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐগুলি উলটাইয়া ফেলিয়া সাবান মাখাইবার সময় বর্ডারের যে অংশে সাবান লাগান হইতেছে সেই অংশটার নীচে উহার অপর প্রান্ত স্থাপন করিলে ভাল হয়। ইহাতে সাবান লাগাইবার বা হাত দিয়া ঘসিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

কেমন করিয়া ঘসিতে হইবে :—

কাপড়ের এক এক প্রান্ত গ্রহণ কর। ইহাতে সাবান লাগাইয়া একই প্রান্তে দুই সন্নিহিত অংশ দুই হাতে ধরিয়া পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিতে থাক। দুই হাত নাড়িবার প্রয়োজন নাই। বাম হাত স্থির রাখিয়া ডান হাতটীকে বাম হাতের বুড় আঙ্গুলের গোড়ার দিকে টানিয়া আনিলেই চলিবে। ইহাতে সুবিধা এই যে বহুক্ষণ ধরিয়া মর্দন করিতে থাকিলেও হাত রগরগে হইয়া উঠিবে না। ঘর্ষন করিবার সময় মাঝে মাঝে ঐ প্রান্তটীকে জলে ডুবাইতে হইবে। ইহাতে ময়লা সাবান জলে ধুইয়া যাইবে। সাবান লাগাইতে বসিয়া সাবানের মায়া করিলে চলিবেনা। একটু বেশী পরিমাণে সাবান মাখাইতে হইবে। অনেকে কার্পণ্য বশতঃ খুব অল্প পরিমাণে সাবান লাগাইয়া থাকে। ইহাতে হিতে বিপরীত হয়। কাপড় কাচা হইলে দেখা যায় উহা সেরূপ ফর্সা হয় নাই। তখন বাধ্য হইয়া আবার সাবান লাগাইতে হয়। ইহাতে দ্বিগুণ খরচা লাগে।

সাবান বেশী করিয়া ব্যবহার করিতে বলিতেছি বলিয়া রাশি রাশি সাবান লাগাইবার প্রয়োজন নাই। অনেকে কাপড়ে সাবান লাগান

হইয়া গেলে ভ্রম বশতঃ সাবান খানি জলে ফেলিয়া রাখে। ইহাতে অনর্থক সাবান নষ্ট হইয়া যায়। ব্যবসায় করিতে বসিয়া এরূপ ভাবে জিনিস পত্র নষ্ট করিলে চলিবে না।

এক সঙ্গে অনেক কাপড় কাচিতে হইলে দুইটী আলাদা আলাদা পাত্রে জল রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রথম পাত্র হইতে জল লইয়া জামা কাপড়ের সম্মুখের পিঠে সাবান লাগাইতে হইবে এবং দ্বিতীয় পাত্র হইতে জল লইয়া জামা কাপড়ের অপর পিঠে সাবান লাগাইতে হইবে। এই রূপ ঐগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিস্কৃত হইয়া গেলে তাহার পর ঐগুলিকে বয়লারে চাপাইতে হয়। কিন্তু এই কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে কাপড় উত্তম রূপে পরিস্কৃত হইয়া না গেলে তাহা কিছুতেই গরম করিবার উদ্দেশ্যে বয়েলারে চাপাইতে নাই।

যদি কেবল মাত্র একটী পাত্রের জলেই সকল কাপড় ধোয়া হয় তাহা হইলে ভাটিতে বসাইবার পূর্ব্বে কাপড় গুলিকে ঈষৎ গরম জলে ধুইয়া লওয়া আবশ্যক।

ভাটী :—

ভাটিতে তিন ভাগ জল (প্রায় ১০ গ্যালন) ঢালিয়া তাহাকে চা চামচের দুই চামচ দ্রবীভূত সোডা এবং সিকি বা আধ পাউণ্ড সাবান দিতে হইবে। খুব ভাল এবং দামী কাপড় কাচিতে হইলে সোডার পরিবর্ত্তে দুই চামচ বোরাক্স ব্যবহার করিতে হইবে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে অবস্থাভেদে উপরোক্ত উপাদানের মাত্রারও তারতম্য হইতে পারে। জল যত শক্ত (hard) হইবে, সাবান বা সোডাও তত বেশী লাগিবে।

কি ভাবে ফুটাইতে হয় :—

জল ভাটীতে দিয়া আগুনে চড়াইয়া দাও। সাবানখানিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া জলে ফেলিয়া দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে ঐগুলি গলিয়া যাইবে। জল যখন প্রায় ফুটিয়া আসিবে তখন কাপড়গুলি জলে ডুবাইয়া দাও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জল ফুটিতে আরম্ভ করিবে এই সময় যাহাতে কাপড়গুলি সর্ব্বদাই জলে ডুবিয়া থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ১৫।২০ মিনিটের অধিককাল ফুটাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ফুটান বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কাপড়গুলি জল হইতে তুলিয়া লইলে চলিবে না।

রুমাল বা ঐ ধরণের ছোট খাট জিনিস অনেক গুলি একসঙ্গে ফুটাইতে পারিলে ভাল হয়। একটী মাঝারী ধরণের পুরাতন বালিশের খোল এই কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে। রুমালগুলি বালিশের খোলে পুরিয়া মুখ বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহার পিছন দিকে দুই কোনে দুইটী ছিদ্র রাখিতে হয়। এইছিদ্র দুইটীর মধ্য দিয়া জল ও বাষ্প অবাধে বাহির হইয়া যাইবে। বালিশের খোলটী যেন রুমাল বা ছোট ছোট কাপড়ে পূর্ণ করিয়া দেওয়া না হয়। কেননা তাহাতে ঐগুলি ভালমতে ফুটিতে পারিবেনা এবং ফলে অপরিস্কৃত থাকিয়া যাইবে।

ভাটিতে অত্যন্ত বেশী সংখ্যক কাপড় চাপাইলে চলিবেনা। অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ ভাটিতে এক রাশ কাপড় চড়াইয়া দেয় এবং পরে কাপড় ফর্সা হইলনা দেখিয়া তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না। ইঁহাদের অবগতির জন্য বলিতে চাই, ভাটিতে মাত্রাতিরিক্ত কাপড় চাপাইলে দুইটী কুফল ফলিতে পারে। প্রথমতঃ ইহাতে কাপড় পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে কোন কাপড়

ফর্সা এবং কোন কাপড় কাল অথবা একই কাপড়ের কোন অংশ ফর্সা এবং কোন অংশ কাল থাকিতে পারে।

কাপড় চোপড় ভাটিতে চড়াইবার পূর্ব্বে ইহাদের ভাঁজ খুলিয়া ফেলা উচিত, কেননা তাহা না হইলে ইহার সকল স্থান সমান ভাবে ফর্সা না হইলে ও পারে।

এক দফা কাপড় সিদ্ধ করা হইয়া গেলে ভাটিটা পরিষ্কার জলে আবার ভরিয়া ফেলিতে হইবে; এবং প্রয়োজন বোধ করিলে দ্বিতীয় দফা কাপড় চড়াইবার পূর্ব্বে ইহাতে আরও কিছু সাবান ও সোডা গুলিয়া দিতে হইবে।

পরিষ্কার জলে ধৌত করণঃ—

সাবান লাগান বা সিদ্ধ করা অপেক্ষা এই কাজটী নিতান্ত সহজ নহে। বিশেষতঃ কাপড়টীকে ধবধবে সাদা করিতে হইলে ইহাকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিবার কাজকে আদৌ অবহেলা করা চলে না।

কাপড় চোপড় গুলিকে এমন ভাবে ধুইয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে ইহাদের গায় এক বিন্দু ও সাবান লাগিয়া না থাকে। কেননা সাবান লাগিয়া থাকিলে কাপড় গুলি লালচে হইয়া যায়।

কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য গরম ও ঠাণ্ডা দুই প্রকার জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। প্রথমে পরিস্কৃত গরম জলে ধুইয়া ফেলিয়া পরে পরিস্কৃত ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু গরম জলের ব্যবস্থা করা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ঐ উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমানে ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য পল্লীগ্রামে জলের অভাব নাই। ধোপারা পুকুরের জলেই কাপড় চোপড় ধৌত করে। কিন্তু ইহাতেও একটু মুস্কিল আছে। পল্লীগ্রামের পুকুরের জল প্রায়ই ঘোলা এবং সময়ে সময়ে ইহা এত ঘোলা হয় যে সে জলে কাপড় কাচিলে ফর্সা কাপড় ময়লা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে গ্রাম্য রজক এবং রজকিনীগণ গ্রামের মধ্যে যে দুই একটী পুষ্করিনীতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জল পাওয়া যায় তাহাতেই তাহাদের কাপড় চোপড় কাচিয়া লয়। ইহাতে কাপড় ফর্সা হয় বটে, কিন্তু জল অপরিষ্কার হইয়া যায়। সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে দুই একটীর বেশী ভাল জলের পুকুর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ পুকুরের জলই গ্রামের লোকে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। কাজেই কাপড় কাচিয়া ঐ পানীয় জল দূষিত করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। এস্থলে রজকের কর্ত্তব্য; একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বড় টবে জলে তুলিয়া ডেঙ্গায় বসিয়া কাপড় কাচিয়া লওয়া; ইহাতে কাপড় ও পরিস্কৃত হইবে অথচ পুকুরের জল নষ্ট হইবে না।

যাহাহউক ও সব কথা হইল পাড়া গাঁয়ের কথা। সহরের লোকের ও সব ভাবনা নাই। কলের জন্যই সহরে লোকের সম্বল এবং কলের জল পরিষ্কার।

একটী টবে কাপড় গুলি রাখিয়া ঐ টবটী কলের নীচে বসাইয়া দিবে। কল হইতে জল ঝরিয়া কাপড়ের সাবান ধুইয়া বাহির হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে কাপড় গুলি চুবাইয়া চটকাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র সাবান উঠিয়া যায়। যখন টবের জলে কাপড়গুলি বার বার চুবান সত্ত্বেও জল অপরিষ্কার হইবে না, তখন বুঝিতে হইবে কাপড় গুলি ঠিক মত পরিস্কৃত হইয়াছে।

নীল লাগাইবার পদ্ধতিঃ—

পরিষ্কার জলে কাপড় কাচা হইয়া গেলে উহাতে নীল লাগাইতে হয়। সাবানও সোডার জ

কাপড় ফুটাইবার ফলে উহা অনেকটা হল্‌দেটে এবং কখন কখন বা লাল্‌চে হইয়া যায়। নীল লাগাইবার উদ্দেশ্য, ঐ লাল্‌চে ভাব নষ্ট করা।

নীল লাগাইবার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কেননা একটু অসাবধান হইলে কাপড়ে অতিরিক্ত নীল লাগিয়া যাইতে পারে। তখন ইহা অত্যন্ত বিশ্রী দেখায়। স্মরণ রাখিতে হইবে, নীল রং করিবার জন্য কাপড়ে নীল লাগান হয় না—উহার লাল্‌চে ভাব কাটানই ইহার এক-মাত্র উদ্দেশ্য। সাধারণ ধোপারা এই কথা ভুলিয়া যায়। তাহারা সময়ে সময়ে কাপড়ে এমন রঙ্‌ লাগাইয়া দেয় যে তাহা পরিয়া ভদ্র সমাজে বাহির হওয়া দায় হইয়া উঠে।

উপযুক্ত রূপে নীল লাগাইবার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

এক টুকরা ফ্লানেলে একটুখানি নীল বাঁধিয়া উহাকে জলে ডুবাইয়া দুই আঙ্গুলে রগড়াইতে থাক। ইহাতে জলে নীল গুলিয়া যাইবে। জলের রঙ্‌ যখন আকাশের মত নীল হইয়া আসিবে তখন নীল সুদ্ধ ফ্লানেলটী জল হইতে তুলিতে হইবে। হাতের তেলোয় খানিকটা জল তুলিয়া লইলে ইহার আসল রঙ্‌ ধরা পড়িবে।

যাহা হউক এই নীল জলে পরিষ্কৃত কাপড়গুলি ডুবাইয়া লইতে হয়। রুমাল বা ঐ ধরনের ছোট খাট কাপড় হইলে অনেক গুলি একসঙ্গে ডুবাইয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়। খুব সূক্ষ কাপড় চোপড়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়। নীল জলে একপাত্র গরম ঘন মাড় জল মিশাইয়া উহাতে কাপড় গুলি চুবাইয়া লইতে হয়। ইহাতে নীল লাগান ও মাড় লাগান এই উভয় কাজই এক সঙ্গে হইয়া যায়।

নীল লাগাইবার সময় নিম্ন লিখিত কথা কয়টী স্মরণ রাখিতে হইবে।

১। ব্যবহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই নীল জল তৈয়ারি করা উচিত। কেননা নীল এক প্রকার পাউডার মাত্র। জলে গুলিবার পর কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখিলেই নীলের কণা গুলি পাত্রের ধারে ধারে জমা হইতে থাকে এবং ঐপাত্রে কাপড় ডুবাইলে সেই নীল কপেড়ের স্থানে স্থানে লাগিয়া যায়। সাধারণতঃ কাপড়ের গায় যে নীলের ছাপ ছাপ দাগ পড়ে তাহা প্রধাণতঃ ঐ কারনেই।

২। জলটী ভাল করিয়া ঘুলাইয়া দেওয়া চাই। যে পর্য্যন্ত না কাজ শেষ হইয়া যাইবে ততক্ষণ পাত্রের জল যেন এক মিনিট ও স্থির থাকিতে না পারে।

৩। কাপড় বা জামা উত্তম রূপে খুলিয়া ও খেলাইয়া প্রয়োজন মত একবার বা দুইবার জলে ডুবাইয়া লইতে হইবে।

কাপড় যত বেশী মোটা হইবে তত বেশী বার ডুবাইতে হইবে। মসলিন কাপড় অতি শীঘ্র নীল গ্রহণ করে; কাজেই উহা একবারের বেশী দুইবার ডুবাইতে নাই। কাপড় জামা ভাল করিয়া খেলাইলে ধরিতে বলিতেছি কেননা তাহা হইলে উহার সকল অংশে সমান ভাবে নীল লাগিবে।

৪। কাপড় গুলি বেশীক্ষণ নীল জলে ডুবাইয়া রাখিতে নাই। উহা ভিজাইবা মাত্র তুলিয়া লইতে হইবে; কেন না এক্ষেত্রে নীলের কণা গুলি কাপড়ের গায় জড় হইয়া উহাকে নীল বর্ণে মিশ্রিত করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতীয় চা।

জগতের চায়ের চাহিদা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চা বাগিচার সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মোট ৭৩৯৭০০ একর জমীতে চায়ের চাষ হয়। পূর্ব্ব বর্ষের আবাদের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা শতকরা দুইভাগ কম ছিল।

এই বৎসর ৪৯০০ একর জমী চাষের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং ১৬৯০০ একর জমীতে নূতন চাষ করা হইয়াছে। অবশ্য এই জমীর সমস্তটাই যে নূতন তাহা নহে। ইহার কতক কতক পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখন আবার পুনঃগৃহীত হইল। যাহাহউক, উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে আলোচ্যবর্ষে মোট ১২০০০ একর বেশী জমিতে চাষ করা হইয়াছে।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল এই সমস্ত হিসাব সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল নহে, তবে যতদূর সম্ভব নির্ভুল। কেননা সাধারণতঃ বাগানের কর্ত্তৃপক্ষগণই গভর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়া থাকেন। বাগানের কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত বিবরণ না পাঠাইলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী তদন্ত করিয়া আনুমানিক হিসাব সদরে প্রেরণ করিয়া থাকেন। এবৎসর সমস্ত বাগিচা হইতেই সরাসরি সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল—এবং সে চেষ্টা কয়েকটী বাগান ব্যতীত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সফল হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের ৩০৮ টী বাগানের মধ্যে মাত্র ৩৩টী বাগান বিবরণ প্রেরণ করে নাই; এবং আসামের ৯৪১ টী বাগানের মধ্যে ঐ রকম বাগানের সংখ্যা মাত্র ১টী।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের চা।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমীতে চায়ের চাষ করা হয় তাহার শতকরা ৮২ ভাগই আসামের ব্রহ্মপুত্র ও সুর্মা ভ্যালিতে এবং উত্তর বঙ্গের দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতে মালবার উপকূলে (মালবার, নিলগিরি কম্বাটোর এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে) শতকরা ১৪ ভাগ চায়ের জমী অবস্থিত।

যাহাহউক মোট ৭৩৯৭০০ একরের মধ্যে ৬৯৪৬০০ একর জমীর গাছ হইতে পাতা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে ইহা অপেক্ষা ৬৯০০ একর কম জমীর অর্থাৎ ৬৮৭০০০ একর জমীর গাছ হইতে পাতা সংগ্রহ করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ৪৫১০০একর জমীর গাছ হইতে আদৌ পাতা সংগ্রহ করা হয় নাই। অবশ্য ইহার দুইটী কারণ থাকিতে পারে। এক হয়ত ঐ সকল গাছ অত্যন্ত চারা ছিল, আর না হয় মজুরের অভাবে বা অন্য কোন অসুবিধার দরুণ ঐ সকল গাছের পাতা সংগ্রহ করিবার সুবিধা হয় নাই।

চা বাগিচার সংখ্যা এবং আয়তন।

১৯২৫ সালে ভারতবর্ষে মোট ৪৩৩৮টী চা বাগান ছিল। ১৯২৬ সালে ঐ সংখ্যা কমিয়া ৪০৪৫ টীতে পরিণত হয়। সকল বাগিচার আয়তন একরূপ নহে। বর্ত্তমানে (১৯২৬) আসামে ৯৪১ টী বাগিচা আছে। উহার পরিমাণ ৪২০৫৬ একর; অর্থাৎ আসামের এক একটি বাগিচার আয়তন গড়ে ৪৪৭ একর। সেইরূপ বাংলার ৩৭০টী বাগিচার প্রত্যেকটীর আয়তন গড়ে ৫২৬ একর এবং ত্রিবাঙ্কুরের ১১০টী বাগানের গড় আয়তন ৪৯২ একর মাত্র। আবার কুর্গ, মান্দ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ বিহার এবং উড়িষ্যার বাগান গুলি আরও অল্লায়তন। তাহাদের গড় পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬১ ২৬১, ১৭৩ এবং ১০২ একর। পাঞ্জাবেও আজ কাল কিছু কিছু চা উৎপন্ন হইতেছে। তবে বিস্তৃত ভাবে চায়ের চাষ সেখানে হয়না। পাঞ্জাবের চা বাগানগুলি গড়ে ৪ একরের বেশী হইবে না।

উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা ১৯২৬ সালে ঠিক যে পরিমাণ জমীতে চা গাছ রোপন রোপন করা হইয়াছে তাহারই বিবরন মাত্র। এই হিসাবে বাগিচা সংলগ্ন জমী যাহা কর্ম্মচারী ও কুলী গণের বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হয়,তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ।

১৯২৬ সালে ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত অনুমানিক ২৯৪১১০০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। "আনুমানিক" শব্দটী ব্যবহার করিলাম, কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ৩৪টী বাগানের মালিক নিজ হইতে তাহাদের বাগানের পরিসর ও উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাব দাখিল করে নাই।

আসামের অন্তর্গত লক্ষীপুরের বাগিচা গুলিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমানে চা উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ স্থানের গড় ফলন একর প্রতি ৭৫৩ পাউণ্ড। যুক্ত প্রদেশের গড়োয়াল নামক স্থানের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। উহা একর প্রতি ১৯ পাউণ্ড মাত্র। কিন্তু মোটের উপর আলোচ্যবর্ষে ভারতবর্ষে চায়ের চাষ বেশ ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। কেননা পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫ সালে সারা ভারতে একর প্রতি গড়ে ৫২৯ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু এ বৎসর উহা বাড়িয়া

৫৫৬ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এবৎসর এরূপ অধিক ফলন হইবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ একবৎসর যেরূপ পরিমিত বৃষ্টিপাত ও সুন্দর আবহাওয়া ছিল তাহাকে আদর্শ আবহাওয়া বলিলেই চলে।

দ্বিতীয়তঃ Blight বা অন্য কোন রোগ চা গাছকে আক্রমন করে নাই।

তৃতীয়তঃ যথেষ্ট সংখ্যক মজুর পাওয়া গিয়াছিল।

চতুর্থতঃ গত দুই তিন বৎসর প্রায় সমস্ত বাগিচাতেই যথেষ্ট পরিমাণে সার ব্যবহৃত হওয়ায় জমী খুব উর্ব্বরা ছিল। পাছে অতিরিক্ত চা উৎপন্ন হওয়ায় বাজার নামিয়া যায় এইভয়ে উত্তর ভারতের সমস্ত বাগানেই ২০ শে নভেম্বরের পর হইতে পাতা সংগ্রহ করা বন্ধরাখা হইয়াছিল। উক্ত বাগানগুলি ঐরূপ ব্যবস্থা না করিলে ১৯২৬ সালে উৎপন্ন চায়ের পরিমান আরও বাড়িয়া যাইত।

চায়ের রপ্তানী

ভারতবর্ষের অধিকাংশ চাই বিদেশে রপ্তানী হয়। ইহার কিয়দংশ জলপথে এবং কিয়দংশ স্থল পথে রপ্তানী হইয়া থাকে। নিম্নে ভারতীয় চায়ের গত পাঁচ বছরের রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হইল।

সাল	জলপথে	স্থলপথে
	হাজার পাউণ্ড	হাজার পাউণ্ড
১৯২২—২৩	২৮৮৬২৬	৬০৭৫
১৯২৩—২৪	৩৩৯২৯৮	৫৪৭৬
১৯২৪—২৫	৩৪০৯০৪	৭৫৭২
১৯২৫—২৬	৩২৬৫৪৫	১০৭৭০
১৯২৬—২৭	৩৫০৫০২	১২৩৭৯

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সমুদ্রপথে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড অধিক চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। অর্থাৎ রপ্তানীর বৃদ্ধি শতকরা সাত ভাগ (৭%)। যে দেশ কয়টী অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে চা কিনিয়াছিল, তাহাদের নাম যথাক্রমে গ্রেটবৃটেন, রুশিয়া, জার্ম্মানী, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাজ্য,পারস্য, অষ্ট্রেলিয়া, ঈজিপ্টের অন্তর্গত ইংরেজাধিকৃত সুদান, সিংহল, মেসো-পটেমিয়া, আরব এবং বাহরিণ দ্বীপপুঞ্জ। ১৯২৬—২৭ সালে রুশিয়া, ঈজিপ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, চাইল এবং চীনে ভারতীয় চা অপেক্ষা-কৃত অল্পপরিমাণে আমদানী হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সিংহলে ভারতীয় চা রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু সিংহলের কাষ্টম রিপোর্টে উহার উল্লেখ নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সিংহল ঐ চায়ের আসল খরিদ্দার নহে। প্রথমে কলম্বোয় নীত হইয়া পরে কলম্বো হইতে উহা জগতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের রপ্তানী ১২০ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রে মোট রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯২০ লক্ষ পাউণ্ড। এদিকে কিন্তু রুশিয়া মাত্র ১০১০০০ পাউণ্ড চা গ্রহণ করায় যুক্তরাষ্ট্র বর্জ্জিত ইয়োরোপে রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া ৩৬০১০০০ পাউণ্ড (১৯২৫-২৬) হইতে ২৩৯৫০০০ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ১৯২৫ ২৬ সনে রুশিয়া ২০৬১০০০ পাউণ্ড চা ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে আফ্রিকার চাহিদা ২৯% বাড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ৭৮৭৩০০০ পাউণ্ড চা আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশে চালান যায়। তন্মধ্যে এংলো ঈজিপ্সিয়ান সুদানই বেশী পরিমাণ চা কিনিয়াছে। ১৯২৬—২৭ সালে আমেরিকা

সর্ব্বশেষেতে ২০৫৭৪০০০ পাউণ্ড চা ক্রয় করে। ইহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪১% বেশী। কানাডা ১৯২৫—২৬ সালে মাত্র ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ক্রয় করিয়াছিল, সে স্থলে এ বৎসর ১১৫ লক্ষ পাউণ্ড ক্রয় করিয়াছে। ভারত হইতে সরাসরি যে পরিমাণ চা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয়া থাকে তাহাও ৫০ লক্ষ হইতে ৮০ লক্ষ পাউণ্ডে বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এ বৎসর পারস্য, আরব, মেসোপটেমিয়া ও সিংহলে বেশী পরিমাণ চা রপ্তানী হইয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এইরূপে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রায় ১৫০ লক্ষ বেশী চা রপ্তানী হইয়াছে। গত বর্ষের পরিমাণ ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, আর এ বৎসরের পরিমাণ ১৮০ লক্ষ পাউণ্ড। অষ্ট্রেলিয়া ২৫-২৬ সনে মোটে ২০লক্ষ পাউণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু ২৬-২৭ সনে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড গ্রহণ করিয়াছে।

জোয়ার ভাঁটা।

গত ১২।১৩ বৎসর ভারত হইতে সমুদ্রপথে যে চা রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব পরিদর্শন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রপ্তানীর পরিমাণ একটানা বাড়িয়া যাইতেছে না বা ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে না। চায়ের বাজারে দস্তুর মত জোয়ার ভাঁটা খেলিতেছে। ১৯১৩—১৪ সালে (যুদ্ধের পূর্ব্বে) সমুদ্রপথে মাত্র ২৯২০ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯১৯ ২০ সালে উহা বাড়িয়া ৩৭৯০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হয়। এপর্য্যন্ত আর কোন বৎসরই এত অধিক পরিমাণ চা ভারত হইতে সমুদ্রপথে বিদেশে চালান যায় নাই। কিন্তু পর বৎসরই অর্থাৎ ১৯২০—২১ সালে উহা আবার কমিয়া ২৮৬০ লক্ষ পাউণ্ড হইয়া গেল। তৎপরে পর পর পাঁচ বৎসরের রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রম ৩১৪০, ২৮৯০, ৩৩৯০, ৩৪১০, ৩২৭০ এবং ৩৫০০ লক্ষ পাউণ্ড।

যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতীয় চায়ের পুনঃ রপ্তানী—

ভারতবর্ষ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে যে চা আমদানী হইয়া থাকে তাহার সমস্তটাই যে যুক্তরাষ্ট্রের নিজ প্রয়োজন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা নহে, উহার অধিকাংশই আবার ঐখান হইতে জগতের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়।

সমগ্র রপ্তানীর কত অংশ কোন দেশে যায়।

গত দুই বৎসর ভারতবর্ষ হইতে মোট রপ্তানীর কত অংশ জগতের কোন দেশে গিয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

	১৯২৫—২৬		১৯২৬-২৭
	শতকরা		শতকরা
গ্রেট বৃটেন ..	৮৬·০	...	৮৩·৪
ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ	১·১	...	০·৭
এশিয়া ...	৪·৭	...	৫·৩
আমেরিকা ...	৪·৫	...	৫·৯
অষ্ট্রেলিয়া ...	১·৯	...	২·৫
আফ্রিকা ...	১·৮	...	২·২
	১০০		১০০

চায়ের বাণিজ্যে ভারতীয় বন্দরগুলির স্থান।

১৯২৫—২৬ সালের তুলনায় এ বৎসর কলিকাতা বন্দর হইতে ৩১০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী চা জাহাজ-জাত করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দরে ঐরূপ বৃদ্ধির পরিমাণ ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। বোম্বাই ও করাচী বন্দর হইতে এ বৎসর ১০লক্ষ পাউণ্ড কম চা জাহাজ-জাত করা হইয়াছে ; কিন্তু অপর দিকে দক্ষিণ ভারতীয় বন্দরগুলিতে রপ্তানীর পরিমাণ ২২৭০০০ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে জলপথ ব্যতীত রেলপথেও কিছু কিছু চা বোম্বাই ও করাচীতে প্রেরিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় সাধারণতঃ আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার উড়িষ্যা ও উত্তর ভারত হইতে চা নীত হয়। বোম্বাই ও করাচীতে প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে চা প্রেরিত হয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় বন্দরসমূহ মান্দ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুর হইতে পাইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে চায়ের কাটতি।

ভারতবর্ষ নিজে ঠিক কি পরিমাণ চা খরিদ করিয়া থাকে তাহা নির্ভুলভাবে কষিয়া বাহির করা কঠিন। কেন না একে সমগ্র ভারতে ঠিক কত পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় তাহা নিসংশয় ভাবে জানিবার উপায় নাই। তাহার উপর ১৯২৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে সীমান্ত প্রদেশে সর্বপ্রকার ট্রাফিকের রেজেষ্ট্রী গ্রহণ করার প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, সকল বিষয়ের সঠিক বিবরণ না পাইলেও মোট উৎপন্ন হইতে মোট রপ্তানী বাদ দিয়া একটা আনুমানিক হিসাব তৈয়ারি করা যায়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ কি পরিমাণ চা খাইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

সাল		লক্ষ পাউণ্ড
১৯১৭—১৮	...	৪২
১৯১৮—১৯	...	৫০
১৯১৯—২০	..	৩০
১৯২০—২১	...	৪৪
১৯২১—২২	...	৩১
১৯২২—২৩	...	২৯
১৯২৩—২৪	...	৪৭
১৯২৪—২৫	...	৪৪
১৯২৫—২৬	...	৫৬

ব্রহ্মদেশে পাতা চা ব্যতীত কিছু কিছু Pickled tea or letpet ও রপ্তানী হইয়া থাকে। ঐ চায়ের অধিকাংশই নর্থ সান ষ্টেট সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৯২৪—২৫ সালে ব্রহ্মদেশে মোট ১৯০ লক্ষ পাউণ্ড চা আমদানী করা হইয়াছিল।

কলিকাতার নীলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল।

(১৯২৭—২৮)

সেল্ নম্বর ২৭।

১৩ই ডিসেম্বর।

স্থান		প্যাকেটের সংখ্যা		পাউণ্ডের গড় দাম
আসাম	...	১০৪১৫	...	৷৵৬ পাই
কাছাড়	...	১৯৪৬	...	৸/৫ "
সিলেট	...	৩০৬৪	...	৷/২ "
দার্জ্জিলিং	...	৮৫৩	...	১/২ "
ডুয়ার্স	...	৯৭৩২	...	৸৴৩ "
তেরাই	...	১৬৯৬	...	৸ ০ "
ত্রিপুরা	...	২০৯	...	৸/৫ "
চট্টগ্রাম	...	৩২৭	...	৸৩ "
কুমায়ন ও কাংগ্রা		৯৫	...	৷৶১০ "
	মোট—	২৮৩৩৭		৸৵২
ডাষ্ট চা	...	৬৭৩৪	...	৸২

সেল্ নম্বর ২৮—

২০শে ডিসেম্বর!

স্থান		প্যাকেটের সংখ্যা		পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	...	১১২৬৮	...	৸৵৩ পাই
কাছাড়	...	১৭১২	...	৸/২ ,,
শ্রীহট্ট	...	৩৬২২	...	৸/৩ ,,
দার্জ্জিলিং	...	১১১৮	...	১৵৯ ,,
ডুয়ার্স	...	৯৭৯৮	...	৸/১০ ,,
তেরাই	...	৯২৮	...	৸৯ ,,
ত্রিপুরা	...	৩৫৮	...	৷৵১০ ,,
চট্টগ্রাম	...	২৪১	...	৸৭ ,,
ছোট নাগপুর	...	১৩৭	...	৸৫ ,,
দেরাদুন	...	১৭৪	...	৸৬ ,,
নেপাল	...	২২৫	..	৷৶৩ ,,
	মোট...	২৯৫৮১		৸৵১
ডাষ্ট চা	...	৫৬৭৭	...	৸৪ পাই

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল।

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল।

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	যে দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে	জরিমানার পরিমাণ
আহাম্মদ এবং ছরফ আলী ২৫ এজরা ষ্ট্রীট্	ঘৃত	৫০৲
সাতকড়ি পাল ৮১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	১২৲
রামপদ দত্ত ৭।১ গ্যাস ষ্ট্রীট্	সাগু	১৫৲
কালীপদ রক্ষিত ৩৩ করপোরেসন ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	২০৲
সাধু রাম ৮ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্	ঘৃত	৩০৲
তারাপদ মুখার্জ্জী ১৮ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন	ঘৃত	৩৲

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল।

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	যে দ্রব্যে ভেজাল মিশান হইয়াছে	জরিমানার পরিমাণ
মৈনল হক্ ১১ বৌ বাজার ষ্ট্রীট্	সাগু	৮৲
ভূষণ ১১৩ কলেজ ষ্ট্রীট্	ছানা	২৫৲
নারায়ণ দাস ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ৯৫ লোয়ার চিৎপুর রোড্	ঘৃত	৪০৲
বাদাদিন হালই ১৭ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্	ঘৃত	২০৲
কানাইলাল মণ্ডল ৪০।১ ষ্ট্রাণ্ড রোড্	ঘৃত	১২৫৲
সেখ কালু মিঞা ৪২।২ চাঁদনী চক্ ষ্ট্রীট্	ঘৃত	৩৫৲
দায়ুদ খাঁ ও অন্যান্য ২ জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট্	ঘৃত	৪০৲

বাবুলাল ঘোষ ১৭ ব্রীটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট	দুগ্ধ	৩৫৲	ভুরামল ২৯ জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	১২৲
উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১-৫—১ হেয়ার ষ্ট্রীট	দুগ্ধ	২০৲	মহাদেও বানিয়া ২৫ এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট	ঘৃত	৪০৲

যে সমস্ত ব্যবসায়ী খাদ্যে ভেজাল মেশানর অপরাধে ১৯২৭ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দণ্ডিত হইয়াছিল তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	খাদ্যদ্রব্যের নাম	জরিমানার পরিমাণ	বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	খাদ্যদ্রব্যের নাম	জরিমানার পরিমাণ
অতুলকৃষ্ণ মিত্র ৬—৩ ময়েরপুর রোড	ঘৃত পক্ক গাজা	৩০৲	ললিত ও গৌর ঘোষ পুরাতন বৈঠকখানা বাজার	দুগ্ধ	৪০৲
হীরালাল চৌধুরী ১১৭ সাকুলার গার্ডেন রিচ রোড	সরিষার তৈল	৫০৲	পাচু ঘোষ ঐ	ঐ	৩০৲
			সুরেন ঘোষ ঐ	ঐ	২৫৲
			গোলাপ খাতানি ঐ	ঐ	২৫৲
বারিলাল সাহা কালিনগর	ঐ	৩৫৲	মহাবীর রায় কাহার ১৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট	ঘিয়ের খাবার	৫০৲
গোঁসাইদাস মাঝি অরফানেজ মার্কেট	ঐ	২০০৲	বদরীপ্রসাদ হালুই ৯৪ লোয়ার চিৎপুর রোড	ঐ	৫০৲
কেদার নাথ মাঝি অরফানেজ মার্কেট	ঐ	২০০৲	নটবর পাল এণ্ড ব্রাদার্স ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড	সরিষার তৈল	৪০০৲
মন্মথনাথ দাস মোদক অরফানেজ, মার্কেট	ঐ	২০৲	তারিনী কান্ত ঘোষ ১৩নং লোয়ার চিৎপুর রোড	দধি	১৫৲
প্রফুল্লকুমার সাধু খাঁ ১৪ মোহন চাঁদ রোড	ঐ	৩৫৲	দেবেন্দ্র নাথ সামন্ত ২২৯নং হ্যারিসন রোড	দুগ্ধ	২৫৲
রামকিষণ শিউরতন	সাগু	৬৲	উদয়চাঁদ দাগা এবং অন্যান্য ৫নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট (মনটেথ)	ব্যারল্ড বার্লি	১০০৲
হরি বেনিয়া ১নং হ্যারিসন রোড	মিষ্টান্ন	৪০৲			

শিমুল ও আকন্দ।

শিমুল ও আকন্দের তুলা বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদের চাষে কেহই মনোযোগী নহে। বন, জঙ্গলে স্বাভাবিক উপায়ে ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়, যতদিন সম্ভব ফুল, ফল ও তুলা প্রদান করিয়া আপনা আপনিই বিলুপ্ত হইয়া যায়। শিমুল তুলার মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন সকলেই শিমুল গাছের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন। ফলের সময় পাইকার ব্যবসায়ীর নিকট এক একটী গাছের কেবলমাত্র পুষ্ট "পাকড়া" (ফল) বিক্রয় করিয়া বার্ষিক দশ পনের টাকা আয় করিতেছেন। যদি শিমুল গাছের চাষকার্য্যে কেহ মনোযোগী হন তবে তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ,অন্য যে কোন আয়কর বৃক্ষ অপেক্ষা শিমুলে আজকাল অধিক মূল্য প্রদান করিতেছে। শিমুল তুলায় সুতা প্রস্তুত না হইলেও অন্য ব্যবহারে অত্যধিক আবশ্যক হয়।

আকন্দের প্রতিও সকলে উদাসীন। রাস্তা, ঘাট, মাঠ ও বন জঙ্গলই ইহাদের জন্মভূমি। ফল বিক্রয় করিয়া লাভ হইবার সম্ভব আছে ইহা অনেকেরই অজ্ঞাত। লোক চক্ষুর অন্তরালে ফল ফাটিয়া তুলা বায়ুভরে আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু, এই ফলগুলি যদি সময় মত তুলিয়া তুলা সংগ্রহ করা যায় তবে ইহা দ্বারা মানবের ব্যবহার উপযোগী বহু দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। কার্পাস তুলার চাষের ন্যায় ইহার চাষ করিলেও লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না।

শিমুল।

—পরিচয়—

(১) তিন জাতীয় শিমুল দৃষ্ট হয়। রক্ত শিমুল, ইংরাজী নাম Red silk cotton tree, পারিভাষিক নাম Bombare Malabricum.

(২) শ্বেত শিমুল,—ইংরাজী নাম White Cotton tree. পারিভাষিক নাম Eriodendron anfactusum.

(৩) পীত শিমুল,—ইংরাজী নাম yellow cotton tree. পারিভাষিক নাম Cochlo spermum Gossypinum.

উদ্ভিদ বিদ্যার শ্রেণী বিভাগে রক্ত ও শ্বেত শিমুল Malvaceae Natural Orderএর অন্তর্গত; কিন্তু পীতশিমুল Bixineaeর অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গদেশে শিমুলের সাধারণ নাম মন্দার বা মাদার। রক্ত শিমুলের ফুল গাঢ় লাল, শ্বেত শিমুলের ফুল সাদা এবং পীত শিমুলের ফুল হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে।

শিমুল অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ ও বিরাট আকারে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহু বৎসর জীবিত থাকে। পাতা মধ্যমাকৃতি, এবং বৃন্তে পাঁচটী করিয়া চক্রাকারে সজ্জিত থাকে। পাতার

সহিত সংযোগ স্থানে পুষ্পের উৎপত্তি হয়। ফুলগুলি আকারে বড় ও ঘোর রক্ত বর্ণের। শীতের প্রারম্ভে শিমুল গাছের সকল পাতাই ঝরিয়া পড়ে। যখন গাছে ফুল ফুটে তখন একটী পত্রও থাকে না। রক্ত বর্ণের অগণিত পুষ্পে গাছটি আবরিত রাখিয়া অতীব সুন্দর দৃশ্য বিকাশ করে। ফলগুলির আকার ছোট মোচার ন্যায়। পাকিলে ফল ফাটিয়া যায় এবং বায়ুভরে তুলা সংযুক্ত বীজগুলি দূরদূরান্তরে ভাসিয়া চলে। এই অভিনব উপায়ে শিমুল চতুর্দ্দিকে তাহার বংশধারা বিস্তারিত করে।

ছোট শিমুল গাছের গাত্রে অগণিত বড় বড় কাঁটা থাকে। কাঁটার সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগের ভয়ে কোনও পশু তাহা আহার করিতে পছন্দ করে না। মনুষ্য-কর্ত্তৃক অবহেলিত হইয়াও শিমুল এইভাবে আত্মরক্ষা করিয়া যুগযুগান্তকাল আপন সত্ত্বা অটুট রাখিয়াছে।

—ব্যবহার—

তুলা—শিমুল তুলা দ্বারা বালিস তোসক, গদি, চেয়ার বা কৌচের গদী প্রস্তুত হয়। বীজ ছাড়াইয়া লইলে বালাপোষ বা দরিদ্র লোকের শীতের জামা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

বীজ—বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। এই তৈল প্রদীপে বা অন্য ব্যবহারে চলিতে পারে। তৈল প্রস্তুতের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে "খৈল" বলে। ইহা পশুখাদ্য ও জমির সাররূপে ব্যবহার করা যায়।

আঠা :—শিমুল আঠা বা নির্য্যাসকে "মোচ রস" বলে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে মোচরসের বহু ব্যবহার আছে।

গাছ :—গাছের ছোট শাখা প্রশাখা জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। বড় কাণ্ড হইতে তক্তা প্রস্তুত হয়। এই তক্তা প্যাকিং বাক্স প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। দেবদেবীর প্রতিমা প্রস্তুতের "কাঠামো"রূপে শিমুলের পুরু তক্তাই ব্যবহৃত হয়।

গুণ ঃ—

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে শিমুলের গুণ—শীতবীর্য্য, মধুররস, মধুর বিপাক, রসায়ন ও কফকারক। ইহা পিত্ত, বাতরক্ত ও রক্তপিত্তনাশক। মাত্রা মূলের রস বা চূর্ণ চারি আনা।

মোচ রস বা শিমুলের আঠার গুণ—শীতবীর্য্য-ধারক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, ও কষায় রস, ইহা প্রবাহিকা, অতিসার, আমদোষ, কফ, পিত্ত, রক্ত-দুষ্টি ও দাহ নাশক। মাত্রা চারি আনা।

পুরাতন শিমুলমূলের রস চিনির সহিত এক সপ্তাহ কাল নিয়মিত সেবন করিলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হয়।

রসের কাথ পান করিলে প্রচলিত গর্ভ স্থিতিশীল হয়, প্রদর ও কুক্ষি-শূল উপশমিত হয়।

যাহারা তুলার ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করেন তাহারা ফুল ফুটিলেই গাছের "পাকড়ার" জন্য বায়না দিয়া রাখিবেন। কারণ, আজ কাল সকলেই পূর্ব্ব হইতে গাছের বায়না দেয় বলিয়া ফাল্গুনে যখন ফল ফাটিতে আরম্ভ করে তখন পাকড়া পাওয়া যায় না। ফল অতিরিক্ত পাকিয়া গেলে পাড়িবার সময় অনেক তুলা উড়িয়া যায়, এজন্য পাকিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ফল পাড়িবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

যশোহরে এক একটী বড় গাছ কুড়ি পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয় দেখিয়াছি। বর্ষার প্রারম্ভেই চারা প্রস্তুতের ভাল সময়। পতিত জমিতে এই গাছ তৈরীর ব্যবস্থা করা প্রত্যেক

গৃহস্থেরই উচিত। ইহাতে নিজ ব্যবহারের তুলা পাওয়া যাইবে এবং অতিরিক্ত অংশ বিক্রয় করিয়া প্রভূত আয় হইতে পারে।

আকন্দ।

পরিচয়—আকন্দের অপর নাম অর্ক, অলর্ক। ইংরাজী নাম Calotropis।

আকন্দ রক্ত ও শ্বেত ভেদে দুই প্রকার। শ্বেত আকন্দের ইংরাজীনাম Calotropis procera. রক্ত আকন্দের নাম Calotropis Jiganta.

আকন্দ গাছ তিন চারি হস্ত উচ্চ হয়। কাণ্ড, শাখা প্রশাখা ও পত্রের পৃষ্ঠদেশ একপ্রকার শ্বেত বর্ণের লোমে (Cristles) আবৃত থাকে। পত্রের আকার অনেকটা বট পত্রের ন্যায়। অগ্রভাগ প্রশস্ত। বৃন্ত হ্রস্ব। শ্বেত আকন্দের ফুল বেগুণে রঙ্গের হইয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল ফুটে এবং শীতের প্রারম্ভে ফল পাকিয়া উঠে।

ফলগুলি বক্র, অনেকটা পাখীর মত। বালকেরা বোঁটা সমেত এই ফলের দুই পাশে দুইটী বাঁশপাতা বসাইয়া বোঁটার কিছু উপরে দুই দিকে দুইটী কুঁচ বসাইয়া লয়। ইহাতে ফলটী একটী টিয়াপাখীর অনুরূপ প্রস্তুত হয়। বীজের চতুষ্পার্শ্বে অগণিত আঁশ থাকে; ইহাই তুলা। ফল ফাটিয়া গেলে এই বীজ সমেত তুলা প্রবল বাতাসে চতুর্দ্দিকে উড়িয়া চলে। এইরূপেই আকন্দের বংশ সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতে পারে। আকন্দের কাণ্ডে এবং পত্রে শ্বেত বর্ণের আঠা বা ক্ষীর (Latex) থাকে। ভঙ্গ করিলেই এই ক্ষীর নির্গত হয়। এই আঠার ক্রিয়া বিষের ন্যায়, এবং গন্ধও অপ্রীতিকর। এইজন্য বনচারী পশুর উপদ্রব হইতে আকন্দ গাছ জীবিত থাকিতে পারে।

এক একটী গাছ বহুদিন জীবিত থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে বীজ পুতিলে গাছ প্রস্তুত হইবে।

—ব্যবহার—

তুলা—আকন্দের তুলা দ্বারা উৎকৃষ্ট বালিস, বালাপোষ, লেপ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এই তুলার সুতা হইতে গলাবন্দ, নেকটাই, মাপলার, পায়ের পট্টী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

তুলা যেমন ফল হইতে বাহির হইবার সময় হয় তখনই ফলগুলি গাছ হইতে সংগ্রহ করা আবশ্যক। সময় মত ফল সংগ্রহ করিতে পারিলে বিনামূল্যে বহু টাকার জিনিষ হইতে পারে। কারণ এখনো কেহ আকন্দের তুলা বিক্রয় করিতে অভ্যস্ত হয় নাই।

গুণ :—শ্বেত ও রক্ত উভয় প্রকার আকন্দই সারক এবং কণ্ডু, বায়ু, কুষ্ঠ, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, কফ, যকৃত, উদর ও ক্রিমি বিনাশক।

আকন্দের আভ্যন্তরিক অর্থাৎ সেবন করা নিরাপদ নহে। সেবন না করিয়া প্রলেপাদি দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

আকন্দের ফুল, মূল, ত্বক ও ক্ষীর ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ২ দুই রতি।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে আকন্দের বিভিন্ন রোগে ব্যবহার :—

(১) ফিরঙ্গ রোগে—ফিরঙ্গ রোগের ঘাতে আকন্দ আঠা ব্যবহার করিবে। ইহা পারদের ন্যায় কার্য্য করে, এইজন্য ইহাকে উদ্ভিজ্জ পারদ (Vegetable mercury) বলে।

(২) কীট দংশনে :—বৃশ্চিক বা অন্য কীটে দংশন করিলে আকন্দ ক্ষীর প্রলেপ দিবে, জ্বালা সত্বর নিবারিত হইবে।

(৩) দুষ্ট ক্ষতে :—আকন্দ আঠা প্রলেপ দিবে।

(৪) শ্লীপদে :—আকন্দের মূলের ত্বক কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গোদ বিনষ্ট হয়। কুরণ্ড রোগেও ইহা কার্য্যকরি।

(৫) মেঢ্র, পাকে :—উপদংশ জনিত ক্ষত হইলে আকন্দ পাতার কাথ দ্বারা মেঢ্র প্রক্ষালন করিবে।

(৬) কুকুরের বিষ :—উত্তমরূপে কুট্টিত তিল ২ তোলা ইক্ষুগুড় ২ তোলা এবং শুষ্ক আকন্দের ক্ষীর ২ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া কুকুর দষ্ট রোগীকে সেবন করাইবে।

গাট্টা পার্চ্চা।

আকন্দের ক্ষীর হইতে গাট্টা পার্চ্চা (Diecho-psis Gace) প্রস্তুত হয়। এক পোয়া আকন্দের ক্ষীর অর্দ্ধসের পরিমিত ফুটন্তজলে নিক্ষেপ করিবে; জলীয় অংশ বাষ্পাকারে নিঃশেষ হইলে নিম্নে রবারের ন্যায় একটী জিনিষ পাওয়া যাইবে। তাহা দ্বারা পরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফাউন্টেন পেনের খোল, বোতাম, চিরুণী, ছুরি, কাঁচির বাঁট প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ প্রস্তুত করা যায়। এই জন্য আকন্দের ক্ষীর বা রবারের ন্যায় প্রস্তুত ক্ষীর বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়।

নকল আলপাকা—

সরল আকন্দের ডালগুলি হইতে আলপাকার ন্যায় চক্‌চকে নকল সূত্র প্রস্তুত হয়। ইহার মূল্য প্রতি মণ ৪০।৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। ফল বাঁধিবার পূর্ব্বে ডালগুলি কাটিয়া পাট পচাইবার ন্যায় পচাইতে হইবে। তাহার পর পাটের ন্যায় সূত্র তুলিয়া লইয়া ছায়ায় শুষ্ক করাইতে হয়। এই সময় সূত্রের গায়ে গাছের ছায়া লাগাইলে সূত্রগুলি আলপাকার ন্যায় উজ্জ্বল হইবে।

এই সূত্র দ্বারা মনোহর সাড়ী, জামার কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। কেবল মাত্র সূত্রের চাহিদাও বাজারে নিতান্ত কম নহে। একবার ডাল কাটিয়া লইলে পর বৎসর পুনরায় ডাল উদ্গত হয় ও ফল ধরে। সুতরাং আকন্দের চাষ করিলে ৮।১০ বৎসর ভালই লাভ হইতে পারে। আশা করি, দেশের যুবকবৃন্দ এই শিল্পটীর প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবেন।

কবিরাজ
শ্রী অবলাকান্ত মজুমদার, কবিভূষণ
যশোহর।
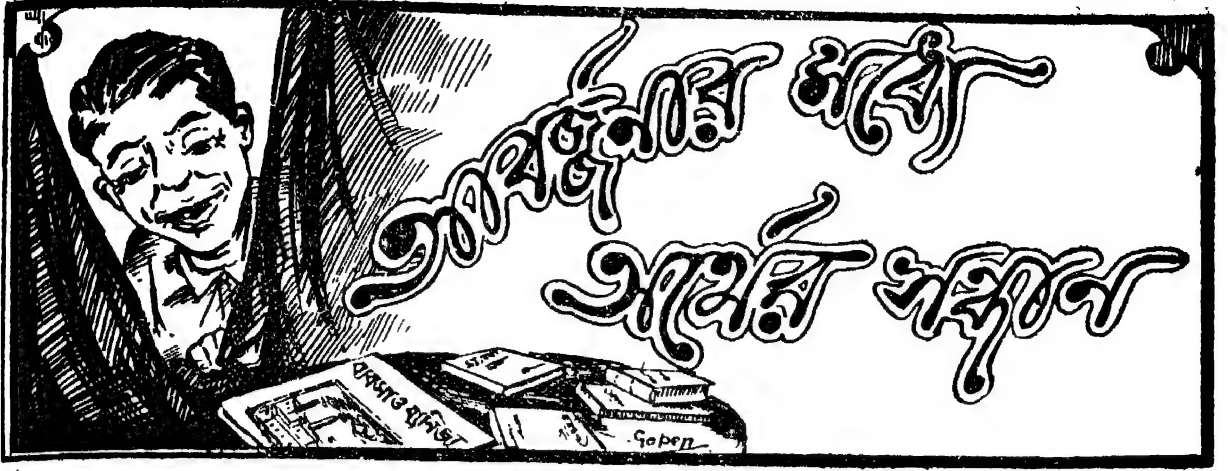
বাঙালীর কাজ করিবার ইচ্ছা এবং শক্তি দুইই নাকি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে; কেবল কাজের অভাবে কাজ করা হয় না—শুনিতে পাই। শুনিতে পাই—বাঙালী নাকি ব্যবসায় করিতে চায় কিন্তু কিসের ব্যবসায় করিবে এবং কি দিয়া ব্যবসায় করিবে তাহা ভাবিয়া পায় না।

শোনা কথা। সত্য হইলেই ভাল।

প্রচুর মূলধন নিয়োগ করিয়া অসংখ্য লোক লস্কর রাখিয়া, বিরাট ভাবে বিস্তৃত কারবার ফাঁদা অবশ্য সহজ কথা নহে; কিন্তু কিছুই করিবার নাই—কথাটা যেন কেমন কেমন ঠেকে।

ইংরাজীতে আছে—ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না।—প্রবচনটা বোধ হয় সত্য।

আসল কথা, ইচ্ছা নাই;—তাই, উপায়টাও অজানা থাকে।

ব্যবসায় বলিলেই—বিরাট কিছুর পরিকল্পনা করি।—ঐখানেই ভুল।

ব্যবসায় বড়ও যেমন হয়—ছোটও তেমনি হয়। আবার ব্যবসায়ীর গুণে ছোট ব্যবসাই বড় ব্যবসায়ে পরিণত হয়। আমাদের দেশে মার্টিন কোম্পানীর ইতিহাস এবং টাটার লোহার ব্যবসায় তাহার উদাহরণ।

"ঢোঁড়া ধরিতে পারে না—কেউটে ধরিতে যায়।" ইহাই বাঙালীর প্রধানতম দোষ। কোন একটী লাভজনক ব্যবসায়ের নাম বলিবামাত্র—রাশি রাশি পত্র আসিতে থাকে "আমরা বিলাত বা আমেরিকার ব্যবসায়ীগণের সহিত সরাসরি কারবার চালাইতে চাই—আমাদিগকে তাহাদিগের সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়া দিন"—অথচ যাঁহারা পত্র লিখিতেছেন তাঁহাদের হয়ত দুই খানির বেশী তিন খানি পত্র লিখিবারও সংস্থান নাই। ইহাকে ছেলেমী বৈ আর কি বলিব?

চ্যাঙড়ায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা অপেক্ষা—চ্যাঙড়ায় বসিয়া পয়সে চাটাই, বা চার পয়সে চ্যাঙারী বোনা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। আমার মনে হয় "বড় যদি হ'তে চাও—ছোট হও আগে"—বর্ত্তমানে ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। তাহা হইলে সত্যই এককালে আমরা বড় হইতে পারিব।

"ছোট খাট ব্যবসায়ই বা কোথায়?"—লোকের মনে প্রশ্ন আসে—"কিসের ব্যবসায় করিব?" আমার মনের ব্যবহার ভিন্নরূপ। আমার মনে প্রশ্ন জাগে "কিসের ব্যবসায় করিব না?"

সত্যই ত দুনিয়ায় এমন কোন আর্থিক বস্তু আছে কি, যাহার লেন দেন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা না চলে ? মানুষের অভাবে ব্যবসায়ের জন্ম। যে ব্যক্তি অর্থে বা অন্য কিছুর বিনিময়ে সেই অভাব মোচন করে সেই ব্যবসায়ী। কাজেই, ব্যবসায়ীর দৃষ্টি রাখিতে হইবে মানুষের অভাবের দিকে, ব্যবসায়ীর বুদ্ধি খরচ করিতে হইবে সেই অভাব মিটাইতে পারে এমন সব উপকরণ প্রস্তুত করিবার সহজ ও সুলভ উপায় আবিষ্কারে। তাহাতেই ব্যবসায়ের উন্নতি—তাহাতেই ব্যবসায়ীর লাভ।

আমরা কোন্ কোন্ দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি ?—তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্য নিয়মিত ভাবে না পাইলে দিন চলা অসম্ভব হইয়া উঠে ? ইহার মধ্যে আবার কোন্ কোন্টী সহজলভ্য, আর কোন্ কোন্টাই দুর্লভ বা দুর্মূল্য ? দুর্লভ বা দুর্মূল্য দ্রব্য কয়টী কোথায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে ? কি ভাবে তাহা অল্প খরচায় সরবরাহ করা যায় ? দুর্লভ জিনিসগুলির অভাব অন্য কোন জিনিসের দ্বারা পূর্ণ করা যায় কি না ? সেই অন্য জিনিষটাকে কোন্ উপায়ে সুলভে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত করা যায় ?"—ব্যবসায়েচ্ছু ব্যক্তিদিগকে এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে এবং এইগুলির সহজ সমাধান করিতে পারিলে ব্যবসায়ের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

উদাহরণ স্বরূপ জ্বালানি দ্রব্যের ব্যবসায়ের কথা ধরা যাউক।

জ্বালানি দ্রব্য আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ; অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থের মধ্যে একটী। ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকল গৃহেই জ্বালানি দ্রব্যের প্রয়োজন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ কাঠই জ্বালানি দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সহরে কাঠের পরিবর্ত্তে কয়লার প্রচলন ; কেননা সেখানে কাঠ অপেক্ষা কয়লা সস্তা। পল্লীগ্রামেও কোথাও কোথাও লোকে কাঠ ছাড়িয়া কয়লা ধরিতেছে—কাঠ দুষ্প্রাপ্য কাজেই দুর্মূল্য হইয়াছে বলিয়া। পল্লীগ্রামে কিন্তু কয়লাও সস্তা নহে, কিন্তু উহা সহজপ্রাপ্য। কাজেই লোকে উচ্চ মূল্যে কয়লা কিনিয়া জ্বালানি দ্রব্যের অভাব মিটাইতে বাধ্য হন। বাংলা দেশের কয়েকটী জেলায় সময় সময় জ্বালানি দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ পড়িয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বাখরগঞ্জের নাম উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনের কোন কোন স্থানের বেলাও এ কথা প্রযোজ্য। এমন কি জঙ্গলাকীর্ণ আসামের বেলাও ঐ কথা খাটে। বন কাটিয়া গ্রাম বসান হইতেছে—কণ্টাকাকীর্ণ জঙ্গলকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত করা হইতেছে—ইহাতে দেশের উন্নতি হইয়াছে স্বীকারও করি; কিন্তু সমস্ত গাছপালা কাটিয়া উজাড় করিবার ফলে কিছু কিছু অসুবিধাও যে না হইয়াছে তাহা নহে। সে অসুবিধার মধ্যে জ্বালানি কাঠের অভাব একটী। বস্তুতঃ সুন্দরবন অঞ্চলের কোন কোন স্থানে বর্ষাকালে লোকের বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। জঙ্গল দূরে সরিয়া গিয়াছে—সেখান হইতে কাঠ আনা অসম্ভব কাজেই অগ্নিমূল্যে কয়লা কিনিতে হয়।

এরূপ স্থলে যদি কেহ কাঠ বা কয়লার পরিবর্ত্তে অল্প মূল্যে অন্য কোন জ্বালানি পদার্থ সরবরাহ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার ব্যবসায়ের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

এখন কথা হইতেছে কাঠ ও কয়লা ব্যতীত অন্য এমন কোন দ্রব্য আছে কিনা যাহা অনায়াসে কাঠ ও কয়লার অভাব মোচন করিতে পারে ?

আমেরিকা ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে কাঠের অভাবে কয়লা, এবং কয়লার অভাবে

গ্যাস ও ইলেকট্রিক্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা সহরের কথা। সুদূর পল্লীগ্রামে গ্যাস বা ইলেকট্রিকের বহুল প্রচলন অসম্ভব; কেননা ইহাতে অযথা খরচ পড়িয়া যায়। তাই, পল্লী-গ্রামের অধিবাসীদিগের সুবিধার জন্য কাঠ ও কয়লার অভাব মিটাইতে "জ্বালানি ইট" আবিষ্কৃত হইয়াছে। জিনিসটা আর কিছুই নহে—সহর বা গ্রামের যত কিছু আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া, যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ ও নিষ্পেষিত করিয়া মণ্ডের মত করা হয়। তাহার পর সেই মণ্ডগুলিকে ছাঁচে ফেলিয়া বা অন্য কোন ভাবে ছোট ছোট ইটের আকারে পরিণত করা হয়! এই ইটগুলি দেখিতে সুন্দর, বাক্সবন্দী করিয়া সহজে স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করা যায় অথচ দামও খুব বেশী নহে। কাজেই জ্বালানি-রূপে এইগুলির খুবই আদর। যেখানে কাঠ ও কয়লার অভাব, অথচ গ্যাস বা ইলেকট্রিক ব্যবহার করিবার সুবিধা বা সামর্থ্য সকলের নাই—সেখানেই "জ্বালানি ইট" প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ফলে জ্বালানি ইট প্রস্তুতকারকেরা প্রচুর লাভ করিতেছে।

ইয়োরোপ বা আমেরিকার লোকে যদি আবর্জ্জনার মধ্যে সুবর্ণের সন্ধান পাইয়া থাকে, আমাদের দেশের লোক তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে কেন?

শোনা যায় স্পর্শ-মণির স্পর্শে নিকৃষ্ট ধাতুও সোণা হইয়া যায়। মানুষের বুদ্ধিই সেই স্পর্শ-মণি। বুদ্ধি বলে মানুষ ধূলি মুষ্টি হইতে স্বর্ণমুষ্টি প্রস্তুত করিতেছে। কাজেই আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে সে দিব্য দৃষ্টি থাকা চাই। নহিলে অন্ধের নিকট সোণার তাল ও লোহার তালে প্রভেদ নাই!

একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশ ইউরোপ বা আমেরিকা নহে। ইউরোপ বা আমেরিকা বাসীর ক্রয়-শক্তি এ দেশের লোকের ক্রয়-শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই এ দেশে ব্যবসায় করিতে গেলে এ দেশের লোকের ক্রয় শক্তি অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিতে হইবে।

ইয়োরোপীয় জ্বালানি ইটের কথা বলিতেছিলাম। আমাদের দেশেও বহুকাল হইতে তদনুরূপ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; তাহা আমাদের চির পরিচিত ঘুঁটে, গুল ও টিকা।

ঘুঁটের প্রচলন সর্ব্বত্র। যাঁহারা কয়লার জ্বালে রাঁধিয়া থাকেন তাঁহারা গোবরের সহিত কয়লার গুড়া মিশাইয়া গোলাকার গুল প্রস্তুত করেন। ইহা একটী উৎকৃষ্ট জ্বালানি। আর তাম্রকূট সেবার আদরের ধন টিকা, কাঠ-কয়লার গুঁড়া হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবশ্য টিকা যে এক মাত্র ধূমপায়ীরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা নহে, আজকাল কুকারের জ্বালানিরূপে ও অনেক সময় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যাহাহউক একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে উক্ত তিন প্রকার দ্রব্যের কোনটীই ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয় না—এবং বর্ত্তমানে একটু বিস্তৃত আকারে ইহা অবলম্বনে কোন ব্যবসায় চলিতেছে না।

চলিতেছে না বটে; কিন্তু চলা কি একেবারেই অসম্ভব? একটু তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করা যাউক।

কোলিয়ারী অঞ্চলে অর্থাৎ কয়লার খনি সমূহে অজস্র পরিমাণে কয়লার গুঁড়া পড়িয়া থাকে। অন্য স্থানে যেরূপ ধূলা, কয়লাখনিবহুল স্থানে সেইরূপ কয়লার গুড়া। ইহার কোন মূল্য নাই। এমনকি ঐ আবর্জ্জনা স্তূপ সরাইবার জন্য অনেক সময় খনির মালিকেরা ঘরের কড়ি খরচ করিতেও পরাঙ্মুখ নহে। এই আবর্জ্জনা গুলিকে কাজে লাগান যাইতে পারে। খুব অল্প মূল্যে ঐ

কয়লার গুঁড়া কিনিয়া লইয়া ইহার সহিত গোবর বা অন্য কোন পদার্থ মিশাইয়া গুল প্রস্তুত করিতে হইবে। চতুষ্কোন্ বা অন্য যে কোন আকারের গুল তৈয়ারী করা যাইতে পারে। তবে যাহাতে ঐ গুলি বেশ জমাটী ও শক্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেন না তাহা না হইলে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সময় ঐ গুলি ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যে সকল অঞ্চলে কাঠ ও কয়লা দুর্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য, সেই সকল স্থানে যদি প্রচুর পরিমাণে উক্ত গুল আমদানী করা যায়, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই উহা আদরের সহিত গ্রহণ করিবে। শুধু যে কয়লার গুঁড়া হইতেই এইরূপ জ্বালানি দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়,তাহা নহে। কাঠের গুঁড়া, তুষ, আংগ্ড়া ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ দাহ্যমান্ আবর্জ্জনা হইতেই ঐরূপ জ্বালানি ইট তৈয়ারি করা সম্ভব। অবশ্য এ পর্য্যন্ত কেহই এ ধরণের ব্যবসায় করে নাই বটে ; কিন্তু করে নাই বলিয়াই যে করা যাইবেনা এমন কোন কথা নাই। বিশেষতঃ এধরণের ব্যবসায়ের কয়েকটী সুবিধা আছে।

১। প্রথমতঃ, ইহাতে প্রচুর মূলধনের আবশ্যক নাই। খুব অল্প মূলধন লইয়া কেবল বুক-ভরা আশা ও উদ্যম সম্বল করিয়াই কাজে নামা যায়।

২। দ্বিতীয়তঃ, জ্বালানি দ্রব্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহৃত পদার্থ। সকলেরই প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি দ্রব্যের প্রয়োজন। কাজেই মালের কাট্তির জন্য ভাবিতে হইবে না।

৩। তৃতীয়তঃ, ইহাতে প্রতিযোগিতা নাই। অবশ্য অন্য জাতীয় জ্বালানি দ্রব্যের সহিত প্রতি-যোগিতা আছে। কিন্তু ঐ জাতীয় জ্বালানী দ্রব্যের উৎপাদক দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই বলিয়া প্রতিযোগিতার তীব্রতা থাকিবে না।

কিন্তু একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে উৎপন্ন মাল যেন খুব সস্তা দরে বিক্রয় করা যায়। কেন না উহার মূল্যের অল্পতার উপরেই উহার কাট্তি নির্ভর করিতেছে। পাড়াগাঁয়ে কয়লা অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়াই লোকে কাঠ ব্যবহার করে; আবার সহরে কাঠ অপেক্ষা কয়লার দাম কম ; কাজেই সেখানে কাঠের পরিবর্ত্তে কয়লার প্রচলন। যদি কয়লা বা কাঠ অপেক্ষা কেরাসিন বা স্পিরিট সস্তা হইত, তাহা হইলে লোকে কাঠ ও কয়লার পরিবর্ত্তে কেরাসিন ও স্পিরিট ব্যবহার করিত। এ ক্ষেত্রে লোকে কি ব্যবহার করিবে না করিবে দামই তাহার এক মাত্র মাপকাঠি। কাজেই গুল যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে সরবরাহ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

ব্যবসায়ের খুটিনাটির কথা আলোচনা করি নাই ; আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি ও আমার নাই। একটা কাল্পনিক জমা খরচ দেখাইয়া ব্যবসায় বিশেষের লাভালাভ বুঝাইয়া দেওয়া প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমিও যে ইচ্ছা করিলে কয় গাড়ী কয়লার গুড়ার সহিত কয় হাঁড়ী গোবর মিশাইয়া কয় গণ্ডা গুল তৈয়ারি করা যায় এবং ঐ গুল কয়টী করিয়া টাকায় বিক্রয় করিলে কয়দিনে হাতী ঘোড়া কেনা যায় তাহার একটা কাল্পনিক হিসাব নিকাষ দাখিল করিতে না পারিতাম, তাহা নহে। তবে তাহা করিবার আবশ্যকতা বোধ করি না। আমার মনে হয় ও সকল কথা ব্যবসায়ীর বিচার্য্য। যিনি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিবেন তাঁহাকেই কষ্ট স্বীকার করিয়া ঐ সকল কথা চিন্তা করিতে হইবে, experiment করিতে হইবে এবং মাথা ঘামাইতে হইবে। তবে এই টুকু মাত্র আমি বলিতে পারি যে একজন সাধারণ শিক্ষিত লোক এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে তাঁহার পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান পাইবেন।

COTTON WASTE বা সূতার ছাঁট

গত বৎসর আসাম অঞ্চল হইতে একটী ইংরাজী স্কুলের হেড্ মাষ্টার এবং আমাদিগের জনৈক গ্রাহক প্রচুর পরিমাণে Cotten waste বা তুলার ছাঁট সরবরাহ করিতে পারেন বলিয়া আমাদিগকে জানান এবং খরিদদার খুঁজিয়া দিতে বলেন। আমরা নমুনা ও দর চাহিয়া পাঠাইলে তাঁহারা নমুনা ও দর পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা যে দরে মাল সরবরাহ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা মন প্রতি দেড়গুণ বেশীদরে আমরা খরিদদার ঠিক করিয়া ৫০ টন বা ন্যূনাধিক ১৩৫০/০ মনের একটী অর্ডার পাঠাই। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে অর্ডার পাঠাইবার পর তাঁহারা এমন ডুব মারিলেন যে প্রায় মাসাধিক কাল বহু পত্র লেখা সত্ত্বেও তাঁহাদের আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু আমাদের খোঁচা খুঁচির জ্বালায় অস্থির হইয়া শেষে মাষ্টার মহাশয় লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি কেবল পরখ করিয়া দেখিতে ছিলেন যে মাল বেচা যায় কি না। অতঃপর মাল সংগ্রহ করিতে মনোনিবেশ করিবেন বলিয়া তিনি আমাদিগকে পুনরায় আশ্বস্ত করিয়া পাঠাইলেন বটে কিন্তু সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি মাল সংগ্রহই করিতেছেন, আমাদিগকে পাঠাইবার আর অবসর করিতে পারিতেছেন না। বলা বাহুল্য তিনি আর আমাদিগের সহিত পত্র ব্যবহার করেন না। আমাদিগের একটী লাভ হইয়াছে এই যে এইরূপ একজন Idle enquirer এর হাত হইতে সেই হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি।

মফঃস্বল হইতে অনেক novire বা নব ব্যবসায়ী এইরূপ লম্বা লম্বা চিঠি দ্বারা সময় সময় আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। তাঁহাদের পত্রের ভাবে মনে হয় যেন মাল মজুত, এখন খরিদদার পাইলেই হয়, তাঁহারা রেল অথবা ষ্টীমারে মাল রওনা করিয়া দেন। কিন্তু যেই দর ঠিক ঠাক্ করিয়া প্রথম Consignment এর অর্ডার দিলেন অমনি তাহাদের উৎসাহ কর্পূরের মত উড়িয়া গেল। এইরূপ দৃষ্টান্ত বহুবার দেখিয়া দেখিয়া আমরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।

অর্থ উপার্জ্জনের কোন সহজ পন্থা নাই। আমি আদৌ পরিশ্রম করিব না কেবল বিছানার উপর হাঁ করিয়া শুইয়া থাকিব এবং অপরে খুঁজিয়া পাতিয়া ভাল ভাল খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আমাকে আহার করাইয়া যাইবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ক্ষুধা পাইলেই আহার্য্য জোটে না। আহার্য্য জোটাইবার জন্য অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করা চাই। আমরা দেখিতেছি বাঙ্গালীর ক্ষুধা আছে, কিন্তু সেই ক্ষুধার নিবৃত্ত করিতে হইলে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন সেই পরিশ্রম করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ।

মানুষ যখন দেউলিয়া হইয়া যায় তখন সে জুয়া খেলায় মাতিয়া উঠে। ইচ্ছা—যদি কোন ক্রমে

জুয়ার জোরে আবার তাহার জীবনে জোয়ার খেলাইতে পারে। কিন্তু জুয়া খেলিয়া বড়লোক হইতে কখন কাহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যদিও জুয়া খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখিয়াছি অনেককে। আজ সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটাকেই জুয়ার নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছে কিসে বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ কোটিপতি হইয়া বসিব।

ব্যবসায়ে পয়সা আছে। দস্তুর মত organise করিতে পারিলে যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করা যায়। কিন্তু কিছুই অকস্মাৎ বা একেবারে হইবার নহে। সমস্তই সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। মাড়োয়ারীরা বড় বড় জুড়ী হাঁকায়, তাহারা পাঁচ তলা ছ'তলা বাড়ী তৈয়ারী করে—বাঙ্গালী বাবুরা চাহিয়া চাহিয়া দেখে আর হিংসায় ফাটিয়া মরে। বলে—খোট্টা ব্যাটাদের ঐশ্বর্য্য দেখছ! ব্যাটারা পশ্চিম হইতে পঙ্গপালের মত পালে পালে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে। কিন্তু মাড়োয়ারীরা কি একদিনেই লাখপতি কোটি পতি হইয়া পড়ে? আমি একজন মাড়োয়ারীর কথা জানি। ১৯১৬ সালে তাহাকে কলিকাতায় একটা ছোট দোকানে দাঁড়ি পাল্লা হাতে করিয়া তেল নুন ময়দা বিক্রয় করিতে দেখিয়াছি। ক্রমে তাহার দোকানের আয়তন বাড়িতে লাগিল। আজ সে কলিকাতার মত সহরে ৫।৭ খানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীর মালিক। কারবারে তাহার ৫।৭ লক্ষ টাকা খাটিতেছে। আরও একজন মাড়োয়ারী এই সেদিন একখানা সুরম্য বাড়ী ক্রয় করিয়া দিবার জন্য আমদের নিকট আসিয়াছিল। আজ সে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী। অথচ ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে বাজরা মাথায় করিয়া গলিতে গলিতে আলু ফিরি করিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। সেই আলুর ব্যবসাতেই সে এত উন্নতি করিয়াছে।

ছেলে বেলায় পড়িয়াছিলাম—"বড় যদি হতে চাও, ছোটে হও আগে।' যে কোন জাতি বা যে কোন ব্যক্তিই জগতে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেককেই ছোট হইতে অল্পে অল্পে বড় হইতে হইয়াছে। মাড়োয়াড়ীরা যে বড় লোক হইতে পারিয়াছিল তাহারা ছোট ছোট ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া, তাহারা ছোট কাজকে "ছোট কাজ" বলিয়া অবহেলা করে নাই বলিয়া। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালী নিরন্ন হইলেও লক্ষ টাকার স্বপ্নে এমনই মশগুল যে, সে ছোট খাট কাজের কথা কিছুতেই কল্পনা করিতে পারে না। অবশ্য উচ্চশা থাকা খুবই ভাল কথা এবং উচ্চাশা না থাকিলে মানুষ বড় হইতে পারে না। কিন্তু উচ্চাশা থাকিলেই যথেষ্ট হইল না। উহা পুরণ করিবার জন্য দস্তুর মত পরিশ্রম করিতে হইবে। পর্ব্বতের পাদদেশ অতিক্রম না করিয়া উহার শিখরে উঠা যায় না। একথা কিছু আর নুতন নহে। সকলেই এ কথা জানে, বোঝে অথচ কার্য্য কালে সকলেই ইহা বেমালুম ভুলিয়া যায় – ইহাই দুঃখের বিষয়।

আমরা বলিলাম "সুতার ছাঁট আদৌ আবর্জ্জনা নহে, চক্ষু থাকিলে উহার মধ্যেও প্রচুর অর্থ আবিষ্কার করা যায়।" লোকে অমনি ভাবিবে—আর কি; এইবার দুই এক তোলা সুতার ছাঁট সরবরাহ করিয়াই দালান তুলিব, ইমারত গড়িব, জুড়ি হাঁকাইব, টাকা উড়াইব ইত্যাদি।" আমাদের আফিসে ডজন ডজন চিঠি আসিবে—"মহাশয়! আমরা প্রচুর পরিমাণে সুতার ছাঁট সরবরাহ করিতে পারি। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া

উহা যাচাই করাইয়া দাম বলিয়া দিন, খরিদ্দার জুটাইয়া দিন, মাল কাটাইয়া দিন ইত্যাদি।" কিন্তু যেই মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল আর অমনি এই সব "হবু-ব্যবসায়ীরা" গাঢাকা দিলেন।

পাঠকবর্গের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন—আমি কোন রাজা মহারাজা নহি; আমার এমন কোন বিষয় সম্পত্তি বা ধন দৌলত নাই, যাহাতে ঘরের খাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বনের মহিষ তাড়াইয়া ফিরিতে পারি। আমাকেও উদরান্নের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিতে হয়। তথাপি যে এই কাগজখানি বাহির করিতেছি সে এক বেজায় নেশার ঘোরে। এ ধরণের কাগজের কদর নাই। সাধারণ লোকে নীরস ব্যবসায়ের কথা শুনিতে চাহে না—তাহারা চায় প্রাণমাতান গল্প এবং চিত্তবিভ্রমকারী উলঙ্গ ছবি। এ দেশ স্বাধীন নহে। গভর্ণমেণ্ট শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কীয় পত্রিকাদিকে সাহায্য করেন না। অন্যান্য দেশে ধনী বা জমিদারবৃন্দ প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া দেশহিতকর অনুষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশের ধনিক ও বণিক-দিগের মতিগতি সেরূপ নহে। কাজেই, ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে এ ধরণের পত্রিকা পরিচালনা করা আদৌ লাভজনক নহে। ফল কথা, ইহার জন্য আমাকে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। তথাপি এ নেশা পরিত্যাগ করিতে পারি না কেন, তাহা ১৩৩৩ সালে কাগজখানির পূনঃ প্রতিষ্ঠার সময় বৈশাখ সংখ্যায় "আবার আসিলাম" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম। আমরা চাই দেশের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপন করিতে। বাঙালী জাতি যে লোপ পাইতে বসিল! সমস্ত ব্যবসায়ই একে একে বাঙালীর হাত হইতে সরিয়া যাইতেছে। বাঙালীর ছেলে চাকুরীগতপ্রাণ হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু চাকুরী কোথায়? কলিকাতার কর্পোরেশনে ২৭টী কেরাণীর পদ খালি ছিল; কিন্তু ঐ পদ পাইবার জন্য ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার দরখাস্ত পড়িয়াছিল। ইহাই ত দেশের অবস্থা! এ ক্ষেত্রে বাঙালী যদি বাঁচিতে চায়, তাহাকে অর্থোপার্জ্জনের অন্য পথ অবলম্বন করিতেই হইবে। আমরা আমাদের জ্ঞানমত সেই পথের সন্ধান বলিয়া দিতে চাই। কিন্তু পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছি বলিয়া কাহাকেও হাতে ধরিয়া সেই পথ অতিক্রম করাইয়া দেওয়াও আমাদের কাজ বলিয়া যদি কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকেন—তিনি ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করিতেছেন।

এত কথা বলিতাম না। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এত কথা লিখিতে হইতেছে। কোন কিছুর সন্ধান বলিয়া দিলে শুধু সেই সন্ধান বলিয়া দিবার অপরাধেই আমাদিগকে অজস্র **অকেজো** প্রশ্ন দ্বারা এরূপ ভাবে বিব্রত করিয়া তোলা হয় যে প্রশ্নকারীরা আমাদিগের সময় বা পরিশ্রমের যে কিছুমাত্র মূল্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন ইহা কিছুতেই মনে করা যায় না। এখানে আমি প্রশ্নের পূর্ব্বে "অকেজো" বিশেষণটী বসাইয়াছি। উহা আমার ইচ্ছাকৃত। কেন না "কাজের" প্রশ্নের উত্তর দিতে বেজার হইবার কোন কারণ নাই। বরং উহাই আমাদের মিশন এবং কাজ।

Cotton waste বা সুতার ছাঁটের কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমি বলিতে চাই, বঙ্গদেশের কেন্দ্রসমূহে তাঁতিদের ঘরে ঘরে যে সুতার ছাঁট প্রতিদিন নষ্ট হইয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিয়া চালান দিতে পারিলে বেশ দু পয়সা লাভ হইবার সম্ভাবনা। সুতার ছাঁটের চাহিদা জগৎ

জুড়িয়া। কাজেই ইহার একটা জগৎ জোড়া মার্কেট রহিয়াছে। পাট নহিলে যেমন ব্যবসায়ী-জগৎ একপাও চলিতে পারে না—সূতার ছাঁট না হইলেও সেইরূপ সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে। আর কল কারখানা বন্ধ হওয়ার অর্থ সভ্যতার সৌধচূড়া সমূলে ধ্বসিয়া পড়া। কাজেই বলিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা কলিযুগ হউক বা না হউক ইহা যে কলের যুগ তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মোটর গাড়ী হইতে রেলগাড়ী পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ছোট বড় কলের ছুটাপাটি ছুটাছুটি প্রতিনিয়তই পৃথিবীর বুকের উপর হইতেছে। বড় বড় জিনিসের কথা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য

ঢাকা, শান্তিপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, যশোহর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর তন্তুবায় এখনও তাঁত বুনিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন। গত মাঘ মাসে "বঙ্গদেশে কুটীর শিল্পজীবির সংখ্যা" নামক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় যে বাংলা দেশে এখনও প্রায় দশ লক্ষ লোক তাঁত বুনিয়া খায়। ইহাদের তাঁত শালা হইতে প্রত্যেকের হাত দিয়া গড়ে দশ সের করিয়া সূতার ছাঁট বা COTTON WASTE বাহির হইলেও বছরে প্রায় **আড়াই লক্ষ মণ** সূতার ছাঁট নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যেক মণের দাম গড়ে ৫৲ টাকা করিয়া ধরিলেও বাংলা দেশে বছরে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ টাকার সূতার ছাঁট নষ্ট হইয়া যায়। কারণ অতি অল্প লোকেই এই সকল ছাঁটের ব্যবহার জানে অথবা ক্রেতার সন্ধান রাখে। উৎসাহী, ব্যবসায়েচ্ছু, বাঙ্গালী যুবকদিগকে আমরা এই সূতার আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা সমস্ত মালই বেচিয়া দিবার চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান জগতে সামান্য সূতার ছাঁটকে ও ছাঁটিয়া ফেলিবার উপায় নাই।

প্রশ্ন হইতেছে—সূতার ছাঁট এত প্রয়োজনীয় কি জন্য? বর্ত্তমান কালটাকে হিন্দুরা কলিযুগ

ছুঁচটাকে পর্য্যন্ত তৈয়ারি করিতে গেলে কারখানার প্রয়োজন। এই সমস্ত কলকব্জা যাহাতে ভালমত কাজ করিতে পারে এই জন্য এইগুলিতে তেল লাগাইতে হয়; আবার প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে

সেই তেল মুছিয়া কলকব্জাগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। এখন পরিষ্কার করা হইবে কি দিয়া? কলকব্জা পরিষ্কার করিবার জন্য নূতন কাপড় ব্যবহার করা অসম্ভব। পুরাতন কাপড়ই বা অত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? পাটের দ্বারা যদি কাজ চলিত—তাহা হইলেও এক কথা ছিল। কিন্তু পাট এ কার্য্যে ব্যবহার করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কাজেই ঐ কার্য্য সাধন করিবার জন্য সারা দুনিয়াকে একমাত্র সূতার ছাঁটের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

সূতার ছাঁট সাধারণতঃ সংগৃহীত হয় সূতা বা কাপড়ের মিল হইতে। ভারতবর্ষে সূতার ছাঁটের যেরূপ চাহিদা আছে ভারতীয় মিলসমূহ হইতে সে পরিমাণ সূতার ছাঁট পাওয়া যায় না। কাজেই সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু টাকার সূতার ছাঁট আমাদানী করিতে হয়।

এ দেশের তাঁতি ও জোলাদের ঘরে ঘরে যে সূতার ছাঁট নষ্ট হইয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিবার কোন চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই সমস্ত আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিতে পারিলে বৈদেশিক সূতার ছাঁটের আমদানীর হ্রাস হইতে পারে। বিশেষতঃ এই ব্যবসায়টা এতকাল সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত ছিল বলিয়া ইহাতে আদৌ প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এখানে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, প্রতিযোগিতার অভাব অথচ মালের চাহিদা আছে বলিয়া এখনই যে দু দশ হাজার টাকা এই ব্যবসায় অবলম্বনে উপার্জ্জন করা যায় তাহা নহে। ওরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া কেহ যেন এ ব্যবসায়ে অবতীর্ণ না হ'ন। কেন না তাহা হইলে তাঁহাকে বিড়ম্বিত হইতে হইবে। তবে ৪০৫০ বা ১০০৲ টাকা ইহাতে রোজগার করা যায়। এবং আমাদের বিশ্বাস একটু একটু করিয়া Organise করিতে পারিলে এখন যাঁহারা ৪০৫০ টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন কালে তাঁহাদের পক্ষে মাসিক ৪০০৫০০ টাকা রোজগার করা আদৌ অসম্ভব হইবে না।

কাজ যে ধরণের হউক না কেন, সাফল্য লাভ করিতে গেলেই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। আমরা বলিয়াছি এ দেশে সূতার ছাঁটের ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালের ব্যবসায় বাণিজ্য কোন দেশ বিশেষ বা মহাদেশ বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। কাজেই দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা না থাকিলেও বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আছে। আমাদের দেশের লোকে না হয় চক্ষু থাকিতেও অন্ধ সাজিয়া আছে! কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের চক্ষু ফুটিয়াছে বহুকাল পূর্ব্বে। তাহারা আবর্জ্জনাকে আবর্জ্জনা জ্ঞানে ফেলিয়া দেয়না; আবর্জ্জনা রাশি মন্থন করিয়া তাহার মধ্য হইতে রত্ন বাহির করিয়া লয়। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ ব্যাপিয়া সূতার ছাঁটের বিস্তৃত কারবার চলিতেছে। কাজেই প্রতিযোগিতা নাই বলিয়া লাফাইয়া উঠিলে চলিবে না। তথাপি একটী সুবিধা এই যে প্রতিযোগিতা পরোক্ষ ভাবে। মিলের সূতার ছাঁট ও তাঁতের সূতার ছাঁট ঠিক একগুণ বিশিষ্ট নহে। শেষোক্তটী অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরণের; কেননা মাড় লাগাইবার দোষে উহা ঈষৎ শক্ত হইয়া যায়। কাজেই উহার দাম ও অপেক্ষাকৃত অল্প এবং মার্কেটও বিভিন্ন। তবে দাম অল্প হইলেও উহা উপেক্ষনীয় নহে। আশা করি বাংলার বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্রে কেন্দ্রে দুই একজন করিয়া যুবক এই কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিবে।

বাংলায় নূতন জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গদেশে সর্ব্বসমেত ৩২টী জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানী য়্যাক্ট (Indian Companies Act—VII of 1913) অনুযায়ী রেজেষ্টীকৃত হইয়াছিল। উহাদের মিলিত authorised মূলধন ৭৪৪০০০০০৲ টাকা। বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোম্পানীর সংখ্যা		মূলধন
৭	ব্যাঙ্কিং ...	৪৫০০০০০৲
১৩	লোন ...	৬৫০০০০০৲
১	ইঞ্জিনিয়ারিং ...	৫০০০০০৲
২	পাব্‌লিক্ সারভিস্ কোম্পানী ...	৪৫০০০০০৲
১	বিলাতী মাটি, প্রস্তর, সিমেণ্ট, চুণ সুরকী প্রভৃতি গৃহাদি নির্ম্মাণের সরঞ্জাম প্রভৃতির জন্য ...	১০০০০০০৲
৫	অপরাপর ট্রেডিং ও ম্যানুফ্যাক্‌চারীং ...	২৮২০০০০৲
১	পাটকল ...	২৫০০০০০০৲
১	চায়ের বাগান ...	৩২০০০০০৲
১	এষ্টেট্, জমী ও বিল্ডিংএর কাজ ...	১০০০০০০৲
	মোট—	৭৪৪০০০০০৲

ভারতে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী।

১৯২৭ সালে নভেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্নস্থানে যে সকল জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রেণী বিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী বা একেণ্টের নাম ও রেজেষ্টী আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন
১। ব্যাঙ্ক, লোন্ ও ইন্‌সিওরেন্স ঃ—			
১। আশুগঞ্জ কোহিনুর ব্যাঙ্ক	ম্যানেজিং ডিঃ— মসিহার রহমান ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, ত্রিপুরা বেঙ্গল।	ব্যাঙ্ক ও টাকা ধার দেওয়া	৫০,০০০৲
২। ইদাথিরুথি ব্যাঙ্ক	ম্যানেজিং এজেণ্ট—পি, ওসেফ. পাক'প্পান, পালঘাট, মাদ্রাজ।	" "	৫০,০০০৲
৩। এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক	সিভিল এণ্ড মিলিটারী ষ্টেশন, বাঙ্গালোর	" ও অন্যান্য কারবার	৫০,০০০৲
৪। সেণ্ট জর্জ্জ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	পুথেননাল্লি, ত্রিবাঙ্কুর।	ব্যাঙ্ক	২০,০০০৲
৫। পুলি কীজ ব্যাঙ্ক	থিরুভল্লা, ত্রিবাঙ্কুর।	"	১,০০,০০০৲
৬। কাঞ্জাঝা মডেল কোং	কাঞ্জাঝা, ত্রিবাঙ্কুর।	"	২০,০০০৲
৭। বর্ণখালি লোন কোং	ডিঃ— মৌলবী মহিউদ্দিন আহাম্মদ, ভরনখালি পোঃ নান্দকন্দ ময়মনসিংহ, বেঙ্গল	টাকা ধার দেওয়া	৫০,০০০৲
৮। সেণ্ট্রাল লোন কোং	ডিঃ—ধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল, সাঁতরাগাছি, বাটোর, হাওড়া বেঙ্গল।	"	৫০,০০০৲
৯। রৌহদহ লোন আফিস	ডিঃ—সৈয়দ আবদুল, রৌহদহ, চন্দন বাংসা- বগুরা বেঙ্গল।	"	১,০০,০০৭৲
১০। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মডেল ব্যাঙ্ক	ডিঃ—সারদাকান্ত দাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া ত্রিপুরা, বেঙ্গল।	ব্যাঙ্ক ও টাকা ধার দেওয়া	৩০,০০০৲
১১। গাইবান্ধা লক্ষ্মী লোন করপোরেশন	ম্যানেজার—সুরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, গাইবান্ধা রঙ্গপুর বেঙ্গল।	"	৫০,০০০৲

	শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী বা এজেন্টের নাম ও রেজেষ্ট্রী আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন
১২।	রাম রামপুর দেবেন্দ্রগঞ্জ লোন আফিস	ডিঃ—বিপ্রনাথ বানার্জ্জি, দেবেন্দ্রগঞ্জ পোঃ—রামরামপুর মৈমনসিংহ বেঙ্গল	”	৫০,০০০৲
১৩।	গুথাইল ট্রেডিং ব্যাঙ্ক	ডিঃ—সৈদাজামাল, গুথাইল পোঃ গিলাবাড়ী মৈমনসিংহ, বেঙ্গল	”	৫০,০০০৲
১৪।	মুন্সি পাড়া লোন আফিস	ডিঃ—জি, সি, দাসগুপ্ত তেঘরিয়া পোঃ মাদারগঞ্জ, মৈমনসিংহ, বেঙ্গল।	”	৫০,০০০৲
১৫।	শম্ভুগঞ্জ লোন আফিস	ডিঃ—কে, সি দত্তগুপ্ত, শম্ভুগঞ্জ মৈমনসিংহ, বেঙ্গল	”	২০,০০০৲
১৬।	মালমগঞ্জ ব্যাঙ্ক	ম্যানেজিং ডিঃ—এম্, এল্, গুহ মালমগঞ্জ, দেওয়ানিগঞ্জ, মৈমনসিংহ, বেঙ্গল।	”	৫০,০০০৲
১৭।	ঝৌগড়া লোন আফিস	জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিঃ—তৈবালি আহাম্মদ ঝৌগড়া, কোচা মৈমনসিংহ, বেঙ্গল।	”	৫০,০০০৲
১৮।	ফরওয়ার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া	ডিঃ—এ, দাস ৯৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।	ব্যাঙ্ক ”	৫০০,০০০৲
১৯।	ঢাকা ওরিয়েণ্টাল লোন এণ্ড ট্রেডিং কোং	শঙ্কর ভবন, উর্দ্দু রোড, ঢাকা বেঙ্গল।	” ”	১০,০০০৲
২০।	পেণ্ডারহাটি ব্যাঙ্ক	ডিঃ—নাহিরুদ্দিন তালুকদার পেণ্ডারহাটি, ধুনট্যা বগুড়া, বেঙ্গল।	” ”	১,০০,০০০৲
২১।	জুমুরবাড়ী ব্যাঙ্ক এণ্ড ট্রেডিং কোং	ডিঃ—নাহিরুদ্দিন তালুকদার জেইমারবাড়ী রঙ্গপুর বেঙ্গল	”	৫০,০০০৲
২২।	গিলাবাড়ী গ্রেট ট্রেডিং সোসাইটী	ম্যানেজিং ডিঃ—সামসুজ্জ্হা, গুথাইলবাজার, গিলাবাড়ী, মৈমনসিংহ বেঙ্গল।	”	৫০,০০০৲
			মোট—	২০,০০,০০০৲

২। যান বাহনাদি :—

২৩।	পাল এণ্ড চৌধুরী	৮৩, চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	বোট ও ষ্টীমলীপ্ ক্রয় বিক্রয় ও ভাড়া দেওয়া	২,০০,০০০৲

৩। ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং।

২৪।	কে, পি, মতিলাল এণ্ড কোং	ডিঃ—পুরুষোত্তম কেশবজী মঙ্গলদাস মার্কেট, প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট, বোম্বে।	কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রাগিষ্টস্	১,০০,০০০৲

শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী বা এজেণ্টের নাম ও রেজেষ্ট্রী আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন
২৫। গ্রেক্স	এজেণ্টস্ গ্রীনফিল্ড এণ্ড হ্যালিফেক্স, মেরিপাঙ্কুর, করাচীর নিকট, বোম্বে	লবন এবং তদসংক্রান্ত জিনিষের ম্যানুফ্যাক্চারিং এণ্ড রিফাইনিং	৬,০০০০০৲
২৬। নোবলস্ এণ্ড কোং	ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এস, নোবল এণ্ড কোং পোষ্ট উইলিংডন কলেজ সঙ্গিল, টাসগাঁও সাটারা, বোম্বে।	কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রাগিষ্টস্	৫০,০০০৲
২৭। ডিকল্ এণ্ড কোং	৭০, লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।	আর্কিটেক্ট, বিল্ডার্স এণ্ড কণ্ট্রাক্টার ইত্যাদি	৫০০,০০০৲
২৮। ডেভেলপমেণ্ট অব ইনডাষ্ট্রীস্ ইণ্ডিয়া	১৩৫ প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট কলিকাতা।	ইলেক্ট্রিক লাইট এণ্ড পাওয়ার	১,০০,০০০৲
২৯। পাব্লিক ইউটিলিটি বার করপোরেশন	এজেণ্টস্ আগাস্কার ব্রাদার্স সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং ক্রসষ্ট্রীট ফোর্ট বোম্বে, এসপ্লেনেড রোড	প্রোডাকসন ও সাপ্লাই ইলিকট্রিসিটি সাপ্লাই	৫,০০,০০০৲
৩০। ত্রিবাঙ্কুর সোপস্	ক্যামরা এলিপ্পে, ত্রিবাঙ্কুর।	ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফেক্চারিং সোপ	২,০০,০০০৲
৩১। নর্থ বেঙ্গল পপুলার ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং করপোরেশন	ডিঃ—ইনামুল হোসেন, জলপাইগুড়ি বেঙ্গল	মার্চ্চেণ্ট এণ্ড এজেণ্টস্	৩,০০,০০০৲
৩২। নিলফামরী কৃষি কোং	ডিঃ—শরৎকুমার বানার্জ্জি কিশারিমারী রঙ্গপুর বেঙ্গল	এগ্রিকালচার পোলট্রি, কিনোর ইত্যাদি	৫০,০০০৲
৩৩। নারায়ণ দাস রুখে	৪৭ খোংরাপাট্টি বড়বাজার কলিকাতা	জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ ইম্পোর্টার এক্সপোর্টার্স	২০,০০০৲
৩৪। গান্ধী খদ্দর বস্ত্রালয়	ম্যানেজিং এজেণ্ট :—পি, এস, কুমার স্বামীরাজা রাস্তা, মাদ্রাজ	ট্রেডিং এণ্ড গিনিং এণ্ড হেণ্ড স্পিনিং মেসিন	৩০,০০০৲
৩৫। বার্মা নেশন্যাল ফিল্ম কোং	২৬৫ ক্রিক ষ্ট্রীট রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশ	সিনেমেটোগ্রাফ ফ্লিমার ইত্যাদি প্রস্তুত, ক্রয় ও বিক্রয় করা।	১,০০,০০০,
৩৬। হরি এণ্ড কোং	কাশিদাস নারায়ণ দাস মামুদভাদা আলিগড়, যুক্তপ্রদেশ।	নানাবিধ ব্যবসা	৫,০০,০০০৲

শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানির নাম	সেক্রেটারী বা এজেন্টের নাম ও রেজেষ্টী আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন
৩৭। ইউনিভারসেল	ম্যানেজিং এজেন্টস্ বক্সি এণ্ড কোং অমৃতসর, পাঞ্জাব মেসিনার মার্ট	কলের ব্যবসা	৫,০০,০০০৲
৩৮। ইষ্ট ইণ্ডিয়া মেট্রোপলিটান কোং	ডিঃ—মাষ্টার ধনারাম, ২২নং রেলওয়ে রোড, লাহোর পাঞ্জাব	এজেণ্ট, মার্চেণ্ট ও ব্যাঙ্কের কাজ করা	২০,০০০৲
৩৯। জেনারেল হেল্পিং কোং	ডিঃ—নন্দকিসন আগরওয়ালা জালালওয়ালাবাগের নিকটবর্ত্তী অমৃতসর। পাঞ্জাব।	কমিশন এজেণ্টস্	১,০০,০০০৲
৪০। এলেপ্পি কোং	এলেপ্পি। ত্রিবাঙ্কুর।	ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাচারিং	৫০,০০০৲
৪১। উবারেষ্ট কোং	আজমীর, আজমীর মারওয়ার	...	২০,০০০৲
		মোট—	৩১৬০,০০০৲

৪। মিল ও প্রেস।

শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানির নাম	সেক্রেটারী বা এজেন্টের নাম ও রেজেষ্টী আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন
৪২। ঢাকা ইন্ডাস্ট্রীস্ হোম	ডিঃ—ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, ৭৫নং পাটুয়াটুলি ঢাকা, বেঙ্গল	সিল্ক ও তুলার বয়নের ব্যবসা	১,০০,০০০৲
৪৩। আদমজী জুট মিলস্	ডিঃ—আদমজী হাজি দাউদ ৩ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা	স্পিনিং উইভিং ম্যানুফ্যাকচারিং জুট	৮০,০০,০০০৲
৪৪। গ্রেজুয়েট ইউনিয়ন	৭২ হ্যারিসন রোড	ম্যানুফ্যাকচারিং এণ্ড সেলিং হোসিয়ারী গুডস্	১,০০,০০০৲
		মোট—	৮২,০০,০০০৲

৫। চা বা অন্যান্য প্ল্যাণ্টিং কোং—

শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানির নাম	সেক্রেটারী বা এজেন্টের নাম ও রেজেষ্টী আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন
৪৫। ভুলিয়া টি ছিড্ কোং	২ ম্যাট কাপ ষ্ট্রীট কলিকাতা	প্লাণ্টিং কাল্টিভেটিং ক্রয় ও বিক্রয়	১,৫০,০০০৲
৪৬। টৈই জ্যোক টি কোং	” ”	”	২,৩০,০০০৲
৪৭। টেরিপিন টি কোং	ম্যানেজিং এজেণ্টস্ পি বানার্জ্জি এণ্ড কোং, ৮০ চৌরঙ্গি রোড, কলিকাতা	প্ল্যাণ্টিং ম্যানুফ্যাকচারিং	২,৫০,১০০৲
৪৮। সোণামুড়া টি কোং	ডিঃ—এ, চাটার্জ্জি ২০৭ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	চা বাগান তৈয়ারী আরম্ভ করা	২,৫০,০০০৲
৪৯। ইণ্ডিয়ান প্লেণ্টেসন	ম্যানেজিং ডিঃ—এ, ভি, টমাস্ পালঘাট, মাদ্রাজ	চাষ	১০,০০,০০০৲

শ্রেণীবিভাগ ও কোম্পানীর নাম	সেক্রেটারী বা এজেন্টের নাম ও রেজেষ্ট্রী আফিসের ঠিকানা	উদ্দেশ্য	মূলধন
৫০। ওরিয়েণ্টাল প্লেণ্টেসনস্	ম্যানেজিং এজেন্টস্ ইউনাইটেড প্লেণ্টিং কোং কালিকট মাদ্রাজ	রাবারের চাষ	২,০০ ০০৲
			মোট—২০,৮০,০০০৲
৬। খনি ইত্যাদি।			
৫১। সামলা কলিয়ারি	ম্যানেজিং এজেন্ট মার্টিন এণ্ড কোং কলিয়ারি প্রোপ্রাইটারস্ ৬, ৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	মাইনাস্ ইত্যাদি	২০,০০,০০০৲

ছাতার হাতলের কারখানাসমূহের তালিকা।

গত মাঘ মাসের সংখ্যায় আমরা "ছাতার হাতল প্রস্তুতের ব্যবসায়" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ইন্ডাস্ট্রীয়াল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এস্ সি, মিত্র কিছুদিন পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে একটী সুলিখিত মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ অবলম্বনে মাঘ সংখ্যায় আমরা ছাতার হাতল প্রস্তুতের প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ছাপাখানার ক্রটীতে আমাদিগের এই প্রাপ্তিস্বীকার মুদ্রিত হয় নাই। এজন্য আমরা লজ্জিত আছি।

কলিকাতা সহরে কতগুলি ছাতার হাতল প্রস্তুতের কারখানা আছে এবং ব্রিটীশ ভারতে বৎসর বৎসর কত পরিমাণ ছাতার আমদানী হইয়া থাকে তাহার কোনও বিবরণ মিঃ মিত্রের প্রবন্ধে না থাকায় এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধটী এক হিসাবে অসম্পূর্ণ ছিল। এইজন্য এই সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য আমরা মিঃ মিত্রকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি অতি তৎপরতার সহিত এই সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। পদস্থ সরকারী

কর্ম্মচারীগণ এইরূপে সহায়তা করিলে দেশের ও দশের অনেক সুবিধা হইতে পারে এবং গভর্ণমেণ্টের ক্রিয়াকলাপের প্রতি সাধারণতঃ লোকে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব পোষণ করিয়া থাকে তাহাও ধীরে ধীরে দূর হইয়া যায়। মফঃস্বলের কোন কোন সহযোগী মিঃ মিত্রের কার্য্যপটুতায় ও সদয় ব্যবহারে ইতিমধ্যেই তাঁহাদের কাগজে প্রশংসা করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার ব্যবহারে বিশেষ পরিতৃপ্তিলাভ করিয়াছি। গভর্ণমেণ্টের নানা বিভাগে এইরূপ দক্ষ ও হৃদয়বান কর্ম্মচারী আসিলে অতি সহজেই গভর্ণমেণ্ট লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারেন।

ত্রিপুরা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ছাতার বাঁট প্রস্তুতের উপযোগী অসংখ্য বাঁশ পাওয়া যায়। কলিকাতার কারখানাগুলিতে যে ছাতার বাঁট প্রস্তুত হয় তাহা প্রায় সমস্তই এই সকল অঞ্চল হইতে নানা হাত ঘুরিয়া আমদানী হয়। এই সকল স্থানে আমাদিগের যে সকল গ্রাহক আছেন তাহাদের কেহ কেহ ছাতার বাঁটের খরিদ-দার সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি লোক ও নমুনার মত মাল পাঠাইয়া দিয়া এই সকল কারখানার সহিত দর দস্তুর ঠিক করিয়া ব্যবসায়ের বন্দোবস্ত করিতে পারেন তবে একটী স্থায়ী আয়ের উপায় করিতে পারেন।

অতঃপর কলিকাতায় যে সকল ছাতার হাতল প্রস্তুতের কারখানা আছে আমরা তাহাদের ঠিকানা নিম্নে প্রদান করিলাম।

১। শশীভূষণ দে।
১৩৩ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা।

২। সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৩।৩ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা।

৩। গোকুল কোলাই
১৩।৩ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা।

৪। কেশবচন্দ্র বিশ্বাস
১৩.৩ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা।

৫। পান্নালাল বিশ্বাস
৪ জয়নারায়ণ চন্দ্র লেন, চাঁপাতলা কলিঃ।

৬। রজনীকান্ত কারক ঐ

৭। ধনকৃষ্ট প্রামাণিক ঐ

৮। ভুবনচন্দ্র গুঁই ঐ

৯। রাসবিহারী দাস ঐ

১০। ক্ষেত্রমোহন দাস ঐ

১১। লক্ষ্মণবাণী ঐ

১২। অমূল্যচরণ পাল ঐ

১৩। কালীমোহন ভট্টাচার্য্য ঐ

বেঙ্গল ফ্যাক্টরী
১ হজুরিমল লেন, কলিকাতা।

১৪। হরিভকত, বৈঠকখানা বাজার,
১৫৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৫। গোপেশ্বর ঘোষ, ১৪, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা।

১৬। পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক ঐ

১৭। তুলসীদাস পাল,
১৭, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

১৮। কালীপ্রসাদ দে
১৮, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা।

১৯। পি, এন, ভদ্র এণ্ড কোং
শ্রীমানী বাজার, ২০৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

২০। তেজপাল বৃদ্ধিচাঁদ
৪৩, আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, বড়বাজার
কলিকাতা।

২১। মেসার্স মৌলজীরাম পান্নালাল
১০৭ নং ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৯, কৃষ্ণদাস পাল লেন, কলিকাতা।

২২। মেসার্স গোপালচাঁদ ভাটিয়া এণ্ড সন্স
৫৯ এবং ৬০ ষ্ট্রাণ্ড রোড, (নিমতলা)
কলিকাতা।

২৪। মেসার্স ভীমরাজ ব্রেতমল
৪২ নং আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৫। রত্নাকরবাবুর ফ্যাক্টরী
১৪, রাম ব্যানার্জ্জির লেন, হাড়কাটা,
কলিকাতা।

২৬। মুন্সী গিয়াসুদ্দীন আহাম্মদ
রসিউদ্দিন আহাম্মদ এণ্ড সন্স
৮.১ সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার কলিকাতা।

২৭। রজনীকান্ত সরকার
১২, নিতাইবাবুর লেন, বৌবাজার,
কলিকাতা।

২৮। দেবেন্দ্রনাথ দাস,
১৩।৩ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা।

অতঃপর গত তিন বৎসরে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ছাতার আমদানী হইয়াছে তাহার বিবরণ ও মূল্যের পরিমাণ এইখানে প্রকাশ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

বৎসর	ছাতার পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১৯২৩—২৪	৩,১৯, ৭৫৯	৯,৬৭,৩৪৬৲
১৯২৪—২৫	২৫৫,৫৭২	৬,৯৩,২৬৫৲
১৯২৫—২৬	৩৩০৫২০	৯,৬৯,৭২৯৲

———
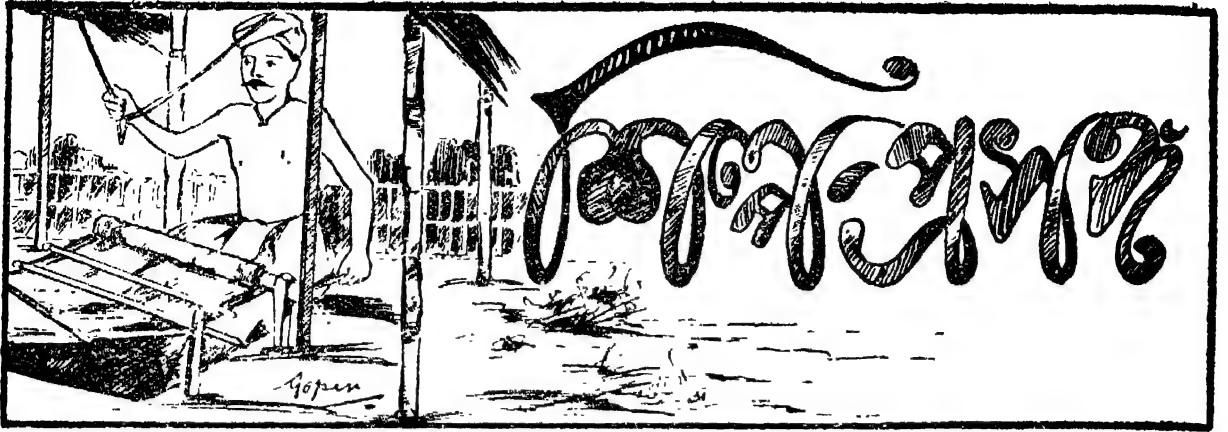
তৈল 'ডিওডোরাইজিং' বা গন্ধ-হীন করার প্রণালী।

(স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ লিখিত)

'ডিওডোরাইজ' অর্থ পূতিগন্ধ শূন্য করা। এই ডিওডোরাইজ করার জন্য অধুনা যে যে প্রণালী প্রচলিত আছে তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বিষয়টী সহজবোধ্যহেতু 'ফিল্টার' এবং 'রিফাইন' এই দুইটী পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার ও যথাযথ বর্ণনা করা আবশ্যক। 'ফিলট্রেট' কে চলিত কথায় 'ফিল্টার্ড' বলা হয়, ফিল্টার্ড বলিলে চুয়াইয়া বাহির করা বা শোধন করা বুঝায়, কিন্তু 'রিফাইণ্ড' অর্থ বিশুদ্ধ বা পরিষ্কৃত।

তৈল যেখানে প্রস্তুত হয় সচরাচর তাহা হইতে ভিন্ন কারখানাতেই তৈল 'রিফাইন' করা হয় এবং 'রিফাইনিং' প্রণালী আদি সাধারণ হইতে যথাসম্ভব গোপন রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাও ব্যবহারের একটী অঙ্গবিশেষ। তৈল পরিশ্রুত করিতে রসায়নবিদ্যায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেক তৈল পরিশ্রুত করিতে এক একটী বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। 'রিফাইনিং' বিভিন্ন ক্রমে সম্পাদন করা যায়, সাধারণ নিয়মে সাধারণ উৎকর্ষতাই সাধিত হয় কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কাজেই রসায়নশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পরিচালিত বা প্রস্তুত তৈল পূর্ণভাবে দোষশূন্য হইতে দেখা যায় না।

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তৈল যথার্থ রাসায়নিক পদার্থ। প্রত্যেক তৈলে 'গ্লিসারিন' সীমাবদ্ধভাবে অপরিবর্তনীয়, প্রত্যেক তৈলের 'ফ্যাটি এসিড'ও বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতার জন্যই এক একটী তৈল বিশেষগুণ সম্পন্ন।

বিশুদ্ধ তৈল মাত্রেই প্রায় সব কয়েকটীই

বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বাদহীন। তৈলে প্রচুর পরিমাণে গ্লিসারিন থাকিলে তেমন আপত্তিজনক হয় না কারণ ইহাও বর্ণগন্ধ-স্বাদহীন, কিন্তু বেশী 'ফ্যাটিএসিড'প্রায়ই আপত্তিজনক; কারণ তদ্বারা ঐ তৈলের বিশেষ লক্ষণ সহজে টের পাওয়া যায়। অধিকন্তু বিগলিত করিলে তৈল তীব্রগন্ধযুক্ত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নারিকেল তৈলের নাম উল্লেখযোগ্য।

তৈল 'রিফাইন' করিতে হইলে নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি অপসারণ করিতে হয়—(১) আঠাল পদার্থ, (২) রঙ্গিন দ্রব্যাদি, এবং (৩) 'ফ্রী ফ্যাটি এসিড' অর্থাৎ স্থূলতাবিশিষ্ট অম্লরস দ্রব্যাদি এবং (৪) যদি ঐ তৈল ভক্ষনীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিতে হয় অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাহইলে তৈলের গাদ অপসারিত করাও আবশ্যক। এই গাদের ইংরাজি নাম 'ষ্টিয়ারিন, ইহাকে 'মার্গারিন'ও বলা হয়। এই ষ্টিয়ারিন মূল্যবান পদার্থ। ইহা তৈল হইতে পৃথক করিয়া তদ্বারা মোম বাতি প্রস্তুত হয়। সময় সময় চর্ব্বির পরিবর্ত্তেও ব্যবহার করা হয়।

তৈল 'রিফাইন' করিবার কৌশল সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) যন্ত্রসাহায্যে এবং (২) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। কখনও এতদুভয়ের সাহায্য লওয়া হয়। আঠাল পদার্থ অপসারিত করিতে যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয় এবং শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ 'ব্লিচিং' করিতে হইলে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংযোগ করিতে হয়, যেমন 'ব্লিচিং পাউডার' ইত্যাদি। 'ক্লোরাইড্ অফ লাইম' নামক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য হইতেই এই 'ব্লিচিং পাউডারের' উৎপত্তি। রং বা বার্ণিস্ প্রস্তুতের জন্য যে তৈলের ব্যবহার হয় তাহা 'ব্লিচিং' করিয়া লওয়া আবশ্যক।

তৈল বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠাইবার পূর্ব্বে অনেক তেল কলে প্রাথমিক 'রিফাইন' করা হয়। তদ্দারা কেবল মাত্র আঠাল পদার্থ অপসারিত হইয়া থাকে, কিন্তু উন্নত ধরনের কলে আধুনিক প্রথামত 'ফিল্টার - প্রেস' নামক একপ্রকার যন্ত্র সাহায্যে তৈল পরিশ্রুত করা হয় তাহাতে সময়-সংক্ষেপ ও মিতব্যয় দুইই হয়। এই 'ফিল্টার-প্রেস' এমনভাবে প্রস্তুত যে জোরে চাপ দিলে তরল পদার্থাদি, স্তরে স্তরে সজ্জিত টুইল কাপড়ের মধ্য দিয়া 'ফিল্টার' হইতে থাকে। এই যন্ত্রের কার্য্য-প্রণালী সহজ ও সরল, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র। ইহা ক্রয়কালীন একবার দেখিয়া লইলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে-- বরাবর মনে থাকিবে।

তৈল হইতে 'ফ্যাটি এসিড' অপসারিত করিবার একটী আদর্শ প্রণালী লিখিত হইল। ঘানি হইতে সদ্য বহির্গত তৈল (যাহাকে কাঁচা তৈল বলা হয়) এই প্রণালীমতে ঐ কাঁচা তৈলে 'কষ্টিক-সোডা-মিকশ্চার' সাবধানতা সহ নিয়মিত উত্তাপবিশিষ্ট ও পরিমানে মিশ্রিত করিতে হয়।

এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে প্রথমে ঐ কাঁচা তৈলকে এনালিসিস' (বিশ্লেষণ) করিয়া তন্মধ্যে কতভাগ 'ফ্রী ফ্যাটি এসিড' আছে জানিতে হয়। তারপর চলিত নিয়মানুযায়ী অঙ্ক কষিয়া ঐ ফ্যাটি এসিডের প্রভাব নিস্তেজ করিতে যতখানি কষ্টিক সোডা প্রয়োজন, কার্য্যতঃ কিন্তু তদপেক্ষা কিছু বেশী সোডা মিশ্রিত করিতে হয়।

ব্যাপার আর কিছুই না—বিষে বিষক্ষয়ের মত ঐ মিকশ্চার 'ফ্রী এসিডের' সহিত মিশিয়া গেলে 'ফ্যাটি এসিডের' প্রভাব আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রচলিত নিয়মাপেক্ষা অধিক কষ্টিকের প্রয়োজন ; অধিক মাত্রা ব্যবহারে

প্রকৃত পক্ষে তৈলের কোন অনিষ্ট হয় না; অবশ্য অত্যধিক মাত্রা নিষিদ্ধ। অল্লাধিক মাত্রা ব্যবহারে কেন দোষ হয় না তাহা সাবান প্রস্তুত প্রণালী সংক্রান্ত কষ্টিকের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমরা সাবান প্রস্তুত কালীন দেখিতে পাই যে একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কষ্টিক সোডার সহিত আর একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তৈল সংমিশ্রণে এতদুভয়ের কার্য্য প্রক্রিয়া এক বিশেষ অবস্থায় আসিয়া বন্ধ হইয়া যায়। এই বিশেষ অবস্থার ইংরাজী নাম 'স্যাচুরেশন্ পয়েণ্ট' অর্থাৎ পরিপূর্ণাবস্থা।

এইভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলে তৈলে সাবানের মত পদার্থাদি জমিতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিলে এইসব দ্রব্যাদি নীচে ডুবিয়া যায় এবং পরিষ্কার তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন এই তৈল শোধনাদি অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য বাহির করিয়া লওয়া হয়। অবশিষ্টাংশ পৃথক-ভাবে বাহির করিয়া সাবান প্রস্তুতকারকদিগের নিকট 'সোপ-ষ্টক্' নামে বিক্রয় হয়। ঐ তৈল পরে জলে ধৌত করিয়া তন্মধ্য হইতে অতুসন্দেয় সোডা দূরীভূত করা হয়। তারপর 'ভেকাম্-ষ্টিল' নামক যন্ত্র সাহায্যে উড্ডীয়মান বা 'ভোলাটাইল ফ্যাটি এসিড' বহিষ্কৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সোডার শেষচিহ্ন দূর করিয়া লওয়া হয়।

যদি খাদ্যদ্রব্যের জন্য এই তৈল প্রয়োজন হয় তাহা হইলে এর পরে সাজীমাটী সংযোগে 'ব্লিচ' করিয়া লওয়া আবশ্যক। সাজীমাটীর পরিবর্ত্তে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যায়। সাজীমাটী, 'এনিমেল চারকোল' (হাড়ের গুড়া) ইত্যাদির ব্যবহারে যে কেবলমাত্র 'ব্লিচ্' করা যায় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি 'ডিওডোরাইজ' করিতেও সাহায্য করে।

ইহার কার্য্যপ্রণালী এইরূপ—প্রথমে ঐ শুষ্ক শোষণকারী পাউডার তৈলে মিশ্রিত করিয়া সামান্য অগ্নিতাপে রাখিয়া অনবরত নাড়া-চাড়া করিতে হয়, এইভাবে কিছু সময় আন্দোলিত হইবার পর পূর্ব্ববর্ণিত 'ফিল্টারপ্রেস' (পরিশ্রুত যন্ত্র) সাহায্যে ছাকিয়া লইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত সাজীমাটী বা হাড়ের গুড়া, তৈলমধ্যস্থিত রঙ্গীন দ্রব্যাদি সহ, 'ফিল্টার ক্লথ্' এর উপরে থাকিয়া যায় এবং পরিষ্কার ও স্বচ্ছ তৈল বাহির হইয়া আসে।

'ফিল্টার-প্রেস' যন্ত্রটী এমন ভাবে প্রস্তুত যে 'ফিল্টার' কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পর তন্মধ্যে 'ষ্টিম্' প্রবেশ করান যায়। এই প্রক্রিয়ায় তৈল বাহির হইতে হইতে খইল পর্য্যন্ত তৈলশূন্য হইয়া যায়; এবং পরে যখন খইল বাহির করিবার জন্য এই যন্ত্র খোলা হয় তখন দেখা যায় সমস্ত খইল পাউডারের মত মাটীতে পড়িতেছে – এমনই ইহার ক্রিয়া।

তৈল সংক্রান্ত এইটীই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা তাহা নয়, নানামুনির নানামতের মত। সুযোগে ও সুবিধায় অন্যান্য প্রথাও প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের একটী প্রাচীন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা "তৈলকে যথাক্রমে সূর্য্যোত্তাপ ও বাতাসে রাখিয়া স্বাভাবিক উপায়ে রঙ্গীনদ্রব্যাদি 'অক্সিডে' পরিণত করা।" আজিও এই উপায়ে ভারতে তিসির তৈল, পোস্ত ও আখরোটের তৈল প্রস্তুত হয়। বাজারে চলিত ভাষায় ইহাদিগকেই লিনসিড, পপি এবং ওয়ালনাট অয়েল বলা হয়। এইগুলি রংএর জন্য চিত্রকর কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে 'আল্ট্রা-ভায়লেট-রে' সাহায্যে তৈল 'ব্লিচিং করা হইতেছে। বলা বাহুল্য ইহা আধুনিক যুগে কলকব্জা সাহায্যে যুগান্তর আনিয়াছে সত্য কিন্তু আমাদের ভারতীয় প্রাচীন প্রথারই রূপান্তর মাত্র।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের সমসাময়িক শিল্প নৈপুণ্য ইত্যাদির আদর্শ কিরূপ ছিল, আর এখন কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই বেশ একটি নমুনা দেখিতেছেন। কথায় কথায় বিদেশীয় ভাব ও ভাষার সাহায্য বাধ্য হইয়াই লইতে হয়—কিছু বুঝিবার জন্য কিছু বলিবার জন্য, সবই সমান। ইহার ফলে ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের মৌলিক গবেষণাদি অনেক কমিয়া গিয়াছে, অনুসন্ধিৎসা যেটুকু আছে, সত্যকথা বলিতে গেলে, তাহাও অনুকরণের দিকে।

সকলের কথা বলিতেছি না, অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম আছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার মেঘনাদ সাহা, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি মনীষি ব্যক্তিগণ রসায়ন শাস্ত্রে এবং পদার্থ-বিদ্যাদিতে বাঙ্গালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এইরূপ আদর্শ ব্যক্তিগণকে স্মরণ করিলেও মৌলিক গবেষণায় সাহস ও স্ফূর্ত্তি আসে; মনে হয়, প্রতীকারের এক একটী পথ এক একদিন নিশ্চয়ই করায়ত্ত হইবে।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল সুখদুঃখজড়িত ভারতের ভাগ্যাকাশে আবার সুখসূর্য্য উদয় হইবে। কিন্তু চুপ করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। আপনি যেটুকু জানিতেন আর যেটুকু মানসিক একাগ্রতায় বই ঘাটিয়া জানিলেন তাহাতেই আত্মনির্ভর করিয়া কার্য্যতঃ নিযুক্ত হউন। এইভাবে কাজ করিলে কেবল তৈলের পূতিগন্ধ শূন্য করা কেন অন্যান্য যে সব গন্ধ ভারতবাসীর সমস্যার বিষয় তাহাও শূন্য করিতে পারিবেন। পরস্পরের সম্মিলিত চেষ্টার দরকার, তবে তো ব্যবসা-বাণিজ্যাদির সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক সঙ্ঘ।

বিগত ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা নগরীতে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এর আফিস গৃহে বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক এবং লোন আফিস সমূহের এক অধিবেশন হইয়াছিল। বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্যমের সহিত প্রাথমিক অধিবেশনের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। যাহাতে অবিলম্বে নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক সঙ্ঘ গঠিত হয় তজ্জন্য উক্ত অধিবেশনে নির্ব্বাচিত অস্থায়ী কমিটির সদস্যগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারা আশা করেন যে, যে উৎসাহ অধিবেশন কালে পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা শীঘ্রই সফলকাম হইবেন। এই অস্থায়ী কমিটিতে ব্যাঙ্কের বিধি নিয়ম বিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

অধিবেশনে প্রস্তাবিত নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক সঙ্ঘ এবং Federal Bank বাংলা দেশের অভিনব প্রতিষ্ঠান হইবে।

অস্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ—

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়, রংপুর লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

শ্রীললিতমোহন সান্যাল, বগুড়া লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার

শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘটক, বরিশাল লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, খুলনা লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, নর্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সুপারভাইজিং ডিরেক্টার।

শ্রীসারদারূপা লালা, মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, হিন্দুস্থান কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার।

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র দাস, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—সেক্রেটারী।

প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তাগণ সাধারণের নিকট যে অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা আমরা এইখানে প্রকাশ করিলাম।

সবিনয় নিবেদন—

বাঙ্গালাদেশের সমস্ত লোন আফিস সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা এই প্রথম নয়। পূর্ব্বেও এই প্রয়াস করা হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দুইটী মূল কারণ দেখা যায়। প্রথমতঃ পূর্ব্বের প্রয়াস শুধু মফঃস্বল হইতে টাকা আনিয়া কলিকাতায় ঋণ দানে পর্য্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয়তঃ মফঃস্বলের টাকা কলিকাতায় খাটানর উপরে মফঃস্বলের লোকের বিশেষ কোনও কর্ত্তৃত্ব ছিল না। এই দুইটীই গুরুতর কারণ এবং ইহাদের নিরসন না হইলে এবারেও ও নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা সকলেই মফঃস্বলবাসী। তাঁহাদের প্রেরণাতেই ইহার উদ্ভব। যে Federal Bank অনুষ্ঠানের কথা হইতেছে তাহার অংশীদার মফঃস্বলের লোন আফিসগুলিই হইবেন, সুতরাং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহাদেরই থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ এই Federal Bank এর একটী মুখ্য উদ্দেশ্য কলিকাতা হইতে টাকা যোগাড় করিয়া মফঃস্বলের লোন আফিসগুলিকে সময়ে অসময়ে সাহায্য করা। ব্যাঙ্কটীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলে কলিকাতাতে খুব কম সুদেই টাকা পাওয়া যাইবে। এরূপ কম সুদে মফঃস্বলে কখনই টাকা পাওয়া যাইতে পারে না।

এই বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা মাত্র নাই। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই কি নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃষ্ট সময়? বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাওয়াতে আমানতকারীদের মনে সমস্ত বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের উপরে বিষম অনাস্থা হইয়াছে। এমন কি অমূলক আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অপরন্তু অনেক আফিস জমিদারী বন্ধক রাখিয়া বা অনুরূপ স্থির বন্ধকে, এমন কি অস্থির আমানত পর্য্যন্ত আটকাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি অধিকাংশ আমানতকারীরা তাঁহাদের আমানত ফেরৎ চান, তবে অনেক লোন আফিসেরই অবস্থা বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিবে। যদিও তাঁহাদের assets যথেষ্ট আছে, কিন্তু নগদ টাকার টান মিটাইতে হয়ত কেহ কেহ অক্ষম

হইবেন। কয়েকটী প্রতিষ্ঠান এইরূপে উঠিয়া গেলে আমানতকারীরা আরও শঙ্কান্বিত হইবেন। বিপদের গুরুত্ব বাড়িয়াই চলিবে।

বর্ত্তমান সময় বঙ্গদেশীয় লোন আফিস সমূহের পক্ষে দুঃসময় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানেই সমবেত চেষ্টার উদ্ভব ও বিকাশের কথা দেখা যায়, সেখানেই দেখা যায় একটী অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের তীব্র অভাব বোধ। ঋণদান-সমবায় আন্দোলনের নেতা জার্ম্মাণ কর্ম্মবীর রেফিসেনের সময়ে জার্ম্মাণ কৃষক দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। তাই রেফিসেনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এইরূপ একবার নয়, বার বার জগতের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিতেছে যে প্রয়োজনবোধ না থাকিলে সমবেত চেষ্টা হয় না,—হইতে পারে না।

আমাদের ভিতরে রেফিসেনের মত নেতা নাই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেই নেতৃযোগ্য উদ্যম ও বিবেচনা-শক্তি দেখাইতে হইবে। প্রত্যেকের কাছেই চাই,—সমস্ত প্রাণভরা উৎসাহ এবং সমগ্র মন দিয়া বিবেচনা। যে উৎসাহ এবং যে বিবেচনা প্রাথমিক সভাতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, সাফল্যের যে তিনটী উপাদান আছে,—প্রয়োজন বোধ, উৎসাহ এবং বিবেচনা শক্তি এই তিনটীরই অভাব নাই।

এখন চাই, এই মনোভাবকে কার্য্যে পরিণত করা। প্রথমতঃ লোন আফিস গুলিকে একটী সঙ্ঘের মধ্যে আনিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই সঙ্ঘের সাহায্যে একটী Federal Bank স্থাপন করিতে হইবে। এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের জন্যই সকলের মতামত চাই এবং এই মতামত সংগ্রহ, ছাপার খরচ, ডাকব্যয়, আগামী ইষ্টারের বন্ধে লোন আফিসগুলির আর একটী অধিবেশনে এই বিষয়ের পর্য্যালোচনা এবং পদ্ধতি নির্দ্ধারণ—এই সমস্ত অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য যাহা কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চান, উপরের ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র দাসের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আর এই বিষয়ে অন্য কিছু জানিতে চাহিলে উপরের ঠিকানায় সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়ের নিকটে পত্র লিখিবেন।

—-—

ফেডারেল ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা।

কলিকাতা ও মফঃস্বলের লোন কোম্পানী সমূহ ও ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটা সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব চলিতেছে; এতদুদ্দেশ্যে গত বড় দিনের বন্ধের সময় কলিকাতায় বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আপিসে একটী সভা হইয়া গিয়াছে। তাহার কার্য্যবিবরণী আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

বহুদিন হইতে এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠানের অভাব আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিলাম। বর্ত্তমান যুগ সঙ্ঘ এবং ঐক্যের যুগ। যাহারা একাকী চলার স্পর্দ্ধা করে তাহাদিগকে এক দিন না একদিন বিপদের মুখে হার মানিতেই হয় এবং হয়ত ধ্বংস হইতে হয়। কেমন করিয়া এই বিপদ ব্যাঙ্কগুলির সম্মুখে আসিতে পারে আসিয়া থাকে আজ তাহার আলোচনা করিয়া এবং বারান্তরে বাংলাদেশের লোন কোম্পানী সমূহের অবস্থা আলোচনা করিব।

স্বজাতি এবং স্বদেশীয় লোকের ব্যাঙ্ক না থাকিলে, সে জাতির ব্যবসা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ যত লাখ টাকা নিয়াই ব্যবসায় করিতে সুরু কর না কেন তোমাকে সময়ে সময়ে টাকার অভাবে পড়িতেই হইবে এবং তখন ব্যাঙ্ক ব্যতীত টাকার টান্ মিটাইবার আর কোনও উপায় নাই। ব্যবসায় করিতে বসিয়া টাকার তোড়া নিয়া কেহ বসিয়া থাকে না; টাকা দিয়া মাল কিনিয়া ব্যবসায় করিতে হয়; এই কেনা বেচার মধ্যে টাকা যখন মালের মধ্যে আটকাইয়া যায় তখন হয়ত এমন সব বিল চুকাইবার দরকার হয় যে ডিউ তারিখের মধ্যে বিল চুকাইতে না পারিলে বাজারে তাহার Credit বা সুনাম নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তাহার ব্যবসাও সেই সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়; এই সব টানের মুখে ব্যাঙ্কই ব্যবসায়ীর একমাত্র সহায় ও অবলম্বন। মালের সিকিউরিটী বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্কই তখন টাকা advance করে এবং ব্যবসায়ী Credit বা সুনাম রক্ষা করে। জগতময় এইরূপে ব্যবসায় চলিতেছে এবং বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ইংরাজ বল, মাড়োয়ারী বল, ভাটিয়া বল, আর পার্শি বল সব জাতির পশ্চাতে ব্যাঙ্ক রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের ব্যবসায় করিবার পথের প্রধান অন্তরায় অপসারিত হইয়াছে, আর বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক নাই বলিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

সকলেই জানেন যে এদেশে ইংরাজ পরিচালিত যতগুলি ব্যাঙ্ক আছে তাহারা সাধারণতঃ বাঙ্গালীকে টাকা ধার দেয় না। আমরা ইংরাজ কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলাম; অর্থাৎ ইউরোপীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত কোনও ব্যাঙ্ক পারত পক্ষে বাঙ্গালীদিগকে বিপদের সময় accommodate করে না অর্থাৎ টাকা ধার দেয় না; তা' সে যত বড় ব্যবসায়ীই হউক না কেন। ইউরোপীয় ব্যতীত যে দুই চারিটী ভারতীয় অ-বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক বাংলাদেশে আছে তাহারাও

বাঙ্গালীর প্রতি বিমুখ। অথচ মজা এই যে এই সকল অ-বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীর অর্থেই পুষ্টি লাভ করিতেছে; ঘরের টাকা পরের হাতে তুলিয়া দিয়া ব্যাকুব বনিতে এক বাঙ্গালীই জানে; ভারতের অন্য কোনও জাতি এমন ব্যাকুব সাজে না। তাহাদের মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি আছে, ঐক্যবন্ধন আছে এবং তাহারা একের বিপদে অন্যে আসিয়া কাঁধ দিয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করে; কিন্তু এই ব্যক্তিত্ববাদী (Individualistic) বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কোন রকমের ঐক্য বন্ধন দেখিতে পাই না।

যাহাদিগকে আমরা "মেড়ো" "মেড়ো" বলিয়া সময়ে অসময়ে বিদ্রূপ করি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাস পরিয়া গোলামীর আবেদন লিখিতে পোক্ত হয় নাই বলিয়া মনে মনে খুব ঘৃণার ভাব পোষণ করি সেই মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে ব্যাঙ্কের রেওয়াজ তেমন চলিত না হইলেও ব্যাঙ্কের মূল পদ্ধতি লইয়াই তাহারা এত বড় ব্যবসায়ের পত্তন করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আবহমানকাল হইতে যে হুণ্ডির প্রথা প্রচলিত আছে তাহা এই ব্যবসায়ের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ারই একটা বিরাট বিকাশ মাত্র, এবং এই হুণ্ডি বাটা ও হুণ্ডি গ্রহণের মধ্যেও ওই একের বিপদে অন্যে আসিয়া কাঁধ দিয়া দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি দেখিতে পাই; একের বিপদে অন্যে আসিয়া যে ঘাড় পাতিয়া নেয় ইহার মধ্যে এক বিরাট সহানুভূতি ও সমবেদনার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহানুভূতি ও সমবেদনা আছে বলিয়া মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার হুণ্ডির আদানপ্রদান হইতেছে এবং সেই পরিমাণে তাহাদের ব্যবসার বিস্তৃতি হইতেছে। ইহাদের সঙ্গে যখন আমাদের অবস্থার কথা ভাবি তখন লজ্জায়, ঘৃণায় অধোবদন হইয়া থাকিতে হয় এবং মনে হয় ধিক্ আমাদের বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে।

যা'ক, আজ আর এ বিষয়ের আলোচনা করিব না, এখন ব্যাঙ্কের কথা বলি। সকল ব্যাঙ্কেরই সেয়ার ক্যাপিটেল খুব বেশী থাকে না। সাধারণের নিকট হইতে স্থায়ী (fixed) ও অস্থায়ী (current) টাকা আমানত পাওয়া যায়। সেই টাকা খাটাইয়াই ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ লাভ করে। স্থায়ী আমানত সম্বন্ধে তেমন কোনও চিন্তার কারণ থাকে না। কিন্তু অস্থায়ী আমানত সম্বন্ধে ব্যাঙ্কের সব সময়েই একটা চিন্তা ও দায়ীত্ব থাকে; কারণ যখন ইচ্ছা তখনই এই সকল অস্থায়ী ডিপজিটারগণ তাহাদের টাকা তুলিয়া লইতে পারে। যখন দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল ও Steady তখন অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ থাকে না; কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা যখন মন্দ হয় এবং চারি দিকে ব্যবসায়ীরা ফেল পড়িতে ও দোকান গুটাইতে আরম্ভ করে তখন যদি কেহ কোনও ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে একটা দুর্নাম রটনা করিয়া দেয় তাহা হইলে অস্থায়ী ডিপজিটারগণ চঞ্চল হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ আপন আপন টাকা তুলিয়া লইবার জন্য ব্যাঙ্কের দরজায় আসিয়া হানা দেয়।

এইরূপে একবার টাকা তোলার হিড়িক্ লাগিলে আর রক্ষা নাই; লোকমুখে জনরব সংক্রামুখী হইয়া "গেল" "গেল" রব রটনা করিয়া দেয় এবং কাতারে কাতারে লোক টাকা তুলিয়া লইবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর ধাওয়া করে। ইংরাজীতে ইহাকে ব্যাঙ্কের উপর run করা বলে। তখন তখনই ডিপজিটারদিগের টাকা মিটাইয়া দিতে পারিলে অবশ্য ব্যাঙ্কের ক্রেডিট আবার ফিরিয়া আসে এবং আজ যাহারা হিড়িকে পড়িয়া টাকা তুলিয়া নিয়া গেল কালই আবার তাহারা আসিয়া হয়ত টাকা পুনরায়

জমা দিয়া যায়। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে আচম্বিত কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ কোনও ব্যাঙ্কের উপর আসিয়া যদি তাহার ডিপজিটারগণ তাহাদের আমানতী টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্য দাবী করিয়া বসে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সমুদয় দাবী অন্যের সাহায্য ব্যতীত কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিতে পারে এরূপ ব্যাঙ্ক পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যাঙ্ক লোকের আমানতী টাকা সিন্ধুকে পুরিয়া রাখে না। এই টাকা নানাস্থানে খাটাইয়া ব্যাঙ্ক লাভ করে এবং সেই লাভ হইতেই সকলকে সুদ ও লভ্যাংশ দেয়। অবশ্য প্রত্যেক ব্যাঙ্ক দৈনিক আদান প্রদানের টান মিটাইবার জন্য অস্থায়ী আমানতের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সব সময়েই হাতে রাখিয়া দেয় এবং তাহা হইতেই দৈনিক চাহিদা মিটায়। কিন্তু হঠাৎ এইরূপ run হইলে সেই টাকার টান্ মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্ককে অপরাপর ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইতে হয়।

বহুবার দেখা গিয়াছে যে কোন ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের উপর এইরূপ অকারণে run হইলে অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক গাড়ী বোঝাই করিয়া টাকা ও নোটের থলি নিয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং সে ব্যাঙ্ককে এইরূপ run হইতে রক্ষা করে। কিন্তু এই ব্যাপারটা যখনই কোনও দেশীয় ব্যাঙ্কের উপর অনুষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে তখনই আমরা দেখিয়াছি যে কোনও ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক একটী কপর্দ্দক দিয়াও দেশী ব্যাঙ্কগুলিকে এইরূপ run হইতে রক্ষা করে না; যদিচ দেশীয় লোকের টাকা দ্বারাই এই সকল ব্যাঙ্ক পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। হরকিষণ লালের পিপলস্ ব্যাঙ্ক এবং চুনীলাল সরাইয়ার স্পিশিশি ব্যাঙ্কের বেলায় এই শোচনীয় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাঙ্কের অনিষ্ট করার জন্যে ও অনেক সময় এইরূপ মিথ্যা গুজব রটাইয়া তাহার উপর run করার চেষ্টা হইয়া থাকে; এরূপ ব্যাপার সচরাচর না ঘটিলেও একেবারে বিরল নহে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর অনুষ্ঠিত ব্যাঙ্কের ক্রেডিট নষ্ট করার জন্য সমুদয় অ-বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একটা দারুণ চেষ্টা ও একাগ্রতা দেখা যায়; এই জঘন্য ব্যাপারে দেশীয় ইউরোপীয় নির্ব্বিশেষে সমুদয় অবাঙ্গালীই বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে একেবারে কুকথায় পঞ্চমুখ।

বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কের ক্রেডিট্ নষ্ট করার জন্য ইহারা স্পষ্ট ভাবে কথা বলিয়া যতটা অনিষ্ট না করে, অস্পষ্ট ভাষায় খানিক ঠারে ঠোরে আর খানিক বা আকার ইঙ্গিতে নানা রটনার দ্বারা তাহাপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী অনিষ্ট করিয়া থাকে। দিনের পর দিন এইরূপে ক্রেডিট্ নষ্ট করিয়া শেষে এমন একটা রটনা চালায় যে চারিদিক হইতে ব্যাঙ্কের উপর run হইতে থাকে এবং সেই আকস্মিক বিপদে বিপন্ন বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক যাহাদিগের নিকট বন্ধুভাবে সাহায্য পাইবার জন্য ছুটিয়া যায় তাহারা তখন নির্ম্মম ভাবে দরজা হইতে তাহাদিগকে মিষ্টমুখে বিদায় করিয়া দেয় এবং এইরূপে বিপন্ন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইতে বাধ্য হয়। ব্যবসায় করিতে বসিয়া ভুল করেনা এমন ব্যবসায়ী জগতে নাই। ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া একটা টাকাও মারা যায় নাই কিম্বা Bad debt এ আট্কাইয়া পড়ে নাই এমন ব্যাঙ্কের কথা শুনি নাই। এরকম ভুল ব্যবসা জগতে দিন রাত্ হইতেছে এবং ব্যবসায়ীরা আপন আপন বুদ্ধি বিবেচনার বলে সে সকল ভুল ত্রুটী কাটাইয়া উঠিতেছে। অবশ্য ভুল যদি মারাত্মক হয় তবেই বিপদের কথা, কিন্তু মারাত্মক ভুলও কাটিয়া যায় যদি পিছনে একটা সঙ্ঘের জোর থাকে।

ইউরোপীয় ব্যাঙ্করদিগের মধ্যে এই সখ্য এবং সঙ্ঘবদ্ধতা আছে বলিয়াই মাড়োয়াড়ীর হুণ্ডি কাটার মত তাহারা একে অন্যের বিপদে জান প্রাণ দিয়া সাহায্য করে সুতরাং তাহারা ভুল করিলেও এবং মারাত্মক ভুলের অপরাধেও লালবাতী জ্বালিতে বাধ্য হয় না আর আমরা মরি এই কারণে যে আমাদের মধ্যে এতটুকু ও সহানুভূতির লেশ নাই, উপরন্তু কেহ বিপন্ন হইয়া ডুবিতে বসিলে আমরা অন্ততঃ সমালোচনার ঢেউ তুলিয়া তাহাকে অকালে ডুবাইয়া মারি। এইরূপ সমগ্র জাতিটাই আজ ডুবিয়া মরিতে বসিয়াছে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার অভাবে আমরা কেহ কাহারও বিপদে বিন্দুমাত্র ও বিচলিত হই না।

কথায় আছে আরসীতে মুখ যেমন দেখাবে তেমনি দেখতে পাবে। দুঃখের দিনে তুমি যদি আমায় তুলিয়া না ধর তবে তোমার বিপদে আমি ঘরের বাহির হব কেন?—এই মনোবৃত্তিই বাঙ্গালীকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে পদে পদে দলিত, লাঞ্ছিত এবং বহিস্কৃত করিয়া দিতেছে এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে ভারতে তাহারা অগ্রণী হইয়াও নিরক্ষর ব্যবসায়ী দিগের নিকটেও সর্ব্বরকমে পরাস্ত হইতেছে। আজ এই জঘন্য মনোবৃত্তি ত্যাগ করতঃ আমাদের মধ্যে সঙ্ঘের ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে; ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী দিগের মধ্যে এই সত্য ফুটাইয়া তুলিতে হইবে যে জগতে যে একা, সে বোকা। এ যুগটাই হচ্ছে Trust, Combination, Corporation, সঙ্ঘ ও সমবায়ের যুগ। এ যুগের মুলমন্ত্রই হ'চ্ছে'—

(Stand by me and I wili stand by you.)

তুমি আমার পিছনে আসিয়া মদ্দৎ দাও,আমিও আবার তোমার বিপদে তোমার পিছনে আসিয়া মদ্দৎ দিব এবং অভয় দিয়া বলিব ভয় কি ভাই আমি আছি —। যে দিন এই প্রেম ও পরিপুষ্টির ভাব বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়া উঠিবে সে দিন বাঙ্গালী ব্যবসায় ক্ষেত্রে অপরাজেয় হইয়া দাঁড়াইবে।

ব্যাঙ্কগুলি যে principle বা মূলসূত্রে গ্রোথিত হওয়া উচিত আমরা কেবল তাহারই সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিলাম ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় অনেক details ঘাঁটিতে হইবে, অনেক নিয়ম কানুন রচনা করিতে হইবে, অনেক আন্দোলন আলোচনার দ্বারা এক একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। সে সকল করার জন্য মফঃস্বলের এবং কলিকাতার কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি লইয়া একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। ইঁহাদের চিন্তা প্রসূত কার্য্য বিবরণী জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে আরও অনেক আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অনেক বিজ্ঞ এবং অতিবিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন যাঁহারা হয়ত ইতি মধ্যেই ভ্রূকুঞ্চন করিয়া বিজ্ঞের মতই মাথা নাড়িয়া বলিতেছেন যে

হাঃ!—বাঙ্গালীর আবার ব্যাঙ্ক তার আবার ফেডারেশন্।

আর প্রমাণ প্রতিপত্তির জন্য বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া দেখাইতেছেন। আমরা বলি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক গিয়াছে বাঙ্গালীর অক্ষমতার জন্য নহে; বাঙ্গালী ডিরেক্টার দিগের কর্ম্মবিমুখতা, অলসতা, আত্মীয় প্রতিপালন ও বন্ধু প্রীতির জন্যই আজ ব্যাঙ্কের এই শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের কথা আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে চান, আমি আবার তাঁহাদের দুই চোখে দুই আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে চাই

(১) এলায়ান্স ব্যাঙ্কের পরিণতি যাহার

সিকিউরিটি রক্ষক আহেল গোরাচাঁদ ইংরাজ কর্ম্মচারী অম্লান বদনে ব্যাঙ্কের মক্কেলদিগের সিকিউরিটী চুরী করিয়া সেয়ার বাজারে ফট্‌কা খেলিয়াছে এবং সাধারণের ক্রোড় টাকার উপর একেবারে দরিয়ায় ঢালিয়া দিয়াছে।

(৩) বিলাতের Farrow's Bank এবং Horatio Bottomleyর কীর্ত্তি যাহার কারসাজির তুলনা এ যুগেও বিরল।

সুতরাং অন্যপরে কা কথা। আহেল ইউরোপীয় ব্যাঙ্কও ফেল পড়ে এবং সাদা চামড়াওয়ালা মানু-

সেয়ার। সেয়ার!! সেয়ার!!!

বহুবিধ কোম্পানীর নানাপ্রকার সেয়ার আমার নিকট কেনা বেচা হয়। জুটমিল, চা-বাগিচা, কোল কোম্পানী, রেলওয়ে সেয়ার, কোম্পানীর কাগজ, ওয়ার বণ্ড, পোর্ট-ট্রাষ্ট এবং অন্যান্য নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ার কেনা বেচার দালালী করিয়া থাকি। কোনও সেয়ার কেনা অথবা বেচার দরকার থাকিলে এই পত্রিকার ম্যানেজারের কেয়ারে আমাকে পত্র লিখিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

SUNWAL DAS TANDON
Retired Chief Accountant of the Allahabad Bank Ltd.
C/o Manager, BYABOSHA-O-BANIJYA,
9-3 Romanath Majumdar Street,
CALCUTTA.

(২) মান্দ্রাজের আর্‌বাথনট্‌ কোম্পানী যাহাদের পতনে মান্দ্রাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছিল এবং কত অনাথা বিধবা জীবনের সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া একেবারে পথে দাঁড়াইয়াছিল।

যেরাও লোকের টাকা অম্লানবদনে গাঁড়া দেয়। কথায় বলে—

"সব নারীতে প্রেম করে ধরা পড়েছেন রাধা,
সব জানোয়ারেই মোট বয়, গাল্ খায় কেবল গাধা"

ছড়াটা হয়ত শ্লীলতার বাঁধ একটু অতিক্রম করিয়া গেল, কিন্তু একটু অশ্লীল হইলেও আমার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইবার জন্য ছড়াটা তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

অবস্থা বিপাকে সকল জাতির মধ্যেই এই অপকীর্ত্তির কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় সুতরাং সেই কলঙ্কের খোঁচা দিয়া বাঙ্গালীজাতিকে আমি চিরকালের জন্যই দাগিয়া দিতে চাই না কিম্বা একেবারে প্যারিয়াদের ন্যায় কোন্‌ঠাসা করিয়া অপাংক্তেয় করিয়া রাখার পক্ষপাতী নহি।

স্বীকার করি যে অগ্রগামী অন্যান্য জাতির

তুলনায় বাঙ্গালী ব্যবসায় ক্ষেত্রে বহু পশ্চাতে পড়িয়া পাছে এবং এই ব্যাঙ্কের ফেডারেশন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক বাধা বিঘ্ন ও বিপত্তি আছে, কিন্তু সে সব যে একেবারে দুর্লঙ্ঘনীয় তাহা আমি স্বীকার করি না। বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান যে কয়েকটী ফেল পড়িয়াছে তাহা হাতে গুণিয়া বলা যায় সত্য, কিন্তু অবাঙ্গালীর অনুষ্ঠিত কত সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ব্যবসানুষ্ঠান যে ফেল পড়িয়াছে তাহা হাতে গুণিয়া শেষ করা যায় না। এখনও যে এইরূপ কত শত অনুষ্ঠান ফেল পড়িতেছে তাহা যাঁহারা আমাদিগের সংগৃহীত "ফেল পড়া কোম্পানী সমূহের বিবরণ" প্রতিমাসের ব্যবসা ও বাণিজ্য পড়িয়া থাকেন তাঁহারা জানিতে পারিবেন।

সুতরাং ফেলপড়া বা অকৃতকার্য্যতাই কোনও মানুষ বা জাতির উঠিবার বিরুদ্ধে চরম যুক্তি নহে; কারণ ব্যবহারিক জগতে দেখিতে পাইতেছি যে পড়িয়া পড়িয়াই মানুষ হাঁটিতে শেখে। আজ যে Flat raceএ দৌড়িয়া সর্ব্বোচ্চ প্রাইজ পাইল বাল্যে সে কতবার পড়িয়া হাঁটিতে এবং দৌড়িতে শিখিয়াছিল সে ইতিহাস কজনে ঘাঁটিয়া দেখিতে চায়। দুইবার আছাড় খাইলেই সে আর হাঁটিতে বা দৌড়িতে পারিবে না বলিয়া যদি তাহাকে খাটে শোয়াইয়া রাখা যায় তবে সে ত চিরকালের মত পঙ্গু হইয়া যাইবে!

জলে সাঁতার দিতে গেলে চুবনীও খাবে দু'দশ ঢোক জলও পেটে যাবে; এ না হ'লে সাঁতার শেখাই যাবে না। বাঙ্গালী ব্যবসায় ক্ষেত্রে সবে নেবেছে; তা'র ডুবচুব হবে, তাদের মধ্যে চোর জোচ্চোরও বেরুবে, কিন্তু সে সব সহ্য ক'রে কখনও কষাঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে, কখনও বা প্রেমের নিবিড় বন্ধনে তাহাদিগকে অফুরন্ত ভালবাসার দ্বারা হে বাঙ্গালী! তোমাকেই বড় ক'রে তুলতে হবে। দেখছ না সারা দুনিয়ার লোক ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক দারুণ ব্যূহ রচনা ক'রে তার ত্রিসীমানায় বাঙ্গালীকে ঢুকতে দিচ্ছে না; অথচ এই বাংলা দেশের বুকের রক্ত চুষে খেয়ে তারা সুখে স্বাস্থ্য সম্পদে রাঙা জবাফুল হ'য়ে উঠেছে আর শিক্ষায় দীক্ষায় ভারতে অগ্রণী এবং অদ্বিতীয় হ'য়েও তোমাদের জাতভাইরা ক্ষুধার তাড়নায় তাহাদের ছাঁচতলায় একমুঠা এঁটো ভাতের জন্য ঘুরিয়া মরিতেছে।

সময় আসিয়াছে; দুঃখের দারুণ দহনে বাঙ্গালীর প্রাণ জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে— অভাবের তাড়নায় তাহাদের আত্মানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে—আর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নয়—আজ মায়ের নামে একবার সত্য সত্যই বল—

ঘরের হ'য়ে পরের মত ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে?

জগতে সকলেই দল বাঁধিতেছে, সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে, আমরাই কি কেবল ঠাঁই ঠাঁই থাকিয়া ধ্বংস হইব!

এস, আজ এই নূতন কল্পনা, নূতন চেষ্টাকে নিষ্ঠা, প্রেম, বিশ্বাস, ভালবাসা ও একাগ্রতার দ্বারা গড়িয়া তুলি এবং বাঙ্গালীর ব্যবসায় পথের প্রধান অন্তরায়টী দূর করিবার জন্য যে যেখানে আছি বদ্ধপরিকর হই। বারান্তরে লোন কোম্পানী সমূহের Investment পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ,

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
Council House Street
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

মহুয়া ও তিলের তেল ও খইল।

(কিউ—১৭১) যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ঝান্সীর একজন ব্যবসায়ী মহুয়া ও তিলের তেল ও খইলের ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ২২শে ডিসেম্বর)

শন

(কিউ—১৭২) ওয়ারাঙ্গালের একটী কোম্পানী শন (Sann hemp) কিনিতে চাহেন এমন লোকের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T, J. ২২শে ডিসেম্বর)

রঙীন সূতার ছাঁট

(কিউ—১৭৩) জেনোয়ার (ইতালী) একটী কোম্পানী রঙীন সূতার ছাঁট (Coloured yarn waste) সরবরাহ কারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J, ২২শে ডিসেম্বর)

তুলার ছাঁট

(কিউ—১৭৪) সাউথ আফ্রিকার অন্তর্গত ডরবানের একজন ব্যবসায়ী (Cotton weste) সরবরাহ কারী দিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J, ২২শে ডিসেম্বর)

চাম্‌ড়া

(কিউ—১৭৫) ভারত বর্ষের যে সমস্ত চামড়া ব্যবসায়ী ইতালীতে চাম্‌ড়া রপ্তানী করিতে চাহেন, তুরীনের (ইতালী) একটী কোম্পানী তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ২২শে ডিসেম্বর)

কমলালেবু ও আপেল

(কিউ—১৭৬) সাউথ আফ্রিকার অন্তর্গত জারমানের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষের যে সমস্ত ব্যবসায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ ও আপেল কিনিতে চান তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ২২শে ডিসেম্বর)

Rock Crystal

(কিউ—১৭৭) জার্মানীর অন্তর্গত হামবার্গের একটী কোম্পানী উক্তদ্রব্যের সরবরাহকারী দিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ২২শে ডিসেম্বর)

কাটা লোহা

(কিউ—১৭৮) জেনোয়ার (ইতালী) এক জন ব্যবসায়ী কাটালোহা সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ২২শে ডিসেম্বর)

মহুয়া বীচি

(কিউ—১৭৯) মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত রায় পুরের একজন ব্যবসায়ী মহুয়া বীচি সরবরাহ কারী দিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ২৯শে ডিসেম্বর)

Perilla seed
বা
ভান জিরা

(কিউ—১৮০) রায় পুরের একজন ব্যবসায়ী উক্ত দ্রব্যের সরবরাহ কারী দিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন

(T. J. ২৯শে ডিসেম্বর

হাঁস ও মুরগীর পালক

(কিউ—১৮১) কান পুরের একটী কোম্পানী হাঁস ও মুর্গীর পালক সরবরাহ কারিদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ২৯শে ডিসেম্বর)

হাড়ের গুঁড়া

(কিউ—১৮৬) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সামলকোটের একজন ব্যবসায়ী হাড়ের গুঁড়ার খরিদার দিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

শুক্‌না আম বা আম্‌সী

(কিউ—১৮৭) মান্দ্রাজের একটী কোম্পানী যাঁহারা শুক্‌না আম বা আম্‌সী ক্রয় করিতে চাহেন তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতেছে।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

Felspar (এক প্রকার খনিজ স্ফটিকাভ প্রস্তর।

(কিউ—১৮৮) সিংভূম ডিষ্ট্রীক্টের একজন ব্যবসায়ী উক্ত পদার্থের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

জিপ্‌সাম ও প্লাস্‌টার অব্‌ প্যারিশ।

(কিউ—১৮৯) বোম্বাইয়ের একজন ব্যবসায়ী কলিকাতার জাপ্‌সাম ও প্লাষ্টার অব্‌ প্যারিশের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

মুলেঠি ও হিং

(Liquorice Root And Assafoalita)

(কিউ—১৯০) দেরাইস্মাইল খাঁর (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) একজন ব্যবসায়ী মূলেটী (Liqorice root) এবং হিঙ্গের (Asafoalita) ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

ম্যাঙ্গানিজ.

(কিউ—১৯১) চাঁইবাসার একজন ব্যবসায়ী ম্যাঙ্গানিজের খরিদ্দার গণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

সাবাই ঘাস।

(Sabai grass)

(কিউ—১৯৩) চাঁইবাসার একটী কোম্পানী সাবাই ঘাসের খরিদদারদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ১৪ই জানুয়ারী)

শাকসবজী ও ফুলগাছের বীজ এবং ফলের কলম।

(কিউ—১৯৪) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী শাকসব্জী ও ফুলগাছের বীজ এবং ফলের কলমের ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

সূতা (Cotton yarn)

(কিউ—১৯৫) তুরস্কের অন্তর্গত কনস্তান্তি-নোপলের একজন ব্যবসায়ী ভারতীয় কটন্ ইয়ার্ণের রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

নীল।

(কিউ—১৯৬) কনস্তান্তিনোপলের জনৈক ব্যবসায়ী নীল রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(T, J. ১২ই জানুয়ারী)

চিনির বস্তা ও হেসিয়ান কাপড়।

(কিউ—১৯৭) কনস্তান্তিনোপলের একটী কোম্পানী যাহারা ভারতবর্ষ হইতে চিনির বস্তা ও হেসিয়ান কাপড় রপ্তানী করিতে পারেন তাঁহা-দিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

চা।

(কিউ—১৯৮) কনস্তান্তিনোপলের জনৈক ব্যবসায়ী চায়ের রপ্তানী কারকদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(T. J. ১২ই জানুয়ারী)

ব্যবসায়ের সন্ধান।

চাউল ও ধান।

মানভূম জেলা হইতে নিয়মিতরূপে চাউল ও ধান সরবরাহ করিতে পারি। যদি কোনও ধান চাউলের মহাজন অথবা কলওয়ালা নিয়মিত ভাবে ধান চাউল লইতে চান তবে নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন।

Raja Gopal Achariar

গ্রাহক নং ২০৬৯

শালকাঠ

আমার নিকট সব রকম শাল কাঠ খুঁটি ও তক্তা হইবার উপযুক্ত এবং বিবাহ আদিতে বর কন্যার বসিবার উপযুক্ত শাল কাঠের ২৷ ফুট লম্বা দুই ফুট চওড়া, দেড় ফুট চওড়া পাড়ী প্রস্তুত আছে; যদি কাহার দরকার হয় তাহা হইলে নিম্নের ঠিকানায় জানাইবেন।

শ্রী যোগেন্দ্র নাথ লাহিড়ী

গ্রাহক নম্বর—৩০৯৪

পোঃ লতাগুড়ি

জেলা জলপাইগুড়ি

কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল ডাল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দব জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতায় জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্তি পড়্তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বাণিজ্য" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নুতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

হার্ডওয়্যারের (Hardware)

কাঁটাতার [Barbed wire] ১২

তারের পেরেক [wire nails]

১" × ১৫ ১¼" × ১৪ ১½" × ১৩ ১¾" × ১৩ ২" × ১২

১৭৲ ১৪॥০ ১২॥০ ১৩॥০ ১৫॥০

২½" × ১১ ৩" × ১০ ৪" × ৯,৮ ৫ × ৭ ৬ × ৬

১৫॥০ ১১॥০ ১১॥০ ১২৲ ১২৲

হিঃ হন্দর—

পেটেণ্ট পেরেক SS কিংবা M মার্কা

২" হইতে ৮" ইঞ্চি ২০॥০

হন্দর

প্যানেল পিন্—½" ইঞ্চি × ১৮ ¾" × ১॥০

১৪৲ ১৫॥০

জারমান লোহার স্ক্রু ৶ ইঞ্চি

লোয়ার কব্জা পেটি ৶৫ ইঞ্চি

ঐ খুচরা

২" ২½" ৩" ৩½" ৪

1/2 ।৶১০ ॥৶০ ৸৶০ ১৶০ হিঃ ডজন পেয়ার

কোদাল—৪নং ৫নং ৬নং

"আণ্ডিমা" তিনটি বা মকী ১২॥০ ১৩॥০ ১৪॥ হিঃ ডজন

"এগ্রি" টাটা ১১৲ ১২৲ ১৩৲ হিঃ ডজন

কোদাল /৩ পাঃ বিলাতি ৮॥০, টাটা ৭৲

দেশী বিলাতি P মার্কা ৯॥০ হিঃ ডজন এর টাটা কোঃ

উখা বা রেতি—চিল মার্কা ও নিকল সন

পাট—৬" ৮" ৯" ১০" ১২" ১৪" ১৬"

৩৸০ ৪॥০ ৫৲ ৬৲ ৮৲ ১১॥০ ১৬৲

তেসিরা ৩" ৩½" ৪" ৫" ৬" ৭" ৮" ইং

২৶০ ২৶০ ২॥৵০ ২৸০ ৩৸০ ৪৸০ ৫৸০

হিঃ ডজন

গ্যালভ্যানাইজ স্ক্রু [করগেটের]

বিলাতি ২" × ১২নং ২" × ১৩নং ২ × ১৪নং

৪৩॥০ ৪৪৲ ৪১॥০ হন্দর

অট্রিয়ান ৩৬৲ ৩৬৲ ৩৫৲

গ্যাঃ ওয়াসার :—বিলাতি, জারম্যান, দেশী

হাত করাত :— ২৯॥০ ২৫॥০ ১৮৲

টেলারের ৵০ হিঃ ইঞ্চি

পাখী মার্কা ৵০ হিঃ „

জারম্যান ৴১৫ হিঃ ইঞ্চি

বড় করাত ও ফুটে :—

পাখী মার্কা ৭॥০ ঘোড়া মার্কা ৭৲

টেলারের ১৯৲ জারম্যান ৫॥০

বাটালি ১/৪" ৩/৮" ১/২" ৩/৪" ৭/৮" ১" ইঞ্চি

৫৸০ ৫৸৵০ ৫৸৵০ ৬৲ ৭৲ ৮৸০

হিঃ ডজন

গাছ মার্কা রেদাফল ১¼" ১½" ১¾" ২"

৫৲ ৬৲ ৬॥০ ৪॥০ হিঃ ডজন

সাদা ১¼" ১½"

৫৲ ৫॥০ হিঃ ডজন

চেরাফল ? ০ ০ ৭॥০ ৮॥০

চেরনা ফল ? ৭৲ ৭॥০ ০ ০

ডবল ফল ? ০ ১৩৲ ১৪৲ ১৫৲

য়্যাজ (Adzes) ০নং ০০নং

অর্থাৎ বাস্‌লি		০নং	০০নং
	চিল মার্কা	২৭৲	২৭৲
	T মার্কা	২৪॥০	২৪॥০
	গাছ মার্কা	২৪॥০	২৪॥০

Axes American

কুড়ালী /২ পাঃ /২॥ পাঃ /৩ পাঃ ৩৭ সের

২২৲ ২৪৲ ২৭৲ হিঃ ডজন

বাল্‌তি :—প্রতি ডজনের দর—

১নং ইং	৭"	৮"	৯"	১০"	১১"	১২"	১৩"	১৪"
১নং	৫০	৭।০	৯	১০	১১৲	১২৷৵	১৪৶	১৬।০	১৮॥৴
২নং "	৩॥৵	৫৵	৬.০	৮৵	১০।০	১১০	১৩॥৵	১৫৸০
৩নং "	৩.০	৪০	৫।০	৬॥৵	৮৲	৯০	১০৸৵	১২৲

বাথ্ টব (প্রত্যেকটির দাম)

১৮"	২০"	২২"	২৪"	২৬"	২৮"	৩০"	৩২"
১৸০	২৵০	২৷৶০	৩৵০	৩৸০	৪৷০	৫৲	৫৷০

৩৪"	৩৬"	৩৮"	৪০"	৪২"
৬৵	৭৵	৮৵	৮৸০	৯৷০

ডগ চেন	২২নং	২৫নং	২৭নং	৩০নং	৩২নং
প্রতি ডজন	১৸০	১৸৵০	২।০	২৷০	৩৲

সিরিস কাগজ ৷/০ হিঃ ডজন

জালকাটী (Fishnet bullet)

বিলাতি ৩২৷ হিঃ হন্দর

জয়েষ্ট (লোহার কড়ি) দর হন্দর প্রতি

সাইজ	৫"×৩"	৬"×৬"	৭"×৪"	৮"×৪"	
টাটা	৮।০	৮।০	৮৷০	৮৷০	হিঃ হঃ
জারম্যান	৫৷৵	৫৷৵	৫৸৵	৫৸৵	"

সাইজ	৯"×৪",	১০"×৫",	১২"×৬"	
টাটা	৮৲	৮৲	৮৲	হিঃ হঃ
জারম্যান	৬৲	৬৲	৯৲	হিঃ হঃ

লোহার বরগা (T, টি) আইরণ

১½", ১¾", ২", ২।", ২৷", ৩"×¼" দর ৭০ হিঃ হন্দর।

এঙ্গেল—বা কোনা

১", ১¼", ১½", ১¾", ২", ২½", ৩",×¼" হন্দর দর ৬৷০ হিঃ

লোহা—দর হন্দর প্রতি

পটী ⅜" হইতে ২" চওড়া ¼" ইঃ মোট ৬৷০

পাটী ·১½" হইতে ৪" ইঃ ⅜" " ৬৷০

" " " ১½ " ৬৷০

পাটী— " " " ⅛" " ৬৸০

পোল রড— $\frac{3}{16}$", ¼", $\frac{5}{16}$", ⅜", $\frac{7}{16}$", $\frac{9}{16}$",

৫৷৵ ৫৷৵ ৫৸ ৬। ৬৲ ৫৷

গোল বল্টু—

১/২"	⅝"	¾"	⅞"	১"	১¼"	১½"	১¾"
৬৸৵	৬৸৵	৬৸৵	৬৷৵	৬৷৵	৬৸০	৬৸৵	৬৸০

২"	২¼"	২½"	৩"	৩½"	৪"
৭৲	৭।০	৭৲	৭৲	৭।০	৭৷০

চৌকা (টানা রড)

$\frac{3}{16}$"	¼"	$\frac{5}{16}$"	⅜"
৫৷০	৫।৵০	৫৷৵০	৫৷৵০

১২"	⅝"	¾"	⅞"	১"	১¼"	১½"
৬৷	৭৵	৬৷৵	৭৲	৭৲	৭৲	৬৸৵

১¾"	২"	২¼"	২½"	৩"
৬৸৵	৭.০	৭৷০	৭৷০	৭৷০

চাদর (Mild Steel Sheets)

লম্বা	চওড়া	মোট	দর	হন্দর হিঃ
৬ ফুট	২ ফুট	১৪ গেজ	৯৷০	"
"	"	১৬ "	৯৷৵০	"
"	"	১৮ "	১০৷৵	"
"	"	১৯ "	১০৵	"
"	"	২০ "	১০৵	"
"	"	১০ খানায় বাণ্ডিল	১১।০	২৪
"	"	১২ "	" ১১।০	২৬
"	"	১৬ "	" ১২৷০	৩৮
"	"	১৪ "	" ১১৲	

মেসার্স রজনীকান্ত মল্লিক এণ্ড কোং, ২০৮নং হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা। হার্ডওয়ার মার্চেণ্ট।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

সপ্তম বর্ষ] চৈত্র ১৩৩৪ [১২শ সংখ্যা

বাংলার পাট ও পাটের ব্যবসায়।

(পঞ্চম)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মিলওয়ালারা পূর্ব্বাহ্নেই সেলারদিগের নিকট পাটের দর বাঁধিয়া দেয়। ডাণ্ডির মিলওয়ালাগণ তারযোগে নিয়মিতভাবে ঐ দর জানাইয়া দিতেছে। সংবাদ পত্রাদিতে ঐ সকল খবর উঠিয়া থাকে।

"তার" পাইয়া সেলার সেই অনুযায়ী দাম ফেলিয়া দেয়; মহাজনের দালাল বাধ্য হইয়া সেই নির্দ্ধারণ মানিয়া লইতে স্বীকার করে। এখন দালালেরা অধিকাংশই মাড়োয়ারী। সিলারেরা ইচ্ছামত পাটের দর উঠাইয়া বা নামাইয়া দেওয়ায় কৃষকেরাও মহাজনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল। তখন তাহারা ভাবিতে লাগিল এই ব্যবস্থার মধ্য হইতেও কেমন করিয়া দু পয়সা লাভ করা যায়। এবং সেই ভাবনার ফলে ফট্‌কা খেলার সৃষ্টি। ইহা বাংলার পাট ব্যবসায়ের তৃতীয় কথা।

ফটকা খেলা কাহাকে বলে ?

এখন ফটকা খেলা কাহাকে বলে তাহাই আলোচনা করা যাউক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি

মিলারেরা বহু পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যতে কোন্ মাস বা সপ্তাহে কি দরে পাট কিনিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। মারোয়ারীরা ঐ দরের উপর স্পেকুলেশন করিতে আরম্ভ করিল। ব্যাপারীকে স্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য ধরিয়া লওয়া যাউক যে বাজারে মোটের উপর দুইজন স্পেকুলেটার আছে—তাহাদের নাম "ক" ও "খ"। মনে করুন এখন জানুয়ারী মাস; বিলাত হইতে cable আসিয়াছে। মিলার এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ৬০৲ দরে তাহার সেলারের নিকট হইতে হাজার গাঁইট পাট কিনিবে। গতকল্য অনুরূপ cable আসিয়াছিল—আগামী কল্য অনুরূপ আসিবে। এখন 'ক' ও 'খ' স্পেকুলেশন আরম্ভ করিল। উভয়েই বাজারের সংবাদ রাখে। পাটের মোট চাহিদা কিরূপ, কাহার ঘরে কত পাট মজুত আছে, ভবিষ্যতে কত পাট উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি নানাবিধ তথ্য উভয়েই জানিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুই জনের জ্ঞান বা বুদ্ধি একরূপ নহে। কাজেই দুই জনের মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। 'ক' হয়ত বলিল—"বাজারের যেরূপ অবস্থা বুঝিতেছি তাহাতে আমার মনে হয় এপ্রিল মাস নাগাইত পাটের দর আরও চড়িয়া যাইবে। সেলার আজ ৬০৲ টাকা গাঁইটে চুক্তি করিতেছে বটে কিন্তু সম্ভবতঃ ঐ সময়ে গাঁইটের দর ৬২৲ টাকার কম হইবে না।" 'খ'র ধারণা অন্যরূপ। সে বলিল—"উঁহুঃ। পাটের দরত বাড়িবে না, বরং কমিয়া যাইবে। আমি বলিতেছি ঐ সময় বাজার দর ৫৮৲ টাকার অধিক হইবে না।" তখন 'ক' বলিল—"বেশ! তুমি বলিতেছ ৫৮৲ টাকা দাম হইবে? আমি ৬০৲ টাকা দাম দিয়া তোমার নিকট ১০০ গাঁইট পাট কিনিতেছি, তুমি স্বীকৃত হও। 'ক'র ধারণা ইহাতে তাহার লাভ হইবে; 'খ'র ধারণাও ঠিক তাই। কাজেই সে সহজেই ইহাতে রাজী হইল। কিন্তু তাহারা কি এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে? 'খ' কি 'ক'কে পাট সরবরাহ করিবার নিমিত্ত এখনই পাট কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিবে?—না। তাহা নহে। তাহারা ত এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেই না—এমন কি পাট লেন দেন করিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা প্রয়োজন তাহাদের নাই। দৈনিক cable অনুযায়ী পাটের দর ক্রমেছে উঠিতেছে। যে তারিখে 'ক' ও 'খ' তর্ক করিল সেই তারিখ হইতে এক সপ্তাহ পরে পাটের বাজারের গতি নিরীক্ষণ করিয়া উহাদের হার জিত নির্ণীত হইবে। মনে করুন তর্কের তারিখে cable অনুযায়ী পাটের দর গাঁইট প্রতি ৬৫৲ টাকা। ইহার সাত দিন পরে উহা নামিয়া ৬৩৲ টাকায় দাঁড়াইল। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পাটের বাজার নামিতেছে অর্থাৎ 'খ'এর কথাই সত্য। এখানে 'খ' জয়লাভ করিল। 'খ' যদি সত্য সত্যই 'ক'কে পাট সরবরাহ করিত তাহা হইলে তাহার বেল প্রতি দুই টাকা লাভ হইত। 'খ' 'ক'কে পাট সরবরাহ করিল না বটে কিন্তু 'ক' 'খ'এর লভ্যাংশ পূরাইয়া দিতে বাধ্য। 'ক' 'খ'কে তর্কের সাতদিন পরে ১০০×২ = ২০০৲ টাকা প্রদান করিবে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক 'ক' ও 'খ'য়ের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহা মৌখিক চুক্তি মাত্র—কেবল একজন তৃতীয় ব্যক্তি তাহার সাক্ষী। 'ক' যদি হারিয়া গিয়াও 'খ'কে টাকা দিতে অস্বীকার করিত, তাহা হইলে আদালতের সাহায্যে 'খ' উহা 'ক'র নিকট হইতে আদায় করিতে পারিত না; টাকা দেওয়া না দেওয়া 'ক'য়ের আত্মসম্মান বোধের উপর নির্ভর করিতেছে। তবে এ কথা সত্য যে 'ক' একবার কথার খেলাপ করিলে সকলেই তাহাকে দূর করিয়া দিবে। সেই জন্য প্রায় কেহই বড় একটা কথার খেলাপ করে না। ইহাই ফট্‌কা খেলা। ফট্‌কা খেলার আড্ডাস্থল ভিতর বাজার নামে অভিহিত। অবশ্য

আমি কেবল দুইজন লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বস্তুতঃ কেবল দুইজন মিলিয়া ফট্‌কা খেলে না। শত শত লোক লইয়া ভিতর বাজারের সৃষ্টি।

ফটকা খেলার বিশেষত্ব।

ফট্‌কা খেলার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। নিম্নে সেই কয়টীর উল্লেখ করিব।

১। ফটকা খেলার কোন লিখিত চুক্তিনামা নাই। সমস্তটাই মুখের কথার উপর নির্ভর করিতেছে।

২। যে সময়ের পাটের দাম লইয়া তর্ক করা হয় প্রকৃত পক্ষে ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হয় না। সাত দিন পরেই লাভ লোকসান নির্ণীত হইয়া যায়।

৩। ধারে কারবার নাই। হারিয়া গেলে সাত দিন পরেই টাকা ফেলিয়া দিতে হয়।

৪। ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সত্য সত্যই পাটের লেন দেন হয় না। বস্তুতঃ পাটের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নাই। কেবল মাত্র পাটের দাম লইয়াই উহাদের কারবার।

স্পেকুলেশন না জুয়া ?

ফট্‌কা খেলা অনেকটা স্পেকুলেশনের মত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে স্পেকুলেশন না বলিয়া জুয়া বলাই সামচীন। স্পেকুলেশনে মালের আদান প্রদান থাকে ; কিন্তু জুয়ায় তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রথমটীর ভিত্তি বিজ্ঞানে ও ভূয়োদর্শনে আর দ্বিতীয়টীর ভিত্তি নেশা ও উত্তেজনায়। ফট্‌কা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

"প্রকৃত স্পেকুলেটার" ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। সে সমাজের মহাউপকার সাধন করে। সেইরূপ "সৌখীন স্পেকুলেটার" ব্যবসায়ের পথে অনাবশ্যক কণ্টক স্বরূপ। তাহা দ্বারা সমাজের কোনরূপ উপকার ত হয়ই না বরং সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া যায়। সৌখিন স্পেকুলেশন এবং জুয়ার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। ঐ ধরনের স্পেকুলেটারের কার্য্যের ফলে বাজারের steadiness নষ্ট হইয়া যায়, দামের এরূপ আকস্মিক উত্থান ও পতন হইতে থাকে যে ব্যবসাদারেরা শঙ্কিত হইয়া পড়ে, সর্ব্বদাই ভয় কখন কাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। ইহাকেই জুয়া বলে। কাল যে প্রাসাদে বাস করিতেছিল আজ সে পথের ভিখারী হইয়া যাইতেছে। পথের ভিখারী হঠাৎ বড় লোক হইয়া গেল। অবস্থা অনেকটা এইরূপ। ফট্‌কা খেলা প্রবর্ত্তনের ফলে পাটের বাজারেও অনুরূপ অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাতে জুয়াড়ীদের মহা আনন্দ বটে—কিন্তু যাহারা জুয়াড়ী নয়, যাহারা একদিনে বড লোক হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন, ন্যায় পথে থাকিয়া ব্যবসা করিয়া দুপয়সা লাভ করিতে চায়, তাহাদিগকে একে একে কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে হইতেছে। এক কথায় ফট্‌কার আবির্ভাবে অসতের অভ্যুত্থান এবং সতের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

ফট্‌কা খেলা ও পাটের বাজার।

আমি বলিয়াছি ফট্‌কা খেলায় কোন রূপ মালের আদান প্রদান হয় না, কেবল উহার ভবিষ্যৎ মূল্যের উপর "বেটিং" হইতে থাকে মাত্র। অর্থাৎ ফট্‌কা খেলোয়াড়গণ পাট ব্যবসায়ী নহে। তাহারা সম্পূর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর লোক। এখন কথা হইতেছে, এই তৃতীয় দল আদৌ পাটের ক্রয় বিক্রয় না করিয়াও কেমন করিয়া পাটের বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল ?

প্রথম প্রথম পাট ব্যবসায়ীদিগের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক ছিল না। মাড়োয়ারীরা খাঁটি স্পেকুলেটার।

তাহারা ঝানু জুয়াড়ীও বটে। তাহাদের মধ্যে কয়েক জন মিলিয়া ফট্‌কা খেলার সৃষ্টি করে। পরে জুয়ার আস্বাদন পাইয়া দলে দলে লোক ঐ খেলায় মাতিয়া উঠিল। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই ঐ খেলায় যোগ দিত। ধনীরা হাজার হাজার গাইট পাট খেলিত; আর দরিদ্র যাহারা তাহারা দু'চার মন পাট খেলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত।

পাট খেলার অর্থ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "ক "খ' যের সহিত ১০০ গাঁইট খেলিয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে "ক" "খ" কে তাহার নিকট হইতে ১০০ গাঁইট পাট বিক্রয় বা ক্রয় করিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। আজ এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে কোটী পতি হইতে রাস্তার কুলী পর্য্যন্ত ফট্‌কা খেলিতেছে। ভিতর বাজার সর্ব্বদাই সরগরম।

জুয়ার মধ্যে যেন একটু সম্ভাবনা, উত্তেজনা ও মাদকতা আছে। সেই মাদকতায় অন্ধ হইয়াই মানুষ জুয়া খেলায় মাতিয়া উঠে। তাই দেখি কোটিপতি Race খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কিছুতেই Raceএর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না—দরিদ্র কেরাণী সারামাস হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর বিনিময়ে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া রাখিল শনিবারে গড়ের মাঠে অকাতরে তাহা ঢালিয়া দিয়া আসিতেছে। তাহারা সহস্র বার প্রতিজ্ঞা করিতেছে "আর কখনও Raceএ যাইব না"—আর সহস্রবারই "আর একটি বার" Race খেলিয়া হারান টাকাগুলি ফিরাইয়া আনিবার আশায় গহণা-পত্র বন্ধক দেওয়া টাকা খোয়াইয়া আসিতেছে।

প্রথম প্রথম ব্যবসাদারেরা "ভিতর বাজার" হইতে দূরে সরিয়াছিল বটে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জুয়ার সম্মোহনী শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিল। সেলার ভাবিল—"আমি মিলারের সহিত চুক্তি করিয়াছি এপ্রিল মাসে ৬০৲ টাকা বেল দরে মাল সরবরাহ করিব। কি জানি, হয়ত তখন দর আরও চড়িয়া যাইবে। হয়ত ৬২৲ টাকায় পাট কিনিয়া ৬০৲ টাকায় ছাড়িতে হইবে। তাহাতে আমার সমূহ ক্ষতি। যাই ভিতর বাজারে ফট্‌কা খেলিয়া এখন কিছুটা লাভ করিয়া রাখি।" সেলার ফট্‌কা খেলিতে লাগিল। এইরূপে বেলার, আড়তদার, দালাল, মহাজন প্রভৃতি পাটের বিভিন্ন স্তরের ব্যবসাদারদিগের "ভিতর বাজারে" পদার্পণ করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। ফলে যে সকল ব্যবসাদার ফট্‌কা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে কেবল মাত্র তাহারাই যে সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল তাহা নহে—নিরীহ এবং ন্যায়পথানুগামী অন্যান্য ব্যবসাদারও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল।

ফট্‌কা খেলা প্রবর্ত্তনের ফলে পাটের বাজারে একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। দাম উঠিতেছে নামিতেছে, অথচ হয়ত তাহার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই। স্পেকুলেটারগণ কি ভাবে কৃত্রিম উপায়ে বাজার চড়াইয়া বা নামাইয়া দিতে পারে "টাকা খাটাইবার উপায়" নামক প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আমরা তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। কাজেই এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভিতর বাজার control কর।

পাটের বাজার হইতে এই জুয়ার ভাব দূর করিবার জন্য আজ "লণ্ডন জুট এসোসিয়েশন" এবং "কলিকাতা বেল্‌ড্‌ জুট এসোসিয়েশন" আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ঐ দুই ইংরাজ প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট যে প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছে "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৩৪) আমরা তাহা প্রকাশিত করিয়াছি। কলিকাতা বেল্‌ড জুট্‌ এসোসিয়েশনের মত এই যে—"ভিতর বাজার পাট ব্যবসায়ীদের

পক্ষে প্রভূত ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যাহারাই **ন্যায় ও আইন সঙ্গত-ভাবে** পাটের ব্যবসায় চালাইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেই উক্ত বাজার একটী ভীতির বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।” এখন কথা হইতেছে, আজ অকস্মাৎ ইংরাজ বণিকের প্রাণে “যাঁহারা ন্যায় ও আইন সঙ্গত ভাবে পাটের ব্যবসায় চালাইতেছেন” তাঁহাদের প্রতি প্রেম জাগিয়া উঠিল কেন? আজ বলা হইতেছে, অযথা স্পেকুলেশনের ফলে বাংলার কৃষক মারা যাইবে;—কিন্তু হটাৎ এই কৃষকপ্রীতি গজাইয়া উঠিবার কারণ কি?

একথা জিজ্ঞাসা করিতেছি কেননা মাছের শোকে বিড়ালকে কাঁদিতে দেখিলে মনে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়। গো মড়কে যদি মুচিরা শোক প্রকাশ করিতে বসে তাহা হইলে স্বভাবতঃই মনে হয় এ শোক কি আন্তরিক?

কৃষককে বঞ্চিত করিয়াই বিদেশী মিলারের আনন্দ। কৃষকের কবরের উপর তাহার বুকের অস্থি দিয়া পাটকলের মালিকগণের গগনস্পর্শী বিপুল সৌধ গঠিত হইয়াছে। কৈ? একদিনের জন্যও ত বলবান কলওয়ালাগণ দুর্ব্বল কৃষকের ক্ষুধাকাতর মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখে নাই? বাংলার কৃষক অক্লান্ত পরিশ্রমে মাটি হইতে সুবর্ণ উত্তোলন করিয়াছে, আর ধনী বণিক ধূলির বিনিময়ে তাহার হস্ত হইতে সেই সুবর্ণ ছিনাইয়া লইয়া হাস্যমুখে চক্ষের সম্মুখে তাহাকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে দেখিয়াছে। কৈ? তাহাতে ত তাহাদের প্রাণ টলে নাই, গলে নাই—কৃষকের দুঃখে চক্ষে জলধারা বহে নাই?

আসল কথা, কৃষকের জন্য ধনী বণিকের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নাই। আজ তাহারা ফট্‌কার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছে; কেননা ইহাতে তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে। লণ্ডনের জুট এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত হইতেও একথা পরিস্ফুট। তাঁহারা বলিতেছেন—“ভিতর-বাজার বর্ত্তমানে একটী জুয়ার আড্ডায় পরিণত হইয়াছে এবং কলিকাতা ও **লণ্ডনের পাট ব্যবসায়ীদিগের সবিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।**”

ব্যথা ঐ খানেই—“লণ্ডনের পাট ব্যবসায়ীদিগের সবিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।” কৃত্রিম স্পেকুলেশনের ফলে শুধুই যে অস্বাভাবিক ভাবে পাটের দর চড়িয়া যায় তাহা নহে; আরও নানা উপায়ে ব্যবসায়ের উপর ধাক্কা লাগে। মনে করুন, পাটের দর চড়িতে আরম্ভ করিল। বাজারের সর্ব্বত্রই গুজব, পাটের দর চড়িবে। বড় বড় স্পেকুলেটারেরা লক্ষ লক্ষ টাকার মাল কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের দেখাদেখি ছোটখাট স্পেকুলেটার যাহারা তাহারাও পাট কিনিতে আরম্ভ করিল। এখন মহাজনেরা কি করিবে? তাহারা ভাবিতেছে সর্ব্বত্রই যখন পাট কেনার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে তখন খুব সম্ভব ইহার দাম আরও চড়িয়া যাইবে। প্রত্যেক মহাজনই এই কথা ভাবিতেছে। তাহারা সকলেই মাল ধরিয়া রাখিতে আরম্ভ করিল। দাম আরও না চড়িলে কিছুতেই মাল ছাড়িবে না—ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। কিন্তু দাম হয় ত আর আদৌ চড়িল না হঠাৎ অসম্ভবরূপে নামিয়া গেল। বলা বাহুল্য ইহাও সেই স্পেকুলেটারদিগের কারসাজীর ফল। কিন্তু মহাজন এ অবস্থায় কি করিতে পারে? সে অত কম দরেই বা মাল ছাড়ে কি রূপে? সে আরও অপেক্ষা করিতে লাগিল। চুক্তি হইয়াছে অমুক মাসে এত পাট যোগাইব। কিন্তু সে চুক্তি ভঙ্গ করিতে সে বাধ্য হইল। অবশ্য ইহাতে ক্রেতা ক্ষতি

পূরণের দাবী করিতে পারে। কিন্তু বারে বারে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করা সহজ কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ তাহার নিকট হইতে যে টাকা আদায় হইবে তাহাতে সম্যক ক্ষতিপূরণ হইবে না। মহাজন, আড়তদার, বেলার, সেলার সকলের ঐ একই অবস্থা। ইহাতে মিলারের ক্ষতি হইতেছে কেন না একে ত মালের দাম চড়িয়া গিয়াছে তাহার উপর সব সময় সময় মত মাল পায় না। অবশ্য এখানে "ক্ষতি" কথাটি ব্যবহার করা সঙ্গত হয় নাই। কেন না বস্তুতঃ মিলারের ক্ষতি হইতে এখনও বহু বিলম্ব। তাহাদের লাভের মাত্রা কমিয়াছে এই মাত্র। মিল গুলির বার্ষিক বিবরণী হইতে একথা প্রমাণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক এই লাভের মাত্রা কমিয়াছে বলিয়াই আজ তাহাদের টনক নড়িয়াছে।

ইংরাজ বণিক মাড়োয়ারীকে দোষী করিতেছে কিন্তু দোষ মাড়োয়ারীর নহে, দোষ ইংরাজের। ব্যবসায়ে স্বেচ্ছাচারিতা কাহারা আনয়ন করিল? যোগান ও চাহিদার সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া কাহারা প্রথমে ইচ্ছামত দাম বাঁধিয়া দিয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ সাধন করিল? গরীব চাষীদিগকে মারিবার ফন্দী বাহির করিল কাহারা? কাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও হৃদয় হীনতায় বহু গরীব ও ফড়িয়া দালাল সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পাটের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল?—এ সকলের জন্য দায়ী মাড়োয়ারী নহে—এ সকলের জন্য দায়ী ইয়োরোপীয় চট্ ব্যবসায়ী সওদাগরবৃন্দ।

মাড়োয়ারীরা আরও ফন্দীবাজ, তাই তাহারা আরও একধাপ অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা "ফট্‌কা" খেলার প্রবর্ত্তন ও "ভিতর বাজারের" সৃষ্টি করিয়া সমস্ত পাটের বাজারটীকে একটী বিরাট জুয়ার আড্ডায় পরিণত করিয়াছে। ইংরাজ বণিক এখন আর পাটের বাজার control করিতে পারিতেছে না। তাই তাহাদের চাষীর প্রতি দরদ—তাই তাহাদের ন্যায় ও আইন অনুগামী পাট ব্যবসায়ীদিগের প্রতি সমবেদনা।

ভিতর বাজার Control করিতে বলি কেন?

আমরাও ভিতর বাজার control করিবার পক্ষপাতী; কিন্তু তাহার কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মিলারের লভ্যাংশ কম হইতেছে ইহাতে দুঃখিত বা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবার কারণ নাই। মিলারের লভ্যাংশ কমিয়া যদি কৃষকের লভ্যাংশ বাড়িয়া যায় তাহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমানে যে ভাবে ফটকা খেলা হয়, আমরা তাহার নিন্দা করি; কেন না ইহার ফলে বাজারের steadiness নষ্ট হইয়াছে—চারিদিকে শঙ্কার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, বহুতর ফড়িয়া দালাল ও মহাজন মারা যাইতেছে।

আমরা বলিয়াছি কৃত্রিম স্পেকুলেশনের ফলে দর চড়িতে থাকে আবার কখন বা হঠাৎ দর পড়িয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই মহাজন বা আড়তদারের মাল ধরিয়া রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু কতদিন তাহারা মাল ধরিয়া রাখিতে পারে? কিছুদিন পরে আধা কড়িতে মাল বেচিয়া ব্যবসায় গুটাইতে তাহারা বাধ্য হয়। এইরূপে বহু আড়তদার লাল বাতি জ্বালাইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রথায় ফট্‌কা খেলার নিন্দা করি—ইহার ফলে নিরীহ আড়তদার ও মহাজন সর্ব্বস্ব খোয়াইতে বাধ্য হইতেছে বলিয়া।

এখন কথা উঠিতে পারে মহাজন, ফড়িয়া বা আড়তদার কি বাজারের খবর রাখে না? তাহারা কি বাজারের চাহিদা কিরূপ, কত মাল আমদানী হইয়াছে—এ সকল কথা সম্পূর্ণ রূপেই অনবগত? তবে তাহারা স্পেকুলেটার দিগের জালে জড়িত

হয় কেন ?—ইহার উত্তরে এই কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে পাটের বাজারের মত বিরাট ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের সম্বন্ধ নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে। বিশেষতঃ সমগ্র জগতের চাহিদা কত এবং কি পরিমাণ পাট মজুত আছে বা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সঠিক বিবরণ পাইবারও সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে forecast বাহির হয় তাহার মধ্যে ও অনেক সময় ভুলচুক থাকে।

যাহা হউক যে কারণেই হউক না কেন ফট্কার প্রবর্ত্তনে যে মহাজন মারা যাইতেছে ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। ইহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা চাই কেহই যেন না মারা যায়। ব্যবসায়ে স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক। ইহাতে কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া মিলার পর্য্যন্ত সকলেই দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। ফটকা বাজার control করিতে পারিলে পাটের বাজারে সেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে—তাই আমরা ফট্কা বাজার control করিবার পক্ষপাতী।

"ভিতর বাজার" control করিতে বলিতেছি কিন্তু "ভিতর বাজার" উঠাইয়া দিতে বলিতেছি না। কি ভাবে control করিতে হইবে তাহা পাটের বাজারের সকল স্তরের ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন।

একথা ভুলিয়া গেলে চলিবেনা যে "ফট্‌কা খেলা" কেবল আমাদের দেশেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা ভিন্ন মূর্ত্তিতে। ইয়োরামেরিকার গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত Future market গুলি আমাদের দেশের "ভিতর বাজারের" উন্নত ও বৈজ্ঞানিক সংস্করণ মাত্র। "ভিতর বাজার" control করিবার জন্য আইন প্রনয়ন করিবার সময় ইয়োরামেরিকার Future market গুলির অবস্থা, কার্য্যকারিতা ও পরিচালনার বিষয় ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা বাঞ্ছনীয়।

"বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্শ" ভিতর বাজারের নিন্দা করিতে যাইয়া যে যুক্তির অবতারনা করিয়াছেন—ভিতর বাজারের নিন্দাকরার সম্পর্কে একমত হইলেও—আমরা সেই যুক্তিবাদের কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। চেম্বার অব্ কমার্শ বলিতেছেন—"পাট বাংলা দেশেরই নিজস্ব সম্পত্তি, এবং ধরিতে গেলে বাংলাই একমাত্র পাটের একচেটে অধিকারী ; সুতরাং যাহাতে বাংলার এই একচেটে অধিকার বজায় থাকে, এবং উৎপন্ন পাটের ন্যায্য মূল্য বঙ্গদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা দেখা বিশেষ প্রয়োজন। পাটের যা লাভ, তাহা বাংলার চাষীরাই গ্রহন করিবে।" এ পর্য্যন্ত বেশ বুঝিলাম। কিন্তু তাহার পর——

"কিন্তু যদি কোন অস্বাভাবিক কারনে পাটের দাম বাড়িয়া যায়, এবং তাহার জন্য খরিদদারগণ ভাগিয়া অন্যত্র সুবিধা এবং সস্তাদরে মাল কিনিতে ছুটে, তাহা হইলে তাহাতে বাংলা দেশেরই ক্ষতি হইবে। ——————————

এই সকল কারণে খরিদদারগণ পাটের পরিবর্ত্তে সস্তায় ও সুবিধাদরে কোন্ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হয়।"

ভাল বুঝিলাম না। খরিদদারগণ ভাগিয়া অন্যত্র সস্তা ও সুবিধা দরে পাট কিনিতে সমর্থ হইলে বাংলার সমূহ ক্ষতি হইবে স্বীকার করি। কিন্তু, পৃথিবীর সকল দেশেই কি পাট উৎপন্ন হয়, তাই খরিদদারগণ অন্যত্র ভাগিয়া যাইবে ?

দ্বিতীয়তঃ পাটের দর সস্তা থাকিলেই কি ইয়ো-

রামেরিকার অধিবাসীগন পাটের substitute আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে বিরত থাকিবে? তাহারা বাঙ্গালী হইলে হয়ত ইহা সম্ভব হইত। কিন্তু তাহারা আমাদের মত অল্পে সন্তুষ্ট নহে। পাট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। ইহা না হইলে সভ্য জগৎ এক দণ্ডও চলিতে পারে না। এক্ষেত্রে নিতান্ত বাধ্য না হইলে কোন জাতি ইহার জন্য অন্য জাতির উপর নির্ভর করিয়া নাই। পাটের Substitute আবিষ্কার করিবার চেষ্টা বহুদিন হইতেই চলিতেছে এবং চিরদিনই ইহা চলিতে থাকিবে। কাজেই পাটের দর নামাইয়া ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিককে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা বৃথা। নীল একসময় বাংলার একচেটিয়া ছিল। তাহার পর জার্ম্মাণী কৃত্রিম উপায়ে নীল উৎপন্ন করিতে সক্ষম হওয়ায় বাংলার প্রাকৃতিক নীলের কদর কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বাংলার নীলের মূল্য বেশী বলিয়াই রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হয় নাই—রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়াই বাংলার নীল চাষ উঠিতে বসিয়াছে।

প্রতিযোগিতার ভয় করিলে চলিবে না। ফট্‌কার প্রবর্ত্তনে পাটের দর চড়িয়াছে বটে কিন্তু সেই চড়াদরকে অযথা বা অতিরিক্ত দর বলা যায় না। এতদিন কাচ মূল্যে কাঞ্চন বিকাইয়াছে বলিয়া কাঞ্চণের কি কাচ মূল্যই স্থিরীকৃত হইল?

এ সকল প্রশ্ন বিশেষরূপে প্রণিধান যোগ্য। আজ পাটের ব্যবসায়ে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা বর্ত্তমান কালের কোন সমস্যা অপেক্ষা সহজ বা সামান্য নহে। পাটের সহিত বাংলার কৃষকের ধন প্রাণ ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই সমস্যার সমাধানের উপর সহস্র সহস্র বাঙালীর জীবন মরণ নির্ভর করিবে। কাজেই দেশব্যাপী এই লইয়া বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যুবক বাংলাকে, শিক্ষিত বাংলাকে এই আন্দোলনের উদ্বোধক হইতে আহ্বান করিতেছি।

—০—

চিনির ব্যবসায়ের বিবরণ

চিনির কারবারের বাৎসরিক হিসাব নিকাস দাখিল করিবার পূর্ব্বে কোন্ বৎসরের হিসাব দাখিল করিতেছি, তাহা বলিয়া রাখা ভাল। সাধারণ কথায় ইহা ১৯২৫—২৬ সালের হিসাব। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। কেননা প্রকৃত পক্ষে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে চিনির বৎসর আরম্ভ এবং উহার শেষ ৩১শে আগষ্ট। কিন্তু সরকারী হিসাবে ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সময়কে বৎসর গণনা করা হয়। কাজেই নামতঃ ১৯২৫—২৬ সালের হিসাব দাখিল করিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা ১৯২৪—২৫ সালের অর্দ্ধাংশ এবং ১৯২৫ ২৬ সালের অর্দ্ধাংশের হিসাব মাত্র।

আলোচ্য বর্ষে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চিনির দর নামিতে থাকে। ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে ঐ দর নামিয়া সর্ব্বনিম্ন স্তরে আসিয়া উপনীত হয়। ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কিউবার চিনি লণ্ডনে প্রতি হন্দর ৩০ শিলিং ৬ পেন্স দরে বিক্রয় হইয়াছিল, ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে উহা কমিয়া গিয়া ১৪ শিলিং ৬পেন্স এবং অক্টোবর মাসে ৯শিলিং ৩ পেন্সে পরিণত হয়। অথচ কিউবার অধিকাংশ কারখানাতেই ঐ সময় এক হন্দর চিনি তৈয়ারী করিতে প্রায় ৯ শিলিং ৩ পেন্স খরচা পড়িত।

নিতান্ত অকারণেই যে চিনির ব্যবসায়ে এরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় তাহা নহে। তবে ইহার কারণগুলি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে চিনির কারবারের পূর্ব্বেকার অবস্থার কথঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩—১৪ সালে সমগ্র জগতে মোট ১৮৭৩৮০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর হইতে উৎপন্ন মালের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, এবং ১৯২৩-২৪ এবং ১৯২৪-২৫ সালে যথাক্রমে ২০১১৬০০০ টন এবং ২৩৭২১০০০ টন চিনি

উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ১৯২৪—২৫ সালে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৩৬০৬০০০ টন এবং ১৯১৩—১৪ সাল অপেক্ষা ৪৯৮৪০০০ টন চিনি বেশী উৎপন্ন হইয়াছিল।

যুদ্ধের পর দুনিয়ার লোকের ক্রয় শক্তি কমিয়া গিয়াছে। এবং এতদিনে সমগ্র জগতের চিনির চাহিদা পূর্ব্বাপেক্ষা ৩½% অর্থাৎ বৎসরে ৭৫০০০০ টনের বেশী বাড়ে নাই। ফলে ১৯২৪—২৫ সালের শেষভাগে প্রায় ২৮৯০০০০ টন চিনি বাড়্‌তি থাকিয়া যায়।

১৯২৫—২৬ সনের প্রথম ভাগে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে উক্তবর্ষে পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা প্রায় ৭৫০০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। অথচ চাহিদা আদৌ বাড়ে নাই। কাজেই দাম কমিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই উহা কমিতে কমিতে শেষে ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে ১ হন্দরের দাম ৯ শিলিং ৩ পেন্সে পরিণত হয়। ইহাতে চিনি প্রস্তুতকারীদগের মধ্যে দাম বাড়াইবার জন্য একটী আন্দোলন চলিতে থাকে। এবং ঠিক এই সময় ভারতের বাজারে বৈদেশিক চিনির চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় অনেকেই আশস্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু ১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাস নাগাইৎ যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ীদিগের দুর্ব্বলতায় আবার চিনির দাম পড়িয়া যায়। ইহার উপর জার্ম্মানী আবার ১৫০০০০ টন চিনি রপ্তানী করে এবং Herr. F. O. Licht এর ইউরোপে বিট চাষের পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হয়। ঐ পূর্ব্বাভাস হইতে জানা যায় যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যে পরিমাণ জমিতে বিট চাষ হইত ঐ বৎসর জমির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা আদৌ কমান হয় নাই। ইহাতে চিনির বাজারে সর্ব্বত্রই বেশ একটু ভীতির সঞ্চার হয়। শেষ পর্য্যন্ত এই ভীতির অপনোদন করে কিউবার চাষীগণ। ১৯২৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কিউবার চাষীরা স্থির করেন যে তাঁহারা সেই বৎসর উৎপন্ন চিনির পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ কমাইয়া ফেলিবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে চিনির বাজার আবার অল্পে অল্পে চড়িতে থাকে। কিন্তু ইহা ১৯২৬—২৭ সালের হিসাবের অন্তর্গত হওয়ায় এখানে তাহার আলোচনা করা হইল না।

ভারতে চিনির কারবার।

১। গুড়ের উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি।

উৎপন্ন মালের পরিমাণ :—

১৯২৩—২৪ এবং ১৯২৪—২৫ সালে ভারতে যথাক্রমে সর্ব্বসমেত ৩১০৩০০০ টন ও ২৪৪৬০০০ টন আঁক তাল ও খেজুরের গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৫ ২৬ সালের উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ২৭৭৭০০০ টন। অতএব দেখা যাইতেছে ১৯২৪—২৫ সালে ১৯২৩—২৪ সাল অপেক্ষা ৬৫৭০০০ টন গুড় কম উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ যখন দুনিয়ার চিনির যোগান চাহিদা অপেক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িয়া

যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় গুড়ের যোগান উহার সমগ্র চাহিদা মিটাইতে পারিতেছিল না। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিলে বলিতে হয়, ১৯২৪ ২৫ সালে একদিকে চিনির দাম কমিতেছিল আর অপরদিকে গুড়ের দাম বাড়িতেছিল (১নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। এবং যদিও গুড়ের দাম ও চিনির দামের মধ্যে কোন নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান নাই, (২নং তালিকা দ্রষ্টব্য) কেননা সাধারণতঃ যাহারা গুড় খায় তাহারা গুড়ের দাম চড়িলেও সহজে উহার পরিবর্ত্তে চিনি ব্যবহার করে না; তথাপি ঐ গুড়ের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৈদেশিক চিনির আমদানি ৬৭০০০০ টন হইতে বাড়িয়া ৭৩২০০০ টনে পরিণত হয়।

নিম্নলিখিত তালিকা দুইটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই, আমাদের উল্লিখিত মন্তব্যের সত্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

১নং তালিকা।

সময়	গুড়ের মণকরা গড় দাম। (গোরক্ষপুর ডিষ্ট্রীক্টের প্রধান গুড়ের বাজার শিশোয়া বাজার)	সাদা জাভা-চিনির মণকরা গড় দাম। (কলিকাতায়)
	টা আ—পা	টা—আ—পা
১৯২৪ ডিসেম্বর	৫—৫—০	১২—৯ ৯
১৯২৫ জানুয়ারী	৫—৯—০	১২—৯—০
„ ফেব্রুয়ারী	৬—০—৬	১২—৬—৬
„ মার্চ্চ	৬—৮ ৯	১২—৩—০
„ এপ্রিল	৬—৬—০	১২—৭—৯
„ মে	৬—১০—০	১১—১১—৯

ইহার পর গুড়ের বাজার বন্ধ হইয়া যায়।

২নং তালিকা।

১৯২৫ ডিসেম্বর	৩ ১২—৯	১০—৮—৯
১৯২৬ জানুয়ারী	৩—১৪—৬	১০—১৫ ৬
„ ফেব্রুয়ারী	৪—৩—৬	১১—৭—৯
„ মার্চ্চ	৪—৫—০	১১—৫—৬
„ এপ্রিল	৪—৮—০	১১—১০—৩

আমদানি :—

স্থলপথে খুব অল্প পরিমাণ গুড় ভারতে আমদানী হয় বলিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে উহার স্বতন্ত্র হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্থলপথে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০০ টনের বেশী গুড় আমদানী হয় না।

রপ্তানী :—

আলোচ্য বর্ষে জলপথে গুড়ের রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে। ৪৭ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ২০০০০ টন তাল, খেজুর ও আঁকের গুড় বিদেশে প্রেরিত হইত। সেস্থলে এ বৎসরের রপ্তানীর পরিমাণ ১৯০০০ টন এবং ইহার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা মাত্র। ১৯২৪—২৫ সালে গ্রেটবৃটেন ১৭৬০০ টন গুড় ক্রয় করিয়াছিল কিন্তু এবার নামমাত্র ৪৯ টন ক্রয় করিয়াছে। সিংহলই ভারতীয় গুড়ের প্রধান ক্রেতা। সিংহলে ১৬০০ টন গুড় রপ্তানী হইয়াছে; ইহা মোট রপ্তানীর ৮৪.২% ভাগ।

ভারতবর্ষ হইতে জলপথে যত গুড় রপ্তানী হয়, তাহার অধিকাংশই মাদ্রাজ হইতে জাহাজ জাত করা হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ১৯০০০ টনের মধ্যে ১৮০০০ টন গুড়ই মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল।

জলপথ ছাড়া স্থলপথেও কিছু কিছু গুড় রপ্তানী হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৬৩৬৪৬ মণ বা ৬০০০ টন গুড় স্থলপথে রপ্তানী হইয়াছিল। ঐ গুড় সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া আফগানিস্থান, পারস্য, কাশ্মীর, তিব্বত এবং নেপালে প্রেরিত হয়।

২। পরিষ্কার চিনি।

ভারতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ :—

১৯২৪—২৫ সালে ভারতবর্ষে চিনির কলগুলিতে খুব কম পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৩–২৪ সালে ঐ সকল কলে সর্ব্বসমেত ৯৪৮০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯২৪—২৫ সালে মাত্র ৬৬৩০০ টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল।

৬৬৩০০ টনের মধ্যে ৩৩৭৪২ টন চিনি আঁকের রস হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হইতে ৪৪৬৭ টন কম।

১৯২৪—২৫ সালে অল্প পরিমাণে আঁকের চিনি উৎপন্ন হইবার দুইটী কারণ অনুমাণ করা যাইতে পারে। (১) প্রথমতঃ ঐ বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ জমীতে আঁকের চাষ হইয়াছিল এবং (২) দ্বিতীয়তঃ গুড়ের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক চাষী ফ্যাক্টরীতে আঁক না বেচিয়া উহা হইতে গুড় তৈয়ারী করাই সমীচিন মনে করিয়াছিল।

যাহা হউক, ভারতবর্ষে একমাত্র ফ্যাক্টরী সমূহেই যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা নহে, ফ্যাক্টরীর বাহিরে অন্য উপায়ে যে চিনি তৈয়ারী হয় তাহার পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে।

মোটামুটি হিসাব করিবার জন্য ঐ পরিমাণকে ৫০,০০০ টন ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে আলোচ্য বর্ষে ভারতবর্ষে প্রায় ১১৬৩০০ টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিতে হইবে। ঐ চিনির কিয়দংশ সমুদ্রপথে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। সিংহলই উহার প্রধান ক্রেতা। ১৯২৫—২৬ সালে ভারতবর্ষ সিংহলকে ২১৮৬২৫৲ টাকা মুল্যে ৬০০ টন চিনি বিক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর ঐখানে ১০৫৮ টন চিনি রপ্তানী হয়। উহার মূল্য ৪৫৫৩৫৭৲ টাকা।

আমদানী :—

ভারতে চিনির ব্যবসায়ের সকল কথা জানিতে হইলে কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ চিনি ভারতে আমদানী হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেননা ভারতে চিনির ব্যবসায়ের প্রথম এবং প্রধান কথাই হইল আমদানীর কথা। ভারতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহার সাতগুণ চিনি বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে। আবার যে দেশ হইতে শতকরা ৯৯ ভাগ চিনি আমদানী হয় সে দেশের সমস্ত আবাদের মাত্র ৬ জমীতে আঁকের চাষ হইয়া থাকে। এই দেশের নাম জাভা বা যবদ্বীপ। চিনির জগতে কিউবা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে জাভা।

১৯১৩—১৪ সালে অর্থাৎ বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৮০৩০০০ টন পরিষ্কার চিনি আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে আমদানীর পরিমাণ

কমিয়া যায়। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে যে পরিমাণ বৈদেশিক চিনি ভারতবর্ষ ক্রয় করিয়াছে ১৯২১—২২ সালের পর হইতে এত আর কোন বৎসর ক্রয় করে নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৈদেশিক চিনির মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগই জাভা হইতে আনীত। জাভা চিনির অধিকাংশই আবার বাংলা দেশ গ্রহণ করে। বোম্বাই, করাচীও জাভা চিনির খরিদ্দার। কোন প্রদেশ কি পরিমাণ জাভাচিনি খরিদ করিয়া থাকে তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হইল।

কোন্ প্রদেশ কত জাভা চিনি ক্রয় করে :—

প্রদেশের নাম	১৯২৫—২৬	১৯২৪—২৬
	টন	টন
বাংলা	৩০৯৮০০ (৪৭%)	২৩০২০০
বোম্বাই	১৩৯৮০০ (২১%)	৬৩৪০০
করাচী	১৫১৮০০ (২৩%)	১৩৭৬০০
মান্দ্রাজ	২৪৬০০ (৪%)	২৭৯০০
বর্ম্মা	৩৩৫০০ (৫%)	২৪০০০

নিম্নে আর একটী তালিকা দেওয়া হইল। তাহা হইতে গত ৪।৫ বৎসর কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ চিনি ভারতে আসিয়াছিল, তাহা জানা যাইবে।

৩নং তালিকা।

যে দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে।	১৯২১ ২২	১৯২২—২৩	১৯২৩—২৪	১৯২৪—২৫	১৯২৫—২৬
	টন	টন	টন	টন	টন
জাভা	৬২৩৩০০	৩৭১১০০	৩৬৮৩০০	৪৮০১৭৩	৬৫৬১১৬
মরিশাস	৬১৬০০	৩১৪০০	১৩০০	১৩২৯৮৮	১৯০৯৮
ষ্টেট সেটেলমেণ্ট	৫১০০	২৬০০	২৯০০	২৯৪০	২১৮৯
চীন (হংকং)	৪৪০০	৪৪০০	৫৮০০	২৬৩৪	২২১৭
ঈজিপ্ট	২০০	১১০০	৭০০	১৮৭	২৭৭
জাপান	৬০০	১০০	১৬	...	৩০
জার্ম্মাণী	১০০	৯০০০	৫১০০	১১৭২৭	১৩৭৩
জেকোশ্লাভেকিয়া	...	...	৫২০০	৫০৩২	১০১৭৭
অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী	...	...	১৭৮০০০	১৩৪১২	২০৭৮২
নিদারল্যাণ্ড	২০০০	২৯১০	৩০০	১৩৯	৭৬০
বেলজিয়াম্	১২৮০০	৪৯০০	২১০০	৬৫৪৫	৬৮৩৭
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স	২৮০০	১০৩০০	২০০	...	১৯০০
অপরাপর দেশ	৪৭০০	৪৭০০	১৮০০	৫১৮৮	১০৮১৬
মোট	৭১১৭৬০০	৪৪২৪০০	৪১১৫০০	৬৭০৯৬৫	৭৩২৫৭২
মোট দাম—(লক্ষ টাকা)	২৬৭৮	১৪৮৫	১৪৭৮	২০৩৭	১৫২০

উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৯২৪—২৫ সালে মরিশাস হইতে প্রায় ১৩৩০০০ টন চিনি আমদানী হইয়াছিল; কিন্তু পর বৎসর উহার পরিমাণ হঠাৎ ১৯১০০ টনে পরিণত হয়। ইহার একমাত্র কারণ বৃটিশ গর্ভ-মেণ্ট গ্রেট বৃটেনে তাহার সাম্রাজ্য হইতে নীত চিনির উপর পূর্ব্বেকার প্রেফারেন্স কাষ্টম রেট্ বহাল করেন। (প্রতি হন্দরে ৪ শিলিং ৩ পেন্স)। যাহাহউক আলোচ্য বর্ষে ঐ চিনির ৮৭% অর্থাৎ প্রায় ১৬৬০০ টন এক বোম্বাইই গ্রহণ করিয়াছিল।

এখানে ভারতে চিনি আমদানীর যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে উহাতে যে কেবল আঁকের চিনির কথাই বলা হইয়াছে তাহা নহে। সকল প্রকার চিনির হিসাবই উহার অন্তর্ভুক্ত। আঁক ব্যতীত অন্য চিনির মধ্যে বীট চিনির নামই উল্লেখ যোগ্য। ১৯২৫—২৬ সালে ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ৪৩৪০০ টন বীটের চিনি আমদানী হইয়াছিল।

সাধারণতঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতেই এ দেশে বীট চিনি আসিয়া থাকে। বীটের চিনি সরবরাহকারীদের মধ্যে জেকোস্লাভেকিয়া ও অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরীর নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আলোচ্যবর্ষে ঐ দুই দেশ যথাক্রমে ১০৩০০ টন এবং ১৯১০০ টন বীটের চিনি সরবরাহ করিয়াছিল।

যাহাহউক ৩নং তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে জাভা ভারতীয় চিনির বাজার সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিয়া আছে। অন্য যে কোন দেশের পক্ষেই এখন উহাকে দাবাইয়া দেওয়া অসম্ভব।

প্রথমতঃ জাভা ভারতের ঘরের নিকট। কাজেই খুব অল্প খরচেই ঐ স্থান হইতে এদেশে মাল বহিয়া আনা যায়।

দ্বিতীয়তঃ বহুদিন হইতে জাভার চিনি ব্যবহার করার ফলে এ দেশের লোকে সহজে অন্য চিনি ব্যবহার করিতে চান না। ইহাতে অন্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার পক্ষে জাভার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, যতদিন জাভায় ভারতকে সরবরাহ করিবার মত প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইবে ততদিন তাহার উৎপন্ন মাল বিক্রয় করিবার জন্য ভয় নাই।

ভারতে চিনি রপ্তানীকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতীয় বাজার দখল করিবার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে জাভাই জয় লাভ করিবে—একথা বলিয়াছি। কিন্তু সকল সময়েই যে জাভা অজেয় একথা বলিতে চাহি না। ভারতবর্ষ চেষ্টা করিলে জাভাকেও হটান যায়। ভারতবর্ষের তুলনায় জাভা কতটুকু স্থান? বিশাল ভারত সাম্রাজ্যে ইক্ষু, বীট প্রভৃতির চাষ হইতে পারে এমন সহস্র সহস্র বিঘা জমী পড়িয়া রহিয়াছে। সেই সমস্ত জমীতে রীতিমত চাষ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিনি উৎপন্ন করিলে প্রতিবৎসর চিনির বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইত না। বরং উদ্বৃত্ত চিনির বেসাতি করিয়া কোটী কোটী টাকা স্বদেশে আনয়ন করা যাইত। কিন্তু সে দিন আসিবে কি?

(বারান্তরে সমাপ্য)

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানি করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exportersদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহা-দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

বোয়ালিয়া বাজার।

পোঃ হাট বোয়ালিয়া; ভায়া আলাম ডাঙ্গা; ই, বি, আর (নদীয়া)।

ইহা একটা প্রসিদ্ধ গঞ্জ; কলিকাতা হইতে নদী পথে যাইবার বিশেষ সুবিধা, ইহা হাউলিয়া নদীর তীরে, কলিকাতা হইতে নৌকায় যাইতে ৬।৭ দিন সময় লাগে; রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তায় গেলে ৫ মাইল, গোগাড়ী পাওয়া যায়, চুয়াডাঙ্গা ঘাট হইতে মোটর যোগেও যাওয়া যায়।

পাট ও ভুষা মাল আমদানী-কারক।

১। মেশার্স কেদার নাথ পাল এণ্ড সন।
২। „ হীরা লাল পাল এণ্ড ব্রাদার
৩। „ ৺চন্দ্র নাথ সাহা এণ্ড কোং
৪। „ মুক্তারাম বৈদ্যনাথ
৫। „ মাঙ্গিরাম বিরিঞ্চি লাল
৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সাহা
৭। „ গোবর্দ্ধন আগরওয়ালা
৮। „ চন্দ্রনাথ সাহা
৯। „ উপেন্দ্রনাথ পাল এণ্ড ব্রাদার্স
১০। „ গোকুলচন্দ্র সাহা

কাপড় ও জামা।

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বন্ধু পাল
২। „ প্রফুল্ল কুমার পাল

৩। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ আগরওয়ালা
৪। " ঘনশ্যাম আগরওয়ালা
৫। " রামপ্রসাদ আগরওয়ালা
৬। মহম্মদ হবিবর রহমন
৭। " আব্দুল মজিদ
৮। শ্রীযুক্ত চিরঞ্জিব লাল আগরওয়ালা

সেয়ার ব্রোকার, এজেণ্ট ও অর্ডার সাপ্লায়ার।

১। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ পাল
২। " সুরেন্দ্রনাথ পাল

ডাক্তার ও ঔষধ।

১। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ পাল
২। " গৌরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মোটর সার্ভিস।

১। বোয়ালিয়া—মেহেরপুর পাল মোটর সার্ভিস (ভায়া চুয়াডাঙ্গা ঘাট) প্রোপ্রাইটার প্রমথরঞ্জন পাল।

২। বোয়ালিয়া মেহেরপুর মোটর সার্ভিস (ভায়া চুয়াডাঙ্গা) প্রোপ্রাইটার মেসার্স মুক্তারাম বৈদ্যনাথ।

মোক্তার।

১। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী পাল

মনোহারী, তৈল, বেনেতি মসলা ইত্যাদি।

১। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ পাল
২। " উপেন্দ্র নাথ পাল এণ্ড ব্রাদার

৩। মেসার্স চন্দ্র নাথ সাহা এণ্ড কোং
৪ " হীরা লাল পাল এণ্ড কোং

করগেট টিন।

১। শ্রীশ চন্দ্র সাহা

গাঁজার দোকান।

১। কুঞ্জ বিহারী দাস মোহন্ত

মিষ্টান্ন।

১। ভোলা নাথ দাস
২। মতি লাল প্রামানিক
৩। ললিত মোহন পাল
৪। আশুতোষ পাল
৫। পঞ্চানন পাল
৬। কৃষ্ণ বন্ধু পাল ও উপেন্দ্র নাথ পাল
৭। শ্রীকান্ত পাল
৮। যজ্ঞেশ্বর পাল
৯। হরিনাথ পাল ও যজ্ঞেশ্বর পাল

ধান্য ও চাউল।

১। পঞ্চানন পাল এণ্ড সনস্
২। যজ্ঞেশ্বর পাল ও মনিন্দ্র নাথ পাল

ফলের দোকান।

১। জীতেন্দ্র নাথ দত্ত

মুন্সির হাট—

পোঃ নরেন্দ্র পুর
জেলা হাওড়া
ষ্টেসন মুন্সির হাট (H. A. R. Ry.)

গোলাদারি

১। উপেন্দ্র নাথ পাল
২। ভাগবত চন্দ্র পাল
৩। কেদার নাথ মণ্ডল

মুদিখানা

১। ভোলানাথ পাত্র মানিক চন্দ্র কলে

২। দুর্গাপদ ঘোষ

৩। হৃদয়কৃষ্ণ পান

৪। জীতেন্দ্রনাথ পাল, সতীশচন্দ্র পাল

৫। খুদিরাম সাধুখাঁ

৬। ভজ্জেশ্বর ঢেল

৭। রজনীকান্ত সাধুখাঁ

কাপড়

১। রামচন্দ্র মণ্ডল

২। উপেন্দ্র নাথ পাল

৩। ভাগবত চন্দ্র পাল

৪। কেদার নাথ মণ্ডল

৫। গোষ্ঠ বিহারী পাল

৬। রাখালচন্দ্র কুঁকড়ি

৭। গগণচন্দ্র মণ্ডল

তামাক

১। বিজয়কৃষ্ণ রায়

২। সতীশচন্দ্র চৌধুরি

৩। বিনোদবিহারি চৌধুরী

৪। জীবনকৃষ্ণ ঢ্যাং

৫। হৃদয়কৃষ্ণ মান্না

ধান ও খইল

১। রামচন্দ্র মণ্ডল

২। কৃষ্ণপদ মান্না

৩। যোগেন্দ্র নাথ কুমার

৪। নন্দলাল ঘোষ

মনিহারি

১। দাশরথি চট্টোপাধ্যায়

২। রসময় মোদক

৩। কোবাদালি সেখ

৪। আমানত মিস্ত্রি

৫। বিজয় কৃষ্ণ খাঁ

স্বর্ণকার

১। সুরেন্দ্র নাথ স্বর্ণকার

২। নন্দ লাল কর্ম্মকার

৩। বীরেন্দ্র নাথ পাত্র

হাঁড়ি

১। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(নরেন্দ্র পুর ও সেকরাহাটী এই দুই গ্রাম হইতে বহু কুম্ভকার প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতি বারে হাঁড়ি বিক্রয় করিতে আসে)

কর্ম্মকার

১। গৌর চন্দ্র কর্ম্মকার

ময়রার দোকান

১। অনন্ত রাম মোদক

২। শ্রীনিবাস মোদক

৩। যতীন্দ্র নাথ মোদক

৪। রাখালচন্দ্র পাল

৫। নূর আহম্মদ

৬। অভয়পদ হাটুই

৭। পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু

৮। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

তেঁতুল

১। সৈরভবালা দাসী

(২০০, ২৫০ শত মণ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে)

কেরোসিন

১। রামচন্দ্র শেঠ

বাসন (পিতল কাঁসা)

১। গৌরচন্দ্র শেঠ

২। হরিচরণ ভক্ত

৩। মৃত্যুঞ্জয় কর্ম্মকার

(মেরামত ও প্রস্তুতকারক)

কয়লা

১। পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী
২। মুখার্জ্জি এণ্ড কোং
৩। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। হরিচরণ রায়

পান

১। অযোধ্যা প্রসাদ ঘড়া

পালিশওয়ালা

১। জোনাব আলি

দরজি

১। নুরালি মল্লিক
২। মোবেদ আলি
৩। আব্দুল হামিদ

ধান ও আটা কল

১। হীরালাল চৌধুরি

ষ্টাম্প বিক্রেতা

১। নলীনচন্দ্র রায়

ঘড়ী মেরামত

১। জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মদের দোকান

১। সন্তযুকুমার সাহা

ঔষধ বিক্রেতা

১। মুন্সিরহাট কো-অপারেটিভ য়্যাণ্টিম্যালিরিয়া সোসাইটি ইউনিয়ন লিঃ
২। অন্নদা প্রসাদ খাঁড়া

বিড়ি প্রস্তুত কারক।

১। বিজয়কৃষ্ণ খাঁ
১। হীরালাল দাস

(গ্যাস, গ্যাসমসলা, বরের পোশাক, পাল্কি, ত্রিপল, পান, ও সোডা ওয়াটার প্রস্তুত কারক।)

লোহা ও হার্ডওয়ার

১। সাধুচরণ দে
২। ভাগবত চন্দ্র পাল
৩। রজনীকান্ত মল্লিক এণ্ড কোং

হেড আফিস

২০৮ হ্যারিসন রোড কলিকাতা

সন ১৩০২ সালে স্থাপিত

ইংলণ্ড, বেলজিয়ম সুইডেন, জারমানি, অষ্ট্রীয়া আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে লোহা ও লোহার এবং পিতলের প্রস্তুত কব্জ স্ক্রুপ, পেরেক, ছুতারের ও কর্ম্মকারের যন্ত্রাদি এবং তারের জাল, তার টিউব অয়েলের সরঞ্জাম, বেড়ার জন্য কাঁটাতার, কোদাল, গাঁতি, ইঞ্জিন পাম্প আমদানি কারক।

যশোহরের ব্যবসায়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বস্ত্র ব্যবসায়ী—

১। শুখলাল মাড়োয়ারী—

২। দীনবন্ধু সাহা

৩। প্রতাপ চন্দ্র খাঁ।

ঔষধ ব্যবসায়ী—

১। দ্বারিকা নাথ দাঁ এণ্ড সন্স
সত্ত্বাধিকারী—
শ্রীশিবকালী দাঁ—।

২। শ্রীকালী পদ পাল।

৩। কবিরাজ শ্রীলক্ষ্মী নারায়ন চট্টোপাধ্যায়—

৪। ডাঃ শ্রীপ্রমোদ কুমার ঘোষ—এল, এম, এফ, ষ্টেশন বাজার।

টর্স লাইট ও মনোহারী জিনিষ

১। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার, রেলরোড,

২। আবদুল গফুর, বাজার।

ফল ব্যবসায়ী—

১। শ্রীকালী পদ দত্ত। বাজার।

২। আবদুল গফুর। বাজার।

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী

১। শ্রীগোকুল চন্দ্র মোদক

২। শ্রীবিনোদ বিহারী মোদক

ঘৃত ব্যবসায়ী

১। শ্রীযাদব চন্দ্র ঘোষ। বাজার।

২। শ্রীশশি ভূষণ ঘোষ। বাজার।

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের ৩৪ সাল শেষ হইল। এ বৎসর যাঁহারা গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং দেশের যুবকদিগের কল্যাণ কামনায় ব্যবসা ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারা আগামী ৩৫ সালের জন্যেও আশা করি গ্রাহক থাকিয়া আমাদিগকে সহায়তা করিবেন। কোন কারণে কেহ গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা না করিলে ২০শে চৈত্রের মধ্যেই অনুগ্রহ করিয়া সে সংবাদ যেন আমাদিগকে জানান, নচেৎ বৈশাখের সংখ্যা সকল গ্রাহকের নিকট ভিঃ পি যোগে প্রেরিত হইবে। তখন ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া অনর্থক ক্ষতি গ্রস্থ করিবেন না, ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

বাংলার অর্থোপার্জ্জন সমস্যা।

আমরা দেখিতেছি সব জাতির ২টী করে স্বদেশ আছে, একটী তার নিজের মাতৃভূমি, আর একটি তার বাণিজ্যভূমি। আর পৃথিবীর মধ্যে এমন একটী জাতি আছে যাহাদের স্বদেশ বলে কোন দেশ নাই। যাহারা মাতৃভূমে বাস করিয়াও উদর পুরিয়া খাইতে পায় না, রোগ হইলে চিকিৎসা করিবার সামর্থ্য নাই, যাহারা অকালে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় যমালয়ে যাত্রা করিতে বাধ্য হয়; অথচ বিদেশীরা যাহাদের দেশে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছে,অটুট স্বাস্থ্য লইয়া আরামে জীবন যাপন করিতেছে। কবি দ্বীজেন্দ্রলালের ভাষায় বলা চলে "এমন দেশটী কোথাও খুজে পাবে নাকো তুমি"। আমি বাংলা দেশের কথাই বলিতেছি।

বাংলাদেশের পরিমাণ ৭৬৮৪৩ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৪৬৬৯৫৫৩৬; প্রতি বর্গ মাইলে ৬০৮ জন বাস করে। ঢাকা বিভাগে প্রতি বর্গ মাইলে ৮৬৬; ঢাকা জেলায় প্রতি বর্গ মাইলে ১১৪৮; ত্রিপুরা জেলায় ১০৭২; হাওড়া জেলায় ১৮৮২ জন বাস করে। ভারতবর্ষে প্রতি বর্গ মাইলে ১৭৭ জন বাস করে। কোন প্রদেশে প্রতি বর্গ মাইলে কত জন বাস করে, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

কোচীন রাজ্য	৬৬২	পাঞ্জাব	১৮৪
ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য	৫২৫	বোম্বাই প্রেঃ	১৪৩
যুক্ত প্রদেশ	৪১৪	আসাম	১৪৩
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৪০	মধ্যপ্রদেশ	১৩৯
মান্দ্রাজ প্রেসিঃ	২৯৭	বেলুচিস্থান	১৬৬
বরদারাজ্য	২৬২	মধ্যভারত	১১৬
মহীশূর	২০৩	কাশ্মীর	৬৯
কুর্গ	১০৪	আজমীড় মাড়বার	১৮১
ব্রহ্মদেশ	৫৬	হায়দ্রাবাদ	১৫১

বাংলাদেশে যত ঘন বসতি কোচীন ব্যতীত আর কোন প্রদেশে বা দেশীয় রাজ্যে তত ঘন বসতি নাই। বাংলাদেশে বহুপল্লী গ্রামে গোচারণের-ভূমির অভাব। ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে প্রতি বর্গ মাইলে কত জনের বাস, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া লইল।

বেলজিয়াম	৬৫৪	গ্রীস্	৬৬·৮
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	৬৪৯	স্পেন	৬১·৭
হল্যাণ্ড	৫৪৪	শ্যাম	৪৫·৮
ইতালী	৩৬২	মালয় ষ্টেটস্	৪৭·৮
জার্ম্মাণী	৩১৮	মিশর	৩৮·২
সুইজারল্যাণ্ড	২৪৩	সুইডেন	৩৪·১
হাঙ্গেরী	২২০	আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৩১·৫
জাপান	২১৫	মরক্কো	২৫·৯
অষ্ট্রেরিয়া	১৯৯	নরওয়ে	২১·২
ডেনমার্ক	১৯৭	পারস্য	১৩·৫
ফ্রান্স	১৮৪	নিউজিল্যাণ্ড	১১·৮
পর্ত্তুগ্যাল	১৬৮	কানাডা	২·৪
স্কটল্যাণ্ড	১৬১	তাসমানিয়া	৮·২
		অষ্ট্রেলিয়া	১·৮

বাংলাদেশে যত ঘন বসতি, বেলজিয়াম, ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন দেশে এত ঘন বসতি নাই।

১৯২১ সালের লোকগণনায় দেখা গিয়াছিল বাংলার বাহির হইতে ১৯৮১৮৩২ লোক বাংলায় আসিয়াছে এবং বাংলা হইতে ৬৮৪২৬১ লোক বাহিরে গিয়াছে। কোন প্রদেশ হইতে কত লোক বাংলায় আসিয়াছে এবং বাংলা হইতে কোন প্রদেশে কত মানুষ গিয়াছে তাহা নীচে দেখান হইল।

	বাংলায় আসিয়াছে	বাংলা হইতে গিয়াছে
আজমীড় মাড়য়ার	১৯৩০	৯৭০
আন্দামান	৩২	৮৯০
আসাম	৬৮২৬৭	৩৭৫২০৬
বেলুচিস্থান	৬৮	৪৫৬
বিহার ও উড়িষ্যা	১২২০৪২৬	১০৭২৩২
বোম্বাই	৭৫১৫	৭৯৫৫
ব্রহ্মদেশ	২৩৬১	১৪৬০৮৭
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৫১৭৫৩	৩০৫৩
কুর্গ	৬	৬
দিল্লী	১৮৮৯	২৭৭৮
মান্দ্রাজ	৩১২৭০	৩২৮১
উঃ পঃ সীঃ প্রদেশ	১০২৬	৭৭৭
পাঞ্জাব	১৪৩০৪	২৯৪৯
যুক্ত প্রদেশ	৩৪২৮০১	১৮৫৭৯
দেশীয় রাজ্য—		
মণিপুর	৫৩৫	৩৭২
বেলুচিস্থান এজেন্সী	২৪	২
বরদা	১৯৯	২৫৭
বিহার ও উড়িষ্যা করদ রাজ্য	৭১৫৩	৯৬৯০
বোম্বাই প্রদেশের	৩৭১৮	৫১৫
মধ্যভারত এজেন্সী	৯৪১	৯৪৯
মধ্যভারত করদরাজ্য	৩০৫৭	২১১
গোয়ালিয়র	১৭৮৮	৩২৫
হায়দ্রাবাদ	৩৮৯	২৯৩
কাশ্মীর	১৬৯	১০৫
কোচীন	২২২	৯
ত্রিবাঙ্কুর	৫৩২	৫৮
মহীশূর	৪৫১	৪২৪
উঃ পঃ সীঃ এজেন্সী	···	১৪০
রাজপুতানা এজেন্সী	৭৭৮৬৫	৭৭৪
সিকিম	৪০৫৭	১৫৬৬
যুক্তপ্রদেশ করদরাজ্য	২৯৪	১৫৫
পাঞ্জাব করদরাজ্য	১৫২২	২৩৩
নেপাল	৮৭২৮৫	০
ফরাসী ভারত	১১৮১	০
তালিকাবর্হিভূত	৩০	০
চীন	৩৮৫৬	০

যাহারা বাংলাদেশ হইতে বাহিরে গিয়াছে তাহারা সকলেই বাঙ্গালী নহে, উপরের তালিকা হইতে জানা যায় যে উহাদের জন্ম স্থান বাংলাদেশ কিন্তু বাংলায় অনেক অবাঙ্গালী জন্মিয়াছে। যাহারা বাংলায় আসিয়াছে তাহাদের মধ্যেও ২।১ বাঙালী থাকিতে পারেন। মোটামুটী যাহারা বাংলায় আসিয়াছে তাহাদিগকে অবাঙ্গালী এবং যাহারা বাহিরে গিয়াছে তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া ধরিলেও দেখিতে পাই বাঙ্গলার বাহিরে যত বাঙ্গালী গিয়াছে তাহার তিন গুণ অবাঙ্গালী বালায় আসিয়াছে।

১৯২১ সালের লোক গণনায় দেখা যায় রাজপুতানার জনসংখ্যা ৫১৮৪৮৯১ কিন্তু ৮৬৮৯০৬ বাহিরে গিয়াছে, ২৪২২৪৩ জন রাজপুতানায়

আসিয়াছে। ১৯১১ সালের গণনায় দেখা যায় ৮৫৫৬২৫ জন বাহিরে গিয়াছিল এবং ৩০২৪৮৯ জন রাজপুতানায় গিয়াছিল। যাহারা রাজপুতানায় গিয়াছে, তাহাদের জন্মস্থান রাজপুতানার বাহিরে হইলে তাহাদের অধিকাংশই রাজস্থানী হইবে। কারণ রাজস্থানী বা মাড়য়ারীদের অনেকের জন্মস্থান রাজস্থানের বাহিরে। এতগুলি লোক অন্নের জন্য মরুভূমিতে আসিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। মানুষের সংখ্যায় বাঙ্গালীরা রাজস্থানীদের ৯ গুণ কিন্তু অন্নের জন্য যত রাজস্থানী বাহিরে গিয়াছে তদপেক্ষা কমসংখ্যক বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে গিয়াছে। আজমীড় মাড়য়ারের লোকসংখ্যা ৪৯৫২৭১। এই দেশ হইতে ১৯২১ সালের গণনায় ৪২৪৩৭ এবং ১৯১১ সালের গণনায় ৮৪১১০ জন বাহিরে গিয়াছে এবং ১০৮৪৫২ জন ও ৯৫২১২ জন এই দেশে আসিয়াছে। যাহারা এই দেশে আসিয়াছে তাহাদের সকলকেই ভিন্ন দেশবাসী মনে করিলে ভুল হইবে। আগত লোকদের অনেকেই এই দেশের লোক কিন্তু বাহিরে জন্ম।

ব্রহ্মদেশের সমুদ্রোপকুল হইতে দূরবর্ত্তী জেলাসমূহে অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতি ১৮ জনের জনের মধ্যে একজন ভারতীয়। ১৯০১—১১ সালে ভারতীয়ের সংখ্যা শতকরা ১৩ জন এবং ১৯১১—২১ সালে ১০ জন বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৯১ সালে ব্রহ্মদেশে ৪১৭৭৪ জন চীনা ছিল ১৯২১ সালে উহাদের সংখ্যা ১৪৯০৬০ হইয়াছে। নিম্ন ব্রহ্মে প্রত্যেক গ্রামে চীনা মুদির দোকান আছে। পল্লীগ্রামের ব্যবসা চীনারা প্রায় একচেটিয়া করিয়াছে।

১৯২১ সালে বাহিরের ২১০ হাজার লোক মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ছিল। কিন্তু মাদ্রাজের ১৭৪০ হাজার লোক মাদ্রাজের বাহিরে ছিল। ইহার মধ্যে ৮১৩৫১২ লোক ভারতের বাহিরে গিয়াছে। সিংহলে ৪৪৭৩৩৪ ফিডারেটেড মালয় ষ্টেটস্ এ ২৩৮৯৮, প্রণালী উপনিবেশে ৭৬৭৩২ অন্যান্য মালয় রাজ্যে ৫০৩৬৮ দক্ষিণ আফ্রিকা, বৃটীশ গিয়ানা, মরিসস ফিজি প্রভৃতি দেশে বহু মাদ্রাজী আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ৯১৭৪৭৪ জন মাদ্রাজী ছিল। হায়দ্রাবাদে ৮৪১৫৮, বাংলায় ২৩৩৮৮, ব্রহ্মদেশে ২৭০৯৯৩, মহীশূরে ২৬৯৬৭৫, ত্রিবাঙ্কুরে ৫৮০০০ মাদ্রাজী ছিল। অন্যান্য প্রদেশেও মাদ্রাজী ছিল।

ভারতে-সাম্রাজ্যে শিক্ষায় ব্রহ্মদেশ প্রথম এবং বাংলা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। যুক্ত প্রদেশে শতকরা ৯৯ জনের মাতৃভাষা হিন্দি। বাংলায় শতকরা ৯২ জনের মাতৃভাষা বাংলা; ৩·৮ জনের মাতৃভাষা হিন্দি ও উর্দ্দু। ৮০টী ভাষ ভাষী লোক বাংলাদেশে বাস করে। বাংলাদেশে বাস করে। বাংলাদেশে ২১ পাহাড়ী ভাষা প্রচলিত। এগুলি দার্জ্জিলিং জলপাইগুড়ি,চট্টগ্রামও কুমিল্লায় প্রচলিত। আসামের ১০টী বিহারও উড়িষ্যার ৫টী, ব্রহ্মদেশের ৬টী ও অন্যান্য প্রদেশ ও দেশের ভাষাভাষী লোক বাংলাদেশে বাস করে।

১৯২১ সালে বাংলাদেশে বাহিরের ভাষা ভাষী কত লোক বাস করিত, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

হিন্দি উর্দ্দু—১৭৭৫৮৯৮
খেরওয়ারী—৮১৩৫৮০
ওরাঁও—১৮৩০১৯
মণ্টো—৪৯৯৭
উড়িয়া - ২৯৩৭০০
আরাকানী—৫৩০২৯
ভোটিয়া—১৫২৯৯
পূর্ব্ব পাহাড়ী (খাস)—৯২২৯১

ব্রহ্ম দেশীয়—১৯৭১৬
গুজরাটী—৭৬০০
মারাঠী—২৬৫১, পাঞ্জাবী—৪৯০৪
পষতো (কাবুলী)—১৭৩৪
রাজস্থানী—১৬৫৮৪ শিখি—২৩৪
তামিল—৩৪৮৮, তেলেগু—২৪৫১৩
আরবী ৪৬২, চীন—৪৫০০
হীব্রু - ৬১২, জাপানী—৩১৬
ফার্সী—৫৮৬, সিংহল—৩৯
ইংরাজী—৪৬৩৭৮, ফরাসী—১৩০
গ্রীক—৭১, ইতালী—৪৬
পর্তুগীজ—২৯৫

১৯২১ সালে বাহিরে কোন প্রদেশে কত বাঙ্গালী আছে তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

আজমীড় মাড়োয়ার—৪০৯
আন্দামান নিকোবর—১২১৩
আসাম—৩৫২৫২২০
বিহার ও উড়িষ্যা—১৫৬৮১৩৮
বোম্বাই—৩৭২০
ব্রহ্মদেশ—৩০১০৩৯
মধ্য প্রদেশও বেরার—৩৩৯৮
দিল্লী—২৬৭১, মান্দ্রাজ—১২৮২
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—২০৫৩
যুক্ত প্রদেশ—২৩১৬০
মণিপুর—৭০৩, বরদা—২৫৭
বিহার ও উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য—৮৮৮৫২
মধ্যভারত এজেন্সী ৬৩৬
মধ্যভারত দেশীরাজ্য—১৪৮
গোয়ালিয়র—২৬২ পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য—১২৮
ত্রিবাঙ্কুর—১১২ রাজপুতানা এজেন্সী—৬০৫
যুক্ত প্রদেশ দেশীরাজ্য ২৯৪, মহীশূর—৪২৫
কোচীন—৯, সিকিম—১৪

বিহার ও উড়িষ্যায় এবং আসামের সকল বাঙ্গালীই প্রবাসী নহেন। সিংহভূম, মানভূম হাজারীবাগ, সাঁওতাল পরগণা এবং পূর্ণিয়া জেলায় এবং আসামের শ্রীহট্ট কাছাড় ও গোয়াল পাড়ায় বহু বাঙ্গালীর বাস; বাংলায় ইহাদের বাস্তু ভিটাও নাই। ইহারা ঐ সকল স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা। বিহার ও উড়িষ্যায় প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা একলক্ষ কি সওয়া লক্ষ হইবে। সিকিমে হিন্দি ভাষা ভাষীর সংখ্যা ২৬৪ রাজস্থানী ১০৪, চীনা ১১, বাংলাদেশে ৪৩০৭১৩৩৪ জনের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে ৪৫৬৬২৮২২ জনের বাংলাদেশেই জন্ম।

বাংলাদেশে কোন কার্যের দ্বারা কত লোক প্রতিপালিত হয়, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল

কৃষিকার্য্য	৩৬২০৪৯৯৪
মৎস্য	৪৪৮৬০৯
খনি	৯৭৪৬৭
শিল্পদ্রব্য	৩২৭৪৬৭৬
বয়ন শিল্পাদি	৯৯৮৪৯৬
চামড়া হাড় শিং	৪২১০৭
কাচের কাজ	৩৯৮৪৪৮
ধাতুদ্রব্য	১৯৬৯৩৫
মাটীর কাজ	২৭৮৫৪৬
রাসায়নিক দ্রব্য	১৫৫২২৮
খাদ্য দ্রব্য	৪০৮৬৬০
পোষাক	৫৭৮০৪১
আসবাব	২৯২৪
গৃহাদি নির্মান	১৯৫৫৩৭
যানাদি নির্মাণ	২৩৮৯৩
বৈদ্যুতিক দ্রব্য নির্মাণ	৬৭১৭

অন্যান্য দ্রব্য নির্মাণ ২৮

যানবাহনাদি ৭২৯৮২১

জলপথ ২২৮৮৮৪

স্থলপথ ৩০০৫৯৮

রেল ১৬১৯১১

বায়ুপথ ২৫

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ ৩৮৪০৩

ব্যবসা ও বাণিজ্য— ২৪১১৫৯১

ব্যাঙ্ক মহাজনী বীমা প্রভৃতি— ১৫৩০৪৪

দালালী আড়ৎদাড়ী রপ্তানী—৩০৬৩৩

কাপড় পশম রেশম, তুলা সুতা প্রভৃতি—১৮৫০১৪

পাট—৪১৪৬৫

চামড়া ও পালক—৬৭৪১৭

কাঠ কর্ক, গাছের ছাল বীজ প্রভৃতি—৩৩৪৫৮

ধাতু দ্রব্য, যন্ত্রাদি, ছুরি কাঁচি—১০৬৮৯

মৃৎপাত্র, ইট টালী—৪০৮৩

ঔষধ পেট্রল, রং বার্ণিশ—১৫০০০

হোটেল রেষ্টুরেণ্ট মদ্য, সোডা লিমনেড বরফ, সরাই —২৯২৯৭

খাদ্য দ্রব্য—১১১৫৮৪৬

পোষাক—২২৩৪৬

আসবাব—৪৬৮০৮

পাথর, প্লাষ্টার, চুন শিমেণ্ট, খড়—৭২৫৯

যান বাহন দ্রব্য—১১২৬৭

জ্বালানী কাষ্ঠ কয়লা ঘুঁটে—৩০৯১৪

হীরা মুক্তা অলঙ্কার ঘড়ি চশমা প্রভৃতি—৭৫৫০

বালা, চুড়ি, হার, পাখা, খেলনা, ফুল, শীকার, দ্রব্য মৎস্য ধরিবার দ্রব্যাদি—২২২৫০

পুস্তক প্রকাশ, বিক্রয়, ষ্টেসনারী, সঙ্গীতের যন্ত্র প্রভৃতি—৫২১৮০

অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায়—১৩৩৩২৬১

সৈন্য ও নৌ বিভাগ—৫৬৮৩

পুলিশ বিভাগ—১৬৮৩১৯

শাসন, মিউনিসিপালিটী, জেলা বোর্ড প্রভৃতি—১৪১২৪২

ধর্ম্ম সংক্রান্ত—৩১৭৫৬৭

আইন ব্যবসায়—কাজী—৮৬৩০০

চিকিৎসা—১৭৫৮৪১

শিক্ষা—১১২৪১৯

Letter arts aud seeience—৮২৫৬১

জমিদারী, অন্যান্য, ছাত্রবৃত্তি, পেন্সন প্রভৃতি —৩৬৮৯৮

গৃহভৃত্য—৬৮১৪৭৩

অন্যান্য ব্যবসায়, শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণ, ঠিকাদার প্রভৃতি—১৮১৮৭

খাজাঞ্চী, হিসাব রক্ষক, কেরাণী, গুদাম সরকার ও দোকানের মুহুরী গোমস্তা প্রভৃতি—৩৯২৩০৮

অন্যান্য কারীগরী— ২০৮২৭

জেল ও আশ্রম প্রভৃতি—১৩৮১৬

ভিক্ষা যাদুকরী ভব ঘুরে ইত্যাদি— ৩৮৫৭৪৫

বেশ্যা বৃত্তি—৪৩০৭৩

১৯২১ সালের কোন কারখানায় কত লোক কাজ করিত নীচে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

	কারখানার সংখ্যা	নিযুক্ত লোক সংখ্যা
চা বাগান	৩৪০	১৮৮৫৪৯
খনি	২৩২	৫১৭৬৩
কাপড় ও সুতার কল	১৮	১৩৭৫৫
পাট পেশাই (Press)	১৮৮	১০২৪২
পাট কল	৬২	২৮৪৭৫৮
দড়ি তৈয়ার কল	২৬	১৭৮৮
চামড়ার কারখানা	৩৮	৩১৫১
হাড়ের গুড়ার কল	৩	৮৬৫

লৌহের কারখানা	১০০	২১৬৮৮
ইঞ্জিনীয়ারীং কারখানা	৪৮	১৮৭০৮
তৈল কল	১০৪	৩৮৬৩
কাগজ কল	৫	৪৭২৮
সাবান ও বাতী	২৩	৮৫১
গালা	৬	৪৬৯
ময়দা কল	৭	১২৪১
ধান কল	১৩৭	৪৩০৯
চিনি মিছরী	৫১	১৯১০
সিগারেট	২৪	৮২৫
মটরকার	২৫	২৭৭০
বৈদ্যুতিক	১২	১৩১৪
গ্যাস	৪	১২৩৮
বিলাস দ্রব্য	২৮৩	১৬৭৮২
ছাপাখানা	২৪৩	১৪১১৭
জুতা	৯৪	১৪৪৭
চুন	৪	২৭২
সুরকী	৪৭	১৫৬৭
বরফ	৫	৩৫০
চিনামাটীর বাসন	৩	১১৯৬
সোডা লিমনেড	১২	৪০৫

বাংলা দেশে মোট কলকারখানা ও চা বাগানের সংখ্যা ১৯১১ সালে ১৪১৬ এবং ১৯২১ সালে ২৮১৪ ছিল। ১৯২১ সালে ইহাদের মধ্যে সরকারের ৪৬টী ছিল, ৫৩৯ টীর ডিরেক্টর ইউরোপীয়ান ও এঙ্গলোইণ্ডিয়ান, ১৭০টীর ডিরেক্টর ভারতীয় ৭৩টীর ভারতীয়, ইউরোপীয় ও এঙ্গলোইণ্ডিয়ান ডিরেক্টর। বাকী যেগুলি রেজেষ্টারী কোম্পানী নহে, তাহাদের মধ্যে ১৬২টী ইউরোপীয়ান ও এঙ্গলোইণ্ডিয়ানদের ৪২০টী হিন্দু ভদ্র লোকদের, ১৫০ বাঙ্গালী ব্যবসাদারদের, ১৮২ পশ্চিমা হিন্দু ব্যবসায়ীর, ৭৫৩টী অন্যান্য হিন্দুর, ২৭০টী মুসলমানদের, ১৬টী পার্শীদের, ১৮টী অন্যান্য জাতির। এই সকল প্রতিষ্ঠানে ৫৭৮৩০৯ পুরুষ এবং ১৭৮৭৩২ স্ত্রী মোট ৭৫৭০২১ জন কাজ করে। ইউরোপীয়ান ও এঙ্গলোইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ৭৩২ ম্যানেজারের কাজে, তত্ত্বাবধানের কাজে ২৮৩৪, কেরানীর কাজে ৮৭২ কারিকরের কাজে (Skilled workers) পুরুষ ৬০১ স্ত্রীলোক ১৭ মোট ৬১৮ জন কাজ করে। ভারতবাসীদের মধ্যে ২০৬৯ জন ম্যানেজার ৪৩৭৬ জন তত্ত্বাবধান ১৪২৬৭ জন কেরানী পুঃ ২২০২৮৭ স্ত্রী ১১৬০০ মোট ৩৩৬২৮৭ জন কারিকরের (Skilled workers) কাজ করে। বালক ও বালিকা ৪৯৫ ২০৬ জন মজুরের (unskilled Labourers) কাজ করে; ইহার মধ্যে ৩০টী কলিয়ারীতে ৪৭৮৪ জন কাজ করে। তাহাদের মধ্যে কতজন ইউরোপীয়ান এবং কতজন ভারতীয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে কলকারখানা খনি ও চা বাগান সমূহে যত লোক কাজ করে তাহার অর্দ্ধেক কলিকাতা সহর হইতে ২০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে নিযুক্ত আছে। ১৭৷৷০ লক্ষ লোক কল কারখানা ও খনি সমূহে কাজ করে। ভারতবর্ষে ১৯২৪ সালে ৬৪০৯ এবং ১৯২৫ সালে ৬৯২৬টী কারখানা ছিল।

১৯২১—২২ সাল হইতে ভারতবর্ষে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য নীচে দেওয়া হইল।

	আমদানী	রপ্তানী
১৯২১—২২,	২৬৬ কোটী টাকা,	২৪৫ কোটী টাকা
১৯২২—২৩,	২৭২ ” ”	৩১৪ ” ”
১৯২৩—২৪,	২২৮ ” ”	৩৬২ ” ”
১৯২৪—২৫,	২৪৭ ” ”	৩৯৮ ” ”
১৯২৫—২৬,	২২৬ ” ”	৩৮৫ ” ”
১৯২৬—২৭,	২৩১ ” ”	৩০৯ ” ”

এই আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের ৫ কোটী টাকার মালও বাঙ্গালী জাতির দ্বারা আমদানী রপ্তানী হয় না। আমদানী দ্রব্যের দুই পঞ্চমাংশ কলিকাতা সহরেই আদান প্রদান হয়। ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ পাট এবং ১০ ভাগ চা। ১৯২৫—২৬ ও ১৯২৬ ২৭ সালের কয়েকটী রপ্তানী পণ্য দ্রব্যের মূল্য নীচে দেওয়া হইল।

	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
তুলা সূতা কাপড়	১০৫ কোটী টাকা	৭০ কোটী টা
পাট চট থলি	৯৭ কোটী টাকা	৮০ কোটী টা
শস্য	৪৮ " "	৩৯ " "
চাল	৫৯·৭৫ " "	৩৩ " "
গম	৩·৬৬ " "	২·৭৫ " "
চা	২৯ " "	৩১ " "
তৈল বীজ	২৯·৩৩ " "	১৯ " "

বাংলা দেশ হইতে যত পণ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়, তাহার শতকরা ৫৫ ভাগ পাট, এবং ১৩ ভাগ চা।

১৮৭৪ সালে ৮॥০ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হইত। বর্ত্তমান বর্ষে বাংলায় ২৯৬২ হাজার, বিহার উড়িষ্যায় ২৪১ হাজার, আসামে ১৬৮, হাজার মোট ৩৩৭১ হাজার একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। গত বৎসর বাংলায় ৩৩৬৩৯০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল। গত বর্ষে বাংলায় ১০৭৬৯২০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান বর্ষে ৯০৫৪৭০০০ গাঁইট উৎপন্ন হইবে। ভারতবর্ষে আবাদী জমির মধ্যে পরিমাণে ধানের জমি প্রথম তুলার জমি দ্বিতীয় এবং পাটের জমি সপ্তম স্থানীয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৭০ হাজার এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ৭৫ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ করা হয়। নেপালেও কিছু জমিতে পাটের আবাদ হয়। এতদ্ব্যতীত বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসাম ব্যতীত আর কোন প্রদেশে পাটের চাষ হয়না। বাংলার জুট মিলগুলির মূলধনের মধ্যে শতকরা ৬০ভাগ ভারতীয়ের প্রদত্ত। কয়েকটী মাত্র কলে কয়েকজন মাড়োয়ারী আর সকল কলেই ডিরেক্টর ইউরোপীয়ান এবং সকল কলগুলিই ইউরোপীয় ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। কল পরিচালনে ভারতীয় অংশীদারগণের কোন আধিপত্য নাই। এই কল গুলি ইংরাজ দালালের মারফৎ পাট খরিদ এবং চট ও থলি বিক্রয় করে। ইহার দ্বারাও বহু ইংরাজ প্রতিপালিত হয়। মাড়োয়ারীদের ২টী পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। অনেকগুলি পাট কল মোটা বেতনে ইউরোপীয় ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্ম্মচারী রাখিয়া অংশীদারগণকে বৎসরে শতকরা ৮০, ৯০, ১০০ টাকা লভ্যাংশ দিতেছে।

পৃথিবীর রপ্তানী পণ্যে বৃটীশ জাতি ১৯০৩ সালে শতকরা ১৩·৮ ভাগ ১৯১২ সালে ১৫·৫ ভাগ ১৯২০ সাল ১৮·১ ভাগ অধিকার করিয়াছিল।

গত আদম শুমারীর সময় কোন প্রদেশে কতগুলি সহর এবং সহরগুলিতে কত মানুষ ছিল তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

	সহরের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
মান্দ্রাজ	৩১৬	৫২৭৮৭০৫
বোম্বাই	২০৬	৪৪৪০২৪৮
যুক্তপ্রদেশ	৪৩৫	৪৮০৫৪৬৫
পাঞ্জাব	১৪৬	২২১২১৯১
ব্রহ্মদেশ	৭৯	১৩৯১৫২৭
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১১৩	১৩৯৩২৬৭
উঃ পঃ সীঃ প্রদেশ	৫	৬৩৫৮৪৯
বেলুচিস্থান	৬	৬৯৯৪৮
আজমীর মাড়বার	১	১০৪৬৯৭
বাংলা	১৩০	৩১৮৬৩০০

পূর্ব্বোক্ত সকল প্রদেশেই লোক সংখ্যার অনুপাতে সহরবাসীর সংখ্যা বেশী। অবাঙ্গালীদের অধিকাংশই বাংলার সহরগুলিতে বাস করে। বাংলায় সহরে বাঙ্গালীর সংখ্যা আরও কম হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার পরিমাণ ফল ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল; আয়তনে ভারতবর্ষের দেড় গুণের বেশী। লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলায় যত লোক বাস করে অষ্ট্রেলিয়ায় তদপেক্ষা কম লোক বাস করে। অষ্ট্রেলয়ার অধিবাসীদের অর্দ্ধেক ৬টী সহরে বাস করে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় ১০ লক্ষ বর্গ মাইলে ৩৭০ হাজার লোক বাস করে।

আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার লোক সংখ্যা বাংলার হারে অনেক কম কিন্তু তবু এই সকল দেশে ভারতীয় বাস করিতে পায় না। ভারতবর্ষে কোচীন রাজ্য ব্যতীত আর কোন দেশীয় রাজ্যে কি প্রদেশে বাংলার মত ঘন বসতি নাই। বাংলায় যত লোক বাস করে, ভারতের আর কোন প্রদেশে কি দেশীয় রাজ্যে এত লোক বাস করে না দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ আয়তনে বাংলার চেয়ে বড়, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশে মধ্য প্রদেশ ও বেরার আয়তনে বাংলার চেয়ে অনেক বড়। অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাংলার বাহিরের নানা দেশের লোক অবাধে বাংলায় আসিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, আর বাঙ্গালী বাহিরেও যাইতে পারিতেছে না। স্ব স্ব গ্রাম সহরে ব্যবসা-বাণিজ্যেও অবাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিতেছে না। যাহারা এত দুর্ব্বল, তাহারাই স্বরাজের জন্য তুমুল আন্দোলন চালাইতেছে। লর্ড সিংহ বিলাতে বলিয়াছেন "বাংলায় সকলেই অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে কেবল বাঙ্গালীই পারে না"। এক্ষণে যদি মেরোপিলচার কোম্পানীর ন্যায় বিলাতে অন্য কোন কোম্পানী গঠিত হইয়া পুস্তিকা প্রকাশ করে—"যে জাতি নিজ নিজ গ্রাম ও সহরে ব্যবসা বাণিজ্যে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিতেছে না, যাহাদের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি পাইয়াও নিজের ভরণপোষণে অসমর্থ, তাহারা বর্ব্বরজাতি, স্বরাজ লাভের কোন যোগ্যতা তাহাদের নাই।" তাহা হইলে বালার স্বরাজ্য দল ইহার কি উত্তর দিবেন? কলিকাতা টাউনহলে সভা আহ্বান করিয়া একথার কি জবাব দিবেন?

(বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীরামানুজ কর।

———
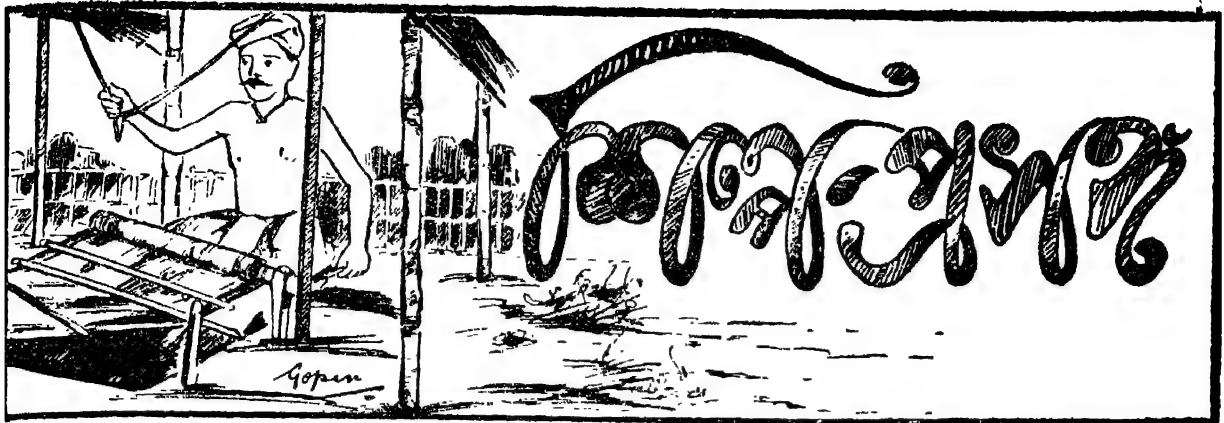
আঠা প্রস্তুত করিবার প্রণালী

অল্প মূলধনে ছোট ছোট ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার জন্য আমরা গত দুই বৎসরে অনেকগুলা ব্যবসায়ের সন্ধান দিয়াছি। এই সকল ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে গড় পড়তায় দুই শত হইতে পাঁচ শত টাকা হইলেই গোড়া পত্তন করা যায়। যাঁহারা প্রারম্ভেই "লাখ লিপের" স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন তাঁহাদের জন্য অবশ্য এই সব ছোট খাটো ব্যবসায়ের কথা আমরা লিখি না, কিন্তু বি' এ, এবং এম, এ, পাশ করত: ২৫ টাকা মাহিয়ানার জন্য যাহারা আফিসের দরজায় দরজায় হানা দিয়া ফেরে তাহাদের চেয়ে অন্তত: দ্বিগুণ উপার্জ্জন অর্থাৎ মাসে অন্তত: ৫০৲ টাকা তাহারা প্রথম বারেই পাইতে পারিবেন ; অবশ্য যদি ব্যবসায় চালাইতে হইলে যে পরিমাণ নিষ্ঠা, একাগ্রতা অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমানুরাগ থাকা দরকার, তাহাদের যদি এই গুণগুলি থাকে।

আজ এইরূপ একটী ব্যবসায়ের কথা অর্থাৎ আঠা প্রস্তুতের ব্যবসায় সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিলাম।

স্থায়ী আঠা—

আঠা অনেক উপায়ে তৈয়ারী করা যায়। এমন কতক গুলি আঠা আছে যাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু স্থায়ী আঠা তৈয়ারী করিতে হইলে এক আউন্স ফট্‌কিরি (alum) এক কোয়াটার গরম জলে মিশাইয়া যতক্ষণ না ঐ ফট্‌কিরি জলের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশাইয়া যায় ততক্ষণ জলটা ফুটাইবে; তাহারপর উহা ঠাণ্ডা হইলে জলে এরূপ পরিমাণে গমের ময়দা মিশাইতে থাকিবে যেন ঐ ফটকিরি মিশ্রিত জলের উপর সরের ন্যায় পুরু হইয়া এক পরদা ময়দা সমান ভাবে পড়িয়া যায়। তখন সেই জলে আধ চামচ আন্দাজ ধুনার গুঁড়া ও দুটী কি তিনটী লবঙ্গ দিয়া বেশ করিয়া জলটীকে ঘুলাইয়া দিবে। তাহারপর জ্বাল দিয়া উহা ফুটাইতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ধুনা ফট্‌কিরি লবঙ্গ ইত্যাদি গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটাইবে, কিন্তু যেন মনে থাকে যে এই সময় অর্থাৎ ফুটাইবার সময় জলের মধ্যে কাঠি দিয়া অনবরত নাড়িতে হইবে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে সুন্দর স্থায়ী আঠা প্রস্তুত হইবে। ইহা প্রায় এক বৎসর কাল ভাল থাকিবে অর্থাৎ নষ্ট হইবে না।

এই আঠা যদি শুকাইয়া যায় তাহা হইলে ইহাতে একটু গরম জল দিলেই নরম হইয়া যাইবে এবং কার্য্য বেশ চলিবে

সাদা বহিতে ছবি, সংবাদ পত্রাদির কাট ছাঁট প্রভৃতি জুড়িয়া রাখিবার আঠা তৈয়ারী করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে। আধ চামচ্ আন্দাজ ময়দা লইয়া কুসুম কুসুম গরম জলে ঢালিয়া দিবে এবং এক মিনিট আন্দাজ জলটীকে আর নাড়িবে চাড়িবে না, তাহার পর এক মিনিট বাদে উহাতে আরও খানিকটা জল ঢালিয়া দিবে এবং ক্রমাগত কাটি দিয়া নাড়িতে থাকিবে এবং যতক্ষণ না উহা সার্টের কলারের জন্য ব্যবহৃত মাড়ের ন্যায় পুরু ও ঘন হইয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা ফুটাইতে থাকিবে। এই ভাবে যে আঠা প্রস্তুত হইবে তাহা কাগজের উপর লেপিয়া দিলে কাগজের উপর সমান ভাবে পড়িবে অর্থাৎ আঠার মধ্যে কোন গোটা গোটা দ্রব্য থাকিবে না; এই আঠায় কাগজ জুড়িলে কাগজ খুব দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকিবে। এই আঠার আর একটী গুণ এই যে আঠা কাগজে লাগাইলে কাগজ বিবর্ণ হইয়া যায় না।

শক্ত বা মজবুত আঠা

যে আঠা কখন শুকাইয়া যায় না আমরা তাহাকেই শক্ত বা মজবুত আঠা (strong paste) বলিতেছি।

এইরূপ আঠা প্রস্তুত করিতে হইলে বেশ ভাল পরিস্কৃত ময়দা ঠাণ্ডা জলে মিশাইবে এবং ঘন পেষ্টের সহিত সুন্দররূপে ঘাঁটিয়া দিবে। তারপর ইহাতে গরম জল ঢালিয়া ক্রমাগত কাটি দিয়া নাড়িতে থাকিবে এবং উহা ঘুঁটিয়া এমন করিবে যেন ময়দা পেষ্ট সব মিশিয়া এক হইয়া যায়, যেন ইহার মধ্যে কোন গুটী গুটী দ্রব্য না থাকে। তাহার পর ইহাতে এক কি দুই চামচ আন্দাজ বাদামী রংয়ের চিনি অতি সামান্য গন্ধক (Sublimate) এবং ছয় ফোঁটা ল্যাভেণ্ডার (oil of lavender) মিশাইবে। এই ভাবে যে আঠা প্রস্তুত হইবে তাহা অতি উৎকৃষ্ট আঠাই হইবে।

উজ্জল চট্‌চটে আঠা।

মনোহারী দ্রব্যে লাগাইবার জন্য উজ্জ্বল চট্-চটে আঠা ব্যবহার করিতে হইবে এই আঠা নিম্ন লিখিত উপায়েও প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধে এসিটিক্ এসিড (acetic acid) দিয়া যে ছানা পাইবে তাহা জলে ঘন করিয়া গুলিবে, এবং তাহা নির্ম্মল জল দিয়া ধুইয়া সোহাগা ঘন করিয়া গুলিয়া তাহাতে মিশাইবে। এই ভাবে যে আঠা প্রস্তুত হইবে তাহা বেশ উজ্জ্বল চট্‌চটে হইবে এবং মনোহারী কোন দ্রব্যে লাগাইলে সে আঠা আর শীঘ্র উঠিতে চাহিবে না।

চিনি দ্বারা আঠা প্রস্তুত
(Suger paste)

অনেক সময় দেখা যায় যে কাগজে বা কোন দ্রব্যে আঠা দু' একদিনের মধ্যেই উঠিয়া উঠিয়া যায়। সুতরাং আঠা যাহাতে চটিয়া উঠিয়া না যায় সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত উপায় অবলম্বন করিবে যথাঃ —

দশভাগ গঁদে তিনভাগ আন্দাজ চিনি মিশাইবে। তাহার পর যে পরিমাণ আঠা তৈয়ারী করা উচিৎ সেই পরিমাণ তাহাতে জল মিশাইবে।

যদি আঠাকে খুব জোড়ালো ধরণের করিতে হয় তাহা হইলে যে পরিমাণ গঁদ মিশাইবে ঠিক সেই পরিমাণ ময়দা দিবে কিন্তু তখন আর উহা আগুনে ফুটাইবে না। আঠা হইতে যখন গেঁজ বা ফোঁপারা বাহির হইতে থাকিবে তখন বুঝিবে যে আঠাটা খুব জোড়ালো হইতেছে।

এসিড প্রুফ পেষ্ট (Acid proof paste)

অনেক সময় দেখা যায় আঠায় এসিড বা সেই

জাতীয় কোন ঔষধ পড়িলে আঠা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং আঠাকে এসিডের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ামত পেষ্ট তৈয়ারী করিবে।

কাঁচ চূর্ণের সহিত সিলিকেট অব সোডা (silicate of sades) মিশাইয়া আঠা তৈয়ারী করিবে। এই ভাবে যে আঠা হইবে তাহাতে এসিডে কিছু করিতে পারিবে না।

কাগজ ও চামড়ায় লাগান আঠা।

চারিভাগ শিরিষ পনের ভাগ ঠাণ্ডা জলে দিয়া জলটীকে আর কয়েক ঘণ্টা নাড়িবে না, জলে শিরিষ দিয়া জলটীকে রাখিয়া দিবে এবং কয়েক ঘণ্টা পরে ঐ জলকে আস্তে আস্তে গরম করিতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ শিরিষ মিশ্রিত জল নির্ম্মল কাঁচ বর্ণ ধারণ করে ততক্ষণ ফুটাইবে। ইহার পর ত্রিশ ভাগ শ্বেতসারের (starch) সহিত দু'শত ভাগ ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া এরূপ সলিউসন (sloution) প্রস্তুত করিবে যাহাতে উহা সম্পূর্ণ মিশাইয়া এক হইয়া একটী তরল পদার্থে পরিণত হয়; তাহার পর ইহাতে পূর্ব্বের যে শিরিষের সলিউসন প্রস্তুত আছে তাহা গরম গরম ইহাতে ঢালিয়া দিবে; কিন্তু যখন এইভাবে ঢালিয়া দিবে তখন অনবরত জলটীকে নাড়িতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা ফুটাইতে থাকিবে। এই ভাবে যে আঠা তৈয়ার হইল তাহাতে কাগজ ও চামড়া জোড়া দেওয়া চলিবে।

কাগজের বাক্স তৈয়ারীর আঠা।

জল গরম করিয়া তাহাতে গমের ময়দা ফেলিয়া দিবে এবং খুব ঘাঁটিতে থাকিবে। এক মিনিটের বেশী ফুটাইবে না। তাহার পর ঐ ময়দা মিশ্রিত জল ছেঁকুনী দিয়া ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং ফুটিতে ফুটিতে সামান্য পরিমাণে শিরিশ বা ফট্‌কিরি চূর্ণ উহাতে ফেলিয়া দিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত দ্রব্যগুলি মিশিয়া এক হইয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুঁটিতে থাকিবে। এইরূপ ভাবে যে আঠা তৈয়ার হইবে তাহার দ্বারা কাগজের বাকস ইত্যাদি সুন্দর ভাবে তৈয়ারী হইবে।

কাষ্ঠে কাপড় লাগাইবার আঠা প্রস্তুত।

আধ সের আন্দাজ গমের ময়দা; এক চামচ ধুনার গুঁড়া ও এক চামচ ফট্‌কিরি চূর্ণ লইয়া একত্রে মিশাইয়া একটী পাত্রের উপর রাখিয়া বেশ করিয়া মস্‌টাইবে এবং তাহার পর জল দিয়া এরূপ ভাবে গুলিবে, যেন তাহাতে একটীও গোটা গোটা কোন দ্রব্য না থাকে। তাহার পর উহা একটী কেটলী বা পাত্রে পুরিয়া অগ্নিতে চাপাইবে এবং এরূপ ভাবে জ্বাল দিয়া ফুটাইবে যেন সমস্ত দ্রব্য গলিয়া এক তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং উহাতে কোন গোটা না থাকে। তারপর যখন দেখিবে যে তরল পদার্থ ক্রমান্বয়ে গাঢ় হইয়া আসিতেছে এবং নাড়িতে হাতে শক্ত ঠেকিতেছে তখন ইহা অন্য পাত্রে স্থাপন করিবে এবং পাত্রটীর মুখ এমন করিয়া ঢাকিয়া দিবে যেন আঠার উপর কোন সর পড়িতে না পারে। টেবিলের উপর খুব পাতলা করিয়া এক পোঁচ লাগাইয়া তাহার উপর কাপড় অথবা চামড়া পাতিয়া রোলার দিয়া চাপিয়া দিবে। তারপর আঠা শুকাইয়া গেলে ধারগুলা কাটিয়া দিবে। চামড়া জোড়া দিবার সময় চামড়ায় আঠা লাগাই-বার আগে চামড়াকে জলে ভিজাইয়া লইবে, এবং আঠা লাগাইয়া কাপড় দিয়া ঘসিয়া মসৃণ করিয়া দিবে।

টিনে লাগাইবার আঠা।

টিনের উপর কোন কাগজ বা লেবেল লাগাইতে হইলে সাধারণ ময়দার আঠাই যথেষ্ট;

তবে এই ময়দার আঠায় সামান্য পরিমাণে মধু দিয়া দিবে।

ছাপাখানার জন্য আঠা।

ছ' গ্যালন ঠাণ্ডা জল ও এক কোয়াটার গমের ময়দা লইয়া এমন করিয়া নাড়িবে যেন কোন গুঁটলে না থাকে। তাহার এক পোয়া আন্দাজ ফটকিরি গুঁড়া উহার সহিত মিশাইয়া দশমিনিট আন্দাজ ফুটাইবে এবং ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। তারপর উহাতে এক কোয়াটার গরম জল দিয়া পুনরায় ফুটাইবে এবং যতক্ষণ না পেষ্টটী বাদামী রং ধারণ করে এবং ঘন হয় ততক্ষণ জ্বাল দিবে। কিন্তু ফুটাইবার সময় অনবরত কাটি দিয়ে নাড়িতে থাকিবে। এই আঠা দুই সপ্তাহ কাল বেশ সুন্দরই থাকিবে এবং উত্তম কার্য্য চলিবে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর যে সকল "তৈরী আঠার" শিশি আমাদের দেশে আমদানী হয় তাহার মূল্য আড়াই লক্ষ টাকারও উপর। এই সকল আঠা আমাদিগের বর্ণিত উপায়েই প্রস্তুত হয়; এবং সুদৃশ্য কাঁচের শিশিতে সুদৃশ্য লেবেলে সুশোভিত থাকে বলিয়া সমস্ত আফিস আদালতে এই সকল আঠার শিশির এত সমাদর দেখা যায়। আঠা লাগাইবার জন্য আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হাতলের মাথায় একটা ব্রাস্ লাগাইয়া দিয়া থাকেন।

এই সকল ব্রাসের সাহায্যে আঠা লাগানো যায় এবং তাহাতে হাত নোংরা হয় না। শুধু যে কেবল সুদৃশ্য বোতল ও লেবেলের মধ্যে আঠা থাকে বলিয়া লোকে আগ্রহের সহিত এই সকল আঠা ব্যবহার করে তাহা নহে; পরন্তু প্রত্যেক শিশির সহিত একটী করিয়া ব্রাস থাকে বলিয়া আঠা লাগাইবার পক্ষেও খুব সুবিধা আছে; আর সর্ব্বোপরি এই সকল আঠা খুব শক্ত হইয়া যায় কখনও পচিয়া যায় না কিম্বা ইহাতে "থো" ধরে না।

সাধারণতঃ "Goly" "Octopus" "stick fast" ইত্যাদি নামীয় আঠার শিশির এ দেশে বহুল চলন হইয়া গিয়াছে; অথচ এইরূপ শিশিতে আঠা ভরিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বিদেশী শোষণ কতক পরিমাণে বন্ধ করা যায়। আমরা এইখানে তিনটী বিভিন্ন আকারের শিশির ছাব দিলাম।
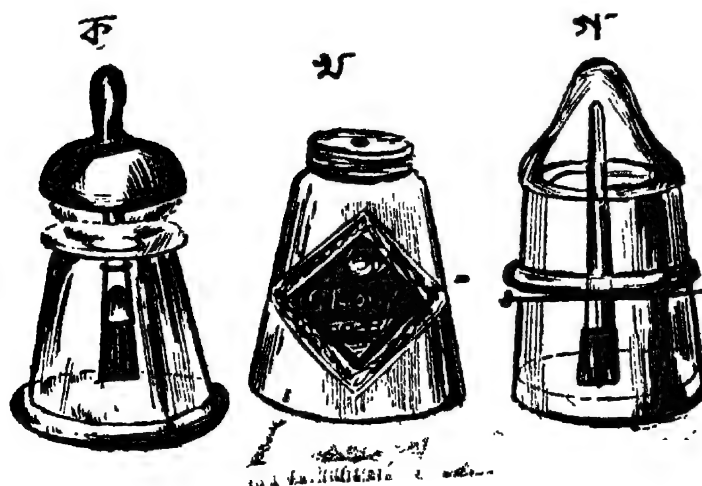
বলা বাহুল্য নমুনা দেখাইবার জন্যই আমরা এখানে এই তিন রকম শিশির ছবি দিলাম। ইহা ছাড়া আরও নানা প্রকারের ফ্যান্সি (fancy) শিশিতে আঠা ভরিয়া এ দেশে আমদানী হইতেছে এবং সকল বড় বড় আফিসে আদালতে,রাজা,মহা-রাজা ও জমিদারদের ষ্টেটে বিক্রয় হইতেছে। কয়েকটী বড় বড় ষ্টেশনারী দোকানের ক্যাটালগ্ দেখিলেও নানা রকম আঠার শিশির নমুনা দেখিতে পাইবেন। এই সকল নমুনা হইতে কোনও এক রকম শিশি পছন্দ করিয়া লইলে হয় অথবা এই সকল শিশি দেখিয়া নিজের মন হইতে একটা ডিজাইন কল্পনা করিয়া আঁকিয়া সেইরূপ শিশি কোনও কাঁচের কারখানা হইতে তৈরী করিয়া নিলেও চলিতে পারে। অর্থাৎ ইচ্ছা ও উদ্যম থাকিলে সবই হইতে পারে, কিন্তু আসল কথা হই-তেছে এই যে সে ইচ্ছা ও উদ্যম আমাদের যুবকেরা হারাইয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীই ইহার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী। কিন্তু বাঁচিতে হইলে আর শুধু শুইয়া স্বপ্ন দেখিলে চলিবে না কবি গাহিয়াছেন —

"আজকে যে তোর কাজ করা চাই
স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই"।

স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আজ বাঙ্গালী তাহার নিজের দেশে ভিখারী হইয়া ভিখ মাগিয়া বেড়াইতেছে। আজ স্বপ্ন ছাড়িয়া একবার বাস্ত-বের রাজত্বে দাঁড়াবার চেষ্টা করুন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

সেয়ার। সেয়ার!! সেয়ার!!!

বহুবিধ কোম্পানীর নানাপ্রকার সেয়ার আমার নিকট কেনা বেচা হয়। জুটমিল, চা-বাগিচা, কোল কোম্পানী, রেলওয়ে সেয়ার, কোম্পানীর কাগজ, ওয়ার বণ্ড, পোর্ট-ট্রাষ্ট এবং অন্যান্য নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ার কেনা বেচার দালালী করিয়া থাকি। কোনও সেয়ার কেনা অথবা বেচার দরকার থাকিলে এই পত্রিকার ম্যানেজারের কেয়ারে আমাকে পত্র লিখিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

SUNWAL DAS TANDON
Retired Chief Accountant of the Allahabad Bank Ltd.
C/o Manager, BYABOSHA-O-BANIJYA,
9-3 Romanath Majumdar Street,
CALCUTTA.

বোম্বাই প্রদেশে শিল্পের প্রসার

বোম্বাই প্রদেশের ইণ্ডাস্ট্রী ডিপার্টমেণ্ট ১৯২৫—২৬ সালে বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় কয়েকটী তৈলের কল ও তুলা কাটার কারখানা ব্যতীত কোন নূতন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে কিন্তু কল কব্জার দাম খুবই কম ছিল।

যাহা হউক কয়েকজন বিশিষ্ট ধনী ভদ্রলোক করাচীতে একটী তুলা হইতে সূতা তৈয়ারী ও কাপড়ের কল স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহস, উৎসাহ ও যথাযথ প্রয়োজনীয় সঠিক সংবাদ দেওয়ার জন্য ডিরেক্টর (অব ইণ্ডাস্ট্রী) গত ডিসেম্বর মাসে করাচীতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কি প্রণালীতে কার্য্য চলিতে পারে, কোন্ স্থানে মিল্ স্থাপন করা উচিৎ এবং কি ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা ডিরেক্টর মহোদয় অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে ইহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন যে একা একা এ কার্য্যে হাত না দিয়া লিমিটেড্ কোম্পানী ভাবেই কার্য্য চালান সুযুক্তি। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ঐ মিল চালাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মহাজন দিগের মধ্যে কয়েকজন ধনী এমন ভিরুস্বভাব ছিলেন যে তাঁহারা কোন ক্রমেই এই কার্য্যে টাকা ব্যয় করিতে সাহসী হয়েন নাই; সুতরাং মিলটীও আর গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। করাচীতে অনেক বড় বড় ধনী মহাজন আছেন এবং ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন ফেলিয়া তাঁহারা অনেক বৃহৎ বৃহৎ ফ্যাক্টরী ও মিল স্থাপন করিতে পারেন; কিন্তু ভীরুতা ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস থাকার দরুণ কোন মহৎ ইচ্ছাও কার্য্যে পরিণত হইতেছে না।

সে যাহা হউক অদূর ভবিষ্যতে করাচীতে তুলার কারবার খুবই জমকাইয়া উঠিবে, সেরূপ সূচনা এখন হইতেই দেখা যাইতেছে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে ইহার মধ্যেই তুলার প্রেসিং ফ্যাক্টরী (prassing factory) বাড়িয়া যাইতেছে। এখান হইতে করাচিতে মাল চালান হইবে। ইত্যাদি কারণে করাচীতে লোক সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে করাচিতে ২০০০০০ লক্ষের উপরও লোক বাস করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে করাচীতে ব্যবসার প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে।

ইহা ব্যতীত করাচীতে আরও একটী ব্যবসার দিক্ দেখিবার আছে; সেটা হইতেছে মৎস্যের ব্যবসা। সিন্ধুতে মাক্রান্ উপকূলে যথেষ্ট মৎস্য পাওয়া যায়; সুতরাং এখান হইতে বর্ত্তমান কালোপযোগী উপায়ে মৎস্য চালান দিলে বেশ মোটা লাভ পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ দিকে কাহারও তেমন লক্ষ্য নাই। এখান হইতে মৎস্যের ব্যবসা চালাইয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন

করা যায়, কিন্তু ইহার সন্ধান এখনও কেহ পায় নাই। এখান হইতে অতি সামান্য মৎস্যই দেশ বিদেশে রপ্তানী করা হয়। অনেকের বিশ্বাস যে বোম্বাই উপকূলে যে পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা করাচী ও মাক্‌রান্ উপকূলের চারিদিকে খুব বেশী পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়; এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য ধরিতে, রক্ষা করিতে ও চালান দিতে পারিলে যে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এখন যদি কোন ধনী মহাজন এই দিকে টাকা ফেলিতে পারেন, এবং সাহস করিয়া কাজে নামিতে পারেন তাহা হইলে যে বিপুল অর্থ পাওয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। আশাকরি বাঙ্গালীরও এই দিকে দৃষ্টি পড়িবে।

বম্বে প্রেসিডেন্সীতে গ্লাস্ ফ্যাক্টরী

মহাযুদ্ধের সময় সকল জিনীষেরই দাম বাড়িয়া গিয়াছিল; কারণ বিদেশ হইতে খুব কম পরিমাণেই মাল ভারতে আমদানী হইয়াছিল। সুতরাং এই মহাযুদ্ধের সময় বোম্বাই প্রদেশে অনেক গ্লাস ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছিল। তখন এই সকল ফ্যাক্টরী স্থাপিত হওয়ায় দেশের অনেক উপকার হইয়াছে; কারণ যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে গ্লাস দরকার অনুযায়ী আমদানী না হওয়ায় ভারতে গ্লাসের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছিল; সুতরাং এই সময় দেশী গ্লাস ফ্যাক্টরী স্থাপিত হওয়ায় সাধারণের অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে মাল এদেশে আমদানি হইতে লাগিল এবং খুব সস্তাদরে বিক্রয় হইল। দেশী ফ্যাক্টরীগুলি কোনক্রমেই এত সস্তাদরে মাল ছাড়িতে পারিল না; সুতরাং এই সকল বিদেশী ফ্যাক্টরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়া অনেক দেশী ফ্যাক্টরীই কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইল।

যাহাহউক বর্ত্তমানে বোম্বাই প্রদেশে মাত্র তিনটী গ্লাস ফ্যাক্টরী এখনও টিকিয়া আছে। এই তিনটী গ্লাস ফ্যাক্টরীর নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

1. The Ogalewadi Glass Works, ogalewadi (Satara district)
2. The Paisa Fund Glass Works, Talegaum (Poona District)
3. The National Glass Works, Mazagaum, Bombay.

এই তিনটী গ্লাস ফ্যাক্টরীর মধ্যে প্রথমটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার কাজও খুব ভাল চলিতেছে। এই ফ্যাক্টরীতে আলোর যাবতীয় কাঁচ ও কাঁচের বোতল ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল দ্রব্যাদির কাট্‌তিও খুব বেশী হইতেছে। এই ফ্যাক্টরীর যে সকল ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত এবং কার্য্যক্ষম। ইঁহাদের মধ্যে মিঃ জি, পি, ওগেল, ১৯২২ খৃঃ অব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি লইয়া এই বিষয়টী শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তারপর এই বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া তিনি বোম্বাই প্রদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং ওগালেওয়াদী গ্লাস ফ্যাক্টরীর অনেক উন্নতি সাধন করেন। ইহার পর পুনরায় তিনি নিজের খরচে ১৯২৪ সনে ইউরোপ গমন করেন। গত বৎসর তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া দেশে আসিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়াই প্রস্তাব করিয়াছেন যে এমন লণ্ঠন তৈয়ারী করিতে

হইবে যাহা ঝড়ে নিভিয়া না যায়। ইহা ব্যতীত তিনি আরও কয়েক প্রকার উন্নত প্রণালীর কার্য্যের কথা বলিয়াছেন।

এই ফ্যাক্টরীর সহিত একটা এনামেলের ডিপার্টমেণ্টও খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাতে কাজ বেশ ভালই হইতেছে।

পইস্কা ফাণ্ড গ্লাস ওয়ার্কস্—

এই ওয়র্কসের কার্য্যও মন্দ চলিতেছে না; সম্প্রতি ইহাতে মৃৎ শিল্পের একটী সেক্‌সন যোগ করা হইয়াছে। এই ফ্যাক্টরী হইতে, যথেষ্ট পরিমাণে লণ্ঠন ও চিমনীর কাঁচ প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু ইহাতেও বিদেশ হইতে আমদানী কাঁচের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বিদেশ হইতে যে হারিকেন লণ্ঠনের কাঁচ আসিতেছে তাহা বোম্বাইতেই বিক্রয় হইতেছে; দেড় টাকা করিয়া ডজন। কিন্তু দেশী ফ্যাক্টরী কোনক্রমেই ঐ দেড়টাকায় একডজন হারিকেন লণ্ঠনের কাঁচ বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। যাহা হউক এই ফ্যাক্টরীতে একটী বেশ ভাল কাজ হইতেছে, কতকগুলি যুবক এখানে গ্লাস সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার কার্য্য শিখিতেছে।

প্রভাকর ল্যাণ্টার্ণ ফ্যাক্টরী

বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে। ইহার কার্য্য বেশ সুন্দরভাবে চলিতেছে। ইহার সমস্ত মেসিন, কল কব্জা বর্ত্তমান কালোপযোগী সুনিয়ন্ত্রিত। আমেরিকা ও জার্ম্মাণী হইতে বর্ত্তমানে যেরূপ হারিকেনের কাঁচ আমদানী হইতেছে, ঠিক সেই ধরণের কাঁচ প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এই ফ্যাক্টরীতে যে লণ্ঠন তৈয়ার হইতেছে তাহা বেশ মজবুত। ইহাতে আশা করা যায় যে বিদেশ হইতে যে লণ্ঠন আমদানী হয় এবং তাহা যে দরে বিক্রয় করা হয়, এই ফ্যাক্টরীর লণ্ঠনও দেখিতে ঠিক সেইরূপ হইয়াছে এবং দরও উহার সহিত সমান আছে। এখন সস্তায় কি করিয়া টিনের লণ্ঠন, বিদেশ হইতে আমদানী লণ্ঠনের ন্যায় তৈয়ারী ও বিক্রয় করা যাইতে পারে সে বিষয় এই ফ্যাক্টরীতে পরীক্ষা চলিতেছে। এই রকম লণ্ঠনের চাহিদা সহর ও পল্লীগ্রামে খুবই আছে। সুতরাং যাহাতে নিরাপদে এই সকল লণ্ঠন কাঁচ সমেত সর্ব্বত্র দূরদেশে প্রেরিত হইতে পারে সে জন্য প্যাকেট প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছেন ওগেল গ্লাস ওয়ার্কস্ লিঃ।

এই লণ্ঠন, ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স্ ডিপার্টমেণ্ট, পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট এবং বম্বে মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং ইঁহারা অনেকে এই লণ্ঠন ব্যবহারও করিতেছেন।

বোম্বাই-প্রদেশে পেণ্ট ও বার্ণিশের কারখানা।

বর্ত্তমানে বোম্বাই প্রদেশে চারিটী পেণ্টের কারখানা আছে। মহাযুদ্ধের সময় যখন বিদেশ হইতে পেণ্ট ও বার্ণিশের আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তজ্জন্য ইহার দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল তখন বোম্বাই প্রদেশে অনেকগুলি পেণ্ট বার্ণিশের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং অনেক পরিমাণে এই অভাব দূর হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর অন্যান্য দেশীয় শিল্পের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, পেণ্ট ও বার্ণিশের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। যুদ্ধ অবসানের পর হইতেই বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে পেণ্ট ও বার্ণিশ আমদানী

হইতেছে এবং বিদেশীয়দিগের সহিত এইরূপ ভীষণ প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানই এই সকল দেশীয় কারখানার মালিকদের পক্ষে অতীব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্যারেলে (বম্বে) যে গাহাগান পেণ্ট এণ্ড ভারনিস্ ফ্যাক্টরী আছে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিবিধ প্রকার পেণ্ট ও বার্ণিশ উৎপন্ন হয়; এবং ঐস্থানে যে পরিমাণে পেণ্ট ও বার্ণিশ ব্যবহৃত হয় তাহা এই একটী কারখানা হইতেই সঙ্কুলান হয়।

বোম্বের নিকট থার রোডে কে. ভি, রেন্ পেণ্ট ওয়ার্কস্ আছে তাহাতেও বিবিধ প্রকার পেণ্ট ও বার্ণিশ তৈয়ার হয়।

বিজাপুর মহালক্ষ্মী কোম্পানীর বোম্বাই প্রদেশে যে বৃহৎ তেলের কল আছে তাহার সহিত একটী পেণ্ট ফ্যাক্টরী যোগ করা হইয়াছে। ইহা হইতেও সুন্দর পেণ্ট তৈয়ার হয়। কিন্তু এই ফ্যাক্টরী হইতে খুব কমই মাল উৎপন্ন হয়।

থানার নিকটে মুল্যাণ্ডে যে পাওনিয়ার পেণ্ট নামক পেণ্ট ও বার্ণিশের কারখানা ছিল তাহাতে অত্যন্ত লোকসান হওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে অন্যান্য আরও কয়েকটী ফ্যাক্টরীর অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যদি সত্বর এই সকল ফ্যাক্টরীকে সাহায্য দানের কোনও বন্দোবস্ত করা না হয় তাহা হইলে বাকি ফ্যাক্টরীগুলিও শীঘ্র উঠিয়া যাইবে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

গভর্ণমেণ্ট, পাবলিক ওয়ার্কস্ ও রেলওয়ের জন্যই বেশী পেণ্ট ও বার্ণিশ দরকার হয়। সুতরাং এই সকল কারখানা যাহাতে বিদেশীয়দের সহিত প্রতিযোগিতায় ধ্বংস না হইয়া তিষ্টিয়া থাকিতে পারে সে দিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

বোম্বাই প্রদেশে ম্যাচ ফ্যাক্টরী

১৯২৫—২৬

বোম্বাই প্রদেশে বর্ত্তমানে পনেরটি দিয়াশলাই এর ফ্যাক্টরী আছে। সম্প্রতি আর দুইটী ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী এই প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে। কুর্লায় অশদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী এবং বরিভলিতে, বরিভলি ম্যাচ ফ্যাক্টরী। এই দুইটী ফ্যাক্টরীর মালিক জাপানী। যাহা হউক এ প্রদেশে যে সকল ম্যাচ ফ্যাক্টরী আছে তাহাতে দৈনিক ৫০০০ লোক কার্য্য করিতেছে। এই সকল ফ্যাক্টরী হইতে বৎসরে আনুমানিক ৪০ লক্ষ গ্রোস বাক্স প্রস্তুত হইবে। দুই তিনটী ফ্যাক্টরী কেবলমাত্র এই প্রদেশের বন হইতে কাঠ ব্যবহার করে। কিন্তু তা ছাড়া বাদ বাকী ফ্যাক্টরীগুলি সুইডেন, জাপান ও রুশিয়া হইতে কাঠ খরিদ করে।

যাহা হউক বোম্বাই প্রদেশে এতগুলি ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী থাকিলেও বিদেশ হইতে কিন্তু ম্যাচ আমদানীর পরিমাণ কিছু মাত্র কমে নাই। প্রতি বৎসর কি পরিমাণ ম্যাচ বাক্স বিদেশ হইতে বোম্বাই ও করাচী বন্দর দিয়া এই প্রদেশে আমদানী হইয়াছে তাহার পাঁচ বৎসরের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

বৎসর	বম্বে। কত লক্ষ গ্রোস বাক্স	বম্বে। মূল্য লক্ষ টাকা হিঃ	করাচি। কত লক্ষ গ্রোস বাক্স	করাচি। মূল্য লক্ষ টাকা হিঃ
১৯২১—২২	৬৬	৯৩	০.৮৬	১
১৯২২—২৩	৪৯	৭০	৬	৯
১৯২৩—২৪	৪৮	৫৩	১৩	১৭
১৯২৪—২৫	২৫	২৪	৯	১১
১৯২৫—২৬	২৫	২৪	১৩	১৪

আলোচ্য বর্ষে বিদেশ হইতে ১০০০০ টন কাঠ (ম্যাচের জন্য) এই প্রদেশে আমদানী হইয়াছিল। ইহার মূল্য ৮১৬১৩৮৲ টাকা। কিন্তু সরকারী বন বিভাগ হইতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে দেশীয় বন হইতেও প্রচুর পরিমাণে কাঠ সরবরাহ করা হইয়াছে। কোন্ কোন্ ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীতে দেশীয় বন বিভাগ হইতে কি পরিমাণে কাঠ্ সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

	টন হিঃ
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ্ কোং	১৩২১
গুজরাট্ ইস্‌লাম ম্যাচ্ কোং	৫২০
করম ম্যাচ্ কোং	৪৯০
সান্তা ক্রাজ্ ম্যাচ্ কোং	২০০
বেলগাঁও ম্যাচ্ কোং	১৪
	মোট—২৫৪৫ টন

উপরে যে হিসাব দেওয়া গেল তাহাতে দেখা যাইতেছে যে বন বিভাগ কর্ত্তৃক ২৫৪৫ টন কাঠ সরবরাহ করা হইয়াছে; কিন্তু এ দিকে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমস্ত ফ্যাক্টরীতে সমান কাজ চলিলে বৎসরে আনুমানিক ২০০০০ টন কাঠের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই বাদ্‌বাকী আঠার হাজার আন্দাজ টন কাঠ যাহাতে সরবরাহ করা যাইতে পারে তাহার জন্য সরকারী বন বিভাগ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমানে কাঠের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে এবং মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশে ফ্যাক্টরীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিলে কাঠের চাহিদাও দ্রুত গতিতে বাড়িয়া যাইবে। আর একটা দিক্ দেখিবার আছে। বিদেশ হইতে যে কাঠ আমদানী হয় তাহার তুলনায় দেশীয় কাঠ নিকৃষ্ট। সুতরাং যাহাতে বিদেশীর ন্যায় উৎকৃষ্ট কাঠ সংবরাহ করিতে পারা যায় তাহার জন্য পরীক্ষা চলিতেছে।

এই প্রদেশে ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীতে যেরূপ কার্য্য চলিতেছে এবং চিরস্থায়ীরূপে কার্য্য করিবার সূচনা হইয়াছে তাহাতে দেশীয় বনে, যাহাতে ম্যাচের জন্য ব্যবহৃত কাঠগুলি রক্ষা পায় এবং তাহা কেহ পুড়াইয়া বা অন্য কোন বৃথা কাজে নষ্ট করিতে না পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা বন বিভাগের বিশেষ দরকার। এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে আর কাঠের জন্য বিদেশীয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না।

যাহা হউক এই সকল ফ্যাক্টরী স্থাপিত হওয়ায় ঐ প্রদেশের অনেক বেকার লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে। খালি ম্যাচ্ বক্স ও লেবেল ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য ফ্যাক্টরী হইতে নিয়মিত মাল মশলা বেকার লোক বা বিধবা স্ত্রী লোকদের দেওয়া হয়। তাঁহারা অবসর সময়ে এই সকল কার্য্য করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে একজন যুবক দৈনিক ৭০০শত হইতে ৮০০ শত বাক্স তৈয়ার করিতে পারে; এবং গৃহের অন্যান্য পরিবার বর্গের সাহায্য লইয়া সে প্রায় হাজারের উপরও দিয়াশলাই বাক্স তৈয়ার করিতে পারে। হাজার বাক্স তৈয়ার করিলে ১৲ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়; সুতরাং ইহাতেও লাভ মন্দ নয়। দিনে সংসারের নানাবিধ আবশ্যকীয় কাজ কর্ম্ম করিয়া মাসে অন্ততঃ ৩০৲টী টাকা উপার্জ্জন করা যায়; এবং এই প্রদেশে অনেকে এই কার্য্যটীকে কুটীর শিল্পরূপে গ্রহণ করিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতেছে

জাপান বা অন্যান্য দেশ হইতে যে দিয়াশলাই আমদানী হয় তাহা এরূপ সস্তাদরে বিক্রয় হইতেছিল যে দেশীয় ফ্যাক্টরীগুলি সেরূপ দরে কোন ক্রমেই দিয়াশলাই বিক্রয় করিতে পারিতেছিল না ; কিন্তু আলোচ্যবর্ষে এই প্রদেশের ফ্যাক্টরীগুলি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি প্রতি গ্রোস দিয়াশলাই ১।৴০ আনায় বিক্রয় হইতেছে ; কিছুদিন আগে ইহা ১৸০ আনা করিয়া গ্রোস বিক্রয় হইয়াছিল।

বাংলার দিয়াশলাই শিল্প।

গত চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে অনেকগুলি ছোট বড় দিয়াশলাইয়ের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ছোট কারখানাগুলির মধ্যে কোন কোনটী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া থাকে ; আর কতকগুলিতে আদৌ যন্ত্রপাতির ব্যবহার নাই। বড় কারখানাগুলিতে সকল কার্য্যই বিদ্যুৎ বা বাষ্প চালিত কলে নিষ্পন্ন হয়।

বড় কারখানাগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে ঐগুলির অধিকাংশই বৈদেশিক মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৈদেশিকদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। কাজেই ঐ সমস্ত কারখানার দিয়াশলাইগুলি এদেশে প্রস্তুত হইলেও প্রকৃতপক্ষে দেশী দিয়াশলাই নহে। ঐ সমস্ত কারখানা স্থাপিত হওয়ায় আমাদের দেশের বিন্দুমাত্র লাভ নাই বরং যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, এবং সত্য কথা বলিতে গেলে, বিদেশ হইতে আনীত "বিদেশী" দিয়াশলাই আমাদের যতখানি ক্ষতি করিতেছে এই সমস্ত স্বদেশে প্রস্তুত "বিদেশী" দিয়াশলাই হইতে ক্ষতির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। কেন না—

ভারতবাসীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত বড় কারখানার সংখ্যা তিন চারিটীর বেশী হইবে না, কিন্তু ছোট কারাখানার প্রায় সকলগুলিই বাঙালীর। অথচ এইগুলিকে বড়দের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাইয়া নানাবিধ অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে। এই অসুবিধাসমূহ দূর করিতে না পারিলে বাংলার দিয়াশলাই শিল্পের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন "ছোটকে বাঁচাইতে গিয়া বড়কে পঙ্গু করিও না। বরং বড়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছোটকে ধ্বংস করিলেও ক্ষতি নাই।" তাঁহাদের মতে বড় বড় কল কারখানা স্থাপিত না হইলে দেশের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

আমাদের মতে দেশের উন্নতি-কল্পে বড় বড় কল কারখানার প্রবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু ছোটকে ধ্বংস করিয়া বড়র বাঁচিয়া থাকায় লাভ নাই। বিশেষতঃ আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গৃহশিল্পকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় কারখানার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিবার জন্য ছোট ছোট দিয়াশলাই কারখানা-গুলিকে সহায়তা করিলেই যথেষ্ট হইবে না, দিয়াশলাই প্রস্তুত করাটা যাহাতে গৃহশিল্প হিসাবে বাংলার লোক গ্রহণ করিতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ—

১। এক গৃহশিল্প হিসাবে দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে পারিলেই দেশবাসী প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হইবে। কেন না এই দরিদ্র দেশে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করিবার মত অর্থ কোথায়? আর শুধু কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার মত পুঁজি থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না—তাহাদিগকে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। সে প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করা বড় সহজ কথা নহে। কাজেই বড় বড় কলকারখানায় দিকে ঝোঁক দিলে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় দিয়াশলাই শিল্প ও দেশের লোকের হাতে না আসিয়া বৈদেশিকের করতলগত হইয়া যাইবে।

২। গৃহশিল্প হিসাবে দিয়াশলাই শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে। দিয়াশলাই শিল্পটীকে নানা অংশে বিভক্ত করা যায়। কাঠি তৈয়ারি করা, বাক্স তৈয়ারি করা, কাঠি ও বাক্সের গায় বারুদ লাগান, লেবেল আঁটা, প্যাক করা প্রভৃতি ইহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের প্রত্যেকটীকে এক একটী স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা যায়। দিয়াশলাই শিল্পের বিস্তৃতির সঙ্গে অজস্র লোক কাজ পাইবে।

ফ্যাক্টরীতে এক উচ্চ শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার আর এক অশিক্ষিত কুলী বা দিন মজুরেরাই কাজ করিতে পারে। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থের পক্ষে ফ্যাক্টরীর কাজে আত্মনিয়োগ করা একরূপ অসম্ভব।

কিন্তু গৃহশিল্প হিসাবে দিয়াশলাই শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে ভদ্রগৃহস্থ শ্রেণীই ইহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইবেন; যে সমস্ত "ভদ্রলোক" সম্মান হানির ভয়ে এবং অসমর্থতা-প্রযুক্ত দৈহিক পরিশ্রম করিতে নারাজ, অথচ চাকুরীর বাজার মন্দা বলিয়া কেরাণীর কাজ ও যোগাড় করিতে পারে না, তাঁহারা নামমাত্র মূলধন লইয়া দিয়াশলাইয়ের কোন একটী উপাদান (বাক্স, কাঠি ইত্যাদি) নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন। ইহা লাভজনক ব্যবসায়। অথচ গৃহে বসিয়াই এ ব্যবসায় চালান যাইতে পারে।

দিয়াশলাই-শিল্পের আর একটী সুবিধা এই যে ইহার কোন কাজই বিশেষ কঠিন নহে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ দিয়াশলাইয়ের কারখানাতেই স্ত্রীলোক ও বালক মজুরের সংখ্যাই বেশী। এমন কি কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ উল্টাডাঙ্গায় অনেক ভদ্র পরিবার অবসর সময়ে গৃহে বসিয়া কারখানা-ওয়ালাদের কাজ করিয়া দিয়া পয়সা রোজগার করিয়া থাকেন। কাজেই বালক ও স্ত্রীলোকেরা যে কাজ করিতে অসুবিধা বোধ করে না, শিক্ষিত উদ্যমী যুবকেরা সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে যে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৩। গৃহশিল্প হিসাবে দিয়াশলাই-শিল্পের

প্রবর্ত্তন হইলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কেননা দেশের মধ্যে এমন অসংখ্য বালক, স্ত্রীলোক বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা জাতীয় ধনোৎপাদনে বিন্দুমাত্র সহায়তা করে না। আর্থিক হিসাবে ইহারা মৃত। গৃহশিল্প হিসাবে দিয়াশলাই শিল্পের পত্তন করিতে পারিলে এই সমস্ত অক্ষম ব্যক্তিও গৃহে বা গৃহসন্নিকটস্থ কারখানায় বসিয়া কাজ করিতে পারিবে।

৪। চতুর্থতঃ ভারত বর্ষের শিক্ষা এবং সভ্যতা কারখানা বাদের নিতান্ত পরিপন্থী এবং গৃহশিল্পের একান্ত অনুকূল। কারখানা স্থাপনের ফলে ইহার আনুষঙ্গিক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাতে ভারতবাসী সুস্থ শরীর ও মনে টিকিয়া থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। তাহারা আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া গৃহ হইতে দূরে ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে কষ্ট বোধ করে। আর বস্তুতঃই গ্রামের উন্মুক্ত বাতাসে থাকিয়া স্ত্রী পুত্রের মধ্যে শান্তিময় আবহাওয়ায় কাজ করিলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য যেরূপ অটুট থাকিবার সম্ভাবনা ফ্যাক্টরীর দূষিত বাতাসে থাকিয়া সেরূপ স্বাস্থ্য লাভ করা অসম্ভব।

যাহা হউক এই সমস্ত কারণে দিয়াশলাই শিল্প যাহাতে কুটীর শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

এখন কথা হইতেছে—দিয়াশলাই শিল্পকে কুটীর শিল্প হিসাবে প্রবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে—তাহা যেন সাব্যস্তই হইল, কিন্তু উহার কুটীর শিল্প হিসাবে টিকিয়া থাকা সম্ভব কি?

এইবারে সেই কথাই আলোচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি—গৃহশিল্পের নাম শুনিয়াই কেহ যেন বুঝিয়া না বসেন যে ইহাতে কোন প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে হয় না। বর্ত্তমানে ক্ষুদ্রকায় কারখানাকেই গৃহশিল্পের আদর্শ ধরা উচিৎ। বিশেষতঃ ঘরে ঘরে চরকা চালাইয়া যেমন আবশ্যক মত সূতা তৈয়ারী করা যায়, সেই রূপ ভাবে ঘরে ঘরে প্রয়োজনানুযায়ী দিয়াশলাই প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে। সূতা কাটাকে কেহ পেশারূপে গ্রহণ করিতে পারে না; কেননা উহাতে পেট ভরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দিয়াশলাই প্রস্তুত করাটাকে পেশারূপে গ্রহণ করা চলে। বিশেষতঃ দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে হইলে কিছু মূলধনের প্রয়োজন। প্রত্যেক গৃহস্থই কিছু আর আবশ্যক মত মূলধন নিয়োগ করিতে পারে না—কেননা তাহাদের সে সামর্থ্য নাই। কাজেই, হয় একজন অপেক্ষাকৃত অবস্থাবান গৃহস্থ ক্ষুদ্র কারখানা খুলিয়া প্রতিবাসী গৃহস্থগণকে তাহার কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, না হয় পাঁচজন গৃহস্থকে মিলিয়া সম্মিলিত মূলধনে এক একটী ছোট খাট কারখানা খুলিতে হইবে।

গৃহশিল্প বলিয়াই যে সকল প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ এমন কোন কথা নাই। বরং আদৌ যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করিলে যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করা হইবে। নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত এবং আত্মরক্ষায় অপটু করিয়া তোলা হইবে। যুগ যুগ তপস্যার ফলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের কাজ সহজে এবং দ্রুত নিষ্পন্ন করিবার জন্য। সেই তপস্যার ফল হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? বলিবে যন্ত্রপাতি বর্জ্জন করিতেছি, উহারা পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক বলিয়া"; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যন্ত্রপাতি কারখানা বাদের অনুকূল হইলেও, সকল

যন্ত্রই কি গৃহশিল্পের পরিপন্থী ? আর যন্ত্রের সহিত অসহযোগিতা করিলেই কি গৃহশিল্প টিকিতে পারে ? তুমি ঘরে বসিয়া সূতা তৈয়ারি করিতেছ, কাপড় প্রস্তুত করিতেছ—তুমি বলিবে "আমার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কি ?" কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র চরকাটী, ঐ টাকু, ঐ মাকু, ঐ তাঁত ঐগুলি কি যন্ত্র নয় ? ঐগুলি ব্যবহার করিতে যখন আপত্তি নাই তখন অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে আপত্তি কি ?

তাহা হইলে, দেখা যাইতেছে গৃহশিল্পবাদীদের বিবাদ কলের সহিত নয়—বিবাদ কারখানার সহিত। এক একটী কারখানা খুলিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। সে বিপুল অর্থ জন সাধারণের নাই। কয়েকজন পুঁজিপতি আবশ্যক মত অর্থ যোগাইয়া কারখানার মালিক হইয়া বসে। ফলে সমস্ত শিল্পটি তাহাদের করায়ত্ত হইয়া যায় এবং মজুরকে বঞ্চিত করিয়া তাহারা সমস্ত মুনফা ভোগ করিবার সুযোগ লাভ করে। কলকারখানার দূষিত আবহাওয়ায় মজুরদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। এইরূপে সমষ্টির স্বার্থ পদদলিত করিয়া ব্যষ্টির হিতসাধনে রত হয় বলিয়াই না কারখানার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু এস্থলে কারখানা বলিতে বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত বিপুলকায় ফ্যাক্টরী বুঝাইতেছে। কারখানা বলিতে ঐ বিপুলকায় ফ্যাক্টরী না বুঝাইয়া উহার অর্থ যদি আর একটু সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্র সংস্করণের কারখানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার আর কিছুই থাকিবে না।

কলিকাতার উপকণ্ঠে যে ছোট ছোট দিয়াশলাই এর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে সেগুলি এই ধরণের কারখানা।

গত ১৯২৫-২৬ সালে এক বোম্বাই বন্দর দিয়াই ২৪২৯৬০৩ টাকার বিদেশী দিয়াশলাই ভারতে আমদানী হইয়াছিল। ১৯২৬-২৭ সালে আমদানির পরিমাণ কমিয়া ১৪৩৫৩১৯ টাকায় দাঁড়াইয়াছে বটে ; কিন্তু তথাপি দেখা যাইতেছে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ দিয়াশলাই প্রস্তুত হয় তাহা ভারতের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নহে। সুতরাং ভারতে প্রস্তুত দিয়াশলাই অপর দেশে পাঠাইয়া ঘরে টাকা আনিবার কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র ঘরের কড়ি ফেলিয়া বিদেশী দিয়াশলাই কেনা রদ করিতেই এখনও এদেশে অনেকগুলি কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবে না যে পর্য্যন্ত না আমরা এদেশে দিয়াশলাই শিল্পের উন্নতিপথের অন্তরায়গুলি আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রতিকার সাধনে সমর্থ হই। তাই বর্ত্তমানে এবিষয়ে যথাসাধ্য সম্যক ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বাংলার দিয়াশলাই শিল্পের উন্নতি পথে অন্তরায় ও তাহার প্রতীকার।

বাংলা দেশে যে সমস্ত ছোট ছোট দিয়াশলাইর কারখানা অবস্থিত তাহাদের অধিকাংশ গুলিতেই কাঠি ও বাক্স কিনিয়া উহা হইতে দিয়াশলাই তৈয়ারি করা হয়। উহাদের মধ্যে যেগুলি একটু বড় বড় তাহারা ফ্রেমে কাঠ ভরাইবার জন্য যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, আর ছোট গুলিতে সকল কাজই হস্তের দ্বারা নিষ্পন্ন করা হয়। যন্ত্র বর্জ্জিত এবং যন্ত্র ব্যবহারকারী এই উভয় প্রকার কারখানাতেই কিন্তু মাল উৎপাদনের খরচা অনেকটা একরূপ—গ্রোস্ প্রতি গড়ে ১৶০ হইতে ১।০ আনা পর্য্যন্ত।

পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত উল্টাডাঙ্গায়

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের কারখানাতে ১ গ্রোস দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে যে খরচা পড়ে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। বলাবাহুল্য প্রত্যেক কারখানার খরচা একরূপ নহে এবং সকল সময়ে খরচার বহর একরূপ থাকে না। তবে নিম্নের হিসাবটী গড়পড়তা হইলেও যতদূর সম্ভব নির্ভুল।

	যে সকল কারখানায় হাতে দিয়াই সকল কার্য্য করা হয়।	যে সকল কারখানায় কলে ফ্রেম আঁটা হয়।
১। কাঠি	৵০	।৵০
২। বাক্স	৵০	৵০
৩। কাগজ, লেবেল ও বারুদের রাসায়নিক পদার্থ সমূহ—	৵০	৵০
৪। ফ্রেম আঁটিবার খরচ	৵০	৻৫
৫। কাঠিগুলিকে প্যারাফিনে ডুবাইবার ও বারুদ লাগাইবার খরচ	৻১০	৻১০
৬। বাক্স বোঝাই করা	৴১০	৴০
৭। বাক্সে আঠা লাগান, কাগজ লাগান ইত্যাদি	৶৫	৶৫
৮। লেবল আঁটা	৻১০	৻১০
৯। ডজন ডজন করিয়া প্যাক করিবার খরচ	৻১০	৻১০
১০। অন্যান্য	৴০	৴০
মোট—	১৶৫	১৶১০

উল্লিখিত হিসাব পাঠে সকলেরই মনে হইতে পারে যে, যে সমস্ত কারখানায় frame filling machine ব্যবহৃত হয় তাহাদের কাঠির খরচা ।৵০ আনা; অথচ অন্য কারখানা গুলিকে কাঠির জন্য মাত্র ৵০ আনা খরচ করিতে হয়—এ কিরূপ! কিন্তু ইহার একটা গূঢ় কারণ আছে।

কলিকাতায় যে সমস্ত বড় বড় ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে সে গুলিতে নিজেদের অব্যবহার্য্য কাঠি সমূহ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে। যাহারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে তাহারা ঐ সমস্ত রদি মাল নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া লয়। কিন্তু যে সমস্ত কারখানাতে frame filling machine এর ব্যবহার আছে সেখানে ঐ খারাপ কাঠিতে কাজ চলে না। কেননা, ঐগুলি কলে ব্যবহার করিবার অযোগ্য। কাজেই তাহাদিগকে অধিক মূল্য দিয়াও ভাল কাঠি কিনিতে হয়। ইহাদিগকে কাঠি কিনিবার জন্য যেমন, একদিকে অধিক মূল্য দিতে হয়, অপর দিকে আবার ফ্রেম আঁটিবার ও বাক্সে কাঠি বোঝাই করিবার মজুরী কম পড়ে বলিয়া, মোট খরচা উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান থাকিয়া যায়।

যাহাহউক, উল্লিখিত দুই প্রকার কারখানার মধ্যে যেগুলিতে frame filling মেসীন ব্যবহৃত হয় সেইগুলিই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং উহাদের বড় বড় ফ্যাক্টরীর সহিত স্বাধীন প্রতিযোগিতা করিয়াও কিছুদিন টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু স্থানীয় বড় বড় ফ্যাক্টরীগুলি যদি তাহাদের অব্যবহার্য্য কাঠিগুলি সরবরাহ করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে যন্ত্রবর্জ্জিত ছোট কারখানাগুলির উঠিয়া যাওয়া ছাড়া উপায়ন্তর নাই।

যন্ত্রবর্জ্জিত কারখানাগুলির আরও একটা অসুবিধা এই যে, উহারা ফ্যাক্টরীর অব্যবহার্য্য কাঠিগুলি ব্যবহার করে বলিয়া উহাদের তৈয়ারী দিয়াশলাই দামের দিক দিয়া frame filling machine ব্যবহারকারী কারখানায় প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের সমান হইলেও গুণের দিক দিয়া উহাপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

(আগামীবারে সমাপ্য)

কাঠের পালিশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উপরে পালিশ লাগাইবার যে ব্যবস্থা দেওয়া গেল, তাহা কেবল সাধারণ ক্ষেত্রেই খাটিবে। আসবাবের পালিশটীকে অত্যুজ্জ্বল ও মনোরম করিতে হইলে সর্ব্বশেষে পিউমিস্ ষ্টোন্ দিয়া ঘসা আবশ্যক। ঘসিবার তেলের সহিত কিঞ্চিৎ পেট্রোলিয়াম্ বা উৎকৃষ্ট বেন্‌জাইন (Benzine) মিশ্রিত করিয়া উহাকে ঈষৎ পাৎলা করিয়া লও। তাহার পর একটী ছোট্ট পেন্ট ব্রাস উহাতে ডুবাইয়া আসবাবের বেঁক বা কার্ভিংগুলিতে উত্তমরূপে পেন্ট লাগাইয়া দাও। তৎপরে একখণ্ড নেকড়া ঐ তেলে ভিজাইয়া সমস্ত আয়তনের উপর দিয়া উহাকে বুলাইয়া লইয়া যাও এবং আর এক খণ্ড শুষ্ক নেকড়া দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া সমস্ত তেল সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া ফেল। কার্ভিং বা খোদাই করা স্থান হইতে সমস্ত তেল মুছিয়া ফেলিবার জন্য একটী পরিষ্কৃত ব্রুসও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইবার একখানি নরম নেকড়া এলকোহলে ভিজাইয়া উহা দ্বারা সমস্ত আসবাবটী মুছিয়া লইতে হইবে। এলকো-হলে বার্ণিশ গলিয়া যায়, কাজেই নেকড়াটীকে যতদূর সম্ভব দ্রুত অথচ আল্‌গাভাবে টানিয়া দেওয়া উচিত।

আসবাবে খুব সুন্দর ভাবে পালিশ তুলিতে হইলে প্রত্যেক পর্দ্দা বার্ণিশ লাগাইবার পর একবার করিয়া মাজিয়া লওয়া আবশ্যক। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন বার্ণিশ ব্যবহার করা উচিত যাহা মাজিলেও নষ্ট হইয়া যায় না।

যখন প্রথম পোঁচ বার্ণিশ বেশ শক্ত হইয়া উঠিবে তখন একখণ্ড পশমী বস্ত্র কিম্বা পুরাতন শিরীস কাগজ লইয়া উহা দ্বারা আস্তে আস্তে বার্ণিশ করা আয়তনটীকে মাজিয়া ফেল। তৎপরে একটী ঝাড়ন দ্বারা উহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দ্বিতীয় পোঁচ বার্ণিশ লাগাইয়া দাও। এই দ্বিতীয় পোঁচ বার্ণিশ প্রথম পোঁচ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পুরু করিয়া লাগান আবশ্যক। দ্বিতীয় পোঁচ লাগাইবার পর অন্ততঃ ত্রিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে; কেননা তৎপূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যাইবে না। উহা শুকাইয়া গেলে তৃতীয় পর্দ্দা বার্ণিশ লাগাইয়া দাও। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় পর্দ্দা শুকাইয়া যাইবার পর প্রথম বারের মত আসবাবটীকে মাজিয়া লওয়া আবশ্যক। শেষ পর্দ্দা বার্ণিশ সাধারণতঃ মাজিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে উহাও মাজা যাইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে মাজিবার প্রণালী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রণালীটী এইরূপ।

একখণ্ড সূতী বা পশমী কাপড় সংগ্রহ কর। ইহার পরিবর্ত্তে একখণ্ড ফেল্ট হইলেও চলিতে

পারে। যাহা হউক ইহার মুখে খানিকটা সূক্ষ্ম পিউমিস্ চূর্ণ লাগাইয়া উহা দ্বারা আসবাবটীর উপর ধীরে ঘসিতে থাক। কাঠের আঁশবরাবর সম্মুখে এবং পিছনদিকে হাত চালাইতে হইবে। নেকড়ার গায় পিউমিস্ প্রস্তর চূর্ণ লাগাইবার জন্য হাতের কাছে একটী ক্ষুদ্র পাত্রে খানিকটা সূক্ষ্ম পিউমিস্ চূর্ণ সামান্য জলে গুলিয়া রাখিলে ভাল হয়। বার্ণিশ মাজিবার সময় মাঝে মাঝে বাম হাত খানি ক্ষেত্রটীর উপর দিয়া বুলাইয়া লওয়া আবশ্যক। ইহাতে ক্ষেত্রটী সম্পূর্ণরূপে মসৃণ হইয়াছে কিনা বুঝা যাইবে। যাহা হউক. এইরূপে মাজিবার কাজ শেষ হইয়া গেলে একটী স্পঞ্জের সাহায্যে ক্ষেত্রটিকে জল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া ফেল। সর্ব্বশেষে একখণ্ড শ্যাময় চাম্‌ড়া দ্বারা ক্ষেত্রটীকে মাজিয়া ফেলিলেই সমস্ত কাজ শেষ হইয়া যাইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শেষ পর্দ্দা বার্ণিশ লাগাইবার পর প্রায়ই উহা মাজিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কোন কোন স্থলে উহা মাজিয়া লওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আমরা এইমাত্র উপরে যে প্রণালী বিবৃত করিলাম ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসবাবগুলি মাজা যাইতে পারে। তবে নিম্নে আরও একটী উৎকৃষ্টতর প্রয়োজনীয় কথা বলা গেল।

একটী অল্প অল্প ভিজা নেকড়ার মুখে খানিকটা চূর্ণীকৃত রটন-ষ্টোন লাগাইয়া ডান হাতের তালু দিয়া উহাকে আসবাবের উপর ঘসিতে থাক। পিউমিস্-ষ্টোন্ চূর্ণ যে ভাবে ঘসিতে বলা হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে ঘসিতে হইবে। হাত না সরিলে দুই ফোঁটা জলের ছিটা দেওয়া যাইতে পারে। ঘসিতে ঘসিতে ক্ষেত্রটী শুকাইয়া আসিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বার্ণিশও উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় হইয়া উঠিবে। তখন ইহা পেট্রোলিয়াম্ দিয়া ধুইয়া ফেলা আবশ্যক। পেট্রোলিয়ামের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টা ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়।

কাঁচা তিসির তেল	... ...	১ কোয়ার্ট
ভিনিগার	... ...	১ পাইট
সুগার বা	... ...	
এলকোহল	... ...	১ ”
এমোনিয়া	... ...	½ ”

রটন্ ষ্টোন্ ব্যবহার না করিয়া আইভরি ব্লাক ব্যবহার করিলেও ক্ষতি নাই। বরং ইহাতে আরও সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

একমাত্র স্পিরিট বার্ণিশেই নানারূপ রঙ্ ফলান যাইতে পারে। রজন বার্ণিশের প্রধান উপাদান বলিয়া সাধারণতঃ সকল বার্ণিশই রজনের স্বাভাবিক বর্ণানুযায়ী কখন হরিদ্রাভ কখন বাদামী এবং কখন লাল হইয়া থাকে। বস্তুতঃ খুব সতর্কতার সহিত উপাদান নির্ব্বাচন না করিলে রজন মিশ্রিত বর্ণহীন পালিশ পাইবার উপায় নাই। রঙ করা বার্ণিশ তৈয়ারী করিবার জন্য যে রজন ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে ড্রাগন্‌স্ ব্লড্ এবং পূর্ব্বোক্ত রজনের নামই উল্লেখযোগ্য।

চাঁচ গালা সংযুক্ত বার্ণিশকে কোন বর্ণবিশিষ্ট করিবার জন্য যদি ইহার সহিত এনিলিন (aniline) মিশাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বার্ণিশ প্রস্তুত করিবার সময় ব্লিচ্‌ড্ গালা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। প্রথমে বার্ণিশ তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়, পরে উহার সহিত এলকোহলে দ্রবীভূত এনিলিন মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক। উহা মিশ্রিত করিবার ফলে বেশী হওয়ায় বার্ণিশ যদি নিতান্ত পাতলা হইয়া যায় তাহা হইলে উহাকে একটু গরম করিয়া

লইলেই অনাবশ্যকীয় এলকোহল বাষ্পাকারে উপিয়া যাইবে। এনিলিনের পরিবর্ত্তে পিক্রিক এসিড (Picric acid) মিশাইলে বার্ণিশটী চমৎকার হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। আবার উহার সহিত কিঞ্চিৎ আইওডিন্ গ্রীণ্ (Iodine green) মিশ্রিত করিলে হরিদ্রাবর্ণ সুন্দর সবুজবর্ণে পরিণত হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পালিশ ও রঙ আলাদা ভাবে প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বশেষে একত্রে মিশ্রিত করা উচিত। বার্ণিশের সহিত এলুমিনা বর্জ্জিত প্রাসিয়েট অফ আয়রণ (Prussiate of iron free from alumina) মিশ্রিত করিলে উহার বর্ণ নীল এবং Acetate of Copper মিশ্রিত করিলে উহার রঙ সুন্দর সবুজ বর্ণ ধারণ করে। যাহা হউক, পালিশের রঙ যেরূপই হউক না কেন রঙ করা পালিশ মাত্রই খুব দ্রুত গতিতে আসবাবের গায় লাগাইয়া দিতে হয়। কেন না বেশী দেরী করিলে সকল স্থানের রঙ ঠিক একরূপ হইবে না ; কোন স্থানের রঙ গাঢ় এবং কোন স্থানের রঙ ঈষৎ ফিকা হইবার সম্ভাবনা।

প্রচুর পরিমাণে বার্ণিশ প্রস্তুত করিতে হইলে উহাকে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া লইবার আবশ্যক হয়। কিন্তু অল্প স্বল্প বার্ণিশ তৈয়ারি করিতে অতশত হাঙ্গামা নাই। যে সমস্ত বার্ণিশ প্রস্তুত করিতে অগ্নির উত্তাপের প্রয়োজন হয় না সেই সমস্ত বার্ণিশ তৈয়ারী করিবার সময় নিম্নলিখিত কথা কয়টী স্মরণ রাখিলে ভাল হয়।

বার্ণিশে ব্যবহৃত স্পিরিট উৎকৃষ্ট এবং পূর্ণ শক্তিবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

রজনগুলি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক এবং সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা বর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক।

রজনগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া এবং সম্ভব হইলে কাঁকরের মত চূর্ণ করিয়া স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করা উচিত। কেননা রজনের খণ্ডগুলি খুব বড় থাকিলে উহা স্পিরিটে গলিয়া যাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় ; এবং ময়দার মত করিয়া পিষিয়া ফেলিলে উহা সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায় বলিয়া এক্ষেত্রেও সেই একই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

খুব উৎকৃষ্ট এবং ৯০% বা ৯৫% শক্তিবিশিষ্ট মেথিলেটেড স্পিরিট পাওয়া যায় না, আবার পরিশুদ্ধ এলকোহলের দামও খুব বেশী ; কাজেই বাজারের সাধারণ মেথিলেটেড স্পিরিট সহজে কি ভাবে রেক্টিফাই করা যাইতে পারে তাহা জানিয়া রাখিলে ভাল হয়। এইজন্য পদ্ধতিটি নিম্নে দেওয়া হইল।

এমন একটি ব্লাডার সংগ্রহ কর যাহার টিস্যুগুলিতে আদৌ চর্ব্বি নাই। উহার মধ্যে মিথিলেটেড স্পিরিট পুরিয়া উহাকে একটী গরম স্থানে ঝুলাইয়া রাখ। মেথিলেটেড স্পিরিটের জলীয় অংশ ব্লাডার ভেদ করিয়া চুয়াইয়া পড়িবে। ফলে ভিতরের মেথিলেটেড স্পিরিটের শক্তিও বাড়িয়া যাইবে।

নূতন তেল-বার্ণিশ করা আসবাবের উপর অনেক সময় কেমন একটা ধোঁয়াটে ভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; পালিশের চাকচিক্য আর থাকেনা কেমন একটা কালিমার ছায়া ইহার ঔজ্জ্বল্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্ত্তনই এইরূপ ঘটিবার প্রধানতম কারণ। খুব উজ্জ্বল দিন আছে এমন সময় হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়িয়া গেলে আসবাবের পালিশ বাতাস হইতে অত্যধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ টানিয়া লয় এবং ইহাতেই পালিশের চাকচিক্য নষ্ট হইয়া যায়। পালিশের গায় সালফিউরিক এসিডের ধূম বা অন্য কোন প্রকারের ধূম লাগিলেও উহা বিবর্ণ

হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যাহাহউক যে কারণেই পালিশের রঙ ধোঁয়াটে হইয়া যাউক না কেন কিঞ্চিৎ তিসির তৈলের সহিত ভিনিগার মিশাইয়া উহা দ্বারা পালিশটীকে উত্তমরূপে মাজিয়া ফেলিলেই খুব সম্ভব পালিশ আবার পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল ও চাক্‌চিক্য বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে। আর যদি আসবাবের চাক্‌চিক্য খুব অল্পদিন নষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে আসবাবটীকে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিয়া শ্যাময়জ চামড়া দিয়া মাজিয়া ফেলিলেই যথেষ্ট।

উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াও যদি বিশেষ ফলোদয় না হয়, তাহা হইলে পিউমিস পাউডার সাহায্যে বার্ণিশের উপরের পর্দ্দা উঠাইয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার বার্ণিশ লাগানই উচিত।

এইত গেল বার্ণিশ মলিন বা খারাপ হইয়া গেলে তাহা প্রতিকার করিবার উপায়।

কিন্তু খারাপ হইয়া গেলে তাহার প্রতীকার করা অপেক্ষা যাহাতে আদৌ খারাপ হইয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

বার্ণিশের প্রথম পর্দ্দা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া না গেলে দ্বিতীয় পর্দ্দা বার্ণিশ লাগাইতে নাই। দ্বিতীয়তঃ বার্ণিশের গায় যাহাতে আদৌ জলীয় বাতাস না লাগে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক সময় বার্ণিশের প্রথম পর্দ্দা উত্তমরূপ শুকাইবার অবসর না দিয়া তাহার উপর দ্বিতীয় পর্দ্দা বার্ণিশ লাগান হয়; ফলে কিছুদিন যাইতে না যাইতেই বার্ণিশ ফাটিয়া উঠে। কাজেই এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়।

গ্রামোফোন্ ব্যবসায়ী এম, এল, সাহা।

বিখ্যাত গ্রামোফোন্ ব্যবসায়ী এম, এল, সাহা কোম্পানীর নাম শুনিয়াছেন অনেকেই; কিন্তু ইহার বৈচিত্র পূর্ণ ইতিহাসের খবর রাখেন কয়জন? আজ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের উপর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় যে প্রকাণ্ড বিপনিখানি নানাপ্রকার পণ্য সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একটী ছোট কুঁড়ে ঘরে কয়েকখানি গ্রামোফোন্ লইয়া তাহার পত্তন হয়। এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ৺মতিলাল সাহা একজন আফিসের কেরাণী ছিলেন। কিন্তু কেরাণীগিরিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভাবিয়া না লইয়া তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন—এই দাসত্ব

৬মতিলাল সাহা।

হইতে কেমন করিয়া মুক্তি পাওয়া যায়, কেমন করিয়া স্বাধীন ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে ?

আফিসের কাজ করিতে করিতেই তিনি একটী গ্রামোফোন্ কোম্পানীতে কাজ জুটাইয়া লইয়াছিলেন। গ্রামোফোন্ তখন এদেশে নূতন আমদানী হইয়াছে। আজ যেমন অনেক বাঙ্গালী কোম্পানীই গ্রামোফোনের ব্যবসায় করিতেছেন, তখন সেরূপ ছিল না। তখন সবে মাত্র ২।১টা ইংরাজ কোম্পানী গ্রামোফনের দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। মতিলাল যে কোম্পানীতে কাজ জুটাইয়া লইয়াছিলেন সেই কোম্পানীর অধ্যক্ষ মতিলালের কর্ম্মকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও সর্ব্বোপরি সততায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের এজেণ্ট করিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মতিলাল এতদিন এই ধরণেরই একটী সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভগবান সুযোগ মিলাইয়াছেন দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রামোফোন্ কোম্পানীর এজেন্সী লইতে সম্মত হইলেন। ভবিষ্যতে তিনি যে চঞ্চলা কমলাকে নিজগৃহে অচলা করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এইরূপে এখন হইতেই তাহার সূত্রপাত হইল।

এজেন্সী লইয়াই মতিবাবু চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালী চাকুরীগত প্রাণ। চাকুরী পাইলে তাহারা আর সহজে কিছুই করিতে চাহেনা। চাকুরীতে কোনই ঝঞ্ঝাট নাই কিন্তু ব্যবসায়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট। বিশেষতঃ চাকুরীতে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে মাহিনার টাকা (তাহা যতই কম হউক না কেন) নিয়মিত ভাবে পাইবার যেমন একটা পরম নিশ্চয়তা রহিয়াছে ব্যবসায়ে সেরূপ কিছুই পাইবার নিশ্চয়তা না থাকায় নিশ্চিন্তপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া নিতান্ত মুখের কথা নহে। কিন্তু উন্নতি করিতে গেলেই যে নিজের প্রতি বিশ্বাস ও সাহসের প্রয়োজন ইহা মতিলালের অবিদিত ছিল না; তবে তিনি চাকুরী ছাড়িয়া ব্যবসায় ধরিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

যাহাহউক বুকভরা আশা ও আকাঙ্খা লইয়া কেবল সততা ও নিজের শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ২৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে তিনি একটী ছোট্টঘরে কয়েকটী গ্রামোফোন্ সাজাইয়া বসিলেন। ক্রমে ক্রমে একে একে, দুয়ে দুয়ে তিনে তিনে তাঁহার দোকানে খরিদ্দার জুটিতে লাগিল। তিনি সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধুর আলাপ আপ্যায়নে ও সততায় সকলেই তাহার উপর পরিতুষ্ট হইলেন। শীঘ্রই বাজারে তাঁহার নাম বাজিয়া গেল।

বাজারে সুনামের মূল্য কতখানি তাহা ব্যবসায়ী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। বিখ্যাত ইংরাজ কবি সেক্সপীয়র তাঁহার সৃষ্ট একটা চরিত্রের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"যে ব্যক্তি আমার অর্থ অপহরণ করে, সে আমার কিছুই ক্ষতি করে না, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার সুনাম নষ্ট করে সে আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে—তাহার মত শত্রু আর নাই।" একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আবার ইহা ব্যক্তিগত জীবনে যতখানি সত্য, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সত্য। ব্যবসায় করিতে গেলে আর্থিক মূলধনের প্রয়োজন স্বীকার করি কিন্তু সুনামরূপ মূলধনের প্রয়োজনীয়তা তাহা অপেক্ষা একটুকুও অল্প নহে। এমন কি সুনামের অভাব থাকিলে অর্থাৎ দুর্নাম রটিয়া

গেলে, প্রচুর টাকা কড়ি মূলধন লইয়াও ব্যবসায়ে প্রসার লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

যাহা হউক এম্‌, এল, সাহা কোম্পানীর সুনাম প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুতগতিতে এই ব্যবসায় প্রসার লাভ করিতে লাগিল। এই সময়ে মতি বাবুর ভ্রাতা মানিকলাল বাবু মতিবাবুর সহিত একযোগে কাজ করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে হঠাৎ তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইহাতে ব্যবসায়ের উপর বিষম আঘাত লাগিল। মতিবাবু যদি দুর্ব্বলচেতা লোক হইতেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এ ধাক্কা সামলাইয়া লওয়া কঠিন হইত। কিন্তু তিনি দমিবার পাত্র নহেন। শোকাকুল হৃদয়েই তিনি দ্বিগুন উৎসাহে দোকানের কার্য্য পরিচালনায় মত দিলেন। দোকানের আয় ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

দোকান যখন ছোট্ট ছিল—আয় যখন অল্প ছিল—বিক্রয় যখন অল্প হইত, তখন ছোট একখানি ঘরই দোকানের কাজ চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন আর তাহাতে কুলাইয়া উঠে না। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দোকানের পরিসর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এখন মতিবাবু পূর্ব্বতন কুড়ে ঘর পরিত্যাগ করিয়া মাড্যানের বাড়ীর একতলায় একখানি প্রকাণ্ড ঘর ভাড়া লইয়া দোকান খুলিলেন। ক্রমে আর একখানি ঘর ত্রিতল পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভাড়া লইতে হইল।

মানুষের কপাল নদীর চরের ন্যায়। নদীর তটভূমি যেমন একবার ধ্বংস লইতে আরম্ভ করিলে আর রক্ষা নাই—সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুরমার হইয়া যায়, মানুষের বেলায়ও তেমনি যাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে উপর্য্যুপরি চারিদিক হইতে বিপদ আসিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। অপর পক্ষে নদী বুজিয়া চর বাঁধিতে আরম্ভ করিলে দু'চার দিনের মধ্যেই যেমন জল ভেদিয়া প্রকাণ্ড মাঠের সৃষ্টি হইয়া যায় যাহার কপাল খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারও তেমনি কোথা হইতে যে কেমন করিয়া উন্নতি হইতে থাকে তাহা কেহই বলিতে পারে না। মতিলালের তখন উঠতি সময়। কাজেই হু হু করিয়া সকল দিক দিয়াই তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল।
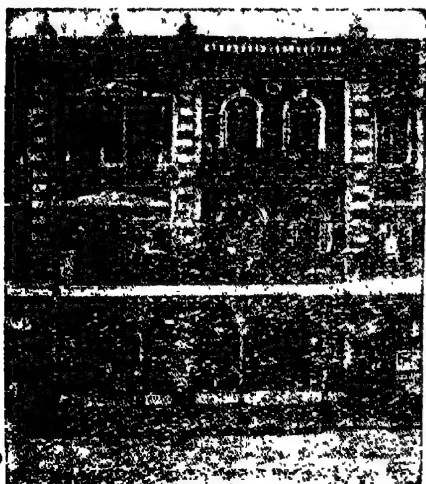
৫।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
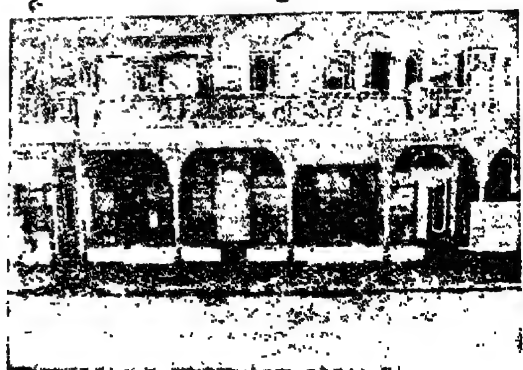
পুরোভাগের দৃশ্য।

এতদিন শুধু গ্রামোফোন ও বাদ্যযন্ত্রের দোকান ছিল ১৯১৩ সাল হইতে তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাইসিকেল আমদানী ও বিক্রয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে দেখা গেল গ্রামোফোন্ ব্যবসায়ী এম্ এল্ সাহা কোম্পানী সাইকেল ব্যবসাতেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।
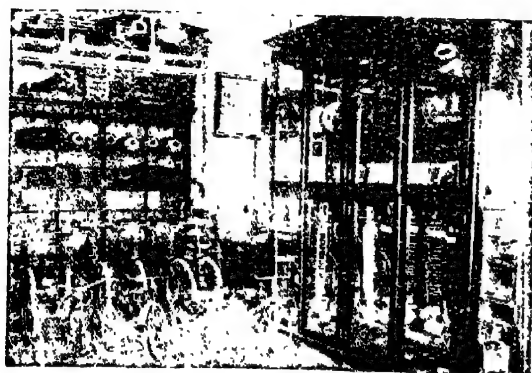
সাইকেল বিভাগ।

এম্ এল সাহা কোম্পানী কেবলমাত্র বাদ্যযন্ত্র ও বাইসিকেল ব্যবসায়েই নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন নাই। ফটোগ্রাফী ও বেতার বা wireless এর ব্যবসাতেও ইহারা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন।

এম্ এল্ সাহার কর্ম্মক্ষেত্র কেবল কলিকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় সহর ত বটেই এমন কি ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ, সিংহল এবং সুদূর আমেরিকাতেও ইঁহাদের ব্যবসায়ের সীমা বিস্তৃত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

মতিলাল সাহা এখন আর বাঁচিয়া নাই। ১৯২১ সালে তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সাহা এখন তাঁহার ব্যবসায়ের সত্বাধিকারী।

সে যাহা হউক মতিলাল সাহা বাঁচিয়া নাই বটে ; কিন্তু তাঁহার জীবনের আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া আছে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—এ কথাটা তিনি নিজের জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। নিঃসম্বল কেরাণী কেবল নিজের অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও সততাকে সম্বল করিয়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ
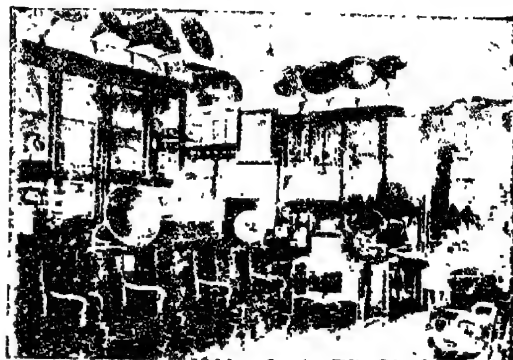
গ্রামোফোন বিভাগ।

করিতে সাহস করিয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যদি কেরাণীগিরিকেই একান্তভাবে আকড়াইয়া থাকিতেন তাহা হইলে কোথায় থাকিত আজ এম, এল্-সাহা কোম্পানী, আর কোথায় থাকিত আজ ধন-বল জন-বল। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিতে হইবে—অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে - মনে রাখিতে হইবে, নিজে নিজেকে সাহায্য না করিলে ঈশ্বর কখনই তাহাকে সাহায্য করেন না।

বাঙালী! বড় হইতে চাও যদি, আফিসের বড় বাবু হইবার ইচ্ছা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেল। কত ব্যবসায়ের রহিয়াছে—ছোট খাট ব্যবসায়ের অভাব নাই। সাহসে ভর করিয়া সেই সকল অবলম্বন কর দেখি, দেখিবে দারিদ্র্য ঘুচিয়া

গিয়াছে,অন্নের অভাব আর নাই। চোখের সম্মুখে সব জ্বলন্ত আদর্শ রহিয়াছে। হতাশ হইবার কারণ কি ?

শুনিতে পাই একদিন অসংখ্য অর্ণব পোত বাংলার পণ্য সম্ভার বক্ষে লইয়া ভারত-সাগরময় ঘুরিয়া বেড়াইত—কিন্তু সে কবেকার কথা ? সে ইতিহাস যে পুরাণে পরিণত হইতে চলিল।

বাদ্যযন্ত্র বিভাগ।

বাঙালী অব্যবসায়ী—বাঙ্গালী কেরাণীর জাতি—এ অখ্যাতি তাহার দিকে দিকে রটিয়া গিয়াছে। যে দিকেই চাহিয়া দেখি সেই দিকেই অবসাদ, সেই দিকেই অন্ধকার দৃষ্টিশক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। কবি আশার বাণী শুনাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"এই যে অন্ধকার দেখিতেছ, ইহা উষার পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র। এই অন্ধকারেরই বুক চিরিয়া রবির অরুণ কিরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।" আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কবি গাহিতেছেন—ও মেঘ অপসারিত হইবে। 'কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।' বি, কে, পাল, এম, এল সাহা প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙালী কোম্পানী গুলির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কথা যখন আলোচনা করি তখন মনে হয় কবি কাল্পনিক নহেন, তিনি দ্রষ্টা ; তাঁহার গান অক্ষমকে সান্ত্বনা দানের ব্যর্থ প্রয়াস নহে, বাস্তবক যাহা ঘটিবে তাহার ভবিষ্যৎবাণী মাত্র। এ ভবিষ্যৎবাণী সফল হউক।

কবির গান "সত্য হউক্ সত্য হউক্
সত্য হউক্ হে ভগবান।"

আমার ব্যবসাদারী।

যখন আমি স্কুলে পড়্‌তাম তখন থেকেই আমার tendency ছিল ব্যবসায়ের দিকে। সে ঝোঁকটা বিশেষ প্রবল হয়ে উঠল যখন Matriculation Gazette তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শ্রীমান বঙ্কচন্দ্র মজুমদারের নাম খুঁজে পেলুম না।

আমার সমপাঠী তারানাথ, রামকান্ত ও রামদাসের আমারই মত অবস্থা। সহানুভূতির প্রত্যাশায় যখন তারা আমার কাছে এল, সাহস দিয়ে আমি বল্‌লাম—

"ভাই পাশ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। দেশের ও দশের উপকার সাধনই মানুষের ধর্ম্ম; সে ধর্ম্ম পয়সা সাপেক্ষ। অতএব যাতে দু'পয়সা রোজগার করতে পার, পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এখন সে দিকেই মন দাও।"

আমার উপদেশ তাহাদিগকে শান্ত করা দূরে থাকুক আরো অধীর করে তুল্‌ল। সমস্বরে তারা প্রতিবাদ করল—

'Capital ব্যতিরেকে অর্থোপার্জ্জন অসম্ভব।'

এই কথার উত্তরে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুসংখ্যক বিদ্যাহীন স্বনামধন্য ধনী বণিকের উদাহরণ দেখলাম। তখন কতকটা Convinced হয়ে তারা trade সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাইল। গতানুগতিক প্রথা পরিহার করে কোনও Original উপায়ে ব্যবসা চালাবার পরামর্শ যখন তাদের দিলেম তখন তারা প্রথমে Suggest করল Manufacture কর্‌তে এবং সাবান, তেল তরল আলতা প্রভৃতি নানা জিনিসের Suggestion হ'তে লাগল।

আমি তাহাদিগকে জানালাম যে Manufacture ব্যয়সাপেক্ষ এবং মোটা রকম Capital নইলে মোটেই চল্‌তে পারে না। নূতন জিনিস তৈরি করে চালাতে গেলে শুধু যে তৈরি কর্‌বার খরচ হলেই যথেষ্ট তা নয় চালাবার জন্য Canvasser ও Advertisement এরও বিশেষ রকম ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার কথা শুনে বন্ধুরা দমে গেল। দু'মিনিট আগে যে উৎসাহ নিয়ে সাবান তেল আলতা manufacture এর Programme হচ্ছিল তা যেন কর্পূরের মত উড়ে গেল। অবস্থা দেখে বুঝ্‌লাম ভায়ারা সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চায়, রেস্ত কারও এক পয়সাও নেই। বল্‌লাম—

"কল্‌কাতায় চল—সেটা টাকার দেশ; সেখানে কোনও না কোনও উপায়ে দু'পয়সা রোজগার করে প্রথমে Capitalএর সংস্থান করা যাবে পরে সেই টাকায় trade আরম্ভ হবে। American merchant Princeরা সকলেই এই ভাবে life begin করেছিল।"

আমার পরামর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কল্‌কাতায় যাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ সকলে স্থির করল। আমাদের বাপ মাকে রাজী করতে বেশী দেরী হল না। তাঁরাতো আর রেড়ো দেশের বাপ মা নয় যে

বিদেশের নাম শুনে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। ছেলেবেলা থেকে যেখান থেকেই হোক, যেমন করেই হোক ছেলেরা পয়সা রোজগার কর্‌বে, আমাদের দেশের বাপমায়ের এই 'সঙ্কল্প'; কাজেই শুভদিন দেখে জন্মভূমি বিক্রমপুর ত্যাগ করে আমরা চার বন্ধুতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হ'লাম! সম্বল রইল টিকিটের দাম ছাড়া প্রত্যেকের কাছে আট আনা পয়সা ও একখানা ধুতি।

আরো কিছু বেশী যে নিতে পার্‌তাম না তা নয় তবে আমাদের Policy Selfmade man হওয়া; কাজেই সামান্য Stock থেকে বড়মানুষ হবার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। ভেবে দেখুন distant futureএ যখন নিজেদের জীবনী লেখবার সময় Half a unit to Millions বলে Heading দেব তখন কি তৃপ্তি আস্‌বে।

সম্বলের কথা বল্‌তে বল্‌তে একটা কথা ভুলে গেছি। বাড়ীতে ছিল একটা পুরাণ হারমনিয়ম। সেটাকে সঙ্গে নেওয়া গেল; উদ্দেশ্য সঙ্গীতের আলোচনায় অবসর কাল কাটান যাবে। ট্রেনে উঠে থার্ডক্লাশ গাড়ীর এককোণে বসে মাথার ভিতর দিয়ে দুশ্চিন্তার স্রোত বইতে লাগ্‌ল—চলেছি এক অজানা জায়গায়, সেথায় থাক্‌ব কোথায় খাব কি কিছুরই স্থিরতা নেই, অথচ সঙ্গে নিয়েছি তিনজন অসহায় বালককে, আমিও এক অসহায় বালক হয়েছি তাদের পাণ্ডা। ভাব্‌ছি— মনে এক খেয়াল হল এক টুকরা কাগজে দু' লাইন কবিতা লেখা গেল; —

"ঝালর গাদি গ্রামে শুন, উঠ্‌ছে ভীষণ—হাহাকার;
নাইকো গৃহ, নাইকো বস্ত্র, নাইকো অন্ন সবাকার।"

কল্পনায় এক ছবি আঁকা গেল, ক্যাপিটাল সংগ্রহের উপায় স্থির হ'ল। শেয়ালদা ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি প্লাটফরমের উপরে একটা ভাঙ্গা জুতার বাক্স পড়ে আছে, কে জানে সেই আমার উন্নতির ধ্বজা হবে।

বন্ধুরা খালি বাক্স কুড়াতে দেখে হেঁসে উঠ্‌ল। বললুম এই তোমাদের ক্যাপিটেল। মোজেস্ যেমন করে ইস্রাইলকে Promised land এ নিয়ে গিয়েছিল আমিও তেমনি তোমাদের দৌলতের পথে নিয়ে যাব। কিছুক্ষণ ষ্টেশনের বেঞ্চে বিশ্রাম করবার পর নিতান্ত ক্ষুধিত হয়ে নিকটবর্ত্তী এক ভূট্টাওয়ালার দোকান হইতে কিছু চাল্ কড়াই ভাজা কিনে উদর পূর্ত্তি করা গেল।

চানা চিবুচ্ছি আর নিয়তির গতি ভাব্‌ছি—হঠাৎ ঠুক্ করে কিসের শব্দ হ'ল, ফিরে দেখি একজন কলেজ ষ্টুডেণ্টের পকেট হইতে একটা লাল পেন্সিল ফুটপাথের উপর পড়ল! উর্বর মস্তিষ্ক, সে সুযোগ গ্রহণ কর্ত্তে আমায় অনুমতি কর্ল্লে। ঝাঁ করে পেন্সিল পকেটস্থ হল। রাস্তার কলে জল খেয়ে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য চার বন্ধুতে বস্‌লুম আর্য্য নিবাসের রকে।

'জুতার বাক্স বার করে তা থেকে একখান চৌকা সাইজের পিস্‌বোর্ড ছিঁড়ে বার করা গেল। রামদাসের হাতের লেখা ভাল। তাকে দিয়ে পিস্‌বোর্ডের উপর লিখলাম,

"ঝালর গাদিগ্রামে শুন উঠছে ভীষণ হাহাকার,
নাইকো গৃহ নাইকো অন্ন নাহিক বস্ত্র সবাকার।"

বন্ধুরাতো আমার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। তারাতো জানে না এ কবিতার উৎস আমাকে কোন্ স্বর্ণখনির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

একটা কথা আছে, "God helps those who help themselves,"; কথাটা যথার্থ। একখানা মোটা বাখারি নিয়ে একটা খোট্টাদের

ছেলে একটা গরুকে তাড়া কর্ত্তে কর্ত্তে সেই দিকে এল। গরুর অপরাধ তাদের দোকানের ছাতুর গামলায় মুখ দিয়েছিল। বাঁখারির দ্বারা এক ঘা বসিয়ে দিয়ে সেটাকে সেখানে ফেলে রেখে ছেলেটা দোকানে ফিরে গেল। খপ্ করে বাঁখারিটা তুলে নিয়ে তার গায়ে লাগিয়ে দিলুম কবিতার পিস্‌বোর্ড। চুপি চুপি পরামর্শ চল্‌তে লাগ্‌ল

সন্ধ্যা হয় হয় সূর্য্যের রশ্মি তখনও আছে হ্যারিসন রোড্ দিয়ে চলেছে এক প্রোসেশন; সর্ব্বাগ্রে শ্রীমান বঙ্গচন্দ্র মজুমদার, একহস্তে পিস্‌বোর্ডের ধ্বজা সমেত বাখারী অপর হস্তে একখণ্ড কাপড়ের খুঁট্। পশ্চাতে দুই খুঁট্—ধরিয়া তারানাথ ও রামদাস। অপর একখণ্ড বস্ত্রে গলায় হারমনিয়ম বাঁধিয়া রামকান্ত। সমস্বরে গান চলিতেছে—

ঝাঙর কাঁদিগ্রামেতে শুন উঠ্‌ছে ভীষণ হাহাকার;
নাহিক গৃহ, নাইকো অন্ন, নাইকো বস্ত্র সংসার।

প্রসেশনের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, কে আছ বঙ্গের সুসন্তান আজ দুর্ভিক্ষ পীড়িত বঙ্গ ভ্রাতাগণের সাহায্যার্থ কিছু দান কর। কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পয়সা, আনি, দুয়ানি অনর্গল বর্ষিত হইতে লাগিল।

আমরা—দুই সপ্তাহ কাল কলিকাতায় আছি। আহার দৈনিক চৌদ্দ পয়সা হিসাবে অন্নপূর্ণা হোটেলে, শয়ন—আলাপের দ্বারা আলবার্ট হলের টেবিলের উপর। খরচ খরচা বাদ প্রতিদিনই উদ্বৃত্ত কম বেশী ৫৷৯১০ থাকে। কিছু ক্যাপিটেল জুটিয়াছে। সেটা কি বার তাহা মনে নাই গোলদিঘীর একখানা বেঞ্চে বসিয়া ভবিষ্যৎ কারবারের জল্পনা চলিতেছিল। সিদ্ধান্ত হইল যৌথ কারবার চলিবে না যৌথ কারবারে আয় কম। বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেখিতে হইবে কিসে কতদূর লাভ হয়।

No sooner said than done. ফুল ফোর্সে কারবার চলিল; সাবান, তরল আলতা, প্রিয় বন্ধু রামদাস, প্রাণভরিয়া ঐ সকল সামগ্রীর দ্বারা সুট্‌কেশ ভর্ত্তি করিয়াছে। সকাল সকাল স্নান আহারাদি সারিয়া গৃহস্বামীর অবর্ত্তমানে দিবা দ্বিপ্রহরে গৃহস্থবাটীতে উপনীত হইয়া গৃহিণী-দিগকে ললনা-রঞ্জন দ্রব্য নিচয় প্রদর্শন করিয়া টাকায় ৮১০ আনা লাভ রাখিয়া জমকাল কারবার চলিতে লাগিল।

রামকান্ত ধরিল Journalistic লাইন অর্থাৎ নানাবিধ দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ পথের মোড়ে মোড়ে বিক্রয়; তারানাথ সাবান ও রুমালে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিল। আমি খুলিলাম সরবতের ষ্টল। ভাড়া দিতে হয় না, কারণ কারবার সিনেটের সিঁড়ির উপর। দারোয়ানকে দৈনিক ৵০ আনা দিলেই যথেষ্ট। গ্রীষ্মকাল। রৌদ্রতাপদগ্ধ পথিকের প্রাণে আমার দু পয়সা গ্লাসের সরবত অমৃতসিঞ্চন করিতে লাগিল; ফলে প্রতিদিনই একপাটী পুরাতন মোজা অর্থে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

বর্ষারম্ভে দেখিলাম—প্রায় দুইশত টাকা সঞ্চয় হইয়াছে। তখন মাথায় সুবুদ্ধি জুটিল। বৌবাজারের মোড়ে—এক "টুলেট" লেখা দোকান ছিল। আমার কল্পিত মনিবের জন্য মাসিক ৪০৲ টাকা হিসাবের ভাড়ায় বাবু বিশেশ্বর সেনের নিকট হইতে দোকান অধিকার করিলাম। উপরে সাইনবোর্ড ঝুলান হইল 'রামমূর্ত্তি এণ্ড ব্রাদার্স'।"

পণ্যদ্রব্য যে কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই—প্রকাণ্ড—প্রকাণ্ড—দেবদারু কাষ্ঠের সিন্দুকে ঘর পরিপূর্ণ। সামনে সাজান মিউজিয়ম বিশেষ।

কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম বলিব। বিক্রয় চলিতে লাগিল। মাসিক লাভ রহিল ৪০৲ টাকার কিছু উপর' যদি ভাড়া দেওয়া যায়—হিসাব করিয়া দেখিলাম ১৷০ সিকা বা ১৮৹ সিকার উপর উদ্বৃত্ত থাকে না। অতএব সাব্যস্ত হইল ভাড়া দেওয়া হইবে না।

মাস কাটিয়া গেল, বিশ্বেশ্বর বাবু তাগাদায় আসিলেন, বলিলাম—কি করিব মহাশয়, মনিব দেশে গিয়াছেন আমি সামান্য কর্মচারীমাত্র। তিনি ফিরিয়া আসিলে ভাড়া অবশ্যই পাইবেন।

ইতিমধ্যে নবরত্ন হোটেলে আমি একটী সিট্ ভাড়া নিয়েছি। সেই আমার তখনকার আস্তানা। মাসের পর মাস কাটে আমার মনিব আর দেশ থেকে ফেরেন না। বিশ্বেশ্বর বাবু তাগাদায় আসেন, কখন ক্ষুন্নমনে চলিয়া যান্ কখন আমার উপর ঝাল ঝাড়েন। আমার সেই এক কথা, "কি করিব মহাশয় আমি সামান্য কর্মচারী মাত্র" চতুর্থমাসের প্রারম্ভে বিশ্বেশ্বর বাবু ভাড়ার জন্ম রামমূর্ত্তি এণ্ড ব্রাদার্সের নামে নালিশ ঠুকিলেন।

সেই কথা শুনিবার দিন হইতেই অল্প ২ মাল পত্র বৃহৎ ২ পুঁটুলিবদ্ধ হইয়া—রাত্রি ১১টার সময় নবরত্ন হোটেলে নীত হইতে লাগিল। মাসাধিক কাল পরে এক তরফা ডিক্রী হইয়া গেল। দোকানে শীল পড়িল। একদিন নবরত্ন হোটেলের বারান্দায় বসে আছি। শুনিতে পাইলাম আমার পুরাতন দোকানের দিক্ হইতে নিলামের ঘণ্টাধ্বনি আসিতেছে। ব্যাপার সমস্তই জানিতাম। তথাপি রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে সেই দিকে গেলাম। তিন পয়সা চারি পয়সা মূল্যে হরদম দেবদারু কাঠের বাক্স বিক্রয় হইতে লাগিল সর্ব্বসমেত দাম আদায় হইল ১৮/১০ আনা; আমিও একটী বাক্স কিনিতে ভুলিলাম না—কারণ বাক্সের অভাবে কাপড় চোপড় নষ্ট হইতেছিল।

পক্ষাধিক কাল পরে বিশ্বেশ্বর বাবুর সহিত দেখা। "খুব ঠকান্টা ঠকালে বাবু তোমরা!"

"কি কর্ব্বো মহাশয়,—সামান্য কর্মচারী মাত্র আপনি তো জানেন্ না রামমূর্ত্তী আমায় কি ঠকানটাই ঠকিয়েছে! গরীবের ছেলে, ৩০৲ টাকা চাক্রীর মায়ায় দোকানে এসে জুটেছিলাম। তার প্রতিফল পেয়েছি। চার মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করিলাম, পেলামও না কিছু, —উপরন্ত লাভ পাওনাদারের গালিগালাজ। বরাতে দুঃখ থাক্‌লে কে রোধ কর্ত্তে পারে বলুন!"

হস্তের দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিলাম। বিশ্বেশ্বর বাবু মুখ ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া—অন্য কাজে চলিলাম।

* * *

আমি চাক্‌রী—পাইয়াছি। কাজ এক মাড়োয়ারীর কাপড়ের দোকানে কাপড় বিক্রয়। যদি সুক্ষদর্শী কোন লোক সেই দোকানে উপস্থিত থাকিতেন তবে দেখিতে পাইতেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এক বিশিষ্ট কাপড়ের খরিদ্দার হইয়াছে।

নবরত্ন হোটেলে (যে ঘরে আমরা চারজনে এখন বাস করি) সিল্কের সাড়ি, মুগার চাদর, কাশ্মিরী শাল প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দোকান খুলিবার পূর্ব্বে—আটটার মধ্যে সস্তায় বাড়ী ২ ফিরি করিয়া সেই সকল অপূর্ব্ব সামগ্রী বিক্রয়ে আমার শতকরা একশত টাকা

লাভ হইতেছে। কাজের ফল অচিরাৎ ফলিল। আমার নিয়োগকর্ত্তা মাড়োয়ারী প্রভু অনধিকাল দু বৎসরের মধ্যে কারবার লীলা সাঙ্গ করিয়া ইন্‌সলভেন্সী সাগরে মগ্ন হইলেন।

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দোকানে মাল অল্পই ছিল। সুতরাং নীলামে উঠিলে আমার দুইবৎসরের সঞ্চিত আড়াই হাজার টাকা মূল্যে উহা খরিদ করিলাম। আমি তখন বস্ত্র ব্যবসায়ী—বিখ্যাত নাগ বর্দ্ধন এণ্ড কোম্পানীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী। পূর্ব্বের সঞ্চিত কাপড় আমার নিকট যথেষ্ট ছিল; সুতরাং সস্তায় কাপড় দেওয়া অসম্ভব হইল না। প্রতিদিনই খরিদ্দারে দোকান পূর্ণ হইতে লাগিল।

তখন বড় বাজারের এক বিশিষ্ট মাড়োয়ারীর সহিত কাপড়ের কারবার চলিতে লাগিল। প্রথম দিন কতক আমার সহিত ব্যবহার করিয়া মারোয়ারী পুঙ্গব যখন বুঝিলেন আমি Good pay Master, তখন আমার prestige বাড়িল। কিঞ্চিৎ অধিক তিন বৎসর ব্যবসা চালাইবার পর—যখন দেখিলাম প্রায় বিশ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী দোকানে সঞ্চিত হইয়াছে—তখন রামমূর্ত্তী এণ্ড কোম্পানীর উপায় অবলম্বন করিলাম।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝাঁকা বোঝাই কাপড় পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের আমার নূতন ভাড়া করা ক্ষুদ্র বাটীতে আনীত হইতে লাগিল। বার ২ তাগাদা করিয়া মাড়োয়ারী যখন টাকা পাইল না তখন আমার নামে Suit File হইল। আমি ইন্‌সল্‌ভেন্ট হইলাম। আমার নবরত্ন হোটেল Search হইল। সম্পত্তির মধ্যে পুরাতন একজোড়া বস্ত্র সমেত রামমূর্ত্তী দোকানের নীলাম খরিদা দেবদারু কাঠের বাক্স আদালতে চালান হইল। আমি এখন পঁচিশ হাজার টাকার মালিক।

শ্রীপ্রবলকুমার বিশ্বাস।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটী।

বাঙ্গালীর একটী কীর্ত্তি। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান বাঙালীর বড় একটা নাই। ১৯০৯ সালে এই কোম্পানী স্থাপিত হয়—তখন ইহার কার্য্য ক্ষেত্র খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল। কিন্তু গত দেড় যুগের মধ্যে ইহা নিজের কর্ম্ম ক্ষেত্রের প্রসারতা বাড়াইয়া নিজেকে বহু পরিমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে! আমরা বরাবরই এই কোম্পানীর রিপোর্ট খুব আনন্দের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। এবারেও ইহার রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাঙালী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বাঙালী পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটী দিন দিন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

গত বর্ষের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে সেই বৎসর কোম্পানী ৪০২১টী assurance এর প্রস্তাব (proposal) পাইয়াছিলেন; ইহার মূল্য ছিল ৭৮৬১০০০৲ টাকা। তন্মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ৬০৫১৭৫০৲ টাকা মূল্যের ৩২২৩ সংখ্যক পলিসি গৃহীত হয়। কিন্তু এবৎসর সে ক্ষেত্রে কোম্পানীর নিকট য্যাসুয়ারেন্সের জন্য ১০১১১০০০৲ টাকা

মূল্যের ৫৫০৪টী প্রস্তাব আসিয়াছিল এবং তাহার মধ্যে মোট ৭১৯৫২৫০৲ টাকা মূল্যের ৩৯০৩ টি পলিসি গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ এ বৎসরের পলিশির কাজ গত বৎসরের কাজ অপেক্ষা ১৮% বেশী হইয়াছে।

কেবল এক বৎসরই যে এরূপ বাড়িয়াছে তাহা নহে। পঞ্চবার্ষিক হিসাব দেখিলে বুঝা যায় যে গত কয়েক বৎসর যাবতই ইহার কাজ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯২২ সালের ৩০শে এপ্রিল যে পঞ্চ বার্ষিক শেষ হইয়াছিল সেই পঞ্চ বর্ষে সোসাইটী মোট ১৩৫২৪৭৩৭৲ টাকার কাজ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার পরের পঞ্চবর্ষে অর্থাৎ ১৯২৭ সালের এপ্রিলে যে পঞ্চবার্ষিক শেষ হইয়াছে তাহাতে ২৮১০০০০০৲ টাকার ও বেশী কাজ হয়; অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে তৎপূর্ব্বের পাঁচ বছরের প্রায় দ্বিগুণ টাকার কাজ হইয়াছে। ইহা এই বাঙালী কোম্পানীর অসাধারণ সাফল্য ও গৌরবের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

প্রিমিয়ামের আয়ঃ—

আলোচ্য বর্ষে সোসাইটীর প্রিমিয়ামের আয়ের পরিমাণ ১৩২৮১২০৷৴০ টাকা। পূর্ব্ব বর্ষে মাত্র ১১১৩৯৩০৸০ টাকা আয় ছিল। অতএব এবৎসর আয়ের বৃদ্ধি ১৯% এর কিছু বেশী হইয়াছে।

পঞ্চমবার্ষিক হিসাবে ও প্রিমিয়ামের আয়ের দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। ১৯২২ সালের ৩০শে এপ্রিল প্রিমিয়ামের আয় ছিল ৬৮৭৮২২৲ টাকা; গত পঞ্চবার্ষিকের শেষে ইহা ১৩২৮১২০৷৴০ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

ব্যয়ঃ—আলোচ্য বর্ষে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশী নহে। দাবীর টাকা, পলিসীর প্রত্যর্পণ মূল্য; বার্ষিক বৃত্তি, অংশীদারগণের লাভ প্রভৃতি যাবতীয় খরচের পরিমাণ মোট টাকা ৯১০৪৪৭—০—৬ পাই। আয়ের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অধিক হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে মোট টাকা ৭৩৪০২৪—১১ আ—৪পাই অর্ডিনারী লাইফ্ ফণ্ডের পরিমাণ—টা ৬৯৪৭৮৭৪—৪ আ—১০ পাইয়ে পরিণত হইল। ইহার পূর্ব্ববৎসরের Closing এর সময় বা অর্ডিনারী লাইফ ফণ্ডে মোট টা ৬২১৩৮৪৯ ৯ আ ৬ পাই জমা ছিল। অন্য কয়েকবৎসর যাবতই উল্লিখিত ফণ্ডে টাকার অঙ্ক ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। গত পাঁচ বৎসরের হিসাব দেখিলেই এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইবে। পাঁচ বছরে ফণ্ডের টাকা ৪৪৬৭৫৬১৲ টাকা হইতে ৬৯৪৭৮৭৪৲ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

সুদঃ—

আলোচ্য বর্ষে অংশীদারদিগের একাউন্ট হইতে সুদের যত টাকা লাইফ্ ফণ্ডে অর্পিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ টা ৩৮৫৩৫১—২ আ—১০ পাই। এই ব্যবস্থাটী বীমা কোম্পানীগুলিকে ইহাদের অনুরূপ অন্য সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসন দান করিয়াছে। ব্যবস্থাটিকে বীমা কোম্পানী গুলির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট বলিতে হইবে। কেননা ইহার দরুণ বীমাকারীর টাকা কস্মিন্‌কালেও মারা যাইবার সম্ভাবনা নাই। টাকা খাটাইতে গেলেই অল্প বিস্তর ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হয়; কিন্তু বীমা কোম্পানীগুলি এরূপভাবে গঠিত যে কোম্পানীকে অর্পিত টাকা নিজের গৃহে সুদৃঢ় লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ আছে ভাবিলেও ক্ষতি নাই।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর আলোচ্য বর্ষের রিপোর্টের মধ্যে আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে।

প্রিমিয়ামের আয় ও ব্যয়ের অনুপাত দেখিলে স্বতঃই মনে হইবে 'এবার নিশ্চয়ই' খুব কম কাজ হইয়াছে ; বেশী কাজ ত হইতেই পারে না। অথচ প্রকৃতপক্ষে এবার পূর্ব্ববর্ষের তুলনায় যে ১৮% বেশী কাজ হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজকাল বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে কাজের প্রসারতা বাড়াইবার জন্য যেরূপ তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে হিন্দুস্থান কো অপারিটিভের বাঙালী পরিচালকদিগকে তাঁহাদিগের সুপরিচালনার জন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। গত ভ্যালুয়েসনের পর স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কোম্পানীর যাবতীয় ব্যয় মিটাইতে ও অংশীদারদিগের লাভ দিবার জন্য প্রিমিয়ামের মোট আয়ের ৩১% আলাদা করিয়া রাখা হইবে। কিন্তু খরচ মিটাইবার জন্য প্রকৃতপক্ষে অত টাকার প্রয়োজন হয় না। সোসাইটীর নূতন কাজ ধরিয়া সর্ব্ববিধ আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য প্রিমিয়ামের মোট আয় হইতে শতকরা ১৪ ভাগ ও আবশ্যক হয় কিনা সন্দেহ। কাজেই প্রতি বৎসরই বীমাকারী (Policy holder) দিগকে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াও বহুতর টাকা লাইফ্ ফণ্ডে জমিয়া যাইতেছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতেই জানা যায় যে বর্ত্তমানে হিন্দুস্থান সোসাইটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতেছে। এইখানে আরও একটী বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। বীমাকারীদিগের দেয় টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক পলিসির উপর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা স্বতন্ত্র(reserve)করিয়া রাখা হয়। অবশ্য প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকেই এই টাকা রাখিতে হয়। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী যে পরিমাণ রিজার্ভ রাখিয়াছে তাহা ভারতীয় পরিচালিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। সমস্ত ক্লেম (Claim) চুকাইয়া দিয়া বর্ত্তমানে ঐ রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ ৫২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

টাকার দাদন :—

এইবার সোসাইটী কি ভাবে টাকা খাটাইতেছে তাহা দেখা যাউক।

স্থাবর সম্পত্তি মর্টগেজ রাখিয়া এই সোসাইটী প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছে ; এবং কলিকাতা ও বোম্বাই সহরের মধ্যে আরও প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের জমী এবং বাড়ী ক্রয় করিয়াছে। এই সমস্ত জমী ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের নিকট বিক্রয় করা হয়। এবং ক্রমে ক্রমে সহজ instalment এ দাম আদায় করা হয়। ইহাতে শুধুই যে কোম্পানী তাহার টাকা খাটাইয়া প্রচুর আয় করিতে পারিতেছে তাহা নহে, ইহার দ্বারা, অধুনা সহরের মধ্যে যে গৃহ-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহারও কথঞ্চিৎ সমাধান হইতেছে।

সাধারণতঃ টাকা হাতে পড়িলেই, এমনকি উহা সাধারণের টাকা হইলেও লোকে তাহা দ্বারা নিজের স্বার্থ সাধন করিতে চায়। ডিরেক্টারগণ টাকা খরচ করিবার মালিক। যে ভাবেই টাকা খাটান হউক না কেন তাঁহাদের সম্মতিক্রমেই তাহা হইয়া থাকে। এইজন্য পাছে ডিরেক্টারগণ—স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কোম্পানীর টাকার কোনরূপে অপব্যবহার করেন এইভয়ে কোম্পানীর একটী আইন করা হইয়াছে যে কোন ডিরেক্টার বা আফিসরই সোসাইটী হইতে টাকা ধার লইতে পারিবেন না। ইহাতে টাকা মারা যাইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

ডিভিডেণ্ড ঃ—

কোম্পানীর রিপোর্ট পাঠে কেবলমাত্র একটী জিনিস সাধারণের চক্ষে খারাপ ঠেকিতে পারে; তাহা এই যে সাধারণ অংশীদিগের মধ্যে লভ্যাংশ (dividend) বিতরণ করা হয় নাই।

লভ্যাংশ বিতরিত হয় নাই সত্য কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে কোম্পানীর লাভ হইতেছে না। আসল কথা কোম্পানীর যথেষ্ট লাভ হওয়া সত্ত্বেও ঐ টাকা বীমাকারীদিগের মধ্যে বিতরণ করা যাইতেছে না। ব্যাপারটী সামান্য হইলেও ইহা কোম্পানীর দোষ বলিতে হইবে। এই হিন্দুস্থানের নামে তাহার অংশীদারগণ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কর্ত্তৃপক্ষ এই দোষ শোধরাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা আশা করেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা সাধারণ অংশীদারদিগের মধ্যেও মুনফা বিতরণ করিতে পারিবেন।

বিস্তর লাভ করা সত্ত্বেও হিন্দুস্থান তাহার অংশীদারদিগকে কেন লভ্যাংশ দিতে পারিতেছে না সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সেয়ার। সেয়ার !! সেয়ার !!!

বহুবিধ কোম্পানীর নানাপ্রকার সেয়ার আমার নিকট কেনা বেচা হয়। জুটমিল, চা-বাগিচা, কোল কোম্পানী, রেলওয়ে সেয়ার, কোম্পানীর কাগজ, ওয়ার বণ্ড, পোর্ট-ট্রাষ্ট এবং অন্যান্য নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ার কেনা বেচার দালালী করিয়া থাকি। কোনও সেয়ার কেনা অথবা বেচার দরকার থাকিলে এই পত্রিকার ম্যানেজারের কেয়ারে আমাকে পত্র লিখিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

SUNWAL DAS TANDON
Retired Chief Accountant of the Allahabad Bank Ltd.
C/o Manager, BYABOSHA-O-BANIJYA,
9-3 Romanath Majumdar Street,
CALCUTTA.

কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল ডাল আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজারদর জানিবার দরকার থাকে,তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্তি পড়্তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বণিজ্য" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

চামড়ার বাজার

চামড়ার বাজারে গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে যে ঢিলাভাব দেখা গিয়াছিল তাহা গিয়াছে এবং বাজারে মালের চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে। ছাগলের চামড়ার দর কমিয়া গিয়াছিল কারণ অতি নিকৃষ্ট কোয়ালিটীর নিরেস মাল আমদানী হইতেছিল ভেড়ার চামড়ার তেমন জোর টান্ নাই।

ফেব্রুয়ারীর শেষের বাজার দর এইরূপ :—

প্রতি ২০ পাউণ্ডের মূল্য।

আর্সেনিক দিয়া পাকান ক্রেমে চড়ান

		গরুর চামড়া—	১৯৲—২১৲
ঐ	ঐ	ষাঁড়ের চামড়া—	১২৲—১৩৲
ঐ	ঐ	কাটাই চামড়া—	১৫৲

ক্রেমে চড়ান নহে, শুধু আর্সেনিক দিয়া পাকান—

		গরুর চামড়া...	১২॥০
ঐ	ঐ	ষাঁড়ের চামড়া...	৭॥০
ঐ	ঐ	কাটাই চামড়া—	৯৲
ঐ	ঐ	বাছুরের চামড়া—	১৯৲

প্রতি ১০০ খানার মূল্য।

দেশী ছাগলের চামড়া—	১৭০৲—১৯০৲
পশ্চিমা ছাগলের চামড়া—	১৬৫৲—১৮৫৲
ভেড়ার চামড়া—	৭০৲—১০০৲

চিনির বাজার

বাজার দর স্থির আছে কিন্তু বেচা কেনা খুবই কম। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের বাজারদর এইরূপ ছিল :—

কানপুরের দর—

জাভা—	১৩॥৴০
কানপুর—	১০৵০
উনাও—	১০৲
গুটাইয়া—	১০৲

মিলে ডেলিভারী—

চাম্পারণ দানাদার—		১নং	১০৵০
ঐ	গুঁড়া	১নং—	১০৸০
ঐ	”	২নং—	৯৷৴০
মারোয়ারা দানাদার—		১নং—	১০॥৴০
ঐ	গুঁড়া—	১নং—	১০৸৴০
ঐ	”	—২নং—	৯॥৴০
প্রতাপপুর দানাদার—		১নং—	১০॥৴০
ঐ	গুঁড়া	১নং—	১০৸৴০
ঐ	”	২নং—	৯॥৴০
সমাস্তিপুর দানাদার—		১নং—	১০৲
ঐ	গুঁড়া	১নং—	১০৷০
ঐ	”	২নং—	৯৷০

র্যাম্ দানাদার ১নং—	১০৸৵০
" গুঁড়া —১নং—	১০৸৵০
" " —২নং—	৯৸০
গৌরী বাজার দানাদার—১নং—	১০।৵
" গুঁড়া ১নং—	১০৸৵০
" " ২নং—	৯৸৵০
" দানাদার ২নং—	৯৸৵০
পাচকমী দানাদার—১নং—	১০৶০
" গুঁড়া —১নং—	১০৸৶০
" " —২নং —	৯৸৶০

দ্রষ্টব্য :—

উপরে যে দাম দেওয়া হইল তাহা প্রতিক্ষেত্রেই চল্লিশ সের বা একমণের দাম। কেবল জাভা চিনির যে দাম দেওয়া হইয়াছে উহা ৪৮২ সের বা ১৴৮॥০ সেরের দাম।

লবণের বাজার দর

ফেব্রুয়ারীর শেষ।

	জাহাজে		গবর্ণমেন্টের গোলায়		
	পরিমাণ	১০০মনের দাম	পরিমাণ		১০০মনের দাম
স্পেনিস ফাইন—	৮০০৴ মণ	১০৩৲	৪৮০০৴ মণ	পাটি	১০৬৲
পোর্ট-সেড্ গুঁড়া	—	—	১০৫০৴	"	১০৪৲
মুসায়া গুঁড়া (Mussawah)	—	—	১৬০০৴	"	১০৪৲
এডেন সোলার ফাইন	—	—	৮০০৴	"	৯৩৲
২নং—					
ইন্দো-এডেন ফাইন	২৬০০৴	—	৫৯০০৴	"	১০২৲
" " করকচ	—	—	১২০০৴	"	৯০৲
লিট্‌ল এডেন "	—	—	২০০৴	—	৯০৲
Djibouti গুঁড়া —	—	—	১৩০০৴	পাটি	৯৬৲
বোম্বাই —	—	—	৪০০৴	—	৭০৲

দ্রষ্টব্য।—(১) বাজার বেশ Steady আছে। দামের বিশেষ উঠা নামা হইতেছে না।

(২) উপরে যে রেট দেওয়া হইয়াছে উহা টোল্ (Toll শুল্ক) ডিউটি বাদে ১০০৴ মণের দাম।

(৩) ১০০৴ মণের উপর Toll ৪৸৵০ চারটাকা দশ আনা। প্রতি মণের উপর ডিউটি ১।০ এক টাকা চারি আনা।

(৪) পাটি শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই কেনা হইয়াছিল কিন্তু অদ্য ডিউটী দেওয়া হইল।

করগেট, লোহার কড়ি ইত্যাদির দর।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ সাল।

(বামার লরী কোম্পানী ও আনন্দজী হরিদাস এণ্ড কোংএর রিপোর্ট অনুসারে)

	ইংলিশ	টাটা	ইউরোপীয় বা Continental
আর এস, জয়েষ্ট —	৮৵০	৭৸৶০	৭।৵০
এম. এস. আংগল্‌স্—	৮৵০	৮৵০	৭।০
এম, এস, টী (বরগা)—	৮৸০	৮॥০	৮৲
এম, এস, প্লেট—	৮॥০	৮।০	৭৸৵০
রাউণ্ড বার—	৯৲	৮॥০	৭৸০
ফ্লাট বার—	৯৲	৮॥০	৭৸০

করগেট সিট

২৪ গেজি করগেট সিট— ১২৸০ প্রতি হন্দর ২৬ গেজি গ্যাল্‌ভানাইজড্ করগেট সিট—১৪৸০

২২ " " " — ১৩৲ " (এফ্, ও, আর কলিকতা)

২০ " " " — ১৩।৵০ "

১৮ গেজি করগেট সিট— ১৩॥০ আনা হন্দর ২৬ গেজি, জি, পি, সিট—১৫।০

জি, পি, সিট ২৪ গেজি— ১৪।০ " ৬" a/c ২ a/c ১৪ হইতে ২০ গেজি ব্লাক্ সিট—৯৸০

" ২২ " — ১৫৲ "

পিগ লেড্ — ২২৸০ প্রতি হন্দর বি, এস্, জয়েষ্ট ৫"a/c ৩" হইতে ১০ a/c ৩"—৬৸০

সিমেণ্ট (বিলাতী) — ১২।৵০ এক কস্‌কের দাম (Cask)

" (দেশী) — ৫৬৲ এক টনের দাম। (এক টনের ওজন প্রায় ২৭ মণ)

মাইল্ড ষ্টীল রাউন্ড বার বল্ট—৬॥৵০ হন্দর। মাইল্ড ষ্টীল প্লেট ১/৮ এফ্, ও, আর—৯৲

ঐ ফ্লাট বার ৬॥৵০ " " " ৩ ১৬.১/৪" " —৭॥০

ঐ স্কোয়ার বার ৬॥৵০ " মাইল্ড ষ্টীল টি এফ্, ও, আর —৬॥৵০

মাইল্ড ষ্টীল আংগল্‌স্ এফ্, ও, আর—৬॥৵০

———

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর বাজার দর।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ২৮ সাল।

৩½% টাকা কাগজের দাম --	৭৬৲ টাকা
৪% ১৯৬—৭০ সালের	৮৮/০
৫% ১৯২৯—৪৭ সালের দাম	১০০।৵০
৫% ১৯৩৫ সাল	১০১৵০
৪% ১৯৩৪—৩৭ সাল	৯৩৸০
৫% ১৯৩৩ সাল	১০২॥/০
৫% ১৯৪৫—৫৫ সাল	১০৬॥৵০
৬% ১৯৩০ সাল	১০৩॥৶০
৬% ১৯৩১ "	১১৫/০
৬% ১৯৩২ "	১০৬/০

বোম্বাই ডেভেলপ্‌মেণ্ট লোন

৬½% ট্যাক্স দিতে হইবে না—১১১৸০ আনা

ডাল।

অড়হরের ডাল কাণপুর	...	৭৸০ ৮।০
ঐ দেশী	...	৭৲—৭॥০
খেসারির ডাল	...	৫।০—৫॥০
ছোলার ডাল	...	৬ ০—৬॥০
মুসুর ডাল দেশী	...	৬৲—৬৵০
ঐ পাটনাই	...	৬॥০—৬॥৵০
মুসুরের ডাল খাড়ী	...	৮৵০—৮।০
মটরের ডাল ছোট	...	৫॥৵০
ঐ সাদা	...	৬৲—৬।০
মুগের ডাল	...	৮॥০ ৯।০ ৯॥০
ঐ ভাঙ্গা নহে	...	১২ ০ ১২॥০ ১৫৲
কালি কলাইয়ের	...	৭৸৫—৮॥০
বকলাই বিউলি	..	৮।০—৯॥০
মাসকলাই ডাল দেশী	...	৭॥০
ঐ পাটনাই	...	—৭৸০

চাল।

বালাম নূতন	...	৯৲
ঐ পুরাতন	...	৯।০—৯।০
সীতা	...	৯৲
বাজলা বা কুলী	...	৫৸০—৬৲
পাটনাই কলের	...	৮৲
বাঙ্গালার সিদ্ধ চাল	...	৭৸৶০
রেঙ্গুনে আতপ	...	—৭৸৵০
বাঁকতুলসী	...	—৮৸৵০
বালমা	...	—৭৸০
চিনি শক্কর	...	১০৸০—১২৸০
ব্রাঢ়ী	...	৭৲ - ৭॥০
দাদখানী	...	৯।০—৯॥০

ঘৃত ও তৈল

শ্রীঘৃত	...	৮৬৲
ঘৃত (মহিষের) মুঙ্গের মটকি	...	৭৬৲—৮৫৲
খুরজা	...	— ৭৮৲
মার্কা	...	৮০৲
ভাতুয়া	...	৯৫৲

সরিষার তৈল।

সরিষার তৈল কলের		১নং ২১৲ ২নং ২২৲ ৩নং ২৪৲ ৪ নং ২৬৲
সরিষার তৈল ঘানির	...	২৬৲—২৮৲

গুণানুসারে

নারিকেল তৈল।

নারিকেল তৈল	১নং	২৫৷৹
দেশী	...	২৫৲
কোচিন	...	২৬৲

অন্যান্য তৈল।

রেড়ির তৈল

১ নং ১৯৲ ২ নং ১৮৲ ৩ নং ১৭৲

মসিনার তৈল গৌরীপুরে	...	২৪৲—২৬৲
চীনা বাদাম তৈল		২১৷৹—২৩৲—২৫৷৹
তিল তৈল খাঁটী	...	২৯৲
কোঁচড়া	...	২২৲

কেরোসিন তৈল।

কেরোসিন তৈল স্নোফেক বাক্স সমেত			১০৲
ঐ	গিরজা	ঐ	৮৸৹
	ভিক্টোরিয়া	২টীন	৬৲
ঐ	হাতি মার্কা	ঐ	৬৷৵৹
ঐ	বাঁদর মার্কা	ঐ	৬৸৹
ঐ	রাণী	ঐ	৫৲
বর্ম্মা নূতন স্বদেশী হাঁস মার্কা		ঐ	৫৲
গোল্ড মোহর বর্ম্মা	২টীন	ঐ	৬৴৹
ফেনাইল (অর্ডিনারী) গ্যালন			১৷৴৹—১৷৵৹

মিছরী।

কারখানার মিছরী	১ নং	...	১২৸৹

চিনি।

দোবরা	...	২২৲
একবরা	...	২১৲
সাদা জাবা	...	১০৸১০
হিন্দুস্থান চিনি	...	১২৲
জাবা চিনি লাল	...	১০৵৹
টি এ আর ক্রিষ্টাল	...	১১৵৹
কানাডা চিনি	...	১১৲

বিবিধ শস্য।

সরিষা কাজলা ঝুমকা কানপুর	...	৮৸৹ - ৯৷৹
ঐ দেশি	...	১০৲—১১৲
ছোলা বা বুট, পাটনাই	...	৫৷৹ — ৫৷৷৹
ছোলা সহরে	...	৪৷৷৴৹—৫৲
ছোলা দেশী	...	৪৷৵৹ — ৪৷৷৹
মাসকলাই, দেশী	...	৫৲—৫৷৹
ঐ পাটনাই	...	৬৲—৬৷৹
মুসুরী কলাই, দেশী	...	৪৷৹—৪৷৷৹
ঐ পাটনাই	...	৫৷৹—৫৷৷৹
কালী কলাই	...	৫৷৷৹ — ৬৲
মুগ সোনা নূতন	...	১৩৸৹—১৪৲
মুগ কৃষ্ণ দেশী	...	৮৷৹ — ৮৷৵৹
মুগ পাশ্চমে কালি	...	৬৸৵৹—৭৲
সিঙ্গাপুর মুগ	...	৭৸৹ —৮৲
মটর সাদা	...	৫৷৷৹—৫৸৹
মটর সবুজ	...	৫৵৹—৫৷৵৹
মটর গুলি	...	৩৸৹ ৪৲
অড়হর দেশী	...	৫৷৵৹—৫৷৷৵৹
ঐ কানপুর	...	৬৲—৬৷৹
সোর নাগপুরে গোটা	...	৪৵৹—৪৷৷৹
ঐ পাটনাই	...	৪৷৷৹—৪৸৹
ঐ দেশী	...	৩৷৹—৩৷৷৹
যব পাটনাই	...	৪৷৷৹—৫৲
কে সি বসুর পারল বার্লী	...	১৭৲
ভূষী কাড়া (শতকরা ৫ বাদ)	...	৭৴৹

গিম জামালপুর (শতকরা ৭।০) ... ১০৲
ঐ কানপুর দুধে (৫৴০ খাদ) ৬৷০
ঐ বক্সার দুধে (ঐ ঐ) ৮৸০
ঐ গঙ্গাজলি (ঐ ঐ) ৭।০—৮৲
পোস্তাদানা (শতকরা ৫৴০ খাদ) ১৩৷০—১৪৲
তিল নাগপুরে সাকি (শতকরা ৫৴০ খাদ) ১২৲
তিল সফেদ ... ১৮৲—২০৲
তিল কাট ... ১০৲
তিল কৃষ্ণ ... ১২৷০
রেড়ী দেশী ... ৫৷০ - ৫৷৵০
ঐ মান্দ্রাজী ... —৭।০
হরীতকী বাঙ্গালা দেশের... ২৷০
ঐ জব্বলপুরের ৩৲—৩।০
মাটবাদাম বা চীনা বাদাম ৭৸৶
খোসা ছাড়ান ৯৸৶০
তেঁতুল ... ৯।০—১১৲
সিমুল তুলা কলদ্বারা পরিস্কৃত গাঁট বাঁধা ৪১৸
তুলা ও বীজ সহিত দেড়মণি বস্তার মূল্য
২৭৲—২৮৲

মধু।

মধু ১ নং ২৫৷০ ২ নং ২১।০

আটা ও ময়দা।

পেটেণ্ট ময়দা—	৮৲	হইতে	৮৴০
ফাইন ময়দা—	৭৸০	হইতে	৭৸৴০
হাউসহোল্ড ময়দা—	৭৷০	হইতে	৭৷৴০
সুজী—	৮৲	হইতে	৮৴০
আটা—"বি"	৭৸০	হইতে	৭৸৴০
আটা—"২"—	৭।৵০	হইতে	৭।৶০
আটা—"এস"—	৭৴০	হইতে	৭৵০
আটা—"৩"—	৫।০	হইতে	৫।৶০
পোলার্ড—	৩৴০	হইতে	৩।৶০
ব্রাণ—	৩৶০	হইতে	৩।৴০

বাতি।

রেঙ্গুন	১৬	আউন্স	প্রতি প্যাকেট	৷৫
”	১৪	”	”	।৶৫
”	১২	”	”	।৵৫
”	১০	”	”	।৴৫
”	৮	”	”	।৴৫
”	৬	”	”	।৴০

রেঙ্গুন ১০ আউন্স ১১ আঃ গাড়ির বাতি ।৶০

ছাতা।

নন্দলাল দত্ত

গোল সীক	২২।২৪	ইঃ	১১৸০
স্প্রিং	২২।২৪	ইঃ	১২৲
গোল সীক	২০	ইঃ	৯৲
রোল স্প্রিং	২৬	ইঃ	২৭৷০
বেটে ১২ নং	২৪।২৬	ইঃ	—২০৲
ঐ ১৯ নং	২৪।২৬	ইঃ	—২৩৲
ঐ ১১ নং	২৪।২৬	ইঃ	২৫৷—২৭৲
রাজারাণী ১২ নং	২৪।২৬	ইঃ	১২৸০
ইংলিশ ছাতা কাঠের বাঁট	২৬	ইঃ	২৮৲
ডিসন ব্রাদাস	২৪।২৬	ইঃ	১৯৲
ষ্টিল বাঁট ১২ নং			২৫৷০
১১ নং		ঐ	২৭৲

স্বর্ণ ও রৌপ্য।

গিনি ঘোড়া মার্কা ... ১৩।৶১৫
বিলাতি কাম্বি বেটর (Better) স্বর্ণ ২১৸০
চীনের পাত্মা ... ২১৷৴০
কলিকাতা ট্যাক্সশালে ... ২১৷৴১০
বিলাতি রূপা (Bar Silver) ১০০ ভরি ৪৮৸৶০
খুচরা ... ৷৴১০

পাটের বাজার।

আমদানী ২৪ হাজার মণ রপ্তানী—৩৪ হাজার মণ। বাজারদর গুণ নুসারে ৮॥০ হইতে ১২।০ মণ। গত বৎসর এই সময় ৬।৶০ হইতে ১৪।০ বাজার দর ছিল। বাজার স্থির আছে। ভাল পাটের আমদানী খুব কম। কাঁচা গাঁইটের বেচা কেনা নাই, আড়ৎদারেরা বেচিবার জন্য উদ্গ্রীব আছে কিন্তু মিলে তেমন টান্ নাই। পাকা গাঁইটের টান্ আছে কিন্তু দাম ভাল না পাওয়ায় বেচা কেনা হইতেছে না। পাকা গাঁইটের বর্ত্তমান দর ৬০৲০।

১০ই মার্চ্চ ১৯২৮

কাঁচা বেল।

বাজার	৯।৩।২৮	৯।৩।২৭
আমদানী	২২০০০৲ মণ	৩২০০০৲ মণ
রপ্তানী	২৩০০০৲ ,,	৫১০০০৲ ,,
ষ্টক	৮৫৫২৫০৲ ,,	৫০৩৮১৯৲ ,,

চায়ের বাজার ২৪শে ফেব্রুয়ারী।

এই তারিখে ১০ হাজার প্যাকেজ চা বিক্রয় হইয়াছে। ইহার সবই প্রায় stalky (ডাল সমেত) চা ও dust (চায়ের গুঁড়া) ভাল চায়ের খুব টান আছে কিন্তু জোগান্ নাই। অন্যান্য চায়ের দর ।/৩ হইতে ।৶৬ পাউণ্ড বেচা কেনা হইয়াছে।

সোণা রূপার দর।

(প্রসাদদাস বড়াল ব্রাদার্সের রিপোর্ট অনুসারে।)

সোণা—			
ইংলিশ বার	প্রতি	ভরি	২১৷৷০
মিণ্ট বার	,,	,,	২১॥/১০
বড়াল বার	,,	,,	২১॥১০
চীনা পাত	,,	,,	২১।৶০
গিনি প্রতিখানা			১৩॥/৫
রূপা—			
চাঁদি প্রতি ১০০ ভরি			৫৯৸৴০
,, খুচরা			৬০৶০

মেটাল ও পেণ্ট।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ কর্ত্তৃক
৮৬ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রেরিত

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন পেনাঙ্গ—	১৮৩.০
তাঁবা ইনগট আর, টি	৫৫।০
,, ,, অষ্ট্রেলিয়ান	৫৯॥৵০
পিগ্ লেড বি, এম মার্কা	১৮৸৵০
,, ,, দেশী	১৭৸৶০
এণ্টিমনি এ, এস পি, মার্কা	৭৫ ০
,, অন্যান্য মার্কা	৫৫৲
ফস্ফর ব্রঞ্জ ইনগট্স্	১২২।০
পিতলের চাদর ৪″ × ৪″	৬২৸০
,, বড়	৫১।০
তাঁবার চাদর ৪″ × ৪″	৭০৲
,, বড়	৬৯ ০
সীসের চাদর	২৫।৵০
জিঙ্ক টালি বিলাতি	২৩৵০
,, ,, দেশী	২২৵০
ব্লাকাকের সাদা জিঙ্ক পেণ্ট	৪৬।০
,, সাদা পেণ্ট	৩৮৸৵
,, গ্রীন পেণ্ট	২৮৸০
,, রেড অক্সাইড পেণ্ট	২৮৸০

	প্রতি গ্যালন	" " কাঁচা	২॥৵১০
" তারপিন টিঃ	৪৸০	সিমেণ্ট (ভারতীয়) "	৫৬৲ প্রতি টন
তিসির তৈল সিদ্ধ "	২৸১০	" (ইংলিশ) "	১২৵০ প্রতি পিপা

১১৫নং খোংরাপটী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পালের নিকট হইতে প্রাপ্ত বেণেতী মসলার বাজার দর।

কিশমিশ	২৬৲ × ২৮৲ মণ	চন্দন গাদা	৭৮/ মণ
কালজীরা	১৬॥০ "	চন্দন সাদা	৭৬৲ মণ
কর্পূর চিনা	৪।০ সের	চন্দন লাল	৮৲ "
কর্পূর সানকী	৪।০ "	চা পাতা ১নং	৮০৲ "
ক্যাশভা দানা	১০৲ মণ	চা পাতা ২নং	৬৫৲ "
ক্যাশভা ফ্লাওয়ার জবা	৮॥০ "	জীরা ১নং নূতন	৩১৲ মণ
কুড় আসল	৯৲ সের	জীরা ২নং "	২৭৲ "
কলম্বা	৯৲ মণ	জায়ফল	৩৬৲ "
কট্কী	২৮৲ × ৩২৲ "	জৈত্রী ১নং	৫॥০ সের
ক্যাজিপটী ১নং	১২৲ ডজন	জোয়ান ১নং	৮॥০ মণ
ক্যাজিপটী ২নং	৯৲ "	জাফরাণ	৩৭৲ সের
কড়া হিঙ্গুল	৯৲ সের	তাল মাথনা	১৬৲ মণ
খদির গুটী ১নং	২০৸০ মণ	চীনের সিন্দুর	৩৲
খদির ২নং	১৬৸০ "	মরিচ রাবিন নূতন	—৭৬৲
১নং রেঃ খদির	৩০৲ "	লঙ্কা জরদা	১৭৲—৮॥০
২নং রেঃ খদির	১৭৲ × ২০৲ × ২৪৲ "	লঙ্কা লাল	১৩॥০—১৫।০
গুগুল	২০৲ "	হরিতা নূতন	৮৲—৯॥০
গঁদ আরবি ১নং	৩৪৲ "	সুপারী জাহাজী	১১৲—১২৲
ঐ ২নং	২৪৲ "	সুট	—১৭৲
গালা ১নং পিওর	৩।০ সের	তাল মিছরী	১৯৲ মন

তারপিন স্প্রিট	১৲ বোতল	লঙ্কা পাটনা নূতন	৯৲—১০×১১॥০
দারুচিনি	১৬'০ মণ	শুপারী গোটা দেশী	১৩।০ ,,
দেবদারু চুড়া	৭৲ ”	শুপারী কাটা সিঙ্গাপুর	১৪৲ ,,
দেবদারু কাষ্ঠ	১৭॥০ ”	শুপারী কাটা পিনাং	১৫॥০ ,,
দানাবার্লী	১৬৲ ”	সরিষা	৮॥০ ,,
ধনে স্থঃ	২৩।০ ”	ত্রিপুর	১৬৲ ,,
ধনের চাউল ১নং	১৮৸০ ”	শুট	১৯৲ ,,
ধনের চাউল ২নং	২৫৸ ”	সোনাপাতা	৮৲ ,,
ধুনা রেঙ্গুন	১৪৸০ ”	সাঃ জীরা	২৪৲ ,,
ঐ বোম্বাই	৭৲ ”	” ১নং	৮৪৲ ,,
নিশাদল বিঃ	২৪৲ ”	সাঃ মরিচ	৩॥০ সের
পিপুল	২॥০ সের	হরিদ্রা দেশী	১০।০ ,,
ফট্‌কিরি	৭৲ মণ	হরিদ্রা রং	৯৲ ,,
বড় এলাচ ১নং	৫৬৲ ”	হরিতকী বড়	৪৲ ,,
বিহিদানা	২॥৵০ সের	হরিতকী ছোট	৬৲ মণ
বিং বার্লী	১০।১০ ডজন	হিং মুলতান ১নং	৭৲ সের
মরিচ (রাঃ)	৭৮৲ মণ	হেংড়া	৪৪৲ মণ
মরিচ (আলজী)	৭৫৲ ”	হিরাকশী	৪৲ ,,
মুশর্কর	৩২৲ ”	দোণা	১৩৲ ,,
মাজু ফল	৪৪৲ ”	নিশাদল বাটী	৫৬৲ ,,
মিছরি কুন্দা ১নং	১১৸০ ”	পলাশ পাপড়া	১২৲ ,,
মৌরি সরেশ	১৬৲ ”	সালম মিছরী ১নং	৬৲ সের
মৌরি মাঃ	১২॥০ ”	সালম মিছরী ২নং	৸৵০ ,,
মেথী	৬৸০ ”	তালিশ পত্র	৯।০ মণ
রসাঞ্জন	২০৲ মণ	পচাপাতা	৩৪৲ ,,
রসকর্পূর	১৩৲ সের	বিড়ঙ্গ	১২৲ মণ
রুমীমস্তকী ২নং	২৫৲ মণ	বিট লবণ	১১৲ ,,
ঐ ১নং	৪৲ সের	একাঙ্গী	৩০৲ ,,
রিটে	৮॥০ মণ	খোড়বচ	১৪৲ ,,
রাঃ এলাচ	৬৸০ সের	তোখুল দানা	১১৲ ,,
রাঃ ঐ ২নং	৪৸৵০—৫৲ ”	বাচকী দানা	৬৲ ,,
লবঙ্গ জং	৪৬৲ মণ	লাল বচ	১৮৲ ,,

সোডা লেমনেডের ব্যবসায়।

এখনও বৈশাখ মাস পড়ে নাই বটে কিন্তু অগ্নি বর্ষণ সুরু হইয়া গিয়াছে। আর কিছু দিনের মধ্যেই বাংলার সহরে সহরে, হাটে বাজারে সর্ব্বত্রই পশ্চিমাগণ সোডা, লেমনেড, সিরাপ ও সরবতের ব্যবসায় খুলিয়া বসিবে। কলিকাতায় ত ইতি মধ্যেই সরবতের দোকানে ভিড় জমিতে আরম্ভ হইয়াছে।

সোডা লেমনেড বা সরবতের ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক। আজ কাল এই সকল জিনিসের এরূপ বহুল প্রচলন হইয়াছে যে ইহার কাট্‌তির ভাবনা নাই। শুধু তৃষ্ণা নিবারণের জন্যই যে লোকে আজকাল সরবৎ বা সোডা লেমনেড পান করে তাহা নহে; সোডা, লেমনেড পান করা আজকাল একটা ফ্যাসান ও নেশায় পরিণত হইয়াছে। যাহাদের অবস্থা সচ্ছল তাহারা ত ইহা পান করেই, এমন কি যাহাদের অবস্থা তত ভাল নহে তাহারাও ইহা পান করিবার জন্য তাহাদের কষ্টলব্ধ অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। শুধু সহর নহে পল্লীগ্রামেও আজ কাল ইহার যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে সোডা, লেমনেড, সরবতাদির এইরূপ বহুল প্রচলন দেখিয়া পাকা ব্যবসায়ী পশ্চিমাগণ বাংলার রাস্তায় রাস্তায় বোতল সাজাইয়া দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। ইহাদের এক এক জনের মাসিক আয় ৫০।৬০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫০।২০০৲ টাকা।

সোডা লেমনেড ত দূরের কথা কেবলমাত্র ডাবের দোকান খুলিয়াই একজন কিরূপ উন্নতি করিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। হাইকোর্টের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে একটা ডাবের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার দোকানে সর্ব্বদাই ভিড় জমিয়া আছে। পাঁচজন লোক অবিরত পরিশ্রম করিয়াও ক্রেতৃগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না। গ্রীষ্মকালে ঐ দোকান হইতে উহার অধিকারী খরচ খরচা বাদে ৩০০।৪০০৲ টাকা লাভ করিয়া থাকে। অথচ মাত্র ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ ব্যক্তি প্রথম এখানে দোকান খুলিয়া বসে তখন উহার মূলধন ৫।৬ টাকার বেশী ছিল না। নিজেই মাথায় করিয়া নারিকেল বহিয়া আনিত এবং নিজেই তাহা কাটিয়া খরিদদারগণের তৃষ্ণা দূর করিত। এখন যেখানে ঐ ব্যক্তি দোকান দিতেছে তাহার ভাড়া ৩০৲ টাকা কিন্তু তখন উহার জন্য তাহাকে মাত্র ৩৲ টাকা ভাড়া দিতে হইত। সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী, তাহার বর্ণজ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ। তথাপি সে ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে যে টাকা উপার্জ্জন করিতেছে যে কোন বাঙ্গালী এম, এ ঐ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে ধন্য হইয়া যাইত।

আমরা বাঙালী বাবু, কাজ খুঁজিয়া পাই না; কাজের ধাক্কায় আফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নিতান্তই যখন কাবু হইয়া পড়ি তখন হিন্দুস্থানীর দোকান হইতে পয়সা দিয়া জাকারিনগোলা জল

কিনিয়া খাই। ইহা ত বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে। ছুনিয়ার লোক আসিয়া বাংলার ঐশ্বর্য্য লুটিয়া পুটিয়া খাইতেছে আর বাঙালীর দৈন্যের অন্ত নাই—ইহা বাংলার লজ্জার কথা—বাঙালীর অকর্ম্মন্যতার পরিচায়ক। লেমনেড, সোডা বা সরবতের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে খুব বেশী টাকা মূলধনের প্রয়োজন নাই। যত টাকা মূলধন হইলে এই ধরণের একটা ছোট খাট ব্যবসায় ফাঁদা যায়, একজন সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সেই টাকা যোগাড় করা নিতান্ত কঠিন নহে। অবশ্য আমরা সোডা, লেমনেড প্রভৃতি এয়ারেটেড ওয়াটার ও সরবৎকে একই পর্য্যায়ে ফেলিয়াছি। কিন্তু উহাদিগকে একজাতীয় হইলেও ঠিক একই ব্যবসায় বলা যায় না।

সোডা লেমনেডের ব্যবসায় অপেক্ষা সরবৎ বা সিরাপের ব্যবসায় করিতে অল্প পুঁজির প্রয়োজন। কিন্তু দুইটীর মধ্যে প্রধান তফাৎ এই যে একমাত্র সহর বা সহর তলীতেই ভাল মত সরবতের ব্যবসায় চলিতে পারে, কিন্তু আজকাল-কার দিনে পল্লীগ্রামেও (অবশ্য যেখানে হাট বাজার আছে) সোডা লেমনেডের ব্যবসায় চলিতে পারে। বর্ত্তমানে আমরা কেবল সোডা লেমনেডের কথাই আলোচনা করিব। আগামী বৈশাখ সংখ্যায় সরবতের ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য ও সিরাপ প্রস্তুতের এতাবৎ আবিষ্কৃত যাবতীয় (Commercial formula) ফরমূলা প্রকাশিত হইবে।

বড় বড় কল কারখানা স্থাপন করিতে গেলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। সেই মূলধন যোগাইবার ক্ষমতা সাধারণ বাঙালীর নাই। অনেক টাকা মূলধন সংগ্রহ করিবার একমাত্র উপায় অংশীদার লইয়া কারবার স্থাপন করা। কিন্তু বিধাতার অভিশাপে পাঁচজনে মিলিত হইয়া একত্রে কারবার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই বাঙালীর পক্ষে এককের প্রচেষ্টায় অল্প মূলধনের ব্যবসায় ফাঁদাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বাঙালীর ছেলেরা যদি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস পরায়ণ হইয়া ছোট খাট যন্ত্রপাতির সাহায্যে কারখানা ও দোকান পসার গড়িয়া তুলিতে পারে, তবেই বাংলার অন্নসমস্যার সমাধান হইবে—বাঙালীর ছেলেরা খাইতে পরিতে পারিবে—এক কথায়, তাহাদের সকল প্রকার অভাব অভিযোগের অবসান হইবে।

আমরা প্রায় প্রতি মাসেই ২।১টী অল্প পুঁজির ব্যবসায়ের সন্ধান দিয়া থাকি। খুব অল্প পুঁজিতেই সোডা লেমনেডের ব্যবসায় চলিতে পারে এবং এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। অবশ্য অল্প বলিতে কেহ যেন ২।৩ টাকা বুঝিয়া না বসেন। সোডা লেমনেডের ব্যবসায়ে অন্যূন ২।৩ শত টাকার প্রয়োজন।

প্রথমেই খরচের কথা ধরা যাউক। ঘণ্টায় তিন ডজন সোডা অথবা লেমনেড তৈয়ারি হয় এমন একটী হস্ত চালিত মেসিনের দাম (গ্যাসের সিলিণ্ডার সমেত) ২০০৲ দুই শত টাকা। সিরাপ, বোতল, ফিল্টার প্রভৃতি অন্য যাবতীয় সাজসরঞ্জামের জন্য ১০০৲ এক শত টাকার অধিক প্রয়োজন নাই। তবেই দেখা গেল সর্ব্ব-সাকুল্যে ৩০০৲ তিন শত টাকা হইলেই একটী ছোট খাট সোডা লেমনেডের কারখানা খোলা যাইতে পারে।

এখন উহাতে কিরূপ লাভ হইবে তাহাই বিবেচ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উক্ত মেসিনে ঘণ্টায়

তিন ডজন বা ৩৬ বোতল সোডা বা লেমনেড তৈয়ারি হইবে। কলিকাতায় এক বোতল সোডা বা লেমনেডে বা ঐ জাতীয় এয়ারেটেড্ ওয়াটারের দাম চারি পয়সা হইতে দশ পয়সা। পল্লীগ্রামে ইহার দাম আরও অধিক। বলা বাহুল্য কেবলমাত্র জলের দামের কথাই হইতেছে। বোতলের মূল্য স্বতন্ত্র। যাহা হউক, যদি এক বোতল জলের দাম গড়ে পাঁচ পয়সা ধরা যায় তাহা হইলে ৩ ডজনের মূল্য /৫×৩৬=২৸/০ দুই টাকা তের আনা হইবে সোডা বা লেমনেড তৈয়ারি করিতে প্রস্তুতকারকের গড়ে দুই পয়সার অধিক খরচ পড়ে না। এমন কি গড় খরচা তিন পয়সা ধরিলেও তিন ডজন তৈয়ারি করিতে মাত্র /১৫×৩৬=১৷৶০ এক টাকা এগার আনা খরচা পড়িবে। অর্থাৎ তিন ডজনে লাভ ২৸/০—১৷৶০=১/০ এক টাকা দুই আনা। মেসিনটীকে যদি দৈনিক দশ ঘণ্টা চালান যায় তাহা হইলে ৩০ ডজন সোডা তৈয়ারী হইবে। অর্থাৎ দৈনিক আয় হইবে ১/০×১০=১১।০ এগার টাকা চারি আনা। মেসিন চালাইবার জন্য এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য যদি তিন জন লোক নিয়োগ করা যায় এবং প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া মজুরি দেওয়া যায় তাহা হইলেও দৈনিক ১১।০—৩৲=৮।০ আট টাকা চারি আনা লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

পল্লীগ্রামের হাটে বাজারে আরও এক প্রকারের সস্তা দরের সোডা ও লেমনেড কিনিতে পাওয়া যায়; উহার দাম বোতল প্রতি এক পয়সা বা দুই পয়সা মাত্র। আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত হিসাব পাঠে অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন যে এক বোতল সোডা তৈয়ারি করিতে যদি দুই পয়সাই খরচ পড়িল তাহা হইলে উহা এক পয়সা বা দুই পয়সায় বিক্রয় করা যাইবে কেমন করিয়া? আর বিক্রয় করিলেই বা লাভ থাকিবে কিরূপে?

আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহাই মনে হয় বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ ধরণের সোডা লেমনেডে লাভের মাত্রা আরও বেশী। পল্লীগ্রামে সস্তা দরের যে সমস্ত সোডা বা লেমনেড কিনিতে পাওয়া যায় উহা তৈয়ারি করিতে আধ পয়সাও খরচা হয় কিনা সন্দেহ, কেন না উহাতে রঙিন জল ও স্যাকারিন ছাড়া আর কিছুই নাই। ভাল লেমনেডে চিনি ব্যবহৃত হয়। চিনির মূল্য অধিক। কিন্তু সেকারিনের মূল্য চিনি অপেক্ষা অনেক কম। এক ফোঁটা সেকারিনে ১০০ বোতল লেমনেড্ তৈয়ারি হইতে পারে। কাজেই লেমনেডে মিষ্টতা প্রদান করিতে কিছুই খরচ নাই বলিলেই চলে। দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত সোডা লেমনেডে খুব পরিষ্কার জল ব্যবহৃত হয় না এবং খুব নিকৃষ্ট ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হওয়ায় অসম্ভব অল্প খরচায় মাল উৎপন্ন হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে রীতিমত কারবার চালাইতে পারিলে এক মাসেই মেসিনের দাম উঠিয়া যাইবে এবং তাহার পর হইতে যাহা আয় হইবে তাহার সমস্তটাই লাভ।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে করি, তাহা না হইলে পাঠকবর্গ মনে মনে ভ্রান্ত ধারনা পোষণ করিতে পারেন। আমরা উপরে যে হিসাব দাখিল করিয়াছি তাহা হইতে সকলেই রাতারাতি বড়লোক হইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন। কিন্তু একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। কেবল প্রচুর পরিমাণে মাল উৎপন্ন করিতে পারিলেই প্রচুর পরিমাণে লাভ হইতে থাকিবে না। মাল বিক্রয় হওয়া চাই। এবং বিক্রীত মালের পরিমাণের উপর লাভের

পরিমাণ নির্ভর করিতেছে। তবে, যিনি অব্যবসায়ী তাঁহার মাল বিক্রয় না হইবার সম্ভাবনা নাই। সুব্যবসায়ীর মাল কখন ক্রেতার অভাবে গুদামজাত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না।

ক্রেতা যে সকল সময় নিজ হইতে অভাব বোধ করে বলিয়াই জিনিস পত্র কিনিয়া থাকে তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতাই তাহার প্রাণে অভাব বোধ জাগাইয়া দেয়। বস্তুতঃ বিক্রেতার শক্তির উপর ব্যবসায়ের ভাল মন্দ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বিক্রয়ের কাজ একটী জটিল বিজ্ঞান বিশেষ। যিনি ব্যবসায় অবলম্বন করিতে যাইতেছেন তাঁহাকে এই বিজ্ঞান আয়ত্ব করিতে হইবে অর্থাৎ তিনি যেন একজন ভাল বিক্রেতা হন।

মূলধন, কলকব্জা এবং মজুরই ব্যবসায়ের সবখানি নহে। প্রথম জিনিস হইল উত্তম Organisation ; যাঁহার Organising power বা শৃঙ্খলা বিধানের শক্তি নাই তাঁহার পক্ষে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র।

একটী অথবা দুইটী কল লইয়া সোডা লেমনেডের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে তাহাকে খুবই ছোট খাট ব্যবসায় বলিতে হইবে। কিন্তু এই ছোট খাট ব্যবসায়েও উন্নতি লাভ করিতে হইলে ব্যবসায়ীর দস্তুর মত ব্যবসায়-বুদ্ধি থাকা চাই

কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রচুর সোডা লেমনেডের কাট্‌তি হইতে পারে বা ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা এখানে বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমেই স্থান নির্ব্বাচন সমস্যা। কোথায় কল স্থাপন করিব? বলা বাহুল্য, যেখানে সেখানে একটা কল বসাইলেই চলিবেনা। হু হু করিয়া মাল কাটিতে পারে এমন স্থানে কল বসাইতে হইবে। তবেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে কি রকম স্থানে সোডা লেমনেড বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা? অর্থাৎ সহরের বাহিরে সোডা লেমনেড পান করবে কাহারা?

আমরা বহুস্থানে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি সাধারণতঃ কুলি বা ঐ শ্রেণীর লোকেই সম্প্রদায়ের সোডা লেমনেড পান করিয়া থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা খুব ভাল নহে। তাহাদের আয় অল্প অথচ ব্যয় অনেক। বিশেষতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গৃহস্থের আয় বাঁধাধরা। সেই বাঁধাধরা আয় হইতে অবশ্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া সোডা লেমনেড খাইয়া বাবুয়ানি করিবার মত পয়সা তাহাদের নাই। কুলী মজুররাও যে অজস্র অর্থোপার্জ্জন করে তাহা নহে। তবে তাহারা নিত্য কাঁচাপয়সা রোজগার করে এবং পরদিনের জন্য বিশেষ ভাবনা না থাকায় নিত্যকারের রোজগার নিত্য ব্যয় করিয়া ফেলিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। একটী জিনিষ হয়ত সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে যাহাদের রোজগারের নিশ্চয়তা নাই তাহাদের ব্যয়ের মাত্রাও নির্দ্দিষ্ট থাকে না; দ্বিতীয়তঃ যাহারা চিরদিনই দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিতেছে তাহাদের হাতে পয়সা পড়িলে তাহারা কখন পরিমিতভাবে ব্যয় করিতে পারে না। আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নিত্য নিয়মিত ভাবে অন্ন জুটিতেছে না; এমন সময় পাঁচ টাকা হাতে পাইয়া পল্লীগ্রামের অজ্ঞ কৃষক একদিনেই সমস্ত টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ পরদিবস কি খাইবে তাহার ঠিকানা নাই।

আমরা বলিতেছিলাম সহরের বাহিরে প্রধাণতঃ কুলি মজুরেরাই সোডা লেমনেড পান করিয়া থাকে। যাঁহারা মফঃস্বলের হাটবাজার বা বন্দরাদির সংবাদ রাখেন তাঁহারাই একথার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবেন। মজুর মোট বহিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে সে ঝাঁ করিয়া গাঁট হইতে ২।৩টী পয়সা বাহির করিয়া একবোতল লেমনেড পান করিয়া লইল—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কাজেই সোডালেমনেডের ব্যবসায় ফাঁদিবার জন্য স্থান নির্ব্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে কুলি বা দিন মজুরের সংখ্যা কোথায় বেশী ?

(১) প্রথম Mill area বা কারখানার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ: গঙ্গার দুইধারে অজস্র পাটের ও চালের কল রহিয়াছে। এই সমস্ত কলে হাজার হাজার কুলি খাটিতেছে। তাহারা সোডালেমনেডের খুব ভাল খরিদ্দার; কাজেই কারখানার নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী সোডার কল খুলিতে পারিলে সোডা লেমনেডের প্রচুর কাট্‌তি হইবার সম্ভাবনা।

২। নারায়ণগঞ্জ, লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বন্দর। এই সকল স্থানে কাজ কারবারের জন্য বহুতর লোক যাতায়াত করে। বিশেষতঃ মাল ওঠান, নামান, বহিয়া লইয়া যাওয়া প্রভৃতি কাজের জন্য দিবারাত্র অজস্র কুলি খাটিতেছে। কাজেই এ সকল স্থান সোডার কারবার আরম্ভ পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

(৩) তৃতীয়তঃ বিভিন্ন জেলার যে সকল স্থানে কোর্ট এবং রেলওয়ে ষ্টেসন আছে সে সকল স্থানেও সোডালেমনেডের ব্যবসায় চলিবার সম্ভাবনা।

স্থান নির্ব্বাচন হইয়া গেলে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, মাল কাটাইব কেমন করিয়া ?

যে কোন মাল বিক্রয় করিবার জন্য জোর ক্যানভাসিং এর প্রয়োজন। এমনকি অনেক সময় দেখা যায় যে কেবলমাত্র Canvassing এর জোরে অনেক নিরেষ মাল ও বাজারে বিকাইয়া যাইতেছে। সোডা লেমনেড ব্যবসায়ীগণ নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তাঁহাদের মাল বেশী বিক্রয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

এমন কয়েকজন লোক ঠিক করিতে হইবে যাহারা প্রত্যহ কারখানা হইতে সোডালেমনেড লইয়া গিয়া হাটে বাজারে বা গ্রামে গ্রামে ফিরি করিয়া বেড়াইবে। অবশ্য ইহাদিগকে মাহিনা দিতে গেলে চলিবে না। বিক্রয় লব্ধ মূল্যের উপর কিছু কিছু কমিশন দিতে হইবে। বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্রত্যেকের নিকট হইতে কিছু টাকা আমানত লওয়া যাইতে পারে। সকালে তাহারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সোডা বা লেমনেডের বোতল লইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরি করিতে যাইবে। এবং সন্ধ্যায় বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে সোডার দাম ও খালি বোতল ফিরাইয়া দিয়া যাইবে। এই কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য যদি তাহাদিগকে ঈষৎ উচ্চহারে কমিশন দিতে হয় তাহা হইলেও ক্ষতি নাই; কেননা প্রত্যেক বোতলে লাভ অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও বেশী সংখ্যক বোতল বিক্রয় হওয়ায় মোট লাভের মাত্রা বাড়িয়াই যাইবে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধি এবং বিবেচনা পূর্ব্বক কাজ চালাইতে পারিলে সোডা ও লেমনেডের ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা লাভ না হইয়াই পারে না। এবং বিক্রয়ের অল্পতা বা খরচের আধিক্য নিবন্ধন লাভ যত কমই হউক না কেন,

অন্ততঃ দৈনিক দুই তিন টাকা লাভ থাকিবেই। এমন কি ইহা অপেক্ষা অল্প লাভ হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। এই সমস্ত লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কত নিরক্ষর মাড়োয়ারী লাখ লাখ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে; শুধু বাঙালীর ছেলেরাই কি চিরদিন হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে?

সোডা, লেমনেডের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন নাই। এমন কি ইহাতে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন করে না। কল চালান খুবই সহজ। যে কোন ব্যক্তি একবার দেখিয়াই অনায়াসে কল চালাইবার কৌশল শিখিয়া লইতে পারে। সোডা, লেমনেড, আইস্, ক্রীম্ প্রভৃতি ঐ জাতীয় যাবতীয় পানীয় তৈয়ারি করিতে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন এবং সেই সকল দ্রব্য কি কি উপায়ে অতি সহজেই ঘরে তৈয়ারি করিয়া লওয়া যায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" আগামী বৈশাখ মাস হইতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

সোডা, লেমনেড, জিঞ্জারেড বা সরবৎ প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার প্রধান উপাদান হইল জল। বর্ত্তমান সংখ্যায় কেবল জলের কথাই আলোচনা করিব।

(১) জল।

বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইপ্রকার বাষ্পীয় পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে জল নামক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। দুই পরমাণু হাইড্রোজেন গ্যাস এক পরমাণু অক্সিজেন গ্যাসের সহিত মিলিত হইলে এক অনু বিশুদ্ধ তরল জল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু নদী, পুষ্করিণী বা অন্যান্য স্থানে আমরা সচরাচর যে জল দেখিতে পাই উহার সহিত আরও নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে; ফলকথা প্রকৃতিতে প্রকৃত বিশুদ্ধ জল পাইবার আশা নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট সোডা লেমনেডাদি তৈয়ারি করিতে গেলে বিশুদ্ধ জলের একান্ত প্রয়োজন। ভাল নহিলে ভাল সোডা লেমনেডাদি তৈয়ারি হইতে পারে না। কাজেই যেখানে স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ জল পাইবার আশা নাই সেখানে বৈজ্ঞানিকের কৃত্রিম উপায়ে জলকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বিশুদ্ধ জল ও পরিষ্কার জলের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। পরিষ্কার হইলেই জলকে বিশুদ্ধ বলা যায় না। এমন কি অনেক সময় দেখা যায় পরিষ্কার জল অপেক্ষা অপরিষ্কার জল ঢের বেশী বিশুদ্ধ।

সাধারণতঃ জলের সহিত যে সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকে তাহাদের কতগুলি দ্রবনীয় এবং কতগুলি অদ্রবনীয়। দ্রবনীয় পদার্থগুলি গলিয়া জলের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায় এবং এই জন্য ইহাদের অস্তিত্বে জল অবিশুদ্ধ হইলেও অপরিষ্কার দেখায় না। আবার অদ্রবনীয় পদার্থগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুতে পরিণত হইয়া জলের মধ্যে ইতঃস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়। এই জন্য ইহাদের অস্তিত্বে জল অপরিষ্কৃত দেখাইলেও একটু থিতাইয়া লইলেই উহা পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ জলে পরিণত হয়।

সোডা লেমনেড তৈয়ারি করিতে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু জল দূষিত কিম্বা বিশুদ্ধ তাহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সহজে বলিতে পারা যায় না। এই জন্য মোটামুটি জল বিশুদ্ধ কিনা তাহা জানিবার সহজ উপায় বলিয়া দেওয়া হইল। বিশুদ্ধ জল বর্ণহীন,

স্বাদহীন, স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল। উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট জল একটী পাত্রে ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিলেও পাত্রের তলায় যদি কোনরূপ ময়লা না জমে তবে বুঝিতে হইবে ঐ জল অনেকটা নির্ম্মল।

শক্ত ও নরম জল।

সোডা লেমনেড প্রস্তুত করিবার জন্য যে জল ব্যবহৃত হইবে তাহা ঈষৎ কঠিন হইলেই ভাল হয়। "কঠিন জল" কাহাকে বলে তাহা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিকগণের মতে জল দুই প্রকার - কঠিন জল ও (২) নরম জল; কঠিন জল আবার দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—(ক) ক্ষণস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী কঠিন।

জল কঠিন কি নরম তাহা জানিবার একটা সহজ উপায় আছে। যে জলে সাবান গুলিলে অতি সহজেই খুব বেশী ফেনা হয় তাহাকে নরম জল বলে এবং যে জলে সহজে ফেনা হয় না তাহাকে কঠিন জল বলে।

জলে ক্যালসিয়াম্ সালফেট, ক্যাল্সিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও ম্যাগনেসিয়াম্ ক্লোরাইড প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে জল চিরস্থায়ী কঠিন হয়; কিন্তু জলের সহিত ক্যাল্সিয়াম বাই কার্ব্বোনেট বা ম্যাগনেসিয়াম্ বাই কার্ব্বনেটমিশ্রিত থাকিলে উহাকে ক্ষণস্থায়ী কঠিন বলে।

শক্ত জল নরম করিবার উপায়।

ক্ষণস্থায়ী কঠিন জলকে নরম করিতে হইলে উহাকে কেবল মাত্র ফুটাইয়া লইলেই চলিবে। এই উপায়ে জল চিরস্থায়ী কঠিন কি ক্ষণস্থায়ী কঠিন তাহাও পরীক্ষা করা যায়। যদি ফুটাইয়া লইলেও জলের কাঠিন্য দূর না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহার কাঠিন্য চিরস্থায়ী।

যাহা হউক, এখন কি উপায়ে কঠিন জল নরম করা যাইবে তাহাই আলোচনা করা যাউক।

কার্ব্বনেট অফ্ লাইম্ সহজে জলে গলিয়া যায় না; কিন্তু বাই কার্ব্বনেট সহজেই জলে গুলিয়া যায়। আবার কার্ব্বনেটকে অতি সহজেই বাই-কার্ব্বানেটে পরিণত করা যায়। এক পাউণ্ড কার্ব্বনেট্ অফ্ লাইমে নয় আউন্স লাইম এবং সাত আউন্স কার্ব্বনিক এসিড বর্ত্তমান। কিন্তু উহার সহিত যদি আরও সাত আউন্স কার্ব্বনিক এসিড যোগ করা যায় তাহা হইলে কার্ব্বনেট বাই-কার্ব্বনেটে পরিণত হইবে। এখন বাই-কার্ব্বনেট হইতে এক ভাগ কার্ব্বনিক এসিড বাহির করিয়া লইলে পুনরায় কার্ব্বনেট উৎপন্ন হইবে এবং উহা অদ্রবনীয় বলিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই পাত্রের নীচে আসিয়া জমা হইবে।

কঠিন জল নরম করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ অথচ উৎকৃষ্ট পন্থা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৪০ গ্যালন জলে ৯ আউন্স টাটকা কুইক্ লাইম বা বাখারি চূণ দ্রবীভূত কর। ৪০০ গ্যালন কঠিন জলে ঐ ৪০ গ্যালন (১ গ্যালন = ৩ সের ১০ ছটাক) চূণের জল নিক্ষেপ করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ময়লা নীচে পড়িয়া ৪৪০ গ্যালন নির্ম্মল কোমল জল উৎপন্ন হইবে। অবশ্য উহা সম্পূর্ণরূপে কাঠিন্য বর্জ্জিত হইবে না। তবে উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে জলের ৯০% কাঠিন্য বিদূরিত হইবে। খুব বেশী কঠিন জলের সহিত সমপরিমাণ নরম জল মিশ্রিত করিলে যে জল পাওয়া যাইবে তাহা খুব কঠিনও নয় আবার খুব নরমও নয়। এই উপায়ে জলকে ইচ্ছা মত বিভিন্ন অনুপাতে কঠিন করিয়া লওয়া যায়।

জলকে বিশুদ্ধ করিবার উপায়।

(ক) ডিস্‌টিলেসন :—

জলকে বিশুদ্ধ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হইল ডিস্‌টিলেসন। তাই ঔষধের সঙ্গে সাধারণতঃ ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে এই পদ্ধতি বড়ই ব্যয় সাপেক্ষ এবং সোডা লেমনেড তৈয়ারি করিবার জন্য ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার ব্যবহার করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। বিশেষতঃ সোডা লেমনেডাদি তৈয়ারি করিতে বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন বটে কিন্তু অত বিশুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। সেই জন্য জলকে ডিস্‌টিল্‌ড করিবার মোটামুটি পদ্ধতি বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। জলকে বাষ্পীভূত করিয়া নলের সাহায্যে সেই বাষ্প অন্য একটী পাত্রে আনয়ন পূর্ব্বক উহাকে পুনর্ব্বার তরলীকৃত করিয়া লওয়াই ডিস্‌টিলেসন পদ্ধতির গোড়াকার কথা। এই উদ্দেশ্যে বাজারে বিশেষ ধরণের এপারেটাস বা যন্ত্রপাতি কিনিতে পাওয়া যায়। ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার তৈয়ারি করিতে হইলে দুইটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ এই প্রক্রিয়ার প্রথম ভাগে যে জল উৎপন্ন হয় তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে, উহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ পাত্রে কিছুটা যথেষ্ট জল থাকিতে থাকিতেই বাষ্পীভূত করা বন্ধ রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল পাইবার আশা নাই।

(খ) ফিল্‌টার :-

ফিল্টারের সাহায্যে অতি সহজেই অপরিষ্কৃত জল পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া যায়। অনেকের ধারণা এই যে ফিল্টারের সাহায্যে কেবলমাত্র জল হইতে ধূলা বালিই অপসারিত করা যায়। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে বালি এবং কয়লার দ্বারা ফিল্টার করিলে সকল প্রকার অদ্রবনীয় কঠিন পদার্থ ত দূরীভূত হইয়া যায়ই, এমন কি দ্রবনীয় পদার্থ যেমন লবনাদিও অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। সোডা লেমনেড তৈয়ারি করিতে হইলে একটী ফিল্টার না রাখিলে চলিতেই পারে না। বাজারে অনেক প্রকারের ফিল্টার কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা অল্প মূলধনে ব্যবসায় করিবেন তাঁহাদের পক্ষে ফিল্টার কিনিবার জন্য অর্থব্যয় করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহারা নিজেরা অল্প পরিশ্রমে ছোট একটী ফিল্টার তৈয়ারি করিয়া লইলেই পারিবেন। ইহা তৈয়ারি করা আদৌ কঠিন নহে। এমন কি অধিকাংশ লোকই হয়ত ইহা তৈয়ারি করিতে জানেন। গোটা চারেক কলসীর প্রয়োজন। একটী কাঠামের মধ্যে উহাদিগকে উপর্য্যুপরি স্থাপন করিতে হইবে। সকলের উপরের কলসীতে পরিষ্কার করিবার জল, দ্বিতীয়টীতে বড় বড় দানা দার পরিষ্কার বালি এবং তৃতীয়টীতে ভাল কাঠের কয়লা স্থাপন করিতে হইবে। উক্ত কলসী তিনটীর নীচে একটী করিয়া ছিদ্র থাকা আবশ্যক। ছিদ্রের মধ্যে একটী করিয়া ছোট খড় দেওয়া থাকিবে। ঐ ছিদ্র পথে খড়ের মধ্য দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিতে থাকিবে এবং বালি ও কয়লার মধ্য দিয়া আসিবার সময় পরিষ্কৃত হইয়া চতুর্থ কলসীতে জমা হইবে। ঐ জল বেশ পরিষ্কার ও নির্ম্মল।

কয়েক দিন অন্তর কয়লা ও বালি বদলাইয়া দেওয়া উচিত। উহা একেবারে ফেলিয়া দিতে হইবে না। একবার আগুনে পুড়াইয়া লইলেই চলিবে। কাঠকয়লা অপেক্ষা হাড়ের কয়লা ভাল। কিন্তু হাড়ের কয়লা বেশী দিন ব্যবহার করা চলে না। কিছুদিন পরে উহা একেবারে

ফেলিয়া না দিলে উহার মধ্যে বহুতর রোগবীজ জন্মলাভ করিবে। হাড়ের কয়লা ব্যবহার করিতে হইলে টাটকা কয়লা ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

(গ) ফুটাইয়া লওয়াঃ—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জল ফুটাইয়া লইলে ইহার ক্ষণস্থায়ী কাঠিন্য দূরীভূত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ জল ফুটাইয়া লইলে ইহার মধ্যে যে অসংখ্য রোগ বীজাণু রহিয়াছে তাহা মরিয়া যাইবে। ফিল্‌টার করিবার পুর্ব্বে জল ফুটাইয়া লইলে ভাল হয়।

(ঘ) ফটকিরি বা Alum.

আমাদের দেশে ফট্‌কিরি সহযোগে জল পরিশুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই ব্যবস্থা মন্দ নহে। জলে ফট্‌কিরি নিক্ষেপ করিলে সমস্ত ময়লা পাত্রের নীচে গিয়া জমা হয়। কিন্তু জলে অধিক মাত্রায় ফট্‌কিরি প্রয়োগ করিতে নাই। সাধারণতঃ ২৫০ গ্যালন জলে ১ আউন্স ফটকিরি প্রয়োগ করিলেই চলিবে। যদি ইহাতেও সমস্ত ময়লা দূরীভূত না হয় তাহা হইলে আরও কিঞ্চিৎ এলাম্‌ যোগ করা যাইতে পারে।

এলাম্‌ যোগ করিবার সময় একটী বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জলে কখনও এলুমিনিয়াম্‌ এলাম্‌ প্রয়োগ করিতে নাই। সর্ব্বদাই পটাশ এলাম ব্যবহার করিবে। এলাম্‌ প্রয়োগ করিবার পর ঐ জল কয়লার মধ্য দিয়া ফিল্টার করিয়া লইতে হইবে।

উল্লিখিত উপায় কয়টী ছাড়া আরও নানা উপায়ে জলকে পরিশুদ্ধ করা যায়। কিন্তু অনাবশ্যক বোধে তাহা বর্ণনা করা হইল না।

পাথর এবং অভাবে মাটীর পাত্রেই জল রাখা আবশ্যক। এনামেলের পাত্র ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। মোট কথা সীসা বা জিঙ্কের পাত্রে জল রাখিতে নাই। উহাতে জল দূষিত হইবার সম্ভাবনা।

জল পরিশুদ্ধ করিবার পর বহুদিন ধরিয়া রাখিলে চলিবে না। ইহাতেও জল খারাপ হইয়া যাইতে পারে।

সোডা লেমনেড তৈয়ারি করিতে হইলে প্রথমেই জলের প্রয়োজন। তাই প্রথমেই জলের কথা আলোচিত হইল। আগামী বৈশাখ সংখ্যায় নানাবিধ এসেন্স ও সিরাপ তৈয়ারি করিবার পদ্ধতি প্রকাশিত হইবে।

(আগামী বৈশাখ সংখ্যায় এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায় বাহির হইবে)

সোডার কল

বছরের মধ্যে আট মাস কাল সোডা লেমনেডের ব্যবসা খুব ভাল রকমে চলে। সহর, বন্দর, হাট, বাজার, গঞ্জ, মোকাম, চট্‌কল, চা বাগিচা প্রভৃতি যেখানেই হাজার হাজার লোক দৈনিক হাজিরাতে কাঁচা পয়সা রোজগার করে সেই রকম জায়গায় সোডা লেমনেডের ব্যবসায় খুব ভাল চলে। ২।৩ শত টাকা পুঁজিতেই এ কারবার সুরু করা যায় এবং মাসে অন্যুন ৬০৲ টাকা রোজগার করা যায়। আমাদিগকে লিখিলে আমরা সব জিনিষই সরবরাহ করিতে পারি।

আসামের বন সম্পদ

(১৯২৬-২৭ সালের রিপোর্ট অবলম্বনে)

শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানী ও যে দেশের একটী মস্তবড় সম্পদ একথা আমাদের দেশের লোক না জানিলেও দুনিয়ার আর সকল দেশের লোকই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। এ দেশের গভর্ণমেণ্টও এ কথা জানেন বলিয়া গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একটী স্বতন্ত্র বনবিভাগ খোলা হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশেই এইরূপ একটী করিয়া বনবিভাগ আছে। কেমন করিয়া বনের উন্নতি হইবে—কি করিলে বনের আয় বাড়িয়া যাইবে—বনের কি কি গাছ কোন্ কোন্ কাজে লাগিতে পারে—ইত্যাকার বিষয়ের অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা করাই বনবিভাগের অস্তিত্বের কারণ।

পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মাণীর বনভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত। জার্ম্মাণী একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার আয়তন বাংলাদেশের আয়তন অপেক্ষা অধিক কিনা সন্দেহ। ঐ অল্পায়তন দেশের কতটুকু স্থানই বা জঙ্গলাকীর্ণ! কিন্তু জার্ম্মাণগণ আপনাদিগের বুদ্ধি ও দক্ষতার বলে ঐ ছোট্ট বনভূমি হইতেই বৎসরের পর বৎসর অজস্র স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করিতেছে। জার্ম্মাণীর তুলনায় ভারতবর্ষকে একটী মহাদেশ বলিলেও চলে। ভারতবর্ষের শুধু জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের পরিসরই সমস্ত জার্ম্মাণী অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। তথাপি জার্ম্মাণীর জঙ্গলের আয়, ভারতবর্ষের জঙ্গলের অপেক্ষা অনেক বেশী। এমন কি জার্ম্মাণীর জঙ্গলে, ভারতবর্ষের জঙ্গল অপেক্ষা অনেক বেশী লোক খাটিতেছে।

ভারতবর্ষে দিন দিন বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। এ ক্ষেত্রে ভারতের বনভূমিতে যদি আরও অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে খুবই আনন্দের কথা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা হয় নাই তাহার জন্য আপশোষ করিয়া কোন লাভ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। বরং সেই সময় কি ভাবে কাজ করিলে দ্রুত উন্নতি হইবে তাহাই ভাবিয়া দেখা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

ভারতের বনবিভাগ অন্যদেশের বনবিভাগ হইতে অনেকাংশে পিছাইয়া আছে। কিন্তু তাহাতে হতাশ হইবার বিশেষ কারণ নাই। ভারতের বনবিভাগের পিছাইয়া থাকিবার অন্যতম কারণ এই যে অন্যদেশের তুলনায় ইহার বয়স নিতান্তই অল্প।

সমগ্র ভারতের কথা ছাড়িয়া কেবলমাত্র আসামের কথাই এই প্রবন্ধে বলা হইবে। আসামের বনবিভাগ আবার ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের বনবিভাগ অপেক্ষা অনেকখানি পিছাইয়া আছে।

আসাম বন-সম্পদে খুবই সমৃদ্ধিশালী। ইহার জঙ্গলে নানাবিধ প্রয়োজনীয় গাছ অজস্র পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। কাজেই এই প্রদেশের বনবিভাগের সম্মুখে একটী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ সম্পদ অর্জ্জন করিবার জন্য আসামের বনবিভাগকে এখনও বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। কেন না ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইলেও—বর্ত্তমান নিতান্ত উজ্জ্বল নহে।

অনেকের ধারণা জঙ্গল সাফ করিয়া উহার কাঠগুলি সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেই বন-বিভাগের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়া গেল। আসা-মের বন-বিভাগের কর্ত্তারাও ঐ ধারণা পোষণ

করিতেন। ফলে আসামের জঙ্গল বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বন জঙ্গল দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে। দেশের আবহাওয়ার উপর জঙ্গলের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। বৃক্ষলতার জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে বলিয়া যে দেশে জঙ্গলের পরিমাণ যত বেশী সে দেশে তত প্রচুর বারিপাত হইয়া থাকে। আজ যে বাংলাদেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে, অনেকের মতে সুন্দরবন হাসিল করিয়া ফেলাই তাহার অন্যতম কারণ। জঙ্গল রক্ষা করিবার আরও একটী সার্থকতা আছে। লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে জঙ্গল থাকিলে স্থানীয় জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ দেশের সহর বা সহরতলীতে গ্যাস ও পাথুরিয়া কয়লার প্রচলন হইয়াছে। কাজেই সহর বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে খুব অল্প পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন। কিন্তু পল্লীগ্রামে কয়লার দাম অত্যন্ত অধিক কোথাও কোথাও কাঠের অভাবে লোকে কয়লা ধরিতে বাধ্য হইয়াছে বটে কিন্তু কয়লার খরচ তাহাদের নিকট গুরুভার বলিয়াই মনে হয়। ফলকথা সকল দেশেই বন হইতে গাছ কাটিয়া লওয়া হয় বটে কিন্তু বন যাহাতে একেবারে ধ্বংস হইয়া না যায় সে দিকেও দস্তুর মত লক্ষ্য রাখা হয়। আসামে সেরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় অতিদ্রুতগতিতে আসামের বনভুমি হাসিল হইয়া চাষের আবাদে পরিণত হইতে লাগিল। ফলে আজ সহর বা গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে জঙ্গলের চিহ্ন মাত্র নাই। লোকালয় হইতে বহুদূরে যেখানে জমিকে অন্য কোন কাজে লাগাইবার সুবিধা নাই, কেবল সেই সকল স্থানেই যাহা কিছু জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমাবধি কোন প্রকার জঙ্গলের উপযোগিতাই যে বন বিভাগ স্বীকার করেন নাই তাহা নহে; ব্রহ্মপুত্রের তীর ভুমিতে যে বিস্তৃত শালবন রহিয়াছে তাহা যে চিরদিনই ঐ প্রদেশের প্রচুর আয়ের কারণ থাকিবে—একথা তাঁহারা জানিতেন এবং মানিতেন। তাই তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল কেবল ঐ শাল বনের উপর; কিন্তু চির শ্যামল অরণ্য "রক্ষা" করিবার যে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে এ কথা তাঁহারা মানিতেন না।

ফলে আসামের স্থানে স্থানে টিম্বার এবং জ্বালানি কাঠের মুল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানের মধ্যে শিবসাগর ও ডিব্রুগড় সদর সাবডিভিসনের নাম উল্লেখ যোগ্য।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ বন বিভাগের কর্ম্ম নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন "ধ্বংস নীতি" ছাড়িয়া "রক্ষা-নীতি" গ্রহণ করা হইয়াছে। বন-বিভাগ এখন গ্রাম্য জঙ্গল রক্ষা করিবারই পক্ষপাতী। কিন্তু জন-সাধারণ অজ্ঞ। তাহারা কি ভাবে জঙ্গল রক্ষা করিতে হয়—কি ভাবে যত্ন করিলে জঙ্গলের আয় চিরস্থায়ী থাকিবে—তাহা কিছুই বুঝে না। তাহারা বর্ত্তমানের জন্য ভবিষ্যৎকে বলি দিতে প্রস্তুত। কাজেই তাহাদিগের নিকট বেশী কিছু আশা করা অন্যায়। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এই সমস্ত জঙ্গলের ভাল ভাল গাছ লোপ পাইয়া যাইবে। আর পড়িয়া থাকিবে কেবল অল্প মূল্যের অপ্রয়োজনীয় গাছপালা ও তাহার মাঝে মাঝে এখানে সেখানে দুই এক খণ্ড চারণ ভূমি। কাজেই এই সকল জঙ্গল হইতে রক্ষিত বনের কোন উপকারই পাওয়া যাইবে না।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল বন বিভাগ ঐ সকল গ্রাম্য জঙ্গলের উপর কোনও রূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না—কেননা গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহাকে সেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আসামের বন-বিভাগ ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের বন-বিভাগ অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই পিছাইয়া আছে। তাহার প্রধান কারণ আসামের বন-বিভাগের কোন সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি নাই। তাই সর্ব্বাগ্রে একটী সুচিন্তিত অত্যুৎকৃষ্ট কর্ম্ম-নীতির আবিষ্কার করিতে হইবে।

বনে কি কি গাছ পাওয়া যায়, ইহার কোন্ অংশে কোন্ জাতীয় গাছ অধিক পরিমাণে থাকে, কোন গাছ কি পরিমাণে পাওয়া যাইবে ইত্যাকার বিবিধ বিষয়ের সঠিক বিবরণ বন-বিভাগকে রাখিতে হইবে। ইহা না করিলে টিম্বার ব্যবসায়ীদিগকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। মনে কর একজন ব্যবসায়ী বন হইতে টিম্বার সংগ্রহ করিবে। তাহাকে কাঠ কাটিবার যন্ত্রপাতি আনিতে হইবে, কাঠ বহিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহাতে প্রচুর মূলধন নিয়োগ করার প্রয়োজন। সে পূর্ব্ব হইতেই বনে কোন্ গুণ বিশিষ্ট কি পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা জানিতে না পারিলে অত টাকা খরচ করে কেমন করিয়া?

আসামের বন-বিভাগ এ সকল বিষয়ে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিতে অপারগ। বস্তুতঃ তাহাদিগের ঐ অক্ষমতার জন্য আসামে স্থাপিত একটী ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী ও কয়েকটী কাঠ চেরাই কোম্পানীকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে।

আসামের জঙ্গল যে আজও বেবন্দোবস্তে পড়িয়া আছে—ইহার জন্য কিন্তু একমাত্র বন-বিভাগকেই দোষী করিলে চলিবে না। ইহার আরও দুইটী কারণ আছে।

প্রথমতঃ অতি বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া আসামের জঙ্গল অবস্থিত। এত বিস্তৃত স্থান অল্প লোকে সহজে আয়ত্বে আনিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ আসাম অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান। কাজেই এখানে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে প্রচুর সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন।

যাহা হউক বন-বিভাগ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ পাইলে এ সকল অভাব দূর হইতে পারে—এমন বিশ্বাস করিলে অন্যায় হইবে না।

বন-বিভাগ কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

৫৭ বর্গ মাইল আয়তনের দুইটী বনের উপর ৭ বৎসর "রক্ষা-আইন" জারী করা হইয়াছে। লক্ষ্মীপুর বিভাগের অন্তর্গত ডিহিং, কাকৈ এবং ডুলংএর রক্ষিত বন (Reserved Forest) সমূহে আরও ৯ মাইল যোগ করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে গ্রাম্য জঙ্গলের আয়তন ৬৮০৯ একার বাড়ান হয়। ইহাতে বর্ষশেষে গ্রাম্য জঙ্গলের মোট আয়তন ৩৩০১২ একারে পরিণত হয়। যে সমস্ত সরকারী বন আজিও কোন শ্রেণীভুক্ত হয় নাই (Unclassed state Forests) তাহার পরিমাণ ১৮৮ বর্গ মাইল কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে এই জঙ্গলের চতুঃসীমার দৈর্ঘ্য আলোচ্য বর্ষে ৪৭৮৫ মাইলে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষে ইহা ৪৭৫৩ মাইল ছিল।

আসামের জঙ্গলের দ্রুত উন্নতি সাধনের প্রধান অন্তরায় হইল মজুর বিভ্রাট। স্থানীয় লোকে জঙ্গলে কাজ করিতে চাহে না। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষকে মহা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। বিদেশ হইতে যথেষ্ট সংখ্যক মজুর আমদানী করা ছাড়া এই মজুর সমস্যার সমাধান করিবার দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পূর্ব্বনীতি।

পূর্ব্বে বনের গাছ বিক্রয় করা এবং তাহার হিসাব নিকাশ রাখাই ছিল বন-বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্য। যে কেহ যে কোন ধরণের গাছ যে কয়টী ইচ্ছা কিনিতে পারিত। বন-বিভাগ কিছুতেই আপত্তি করিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রথার কিছু রদ

বদল করা হইয়াছে। এখন আর যে কোন গাছ কিনিবার উপায় নাই। কর্তৃপক্ষ হইতে আইন করিয়া চারা গাছ কাটা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বন-বিভাগ স্বয়ং যে আদৌ কোন কারবার করিত না এমন নহে। কিন্তু সে কারবারের পরিমাণ খুব অল্প। বনবিভাগ হইতে খুব অল্প সংখ্যক B. G, এবং স্পেশাল স্লিপার তৈয়ারি করা হইত। কেননা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর যত সিলিপারের প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই স্বাধীন কন্ট্রাক্টরগণ সরবরাহ করিয়া থাকেন। বন বিভাগ প্রথমতঃ পূর্ব্ব বৎসরে যে সমস্ত গাছ কাটা হইয়াছে তাহার গুঁড়িগুলি এবং অন্যান্য কিছু কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় লোকের চাহিদা মিটাইয়া থাকে; এবং দ্বিতীয়তঃ বনবিভাগের প্রয়োজন মত কাঠ কাটিয়া পোল বাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারি করে।

বনবিভাগ সর্ব্বসমেত ১৫৩০২৪৲ টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়াছিল; অবশ্য ইহার মধ্যে স্লিপার তৈয়ারির খরচা বাবদ ৬০৯১১৲ টাকা ছিল। আর আয় হইয়াছিল ২০৭৩২৭৲ টাকা; ইহার মধ্যে ২৩৮৫১৲ টাকা ট্রামওয়ের দরুণ খাজনা হিসাবে প্রাপ্ত।

গারো পাহাড় হইতে ১০৯: সংখ্যক M. G শাল স্লিপার কর্ত্তন করা হয়। তন্মধ্যে ১০০০ সংখ্যক স্লিপার ধুবড়ীতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিকে সরবরাহ করা হইয়াছিল। পোল ও বাড়ী তৈয়ারী করা প্রভৃতি বিভাগীয় প্রয়োজনে কিছু কিছু কাঠ কুটা খুঁটি প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। এই সমস্ত কাজের আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৩৭৯২৲ টাকা ও ২১১৬৲ টাকা অর্থাৎ লাভ হইয়াছিল ১৬৭৬৲ টাকা।

আমলিংএ আনক্লাশিফাইড ষ্টেট্ ফরেষ্টের ৭১৩ শাল গাছ কটিয়া, উহা হইতে ৭১৬১ সংখ্যক M. G স্লিপার তৈয়ারি করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩০০০ খানি স্লিপার গৌহাটিতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়েকে দেওয়া হয় এবং বাকী ৪১৬১ খানি স্লিপার উক্ত কোম্পানীই ১৯২৭—২৮ সালে গ্রহণ করিবে। আলোচ্য বর্ষে বিভাগের আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ১০৫০০৲ টাকা ও ৮৪৩৫৲ টাকা।

ব্যবসায়ীগণ মণিপুর ষ্টেটের জঙ্গল হইতে যে সমস্ত টিম্বার সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার দরুণ তাহাদিগকে ৪৯০১৪৲ টাকা খাজনা দিতে হয়। ইহার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট শতকরা ২৫৲ টাকা হারে খাজনা বাবদ ১২২৫৬৲ পাইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের দেখা দেখি মণিপুর ষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত জঙ্গল পাঁচ বৎসরের জন্য লিজ দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহারা যথেষ্ট সুফল পাইতেছেন।

গত বৎসরে আসামের জঙ্গল হইতে বন-বিভাগ ৩৭৫৭ ঘন ফুট জ্বালানি কাঠ ৬৯৲ টাকা মূল্যে এবং ৪৯৮৮. টাকার minor produce বিক্রয় করিয়াছিলেন। যে স্থলে এ বৎসর ৭৭৬ ঘন ফুট জ্বালানি কাঠ ১২৪৲ টাকা মূল্যে এবং ৯৮৫৲ টাকার minor produce বিক্রয় করা হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে আসামের জঙ্গল হইতে সর্ব্বসমেত প্রায় লক্ষাধিক ঘন ফুট টিম্বার এবং ১২০৯ ঘন ফুট জ্বালানি কাঠ নিষ্কাশিত করা হইয়াছে। ইহার দরুণ খাজনা পাওয়া গিয়াছে সর্ব্বসমেত ৩০৭৭৪৲ টাকা। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা অনেক কম খাজনা সংগৃহীত হইয়াছিল। গতবর্ষের টিম্বার, জ্বালানি কাঠ ও আদায়ী খাজনার পরিমাণ যথাক্রমে ৫০৩০৫ ঘন ফুট, ৬২২ ঘন ফুট এবং ১৩৬২১৲ টাকা।

পতিত জমীর উপর যে সমস্ত শাল গাছ আছে; তাহার খাজনা এ বৎসর ৩২৫১২৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। গত বৎসর খাজনার পরিমাণ ছিল ৪৫৭১৭৲ টাকা।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান, এবং তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১নং পত্র।

মহাশয়!

১। কি উপায়ে অতি সহজ প্রণালীতে নারিকেল কিম্বা তিল তৈল সুগন্ধযুক্ত করা যায়।

২। তৈলের শিশি রাখিবার জন্য যে কাগজের বাক্স ব্যবহৃত হয় ঐ রকম এবং বাক্সের বাহিরের ছবিওয়ালা সুন্দর লেবেল কোন্ প্রেসে ভাল তৈয়ার করান যায়।

৩। তৈল রঞ্জিন কিম্বা সুগন্ধি বা রিফাইন করিবার খাটি মাল মসলা কোথায় পাওয়া যায়।

৪। ঐ সম্পর্কীয় কোন ছাপান বহি থাকিলে তাহা পাইবার ঠিকানা জানাইবেন।

সেক্রেটারী পল্লীসেবী যুবকসঙ্ঘ।
গ্রাহক নং ৪০২৪।

১নং পত্রের উত্তর।

১। ফাল্গুন সংখ্যায় যে উপায়ে তৈলকে গন্ধহীন করার প্রক্রিয়া আলোচনা করা হইয়াছে তৈলকে সেই উপায়ে গন্ধহীন করতঃ তৈলকে যেরূপ গন্ধযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন সেইরূপ এসেন্স আদি মিশাইতে

হয়। দেশীয় গন্ধযুক্ত করিতে হইলে গোলাপী আতর চন্দনের আতর অথবা নানারূপ বেনে মসলার সংযোগে তেলকে সুগন্ধযুক্ত করিতে হয়। এ সম্বন্ধে আগামী বৎসর আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।

২। কলিকাতায় অনেক বাক্স তৈরীর কারখানা এবং ছাপাখানা আছে। তাহার তালিকা দিতে গেলে এক পুঁথি হইয়া যায়। আপনার কিরূপ আকারের বাক্স অর্থাৎ কত ইঞ্চ লম্বা, চওড়া ও উচু এবং কিরূপ মোটা পিচ্‌বোর্ডের বাক্স দরকার তাহার একটী নমুনা পাঠাইলে ভিন্ন ২ কারখানায় যাচাই করিয়া দাম জানিতে পারেন। লেবেল সম্বন্ধেও ঐ কথা। নমুনা, কতগুলি করিবেন তাহা জানিতে পারিলে দর পাওয়া যায়।

৩। কলিকাতায় সব বেনেমসলার দোকানে পাওয়া যায়। আপনার কি কি জিনিষ কত পরিমাণ চাই তাহা জানাইতে হয়।

৪। আমাদের জানা এরূপ কোনও বই নাই।

২নং পত্র।

মহাশয়,

বৈশাখ সংখ্যায় "আবর্জ্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধানে' টুকরা কাগজ ও টুকরা কাপড় সংগ্রহ করিয়া paste Board এর কলে আপনাদের গ্রাহক শ্রেণীর কেউ যোগান দিবার কাজে নামিলে আপনারা তাহা বিক্রয়ের পর্য্যন্তও বন্দোবস্ত করিয়া দেন"—এ কয়েকটী লাইন পড়িয়া বাস্তবিক এতদূর প্রীত হইয়াছি যাহা শুধু এই ক্ষুদ্র পত্রে লিখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না—জানি না কি বলিয়া আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইব।

উক্ত জিনিষ দুইটী আমি জোগান দিতে ইচ্ছা করি—আশা করি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন। জিনিষ দুইটীর দর ইত্যাদি জানিতে পারিলে সংগ্রহ করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা, কাজেই অনুগ্রহ করিয়া দর ইত্যাদি লিখিবেন।

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায়।
গ্রাহক নং ৫০৬২

২নং পত্রের উত্তর

নিম্নলিখিত আপিসে নমুনা ও দর পাঠাইয়া দিয়া পত্র ব্যবহার করুন।

১। Salvation Army (Men's Industrial Home) 105-7, Corporation St. Calcutta.

২। City Paper and Board Mills Ld. 44, Clive Street Calcutta.

৩। F.W. Heilgers, & Co. Paper Mills Department. Chatered Bank Buildings. Clive St. Calcutta

৪। Balmar Lawrie & Co. Ltd. Paper Mills department 103, Clive Street

৩ নং পত্র

মহাশয়!

১। শুক্তির বোতাম তৈয়ারি করিবার কল কোথায় পাওয়া যায় এবং মূল্যাইবা কত।

২। আপনার পত্রিকায় দেখিলাম কুমিরের চামড়াও বিক্রয় হয় কিন্তু চামড়া ছাড়াইবার বা চিরিবার নিয়ম কিরূপ, পেটের মধ্যস্থল দিয়া—না কেনারা দিয়া, কিরূপ নিয়ম এবং মাথা বাদে নাকি—এবং নুনদিতে হয় কিনা এবং মূলাই বা কত—।

৩। লণ্ডনের ডাবি রেশের যে খেলা হয়—তাহার টিকিট কিনিবার ঠিকানা এবং কোন

সময়ে টিকিট বিক্রয় হয় সংবাদ দিয়া বাধিত করিবেন নিবেদন ইতি

৪। গালা কিরূপ দরে বিকাইতে পারে দয়া করিয়া লিখিয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত—

এস, এম, হোসেন

৫০১০ নং গ্রাহক

৩ নং পত্রের উত্তর

১। শুক্তির বোতামের কলের জন্য নিম্নে দুই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

(ক) Director of Industries 40/A Elec School Street Calcutta.

(খ) Oriental Machinery Supply Coy. Ld. Lalbazar Street Calcutta.

২। এ সম্বন্ধে ৩৩ সালের কাগজে ঘড়িয়ালের চামড়ার ব্যবসায় সম্বন্ধে সবিশেষ লেখা হইয়াছে। তাহা পড়িলে সব কথা জানিতে পারিবেন।

৩। নিম্নের যে কোনও ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে এ সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন এবং তাহাদের নিকট টিকিট পাইবেন। এই সকল ব্যাঙ্কেরা ডার্ব্বীরেসের টিকিট বিক্রয় করে।

(ক) Allahabad Bank Ld. Royal Exchange Place.

(খ) The National Bank of India Ld.

(গ) Lloyds Bank Ld. Royal Insurance Buildings Dalhousie Sqnare.

৪। নমুনা পাঠাইলে দর বলিয়া দিতে পারি। নানারূপ গালার নানারূপ দর।

৪ নং পত্র

মহাশয়,

(১) ছোট ছোট ধান ভানা কল যে পাওয়া যায়, তাহাদের মূল্য কত? ১০০,।৮০০,শত টাকায় এরূপ কোন কল পাওয়া যায় কি না? যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐরূপ একটী কলে দৈনিক ক'মন ধান ভানা যায় এবং মন প্রতি কত খরচ পরে? এবং ঐরূপ একটী কল ক'বৎসর স্থায়ী হয়?

(২) ভুটান পাহাড় হইতে কয়েক টুকুরা পাথর আনিয়াছিলাম এবং উহার দুই টুকুরা নমুনা স্বরূপ আপনার নিকট পাঠাইলাম। অনেকে বলেন যে ইহা মূল্যবান্ পাথর, কারণ গ্লাসের (glass) উপর দাগ বসে বলিয়া। যাহাহউক, আপনি উক্ত টুকুরা দু'টী expriment করিয়া ফলাফল আমাকে জানাইবেন। চেষ্টা করিলে উক্ত পাহাড়ের তলা হইতে এ যাত্রায় কিছু প্রস্তরের টুকুরা সংগ্রহ করা যায়।

(৩) কলিকাতায় বর্ত্তমান পাটের দর কত? এখানে আজকাল ৯ টাকা মনে পাট বেচাকিনা হয়, ওজন ৮০। এরূপ অবস্থায় কলিকাতায় চালান দিলে সুবিধা করিতে পারিব কি? দয়া করিয়া একজন বিশ্বস্ত পাট খরিদদারের সন্ধান দিবেন।

বশংবদ

শ্রীহরিদাস মজুমদার।

গ্রাহক নম্বর—২০৬৫

৪ নং পত্রের উত্তর

চাউলের কল নানা আকারের আছে। দৈনিক ২।৩ মণ হইতে ৪০।৫০ মণ চাউল হইতে পারে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারের কল আছে। ইহাদের দামও capacity অনুসারে বিভিন্ন। এই সকল কল কেবলমাত্র ইঞ্জিন দ্বারা চলে; হাতে চলে না। ইহা ছাড়া হাত এবং বলদের দ্বারাও চলে এরূপ কল আছে। আপনার দৈনিক কত পরিমাণ চাউল ভানার দরকার তাহা জানাইলে তদনুযায়ী কলের কি দাম পড়িবে তাহা জানাইব

২। উক্ত পাথরের টুক্‌রা দেখিয়াছি; আপনাকে পুণরায় ফেরৎ পাঠাইলাম। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে ইহাপেক্ষা অনেক বড় ও সুন্দর পাথর যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহাদের পলাও খুব বড়; Hexagonal Octagonal size এর অনেক পাথর কঙ্করময় জমিতে দেখা যায়। ইহা সব mica স্তরের Quartz জাতীয় পাথর। উদ্যান সজ্জা ব্যতীত আর কোনও কাজে লাগে না।

৩। বর্ত্তমান মাসের কাগজে দেখিবেন। যদি দরে পোষায় মনে করেন তবে নমুনা ও দর পাঠাইলে খরিদ দার জুঠাইয়া দিব।

৫ নং পত্র

বহুমূত্রে বিছুটী সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য।

সবিনয় নিবেদন—

১। সন ১৩৩৩—আশ্বিন সংখ্যার "ব্যবসা ও বানিজ্য" (বিবিধ সংবাদে) লিখিত—

বহুমূত্রে বিছুটা সম্বন্ধে

বিছুটী দুই প্রকার আছে এক বিছুটীর গাছ ছোট হয় ও লোকে উহাকে জল বিছুটী বলে, অন্যটীর গাছ লতায় স্থায় লম্বা হয় এবং উহা লাগিলে অত্যন্ত জ্বালা করে, অতএব কোন্ বিছুটী খাইতে হইবে?

২। সন ১৩৩৩। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (সংগ্রহ) লিখিত—

অর্শরোগে তিল সম্বন্ধে

তিল কত সময় ভিজাইয়া রাখা দরকার ও কেবল তিল খাইতে হইবে বা তিল ভিজান জলও খাইতে হইবে?

৩। গোবদ্ধ লইতে হইলে মাপ পাঠান দরকার কি না?

বিনীত—

আবদুলওয়াহেদ লায়েক

১৯৫০ নং গ্রাহক

৫ নং পত্রের উত্তর

১। ইঁহার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মধ্যে বিছুটী সংক্রান্ত বিষয়ের জবাব ৬ নং পত্রে দেওয়া আছে।

২। তিল ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া বাটীয়া ইক্ষু চিনি সহ সেব্য উহার জল খাইবার দরকার নাই।

৩। মাপ পাঠাইবার কোন দরকার নাই। উহা সকল বাছুরের মুখেই লাগে।

৬ নং পত্র

সবিনয় নিবেদন—

আপনারা বহুমূত্র রোগে যে বিছুটীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সে বিছুটি নয়। রংপুরের লোক তাহা চেনে, কাহারও বহুমূত্রের জন্য ঐ ঔষধ আবশ্যক হইলে প্রথমতঃ রংপুর হইতে আনিয়া চিনিয়া তবে ব্যবহার করিতে পারেন। তাহা না হইলে হিতে বিপরীত হইবে। আশাকরি রংপুরের কোন সহৃদয় ব্যক্তি দেশের জন্য এই উপকার করিবেন। বহুমূত্রের পক্ষে রংপুরের বিছুটি নামক গাছ যে মহৌষধ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে বিছুটি গাছ বলিতে যাহা বোঝে এ সে গাছ নয় ইতি—

নিবেদক—

শ্রীফনীন্দ্র চৌধুরী

গ্রাঃ নং ২০৩১।

———

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ,

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ীরা সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

হেনাপাতা ও গুঁড়া।

(কিউ-২১৭) দিল্লীর একজন ব্যবসায়ী হেনা পাতার ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ৯ই ফেব্রুয়ারী)

পারদ

(কিউ-২১৮) রেঙ্গুনের একজন ব্যবসায়ী কলিকাতা, কোকনদ এবং বোম্বাই সহরে যাঁহারা পারদ কিনিতে চাহেন তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I T. J. ঐ)

চাউল

(কিউ-২২৯) পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরানাওয়ালা ডিষ্ট্রীক্টের একটী চাউল কলের অধিকারী চাউলের ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J, ঐ)

কড়ি ও অনুরূপ সামুদ্রিক জীবের খোল

(কিউ-২২০) ইতালীর অন্তর্গত ভিনিস নগরের জনৈক ব্যবসায়ী কড়ি ও অন্যান্য Sea shells এর রপ্তানীকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T J. ঐ)

মহুয়া ফুল

(কিউ-২২১) জার্ম্মানীর অন্তর্গত হাম্‌বার্গের জনৈক ব্যবসায়ী শুষ্ক মহুয়া ফুল রপ্তানীকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

চীনা সিঁদুর

(কিউ ২০৬) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা ভারতবর্ষে চীনা সিন্দুর আমদানী করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T, J. ২৬শে জানুয়ারী)

COCCULUS INDICUS বা কাকমারী

(কিউ-২০৭) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী Cocculus Indicus (Anamirta cocculus) বা কাকমারীর রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T, J. ২৬শে জানুয়ারী

তুলার বীজ ও খৈল

(কিউ-২০৮) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আমেদাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী তুলার বীজ ও তদুৎপন্ন খৈলের ক্রেতাগনের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছা করেন।

(I. T. J. ২৬শে জানুয়ারী)

ALŒ FIBRES আনারের পাতা

(কিউ-২০৯) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত মাদুরা ডিষ্ট্রিক্টের জনৈক ব্যবসায়ী আনারের পাতার ক্রেতাগনের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ২৬শে জানুয়ারী)

সোডিয়াম সাল্‌ফেট ও স্যাজবেষ্টস্।

(কিউ-২১০) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত গুণ্টুর নামক স্থানের একজন ব্যবসায়ী উল্লিখিত দ্রব্য দ্বয়ের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ২৬শে জানুয়ারী)

TORMALINE

(কিউ-২১১) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সাগাও নামক স্থানের একজন ব্যবসায়ী টার্ম্মলীনের ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ২৬শে জানুয়ারী)

পান! পান!! পান!!!

"ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহক এবং তাহার সম্পাদকের পরিচিত রাজসাহী জেলার জনৈক ব্যবসায়ী কলিকাতায় পান চালান দিতে ইচ্ছুক। যদি কোনও যুবক কলিকাতায় পাইকারী হিসাবে পানের ব্যবসা করিতে উদ্যোগী থাকেন তবে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ম্যানেজারের নিকট ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে তিনি যথাস্থানে পত্র পাঠাইয়া দিবেন।

কফি (Coffee)

(কিউ-২১৪) ইটালীর অন্তর্গত Trieste নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী ইটালীতে ভারতীয় কফি রপ্তানীকারকদিগের Representative রূপে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন।

(I. T. J. ২৬শে জানুয়ারী)

শিমুল তুলা

(কিউ-২১৪) ইতালীর Trieste নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী ইতালীতে ভারতীয় শিমূল তুলা রপ্তানী কারক দিগের Representive রূপে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন।

(I. T. J. ২৬শে জানুয়ারী)

শিমুল তুলা।

বীরভূম জেলার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন রায় শিমূলতুলা সরবরাহ করিতে চাহেন। যাঁহাদের কিনিবার প্রয়োজন তাঁহারা এই পত্রিকার ম্যানেজারের কেয়ারে পত্র দ্বারা অনুসন্ধান করুন।

মহুয়া ফুল

বীরভূম জেলার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন রায় প্রচুর পরিমাণে মহুয়া ফুল সরবরাহ করিতে পারেন; যাঁহারা খরিদ করিতে চান তাঁহারা ব্যবসা ও বাণিজ্যের ম্যানেজারের কেয়ারে অনুসন্ধান করুন।

চুনাপাথর

কিলবরন্ কোম্পানী এখান হইতে চট্টগ্রাম চুনা পাথর নিয়া কলিকাতায় পোড়াইয়া বিক্রয় করে; যদি কেহ চুনা পাথর খরিদ করিয়া কলিকাতা,নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে চালান দিতে চান, একজন ব্যবসায়ী তাহা সাপ্লাই করিতে পারেন। কিলবরন্ যে দরে পাথর নেয় ইনি তাহা হইতে কিছু কম দরে পাথর দিতে পারেন।

বশম্বদ—

শ্রীভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৪০৫৩নং গ্রাহক।

কালধুতুরা।

শ্রীহট্টের জনৈক গ্রাহক কালধুতুরার খরিদ্দার চান। নিম্নের ঠিকনায়—পত্র লিখিবেন।

সেক্রেটারী, পল্লীসেবী যুব-সংঘ

গ্রাহক নং ৪০২৪।

আকন্দের তুলা।

নদীয়া জেলার জনৈক গ্রাহক আকন্দের তুলা বেচিতে চান। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীযুক্ত কান্তিগোপাল সিংহ রায়

গ্রাহক নং ৫০৪০।